

কালিকা পুরাণ



সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
১ অঃ। কামদেবের জন্ম	১
২ অঃ। কাম বিক্রম	৮
৩ অঃ। বতিপরিণয়	১৫
৪ অঃ। মহাদেবকে কামবশ করিতে বন্ধার উদ্যোগ	২১
৫ অঃ। বন্ধা কর্তৃক মহামায়ার স্বপ্ন	২৬
৬ অঃ। দেবার আশ্বাস প্রদান	৩৭
৭ অঃ। বন্ধা ও কামের কথোপকথন	৪৩
৮ অঃ। মন্দের প্রতি দেবীর বরদান	৪৭
৯ অঃ। দাক্ষায়ণীর জন্ম	৫৬
১০ অঃ। দাক্ষায়ণীকে শিবের বরপ্রদান	৬৩
১১ অঃ। শিব-বিবাহ	৭১
১২ অঃ। বন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভ্যঙ্গ	৭৮
১৩ অঃ। ধ্যানযোগে মহাদেবের বিশ্বদর্শন	৮৬
১৪ অঃ। শিব-বিহার	৯২
১৫ অঃ। শিব-চর্চার হিমালয় পর্বতে বাস করিবার প্রস্তাব	৯৯
১৬ অঃ। দক্ষ-যজ্ঞ	১০৩
১৭ অঃ। দক্ষ-যজ্ঞ-কবচ	১১৩
১৮ অঃ। শিবস্তব	১১৯
১৯ অঃ। শিখা নদীর উৎপত্তি-বিবরণ	১৩৩
২০ অঃ। অরুন্ধতী-উপাখ্যান	১৪৩
২১ অঃ। চন্দ্রের বন্ধারোহ-মুক্তি	১৬১
২২ অঃ। অরুন্ধতীর জন্ম	১৭৪
২৩ অঃ। অরুন্ধতী-বিবাহ	১৮৭
২৪ অঃ। শিবের অন্তর হৃদয়ে যাত্রার অনসারণ ও শিবের ভগ্নতা	২০৩
২৫ অঃ। সৃষ্টি-কথন	২১৬
২৬ অঃ। প্রতিসর্গ বর্ণন	২২৪
২৭ অঃ। দৈনন্দিন প্রলয় কথন	২২৭
২৮ অঃ। অগতির অসারত্ব কীর্তন	২৩৩
২৯ অঃ। বরাহের জীড়া-বর্ণন	২৩৫
৩০ অঃ। বরাহ-শরভ-সংগ্রাম	২৪৩
৩১ অঃ। বরাহের বহুকপল কীর্তন	২৬২
৩২ অঃ। যমু-কপিল-সংবাদ-প্রলয় কীর্তন	২৬৬
৩৩ অঃ। যমু-যোন-সংবাদ	২৭৩
৩৪ অঃ। সৃষ্টিবিস্তার	২৮০
৩৫ অঃ। শরভের মেহত্যাগ	২৯১
৩৬ অঃ। নরকাসুরের উপাখ্যান	২৯৪

৫৭ অঃ।	নরকাসুরের উৎপত্তি	৩০০
৫৮ অঃ।	নরকের পিতৃদর্শন	৩০৭
৫৯ অঃ।	নরকের চারিত্র	৩২৬
৬০ অঃ।	নরকের পুত্রোৎপত্তি	৩৩৮
৬১ অঃ।	পার্ব্বতীর জন্ম	৩৪৩
৬২ অঃ।	বদন-ভঙ্গ	৩৬৩
৬৩ অঃ।	শিবের প্রসন্নতা	৩৮৩
৬৪ অঃ।	শিব-বিবাহ	৩৯৭
৬৫ অঃ।	কালীর মৌরীমূর্তি ও শিবের অর্দ্ধাকৃতাপ্রাপ্তি	৪০৪
৬৬ অঃ।	বেতাল-ভৈরবের উপাখ্যান	৪২৫
৬৭ অঃ।	ভৃগু ও বহুকালের শাপ-বিবরণ	৪৫৬
৬৮ অঃ।	চন্দ্রশেখরের বিবাহ	৪৬৬
৬৯ অঃ।	অশ্বি-দর্শন	৪৫৫
৭০ অঃ।	নাগদেব উপদেশে চন্দ্রশেখরের আশ্বসাকারকার	৪৬৪
৭১ অঃ।	বেতাল-ভৈরবের গণাধ্যক্ষতা	৪৮৯
৭২ অঃ।	মন্ত্রোপদেশ আশ্রিত	৪০৪
৭৩ অঃ।	মন্ত্র-নির্ণাণাদি	৪০৮
৭৪ অঃ।	পূজা-পারিপাট্য	৪১২
৭৫ অঃ।	বলিদান	৪১৭
৭৬ অঃ।	মন্ত্র-কবচ	৪২৮
৭৭ অঃ।	অঙ্গ-মন্ত্র কখন	৪৩৭
৭৮ অঃ।	দেবী-তন্ত্র	৪৫৮
৭৯ অঃ।	অঙ্গমন্ত্রের বিশেষ বিবরণ	৪৬৬
৮০ অঃ।	কাষ্ঠাচমনীর আবির্ভাব	৪৭৬
৮১ অঃ।	দেবী-পূজার কর্তব্যতা	৪৮৪
৮২ অঃ।	কামাখ্যা-বিবরণ	৪০৬
৮৩ অঃ।	পূজাপ্রকরণ-ত্রিপুরাতন্ত্র	৪২২
৮৪ অঃ।	কামেশ্বরী তন্ত্র	৪৪৩
৮৫ অঃ।	শারদা-তন্ত্র	৪৫১
৮৬ অঃ।	নমস্কার ও মুদ্রাকথন	৪৫৮
৮৭ অঃ।	বলিদান-বিধি	৪৭১
৮৮ অঃ।	ষোড়শোপচার-আসনাদি উপচারসম্বন্ধ-বিধান	৪৯২
৮৯ অঃ।	বহাদি উপচারসম্বন্ধ	৭০০
৯০ অঃ।	নৈবেদ্য	৭১৬
৯১ অঃ।	নমস্কার	৭২২
৯২ অঃ।	কামাখ্যা-কবচ	৭২৫
৯৩ অঃ।	মাতৃকা-ন্যাস	৭৩৫
৯৪ অঃ।	অষ্টবিধ হোনিমুদ্রা ও মন্ত্ররহস্য	৭৩৯
৯৫ অঃ।	ত্রিপুরার মন্ত্ররহস্য	৭৬১
৯৬ অঃ।	বেতাল-ভৈরবের সিদ্ধিলাভ	৭৭৯

୧୧ ଅଃ ।	କାୟରୂପ ଶୂନ୍ୟତା—ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଜିନିଷ ବାହ୍ୟା	୧୮୫
୧୨ ଅଃ ।	ନୈର୍ଘଟିକାମିତ୍ୟାଗେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	୧୮୬
୧୩ ଅଃ ।	ତୀର୍ଥ-ପ୍ରସଙ୍ଗ	୧୮୭
୧୪ ଅଃ ।	ନବୀ-ବିବରଣେର ଉପସଂହାର	୧୮୮
୧୫ ଅଃ ।	ବସିଷ୍ଠ-ଜାମ	୧୮୯
୧୬ ଅଃ ।	ବ୍ରହ୍ମପୁରୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିବରଣ	୧୯୦
୧୭ ଅଃ ।	ନରପତ୍ୟାଗେର ଉପାଦାନ	୧୯୧
୧୮ ଅଃ ।	ରାଜନୀତି	୧୯୨
୧୯ ଅଃ ।	ବିଶେଷ ବିଶେଷ ମହାତ୍ମା କଥନ	୧୯୩
୨୦ ଅଃ ।	ପୁତ୍ର-ଜ୍ଞାନାନି	୧୯୪
୨୧ ଅଃ ।	ବକ୍ରୋଦ୍ଧାନ	୧୯୫
୨୨ ଅଃ ।	ବିଦ୍ୟାବଳୀ	୧୯୬
୨୩ ଅଃ ।	ବେତାଳ-ବୈଦ୍ୟ-ବ୍ୟାଧିକୃଷ୍ଣ	୧୯୭
୨୪ ଅଃ ।	ମହାଶି	୧୯୮

*If you want to download
a lot of ebook,
click the below link*



**Get *More*
Free
eBook**

**VISIT
WEBSITE**

click here



কালিকাপুরাণম্

প্রথমোহধ্যায়ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্কেব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঠৈষ্কেব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

বদ্যোনিভির্ভবভয়ান্ধিবিনাশযোগা-
মাসান্ধ বন্দিতমতীৰবিবিক্তচিহ্নৈঃ ।
তথঃ পুনাতু হরিগাদসরোজমুগ্ধ-
মাবিভবৎক্রমবিলম্বিততুর্ভুবঃবঃ ॥ ১
স। গাতু বঃ সকলযোগিজনস্য চিত্তে-
হবিদ্যাতমিস্রভবনির্মতিমুক্তিহেতুঃ ।
য। চাক্ত ক্তনিবহস্য বিমোহিনীতি
মায়া বিভোৰ্জনুযি শুক্ককুবুদ্ধিহরী ॥ ২
ঈশ্বরং জগতামাতং প্রণম্য পুরুষোত্তমম্ ।
নিত্যজ্ঞানময়ং বক্ষ্যে পুরাণং কালিকাস্বরম্ ॥ ৩
মার্কণ্ডেয়ং মুনিশ্রেষ্ঠং স্থিতং হিমবরাস্তিকে ।
মুনয়ঃ পরিপত্রুঃ প্রণম্য কমঠাদয়ঃ ॥ ৪

নারায়ণ ও নর (বদরিকাজলের ছই ঋষি) এবং নরোত্তম (বিষ্ণু) দেবী ও সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় (সংসার জয়কারী পুরাণাদি) গ্রন্থ পাঠ করিবে ।

কামদেবের অন্ত ।

অতীত পবিত্রচিত্ত যোগিগণ ভবভয় ও ভবরোগ বিনাশের যোগা যাহাকে অবলম্বন করিয়া বন্দনা করেন, যিনি পদবিক্ষেপে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই তিনলোক অধিকার করিয়াছিলেন, সেই হরিগাদসরোজমুগল আবির্ভূত হইয়া তোমাদিগকে পবিত্র করুন । ১

যিনি সকল যোগিজনের চিত্তস্থিত অবিদ্যা-তিমির-বিনাশে সূর্য্য-কপিনী ও যতিগণের মুক্তির হেতু হইয়া থাকেন, যিনি নিখিল জীবকে মোহিত করেন বলিয়া বিষ্ণুমায়া নামে প্রসিদ্ধ এবং যিনি অস্ত্রে শুক্ক (মানবগণের) কুমতি দূর করেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ২

নিত্যজ্ঞান-সম্পন্ন, জগতের আদি সেই পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া কালিকা (মামক) পুরাণ বলিতেছি । ৩

(একদা) কমঠাদি মুনিগণ হিমালয় সম্মুখানে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । ৪

ভগবন্ সমাগাখ্যাতং সৰ্বশাস্ত্রাণি তদ্বৃত্তঃ ।
 বেদান্ সৰ্বাংস্তথা শাস্ত্রান্ সারকৃতং প্রমথ্য চ ৷ ৫
 সৰ্ববেদেষু শাস্ত্রেষু যো যো নঃ সংশয়োহভবৎ ।
 ন স চিরন্তন্য ব্রহ্মন্ সন্নিভেব তমশ্চরঃ ৷ ৬
 দৈবাত্বকাণ্ডা ভবতঃ প্রসাদাচ্ছিবসন্তম ।
 নিঃসংশয়া বয়ং জাতা বেদে শাস্ত্রে চ সৰ্বশঃ ৷ ৭
 কৃতকৃত্য বয়ং ব্রহ্মভূত্বোহবীত্য সমধৃতঃ ।
 সরহস্তং ধৰ্মশাস্ত্রং যদবাধি ব্রহ্মভূবা ৷ ৮
 ভূমন্তচ্ছোভুমিচ্ছামো হবং কালী পূরা কথম্ ।
 যোহয়ামাস যতিনং সত্যীক্ৰপেণ চেশ্বরম্ ৷ ৯
 সৰ্বদা ধ্যাননিলায়ং যমিনং যতিনাং বরম্ ।
 সজ্জাভয়ায়াস কথং সংসারবিমুখং হরম্ ৷ ১০
 সত্যী বা কথমুৎপন্ন্য দক্ষদারেণ শোভন্য ।
 কথং হরো যনশ্চক্রে দারগ্রহণকৰ্ম্মণি ৷ ১১
 কথং বা দক্ষকোপেণ ভ্যক্তদেহা সত্যী পূবা ।
 হিনবভনন্না জাতা ভূক্তা বা কথয়াগতা ৷ ১২
 কথমর্জশরীরং সাহরং যররিপোঃ পুনঃ ।
 এতং সৰ্বং সমাচক্ষু বিস্তরেণ বিজোক্তম্ ৷ ১৩
 ন্যস্তোহস্তি সংশয়চ্ছেতা ত্বংসমো ন ভবিষ্ঠতি ।
 বখ্য জানীয বিপ্রৈল্ল তং কুরুবৈতনাশ্রবিৎ ৷ ১৪

ভগবন্ । আপনি সৰ্বশাস্ত্রের তত্ত্ব সম্যাক্রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যজ্ঞের সহিত সমস্ত বেদ যত্ন করিয়া তাহার সারাংশ উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; সমস্ত বেদে ও (অস্ত্রাঙ্গ) শাস্ত্রে আমাদের যে যে সংশয় ছিল, হে অক্ষয়, । সূর্য্য যেমন তামোজাল বিদূরিত করেন, সেইরূপ আপনি আমাদের সেই সেই সন্দেহ দূর করিয়াছেন । ৫-৬

হে চিরজীবী বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! আপনার প্রসাদে আমরা বেদে ও সকল শাস্ত্রে নিঃসংশয় হইয়াছি । ৭

হে ব্রহ্মন্ । আমরা কর্তৃক কথিত সেই ধৰ্মশাস্ত্র, ব্রহ্মা (গুহতত্ত্ব) সহিত আদ্যোপান্ত আপনার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া আমরা চম্বিতার্থ হইয়াছি । ৮

পুনরায় আপনার নিকটে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, পুরাকালে কালী সংযমী মহেশ্বর শিবকে কিরূপে সত্যীক্ৰপে যোহিত করিয়াছিলেন ? যিনি সৰ্বদা ধ্যাননিষ্ঠ সংসার বিমুখ সংযত সেই যতিবর হরকে কিরূপে বিচলিত করিয়াছিলেন ? সুশোভন্য সত্যী দক্ষপত্নীকে কিরূপে উৎপন্ন্য হইলেন এবং কেমন করিয়া শিব তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ? পুরাকালে সত্যীই বা কি হেতু দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন এবং হিমালয়ের কণ্ঠা হইয়া পুনঃ কল্মগ্রহণ করিয়া আসিলেন কেন ? এবং পুনরায় কামরিপু শিবের অর্জশরীরভাগিনী হইলেন কেন ? হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করুন । আপনার যত সংশয় দূর করিতে অস্ত্র কেহ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শুশ্রূষ্যং মুনয়ঃ সর্বৈঃ শুভাদ্ শুভতরং যম ।
 পুণ্যং শুভকরং সম্যগ্ জ্ঞানদং কামদং পরম্ ॥ ১৫
 এতদ্বাক্ষ্য্য শুরোবাচ নারদায় মহাশ্বনে ।
 পৃষ্ঠন্তেন ততঃ সোহপি বাণবিল্যোভ্য উক্তবান্ ॥ ১৬
 বাণবিল্য্য মহাশ্বানন্তত আচক্ষিরে পুনঃ ।
 যবক্রীতার মুনয়ে স প্রোবাচাসিতায় চ ॥ ১৭
 অসিতো মে সমাচক্টে এতবিস্তরতো বিজ্ঞাঃ ।
 অহং বঃ কথয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্ ॥ ১৮
 প্রণম্য পরমাশ্বানং চক্রপাণিঃ জগৎপতিম্ ।
 বক্তব্যাস্তরুণায় সদস্যস্তিক্রপিনে ।
 সুলায় সুন্দরুণায় বিশ্বরুণায় বেধসে ॥ ১৯
 নিত্যায় নিত্যজ্ঞানায় নির্যিকারায় তেজসে ।
 বিদ্যাবিদ্যায়রুণায় কালরুণায় বৈ নমঃ ॥ ২০
 নির্মলায়োন্মিষট্টকাদিরহিতায় বিরাগিনে ।
 ব্যাপিনে বিশ্বরুণায় সৃষ্টিস্থিতাস্তকাগিনে ॥ ২১
 যোগিচিন্তিত্যভে যোহসৌ বেদান্তান্তগচিন্তকৈঃ ।
 অন্তরন্তঃ পরং জ্যোতিঃরুপং প্রণমামি তম্ ॥ ২২

নাই এবং কেহ হইবেনও না। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় বাহাতে আমরা জানিতে পারি, হে আশ্বজ্ঞানসম্পন্ন বিশ্রান্ত, আপনি তাহা করুন ॥ ১-১৪

মার্কণ্ডেয় কহিলেন ;—সেই সাতিশয় গোপনীয়, বাহ্যকল্পতরু, জ্ঞানজনক পরম পবিত্র যজ্ঞকর আখ্যান আজ মুনিমণ্ডলী সকলে শ্রবণ করুন । ১৫

পূর্বে ব্রহ্মা, মহাশ্বা নারদকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট ইহা প্রকাশ করেন । অনন্তর, সেই নারদও বাণবিল্যগণসকলে তৎসমস্ত কীৰ্ত্তন করেন । ১৬

তৎপরে বাণবিল্য মুনীগণ, আবার যবক্রীত মুনিকে বলেন । তিনি আবার অসিত ঋষির নিকটে ব্যক্ত করেন । ১৭

হে বিজ্ঞান ! অসিত ঋষি আমাকে ইহা বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন । পরমাশ্বা জগদীশ্বর চক্রপাণিকে প্রণাম করিয়া এই পুরাতন উপাখ্যান আমি তোমাদিগের নিকট বলিতেছি । ১৮

যিনি ব্যক্ত অব্যক্ত সং অসৎ সুস সুন্দর ও জ্ঞান অজ্ঞানরূপে বিরাজমান, যিনি নিত্য, নিত্যজ্ঞানরূপী, নির্যিকার, চৈতন্যময়, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য এই ছয়টি ভীষণ তরঙ্গ বাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারী হইয়াও উপাসীন ; সেই কালরূপী সর্বব্যাপক জগন্নিবাস বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম । ১৯-২১

বেদবেদান্ত বেত্তা যোগিগণ বাহাকে চিন্তা করেন ; সেই হৃদয়ের অন্ত্যন্তরে অবস্থিত পরম জ্যোতিঃরূপকে প্রণাম করি । ২২

* “তৎ-সুন্দর সমার্থক” এইরূপ পাঠও আছে । তাহার অর্থ—আমরা বাহাতে তৎপর্য্যগমেত ইহা বুঝিতে পারি, আপনি সর্বদা তাহা করুন । “সুন্দর-বৈভব-অধিঃ” এই পাঠানুসারে অনুবাদ করিয়াছি ।

তমেবারাধ্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 প্রজাঃ সমৰ্জ্জ সকলাঃ সুরাসুরনরাদিকাঃ ॥ ২৩
 সৃষ্টা প্রজাপতীন্ দক্ষপ্রভৃদান্ স যথাবিধি ।
 মরীচিমজ্জি পুলহং তৈধেবান্নিরসং ক্রতুয্ ॥ ২৪
 পুলস্ত্যঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চ নারদঞ্চ প্রচেতসয্ ।
 ভৃগুঞ্চ যানসান্ পুত্রান্ যদা দশ সমৰ্জ্জ নঃ ।
 তদা তন্মনসো জাতা চাক্ররূপা বরাহনম্ ।
 নাম্না বহ্নোতি বিখ্যাতা সাযং সক্ষ্যাং যজন্তি যাম্ ॥ ২৫
 ন জাদৃশী দেবলোকে ন মর্ত্যে ন রসাতলে ।
 কালক্রয়েহপি ভবিতা সম্পূর্ণগুণশালিনী ॥ ২৬
 নিসর্গচাক্রনৌলেন কচস্তাবেণ বাজতে ।
 ময়ূরীষ বিচিজেণ বর্ষাসু যিজ্জসন্তয়াঃ ॥ ২৭
 আবৃত্তপৌরুষলিনমাকর্ণান্তং তথালকৈঃ ।
 রেজে সুরাধিপধনু-চাক্রবালেন্দুসম্নিভম্ ॥ ২৮
 প্রফুল্লনীলনলিন-শ্যামলং নয়নদ্বয়ম্ ।
 চক্ৰাণে চকিতায়াস্ত কুরঙ্গ্যাঃ সঙ্গমং চলম্ ॥ ২৯
 নিসর্গচঞ্চলং চাক্র জয়গুণং শ্রবণায়তম্ ।
 মীনাক্ষকোদণ্ডসমং নীলং তস্য বিজোত্তমাঃ ॥ ৩০

ভগবান্ লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার আরাধনাকালেই সুরাসুর-নর-প্রভৃতি যাবতীর প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন । ২৩

বিখ্যাতা, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া যখন, মরীচি, অজি, অজিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন মানব পুত্র সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার মন হইতে, এক পরম রূপবতী উত্তম রমণী আবির্ভূত হন । তিনি সক্ষ্যা নামে বিখ্যাত । এই সক্ষ্যাই সাযংকালে অর্জিত হইয়া থাকেন ।* ২৪-২৫

জাদৃশ সম্পূর্ণ-গুণ-শালিনী রমণী, তৎকালে স্বর্গ-মর্ত্য পাতালে ছিল না ; তৎপূর্বে বা পরেও হয় নাই, হইবেও না । ২৬

হে বিজোত্তমগণ ! এই সক্ষ্যা স্বভাব সুন্দর সুনীল কুন্তলভারে বর্ষাকালীন ময়ূরীর কায় বিদ্রাজ করিতে লাগিলেন । ২৭

ইহার আকর্ণবিলম্বী অলকগুচ্ছ-শোভিত আপাটল ললাটবেশ, ইন্দ্রধনু বা নবীন শশধরের কায় শোভা পাইল । ২৮

চকিত হরিণীনয়নবৎ চঞ্চল, প্রফুল্ল-নীল-কমল-সম্নিভ তদীয় নয়নদ্বয় বড়ই শোভা পাইল । ২৯

হে যিজ্জশ্রেষ্ঠগণ ! তাঁহার স্বভাব-চপল আকর্ণবিলম্বিত পরম রমণীয় অমরকৃষ্ণ জয়গুণ যদনশরাসনের সঙ্গ । ৩০

* ১। "সাযংসক্ষ্যাং যজন্তি যাম্" ।

২। "সাযংসক্ষ্যা যজন্তিকা" ।

৩। "সাযংসক্ষ্যা যজন্তিকা" এই তিন প্রকার পাঠ আছে । আমরা মূলে প্রবর্তোক্ত পাঠের ব্যাখ্যা করিয়াছি । "ইনি সর্বোৎকৃষ্টা সাযংসক্ষ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী" ইহা ২ পাঠের অর্থ । "এই সক্ষ্যা দক্ষ প্রভৃতির কোষ্ঠী ভগিনী ভূম্য" ইহা ৩ পাঠের অর্থ ।

ক্রমব্যাধোনিবৃত্তাপাদাত্তপ্রাংনাসিকা ।
 লাবণ্যানি স্রবন্তোব ললাটোত্তিলপূম্পবৎ ॥ ৩১
 তদ্বক্ষঃ শোণপদ্মাত্ত-পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্ ।
 বিধাধরাক্রিষ্টাভিরেবে রাগি মনোহরম্ ॥ ৩২
 সৌন্দর্য্যলাবণ্যভূষণপূর্ণং বদনং পূমঃ ।
 অভিতস্তিবুকং হাতুমুত্তভাবিব তংকুচৌ ।
 রাজীবকুণ্ডলকাবৌ পীনোত্তমৌ নিরতরৌ ।
 স্তামাস্যৌ তংকুচৌ বিধা মুনোনমিষি মোহনৌ ॥ ৩৩
 বলিকান্তি কীণমধ্য-মুক্তিগ্রাহ্যনিবাংকম্ ।
 তদ্বক্ষঃ সদৃশঃ সর্কে শক্তিতুগ্যং মনোভূবঃ ॥ ৩৪
 তস্যাম্ভোচ্চকৃষ্ণং বেজে তুলোভঃ করভাত্তম্ ।
 আনমদ্যারণকরপ্রতিমং মৃদুসদৃশম্ ॥ ৩৫
 হলাদ্বজাকরণং পাদদুগ্মং সৎপাঞ্চিরাজিতম্ ।
 অঙ্কলীদলসঙ্কর্ণং কুমুদাম্বুধবাপবৎ ॥ ৩৬
 ত্যং চাক্ষুদর্শনাং তদ্রাং তদুরোমাবসীভূতাম্ ।
 সন্মেষবদনাং দীর্ঘনয়নাং চাক্ষুহাসিনীম্ ॥ ৩৭
 চাক্ষুদর্শনং কাষ্ঠাং ত্রিগভীরাং যদুয়তাম্ ।
 নৃকৌ বাতা সমুখায় চিত্তগ্রামায় হৃদগতম্ ॥ ৩৮
 দক্ষাধরন্তে স্রষ্টারো যরীচ্যাভ্যাস্ত মানসাঃ ।
 দধ্যাঃ সমুৎসুকাঃ সর্কে ত্যং নৃকৌ বরবর্ণিনীম্ ॥ ৩৯

তিলকুমুদ-সদৃশ তদীয় নাসিকা ক্রমব্যাধ অধোদেশ হইতে নিষ্কৃতিমুখে
 আরত ও উন্নত । বুবি ললাটের লাবণ্যই আধিক্যবশতঃ তথা হইতে বিপলিত
 হইয়া নাসিকা রূপে পরিণত হইয়াছিল । ৩১

কোকনদগুপ্ত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কামিজেন-মনোহর তদীয় বদনওপ বিশ্বকলসম
 অধঃস্রোতের অরুণকান্তিযোগে নিরতিশয় শোভা পাইতেছিল । ৩২

বাহার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যভূষণে বদনমণ্ডলের পরিপূর্ণতা,—চিবুকের নিকট
 আনিবার অশুই যেন তদীয় স্তনদুগলের উদ্যম । হে বিপ্রগণ ! তাঁহার সেই
 কমলকলিকাকৃতি, উত্তম পীষর পরস্পরসংসক্ত স্তামাগ্র স্তনদুগল দেখিলে
 মুনিরাও মোহিত হইতেন । ৩৩

তাঁহার ত্রিবলি-লোভিত কীণ কটিদেশ, বসনের দ্বার মুক্তি-গ্রাহ । তাঁহার
 কটিদেশকে সকলেই কামদেবের শক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিল । ৩৪

করত-কর-প্রমাণ আনত করিকর-সদৃশ তুল-মূল মধুরগমনোপযোগী তদীয়
 সুকোমল উরুদুগল দীপ্তি পাইয়াছিল । ৩৫

তুলকমলারূপ সুন্দরপাঞ্চি-বিরাজিত তদীয় চরণদ্বয় কুমুদ-শর-পরনিকর-
 সদৃশ অঙ্কলীদলে সমধিক শোভমান হইয়াছিল । ৩৬

সেই চাক্ষুদর্শন তদুরোমাবলি বিরাজিতা কুশাগ্রী স্নেহবদনা বিশালনয়না
 চাক্ষুহাসিনী, রমণীয় ক্রতিপুটশালিনী মূলকণা সুন্দরীকে দেখিয়া বিধাতা মনে
 মনে ভাবিতে লাগিলেন । ৩৭-৩৮

সেই বরবর্ণিনীকে দেখিয়া দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার যরীচি
 প্রভৃতি মানস পুত্রগণ সকলেই নিভাস্ত ওৎসুক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । ৩৯

কিং কৰ্মাস্যা ভবেৎ সৃষ্টৌ কস্য বা বরবর্ধিনী ।
 ভবিষ্যতীতি তে সর্বৈ চিন্তয়ামাসুঃসুকাঃ ॥ ৪০
 এবং চিন্তয়ন্তস্য ব্রহ্মণো যুনিসত্তমাঃ ।
 যনসঃ পুরুষো বস্তুরাবির্ভূতো যিনিঃসূতঃ ॥ ৪১
 কাঞ্চনীচূর্ণপীতভঃ পীনোরহঃ সুনাসিকঃ ।
 সুস্ভোমকটীকজ্যো নীলবেষ্টিতকেশরঃ ।
 লগ্নজয়ুগলো লোলঃ পূৰ্ণচক্সনিভাননঃ ॥ ৪২
 কপাটবিন্ধ্যীর্ণহৃদি রোমরাজিবিরাজিতঃ ।
 ভ্রামাতককরবৎ পীননিস্তলবাহকঃ ।
 আরক্তপাণিনয়ন-মুখপাদকরোস্তুবঃ ॥ ৪৩
 কীৰ্মমধ্যাকারদন্তঃ প্রমত্তগজবদ্বনঃ ।
 প্রফুল্লপদ্মপত্রাকঃ কেশরঘাগতর্পণঃ ।
 কবুঞ্জীবো যীনকেতুঃ প্রাণ্ডর্মকরবাহনঃ ॥ ৪৪
 পঙ্কপুষ্পমুখো বেগী পুষ্পকোদন্তমণ্ডিতঃ ।
 কান্তঃ কটাকপাতেন জামতরয়নময়ম্ ॥ ৪৫
 সুগন্ধিযুক্তো ভাস্তং শৃঙ্গাররসসেবিতম্ ।
 তং বীক্য তাদৃশং দক্ষপ্রমুখা মানসাম্ভ তে ॥ ৪৬
 মরীচ্যাঢ়া দশ ভক্তো বিশ্বয়াবিষ্টোচতসঃ ।
 উৎসুকাঃ পরমং জগদুপার্জকৈক্যকং যনঃ ॥ ৪৭
 স চাপি বেদসং বীক্য শ্রোত্রং জগতাং পতিম্ ।
 প্রণয়া পুরুষঃ প্রাহ বিনয়ানন্তককরঃ ॥ ৪৮

এই বরবর্ধিনী সৃষ্টিমধ্যে কি করিবেন ; কাহারই বা হইবেন ; ইহাই তাঁহার সকলে উৎসুক্যসহকারে ভাবিয়াছিলেন । ৪০

হে যুনিবরগণ । ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে কাঞ্চন-চূর্ণবৎ-পীতবর্ণ এক মনোহর চঞ্চল পুরুষ তাঁহার মন হইতে আবির্ভূত হইয়া নিঃসূত হইলেন । ৪১

তাঁহার বক্ষঃস্থল পীবর, নাসিকা সূচাক্ষ উক কটি ও জঙ্ঘা সুবৃহৎ, কুম্বলবর নীল কুঞ্চিত, জয়ুগল পরস্পর সংলগ্ন । মুখমণ্ডল পূর্ণচক্স সদৃশ । ৪২

তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থল লোমাবলিশোভিত ; বাহুযুগল ঐরাবতকরবৎ পীবর ও সুবৃহৎ ; করতল, চক্ৰ, মুখ, পদতল ও নখরশ্রেণী আরক্তবর্ণ । ৪৩

তাঁহার অশ্লিষ কটিদেশ, মনোহর দন্তপংক্তি, মত্তহস্তীর স্তায় গমন, প্রফুল্ল কমলবৎ লোচন, বকুলপুষ্পের স্তায় গাত্র-সৌরভ । তিনি কবুঞ্জীব, উন্নতকাষ, যীনকেতু, দক্ষ-বাহন । ৪৪

পুষ্পময় পঙ্কশরে ও কুসুমকার্ম্যকে শোভিত সেই কমনীয় পুরুষ স্বীয় নয়ন-যুগল ঘুরাইতেছিলেন । ৪৫

দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ভ্রমার মরীচি প্রভৃতি দশজন মানসপুত্র বিস্মিতচিত্তে সেই সুগন্ধ-পবন-সহচর শৃঙ্গাররস সেবিত তথাবিধ পুরুষকে অবলোকন করিতা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও মনোবিকার প্রাপ্ত হইলেন । ৪৬-৪৭

সেই পুরুষও সৃষ্টিকর্তা জগৎপতি বিধাতাকে দেখিয়া প্রণামপূর্বক বিনয়-নয়

পুরুষ উবাচ—

কিং করিষ্যামাহং কৰ্ম ব্রহ্মবন্তত্র নিবোধয় ।
 মাং ভাষ্যে পুরুষো যন্তাহুচিতে শৌচতে বিধে ॥ ৪৯
 অভিধানঞ্চ যদ্যোগ্যং স্থানং পতৌ চ যা যম ।
 তস্মৈ কুরুষ লোকেশ ত্বং ব্রহ্মা জগতাং যতঃ ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং তস্মৈ বচঃ ব্রহ্মা পুরুষস্ত মহাত্মনঃ ।
 কশং ন কিঞ্চিং প্রোবাচ বসুষ্ঠাবপি বিস্মিতঃ ॥ ৫১
 ভূতো যনঃ সুসংযম্য সম্যক্তৎসূচ্য বিস্ময়ম্ ।
 উবাচ পুরুষং ব্রহ্মা তৎকৰ্ম্মোদ্দেশ্যমাবহন্ ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ—

অনেন চাকুরূপেণ পুষ্পবানৈশ্চ পঞ্চভিঃ ।
 যোহয়ন্ পুরুষাংস্ত্রীশ্চ কুরু সৃষ্টিং সনাতনীয়ম্ ॥ ৫৩
 ন দেবো ন চ গন্ধৰ্ব্বো ন কিম্বর-মহোরগাঃ ।
 নাসুরো ন চ দৈত্যো বা ন বিদ্যাবর-ব্রাহ্মসাঃ ॥ ৫৪
 ন যক্ষা ন পিশাচাশ্চ ন ভূতা ন বিনায়কাঃ ।
 ন গুহ্যকা ন বা সিদ্ধা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ ॥ ৫৫
 পশবো ন যুগাঃ কীট-পতঙ্গা জলজাশ্চ য়ে ।
 ন তে সৰ্ব্বৈ ভবিষ্যন্তি ন লক্ষ্য্য য়ে শরশ্চ তে ॥ ৫৬
 অহং বা বাসুদেবো বা স্থানুর্বা পুরুষোত্তম ।
 ভবিষ্যামস্তব বশে কিমনৈশ্চ প্রাণধারিভিঃ ॥ ৫৭

ভাষে বলিলেন ;—হে ব্রহ্মন্ । আমি কোন্ কার্য্য করিব ? আমি যখন পুরুষ, তখন কার্য্য করাই আমার পক্ষে উচিত, অতএব হে বিধাতা আমাকে প্রণত ক্রিয়া কর্ণে নিযুক্ত করুন । ৪৮-৪৯

হে লোকেশ ! আমার অনুরূপ নারি ধান ও পতী করিয়া দিন । যেহেতু আপনি জগতের সৃষ্টিকর্তা । ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—ব্রহ্মা, সেই মহাত্মা পুরুষের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়াও কণকাল মৌনভাবে রহিলেন । সৃষ্টি তাঁহার নিষ্কৃত হইলেও তিনি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন । ৫১

অনন্তর ব্রহ্মা, সম্পূর্ণরূপে বিস্ময় পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তা সূহির করিয়া সেই পুরুষকে তাঁহার কর্তব্য উপদেশ করত বলিলেন । ৫২

তুমি তোমার এই মনোমোহন সৃষ্টি ও পুষ্পময় পঞ্চমের স্ত্রী-পুরুষদিগকে মোহিত করত চিরস্থায়িনী সৃষ্টির প্রবর্তক হও । ৫৩

দেব, গন্ধৰ্ব্ব, কিম্বর, সর্প, দৈত্য, দানব, বিদ্যাবর, ব্রাহ্মস, যক্ষ, পিশাচ, ভূত, বিনায়ক, গুহ্যক, সিদ্ধ, মনুষ্য, পত, পক্ষী, যুগ, কীট, পতঙ্গ এবং জলজ প্রাণিগণ, সকলেই তোমার শরব্য হইবে । ৫৪-৫৬

হে পুরুষপ্রবর । অমৃত প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরাও তোমার বশবর্তী হইব । ৫৭

প্রজ্বররূপী জম্বুনাং প্রাণিশন্ হৃদয়ং সদা ।
 সুখহেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা কুরু সৃষ্টিং সনাৎনীম্ ॥ ৫৮
 ত্বংপুষ্পাণন্য সদা মুখ্যং লক্ষ্যং মনোহৃত চ ।
 সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং নিভাং মদমোদকরো ভবান্ ॥ ৫৯
 ইতি তে কর্ত্ত্ব কথিত্বং সৃষ্টিপ্রাবর্ত্তকং পুনঃ
 নান্যাপি চ গদিব্যামি হন্তে যোগ্যং ভবিস্কৃতি ॥ ৬০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা চ সুরভ্রেষ্টো হানসানিঃ মুখানি চ ।
 আলোকা দ্বাসনে পদ্মে উপবিষ্টৌহভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৬১
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কামপ্রাহুর্ভাবো নাম
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভক্তন্তে মুনয়ঃ সর্ব্বৈ তদভিপ্রায়বেদিনঃ ।
 চক্র-সুহৃচ্চিতং নাম যদীচ ত্রিমুখাতদা ॥ ১
 মুখাবলোকনাদেব জ্ঞাত্বা যুগ্মাশ্রমশতঃ ।
 দক্ষাদয়স্ত স্রষ্টারঃ হানং পত্নীঞ্চ তে দধুঃ ॥ ২

তুমি স্বয়ং প্রজ্বররূপে প্রাণিশপের হৃদয় প্রবেশ করত সতত সুখজনক হইয়া
 সনাতন সৃষ্টির প্রবর্ত্তক হও । ৫৮

সকল প্রাণীর মনই, তোমার পুষ্পবাণের প্রধান লক্ষ্য হইবে। তুমি
 উহাদিগের সন্তত মন্ততা ও আনন্দ সম্পাদন করিবে । ৫৯

আমি তোমার এই সৃষ্টিপ্রবর্ত্তনোপযোগী কর্ম নির্দেশ করিয়া দিলাম,
 যাহা অনুকূল হয়, তোমার তাদৃশ নামকীৰ্ত্তনও করিব । ৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুরভ্রেষ্ট বিহাতা এই কথা বলিয়া হানস পুত্রদিগের
 মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ক্ষণমধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন । ৬১

কালিকাপুরাণে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাম-বিক্রম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, যদীচ অত্রি প্রভৃতি সেই মুনিগণ, ত্রম্বার
 অতিপ্রায় বৃত্তি তা সেই পুরুষের অনুকূল নামকরণ করিয়াছিলেন । ১

আর সেই দ্বক প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, ত্রম্বা মুখের দিকে চাহিলেন দেখিযাই
 বৃত্তান্ত বৃত্তি তা তাঁহার উপবৃত্ত হান নির্দেশ ও পত্নী দান করিয়াছিলেন । ২

ততো নিশ্চিত্য নামানি যত্রোচিপ্রমুখা বিদ্যাঃ ।
উচুঃ সঙ্কতমেতন্মৈ পুরুষায় বিজ্ঞোক্তয়াঃ । ৩

অথহ উচুঃ—

যস্মাৎ প্রমুখা চেতস্ত্বং জ্ঞাতোহস্মাকং তথা বিদেঃ ।
ভস্মান্মুখনাম্না তং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি ॥ ৪
জগৎসু কামরূপস্ত্বং ত্বংসমো ন বি বিদ্যতে ।
অতস্ত্বং কামনার্মানি খ্যাতো ভব মনোভব । ৫
যদনান্দনান্যস্ত্বং শক্তোদীর্ঘাক্ষ দর্শকঃ ।
তথা কন্দর্পনার্মানি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি । ৬
তদাত্মগানানং যদ্বীর্ঘ্যং তদ্বীর্ঘ্যং ন ভবিষ্যতি ।
বৈষ্ণবানাক বৌদ্ধানং জ্ঞানাত্মানাক তাদৃশম্ ॥ ৭
ধর্মো মর্ত্যে চ পাতালে ব্রহ্মলোকে সনাতনে ।
তব স্থানানি সর্বানি সর্বব্যাপী ভবান্ যতঃ ।
কিং বাচ্যতিবিশেষেণ সাখ্যাক্তে নাস্তি তে সমঃ ॥ ৮
যত্র যত্র ভবেৎ প্রাপী লোকাস্তদ্বোহথবা ।
তত্র তত্র তব স্থানমস্ত্বাতি কামদোষম্ ॥ ৯
দক্ষোহয়ং ভবতঃ পতীং যয়ং দাস্কতি শোভনাম্ ।
অন্যঃ প্রজাপতির্যোগে হি যথেষ্টং পুরুষোত্তম ॥ ১০
এষা চ কল্বকা চাকুরূপা ব্রহ্মমনোভবা ।
সক্ধ্যা নামেতি বিখ্যাতা সর্বৈ লোকে ভবিষ্যতি । ১১

হে বিজ্ঞোক্তয়গণ । যত্রোচি প্রমুখা বিপ্রমুখী, নিশ্চয় করিয়া এই পুরুষের
নিকট সঙ্কতভাবে তদীহ নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন । ৩

যেহেতু তুমি আমাদিগের এবং বিধাতার চিত্ত মথিত করিয়া উৎপন্ন
হইয়াছ, এইজন্য লোকে তুমি মগ্ন নামে অভিহিত হইবে । ৪

তুমি জগতের অসাধারণ কামরূপী ; তোমার সমূহ কেহ নাই । অতএব
হে মনোভব । তুমি কাম নামে বিখ্যাত হও । ৫

লোককে যত্ন কর বলিয়া তোমার নাম যদন ; আর তুমি যদানদেবের দর্প-
নামে সমর্থ বলিয়া দর্পক এবং কন্দর্প নামে জগতে বিখ্যাত হইবে । ৬

তোমার পুরুষত্বের বৈষ্ণব পরাক্রম ; বৈষ্ণবান্ন, বৌদ্ধান্ন এবং জ্ঞানাত্মেরও
তাদৃশ পরাক্রম মছে । ৭

ধর্ম, মর্ত্য, পাতাল বা সনাতন ব্রহ্মলোক—সকল স্থানেই তুমি থাকিবে ;
যেহেতু তুমি সর্বব্যাপী । অধিক বলিয়া কি হইবে ? ফল কথা এই যে,
তোমার সমান কেহ নাই । ৮

তুমি হউক আর বনস্পতিই হউক, প্রাপী যে যে স্থানে থাকিবে, ব্রহ্মসভা
হইতে তত্ত্বৎ সমূহ স্থানই তোমার হইবে । ৯

হে পুরুষোত্তম । এই আদি প্রজাপতি যয়ং দক্ষই তোমার ইচ্ছামত শোভনা
পত্নঃ প্রদান করিবেন । ১০

আর ব্রহ্মার মানসজাতা এই সুন্দরী কল্বা ত্রিভুবনে সক্ধ্যা নামে বিখ্যাতা
হইবেন । ১১

ব্রহ্মণো ধ্যায়তো। যস্যাহং সমাগ্জাতা বরাজনা।

অহঃ সন্ধ্যোতি লোকেহুশ্মিরগ্নাঃ ব্যাতি ভবিষ্যতি। ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতাস্তা যুনয়ঃ সর্বের তৃষ্ণাঃ তস্তুদ্বিজোক্তমাঃ।

অবেক্ষ্য ব্রহ্মবদনং বিনয়াবনতাঃ পুরঃ। ১৩

ততঃ কাম্যাহপি কোদণ্ডমাদায় কুসুমোক্তবম্।

উদ্বাদনেতি বিব্রাতং কাস্তাক্রত্নাবোল্লিতম্। ১৪

কৌসুম্যানি তথাত্মানি পক্ষাদায় বিশ্ৰোক্তমাঃ।

হর্ষণং রোচনাখ্যঞ্চ মোহনং শোষণং তথা। ১৫

মারগক্ষেতি সংজ্ঞাভি-মুনিমোহকরাণ্যপি।

প্রচ্ছন্নরূপী ততৈব চিত্তবাসাস নিশ্চয়ম্। ১৬

ব্রহ্মণা মম সংকার্ষাৎ সমুদ্ভিষ্যৎ সদাতনম্।

তদিদৈব করিষ্যামি মুনীনাং সন্নিধৌ বিধেঃ। ১৭

তত্শাস্ত্র মুনয়শ্চাত্ত্বয়কণাশ প্রজাপতিঃ।

এথা সজ্জা ববন্তৌ চ দক্ষোহপাত্ত প্রজাপতিঃ। ১৮

এতে শরব্যভূতা য়ে ভবিষ্যন্ত্যন্ত নিশ্চয়ম্।

সজ্জাপি ব্রহ্মণা প্রোক্তমিদানীয়েব যদ্বচঃ। ১৯

অহং বিষ্ণুর্হৃদস্তাপি তবাপ্তবশবন্তিনঃ।

কিমৈবৈকান্তভিবিতি তৎস্বার্থং করবাণ্যহম্। ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সন্ধিত্যমনসা নিশ্চিত্য চ মনোভবঃ।

পুষ্পজ্যাং পুষ্পচাপস্ত যোজয়াযাস মার্গটৈঃ। ২১

যেহেতু এই বরবর্ণিনী ব্রহ্মার সম্পূর্ণ ধ্যানসময়ে উপলব্ধি হইয়াছেন, সেইজন্য জনতে ইহার ‘সজ্জা’ বলিয়া প্রসিদ্ধি হইবে। ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন :—হে দ্বিজবরগণ! সেই মুনিগণ, এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার মুখাবলোকনপূর্বক তাঁহার সম্মুখে বিনয়-নম্রভাবে যোনি হইয়া রহিলেন। ১৩

হে দ্বিজোক্তমগণ! অনন্তর কামদেব,—বয়সী জ্ঞ-সদৃশ বজ্র, উদ্বাদননাথক কুসুমনির্ম্মিত শরাসন এবং হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারগ নামে প্রসিদ্ধ, মুনিদিগেরও জ্ঞাননাশক, পুষ্পময় পক্ষশর গ্রহণ করিয়া সেইখানেই প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করা কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৪-১৬

ব্রহ্মা আমার যে নিত্যকর্ম্ম স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা এই-খানে মুনিগণ সন্নিধানেই এই ব্রহ্মার উপরেই করিয়া দেখি। ১৭

এখানে মুনিগণ আছেন; দক্ষ প্রজাপতি আছেন; স্বহং ব্রহ্মাও আছেন, আর এই বরাজনা সজ্জাও এখানে অবস্থিত। ১৮

‘এই সকল পুরুষ এবং সজ্জাও আজ আমার শরব্য হইবে। ১৯

“অন্ত প্রাণীর কথা পূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহাদেবও তোমার অস্ত্রের বশবস্তী” ব্রহ্মা এখনই এই কথা বলিয়াছেন। আমি আমি তাহা সার্থক করিব। ২০

আলৌচস্বানমাসান ধনুরাকৃষ্য যত্নতঃ ।
 চকার বলয়াকারং কামো বহিবরস্তদা ॥ ২২
 সংহিতে তেন কোদণ্ডে য় ত্তাশ্চ সূগন্ধরঃ ।
 ববুস্তত্র মুনিশ্চেষ্ঠাঃ সম্যগাহ্লাদকাবিশঃ ॥ ২৩
 ততস্তানথ রাজানীন্ সৰ্ব্বানেন চ মানসান্ ।
 পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পশরৈর্মোহয়ামাস মোহনঃ ॥ ২৪
 ততস্তে মুনয়ঃ সৰ্ব্বে মোহিতাশ্চতুরাননঃ ।
 মোহিতো মনসা কিকিঞ্চিকারং প্রাপুৰাদিতঃ ॥ ২৫ ॥
 সন্ধ্যাং সৰ্ব্বে নিরীকৃতঃ সবিকারা মূৰ্ছশূন্যঃ ।
 আসন্ প্রবৃত্তমদনাঃ স্ত্রী যন্তাশ্চনবন্ধিনী ॥ ২৬
 ততঃ সৰ্ব্বান্ স মদনো মোহয়িত্বা পুনঃপুনঃ ।
 যথেক্ষিয়বিকারাংস্তে প্রাপুস্তানকরোত্তমা ॥ ২৭
 উদীরিতৈল্লিয়ৈঃ স্তাতা বীক্ষাক্ষত্রে যদাথ তাম্ ।
 তদৈব হুমানপক্ষাশ্চত্ৰাবা জাতাঃ শরীরতঃ ॥ ২৮
 বিক্ষোকাদ্যাস্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টিককাস্তথা ।
 কন্দৰ্পশরবিদ্ধায়াঃ সন্ধ্যায়া অভবন্ বিজ্ঞাঃ ॥ ২৯
 সানি তৈকরীক্যমাণাথ কন্দৰ্পশরপাতকান্ ।
 চক্রে মূৰ্ছশূন্যভাবান্ কটাক্ষাবরণাদিকান্ ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—কামদেব ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া হির করিলেন ।
 অনন্তর, তিনি কুসুমশরাসনের কুসুমগুণে শরযোজনা করিলেন । ২১

তখন বনুর্জরপ্রধান কামদেব আলৌচ-প্রণালী-অনুসারে উপবেশন করত
 যত্নপূর্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া বলয়াকার করিলেন । ২২

হে মুনিবরগণ । তিনি কার্প্যুকে শরসঙ্কান করিলে, তথায় পরমানন্দকারী
 সূগন্ধ অনিল বহিতে লাগিল । ২৩

অনন্তর, মদন, অশ্বা দক্ষাদি-প্রজাপতি ও অশ্বার সমস্ত মানস পুত্রসপকে
 পৃথক্ পৃথক্ কুসুমশরপ্রহারে মোহিত করিলেন । অনন্তর, শরপীড়িত সেই সমস্ত
 মুনি এবং অশ্বা মোহিত হইয়া মনে মনে কিকিঞ্চিকার প্রাপ্ত হইলেন । ২৪-২৫

উাহারা সকলে বিকার প্রাপ্ত হইয়া বারংবার সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত
 করিতে লাগিলেন ; দেখিতে দেখিতে তাঁহারা শর অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হইল ।
 কেননা, রমণী হইতেই কামবৃদ্ধি হইয়া থাকে । ২৬

তখন সেই দুই মদন তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ মোহিত করিয়া, বাহাতে
 তাঁহাদিগের বহিরিল্লিয়ের বিকার হয়, তাহা করিল । ২৭

অনন্তর যখন অশ্বা, উপগতেল্লিয় হইয়া সন্ধ্যাক দেখিতে লাগিলেন, তখন
 তাঁহার শরীর হইতে একোন-পক্ষাশ্চ সাপ্তিক ভাবের আবির্ভাব হইল । ২৮

হে বিজ্ঞগণ । আর কামশরবিদ্ধা সন্ধ্যা হইতে বিক্ষোকাদি হাবসকল এবং
 চতুঃষষ্টি কলা উৎপন্ন হইল । ২৯

উাহারা সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে সন্ধ্যাও বারংবার কটাক্ষ-
 পাত ও কটাক্ষমহোচ্চ প্রভৃতি মদন-শরপাত-সম্পূর্ণ বিবিধ ভাবপ্রকাশ করিতে
 লাগিলেন । ৩০

নিসর্গসুন্দরী সঙ্ক্যা তান্ ভাবান্ মদনোত্তরান্ ।
 কুর্কস্যভিত্তরাং রেজে ধ্বনৌব তনুশ্চিভিঃ ॥ ৩১
 অথ ভাববৃত্তাং সঙ্ক্যাং বীক্ষমাণঃ প্রজ্ঞাপতিঃ ।
 বর্ষাস্তঃপূরিততনু-বভিলাধমখাকরোৎ ॥ ৩২
 উত্তন্তে মুনয়ঃ সর্কে মরীচ্যত্রিমুখা অপি ।
 দক্ষাশ্চান্দ্র বিজজ্জেষ্টাঃ প্রাপূর্কৈকাটিকৈল্লিয়ম্ ॥ ৩৩
 দৃষ্ট্ৱ তথাবিধান্ দক্ষ-মরীচিপ্রমুখান্ বিহিম ।
 সঙ্ক্যাঞ্চ কৰ্ম্মণি নিজে ব্রহ্মদে মদনস্তদা ॥ ৩৪
 যদিদং ব্রহ্মণা কৰ্ম্ম মমোদ্বিষ্টং ময়াপি তৎ ।
 কর্তুং শক্যমিতি ব্রহ্মাভাবিতাশ্চাত্তবস্তদা ॥ ৩৫
 ততো বিরক্তাতঃ শঙ্কুর্বিধিং দৃষ্ট্ৱ তথাবিধম্ ।
 সমক্ষান্মানমান্ বাপি জ্ঞাত্যসৌপজ্ঞাস চ ॥ ৩৬
 সমাধুবাণং তান্ সর্ক্যান্ বিহস্ত চ পুনঃপুনঃ ।
 উবাচেনং চিজজেষ্টা লজ্জয়ন্তান্ বৃষধ্বজঃ ॥ ৩৭

ঈশ্বর উবাচ—

অহো ব্রহ্মংস্তব কথং কামভাবঃ সমুদগতঃ ।
 দৃষ্ট্ৱ স্বতনয়াং নৈতন্ যোগ্যং বেদানুসারিণাম্ ॥ ৩৮
 যথা মাতা তথা জামিষাণা জামিসুখা সূতা ।
 এষ বৈ বেদমার্গস্ত নিশ্চয়ত্বশ্চুখোচ্ছিতঃ ।
 কথন্ত কামমাত্রেণ তন্তে বিশ্ভাবিতং বিধে ॥ ৩৯

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভরঙ্গ উঠিলে, মন্ডাকিনীর যেমন শোভা হয়, তদ্রূপ স্বভাবসুন্দরী
 সঙ্ক্যাদেবীও মদন-বিকার-জনিত সেই সেই ভাব প্রকাশ করত অত্যন্ত শোভা
 পাইয়াছিলেন । ৩১

অনন্তর বিধাতা সেই ভাববতী সঙ্ক্যাকে অবলোকন করিতে করিতে
 বিধাতার শরীরে স্বেদজলধারা বহিতে লাগিল ; তিনি সঙ্ক্যার প্রতি অভিলাষী
 হইলেন । ৩২

অনন্তর মরীচি, অত্রি প্রভৃতি সেই সমস্ত মুনি ও দক্ষ-প্রমুখ মুনিবরগণও
 ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইলেন । ৩৩

তখন মদন, বিধাতাকে, দক্ষ-মরীচি-প্রমুখ মুনিগণকে এবং সঙ্ক্যাকে তথা-
 বিধ বিকারপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া আপনার কৰ্ম্মপটুতার উপর বিশ্বাস স্থাপন
 করিলেন । ৩৪

ব্রহ্মা আবার যে কৰ্ম্ম কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহা
 করিতে পারিব, তাঁহার এই আশ্বাসবর্দ্ধক বিশ্বাস জন্মিয়াছিল । ৩৫

ইত্যবসরে, আকাশচারী মহাদেব ব্রহ্মাকে এবং দক্ষ-সমস্ত মানস পুত্র-
 গণকে তাদৃশ বিকারপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া হান্ত উপহাস করিলেন । ৩৬

হে বিজবরগণ ! বৃষধ্বজ তাঁহাদিগকে বিকার প্রদানপূর্বক পুনঃপুনঃ হাস্ত
 করত লজ্জিত করিয়া এই কথা বলিলেন,—অহে ব্রহ্মা ! নিজের তনুটিকে
 দেখিয়া তোমার কি না কামভাব উপস্থিত হইল ॥ হিঃ ! যাহারা বেদানুসারে
 চলে, এ কাম ভাহাদিগের যোগ্য নহে । ৩৭-৩৮

ধৈর্যো জগদ্বিনয়ং ব্রহ্মণ্যং সমস্তং চতুরানন ।
 কথং কুস্ত্রেণ কামেন ভক্তে বিধটিতং বিধে । ৪০
 একান্তযোগিনস্তম্ভাং সর্বদা দিব্যদর্শনাঃ ।
 কথং দক্ষমরীচ্যাচা লোলুপাঃ ক্রীড় মানসাঃ । ৪১
 কথং কামোহপি মন্দায়া প্রাপ্তকর্মাধুনৈব তু ।
 বৃহদানু শরব্যানু কৃতবানকালজ্যোহিতচেতনঃ । ৪২
 বিগন্ত তং মুনিভ্রোষ্ঠ যস্য কাস্ত্যাজনো হঠাৎ ।
 ধৈর্য্যমাকৃষ্ট লোল্যেবু মজ্জমতাপি তন্ননঃ । ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ভক্ত যতঃ জগদ্ভা লোকেশো গিরিশস্ত ত ।
 ব্রীড়য়া বিত্তপৌতুতস্বৈদার্ত্তো হুবভৎ কণাৎ । ৪৪
 ভক্তো নিগৃহৈস্ত্রিহকবিকারং চতুরাননঃ ।
 জিহ্বাকুরপি ভক্ত্যাজ্য তাত্ সন্ধ্যাং কামরূপিণীম্ । ৪৫
 তচ্ছরীয়াভুৎ বর্ষ্যাক্তো যৎ পশ্যাত্ অজ্যোভুয়া ।
 অগ্নিহোতা বহিষদো জাতাঃ পিতৃগণাস্ততঃ । ৪৬
 ভিন্নাজননিভাঃ সর্বৈ মুল্লরাজীবলোচনাঃ ।
 নিভাস্তষষ্ঠঃ পুণাঃ সংসারবিমুখাঃ পরাঃ । ৪৭
 সহস্রাণাং চতুঃষষ্টিরগ্নিহোতাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 ষড়শৌতিসহস্রানি তথা বহিষদো বিজাঃ । ৪৮

পুত্রবধু ও কন্যা মাতৃভূল্য ; ইহা বেদের সিদ্ধান্ত । তুমিই এই সিদ্ধান্তের
 প্রকাশক । বিধি । তুমি সামান্ত কামের প্রভাবে তাহা বিস্মৃত হইলে
 কিরূপে ? ৪০

হে চতুরানন । ধৈর্য্য তোমার মনকে সর্বদা সতর্ক করিয়া রাখে । বিধি !
 তথাপি কুস্ত্রকাম কি না তোমার সে মন বিগড়াইয়া দিল । ৪১

হে একান্তযোগী, সর্বদা দিব্যদর্শী দক্ষ মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণ ।
 কি তোমরা ব্রহ্মণীলোলুপ হইলে । ৪২

হিঃ । আজ কি না মন্দবুদ্ধি কামের বাসনা পূর্ণ হইল । অবসরানভিজ
 ব্রহ্মবুদ্ধি কাম তোমাদিগকে শরব্য করিল ! ৪৩

হে মুনিবরগণ । কামিনী হঠাৎ যাহার ধৈর্য্য লোপ করিয়া চিত্ত চঞ্চল
 করে, তাহাকে বিক্ । ৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেবের এই কথা শুনিয়া লজ্জাবশে ব্রহ্মার
 কণমধ্যে বিত্তপ বর্ষ হইতে লাগিল । ৪৫

চতুরানন সেই কামরূপিণী সন্ধ্যাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেও অতঃপর
 ইন্দ্রিয়বিকার সহরণ করিলেন, তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না । ৪৬

হে বিজবরগণ । তাহার শরীর হইতে যে বর্ষাজল পতিত হইয়াছিল, তাহা
 হইতে অগ্নিহোতা ও বহিষদ পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন । ৪৭

তাঁহাদিগের সকলের বর্ষ দলিতাজন-সদৃশ ; নরন মুল্ল-কমল-সন্নিভ ।
 তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত যতি, পরম পবিত্র এবং সংসার পরাশ্রয় । ৪৮

হে বিজগণ । কথিত আছে, অগ্নিহোতাগণ চতুঃষষ্টি সহস্র ; বহিষদগণ
 ষড়শৌতি সহস্র । ৪৯

বর্ষাভ্যুৎপত্তিঃ পতিতঃ ভূমৌ স্বর্গকন্ড নরীরভঃ ।
 সমস্তগুণসম্পন্নঃ স্তম্ভাচ্ছাতা বরাহনঃ ॥ ৪৯
 তুরঙ্গী তনুযথা ৷ তনুরোয়াবলী ততা ।
 যুরঙ্গী চাক্ষুসলনা তপ্তকাক্ষসমুপ্রভা ॥ ৫০
 মরীচিপ্রযুগৈঃ স্বভূতিনিগূহীতেল্লিঙ্গক্রিয়া ।
 যন্তে ক্রতুং বসিষ্ঠক পুঙ্গব্যাঙ্গিরসৌ তদা ॥ ৫১
 ক্রত্বাণীনাং চতুর্ণাক যো ভূমৌ নিপপাত হ ।
 ততঃ পিতৃগণা জাতা অপরে দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৫২
 সোমপা আজ্যপা নাস্তা তদৈবাক্ষে মুকালিনঃ ।
 হবির্ভূজন্ত তে সর্ষক কব্যবাহাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৫৩
 ক্রতোস্ত সোমপাঃ পুত্রা বসিষ্ঠন্ত মুকালিনঃ ।
 আজ্যপাখ্যাঃ পুঙ্গবন্ত হবিষ্যতোহঙ্গিরঃসূতাঃ ॥ ৫৪
 জাতেষু তেষু বিশ্রেষ্ঠা অগ্নিহোতাদিকেবধ ।
 লোকানাং পিতৃবর্গেষু কব্যবাহাঃ সব্রততঃ ॥ ৫৫
 কন্দর্পাশ্চৈব ভূজানাং স্তম্ভা ভূতঃ পিতামহঃ ।
 সঙ্ক্ৰা পিতৃপ্রসূভূতা তদ্বক্ষ্যাম্যহং তেহভবৎ ॥ ৫৬
 অথ লঙ্করবাক্যেন লজ্জিতঃ স পিতামহঃ ।
 কন্দর্পায় চুকোপাত্ত জকুটীকুটিলাননঃ ॥ ৫৭
 পুটৈব তদতিপ্রায়ং বিদিত্বা সোহপি মন্থধঃ ।
 শ্রবণান্ সম্ভাষাত ভীতঃ পশুপতেবিধেঃ ॥ ৫৮

বর্ষা-শরীর হইতে যে বর্ষাভ্যুৎপত্তি পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে
 নিখিল গুণশালিনী এক কোমল-কৃশাঙ্গী বরাহিনী উৎপন্ন হইলেন । ৪৯

তাঁহার মধ্য কৌণ ; নোমাবলি স্বর ; দশনপংক্তি মনোহর ; এবং বর্ণ তপ্ত-
 কাক্ষবৎ সুচারু । ৫০

ক্রতু, বসিষ্ঠ, পুঙ্গব এবং অঙ্গির। ব্যতীত মরীচি প্রভৃতি অপর ছয় জন বর্ষা
 ইন্দ্রিয়বিকার-নিরোধে সমর্থ হইয়াছিলেন । ৫১

হে দ্বিজগণ ! ক্রতু প্রভৃতি বরাহন অধির যে বর্ষাভ্যুৎপত্তি পতিত
 হইয়াছিল, তাহা হইতে অপর পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন । ৫২

তাঁহারা সোমপ, আজ্যপ, মুকালিন্ এবং হবির্ভূজ, (হবিষ্যন্ত) নামে
 বিখ্যাত, তাঁহারা সকলেই কব্যবাহী । ৫৩

সোমগণ ক্রতুর পুত্র ; মুকালিনগণ বসিষ্ঠের পুত্র ; আজ্যগণ পুঙ্গবের
 পুত্র ; এবং হবিষ্যগণ অঙ্গিরার পুত্র । ৫৪

হে বিশ্রেষ্ঠগণ ! অগ্নিহোতা প্রভৃতি সেই কব্যবাহী লোক-পিতৃগণ
 চারিদিকে উৎপন্ন হইলে স্তম্ভা সর্ষভূতেরই পিতামহ হইলেন । আর সস্ত্রা
 পিতৃগণের জননী হইলেন । কেননা সস্ত্রা তাঁহাদিগের গর্ভধারিণী না হইলেও
 উৎপত্তির নিদান বটে । ৫৫-৫৬

অনন্তর পিতামহ, লঙ্করের কথায় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্দর্পের ত্রি
 কুণ্ড হইলেন । কোণে তাঁহার বদনমণ্ডল জকুটীভাষণ হইল । ৫৭

ততঃ কোপসমাবিষ্টো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 বচকারি দ্বিজেন্দ্রাস্তচ্ছৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ । ৫১
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ কোপসমাবিষ্টঃ পরমো নির্জগৎপতিঃ ।
 প্রজ্ঞালাভিবলবদ্ধিধকুরিব পাবকঃ ॥ ১
 উবাচ চেশ্বরং কামো ভবন্তঃ পুরতো যন্তঃ ।
 পুষ্পেযুভির্মামভজং তৎফলমাপ্নুয়াত্তর ॥ ২
 তব নেত্রাগ্নিনির্দগ্ধঃ কন্দর্পো দর্পমোহিতঃ ।
 ভবিত্ততি মহাদেব কৃত্য কৰ্ম্মাতিহৃৎকরম্ ॥ ৩
 ইতি বেধাঃ শ্বয়ং কামং শশাং দ্বিজসন্তমাঃ ।
 সমক্ষং ব্যোমকেশস্য যুৱীন্যক যত্যাৱনাম্ ॥ ৪
 অথ ভীতো রতিপতিস্তৎক্ষণাত্ত্যক্তমার্গণঃ ।
 প্রাহ্বর্ষভুব প্রত্যক্ষং শাপং কৃত্যতিদারুণম্ ॥ ৫

সেই অপরাধী মন্ত্রধও প্রথম হইতেই ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার ও মহাদেবের ভয়ে মন্ত্রের পরাসন গোপন করিল । ৫৮

হে দ্বিজবরগণ ! অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহা করিলেন, একাধ্রম্নে তাহা শ্রবণ কর । ৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২

তৃতীয় অধ্যায়

রতিপরিণয়

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর পূর্ণ রোষাবিষ্ট জগৎপতি ব্রহ্মা, দিধক্ষু অনলের তায় অভ্যস্ত প্রহেলিত হইয়া উঠিলেন । ১

চৈশ্বরকে বলিতে লাগিলেন ; হে শিব ! কাম যেমন আপনার সম্মুখে আমাকে পরাধাত করিল, সেইরূপ ফল পাইবে । ২

হে দেবাদিদেব ! এই কন্দর্প অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অতি হৃৎকর কৰ্ম্ম সাধন-পূর্ব্বক আপনার ময়নাললে তপ্তীভূত হইবে । ৩

হে দ্বিজসন্তমগণ ! ব্যোমকেশ ও সংযতচিত্ত যুনিগণের সমক্ষে শ্বয়ং বিধাতা এইরূপে কামকে শাপ দিয়াছিলেন । ৪

“শয়ান্ ম সজ্জহঃশান্ত” এই পাঠ থাকিলে তাহার অর্থ “তিনি যোজিত পর পরিত্যাগ করিলেন না” এইরূপ হইবে ।

উবাচ চেনং ব্রহ্মাণং সদক্ষং সমবীচিকম্ ।

তথাক্ষ গদগদং ভীত্যা ভীতিহি গুণহানিকৃৎ ॥ ৬

মন্ত্রথ উবাচ—

ব্রহ্মন্ কিমর্থঃ ভবতা শংকোহহমভিদারুণম্ ।

অনাগাস্তব লোকেশ স্তায়মার্গানুসারিণঃ ॥ ৭

তুটৈবোক্তস্ত ত্বংকর্ম যত্ত্ব কুর্য়ামহং বিভো ।

ত্বয় বোধ্যো ন শাপো যে যতো নাকনুয়া কৃতম্ ॥ ৮

অহং বিমুক্তথা বন্ধুঃ সর্বে ভচ্ছরগোচরাঃ ।

ইতি হস্তবতা প্রোক্তং তদুয়াপি পরীক্ষিতম্ ॥ ৯

নাপরাধো ব্রহ্মাস্তত্র ব্রহ্মন্ ময়ি নিরাগসি ।

দারুণং শময়ৈবনং শাপং মম অগংপতে ॥ ১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচং ব্রহ্মা বিধাতা জগতাং পতিঃ ।

প্রত্যুবাচ যতাত্মানং মদনং মদম্বং মূহং ॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ—

আত্মজা মম সকোষং ব্রহ্মাদেত্তৎসকাশতঃ ।

লক্ষীকৃতোহহং ভবতা স্ততঃ শাপো ময়া কৃতঃ ॥ ১২

অধুনা শান্তরোমোহহং ভাং বদামি মনোভব ।

ভবতঃ শাপশমনং ভবিষ্যতি মখা তথা ॥ ১৩

অনন্তর প্রতিপত্তি নিদারুণ শাপপ্রবণে ভীত হইকা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রোতুর্ভূত হইলেন । ৫

দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণসমক্ষে ব্রহ্মাকে যথার্থ কথা বলিতেও তাঁহার কঠোর ভরে কড়িত হইতে লাগিল । ভয় হইলে কাহারও বৈর্য ও সাহসাদি গুণ থাকে না । ৬

মন্ত্রথ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ । আমি স্তায়পথানুবর্তী নিরপরাধ ; হে লোকেশ । তবে আমাকে কি জন্য অতি দারুণ শাপ দিলেন ? ৭

আপনি আমাকে যে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, প্রভো । আমি তাহাই করিয়াছি ; অন্য কিছু করি নাই ; তাহাতে আমাকে শাপ দেওয়া আপনার অনুচিত হইয়াছে । ৮

আপনি যে বলিয়াছিলেন, “আমি, তিমু এবং মহেশ্বর আমরা সকলেই তোমার বশবর্তী,” আমি তাহারই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি মাত্র । ৯

হে ব্রহ্মন্ । ৫ বিবরে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই । হে অগংপতে ! নিরপরাধে আমার প্রতি প্রদত্ত এই নিদারুণ শাপ মোচন করুন । ১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার এই কথা শুনিয়া অগংপতি বিধাতা সেই সংযত-চিত্ত মদনকে অভ্যাল আনন্দিত করত উত্তর প্রদান করিলেন । ১১

ব্রহ্মা বলিলেন,—এই সত্ত্বা আমার কথা, তুমি আমাকে ইহার প্রতি কামভাবাপন্ন করিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া আমি তোমাকে শাপ দিয়াছি । ১২

কুং ভব কৃত্বা মদন ভৰ্গলোচনবহিনী ।
তদৈক্যবানুগ্রহাৎ পশ্চাচ্ছরীরং সমবাপ্যসি ॥ ১৪
যদা হরো মহাদেবঃ কুর্যাদ্ভারপরিগ্রহম্ ।
তদা স এব ভবতঃ শরীরং প্রাপদ্বিসৃতি ॥ ১৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বাথ মদনং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
অন্তর্কবে মুনীজ্ঞাপাং মানসানাঞ্চ পশুতাম্ ॥ ১৬
তস্মিন্নন্তহিতে শঙ্কুঃ সর্বেষাঞ্চ বিধাতরি ।
যথেষ্টদেশং গত্বান্ ব্রহ্মন্ মাক্রতরংহসী ॥ ১৭
বেবন্তুর্হিত্তে তস্মিন্ গতে শস্তৌ নিজাম্পদম্ ।
দক্ষঃ প্রাহাথ কন্দর্পং পশুীং ভুত নিদেশয়ন্ ॥ ১৮

দক্ষ উবাচ—

মদেহকৈয়ং কন্দর্প মজ্জপশুণসংযুতা ।
এনাং গৃহীধ ভাৰ্য্যার্বং ভবতঃ সনৃশীং ণ্টৈঃ ॥ ১৯
এষা তব মহাতেজাঃ সর্বদা সহচারিণী ।
ভবিসৃতি যথাকামং বর্ষতো বশবর্তিনী ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্থুক্ত্বা এনবৌ দক্ষো দেহযেদানুসন্তবাম্ ।
কন্দর্পায়াগ্রতঃ কৃত্বা নাম কৃত্বা রতীতি তাম্ ॥ ২১

এখন আমার জোড়-শান্তি হইয়াছে । মনোভব ! যেক্রমে শাপ মোচন হইবে, তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি । ১৩

মদন । তুমি মহাদেবের নয়নানলে ডুখীভূত হইয়া পশ্চাৎ তাহার অনুগ্রহে আবার শরীর পাইবে । ১৪

যখন, দেবাদিদেব মহাদেব দারপরিগ্রহ করিবেন ; তখন তিনিই তোমাকে শরীরী করিবেন । ১৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মদনকে এই কথা বলিয়া মানস-সন্তুত মুনিবরগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন । ১৬

সর্ববিধাতা ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে, মহাদেব, বায়ুবৎ শীত্ৰগামী কৃষভে আন্বোহণপূর্বক অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন । ১৭

বিধাতা অন্তর্হিত হইলে এবং মহাদেব নিজালয়ে গমন করিলে, দক্ষ মদনের পত্নী নির্দেশ করিলেন । ১৮

দক্ষ তাঁহাকে বলিলেন,—কন্দর্প । এই আমার দেহজাত কন্যা ; আমার রূপ গুণ ইহাতে বিদ্যমান ; ইনি শুণে তোমার অনুরূপা বটে ; ইহাকে বিবাহ কর । ১৯

এই মহাতেজস্বিনী কুমারী তোমার সন্তত সহচারিণী এবং তোমার ইচ্ছানু-সারে বর্ষভঃ বশবর্তিনী হইবেন । ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দক্ষ এই কথা বলিবার পর নিজ শরীরের য়েদঙ্গল-

তাং বীক্ষ্য মদনো বামার রজ্যাত্ম্যং সুমনোহরাম্ ।
 আশ্চাত্যগেন বিদ্বোহসৌ মুনোহ রতিরহিতঃ ॥ ২২
 ক্ষণপ্রভাবদেকান্তগৌরী যুগদৃশী সদা ।
 লোলাপাঙ্গাথ তৈস্তব যুগীব সদৃশী বভৌ ॥ ২৩
 তস্তা জ্বলন্তী বীক্ষ্য সংশয়ং মদনোহকরোৎ ।
 উন্মাদকৃষ্মে কোদন্তঃ কিং বাত্ম্যাদ্ভিবেশিতম্ ॥ ২৪
 কটাক্ষাণামাত্মগতিং দৃষ্ট্বা তস্তা দ্বিজোত্তমাঃ ।
 আত্মগতং নিজাজ্ঞাপাং ভ্রমরং ন চ চাকুতাম্ ॥ ২৫
 তস্তাঃ স্বভাবসুরভিঃ বীরং শ্বাসানিলং তথা ।
 আত্মার মদনঃ প্রভাত্তং তাত্ত্বান্ মলয়ানিলে ॥ ২৬
 পূর্ণেন্দ্রসদৃশং বজ্রং দৃষ্ট্বা জগদ্বলকিতম্ ।
 ন নিমিকান্ত মদনো ভেদং তদ্ব্যুৎকটরোঃ ॥ ২৭
 সুবর্ণকমলকলিকাতুল্যং তস্তাঃ কুচদ্বয়ম্ ।
 ব্রহ্মে চুচুকয়ুগ্মেন জমরেনৈব সেবিতম্ ॥ ২৮
 হৃৎ পৌলোমিতয়ন-তননখ্যাদিলবিনীম্
 আ নাভিতো হোমরাজীং তদ্বীং চার্ময়তাং ততাম্ ॥ ২৯
 জ্যাং পুষ্পধনুষঃ কামঃ ষট্‌পদাবলিমযুততাম্ ।
 বিসম্ভার চ যশ্মাত্তার বিগৃহ্যৈনাং নিরীকতে ॥ ৩০
 গভীরনাভিরক্কাণ্ড-শততুঙ্গা ব্রহ্মগামুতাম্ ।
 জ্ঞাননাভেক্ষণদ্বন্দ্ব-যারুতকমলং যথা ॥ ৩১

সঙ্কৃত কষ্টকে সন্মুখে করিয়া তাহাকে রতি নামে অভিহিত করত কন্দর্পের হস্তে
 সম্প্রদান করিলেন । ২১

মদন, সেই রতি-নাভী মনোহরা রমণীকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র নিজ গরে
 বিদ্ধ হইয়া রতি-অনুরাগে মুগ্ধ হইলেন । ২২

সৌদামিনীর কায় আভিলাষ গৌরবর্ণা সেই চঞ্চলাপাঙ্গী যুগনয়না রমণী
 তাহারই অনুরূপ ভাষা হইয়া বড় শোভা পাইলেন । ২৩

মদন তাহার জ্বলন্ত দেখিয়া সংশয় করিয়াছিলেন যে, বিধাতা কি আমার
 উন্মাদন নামক শরাসন এই রমণীতে নিবেশিত করিয়াছেন ? ২৪

হে দ্বিজবরগণ । মদন, তদীয় কটাক্ষের আত্মগামিতা দেখিয়া স্বীয় অত্ন-
 গণের আত্মগতা বা চাকুতার উপর বীত-শ্রদ্ধ হইলেন । ২৫

মদন, তাহার স্বভাব যুগন্ত যুগ নিশ্বাসবাসু আত্মাণ করিয়া মলয় পর্বতে
 প্রভাহীন হইলেন । ২৬

মদন, অরুণ-লাহিত পূর্ণচন্দ্রনিভ তদীয় বদন অবলোকন করিয়া সেই সুখ
 ও প্রকৃত চন্দ্রের পার্থক্য নির্ধারণে সমর্থ হইলেন না । ২৭

জমরসেবিত সুবর্ণকমলকলিকাকার তদীয় কুচদ্বয়, চুচুকয়ুগলযোগে শোভা
 পাইয়াছিল । ২৮

তাহার হৃৎ পৌষর সমুন্নত পরস্পরসংলগ্ন তনুযুগলের মধ্য হইতে নাভিপর্যন্ত
 লম্বমান, বিরল দীর্ঘ কবনীয়া লোমাবলী দেখিয়া বোধ হয়, কাম নিজ কুসুম
 শরাসনের অমরপূর্ণ মোকী ডুলিয়া গিয়াছিলেন ; নতুবা সেই যৌকী জ্ঞান
 করিয়া ইহা দেখিতে এত ব্যগ্র হইবেন কেন ? ২৯-৩০

কীণা মর্যাদা বপুষা নিমগ্নাষ্টপদপ্রভা ।
 বহুব্রীহি মদুশে কামেন বিজ্ঞসত্তমাঃ ॥ ৩২
 বহুব্রীহি মদুশে কামেন বিজ্ঞসত্তমাঃ ॥ ৩২
 নিজশক্তিগমঃ কামো বীকাকক্ষে মনোহরম্ ॥ ৩৩
 আরক্তপাক্ষিপাদাগ্র-প্রান্তভাগং পদদ্বয়ম্ ।
 অনুরাগময়ং চিত্রং স্থিতং শুভ্রাঃ মনোভবঃ ॥ ৩৪
 শুভ্রাঃ কদম্বগং বহুব্রীহি-কিংকরশৈবৈঃ ।
 বহুব্রীহি-কিংকরশৈবৈঃ মনোহরম্ ॥ ৩৫
 ইতি দৃষ্ট্বা স্মরো মেনে মনোহরম্ ॥ ৩৬
 মাং মোহিতুমুদ্ভাস্য কামেনা বিজ্ঞসত্তমাঃ ॥ ৩৬
 উদাহরুগলং কামং যুগলমুগলমুগলম্ ।
 বহুব্রীহি-বহুব্রীহি-কামি ভোরপ্রবাহবৎ ॥ ৩৭
 নীলনীলমুগলমুগলঃ কেশপাশো মনোহরঃ ।
 চমরীবাণভরবহিভাতি স্ম স্মরশ্রিয়ঃ ॥ ৩৮
 তাং বীক্ষ্য মদনো দেবীং রতীমতিমনোহরাম্ ।
 কামিতোষমসম্পূর্ণাং কুচবস্ত্রাজুতুল্যাম্ ॥ ৩৯

তদীয় গভীর নাভিরক্ত মধ্যস্থলে, চারিপাশের চন্দ্র দ্বারা সংবৃত রক্ত যুগল-
 ক্ষুদ্রায়তন ; তাহার মুখ ও নয়নযুগল আরক্ত-কমল-সন্নিভ । ৩২

একে তাহার বর্ণ বভ্রাবতঃ সুবর্ণসদৃশ, তাহাতে আবার মধ্যদেশে কীণ ; হে
 বিজ্ঞবরগণ ! কামেই কাম তাহাকে স্বর্ণবেদীর দ্বারা * দেখিতে লাগিলেন । ৩২
 কাম, কদম্বগুগলং আরক্ত ও শিথ কমনীয় কোমল উরুযুগল, নিজ শক্তি
 বোধে দেখিতে লাগিলেন । ৩৩

তাহার বিচিত্র পদদ্বয়ের পাক্ষি, পদাগ্র ও প্রান্তভাগ সকলই আরক্ত ।
 মদন, সেই ব্রজিয়াকে আপনার প্রতি রত্নের অনুরাগ বোধ করিয়াছিলেন । ৩৪*

হে বিজ্ঞসত্তমগণ ! কিংকর-কুণ্ডল-সদৃশ নখর-নিকরে ও সুন্দর নিম্নল
 অঙ্গুলোৎসর্গে মনোহর রক্তবর্ণ তদীয় কদম্ব-যুগল দেখিয়া মদন ভাবিলেন,—রত্ন
 কি আমার অঙ্গই দিওণ করিয়া শুদ্ধারা আমাকে মোহিত করিতে উদ্ভাস
 করিয়াছেন । ৩৫-৩৬

কাম ভাবিলেন ;—দুখি জীবন্য অল প্রবাহই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ইহার
 যুগলমুগলসদৃশ শিথ কোমল আরক্ত কমনীয় বাহুযুগলসদৃশ আসিতেছে ।
 তাহার নীলনীলমুগল-সন্নিভ মদনমোহন মনোহর কেশপাশ, চমরী বাণীর পুচ্ছস্থিত
 কেশজ্যেষ্ঠের দ্বারা লোভা পাইয়া থাকে । ৩৭

মদন, সেই রত্নজন-মনোহারিণী রত্ন দেবীকে দেখিয়া—মহাদেব যেমন
 গজাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রীতি-প্রফুল্লনয়নে তাহাকে গ্রহণ
 করিলেন । ৩৮

রত্নদেবীও সাক্ষাৎ গজা ; কেননা গজার সকল চিত্রই তাহাতে বর্তমান,

* অধর্কবেদিশ বস্ত্রীয় বেদীর মধ্যস্থল কীণ করিয়া থাকেন ।

১ "অনুরাগময়ং চিত্রম্" এই পাঠানুসারে ব্যাখ্যা করা হইল ।

২। "অনুরাগময়ং চিত্রম্" এই পাঠও আছে—তাহার অর্থ "অনুরাগরসী বহু" এ পাঠ
 অশেষ প্রয়োজন পাঠ সূচ্যবৃত্ত ।

বস্ত্রপদ্মাং চাক্ষুৰাহ-মৃণালশকলাদ্রিতাম্ ।
 ভ্রূষ্মণ্ডলমব্রাত-ভনুশ্মিপরিরাশ্রিতাম্ ॥ ৪০
 কটাকপাভভ্রুকৌষাং নৈলোলোৎপলাদ্রিতাম্ ।
 ভনুলোমালিশৈবালার মনোভ্রমবিশাভিনীম্ ॥ ৪১
 নিম্ননাভিহৃদার দক্ষ-প্রালেয়াস্ত্রিসমুদ্ভবাম্ ।
 গঙ্গাযিব মহাদেবো জগ্ৰাহোৎফুল্ললোচনঃ ॥ ৪২
 উবাচ চ তদা দক্ষঃ কামো মোদভরাদ্রিতঃ ।
 বিমৃত্য শাপক তদা বিধিসত্ত্বং সুদারুণম্ ॥ ৪৩

মদন উবাচ—

অনয়া সহচারিণী সম্যক্ সুন্দররূপয়া ।
 সমর্থো মোহিতুর শত্রুং কিমৈতজ্জুক্তভিবিভো ॥ ৪৪
 যত্র যত্র যথা লক্ষ্যং ক্রিয়তে অনুযোজনম্ ।
 তজ্জায়নাপি চেঈষং মায়য়া রমণাহরয়া ॥ ৪৫
 যথা দেবালয়ং যামি পৃথিবীং বা কসাতলম্ ।
 তদৈষাপ্যস্ত সত্ৰীচী সৰ্ব্বদা চাক্ষুহাসিনী ॥ ৪৬
 যথা শকালয়া বিজ্ঞোজ্জলদানার যথা তত্ত্বিৎ ।
 তথা যমৈষা ভবিতা প্রজাধাক্ষ-সহায়িনী ॥ ৪৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতুস্ত্য মদনো দেবীং রতীং জগ্ৰাহ সোৎসুকঃ ।
 সাগরাহুখিতাং লক্ষ্মীং হৃদীকেশ ইবোত্তমাম্ ॥ ৪৮
 বরাজ স তদা সার্কং তিল্লপীতপ্রভঃ সুরঃ ।
 জীমূত ইব সঙ্কায়ার সৌদামিনী মনোজয়া ॥ ৪৯

তিনি কাভিরূপ জলপ্রবাহে পূর্ণ ; তাঁহার কুচাশ্রুগল কমল-কলিকা ; মদন-
 মণ্ডল প্রফুল্লকমল ; সুন্দর বাহু মৃণালখণ্ড ; ভ্রূভঙ্গী তাঁহার ক্ষুদ্র তরঙ্গ ; কটাক-
 পাত উত্তুঙ্গলহরী ; নয়নমুগল নীলোৎপল ; ক্ষীণ লোমাবলী তাঁহার শৈবাল ;
 নিম্ননাভি তাঁহার আবর্ত ; লোকের চিত্তরূপ হৃক্ষ আশ্রসাৎ করিতেও তিনি
 সুপটু, আর দক্ষ-প্রজাপতিস্বরূপ হিমালয় গিরি হইতে তাঁহার উৎপত্তি ।
 ৪০-৪২

কাম তখন সাতিশয় প্রমোদ বশত সেই ব্রহ্মদত্ত নিপাক্রম শাপ বিমৃত
 হইরা দক্ষকে বলিলেন,—প্রভো ! এই সম্পূর্ণ সুন্দর-রূপশালিনী রমণী আমার
 সহচারিণী হইলে আমি এখন মহাদেবকে মোহিত করিতে পারিব, অল্প প্রাণীর
 কথা কি বলিব কি ? ৪০-৪৪

হে অনব । আমি যে যে স্থান লক্ষ্য করিয়া শরণসম ধরিব, তথায় তথায়
 ইহাকৈও রমণ-মায়াদেয়ে আমার অনুকূলে চেষ্টা করিতে হইবে । ৪৫

আমি স্বর্ণ-মর্ত্য-পাতালের মধ্যে যখন যেখানে যাইব, এই সত্তত-চাক্ষু-
 হাসিনী তখনই আমার সহায়িনী হইবেন । ৪৬

হে প্রজাপতি ! নারায়ণের যেমন অঙ্গী, জগদজালের যেমন সৌদামিনী,
 তদ্রূপ ইনিও যেন সৰ্ব্বদা আমার সহচারিণী হন । ৪৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মদন এই কথা বলিয়া নারায়ণ যেমন সাগরোদ্বিতা

ইতি রতিপতিরূপৈর্মোদযুক্তো রতীং তং
হৃদি পরিকল্প্যে যং যোগদর্শীং বিদ্যাম্ ।
রতিরপি পতিমগ্ৰ্যং প্রাপ্য ভোয়ক লেভে ।
হরমিব কমলোদ্য পূর্ণচক্ৰোপমাস্তা ॥ ৫০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভূতঃ প্রভৃতি ধাতাপি যদৈবাস্তুহিতং পূরা ।
চিত্তয়ামাস সত্ততং লক্ষ্মণাক্যবিদ্যাক্রিতঃ ॥ ১
কান্তাভিলাষমাত্রং যে বৃষ্টৌ লক্ষ্মণগর্হযৎ ।
মুনীনাং পুরতঃ কস্মাৎ স দারান্ স গ্রহীষুতি ॥ ২
কা বা ভয়িত্বী ভঙ্জায় কা চ ভগ্ননসি স্থিতা ।
যোগমার্গমবজ্ঞাপ্য তস্য মোহং করিষুতি ॥ ৩

লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উত্তমা রমণী রতিদেবীকে উৎসুক্য সহকারে গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে যেরূপ যমুন মনোহর সৌদামিনীগহ শোভা পায়, ফুট গৌরবর্ণ কামদেব রতিসহ সেইরূপ শোভা পাইলেন। ৪৮-৪৯

এইরূপে সান্তিধর আনন্দযুক্ত রতিপতি,—যোগী যেমন বিদ্যাকে (ভক্তজ্ঞান) হৃদয়ে ধারণ (চিতা) করেন, তদ্রূপ সেই রতিদেবীকে হৃদয়ে (বক্ষঃস্থলে) ধারণ করিলেন। অলখিনন্দিনী হরিকে পতিক্রমে পাইয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, পূর্ণচক্ৰবদনা রতিদেবীও শ্রেষ্ঠ স্বামী পাইয়া সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। ১০

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩

চতুর্থ অধ্যায়

মহাদেবকে কামবশ করিতে লক্ষ্মণর উদ্দেশ্য

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইতিপূর্বে বিধাতা মহাদেবের বাক্য অবমানিত হইয়া যখন অন্তর্হিত হন, তৎপরি চিন্তা করিতে লাগিলেন ; —রমণীতে অভিলাষ মাত্র দেখিয়া মহাদেব আশ্রয় নিকা করিলেন, তিনি নিজে মুনীগণের সমক্ষে দারপরিগ্রহ করিবেন কিরূপে ? ১-২

আর তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী যিনি, তাঁহার হৃদয়স্থিত যোগমার্গে অনাস্থ। লক্ষ্মীইয়া তাঁহাকে জুগাইতে পারিবেন, এমন রমণীই বা কে, যে তাঁহার আশা হইবেন ? ৩

যদ্বথোহপি সমর্থো নো ভবিষ্যত্যস্ত মোহনে ।
 নিভাস্তথোগী বামাগাঃ নামানি সহন্তে ন সঃ । ৪
 অগৃহীতেষু দারেষু হরেণ কথমাদিতঃ ।
 যদ্বো চৈব ভবেৎ সৃষ্টিস্তদ্বদো নাত্কারিতঃ । ৫
 কেচিদ্ভবিষ্যতি ভুবি যদ্বা বধ্যা মহাবলাঃ ।
 কেচিরিকোৰ্কধনৌষাঃ কেচিচ্ছস্তোরুপায়তঃ । ৬
 সংসারবিমূষে শস্তো তথৈকান্তবিরাগিনি ।
 অস্মাদুত্তে ন কৰ্ম্মাশ্রয়ঃ কল্পিত্তি ন সংশয়ঃ । ৭
 চিত্তমগ্নিতি লোকেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 পুনর্দদর্শ ভূমিষ্ঠান্ দক্ষাদীন্ বিযুতি হিতঃ । ৮
 রুতিবিত্তীয়ং যদনং মোদযুক্তং নিরীক্ষ্য চ ।
 পুনস্তত্র গতঃ গ্রাহ সাক্ষয়ন্ পুষ্পসায়কম্ । ৯

অনুবাদ—

জননা সহচারণ্যা রাজসে ত্বং মনোভব ।
 এষা চ ভবতা শত্যা বৃদ্ধা সংশোভতে কুশলম্ । ১০
 যথা শ্রিয়া হুম্বীকেশো যথা তেন হরিপ্রিয়া ।
 কপদা বিধুনা যুক্তা তথা যুক্তো যথা বিধুঃ । ১১
 তথৈব যুবযোঃ লোক্য দাম্পত্যঞ্চ পূবকৃতম্ ।
 অতরুং কগতঃ কেতুর্হিরকেতুর্ভবিষ্যসি । ১২

কামও তাঁহাকে ডুলাইতে পারিবে না। তিনি অত্যন্ত যোগাসক্ত, স্ত্রীলোকের নামও ভালবাসেন না। ৪

মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করিলে আসি, মধ্য ও অন্তে সৃষ্টি হইবে কিরূপে ? তাহা হইলে সৃষ্টিলোপ-নিবারণও অপরের সাধ্যাতীত। ৫

কোন কোন মহাবীর ভূতলে জন্মিবে, তাহাদের কাহারও উপায়তঃ আমার বধ্যা ; কাহারও উপায়তঃ বিধুর বধ্য, কাহারও বা উপায়তঃ মহাদেবের বধ্য। ৬

শত্ৰু একান্ত বৈরাগ্যসম্পন্ন ও সংসারপরাঙ্কুশ হইলে সৃষ্টি চলিবে কিরূপে ? ইনি ভিন্ন অপরে ইহার কৰ্ম্ম করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। ৭

লোক-পিতামহ লোকেশ ব্রহ্মা ইহা চিন্তা করত গগনমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া পুনরায় ভূতলস্থিত দক্ষাদিকে অবলোকন করিলেন। ৮

তিনি যদনকে রুতিসহচর ও আনন্দযুক্ত দেখিয়া পুনর্ব্যার তথায় গমনপূর্বক পুষ্পশরকে সাক্ষনা করত বলিলেন। ৯

হে মনোভব। এই রমণীকে সহচারিণী পাইরা তোমার শোভা হইয়াছে ; আর এই রমণীও তোমাকে পতিরূপে পাইয়া যোগ্যসমাগম প্রযুক্ত অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। ১০

যেমন লক্ষ্মীযোগে নারায়ণ ও নারায়ণযোগে লক্ষ্মী, যেমন শনি-যোগে নিশা ও নিশা-যোগে শনি—সেইরূপ তোমরা উভয়েই পরস্পরে শোভিত এবং উৎকৃষ্ট দাম্পত্যভাবে অনুপ্রাণিত। অতএব তুমি কগতের কেতু (শ্রেষ্ঠ) এই কল্প তুমি বিম্বকেতু নামে বিখ্যাত হইবে। ১১-১২

অগচ্ছিতার বৎস ত্বং মোহয়স্ব পিনাকিনম্ ।
 বখা স্তম্বমনাঃ শত্ৰুঃ কুর্যাদ্ধারপরিগ্রহম্ ॥ ১৩
 নিৰ্জনে স্নিগ্ধদেশে চ পৰ্বতেষু সরিৎসু চ ॥ ১৪
 যত্র তত্র প্রমাত্তীনস্তত্র ভদ্রানয়া সহ ।
 মোহয়স্ব যতাস্থানং বনিতাবিমুখং হরম্ ॥ ১৫
 বৃদ্ধে বিদ্যতে নাত্তঃ কশ্চিদস্ত বিমোহকঃ ॥ ১৬
 কুতে হরে সানুরাগে ভবতোহপি মনোভব ।
 শ্যাপোপশান্তিৰ্ভবিতা তস্মাদাশ্বহিতং কুরু ॥ ১৭
 সানুরাগো বরাব্রোহাং যদীচ্ছতি মনোভব ।
 তদা ভবোপভোগার স ত্বাং সস্তাবসিচ্ছতি ॥ ১৮
 তস্মাচ্ছপচ্ছিতার ত্বং যতস্ব হরমোহনে ।
 লিবস্ত ভব কেতুস্ত্বং মোহয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ১৯

মার্কণ্ডের উবাচ—

ইতি ক্রুড়া বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাখ্যনঃ ।
 উবাচ মন্থথস্তথ্যং ব্রহ্মাণং অগতো হিতম্ ॥ ২০

মন্থথ উবাচ—

করিষ্যেহহং তব বিত্তো বচনাচ্ছ্রুয়োহনম্ ।
 কিন্তু যোযিশ্বহাস্তং মে তত্র কান্তাং প্রভো সৃজ ॥ ২১
 ময়া সম্মোহিতে শঙ্কো যয়া তস্যানুমোহনম্ ।
 কার্য্যং মনোরম্যং স্বাম্যং তাং নিদেশস্ব লোকভুং ॥ ২২

হে বৎস । তুমি অগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভূলাও ; তিনি যেন প্রীত-মনে ধারপরিগ্রহ করেন । ১৩

নিৰ্জনে স্নিগ্ধ প্রদেশেই হউক, পৰ্বতেই হউক, আর নদীতেই হউক, ঈশ্বর যেখানে যেখানে বাটবেন তুমি এই বৃত্তিদেবীর সহিত তথ্যার তথ্যার গিয়া সেই বনিতা-পরামুখ সংযতচিত্ত হরকে ভুলাইবে । ১৪-১৫

তুমি ভিন্ন তাঁহাকে ভুলাইতে পারে, এমন লোক কেহ নাই । ১৬

হে মনোভব ! মহাদেবের রমণী-অনুরাগ সকার হইলে তোমারও শাপ-যোচন হইবে । অতএব এই আশ্বহিতকর কার্য্য করিতে বিমুখ হইও না । ১৭

যদি মহেশ্বর অনুরাগ সহকারে কোন করভোক্তা রমণীর প্রতি স্পৃহা করেন, তাহা হইলে তখন তিনি ভাংকালিক ভাবের উপযোগী বলিয়া তোমাকে সম্মানিত করিবেন । ১৮

অতএব তুমি অগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভুলাইতে যত্ন কর । আর তাঁহাকে ভুলাইয়া তুমি বিশ্বকেতু হও । ১৯

মার্কণ্ডের বলিলেন ;—মন্থথ পরামাখ্য। ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া অগতের হিতজনক স্বার্থ কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ;—প্রভো ! আমি আপনার বচনানুসারে মহাদেবকে ভুলাইব । কিন্তু আমার প্রধান অস্ত্র রমণী ; আপনি নিৰ্জনে সৃজন করুন । ২০-২১

হে বিধাতা ! আমি শত্ৰুকে ভুলাইলে পর যিনি তাহার পরেও তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন, এইরূপ মনোরমা রমণী আমাকে বলিয়া দিন ২২

ତାହାଂ ନହି ମହାସି ସହା ତନ୍ମାନୁସୋହନମ୍ ।
 କର୍ତ୍ତବ୍ୟମଧୁନା ଧାତନ୍ତଃସୋମାଂ ତଥା କୁରୁ ॥ ୧୭
 ଏବଂବାସିନି କନ୍ଦର୍ପେ ଧାତା ଲୋକପିତାମହଃ ।
 କୂର୍ଯ୍ୟାଂ ମସୋହନୀଂ ସୋସାମିତି ଚିନ୍ତାଂ ଜଗାମ ହ ॥ ୧୮
 ଚିନ୍ତାବିଷ୍ଣୁଃ ତନ୍ମାଧ ନିନ୍ଦାସୋ ସୋ ବିନିଃସୃତଃ ।
 ତନ୍ନାତ୍ମତଃ ନନ୍ନାତଃ ପୁଷ୍ପତ୍ରାତବିଭୂଷିତଃ ॥ ୧୯
 ହୃତାହୁରାନ୍ ବୁକୁକ୍ଷିତାନ୍ ବିଜ୍ରାତ୍ମୟସଂହତିମ୍ ।
 କିଂତୁକାନ୍ ସାରମାନ୍ ରୋଷେ ପ୍ରହୁଜ୍ଜ ଇବ ପାଦପଃ ॥ ୨୦
 ଶୋମରାଜୀବନହୀନଃ ଫୁଲତାମରମେକମଃ ।
 ମର୍ଦ୍ଦ୍ୟାଦିତ୍ୟାଧଶୁଣି-ପ୍ରତିହାସ୍ୟଃ ସୁନାସିବଃ ॥ ୨୧
 ଶବ୍ଦବହୁବଗାବର୍ତ୍ତଃ କାୟକୁକ୍ଷିତମୂର୍ଚ୍ଛକଃ ।
 ମର୍ଦ୍ଦ୍ୟାଂତ୍ୟାଲିମନ୍ଦୁଷ-କୁଶଳସୟମନ୍ତ୍ରିତଃ ॥ ୨୨
 ପ୍ରୟତ୍ନମାତଃକ୍ରମାଦିବିଚ୍ଛିନ୍ନଦୃଶ୍ୟମଃ ।
 ମୌଳିକୂଳାସ୍ତତଃକ୍ରମଃ କଟୋରକରସୁଗ୍ରହଃ ॥ ୨୩
 ମୁରୁକ୍ଷୋରୁକଟୀକ୍ରମଃ କବୁକ୍ଷୀବୋମ୍ଭତାଂମକଃ ।
 ଗୁଢ଼ଜଃ ମୌଳିକଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଃ ସର୍ବଲକ୍ଷଣେଃ ॥ ୨୪
 ଜାତୁଶେଷ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ କୁସୁମାକରେ ।
 ବସୋ ବାୟୁଃ ସ ମୁହୁଡ଼ିଃ ପାନପା ଅପି ପୁଲ୍ପିତାଃ ॥ ୨୫
 ମିଳାନ୍ତ ନେତ୍ରଃ ଶତଶଃ ମହତଃ ମହୁରବରାଃ ।
 ଅକୂଳପଦ୍ମା ଅଭବନ୍ ମରତଃ ପୁଷ୍ପପୁରୀଃ ॥ ୨୬

ଯିନି ଡାହାକେ ଭୁଲାଇଯା ବାଧିତେ ପାରିବେନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେ ଏକ୍ରମ ରମଣୀ
 ଆସି ତ ଦେଖିତେ ପାହି ନା ; ଅତଏବ ଆପନି ତହିଁସହେ ଉପାୟ କରନ । ୧୭

କନ୍ଦର୍ପ ଏହି କଥା ବଲିଲେ ଲୋକପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଭାବିତେ ଲାଗିଲେନ, କୋନ
 ରମଣୀ ସହାନେବକେ ଭୁଲାଇତେ ପାରିବେନ ? ୧୮

ଅନନ୍ତର ଚିନ୍ତାକୂଳ ବିଧାତାର ଦୀର୍ଘନିନ୍ଦାସ ମଢ଼ିଲ ; ତାହା ହୈତେ କୁସୁମସଂହତି-
 ଭୂଷିତ ବସନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୈଲେନ । ୧୯

ବସନ୍ତ ଅଗିକୂଳ, କୁଶଳ ମୂଳିତ ହୃତାହୁର, କିଂତୁକ କୁସୁମ ଓ କମଳକ୍ଷେମୀ ସାରଣ
 କରତ ହୁଜ୍ଜକୁଶୁମିତ ଶବ୍ଦବରର ଶ୍ରାବ ଲୋଡ଼ା ପାହିତେ ଲାଗିଲେନ । ୨୦

ଡାହାର ବ୍ରଜକମଳ ମନ୍ଦୁଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ନିଲିନାଭ ଲୋଚନସୁଗମ, ମର୍ଦ୍ଦ୍ୟାକାଳୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣ
 ଅବଧରର ଶ୍ରାବ ସୁଧମଶୁଳ, ଡାହାର ସୁନ୍ଦର ନାସିକା, ଶବ୍ଦମନ୍ଦୁଷ ଚରଣାବର୍ତ୍ତ, କୁଶଳଜାଳ
 ନୀଳକୁକ୍ଷିତ । ତିନି ଅନ୍ତ ମୟନୋମୁଖ ବିବାକରର ଶ୍ରାବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବ୍ରଜବର୍ଣ୍ଣ କୁଶଳ-
 ବୁଗ୍ଗଳେ ଭୂଷିତ । ୨୧-୨୨

ଡାହାର ମତି ବ୍ରଜମାତଙ୍ଗର ଶ୍ରାବ, ବକ୍ସଃହଳ ପ୍ରସନ୍ତ ; ଡାହାର ନିତୁଳ ମୀବର
 ଦୀର୍ଘ ଭୁଜସୁଗମ, ଅକର୍ତ୍ତ କଠିନ କରତଳସର ; ଡାହାର ଡିକ, କଟି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରା ସୁହତ,
 ଶ୍ରୀବା କବୁମସ୍ଥିତ, ଛକ୍ଷ ଉନ୍ନତ, ଜଞ୍ଜରମେଶ ଗୁଢ଼ ଏବଂ ସୁଧସନ୍ତସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ୨୩-୨୪

ସେହି ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣାହୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣାବସର କୁସୁମାକର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୈଲେ ଉତ୍ତମ ମନଗତପୂର୍ଣ୍ଣ
 ବାୟୁ ବହିତେ ଲାଗିଲ ଏବଂ ତରୁନିକର ପୁଲ୍ପିତ ଢିଲ । ୨୫

ସବୁବଦ୍ଧ କୋକିଳକୂଳ ଶତଶତସାର ମହତୟରେ ଗାନ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଆମ
 ମୁନିର୍ମଳ ମରମୀମାଲିକେ କମଳରାଜି ବିକ୍ଷିପିତ ହୈଲ । ୨୬

ভয়ংপন্নমবেক্ষ্যাস্থ তথা ভূশমুশস্তমম্ ।
হিরণ্যগর্ভো যদনং জগান মধুরং বচঃ । ৩৩

অশ্লোকাচ—

এষ মন্থষ তে মিত্রং সদা সহচরো ভবেৎ ।
আনুকূল্যং তব কৃতৌ সর্বদৈব করিস্বতি ॥ ৩৪
যথাগ্নেঃ শ্বসনো মিত্রং সর্বজ্ঞোপকরোতি চ ।
তথাহং ভবতো মিত্রং সদা ভায়নুযাস্বতি ॥ ৩৫
বসন্তেরন্তহেতুতাদ্ বসন্তাখ্যো ভবত্বয়ম্ ।
ভবানুগমনং কৰ্শ্ব তথা লোকানুরঞ্জনম্ ॥ ৩৬
অসৌ বসন্তে শৃঙ্গারো বসন্তে মলম্বানিলঃ ।
ভবন্তু সুহৃদো ভাবাঃ সদা ভবশবর্তিনঃ ॥ ৩৭
বিক্ষোকাশ্রয়স্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টিকলাস্তথা ।
কুৰ্ব্বন্ত রত্যাঃ সৌহৃদ্যং সুহৃদন্তে যথা তব ॥ ৩৮
এতিঃ সহচরৈঃ কাম বসন্তপ্রমুখৈর্ভবান্ ।
অনন্তা সহচারিণ্যা ভুং যুক্তঃ পরিবারয়া ॥ ৩৯
মোহনরম্য মহাদেবং কুরু সৃষ্টিং সনাতনীয়্ ।
যৎক্ষেপেদংশং গচ্ছ ত্বং মর্কটঃ সহচরৈর্বৃতঃ ।
অহং ত্বাং ভাববিস্ময়ামি যা হবং মোহবিস্ময়তি ॥ ৪০
এবমুজ্জ্বলাহং যদনঃ সুরজ্যোষ্ঠেন হর্ষিতঃ ।
জগাম সগগন্তত্র সপত্ন্যনুচরন্তদা ॥ ৪১

সেই সুলক্ষণপূর্ণ বসন্ত সেইরূপে উৎপন্ন হইলেন দেখিয়া হিরণ্যগর্ভ যদনকে মধুর বচনে বলিলেন,—মন্থষ ! এই ব্যক্তি তোমার পত্রম মিত্র ও সত্য সহচর হইবে, আর তোমার কার্যে সর্বদাই আনুকূল্য করিবে । ৩৩-৩৪

বায়ু যেমন অগ্নির মিত্র বলিয়া সর্বত্র তাঁহার উপকার করেন, সেইরূপ এই তোমার বন্ধু সর্বদা তোমার অনুগমন করিবেন । ৩৫

বসন্তের অন্ত হেতু বলিয়া অর্থাৎ প্রবাসীকে প্রবাসে থাকিতে দেন না বলিয়া ইচার নাম হউক “বসন্ত” । তোমার অনুগমন এবং লোকরঞ্জনই ইহার কৰ্ম্ম । ৩৬

বসন্তেই শৃঙ্গার এবং মলর পবন বসন্তেরই উপকরণ । সমস্ত ভাব তোমার সত্য বশবর্তী সুহৃদ হউক । ৩৭

আর এই সকল সুহৃদগণের সহিত তোমার যেমন সৌহার্দ্য, সেইরূপ বিক্ষোকাদি হাব এবং চতুঃষষ্টি কলা রত্নির সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করুন । ৩৮

কাম তুমি বসন্ত প্রভৃতি এই সকল সহচর ও কথিত পরিজন-পরিবৃত্ত সহচরী এই রতি দেবীর সহিত মিলিত হও । ৩৯

মহাদেবকে মোহিত কর ; এই সৃষ্টিকে চিরস্থায়িনী কর । তুমি সকল সহচরে পরিবৃত্ত হইয়া ইচ্ছামত প্রদেশে গমন কর । আর যিনি হরকে ভুলাইতে পারিবেন, এইরূপ রমণী, যাহাতে হয়, আমি তাহা করিতেছি । ৪০

সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে যদন আনন্দিত হইয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে তদীয় চরণে প্রণিপাত করিলেন । ৪১

দক্ষং প্রণম্য তান্ সৰ্বান্ মানসানভিবান্ চ ।
 যত্রাস্তি শত্ৰুগন্তবাংস্তৎস্থানং যদ্ব্যবসাদা ॥ ৪২
 তস্মিন্ গতে সানুচরেহধ মন্থথে
 শৃঙ্গারভাবাদিমুতে বিকোত্তমাঃ ।
 প্রোবাচ দক্ষঃ যদুবঃ পিতামহঃ
 সার্কঃ মরীচা ত্রিমূৰ্খৈৰ্যুনীশ্বরৈঃ ॥ ৪৩
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্থোহধ্যায়ঃ । ৪

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মা তদান্যাদে দক্ষাশু স্ময়হাজ্ঞানৈ ।
 মরীচিপ্রমুখেভ শ্চ রচনকৈদমজস্ব ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

ভবিতী শঙ্কুপত্নী কা কা তং সন্মোহয়িষ্যতি ।
 ইতি সন্ধিস্থবন কান্তাং ন দ্বিরীকৰ্ণমুৎসাহে ॥ ২
 বিষ্ণুমায়াযুতে দক্ষ মহামায়াং জগদ্ধরীম্ ।
 নাক্ষা তন্মোহকর্তী স্মাং সঙ্কাসাবিত্র্যায়ুতে ॥ ৩
 তন্মাদহং বিষ্ণুমায়াং যোগেনিত্রাং জগৎপ্রভুম্ ।
 স্তৌমি সা চাকুরুপেণ শঙ্করং মোহবিসৃতি ॥ ৪

তখন ব্রহ্মা, যেখানে শিব ছিলেন, দক্ষকে এবং সেই সময়স্থ ব্রহ্মার মানস পুত্রদিগকে অভিষাদন করিয়া তথায় গমন করিলেন । ৪২

হে বিজয়বরগণ! সেই ব্রহ্মা, অশান্ত অনুচর ও শৃঙ্গারাদি ভাবগণ সমভি-
 কাহারে গমন করিলে পিতামহ দক্ষ ও মরীচি অত্রিপ্রভৃতি মুনিবরগণকে যদুব
 বচনে বলিয়াছিলেন । ৪৩

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মাকর্তৃক মহামায়ায় লব ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা, তখন ব্রহ্মা দক্ষকে এবং মরীচি
 প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন । ১

ব্রহ্মা বলিলেন, কোন রমণী শঙ্কর পত্নী হইবেন? কোন রমণী তাঁহাকে
 জুলাইতে পারিবেন? এইরূপ চিন্তা করিতেছি। কিন্তু কাহাকেও শিবপত্নী
 বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না । ২

দক্ষ! সঙ্কাসাবিত্রীর আরাধ্য দেবতা জগদ্ধরী মহামায়া বিষ্ণুমায়া
 ব্যতীত শিবকে জুলাইতে পারে, এমন নারী কেহ নাই । ৩

ভবাংস্ত দক্ষ ভাসেব বজ্রতাং বিশ্বরূপিনীম্ ।
যথা তব সূতা কুড়া হরজায়া ভবিকৃতি ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বচনমাকর্ণ্য ব্রহ্মণঃ পরমাশ্রমঃ ।
উবাচ দক্ষঃ স্রষ্টারং মরীচ্যাদিভিরীরিতঃ ॥ ৬

দক্ষ উবাচ—

যথাক্ত ভগবৎস্তথাং হুং লোকেশ জগদ্বিতম্ ।
ভংকরিক্রামহে সমাগ্ যথা ক্তান্তগমনোহরা ॥ ৭
তথা তথা যন্মিক্রামি যথা যম সূতা স্বয়ম্ ।
বিক্ষুমায়া ভবেৎ পত্নী কুড়া শঙ্কোর্মহাশ্রমঃ ॥ ৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমেবেতি তৈরুক্তং মরীচিপ্রভৃৎকলম্ ।
বজ্রং দক্ষঃ সমায়েভে মহামায়াং জগদ্রম্যম্ ॥ ৯
কীরোদোস্রবতীরহস্তাং কুড়া হ্রবয়স্থিতাম্ ।
ভগবৎকুং সমায়েভে স্রষ্টুং প্রত্যাক্তোহম্বিকাম্ ॥ ১০
দিব্যবর্ষেণ দক্ষোহপি সহস্রাণাং ত্রয়ং সমাঃ ।
ভগবচ্চারি নির্যতঃ সংহতাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১১
মারুতাশী নিরাহারো জলাহারী চ শর্গভুক্ ।
এবং নিনাস্ত ভংকাজং চিত্তয়ংস্তাং জগদ্রম্যম্ ॥ ১২

অতএব আমি জগজ্জননী যোগনিদ্রা বিক্ষুমায়াকে স্তব করি, তিনি সূন্দর
রূপে তাঁহাকে মোহিত করিবেন । ৪

দক্ষ । তুমিও সেই বিশ্বময়ীরই পূজা কর, তিনি যেন তোমার কষ্টরূপে
জগদ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হন । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পরমায়া ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া দক্ষ, মরীচিপ্রভৃতির
বচনানুসারে সেই সৃষ্টিকর্তাকে বলিলেন । ৬

দক্ষ বলিলেন,—ভগবন্ । আপনি জগতের হিতজনক যে যথার্থ কথা
বলিয়াছেন, হে লোকেশ । আমরা তদনুসারে কার্য্য করিব । ৭

বিক্ষুমায়া ব্যতীত শিবের মনোহর্য্য করিতে অপর কেহ পারিবে না, ইহা
স্থির বটে । স্বয়ং বিক্ষুমায়া সাহায্যে আমার কষ্টা হইয়া মহামায়া শিবের পত্নী
হন, আমি তদনুরূপ চেষ্টা করিব । ৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, “এইই বটে” বলিলে,
দক্ষ, জগদ্রম্যী বিক্ষুমায়াকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৯

দক্ষ, কীরোদ-সাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত হইয়া জগদম্বাকে হ্রদ-মন্দিরে
স্থাপনপূর্ব্বক ভগ্নপাতা করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করাই
ভগ্নপাতা উদ্দেশ্য । ১০

দৃঢ়ব্রত দক্ষ সংব্রতচিহ্ন হইয়া নির্য্যয় সঙ্কারে তিন সহস্র দিব্য বৎসর ভগ্নপাতা
করিয়াছিলেন । ১১

বায়ু-ভক্ষণ, অনশন, জলমাত্র পান অথবা স্বপ্নের গলিত পদ্ম ভোজন

গতে দক্ষে তপঃ কর্তুং ব্রহ্মা সর্বজগৎপতিঃ ।
অগ্নায় মন্দরাষ্ট্র্যাসং পুণ্যং পুণ্যতরং বরম্ ॥ ১০
তত্র তত্র জগদ্ধাতীং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্ ।
ভূমৌব বাগ্ভিরব্যাতিরেকতানং শত্রং মহাঃ ॥ ১৪

অনুবাদ—

বিদ্যাবিদ্যাশ্রিকার শুদ্ধাং নিবালদ্বাং নিরাকুলাম্ ।
স্তৌমি দেবীং জগদ্ধাতীং স্তূনাগ্নয়ঃস্বরূপিণীম্ ॥ ১৫
যস্তা উপৈতি চ জগৎপ্রধানাখ্যং জগৎপরম্ ।
যস্তাস্তদংশভূতং তাং স্তৌমি নিদ্রাং সনাতনৌম্ ॥ ১৬
ত্বং চিতিঃ পরমানন্দ-পরমাখ্যস্বরূপিণী ।
শক্তিস্বং সর্বভূতানাং ত্বং সর্বেষাঞ্চ পারিণী ॥ ১৭
ত্বং সারিণী জগদ্ধাতী ত্বং সজ্জা ত্বং রতিমুতিঃ ।
ত্বং হি জ্যোতিঃস্বরূপেণ সংসারস্ত প্রকাশিনী ॥ ১৮
তথা তমঃস্বরূপেণ ছাদয়ন্তী মম জগৎ ।
ত্বমেব সৃষ্টিক্রপেণ সংসারপরিপূরণী ॥ ১৯
স্থিতিরূপেণ চ হরের্জগতাক হিতৈষিনী ।
ভূতৈবাস্বরূপেণ জগতামস্তকারিণী ॥ ২০
ত্বং মেধা ত্বং মহামায়া ত্বং যথা পিতৃমোদিনী ।
ত্বং বাহা ত্বং নমস্তার-বমট্কারৌ তথা স্মৃতিঃ ॥ ২১

করিয়া জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে চিত্ত করত সেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া ছিলেন । ১২

দক্ষ তপস্যা করিতে গেলে, সর্বজগৎপতি ব্রহ্মা, পরম পবিত্র পুণ্যজনক মন্দরগিরিসমীপে প্রমত্ত করিলেন । ব্রহ্মা মন্দরগিরির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্রে জগজ্জননী জগদ্ধাতী বিষ্ণুমায়াকে ভদ্রভক্ত একাগ্রচিত্তে অর্থপূর্ণ রচনাবলী দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন । ১৩-১৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—যিনি অবিদ্যা, বিদ্যা ও স্থূল সূক্ষ্ম-স্বরূপা, নিরাধারা নিরাকুলা এবং বিতুন্ধ্যা, সেই জগদ্ধাতী দেবীকে স্তব করি ॥ ১৫

জগতের উপাদান কারণ জগদতীত প্রকৃতি যাহা হইতে উদ্ভূত, সেই পরমাখ্যার অবয়বরূপিণী সনাতনী নিদ্রাকে স্তব করি ॥ ১৬

তুমিই চিৎশক্তি, তুমিই পরমানন্দরূপা পরমাখ্যা, তুমি সর্বভূতের শক্তি এবং তুমিই পবিত্রতাবিধাশ্রিনী । ১৭

তুমি সারিণী, তুমি জগদ্ধাতী, তুমি সজ্জা, তুমি রতি, তুমি মুতি ; আর জ্যোতিঃস্বরূপে তুমিই সংসারের প্রকাশিকা । ১৮

তমোক্রপে তুমি জগৎকে আবরণে রাখ । তুমিই সৃষ্টিক্রপে ইহাকে পূর্ণ কর । ১৯

তুমি বৈষ্ণবীরূপে জগতের স্থিতি কারিণী, হিতৈষিনী আবার তুমিই অন্তরূপে জগতের প্রলয় করিয়া থাক । ২০

তুমি মেধা ; তুমি মহামায়া ; তুমিই পিতৃলোকের আনন্দদায়িনী যব । তুমি বাহা, তুমিই নমঃশল, বমট্কার এবং স্মৃতিরূপা । ২১

ত্বং সৃষ্টিত্বং ধৃতির্মৈত্রী করুণা মুদিতা তথা ।
 ত্বমেব লক্ষ্মী ত্বং শান্তিত্বং কান্তির্জগদীশ্বরী । ২২
 মহামায়া ত্বক্ স্বাহা স্বধা চ পিতৃদেবতা ।
 য়া সৃষ্টিশক্তিরন্যাকং স্থিতিশক্তিশ্চ যা হবেঃ ॥ ২৩
 অমৃতশক্তিসুধৈশ্বরী সা ত্বং শক্তিঃ সনাতনি ॥ ২৪
 একা ত্বং বিবিধা ভূত্বা মোক্ষসংসারকারিণী ।
 বিদ্যাবিদ্যাধরূপেণ ব্রহ্মকাশ্যপ্রকাশতঃ ॥ ২৫
 ত্বং লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং ত্বং ছায়া ত্বং সরস্বতী ।
 ত্রীময়ী ত্রিমাত্রা ত্বং সর্বভূতস্বরূপিণী । ২৬
 ঈশগীতিঃ সামবেদস্ত্বা পিতৃগণরাজনী ।
 ত্বং বেদিঃ সর্বযজ্ঞানাং সামধেনৌ তথা হবিঃ ॥ ২৭
 মদবাস্ত্বমনির্দেশ্য নিষ্কলং পরমাশ্রয়নং ।
 রূপং ভূতৈব তন্মাত্রং সকলঞ্চ জগদায়ম্ ॥ ২৮
 যা সৃষ্টিবিত্ততা সর্বধরিত্রী বিজ্ঞাতী ক্রিষ্ণি ।
 সা ত্বং বিশ্বস্তরে লোকে শাস্ত্রভূতিপ্রদা সদা ॥ ২৯
 ত্বং লক্ষ্মীশ্চেতনা কান্তিত্বং সৃষ্টিত্বং সনাতনী ।
 ত্বং কালরাত্রিত্বং সৃষ্টিঃ শান্তিঃ প্রজ্ঞা তথা স্মৃতিঃ ॥ ৩০
 সংসারসাগরোত্তার-তরণঃ সুখমোক্ষদে ।
 এসৌদ সর্বজগতাং ত্বং সত্যিত্বং মতিঃ সদা ॥ ৩১

তুমি সৃষ্টি, ধৃতি, মৈত্রী ; তুমি করুণা, তুমি মুদিতা, তুমিই লক্ষ্মী ; তুমি শান্তি, তুমি কান্তি, তুমিই জগতের ঈশ্বরী । ২২

আবার বলি, তুমি মৈত্রী, তুমি মহামায়া, তুমি পিতৃদেবতা স্বধা । হে নিত্যশক্তি-রূপে । আমার সৃষ্টিশক্তি, বিস্তার স্থিতিশক্তি এবং কল্লের বিনাশ-শক্তি—এই সমস্ত শক্তিও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে । ২৩

একা তুমিই আশ্রয়প্রদা ও তত্ত্বজ্ঞান ও আশ্রয়প্রদা অজ্ঞানরূপ বিবিধভাব অবলম্বনপূর্বক কাহারও সৃষ্টি এবং কাহারও সংসারবন্ধন সাধন করিতেছ । ২৪

তুমি সর্বভূতের লক্ষ্মী, তুমি ছায়া, তুমি সরস্বতী ; তুমি বগু-বস্তুঃ সাম-বেদরূপিণী, তুমি ত্রিমাত্রা (পুতরূপা) এবং সর্বভূত-রূপা । ২৬

তুমি পিতৃগণমনোরঞ্জনী সামগীতি, তুমি সকল যজ্ঞেরই বেদি, সামধেনী এবং হবিঃ । ২৭

পরমাশ্রয় নিষ্কল অব্যক্ত অনির্দেশ্য রূপ এবং সমস্ত জগৎ—এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সকল রূপই তোমার । ২৮

বিশ্বস্তরে । যে সর্ববাস্তবভূত বিশাল সৃষ্টি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখি-মাছে, জগতে যজ্ঞলদায়িনী শক্তিরূপা তুমিই সেই সৃষ্টি * । ২৯

তুমি লক্ষ্মী, চেতনা, কান্তি, তুমি সৃষ্টি, তুমি নিত্য, তুমি কালরাত্রি, তুমি সৃষ্টি, শান্তি, প্রজ্ঞা এবং স্মৃতি । ৩০

* যা সৃষ্টিং বিত্ততাং সর্বধরিত্রী বিজ্ঞাতী ক্রিষ্ণিঃ ইহা পাঠান্তর । যে সর্ববাস্তবভূতা পৃথিবী বিত্তত সৃষ্টি ধারণ করিয়া আছে, তুমিই সেই পৃথিবীরূপা । উক্ত পাঠের এইরূপ অর্থ কর ।

ত্বং নিত্য্য কুব্জনিত্য্য চ ত্বং চরাচরমোহিনী ।
 ত্বং সন্ধিনী সৰ্ববোধ-সাক্ষোপাগ্রবিভাবিনী ॥ ৫২
 চিত্তা কীৰ্ত্তির্যভীমাং ত্বং ত্বং তদষ্টোক্তসংযুতা ।
 ত্বং খড়্গানী শূলিনী চ চক্রিনী ঘোররূপিনী ॥ ৩০
 ত্রয়ীশ্বরী জনানাম্ ত্বং সৰ্বদানুগ্রহকারিনী ।
 বিশ্বাদিস্তমনাদিস্ত্বং বিশ্বমোনিরমোনিজা ।
 অমতা সৰ্বজগত্ত্বমেবৈকান্তকারিনী ॥ ২৪
 নিত্যান্তনির্মালা ত্বং তি তামসীতি চ গৌমসে ।
 ত্বং হিংসা ত্রহিংসা চ ত্বং কালী চতুরাননা ॥ ৫৫
 ত্বং পরা সৰ্বজননী দমনী দামিনী তথা ।
 ত্বম্ভ্যেব লীলতে বিশ্বং ভাতি তত্ত্বম্ভিত্তি চ ॥ ৩৬
 ত্বং সৃষ্টিহীনা ত্বং সৃষ্টিস্ত্বমকৰ্ণাপি সজ্জতিঃ ।
 তরশ্বিনী পানিপাদহীনা ত্বং নিতরাং গ্রহা ॥ ৩৭
 ত্বং দ্যৌঃপৃথগুপত্যং দ্যৌঃতিৰ্ব্যাস্ত্বক নভো মনঃ ।
 অহকাভ্যোহপি অমতামষ্টথা প্রকৃতিঃ সৃষ্টিঃ ॥ ৩৮
 অগ্ন্যাভির্মেৰুৰূপমারিনী নালিকাপরা ।
 পরাপরাশ্চিকা ত্বকা মাতা মোহান্তিকারিনী ॥ ৩৯

হে স্বেভোগপ্রদাশ্বিনি ! তুমিই ভবসাগর পার তরলিকুপিনী ; মাপো !
 প্রসন্ন হও ; নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের তুমিই গতি ; তুমিই মতি । ৩১

তুমি নিত্য্য আবার তুমিই অনিত্য্য ! তুমি এই স্বাবর-অক্ষমমর নিখিল
 জগন্মোহিনী ; তুমি সজ্জতিবিধারিনী এবং সাক্ষোপাগ্র-সকলবোধ-মার্গ-
 প্রবর্তিনী । ২২

তুমি বতিগণের ধান, যতিগণের কীৰ্ত্তি ; মোদের অষ্টোক্ত তোমাতে
 বিদ্যমান ; তুমি খড়্গা, শূল এবং চক্র ব্যবহ করিয়া থাক ; তুমি ঘোররূপা । ৩০

তুমি ঈশ্বরী, জনগণের প্রতি সৰ্ববিধ অনুগ্রহ করিতে সমর্থ ; তুমি জগতের
 আদি অথচ তোমার আদি নাই ; তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি, অথচ
 তোমার উৎপত্তি নাই । ৩৪

এক তুমি প্রলয়কালে জগন্মুগ্ধ সংহার করিয়া থাক ; অথচ তোমার নাশ
 নাই । এক তুমিই শুদ্ধসত্ত্বরূপা এবং তামসী বলিয়া বর্ণিত আছ, এক তুমিই
 হিংসা এবং অহিংসা ; তুমিই কালী এবং চতুরাননা । ৫৫

তুমি পরাংপরা ও সকলের জননী ; তুমি আনন্দময়ী এবং আনন্দদায়িনী ।
 এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই বিলীন হয় এবং তুমি ইহা রক্ষণ ও ধারণ
 করিতেছ । ৩৬

তুমি দৃষ্টিহীনা অথচ তোমার দৃষ্টি অতি উত্তম ; তুমি কৰ্ণহীনা অথচ
 তোমার শ্রবণশৃঙ্গল পরম ব্রহ্মণীয় । তোমার হস্ত পদ নাই, অথচ তোমার
 গমনবেগ ও গ্রহণ-পাটের অভ্যন্ত প্রবল । ৩৭

তুমি স্বর্গ, তুমি জল, তুমি জ্যোতিঃ, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি মন
 এবং অহঙ্কারও তুমি—অধিক কি এই জগতের যে আট প্রকার প্রকৃতি (কারণ
 —প্রকৃতি মহত্ত্ব প্রভৃতি) আছে, তৎসমুদায়ই তুমি, আবার তুমিই
 স্বরূপা । ৩৮

কারণং কার্যাসূক্তক সত্যং শান্তং নিবিশিবে ।
 অগাধি তব বিশ্বার্থে ভাগবৎকল্যানি চ । ৪০
 নিভাস্তুহা দীর্ঘা চ নিভাস্তাপুহুতনুঃ ।
 সূক্ষ্মাশ্বিনিললোকম্ব ব্যাপিনী ত্বং অগম্যয়ী । ৪১
 মানহীন্য বিমানাতি-বিমানোন্মানসম্ভবা ।
 বদন্তি ব্যক্তিগম্ভোগ-বাগাদিগলিতাশয়া ।
 তন্ত্রে বহিষ্টি তদ্রূপং তব জ্ঞান্যাদিকক বৎ । ৪২
 ইষ্টানিষ্টেবিপাকক্সা বদেষ্ঠানিষ্টে কারণম্ ।
 সর্গাদিসব্যাস্তম্বং নিম্বং রূপং তটৈব চ । ৪৩
 বিচার্যষ্টোক্তযোগেন সম্পাদৈবং মুহুম্বুহঃ ।
 বৎ স্থিরীকৃত্ততে তত্ত্বং তন্ত্রে রূপং সনাতনম্ । ৪৪
 বাহ্যাবাহ্যে সুখং দুঃখং জ্ঞানাস্তানে লভ্যলয়ে ।
 উপতাপস্তথা শান্তিভূতিভুৎ জগতঃ পতেঃ । ৪৫
 মম প্রভাবং নো বক্তুং শক্নোতি ভুবনভয়ে ।
 তটৈবং সম্বোধকরী সা ত্বং কিং কুয়সে ময়া । ৪৬
 যোগনিদ্রা মহানিদ্রা মোহনিদ্রা অগম্যয়ী ।
 বিজ্ঞমারা চ প্রকৃতিঃ কস্তাং স্তত্যা বিভাবয়েৎ । ৪৭
 মম বিজ্ঞাঃ পঙ্করম্বা বা বপূর্বহন্যাকিকা ।
 তস্তাঃ প্রভাবং কো বক্তুং গুণান্ বেক্তুং কঃ কমঃ । ৪৮

তুমি যেকরূপে অগতের নাতি এবং পরম নালিকা-স্বরূপা । তুমিই তদ্ব
 সত্ত্বময়ী পরাংপরী, আবার তুমিই মোহপ্রদায়িনী মহামায়া । ৩৯

অগতের অস্ত্র তোমাকে কারণ, কার্য, সত্য, শান্ত, মঙ্গলময় এবং অমঙ্গলময়
 নানারূপ স্বাক্ষর করিতে হইয়াছে । সেই সমস্ত রূপ উপাসকবৃন্দের ভক্তিহৃন্দের
 ফলস্বরূপ । ৪০

তুমি অতি হ্রস্ব, অতিদীর্ঘ ; তুমি অতি ক্ষুদ্র, অতি বৃহৎ ; তুমি অতি সূক্ষ্ম
 অথচ নিখিল লোকব্যাপিনী অগম্যয়ী । ৪১

তুমি মানহীনা অথচ তোমার অত্যন্ত মান, তুমি অপরিমেয়া এবং উন্নত-
 কাঙ্ক্ষ গিরিরাজের তুলিতা । তোমার অদ্ব্যাপী রূপরাজি সমবেত ও পৃথক্
 ভাবে সেবা-ভক্তি করিলে সমুদয় সংসার-জাতি দূর হয় । ৪২

তুমি ইষ্টানিষ্ট-পরিণামজ্ঞানসম্পন্ন এবং লোকের ইষ্টানিষ্ট তোমার
 দ্বাৰাই হইয়া থাকে । আর তোমার নিখিল রূপই সৃষ্টি স্থিতি সংহারময় । ৪৩

অষ্টোক্তযোগ বলে বারংবার বিচার করিয়া যে তদ্ব স্থিরীকৃত হয়, সেই
 নিত্যরূপ তোমার । ৪৪

তুমি বাহ্য অন্তর ; তুমি সুখ দুঃখ ; তুমি জ্ঞান অজ্ঞান, তুমি জীবন মরণ ;
 তুমি শান্তি অশান্তি ; তুমিই অগদীশ্বরের ঐশী শক্তি । ৪৫

ত্রিভুবনে বঁহার প্রভাব বর্ণন করিতে কেহ সমর্থ হয় না, তুমি সেই
 অগদীশ্বরেরও মোহকারিণী ; আমি আর তোমাকে স্তব করিব কি ? ৪৬

তুমি যোগনিদ্রা ও মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা ; তুমি অগম্যয়ী বিজ্ঞমারা ;
 তুমিই প্রকৃতি ; তোমাকে স্তব করিয়া উঠিতে পারে কে ? ৪৭

প্রকাশকরণজ্যোতিঃস্বরূপান্তরপৌচরা ।
 তমেব জগদমেশ্বরকটৈপক্য বাহুপৌচরা ॥ ৪৯
 প্রসীদ সর্বজগতাং জননী স্ত্রীস্বরূপিণী ।
 বিশ্বরূপিনি নিম্নেণ প্রসীদ তং সনাতনি ॥ ৫০

যার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং সংস্পৃশ্যমানা সা যোগনিদ্রা বিব্রিক্ষিনী ।
 আবির্ভূত্ব প্রত্যক্ষং ভ্রমণং পরমাশ্রমং ।
 স্নিগ্ধাঙ্গনদ্যতিশোভ-রূপোত্তমুক্ষা চতুর্ভুজা ।
 সিংহস্থা খড়্গনীলাক্ষ-হস্তা মুক্তকচোৎকরা ॥ ৫১
 সমক্ষমণ্য ভাং বীক্ষ্য শ্রুত্বা সর্বজগদুৎকরং ।
 ভক্ত্যা বিনম্রভূক্তাংস-স্তুত্বোব চ ননাম চ ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ—

নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃতি-নিবৃতিরূপে স্থিতিসর্গরূপে ।
 চরাচরাণাং ভবতী চ নশ্বিঃ, সনাতনী সর্ববিমোহনৌতি চ ৫৩
 যা শ্রীঃ সদা, কেশবস্তুতিমায়া, বিশ্বন্তরা যা সকলং বিভক্তি ।
 হ্রীঃগৌরীয়া যাহিতা মনোহরা, সা তং নমস্তে পরমাশ্রমসারে ॥ ৫৪
 যমাদিপুতে হৃদি যোগিনো য়াং, বিভাবয়ন্তি প্রমিত্তিপ্রভীতাম্ ।
 প্রকাশভূক্তাদিমুতাং বিরাগাং, সা তং হি বিদ্যা বিবিধাবলম্বা ॥ ৫৫

আমি, বিষ্ণু এবং শিব আমাদের শরীর গ্রহণ, যাহা হইতে হইযাহে, তাঁহার প্রভাব ও গুণাবলী বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে ? ৪৮

তুমি প্রকাশ করিয়া থাক বলিহ অস্ত্রান্তরচারিণী জ্যোতিঃস্বরূপিণী ;
 আবার তুমিই বহিষ্চারিণী স্থাবর জগদম্বরূপা । ৪৯

প্রসন্ন হও যা । তুমি নিখিল জগতের জননী স্ত্রীস্বরূপিণী , হে বিশ্বময়ি ।
 বিশেষশ্রুতি । হে সনাতনি ! প্রসন্ন হও । ৫০

যার্কণ্ডেয় বলিলেন,— ব্রহ্মা এইরূপ শুব করিতে থাকিলে, যোগনিদ্রা,
 স্নিগ্ধাঙ্গন-সমপ্রভা, মনোহর রূপবতী চতুর্ভুজা বহু-খড়্গধারিণী সিংহবাহিনী
 মুক্তকেশীরূপে সেই পরমাশ্রম ভ্রমণে সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন । ৫১

নিখিল জগদুৎকর বিধাতা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া ভক্তি
 নম্র মস্তকে শুব করিতে লাগিলেন । ৫২

হে জগতের প্রবৃতি-নিবৃতি রূপিণী ! সৃষ্টিস্থিতিরূপে । তোমাকে বার
 বার নমস্কার । আপনি চরাচরের ন্তিক্রপা অখিলবিমোহিনী সনাতনী । ৫৩

কেশবের অষ্টাঙ্গরূপিণী জগদী, সর্বাধারভূতা পৃথিবী, যোগিজনপূজিতা
 মনোহারিণী দেবী জজ্ঞা—এ সকলই তুমি ; হে পরমাশ্রমসারে ! তোমাকে
 নমস্কার । ৫৪

যোগিগণ, শ্রবণ-মননদ্বারা অবগত হইয়া সমাধিপূত-হৃদয়ে যে স্বপ্রকাশ
 সম্মুখ বিস্তৃত বিদ্যা ভাবনা করেন, তুমিই সেই বিবিধ বিষয়াবল্যিনী মহা-
 বিদ্যা । ৫৫

যথা দৃষ্টশরীরে ভুং লক্ষ্মীকেশেণ বৈশবম্ ।
 আমোদয়সি বিশ্বস্ত হিতাশৈতৎ তথা কুরু ॥ ৬৪
 কাণ্ডাভিলাষমাত্রং যে নিনিদ্রা বৃষভবন্ধঃ ।
 কথং পুনঃ স বনিতাং যেষুয়া সংগ্রহীত্বতি ॥ ৬৫
 হনৈঃগৃহীতকাণ্ডে ভু কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ।
 আদ্যমধ্যমাহেতো চ তন্নিহন্তো বিরাগিনি ॥ ৬৬
 ইতি চিন্তাপরো নাসং ভুদন্তং শরণস্থিহ ।
 লক্ষবাংস্তেন বিশ্বস্ত হিতাশৈতৎ কুরুষ মে ॥ ৬৭
 ন বিষ্ণুরস্ত মোহায় ন লক্ষ্মীর্ন মনোভবঃ ।
 ন চাপ্যহং জগন্মাতস্তস্ম্যং ভুং মোহয়েশ্বরম্ ॥ ৬৮
 কৌত্তিহ সৰ্বভূতানাং যথা ভুং হুীৰ্যভাখনাম্ ।
 যথা বিক্ষোঃ প্রিযৈকং ভুং তথা সম্মোহয়েশ্বরম্ ॥ ৬৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ জ্ঞাপয়ামাস কালী যোগময়ী পুনঃ ।
 যদ্বাচ মহাভাগাস্তদ্বদন্ত বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥ ৭০
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

ভূমি জগত্তের হিতের জন্য লক্ষ্মীরূপ ধারণ করত, মার্কণ্ডেয়কে যেমন অনিন্দিত করিতেছে, এই মহাদেবকেও সেইরূপ আনন্দিত কর । ৬৪

আমায় ব্রহ্মণীর প্রতি, মাত্র ইচ্ছা হইয়াছিল, বৃষভবন্ধ তাহারই নিন্দা করিয়াছেন । তিনি যেচ্ছাক্রমে কখনই দার পরিগ্রহ করিবেন না । ৬৫

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে প্রলয় হেতু সেই রক্ত, বৈরাগ্যবশে দারপরিগ্রহ না করিলে সৃষ্টিচক্র চলিবে কিরূপে ? ৬৬

আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমারই শরণাপত্ত হইয়াছি । এ বিপদে তোমা ভিন্ন আর কেহ রক্ষক নাই, জগত্তের হিতের জন্য তুমি আমার এই কার্য্যটি সাধন কর । ৬৭

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কাম বা আমি—আমরা কেহই সেই ঈশ্বরকে ভুলাইতে পারিব না । অতএব হে জগন্মাতা ! তুমি তাঁহাকে মোহিত কর । ৬৮

যেমন একা ভূমি সৰ্বভূতের কীৰ্ত্তি, সংরক্ষিত ব্যক্তিদিগের লজ্জা এবং বিষ্ণুর প্রেমসী ; (এইরূপ নানা সৃষ্টি ধরিতা রহিয়াছে) সেইরূপ আর এক সৃষ্টি ধরিতা ঈশ্বরকেও মোহিত কর । ৬৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর যোগময়ী কালী জ্ঞানকে সাধোদন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তাহা শ্রবণ করুন । ৭০

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫

যথা ধৃতশরীরা ত্বং লক্ষ্মীরূপেণ বেশবম্ ।
 আমোনয়সি বিশ্বস্য হিতাশৈতৎ তথা কুরু ॥ ৬৪
 কাণ্ডাভিলাষমাত্ৰং যে নিনিব কৃষতবদ্বদঃ ।
 কথং পুনঃ স বনিতাং যেষ্টুয়া সংগ্রহীত্বতি ॥ ৬৫
 হরেন্দ্ৰহীতকান্তে তু কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ।
 আদ্যন্তমধ্যাহ্নেত্যৌ চ তন্নিহন্তৌ বিরাগিনি ॥ ৬৬
 ইতি চিন্তাপরো নানং তদন্তং শরণস্থিহ ।
 লক্ষবাংস্তেন বিশ্বস্য হিতাশৈতৎ কুরু মে ॥ ৬৭
 ন বিষ্ণুরস্ত মোহায় ন লক্ষ্মীর্ন মনোভবঃ ।
 ন চাপ্যহং জগন্মাতস্তস্ম্যং ত্বং মোহয়েশ্বরম্ ॥ ৬৮
 কৌত্তিহ গর্ভভূতানাং যথা ত্বং হ্রীর্ষতাশ্বনাশ্
 যথা বিক্ষোঃ প্রিইকং ত্বং তথা সন্মোহয়েশ্বরম্ ॥ ৬৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ লক্ষ্মণমাতায়া কালী যোগময়ী পুনঃ ।
 যত্নবাচ মহাভাগান্তচ্ছবন্ত দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭০
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

তুমি জগতের হিতের জন্য লক্ষ্মীরূপ ধারণ করত, নারায়ণকে যেমন আনন্দিত করিতেছ, এই মহাদেবকেও সেইরূপ আনন্দিত কর । ৬৪

আমার বনপীর প্রতি, যাত্র ইচ্ছা হইয়াছিল, কৃষকজ তাহারই নিন্দা করিয়াছেন । তিনি যেচ্ছাক্রমে কখনই দার পরিগ্রহ করিবেন না । ৬৫

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে প্রলয় হেতু সেই রূপ, বৈরাগ্যবশে দারপরিগ্রহ না করিলে সৃষ্টিচক্র চলিবে কিরূপে । ৬৬

আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমারই শরণাপন্ন হইয়াছি । এ বিপদে তোমা ভিন্ন আর কেহ রক্ষক নাই, জগতের হিতের জন্য তুমি আমার এই কার্য্যটি সাধন কর । ৬৭

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কাম বা আমি—আমরা কেহই সেই ঈশ্বরকে ভুলাইতে পারিব না । অতএব হে জগন্মাতা ! তুমি তাঁহাকে মোহিত কর । ৬৮

যেমন একা তুমি সর্গভূতের কৌত্তি, সংবর্তচিহ্ন ব্যক্তিনিগের লজ্জা এবং বিষ্ণুর প্রেমসী ; (এইরূপ নানা সৃষ্টি বরিতা রহিত) সেইরূপ আর এক সৃষ্টি ধরিয়া ঈশ্বরকেও মোহিত কর । ৬৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর যোগময়ী কালী লক্ষ্মাকে সন্মোহন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তাহা শ্রবণ করুন । ৭০

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ

দেবুবাচ—

যদন্তং ভবতা অক্ষন্ সমন্তং সত্যমেব তৎ ।
 মদন্তে মোহস্থিতীহ শঙ্করশ্চ ন বিদন্তে ॥ ১
 হরেঃগৃহীতদারে তু সৃষ্টির্নৈষা সনাতনৌ ।
 ভবিষ্যতীতি তৎ সত্যং ভবতা প্রতিপাদিতম্ ॥ ২
 যমাপি চ মহান্ যতো বিদন্তেহশ্চ অগৎপতেঃ ।
 ত্বাক্যাদ্বিগুণো মেহশ্চ প্রযতোহভূৎ সুনির্ভরঃ ॥ ৩
 অহং তথা যতিষ্যামি যথা দারপরিগ্রহম্ ।
 হরঃ করিষ্যত্যবশঃ স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৪
 চাক্ষৌঃ সৃষ্টিমহং ধৃতা তৈশ্চ বশবর্তিনী ।
 ভবিষ্যামি মহাভাগ যথা বিকোহঁরিপ্রিয়া ॥ ৫
 তথা সোহপি মমৈবেহ বশবর্তী সদা ভবেৎ ।
 তথা চাহং করিষ্যামি যথৈত্তরজনং হরম্ ॥ ৬
 প্রতिसর্গাদিমধ্যং তমহং শঙ্কুং নিরাকুলম্ ।
 শ্রীকৃপেণানুদাস্যামি বিশেষণাক্রতো বিধে ॥ ৭
 উৎপন্ন দক্ষজায়ায়াং চাক্রকৃপেণ শঙ্করম্ ।
 অহং সভাজ্জিষ্যামি প্রতিসর্গং পিতামহ ॥ ৮
 ততস্ত যোগনিদ্রাং যাং বিষ্ণুযায়াং অগময়ীম্ ।
 শঙ্করীতি বদিষ্যন্তি কত্রাণীতি দিবৌকসঃ ॥ ৯

দেবীর আশ্বাস প্রদান

দেবী বলিলেন,—ব্রহ্মন্ । তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য । এজগতে আমি ভিন্ন শঙ্করকে মোহিত করিতে পারে, এরূপ কেহ নাই । ১

মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করিলে সনাতন সৃষ্টি-চক্র চলিবে না, এতৎসমস্তও তুমি প্রতিপাদন করিয়াছ । ২

এই অগৎপতি মহাদেবকে ভুলাইতে আমারও স্বাভাবিক যত্ন আছে । আচ্ছ আবার তোমার কথায় তাহা বিগতর প্রগাঢ় হইল । ৩

হর যাহাতে বিমোহিত হইয়া যত্রচালিতের দ্বায় আপনা হইতেই দার পরিগ্রহ করেন, আমি ভবিষ্যে যত্ন করিব । ৪

মহাভাগ ! লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর বশবর্তিনী, তদ্রূপ আমিও সূচাক সৃষ্টি ধারণ করত তাঁহারই বশীভূতা হইব । ৫

আর সেই প্রিয় মহাদেব, যাহাতে আমার বশবর্তী হন, তাহাও করিব । অধিক কি, মহাদেবকে আমি সামান্য-সংসারীর দ্বায় করিয়া ফেলিব । ৬

হে বিধাতা ! আমি কল্পান্তরেও প্রতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে আকুলতামূল্য মহেশ্বরের রমণীকূপে অনুসরণ করিব । ৭

হে পিতামহ ! আমি প্রতি-সৃষ্টিতেই দক্ষপত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া মনোহররূপে শঙ্করের সহিত মিলিত হইব । ৮

উৎপন্নমাত্রং সত্ততং মোহয়ে প্রাণিনং যথা ।
 কথ্যাম্ভোহুষ্টিয়া'ম্ শঙ্করং প্রমথ্যধিপম্ ॥ ১০
 যথাক্রমস্তরযনৌ বর্ততে বনিতাবশে ।
 ততোহুপ্যতি হনো দাম্যবশবর্তী ভবিষ্যতি ॥ ১১
 বিজিত্ত্ব ভুবনাধীনাং লীনাং বৃহদযান্তরে ।
 মাং বিদ্যাক মহাদেবো মোহাং প্রতিগৃহীত্বতি ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তন্মৈ সমাভাষ্য ব্রহ্মণে বিজসন্তমাঃ ।
 বীক্ষ্যমাণা জগৎপ্রক্টা তত্রৈবাস্তদ্রবে ততঃ ॥ ১৩
 তত্শ্যামস্তর্হিতাকান্ত ধাতা লোকপিতামহঃ ।
 জগাম তত্র ভগবান্ হিতো যত্র মনোভবঃ ॥ ১৪
 মুদিতোহুত্বার্থমভবনুহামায়া বচঃ শ্রবণ্ ।
 কৃতকৃত্যং তদাখ্যানং যেনে চ মুনিপূঙ্গবাঃ ॥ ১৫
 অন্য দৃষ্টৌ মহাখ্যানং বিব্রিক্তং মদনস্তথা ।
 গচ্ছন্তং হংসযানেন চাত্যুক্তস্তৌ তত্রাবিতঃ ॥ ১৬
 আসন্নং তমথাসাক্ত হর্ষে'ৎফুল্লবিজোচনঃ ।
 ববংশে সর্বলোকেশং যোদয়ুজ্ঞং মনোভবঃ ॥ ১৭
 অথাহ ভগবান্ ধাতা প্রীত্য মধুরগন্ধাদম্ ।
 মদনং যোদয়ন সৃজ্যং যদ্ দেব্যা বিষ্ণুমায়ায়া ॥ ১৮

তাঁহাতেই দেবগণ, বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী যোগনিদ্রারূপিনী আমাকে শঙ্করী এবং কৃত্রাণী বলিয়া শুধু করিবে । ৯

জন্মিবামাত্র জীবকে আমি যেমন মোহিত করিয়া থাকি, প্রমথপতি-শঙ্করকেও তদ্রূপ মোহিত করিব । ১০

পৃথিবীতে যেমন সাধারণ প্রাণী, রমণীর বশে থাকে, শঙ্কর ততোধিক জীব-বশতাপন্ন হইবেন । ১১

তিনি হৃদয়মন্দিরে সমাধিলীলা ভঙ্গ করিয়া মুগ্ধ হইবার জন্যই আমাকে বিদ্যারূপে গ্রহণ করিষেন । ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিজোত্তমগণ ! ভগবতী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন । ১৩

তিনি অন্তর্হিত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, যথায় কামদেব, অনুচরগণের সহিত অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন । ১৪

হে মুনিপুঞ্জবগণ ! তিনি মহামায়ার বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় আনন্দিত হইতে লাগিলেন এবং তখন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন । ১৫

অনন্তর মদন, মহায়া বিব্রিক্তিকে হংসযানে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাস্তভার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন । ১৬

মনোভব, হৃষ্টচিত্ত সর্বলোক-বিধাতাকে আননে বধাইয়া হর্ষে'ৎফুল্ল-নয়নে বঙ্গনা করিলেন । ১৭

অনন্তর ভগবান্ বিধাতা, বিষ্ণুমায়া যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথা মদনকে আনন্দিত করত, হর্ষ-বিজড়িত-মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন । ১৮

ব্রহ্মোবাচ—

অদাহ বৎস পৰ্ব্বন্ত যোহনে তং পূৰ্বা বচঃ ।
 অনুযোহনকর্ত্রী যা ত্বাং সৃজেতি মনোভব ॥ ১৯
 তদর্থং সংস্কৃত্য দেবী যোগনিদ্রা জগন্ময়ী ।
 একতানেন মনসা মম্বা মন্দরকন্দরে ॥ ২০
 স্বয়মেব ত্বয়া বৎস প্রত্যক্ষীভূত্বা মম ।
 'তুষ্ঠেয়াকীভূতং পশুর্মোহনীয়ে' ময়েতি বৈ ॥ ২১
 'ত্বয়া চ দক্ষভবনে স সমুৎপন্নয়া হরঃ ।
 মোহনীয়ন্ত স চিত্তানিতি সত্যং মনোভব ॥ ২২

মদন উবাচ—

ব্রহ্মন্ কা যোগনিদ্রেতি বিখ্যাতা যা জগন্ময়ী ।
 কথং ত্বয়া হরো বন্তঃ কার্যাস্তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩
 'কিন্দ্ৰভাবাথ সা দেবী কা বা সা কুত্র সংস্থিতা ।
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বন্তা লোকপিতামহ ॥ ২৪
 বন্ত ভ্যক্তসমাবেন্ত ন কথং দৃষ্টিগোচরে ।
 শক্নুযোহপি বহুং স্বাতুং তং কন্মাৎ সা নিমোহয়েৎ ॥ ২৫
 জলদগ্নিপ্রকাশাকং জটোরাজিকরানিতম্ ।
 শূলিনং বীক্ষ্য কঃ স্বাতুং ব্রহ্মন্ শক্নোতি তংপুৰঃ ॥ ২৬
 তন্ত তাদৃক্শরুপস্য সম্যযোহনবাদ্বয়া ।
 মহাত্মাপেতং ত্বাং শ্রোতুমহিমিচ্ছামি ত্বন্তঃ ॥ ২৭

বৎস মনোভব । পূর্বে আমি মহাদেবকে মোহিত করিতে প্রস্তাব করিলে তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে, “বরাবর মোহিত করিয়া রাখিতে পারে, এমন এক জন রমণী সৃজন করুন”, আমি তদনুসারে কার্যাসিত্তির অন্ত মন্দরপর্বতের গুহামধ্যে একাগ্রচিত্তে জগন্ময়ী যোগনিদ্রা দেবীর স্তব করি । ১৯-২০

বৎস । তখন তিনি আপনিই সন্তোষসহকারে আমার প্রত্যক্ষগোচর হীকার করেন ‘আমি পশুকে মোহিত করিব’ । ২১

মনোভব । তিনি অচিরকালমধ্যেই দক্ষগৃহে জলগ্রহণ করিয়া সত্যই শঙ্করকে মোহিত করিবেন । ২২

মদন বলিলেন,—ব্রহ্মণ্ । জগন্ময়ী বা যোগনিদ্রা কাহার নাম ? তপোনিষ্ঠ মহাদেবকে কেমন করিয়া তিনি বলীভূত করিবেন ? ২৩

সেই দেবীর প্রস্তাব তিরুপ ? তিনি কে ? তাঁহার অবস্থিতিই বা কোথায় ? হে লোক-পিতামহ ! এই সকল কথা আমি আপনার নিকট অনিতে ইচ্ছা করি । ২৪

সমাবিভ্যাপ করিয়া মদন উল্লীলন করিলে তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আমরাজ ক্ষণকাল থাকিতে পারি না, সেই মহাদেবকে তিনি কেমন করিয়া মোহিত করিবেন ? ২৫

ব্রহ্মন্ । জলন্ত অনল-সম্বিত নয়নত্রয় ও বিকট জটাজুটে যৌবদর্শন শূলপালিকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে কে থাকিতে পারে ? ২৬

ସାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ—

ଯନୋତ୍ପନ୍ନ ଋଚନଂ ଋହାଧ ଚତୁରାଶିନଃ ।
 ବିବକ୍ଷୁରାପି ତଦ୍ଭାକାଂ ଋହାନ୍ତୁଂସାହକାରକମ୍ । ୨୪
 ଶର୍ବସ୍ତ ଯୋହନେ ଋକ୍ଷା ଚିତ୍ତାବିଚ୍ଚୈତ୍ତବସ୍ତହି ।
 ସମର୍ଥୋ ଯୋହିତୁମିତି ନିଶନ୍ଧାମ ସୁହସ୍ତୁର୍ତ୍ତଃ । ୨୫
 ନିଃସ୍ବାସସାରକ୍ତାତ୍ମସ୍ତ ନାନାକ୍ରମ୍ୟା ମହାବଳାଃ ।
 ଜ୍ଞାତା ଗମ୍ୟା ଲୋଲଜିହ୍ଵା ଲୋଳାନ୍ତାତିଭରହସ୍ତାଃ । ୩୦
 ତୁରସ୍ତବନାଃ କେଚିଂ କେଚିନ୍ନାକ୍ଷୟାସ୍ତଥା ।
 ସିଂହସ୍ତାଦ୍ରୁଧାନ୍ତାନ୍ତେ ମୁସରାହସ୍ତରାମନାଃ । ୩୧
 ଶ୍ଵକ୍ଷୟାର୍ଜ୍ଜୁରବନାଃ ଶରଭାନ୍ତାଃ ଉକାନନାଃ ।
 ପ୍ଳବଗୋମାୟୁବକ୍ରାନ୍ତ ଶରୀରୂପମୁଖାଃ ପରେ । ୩୨
 ଗୋକ୍ରମା ଗୋମୁଖାଃ କେଚିନ୍ତଥା ମକ୍ଷିମୁଖାଃ ପରେ ।
 ଯହାଦୀର୍ଘା ଯହାହସ୍ତା ଯହାହୁଳା ଯହାକୃଷ୍ଣାଃ । ୩୩
 ମିଶ୍ରାକା ବିରଜାକାନ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷକାକା ଯହୋଦରାଃ ।
 ଏକକର୍ଣ୍ଣାନ୍ତ୍ରିକର୍ଣ୍ଣାନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧର୍ଣ୍ଣାନ୍ତଥା ପରେ । ୩୪
 ସୁଲକର୍ଣ୍ଣା ଯହାକର୍ଣ୍ଣା ବହୁକର୍ଣ୍ଣା ବିକର୍ଣ୍ଣକାଃ ।
 ଦୀର୍ଘାକ୍ଷାଃ ସୁଲନେତ୍ରାନ୍ତ ସୁଲନେତ୍ରା ବିହୃତ୍ୟଃ । ୩୫
 ଚତୁର୍ଥାପଦାଃ ପଞ୍ଚମାପଦାନ୍ତ୍ରିପାଦୈକପଦାନ୍ତଥା ।
 ହସ୍ତପାଦା ଦୀର୍ଘପାଦାଃ ସୁଲପାଦା ଯହାପଦାଃ । ୩୬
 ଏକହସ୍ତାନ୍ତଦୁର୍ଦ୍ଦିନ୍ତା ବିହସ୍ତାନ୍ତ୍ରିଶୟାନ୍ତଥା ।
 ବିହସ୍ତାନ୍ତ ବିକ୍ରମାକା ଗୋବିକାକୃତୟଃ ପରେ । ୩୭

ଏବଂବିଷ୍ଣୁ ଶୂଳପାନିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଯୋହିତ କରିତେ ଅଭିଳାଷିଣୀ ହୈହୀ ଶିନି
 ତାହା ଶୂଳାର କରିଯାହେନ, ତାହାର ଉକ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରିତେ ଅଭିଳାଷ କରି । ୨୭

ସାର୍କଣ୍ଡେୟ ବଲିଲେନ,—ଚତୁରାଶିନ କିନ୍ତୁ ବଲିତେ ଇଚ୍ଛା କରିଲେଣ, ଶିବକେ
 ଯୋହିତ କରା ସହକ୍ଷେ ଯନୋତ୍ପନ୍ନ ସେହି ଅନ୍ତଃସାହସ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଣୀ
 “କାୟ ଯହାଦେବକେ ହୁଳାହିତେ ପାରିବେ ନା”, ଏହି ଡାବିତେ ଡାବିତେ ବାରଂବାର
 ନିଶ୍ଵାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେନ । ୨୪-୨୫

ନାନାକ୍ରମଧାରୀ, ଯହାବଳ-ପରାକ୍ରାନ୍ତ, ଲୋଲଜିହ୍ଵା, ଭୀଷଣାକୃତି ଚକ୍ରମୟଭାବ
 “ଗମ୍ୟ”—ତାହାର ନିଃସ୍ଵାସବାୟୁ ହୈତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୈଳ । ୩୦

ତାହାମାନେ କେହି ତୁରସ୍ତାନନ, କେହି କେହି ଗଜାନନ, କତିମଧ୍ୟ ବାନ୍ତି ସିଂହ-
 ସାନ୍ତାନନ ; କାହାରଓ ମୁଖ କୁକୁରର ଛାୟ, କାହାରଓ ବରାହର ଛାୟ, କାହାରଓ
 ବା ଗର୍ଜିତର ଛାୟ ମୁଖ, କେହି ଉକ୍ତକାନନ, କେହି ବିଢାଲାନନ, କେହି ଶରଭାନନ, କେହି
 ଉକାନନ, କାହାରଓ କାହାରଓ ବଦନ ଦାନରେର ଛାୟ, କାହାରଓ ଶୃଙ୍ଗାଳେର ଛାୟ ;
 କୌନ କୌନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖ ମର୍ପେର ଛାୟ, କତକଶ୍ଵଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକୃତି ଗୋକ୍ରମର ଛାୟ,
 କାହାରଓ କାହାରଓ ମୁଖ ଗୋକ୍ରମର ଛାୟ, କାହାରଓ ବା ମୁଖ ମକ୍ଷର ଛାୟ । ୩୧-୩୭

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘାକୃତି, ଅତି ଶର୍ବ୍ଵାକୃତି, ଅତିମୟ ସୁଲ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ, ମିଶ୍ରଲ-
 ଲୋଚନ, ନିର୍ଗଳ ନେତ୍ର, ତ୍ରିନୟନ, ଏକନୟନ, ସୁଲୋଦର, ଏକକର୍ଣ୍ଣ, ତ୍ରିକର୍ଣ୍ଣ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧର୍ଣ୍ଣ,
 ସୁଲକର୍ଣ୍ଣ, ଯହାକର୍ଣ୍ଣ, ବିହୃତକର୍ଣ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣହୀନ, ଦୀର୍ଘନୟନ, ସୁଲନୟନ, ସୁଲନେତ୍ର, ଦୃଢିହୀନ,
 ଚତୁର୍ଥପଦ, ପଞ୍ଚମପଦ, ତ୍ରିପଦ, ଏକପଦ, ହସ୍ତପଦ, ଦୀର୍ଘପଦ, ସୁଲପଦ, ଯହାପଦ, ଏକହସ୍ତ,

মনুজাকৃতবঃ কেচিচ্ছিত্তমারমুখাসুখা ।
 ক্রৌঞ্চাকার্য বকাকার্য হংসসারসরূপিণঃ ।
 তথৈব মদুকুরর-কঙ্কাকমুখাসুখা । ৩৮
 অর্জনীলা অর্ধরক্তাঃ কপিতাঃ পিঙ্গলাসুখা ।
 নীলাঃ শুভ্রাসুখা পীতা হরিতাশ্চৈত্বরূপিণঃ । ৩৯
 অবাদয়ন্ত তে শস্যান্ পটুহান্ পরিবাদিনঃ ।
 যুদধান্ ডিগ্ভিমাংশ্চৈব গোমুখান্ গণবাংসুখা । ৪০
 সর্বে কট্যভিঃ পিঙ্গাভিস্তদ্রাভিষ্চ কয়ালিতাঃ ।
 নিরন্তরাভির্বিপ্রৈস্তা গণাঃ স্যন্দনগামিনঃ । ৪১
 শূলহস্তাঃ পাশহস্তাঃ খড়্গহস্তা ধনুর্ধরাঃ ।
 শস্ত্রাঙ্কুশগদাবাণ-পট্টিণপ্রাসপাণয়ঃ । ৪২
 নানায়ুধা মহানাদং কুর্ষন্তস্তে বহাবলাঃ ।
 মারয় চ্ছেদয়েত্যুত্ক্রাণঃ পুরতো গতাঃ । ৪৩
 তেষাস্ত বনভাং তত্র মারয় চ্ছেদয়েত্যুত ।
 যোগনিদ্রাপ্রভাবান্ স বিধির্কৃত্বৈ প্রচক্রমে ॥ ৪৪
 অথ ব্রহ্মাণমাভাষ্য তান্ দৃষ্ট্বা মদমো গগান্ ।
 উবাচ বারয়ন্ বক্ত্বাং গণানামগ্রতঃ স্মর । ৪৫

মদন উবাচ—

কিং কঠৈর্গতে করিষ্যন্তি কুত্র জায়ন্তি বা বিধে ।
 কিম্মামধেয়া এতে বা তত্রৈতান্ বিনিবোজয় ॥
 নির্যোক্তৈত্যাদিগ্নিজে কৃতো স্থানং দত্তা চ নাম চ ।
 কুত্কা পশ্চাৎ মহামায়াপ্রভাবং কথয়স্ব মে । ৪৬

চতুর্হস্ত, দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, হস্তহীন, রিকপাঙ্ক, গোধাকার, মনুজাকার, শিত্ত-
 মারানন, ক্রৌঞ্চাকৃতি, বকাকার, হংসরূপী, সারসরূপী, মদুকু-মুখ, কুরকাক্ষ,
 কঙ্ক-বদন, কাকানন, অর্ধকৃষ্ণ, অর্ধরক্ত, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, নীলবর্ণ,
 শুভ্রবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিবর্ণ এবং বিচিত্রবর্ণ এইরূপ নানা দলে বিভক্ত সেই
 “গণ” শব্দ, পটু, যুদঙ্গ, ডিগ্ভি, গোমুখ এবং গণবাদি বাদ্য বাজাইতে
 লাগিল । ৩৪-৪০

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ । তাহারা সকলেই উন্নত নিবিড় পিঙ্গল কট্যকুটে ভীষণ-
 তর ; সকলেই বখারোহী । ৪১

তাহাদিগের হস্তে শূল, পাশ, খড়্গ, ধনু, শক্তি, অঙ্কুশ, গদা, বাণ, পট্টিণ
 এবং প্রাস । ৪২

নানা প্রহরণধারী মহাবলসম্পন্ন সেই “গণ” ঘোরতর শব্দ করত ব্রহ্মার
 সম্মুখে “মার কাট” বলিতে লাগিল । ৪৩

তাহারা শুধায় “মার কাট” ইত্যাদি শব্দ করিতে থাক ; বিধাতা সেদিকে
 দৃষ্টিপাত না করিয়া যোগনিদ্রার প্রভাব কীর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৪

অনন্তর, মদন, সেই “গণ” দর্শনে ব্রহ্মার কথায় বাধা দিয়া তাহাকে
 সম্বোধনপূর্বক গণগণসম্মুখেই বলিতে লাগিলেন,—প্রভো । ইহারা কি কার্য
 করিবে ? থাকিবে কোথায় ? ইহাদিগের নামই বা কি ? ৪৫

ସାର୍କଣ୍ଡେର ଉବାଚ—

ଅଥ ଉଦ୍ଧାକାୟାକର୍ମ୍ୟା ସର୍ବଲୋକପିତାମହଃ ।

ମୃଗାନ୍ତୁ ମନନାନାହ ତେଷାଂ କର୍ମ୍ୟାନିକଂ ନିମନ୍ । ୫୭

ବଲ୍ଲୋବାଚ—

ଏତ ଉପମମାତ୍ରା ହି ସାର୍ବଜ୍ଞତାବଦଂ ସ୍ତରାୟ ।

ସୁହର୍ମୁହରତୋଽସୀୟାଂ ନାମ ସାରେତି ଜାୟତାୟ । ୫୮

ସାରାଞ୍ଜକହାମପ୍ୟାତେ ସାରାଃ ମତ୍ତ ଚ ନାମତଃ ।

ମନା ବିସ୍ମଂ କରନ୍ତି ଶ୍ଚି ଜନ୍ମନାକ ବିନାର୍ଜନୟ । ୫୯

ତସ୍ୟାନ୍ତୁଗମନଂ କର୍ମ ସୁଧାୟୟାଂ ଯନୋଭବ ।

ସତ୍ର ସତ୍ର ଉବାନ୍ ସାତା ସ୍ବକର୍ମାର୍ଥଂ ଯନା ଯନା ।

ମତ୍ତାରତ୍ତତ୍ତ ତତ୍ତେତେ ମାହାସାୟ ତନା ତନା । ୬୦

ଚିତ୍ତୋଦ୍ଧାସିଂ କରନ୍ତି ଶ୍ଚି ଜନ୍ମବଦନ୍ତିନାୟ ।

ଜ୍ଞାନିନାଂ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗଂ ବିସ୍ତାରିତାନ୍ତି ସର୍ବଦା । ୬୧

ସଦା ମାଂସାବ୍ରତଂ କର୍ମ ସର୍ବେ କୁର୍ବନ୍ତି ଜନ୍ମବଃ ।

ତଥା ଚୈତେ କରନ୍ତି ଶ୍ଚି ମବିସ୍ତମାପି ସର୍ବତଃ । ୬୨

ଇତେ ହାନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ବେଗିନଃ କାୟରୂପିନଃ ।

ତୟେବେଷାଂ ମନାଂ କଃ ମହାଜ୍ଞାଂଶତୋଗିନଃ ।

ନିତାକ୍ରିୟାବତାଂ ତୋର-ତୋଗିନୋ ବୈ ଜନନ୍ତିତି ।। ୬୩

ଯାହା ଇହାଦିଗେର ଶ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ; ସଦାଈ ଇହାରା ଥାକିବେ, ଏବଂ ଇହାଦିଗେର ସେ ନାମ, ତତ୍ତମୁଦାୟ ହିର କରିବା ଦିଆ । ପରେ ଆମାର ନିକଟ ମହାସାହାର ପ୍ରଭାବ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ୫୬

ସାର୍କଣ୍ଡେର ବଲିଲେନ,—ସର୍ବଲୋକ-ପିତାମହ ଏକ୍ଷା ଯନେର ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣେ ଡାହାର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ମନାଦିଗେର କର୍ମାଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରତ ତାହାଦିଗେ ବଲିଲେନ,—ଇହାରା ଜ୍ଞାନିବାୟାଂ ଅସଞ୍ଜିତାବେ ସାହସାର ‘ସାର ସାର’ ବଲିଲାହିଲ ଏହିକ୍ରମ ଇହାଦିଗେର ନାମ ହଟକ ‘ସାର’ । ୫୭-୫୮

ଆର ସାରାଞ୍ଜକ ଅର୍ଥାଂ କାୟେର ଅଧୀନ ବା ମାଂସାତ୍ମିକ ବଲିୟାଓ ଇହାରା ‘ସାର’ ନାମେ ଅଭିହିତ ହଟକ । ଇହାରା ଅବାରିତତାବେ ମକଲ ପ୍ରାଣୀୟହି ବିସ୍ତ ମାଧନ କରିବେ । ୫୯

ହେ ଯନୋଭବ । ତୋସାର ଅନୁଗମନ କରାହି ଇହାଦିଗେର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୈବେ । ତୁମି ସଦନ ସଦନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧନୋଦ୍ଦେଶେ ସଦାଈ ସଦାଈ ମନନ କରିବେ, ତଦନ ତଦନ ଇହାରାଓ ତୋସାର ମାହାସାର୍ଥ ଡାହାର ତଥାୟ ହାହିବେ । ୬୦

ତୁମି ସାହାଦିଗେର ପ୍ରତି ଅନ୍ତ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ଇହାରା ତାହାଦିଗେର ଯନ ଉଚ୍ଚା-ଟନ କରିବେ ; ଜ୍ଞାନୀଦିଗେର ଜ୍ଞାନମାର୍ଗେଓ ସର୍ବଦା ବିସ୍ତ କରିବେ । ୬୧

ମକଲ ପ୍ରାଣିମଣ ସାହାତେ ମଂସାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବିସ୍ତ ଥାକିଲେଓ ଇହାରା ସର୍ବଜ୍ଞତାବେ ଡାହା କରିବେ । ୬୨

ଇହାରା ବେଶାଳୀ ଓ କାୟରୂପୀ ଇହା ସର୍ବତ୍ର ଥାକିତେ ମାରିବେ । ତୁମି ଏହି ମଣେର ଅଧିନାୟକ ହୈବେ । ଆର ଇହାରା ନିତାକର୍ମୀଦିଗେର ମହାଜ୍ଞାଂଶ-ତୋଗୀ ଓ ଉପକର୍ମ୍ୟା ହୈବେ । ୬୩

মার্কণ্ডের উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তু তে সৰ্ব্বৈ মদনং সবিধিং ভুভুঃ ।
 পরিবার্য যথাকামাং ভুভুঃ শ্রুত্বা নিজাং পতিম্ ॥ ৫৪
 তেষাং বৰ্ণয়িতুং শকো' ভুবি কিং যুনিসন্তবাঃ ।
 মাহাত্ম্যক প্রভাবক তে তপঃশালিনো যতঃ ॥ ৫৫
 নৈবাং জ্ঞান্য ন তনয়া নিঃসমীহাঃ সদৈব হি ।
 শাসিনোহপি মহাত্মানঃ সৰ্ব্বৈ তে উৰ্দ্ধবৈভবসঃ ॥ ৫৬
 অতো ব্রহ্মা প্রসন্নঃ স মাহাত্ম্যং মদনায় চ ।
 গদিতুং যোগনিজ্জায়াঃ সম্যক্ সমুপচক্লম ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ—

অব্যক্তব্যাক্তরূপেণ ব্রজঃসত্ত্বভয়োঽনৈঃ ।
 বিভজ্য যার্থং কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোচ্যতে ॥ ৫৮
 যা নিস্তাস্থলাস্তস্থা জগদগুরুপালতঃ ।
 বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিজেতি সোচ্যতে ॥ ৫৯
 যস্তাত্তর্জীবনশরা পরমানন্দরূপিণী ।
 যোগিনাং সত্ত্ববিদ্যাভঃ সা নিগম্যা জগন্ময়ী ॥ ৬০
 গর্ভাস্তজ্জগৎসম্পন্নং প্রেরিতং সৃতিমাকুতৈঃ ।
 উৎপন্নং জ্ঞানবহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্ ॥ ৬১
 পূর্বাতিপূর্বং সঙ্ঘাতুং সংস্কারেণ নিয়োজ্য চ ।
 আহারাদৌ ভতো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংলয়ম্ ॥ ৬২

মার্কণ্ডের বলিলেন,—অনন্তর তাঁহার সকলে অভিলাষ অনুসারে কার্য্য
 শ্রবণ করিয়া বিধাতা ও মদনের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান রহিল । ৫৪

হে যুনিশ্রেষ্ঠগণ ! পৃথিবীতে কেহই তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য ও প্রভাব বর্ণন
 করিতে পারে না, যেহেতু তাঁহারা বিশেষ তপোনিষ্ঠ । ৫৫

তাঁহাদিগের স্ত্রী পুত্র নাই, তাঁহারা সকলেই মাহাত্ম্য সন্ন্যাসী, সতত নিম্পৃহ
 এবং উৰ্দ্ধবৈভব । ৫৬

অনন্তর ব্রহ্মা মদনের নিকট পুনরায় যোগনিজ্জার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে বর্ণন
 করিতে আরম্ভ করিলেন । ৫৭

যিনি অব্যাক্তকে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনভাবে ব্যাক্তরূপে বিভক্ত করিয়া
 প্রয়োজন সিদ্ধি করেন, তাঁহার নাম বিষ্ণুমায়া । ৫৮

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, অন্তর এবং অধোদেশে অবস্থিত হইয়া পুরুষকে তাহা
 হইতে পৃথক করিবার পর স্বয়ং অপমৃত হন, তাঁহারই নাম যোগনিজ্জা । ৫৯

যিনি যোগিগণের যন্ত্র-মর্মোদ্ঘাটনে তৎপর, পরমানন্দস্বরূপা সত্ত্ববিদ্যা,
 তাঁহাকেই জগন্ময়ী বলা যায় । ৬০

গর্ভমধ্যে জীবের ভ্রূজ্ঞানোদয় হইলেও সে সৃতিপবনে প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ
 হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে যিনি ভ্রূজ্ঞানশূন্য করেন, আর পূর্বপূর্ব জন্মের সংস্কার
 বলে আহারাদিকার্য্যে সতত প্রযুক্ত করিয়া মোহ, মমতা ও সংসার উৎপাদন
 করিয়া থাকেন । ৬১-৬২

ক্রোধোপরোধলোভেহু ক্রিপ্তাখিপ্তা পুনঃপুনঃ ।
 পশ্চাৎ কামে নিযোজ্যাস্তু চিন্তামুক্তমহর্নিশম্ ॥ ৬৩
 আমোদবুদ্ধং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি য়া ।
 মহামায়েতি সা প্রোক্তা ভেন সা জগদীশ্বরী । ৬৪
 অহংকারাদিসংসক্তসৃষ্টিপ্রভবভাবিনী ।
 উৎপত্তিবিতি লোকৈঃ সা কথ্যতেহনন্তরূপিণী । ৬৫
 উৎপন্নমহুর্বৎ বীজান্ যথাপো মেঘসত্ত্বাঃ
 প্ররোহয়তি সা জলুংস্তথোৎপন্নান্ প্ররোহয়েৎ ।
 সা শক্তিঃ সৃষ্টিকৃপা চ সর্বকথ্যে খ্যাতিবীশ্বরী । ৬৬
 কমা কমাংস্তাং নিত্যং করুণা সা দয়াবতাম্ ।
 নিত্যা সা নিত্যরূপেণ জগদ্ভার্ত্ত প্রকাশতে । ৬৭
 জ্যোতিঃরূপেণ পরা ব্যক্তাব্যক্তপ্রকাশিনী ।
 সা যোগিনাং মুক্তিহেতুর্বিদ্যারূপেণ বৈষ্ণবী । ৬৮
 সংসারিকাণাং সংসার-বন্ধহেতুর্বিপর্যয়া ।
 লক্ষ্মীরূপেণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া মুনোহরা ।
 জয়ীরূপেণ কঠরা সদা যত মনোভব । ৬৯
 সর্বত্রয়া সর্বদা দিব্যমুষ্টি-
 নিত্য দেবী সর্বরূপা পরাখ্যা ।
 কৃষ্ণাদীনাম্ সর্বদা মোহমিত্রী
 সা জীৱন্তৈঃ সর্বভূতৈঃ সমস্তাং । ৭০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

যিনি জীবকে পুনঃপুনঃ ক্রোধ লোভ মোহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই
 চিন্তাকুল জীবকে নিরন্তর কামসাগরে নিক্ষেপ করত আমোদবুদ্ধ ও ব্যসনাসক্ত
 করেন, তাঁহারই নাম মহামায়া । সেই শক্তিবলেই তিনি জগদীশ্বরী । ৬৩-৬৪

মহন্তত্ব অহংকার প্রভৃতি সৃষ্টিকারণ বস্তুর উৎপত্তি-হেতু বলিয়া জগতে
 তাঁহাকে অনন্তরূপিণী উৎপত্তি শক্তি বলিয়া থাকে । ৬৫

যেমন বীজনিঃসৃত অঙ্কুরের ক্রমবিকাশ মেঘের জলে হয়, সেইরূপ তিনি
 উৎপন্ন জীবের ক্রম পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন । সেই সর্বসৃষ্টিকরাই সৃষ্টি-
 শক্তি ; তিনিই খ্যাতি, তিনিই ঈশ্বরী । ৬৬

তিনি কমাশীল ব্যক্তিরূপের নিত্য কমা, তিনি দয়াবুদ্ধিরূপের দয়া ; সেই
 নিত্যদেবী জগতের অভ্যন্তরে নিত্যরূপে প্রকাশমানা । ৬৭

সেই পরাংপর দেবী, জ্যোতিঃরূপে ব্যক্ত-অব্যক্ত প্রকাশ করিতেছেন ;
 সেই বৈষ্ণবীই বিদ্যারূপে যোগিগণকে মুক্তি দিতেছেন । ৬৮

তিনিই আবার অবিদ্যারূপে সাংসারিকদিগকে সংসারবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ
 করিতেছেন, তিনিই লক্ষ্মীরূপে কৃষ্ণের সহচারিণী হইয়া তাঁহার মনোহরণ
 করিতেছেন । হে মনোভব ! আমার কণ্ঠে তিনিই জয়ীরূপে সতত অবস্থিত ।

সেই দিব্য মুষ্টি পরাংপর, সর্বত্রয়াদ্বিনী সর্বত্রয়ামিনী এবং সর্বময়ী,

সপ্তমোহিতায়াঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মা মহামায়া-স্বরূপং প্রতিপাদ্য চ ।

মদমায় পুনঃ প্রাহ যুক্তাসৌ হরমোহনে ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

বিষ্ণুমায়া মহাদেবো যথা দারপরিগ্রহম্ ।

করিষ্যতি তথা কর্তৃমঙ্গীকারং পুরাকরোৎ ॥ ২

সাবিত্যং দকতনয়া ভূত্যা শক্তোর্মহাশ্বনঃ ।

ভবিষ্যতি দ্বিতীয়েতি স্বয়মেবাবদৎ স্মর ॥ ৩

ভ্রমেতিঃ স্বপনৈঃ সার্কং বৃত্ত্যা চ মধুনা সহ ।

যথেষ্টতি তথা দারান্ গ্রহীতুং কুরু শঙ্করঃ ॥ ৪

শক্তৌ গৃহীতদারে তু কৃতকৃত্যা বহুং স্মর ।

অবিচ্ছিন্না সৃষ্টিরিয়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তথাত্বীন্দ্রিযশ্রেষ্ঠা লোকেশায় মনোভবঃ ।

মধুরং যৎ কৃতং তেন মহাদেবস্তু মোহনে ॥ ৬

তিনি স্ত্রীরূপে নিখিল প্রাণীকেই সর্বতোভাবে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, অধিক কি তাঁহার প্রভাবে নারায়ণ প্রভৃতিও সর্বদা বিমোহিত । ৭০

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬

সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মা ও কামের কথোপকথন

শিবকে মোহিত করিতে প্রযত্নসম্পন্ন ব্রহ্মা এইরূপে মহামায়া-স্বরূপ বর্ণন করিয়া মদনকে পুনরায় বলিলেন,—ইতিপূর্বে বিষ্ণুমায়া, মহাদেব যাহাতে দারপরিগ্রহ করেন, তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছেন । ১-২

স্মর । তিনি নিশ্চয়ই দাক্ষায়ণীরূপে অন্তগ্রহণ করিয়া মহামায়া শঙ্কর সহ-চারিণী হইবেন, একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন । ৩

শঙ্কর, যাহাতে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হন, এই নিজদলবল, রতি এবং বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া তুমিও তাহা করিতে থাক । ৪

মদন । শিব দারপরিগ্রহ করিলে আমরা কৃতকার্য হই, কেননা, তাহা হইলে এই সৃষ্টি নিশ্চয়ই অবিচ্ছিন্নভাবে চলে । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অনন্তর, মনোভব, মহাদেবকে মোহিত করিতে তিনি যে ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা ব্রহ্মার নিকট বলিতে লাগিলেন । ৬

মদন উবাচ—

শূণ্ণ ভ্রমন্ যথাশ্রাভিঃ ক্রিয়তে হরমোহনে ।
 প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বা তস্মৈ উদ্গদতো মম ॥ ৭
 যদা সমাধিমাত্রিতা স্থিতঃ শঙ্কুজিভেস্তিষ্ঠঃ ।
 তদা সুগন্ধিবাতেন শীতলেন বিবেগিনা ॥ ৮
 তং বীকয়ামি লোকেশ নিত্যং মোহনকারিণা ॥ ৮
 স্বসায়কাংস্তথা পক্ষ সমাদায় ধরাসনম্ ।
 ত্রয়ামি তস্মৈ সবিধে মোহয়ন্তুস্মাপানহম্ ॥ ৯
 সিদ্ধমিথুনহং তত্র রনয়ামি দিবানিশম্ ।
 ভীবা হাবাস্ত তে সর্বো প্রবিশন্তি চ তেষু বৈ ॥ ১০
 মমি প্রবিষ্টে সবিধে শাস্তোঃ প্রাণী পিতামহ ।
 কো বা ন কুরুতে মনু-ভাবং তত্র মুহুর্দ্বহঃ ॥ ১১
 মম প্রবেশমাত্রেণ তথা স্যুঃ সর্বকৃত্ববঃ ।
 ন শঙ্কুর্ন বৃহস্পত্য মানসীং বিক্রিয়াং পতেী ॥ ১২
 যদা হি ভবতঃ প্রস্থং স যাতি প্রমথাম্বিপঃ ।
 তত্র যতা তদৈবাহং সরতিঃ সমধুর্বিবে ॥ ১৩
 যদা মেরুং প্রযাতোষ যদা বা নাটকেশ্বরম্ ।
 কৈলাসং বা যদা যাতি তত্র গচ্ছাম্যহং তদা ॥ ১৪
 যদা তাস্তসমাহিস্ত হরন্তিষ্ঠতি বৈ কপম্ ।
 ততস্তস্মৈ পুরুষক্রমিথুনং যোজয়াম্যহম্ ॥ ১৫

ভ্রমন্ । আমরা শিবকে মোহিত করিতে তাঁহার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে যে সকল কার্য্য করিতেছি, তাহা বলি, শ্রবণ করুন । ৭

যখন শিব সংযতচিত্তে সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, হে লোকেশ । তখন আমি মোহকর মুহূর্ত্ত সুগন্ধ শীতল পবন দ্বারা তাঁহাকে নিরন্তর বীকন করি । ৮

আমি দ্বীপ পক্ষবাণ এবং শরাসন গ্রহণ করিয়া তদীড়ম্বলকে মোহিত করত তাঁহার সমীপ ভ্রমণ করি । ৯

তথায় আমি নিরন্তর, সিদ্ধমিথুনগণকে সুরক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত করিতেছি, সেই সমস্ত হাবভাবগণ, ক্রমে সেই সিদ্ধ-রনারীগণে প্রবেশ করিতেছে । ১০

হে পিতামহ । আমি শিবসমীপে গমন করিলে তত্রত্য কোন্ প্রাণী, বানর-বানর মিথুনভাব না করিয়া থাকিতে পারে ? ১১

আমি প্রবিষ্ট হইবামাত্র তথাকার সকল প্রাণিবৃন্দই মুক্ত হইয়া থাকে, কেবল মহাদেব ও তাঁহার কৃষ মনোবিকার প্রাপ্ত হন না । ১২

যখন প্রমথপতি, হিমালয়প্রস্বে গমন করেন, বিবাতঃ ! তখন আমিও রতি এবং বসন্ত সময়ভিব্যাহারে তথায় গমন করি । ১৩

যখন তিনি সূর্য্যোদ পর্ব্বতে মন্দরপ্রস্বে বা কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন, আমিও তখন তথায় গমন করি । ১৪

যখন শিব, কপকাসের জন্য সমাধি ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন, তখন আমি তাঁহার সম্মুখে চক্রবাক-মিথুনকে মোহিত করি । ১৫

উচ্চক্রমুদলং অমান্ হাবভাববুভং যুহঃ ।
 নানাভাবেন কুরুতে দাম্পত্যং ক্রমযুস্তমম্ ॥ ১৬
 নীলকষ্ঠানপি যুহঃ সজ্জাবানপি তৎপুরঃ ।
 সম্মোহিত্যমি সবিরে যুগানস্তাংশ্চ পক্ষিণঃ ॥ ১৭
 বিচিত্রভাবমাসাদ্য যদা ঐকুরুতে রতিম্ ।
 যমুরমিথুনং বীক্ষ্য তন্তদা কো ন চোৎসুকঃ ॥ ১৮
 যুগাংশ্চ তৎপুরস্থাংশ্চ সজ্জাবান্তিস্ত সোৎসুকঃ ।
 অকুর্ক্বান্ কচিরং ভাবং তস্য পার্শ্বে পূরন্তদা ॥ ১৯
 অপশ্যন্ বিবরং নাস্ত কদাচিদপি মচ্ছরঃ ।
 নিশাত্যঃ ন যদা বেহে তদ্যদা সর্বলোককৃৎ ॥ ২০
 যদ্যদা নিশ্চিতং জাতং রাধাসঙ্গাদৃশে হরন্ ।
 অলক্ষ্য সম্মোহিত্যুং সসহায়েহপি নিষ্কলম্ ॥ ২১
 যদ্যুশ্চ কুরুতে কৰ্ম যদ্যন্তেষু বিমোহনে ।
 উচ্ছৃণু মহাভাগ নিত্যং তস্মোচিতং পুনঃ ॥ ২২
 চম্পকান্ কেশবানাম্রান্ বক্রপান্ পাটলাংস্তথা ।
 নাগকেশরপুমাগান্ কিংতকান্ কেতকান্ ধবান্ ॥ ২৩
 মাধবীমল্লিকাঃ পর্ণধারান্ কুরুবকাংস্তথা ।
 উৎফুল্লযতি তন্তুগা যত্র তিষ্ঠতি বৈ হরঃ ॥ ২৪
 সরাংস্যাৎফুল্লপদ্মানি বীজঘনং মলয়ানিলৈঃ ।
 সুগন্ধীকৃতবান্ যদ্যদভীষ শব্দরাশমম্ ॥ ২৫

বন্ধন। সেই চক্রবাক-মিথুন, হাবভাব-সম্পন্ন হইয়া অনবরত নানারিজে
 উত্তম দাম্পত্যপরিপাতি করিতে থাকে । ১৬

হে বিধাতঃ! আমি যমুর-মধুরীকুল এবং অশ্রুত সস্তীক পক্ষীদিগকেও
 তাঁহার সম্মুখে সম্মোহিত করিয়া থাকি । ১৭

যখন যমুরমিথুন, বিচিত্রভাবে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা দেখিয়া
 কাহার মনে না উৎকণ্ঠা জন্মে ?

তখন তাহার সম্মুখবর্তী যুগগণ তাঁহার পার্শ্বে ও সম্মুখে উৎসুক ভাবে য য
 যুগাংশ্চ উপযুক্ত ভাব প্রকাশ করিতে থাকে । ১৮

হে সর্বলোককৃৎ! কিন্তু তাঁহার এমন ছিদ্ৰ আমি কখন দেখিতে পাই না
 যে, তদীয় শরীরে শরক্ষেপ করিব । ২০

আমি অনেক দেখিয়া স্থির করিয়াছি; রমণীসঙ্গ ব্যতীত মহাদেবকে
 মোহিত করিতে সসহায়ে চেষ্টা করিয়াও সমর্থ হইব না । ২১

হে মহাভাগ! আবার বসন্ত তাঁহাকে মোহিত করিবার জন্য আপনার
 অনুরূপ যে কার্য্য নিত্য করিতেছেন অথচ ফলদায়ক হইতেছে না; তাহা শ্রবণ
 করুন । ২২

যেখানে মহাদেব অবস্থিতি করেন, বসন্ত,—তথাকার চম্পক, বক্রপ, আম্র,
 বক্রপ, পাটল, নাগকেশর, পুমাগ, কেতক, কিংতক, বক, মল্লিকা, মাধবী,
 পর্ণধারা ও কুরুবকত্রেশীকে প্রফুল্ল কুসুমে ভূষিত করেন । ২৩-২৪

ফুলকমলময় সরোবরে মলয় পবন বহাইয়া শব্দরনিকেতন যত্নসহকারে
 অতিশয় সঙ্গমযুক্ত করিয়া থাকেন । ২৫

লভাঃ সৰ্ব্বাঃ সূৰ্যনসঃ কুলগাদনসঙ্কটান্ ।
 বৃক্ষান্ কুচিরভাৰেন বেষ্টিয়ন্তি স্ম তত্র চ । ২৬
 তান্ বৃক্ষাংশ্চাকুপুষ্পৌষাংস্তৈঃ সুগন্ধিসমীৰণৈঃ ।
 দৃষ্টৌ কামবশং যাতো ন তত্র মুনিরপ্যত । ২৭
 তক্ষণা অপি লোকেশ নানাভাৰৈঃ সুশোভনৈঃ ।
 বসন্তি স্ম সুরা সিদ্ধা বে বে চাতিতপোধনাঃ । ২৮
 ন তস্ত পুনরস্মাভির্দৃষ্টিং মোহস্ত কারণম্ ।
 ভাবমাত্রং ন কুরুতে কামোন্মথমপি শঙ্করঃ । ২৯
 ইতি সৰ্ব্বমহং দৃষ্টৌ ক্ষণকা চ হর্যভাবনম্ ।
 বিম্ববোহহং শঙ্কুমোহান্নিয়তং বা যদা বিনা । ৩০
 ইদানীং ত্বমহঃ ক্রত্বা যোগনিদ্রাদিতং পুনঃ ।
 তস্থাঃ প্রভাবং ক্রত্বাথ গগান্ দৃষ্টৌ সহায়কান্ । ৩১
 ভবানপি ত্রিলোকেশ যোগনিদ্রা ক্রতং পুনঃ ।
 ভবেদুখা শঙ্কুজায়া তথৈব বিদহাতিয়ম্ । ৩২
 যমানং নিরুনানাক প্রাণাশ্বাসম্ নিত্যশঃ ।
 আসনম্ মহেশম্ প্রত্যাহারম্ গোচরে । ৩৩
 ধ্যানম্ ধারণাম্ সমাধিৰ্বিভ্রমস্তদম্ ।
 যন্তে কৰ্ত্তুং ন শকাং স্যাদপি ধারনতৈরপি । ৩৪

তথায় লভা সকল ফুলকুসুমশালিনী ও নবদলজ্বরে যথিত হইয়া মনোহর-
 ভাবে তরুগণকে বেষ্টিত করিয়া থাকে । ২৬

সেই সুগন্ধ সমীৰণ বিকল্পিত সুন্দর-কুসুমময় গাদনমূল অবলোকন করিয়া
 কামবশ হয় নাই, এমন মুনিও তথায় নাই । ২৭

হে লোকেশ ! মহাদেবের গণ (মলবল), অমরবৃন্দ, সিদ্ধসঙ্ঘ, এবং
 মাহারা অভ্যন্ত তপোনিষ্ঠ, তাঁহারাও নানাভাবে সুশোভন ক্রীড়া করিতে
 থাকেন । ২৮

কিন্তু শঙ্করের মোহকারণ আমরা কিছুমাত্র দেখি নাই । অণুমাত্র কাম-
 ভাবও তাঁহার হয় না । ২৯

আমি এই সব দেখিয়া এবং শিবের চিত্তহুতি বুঝিয়া যায়া ব্যতীত তাঁহাকে
 মোহিত করিবার চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছি । ৩০

আমি এখন আবার আপনার মূখে যোগনিদ্রার উক্তি ও তাঁহার প্রভাব
 শ্রবণ করিয়া এবং এই সকল গণ দর্শন করিয়া বোধ করিতেছি, সহায়সম্পন্ন
 হইলাম । আমি শঙ্ককে মোহিত করিতে আবার উদ্যম করিতেছি । ৩১

হে ত্রিলোকনাথ ! যোগনিদ্রা যাহাতে শীঘ্র শিবের পত্নী হন, আপনি
 তদ্বিধায় সম্পূর্ণ বৃত্ত করুন । ৩২

মহেশ্বরের নিত্যসঙ্গী যম, নিরম, প্রাণাশ্বাস, আসন, প্রত্যাহার, ধ্যান,
 ধারণা, সমাধির বিম্ব, এইরূপ শত শত মারণ্য দ্বারাও হইবে না, ইহা আমি
 বুঝি । ৩৩-৩৪

তথাপ্যসং যানগণঃ করোতু, হরস্ত যোগাসং বিকারবিহ্বলম্ ।
যদেব শক্যং কিম্বা বা সমর্থঃ, সমক্ষমস্তস্য ন কর্তৃমোক্ষঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৭

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভক্তো ব্রহ্মাপি যদনমুবাচেদং বচঃ পুনঃ ।
নিশ্চিত্য যোগনিদ্রায়াঃ শ্রুত্বা বাক্যং তপোধনাঃ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

অবশ্যং শঙ্কুপত্নী সা যোগনিদ্রা ভবিস্ততি ।
যথালক্ষি ভবাংস্তত্র করোত্বত্যাঃ সহায়তাম্ ॥ ২
গচ্ছ ত্বং স্বর্গপৈঃ সার্কিং যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ।
ক্রুতং মনোভব ত্রুত ত্বং স্থানং যধুনা সহ ॥ ৩
রাজিনিবস্ত তুর্যাংশং অগম্যোহর নিভাশঃ ।
ভাধত্রয়ং শঙ্কুপার্শ্ব তিষ্ঠ সার্কিং পৈঃ সদা ॥ ৪

ভষাপি এই যানগণ যতটুকুই পারে, ততটুকু মহাদেবের যোগাসং বিহ্বল সম্পাদন করুক। অপরের সমক্ষে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারুক না পারুক তাহাতে ক্ষতি-হুজি নাই ॥ ৩৫

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়

দক্ষের প্রতি দেবীর বরদান

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে তপোধনগণ! অনন্তর ব্রহ্মাও যোগনিদ্রার কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়পূর্বক যদনকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—সেই যোগনিদ্রা অবশ্যই শিব-পত্নী হইবেন। তুমিও তাঁহার যথালক্ষি সাহায্য কর। ১-২

হে মনোভব! শঙ্কর, যেখানে আছেন; তুমি নিম্নগণ ও বসন্তের সহিত সত্বর সেইখানে গমন কর। ৩

এখন প্রতি দিন দিবারাত্রের চারিভাগের একভাগ যাত্র জগৎমোহিত করিতে থাক, আর অবশিষ্ট তিনভাগ সর্বদা সগণে শিব-সমীপে থাক। ৪

“সমক্ষমস্তস্য ন কর্তৃমোক্ষঃ” এই পাঠ বহুসংখ্যক। যুগের অনুবাদ এতদনুসারে হইয়াছে। “সমক্ষমস্তস্য” এই পাঠের অনুবাদ,—“অথবা ইহার সমক্ষে ইহারা ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে না ॥”

রজোভূতাতিবৈকল্যং যৎ কামমুদ্র প্রকাশনম্ ।
 স্বাপ্নস্বরূপং মধ্যমং ভূতবাংশাংশং জগন্ময়ি ।
 তমোভূতাতিবৈকল্যং যদ্যন্তোহপ্রকাশনম্ ।
 আচ্ছাদনং চেতনানাং তন্তে চাংশাংশগোচরম্ ॥ ১৪
 পরা পরাশ্রিতা তুচ্ছা নির্মলা লোকমোহিনী ।
 ত্বং ত্রিকূপা ত্রয়ী কীৰ্ত্তির্বার্ত্তাস্ত জগতো গতিঃ ॥ ১৫
 বিভূতি মাধবো দ্বাত্রীং যত্র মূর্ত্ত্যা নিজেখয়া ।
 সা মূর্ত্তিস্তব সর্কষাং জগতাম্পকারিণী ॥ ১৬
 মহানুভাবা ত্বং বিশ্বশক্তিঃ সূক্ষ্মাপরাঞ্জিতা ।
 যদুর্দ্ধাধোনিরোধেন ব্যজ্যতে পবনৈঃ পরম্ ॥ ১৭
 ভজ্যোতিস্তব মাত্রার্থে সাত্ত্বিকং ভাবসম্মতম্ ।
 যদ্যোগিনো নিরালম্ নিহলং নির্মলং পরম্ ॥ ১৮
 আলম্ব্যন্তি তন্তুং ত্বদন্তর্গোচরন্ত তং ।
 যা প্রসিদ্ধা চ কুটুহা সূপ্রসিদ্ধাতিনির্মলা ।
 সা জ্যোতিস্তম্ভিন্দ্রপক্ষা প্রপক্ষাপি প্রকাশিকা ॥ ১৯
 ত্বং বিদ্যা ভূমবিদ্যা চ কুমালয়া নিকাশয়া ।
 প্রপকরূপা জগতামাদিশক্তিসুখীশ্বরী ॥ ২০
 ব্রহ্মকর্ত্তালয়া তুচ্ছা বায়ানী যা প্রদীপতে ।
 বেদ-প্রকাশনপরা সা ত্বং বিশ্বপ্রকাশিনী ॥ ২১

হে জগন্ময়ি । রজোভূতের আধিক্যে যে কামপ্রকাশক, মধ্যাবস্থিত রূপ
 উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার অংশাংশ । তমোভূতের আধিক্যে চেতনগণের
 আবরণ-কারক যে মোহের আবির্ভাব হয়, তাহাও তোমার অংশাংশ-
 সঙ্কত । ১৪

তুমি লোক-মোহিনী নির্মলা বিভূতরূপা পরাংপরা ; তুমি ত্রিকূপা অর্থাৎ
 ত্রিভূতাস্বিকা বা ত্র্যম্বিকুমহেশ্বর-রূপা, কণ্ যজুঃ সামবেদ তোমার মূর্ত্তি,
 তুমি এ বিপন্ন জগতের একমাত্র গতি । ১৫

মাধব যে নিজ মূর্ত্তি দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সর্বজগতের উপকার-
 কারিণী সেই মূর্ত্তি তোমারই । তুমি সূক্ষ্ম অপরাঞ্জিতা মহাপ্রভাবশালিনী
 বিশ্বশক্তি, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধ ও অবোভাগ আবরণ করিয়া রাবিক্লাহ বলিয়াই
 বিশ্বমধ্যে বায়ু বহিয়া থাকে । ১ - ১৭

হে পরম-মাত্রাকপিনি ! নিবিল পদার্থের উৎপত্তি হেতু সম্ভবম্ব নিরালম্ব
 নিহল নির্মল যে পরম জ্যোতিকে যোগিগণ চিন্তা করেন, সেই ভূতও তোমার
 অন্তর্গোচর । ১৮

* বুদ্ধি, প্রসিদ্ধও বটে, অপ্রসিদ্ধও বটে । কার্য্য দেখিয়া বুদ্ধির অস্তিত্ব উপলব্ধি
 করা যায়, তাই প্রসিদ্ধ ; সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা যায় না, তাই অপ্রসিদ্ধ ; বুদ্ধি
 যোগস্বরূপে প্রপক-শূন্য, আর সংসারহৃদয়ে প্রপকবর্তী অর্থাৎ তুমি বহুশাখাবিতা
 প্রসিদ্ধা অপ্রসিদ্ধা প্রপকশূন্যা প্রপকবর্তী বহুগ্রাহিণী জনগণের হৃদয়মধ্যে
 অবস্থিত নির্মল-রূপা বুদ্ধি । : ১

তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সাবলম্বা, তুমিই নিরবলম্ব, তুমি জগৎ-
 প্রপকময়ী আদ্যাশক্তি তুমিই জগদীশ্বরী । ২০

কুমলিত্বং তথা কাহা ত্বং ববা পিতৃভিঃ সহ ।

ত্বং নভস্ত্বং কানকপা ত্বং কাষ্ঠা ত্বং বহিষ্কৃতা ॥ ২২

কুমচিক্যা কুমব্যক্তা তুধানির্দেহরূপিনী ।

ত্বং কালরাজিত্বং শাস্তা কুমেষ প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩

যস্তাঃ সংসারলোকানাং পরিজ্ঞাপায় যমহিঃ ।

রূপং জ্ঞানন্তি ধাতাক্যাস্তথাং জ্ঞাত্যন্তি কে পরাম্ ॥ ২৪

প্রসীদ ভগবতায় প্রসীদ যোগরূপিনি ।

প্রসীদ ঘোররূপে ত্বং অগম্যন্তি নমোহিস্ত তে ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতা মহামায়া দক্ষেন প্রযত্যাননা ।

উবাচ দক্ষঃ জ্ঞাত্যাপি যয়ং তদ্যোশ্লিষ্টং যিযাঃ ॥ ২৬

ভগবতুবাচ—

তুষ্ঠোহং দক্ষ ভবতো মন্ত্রজ্ঞা জ্ঞনয়া ত্বমম্ ।

বরং বর্ণং চাভ্যর্থং তন্ত্রে মায়াসি তৎ স্বরম্ ॥ ২৭

নিয়মেণ তপোভিষ্ঠ স্তুতিভিষ্ঠে প্রজাপতে ।

অস্তাব তুষ্ঠো দাস্তেহুতং বরং বরম বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮

দক্ষ উবাচ—

অগম্যন্তি মহামায়ে যদি ত্বং বরমা মম ।

তদা মম সূতা তুষ্ঠা হরজায়া ভবানুনা ॥ ২৯

যিনি সবস্তু নামে আখ্যাত হন, তুমি সেই বিরিকিকঠবাসিনী বেদ-
প্রকাশিনী ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভাসিনী বানী । ২১

তুমি অগ্নি, তুমি স্বাহা ; তুমি পিতৃগণ, তুমি ববা , তুমি আকাশ, তুমি
কাল, তুমি দিক্, তুমিই বাহুবিশ্বর । ২২

তুমি অচিক্যা, তুমি অব্যক্তা, তুমি অনির্দেহরূপা, তুমি কালরাজি, তুমি
শাস্তা, তুমিই পরমা প্রকৃতি । ২৩

সংসারস্থ জীবনপথের পরিজ্ঞানের জন্য তুমি যে বাহুরূপ ধারণ করিয়াছ,
তাহাই ব্রহ্মা প্রকৃতি অবগত আছেন, কিন্তু পরাংপররূপিনী তোমাকে কে
জানিতে পারে ? ২৪

মা ভগবতি ! প্রসন্ন হও ; হে সৌম্যরূপে ! প্রসন্ন হও ; হে ঘোররূপিনি !
প্রসন্ন হও ; হে অগম্যন্তি ! তোমাকে নমস্কার । ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে বিদগ্ধ ! মহামায়া দক্ষ এইরূপ স্তুত করিলে,
মহামায়া, তাঁহার অভিসন্ধি যয়ং অবগত থাকিয়াও তাঁহাকে বলিলেন,—দক্ষ
তোমার এই পরমভক্তি দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি । তুমি অভিলষিত
বর প্রার্থনা কর,—আমি যয়ং তাহা দিতেছি । ২৬-২৭

প্রজাপতে ! তোমার নিম্ন, তপকা ও ভবের দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট
হইয়াছি । তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,—আমি প্রদান করিব । ২৮

দক্ষ বলিলেন,—হে অগম্যন্তি ! হে মহামায়ে ! যদি আমাকে বর প্রদান

যমৈব ন বরো দেবি কেবলং অগতামপি ।
লোকেশক তথা বিকোঃ শিবতাপি প্রজেশ্বরী ॥ ৩০

দেবীবাচ—

অহং তব সূতা ভূকা বজ্জারায়াম্ সমুত্তমা ।
হরমায়ী ভবিষ্যামি ন চিরাত্ প্রজাপতে ॥ ৩১
যদা ভবান্নস্তু পুনর্ভবেদ্বন্দ্বাদবস্তদা ।
দেহং ত্যক্ত্যামি সপদি সুখিত্যগ্ৰহ বেত্তরা ॥ ৩২
এষ দত্তস্তব বরঃ প্রতিসর্গং প্রজাপতে ।
অহং তব সূতা ভূকা ভবিষ্যামি হরপ্রিয়া ॥ ৩৩
তথা সন্মোহয়িত্বামি মহাদেবং প্রজাপতে ।
প্রতিসর্গং যথা মোহং সম্প্রাপ্যতি নিরাকুলম্ ॥ ৩৪

মার্কণ্ডের উবাচ—

একমুক্তা মহামায়া দক্ষং যুযাং প্রজাপতিম্ ।
অন্তর্দ্ধি ততো দেবী সম্যগ্ দক্ষক পশুতঃ ॥ ৩৫
অন্তর্হিতায়াং যাত্রায়াং দক্ষোহপি নিজমাত্মনম্ ।
জগাম লেভে চ যুদং ভবিত্যতি মুতেতি সা ॥ ৩৬
তত্র চক্রে প্রজোৎপাদং বিনা স্ত্রীসঙ্গমেন চ ।
সঙ্কল্পাবির্ভবাক্যাক্ত মনসা চিত্তেনেচ চ ॥ ৩৭

করা হয়, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর যে, তুমি অবিলম্বে আমার কন্যা হইয়া শিবপত্নী হইবে । ২৯

হে দেবী! প্রজেশ্বরী! এই বর কেবল একা আমার পক্ষে মহে, কিন্তু এই অগতের—অধিক কি বজ্জা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও পক্ষে জানিবে । ৩০

দেবী বলিলেন,—হে প্রজাপতে! আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্তারূপে উৎপন্ন হইয়া শঙ্করের সহবাসিনী হইব । ৩১

যখন তুমি আমার প্রতি শিখিসাধন হইবে, তখন আমি তৎক্ষণাৎ দেহ-
ত্যাগ করিব; আর যদি আমার শৈখিল্য না হয়, তাহা হইলে চিরদিন সুখে থাকিব । ৩২

হে প্রজাপতে! আমি প্রতি সৃষ্টিতেই তোমার কন্যা হইয়া মহাদেবের প্রেমসী হইব, এই বর তোমাকে দিলাম । ৩৩

প্রজাপতে! আকুলতা-যুগ্ত মহাদেব, যাহাতে যতবার মিলন হইবে, তত-
বারই মোহিত হন তাহা করিব । ৩৪

মার্কণ্ডের বলিলেন,—মহামায়া প্রজাপতি প্রধান দক্ষকে এই কথা বলিয়া
তাঁহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন । ৩৫

মহামায়া অন্তর্হিতা হইলে দক্ষও আপন আশ্রমে গমন করিলেন, আর
মহামায়া কন্যা হইবেন মনে করিয়া বড়ই আশ্লাদিত হইলেন । অনন্তর দক্ষ
স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকেই সঙ্কল্প, অতিসন্ধি, মানস এবং চিত্তার সাহায্যে প্রজা
উৎপাদন করিলেন । ৩৬-৩৭

* “প্রতিসর্গং” এই শব্দ বহুবচন । এই শব্দের অর্থ উপরে লিখিত হইল । “প্রতিসর্গং”
শব্দের অর্থ—“মহাদেব যাহাতে প্রতি সৃষ্টিতেই মোহিত হন ।”

তত্র যে তনয়া জাতা বহুলা বিজ্ঞসত্ত্বাঃ ।
 তে নারদোপদেশেন ভ্রমন্তি পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৩৮
 পুনঃপুনঃ সুতা বে বে তস্য জাতাঃ সহস্রশঃ ।
 তে সর্বে ভ্রাতৃপদবীং যযুর্নারদবাক্যতঃ ॥ ৩৯
 পৃথিব্যাং সৃষ্টিকর্তারঃ সর্কে যুগং বিজ্ঞোত্তমাঃ ।
 গন্ধম্বাং পৃথিবীং কংক্রামুপাস্তপ্রাস্তমায়তান্ ॥ ৪০
 ইতি নারদবাক্যেন নোদিতা দক্ষপুত্রকাঃ ।
 অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে ভ্রমন্তঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৪১
 ততঃ সমুপানবিতুং প্রজা মৈথুনসন্তবাঃ ।
 উপেষেমে বীরগম্য তনয়াম্ দক্ষ উপিতাম্ ॥ ৪২
 বীরিণী নাম তস্তাস্ত্র অসক্রীত্যপি সন্তমাঃ ।
 তস্তাং প্রথমসঙ্কল্পো যদা ভূতঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৪৩
 সন্তো জাতা মহামায়া তদা তস্তাং বিজ্ঞোত্তমাঃ ।
 তস্তাং তু জাতমাত্রায়াং সুপ্রীতোহিভুঃ প্রজাপতিঃ ।
 সৈবৈষেতি তদা যেনে তাং দৃষ্ট্বা তেজসোজ্জ্বলাম্ ॥ ৪৪
 বভূব পুষ্পাবৃতিশ্চ মেঘাশ্চ বহুবৃক্ষসম্ ।
 দিশঃ শান্তান্তদা তস্তাং জাতায়াঞ্চ সমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫
 অবাদয়ন্তুদিশাঃ শুভবান্ বিয়দ্যতাঃ ।
 অম্বলুশ্চাশ্রয়ঃ শান্তান্তস্তাং সত্যো নরোত্তমাঃ ॥ ৪৬
 বীরণ্যালঙ্কিতো দক্ষস্তাং দৃষ্ট্বা জগদীশ্বরীম্ ।
 বিষ্ণুমায়াং মহামায়াং তোময়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪৭

হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ ! একপে তাঁহার যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহার।
 নারদের উপদেশ ক্রমে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল । ৩৮

দক্ষের পুনঃপুনঃ সহস্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহার। সকলেই
 নারদের বাক্যে পূর্ব্বেজাত ভ্রাতৃগণের পদবী অনুসরণ করিল । ৩৯

হে বিজ্ঞোত্তমগণ ! তোমরা সকলেই ভ্রমণের এক এক জন সৃষ্টিকর্তা ;
 অতএব এই বিস্তৃত ভূত্বাগের উপাস্তপ্রাস্ত একবার সম্পূর্ণরূপে দেখ । ৪০

দক্ষতনয়গণ নারদের এই কথায় প্রেরিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত
 হইলেন, আজিও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না । ৪১

মৈথব, দক্ষ, মৈথুনবর্ষে প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপা
 বীরণ সন্মানে বিবাহ করিলেন । ৪২

হে সাধু প্রধানগণ ! তাহার নাম বীরিণী এবং অসিক্রী, হে বিজ্ঞোত্তমগণ !
 দক্ষ প্রজাপতির তাঁহাতে প্রথম সঙ্কল্প হইল ; অর্থাৎ ইহার গর্ভে সন্তান হউক,
 এই প্রথম অভিসন্ধি হইলেই তাঁহার গর্ভে সন্ত মহামায়া উৎপন্ন হইলেন । তিনি
 উৎপন্ন হইবামাত্র প্রজাপতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সেই চ্ছিত্তার উজ্জল
 তেজ দেখিয়া বুকিতে পারিলেন, ইনিই সেই মহামায়া । ৪৩-৪৪

তিনি উৎপন্ন হইলে, পুষ্পাবৃতি হইতে লাগিল ; মেঘমালা বারিবার। বর্ষণ
 করিতে লাগিল ; দিগ্গন্ত প্রান্ত ভাব বারণ করিল । ৪৫

দেবগণ, নভস্তলে অবস্থিত হইয়া সকল বাক্য বাজাইলেন । হে নরোত্তম-
 গণ ! তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে নির্ঝাণ অগ্নি জলিয়া উঠিল । ৪৬-৪৭

দক্ষ উবাচ—

শিবা শান্তা মহামায়া যোগনিদ্রা জগন্ময়ী ।
 যা প্রোচ্যতে বিষ্ণুমায়া তাং নমামি সনাতনীয় ॥ ৪৮
 যদা বাতা জগৎসৃষ্টৌ নিবৃন্তস্তাং পুরাকরোং ।
 স্থিতিঞ্চ বিষ্ণুরকরোদ্ যন্নিস্তোপাঞ্জগৎপতিঃ ।
 শঙ্করস্তং ততো দেবীং ক্তাং নমামি মহীষসীম্ ॥ ৪৯
 বিকাররহিতাং শুদ্ধামপ্রমেয়াং প্রভাবতীম্ ।
 প্রমাণমানমেয়াখ্যং প্রণবামি সুখাখিকাম্ ॥ ৫০
 যত্নাং বিচিন্তকেদেবীং বিদ্যাবিদ্যাভিকটং পরাম্ ।
 তস্ম ভোগাঞ্চ মুক্তিঞ্চ সদা করতলে স্থিতা ॥ ৫১
 যত্নাং প্রত্যক্ষতো দেবীং সকৃৎ পশ্যতি পাবনীয়ম্ ।
 তস্যাবস্থাং ভবেমুক্তি-বিদ্যাবিদ্যাপ্রকাশিকাম্ ॥ ৫২
 যোগনিদ্রে মহামায়ে বিষ্ণুমায়ে জগন্ময়ি
 যা প্রমাণার্থসম্পন্না চেতনা সা তবাখিকা ॥ ৫৩
 যে স্তবস্তি জগন্মাত্তৰ্ভবতীমস্থিতৈতি চ ।
 জগন্ময়ীতি মাত্তৈতি সৰ্ব্বং তেষাং ভবিষ্যতি ॥ ৫৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতা জগন্মাতা দক্ষেন সুমহাযনা ।
 তথোবাচ ওদা দক্ষং যথা মাতা নৃণোতি ন ॥ ৫৫

দক্ষ সেই মহামায়া জগদীশ্বরী বিষ্ণুমায়াটকে দেখিয়া বীড়িনীর অলক্ষ্যে
 যথাশক্তি তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে হতুশীল হইলেন । ৪৭

দক্ষ বলিলেন,—বিষ্ণু যাঁহাকে শিবা, শান্তা, যোগনিদ্রা এবং জগন্ময়ী
 বলেন, সেই নিত্যরূপকে প্রণাম করি । ৪৮

বিধাতা যাঁহার নিরোগে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎপতি বিষ্ণু যাঁহার
 আদেশ পালন করিতে তৎপর, যাঁহার আজ্ঞায় রুদ্র সংহারকারী, সেই মহীষসী
 দেবীকে নমস্কার করি । ৪৯

নির্বিকারা, নির্মলা, অপ্রমেয়া, প্রমা-প্রমাণ-প্রমেয়রূপিণী প্রভাবতী
 সুখাখিকা দেবীকে প্রণাম করি । ৫০

যে ব্যক্তি বিদ্যা-অবিদ্যারূপিণী পরাংপরী ভোমাকে ধ্যান করে, ভোগ ও
 মুক্তি তাঁহার করতলস্থ । ৫১

যে ব্যক্তি, বিদ্যা-অবিদ্যা-প্রকাশিনী পবিত্রতা-কারিণী ভোমাকে একবারও
 প্রত্যক্ষ অবলোকন করে অবশ্য তাহার মুক্তি হয় । ৫২

হে যোগনিদ্রে ! মহামায়ে ! হে জগন্ময়ি ! বিষ্ণুমায়ে ! প্রমাণ-প্রমেয়-বতী
 চিন্তাশক্তিযাত্রেই ভোমার অংশ । ৫৩

জগদম্ব ! যাহারা আপনাকে জখিকা, জগন্ময়ী এবং মায়া বলিয়া স্তব
 করে, তাহাদিগের সকলই হয় । ৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—মহায়া দক্ষ, জগদম্বার এইরূপ স্তব করিলে, যা
 যাহাতে ভুলিতে না পান এইরূপ ভাবে তিনি দক্ষকে বলিতে লাগিলেন । ৫৫

সম্প্রাপ্ত্য সৰ্ব্বং শুভং যথা দক্ষঃ শূন্যোতি তৎ ।
নাশঃ শূন্যোতি চ তথা যান্নাহ তদাহিকা ॥ ৫৬

দেব্যাচ—

অহমাহিকা পূৰ্ণং বদৰ্শং শূন্যসত্তম ।
ইলিভং তব সিদ্ধং তদবগারয় সাম্প্রভম্ ॥ ৫৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

একমুত্তমা তদা দেবী দক্ষক নিজমাহিকা ।
আহ্বায় শৈশবং ভাবং জনশব্দে কবোদ সা ॥ ৫৮
তত্তত্তাং বীৰিণী যত্নাং সুসংকৃত্য যথোচিতম্ ।
শিতপালেন বিধিনা তসৈ শুভানিকং দমৌ ॥ ৫৯
পালিতা সাধ বীৰিণ্যা দক্ষক সুমহাশ্রমা ।
বয়সে শুক্লপক্ষস্ত নিশানাথো যথারহম্ ॥ ৬০
তস্তান্ত সদৃশাঃ সৰ্ব্বৈ বিবিণ্ডিষ্যসত্তমাঃ ।
শৈশবেহপি যথা চত্রে কলাঃ সৰ্ব্বা মনোহরাঃ ॥ ৬১
রেমে সা নিজভাবেন সখীমধাগতা যদা ।
তদা লিখতি ভগ্নস্ত প্রলিয়ামহং মুহঃ ॥ ৬২
যদা গায়তি বীতানি তদা বাল্যোচিতানি সা ।
উগ্রং স্বাগ্রং হরং ক্রুদ্রং সন্দ্রাৱ স্রমানসা ॥ ৬৩
তদ্বাক্ত্রে নাম দক্ষঃ সত্যোতি দ্বিজসত্তমাঃ ।
প্রশস্তায়াঃ সৰ্ব্বভূতৈঃ সদ্ভাৱপি নরাৱপি ॥ ৬৪

তখন অহিকা, কেবল দক্ষ শুনিতে পান ও অপরে শুনিতে না পার এইরূপ ভাবে তদ্বহ জনগণকে মোহিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—হে শূনিবর ! তুমি পূর্বে যে কার্যের জন্য আমাকে আরাধনা করিয়াছিলে, তোমার সেই অভি-লষিত কার্য সিদ্ধ হইয়াছে ; এখন সমস্ত মত্ত অবধারণ কর । ৫৬-৫৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন দেবী এই কথা বলিতা দক্ষকেও নিজ মাতার আহ্বয় করিলেন ; আপনি শৈশবভাব অবলম্বন করিয়া জননী-পার্শ্বে বোসন করিতে লাগিলেন । ৫৮

অনন্তর, বীৰিণী, সমস্ত যথোচিত ভাবে যুগ চন্দ্র প্রভৃতি মার্জনা করিয়া দিয়া শিতপালন-বিধি-অনুসারে তাঁহাকে শুক্লপানাদি করাইতে লাগিলেন । ৫৯

তিনি বীৰিণী ও মহাশ্মা দক্ষকর্তৃক পালিত হইয়া শুক্লপক্ষের দশমতারের শুভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ৬০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! যেমন সমস্ত মনোহর কলা চত্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ তদীয় গুণাবলী শৈশবেই তাঁহাতে দেখা দিল । ৬১

যখন তিনি, সখীমধ্যে নিজ ভাবে ক্রীড়া করিতেন, তখনই নিরন্তর মহা-দেবের প্রতিমূর্তি লিখিতেন । ৬২

যখন তিনি বাল্যোচিত পান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন অস্ত্র কথার পতি-বর্গে উগ্র, স্বাগ্র, হর, ক্রুদ্র, স্রবশাসন—এই সকল কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে আসিত । ৬৩

ববুধে দক্ষবীরিণ্যোঃ প্রত্যাহং ককণাতুলা ।
 তস্তাং বালোহপি ভক্তায়াং তদ্বোনিভ্যং মুহূৰ্দ্ধ্বহঃ ॥ ৬৫
 সৰ্বকান্তৰূপাক্রান্তা সদা সা নন্দনামিনী ।
 ভোষয়ামাস পিতরৌ নিত্যং নিত্যাং নরোত্তমাঃ ॥ ৬৬
 অশৈকদা নিভূঃপার্শ্বে তিষ্ঠতীং তাত্ সতীং বিধিঃ ।
 নারদশ্চ দমৰ্শাৎ বহুবৃত্তাং কিতৌ ততাম্ ॥ ৬৭
 সাপি তৌ বীক্য মুমিতা বিনয়াবনতাং তদা ।
 প্রণমায় সতী দেবং ব্রহ্মাণমথ নারদম্ ॥ ৬৮
 প্রণামান্তে সতীং বীক্য বিনয়াবনতাং বিধিঃ ।
 নারদশ্চ তথৈবানীৰ্ব্বাদমেতমুবাচ হ ।
 ক্বামেব যঃ কাময়তে যং স্বং কাময়সে পতিম্ ।
 তমামুহি পতিং দেবং সৰ্ব্বজ্ঞং জগদীশ্বরম্ ॥ ৬৯
 যো নাক্রাং জগুহে নাপি গৃহ্মাতি ন গ্রহ্মাশ্চতি ।
 জাহ্যং স তে পতির্ভূতাদনন্তসদৃশঃ শুভে ॥ ৭০
 ইতুস্ত্ৱা নৃচিরং তৌ তু হিহা দক্ষাশ্চরে পুনঃ ।
 বিসৃষ্টৌ তেন সংযাতৌ স্বস্থানং দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীকালিকা পুরাণে অষ্টমোহ্যায়ঃ ॥ ৮

হে দ্বিজবরগণ । সৰ্ব্বগুণে গুণবতী প্রণংসাপাত্মী সেই হুহিতার সন্তা অর্থাৎ সাধুতা ও নীতিপরাধনতা দেখিয়া দক্ষ 'সতী' নাম রাখিলেন । ৬৫

বাল্যকালেও নিত্য-ভক্তিযত্নী সেই হুহিতার প্রতি, দক্ষ এবং বীরিণীর অনু-
 গম বাৎসল্য প্রতিদিন প্রতিফলে বাড়িতে লাগিল । ৬৬

হে বিজ্ঞোত্তমগণ । শৈশবোচিত সকল গুণে গুণবতী সন্তত নীতিপরাধনা
 সেই হুহিতা, মাতাপিতাকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিতেন । ৬৭

অনন্তর একদা তিনি পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা ও
 নারদ কুমণ্ডলের বহুবৃত্তা সেই কণাটিকে দেখিতে আসিলেন । ৬৮

সতীও,—ব্রহ্মা এবং নারদকে দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে সবিনয়ে প্রণাম করিলেন ।
 ৬৯

বিধি-নারদ, প্রণামের পর বিনয়াবনতা সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত এই
 আশীর্বাদ করিলেন,—যিনি তোমাকে কামনা করিতেছেন, আর তুমি বাহাকে
 গতি করিতে অভিলାষিনী ; সেই সৰ্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর তোমার পতি হউন । ৭০

হে কল্যাণি । যিনি তোমা ব্যতীত অপর রমণী গ্রহণ করেন নাই, করেন
 না এবং করিবেন না, তোমার সেই অনন্তসদৃশ পতি-লাভ হউক । ৭১

হে দ্বিজবরগণ । তাঁহারা এই কথা বলিয়া অনেককাল দক্ষালয়ে অবস্থিতি
 করিলেন, তৎপরে দক্ষের নিকটে বিদায় লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন । ৭২

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

নবমোহিধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বাল্যং বতীভ্য সা প্রাপ যৌবনং শোভনং ততঃ ।
 অতীৰ ক্লপেণাত্মেন সৰ্ব্বাঙ্গসুমনোহরা ॥ ১
 তাত্ বীক্ষ্য দক্ষো লোকেশঃ প্রোক্তিস্তান্তুৰ্ব্বমঃ-স্থিতাম্ ।
 চিত্তগ্রামাস ভৰ্গ্যস কথং দাস্য ইমাং সূতাম্ ॥ ২
 অথ সাপি স্বয়ং ভৰ্গং প্রাপ্তুমৈচ্ছন্তদাশ্বহম্ ।
 আরাধয়ামাস ত তং গৃহে মাতুৰনুজয়া ॥ ৩
 আশ্বিনে নন্দকাম্যয়াং জবণৈঃ সঙ্কটোদনৈঃ ।
 পূজয়িত্বা হরং পঞ্চাধ্বন্যে সা নিনায় তং ॥ ৪
 কাৰ্ত্তিকস্ত চতুর্দশ্যাং সাপূটৈঃ পাতসৈর্হরম্ ।
 সমাকীৰ্ণৈঃ সমাৰাধ্য সম্মার পরমেশ্বরম্ ॥ ৫
 কৃষ্ণাষ্টম্যাং মার্গশীর্ষে সতিষ্টৈঃ সমবোদনৈঃ ।
 পূজয়িত্বা হরং নালৈর্নিনায় দিবসং-পুনঃ ॥ ৬
 পৌষে তু কৃষ্ণপঞ্চম্যাং কৃত্বা জাগরণং নিশি ।
 অপূজয়ন্তিহং প্রাতঃ কুসরান্নেন সা সতী ॥ ৭
 মঘস্র মৌর্ঘমাস্যাস্ত কৃত্বা জাগরণং নিশি ।
 আর্দ্রবজ্রা নদীতীরে হুকরোকবপূজনম্ ॥ ৮

দাক্ষায়ণীর ব্রত

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর সতী, শৈশব অতিক্রম করিয়া শোভন যৌবনে পদার্পণ করিলেন । ১

তখন সেই সহজ-সৰ্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীর অঙ্গে কপরাশি দ্বিগুন উৎখলিয়া পড়িল । প্রজাপতি দক্ষ হৃহিতাকে প্রাকট-যৌবনা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই কন্যাকে মহাদেবের হস্তে সম্প্রদান করিব কিরূপে ? ২

অনন্তর, সতী আপনিও, মহাদেবকে পাঠবার আশয়ে, মাতৃ-আদেশে গৃহস্থিত চিত্রিত মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন । ৩

আশ্বিন মাসের নন্দকানায়ী অষ্টমীতে শুভোদন ও জবণদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া বন্দনা করিতে লাগিলেন, এইরূপে সেইদিন অতিবাহিত করিলেন । ৪

কার্ত্তিক মাসের চতুর্দশীতে বিবিধ পায়স পিষ্টক দ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । ৫

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে যযৌদন ও তিল দ্বারা দেবাদি-দেবের আরাধনা করিয়া সেইদিন অতিবাহিত করিলেন । ৬

সেই সতী, পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীনিশাতে জাগরণাদি করিয়া প্রাতঃকালে কুসরায় (তিল-মুগসিদ্ধ ওদন) দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন । ৭

তিনি মঘমাসের পূর্ণিমাতে বাজ্রজাগরণ করিয়া নদীতীরে আর্দ্র-বসনে শিবপূজা করিলেন । ৮

নানাবিধৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈঃ সম্যক্ তৎকালসমুদৈঃ ।

চকার নিয়তাহারং তং যাসং হরমনসা ॥ ৯

চতুর্দশ্যং কৃষ্ণপক্ষে শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ ।

কৃত্বা জাগরণং দেবং বিষ্ণুপট্টৈরপূজ্যতঃ ॥ ১০

চৈত্রে শুক্লচতুর্দশ্যং পাল্যনৈঃ কুমুদৈঃ শিবম্ ।

অমৃতহৃদিবা যাজৌ তং শরভা নিনায় তম্ ॥ ১১

বৈশাখশ্চ তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং মহাবোধনৈঃ ।

পুষ্পমিহা হরং দেবং হৈবায়ামং চকন্তাম্ ।

নিনায় সা নিরাহারো শরভো বৃষদাহনম্ ॥ ১২

জ্যৈষ্ঠশ্চ পূর্ণিমারাত্রে সম্পূজ্য বৃষদাহনম্ ।

বসনৈর্বৃহতী পুষ্পনির্যাহারো নিনায় তাম্ ॥ ১৩

আষাঢ়শ্চ চতুর্দশ্যং শুক্লায়াং কৃষ্ণিবাসসঃ ।

বৃহতীকুমুদৈঃ পূজ্য দেবশ্যাকারি বৈ তয়া ॥ ১৪

শ্রাবণশ্চ মিতাক্ষয়্যাং চতুর্দশ্যঞ্চ সা শিবম্ ।

যজ্ঞোপবীতৈর্বাসোভিঃ পবিত্রৈরপ্যপূজ্যতঃ ॥ ১৫

ভাদ্রে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং পুষ্পপান্যাবিধৈঃ ফলৈঃ ।

সম্পূজ্যাত্চ চতুর্দশ্যং চকার জলভোজনম্ ॥ ১৬

ইতি স্রুতং যদাহরকং পুরা সত্যং তদৈব তু ।

সাবিজীমহিতো ব্রহ্মা অগামাথ হব্যান্তিকম্ ॥ ১৭

বাসুদেবোহপি ভগবান্ সহ জম্বজা তদন্তিকম্ ।

প্রবুং হিমবতঃ শলুঃ স্থিতো যত্র গর্গৈঃ সহ ॥ ১৮

আর সম্পূর্ণ মাসমাসে তৎকালসমুদ্র বিবিধ পুষ্প ফল দ্বারা শিবপূজা-নিরত হইয়া সংযতাহারে থাকিলেন ॥ ৯

ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে রাত্রিজাগরণ করিয়া বিষ্ণুপত্নী দ্বারা বিশেষরূপে শিবপূজা করিলেন ॥ ১০

মর্ত্তী চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতে নিবসে ও রাত্রিতে পলাশ কুমুম-দ্বারা শিবপূজা করিলেন এবং শিবকে স্মরণ করত সেই দিব্যরাত্রি অতিবাহিত করিলেন ॥ ১১

তিনি বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে যবোদন দ্বারা শিবপূজা করিলেন, সম্পূর্ণ বৈশাখমাস যুক্ত ভোজন করিয়া রহিলেন এবং মহাদেবকে স্মরণ করত নিরাহারে সেই দিন যাপন করিলেন ॥ ১২

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমানশাতে বসন ও বৃহতী পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া নিরাহারে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৩

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতে বৃহতীকুমুম দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন ॥ ১৪

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয়ী এবং চতুর্দশীতে যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র এবং কুশ দ্বারা শিবপূজা করিলেন ॥ ১৫

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে নানাবিধ পুষ্প ও ফল দ্বারা শিব-পূজা করিয়া পরদিন চতুর্দশীতে জল পান করিয়া থাকিলেন ॥ ১৬

যখন মর্ত্তী এই স্রুতরূপ করেন, তখনই সাবিজী সমভিযাংহারে ব্রহ্মা, জম্বজী

তো তু দৃষ্ট্বা অঙ্গকাকৌ সস্ত্রীকৌ সঙ্গতো হবঃ ।
 যথোচিতং সমাভ্যাস্ত পপ্রচ্ছাগমনং তয়োঃ ॥ ১৯
 তথাবিধাংস্ত তান্ দৃষ্ট্বা দাম্পত্যভাবসংযুতান্ ।
 কাকিদৌহাক্ মনসা চক্রে দারপরিগ্রহে ॥ ২০
 অথাগমনহেতুং ন কথয়ধ্বজ উত্ততঃ ।
 কিমৰ্ধমাগতা যুয়ং কিং কার্য্যং বোহজ্জ বিদ্যতে ॥ ২১
 ইতি পৃষ্ঠোক্ত্যগ্ৰকেন অক্ষা লোকপিতামহঃ ।
 উবাচ চ মহাদেবং বিষ্ণুনা পরিচোদিতঃ ॥ ২২

অশ্বোবাচ—

যদৰ্ধমাগতাবাবাং তচ্ছবুধ ত্রিলোচন ।
 বিশেষতস্ত দেবার্ধং বিশ্বার্ধক বুধধ্বজ ॥ ২৩
 অহং সৃষ্টিরতঃ শক্তো হিতিহেতুতথা হরিঃ ।
 অন্তহেতুর্ভবানস্ত অগতঃ প্রতিসর্গকম্ ॥ ২৪
 তৎকৰ্ম্মণি সদৈবাহং ভবন্ত্যাং সহিতো হুতম্ ।
 হরিঃ হিতাবপি তথা মহানং ভবতা সহ ।
 তুমন্তকরণে শক্তো বিনা নাবাং ভবিষ্যসি ॥ ২৫
 তস্মাদশ্রোতৃকৃত্যু সর্বেষাং বুধভধ্বজ ।
 সাহায্যং নঃ সদা যোগ্যমকুথা ন অগন্তবেৎ ॥ ২৬
 কেচিত্ত্বিষ্ণুভাসূর্য্যায়ম যথ্য মহেশ্বর ।
 অপরে তু হরের্বধ্যা ভবতোহপি তথাপরে ॥ ২৭

সমভিব্যাহারে ভগবান্ বাসুদেব—যথায় গণপরিবৃত্ত মহাদেব অবস্থিত ছিলেন, সেই হিমালয় প্রান্তে তদীয় সমীপে গমন করিয়াছিলেন । ১৭-১৮

মহেশ্বর, অক্ষা ও বিষ্ণুকে সস্ত্রীক সমাশ্রিত দেখিয়া যথোচিত সন্তানগণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন । ১৯

মহাদেব তাঁহাদিগকে দাম্পত্যপ্রণয়ে আবদ্ধ দেখিয়া দারপরিগ্রহ করিতে মনে মনে কিঞ্চিৎ অভিলাষ করিলেন । ২০

অনন্তর “তোমাদিগের আগমন প্রয়োজন যদার্থরূপে বল ; তোমরা কিমন্ত আসিয়াছ ? এখানে তোমাদিগের কি প্রয়োজন আছে ?” ২১

মহাদেব এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সর্বলোক-পিতামহ অক্ষা বিষ্ণুকর্তৃক প্রণোদিত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন ;—হে ত্রিলোচন ! আমরা যে অঙ্গ আসিয়াছি তাহা শ্রবণ কর ; হে বুধধ্বজ ! দেবতাদের অঙ্গ, বিশেষতঃ সৃষ্টি-রক্ষার অঙ্গই আমরা আসিয়াছি । ২২-২৩

শত্ৰু । আমি প্রতিবারেই এই অগ্নং সৃষ্টি করি, বিষ্ণু পালন করেন, তুমি সংহার করিবা থাক । ২৪

তোমাদিগের উভয়ের সাহায্যে আমি আমার কৰ্ত্তব্যকার্য্য করিতে সমর্থ, বিষ্ণু, তোমার ও আমার সাহায্যে পালনকার্য্য সমর্থ হন ; তুমিও আমাদিগের উভয়ের সাহায্য ব্যতীত সংহার করিতে সমর্থ হও না । ২৫

অতএব হে বুধধ্বজ ! আমাদিগের পরস্পরের কার্য্যে পরস্পরের সাহায্য করা উচিত ; নতুবা অগ্নং থাকে না । ২৬

কেচিৎস্বর্গীয়াজাতস্ত কেচিন্নেহংনভবস্ত বৈ ।
 যারায়ণঃ কেচিদগরে বধ্যাঃ সূর্দেববৈবস্বিনঃ ॥ ২৮
 যোগবৃত্তে বস্তুি সদা বাগধেবাদিবজ্জিতে ।
 দহ্যামাত্রৈকনিবৃত্তে ন বধ্যা অসূরাস্তব ॥ ২৯
 অবাধিত্তেব তেহৌশ কথং সৃষ্টিস্তথা স্থিতিঃ ।
 অতশ্চ ভবিতা বৃত্তং নিত্যং নিত্যং যুধধ্বজ ॥ ৩০
 সৃষ্টিস্থিতিভুক্তকর্মাণি ন কার্য্যানি যদা হর ।
 শরীরভেদমস্মাকং যারায়ণশ্চ ন বুধ্যতে ॥ ৩১
 একব্রহ্মণা হি বহুং ভিন্নাঃ কার্য্যাস্ত ভেদতঃ ।
 কার্য্যভেদো ন সিদ্ধশ্চেত্ৰপভেদোহপ্রয়োজনঃ ॥ ৩২
 এক এব ত্রিধা ভূতা বহুং ভিন্নবরূপিণঃ ।
 ভূতা মহেশ্বর ইতি ভক্তং বিদ্বি সনাতনম্ ॥ ৩৩
 যারায়ণি ভিন্নরূপেণ কয়লাখ্যা সরস্বতী ।
 সাবিত্রী চাথ সন্ধ্যা চ ভূতা কার্য্যাস্ত ভেদতঃ ॥ ৩৪
 প্রবৃত্তেবমুরাগস্য নারী মূলং মহেশ্বর ।
 রায়াপরিগ্রহাৎ পক্ষাৎ কামক্রোধাদিকৌস্তবঃ ॥ ৩৫
 অনুরাগে তু সন্ধ্যাতে কামক্রোধাদিকারিণে ।
 বিরাগহেতুং যত্নেন সাস্বয়ন্তীহ জন্তবঃ ॥ ৩৬
 সন্নঃ প্রথম এব স্তান্নাপনুকাৎ ফলং মহৎ ।
 তন্নাৎ সন্ধ্যাতে কামঃ কামাৎ ক্রোধস্ততো ভবেৎ ॥ ৩৭

হে মহেশ্বর ! কোন কোন অসুর আমার বধ্য হইবে ; কোন কোন অসুর যারায়ণের বধ্য হইবে ; কোন কোন অসুর তোমারও বধ্য হইবে । ২৭

কতকগুলি সূর্যবৈরী তোমার পুত্রের বধ্য ; কতকগুলি আমার আশ্রয়-
 দিগের বধ্য ; কতকগুলি বা যারায়ণের বধ্য হইবে । ২৮

তুমি সর্ষদা যোগবৃত্ত, বাগধেবাদি-শূন্য ও দহ্য-মাত্রসার হইলে তোমার
 বধ্য অসুরসকলের আর বধ হইবে না । ২৯

হে ঈশ ! হে যুধধ্বজ ! অতশ্চ তাহাদিগের বধ না হইলে বারে বারে
 উপযুক্তমত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ই হইবে না । ৩০

হে হর ! যদি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় না করা গেল, তাহা হইলে আয়াদিগের
 যারায়ণ শরীর ভেদ হওয়ার আবশ্যকতা নাই । ৩১

আমরা সকলেই এক ; কেবল কার্য্যভেদে রূপভেদ হইয়াছে ; সেই কার্য্য-
 ভেদই যদি সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে রূপভেদের প্রয়োজন কি ? ৩২

আমরা একই ; ত্রিবিধ হইয়া বিভিন্নরূপ হইয়াছি । মহেশ্বর ! এই
 সনাতনতত্ত্ব জানিও । ৩৩

যারায়ণ কার্য্যভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে—কয়লা, সরস্বতী, সাবিত্রী ও
 সন্ধ্যা হইয়াছেন । ৩৪

হে মহেশ্বর ! নারীই প্রবৃত্তি ও অনুরাগের মূল । স্বীপরিগ্রহের পর, কাম-
 ক্রোধাদির উৎপত্তি হয় । ৩৫

কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি হেতু অনুরাগ উৎপন্ন হইলে, প্রাণিগণ যত্নপূর্ব্বক
 বৈরাগ্য হেতুকে পরিত্যাগ করে । ৩৬

বৈরাগ্যক নিবৃত্তিঞ্চ শোকাং যাতাবিকাদপি ।
 সংসারবিস্মৃতে হেতুৰসঙ্গচ্চ সদাতনঃ ॥ ৩৮
 দয়া তত্র ভবেন্নিত্যাং শান্তিঞ্চাপি মহেশ্বর ।
 অহিংসা চ তপঃ শান্তিঃ সন্ন্যাসমার্গানুসাধনম্ ॥ ৩৯
 তুমি ভাবতপোনিষ্ঠে বিস্কিনি দয়াযুক্তে ।
 অহিংসা চ তথা শান্তিঃ সদা তব ভবিষ্যতি ॥ ৪০
 ততোহস্মদ্রবণে যত্নস্তব কস্মাস্তু বিমুক্তি ।
 অকৃত্যে দুষণং যদ্ ভক্তং সৰ্ব্বং কথিতং তব ॥ ৪১
 তস্মাদ্বিশ্বহিতায় তং দেবানাঞ্চ জগৎপতে ।
 পরিগৃহীত্ব ভাৰ্য্যার্থে বামামেকাং সূশোভনাম্ ॥ ৪২
 যথা পদ্মালয়া বিকোঃ সারিত্রী চ যথা মম ।
 তথা সহচরী শঙ্কোৰ্ষা স্যাত্তাং গৃহু সম্প্রতি ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ঋক্কা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পুরতো হরঃ ।
 তদা জগাদ লোকেশং স্মিতোদিতমুখো হরঃ ॥ ৪৪

ঈশ্বর উবাচ—

এবমেব যথাঞ্চ স্বং ব্রহ্মন্ বিশ্বনিমিত্ততঃ ।
 ন স্বার্থতঃ প্রবৃতির্মৈ সমাগ্ ব্রহ্ম-বিচিন্তনাং ॥ ৪৫
 তথাপি যৎ করিস্যামি তত্তে বক্ষ্যে জগদ্ধিতম্ ।
 অক্ষুণ্ণম মহাভাগ যুক্তমেব বচো মম ॥ ৪৬

সসই, অনুরাগবৃক্ষের মহৎ ও প্রথম ফল সঙ্গ হইতে কাম ;—কাম হইতে কোষের উৎপত্তি । ৩৭

বৈরাগ্য এবং নিবৃত্তি শোকবশতও হয়, ইত্যাববলেও হয় ; সংসারপরাধুৰ ব্যক্তির কদাপি সঙ্গ হয় না । ৩৮

তাহা হইলেই, হে মহেশ্বর ! তাহার দয়া ও শান্তি উপস্থিত হয় । তখন অহিংসা, ক্ষমা এবং জ্ঞানমার্গের অনুসরণে প্রবৃতি হয় । ৩৯

তুমি তপোনিষ্ঠ সঙ্গ-হীন এবং সতত দয়াযুক্ত হইলে তোমার অহিংসা ও সতত শান্তি হইবে । ৪০

তাহা হইলে তোমার অসুর-বধে প্রযত্ন হইবে কিরূপে ?—দারুপরিগ্রহ না করিলে যে যে দোষ, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাগ । ৪১

অতএব হে জগদীশ্বর , তুমি দেবগণের নহে,—জগতের হিতার্থে, তুমি এক সূশোভনা ব্রহ্মণীর পাণিগ্রহণ কর । ৪২

বিক্রুর যোগেন লক্ষ্মী, আমার যোগেন সারিত্রী সেইরূপ তোমার যিনি সহচরী হইবেন, হে শত্রু ! এখন তুমি তাহার পাণিগ্রহণ কর । ৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মহাদেব, ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে যুব তুলিরা ইধং হস্ত করত মায়াবিন সমীপে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । ৪৪

ঈশ্বর বলিলেন,—ব্রহ্মন্ । জগতের জন্ম তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচিন্তাই আমার স্বার্থ । সেই স্বার্থব্যাধাত-ভয়েই জগতের হিতকার কার্য্যও আমার প্রবৃতি হইতেছে না । ৪৫

• যা মে তেজঃ সমৰ্থা শ্বাদ্গ্ৰহীতুমিহ ভাগবতঃ ।
 তাং নিদেশয় ভাৰ্য্যার্থে যোগিনীং কামরূপিণীম্ । ৪৭
 যোগযুক্তে মহি তথা যোগিস্থেব ভবিষ্যতি ।
 কামাসক্তে মহি পুনৰ্যোহিস্থেব ভবিষ্যতি ।
 তাঃ মে নিদেশয় ব্রহ্মন্ ভাৰ্য্যার্থে বরবৰ্ণিনীম্ । ৪৮
 যদ্বন্ধবৎ বেদবিদো নিগদন্তি মনৌষিণঃ ।
 জ্যোতিঃস্বরূপং পরমং চিন্তয়িস্থে সনাতনম্ । ৪৯
 তচ্চিন্তয়াহাং সদা শক্তো ব্রহ্মন্ গচ্ছামি ভাবনাং ।
 তত্র যা বিদ্বজ্জননী ন ভবিত্ৰীহ সাক্ত মে । ৫০
 হুং বা বিষ্ণুরহং বাপি পরব্রহ্মবরূপিণঃ ।
 অঙ্গভূতা মহাভাগ যোগ্যং তদনুচিন্তনম্ । ৫১
 তচ্চিন্তয়া শিন্য নাহং শ্বাস্থ্যামি কমলাসন ।
 তস্মাক্কাৰ্য্যং প্রাপিশঙ্ক মৎকৰ্ম্মানুগতাং সদা । ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা সৰ্ব্বজগৎপতিঃ ।
 সম্মিতং মোদিতমনা ইদং বচনমব্রवीৎ । ৫৩

ব্রহ্মোবাচ—

অন্তীদৃশী মহাদেব যাপিতা যাদৃশী ত্বয়া । ৫৪
 দক্ষস্তু তনয়া যাতুং সতীনাম্যী সুশোভনা ।
 মৈবেদৃশী ভবন্ত্যৰ্য্যা ভবিষ্যতি সুধীমভী । ৫৫

তথাপি আমি যেৰূপ স্বৰূপেৰ হিতানুষ্ঠান কৰিতে পারি তাহা বলিতেছি ।
 হে মহাভাগ ! আমার উচিত কথা শ্রবণ কর । ৪৬

যিনি ভাগে ভাগে আমার তেজ গ্ৰহণে সমৰ্থা হইবেন, আমার ভাৰ্য্যা
 কৰিবার ক্ষমতা তাদৃশ কামরূপিণী যোগিনী ব্রহ্মণী নিৰ্দ্ধেশ কর । ৪৭

আমি যোগযুক্ত হইলে যোগযুক্তা হইবে ; আমি কামাসক্ত হইলে মোহিনী
 হইবে ;—হে ব্রহ্মন্ । এইরূপ বরবৰ্ণিনী ব্রহ্মণী কে বলিয়া দাও ? ৪৮

আমি ভাৰ্য্যা কৰিতে প্রস্তুত আছি । বেদবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে “অন্ধয়”
 (অবিনাশী) বলিয়া থাকেন, সেই সনাতন পরম জ্যোতিকে চিন্তা করিব । ৪৯

তদীয় চিন্তায় আসক্ত হইয়া গাঢ় সমাধিস্থ হইব ; যে ব্রহ্মণী তাহাতে বিদ্ব
 না করিব, সে-ই আমার ভাৰ্য্যা হইতে পারিবে । ৫০

তুমি, আমি বা বিষ্ণু—আমরা সকলেই পরম ব্রহ্মের অংশ ; হে মহাভাগ !
 তাঁহার চিন্তা করা আমাদের উচিত । ৫১

হে কমলাসন ! তদীয় চিন্তা বাতীত আমি কণকালও থাকিতে পারি না ।
 অতএব বলিয়া দাও, কে সত্তত আমার কৰ্ম্মের অনুগামিনী ব্রহ্মণী ;—আমি
 তাহাকে বিবাহ কৰিতে পারি । ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সৰ্ব্বজগৎপতি ব্রহ্মা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া
 স্মিতমুখে হঠাৎই এই কথা বলিলেন । ৫৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাদেব ! তুমি যেৰূপ চাহিতেছ, সেৰূপ ব্রহ্মণী
 আছে । ৫৪

তাং ক্রমর্থে তপততীং ধ্বংপ্রাপ্তিং প্রতি কামিনীম্ ।
বিস্তি কং দেবদেবেশ সর্কোদ্যাতসু বর্তনে ॥ ৫৬

মার্কণ্ডের উবাচ—

অথ শঙ্কবচনেনৈব তপতান্ যদুদয়নঃ ।
যদুদয়নঃ শঙ্কনা সর্কং তৎকুরুহত্বাচ সঃ ॥ ৫৭
করিষ্য ইতি তেনোক্তে বেক্টং দেবং প্রকথ্যতুঃ ।
হরিষ্য-কা চ মুদিতৌ সাবিজ্ঞীকমলানুভৌ ॥ ৫৮
কামোহপি বাক্যানি হরস্ক লভত্বা
চামোদয়ন্তো রতিনা সমিত্রৈঃ ।
শঙ্কং সমাসাদ্য বিবিভক্তরূপী
তস্মৌ বসন্তং বিনিষোজ্য শয়ং ॥ ৫৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

মতীনাক্ষী শুভাননা দক্ষতনয়। তোমার প্রার্থনানুক্রম রমণী, সেই বুদ্ধি-
শালিনীই তোমার ভাৰ্যা হইবেন । ৫৫

তিনি তোমাকে পাইতে অভিলାষিনী হইয়া তোমার প্রীতি-সাধনোদ্দেশে
তপস্বী করিতেছেন আনিষ্ঠ ; হে দেবদেবেশ ! তুমি সর্কান্তর্ধামী—সকলই
আনিতেছ । ৫৬

মার্কণ্ডের বলিলেন,—অনন্তর শঙ্কর বাক্য শেষ হইলে শুগবান্ যদুদয়ন
বলিলেন,—শঙ্কা যাহা বলিলেন, তাহা তুমি কর । ৫৭

শিব “করিষ” বলিলে শঙ্কা-সাবিজ্ঞী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে
গমন করিলেন । ৫৮

শিবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া যমন, রুতি এবং মদনের বন্ধুবর্গ বিশেষ
হর্ষযুক্ত হইলেন । অনন্তর যমন, শিব-সমীপে গমনপূর্বক বসন্তকে সতত নিযুক্ত
রাখিয়া প্রহসনরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৫৯

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১

দশমোঃধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সত্যা পুনঃ শুক্লপক্ষেহৈম্যামুপোষিতা ।
আশ্বিনে যাসি দেবেশং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১
ইতি নন্দাত্মতে পূৰ্ণে নবম্যং দিনভাগতঃ ।
তস্মাত্ভ ভক্তিনন্দায়াঃ প্রত্যক্ষমন্তবদ্বতঃ ॥ ২
প্রত্যক্ষতো হরং বীক্য সামোদহুদত্বা সতী ।
বদন্তে চরণৌ তন্ত লজ্জয়াবনতা নতা । ৩
অথ প্রাহ মহাদেবঃ সতীং তদ্ব্রতধারিণীম্ ।
তামিচ্ছসি ভাৰ্য্যার্থে তস্মাক্ষ্যাকলপ্রদঃ ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ—

অনেন বৃদ্ধতেনাহং প্রীতোহস্মি দক্ষনন্দিনি । ৫
তন্নং বরং প্রদায্যামি যজ্ঞবান্তিমত্তা জবেৎ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জানয়ামীহ তস্মাকং মহাদেবো অগংপতিঃ ।
উচেৎথ বরব্রহ্মেতি তস্মাক্যশ্রবণেচ্ছয়া । ৬
সাপি তপাসমাবিক্টো নো বক্তুং হৃদয়ে হিতম্ ।
ললাক বালাভীষ্টং মল্লজ্ঞরাজ্ছাসিতং বতঃ ॥ ৮
এতন্নিরন্তরে কাষঃ সান্তিপ্রায়ং হরং তদা ।
বায়ানরিগ্রহে নেত্রে বক্তুং ব্যাশারলিঙ্গিতম্ ।
সম্ভ্রাপ্য বিবরফান্নং সন্দহে পুষ্পহেতিমা । ৯

দাক্ষাক্ষণীকে শিবের বর প্রদান

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, সতী, পুনরায় আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে উপবাস করিয়া দেব-দেব মহাদেবকে ভক্তিভাবে পূজা করিলেন । ১

এই নন্দাত্মত পরিপূর্ণ হইলে নবমীতিথিতে দিনখানে, মহাদেব, সেই ভক্তি-নন্দা সতীর প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেন । ২

সতী মহাদেবকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে অথচ লজ্জাবনত বদনে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন । ৩

সতীর ভগ্নশ্রী-কলপানে উদ্ভূত মহাদেব, তাঁহাকে ভাৰ্য্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেও সেই নন্দাত্মতধারিণী সতীকে বলিলেন,—দক্ষনন্দিনী ! তোমার এই ব্রত দ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি, নিম্ন অতিমত্ত বর যাহা হর প্রার্থনা কর, তাহা আমি দিব । ৪-৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অগংপতি মহাদেবঃ তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়াও কেবল তাঁহার নিকটে সেই কথাটি অনিবার্য অশুই বলিলেন, “বর প্রার্থনা কর” । ৭

সতীও তখন লজ্জাবনতঃ মনোমত্ত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না । কেননা, বালিকার মনোরথ, লজ্জার ঘন-আবরণে আবৃত । ৮

হর্ষণেনাথ বাণেন বিব্যাধ হৃদয়ে হরম্ ।
 ততোহসৌ হর্ষিতঃ শঙ্কুর্বাঁকা কক্ষে সতীং মুহঃ ।
 বিস্মৃতা চ পরং ব্রহ্মচিন্তনং পরমেশ্বরঃ ॥ ১০
 ততঃ পুনর্যোহনেন বাণেনৈনং মনোভবঃ ।
 বিব্যাধ হর্ষিতঃ শঙ্কুর্যোহিতস্ত তদা হৃদম্ ॥ ১১
 ততো মদাসৌ বোহস্ত হর্ষয়া চ বিজ্ঞোত্তমাঃ ।
 ভাবং ব্যক্তৌচকাঠৈব যারয়ানি বিমোহিতঃ ॥ ১২
 অথ ত্রপাং স্বাং সংস্কৃত্য যদা প্রাহ হরং সতী ।
 যমেঘৈঃ দেহি বরদ বরমিত্যর্থকারকম্ ॥ ১৩
 তদা বাক্যস্তাবসানমনপেক্ষ্য বৃষধ্বজঃ ।
 শুবহ মম ভার্য্যোভি প্রাহ দাক্ষায়ণীং মুহঃ ॥ ১৪
 এতচ্ছৃণ্বা বচস্তস্মৈ সাতীকৈফলভাবনম্ ।
 তুষ্ণীং ভবৌ প্রমুদিতা বরং প্রাপ্য মনোপতম্ ॥ ১৫
 সকামস্ত হরয়াগ্রে তজ্জ সা চাক্রহাসিনী ।
 অকরৌমিহ চাযাংষ্ট হাবানপি বিজ্ঞোত্তমাঃ ॥ ১৬
 বস্তু ভাবান্ সমায়াব শৃঙ্গারাবৌ বসন্তদা ।
 ভবৌবিবেশ বিপ্রেচ্ছাঃ কলহাণা বথোচিতম্ ॥ ১৭
 হরস্ত পুরতো রেজে বিন্ধতিম্মাক্ষনপ্রভা ।
 চন্দ্রাণ্যাসেহস্তলোথৈব স্ফটিকোজ্জলবদ্যনং ॥ ১৮

এই সময়ে কাম, মহাদেবের চক্ষু ও বুকের ভঙ্গী দর্শনে তাঁহাকে স্ত্রী পরি-
 গ্রহে অভিলাষী বুদ্ধিগ্ধা অতি গোপনে শরাসনে কুসুমশর সঞ্চার করিলেন । ১

অনন্তর “হর্ষণ” বাণ দ্বারা মহাদেবের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন তখন
 হর্ষাবিত্ত পরমেশ্বর শঙ্কু পরম ব্রহ্মচিন্তা জুলিয়া বারবার সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিতে লাগিলেন । ১০

অনন্তর মনোভব মোহবাণ দ্বারা শিবকে বিদ্ধ করিলেন । তখন হর্ষযুক্ত
 সেই মহাদেব অভ্যস্ত মোহিত হইলেন । ১১

হে বিজ্ঞোত্তমগণ ! তিনি তখন শুধু কামবাণে নহে, যাদ্বা-প্রভাবেও
 মোহিত হইয়া হর্ষ ও মোহের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ১২

অনন্তর, সতী কথকিং নিজ লজ্জা সংহত করিয়া মহাদেবকে বলিলেন,
 ‘আমার অভিলষিত বরণান কর’ । ১৩

তখন সেই কথা শেষ না হইতে হইতেই বৃষধ্বজ, সেই বাক্যের প্রতিধ্বনির
 দ্বারা দাক্ষায়ণীকে বারবার বলিলেন ‘তুমি আমার ভার্য্যা হও’ । ১৪

সতী, নিজ অডৌক ফল-সাধন এই শিবধাক্য শ্রবণ করত মনোমত বর
 লাভে আননিত হইয়া মৌনভাবে রহিলেন । ১৫

হে বিজ্ঞোত্তমগণ ! চাক্রহাসিনী সতী, কামভাবাপন্ন শিবের সম্মুখে নিজ
 হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ১৬

হে বিপ্রেচ্ছগণ ! তখন শৃঙ্গার বস দ্বীপভাব সমুদায় গ্রহণপূর্বক তাঁহানিগের
 উভয়ের অভ্যস্তরে প্রবেশ করিল । কলা এবং হাব ইহারাও উপযুক্ত মত
 প্রবিন্ত হইল । ১৭

স্ফটিকোজ্জল মহাদেবের সমীপে সেই বিন্ধ দলিতাক্ষন-সমপ্রভা দাক্ষায়ণী

অথ সা তমুবাচৈব হরং দাক্ষায়ণী যুহঃ ।
 শিভুর্বে বোচরীকৃত্য-মাং গৃহীত্ব অগংপতে ॥ ১৯
 এবং শ্রিত্ব বচো দেবী বদোবাচ সতী তদা ।
 মম ভার্যা-ভবেত্যাচে পুনঃ কামেন মোহিতঃ ॥ ২০
 অধৈতরীক্য মদনঃ সবতিঃ সসখো যুগা ।
 যুক্তো বভূব লক্ষ্য আশ্বানকাত্যনন্দবান্ ॥ ২১
 অথ দাক্ষায়ণী লভুং সমাশ্রিত্য বিজ্যোত্তমাঃ ।
 অশ্বাশ্ব বাতুরভ্যাসং হর্ষমোহসমবিত্য ॥ ২২
 হরোহপি হিমবৎপ্রস্থং প্রবিশ্য চ নিজাশ্রয়ম্ ।
 দাক্ষায়ণীবিপ্রলক্ক-দ্বঃখাভ্যামপরোহিতবৎ ॥ ২৩
 বিপ্রলক্কোহপি কৃতেশো অশ্ববাক্যবখ্যাম্বরৎ ।
 দারাপরিগ্রহকার্যে বহুভুং পশ্যমোনিম্না ॥ ২৪
 শ্বৈত্যেব অশ্ববাক্যস্ত পুত্রা বিশ্বাসতঃ পরম্ ।
 চিন্তয়ামাস মনসা অশ্বাশ্বং কুবজধ্বজঃ ॥ ২৫
 অথ সন্ধিস্থায়ামানোহসৌ পরমেষ্ঠী ত্রিশূলিনঃ ।
 পুত্রভ্যাং প্রাবিশন্তদুর্গমিকৈসিদ্ধিপ্রচোদিতঃ ॥ ২৬
 যত্রাশ্বং হিমবৎপ্রস্থে বিপ্রলক্কো হরঃ স্থিতঃ ।
 সাবিজ্রীসহিতো অশ্বা তত্বেব সমুপস্থিতঃ ॥ ২৭
 অথ তং বীক্য দাতারং সাবিজ্রীসহিতং হরঃ ।
 সোংসুকো বিপ্রলক্ক সত্যার্থে তমুবাচ হ ॥ ২৮

চক্রমধ্যে কলঙ্করেখার স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর দাক্ষায়ণী মহাদেবকে যার বাক এই বলিতে লাগিলেন যে, হে অগদীশ্বর। আমার পিতাকে জানাইয়া আমাকে গ্রহণ কর। ১৮-১৯

দেবী সতী অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে সেই ঐ কথা বলিলেন, কামমোহিত মহাদেবও তখনই “আমার ভার্যা হও” বলিতে লাগিলেন। ২০

অনন্তর রক্তি-বসন্ত-সহ মদন এই ব্যাপার দেখিয়া শিবকে হস্তগত করিতে সত্তত যত্নশীল থাকিলেন এবং আপনাকে আপনি যন্ত্রবাদ দিতে লাগিলেন। ২১

হে বিজ্যোত্তমগণ। অনন্তর দাক্ষায়ণী, লভুকে আশ্বাস দিয়া হর্ষ-মোহা-জ্ঞাতভাবে বাতুসমীপে গমন করিলেন। ২২

মহাদেবও হিমালয় প্রস্থে আপনার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দাক্ষায়ণী-বিরহ-দ্বঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ২৩

দারপরিগ্রহ করিবার জন্য পশ্যমোনি অশ্বা যাহা বলিয়াছিলেন, কৃতপতি, বিরহদ্বঃখে কাঁড় হইয়াও তাহা স্মরণ করিলেন। ২৪

কেবল অগস্ত্যের উপকারার্থে অশ্বা যাহা পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া যুযধজ, এখন অশ্বাকে চিন্তা করিলেন। ২৫

মহাদেব স্মরণ করিবারাজ, পরমেষ্ঠী, ইষ্ট-সিদ্ধি-আহ্লাদে আহ্লাদিত হইয়া সেই ত্রিশূলীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ২৬

বিরহকাঁড় মহেশ্বর, হিমালয়-প্রস্থে যেখানে অবস্থিত ছিলেন, সাবিজ্রীসহ অশ্বাও তথায় উপস্থিত হইলেন। ২৭

অনন্তর সাবিজ্রীসহ অশ্বাকে দেখিয়া সতী-বিরহ-কাঁড় উৎকটিতচিত্ত

ইন্দ্র উবাচ—

ব্রহ্মন্ বিশ্বার্থতো দারশরিগ্রহকৃতো চ যৎ ।
 তস্যৈব তৎস্বার্থমিব প্রতিভাতি সমাধুন্য ॥ ২৯
 অহমারাদিতো ভক্ত্যা দাক্ষায়ণীতিভক্তিভ্যঃ ।
 তস্যৈব বরমহং দাতুং মদাক্ষাতঃ প্রপূজিতঃ ।
 তৎসকালে ভূমি কামো মাং বিব্রাহ মহেশ্বতিঃ ॥ ৩০
 মায়য়া মোহিতশ্চাহং তৎপ্রতীকারমক্ৰমা ।
 ন শক্তঃ কর্তৃমভিভ্যঃ পুরাহং কমলাসন ॥ ৩১
 ভক্তাশ্চ বাহিত্যং ব্রহ্মস্নেহেনৈব মনোজিতম্ ।
 বরমহং স্যামি ভক্তো ভক্তা রক্তভক্তিযুগা কৃতঃ ॥ ৩২
 তস্মাত্ত্বং কুরু বিশ্বার্থে মদার্থে চ প্রজ্ঞাপতে ।
 দক্ষো যথা মায়ামল্লা সূতাং দাতা তথা ভ্রাতৃম্ ॥ ৩৩
 গচ্ছ ত্বং দক্ষভবনং কথংস্ব নটো মম ।
 যথা সতীবিষোপস্ম ভক্তঃ স্যামি ত্বং তথা কুরু ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যানীৰ্য্য মহাদেবঃ নকাশেহস্ম প্রজ্ঞাপতেঃ ।
 সাবিজ্ঞৌঃ বীক্ষ্য সত্যাস্ত্র বিপ্রযোগো বাবৰ্জিত ॥ ৩৫
 তং সমাভাষ্য লোকেশঃ কৃতকৃত্যো মুন্যগ্নিতঃ ।
 ইদং জগাদ জগতাং হিতং পথ্যক মুৰ্জ্জটে ॥ ৩৬

মহেশ্বর, তাঁহাকে বলিলেন ;—ব্রহ্মন্ । তুমি যে পূর্বের জগতের উপকারার্থ আমাকে দারশরিগ্রহ করিতে বলিয়াছিলে, তাহা এখন আমার স্বার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে । ২৮-২৯

দাক্ষায়ণী সতী অতি ভক্তিভাবে আমার আরাধনা করে ; তৎকর্তৃক প্রপূজিত হইয়া আমি যখন তাহাকে বর দিতে যাইলাম, তখন মদন, সতী-সমীপে মহাপরনিকর দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করে । ৩০

হে কমলাসন ! আমি মায়ামোহিত হওয়াতে তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হই নাই । ৩১

ব্রহ্মন্ । আমি বেখিলাম, সতীরও ইহাই অভিলষ্যে, আমি তাহার ব্রত ও ভক্তিবশে প্রীত হইয়া তাহার ভক্তা হই । ৩২

অতএব হে প্রজ্ঞাপতে ! তুমি জগতের হিতের জন্য এবং আমার জন্ত যত্ন কর ; দক্ষ যাহাতে আমাকে আশ্বাসপূর্বক কত্যা দান করে, তাহা কর । ৩৩

দক্ষের গৃহে যাও, আমার কথা তাহাকে বল গিয়া ; যাহাতে আমার সতীবিরহ দূর হয়, তাহা কর । ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, প্রজ্ঞাপতিসমীপে এই কথা বলিলেন । তখন সাবিজ্ঞৌকে দেখিয়া শিবের সতীবিরহ হঃখ বিগ্ৰহ হইয়া উঠিয়াছিল । ৩৫

ব্রহ্মা কৃতকার্য্য ও আনন্দিত হইয়া শিবকে সন্দোহনপূর্বক জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন । ৩৬

—

অপাং ভগবহুস্তো ভবিষ্যৎ সূনিশ্চিতম্ ।
নাভ্যোহ ভবতঃ স্বার্থো সমাপি কুশলক্ষণ ॥ ৩৭
সুতাক ভূতঃ কুশল স্বয়মেব প্রদাস্তি ।
অহংকপি বসিষ্ঠামি ত্বয়াকং তৎসমকৃতঃ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতুদীর্ঘ মহাদেবঃ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
অগ্নায় দক্ষনিলকং স্তম্ভেনোভিবেশিনা ॥ ৩৯
অথ দক্ষোহপি কৃতান্তং সর্বং কথ্য সতীযুখাৎ ।
চিত্ততামাস দেহেয়ং যৎসুতা শক্বে কথম্ ॥ ৪০
আগতোহপি মহাদেবঃ প্রসন্নঃ সঙ্গমায় হ ।
শুনস্বেব কথং সোহপি সুতাবেহত্যৰ্থমীশ্বিতঃ ॥ ৪১
প্রহাপেয়া বা বরা তন্ত সুতো নিকটমঙ্গলা ।
নৈতদ্যোগ্যং ন গৃহীয়াৎ যদেনাং বিদুৰ্বাক্ষনে ॥ ৪২
অথবা পুণ্ড্রিষ্ঠামি তমেব কুশলক্ষণম্ ।
যদীয়তনবাক্তা স্বয়মেব যথা ভবেৎ ॥ ৪৩
ভূতৈব পূজিতঃ সোহপি দ্বাকৃত্যতিপ্রকৃতঃ ।
শত্বৰ্জবতু যন্তর্ভেতোবং যন্তক তেন তৎ ॥ ৪৪
ইতি চিত্তযতন্তস্ত দক্ষস্য পুরতো বিধিঃ ।
উপস্থিতো হংসবধঃ সাবিত্রীসহিতস্তদা ॥ ৪৫
তৎ কৃত্বা বেবসং দক্ষঃ প্রণম্যাবনতঃ স্থিতঃ ।
আসনক দদৌ তস্মৈ সমান্তাৰ্য্য যথোচিতম্ ॥ ৪৬

ভগবন্ । মহাদেব । তুমি যাহা বলিলে তাহা নিশ্চয়ই অগ্নির অন্ত ; হে কুশলক্ষণ । তোমার বা আমার স্বার্থ একেবারেই নাই । ৩৭

দক্ষ নিজেই তাহার কথাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবে । আমিও তোমার কথা দক্ষসমীপে বলিব । ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহাদেবকে এই কথা বলিয়া শীঘ্রগামী বধে আরোহণপূর্বক দক্ষভবনে গমন করিলেন । ৩৯

এদিকে দক্ষও সতী-প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন—আমি কি উপায়ে মহাদেবকে কণ্ডা দান করিব, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন আর যে তিনি নিজে আমার কথা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবেন, এমন ত বোধ হয় না । ৪০-৪১

তবে কি তাহার নিকটে সত্তর আমি দূত পাঠাইব ? না—ইহাও ভাল হয় না ; কেননা, যদি তিনি অবজ্ঞা করেন ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না । ৪২

কিংবা কুশলক্ষণ আপনিই আমার কণ্ডার বাসী হউন—মনে করিয়া তাহাকেই পূজা করি । ৪৩

আমার কণ্ডাও, 'নিব আমার বাসী হউন'—কামনা করিয়া ভক্তিভাবে তাহার পূজা করিয়াছি, তাহাতে নিব তাহাকে বর দিয়াছেন । ৪৪

দক্ষ এইরূপ চিন্তিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে বিধাতা সাবিত্রী-সমভি-
বাহারে হংসবিমানে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৪৫

তত্ত্বং সৰ্বলোকেশং তত্ৰাগমনকারণম্ ।

দক্ষঃ পুণ্যে বিপ্রেক্ষান্ধিতাধিকৌহপি হৰ্ষিতঃ । ৪৭

দক্ষ উবাচ—

তবাত্মগমনে হেতুং কথয়ত্ব জগদুত্তরো ।

পুণ্যস্নেহাৎ কার্যাবশাদথবাভ্রসমাধিতঃ । ৪৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পৃষ্ঠঃ সুরশ্রেষ্ঠো দক্ষেন সূমহাশ্বনা ।

গ্রহসমুদ্রবীথিকায় মোদয়ন্তুং প্রজাপতিম্ । ৪৯

ব্রহ্মোবাচ—

শুভ্ৰ দক্ষ যদৰ্থং তে সমীপমহ্মানতঃ ।

তল্লোকস্ত হিতং পথ্যং ভবতোহপি তলীলিতম্ । ৫০

তব পুত্র্যা সমারাধ্য মহাদেবং জগৎপতিম্ ।

যো বরঃ প্রার্থিতঃ সোহন্ত বরমেবাগতো গৃহম্ ॥ ৫১

শত্ৰুনা তব পুত্র্যর্থে ক্লেশকালমহং পুনঃ ।

প্রস্থাপিতোহস্মি যং কৃত্যং শ্রেয়স্তদবধারয় । ৫২

বরং দাতুং যদারাতস্তাবৎ প্রভৃতি শত্বরঃ ।

ভৎসুতাবিপ্রকোপেন ন শর্য লভতেহহম । ৫৩

লকচ্ছিত্রোহপি মদনো নিচরান তদা হৃদয়ম্ ।

সৰ্বৈঃ পুষ্পকটৈর্বাণৈরেকটৈব জগৎপ্রভুম্ । ৫৪

দক্ষ বিধাতাকে দেখিবামাত্র প্রণাম ও যথোচিত সন্মতি করিয়া বসন্ত আসন দিলেন ; আর স্বয়ং বিনয়নম্রভাবে তথায় অবস্থিত রহিলেন । ৪৬

হে বিপ্রেক্ষণ ! অনন্তর দক্ষ, চিহ্নিত থাকিলেও তৎকালে আনন্দিত হইয়া সৰ্ব-লোকপতি ব্রহ্মাকে তথায় তাঁহার আগমন প্রযোজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে জগদুত্তরো ! কি উদ্দেশে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন বলুন ; কেবল পুণ্যস্নেহবশতঃ—বা কোন্ কার্যোপলক্ষে আগনি এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন ? ৪৭-৪৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুমহাশ্বা দক্ষ, ব্রহ্মাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে আনন্দিত করত হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দক্ষ আমি যেজন্ম তোমার নিকটে আসিয়াছি, তাহা তুমি,—সে কার্য জগত্তের হিতকর, তোমারও অভিলষিত । ৪৯-৫০

তোমার কন্যা, জগৎপতি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া যে বর প্রার্থনা করে, তাহা প্রদান করিতে যত্ন শত্ৰুই তোমার গৃহে আসিয়াছিলেন । ৫১

এখন শত্ৰু আবার তোমার কন্যার জন্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন ; এখন বাহা ভাল হয়, বিবেচনা কর । ৫২

শত্ৰুর, বর দিতে আসা অবধি তোমার কন্যা বিহনে কণকালের তরেও ঘৃষ্ণি পাইতেছেন না । ৫৩

মদনও হিঙ্গ পাইরা সেই জগদীশকে সকল পুষ্প-শর দ্বারা বিশেষরূপে সুগণে বিদ্ধ করিয়াছে । ৫৪

ন ধানবিহঃ কামেন পশিত্যখ্যাত্তিসমুৎ ।
 সতীং বিহিত্তরসাত্তে ব্যাকুলঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ৫৫
 বিস্মৃত্য প্রকৃত্যং বাণীং নশাত্তে বিপ্রয়োগতঃ ।
 ক সতীতোব গিরিশো ভাবতেহকৃত্যাবপি ॥ ৫৬
 ময়া যদ্যাহিতং পূৰ্ব্বং তদ্বা চ মদনেন চ ।
 মরীচ্যামৈমু নিবরৈস্তং সিতমধুনা সুত ॥ ৫৭
 কংপুজ্যারামিতঃ শত্বঃ সোহপি কৃত্য বিচিন্তনাৎ ।
 অনুমোদন্তিত্বং প্রেক্ষদুৰ্ভৰ্ত্ততে হিমবদ্বিশরো ॥ ৫৮
 যথা নানাবিধৈর্ভাবৈঃ সত্য্য মন্দাত্তেন চ ।
 শত্বারামিতস্তেন তদৈবাব্যাত্তে সতী ॥ ৫৯
 তদ্বাত্তং নক তনয়াং শত্বৰ্বে পরিকল্পিতাম্ ।
 তদৈব দেহবিলম্বেন তেন তে কৃতকৃত্যতা ॥ ৬০
 অহং তমানযিত্তামি নাবদেন তদালবম্ ।
 তদৈব ত্বমেনাং সংযজ্ঞ তদৰ্থে পরিকল্পিতাম্ ॥ ৬১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমেবেতি দক্ষস্তমুবাচ পরমেষ্ঠিনম্ ।
 বিবিশ চ তদ্বাংস্তদ গিরিশো বয় সংহিতঃ ॥ ৬২
 পতে বক্ষসি দক্ষোহপি সদারতনকো মুদা ।
 অস্তবং পূৰ্বদেহস্ত পৌনুৈবৈব পুত্রিতঃ ॥ ৬৩
 অথ বক্ষসি মোদেন প্রসন্নঃ কমলাসনঃ ।
 আসন্নাদ মহাদেবং হিমবদ্বিস্বিসংস্থিতম্ ॥ ৬৪

তিনি কামবাণে বিদ্ধ হইয়া আশ্চর্য্য তাহার করিয়াছেন, এখন কেবল সতীকে চিন্তা করত সাহায্য লোকের দ্বারা ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন । ৫৫

গিরিশ, এখন সতীবিরহে কার্য্যান্তর প্রসঙ্গেও কথা কহিতে কহিতে তাহা 'সুশিখা দিয়া, নিজ পারিষদগণসমীপেই 'কোথার সতী' বলিয়া ফেলেন । ৫৬

বৎস । আমি, তুমি, মদন এবং মরীচি প্রভৃতি মুনিবরগণ—আমরা পূৰ্ব্ব হইতে বাহা ইচ্ছা করিতেছি এখন তাহা সিদ্ধ হইল । ৫৭

ভোমার কন্যা শিবের আরাধনা করিয়াছেন, এখন শিবও তাঁহাকে দ্যান-বলে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন । ৫৮

যেমন সতী নানাবিধ ভাবে এবং নন্দা-ঋতদ্বারা শত্বর আরাধনা করিয়াছেন এখন শত্বও আবার সেইরূপ সতীর আরাধনা করিতেছেন । ৫৯

অতএব হে দক্ষ । মহাদেবের কৃত কল্পিত নিজতনয়াকে অবিলম্বে মহাদেবকে দান কর ; শিবের ধন শিবকে দিয়া মধ্যে থেকে তুমিই চরিতার্থ হও । ৬০

আমি দাবদকে লইয়া তাঁহাকে ভোমার গৃহে আনিতেছি, তাঁহার অন্ত কল্পিত এই সতীকে তাঁহাকে দিও । ৬১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দক্ষ, বক্ষাকে "দে আজ্ঞা" বলিলে বক্ষা, শিবসমীপে পশন করিলেন । ৬২

বক্ষা গমন করিলে দক্ষ, দক্ষপত্নী ও দক্ষতনয়া সকলেই অমৃতাপ্ততের দ্বারা আনন্দপূর্ণ হইলেন । ৬৩

তং বীজা লোকপ্রযোজ্যমাত্মং বৃষভধ্বজঃ ।
 মনসা সংশয়ং তস্মৈ সতীপ্রাপ্তৌ হুত্বশ্রুতঃ ॥ ৬৫
 অথ দুরাগ্রহাদেবো লোকেশং সাধসংযুতম্ ।
 উবাচ মদনোদ্যমী বিধিং সন্দরশানসঃ ॥ ৬৬

ঈশ্বর উবাচ—

কিমবোচৎ সুরজ্যেষ্ঠ সত্যার্থে তৎসূতঃ বৃষম্ ।
 কথয়ত্ব যথাসম্ভং মদনেন ন দীৰ্য্যতে ॥ ৬৭
 ধাবমানো বিপ্রহোণো মাংসেব চ সতীযুতে ।
 অভিহতি সুরজ্যেষ্ঠ ভ্যক্তাংস্তান্ প্রাণধারিণঃ ॥ ৬৮
 সতীতি সত্ততং বেদ্বি ব্রহ্মন্ কার্য্যান্তরেহপ্যহম্ ।
 সা যথা হি ময়া প্রাপ্যা তদ্বিধং তথা কৃতম্ ॥ ৬৯

ব্রহ্মা উবাচ—

সত্যার্থে মদনম্ সূতো বদন্তি ন বৃষধ্বজ ।
 তক্ষুশ্ব নিম্নং সাধ্যং সিদ্ধমিত্যবধারণ ॥ ৭০
 দেয়া তস্মৈ ময়া পুত্রে তদ্বর্থে পরিকল্পিতা ।
 মনাপৌষ্টমিদং কৰ্ম্ম ত্বয়াক্যাদমিকং পুনঃ ॥ ৭১
 মৎপুত্রারামিতঃ সত্বরেতদার্থে বরং পুনঃ ।
 সৌহৃদ্যবিস্তৃতি ত্যং যন্তাত্মশ্রাদ্ধেয়া ময়া হবৈ ॥ ৭২

এদিকে কমলাসন ব্রহ্মা আনন্দ-প্রসন্নচিত্তে হিমালয়পর্বতস্থ মহাদেবের নিকটবর্তী হইলেন । ৬৪

বৃষধ্বজ, সেই বিন্দুচক্কে আসিতে দেখিয়া সতীপ্রাপ্তিবিষয়ে মনে মনে ব্যস্ত ব্যস্ত সন্দেহ করিতে লাগিলেন । ৬৫

অনন্তর, সুরশাসন মহাদেব, মদনপৌড়নে অবশ হইয়া দূর হইতেই ব্রহ্মাকে শাস্তভাবে বলিতে লাগিলেন । ৬৬

ঈশ্বর বলিলেন,—হে সুরজ্যেষ্ঠ । তোমার পুত্র আমাকে সতী-সম্বন্ধে কি বলিলেন, বল ; দেখ যেন আমার হৃদয় মদন-শরে বিদীর্ণ না হয় । ৬৭

সুরজ্যেষ্ঠ । বিরহ, সমস্ত প্রাণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সতীবিনা আমার প্রতিই ধাবমান হইয়া আমাকেই ব্যথিত করিতেছে । ৬৮

ব্রহ্মন্ । আমি অন্য কার্য্য করিবার সময়ও সত্তত “সতী সতী” চিন্তা করি । সেই সতীকে আমি যাহাতে প্রাপ্ত হই, তুমি শীঘ্র তাহার উপায় কর । ৬৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃষধ্বজ ! আমার পুত্র দক্ষ, সতী সম্বন্ধে বাহা বলেন— তাহা শুন, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইরাছে স্থির কর । ৭০

আমার পুত্র আমাকে বলিলেন,—আমার কন্যা সতী মহাদেবের অন্তর্ভুক্ত, অতএব তাঁহাকেই ত দেয় । এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞা ; বিশেষ আপনি বলিতেছেন । ৭১

আমার কন্যা এই অন্তর্ভুক্ত বরং মহাদেবের আরাধনা করেন । মহাদেবও যতপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয়ণ করিতেছেন, অতএব আমি মহাদেবকেই কন্যাদান করিব । ৭২

তত্তে লব্ধে যুহুর্থে চ সমাগচ্ছতু য়েহৈত্তিকম্ ।
তদা দাক্ষ্যসি তদন্যং তিক্কার্হং শত্বে বিধে ॥ ৭৩
ইত্যবোচস্থদা দক্ষস্তম্ভাভুঃ কৃষভধ্বজ ।
তত্তে যুহুর্থে তদেষা গচ্ছ তামনুবাচিতুম্ ॥ ৭৪

ঈশ্বর উবাচ—

গমিষ্ঠে ভবতা সাক্ষিঃ নারদেন মহাশয় ।
জ্ঞতমেব জগৎপুত্র্য তস্মাক্তহারদং শ্রব ॥ ৭৫
মরীচ্যাণীন্ দশ তথা মানসানপি সংশ্রব ।
তৈঃ সাক্ষিঃ দক্ষনিজয়ঃ পর্মিষ্ঠোহহং গণৈঃ সহ ॥ ৭৬
ততঃ শ্রুতাস্তে কমলাসনেন, সনারদা ব্রহ্মসূতা মনোজবাঃ ।
সমাগতা যত্র হরো বিমিশ্র, তদাগতাঃ কামমবেতা চিত্তাম্ ॥ ৭৭
ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দশমোদ্যায়ঃ ॥ ১০

একাদশোদ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সমাগতাঃ সর্বৈঃ মানসাস্ত সনারদাঃ ।
বিধেঃ শ্রবণমাত্রেন যাতেনেব বিনোদিতাঃ ॥ ১
তৈঃ সাক্ষিঃ ব্রহ্মণা শত্ভুঃ সগণো দক্ষমনিবম্ ।
জগাম যোদযুক্তোহথ কালে তৎকর্ম্যবোশিনি ॥ ২

বিধাতঃ । শত্ভু, শুভলগ্নে শুভযুহুর্থে আমার নিকটে আগমন করুন, আমি তখন আমার কন্যাকে তিকা-স্বরূপে তাঁহাকে সম্প্রদান করিব । ৭৩

দক্ষ, আনন্দ সহকারে ইহা বলিয়াছেন ; অতএব হে কৃষভধ্বজ ! তুমি সতীকে পাইবার জন্য শুভযুহুর্থে তদীর নিকেষনে গমন কর । ৭৪

ঈশ্বর বলিলেন,—আমি তোমাকে এবং মহাত্মা নারদকে সঙ্গে লইয়া ভবায় গমন করিব । অতএব হে জগৎপুত্র্য ! শ্রব নারদকে শ্রবণ কর । ৭৫

মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্রগণকেও শ্রবণ কর ; আমি যখন দক্ষগৃহে গমন করিব, তখন তাঁহাদিগকে এবং প্রমথগণকেও সঙ্গে লইব । ৭৬

অনন্তর ব্রহ্মা, শ্রবণ করিবারাত্র নারদ ও অন্যান্য ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ, যথাত ব্রহ্মা ও মহাদেব অবস্থিত ছিলেন, তথায় সমাগত হইলেন এবং কাম-প্রভাব মর্দনে চিত্তাকুল হইলেন । ৭৭

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০

একাদশ অধ্যায়

নিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মা শ্রবণ করিবারাত্র নারদ এবং ব্রহ্মার অন্যান্য সমুদয় মানস পুত্রগণ যেন বায়ুচালিত হইয়া সমাগত হইলেন । ১

তখন মহাদেব,—সেই ঋষিহুম, ব্রহ্মা এবং প্রমথগণ সমভিব্যাহারে বিবাহের উপযুক্ত সময়ে দানন্দে দক্ষালয়ে যাত্রা করিলেন । ২

গণাঃ শঙ্খাংস্ত গঠহান্ ভিত্তিমাংস্তুর্ধ্যাবংনকান্ :
 বাপসন্তো যুগাযুক্তা অনুগচ্ছন্তি শঙ্করম্ ॥ ৩
 কেচিচ্চাপঃ করতলৈঃ কূর্বন্তোহজিব্ভলবনম্ ।
 বিমানৈরতিবেগৈঃ বৈরনুযান্তি বৃষধ্বজম্ ॥ ৪
 কোলাহলঃ প্রকূর্বন্ততথা নানাদিহান্ বুবান্ ।
 গণা অনেকাকৃতম্ শঙ্খযোগেন নির্যম্ ॥ ৫
 ততো দেবা যুগা যুক্তা গচ্ছন্ত্যঙ্গবসো গণাঃ ।
 বাটৈর্মোটৈস্তথা মূড়ৈরম্বোদ্বুব্ধভধ্বজম্ ॥ ৬
 তেষাং শঙ্কেন বিপ্রোক্তা গচ্ছন্ত্যঙ্গাং গরীয়সাম্ ।
 গণানাক্শ দিশঃ সর্বাঃ পূরিতা চ বদুহরা ॥ ৭
 কামোহপি সগগং শঙ্কুং সমুদারিরসাদিভিঃ ।
 মোহয়ন্ মোহয়ন্ কামমবিহাং স সমক্ষতঃ ॥ ৮
 হরে গচ্ছন্তি জার্যার্থে তদানোং সকলাঃ সুরাঃ ।
 ব্রহ্মান্দাঃ বৃষমেবাণ্ড বাসুং চকুর্মনোহরম্ ॥ ৯
 দিশঃ সর্বাঃ সুপ্রসঙ্গা বদুর্বুধিসমুত্তমাঃ ।
 জচ্ছন্ত্যঙ্গাঃ শান্তাঃ পুষ্পবৃষ্টিরজ্যাত ॥ ১০
 বদুর্বুধাঃ সুবভূবো বৃক্ষাশ্চাপি সুপুষ্পিতাঃ ।
 বদুর্বুঃ প্রাণিনঃ বহা অবহা যেহপি কেচন ॥ ১১
 হংসসারসকাদিহা নীলকণ্ঠাশ্চ চাতকাঃ ।
 চকুর্মদুহান্ শকান্ প্রেরয়ন্ত ইবেশ্বরম্ ॥ ১২

প্রথমগণ আনন্দভরে শঙ্খ, পটহ, ভিত্তিম, তুর্ধ্য ও বংন প্রভৃতি বাদ্য
 বাজাইতে বাজাইতে শঙ্করের অনুগমন করিতে লাগিল । ৩

কতকগুলি প্রমথ, করতলে তালবাদ্য করিয়া পদধ্বনি করত অতিবেগে
 বিমানারোহণে বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিল । ৪

বিবিধাকার প্রথমগণ বাদ্যশব্দ শুনিয়া নানাবিধ শব্দে কোলাহল করত
 নির্গত হইল । ৫

অমস্তব, দেব, গচ্ছন্ত ও অঙ্গরোগণ—মূড়া-মৌক্ত-বাদ্য ও আঘোল প্রমোদ
 করত সানন্দে বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিলেন । ৬

হে বিপ্রোক্তগণ । সেই তরুণতর গচ্ছন্ত ও প্রথমগণের শব্দে সমস্ত দিবাগুল
 ও কুবগুল পরিপূর্ণ হইল । ৭

নিমগ্ন-পরিবৃত কামদেবও মহাদেবকে অভ্যন্ত হর্ষিত ও মোহিত করত
 শঙ্কাররসাদি সমুদিকাহারে তাঁহার সবক্ষেই তাঁহার অনুগমন করিতে
 লাগিলেন । ৮

মহেশ্বর, বিবাহ করিতে গমন করিলে ব্রহ্মাদি সমুদায় দেববৃন্দ, বেচ্ছা-
 ক্রমেই মনোহর বাদ্যোন্মত্ত করিতে লাগিলেন । ৯

হে বিজ্ঞোক্তগণ । তখন দিবাগুল সুপ্রসঙ্গ হইল ; অগ্নিভ্রম প্রশান্তভাবে
 প্রকলিত হইতে লাগিল ; পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল । ১০

বৃক্ষপতন বহিতে লাগিল ; বৃক্ষসকল কুসুমিত হইল ; অমৃৎ প্রাণীরাও
 মূর্ছভাব ধারণ করিল । ১১

ভূজঙ্গো ব্যাঘ্রকৃষ্ণিক জটী চক্রকলা তথা ।
 জগাম ভূষণভঙ্গ তেনাপি পরিদীপিতঃ ॥ ১৩
 উতঃ কশেন বলিনা বলীবর্ধেন বেসিনা ।
 সত্রাস্তনারদাষ্টৈশ্চ গ্রাশ দক্ষসহঃ হরঃ ॥ ১৪
 ভক্তো দক্ষো মহাতেজা অজ্ঞাশাস্ত্র যয়ঃ হরম্ ।
 ব্রহ্মাদীংশ্চাদমৌ ভেষামাসনানি যথোচিতম্ ॥ ১৫
 কৃত্বা যথোচিতাং ভেষাং পূজাং পাদ্যাদিভিঃ ।
 চকার সংবিদঃ দক্ষো মুনিভির্মানসৈঃ পুনঃ ॥ ১৬
 উতঃ শুভ্রে মুহূর্ত্তে তু যয়ে চ বিজসত্তমাঃ ।
 সতীং নিজসূতাং দক্ষো মমৌ হর্ষেণ লভ্তবে ॥ ১৭
 উদ্রাহবিধিনা সৌহৃদি পাণিঃ জগ্ৰাহ হর্ষিতঃ ।
 দাক্ষায়ণ্যা বরতনোত্তমানীং দ্ব্যবধমজঃ ॥ ১৮
 ব্রহ্মাধ নারদাষ্টাশ্চ মুনয়ঃ সাযগীতিভিঃ ।
 কচা যজুর্ভিঃ সুশ্রাব্যৈশ্চাযযামাসুতীশ্বরম্ ॥ ১৯
 বাস্তব চক্রপর্ণাঃ সর্বেষাং সমুদ্ভূতাঃ সর্বোপমাঃ ।
 পুষ্পবৃদ্ধিক সমুজ্জ্বলৈশ্চ গগনসঙ্গতাঃ ॥ ২০
 অথ লজ্জুপাগতা গরুড়েনাতিবেগিনা ।
 সার্দ্ধং কমলয়া চেনমুবাচ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২১

হংস, সারস, কলহংস, ময়ূর ও চাঁতকবুন্দ—যেন মহাদেবকে প্রেরণ
 করিবার জন্যই সুমধুর শব্দ করিতে লাগিল । ১২

ভূজঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, জটীজটুট এবং শনিকলাই তাঁহার বর-ভূষণ হইল ; সেই
 ভূষণেই তিনি সাতিলয় শোভা পাইতে লাগিলেন । ১৩

অনন্তর, মহেশ্বর শীত্ৰগামী বেগলালী বলীবর্ধ আরোহণে ব্রহ্মা ও নারদাদি
 সমভিব্যাহারে কণমধ্যে দক্ষালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন । ১৪

অনন্তর, মহাতেজা দক্ষ,—মহাদেব এবং ব্রহ্মাদিকে আশ্রিতে দেখিবা স্বয়ং
 পাদ্যোদ্যানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন । ১৫

দক্ষ পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা করিয়া যানস মুনিবৃন্দের
 সহিত সস্তাষণ করিলেন । ১৬

হে বিজ্ঞোত্তমগণ ! অনন্তর দক্ষ, শুভমুহূর্ত্তে শুভলগ্নে নিজ চুহিতা সতীকে
 সর্ষে লিবেষ হস্তে সম্প্রদান করিলেন । ১৭

তখন বৃষধ্বজ, আনন্দ সহকারে বৈবাহিক-বিধি অনুসারে বরতন দাক্ষায়ণীর
 পানিগ্রহণ করিলেন । ১৮

ব্রহ্মা এবং নারদাদি মুনিগণ, সুশ্রাব্য কণ্ঠযজুঃ-সাম পানদ্বারা মহেশ্বরের
 সন্তোষ সাধন করিলেন । ১৯

কতকগুলি প্রমথ বায় করিতে লাগিল ; অপর কতকগুলি নৃত্য করিতে
 লাগিল ; শ্রেঘদল, গগনভলে সমবেত হইয়া পুষ্পবৃদ্ধি করিল । ২০

অনন্তর গরুড়ধ্বজ, অতিবেগসম্পন্ন গরুড়ে আরোহণ করিয়া কমলা সমভি-
 ব্যাহারে লজ্জু সমীপে আগমনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন । ২১

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিঙ্কনীলাঞ্জনশ্চামশোভতা শোভসে হব ।
 দাশ্কার্ণব্যা যথা চাহং প্রাতিলোম্যেন পদয়া ॥ ২২
 কুরু ক্রমনতা সার্দ্ধং বন্ধাং দেবতা বা বৃণাম্ ॥ ২৩
 অনন্তা সহ সংসারসারিণাং যজ্ঞলং সপা ।
 কুরু দসূনু যথায়োগ্যে হনিষ্যসি চ শক্লব ॥ ২৪
 য এবৈনাং নাভিলাষো দৃষ্ট্য ক্রুত্থাথবা ভবেৎ ।
 তং হনিষ্যসি ভূতেশ নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমস্থিতি সর্বজ্ঞঃ প্রোবাচ পরমেশ্বরম্ ।
 প্রহৃষ্টমানসং প্রীত্যা প্রসন্নবদনো বিজ্ঞাঃ ॥ ২৬
 অথ ব্রহ্মা তদা দৃষ্ট্য দক্ষজ্ঞাং চাক্রহাসিনীম্ ।
 স্মরানিষ্টেয়না বস্ত্রং বীকাকক্ষে ভনীয়কম্ ॥ ২৭
 মুহূৰ্গহস্ততা ব্রহ্মা পশুতি স্ম সত্যৌষধম্ ।
 তদেচ্ছিত্ববিকারক প্রাপ্তবানবশঃ পুনঃ ॥ ২৮
 তথ তস্মৈ পপাতাত্ত তেজো ভূয়ো দ্বিজোত্তমাঃ ।
 তজ্জলকহ্নাতাসং যুনীনাং পুরতন্তদা ॥ ২৯
 ততস্তস্মৈ সমভবন্তোষদাঃ শলসংযুতাঃ ।
 সমর্পন্ত তথাবর্তঃ পুষ্করো জ্যোৎস্ব এষ চ ।
 গর্জন্তশ্চাথ মুকুতস্তোতানি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩০

ভগবান বলিলেন,—মহেশ্বর । বর্ণ-বৈপরীত্যে আমি যেমন কবলাযোগে শোভা পাইতেছি, সেইরূপ তুমিও এই ত্রিঙ্ক-নীলাঞ্জন-শ্চামলা দাশ্কার্ণবীর সংসর্গে শোভা পাইতেছ । ২২-২৩

তুমি ইহার সহকারিতায় দেবগণ ও মনুষ্যগণকে বন্ধা কর, তুমি ইহার সহযোগে সংসারীদিগের সত্যত যজ্ঞসাধন কর; হে শক্লব! তুমি ইহার সাহায্যে যথায়োগ্যরূপে দস্যুগণকে সংহার করিবে । ২৪

যে ব্যক্তি ইহাকে দেখিয়া বা ইহার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া ইহার প্রতি নাভিলাষ হইবে, হে ভূতনাথ! তুমি তাহাকে বধ করিবে; এ বিষয়ে বিচার-বিতর্ক করিতে হইবে না । ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! সর্বজ্ঞ মহাদেব, হৃষ্টচিত্ত পরমেশ্বর নারায়ণকে প্রীতিভরে “তাহাই হইবে” বলিলেন । ২৬

অনন্তর ব্রহ্মা, চাক্রহাসিনী দক্ষনন্দিনীকে দেখিয়া কাম্যাবিষ্টিতে তাঁহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন । ২৭

ব্রহ্মা বারবার সতীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তখন তিনি অবশ হইয়া অবার ইচ্ছিত্ববিকার প্রাপ্ত হইলেন । ২৮

হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন উজ্জল দহনসম্মিত ব্রহ্মদীর্ঘ্য, যুনিগণের সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল । ২৯

হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর সেই বীর্ষ্য হইতে—সমর্প, আবর্ত, পুষ্কর এবং জ্যোৎস্ব নামে নির্দোষকারী মেঘচক্ষুস গর্জনে ও বাহিয়ারা বর্ষণ করত উৎপন্ন হইল । ৩০

তৈত্ত্ব মহাদিতে যোয়ি তেহু গর্জনে শব্দরঃ ।
 শব্দন দাক্ষায়ণীং দেবীং ত্বং কামেন যোহিতঃ ॥ ৩১
 যোহিতোহপ্যথ কামেন তদা বিমুখচঃ স্মরন্ ।
 ইমেব হস্তং ব্রহ্মাণং শূলযুক্তম শব্দরঃ ॥ ৩২
 শব্দনোন্মিষিতে শূলে বিধিঃ হস্তং বিজোক্তমাঃ ।
 মরীচিনারদাক্ষাতে চক্রহাহাকৃতিং তদা ॥ ৩৩
 দক্ষো মৈবং মৈবমিতি পানিমুক্তমা শব্দিতঃ ।
 বারবাসাস ভূতেশং কিপ্রমেব পুরোগতঃ ॥ ৩৪
 অথাগ্রে মিলিতং বীক্ষ্য তদা দক্ষং মহেশ্বরঃ ।
 প্রভূবাচাপ্রিয়মিদং স্মারয়ন্ বৈষ্ণবীং পিরম্ ॥ ৩৫

ঈশ্বর উবাচ—

নারায়ণেন বিপ্রেষ্য যদিদানৌদ্বীকিতম্ ।
 মধ্যপাকীকৃতং কৰ্ত্ত্বং তদিহৈব প্রজাপতে ॥ ৩৬
 এনাং বঃ সান্তিল্যঃ সন্ বীক্ষ্যতে ত্বং হনিস্তসি ।
 ইতি বাচন্ত সকলামেনং চক্ষা করোম্যহম্ ॥ ৩৭
 সান্তিল্যঃ কথং ব্রহ্মা সতীং সমবলোকয়ৎ ।
 অভবন্ত্যস্তান্তজান্ত ততো হস্মি কৃতাপসম্ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তমেবংবাদিনং বিষ্ণুঃ কিপ্রং ভূত পুরঃসরঃ ।
 ইদমুচে বারয়ন্তং হস্তং সর্বজগৎপ্রভুঃ ॥ ৩৯

সেই যেখানল গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে এবং ঘোরতর গর্জন করিতে থাকিলে মহাদেব, দাক্ষায়ণীদেবীকে দেখিয়া অত্যন্ত কামমোহিত হইলেন । ৩১

তখন শব্দর, কামমোহিত হইলেও নারায়ণের বাক্যশ্রবণে শূল উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন । ৩২

ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য শব্দ শূল উদ্ধৃত করিলে মরীচি, নারদ প্রভৃতি ঋষিবরগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন । ৩৩

দক্ষও শব্দিতচিত্তে সত্তর সম্মুখে আসিয়া, হস্ত উত্তোলনপূর্বক “মৈবং মৈবং” (একপ করিবেন না, একপ করিবেন না) বলিয়া ভূতনাথকে নিষেধ করিতে লাগিলেন । ৩৪

অনন্তর মহেশ্বর, দক্ষকে সম্মুখবর্তী দেখিয়া নারায়ণ-বাক্য শ্রবণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন,—হে বিপ্রবর প্রজাপতে ! নারায়ণ এইমাত্র এইখানেই শাহা বলিলেন, আমিও তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছি । ৩৫-৩৬

“যে ব্যক্তি এই রূপীকে সন্মুখচিত্তে দর্শন করিবে, তুমি তাহাকে বধ করিবে”—বিষ্ণুর এই বাক্য ব্রহ্মাকে বধ করিয়া সকল করিব । ৩৭

ব্রহ্মা, সকাম হইয়া এই সতীকে দর্শন করত স্থলিতবীৰ্য্য হইল কেন ? যখন অপরাধ করিয়াছে, তখন অবশ্যই ইহাকে বধ করিব । ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব এই সব কথা বলিতেছিলেন, ইত্যবসরে সর্বজগৎ-প্রভু বিষ্ণু শীঘ্র তাঁহার সম্মুখবর্তী হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবধ করিতে

শ্রীভগবানুবাচ—

ন হনিষ্যসি কৃন্তে ন স্কটোরং অগস্ত্যং বরম্ ।
অনৈবৈব সত্যী ভাৰ্য্যা ভবদৰ্থে প্রকল্পিতা ॥ ৪০
প্রজাঃ সঙ্কেমহং শস্তো প্রাপ্তকৃত্ত্বতুর্ভুধঃ ।
অগ্নিন্ হতে অগস্ত্যক্টা নাভ্যন্তঃ প্রাকৃতেহিধুনা ॥ ৪১
সৃষ্টিস্থিতিভুতকৰ্ম্মাণি কৰিষ্যামঃ কথং পুনঃ ।
অনেনাপি যয়া দৈব ভবতা চ সমঙ্গসম্ ॥ ৪২
একশ্চিন্নিস্থিতেশৌর্য কস্তং কৰ্ম কৰিষ্যতি ।
তস্মান্ন বধ্যো ভবতা বিধাতা বৃষভধ্বজ ॥ ৪৩

ঈশ্বর উবাচ—

প্রতিজ্ঞাং পুরষিষ্যামি হৈবৈব চতুরাননম্ ।
অহমেব প্রজাঃ স্রক্ষ্যে স্বাবস্থানি চরাণি চ ॥ ৪৪
অস্তং স্রক্ষ্যে বিধাতারমমমহং যতেজসা ।
ন এব সৃষ্টিকর্ত্তা স্ত্যং সৰ্ব্বনা মদনুজ্ঞতা ॥ ৪৫
হৈবৈবৈব বিধিমেষাহং প্রতিজ্ঞাং পালয়নু বিতো ।
স্কটোরমেবং স্রক্ষ্যামি ন ব্যয় চতুর্ভুজ ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ভক্ত বচঃ কৃত্বা নিরিশক্ত চতুর্ভুজঃ ।
শ্রিতপ্রসন্নবদনঃ পুনর্নৈবমিতিব্রুত্ব ॥ ৪৭

নিবেশ করত বলিলেন,— হে ভূতনাথ ! এই অগস্ত্যক্টা অগস্ত্যপুত্র্য স্রক্ষ্যাকে বধ করিও না । ইনিই সত্যীকে তোমার ভাৰ্য্যা করিয়া দিয়াছেন । ৪০-৪১

শস্তো ! এই চতুরানন, প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্যই প্রাপ্তকৃত্ত্ব হইয়াছেন ; ইনি বিনষ্ট হইলে অগস্ত্যসৃষ্টি করিতে পারে, এমন প্রাকৃত-পুরুষ এখন আর নাই । ৪২

আমরা তিন জনেই পুনঃপুনঃ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করি ; অন্যথ্যে সাময়িক মত কোন কার্য এই স্রক্ষ্য করেন, কোন কার্য আঘি করি, কোনটী বা তুমি কর । ৪৩

এই তিন জনের মধ্যে একজনে বিনষ্ট হইলে তাঁহার কার্য করিবে কে ? অতএব হে বৃষধ্বজ ! তুমি বিধাতাকে বধ করিও না । ৪৪

ঈশ্বর বলিলেন ; আমি এই চতুরাননকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব ; সৃষ্টিকর্ত্তার অভাব হয়, আমিই স্বাবদ-ভঙ্গম প্রজা সৃষ্টি করিব । ৪৫

অথবা আমি নিজ তেজঃপ্রভাবে অন্য বিধাতা সৃষ্টি করিব ; তিনিই আমার আদেশে সৰ্ব্বনা সৃষ্টি করিবেন । ৪৬

প্রভো ! আমি এই বিধাতাকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করত এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজন করিব ; হে চতুর্ভুজ ! এ কার্য করিতে আমাকে ব্যর্থ করিও না । ৪৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,— চতুর্ভুজ,— নিরশের এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন মুখে ঈশ্বর হাস্য করত পুনর্বার বলিলেন,— এ কাজ করিও না । ৪৮

প্রতিজ্ঞাপূরণং কর্ত্ব্যং যোগ্যমাশ্রয়ি নো ভবেৎ ।
 ইত্থাবাচ্যক্ৰিয়দনমীশ্বরস্য যিজ্যোস্তম্যঃ ॥ ৪৮
 ততঃ পুনঃ শত্বরূঢ়ে কথমাশ্রা বিধির্মম ।
 লক্ষ্যতে ভিন্ন এবায়ং প্রত্যক্ষণাগ্রতঃ স্থিতঃ ।
 অথ প্রহৃত ভগবান্ মুনীনাম্ পুরতন্তদা ।
 ইদমুচে মহাদেবং তোমহন্ পরমেশ্বরঃ ॥ ৫০

শ্রীভগবানুবাচ—

ন ব্রহ্মা ভবতো ভিন্নো ন শত্বরঙ্গগন্তধা ।
 ন চাহং শুব্রহ্মোভিন্নোহভিন্নত্বং সঙ্গাতনম্ ॥ ৫১
 প্রধানশ্রাপ্রধানস্ত ভাস্তাভাগবরূপিণঃ ।
 জ্যোতির্মহত ভাগো মে শুব্রাহ্মেকোহহমংশকঃ ॥ ৫২
 কত্বং কোহহং কো ব্রহ্মা যমৈব পরমাশ্রয়নঃ ।
 অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ৫৩
 চিন্তয়মাশ্রয়মাশ্রয়নং সংস্রবং কুরু চাশ্রয়ি ।
 একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠ-শত্বনাং হৃদগতং কুরু ॥ ৫৪
 শিরোগ্রীবাদিভেদেন বৈধকৈশ্চৈব বশ্মিণঃ ।
 অঙ্গানি মে তথৈকস্য ভাগত্রয়মিদং হর ॥ ৫৫
 যজ্ঞজ্যোতিরগ্ন্যাং স্বপ্নরূপকাশং
 কুণ্ডলমব্যাক্তমনস্তরূপম্ ।
 নিত্যঞ্চ দীর্ঘাদি বিশেষণানৈশ্চ-
 হীনং পরং তচ্চ বস্তুং ন ভিন্নাঃ ॥ ৫৬

হে যিজ্যোস্তমশ্রয় ! তিনি ইশ্বরকে বলিলেন ; নিজের উপর ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা উচিত হয় না । ৪৮

অনন্তর, শত্ব পুনরায় বলিলেন ; বিধাতা আমার আশ্রা কিরূপে ? এই অগ্রবর্তী বিধাতা প্রত্যক্ষতাই ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে । ৪৯

তখন ভগবান্ পরমেশ্বর—মহাদেবের সন্তোষ সাধন করত মুনীগণসম্মুখে হাস্ত করিয়া বলিলেন ; ব্রহ্মা তোমা হইতে ভিন্ন নহেন ; তুমি ব্রহ্মা হইতে বিভিন্ন নহ ; আমিও তোমাদিগের উভয় হইতে ভিন্ন নহি ; আমাদিগের আশ্রা চিরদিন অভিন্ন । ৫০-৫১

প্রধান অপ্রধান, অংশ অমংশ ও সাকার জ্যোতির্ময় (নিরাকার) স্বরূপে অবস্থিত আমারই দুই-ভাগ তোমরা দুইজন ; আর আমি এক ভাগ । ৫২

তুমিই বা কে ? আমিই বা কে ? আর ব্রহ্মাই বা কে ?—পরমাশ্রয়রূপী আমারই এই বিভিন্ন তিন অংশ, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ । ৫৩

তুমি আপন মনে আশ্চর্য্যিতা কর,—মনে কর অগ্নয়ত্তম আশ্রার উপর প্রতিষ্ঠিত ; আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নভাব হৃদয়ে গাঢ়-প্রবিষ্ট কর । ৫৪

হে হর । যেমন এক ব্যক্তিরই মস্তক ও গ্রীবাদি ভেদে অনেক অঙ্গ ; সেই রূপ আমারও তিন অংশ । ৫৫

সেই যে আশ্রয়রূপকাশ, কুণ্ডল, অব্যাক্ত, অনন্ত, নিত্য, দীর্ঘত্বাদি বিশেষণ-বর্জিত পরাংপর পরমজ্যোতি—তাহাই আমরা,—ভিন্ন নহি । ৫৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচন্তস্ত মহাদেবেণ বিমোহিতঃ ।
 জ্ঞানন্ স চাপ্যভিন্নতঃ সমিস্মৃত্যশ্চিহ্ননাৎ ॥ ৫৭
 পুনঃ পপ্রচ্ছ গোবিন্দম্ননন্ততঃ ত্রিভৈষিলায় ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুভায়কাম্যৈকত্বং চ বিশেষকম্ ॥ ৫৮
 ততো নারায়ণঃ পৃষ্ঠঃ কথয়ামাস শব্দবে ।
 অনন্ততঃ ত্রিদেবানামেকত্বঞ্চ ব্যদর্শয়ৎ ॥ ৫৯
 অতঃ ততো বিষ্ণুদ্ব্যাজকোশা-দমনন্তা বিষ্ণুবিদীশভদ্রে ।
 দৃষ্টৌ স্বরূপঞ্চ জ্ঞানান নৈনং, বিধিং যুড়ঃ পুষ্পমধুপ্রকাশম্ ॥ ৬০
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রবয় উচুঃ—

অনন্ততঃ ত্রিদেবানাম্ স্বরূপাদি জনাৰ্দ্ধনঃ ।
 শব্দবে তদ্বচনং শ্রোতুমিচ্ছাম্যে শিষ্যসত্তম ॥ ১
 একত্বং দর্শয়ামাস কথং বা গুরুভক্ষকঃ ।
 তং সমাচক্ষ, বিশ্রেন্দ্র পরং কোতুহলং হি নঃ ॥ ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহাদেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া বিমোহিত হইলেন ; তিনি এই অভিন্নতা অবগত থাকিলেও অসুচিভাষ তাহা বিস্মৃত হওয়ার্তে বিভিন্নরূপে প্রতীহমান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নতা এবং একরূপ দেবত্বের বিশেষণভেদের কথা গোবিন্দকে পুনরাব জিজ্ঞাসা করিলেন । ৫৭-৫৮

অনন্তর, নারায়ণ শিব-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবত্বের অভিন্নতা-কীৰ্ত্তন ও একত্ব প্রদর্শন করিলেন । ৫৯

তখন মহাদেব, নারায়ণের মুখ-কমল-কোষ হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নরূপতা জ্ঞাপন ও স্বরূপ দর্শন করিয়া কুসুম-মধু-সন্নিভ আরক্তবর্ণ বিদ্যাতাকে আর বধ করিলেন না । ৬০

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভিন্ন

শ্রবণ বলিলেন,—হে শিষ্যপুত্রব ! জনাৰ্দ্ধন, শিবের নিকট ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের যে অভিন্নতা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি । ১

বিশ্রবর । গুরুভক্ষক কিরূপেই বা ত্রিদেবের একত্ব প্রদর্শন করিলেন, তাহা বলুন । আমাদের অত্যন্ত কোতুহল জন্মিতেছে । ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শুদ্ধং মুনয়ো গুহ্যং পরমং প্রযতং পরম্ ।
ত্রিদেবানামনন্ততং তদৈবৈকতদর্শনম্ ॥ ৩
হরেণ পূর্বো গোবিন্দস্তং সমাস্তাভ্য সাধবম্ ।
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠা অভিন্নপ্রতিপাদকম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং ভায়াময়ং সর্বমাসৌধুবনবজ্জিতম্ ।
অঃ সাতমলক্যক প্রমুগ্মিব সর্বতঃ ॥ ৫
ন দিব্যরাত্রিস্তাংনোহত্র নাকাশং ন চ কাস্তপী ।
ন জ্যোতির্ন জলং বায়ুর্নাক্তং কিঞ্চন সংস্থিতম্ ॥ ৬
একমাসীং পরং ব্রহ্ম সূক্ষ্মং নিত্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
অব্যক্তং জ্ঞানরূপেণ দ্বৈতহীনবিশেষণম্ ॥ ৭
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব নিত্যো যৌ সর্বসংস্থিতৌ ।
স্থিতঃ কালোহপি ভূতেশ জগৎকারণমেতদকম্ ॥ ৮
যদেকং পরমব্রহ্ম তৎস্বরূপাপরং হর ।
রূপত্রয়মিদং নিত্যং তদৈব জগতঃ পতেঃ ॥ ৯
কালো নামাপরং রূপমনাম্যং তত্ত্বং কারণম্ ।
সর্বেষামেষ ভূতানামবচ্ছেদেন সঙ্গতঃ ॥ ১০
স্বতন্ত্রং স্বপ্রকাশেন ভাবরূপং প্রকাশতে ।
পূরা সৃষ্টার্থমতুলং কোভবন্ প্রকৃতিং বসম্ ॥ ১১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দেবজন্মের অভেদ প্রতিপাদন ও একত্ব প্রদর্শন-বিবরণ পরমপবিত্র, পরম গোপনীয়,—মুনিমণ্ডলী তাহা শ্রবণ করুন । ৩

হে মুনিবরগণ । গোবিন্দ, শিবকর্তৃক দ্বিস্রাসিত হইয়া সাধবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক দেবজন্মের অভেদ কীর্তন করিতে লাগিলেন । ৪

পূর্বের জগৎ ছিল না, এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই, প্রমুগ্মের স্থায় ভয়োত্তপের স্তূর্ণক অবরূপে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল । ৫

তখন দিবা-রাত্রি ছিল না ; পৃথিবী ছিল না ; জ্যোতিঃ ছিল না ; আকাশ ছিল না ; জল ছিল না ; বায়ু ছিল না ; অধিক কি অল্প কিছুই ছিল না । ৬

ধাকিবার মধ্যে—সূক্ষ্ম নিত্য অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত, অবিশেষণ, অদ্বয় জ্ঞানময়, এক পরম ব্রহ্ম ছিলেন । ৭

হে ভূতনাথ । আর ছিলেন—সর্বগত সনাতন প্রকৃতি-পুরুষ ও জগৎকারণ অগত কাল । ৮

হে মহেশ্বর । সেই যে এক পরম ব্রহ্ম, আয়াদিগের এই রূপত্রয় তাঁহারই অর্ধাৎ তিনিই এই তিনরূপে বিস্তৃত ; সেই জগদীশ্বরেরই কাল নামে আর একট্রি নিত্যরূপ আছে ; তাহা অন্যদি অনন্ত এবং নিজের কোন না কোন অংশবিশেষে জনকতা-সম্বন্ধ-সত্তা প্রযুক্ত সর্বভূতেরই কারণ অর্থাৎ বস্তুজন সৃষ্টাদি-কালের অংশ ; যে বস্তু জন বা সৃষ্টাদিতে সে বস্তুর উৎপত্তি, সেই সত্তাদি সেই বস্তুর কারণ ; এইরূপে কালের অংশ কারণ হই বলিয়া অংশী অবশ্যকালও কারণ-পদ-বাচ্য । ৯-১০

সংস্কারাজ্ঞ প্রকৃভৌ মহত্ত্বমজ্ঞায়ত ।
 মহত্ত্বাভিতঃ পশ্চাদহকারুদ্রিষ্যতবৎ ॥ ১২
 অহকারে তু সজ্জাতে শব্দতন্মাত্রতত্ত্বতঃ ।
 আকাশমসৃজধিস্থুরনন্তং যুতিবজ্জিতম্ ॥ ১৩
 তত্তত্ত্ব রসতন্মাত্রাদপঃ সৃষ্টৌ মহেশ্বরঃ ।
 নিরাধারঃ স্বয়ং মত্রে তাত্ত্বনা নিজমায়য়া ॥ ১৪
 ততঃপ্রিণমসামোন সংস্থিতাং প্রকৃতিং প্রভুঃ ।
 পুনঃ সঙ্কোচ্যামাস সৃষ্টার্থং পরমেশ্বরঃ ॥ ১৫
 ততঃ সা প্রকৃতিস্তাসু বীজং ত্রিগুণভানবৎ ।
 অঙ্গং সংসর্জয়ামাস জগদ্বীজং নিরাকুলম্ ॥ ১৬
 তদ্বি বৃক্ষং ক্রমেনৈব হৈমমন্তমভূনুহৎ ।
 অত্রোহাগঃ সমস্তান্তা গর্ভে এব তদন্তকম্ ॥ ১৭
 অঙ্গং স্থিতাসু হৈমাগুগর্ভে বিস্তুস্তমন্তকম্ ।
 তস্মৈব যাতুয়া মত্রে ব্রহ্মাত্মমন্তলং পুনঃ ॥ ১৮
 ব্যাধিণা বহিস্তিষ্ঠৈব বায়ুতির্নন্তমা তথা ।
 বহিস্তদন্তকং হরং সর্বপার্শ্বে সমন্ততঃ ॥ ১৯
 সপ্তসাগরমানেন তথা নদ্যাঃ সিন্ধুভিঃ ।
 ব্রহ্মাত্মাত্মন্তরে তৌহৎ তদন্তস্তু বহির্গতম্ ॥ ২০

অনন্তর স্বয়ং ব্রহ্ম, সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করিয়া
 প্রকাশক শক্তিবলে নিকৃণম জাগর রূপে প্রকাশিত হন । ১২

প্রকৃতি সংস্কৃত হইলে মহত্ত্ব উৎপন্ন হইল, পশ্চাৎ মহত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ
 (সাত্ত্বিক রাসিক ভামসিক) অহকারের উৎপত্তি । ১২

অহকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ; সর্বব্যাপক পরমেশ্বর শব্দতন্মাত্র হইতে সৃষ্টি-
 হীন আকাশ সৃষ্টি করেন । ১৩

হে মহেশ্বর ! অনন্তর তিনি রসতন্মাত্র হইতে জল সৃজন করিলেন, নিরাধার
 সেই জলরাশিকে নিজ যাত্নাবলে স্বয়ং ধারণ করিলেন । ১৪

অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর, সমস্তাবাগর গুণত্রয়-স্বরূপে অবস্থিত প্রকৃতিকে
 সৃষ্টির জন্ত বিক্ষোভিত করিলেন । ১৫

অনন্তর প্রকৃতি, সেই কারণ-জলে ত্রিগুণময় জগদ্বীজ অব্যগ্রভাবে স্থাপিত
 করিলেন । ১৬

সেই বীজ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সুবিশাল সুবর্ণময় অঙ্গাকারে পরিণত
 হইল । অনন্তর, সেই অণু, বিশাল জলরাশিকে নিজ গর্ভমধ্যস্থ করিল । ১৭

জলরাশি সেই স্বর্ণময় অঙ্গের গর্ভে অবস্থিত হইলে পরমেশ্বর, সেই
 জলধারণী যাত্নাবলেই সমুদয় ব্রহ্মাত্মমন্তলকে ধারণ করিলেন । ১৮

সেই অণুর বাহিরের সকল ভাগই জল, বহি, বায়ু এবং আকাশ দ্বারা
 ক্রমে ক্রমে আবৃত । ১৯

জলরাশি—নগসমুদ্র, নদী, সরোবর এবং বীর্ষিকাদি পরিমাণেই ব্রহ্মাত্মের
 অত্যন্তরে অবস্থিত ; অণু জল ব্রহ্মাত্মের বাহিরে ছিল । ২০

তদন্তঃ পরমেশ্বরো বিমুক্তঃ সর্বকণ্ঠকৃৎ ।
 দৈবং বর্ষমুহির্দৈব এবিভেদে তদন্তকম্ ॥ ২১
 তস্মাৎ সমস্তবশ্মকরূপমোহিনিন্ মহেশ্বর ।
 অত্রাণুঃ পর্বতা জাতা সমুদ্রাঃ সপ্ত ভক্ষণাৎ ॥ ২২
 তস্মাৎ গচ্ছত্স্রাজা পৃথিবী সমজানত ।
 ইন্দ্রবেণ প্রকৃত্যা চ যোজিতা ত্রিগুণাখিক্য ॥ ২৩
 প্রাগেব পর্বতাখিক্যঃ সমুৎপন্ন্য বসুধরা ।
 ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসংযোগাদ্ভূতা ভূত্যা তু স্য তদন্তম্ ॥ ২৪
 তদ্যামেব স্থিতো ব্রহ্মা সর্বলোকগুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫
 যদা ব্রহ্মাণ্ডমথাহো ব্রহ্মা ব্যক্তো ন চাতবৎ ।
 তদৈব রূপতস্মাভ্যন্তরঃ সমাগজানত ॥ ২৬
 বায়ুস্ত স্পর্শতস্মাভ্যং প্রকৃত্যা বিনিয়োজিতাৎ ।
 বভূব সর্বভূতানাং প্রাপকৃতঃ সমস্ততঃ ॥ ২৭
 অস্তিত্তেজোভিত্ততুগৈর্বাভুতির্ভূতস্য তথা ।
 অন্তর্কহিস্তদন্তম্ ব্যাপ্তমন্তস্ত্ পর্জয়ম্ ॥ ২৮
 ততো ব্রহ্মশরীরস্ত ত্রিণা চক্রে মহেশ্বরঃ ।
 প্রধানেন্দ্রাবিশাঙ্কস্তো ত্রিগুণত্রিগুণীকৃতম্ ॥ ২৯
 তদুর্দ্ধভাগঃ সঙ্ঘাতস্ততুর্ভুক্ত চতুর্ভুক্তম্ ।
 শস্যকেশরমৌরাস-কাষো ব্রাহ্মণো মহেশ্বর ॥ ৩০

স্বয়ং পরমেশ্বর, ব্রহ্মা-রূপে এই অণু মধ্যে এক দৈব-বর্ষ বাস করিয়া সেই অণু ভেদ করিলেন । ২১

হে মহেশ্বর ! তৎপরে হাতাতে অত্রাণুরূপ সুমেক ও অত্রাণু পর্বত সকলের অভ্যন্তরস্থ জলরাশি হইতে সপ্তসমুদ্র উৎপন্ন হইল । ২২

সেই সপ্তসমুদ্রमध्ये ত্রিগুণময়ী পৃথিবী—ইন্দ্র প্রকৃতির নিয়োজিত গচ্ছ-তস্মাত্ হইতে উৎপন্ন হইল । ২৩

পর্বতাদি উৎপত্তির পূর্বে পৃথিবী উৎপত্তি হয় । ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের বিচিত্র-সংযোগে পৃথিবী অভ্যন্ত কঠিনাকৃতি । ২৪

সর্বলোকগুরু ব্রহ্মা সেই পৃথিবীতে অবস্থিত । ২৫

যখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মা ব্যক্ত হন নাই—তখন, রূপতস্মাত্ হইতে তেজ উৎপন্ন হয় । ২৬

সর্বভূতের জীবন সর্বত্রগ পবন, প্রকৃতির নিয়োজিত স্পর্শতস্মাত্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ২৭

সেই অণুর ভিতর বাহিরে অতুলনীর জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশদ্বারা ব্যাপ্ত ছিল । আর সকল বস্তুই কেবল অণুপার্শ্বে ছিল । ২৮

হে মহেশ্বর ! অনন্তর ব্রহ্মা প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণময় নিজ শরীরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন ; হে শক্তো ! এই বিভক্ত শরীরত্রয় ত্রিগুণময় হইল । ২৯

হে মহেশ্বর ! সেই অণু শরীরের উর্দ্ধভাগ চতুর্ভুক্ত চতুর্ভুক্ত কমল-কেশর-সম্বিত আনন্দবর্ণ বিরিকিশরীয়ে পরিণত হইল । ৩০

তদ্ব্যভাভাগে নীলাক্ষ একবক্তৃ চতুর্ভুজঃ ।
 শব্দচক্রমদাপদ্যপাণিঃ কারুঃ সর্বৈকবঃ ॥ ৩১
 অন্তবক্তৃদ্ব্যভাভাগঃ পঞ্চবক্তৃ চতুর্ভুজঃ ।
 ক্ষুটিকাশ্রমঃ গুরুঃ সকারশচক্রে শেখরঃ ॥ ৩২
 ইত্যন্ততো ব্রহ্মকায়ে সৃষ্টিশক্তিং যদ্ব্যোজয়ৎ ।
 পরমেশ্বাস্তবৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মরূপেণ লোকভুং ॥ ৩৩
 স্থিতিশক্তিং নিজাং মায়াং প্রকৃতাভ্যাং যদ্ব্যোজয়ৎ ।
 মহেশো বৈকবে কারে জ্ঞানশক্তিং নিজাং তথা ॥ ৩৪
 স্থিতিকর্ত্তাভবদ্বিভূত্বমেব মহেশ্বরঃ ।
 সর্বশক্তিনিয়োগেন সদা তদ্রূপতা ইম ॥
 অন্তশক্তিং তথা কারে শাস্ত্রায়ে স যদ্ব্যোজয়ৎ ॥ ৩৫
 অন্তকর্ত্তাভবদ্বিভূত্বঃ স এব পরমেশ্বরঃ ।
 তত্তত্ত্বিহু শরীরেহু পরমেশ্ব প্রকাশতে ॥ ৩৬
 জ্ঞানরূপং পরং জ্যোতি-রূপাদির্ভগবান্ প্রভুঃ ।
 সৃষ্টিস্থিতিভবদ্ব্যভাগে এব মহেশ্বরঃ ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি সংজ্ঞায়াপ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৭
 অন্তত্বজ্জ বিধাতা চ তথাইমপি ন পৃথক্ ।
 এবং শরীরং রূপঞ্চ জ্ঞানমস্মাকমন্তরম্ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রদ্ধা বচস্তস্য বিধোবিস্তৃতভেদমঃ ।
 হর্ষোৎফুল্লমুখঃ প্রোচে পুনরেব অনার্দনম্ ॥ ৩৯

তাহার যদ্ব্যভাগে একমুখ, কামবর্ণ, শব্দ-চক্র-মদা-পদ্যধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুশরীর । ৩১

আর অব্যভাভাগে পঞ্চানন চতুর্ভুজ ক্ষুটিকবৎ চক্রবর্ণ শিবদেহ হইল । ৩২

অনন্তর, অগংপালক পরমেশ্বর, ব্রহ্মার শরীরে সৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত করিয়া আপনিই ব্রহ্মরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন । ৩৩

হে মহেশ্বর ! তিনি বিষ্ণুশরীরে স্থিতি শক্তি নিজ মায়া প্রকৃতি ও নিজ জ্ঞানশক্তি নিয়োজিত করিলেন । ৩৪

হে মহেশ্বর ! এইরূপে পরমেশ্বর হররূপে স্থিতিকর্ত্তা হইলেন । আঘাতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করাতে আমি সর্বদা তৎস্বরূপে বিরাজমান । ৩৫

তখন পরমেশ্বর, পশুশরীরে প্রলয়কারিণী শক্তি নিয়োজিত করিলেন ; সেই পরমেশ্বরই শত্ভুরূপে প্রলয়কর্ত্তা হইলেন । ৩৬

অতএব পরম জ্যোতির্ময় জ্ঞানস্বরূপ সেই অনাদি প্রভু ভগবানই—এই তিন শরীরে স্বয়ং বিরাজমান । এক পরমেশ্বরই সৃষ্টিস্থিতিপ্রদ এই তিন কার্য করাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৩৭

অতএব তুমি, আমি এবং বিধাতা আমরা বস্তুর পৃথক্ নহি । পূর্বোক্ত-রূপেই আমাদের শরীর, রূপ ও জ্ঞান বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে । ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বহাদেব, অমিতভেদ্য বিষ্ণু এই কথা শুনিয়া হর্ষ-প্রফুল্ল-মুখে পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন । ৩৯

ঈশ্বর উবাচ—

এক এব মহেশ্বর জ্যোতীকরণে নিবন্ধনঃ ।
কা বা বারাহ কঃ কালঃ কা বা প্রকৃতিরূপে ॥ ৪০
কে পুংসত্ত্বো ভিন্না ভিন্নাক্ষে কক্ষকতা ।
তন্মে বদস্ব গোবিন্দ তৎপ্রভাবং যথাশ্রুতম্ ॥ ৪১

ঐতগবানুবাচ—

স্বমেব পশ্যসি সদা ধ্যানহঃ পরমেশ্বরম্ ।
আখ্যাত্যখরুপং ভজ্যাতীকরণং সনকরম্ ॥ ৪২
স্বাক্ষর প্রকৃতিং কালং পুরুষক স্বয়ং বিভো ।
জ্ঞাতা ত্বং ধ্যানযোগেন তন্মাত্মানপরো ভব ॥ ৪৩
সাম্রাট মোহিতো যস্যপিধুনা তস্যদীপরা ।
ভতো বিশ্বত্যা পরমং জ্যোতির্হি বনিতারতঃ ॥ ৪৪
অধুনা কোপহুস্ত্বং বিশ্বত্যাঙ্গানমাখ্যনি ।
স্বাং পুঙ্খসি প্রকৃত্যানিরূপানি প্রমথামিহ ॥ ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তত্র মহাদেবঃ প্রভা বাক্যং সুনিশ্চিতম্ ।
মুনীনাং পশ্যতাং যোগবৃত্তো ধ্যানপরোহিতবৎ ॥ ৪৬
আসাদি বন্ধং পর্যাক্ষং নির্নিয়মিতলোচনঃ ।
আঙ্গানকিতচামাস তদাঙ্গনি মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭
পরং চিত্তরতত্ত্বং পরীরং বিভবো গুহম্ ।
ভেদোভিকল্পলং ব্রহ্মং ন শেকুর্মুনয়ন্তরা ॥ ৪৮

ঈশ্বর বলিলেন,—জ্যোতির্ময়, নির্লেপ, পরমেশ্বর যদি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় হইলেন, তাহা হইলে আমার স্বাধা কে ? কাল কে ? প্রকৃতি কে ? ৪০
পুরুষই (জীবাত্মা) বা কাহারো ? ইহার কি পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ ?
—যদি পৃথক্ হন তাহা হইলে, পরমেশ্বর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় হইলেন কিরূপে ?
হে গোবিন্দ ! তৎসমস্ত এবং পরমেশ্বরের প্রভাব যথাযথরূপে আমার নিকট
কীৰ্ত্তন কর । ৪১

ঐতগবান্ বলিলেন,—তুমিই ধ্যানহু হইয়া জ্যোতির্ময় নিত্য অক্ষর আখররূপ
পরমেশ্বরকে আখ্যাত্তে অবলোকন করিবা থাক । ৪২

প্রভো । তুমিই স্বয়ং ধ্যানযোগে মাত্মা, প্রকৃতি, কাল ও পুরুষ (জীবাত্মা)
সমূহ অবগত হইয়া থাক, অতএব তুমি ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হও । ৪৩

এখন তুমি আমার স্বাধার মোহিত হওয়াতে, সেই পরম-জ্যোতিঃ বিশ্বত
হইয়া বনিতা-বৃত্ত হইয়াছ । ৪৪

হে প্রমথনাথ । এখন আমার তুমি বোঝাবেনে আপনি আপনার জ্ঞানিয়া
আমাকে প্রকৃতি প্রকৃতির স্বরূপ বিজ্ঞাসা করিতেছ । ৪৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব, তাঁহার সুনিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া
মুনিপশসবকে যোগাবলম্বনপূর্বক ধ্যানহু হইলেন । ৪৬

মহেশ্বর, বন্ধপর্যাক্ষগনে ব্রহ্মিত নয়নে আখ্যাত্তে আখ-চিত্তা করিতে
লাগিলেন । ৪৭

তৎক্ষণাচ্ছানযুক্তশ্চ শব্দঃ স বিষ্ণুমায়ায়া ।
 পরিত্যক্তোহতি বিবর্তো তপস্তেজোভিক্রমলম্ । ৪৯
 যে যে পশ্যন্তদা তদ্ব্যং দেবতা শব্দরাভিকে ।
 ন তেহপি বৌদ্ধিত্বং শেক্তং শব্দরং বা দিবাকরম্ । ৫০
 স্বয়মেব তদা বিষ্ণুঃ সমাধিমনসো ভূতম্ ।
 প্রবিবেশ শরীরান্তর্জ্যোতীকপেণ ধূর্জটোঃ । ৫১
 এবিভক্তস্য জঠরে যথা সৃষ্টিক্রমঃ পুরা ।
 তথৈব দর্শয়ামাস স্বয়ং নারায়ণোহিব্যয়ঃ । ৫২
 ন স্কুলং ন চ সূক্ষ্মকং ন বিশেষণগোচরম্ ।
 নিত্যানন্দং নিরানন্দমেকং শুদ্ধমতীন্দ্রিয়ম্ । ৫৩
 অদৃশ্যং সর্বত্রয়োহং নিত্বাং পরমং পদম্ ।
 পরমাচ্ছানমানন্দং অগৎকারণকারণম্ । ৫৪
 প্রথমং দদৃশে শঙ্খচাক্ষানং তৎস্বরূপিণম্ ।
 তত্র এবিষ্টমনসী বহির্জ্ঞানবিসম্ব্রিতঃ । ৫৫
 তদৈক্যং রূপং প্রকৃতিং সৃষ্ট্যর্থৈ তিন্নতাং গতান্ ।
 দদর্শ তস্মৈবাত্মানে পৃথগ্ভূতামিষ্টৈবিকিকাম্ । ৫৬
 পুরুষাংশ্চ দদর্শাসৌ যথৈব বসন্তশুভতঃ ।
 অগ্নেয়িব কপাং স্কলানজস্রং দিক্সসন্তমাঃ । ৫৭

এইরূপে পরব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শুভ্র শরীর, অদ্বুতভেদঃ—সমুজ্জ্বল হইয়া অতিশয় দীপ্তি পাইল । তখন মুনিপুত্র সেই শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না । ৪৮

শব্দ বায়নযুক্ত হইলে, বিষ্ণুমায়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন । তখন ধূর্জট উপস্তেজঃসমুজ্জ্বল হইয়া অত্যন্ত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । ৪৯

যে সকল প্রাথমিক, সেবা করিবার অশ্রু শিবসমীপে অবস্থিত ছিল, তাহারা “ইনি শব্দর কি সূর্য্য” ইহা বিচার করিয়া স্থির করিতে পারিল না । ৫০

তখন স্বয়ং বিষ্ণুই পাদসমাধিমগ্নচিত্ত ধূর্জটের শরীরাত্মকরে জ্যোতীরূপে প্রবেশ করিলেন । ৫১

অব্যয় নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার জঠরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত সৃষ্টিক্রম প্রদর্শন করিলেন । ৫২

শব্দ—প্রথমেই স্কুল-সূক্ষ্ম-ভাব-বর্জিত বিশেষণহীন নিত্যানন্দময় অখণ্ড আনন্দমূল্য অস্থিতীয় অতীন্দ্রিয় নির্গুন । ৫৩

সকলের অদৃশ্য অখণ্ড সর্বত্রয়ো অপভের মূলকারণ আনন্দময় পরমবস্তুর পরমাচ্ছাকে এবং আচ্ছাকেও তৎস্বরূপে দর্শন করিলেন । ৫৪

বাহ্যজ্ঞানমূল্য মহেশ্বর, তদাত্যন্তে দেখিলেন,—প্রকৃতি তাঁহারই স্বরূপ, কেবল সৃষ্টির অশ্রু তিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৫৫

দেখিলেন ;—প্রকৃতি এক,—পরমেশ্বরের সমীপে বিভিন্নবৎ রহিয়াছেন । আর দেখিলেন, প্রকৃতি-নিরক্ত পুরুষ সমূহ ; ইহারাও প্রকৃতির দ্বারা কেবল সৃষ্টির জন্যই তিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৫৬

হে দিক্সসন্তমগণ ! যেমন অজস্র ক্ষুদ্র বহুবিস্তৃত পাবকের অংশ, সেইরূপ এই পুরুষসমূহও পরমেশ্বরের অংশ । ৫৭

তদেব কালরূপেনাত্যাস্তে চ মুহূৰ্ণুহঃ ।
 সৃষ্টিস্থিতান্তহোগানামবচ্ছেদেন কারণম্ ॥ ৫৮
 প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালোহপি চ মুহূৰ্ণুহঃ ।
 অভিন্নান্ ভাবমানাংস্ত সর্গার্থে তিস্ততাং গতান্ ॥ ৫৯
 পৃথগ্ভূতানভিন্নাংস্ত দদৃশে চেশ্বশেষরঃ ।
 একমেবাদয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাশ্চি কিল্বন ॥ ৬০
 সপ্রধানরূপেণ কালরূপেণ ভাসতে ।
 তথা পুরুষরূপেণ সংসারার্ঘং প্রবর্ততে ॥ ৬১
 ভোগার্ঘং প্রাণিনাং শরচ্ছরীরে চ প্রবর্ততে ।
 নৈব বায়া বা প্রকৃতিঃ সা মোহয়তি শঙ্করম্ ॥ ৬২
 হরিঃ তথা বিরিক্তিক তথৈবান্তত্ববৃদ্ধবান্ ।
 যাত্নায়া প্রকৃতির্জাতা ব্রহ্মং সম্যোহয়ত্যপি ॥ ৬৩
 সা স্ত্রীকূপেণ চ সঙ্গা লক্ষ্মীভূতা হরেঃ প্রিয়া ।
 সা সাবিত্রী রতিঃ সন্ধ্যা না সত্যী নৈব বীরিনী ॥ ৬৪
 বুদ্ধিরূপা স্বয়ং দেবী চণ্ডিকতি চ শীরতে ।
 ইতি স্বয়ং দদর্শান্ত ধ্যানমার্গগতো হরঃ ॥ ৬৫
 মহাদানিপ্রভেদেন তথা সৃষ্টিকৃতং ব্রহ্ম ।
 দর্শয়িত্বা হরিঃ কালং প্রকৃতিং পুরুষাংস্তথা ।
 তথাস্তদ্বর্ণয়ামাস তচ্ছরীরং বিজ্যোস্তমাঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ছান্দোগ্যোপনিষৎ ॥ ১২

সেই পরম জ্যোতিই নিরন্তর কালরূপে প্রকাশ পাইতেছেন । এই কালেরই
 আংশ-বিশেষ—সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ । ৫৮

চত্রশেষর দেখিলেন ;—প্রকৃতি, পুরুষ, কাল সকলই পরস্পরের হইতে
 অভিন্ন ; তবে সৃষ্টির জন্ত তিস্ততা প্রাপ্ত হইয়াছেন এইমাত্র । ৫৯

আবার পৃথগ্ভূত সেই সকল বস্তুকে অভিন্ন দেখিলেন । তখন দেখিলেন :
 “একমেবাদয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাশ্চি কিল্বন”, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তিস্ত ইহ
 জগতে দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই । ৬০

নিব দেখিলেন ; সেই ব্রহ্মই প্রকৃতি ও কালরূপে প্রকাশ পান ; তিনিই
 পুরুষরূপে সংসারে প্রবৃত্ত হন । ৬১

ভোগ করিবার জন্ত প্রাণিগণের শরীরে অধিষ্ঠান করেন । শঙ্কর দেখিলেন,
 —সেই প্রকৃতিই যাত্নারূপে হরি হর বিরিক্তিক এবং অন্যান্য প্রাণিসকলকে
 মোহিত করেন । যাত্নানায়ী প্রকৃতিই স্ত্রীরূপে প্রাণিদগ্ধকে সন্তত সম্যোহিত
 করেন । ৬২-৬৩

তিনিই হরি-প্রিয়া লক্ষ্মী ; তিনি সাবিত্রী ; রতি, সন্ধ্যা ; তিনিই সত্যী ;
 তিনিই সত্যী-জননী বীরিনী । ৬৪

সেই স্বয়ং প্রকৃতি বুদ্ধিরূপিণী ; তাঁহাকেই লোকে চণ্ডিকাদেবী বলিয়া
 থাকে । স্বয়ং মহেশ্বর ধ্যানমার্গ-বৃত্ত হইয়া অবিলম্বে এই সমস্ত দর্শন
 করিলেন । ৬৫

হে বিজ্যোস্তমগণ ! স্বয়ং সাবায়ণ, মহেশ্বরকে মহাদানিভেদে সৃষ্টি-পরিণামি,

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততোঃ ত্র্যাক্ষসংস্থানং দর্শয়ামাস নন্দবে ।
বহুবে ভোমরাশিহুং ত্র্যাক্ষক যথা পূরা ॥ ১
তদ্ব্যধো পদ্মগভীতং ত্র্যক্ষানক জগৎপতিম্ ।
জ্যোতীকণং প্রকাশার্ঘ্যং সূর্য্যার্থক পৃথগ্গতম্ ॥ ২
শরীরিণক দদৃশে ত্র্যাক্ষাভাগতং মুহুঃ ।
চতুর্ভুজং প্রকাশন্তং জ্যোতির্ভিঃ কমলাসনম্ ॥ ৩
তদৈব চ ত্রিধাভূতং বশুর্বাঙ্গকান্দদর্শনম্ ।
উর্দ্ধমধ্যান্তভাগৈশ্চ ত্র্যক্ষবিষ্ণুনিবাক্ষকম্ ॥ ৪
যথোর্দ্ধভাগো বশুশ্চো ত্র্যক্ষভুজগমভুজা ।
মধ্যং যথাবিষ্ণুভূতং দদর্শান্তস্ত নভুভাম্ ॥ ৫
একমেব শরীরন্ত ত্রিধাভূতং মুহূর্ষুহুঃ ॥ ৬
হরো দদর্শ যে গর্ভে তথা সর্দ্বমিতং জগৎ ।
কদাচিত্তৈক্ষ্যবং কাস্যং ত্র্যক্ষে কাসে লব্ধং ত্রৈলোক্যং ॥ ৭

কাল, প্রকৃতি ও পুরুষবৃন্দ প্রদর্শন করিয়া আর আর যাহা দেখাইলেন, তাহা
অবশ্য কর ॥ ৬৬

ষাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্থানযোগে মহাদেবের বিশ্বদর্শন

অনন্তর, নারায়ণ মহেশ্বরকে ত্র্যাক্ষসংস্থান দেখাইলেন ;—জলরাশিস্থিত
ত্র্যাক্ষ সৃষ্টি-সময়ের কায় বুদ্ধি পাঠতে লাগিল ॥ ১

মহেশ্বর, সেই ত্র্যাক্ষমধ্যে প্রকাশকারী কমলোদরসমিষ্ট আবৃত্ত-বর্ণ
জ্যোতির্গুণ জগৎপতি ত্র্যাক্ষকে দেখিলেন ॥ ২

আবার সৃষ্টির অন্ত পৃথগ্ভূত শরীরী জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল কমলাসন চতুর্ভুজ
ত্র্যাক্ষকে ত্র্যাক্ষমধ্যে মুহূর্ষুহুঃ দেখিলেন ॥ ৩

মহাদেব দেখিলেন ;—সেই ত্র্যক্ষমূর্ত্তি সেইখানেই তিনভাগে বিভক্ত হইল ;
তাহার উর্দ্ধভাগে ত্র্যক্ষা, মধ্যভাগে বিষ্ণু ও অন্তভাগে শিব হইলেন ॥ ৪

আবার দেখিলেন, পূর্ব্বমূর্ত্তি ; আবার তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইল ;
উর্দ্ধভাগ ত্র্যাক্ষাকারে, মধ্যভাগ নারায়ণাকারে ও শেষভাগ শিবাকারে পরিণত
হইল ॥ ৫

এইরূপ সেই শরীর বারংবার ত্রিধা-বিভক্ত হইতে লাগিল—দেখিলেন ॥ ৬

মহেশ্বর, এই সম্পূর্ণ জগন্নাথকে স্বীয় গর্ভে অবলোকন করিলেন । তিনি
দেখিতে লাগিলেন ;—কখন বিষ্ণুদেহ ত্র্যক্ষদেহে জীন হইল ॥ ৭

ବ୍ରାହ୍ମଂ ତଥା ବୈଶ୍ଣବେ ଚ ଶାକ୍ତବେ ବୈଶ୍ଣବଂ ତଥା ।
 ଶାକ୍ତବଂ ବୈଶ୍ଣବେ କାରେ ବ୍ରାହ୍ମଂ ବାପ୍ୟଥ ଶାକ୍ତବେ । ୮
 ମହତ୍ତଂ ଜୀନତାଂ ଶତ୍ପୁରୁଷକତାକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଃ ।
 ମମର୍ଷ ବାସଦେବୋହିନି ତିର୍ୟକୀପ୍ୟପୃଥମ୍ମତମ୍ । ୯
 ପରମାତ୍ମାନି ମହତ୍ତଂ ଜୀନତାଂ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ବୁଃ ବରମ୍ । ୧୦
 ତନ୍ମଧ୍ୟେ ପୃଥିବୀଂ ଶତ୍ପୁରୁଷମର୍ଷ ବିତତ୍ତାଂ ଭଜେ ।
 ମହାମର୍ଷତମସ୍ତ୍ରାତୈବିରଜଂ ହନିତାଗ୍ରତଃ ।
 ପୁନର୍ମର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଣଂ କୁର୍ବତଃ ସ୍ୱର୍ଗମାନିତଃ ।
 ଆତ୍ମାନକ ପୃଥମ୍ଭୂତଂ ବିଷ୍ଣୁକ ମୁକୁତାମନମ୍ । ୧୧
 ମହଂ ପ୍ରଜାପତିଃ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥୈବ ଚ ନିଜାନ୍ ମନାନ୍ ।
 ଯରୀଚ୍ୟାଦୀନ୍ ମମ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକାନ୍ ତଥା ମତୀମ୍ । ୧୨
 ମହ୍ୟାଂ ଋତିକ କଳ୍ପର୍ପଂ ଶୁକ୍ରାବଂ ସବସତ୍ତକମ୍ ।
 ହାବାନ୍ ଭାବାଂତଥା ଯାଗାନ୍ ଶ୍ୱଧୀନ୍ ଦେବାନ୍ ଯକ୍ଷମଗନାନ୍ । ୧୩
 ଯେବାଂଚ ଚକ୍ରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକ ବୁଦ୍ଧାନ୍ ଯଜ୍ଞୀଶୁମାନି ଚ ।
 ମିଥ୍ୱାନ୍ ବିଦ୍ୟାଧରାନ୍ ଯକ୍ଷାନ୍ ଯାକ୍ଷମାନ୍ କିରୀଟାଂତଥା । ୧୪
 ଯାନ୍ୟାଂଚ ଡୁଞ୍ଚକାଂଚ ଗ୍ରାହାନ୍ୟାଂଚ କଚ୍ଛପାନ୍ ।
 ଉଦ୍ଧାନିର୍ଧାତକେତୁଂଚ କୃଷିକୀଟପତ୍ରକାନ୍ । ୧୫
 କାକ୍ଷିକମର୍ଷ ବନିତାଂ ହନ୍ତ୍ରତାବଂ ପ୍ରକୂର୍ବତମ୍ ।
 ଉତ୍ପନ୍ନସୁତମସ୍ତକା ବିମହତ୍ତକ କଳନ । ୧୬

କখন ବ୍ରହ୍ମଦେହ ବିଷ୍ଣୁଦେହେ ଲୟ ପାଇଲ ; କখন ଶତ୍ରୁଦେହ ବିଷ୍ଣୁଦେହେ ଯିଆଇଲା
 ମେଲ ; କখন ବିଷ୍ଣୁଦେହ ଶତ୍ରୁଦେହେ ଯିଲେନ ହୁଇଲ ; କখন ବା ଶତ୍ରୁଦେହ ବ୍ରହ୍ମଦେହେ
 ଯିଆଇଲ । ୮

ଏହିରୂପ ବାବଦାର ପରମ୍ପରାରେ ଦେହେ ଲୟ ପାଇତେ ଲାଗିଲ ଏବଂ ତିନଜନେଇ
 ଏକୀଭୂତ ହୁଇତେ ଲାଗିଲେନ । ବାସଦେବ ଆବାର ଦେଖିଲେନ ; ସେଇ ଅଭିନ ଦେହ
 ବିଭିନ୍ନ ହୁଇଲ । ୯

ଆବାର ସେଇ ଦେହ ପରମାତ୍ମାରେ ବିଜୀନ ହୁଇଲ । ୧୦

ଶତ୍ରୁ, ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଦେଖିଲେନ, ବୃହତ୍-ବୃହତ୍-ମର୍ଷତମସ୍ତ୍ରାରେ ବିରଜସଂବୃତା ଅନନ୍ତ
 ଜ୍ୱଳଣାଗ୍ନିନୀ ପୃଥିବୀ । ପୁନରାୟ ଦେଖିଲେନ, ସେନ ସୃଷ୍ଟିକାଳ, ବ୍ରହ୍ମା ମସତ୍ତ ମୃତି
 କରିତେଲେନ ; ଆପନି ଶିବ, ମୁକୁତାମନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ମକଳେଇ ପୃଥକ
 ହୁଇଯାଲେନ । ୧୧

ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଦେଖିଲେନ ; ମହା ପ୍ରଜାପତି, ନିଷ ପ୍ରମଥଗମ, ଯରୀଚି ପ୍ରକୃତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର
 କଷିଗମ, ବୌଦ୍ଧିକୀ ଏବଂ ମତୀ । ୧୨

ଦେଖିଲେନ, ମହ୍ୟା, ଋତି, କାମ, ଶୁକ୍ରାବ, ସସତ୍ତ, ହାବ, ଭାବ, ଯାଗାଗମ, ଷଷିଗମ,
 ସେବଗମ, ଯକ୍ଷମଗମ । ୧୩

ଦେଖିଲେନ :—ସନସଟା, ଚକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧ, ଜଜ୍ଞ, ତ୍ୱମ୍, ମିଥ୍ୱ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଯକ୍ଷ,
 ଯାକ୍ଷମ, କିରୀଟ, ଯାନ୍ୟ, ଡୁଞ୍ଚକ, ନକ୍ଷ, ଯେଷ୍ଠ, କଚ୍ଛପ । ଦେଖିଲେନ,—ଉଦ୍ଧା, ନିର୍ଧାତ,
 କୃଷକେତୁ, କୃଷି, କୀଟ, ପତ୍ର । ୧୪-୧୫

ବୃକ୍ଷଟି ଦେଖିଲେନ :—ବତ୍ତତ୍ତ୍ୱଜାତି ବାକ୍ତି ବସନ୍ତୀସହ ଯେପୁନତାବେ ପ୍ରସୂତ ; କେହ
 ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଇଯାଛ, କେହ ଉତ୍ପନ୍ନପ୍ରାୟ ; କେହ ବା ଆମନ-ସ୍ୱଭାବ । ୧୬

ইসতো রমতঃ কাঞ্চিৎ কাঞ্চিৎবিলগততথা ।
 হাবতশ্চাপরাহুর্জিহ্বা পরমেশ্বরঃ । ১৭
 দিব্যালঙ্কারসংহরা মালা চন্দনচর্চিতাঃ ।
 বীক্ষাক চক্রিরে কেচিৎকুনা ক্রীড়িতা মুহঃ । ১৮
 স্তবতঃ প্রস্তুবস্তক শঙ্কুং বিষ্ণুং তথা বিম্বি ।
 কেচিৎকুনিরে ভেন মুনয়শ্চ ভপোধনাঃ ॥ ১৯
 ভপাংসি চরতঃ কেচিৎকৌতীরে ভপোবনে ।
 স্বাধাষবেদনিরতাঃ পাঠয়ন্তঃ কেচন ॥ ২০
 ভৈব সাপরাঃ সন্ত নমো দেবসবাংসি চ ।
 ভৈব পর্বতহোঁসৌ নদৃশে শঙ্কুনা স্বয়ম্ । ২১
 মায়ালক্ষীরূপেণ হরিং সম্মোহয়ৎ পরম্ ।
 সতীরূপা তথাআনং মোহয়ন্তীতি শব্দতঃ । ২২
 সত্যা সার্জং স্বয়ং রেমে কৈলাসে মেরুপর্বতে ।
 মন্দরে দেববিপিনে শৃঙ্গাররসসেবিত্তে ॥ ২৩
 সতীমেহং তথা ভ্যক্তা কান্তা হিমবতঃ সূতা ।
 যথা প্রাণ পুনস্ত্যক্ত যথা ঠৈবাস্ত্রকো হতঃ ॥ ২৪
 কাণ্ডিকেশঃ সমুৎপন্নো যথাহংস্তারকাঙ্কয়ম্ ।
 তৎসর্কং বিস্তরাৎ সমাগ্ নদর্শ হৃষভকরঃ ॥ ২৫
 হিরণ্যকশিপুর্জহে নবসিংহরূপিণা ।
 যথা হতঃ কালানমিহিরণ্যাকো যথা হতঃ ॥ ২৬

পরমেশ্বর শঙ্কু দেখিলেন ;—কতকগুলি ব্যক্তি হাঙ্গিতেছে ; কতকগুলি ক্রীড়া
 করিতেছে ; কতকগুলি বিলাপ করিতেছে ; কতকগুলি বা দৌড়িতেছে । ১৭

মহাদেব দেখিলেন ;—কতিপয় ব্যক্তি দিব্যালঙ্কারভূষিত মালাচন্দন-চর্চিত
 হইয়া নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে । ১৮

দেখিলেন ;—কতিপয় ভপোধন মুনি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নামাদি কীর্তন
 ও তাঁহাদিগের স্তব করিতেছেন । ১৯

দেখিলেন ;—কেহ কেহ নদীতীরে ভপোবনে ভপতা করিতেছেন ; কেহ
 কেহ স্বাধাষ—বেদ অধ্যয়নে বা বেদাধ্যাপনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন । ২০

ভবন শিব, সপ্তসাপর নদী ও দেব-সরোবর সকল দেখিতে পাইলেন । আর
 তিনি আগনাকে পর্বতাক্রম দেখিলেন । ২১

আর দেখিলেন ;—মায়া লক্ষীরূপে নারায়ণকে আর সতীরূপে শঙ্করতপা
 আপনাকে অতীত মোহিত করিতেছেন । ২২

দেখিতে লাগিলেন ; তিনি যেন সতীর সহিত কৈলাস, সুমেরু ও মন্দর
 পর্বতে এবং শৃঙ্গার-রসপূর্ণ দেবোদ্যানে বিহার করিতেছেন । ২৩

হেরূপে সতী, সেই দেহভ্যাগ করিয়া হিমালয়নন্দিনী হইলেন, আপনি
 আবার তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন, হেরূপে অক্লকাসুর নিহত হইল, হেরূপে
 কাণ্ডিকেশ উৎপন্ন হইলেন এবং তিনি হেরূপে ভারকাসুরকে বধ করিলেন,
 তাঁৎকালিক ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলেনও হৃষধরজ, তৎসময়ই বিস্তারিতরূপে দেখিতে
 পাইলেন । ২৪-২৫

বিষ্ণু, নবসিংহরূপে যে প্রকারে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন, কালনেত্রি ও

বিষ্ণুনা বামুশং বৃক্ষং দানবৌষেঃ পুরা কৃতম্ ।
 যথা যে যে চ নিহত্যন্তং সর্বং দৃষ্টবান্ হরঃ । ২৭
 অগ্নঃপ্রপঞ্চান্ ব্রহ্মানীশকত্রগ্রহমানুমান্ ।
 সিদ্ধবিদ্যাধরাপীংশ্চ দৃষ্ট, দৃষ্ট, পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৮
 আখ্যানং তান্ সংহরন্তং মদৃশে নক্ষত্রীশ্বরঃ ।
 সংহারান্তে মদর্শাসৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥ ২৯
 শূন্যং সমস্তবৎ সর্বং অপাদেতচ্চরাচরম্ । ৩০
 শূন্যে জগতি সর্বান্নিন্ ব্রহ্মাবিষ্ণুশরীরমঃ ।
 জোনঃ নক্ষুশ্চ তট্টেব শরীরং প্রবিবেশ হ । ৩১
 একমেব মদর্শাসৌ বিষ্ণুমব্যক্তরূপিণম্ ।
 মাত্তং কিক্রিদ্ধদর্শাসৌ তদা বিষ্ণুযুগে হরঃ । ৩২
 অথ বিষ্ণুশ্চ মদৃশে নরত্বং পরমাখ্যানি ।
 ভাসমানং পরং তত্তে জ্যোতীরূপে সনাতনে ॥ ৩৩
 তত্তে! জ্ঞানময়ং নিত্যমানন্দং ব্রহ্মণঃ পরম্ ।
 কেবলং জ্ঞানপম্যক মদর্শাচ্ছিন্ন কিক্রন ॥ ৩৪
 একত্বক পৃথক্বক জগতঃ পরমাখ্যানি ।
 মদর্শ স্বশরীরান্তঃ সর্গস্থিত্যন্তসংযমান্ । ৩৫
 প্রকাশং পরমাখ্যানং শাস্তং নিত্যমভীষ্টিতম্ ।
 একমেবাদয়ং ব্রহ্ম মদর্শাচ্ছিন্ন কিক্রন ॥ ৩৬

হিরণ্যাক তৎকর্তৃক হেতুপে নিহত হর, তিনি পূর্বে দানবগণের সহিত হেতুপে বৃক্ষ করিয়াছিলেন, এবং হেতুপে যে যে দৈত্য বিনাশ করিয়াছিলেন, তৎকালিক ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলেও দেবাদিদেব তৎসমস্তই দেখিতে পাইলেন । ২৬-২৭

মহাদেব, ব্রহ্মা হইতে সিদ্ধ-বিদ্যাধর-মদৃশ-গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যন্ত সমস্ত অগ্নং প্রপঞ্চই পৃথক্ পৃথক্ক্রমে দেখিয়া অবশেষে দেখিলেন ; তিনি যেন তৎসমস্ত সংহার করিতেছেন । ২৮

সংহার শেষে দেখিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজনমাত্র অবস্থিত ; এই চরাচর জগৎ শূন্য । ২৯-৩০

শূন্যতার আবাসভূমি এই নিখিল জগৎতলে অবশিষ্ট তিনজনের একজন ব্রহ্মা, বিষ্ণুশরীরে লীন হইলেন ; আর একজন শিব, তিনিও বিষ্ণু শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন । ৩১

তখন ব্রহ্মদেব, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র অবাক্তরূপী বিষ্ণুকেই দেখিতে পাইলেন ; ভক্তিগ্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না । ৩২

অনন্তর দেখিলেন ;—বিষ্ণুও অত্যন্ত উদ্ভাসমান জ্যোতির্ময় নিত্যতত্ত্ব পরমাখ্যান্তে বিলীন হইলেন । ৩৩

অনন্তর দেখিলেন ;—কেবল নিত্য জ্ঞানময়, আনন্দময়, জ্ঞানপম্য অদ্বিতীয় তুরীয় ব্রহ্ম, আর কিছুই পাইলেন না । ৩৪

শঙ্ক, নিজ শরীর মধ্যেই পরমাখ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্ব ও পৃথক্ব আর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় দেখিতে পাইলেন । ৩৫

তখন শঙ্ক, স্বপ্রকাশ শাস্ত নিত্য অতাল্পিয় একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম পরমাখ্যাকেই দেখিতে পাইলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না । ৩৬

কো বা বিষ্ণুর্হরঃ কো বা ব্রহ্মা কিমিদং জগৎ ।
 ইতি ভেদো ন জগৃহে শত্ৰুনা পরমাশ্রুনা ॥ ৩৭
 এবং সম্প্রসৃত্তস্তম্ শরীরাত্যন্তরাহিঃ ।
 নিঃসসারাম্ যান্নাপি প্রবিবেশ বৃষধ্বজম্ ॥ ৩৮
 অনন্তরং পুষ্পক্ক দর্শয়িত্বা জনার্কিনঃ ।
 শস্ত্রে তচ্ছরীরাত্ বহির্ভূতস্ততো জ্ঞতম্ ॥ ৩৯
 অথ ত্যক্তসমাদেস্ত হরস্ত চলিতাশ্রমঃ ।
 সতীং যনো অঙ্গামাণ্ড মোহিতস্য চ যাবদ্বা ॥ ৪০
 ততো মুহূর্হরো বস্ত্রং দাক্ষায়ণ্য্য যনোহরম্ ।
 প্রবৃদ্ধকমলাকারং বীক্ষাক্ষক্ষে ত্রিজ্যোত্তমাঃ ॥ ৪১
 ততো দক্ষমরীচ্যাঙ্গীন্ বৃগপান্ কমলাসনম্ ।
 বিষ্ণুঞ্চ তত্র সংবীক্ষ্য শঙ্করো বিস্মিতোহভবৎ ॥ ৪২
 অথ তং বিশ্রম্যাবিষ্টং মহাদেবং বৃষধ্বজম্ ।
 স্মিতপ্রফুল্লবদনং হরমাহ জনার্কিনঃ ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ—

যন্ যং পৃষ্ঠং ত্বৈকাত্মে ভিন্নতারাঙ্ক শঙ্কর ।
 ত্রয়াশামখ দেবানাং তচ্ছ্রজ্যোত্তমধুনা ত্বয়া ॥ ৪৪
 প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালো যান্না নিজ্যন্তরে ।
 ত্বয়া জ্ঞাতা মহাদেব কৌদৃশ্যন্তে চ কে পুনঃ ॥ ৪৫
 একং ব্রহ্ম সমা শাস্তং নিত্যঞ্চ পরমং মহৎ ।
 তং কথং ভিন্নতাং জ্ঞাতং পৃষ্ঠং তং কৌদৃশং ত্বয়া ॥ ৪৬

তখন শিব,—কে ব্রহ্মা, কে বিষ্ণু, কে শিব, আর কিই বা জগৎ — পরমাশ্রা হইতে এ সকলের ভেদ গ্রহণ করিতে পারিলেন না । ৩৭

শিব এইরূপ দেখিতেছেন, ঈত্যবসরে হরি তদীয় শরীর মধ্য হইতে নির্গত হইলেন । তখন মায়াও বৃষধ্বজশরীরে প্রবেশ করিলেন । ৩৮

জনার্কিন, শঙ্কর নিকটে দেবত্বের অভিন্নতা ও পার্থক্য প্রদর্শনপূর্বক তদীয় শরীর হইতে সত্ত্ব বহির্গত হইলেন । ৩৯

সংযতচিত্ত মহাদেব সমাধি ত্যাগ করিলে মায়ামোহিত সেই দেবাধিদেবের মন সতীর প্রতি বাবিত হইল । ৪০

হে ত্রিজ্যোত্তমগণ । অনন্তর, যাহেয়র, দাক্ষায়ণীর প্রফুল্ল-কমল-সম্বিত-যনোহর বদনমণ্ডলের দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ৪১

অনন্তর, শঙ্কর—দক্ষ মরীচি প্রকৃতি বহির্গত নিজ প্রমথগণ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইহাদিগকে তথায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন । ৪২

তখন জনার্কিন, বৃষধ্বজ মহাদেবকে বিশ্রম্যাবিষ্ট দেখিয়া প্রসন্নবদনে ইষৎ হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন ;—শঙ্কর ! তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু যাহেবের একত্ব ও অনেকত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এখন তাহা তুমি বেশ বুঝিয়াছ ত ?

হে মহাদেব ! প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এবং মায়া, ঈহাবা—কে এবং কিরূপে, তাহা তুমি নিজ শরীরাত্যন্তরেই দেখিতে পাইয়াছ । ৪৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পূৰ্বে। ভগবতা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।
অশ্বাৎ হরয়ে তথ্যমৈতদ্বাক্যং ত্রিজোত্তম্যঃ ॥ ৪৭

ইন্দ্র উবাচ—

একঃ শিবঃ শাস্ত্রমনন্তমচ্যুতঃ
ব্রহ্মাশ্চি তস্মাদ্ভিহি কিঞ্চিদীদৃশম্ ।
তস্মাদ্ভিহি স কলং জগদ্বরেঃ
কালাদিক্রপানি চ সৃষ্টিহেতুঃ ॥ ৪৮
সমস্তভূতপ্রভক নিরঞ্জনঃ
বহুঞ্চ তস্মৈব সদাংশরূপিনঃ ।
সৃষ্টিস্থিতিং সংযমনং তদৌরিত্তং
রূপত্রয়ং শুক্ৰং বিভাতি ভেদতঃ ॥ ৪৯
নাহং ন চ ত্বং হিরণ্যগর্ভো
ন কালরূপং প্রকৃতিং ন চাক্ষুশম্ ।
তৎ প্রেরণাং কর্তৃমলঞ্চ কিঞ্চি-
দ্বিনাগি রূপং সদশৌহ শুক্ৰ ॥ ৫০

শ্রীভগবানুবাচ—

ইতি শুক্ৰং কুৰা প্রোক্ষ্য জ্ঞানঞ্চ বৃষভধ্বজ ।
তদংশভূতান্ত বহুং ব্রহ্মবিষ্ণুপিনাকিনঃ ॥ ৫১
তস্মাৎ ত্বয়া ন বধ্যোহয়ং বিরিক্ষিত্ব চেষ্টয়েৎ ।
একতা বিহিতা শব্দো ব্রহ্মবিষ্ণুপিনাকিনাম্ ॥ ৫২

সদা শান্ত পরম মহৎ এক ব্রহ্ম কিরূপ? এবং তিনি নানারূপ হইলেন
কিরূপে? ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন: হে ত্রিজোত্তমগণ! ভগবান্ বৃষধ্বজ, ভগবান্ মধু-
সূদন কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া এই বথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৪৭

পরম মঙ্গল-রূপ শান্ত অনন্ত অচ্যুত একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান; তন্নিম্ন
আর কিছুই নাই; হরে! নিখিল জগৎগুলি তাহা হইতে অভিন্ন; সৃষ্টিকার্যের
অন্তই তিনি কাল প্রকৃতি রূপে প্রকাশমান। ৪৮

সেই নিরঞ্জন পরব্রহ্মই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-কারণ, আমরা তিন জন
তাহারই অংশ; সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিবার জন্য তাহারই রূপত্রয় বিভিন্ন-
ভাবে বিরাজ করিতেছে। ৪৯

আমি, তুমি, ব্রহ্মা, কাল, প্রকৃতি বা অন্য কেহ—আমরা তাহার স্বরূপ
হইলেও তদীক প্রেরণা ত্রিয কিছুই করিতে পারি না। ৫০

ভগবান্ বলিলেন,—হে বৃষধ্বজ! তুমি এই সার বুঝিয়াও, সার সার কথাও
বলিলে। ৫১

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—আমরা তিনজন তাহারই অংশ। অতএব হে শব্দো!
তুমি যদি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্ব বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর ব্রহ্মাকে
বধ করিতে পারিতেছ না। ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্মৈ বচঃ কথ্যঃ বিষ্ণুরনিত্যভ্যাসঃ ।
ন জঘান মহাদেবো বিধিঃ পৃষ্ঠে, যৈ চৈকতাশ্চ ।
ইতি বঃ কথিতঃ বিষ্ণুর্যথানুত্মমাদিশং ।
শম্ভবে প্রস্তুতঃ তবঃ কথয়ামি পুনর্জিহ্বাঃ । ৫৪
ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অয়োদশোহধ্যায়ঃ । ৩

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জলদেবম্ গর্জন্তু মহাদেবঃ সতীপতিঃ ।
বিন্দুঃ, বিষ্ণুপ্রভৃতিঃ জগাম হিমবতিকাশিম্ ॥ ১
আরোহণ্য বৃষভে কুঞ্জ সতীমামোদনালিনীম্ ।
জগাম হিমবৎ প্রস্থং বৃষাৎ কুঞ্জসমব্রিতম্ ॥ ২
অথ সা শঙ্করাভ্যাংসে সুমতী চাক্রহাসিনী ।
বিরোজে বৃষভহৃতি চক্রান্তে কালিকোপমা ॥ ৩
ব্রহ্মাদিশং তে সার্ব্যে বরীচ্যাশ্চান্দ মানসাঃ ।
দাক্ষোহপি সার্ব্যে মুনিভা অভবন্ সমুদ্রাসুদাঃ ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, আমি ভুতেজা বিষ্ণুর এই সকল কথা শুনিয়া এবং দেবভ্রমের একতা দর্শন করাতে ব্রহ্মাকে আর বধ করিলেন না । ৫৩

বিষ্ণু, বেক্রেণে শঙ্ককে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদ বুঝাইয়াছিলেন, তৎ-সমস্তই আমি তোমাদিগকে এই বলিলাম । এক্ষণে প্রস্তুত কথা বলিব, শঙ্কেহ নাই । ৫৪

অয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩

চতুর্দশ অধ্যায়

শিব-বিহার

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, জলদেবী গর্জন করিতে থাকিলে সতীপতি মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতিতে বিদ্যায় বিদ্যা হিমালয় পর্বতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শিব, আনন্দ-কালিনা সতীকে উত্তম বৃষভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রমণীয়-বিন্দু-শোভিত হিমালয় প্রস্থে গমন করিতে লাগিলেন । ২

তখন সেই চাক্রহাসিনী সুমতী দাক্ষায়ণী, বৃষোপরি শিবসমীপে অবস্থিত হওয়াতে শশধরসমীপে মেঘবালার দ্বায় অন্তঃ পোতা পাইতে লাগিলেন । ৩

ব্রহ্মাদি প্রধান প্রধান দেবগণ, ব্রহ্মার মানস পুত্র বরীচি প্রভৃতি কবিগণ, এক প্রজাপতি এবং সুদাসুর সকলেই আনন্দিত হইলেন । ৪

কেচিচ্ছান্ বাসরতঃ কেচিত্তালয়নং গদাঃ ।
 কেচিচ্ছাফং প্রকুর্ষন্তো অনুজগৃধ্বৈষধরজম্ ॥ ৫
 বিসৃষ্টা অপি ব্রহ্মাণ্ডাঃ শত্বনা পুনরুৎপত্তে ।
 অনুজগৃধ্বঃ কিমক্ৰুরং যুগা পরময়া যুতাঃ ॥ ৬
 ততঃ শত্বং সমাভাষ্য ব্রহ্মাণ্ডা মানসাস্ত তে ।
 স্বং স্বং স্থানং তদাজগৃধ্বঃ স্তম্বনৈরাভ্যাসমিতিঃ ॥ ৭
 দেবাস্ত সর্কে সিদ্ধাস্ত তদৈবাঙ্গরসাক্রমাঃ ।
 যক্ষবিক্কাবিরাস্তাস্ত বে বে তত্র সমাগতাঃ ॥ ৮
 তে হস্তেণ বিসৃষ্টাস্ত গভবতো নিজাম্পদম্ ।
 বহুব্রাহ্মণমোদযুতাঃ স্তম্বদ্বারে বৃষধ্বজে ॥ ৯
 ততো হস্তঃ সমুদগঃ সংস্থানং প্রাপ্য মোদনম্ ।
 কৈলাসং তত্র বৃষভাদবতারহতি প্রিয়াম্ ॥ ১০
 ততো বিক্রপাক্ষ ইমাং প্রাপ্য দাক্ষায়ণীং গদাম্ ।
 যৌগান্ বিসর্জয়ামাস নন্দ্যাদীন্ গিরিকন্দরাৎ ॥ ১১
 উবাচ শত্বস্তান্ সর্কান্ নন্দ্যাদীনতিমুদতম্ ॥ ১২
 যদাহং বঃ স্তবাম্যত্র স্তম্বপাচ্চলমানসঃ ।
 সমাগমিষ্যৎ তদা মৎপার্শ্বং ভৌতদা তদা ॥ ১৩
 ইত্যাক্তে বারদেবেন তে নন্দিতৈরুবাদয়ঃ ।
 মহাকৌষীপ্রপাতায় জগৃধ্বস্ত হিমবক্ষিরৌ ॥ ১৪

প্রথমগণ—কেহ কেহ শত্বগুলি কবত, কেহ কেহ করতালি প্রদান করত
 কেহ কেহ বা হস্ত করত, বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিল । ৫

শিব ব্রহ্মাদিকে বিদায় দিলেও তাঁহারা পরমানন্দে কিমক্ৰুর পার্শ্ব ত শিবের
 অনুসরণ করিলেন । ৬

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ শিবের সহিত সম্ভাষণ
 করিয়া নীলগামা রথে আভ্যোহনপূর্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । ৭

দেবগণ, সিদ্ধগণ, অঙ্গরোগণ, যক্ষগণ ও বিদ্যাবরগণ প্রভৃতি যৌহার্য
 যৌহার্য তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিবের নিকট বিদায়
 লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন । মহাদেব, দ্বার-পরিগ্রহ করিলে তাঁহারা
 সকলেই ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন । ৮-৯

অনন্তর, মহাদেব, সত্যসহ আমোদজনক অতি প্রিয় বস্থান কৈলাসে বৃষ
 হইতে অবতীর্ণ হইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রথমগণও তথায় উপস্থিত
 হইল । ১০

অনন্তর বিক্রপাক্ষ, সেই দক্ষ-নন্দিনীকে পাইয়া নন্দী প্রভৃতি নিজগণকে
 গিরি-গুহা হইতে বিদায় দিলেন । ১১

বিদায় দিবার সময় তাহাদিগের সকলকেই এই মুনুত (সত্যপ্রিয়) কথা
 বলিয়া দিলেন, যখন আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব, তখন তোমাদিগের
 চিত্ত চকল হইবে । হে প্রথমগণ । চিত্ত চকল হইলেই তোমারা আমার
 নিকটে সমাগত হইবে । ১২-১৩

নন্দী ভৈরবাদি প্রথমগণ, মহাবেবকর্জক এবরুল কশিত হইয়া হিমালয়-
 পার্বতে মহাকৌষী-নদী-প্রপাত সন্নিধানে গমন করিলেন । ১৪

ঈশ্বরোহপি তস্য সাক্ষিঃ তেহু যাত্তেহু মোহিতঃ ।
 দাক্ষায়ণ্য চিরং ব্রহ্মে বহুদিনং ভুজম্ ॥ ১৫
 কদাচিদ্ বহুপুষ্পানি সমাধৃত্য মনোহরাম্ ।
 মালাং বিধায় সত্যাস্ত্র হারস্থানে কথোজ্জ্বলং ॥ ১৬
 কদাচিদ্বর্পণে বস্ত্রং বীকণ্ডীমাখ্যনঃ সতীম্ ।
 অনুপমা হরৌ বস্ত্রং বীরমপ্যবলোকয়ৎ ॥ ১৭
 কদাচিৎ কুন্তলাংস্তস্তা উল্লাসোন্মাদসমাগতঃ ।
 বদ্রাতি ঘোচরভোবং শব্দং সমাৰ্জয়ত্যপি ॥ ১৮
 সরাগৌ চরণাবস্থা যাবকেনোচ্ছলেন চ ।
 নিসর্গবৃত্তৌ কুরুতে পুরা রাগাদ্ বৃষধ্বজঃ ॥ ১৯
 উচ্চৈরপি বদাখ্যায়মন্তেষাং পুরতো যুগ্মঃ ।
 তং কর্ণে কথয়ত্যস্তা হরৌ স্পষ্টেভ্যু তপাননম্ ॥ ২০
 ন দূরমপি গভাসৌ সমাগমা প্রযত্নতঃ ।
 অনুবদ্রাতি তামস্কি পৃষ্ঠদেশেঃ স্তম্যানসাম্ ॥ ২১
 অন্তর্হিতস্ত তত্রৈব মায়ায়া বৃষভধ্বজঃ ।
 তামালিলিক্ত ভীত্যা সা চকিতা ব্যাকুলাভবৎ ॥ ২২
 সৌবর্ণপদ্মকলিকাতুল্যো ভ্যঃ কুচযুগে ।
 চকার জযাকায়ং যুগনাভি বিশেষকম্ ॥ ২৩

তাহার চলিয়া বাইলে মহাদেব, মোহিত হইয়া বহুদিন সতীসহ নির্জনে নিরন্তর সান্তিপর ক্রীড়াসক্ত হইলেন । ১৫

মহাদেব, কোন দিন, বহু পুষ্প আহরণপূর্বক মনোহর মালা গাঁথিয়া সতীর হারস্থানীর করিয়া দিলেন । ১৬

কোন দিন, সতী, দর্পণে আপন মুখ দেখিতেছেন, এমন সময় মহাদেব ছুপিছুপি পশ্চাতে গিয়া সেই দর্পণে আপনার মুখও দেখাইলেন । ১৭

কোন দিন মহাদেব, সতীর কুন্তলগণ উল্লসিত করিয়া উল্লাসমুগ্ধ হইলেন, তখন বার বার সেই কেন্দ্রানি বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন, খুলিতে লাগিলেন, আবার পরিষ্কার করিতে লাগিলেন । ১৮

মহাদেব, সতীর সহজ-রক্ত চরণযুগল অনুরাগবশে উজ্জ্বল-অলঙ্করসে সজ্জিত করিয়া দিলেন । ১৯

যে সকল কথা অস্তরের নিকট উচ্চৈঃস্বরে এবং শীঘ্র বলা যায় ; শিব সতীর আনন স্পর্শ করিবার জন্মই সেই সকল কথা তাঁহার কাণে কাণে এবং দিলে করিয়া বলিলেন ।

মহাদেব, অদূরে বৃকাইয়া থাকিয়া অস্ত্রধনস্ত সতীর পশ্চাভাগে সমস্ত বীর পদক্ষেপে আগমনপূর্বক দুই হাতে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন । ২১

বৃষধ্বজ, মায়াবলে সেইখানে অন্তর্হিত হইয়াই সতীকে আলিঙ্গন করিলেন ; সতী ভয়চকিতা ও ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন । ২২

মহাদেব সুবর্ণ-কমলকলিকা সমূহ সতীর কুচ-যুগলে যুগনাভি দ্বারা জযরা-কারে ভিলক করিয়া দিলেন । ২৩

হারহস্যঃ কুচবুগাধিবোজ্যঃ সহসা হরঃ ।
 নিম্নোজ্জ্বলতি ভ্রোহঃ সকরম্পর্শনং মুহঃ ॥ ২৪
 অঙ্গদান্ বলদান্ বশ্যীং বিম্বেক চ পুনঃপুনঃ ।
 তৎস্থানাং পুনরেকাসৌ তৎস্থানে প্রমুখোজ চ ॥ ২৫
 কালিকেশঃ সমায়াতি সখ্যা ভে সখীতি ভামু ।
 পশ্বেৎ বস্ত্রাক্ষেপেচ্ছ্যাতঃ প্রোক্ত্য জগাহ তৎকুচৌ ॥ ২৬
 কদাচিদ্রদনোন্নয়ন-চেতনঃ প্রমথ্যধিপঃ ।
 চকার নরকর্মাণি ভয়া হংপ্রিয়তা মুঃ ॥ ২৭
 আকৃত্য পদ্মপুষ্পাণি বস্ত্রপুষ্পাণি মক্ষরঃ ।
 পুষ্পান্তবৎসর্বাঙ্গীং কুরুতে স্য কদাচন ॥ ২৮
 গিরিকুঞ্জেষু রমোযু ভয়া সহ সতীপতিঃ ।
 বিজহার সনন্তেষু বনেষু মুনিভৌ হরঃ ॥ ২৯
 ন হানে নোপবেশে চ ন স্থিতৌ নাপি চেষ্টিতে ।
 ভয়া বিনা কণমপি শর্য লেভে হৃষক্ষজঃ ॥ ৩০
 বিকৃত্য মুচিরং কালং কৈলাসগিরিকন্দরে ।
 মহাকোষীপ্রপাতায় জগাম হিমবদিগরৌ ॥ ৩১
 তন্মিন্ প্রবিষ্টে হিমবৎপর্বতে হৃষক্ষজঃ ।
 কামোহপি সহ যিজেৎ বৃত্ত্যা চ প্রজগাম হ ॥ ৩২
 তন্মিন্ প্রবিষ্টে কামে তু বসন্তঃ শঙ্করাতিকে ।
 বিততান নিজাঃ শ্রীশ্চ বৃক্ষে ভোয়ে ভয়া ভূবি ॥ ৩৩

সহাদেব, সতীর স্তনমুগল হইতে সহসা হার উন্মোচনপূর্বক বারংবার তাঁহাতে হাত দিলেন । ২৪

শিব,—কেহুর, বলর এবং ভরজ (অলঙ্কার বিশেষ) সেই সেই অলঙ্কার স্থান হইতে বারংবার পুলিয়া আবার পরাইয়া দিলেন । ২৫

সেব, এই কালিকা (মেঘকাল) গমন করিতেছে, এ ভোমার সখ্যা—সখী; সহাদেব এই কথা বলিলে সতী যেমন সেদিকে দৃষ্টিগাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সতীর স্তনমুগল গ্রহণ করিলেন । ২৬

কোন সময়ে, প্রমথনাথ, মননোন্নত মনে সেই হৃদয়বল্লভার সহিত আনন্দে নানাবিধ লীলা করিলেন । ২৭

মক্ষর, কখন বস্ত্রপুষ্প ও পদ্মপুষ্প আহরণ করিয়া সতীর সর্বাঙ্গ পুষ্পা-স্তবনে ভূষিত করিলেন । ২৮

সতীপতি হর, আনন্দিত ও মোহিত হইয়া সকল রমণীর গিরিকুঞ্জে তাঁহার সহিত বিহার করিলেন । ২৯

হৃষক্ষজ, শরনে, উপবেশনে, অবস্থানে এবং গমনাদি চেষ্টাতে কণকালের জন্তও সতী না থাকিলে স্বস্তি লাভ করেন নাই । ৩০

শিব, বহুকাল কৈলাস গিরিকন্দরে সতীসহ বিহার করিয়া হিমালয় পর্বতে মহাকোষী-নদী-প্রপাতের নিকটে গমন করিলেন । ৩১

হৃষক্ষজ, হিমালয় পর্বতে প্রবিষ্ট হইলে কামও বৃত্তি-বসন্তের সহিত ভয়ায় গমন করিলেন । ৩২

সর্বৈ সুপুষ্পিভা বৃক্ষা লভাস্কাতাঃ সুপুষ্পিভাঃ ।
 অস্তাংসি ফুল্লপদ্মানি পদ্মেষু অমরাস্তথা ॥ ৩৪
 প্রবিষ্টে তত্র মুরতো প্রবদুর্মলয়ানিলাঃ ।
 সুগন্ধিপুষ্পগন্ধেন মোহিতাস্চ পুরজরঃ ॥ ৩৫
 মুনীনাংপি চেতাংসি প্রমথ্য মুরভিভুবাঃ ।
 স্মরঃ স্মরং সমুদ্ভব ততোষাদাজ্যবৎ কৃতী ॥ ৩৬
 সন্ধ্যাৰ্দ্ধেষ্কমলশাঃ পলাশাস্ক বিবুদ্ধিরে ।
 কামান্নবৎসুমনসঃ প্রমোদায়াভবৎ সদা ॥ ৩৭
 বভূঃ শঙ্করপুষ্পানি সত্রংসু সকলং জনান্ ।
 সন্ধ্যোহমিত্তুমুদবৃদ্ধা মৃশ্বীবাণ্ডুদেবতা ॥ ৩৮
 নাগকেশরবৃক্ষাস্ক স্বৰ্ণবৰ্ণপ্রসূনকৈঃ ।
 বভূ ঋদনকেতুভায়া মনোজ্ঞাঃ শঙ্করাভিকৈঃ ॥ ৩৯
 চম্পকাস্তরবো হৈমপুষ্পভং প্রকটং মুহঃ ।
 কুৰ্ব্বতঃ অচূরৈঃ পুষ্পৈঃ সমাশ্ৰেজ্জুস্তথাসুদৈঃ ॥ ৪০
 প্রফুল্লপাটলাবৃষ্টৈর্লবঙ্গৈঃ নৃপাঃ পাটলাংশবঃ ।
 যথা তথা পুষ্পিভাস্তে পাটলাখ্যা মহীকুমাঃ ॥ ৪১
 লবঙ্গবল্লীসুবতিগন্ধেনোদাস্য মাকুতম্ ।
 সন্ধ্যোহমিত্তি চেতাংসি ভূপং কামিচ্ছনে পুরা ॥ ৪২

কামদেব, তথাই গমন করিলে, বসন্ত—শঙ্করসমীপে বৃক্ষ, জল ও ভূমিতে
 নিজ শোভা বিস্তার করিলেন । ৩৩

তখন তরুণম সুপুষ্পিত হইল ; লভাসকল কুমুদিত হইল ; সরোবরে পদ্ম
 ফুটিল, কমলে জমর বসিল । ৩৪

বসন্ত তথার প্রবিষ্ট হইলে, সুগন্ধি-কুমুদ-মধ্যে আয়োদিত সুগন্ধ মলয়ানিল
 বহিতে লাগিল । ৩৫

যেমন নিপুণ ব্যক্তি, তরু (বোজ) মছন করিতা তাহা হইতে বৃত্ত উদ্ভাপন
 করে ; সেইরূপ, বসন্ত, মুনীগণের চিত্ত মধিত করিয়া কামপ্রবৃত্তিরূপ দার
 উদ্ধার করিয়া দিলেন । ৩৬

সন্ধ্যাকালীন অৰ্দ্ধেকের দ্বাৰ পলাশ-কুমুদ-রাশি মদনাস্তর দ্বাৰ বিরাজ
 করিতে লাগিল । ৩৭

তখন দেবগণ, সদা প্রমোদ-মত্ত হইলেন । তখন সরোবরে কমলবৃন্দ, সকল
 জনগণকে মোহিত করিতে উদ্যত সুবদনা জলদেবতার দ্বাৰ দীপ্তি পাইতে
 লাগিল । ৩৮

স্বৰ্ণবৰ্ণ-কুমুদরাশিমিত্ত মনোহর নাগকেশর-তরুণ, কামদেবের বৃক্ষধাজের
 দ্বাৰ শঙ্করসমীপে বিরাজ করিতে লাগিল । ৩৯

চম্পকভরশ্রেণী, বিকসিত-কুমুদসমূহ দ্বাৰা আপনার ‘হৈমপুষ্প’ নাম নিরন্তর
 ব্যক্ত করিতে লাগিল । ৪০

পাটল-বৃক্ষসকল একপভাবে কুমুদিত হইল,—তাহাতে সমস্ত দিবাগুল,
 প্রফুল্ল পাটলাকুমুদে পাটলবৰ্ণ হইয়া উঠিল । ৪১

কুমুদিত লবঙ্গলতা নিজ সুগন্ধে বলাহ-গবনকে আয়োদিত করিয়া কামি-
 জনের চিত্ত অভ্যস্ত মোহিত করিতে লাগিল । ৪২

বাসন্তীবাসিতান্তর বনাস্তাঃ কিম বেষ্মিহে ।
 তদগন্ধমুকুতম্বরা বতিমিত্রা মনোহরাঃ ॥ ৪৩
 চাক্রপাংকবর্চসি শিবরাশ্চতুশাখিনঃ ।
 বহুর্দগনবানোচ-পর্যঙ্কবদনাবুতাঃ ॥ ৪৪
 অস্তাংসি মলহীনানি বেষুঃ যুগ্মকুশেশবৈঃ ।
 মুনীনামিহ চেতাংসি প্রবাস্তজ্যোতিরুপমাং ॥ ৪৫
 তুয়ায়াঃ সূর্য্যবশ্মীনাং সঙ্গমাদগমন্ করম্ ।
 মমত্বানৌব বিজ্ঞানশালীনাম্ হৃদহাসিতদা ॥ ৪৬
 নিঃশব্দাঃ কোকিলাঃ শব্দং তদন্তে অ তদাবহম্ ।
 প্রাণিবাদনপুল্পেষু পুষ্পজ্যাম্ববদ্ ভূমম্ ॥ ৪৭
 চুচুক্ষুঃ মরাস্তজ বনাস্তর্গতপুষ্পগাঃ ।
 কান্তালীলাবুভুক্ষোক্ত অরবাস্তম শব্দবৎ ॥ ৪৮
 চক্রেস্তম্বাবস্তানুর্ন চেতাঃ সকলাঃ কলাঃ ।
 ক্রমাহভার যোহাস্ত জনানাং কুশলং ভূমি ॥ ৪৯
 প্রসঙ্গাঃ সহ চক্রেণ নিকৃষ্টেষু দরীষু চ ॥ ৫০
 বিভাবর্ষাঃ প্রিয়েণেব কামিহঃ সুমনোহরাঃ ॥ ৫০
 তপ্তিন্ কালে বহাদেবঃ সহ সত্য্য ধরোত্তম্যে ।
 রেমে স সূচিরং হস্তো নিকৃষ্টেষু দরীষু চ ॥ ৫১
 সাপি তেন সমং রেমে তথা দাক্ষায়ণী শুভা ।
 যথা হরঃ ক্ষণমপি শান্তিং নাপ তয়া বিনা ॥ ৫২

মাধবী-কুমুদ-সুবাসিত রতিক্রীড়াযন্ত্র মনোহর বনভূমিসকল মাধবী-কুমুদ
 গন্ধ-মুকুত অলিকুলে মজ্জল হইয়া বড়ই শোভা পাইল । ৪৩

চুতপাদপনিকরের বিটপাগ্রভাগ সতেজে উল্লাস ও সুন্দর যুকুলিত হইল ;
 তাহাতে ঐ বৃক্ষশ্রেণী মদন-শব্দ-সমূহ-সংবৃতবৎ শোভা পাঠিতে লাগিল । ৪৪

পরম জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে মুনীগণের চিত্ত যেরূপ নির্মল হইয়া বিরাজ
 পায় ; সেইরূপ, সরোবরাদির জল কুল-কমল-পরিবৃত ও নির্মল হইয়া শোভা
 পাইল । ৪৫

যেমন তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয় হইতে মমত্ব পূর হয়, সেইরূপ তুয়াবরাসি, সূর্য্যবশ্মি
 সম্পর্কে দগনতল হইতে অগসৃত হইল । ৪৬

তথায় কোকিলগণ অতীব নিঃশব্দচিত্ত প্রাণীপীড়ক মদনের কুমুদ-জ্যাম্ব
 শব্দের দ্বারা নিরস্তর শব্দ করিতে লাগিল । ৪৭

তথায় বনমধ্যগত কুমুদমধুপায়ী মধুকরনিকর, মানিনী-মান-বুড়ু অর-
 শাক্ষিদের হস্তারবৎ কুজন করিতে লাগিল । ৪৮

চক্রেসকল কলাই এতদিন শিথিরবাসির মধ্যে ভুবিয়াছিল ; এখন চক্রে
 পৃথিবীর জনগণকে মোহিত করিবার জন্য কুলে সেই সকল কলা ক্রমে ধারণ
 করিতে লাগিলেন । ৪৯

তখন পতিসহ রমণীগণের যেমন রমণীয়তা হইল ; সেইরূপ সঙ্গবরসহ
 ব্রহ্মদেবীও প্রসন্ন এবং তুয়াবহীন হইলেন । ৫০

সেই সময়ে বহাদেব, গিরিরাজ হিমালয়ের সংবৃত নিকৃষ্ট ও কমল মধ্যে
 সতীসহ সুললিত বিহার করিতে লাগিলেন । ৫১

সন্তোষবিষয়ে দেবী সতী ভক্ত মনঃপ্রিয়া ।
 বিশতীৰ হর্যাক্ষে পারশ্বতীৰ ভক্তসম্ ॥ ৫৩
 ভক্তাঃ কুসুমমালাভিকৃষ্মন্ সকলাং ভদ্রম্ ।
 স্বহস্তচিহ্নাভিষ্ঠ বরং নম্র চকার সঃ ॥ ৫৪
 আলোপকর্কশৈর্হাসিতুখা সন্তোষশৈর্হরঃ ।
 ভক্তাং বিবেশ গিরিশঃ সংযমীবাগ্মসংখিনম্ ॥ ৫৫
 ভদ্রক্ৰুচন্দপীযুষপানিচ্ছিত্তনুহরঃ ।
 নাবাপ শৈবিকীং ভদ্রীমবস্থাং স কদাচন ॥ ৫৬
 ভদ্রক্ৰুচুজবাসেন ভৎসোনৈর্হ্যাক্ষ নম্রভিঃ ।
 গুণৈরিব মহানতী বটকা নাশ্বরিচেষ্টতে ॥ ৫৭
 ইতি হিমগিরিকুঞ্জে প্রস্তুতাপে দরীষু
 প্রতিদিসমভিরেমে নক্ষপুত্রা মহেশ্বরাঃ ।
 স্বতুঙ্গপরিমানেঃ ক্রীড়ন্তস্তা আত্মা
 নব দশ চ মুনীন্দ্রা বৎসরাঃ শক চান্দ্রে ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪

কল্যাণী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত একপ সূচীকৃত বিহার করিলেন যে, তিনি ক্ষণকালও না থাকিলে শিবের ঐর্ষ্যাচ্যুতি হইত । ৫২

সতী দেবী সন্তোষ বিষয়ে তাঁহার হৃদয়ের অতীত প্রিয় হইলেন । যেন সতী, শিবকে সেই মধুর নুসারের সম পান করাইতেই শিবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । ৫৩

মহাদেব দাক্ষায়ণীর সমগ্র দেহ স্বহস্তপ্রস্থিত পুষ্পমালা দ্বারা ভূষিত করিয়া নন্দনীরূপে করিলেন । ৫৪

যেখন সংযমী পুরুষ আকাজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ মহেশ্বর, আলোপ, অবলোকন, হাস্য ও মল্যষণ দ্বারা সতীর ও তরে প্রবেশ করিলেন । ৫৫

সতী-মুখ-চন্দ্রের সুধাপানে মহেশ্বরের শরীর দৃঢ় হইল ; তাই তিনি কখনই শেষের সে ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন না । ৫৬

মহাদেব, দাক্ষায়ণীর মুখ কমল সৌরভে, অসামান্য সৌন্দর্য্য ও জীলাটনপুণ্য দ্বারা বদ্ধ হইয়া রত্নভূবত মাংসের কাঁচ আর কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না । ৫৭

এইরূপে মহেশ্বর, হিমালয় পর্বতের নিকুঞ্জ প্রস্থ ও কন্দর মধ্যে সতীসহ প্রতিদিন বিহার করিতে লাগিলেন । হে মুনীন্দ্রেশ্বরা ! তাঁহার এইরূপ বিহার করিতে করিতে দেবপরিমানে চতুর্বিংশতি বৎসর অতীত হইল । ৫৮

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কদাচিদথ দক্ষস্য তনয়া জলদাপমে ।
জগাদাপ্তেঃ শিখরিণঃ প্রমুখং বৃষভধ্বজম্ ॥ ১

সত্যবাচ—

বনাগমোহরং সম্ভ্রান্তঃ কালঃ পরমহুঃসহঃ ।
অনেকবর্ণমেঘোদ-স্থপিতান্নরদিকৃচয়ঃ ॥ ২
বিবাস্তি বাতা হৃদয়ং নারদন্তোহতিবেগিনঃ ।
কদম্বরাজসাধৌতপাথোলেশাদিবর্ধিণঃ ॥ ৩
মেঘানাং গজ্জৈতক্ৰৈচ্চৈর্জারাসারং বিমুক্ততাম্ ।
বিহ্যৎপতাকিনাস্তৌটৈঃ স্কৃতং কস্য ন যানসম্ ॥ ৪
ন সূর্য্যা দৃশ্যন্তে নাপি মেঘচ্ছন্নো নিশাপতিঃ ।
দিব্যপি ব্যভিবহতি বিরহিত্যভ্যাকরম্ ॥ ৫
মেঘা নৈকত্র তিষ্ঠন্তো যনন্তঃ পবনৈরিতাঃ ।
পতন্ত ইব লোকানাং দৃশ্যন্তে মূর্খি শঙ্কর ॥ ৬
বাতাহতা মহাবৃক্ষা নৃত্যন্ত ইব চাহরে ।
দৃশ্যন্তে হর ভীরুপাং তাসকাঃ কামুকেন্দিভাঃ ॥ ৭
শিখরীলাঞ্জনশ্যাম-মুদিরৌষস্ত পৃষ্ঠতঃ ।
বলাকবাণী ভাতুচৈর্ঘৃনামৃকৈর্ফেনবৎ ॥ ৮

শিব-ভৃগীর হিমালয় পর্বতে বাস করিবার প্রস্তাব

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; অনন্তর, দক্ষতনয়া কোন সময়ে বর্ষাকালে, পর্বতপ্রস্বে অবস্থিত বৃষভধ্বজকে বলিলেন,—এই পরম হুঃসহ বর্ষাকাল উপস্থিত, এখন নানাবর্ণের জলসজ্জাল দিব্যগুল ও গগনযণ্ডস আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে । ১-২

কদম্ব-কুমুম-পরাগমিশ্রিত-জলকণাবাহী বেগবান্ প্রভঞ্জন হৃদয় কম্পিত করত বহিতেছে । ৩

বিহ্যৎ-পতাকাভূষিত আসারবর্ষা জলদাবলীর তীরতর ঘোর গর্জনে কাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ না হয় ? ৪

সূর্যের প্রকাশ নাই ; নিশাকর মেঘগর্ভে লুকায়িত ; এখন দিবা-রাত্রি সমান ; এ কালের দিনও বিরহীদিগের প্রাণাতকর । ৫

হে শঙ্কর । মেঘজাল, গর্জনে কব্রিতেছে, পবন চালিত হওয়াতে একস্থানে থাকিতে পারিতেছে না, তাহাতে বোধ হইতেছে ইহারা যেন লোকের মতকে পড়িল । ৬

ভীরু-ভয়াবহ ও কামুকজনের অভিলষিত মহাবৃক্ষসকল পবনচালিত হওয়াতে দেখাইতেছে, যেন উহারা গগনযণ্ডে নাচিতেছে । ৭

শিখ-নীলাঞ্জন-শ্যামল জলদ-জালের নিরে বলাকাবলী যমুনাজলম্বিত ফেনরাশির স্যায় সান্তিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল । ৮

ক্ষণং ক্ষণং চক্রেণৈব নৃশূভে কালিকা গতা ।
 অমৃতাশ্রিতা সনীপ্তাঃ পাবকো বড়বামুখঃ ॥ ৯
 প্ররোহন্তি হি শম্পানি মন্দিরপ্রাঙ্গণেষুপি ।
 কিমকুত্র বিরূপাক্ষ শম্পাসুভিত্তিং বনামাহম্ ॥ ১০
 শ্যামলৈঃ রাজতৈঃ কৈকৈঃকিশদোহৈঃ হিমাচলঃ ।
 মন্দরাজম্বুদ্বীপ-পটৈর্হৃদ্বাহুর্বিষধা ॥ ১১
 কুমুমশ্রীশ্চ কুটজং ভেজে সাস্যাম্ব কিংকরান্ ।
 উচ্চাবচাং কলৌ লক্ষ্মীর্বিধা সন্তাজ্য সজ্জনান্ ॥ ১২
 যমুদাঃ সুনয়িতুনীং শকেন ভ্রমিতা যুহুঃ ।
 কেকায়ন্তে প্রতিবনে সততং বৃষ্টিসূচকাঃ ॥ ১৩
 মেঘোদ্ভূতানাং যমুরচাতকানাং মনো হর ।
 জয়ত্যতিমত্তানাং বৃষ্টিসম্মিশ্রিসূচকঃ ॥ ১৪
 গগনে শক্রচাপেন কৃতং সাম্প্রতম্যাম্পদম্ ।
 ধারাসারশট্টৈস্তাপং তেভ্যং প্রতি যথোদ্গতঃ ॥ ১৫
 মেঘানাং পশু ভর্গেহ হর্নয়ং করকোংকটৈঃ ।
 যজ্ঞাভয়ভানুগতং যমুরং চাতকং তথা ॥ ১৬
 নিখিলারুণকোদ্ভূতৈঃ নিজাদপি পরাতপম্ ।
 হংসা গচ্ছন্তি গিরিশ বিদূরযপি মানসম্ ॥ ১৭

সুনীল-সমুদ্র-সলিলে প্রদীপ্ত বাড়ুবানলের দ্বায় এই সৌদামিনী মেঘজালো-
পরি কণে কণে দেখা যাইতেছে । ৯

এখন গৃহ-প্রাঙ্গণেও শম্প-অঙ্কুর দেখা যাইতেছে ;—হে বিরূপাক্ষ ! অক-
স্মলে অর্থাৎ যেখানে সচরাচর শম্প উৎপন্ন হয়, তথায় সে শম্প উৎপন্ন হইতেছে
তাহা আর বলিব কি ? ১০

যেমন ক্ষীরসমুদ্র মন্দর পর্বতস্থিত তরুনিকরের শ্যামল পত্রপুঞ্জে গোড়িত
হইয়াছিল, সেইরূপ এই শুভ্রবর্ণ হিমাচল, মেঘ-শ্যামল কক্ষভূমি দ্বারা গোড়া
পাইতেছে । ১১

যেমন লক্ষ্মী কালিকালে সজ্জনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে সে লোকের
অশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ, পুষ্পশোভা পলাপ কুমুম ভাগ করিয়া কুটজ
পুষ্প ভজন্য করিল । ১২

যমুরগণ, নিরন্তর মেঘশব্দে আনন্দিত হইয়া বৃষ্টি সূচনা করত বনে বনে
সতত কেকারব করিতেছে । ১৩

মেঘ দর্শনে উৎসুক অতিমত্ত চাতকগণের আসন্নবৃষ্টিসূচক যমুর ধ্বনি শ্রবণ
কর । ১৪

এখন ইক্ষধনু, গগনমণ্ডলে দেখা দিয়াছে । বৃষ্টি আসাররূপ শর-নিকরদ্বারা
তাপ-শক্রকে বিনাশ করিবার জন্যই তাহার আবির্ভাব । ১৫

দেবাদিদেব ! মেঘগুলির একবার অভ্যাচার দেখ ;—বেটারা কিনা
আপনাদিগের অনুগত যমুর ও চাতককে উৎকট করকাষাতে পীড়া
দিতেছে । ১৬

হে গিরিশ ! যমুর ও চাতককুলের যিহের নিকটেও নির্ভ্রহ দেখিরা হংসগণ
দূরবর্তী হইলেও সেই মানস-মরোবরে চলিয়াছে । ১৭

এতস্মিন্ বিষমে কালে নোড়ং কাঞ্চিৎ কোরকাঃ ।
 কুর্কস্তু ত্বং বিনা মেহাৎ কথং শান্তিমবাশাসি ॥ ১৮
 মহতী বাধতে ভীতির্মাং মেধোখা পিনাকপাণি ।
 যত্নতঃ সন্মাদাসায় মা চিরং বচনাম্বয ॥ ১৯
 কৈলাসে বা হিমালয়ে বা মহাকৌস্তম্ভে কিতো ।
 ভবোপযোগ্যং ত্বং বাসং কুরুষু বৃষভধ্বজ ॥ ২০
 এবমুক্তস্তদা শঙ্করদাক্ষায়ণা তদাসকৃৎ ।
 ঈশ্বরহাস শীর্ষস্থ-চন্দ্ররশ্মিসিতাননঃ ॥ ২১
 অখোবাচ সত্যং দেবীং শ্রুতকিমোষ্ঠসম্পূটঃ ।
 মহাত্মা সর্বভদ্রজ-স্তোমসনু পরমেশ্বরীম্ ॥ ২২

ঈশ্বর উবাচ—

যত্র প্রীত্যে বরা কার্যো বাসস্তব মনোহরে ।
 মেধাস্তত্র ন গচ্ছতিঃ কদাচিদপি যৎপ্রিয়ে ॥ ২৩
 মেধা নিভ্রম্যপ্যন্তং সঙ্করতি বহীভূতঃ ।
 সদাপ্রালেয়দায়কং বর্ষায়পি মনোহরে ॥ ২৪
 কৈলাসস্ত তথা দেবী বাবল্যমেধসং ঘনাঃ ।
 সঙ্করতি ন গচ্ছতি সন্মাদুর্দ্ধং কদাচন ॥ ২৫
 সুমেরোরীষিরিষেকর্কঃ ন গচ্ছতি বলাহকাঃ ।
 জানুমূলং সমাসান্য পুষ্করাবর্তকাদয়ঃ ॥ ২৬

এই বিষম সময়ে কাক ও চকোরেরাও নোড় নির্মাণ করিতেছে, তুমি গৃহ
 বিনা মুখে থাকিবে কিরূপে ? ১৮

হে পিনাকপাণি ! আমি মেঘভয়ে বড় কাতর হইয়াছি ; অতএব আমার
 কথানুসারে অবিলম্বে বাসস্থান করিতে যত্নশীল হও । ১৯

হে বৃষভজ ! তুমি কৈলাসে হিমালয়ে মহাকৌস্তম্ভ-নদীতীরে অথবা
 পৃথিবীতে যেখানে হয় তোমার উপযুক্ত বাসস্থান কর । ২০

দাক্ষায়ণী শঙ্করে বারংবার এই কথা বলিলে, তিনি মৌলিভূষণ-শবধরের
 বিশদ-কিরণচ্ছুরিত বদনে ঈষৎ হাস্য করিলেন । ২১

অনন্তর, সর্বভদ্রজ মহাত্মা ঈশ্বর, ঈষৎ-হাস্যে উত্তর-ওষ্ঠাধর হইয়া
 পরমেশ্বরী সত্যদেবীর সন্তোষ-বিধান করিলেন । ২২

ঈশ্বর বলিলেন, হে মনোহরে ! আমি তোমার প্রীতির জন্য যে স্থানে বাস
 করিব, তথায় আমার পুরীতে কদাচ মেঘ যাইতে পারিবে না । ২৩

হে মনোহারিণি ! মেঘগণ বর্ষাকালেও হিমালয় পর্বতের নিভ্রমণে
 পর্য্যন্ত সতত বিচরণ করে । ২৪

মহাদেবি ! জলদজাল, কৈলাস পর্বতের মেঘলা পর্য্যন্ত সঙ্করণ করে,
 তাহার উর্দ্ধে কদাচ যাইতে পারে না । ২৫

পুষ্করাবর্তকাদি মেঘগণও সুমেরুপর্বতের জানুমূল পর্য্যন্ত যাইতে পারে,
 তাহার উর্দ্ধে পারে না * । ২৬

* “কখনও উর্দ্ধে” ও “জানুমূলং সমাসান্য” এই পাঠের অনুসৃত অর্থ এই—‘কখন ভাষিত
 জলভূমল পর্য্যন্ত গমন করে, কখনও উর্দ্ধে যাইতে পারে না’

এতেষু চ গিরীক্ষেষু যন্তোপরি ভবেহতে ।

যনঃ প্রিয্য নিবাসায় তমাচক্ষুঃ ক্রতুং মহি । ২৭

শ্বেচ্ছাবিহারৈরুত্ব কৌতুকানি

সুবর্ণপক্ষানিজবৃন্দবৃন্দৈঃ ।

শকুন্তবর্গৈর্মধুরহট্টৈস্তে

সদনাপদেকানি গিরৌ হিমোশ্বে । ২৮

সিদ্ধান্তনান্তে সখিতাং সনাতনৌ-

মিচ্ছন্তা এবোপকৃতিং সতৌতুকাম্ ।

শ্বেচ্ছাবিহারৈর্মণিকুট্টিমৈ গিরৌ

কুর্কন্ত্য এতুস্তি ফলানিলানটকঃ । ২৯

যা দেবকন্তা গিরিকন্ত্যকাস্চ

যা নাগকন্ত্যাস্চ তুরঙ্গমুখাঃ ।

সৰ্ব্বাস্তু তান্তে সততং সহায়তাং

সমাচরিস্থতানুমোদবিক্রমৈঃ । ৩০

কৃপং তবেদমতুলং বদনং সুচারু

দৃষ্টোদনা নিজবপুর্নিজকাস্তিসম্ভবম্ ।

হেলাং নিজে বপুষি কৃপণতপেবু নিত্যং

কর্তার ইত্যনিমিষেক্ষণচারুক্রপাঃ । ৩১

যা মেনকা পর্বতরাজজাম্বা

কটৈশ্চট্টৈঃ খাতবতী ত্রিলোকক ।

স্যা চাপি তে তত্র যনৌহনুমোদং

নিত্যং করিস্থত্যাথ সূচনাদৈঃ । ৩২

পুরজ্জিবর্গৈর্গিরিরাজবট্টৈঃ

প্রীতিং বিতম্ভিতিকদারকপাম্

শিলা সঙ্গা তে স্বকুলোচিতাপি

কার্যাবহং প্রীতিমুতা গুণোদৈঃ । ৩৩

প্রিযে । এই সকল গিরিখরের মধ্যে যেখানে বাস করিতে তোমার মন চাহে, নীচ আমাকে তাহা বল । ২৭

সুবর্ণময় পক্ষের পবনবেগে বিকল্পিত পল্লব শ্বেচ্ছাবিহারী মধুর-কুজল বিহঙ্গ-বর্গে তোমার বড় আশ্রয় ; এই হিমালয় পর্বতে তাহা সতত সুলভ । ২৮

সিদ্ধান্তনাগ, তোমার সহিত চিরসখা করিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তাহার। ফলাদি দান করত তোমার আনন্দ-উপকার করিতে এই শ্বেচ্ছাবিহার-কৃষি মণিকুট্টিমণোভিত গিরিখরে আগিবে । ২৯

দেবকন্তা, নাগকন্তা, গিরিকন্তা ও কিল্লর-কন্তাগণ, সকলেই আশ্রয়-প্রমোদ-বিলাস-বিশ্রমে সতত তোমার সহায়তা করিবে । ৩০

সুরমুন্দরীগণ, তোমার এই নিরুপম-রূপরাশি ও বদনমণ্ডল আর তাহা-দিগের নিজ নিজ দেহ ও লাবণ্যের দিক চাহিয়া তাহার। আপন আপন শরীর-ও রূপ-তপে নিত্য অবহেলা করিবে । ৩১

স্নান-গুণে ত্রিলোক-বিখ্যাত। গিরিরাজ-মহিবী মেনকাও অভ্যর্থনাদি দ্বারা নিত্য তোমার মানসিক আনন্দবিধান করিবেন । ৩২

বিচিত্রকোকিলাগ-মোনকুঞ্জপদ্যভূতম্ ।
 সনা বসন্তপ্রভবং গচ্ছামিচ্ছাসি কিং প্রিয়ে ।
 নানাবৃক্ষজলাপূর্ণ-সরঃশতসমাবৃতম্ ।
 পদ্মিনীশতসংযুক্ত-মলেক্ষং হিমালয়ম্ ॥ ৩৪
 সর্বকামপ্রদৈবৃটিকঃ শাশ্বতৈঃ কল্পসংজটিকঃ ।
 স্তম্ভসং যস্য কুমুদান্যাপহোক্ষাসি ভজ বৈ ॥ ৩৫*
 প্রশান্তস্থাপদপদং যুনিভির্ঘটিভির্ভূতম্ ।
 দেবালয়ং মহাভাগে নানাবৃক্ষগগৈবৃতম্ ॥ ৩৬
 স্মটিকৈর্বর্ণপ্রাটিকৈঃ রাজতৈশ্চ বিরাজিতম্ ।
 মানসানিসরোবরৈর্গোভিতঃ পরিশোভিতম্ ॥ ৩৭
 হিরণ্ময়ৈঃ রত্ননালৈঃ সজ্জতৈর্মুকুটৈর্বৃতম্ ॥ ৩৮
 শিশুমারৈস্তথা শৈলৈঃ কচ্ছপৈর্মকটৈর্কটৈঃ ।
 নিমেষিতৈর্মুকুটৈশ্চ তথানীলোৎপলাদিভিঃ ॥ ৩৯
 দেবীশতস্রানন্দক-সর্বগৈশ্চ কুমুদৈঃ ।
 নিদিক্শপ্শপ্শজটিকাপূর্ণৈঃ সজ্জকাস্তিভিঃ ॥ ৪০
 শাশ্বতৈস্তরুভিস্তমৈস্তীরৈশ্চরুপলোভিতৈঃ ।
 বৃত্তান্তিবিব শাখোদৈর্ঘ্যাক্ষতন্তং হসন্তবম্ ॥ ৪১
 কাদম্বৈঃ সারসৈর্মহত-চক্রাপগ্রামশোভিতৈঃ ।
 যমুদারাবিভির্মোদকারিভির্ময়াদিভিঃ ॥ ৪২

গিরিরাজ-বংশীয়া গুণবতী, পুরস্বীগণ, তোমার সহিত সারস-পূর্ণ প্রীতি-
 বিস্তার করিবেন, তাহাতে তোমার প্রীতিসহকারে সন্তত নিজকুলোচিত
 শিকাও হইবে । ৩৩

গিরিরাজ হিমালয়ে কুজসকল কোকিলকুলের বিচিত্র-কাকিলীরবে আনন্দ-
 ময় ; বসন্ত সন্তত বিরাজমান ; বৃক্ষ জলপূর্ণ শত শত সরোবর ; আর কমলপূর্ণ
 পুষ্করিণীও শত শত । তাই বলি প্রিয়ে ! হিমালয়ে থাকিতে ইচ্ছা হই
 কি ? ৩৪

সর্বকামপ্রদ কল্পপারশে আচ্ছন্ন হিমালয়ের হরিতবর্ণ তরুরাজির কুমুদময়
 উপভোগ করিতে পারিবে । ৩৫

হে মহাভাগে ! দেবদণ্ডের লীলাভূমি সেই হিমালয়—প্রশান্ত স্থাপদকুল,
 বহুতর যুনি, স্তম্ভ এবং নানাবিধ যুগ্মগণে পরিবৃত্ত রহিতাছে । ৩৬

তথায় মানস প্রভৃতি শ্রুটিক-সুবর্ণ-প্রবাল-রত্নভূময় বহুতর সরোবর, সেই
 সকল সরোবর আবার শুভ্রমহু নাল-মহু সুবর্ণময় তুল্লকমল কমলকুল ও মনোহর
 নীলোৎপলাদি দ্বারা পরিশোভিত । ৩৭-৩৮

শিশুমার ও শঙ্খ-কচ্ছপ-মকরকুলে আবৃত এবং স্তানকালে শত শত সূর-
 রমণীগণের অকুবিদ্যোক্ত বিবিধ গচ্ছপ, কুমুদ ও পরিভ্রষ্ট বিচিত্রকুমুদখাল্যের
 সৌরভ-বাসিত স্বচ্ছজলে পরিপূর্ণ । ৪১-৪০

তাহাদিগের তাঁরে হরিতবর্ণ উত্তম শাপদক্ষেপী ; তদীয় শাখাসকল পবন-
 হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া যেন আপনাদিগের সম্পদের কথা জানাইতেছে । ৪১

ইহাতে সরোবরকুলের বহন শোভা । সেই সকল সরোবরে কদম্ব, সারস,
 মহু, চক্রবাক ও মন্দাক্ত্র ভ্রমরকুল, সন্তত বিরাজমান । ৪২

বাসবস্ত কুবেরস্য যমস্য বরুণস্ত চ ।
 অগ্নেঃ কৌশলরাজস্য দারুণস্য হরস্ত চ ॥ ৪৩
 পুরীতিঃ শোভিশিখরং যেরুশ্বকৈঃ সুরাধিরম্ ।
 বজ্রাশটীয়েনকাহিরজ্ঞোরগগণসেবিতম্ ॥ ৪৪
 কিলুবিচ্ছসি সর্বেষদ্যং সারভূতং মহাগিরিম্ ॥ ৪৫
 তব দেবীশতযুতা সান্সরোগগণসেবিতা ।
 নিত্যং চরিত্যতি শচী তব যোগাং মহারতাম্ ॥ ৪৬
 অথবা মম কৈলাসমচলেন্দ্রং সদাশ্রয়ম্ ।
 স্থানমিচ্ছসি বিস্তেপপুরীপরিবিশাজিতম্ ॥ ৪৭
 গঙ্গাঅলৌকিক্যতং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্ ।
 দরীক্ৰ সানুস্ৰ সদা বন্ধকল্যাভিরীহিতম্ ॥ ৪৮
 লানাস্থগগনৈর্দ্বকৈঃ পদ্মাকরশতাকৃতম্ ।
 সর্বৈবজ্জৈশ্চ সঙ্গং সুমেরোরিব সুন্দরি ॥ ৪৯
 স্থানোত্তেজস্য যত্রাশ্চি তথাস্তঃকরণস্পৃহা ।
 তদ্বন্দ্বিতং মে সমাচক্ৰ স্বাধং কৰ্ত্তাম্মি তত্র তে ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতীরিতে শঙ্করেন তদা দাক্ষায়ণী শনৈঃ ।
 ইদমাহ মহাদেবং ব্রহ্মং বেচ্ছাপ্রকাশনম্ ॥ ৫১

মতু্যবাচ—

হিমাদ্বায়েব বসন্তিমহনিজে ব্রহ্মা সহ ।
 নচিরাৎ কুরু বাণং ত্বং তন্নিম্নেব মহাগিরৌ ॥ ৫২

অথবা ইন্দ্রা, অগ্নি, যম, মৈশ্বর্ত্ত, বরুণ, বসু, কুবের এবং আমি—আমাদ্বিগেন্দ্র
 পুরীপরিমতে শোভিত শৃঙ্গ, বজ্রা, শচী, যেনকা প্রভৃতি বজ্রোজগণ-নিষেবিত,
 দেবগণের আবাসভূমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাগিরি উচ্চচূড় সুযকপর্ব্বতে বাস করিতে
 ইচ্ছা কর কি ? ৪৩-৪৫

তথায় অল্সরোগগণসেবিতা ইন্দ্রাণী শত শত দেবীগণ পরিতৃতা হইয়া সর্ব্বদা
 তোমার সহায়তা করিবেন । ৪৬

অথবা কুবেরনগর-শোভিত, গঙ্গাজল-প্রবাহ-পূত, পূর্ণচন্দ্রসম-তত্ত্ববর্ণ
 আমার চিরবাস-স্থান গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে থাকিতে ইচ্ছা হইত কি ? ৪৭

ঐ পর্ব্বতের ওহা ও সাবুদলে ব্রহ্মকল্যাণ সদা বিচরণ করে । ৪৮

বিবিধ যুগগণ সেবিত শত শত কয়লাকর সরোবরে আবৃত কৈলাসপর্ব্বত
 কোন জনেই সুমেরুর ন্যূন নহে । ৪৯

এই সকল স্থানের মধ্যে যেখানে বাস করিতে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা,
 তাহা শীঘ্র বল, আমি তোমার সহিত সেইখানেই বাস করিব । ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শঙ্কর, এই কথা বলিলে, দাক্ষায়ণী, নিজের ইচ্ছা
 প্রকাশ করত ধীরে ধীরে মধুরভাবে মহাদেবকে বলিলেন,—আমি তোমার
 সহিত হিমালয় পর্ব্বতেই বাস করিতে ইচ্ছা করি, অতএব তুমি অবিলম্বেই
 এই মহাগিরিতে বাস কর । ৫১-৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ভদ্রাক্যমাকর্ষ্য হরঃ পরমমোদিতঃ ।
 হিমাব্রিনিধিরং তুঙ্গং দাক্ষায়ণ্য সমং যযৌ ॥ ৫৩
 সিদ্ধান্তনাগপাহুস্তমসমাং ৷ যপকিভিঃ ।
 জদাম শিখরং তুঙ্গং মরীচবনরাজিতম্ ॥ ৫৪
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চদশোহিধ্যায়ঃ ॥ ১৫

ষোড়শোহিধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বিচিত্রকনৈক কটৈঃ শিখরং বহুকর্করম্ ।
 দালার্কসমুদ্রং তুঙ্গমাসসাক সতীসখঃ ॥ ১
 ক্ষটিকাশ্রময়ে তস্থিন্ শাশলক্রমরাজিতে ।
 বিচিত্রপুষ্পবল্লীভিঃ সরসীভিঃ সংযুতে ।
 প্রফুল্লতরুশাখাগ্র-প্রফুল্লমরভূমিতে ॥ ২
 পদ্মকটৈঃ প্রফুল্লৈশ্চ নীলোৎপলচৈঃ স্তথা ।
 শোভিতে চক্রবাকৌটমঃ কাদম্বৈর্হংসমদৃগ্ভিঃ ॥ ৩
 প্রমত্তসারসৈঃ ক্রৌঞ্চনীরলকটৈশ্চ শকিতে ।
 পুংক্কাকিলকলয়ানৈর্মধুরৈর্মুগসেবিতৈঃ ॥ ৪
 তুরঙ্গবকনৈঃ সিংহরঙ্গরোভিঃ সঙ্কটকৈঃ ।
 বিদ্যাধরীভির্দেবীভিঃ কিম্বরীভির্বিহারিতে ।
 গুরঙ্গীভিঃ পার্বতীভিঃ কন্যাভিঃ সমবিতৈঃ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব তাঁহার কথা শুনিয়া পরমানন্দে দাক্ষায়ণী সবভিষাহারে সিদ্ধরমণীগণ-সেবিত যেন ও বিহঙ্গকুলের স্বপ্ন্য সরোবর-কানন-শোভিত উত্তম হিমালয়শিখরে গমন করিলেন । ৫৩-৫৪

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষোড়শ অধ্যায়

দশ-বহু

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সতী-সহচর পত্ন্য সূর্য-ব্রজতে বিচিত্র, বহুকম্বর-শোভিত, বাল-সূর্যাসন্নিত, তুঙ্গশিখরে সমাগত হইলেন । ১

ভদ্রা ক্ষটিক-প্রস্রবময়, হরিত-বৃকব্যাকি-শোভিত, বিচিত্র-কুমুদিত লতা ও সরোবরযুক্ত গিরিবাণ নগরী-সম্মিহিত শিখরাংশে স্বধ্বজ সতীসহ বহুদিন বিহার করিলেন । ২

ভদ্রা কমল বিকসিত, নীলোৎপল প্রফুল্লিত, ফুল, কুমুদিত ক্রমদল বিটপে অলিকূল প্রকরিত ; চক্রবাক, কদম্ব, হংস, মদুগ, বহু সারস, বক ও

বিপক্ষীভক্তি কামলমূলকপটহসনৈঃ ।
 নৃত্যস্তিরঙ্গবোভিষ্ঠ কোভুকোশৈঃ সুশোভিতে ॥ ৬
 দৈবৌলতাভির্বিদ্যাভির্গন্ধিনীভিঃ সমাবৃতে ।
 উর্দ্ধপ্রস্থলকুমুদৈর্নিকুটৈরুপশোভিতে ॥
 শৈলরাজপুরাভ্যাসে শিখরে বৃষভধ্বজঃ ।
 সহ সত্য চিরং রেমে এনন্ততে সুশোভনে ॥ ৮
 তস্মিন্ স্বর্গসমে স্থানে দিব্যমানেন শঙ্কর ।
 দশ বর্ষসহস্রাণি রেমে সত্য সমং যুগা ॥ ৯
 স কপাতিভু তৎস্থানাং কৈলাসং যান্তি শঙ্করঃ ।
 কপাচিন্মেকশিখরং দেবদেবীভূতং পুরা ॥ ১০
 দিকৃপালানাং তৎস্থানানাং বনানি বনুধাতসম্ ।
 গতা গতা পুনস্তত্র রেমে ভেডাঃ সতীসখাঃ ॥ ১১
 ন জজ্ঞে ন দিব্যরাত্রং ন জজ্ঞে ন তপঃ শময় ।
 সত্যাহিতমনাঃ শত্ৰুঃ প্রীতিমৈব চকার হ ॥ ১২
 একং মহাপ্রসন্নঃ সতী পদ্মভিঃ সর্বদা ॥
 মহাদেবোহপি সর্বত্র সদাজাক্ষীঃ সতীমুখম্ ॥ ১৩
 এবমন্তোক্তসংসর্গানবুরাগমহীকরম্ ।
 বর্দ্ধয়ামাসতুঃ শঙ্করস্তো ভাবান্বসেচনৈঃ ॥ ১৪
 এতস্মিন্নন্তরে দক্ষো জগতাং হিতকারকঃ ।
 মহাযজ্ঞং সম্যবেতে যচ্চৈবৈব সর্বজীবনম্ ॥ ১৫

অম্বরগণের শক ও পুংস্কাকিল-কুলের অধুর কলহনে সন্তত শকময়,—মৃগগণ-
 সেবিত, কিম্বর, কিম্বরী, সিন্ধ, অশ্বর, হক্ষ, বিদ্যাহরী ও দেবগণের বিহার-ভূমি,
 পার্শ্বভৌম কতা ও পুরজিবনে পরিবৃত সেই শিখরধেনে বীণাতন্ত্রী মৃদুমধুর-
 বজ্রার-মিশ্রিত মৃদল পটহ শঙ্করের সঙ্গে অশ্বরগণের সেকৌতুক নৃত্য, মৃগধবন্তী
 অপার্থিব লতা এবং উর্দ্ধ-ফুল কুমুদরাজি-সংবৃত্ত নিকুঞ্জাবলী ;—গোভার এক
 শেষ । ৩-৮

এই সুশোভন স্বর্গভূমি স্থানে শঙ্কর, দিব-স্থানের দশ সহস্র বৎসর সতীসহ
 সানন্দে বিহার করিলেন । ৯

শঙ্কর কখন কৈলাসে বাইলেন, কখন দেবদেবীপরিবৃত সুমেক-শিখরে
 বাইলেন । ১০

কখন দিকৃপালগণের উদ্যান-কাননে গমন করিলেন, কখন বা পৃথিবীতলে
 বাইলেন ; এইরূপ নানাত্বানে গিয়া তথায় তথায় সতীসহ অত্যন্ত বিহার
 করিলেন । ১১

সতীগত-চিত্ত মহাদেবের দিবা রাত্রি জ্ঞান হই নাই, স্নেহ তপস্যা ও দয়-
 দয়াদি মনে পড়ে নাই, কেবল সতীর প্রীতিবিধানই তাঁহার কর্তব্য কার্য
 হইল । ১২

সতী, সকল স্থানে সকল সময়ে একবারে শিবমুখই দেখিতে লাগিলেন ;
 মহাদেবও সর্বদা সর্বত্র কেবল লাক্ষ্মীধরী সন্দর্শনই দেখিতে লাগিলেন । ১৩

শিব-লাক্ষ্মী এইরূপ পরস্পর সংসর্গে ভাব-জলসেচন দ্বারা পরস্পরের
 অনুরাগ-বৃক্ষ বর্ধিত করিতে লাগিলেন । ১৪

অষ্টাশীতিসহস্রাণি যত্র জুহ্বতি ঋত্বিকঃ ।
 উদগাতারশ্চতুঃষষ্টিসহস্রাণি সুর্যযঃ ।
 অক্ষর্যাবোহথ হোতারস্তাবস্তো নারদাদয়ঃ ॥ ১৬
 অবিষ্ঠাতা স্বরং বিষ্ণুঃ সহ সিমরূপগণৈঃ ।
 স্বরং তত্রাত্তনদ্ ভক্ষা ত্রয়ীবিধিনিদর্শকঃ ॥ ১৭
 তথৈব সর্কসিকৃপালো দ্বারপালশ্চ বক্ষকঃ ।
 উপত্যন্তে স্বয়ং যজ্ঞঃ স্বয়ং বেদী ধরাভবৎ ॥ ১৮
 তনুনপাদগা নিজং চক্রে রূপং সহস্রশঃ ।
 হবিষাং গ্রহণায়াং শুশ্রিণ্ যজ্ঞমহোৎসবে ॥ ১৯
 আমন্ত্র্যাণ্ড মরীচ্যাঢ্যঃ পবিত্রৈস্তৈককধারিণঃ ।
 সর্কত্বে সামিধেবোত্তমজ্ঞানসাম্যমুচ্চিষম্ ॥ ২০
 সপ্তর্ষয়ঃ সামগাথা কুর্কন্তি স্ম পৃথক্ পৃথক্ ।
 গান্ধিনো বিদিশঃ যত্র যুজ্যন্তঃ অগ্নিস্বরৈঃ ॥ ২১
 ন কৃতান্তজ্ঞ ধনেন্ধু দক্ষেন সূর্য্যাকনা ॥ ২২
 ন কেচিদৃশায়া দেবা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ ।
 নোত্তিদেশা ন ত্বণং বাপি পশবে ন মৃগান্তথা ॥ ২৩
 গন্ধর্কবিদ্যাধরুসিদ্ধসজ্জা-নাদিত্যসাহায্যিণ্যন সযক্ষান্ ।
 মহাবরাগ্রাগবরান্ সমন্তান্, যজ্ঞে ন দক্ষঃ সূর্য্যধরেষু ॥ ২৪
 কল্পময়ন্তরযুগ-বর্ষমাসদিবানিশাঃ ।
 কলাকাষ্ঠানিমেঘাদ্যা কৃত্যঃ সর্কৈ সমাগতাঃ ॥ ২৫

এই সময়ে ত্রিভুবনহিত-কারী দক্ষ, সর্ক-জীবন মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করেন । ১৫

সেই যজ্ঞে অষ্টাশীতি সহস্র ঋত্বিক্ হোতৃকার্য্যে ব্যাপৃত, চতুঃষষ্টি সহস্র দেবর্ষি উদগাতা, নারদ প্রভৃতি বৃহত্তর ঋষিই অধ্বর্যুৎ এবং হোতা । ১৬

সর্কদেবগণসহ স্বয়ং বিষ্ণু এই যজ্ঞের অবিষ্ঠাতা ; স্বয়ং ভক্ষা ইহার বেদ-বিধিপ্রদর্শক । ১৭

এই যজ্ঞে সকল সকল সিকৃপালগণ, দ্বারপাল ও বক্ষক । তথায় যুষ্টিমান্ যজ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত হন, ধরামণ্ডল যজ্ঞবেদী হইলেন । ১৮

সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে নীজ শীঘ্র রাশি রাশি হবি গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং অগ্নি সহস্র সহস্র নিজ দেহ প্রকাশ করেন । ১৯

এতৈক-পবিত্র-পাণি মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এই কার্য্যের প্রধান সহায় হন । তাঁহারা সামধেনী মন্ত্র (অগ্নিপ্রজ্ঞান মন্ত্র) দ্বারা সর্কত্বে অগ্নি প্রজ্জালিত করেন । সপ্তর্ষিগণ, দিক্, বিদিক্, ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল ত্রুতি-স্বরে পূর্ণ করত সামগান করেন । ২০-২১

সু-মহাভা-দক্ষ, সেই যজ্ঞে বরণ করেন নাই ;—এইরূপ কেহ ছিল না । ২২
 দেবতা, দেবর্ষি, মনুষ্য, পশু পক্ষ, উদ্ভিদ, তৃণ, সিদ্ধ, সাধা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, আদিত্য, শুবি, স্বাদিক্রমণ্ডল—দক্ষ, সেই মহাযজ্ঞে সকলকে বরণ করেন । ২৩-২৪

কল্প, ময়ন্তর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিব্য, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠ, ও নিমেঘাদি সকলেই দক্ষকর্তৃক কৃত হইয়া তথায় সমাগত হন । ২৫

বহুবিধাঙ্গমুদ্বিগতভা, নৃপাঃ নপুত্রাঃ সন্নিবঃ সন্নিবঃ
 বসুপ্রমুখা গণদেবতা যান্, সৰ্ব্বা বৃত্তান্তেন গতা যন্ত তম্ ॥ ২৬
 কীটঃ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্পাঃ, সবানবাঃ শাপদবিঘ্নঘোরাঃ ।
 মেঘাঃ সশৈলাঃ মনদীপ্, স্রাঃ, সরাংসি বাণ্যশ্চ গতা বৃত্তান্তে ॥ ২৭
 নীলী ব্রভাঙ্গং হবিষং জিঘৃক্ষবঃ, ক্রতুং প্রথগ্ধুর্দৃষ্টমস্মিনন্তে ।
 শাতালবাসা অসুরাঃ সমাগতা, নাস্তিহো দেবসমাঃ সমস্তাঃ ॥ ২৮
 জগদ্বর্তাস্তি যৎকিঞ্চিচ্চেতনাচেতনং পুনঃ ।
 সৰ্ব্বং বৃত্তা সমাটরন্তে যন্তঃ সৰ্ব্বদক্ষিণম্ ॥ ২৯
 তস্মিন্ যন্তে বৃত্তঃ শত্বর্ন দক্ষিণং মহাত্মনঃ ।
 কপালীতি বিনিশ্চিত্য তস্য বজ্রাইভা ন হি ॥ ৩০
 কপালিতার্থোক্তি সতী দ্বিতীয়াপি সূতা নিজা ।
 নাতুতা বজ্রবিষয়ে দক্ষিণং দোষদর্শিনা ॥ ৩১
 ক্রতুা সতী তথা যন্তঃ ভাটেনাধিকমুত্তমম্ ।
 কপালিতার্থোক্তি বৃত্তা নাস্তিত্যপি তত্ত্বতঃ ॥ ৩২
 কীটশ্চ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্পাঃ, সবানবাঃ শাপদবিঘ্নঘোরাঃ ।
 মেঘাঃ সশৈলাঃ মনদীপ্, স্রাঃ, সরাংসি বাণ্যশ্চ গতা বৃত্তান্তে ॥ ৩৩
 কপালিতার্থোক্তি সতী দ্বিতীয়াপি সূতা নিজা ।
 নাতুতা বজ্রবিষয়ে দক্ষিণং দোষদর্শিনা ॥ ৩৪
 ক্রতুা সতী তথা যন্তঃ ভাটেনাধিকমুত্তমম্ ।
 কপালিতার্থোক্তি বৃত্তা নাস্তিত্যপি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৫
 কীটশ্চ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্পাঃ, সবানবাঃ শাপদবিঘ্নঘোরাঃ ।
 মেঘাঃ সশৈলাঃ মনদীপ্, স্রাঃ, সরাংসি বাণ্যশ্চ গতা বৃত্তান্তে ॥ ৩৬
 কপালিতার্থোক্তি সতী দ্বিতীয়াপি সূতা নিজা ।
 নাতুতা বজ্রবিষয়ে দক্ষিণং দোষদর্শিনা ॥ ৩৭
 ক্রতুা সতী তথা যন্তঃ ভাটেনাধিকমুত্তমম্ ।
 কপালিতার্থোক্তি বৃত্তা নাস্তিত্যপি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৮
 কীটশ্চ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্পাঃ, সবানবাঃ শাপদবিঘ্নঘোরাঃ ।
 মেঘাঃ সশৈলাঃ মনদীপ্, স্রাঃ, সরাংসি বাণ্যশ্চ গতা বৃত্তান্তে ॥ ৩৯
 কপালিতার্থোক্তি সতী দ্বিতীয়াপি সূতা নিজা ।
 নাতুতা বজ্রবিষয়ে দক্ষিণং দোষদর্শিনা ॥ ৪০
 ক্রতুা সতী তথা যন্তঃ ভাটেনাধিকমুত্তমম্ ।
 কপালিতার্থোক্তি বৃত্তা নাস্তিত্যপি তত্ত্বতঃ ॥ ৪১
 কীটশ্চ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্পাঃ, সবানবাঃ শাপদবিঘ্নঘোরাঃ ।
 মেঘাঃ সশৈলাঃ মনদীপ্, স্রাঃ, সরাংসি বাণ্যশ্চ গতা বৃত্তান্তে ॥ ৪২
 কপালিতার্থোক্তি সতী দ্বিতীয়াপি সূতা নিজা ।
 নাতুতা বজ্রবিষয়ে দক্ষিণং দোষদর্শিনা ॥ ৪৩
 ক্রতুা সতী তথা যন্তঃ ভাটেনাধিকমুত্তমম্ ।
 কপালিতার্থোক্তি বৃত্তা নাস্তিত্যপি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৪
 কীটশ্চ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্পাঃ, সবানবাঃ শাপদবিঘ্নঘোরাঃ ।
 মেঘাঃ সশৈলাঃ মনদীপ্, স্রাঃ, সরাংসি বাণ্যশ্চ গতা বৃত্তান্তে ॥ ৪৫
 কপালিতার্থোক্তি সতী দ্বিতীয়াপি সূতা নিজা ।
 নাতুতা বজ্রবিষয়ে দক্ষিণং দোষদর্শিনা ॥ ৪৬
 ক্রতুা সতী তথা যন্তঃ ভাটেনাধিকমুত্তমম্ ।
 কপালিতার্থোক্তি বৃত্তা নাস্তিত্যপি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৭
 কীটশ্চ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্পাঃ, সবানবাঃ শাপদবিঘ্নঘোরাঃ ।
 মেঘাঃ সশৈলাঃ মনদীপ্, স্রাঃ, সরাংসি বাণ্যশ্চ গতা বৃত্তান্তে ॥ ৪৮
 কপালিতার্থোক্তি সতী দ্বিতীয়াপি সূতা নিজা ।
 নাতুতা বজ্রবিষয়ে দক্ষিণং দোষদর্শিনা ॥ ৪৯
 ক্রতুা সতী তথা যন্তঃ ভাটেনাধিকমুত্তমম্ ।
 কপালিতার্থোক্তি বৃত্তা নাস্তিত্যপি তত্ত্বতঃ ॥ ৫০

বহুবি, দ্বিবি, দেববি, পুত্রাভ্যাত্মনঃ সমভিহায়াহায়ে, নৃপতি এবং বসু-
 প্রমুখ গণ-দেবতা—সকলেই দক্ষকর্তৃক বৃত্ত হইয়া যন্তে গমন করেন । ২৬

কীট, পতঙ্গ, জলজ প্রাণী, বানর, ঘোরবিঘ্নকর, শাপদ, মেঘ, পর্বত, নদী,
 সমুদ্র, সর্বোত্তর ও দীর্ঘিকা—সকলেই বৃত্ত হইয়া তথায় গমন করেন । ২৭

শাতালবাসী অসুর এবং দেবতুল্য সমস্ত বমনীগণও তথায় গমন করিলেন ।
 তাঁহারা সকলেই সেই যাত্ৰাকৃত দক্ষের যন্তে য য হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য
 তথায় গমন করেন । ২৮

যিনি দক্ষ, স্বাদবজ্রমাধক সমুদায় জগৎ অর্চনাপূর্বক বরণ করিয়া সর্বদ-
 ক্ষিণ যন্তে আরম্ভ করেন । ২৯

মহাপ্রা দক্ষ, “মহাদেব কপালী, অতএব তিনি যজ্ঞাই নহেন” বিবেচনা
 করিয়া সে যন্তে তাঁহাকে বরণ করেন নাই । ৩০

সতী আপনার প্রিয়তনয়া হইলেও, কপালীর ভাৰ্য্য বলিয়া সে যন্তে—
 দোষদর্শী দক্ষ, তাঁহাকে আহ্বান করেন নাই । ৩১

পিতা তাদৃশ উত্তম যন্তে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আমি কপালীর ভাৰ্য্য
 বলিয়া আমাকে আহ্বান করেন নাই, ইহা তদ্বানুসন্ধানপূর্বক গ্রহণ করিয়া
 সতী দক্ষের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন । তখন সতী,—আরম্ভ-নবনা ও
 আরম্ভবদনা হইয়া দক্ষকে শাপদক্ষ করিতে যন্থ করিলেন । ৩২-৩৩

তিনি কোপাবিষ্ট হইলেও তৎক্ষণাৎ পূর্ব প্রতিজ্ঞা শ্রুতিপথাক্রমে হস্তান্তরে
 তখন আর দক্ষকে শাপ দিলেন না, মনে মনে ইহা স্থির করিলেন :—শাপ
 দিবার আবশ্যকতা নাই, আমি পূর্বেই দক্ষকে দৃঢ়নিয়ম-বদ্ধ করিয়া দিয়াছি

যদা কৃতাহং মক্ষণ সুচিরং তনুযার্থিনা ।
 তদৈব সমস্তো মেহমং শাপে নালঙ্ঘ্যোমি তম্ । ৩৬
 ইতি সন্ধিত্য সা দেবী নিত্যরূপমধ্যাক্ষনঃ ।
 সমারাতুলমব্যুগ্রাং নিহলং চ জগন্ময়ম্ । ৩৭
 পূর্বরূপং স্মরন্তী সা যোগনিদ্রাহবয়ং হরেঃ ।
 এবং সন্ধিত্যামাস মনসা মক্ষয়্য তদা । ৩৮
 ব্রহ্মণোদিতমক্ষণ মদর্শমহমীড়িতা ।
 তৎকিঞ্চিদপি নো জ্যতং শঙ্করোহপি ন পূত্রবান্ । ৩৯
 ইদানীমেবমেষাভুং কার্যং দেবগণস্ত চ ।
 যজ্ঞধরঃ সামুদ্রাগো মংকুতেহকুচ্চ যোষিতি । ৪০
 যন্তো নাস্তা পুনঃ শন্তো রাগং বর্জিতুং পুনঃ ।
 শস্তা ন কাপি ভবিত্য স নাস্তাং সংগ্রহীষ্যতি । ৪১
 তথাগাহং তনুভ্যকে সময়াং পূর্বযোজিতাং ।
 হিতার জগতাং কুর্যাং প্রাহুর্ভাবং পুনর্গিরৌ । ৪২
 পুত্রা হিমবতঃ প্রবে ব্রহ্মা দেহগৃহোপদেহঃ ।
 শঙ্কুঃ সার্কং মদা রক্তং সুচিরং প্রান্তসংযুতঃ । ৪৩
 তত্র য়া মেনকা দেবী চার্কসী চরিতব্রতা ।
 সুশীলা সা পুরস্তীশামুভয়া পার্কতীগণে । ৪৪
 সা মাং মাতৃবদাচক্রে সর্বকর্মসু নর্পকম্ ।
 তস্মাং মেহত্যনুরাগোহকুং সা মে মাতা ভবিষ্যতি । ৪৫

যে, আমার প্রতি তোমার অবজ্ঞা উপস্থিত হইলেই আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব । ৩৪-৩৬

তখন আমাকে কষ্টাক্রমে প্রার্থনা করত বহুকাল আমার শ্রব করে, তখন আমি এই নিরম্ম করিয়া দিয়াছি ; শাপে কাজ নাই , আমি সেই নিরম্ম পালন করিব । ৩৬

মতী দেবী ইহা চিন্তা করিয়া জগন্ময় নিকাম যোরতর নিজ নিক্রপম নিত্য-রূপ স্মরণ করিলেন । ৩৭

তখন দাক্ষায়ণী শ্রীহরির যোগনিদ্রারূপ নিজ রূপ স্মরণ করত মনে মনে চিন্তা করিলেন ; অক্ষার কথামত দক্ষ যে জন্ত আমাকে শ্রব করিয়াছিল ; তাহার কিছুই হইল না, শঙ্কর এখনও অপুত্রক । ৩৮-৩৯

এখন দেবগণের কেবল একটি কার্য্য হইয়াছে, শঙ্কর আমার অন্তই রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন । ৪০

আমি ভিন্ন আর কোন রমণীই শঙ্করের অনুরাগবর্দ্ধনে সমর্থ হইবে না ; অতএব নিব অস্ত রমণীকে গ্রহণ করিবেন না । ৪১

তথাপি আমি পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞাবশতঃ এই দেহত্যাগ করিব ; তৎপরে ত্রিভুবনের হিতার্থ আমি পুনরায় এই হিমালয়ে প্রাহুর্ভূত হইব । ৪২

পূর্ব হইতেই শঙ্কু, সুরগৃহসমূহ রমণীর হিমালয়প্রাণ্ডে আমার সহিত বহুকাল বিহার করিতে প্রীতিযুক্ত আছেন । ৪৩

তথার চার্কসী ব্রতচারিণী মেনকাদেবী, পর্বতবংশীয়াদিগের মধ্যে সুশীলা এবং পুরস্তীবর্গের প্রধান । ৪৪

কস্তাভিঃ পার্শ্বভী ভিষ্ঠ বালাক্রৌড়াবহং চিরম্ ।
 কৃদ্ধা কৃদ্ধা যেনকায়াঃ করিষ্যে যোদযুদ্ধমম্ ॥ ৪৬
 পুনশ্চাহং ভবিষ্যামি শস্তোৰ্জায়াভিবল্লভা ।
 করিষ্যে দেবকার্য্যানি তদুপায়াপসংশয়ম্ ॥ ৪৭
 ইতি সঙ্কিস্তবন্তী সা পুনঃ কোপসমাবৃতা ।
 ভঙ্কাল দক্ষভ্রমরা দক্ষদাক্ষকৰ্ম্মণা ॥ ৪৮
 ক্রোধবস্ত্রেক্ষণা ভঙ্ক তনুষ্যেস্তন্য সতী ।
 শ্লেফাটককার ভাবানি সৰ্ব্বাণ্যাবৃত্তা যোগভঃ ॥ ৪৯
 তেন শ্লেফাটেন মহতা ভঙ্কাস্ত প্রাণবায়বঃ ।
 নির্ভিক্ত দশমদ্বারমাশ্রনন্তে বহির্ধমুঃ ॥ ৫০
 ভ্যক্তপ্রাণাস্ত ভাং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সর্কেহন্তরিংগণাঃ ।
 হাহাকারং তদা চক্রুঃ শোকবাকুলিত্তেক্ষণাঃ ॥ ৫১
 ভক্তস্ত সত্যা ভগিনীসুতা ভাং ব্রহ্মহাগতা ।
 চুক্রোণ শোকাহিষয়া মৃত্যুং দৃষ্ট্বা সতীঃ মুহুঃ ॥ ৫২
 হা সতী ক দতাসীতি হা সতী তব কিং খিদম্ ।
 হা মাতৃসমরিভূতৈকন্তদা শকো মহানভুং ॥ ৫৩
 বিপ্রিয়শ্রবণাদেব প্রাণাত্যক্তাতুরা সতি ।
 অহং কথন্ত জীবামি দৃষ্টে দুর্গাপ্রথং দৃঢ়ম্ ॥ ৫৪
 পাণিনা বদনং সত্যা মাৰ্জ্জবন্তী মুহুর্মুহুঃ ।
 কক্লশং বিলপন্তা স্ম মুখং স্খিত্তি সা তদা ॥ ৫৫

তিনি আমাকে যা র লায় সামঞ্জস্যভাবে সকল কার্য্য করিতে বলেন ;
 তাঁহার উপর আমার বড় অনুরাগ হইয়াছে, তিনিই আমার বা হইবেন । ৪৬

আমি পর্ব্বতবংশীয়া কস্তাগণের সহিত বহুকাল বালাক্রৌড়া করত যেনকা-
 দেবীর পরমানন্দ সম্পাদন করিব । ৪৭

ভগ্নপরে আমি পুনরায় শিবের অতি প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা হইব ; তখন আমি
 উপায় দ্বারা নিশ্চয়ই দেবকার্য্যসকল সাধন করিব । ৪৮

দক্ষনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করত দক্ষে নিদাক্ষকৰ্ম্ম শ্রবণমাত্রে যোর রোমা-
 বেশে ছলিয়া উঠিলেন । ৪৮

তখন কোপবস্ত্র-নয়না সতী, যোগবলে শরীরের সকল দ্বার রোধ করিয়া
 কুস্তক করিলেন । সেই মহাকুস্তকে তদীয় প্রাণ-বায়ু ব্রহ্মরক্ত ভেদ করিয়া নির্গত
 হইল । ৪৯-৫০

অন্তরীকস্থিত দেবতাসকল তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া শোকাক্র-
 পূর্ণনয়নে হাহাকার করিতে লাগিলেন । ৫১

অনন্তর সতীর ভগিনী-ভ্রমরা বিজয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ;
 তিনি সতীকে যত দেখিয়া শোকাবেগে মুহুর্মুহুঃ আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ।
 ৫২

হায় সতি । কোথায় গেলে, হায় ! সতি । তোমার একি হইল ! হায়
 মাসি । তখন এইরূপ উচ্চতর আৰ্ত্তনাদ হইতে লাগিল । ৫৩

সতি । তুমি অপ্রিয় শ্রবণেই প্রাণত্যাগ করিলে, আর আমি ঈদৃশ যোর
 অপ্রিয় ঘটন দেখিয়া জীবনধারণ করিব কিরূপে ? ৫৪

সিকন্তো নেত্রৈজস্তোমৈঃ সত্যোঃ সা হৃদয়ং মুখম্ ।
 কেশানুজ্ঞাসা পানিভ্যাং বীকন্তৌ বদনং মুহুঃ ॥ ৫৬
 উক্কাধঃকম্পিতশিরাঃ শোকবাকুলিতেল্লিয়া ।
 হৃদয়ং পঞ্চশাখাভ্যাং বিনিহন্তী তথা পিরঃ ॥ ৫৭
 ইদম্বচনং স্যাক্ষকষ্ঠা সা বিজয়াব্রবীৎ ।
 অত্ৰা ভে মরণং যাতা বীরিপৌ শোককষিতা ।
 ধারয়ন্তী কথং প্রাণান্ সন্তস্ত্যাকৃতি জীবিতম্ ॥ ৫৮
 স তথা নিরনুক্ৰোশঃ ক্রুরকৰ্ম্মা পিতা তব ।
 প্রমৃত্যং ভবন্তীং হৃতা কথং ধাস্যতি জীবিতম্ । ৫৯
 বিচিত্র্য নুনং কৰ্ম্মাণি যীমানি ভবন্তীং প্রতি ।
 কৃতানি স নৃশংসানি দক্ষঃ শোকাকুলস্তদা ॥ ৬০
 যত্না স চ জ্ঞানহীনঃ কথং যজ্ঞে প্রবর্ত্ততে ।
 নিঃশ্রদ্ধস্তাক্রবুদ্ধিশ্চ কথং বা স ভবেৎ ক্রতো ॥ ৬১
 হা যাতর্দেহি বচনং ক্লদন্ত্য বালবন্থম ।
 ভবন্ত্য নির্দয়া শোকাদ্ প্রিয়ে শল্যাসমানহুন ॥ ৬২
 কং কিং স্মরসি মে শস্তোবিহিত্য কদাচন ।
 তেনামর্ষবশং প্রাপ্তা মাতর্য্যং কিম্ ভাষসে ॥ ৬৩
 তদেব বচনং চক্ষুর্মুখং সা নাসিকা তব ।
 এতেষাং ক গতাঃ সর্ব্বৈ বিজয়া হসিতং ক চ ॥ ৬৪

বিজয়া করতল দ্বারা বারংবার সতীর মুখমার্জনা এবং এইরূপ সক্রুণ
 বিলাপ করত তাহার মুখ আঘাত করিতে লাগিলেন । ৫৫

নহনজলে সতীর বক্ষঃস্থল ও বদনমণ্ডল অভিষিক্ত করত করমূগল দ্বারা
 তদীয় কেশপাশ উত্তোলিত করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।
 ৫৬

শোকাকুলিতেল্লিয় বিজয়া মন্তক উন্নমিত ও অবনমিত করত মন্তকে ও
 বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন ৫৭

প্রাণ অক্ষপূর্ণকষ্ঠা বিজয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন,—তোমার জননী
 বীরিপৌ, তোমার এই মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া শোকাবেগে জীবনধারণ করিবেন
 কিরূপে ? দেখিতেছি, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন । ৫৮

তোমার পিতা তাদৃশ নির্দয় এবং ক্রুরকৰ্ম্মা হইলেও তোমার মরণ-সংবাদ
 শুনিয়া প্রাণধারণ করিবেন কিরূপে ? ৫৯

দক্ষ, তোমার প্রতি নিরুজ্জ্বল নৃশংস ব্যবহার স্মরণ করিয়াই বিশেষ শোকা-
 কুল হইবেন । ৬০

দক্ষ, যাজ্ঞিক হইয়াও যজ্ঞবিষয়ে মূৰ্খ ; তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন ?
 তিনি শ্রদ্ধাশূন্য ও বুদ্ধিহীন ; যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবেন বা কিরূপে ? ৬১

আমি অত্যন্ত রোদন করিতেছি, হায় মা ! আমাকে উত্তর দাও ; নির্দয়
 আমি তোমার শোকে প্রাণকেও শল্যসম বোধ করিতেছি । ৬২

তুমি কি কখন শিবকৃত কোন অপ্রিয় কার্য্য স্মরণ করিতেছ ; তাই রোযা-
 বেশে আমার সহিত কথা কহিতেছ না । ৬৩

ননু ভেন বিষমৈর্হীনং নেত্রবৃগ্নং সুনাসিকম্ ।
 শ্মিতহীনঞ্চ বদনং দৃষ্ট্বা সোঢ়া কথং হরঃ ॥ ৬৫
 কা সূধাসঞ্চিতং চাকার চরাশ্রমসমাপতাম্ ।
 স্নাত্ব তাম্মতে মাতর্বদিকৃতি মুহূৰ্ণহঃ ॥ ৬৬
 অক্ষাবতী বাজবেষু পত্ন্যৰ্জাববশামুগা ।
 সৰ্বলক্ষণসম্পূৰ্ণা তৎসমা য়া ভবিষ্যতি ॥ ৬৭
 ক্ষুদ্রে দেবি দেবেশঃ শোকাপহতচেতনঃ ।
 হৃঃষিতায়া নিরুৎসাহো নিশ্চেষ্টশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৬৮
 এবং লপন্তী কুলহৃঃষিতা সতীং
 যুতাং সমীক্যাত্তিষয়ং শুচাহতা ।
 পপাত ভুলো বিজয়া বিরাবং
 বিতম্বতী চোৰ্দ্ধুজা প্রবেশতী ॥ ৬৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সতীদেহত্যাগো নাম
 ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬

সেই চক্ষু, সেই বচন-চাতুরীময় বদন, সেই তোমার নাসিকা ;—ইহাদিগ্নের
 বিষম কোথার গেল ? তোমার হাস্য কোথার গেল ? ৬৫

তোমার বিষম-হীন নয়নবৃগ্ন, নাসিকা এবং ঈষৎ-হাস্য-হীন মুখ দেখিয়া
 মহাদেব মহিমা থাকিবেন কিরূপে ? ৬৬

আমি এই শিবের আশ্রমে আসিলে, কে আর যা। হাসিতে হাসিতে বার
 বার সুমধুর সত্য কথা বলিবে ? ৬৭

মা। তোমার স্তন্য বন্ধু-বাণ্ধবে ত্রৈলোক্য পতি-চিত্তানুসারিণী সৰ্বলক্ষণা-
 ক্রান্তা আর কোন্ রমণী হইবে ? ৬৮

দেবি। দেবদেব মহাদেব, তোমার বিরহে শোকাকুল-চিত্ত, হৃঃষিত,
 নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন। ৬৯

সতীকে যুত দেখিয়া অতি হৃঃষিত-স্বদয়া ও শোকাকুল বিজয়া এইরূপ
 বিলাপ করত, কাঁপিতে কাঁপিতে উৰ্দ্ধভুজে চীংকার শব্দে ভূতলে পতিত
 হইলেন। ৭০

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬

সপ্তদশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতদগ্নিস্তরে শত্ৰুঃ শোভনে যানসে ব্রুদে ।
 সমাপ্য সন্ধ্যামায়াতঃ স্বমাত্রহপদং প্রাতি ॥ ১
 আগচ্ছন্তেব সংরবং বিজয়ায়া যুযধজঃ ।
 তত্রাব দারুণং তীব্রং চকিত্তচ্চ ভভোহভবৎ ॥ ২
 তত উত্থা বলবতা মনোমারুতরংহমা ।
 স্বমাত্রহপদং শৰ্ব্ব আসিমান ত্রাসাশিতঃ ॥ ৩
 আসাদ দেবীং দহিতাং তদা দাক্ষায়ণীং হরঃ ।
 যুতাং দৃষ্ট্বাপি ন জাহৌ যুতেতিপ্রিয়ভাবতঃ ॥ ৪
 ততো নিরীক্ষ্য বদনমাম্বুজ্য চ পুনঃপুনঃ ।
 পপ্রচ্ছ কস্মাৎ সূতাসীতোবং দাক্ষায়ণীং যুহঃ ॥ ৫
 ততো ভগবচঃ শ্রুত্বা তদা তস্তদ্বিনীমুতা ।
 বিজয়া প্রাহ নিধনং দাক্ষায়ণ্যাং বথা তথা ॥ ৬

বিজয়োবাচ—

মকঃ কর্তুং ক্রতুং শতো দেবান্ সৰ্ব্বান্ সবাসহান্^১ ।
 আকুহাব তথা দৈত্যান্ রাক্ষসান্ সিদ্ধগুহকান্ ॥ ৭
 ব্রহ্মাপমথ গোবিন্দমিস্রাদীনপি দিকৃপতীন ।
 দেবযোনিংস্তথা সৰ্ব্বান্ সাধ্যবিদ্যাধরাদিকান্ ॥ ৮
 নাবুতানি ক্রতো ভেন যানি সন্তানি শকর ।
 তানি দক্ষেণ নো সতি সমস্তদুবনেহপি ॥ ৯

দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইত্যবসরে শিব, শোভন যানস-সর্বোবরে সন্ধ্যা সমাপন করিয়া নিজ আশ্রমের দিকে আসিতে লাগিলেন । ১

যুযধজ আসিতে আসিতেই বিজয়ার নিদাক্ষণ তীব্র আত্মনাদ শ্রবণ করিয়া ভয়-চকিত হইলেন । ২

অনন্তর, শিব, মন এবং পবনের দ্বার শীত্ৰগামী বলবান্ কুয্যোহুহে সশ্রম নিজ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৩

তখন বহাদেব প্রিয়ভমা দেবী দাক্ষায়ণীর নিকট আগমনান্তর তাঁহাকে যুত দেখিয়াও প্রেমবশত যুতবোধ না হওয়াতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না । ৪

অনন্তর যুযধজ, সতীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণপূর্বক যুহ যুহাইতে যুহাইতে সতীকে বারংবার অজ্ঞাসা করিলেন,—“দাক্ষায়ণি ! যুহাইতেহ কেন ?” ৫

তখন শিবের কথ্য শুনিয়া সতীর ভগিনী-তনয়া বিজয়া দাক্ষায়ণীর যুতা-বিষয় বলিতে লাগিলেন । ৬

বিজয়া বলিলেন,—শত্ৰো ! দক্ষ, যজ্ঞ করিবার জন্য সবাক্ষব সুরাসুর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর, যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদয় দেবযোনি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দিকৃপাল সকলকেই আহ্বান করেন । ৭-৮

১। সবাসহান্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

এবং প্রবিততৎ^১ যজ্ঞং কষ্টেভা বচনান্মম ।
 বিমৃশ্যভ্যনাহ্বানে হেতুং শস্তোরথাখনঃ ॥ ১০
 চিত্তমানাং^২ তথাহং তাত্ সত্যং জ্ঞাত্বা যথাশ্রুতম্
 উত্তবতাম্মি ভূতেশ যজ্ঞানাহ্বানকারণম্ ॥ ১১
 শত্ৰুঃ কপালীতি জ্ঞাত্বা তৎসংসর্গাধিগহিতা ।
 ততঃ শত্ৰুঃ সত্যী চাপি নাধরবে মে মিলিষ্ঠতঃ ॥ ১২
 ইতানাহ্বানহেতুর্মে ক্রতপূর্বঃ পুরা যুযাৎ ।
 দক্ষম্ বীরিণীং ব্রহ্মাং গদভক্ষম্ মন্দিরং ॥ ১৩
 এতচ্ছ্রুত্বা মম বচঃ সা বিবর্ণমুখী ক্রিতৌ ।
 উপবিষ্টা ন য়াং কিকিচ্ছত্বা কোপপরাম্ভা ॥ ১৪
 বভূব বদনং তস্তাস্তৎকপাং সক্রমং হর ।
 ভ্রুকুটীকুটিলং স্বায়ং যথা যৎ ধুমকেতুনা ॥ ১৫
 সা যুহুর্ভবিব যাত্না স্কোটেন মহতী ততঃ ।
 প্রাণানুদসৃজচ্চৈবা ভিক্ষা মূর্জানমাখনঃ ॥ ১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ক্রত্বা বচন্তয়া বিজয়ায়া বৃষধরমঃ ।
 অতীব কোপাহতস্ত্রী দিধক্ষুরিব পাবকঃ ।
 তস্ত কোপপরীতস্য কর্ণনাসাক্ষিবস্ত্রুতঃ ।
 ঘোরা কপল্যঃ কলিকাঃ সৃজন্ত্যাহর্মেহারবম্ ।
 উদ্ধা বিনিঃসৃতা বহ্ন্যাঃ কল্মাষাভিত্যবর্জসঃ ॥ ১৭

দক্ষ, সে যজ্ঞে যাহাকে আহ্বান করেন নাই এমন প্রাণী ত্রিভুবন খুঁজিলেও পাওয়া যায় না । ১

সত্যী, পিতার এইরূপ যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, আমার মূখে শুনিয়া তিনি তাঁহার নিজের এবং আপনার আহ্বান না হওয়ার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১০

হে ভূতনাথ । সত্যীকে ভাসুল চিন্তিত দেখিয়া আমি যেমন শুনিয়াছিলাম তদনুসারে আপনাদিগের যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না হইবার কারণ কীৰ্ত্তন করিলাম । ১১

আমার পিতা শুনিতে পান,—“শিব কপালী, সত্যী তাঁহার পত্নী, অতএব তাঁহার সংসর্গে দ্বিষিতা ; সুতরাং জামাতা শিব বা কণা সত্যী আমার যজ্ঞে আসিবে না ।” দক্ষ নিজ গৃহে বীরিণীকে সুমিষ্টভাবে ইহা বুঝাইতেছিলেন, ইহা ই নিমন্ত্রণ না হওয়ার কারণ । ১২-১৩

আমার এই কথা শ্রবণে সত্যী আমাকে কিছু না বলিয়া শেঁকাকুল-ভাবে বিবর্ণবদনে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন । ১৪

হে মহেশ্বর । তাঁহার স্বায়বর্ণ বদনমণ্ডল তৎকপাং ক্রোধে ভ্রুকুটীভীষণ ও ধুমকেতুর উপরে গগনভলের স্যম কঠোরভাবাপন্ন হইল । ১৫

অনন্তর, যুহুর্ভকাল কি যেন ভাবিয়া মহাক্রুদ্ধকে নিজ বক্ষরক্ত ভেদ করত প্রাণত্যাগ করিলেন । ১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রোম-পূর্ণ মহাক্রোধের, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও যুগ্মকূহর

১। প্রবৃত্ত্য তৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। চিত্তমান্যমানং তৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

অথ তত্র অগামাত দক্ষো যত্র মহাতপাঃ ।
 যজ্ঞকক্ষে হরো গক্কা যজ্ঞবাটাবহিঃস্থিতঃ ॥ ১৮
 তত্র যজ্ঞঃ নমুশে ভৰ্গঃ কোপেন মহতাবৃতঃ ।
 মহাধনসমাপন্নঃ পাত্ৰোক্ষ্যাদিত্তিবৃত্তম্ ॥ ১৯
 হৃত্যজ্যাহুতিসংযুক্তং দীপ্তবহ্নিবিরাজিতম্ ।
 যথাহানস্থিতান্ সৰ্বান্ দিকৃপালান্ সাযুধধনান্ ॥ ২০
 বিধাতারং তথা বিষ্ণুং যজ্ঞমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ।
 বদৰ্শ কুপিতঃ সঙ্কুতান্ দৃষ্ট্ৱাতীব কোপিতঃ ॥ ২১
 ভগং সূর্য্যং তথা সোমং ভার্য্যাভিঃ সহ সংবৃতম্ ।
 সহস্রাকং গৌতমক পূৰ্বে ভাগে ব্যবস্থিতম্ ॥ ২২
 সনৎকুমারমাজ্ঞেয়ং ভার্গবং বিনতাসূতম্ ।
 যজ্ঞদৃগপাংস্তথা সাধ্যানাংগ্ৰেয়ং জাতবেদসম্ ॥ ২৩
 কালং স চিত্ততপ্তক কৃষ্ণযোনিং সগালবম্ ।
 বিশ্বদেবারস্তথা সৰ্বান্ কব্যবাহাদিকান্ পিতৃনু ॥ ২৪
 অগ্নিষাত্তাদিকান্ সৰ্বান্ কৃতগ্রায়ং চতুর্নিবদম্ ।
 ভৌমং প্রেতগণান্ সিদ্ধান্ বক্ষিপাশাং ব্যবস্থিতান্ ॥ ২৫
 ব্রহ্মাংসি চ পিশাচাংশ্চ ভূতানি যুগপক্ষিপঃ ।
 ক্রব্যাদান্ কুশ্রজসুশ্চ তথা পুণ্যকনেশ্বরম্ ॥ ২৬
 মহর্ষিঃ মৌদ্গল্যং বাহুং নৈঋত্যাং কিম্বরাংস্তথা ।
 মহোবগাংস্তথা মজ্জান্ যৎকান্ গ্রাহাংশ্চ কঙ্কশান্ ।
 সমুদ্রান্ সপ্তসিদ্ধাংশ্চ নদ্যাংস্তীর্থানি ওজকান্ ॥ ২৭

হইতে অগ্নিকগোদ্গারী জলর-সূর্য-সম্মিত ভৈরবনারী বহুতর ভয়াবহ বলত
 উচ্চা নির্গত হইতে লাগিল । ১৭

অনন্তর, মহাতপা দক্ষ, যথার যজ্ঞ করিতেছিলেন,—কুম্ভদেব, তথার গমন
 করিয়া যজ্ঞস্থানের বহির্ভাগে বসায়মান হইলেন । ১৮

কপকী মহাকোপে, বহুমূল্য-পাত্ৰ-শোভিত যজ্ঞাদি-পরিবৃত্ত সেই যজ্ঞ দর্শন
 করিলেন । ১৯

দেখিলেন, জ্যো-হোম-প্রদীপ্ত হৃত্যগ্ন চতুর্দিকে প্রজ্বলিত, অত্রধ্বজ সহ
 দিকৃপালগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থিত, বিধাতা এবং বিষ্ণু যজ্ঞস্থলের
 মধ্যস্থানে,—বোঝাযুক্ত ধূজটি ইহা দেখিয়া বিগ্ন ক্রুদ্ধ হইলেন । ২০-২১

ইন্দ্র, ভগ, সূর্য, ভার্য্যাগণপরিবৃত্ত চন্দ্র এবং মহর্ষি গৌতম, ইহাদিগকে
 পূর্বভাগে অবস্থিত দেখিলেন । ২২

অগ্নি, যজ্ঞদৃগ, সাধ্যগণ, গরুড়, সনৎকুমার, আজ্ঞেয় এবং ভার্গব,—
 ইহাদিগকে অত্রিকোণে অবস্থিত দেখিলেন । ২৩

বম, চিত্ততপ্ত, বিশ্বদেব, অগ্নিষাত্তাদি ও কব্যবাহাদি সমস্ত পিতৃগণ, চতুর্বিধ
 ভূতসমূহ, যজ্ঞলব্ধ, সিদ্ধ, প্রেত, মহর্ষি, অগস্ত্য এবং গালব,—ইহাদিগকে দক্ষিণ
 দিকে অবস্থিত দেখিলেন । ২৪-২৫

নৈঋতব্রাহ্ম, ব্রাহ্মস, পিশাচ, ভূত, মাংসানী গভ-পক্ষি, কুশ্রজ, কিম্বর,
 মহর্ষি মৌদ্গল্য এবং বাহু, ইহাদিগকে নৈঋত কোণে অবস্থিত দেখিলেন ।
 সামুচয়, যকণ, কামদেব, বনজ, শনিগ্রহ, ওজক, মহাসর্প, গ্রাহ, নজ, যৎক,

মানসাদি হ্রদান্ সৰ্বান্ গঙ্গাজম্বনবাংস্তথা ।
 কামং মধুং বসন্তঞ্চ বরুণঞ্চ মহানুগম্ ॥ ২৮
 শনৈশ্চরং গিরীন্ সৰ্বান্ পশ্চিমাশাব্যবহিতান্ ॥ ২৯
 প্রাণাদিপঞ্চবায়ুশ্চ সগণঞ্চ সমীকৃতম্ ।
 কল্লভমান্ হিমালয়ঞ্চ কশ্যপঞ্চ মহামুনিম্ ॥ ৩০
 বায়ুশ্চ কামলাকান্তং কলানি চ কলানিধিম্ ।
 নানারঙানি হৈমানি হনুমান্ পৰ্বতাংস্তথা ॥ ৩১
 হিমালয়মুখ্যং বক্ষ্যন্তে হ্রদাকর্ণাদিকৌ বুধাঃ ।
 নলকুবরেণ সহিতো বক্ষ্যন্ত্যঙ্গুরবাহনঃ ॥ ৩২
 ক্রবো ধরশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোহনলঃ ।
 প্রভ্রাশ্চ প্রভাতশ্চ কোবেরীং সংহিতানিমান্ ॥ ৩৩
 বৃষধ্বজং বিনা সৰ্বান্ কুন্তান্ জীষং মনুংস্তথা ।
 বিবিধান্ বাহুজান্ বৈশ্বাহুজানপি সহস্রতঃ ॥ ৩৪
 ঐশান্যং বিবিধাশ্বানি ব্রীহীনপি তিলা অপি ।
 এশানীশূৰ্ব্বমোক্ষং ব্রহ্মবীন্ সংশিত্ততান্ ॥ ৩৫
 মহর্ষীশ্চত্বরো বেদান্ বেদাঙ্গানি তথৈব যট্ ।
 নৈৰ্দ্ধত্যপশ্চিমাশ্বমুদনশ্চ য়েতপৰ্বতম্ ॥ ৩৬
 কাজ্জবেবসহশ্ৰেণ সহিতা সপ্তভোগিনঃ ।
 কেতুং তৈবৈব কুম্ভাভং ডাকিনীগণসংযুতম্ ॥ ৩৭
 তথা জলধরানক্সানানাবর্ণান্ সবিদ্যাতান্ ।
 দিগ্গজানপি তত্রস্থানৈরাবতস্থান্ হরঃ ।
 যথাস্থানস্থিতান্ সৰ্বান্ দিব্জকরিণ্যা চ সংযুতান্ ॥ ৩৮
 তমেবং দূরতো দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং মহাধমম্ ।
 বীৰুডদ্রাহুয়ং তুৰ্গং প্রেষয়ামাস তং প্রতি ॥ ৩৯

কল্লপ, সপ্তসমুদ্র, নদ-নদী, তীর্থ, মানসাদি সমুদয় হ্রদ, গঙ্গা, জম্বনদী এবং কাম, মধু, বসন্ত, অনুচরের সহিত বরুণ, শনৈশ্চর ও সমস্ত পৰ্বত—ইহাদিগকে পশ্চিমদিকে অবস্থিত দেখিলেন । ২৮-২৯

সানুচর বায়ু, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, কল্লভ, হিমালয় এবং মহর্ষি কশ্যপ ইহাদিগকে বায়ুকোণে অবস্থিত দেখিলেন । ৩০

নলকুবরসহ বক্ষরাজ কুবের, সুলকর্ণাদি সুপণ্ডিত যক্ষ, সুমেরু প্রভৃতি পৰ্বত, কমলবৃন্দ, বহুতর কল, চতুঃষষ্ঠিকন্য। পদ্মাদিনিধি, বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, মনুজ, ক্রব যজ্ঞ, সোম, বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, প্রভ্রাশ এবং প্রভাত—ইহাদিগকে উত্তরদিকে অবস্থিত দেখিলেন । ৩১-৩৩

বৃষধ্বজ বাতীত সকল রুদ্র, বীজ, মদ্র, বিবিধ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, বিবিধ অশ্ব, ব্রীহি এবং তিল—এতৎসমুদায়কে ঐশানকোণে অবস্থিত দেখিলেন । ঐশানকোণে পূৰ্বদিকের মধ্যস্থলে কঠোর বসুচাৰী ব্রহ্মর্ষি দেখিলেন । ৩৪-৩৫

মহর্ষি, চারিবেদ ও চয় বেদাঙ্গ দেখিলেন । শিব নৈৰ্দ্ধত্য কোণ ও পশ্চিমদিকের মধ্যস্থলে য়েতপৰ্বত, সহস্রনাগ-পরিবৃত্ত অনন্ত, কুম্ভাভ, ডাকিনীগণ-বেষ্টিত সপ্তভোগী কেতু, সৌদামিনী-বিজড়িত নানাবর্ণ জলদাবলী এবং করিণী সহিত ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্গজবৃন্দ রহিয়াছে দেখিলেন । ৩৬-৩৮

বীরভদ্রোহপি বহুভিঃ সংবৃত্তো বিবিধৈর্গণৈঃ ।
 বাধবঃ সমস্ততো যজ্ঞঃ দক্ষশ্চ সূর্যহাসনঃ ॥ ৪০
 বিকূৰ্ণভঃ মহাযজ্ঞঃ বীরভদ্রঃ সমীক্ষ্য বৈ ।
 বারতামাস বৈকুণ্ঠঃ সৰ্বদেবগণাহুতঃ ॥ ৪১
 তং বার্যমাণং দৃষ্টৌ ব ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
 স্বয়ং বিবেশ তং যজ্ঞং ধ্বংসয়ামাস চেশ্বরঃ ॥ ৪২
 বিশন্তমেব তং যজ্ঞে প্রথমং পুরতো ভগঃ ।
 বাহু বিতত্য ভূতেশমাসদান ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪৩
 ভয়ানকভয়ভিগ্ৰেক্ষ্য ভৰ্গোহপি ভূশরোঘিভঃ ।
 অঙ্গুলাগ্রপ্রহারেণ তস্য নেত্রে জঘান হ ॥ ৪৪
 হীননেত্রঃ ভগং দৃষ্টৌ বিকূপাকং দিবাকরঃ ।
 স্পর্শমানস্ততঃ শৰ্কষামাসদ ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪৫
 ততঃ সূর্য্যং মহাদেবঃ পানৌ ধৃতা করেণ চ ।
 স্ক্রীড়ত্যতিকূপিতো যজ্ঞমেবাত্যবাবত ॥ ৪৬
 মার্ত্তন্তু হসন্ বেগান্বিতত্য বিপুলৌ ভূজৌ ।
 এহি যোংস্তে জয়েত্মাক্ষৌ তমগ্রে প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৪৭
 হস্তভক্ত্য সূর্য্যশ্চ ক্রোধেন বৃষভধ্বজঃ ।
 সন্তানু করপ্রহারেণ শাতরামাস বজ্রভুতঃ ॥ ৪৮

মহারাজ দূর হইতে সেই মহাসঙ্ক্ৰিসমুজ্জ্বল যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া
 সত্তর বীরভদ্রকে তথার প্রেরণ করিলেন । ৩৯

অনন্তর, বীরভদ্র, বহু-গণ-পরিবৃত্ত হইয়া মহাক্ষা দক্ষের যজ্ঞ-ধ্বংস করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন । ৪০

বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিতেছেন দেখিয়া সৰ্বদেবগণ-পরিবৃত্ত বিষ্ণু তাঁহাকে
 নিবারণ করিলেন । ৪১

বীরভদ্র নিবারিত হইতেছেন দেখিয়া মহেশ্বর, বোম্ব-রক্ত-নয়নে স্বয়ং যজ্ঞ-
 স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞধ্বংস করিতে লাগিলেন । ৪২

তাঁহাকে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রথমেই ভগ * (সূর্য্যবিশেষ)
 ত্বরান্বিত সহকারে বাহুযুগল বিস্তৃত করিয়া ক্রুদ্ধদেবের সম্মুখীন হইলেন । ৪৩

তখন বৃষধ্বজ † তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ
 প্রহারে তাঁহার নয়নযুগল বিনষ্ট করিয়া দিলেন । ৪৪

অনন্তর, দিবাকর (আর একজন সূর্য্য) ‡ ভগসূর্য্যকে নেত্রহীন দেখিয়া
 স্পর্শ-সহকারে সত্তর বিকূপাক ক্রুদ্ধদেবের সম্মুখীন হইলেন । ৪৫

অনন্তর, মহাদেব নিজ হস্তদ্বারা সেই সূর্য্যের হস্তধারণপূর্ব্বক দূর করিয়া
 দিয়া অতিরোষভরে যজ্ঞাভিযুগে গমন করিতে লাগিলেন । ৪৬

তৎপরে মার্ত্তন্তু বিশাল ভূমিযুগল বিস্তার করিয়া হাস্ত করত আগমনপূর্ব্বক
 বলিলেন,—এস আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব ; বলিয়াই তাঁহার সম্মুখীন
 হইলেন । ৪৭

* ভৃগু (সূর্য্যবিশেষ), পুস্তকান্তরের পৃষ্ঠ ।

† সূর্য্য বাগশলী ।

বিদগ্ধং মিহিরং দৃষ্ট্বা হীননেত্রং ভগং তথা ।
 সার্কং দেবান্ কথয়ো য়ে চাশ্চ তত্র হৃদয়বুঃ ॥ ৪৯
 বিজ্ঞাত্য সর্বান্ দেবাদীন্ হরঃ পরমকোশলঃ ।
 যুগলেশণাগঘাতং যজ্ঞমেবাস্বপশত ॥ ৫০
 যজ্ঞোহি প্যাকাশমার্গেণ ব্রহ্মস্থানং বিবেশ হ ।
 বৃষধ্বজোহপি কুপিতো ব্রহ্মস্থানং জগাম হ ॥ ৫১
 ব্রহ্মণঃ সনাদ্ যজ্ঞো ভীতো ভীতৌ উর্গাদবাতরং ।
 অভবীৰ্য্য সতীদেহং প্রবিবেশ স্বমায়তী ॥ ৫২
 ভূর্গোহপি দক্ষহৃদিত্ব্যুতারা নিকটং গতঃ ।
 অস্বগচ্ছত্বা যজ্ঞং দদর্শ চ সতীশয়ম্ ॥ ৫৩
 যুতং দৃষ্ট্বা তদা দেবীং হরো দাক্ষাধনীং সতীম্ ।
 বিস্মৃত্য যজ্ঞং তৎপ্রান্তে স্থিতো বাঢ়ং ভ্রমোচ তাম্ ॥ ৫৪
 বহুবিশগুণহৃদং চিত্তমহুঃপাদি-
 র্গলিতদশনপংক্তিং যজ্ঞং যজ্ঞপ্রকাশম্ ।
 অরুণদশনবস্ত্রং জয়গুণং বীজ্য তথাঃ
 ধরন্তরপুথুশোকবাকুলোহিসৌ রুরোদ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নগ্নদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭

হার্ত্তও হাস্য করিতেছিলেন—সমস্ত বুদ্ধিরা বৃষধ্বজ অতিশয় কোপাবেশে
 চপেটাঘাত দ্বারা তাঁহার মুখ হইতে দন্তপংক্তি নিপাতিত করিলেন । ৪৮

যে যে দেবতা ও বসি তথায় ছিলেন, হার্ত্তওকে দণ্ডহীন এবং ভগসূর্য্যকে
 নেত্রহীন দেখিয়া তাঁহারা সকলেই পলায়ন-পর হইলেন । ৪৯

মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধে সমুদায় দেবাদিকে তাড়াইয়া দিয়া যুগলপে
 পলায়ন-পর যজ্ঞের অনুসরণ করিতে লাগিলেন । ৫০

যজ্ঞ, আকাশ পথে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইলেন ; ব্রহ্ম বৃষধ্বজও তথায়
 প্রবেশ করিলেন । ৫১

ক্রম-ভীত যজ্ঞ, ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিজ মায়াবশে সতী-
 শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন । ৫২

তখন যজ্ঞানুগামী ক্রম, যুত সতীর সমীপে দ্বিতীয়া তাঁহার যুত-শরীর দেখিতে
 পাইলেন । ৫৩

তখন, মহাদেব, দক্ষ-হৃদিতা সতীকে যুত দেখিয়া যজ্ঞের কথা জুলিয়া
 গেলেন ; সবদেহের পার্শ্বে বসিয়া সতীর জন্ম অভ্যন্ত শোক করিতে
 লাগিলেন । ৫৪

হুলপানি, সতীদেবীর বহুবিশ গুণাবলী চিত্তা করিয়া তাঁহার দশন-পংক্তি-
 শোভিত কমলসন্নিভ মুখমণ্ডল, অরুণকল-বসন ও জয়গুণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত
 শোকে ব্যাকুলভাবে রোদিন করিতে লাগিলেন । ৫৫

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

দাক্ষায়ণীশুপসপান্ গময়ন্ গোবরষন্তদা^১ ।
 বিলঙ্গাপাতিদ্বঃবার্ভো মনুষ্যঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ১
 বিলপন্তং তদা ভর্গং বিজ্ঞায় যক্ষয়ক্ষজঃ ।
 রতীবসন্তসহিত আসদাদ মহেশ্বরম্ ॥ ২
 তং ভ্রাতৃপতিপরিভ্রষ্টং যুগপৎ স রতিপতিঃ ।
 জঘান পঞ্চভির্বাটৈশ্চ ক্রমন্তং ভ্রষ্টচেতনম্ ॥ ৩
 শোকাভিহতচিত্তোহপি অরবাণসমাকুলঃ ।
 সঙ্কীর্ণভাবমাপন্নঃ শুশোচ যুমোহ চ ॥ ৪
 কণং ভূমৌ নিপততি কণমুখায় ধাবতি ।
 কণং জমতি তত্রৈব নিযোজতি বিভুঃ পুনঃ ॥ ৫
 ধায়ন্ দাক্ষায়ণীং দেবীং হসমানঃ কদাচন ।
 পরিহজতি ভূমিষ্ঠাং রসভাটৈবরিব স্থিতাম্ ॥ ৬
 সত্যী সত্যীতি সত্যতং নাম ব্যাহত্যা শব্দরঃ ।
 যানং তাক্ বৃথেষ্টোবযুক্তা স্পৃশতি পানিনা ॥ ৭
 পানিনা পরিমার্জ্যৈর্জানামলঙ্কারান্ যথাস্থিতান্ ।
 তস্তা বিয়িক্ত চ পুনস্তত্রৈবানুযুযোজ্য চ ॥ ৮
 এবং কুর্ক্বতি ভূতেশে যুতা নোবাচ কিঞ্চন ।
 যদা সত্যী তদা ভর্গঃ শোকাদ্গাঢ়ং ক্লরোদ হ ॥ ৯

শিবস্তব ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন, যক্ষধ্বজ, দক্ষ-নন্দিনীর শুণাবলী গণনা করত, হৃৎখার্ত্ত হইয়া সামান্ত মনুষ্যের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন । ১

মহাদেব, বিলাপ করিতেছেন জানিয়া, কাম, রতি বসন্ত-সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন । ২

মহাদেব শোকাকুল হইলেও ছুটী রতিপতি, ভ্রষ্টচিত্ত বোরুদমান সেই দেব-দেবকে একেবারে পঞ্চশর প্রহার করিলেন । ৩

শিব, শোকোপহত-চিত্ত হইলেও কাম-বাণে আকুল হইয়া মিশ্র ভাব প্রাপ্তি বলতঃ শোক করিতেও লাগিলেন, যুদ্ধ হইতেও লাগিলেন । ৪

প্রভু শিব, তখন কখন ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন, কখন উঠিয়া দৌড়িতে থাকিলেন, কখন সেইখানেই ঘুরিতে লাগিলেন, কখন বা দাক্ষায়ণী দেবীকে স্মরণ করত নয়ন মুদ্রিত করিয়া বহিলেন, কখন বা তিনি ভূতলখিলুষ্ঠিত যুত সত্যীকে রসভাবাবেশে অবস্থিত ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন । ৫-৬

শব্দর, বারংবার “সত্যী সত্যী” নাম উচ্চারণপূর্ব্বক “বৃথা মান ত্যাগ কর” বলিয়া গা ঠেলিতে লাগিলেন । ৭

সত্যীর গাত্র হস্তদ্বারা পরিষ্কার করিয়া শরীরের যথাস্থানে অবস্থিত অলঙ্কার-গুলিকে উন্মোচনপূর্ব্বক পুনরায় সেই সেই স্থানে পরাইয়া দিলেন । ৮

ক্লমস্তস্ত পতন্তো বাম্পান্ বীক্ষ্য তদা সূতাঃ ।
 ব্রহ্মাসনং পরাং চিন্তাং জগদ্বিচিন্তাপরাধনাঃ ॥ ১০
 বাম্পাঃ পতন্তো কুম্বৌ চেন্দ্রহেবুঃ পৃথিবীমিমাম্ ।
 উপাশস্তত্র কঃ কার্য্য ইতি হাহেতি হৃকৃতঃ ॥ ১১
 ততো বিমুগ্ধ তে দেবা ব্রহ্মাচ্যাক্ত শনৈশ্চরম্ ।
 ভূভুবুর্ভুগুর্ভগ্না বাম্পধারণকারণাং ॥ ১২

দেবা উচুঃ—

শনৈশ্চর মহাভাগ লোকানুগ্রহকারক ।
 মূলশক্তিসমুদ্ভূত নমস্তে সূর্য্যসমুদ ॥ ১৩
 নমস্তে শূলহস্তায় পাশহস্তায় বশ্বিনে ।
 তথা বরহহস্তায় নমস্কারায়াক্ষতে ॥ ১৪
 নীলমেঘ-প্রতীকাশ তিরাঙ্কনচাপায় ।
 নমস্তে সর্ব্বলোকানাং প্রাণধারণহেতবে ॥ ১৫
 গুপ্তধন্য নমস্তেহস্ত প্রসীদ ভগবন্ কুম্ভ ।
 বাম্পেভ্যঃ লোকপ্রেভ্যশ্চ পাহি ভগ্না নঃ ক্রিতিম্ ॥ ১৬
 যধা পুত্রা শতং বর্ষানবজগ্রাহ বর্ষনম্ ।
 ভবানেব তু যেষেভ্যস্তথা কুরু হরাভূনি ॥ ১৭
 তব চাপাং গ্রহঃ^১ দৃষ্টো যেষাং পুঙ্খবাদিতঃ ।
 মুমূচুঃ সত্যতং বর্ষং নহেন্তস্য কিলাজ্জয়া ॥ ১৮

ভূতনাথ, এইরূপ করিতে থাকিলেও যুত সতী যখন কিছুই বলিলেন না, তখন মহাদেব, শোকাবেগে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন । ৯

রোদনপরাধন মহাদেবের নয়নজল পতিত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন । ১০

শিবের নয়নজল যদি ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে এই কুমণ্ডল দখল করিয়া ফেলিবে ; এখন এ বিষয়ে কি উপায় করা যায়, এইরূপ চিন্তাবিষ্ট দেব-গণ হাহাকার করিতে লাগিলেন । ১১

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ বিবেচনা করিয়া মৃতভাব প্রাপ্ত মহাদেবের নয়নজল নিবারণের জন্য শনিকে শ্রব করিতে লাগিলেন । ১২

দেবতারা বলিলেন,—হে ত্রিলোকানুগ্রহ-কারক মহাভাগ শনৈশ্চর । হে মূলশক্তি-সমুদ্ভূত সূর্য্য-পুত্র ! তোমাকে নমস্কার । ১৩

শূল, পাশ, শরাসন এবং বর—তোমার হস্তে বিরাজমান ; তুমি ছায়া-বর্জ-সমুদ্ভূত ; তোমাকে নমস্কার । ১৪

হে নীল-জলদস্তায়ল । হে বলিতাঙ্কন-পুঙ্খ-সন্নিভ । তুমি সকল প্রাণীকেই প্রাণ ধারণের হেতু ; তোমাকে নমস্কার । ১৫

হে গুপ্তধন্য ! তোমাকে নমস্কার ; ভগবন্ । সুগ্রসন্ন হও ; শিবের শোক-সমুদ্ভূত নয়নজল হইতে পৃথিবীকে রক্ষা কর । ১৬

যেমন তুমি পূর্বে একশতবর্ষ—যেযের জল গ্রহণ করিয়া অনাবৃষ্টি করিয়া-ছিলে, সেইরূপ শিবের নয়নজলও গ্রহণ কর । ১৭

১ : ভবাপোগ্রহণং—ইতি পার্শ্বায়নম্ ।

আকাশ এব বর্ষান্তন্তংসর্বং ভবতা পুরা
বিনাশিতং যথা বাষ্পং তথা নাশয় শূলিনঃ ॥ ১৯
ন জ্যৈতেহুঃ শতোহস্তি হরবাষ্পনিবারণে । ২০
দাহং সদেবগচ্ছক্কলোহান্ সপর্বতান্ ।
পৃথিবীং শতিভো বাষ্পস্তস্মাক্ষারয় মাযয় ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেবস্তাযমাণেশু দেবেশু মিহিরাশ্রয়ঃ ।
প্রভুবাচ স তান্ দেবান্নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ২৩

শনৈশ্চর উবাচ—

করিষ্যে ভবতাং কৰ্ম্ম যথাশক্তি সুরোত্তমাঃ ।
তথা কিন্তু বিদমহঃ^১ হি ন যাং বেত্তি যথা হরঃ ॥ ২৩
দুঃখলোকাকুলশ্রাস্ত সমীপে বাষ্পধারিণঃ ।
কোপান্নশ্চেচ্ছরীরং যে নিরন্তরং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪
তস্মাদ্ যথা যাং ভূতেশা ন জানাতি সত্যোপত্তিঃ ।
তথা কুরুষ্বং নেত্রেভ্যো হরলোভকধারিণম্ ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভতো ব্রহ্মাদয়ো দেবান্তে সর্বে শক্তবান্ভিকম্ ।
গতা হরং নম্রমুহঃ সাংসার্যা যোগমায়ায়া ॥ ২৬
শনৈশ্চরোহপি ভূতেশাসাদ্যন্তর্হিতস্তদা ।
বাষ্পহৃদিং দুরাধর্ম্যমবজগ্ৰাহ মাযয়া ॥ ২৭

ভূমি জল গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া, পুস্তরাদি মেঘজল, ইজ্জের অনুমতিক্রমে
সতত বৃষ্টি করিয়াছিল । ১৮

সেই সমস্ত বৃষ্টিজল ভূমি আকাশেই বিনষ্ট করিয়াছিল ; সেইরূপ এখন
শূলপানির বাষ্প নাশ কর । ১৯

ভূমি ভিন্ন শিবের নয়নজল নিবারণ করিতে পারে এমন কেহ নাই । ২০

সে অজ্ঞ পণ্ডিত হইলে দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, লোকলোক এবং পর্ব্বত সহ
পৃথিবী দগ্ধ করিবে ; অতএব ভূমি নিম্ন মায়াবলে ধারণ কর । ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, শনৈশ্চর, অনতি-
হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন । ২২

শনৈশ্চর বলিলেন,—হে সুরসন্তযগণ ! আমি যথাশক্তি তোমাদিগের
কার্য্য করিব ; কিন্তু মহাদেব, যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন, তাহা
তোমাদিগকে করিতে হইবে । ২৩

আমি সমীপে থাকিয়া দুঃখলোকাকুল এই মহাদেবের নয়নজল ধারণ করিলে,
তাঁহার কোপে নিশ্চয়ই আমার শরীর বিনষ্ট হইবে ; এবিষয়ে সন্দেহ নাই । ২৪

আমি সমীপে থাকিয়া ভূতনাথের নয়নজল গ্রহণ করিব, কিন্তু তিনি
যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন—তোমরা তাহা কর । ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে, শঙ্করসমীপে গমন
করিয়া যোগমায়াবলে তাঁহাকে সন্মোহিত করিলেন । ২৬

যদা স ন্যাককষাণ্ণান্ সন্ধারয়িতুমর্কজঃ ।
 তদা মহাগিরৌ ক্ৰিপ্তা বাণ্পান্তে জলধারকে ॥ ২৮
 লোকালোককন্ড নিকটে জলধারাহ্রয়ো গিরিঃ ।
 পুষ্করদ্বীপপৃষ্ঠস্থতোয়সাগরপশ্চিমে ॥ ২৯
 স তু সর্বপ্রমাণেন যেকুপর্বতসম্মিতঃ ।
 তস্মিন্ বিগ্ৰহবান্ বাণ্পাঃস্তনাপস্তাঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৩০
 স পর্বতোহপি তান্ বাণ্পান ধৰ্ত্তুঃ কথং ইনিতুঃ ।
 বিদৌর্গতৈস্তস্ত বাণ্পোদৈর্ভগ্নমধোহভবদ্ ভ্রুতম্ ॥ ৩১
 তে বাণ্পাঃ পর্বতং তিস্তা বিবিভক্তোয়সাগরম্ ।
 সাগরোহপি গ্রহাতুং তান্ শশাক খরানতি ॥ ৩২
 ততস্ত সাগরং মধ্যো তিস্তা বাণ্পাঃ সমাগতাঃ ।
 ভোম্বধেঃ প্রাগ্ভবাং বেলাং স্পর্শমাত্রাভিভেদ তাম্ ॥ ৩৩
 বিভিক্ত বেলাং তে বাণ্পাঃ পুষ্করদ্বীপমধ্যগাঃ ।
 নদী কৃত্বা বৈতরণী পূর্বসাগরপাতবৎ ॥ ৩৪
 জলধারয়া ভেদেন সংসর্গাং সাগরস্ত চ ।
 অবাপ্য সৌম্যতাং কিক্রিবাণ্পান্তে নাভিদম্ ক্রিতিম্ ॥ ৩৫
 বৈবরতপূরদ্বারে যোজনদ্বয়বিস্তৃতা ।
 অস্মাপি তিষ্ঠত্যপগা হরলোভকসজ্জবা ॥ ৩৬
 অথ শোকবিমূঢ়ায়া বিলাপনু বৃষভধ্বজঃ ।
 অগাম প্রাচ্যপেশাংস্ত কুদ্ধে কৃত্বা সতীশবম্ ॥ ৩৭

তখন, শনিও ভূতনাথের সমীপবর্তী হইয়া তাঁহার দ্বারদ্বর্ষ অশ্রুচুড়ি মায়াবলে গ্রহণ করিলেন । ২৭

যখন সূর্য্যপুত্র শনি তদৌর অশ্রু ধারণ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি জলধার নামক মহাগিরিতে তাহা নিক্ষেপ করিলেন । ২৮

জলধারগিরি, লোকালোক পর্বতের নিকটে, পুষ্কর দ্বীপের পশ্চাচ্ছাদে এবং জলসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত । ২৯

সেই গিরি সর্বতোভাবে সূর্য্যেক-পর্বত-সদৃশ । শনৈশ্চর, শিবের বাষ্পচুড়ি ধারণে অসমর্থ হইয়া সেই পর্বতে তাহা স্থাপন করেন । ৩০

গিরিবরও ঈশ্বরের সেই অশ্রু-জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন এবং তাঁহার ভোজে গিরির মধ্যভাগ অবিলম্বে বিদৌর্গ হইল । ৩১

অনন্তর, সেই মহনাথ, গিরিভেদ করিয়া জলসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল । সমুদ্রও সেই প্রবর জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন । অনন্তর তাহা সাগর-মধ্য ভেদ করিয়া সাগরের পূর্বকূলে সমাগত হইল । ৩২-৩৩

স্পর্শমাত্রে তাহা ভেদ করিয়া ফেলিল । সেই পুষ্করদ্বীপ-মধ্য-গত অশ্রুজল বৈতরণী নদী হইয়া পূর্বসাগর-মুখে গমন করিল । ৩৪

সেই মহানজল, জলধার গিরি ভেদ এবং সাগরসংসর্গ-বশতঃ কিক্রিৎ সৌম্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবী ভেদ করিতে পারে নাই । ৩৫

শিবের নয়ন-জল-সজ্জতা সেই নদীর বিস্তার হই যোজন, তাহা মম-পূর-দ্বারে বর্ত্তমান রহিয়াছে । অনন্তর শোক-বিমূঢ়-চিত্ত বৃষধ্বজ, সতীর শবদেহ কুদ্ধে করিয়া বিলাপ করত পূর্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । ৩৬-৩৭

উন্নতবলচ্ছতোহস্ত দৃষ্টা ভাবঃ দিবৌকসঃ ।
 ব্রহ্মাশ্চাতিশ্রুতান্ঃ শব্দব্রহ্মণকর্ষণি ॥ ৩৮
 হর্যাক্ষক সংস্পর্শচ্ছতো নারঃ বিশীর্ণতাম্ ।
 পরিভ্রতি কথং তদ্বাদঃ ব্রহ্মো তবিভ্রতি ॥ ৩৯
 ইতি সক্রিয়বৃত্তে ব্রহ্মবিক্রমশৈলকরাঃ ।
 সতীশবাস্তবিক্রমদৃষ্টা যোগমায়িকা ॥ ৪০
 প্রবিশ্রাণ শব্দং দেবাঃ বৃত্তশব্দে সতীশব্দম্ ।
 ভূতলে পাতয়ামাস্ঃ স্থানে স্থানে বিশেষতঃ ॥ ৪১
 দেবীকূটে পাদদুগ্ধং প্রথমং স্তপতঃ ক্রিতৌ ।
 উড্ডীয়ামে চোকদুগ্ধং হিতার অগতঃ স্ততঃ ॥ ৪২
 কামরূপে কামগিরৌ স্তপতঃ যোনিমণ্ডলম্ ।
 উন্নতঃ স্তপতঃ পূর্বভোঃ নাভিমণ্ডলম্ ॥ ৪৩
 জলকরে স্তনদুগ্ধং স্বর্ণহারবিভূষিতম্ ।
 অংগীকৃত্য পূর্ণগিরৌ কামরূপাস্ততঃ শিবঃ ॥ ৪৪
 যাবন্তু যং গতো ভগ্নঃ সমাদার সতীশব্দম্ ।
 প্রাচোহু যাজ্ঞিকো দেশভাবেনৈব প্রকীর্ণিতঃ ॥ ৪৫
 অস্তে শরীরায়তনং লবলঃ শক্তিভাঃ সূত্রৈঃ ।
 আকাশগগনায়তনং পবনৈশ সমীকৃত্য ॥ ৪৬
 যত্র যত্রাপত্যন্ত সত্যান্তিমা পাদদত্তো যিচ্চাঃ ।
 তত্র তত্র মহাদেবঃ স্বয়ং লিঙ্গমকল্পত্বক্ ।
 তস্মৈ মোহসমায়ুক্তঃ সতীশ্বেহবদামুগং ॥ ৪৭

দমন-পরায়ণ মহাদেবের উন্নতের স্থাব ভাব দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, সতীর শব্দেই বিচ্যুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৩৮

শিব-ব্রাহ্ম-স্পর্শবশতঃ এই শব্দশরীর পচিয়া গলিয়াও পড়িবে না । তবে ইহা বিচ্যুত হইবে কিরূপে ? ৩৯

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি, ইহা চিন্তা করত, যোগমায়াকেনে অদৃষ্ট হইয়া সতীর শব্দেই অত্যন্তে প্রবিস্ট হইলেন । ৪০

সেই দেবগণ, সতীর শব্দ-শরীরে প্রবিস্ট হইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করত পুণ্যভীরু করিবার উদ্দেশে ভূতলের স্থানে স্থানে ফেলিয়া দিলেন । ৪১

প্রথমে পৃথিবীতে দেবীকূটনামক স্থানে সতীর পদদুগ্ধ নিপতিত হইল । অগ্ন্যস্তরের হিতের জন্য উড্ডীয়ান-নামক স্থানে তাহার উরুদুগ্ধ পতিত হইল । ৪২

কামপর্বতের কামরূপে তাহার যোনিমণ্ডল পড়িল । সেই স্থানেই পূর্ব-ভাগে নাভিমণ্ডল পড়িল । স্বর্ণ-হার শোভিত স্তনদুগ্ধ জলকরে পড়িল । স্বক ও গ্রীবা পূর্ণগিরিতে, আর বস্তক কামরূপের শেখরভাগে পড়িল । ৪৩-৪৪

মহাদেব, সতীর শব্দেই লইয়া যতদূর গমন করিয়াছিলেন, পূর্বদেশের মধ্যে ততদূর পর্য্যন্তই যাজ্ঞিক দেশ বলিয়া কথিত । ৪৫

সতী-শরীরের অন্য অবয়বসকল দেবগণবর্তক তিল তিল শক্তি হইয়া পবনবেগে আকাশ-গহাতে দমন করিল । ৪৬

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শনিষ্ঠাপি সর্বৈ দেবগণাস্থথা ।
 পূজয়াকুরীশস্ত্রীত্যা সত্যাঃ পদাদিকম্ । ৪৮
 দেবীকূটে মহাদেবী মহাভাগেন্তি গীষতে ।
 সত্যোপাদয়ুগে ল'না যোগনিদ্রা জগৎপ্রভুঃ^১ ॥ ৪৯
 কাত্যায়নী চোড়ডায়ানে কামাখ্যা কামরূপিণী ।
 পূর্ণেশ্বরী পূর্ণগিরৌ চণ্ডী কালঙ্করে গিরৌ^২ ॥ ৫০
 পূর্বাঙ্কে কামরূপত দেবী দিকরবাসিনী ।
 তথা ললিতকান্তেন্তি যোগনিদ্রা প্রণীষতে ॥ ৫১
 যত্নৈব পতিতং সত্যাঃ শিরস্ত্রয় বৃষধ্বজঃ ।
 উপবিষ্টেঃ শিরো বীক্ষ্য স্বসংস্থাপকপরাধনঃ । ৫২
 উপবিষ্টে হরে তত্র ব্রহ্মাচ্যাক্তে দিবৌকসঃ ।
 সমীপমগমংস্থ্য দূরতঃ সাক্ষদনু হবম্ । ৫৩
 দেবানাগচ্ছতো দৃষ্ট্য়া শোকলজ্জাসমস্থিতঃ ।
 গম্মা শিলাত্মং তত্ৰৈব লিঙ্গত্বং গতবানু হরঃ । ৫৪
 হরে শিরঃসংপন্ন ব্রহ্মাকাক্তে দিবৌকসঃ ।
 তুষ্টিবৃদ্ধাশ্বকং তত্র লিঙ্গরূপং জগদুত্তমম্ । ৫৫

দেবা উচুঃ—

মহাদেবং শিবং স্থানুযুগং ক্রমং বৃষধ্বজম্ ।
 শ্মশানবাসিনং ভগ্নং সর্বাঙ্গকরণং পবম্ । ৫৬

হে বিজয়ন । তখন যেখানে যেখানে সত্যের পদাদি অঙ্গ পতিত হইল, তথায় তথায় মহাদেব, সত্য-স্নেহ-বশে বিমূঢ় হইয়া স্বয়ং লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইলেন । ৪৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শনি এবং অগাধ সকল দেবগণই প্রীতি সহকারে সত্যের পাদাদি অঙ্গ পূজা করিলেন । ৪৮

দেবীকূটে সত্যের পদযুগে অধিষ্ঠিত জগনন্দ মহাদেবী যোগনিদ্রা “মহাভাগা” নামে অভিহিত । উড়ডায়ানে কাত্যায়নী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণগিরিতে পূর্ণেশ্বরী এবং কালঙ্করে “চণ্ডী” বলিয়া কথিত । ৪৯-৫০

কামরূপের পূর্বাঙ্কে অবস্থাবিষ্ঠাঙ্গী দেবীর নাম “দিকর-বাসিনী” আর শেষভাগে অঙ্গাবিষ্ঠাঙ্গী যোগনিদ্রার নাম “ললিতকান্তা” । ৫১

যেখানে সত্যের মস্তক নিপতিত হয়, তথায় বৃষধ্বজ, তদীয় মস্তক দর্শনে অত্যন্ত শোকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিভাগ করত উপবিষ্ট হইলেন । ৫২

শিব তথায় উপবিষ্ট হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ দূর হইতেই তাঁহাকে সাক্ষ্য করত তদীয় নিকটে উপস্থিত হইলেন । ৫৩

শিব দেবগণকে আসিতে দেখিয়া শোকে ও লজ্জাতে তথায় প্রস্তব হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তি হইলেন । ৫৪

মহেশ্বর, লিঙ্গরূপী হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ, তথায় লিঙ্গরূপী জগৎ-প্রভু ত্রিলোচনকে স্তব করিতে লাগিলেন । ৫৫

দেবতার্য্য বলিতে লাগিলেন,—তুমি মহাদেব, শিব, ক্রম, উগ্র, স্থানু, বৃষধ্বজ ; তুমি শ্মশানবাসী, মূর্ত্তিসংহারকারী পরাংপর শঙ্কর । ৫৬

ত্বাং নমাম্যো বসুং ভূত্যা শঙ্করং নীললোহিতম্ ।
 গিরীশং বরুণং দেবং ভূতভাবনমব্যয়ম্ ॥ ৫৭
 অনাদিমধ্যাসংসারযোগবিদ্যায় শঙ্কবে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে ॥ ৫৮
 জটিলায় গিরিশায় বিদ্যাশক্তিধরায় তে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে ॥ ৫৯
 জ্ঞানামৃতাস্তম্পূর্ণভূতদেহান্তরায় চ ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে ॥ ৬০
 আদিমধ্যান্তভূতায় স্বভাবানলনীপ্তয়ে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে ॥ ৬১
 প্রলয়ার্ণবসংহার প্রলয়স্থিতিহেতবে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে ॥ ৬২
 যঃ পরেভ্যঃ পরস্তস্মাৎ পরায় পরমাখ্যানে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে ॥ ৬৩
 জ্ঞানায় সাক্ষাত্‌জ্ঞায় নমস্তে বিষ্ণুরূপিনে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে ॥ ৬৪
 ঐ নমঃ পরমার্থায় জ্ঞানদীপায় বেদমে ।
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে ॥ ৬৫
 নমো দাক্ষায়ণীকান্ত যুজ শৰ্ব্ব মহেশ্বর ।
 নমস্তে সৰ্ব্বভূতেশ প্রসাদ ভগবদ্বিব ॥ ৬৬

নীললোহিত ভূগ ; ভূমি দেব । ভূত-ভাবন, অব্যয়, বরদ, গিরিশ ; আমরা ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করি । ৫৭

যাহার মূল-প্রকৃতি-সহ সংসার অনাদি ; সেই যোগবেত্তা লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শঙ্ক শিবকে নমস্কার । ৫৮

ভূমি জটাকুটধারী বিদ্যা-শক্তি সম্পন্ন গিরিশ ; ভূমি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিব তোমাকে নমস্কার । ৫৯

তোমার অন্তরে জ্ঞানামৃত, তাহাতে তোমার দেহ এবং মন সম্পূর্ণ বিত্ত ; ভূমি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিব ; তোমাকে নমস্কার । ৬০

অগতের আদি-মধ্য-অন্তরূপ স্বভাবতঃ অনল-সদৃশ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার । ৬১

“প্রলয়-পয়োনি-জলে” অবস্থিত, স্থিতিসংহারকারণ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার । ৬২

পরাম্পর অপেক্ষাও ত্রেষ্ঠ, লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় পরমাত্মা শিবকে নমস্কার । ৬৩

জ্ঞানাকাল-সংহতায়, জ্ঞানত অনলরূপ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার । ৬৪

জ্ঞানদীপ বিধাতা প্রণব-বাচ্য পরম পদার্থকে নমস্কার । লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার । ৬৫

দাক্ষায়ণীপতে । যুজ । হে শৰ্ব্ব । হে মহেশ্বর । তোমাকে নমস্কার ; হে ভগবন্ । সৰ্ব্বভূতেশ । শিব ! এসম হও । ৬৬

সশোকে কৃষ্ণি লোকেনে চেষ্টয়ানে মহেশ্বর ।
মুরাঃ সমাকুলঃ সর্বো ভগ্নাচ্ছোকং পরিভাজ ॥ ৬৭
নমো নমন্তে ভূতেশ সর্বকারণকারণ ।
প্রসাদ রক্ষ নঃ সর্বাংস্তাজ শোকং নমোহস্ত তে ॥ ৬৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সংতুষ্টমানস্ত মহাদেবো জগৎপতিঃ ।
নিজং রূপং সমাস্তাঃ প্রোহৃত্ত্বতঃ শুভাহতঃ ॥ ৬৯
তং শুচা বিহ্বলং দৃষ্ট্বা প্রোহৃত্ত্বতং বিচেষ্টসম্ ।
শোকাপহং বিধিঃ সাত্তা তুষ্টোব বৃষভধ্বজম্ ॥ ৭০

ব্রহ্মোবাচ—

হিরণ্যবাহো অশ্বা স্বং বিবুস্ত্বং জগতঃ পতিঃ ।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং হেতুস্ত্বং কেবলং হর ॥ ৭১
অরুণমুষ্টিভঃ সর্বং জগদ্ব্যাপ্য চরাচরম্ ।
উৎপাদকঃ স্থাপকশ্চ নাশকশ্চাপি বিশ্বকৃৎ ॥ ৭২
ভানোরোবঃ মহাদেব মুক্তিং যাতা মুমুক্শবঃ ।
রাগেষ্যেদিনিভিস্তাক্তাঃ সংসারবিশৃঙ্খা বৃধাঃ ॥ ৭৩

বিভিন্নবাসুগ্নিকলৌঘবর্জিতং
ন দূরসংস্থং রবিচন্দ্রসংদুত্তম্ ।
ত্রিমার্গমধ্যমমুপ্রকাশকং
তপ্তং পরং শুদ্ধময়ং মহেশ্বর ॥ ৭৪
যদষ্টশাখস্য তরোঃ প্রসূনং
চিহ্নদ্বুদ্বয়স্য সমীপজস্য ।
তপশ্চন্দঃসংসৃগিতস্য পীনং
সুশ্লেষপগং তে বশদং সদৈব ॥ ৭৫

হে লোকনাথ মহেশ্বর । তুমি লোকাবুল হইয়া বেড়াইলে, সকল দেবগণই ব্যাকুল হন, অতএব শোক পরিভাজ কর । ৬৭

হে ভূতনাথ । হে সর্বকারণ-কারণ । তোমাকে নমস্কার ; প্রসন্ন হও ; আমাদের সকলকে রক্ষা কর ; শোক ভাগ কর, তোমাকে নমস্কার । ৬৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দেবগণ, জগৎপতি মহাদেবকে এইরূপ স্তুত করিলে, সেই শোকাবুল দেব, নিজরূপ ধারণপূর্বক প্রোহৃত্ত্বত হইলেন । ৬৯

প্রোহৃত্ত্বত মহাদেবকে শোকে বিহ্বল এবং চৈতন্য-হীন দেখিয়া বিধি, সাত্ত্বনা পূর্বক শোকনাশন বাক্য দ্বারা বৃষভধ্বজের স্তুত করিতে লাগিলেন । ৭০

হে হিরণ্যবাহো । তুমি অশ্বা, তুমিই জগৎপতি বিষ্ণু । হে হর ! একমাত্র তুমিই সৃষ্টিস্থিতি-সংহারের কারণ । ৭১

তুমিই অরুণমুষ্টি দ্বারা চরাচর সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত । হে বিশ্বকৃৎ । তুমিই উৎপাদক, স্থাপক এবং নাশক । ৭২

হে মহাদেব । তোমাকে আরাধনা করিয়া রাগেষ্যেদিনিবর্জিত সংসারবিশৃঙ্খ তত্ত্বজ্ঞানী মুমুক্শগণ মুক্তি লাভ করে । ৭৩

হে মহেশ্বর । বায়ু, অগ্নি, জল এই সকল বস্তুদ্বারা বর্জিত চন্দ্র-সূর্য্য-সমন্বিত নাড়ীজর-মধ্যস্থিত পরমতত্ত্ব তোমারই বশবর্তী । ৭৪

অথঃ সমাধায় সমীকরণং
 নিরুজ্জ্বা চোর্ধ্বং নিশি হংসমধ্যভঃ ।
 হৃৎপদ্মमध्ये सुमुखीकृतं वज्रः
 परञ्च तेजस्तव सर्वभेदात्ताम् ॥ ৭৬
 প্রাণাত্ম্যৈঃ পূরকৈঃ স্তম্ভকৈর্কর্মা
 রিতৈশ্চিষ্টৈশ্চৈকোদনং যং পরাখ্যাম্ ।
 দৃষ্টাদৃষ্টং যোগিজিহ্বা প্রপঞ্চাঃ
 স্তম্ভং বৃদ্ধং স্তম্ভভেদেহুস্তি লক্ষ্যম্ ॥ ৭৭
 সূক্ষ্মং জগদ্যাপি ভূপৌষপং নং
 যুগ্যযুগ্মেঃ সাধনসাধারুণম্ ।
 চৌরৈররৈকর্নাশ্রুতং নৈব নীভং
 বিস্ত্রং তথাস্ত্যর্থহীনং মহেশ ॥ ৭৮

ন কোপেন ন শোকেন ন মানেন ন দম্ভতঃ ॥ ৭৯
 উপযোগ্য তু ভবিষ্যদৃথৈব বিবর্জতে ॥ ৮০
 মায়ায়া মোহিতঃ সন্তোষ বিস্মৃতঃ তে জ্ঞানি হিতম্ ॥ ৮১
 মায়াং ভিন্নং পরিজ্ঞাত্ব ধারয়ানমানমায়া ॥ ৮২
 মায়াশ্রান্তিঃ স্তম্ভা পূর্বং জগদর্থং মহেশ্বর ।
 তয়া ধ্যানগতং চিত্তং বহুযতৈঃ প্রসাধিতম্ ॥ ৮৩
 শোকঃ ক্রোধস্ত লোভস্ত কামো মোহঃ পরাখ্যতা ।
 ঈর্ষ্যামানৌ বিচিকিৎসা কৃপাসূচ্য জুগুপ্সতা ॥ ৮৪

জ্ঞান-সমিধ-প্রবৃত্ত অষ্ট-শাব প্রকৃতিতরুর সমীপদেশে তপস্তাপত্র-পুজ-
 সমাচ্ছাদিত সু-সূক্ষ কোমল পুষ্প,—সতত তোমারই আগত । ৭৫

মূলধার চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত সমস্ত বায়ু অনাহত চক্রে রোধ
 করিয়া হৃৎপদ্মमध्ये যে স্তম্ভোক্তমৌল্যভীত প্রসন্ন তেজ অবলোকন কর, হে
 শিব । তুমিই তৎস্বরূপ । ৭৬

পূরক-কুম্ভক-বেচক এই প্রাণায়াম-বলে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্বক যোগি-
 গণ যে প্রপঞ্চাভীত পরম স্তম্ভ সমুজ্জ্বল তেজ অবলোকন করেন, তাহা তোমা
 হইতেই আগত । ৭৭

হে মহেশ ! তত্ত্বজ্ঞানিগণের অহেষণীয় সাধ্যসাধন-রূপী ঙ্গ-গণ-বর্জিত
 ইন্দ্রিয়রূপ চোরদিগের অনলহার্যা—অমূল্য ধন তোমারই আছে । ৭৮

সে ধন,—ক্রোধ, শোক, মান বা দম্ভবলে উপভোগ্য নহে ; কিন্তু ক্রোধাদি-
 ত্যাগ করিলেই তাহার বৃত্তি হয় । হে শঙ্কর ! তুমি দায়ী দ্বারা মোহিত
 হইয়াছ । তুমি হৃদয়-স্থিত পরম বস্তু বিস্মৃত হইয়াছ । ৭৯-৮১

এখন মায়াকে পৃথক ভাবিয়া আত্ম-সাহায্যেই আপনাকে বৈর্য্যাবৃত্ত কর ।
 ৮২

হে মহেশ্বর ! পূর্বক আমরাই জগতের কৃত্রিম মায়াকে শুধ করি, তিনিই
 তোমার ধ্যান-গত চিত্তকে বহু যত্নে নিজায়ত্ত করেন । ৮৩

শোক, ক্রোধ, মোহ, কাম, মন, পরাধীনতা, ঈর্ষ্যা, মান, সন্দেহ, দর, অসূয়া এবং লিন্দা এই দ্বাদশপ্রকার চিত্ত-মল—ইহারা বুদ্ধিনাশের হেতু । ৮৪

ঋণশৈতে বুদ্ধিশাশহেতবো যনসো মলাঃ ।
ন তাদৃশৈনিবেশ্যন্তে শোকঃ তাজ ততো হর ॥ ৮৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শাশা স্তুতঃ শঙ্কুঃ সংস্মৃত্যগ্নি বদাহিতম্ ।
নাবদধে তদাখ্যানং শোকায় সত্যো বিনাকৃতঃ ॥ ৮৬
অধোমুখঃ স্থিতো বাক্য ব্রহ্মাণং স শনৈব্ৰিহম্ ।
গ্রাহ ব্রহ্মব্রাহ্মভিগং বদ কিং কববাণ্যহম্ ॥ ৮৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তো বামদেবেন বিব্রাতঃ সৰ্বদৈবকৃতঃ ।
ইদমাহ তদেশস্য শোকবিধ্বংসকং বচঃ ॥ ৮৮

ব্রহ্মোবাচ—

তাজ শোকঃ মহাদেব সংস্মৃত্যখ্যানমখ্যানা ।
ন ত্বং শোকম্ সদনং পরং শোকান্তবাস্তবম্ ॥ ৮৯
সশোকে স্তম্ভিত্ত্বেন দেবা কুতাঃ সমাধ্বসাঃ ।
সংস্মৃত্ত্বগতীঃ কোপাঃ শোকঃ সৰ্বদাংল লোহয়েৎ ॥ ৯০
ভৃগুশ্লোকাকুল্য পৃথী বিদীণ্য স্মার চেক্ৰনিঃ ।
অবলগ্রাহ তে বাচ্চঃ সোহপি কৃষ্ণোহভবহঠাৎ ॥ ৯১
মত্র দেবাঃ সগন্ধৰ্বাঃ সদা ক্রীড়ন্তি সৌবদুকাঃ ।
সুমেকসদৃশো যোহসৌ মানতঃ পৰ্বতোত্তমঃ ॥ ৯২
যশ্মিন্ প্রবিক্ত সুমিরৌঃ পদ্যনামনিভে যনাঃ ।
উৎপিবন্তি অ তোয়ানি পুঙ্করাবর্জকাদয়ঃ ॥ ৯৩

এই সকল চিত্ত-মল-সেবন ভবাদৃশ লোকের অকর্তব্য ; অতএব হে হর ।
শোক পরিত্যাগ কর । ৮৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন :—শঙ্কু. এইরূপ সান্ত্বনাতে স্তুত হইয়া আপনার কর্তব্য
স্মরণ করিয়াও সত্য বিরহে শোকে আপনার ধৈর্য্যসম্পাদন করিতে পারিলেন
না । শিব অধোমুখে থাকিয়া ব্রহ্মার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক বীরে বীরে
বলিলেন, ব্রহ্মন্ । অতঃপর কি করিব বল ৮৬-৮৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলে তিনি সকল
দেবগণ সমভিব্যাহারে মহাদেবের শোক-নাশন বাক্য বলিতে লাগিলেন ;—
মহাদেব ! আপনি আপনাকে মনে করিয়া শোক পরিত্যাগ কর । ৮৮

তুমি শোকের পাত্র নহ : তোমার চিত্তে কিছুমাত্র শোক থাকিতে পারে
না । ৮৯

দেবদেব ! তুমি শোকান্বিত হইলে, দেবগণও ভীত হন । তোমার জ্ঞেয়,
জগৎকে বিধ্বস্ত করিতে পারে এবং শোক সকলকেই শোকাবৃত্ত করে । ৯০

শনি, যদি তোমার অক্ষরারা গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী
তোমার অক্ষরালে আকুল হইয়া ধিনীর্ণ হইত । তাহা গ্রহণ করিতে শনিও
কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন । ৯১

মহাদেব ! যেখানে দেবতা ও গন্ধৰ্বগণ ঔৎসুক্য সহকারে সৰ্বদা ক্রীড়া
করেন, যে পৰ্বত শ্রেষ্ঠ, পরিমাণে সুমেক-সদৃশ । ৯২

১। শিশিরে—ইতি পার্শ্বাশ্রয়ম্ ।

মন্দরাং সততং যত্র কুন্তযোনির্মহামুনিঃ ।
 সত্ৰা সত্ৰা তপস্তপে হিতার জনতে৷ হর ॥ ১৪
 যস্মিন্ স্থিতা গিরৌ পূর্বমগস্ত্যাতোষসাগরম্ ।
 যযৌ তমোবলাং^১ কুন্তা করমব্যসতং কিল ॥ ১৫
 শনৈশ্চরেণ ভে বোচুমসমর্ধেন লোভকৈঃ ।
 কিতৌবিদ্যারিতস্তেহমৌ জলধারাহরয়ো গিরিঃ ॥ ১৬
 বিভিন্দ পর্বতং শস্তো বাম্পান্তে সাগরং সমুঃ ।
 ভিষ্টা তু সাগরং শীঘ্রং প্রযীতাস্তসঙ্কলম্ ॥ ১৭
 অগ্নুতে পূর্বপুলিনং তস্য তদ্বিভিষ্টম্ ভে ।
 ভিষ্টা বেলাং ভতঃ পৃথ্বাং বিভিন্দাত্ত তরঙ্গিনীম্ ॥ ১৮
 চকুর্ভৈত্তরণীং নার্যা পূর্বসাগরগামিনীম্ ॥ ১৯
 ন নাবা ন বিমানেন দ্রোণ্যা কন্দনেন চ ।
 তত্ৰুং শক্যা সা তু নদী তন্তুতোয়াভিভীষণা ॥ ১০০
 দুঃখেন ভক্ত পৃথিবী বিভক্তি মহতাধুনা ॥ ১০১
 সদা চোর্ধ্বগৈর্দর্শনৈবিক্ষিপন্তী নভশ্চরান্ ।
 তস্মাত্তপরি নো যান্তি দেবা অপি ভয়াতুরাঃ ॥ ১০২
 যমধারং পরাবৃত্য যোজনবহুবিস্তৃতা ।
 নিম্না বহতি সম্পূর্ণা ভীষয়তী জনজয়ম্ ॥ ১০৩

পুঙ্খবাক্যক প্রকৃতি যেমগ্ন, বাহার পদ্ব নাল সত্ৰন বিবরে প্রবিক্ট হইয়া জলপান করে । ১০

মহামুনি অগস্ত্য জগতের হিতার্থ মন্দরগিরি হইতে সদা সর্বদা যেখানে গিয়া তপস্যা করেন । ১৪

প্রবাদ আছে—পূর্বের অগস্ত্য, যে পর্বতে থাকিয়া তপোবলে জল-সমুদ্রকে করতলে স্থাপনপূর্বক পান করিয়াছিলেন ; শনৈশ্চর, তোমার অক্ষ জল বহনে অসমর্থ হইয়া সেই জলধারনামক পর্বতে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে সেই পর্বত বিদীর্ণ হইয়াছে । ১৫-১৬

শস্তো : সেই নয়নজল, পর্বত ভেদ করিয়া সাগরে পতিত হয় ; তৎক্ষণাৎ সাগর-পর্বত যীমানি মরিয়া যাইল । তাহা আবার যত যোনাদি সঙ্কল সেই সাগর ভেদ করিয়া সত্বর পূর্বভীরে আসিল । ১৭-১৮

সেই অক্ষজলভেজে সমুদ্র বেলাও বিদীর্ণ হইল । তোমার অক্ষজল, বেলা ভেদ করিয়া পৃথিবীর কিয়দংশ ভেদ করিয়া পূর্বসাগর-গামিনী বৈত্তরণী নদী-রূপে পরিণত হইয়াছে । ১৯

নৌকাদ্রোণী, রথ বা বিমান—কোন যান যাহাই সেই প্রতপ্ত-জলপূর্ণা অতি-ভীষণা নদী পার হওয়া যায় না । ১০০

পৃথিবী এখন মহাকষ্টে তাহাকে ধারণ করিতেছেন । সেই নদী উর্দ্ধগায়ী বাম্প দ্বারা আকাশচারী প্রাণীদিগকে সর্বদাই অপমৃত করিতেছে । মহেশ্বর ! তবু সেই নদীর উপর দিয়া কোন দেবতাও গমনাগমন করিতে পারে না । ১০১-১০২

১১ পণৌ তপোবলাং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

হৃদিঃস্বাসমকঙ্কাতৈর্বাস্তাঃ পর্বতকাননাঃ ।
 সমাকুলদ্বীপিনাগা নাদ্যাপি প্রতিশেরতে ॥ ১০৪
 তব নিঃস্বাসজ্ঞো বায়ুঃ পীড়য়ন্ জগতঃ সুখম্ ।
 নাদ্যাপি প্রশয়ং যান্তি বাধাহীনঃ সনাতনঃ ॥ ১০৫
 সতীশবং তে বহুতঃ শীর্ষ্যমাণা পৰে পদে ।
 নাদ্যাপি ব্যাকুলা পৃথ্বী ব্যাকুলত্বং বিমুক্তি ॥ ১০৬
 ন স্বর্গে ন চ পাতালে তৎসত্ত্বং বিদ্যতেহুদুনা ।
 যন্তে ক্রোধেন শোকেন নাকুলং বুধভধ্বজ ॥ ১০৭
 তন্মাচ্ছোকমমর্যক ভ্যক্ত্য শান্তিং প্রযচ্ছ নঃ ।
 আত্মানক্যাছনা বেধ এবমাত্মানমাত্মনা ॥ ১০৮
 সত্যী চ দিব্যমানেন ব্যতীতে শরণাং শতে ।
 সা চ ত্রেতাযুগচ্চাপৌ ভার্ঘ্যা তব ভবিস্কৃতি ॥ ১০৯

মার্কণ্ডের উবাচ—

ইত্যাক্ষো বেধসা শত্বত্বাচ্চ^১ ব্যানপরাযথঃ^২ ।
 অধোমুখস্তথা গ্রাহ ব্রহ্মাপমমিতৌকসম্ ॥ ১১০

ঈশ্বর উবাচ—

যাবদ্ব্রহ্মমহং শোকাহুত্বয়ামি সত্যীকৃত্যং ।
 ভাবম্মম সখা ভূত্বা কুরু শোকাপনোদনম্ ॥ ১১১

সেই নদী দুই ঘোজন বিস্তৃত, গভীর এবং জনপূর্ণ। উহা ত্রিধুবন, ভীত
করত যমধার বেষ্টিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ১০৩

তোমার নিশ্বাস-পবনজালে পর্বত, কানন, দ্বীপ এবং বৃক্ষসকল বিপর্যস্ত
হইয়া পড়িয়াছে, অদ্যাপি পূর্ববৎ অবস্থিত হয় নাই। ১০৪

বাধাহীন সনাতন ভবনীয় নিশ্বাস বায়ু, একেবারে সমস্ত জগৎ পীড়িত
করিতেছে, আশ্রয় প্রণাত হইতেছে না। ১০৫

তুমি সত্যী শতদেহ বহন করত ভ্রমণ করিতেছিলে, পৃথিবী তখন তোমার
প্রতি-পদক্ষেপে বিশীর্ণ ও ব্যাকুল হয়, আশ্রয় সে—ব্যাকুলতা ত্যাগ করিতে
পারিতেছে না। ১০৬

হে বৃষধ্বজ! তোমার ক্রোধ ও শোকে ব্যাকুল হয় নাই—এখন স্বর্গ মর্ত্য
পাতালে এমন প্রাণী নাই। ১০৭

অতএব তুমি শোক ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আত্মাদিগকে শান্তি প্রদান
কর। আপনাই হইতেই আপনাকে বুঝিয়া লও, আত্মসাহায্যেই আপনি ধৈর্য্য-
সম্পন্ন হও। ১০৮

আর দিবা শতবর্ষ অতীত হইলে সেই সত্যীও ত্রেতাযুগের প্রথমে তোমার
ভার্ঘ্যা হইবেন। ১০৯

মার্কণ্ডের বলিলেন, চিত্তাপর্যায় মৌনভাবে অধোমুখে উপবিষ্ট শিবকে
ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, তিনি অমিত-ভেজা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্। আমি
যত দিন সত্যীশোক-সাগর উত্তীর্ণ না হই,—ততদিন আমার সহচর হইয়া
শোকাপনোদন কর। ১১০-১১

১। ব্যানপরাযথম্—ইতি পাঠান্তরং।

ଅମ୍ଳିତବନ୍ଧବେ ସଜ ସଜ ଗଞ୍ଜାମାୟାଃ ବିଦେ ।

‘ভয়ে ভয়ে ক্যান্‌ দহা শোকহানিং কহোতু যে । ১১২

ଆବେଦନର ଫର୍ମାଟ—

একমুখিত্তি লোকেশ প্রোক্ত, বৃষভযাহনম্ ।

इदं नमः सर्वं कैवल्यं नमः नमः नमः नमः । ११३

ब्रह्मणा सहितः शङ्खः कैलासगमनोऽसूक्तम् ।

সম্মানে হর্গণ্য। কৃষ্ণ। নন্দিত্বিত্ত্বাশ্চ যে ৯ ১১৩

ভক্ত: পরমভକ୍ତ। বৃଦ୍ଧ: পୁରাতନ।

উপতহে সিডাভস্ত সদুশো দৈনিকো যথা । ১১৫

বাসুক্যাকাঙ্ক্ষা যে সর্গা মধ্যস্থানক ভে হবম্ ।

सुवदासकृष्णस्य शिरोवाह्यामिह कृतम् ॥ १५७

କତୋ ଇକ୍ଷା ଚ ବିଦୁଃ ମହାଦେବଃ ମତୀନତି ।

ਸਰੋਲ੍ਹਃ ਸੁਵਰਣੇਃ ਸਾਰ੍ਥਿਃ ਅਗ੍ਨ੍ਃ ਫ਼ਾਲੋਰੁਪਕਰ੍ਸ਼ਤਯੁ । ੨੨੧

उत्तसादनोवप्रिक्षणान् निःसृज्य नगवापिगविः ।

সর্বৈকরম্যাটোঃ সহিত উপক্ৰে শ্ৰবোত্তমান্ । ১১৮

ভক্তঃ সম্পূজিতান্তেন সুবোধ্য গিরিধা সহ ।

अष्टादशः पञ्चदशैकं सुमुश्लं सुवर्षकाः ॥ ११२

ତାହା ନବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାବଳୀର ଅନ୍ତରାଳ ।

বিজ্ঞানমৌখিকপ্রবন্ধে সখাতিগৌড়মাক্ষয় । ১২০

मानि सर्वान् सुखान् लब्ध्वा हवन्मुखाकान् ।

চুক্রোশ মাভুভগিনোঃ পৃথ্বী গিরিশঃ সতীয্ ॥ ১২১

বিদ্যাত: ! এই সময়ে আমি যেখানে যেখানে গমন করিব, তুমিও তথ্যে
তথ্য হাইয়া আমার শোক নাশ করিতে থাক । ১১২

মার্কণ্ডের বলিলেন,—লোকমাখ স্নান, মহাদেবকে “তথাত্ত” বলিয়া
 ঊাহার সহিত কৈলাস পর্বতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন । ১১০

অক্ষার সহিত মহেশ্বরকে কৈলাস গমনে উদ্‌যোগী দেখিয়া নন্দিকট্ট প্রমুখ
সমস্তগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল । ১১৪

অনন্তর, শারদ জন্মদবৎ শুক্লবর্ষ পর্বতোপম বৃষ, গৈরিকসম্মিত ব্রহ্মার
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল । ১১৫

ବାମ୍ବୁକି ଶ୍ରଦ୍ଧତି ଅକ୍ଷେନାଗ, ମହର ନାନାହାତେ ଓଠିକା ମୌଜା ହଟେର ମହକ ବାହ
ଶ୍ରଦ୍ଧତି କୁସିତ କରିବ । ୧୧୭

অনন্তর, স্বামী, বিষ্ণু এবং সত্যোপাধি মহাদেব নিখিল দেবত্ব সমষ্টিবাহারে
হিয়ালর পর্বতে গমন করিলেন । ১১৭

অনন্তর পৰ্বতরাজ হিনাগর, সচিবগণ সমস্তিকাহারে নিজ নগর ভববি-প্রহ
হইতে নির্গত হইয়া সেই সকল পুরুষের্তকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন । ১১৮

অযাচিতাগণ ও পৌরবর্গ সম্মতিবাহারে নিবিরাজ, পূজা করিলে সেই—
সুরবর সকল সান্তিশর আনন্দিত হইলেন । ১১১

অনন্তর, বহেন্দর—সেই সিঁড়িরাজ-নগর গুহাবিশ্রমে লম্বীদণ-পরিবৃত্তা
গৌতমস্তনরা বিজয়াকে দেখিতে পাইলেন । ১২০

ক সত্যী তে মহাদেব শোভসে ন তত্ৰা বিনা ।
 বিশ্বতাপি কুয়া তাত যজুদে' নাপসর্পতি ॥ ১২২
 যমাত্রে সা পুরা প্রাণান্ বদা ত্যজতি কোপতঃ ।
 ভদৈবাহং শোকশল্যাবিক্কা নাশ্চোষি বৈ সুখম্ ॥ ১২৩
 ইত্যুক্তা বদনং বহুপ্রাণেনাজ্জাত সা ভূগম্ ।
 রূপসী প্রাপত্যুর্বো? কশ্মলকাবিশস্তদা ॥ ১২৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮

তখন বিজয়াও মহেশ্বরপ্রমুখ সমস্ত সুরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিয়া শিবের
 নিকটে মাতৃমসা সত্যীর কথা জিজ্ঞাসা করত রোদন করিতে লাগিলেন । বলিতে
 লাগিলেন ; মহাদেব ! তোমার সত্যী কোথায় ? তিনি বিনা তোমার শোভা
 হইতেছেন না । পিতঃ । তুমি তাঁহাকে ডুলিয়া গেলেও আমার হৃদয় হইতে
 আর তিনি অপসৃত হইতেছেন না । ১২১-১২২

বদন, সত্যী, রোষস্তরে আমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন, আমি তখন
 হইতেই শোকশল্যে বিদ্ধ হইয়া আছি, কোনমতেই সুখলাভ করিতে পারিতেছি
 না । ১২৩

এই বলিয়া বিজয়া বসনাঞ্চলে বদন ঢাকিয়া অত্যন্ত রোদন করত ভূমিতে
 পতিত এবং মূর্ছিত হইলেন । ১২৪

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮

১। সাসত্যু ভূমৌ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

একোবিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা তদা দাক্ষায়ণীং স্মরন্ ।
ন শশাক ভরঃ সোচুঃ শোকমুৎপন্নসম্ভবম্ । ১
অকৌর্ষ্যভ্যন্ততঃ শম্বুর্বাষ্পক্যাকুললোচনঃ ।
পশুতাং সর্বদেবানাং চিন্তাধ্যানপরোহভবৎ ॥ ২
অশ্বাস্মাকু তদা বাতা বিজ্ঞতাং শোককর্ণিতাম্ ।
হরমাস্মাসমন্ সাক্ষপূর্বমেতদুবাচ হ । ৩

অশ্বোবাচ—

পুত্রাণশোগিন্ ভগবন্ শোকস্তব বৃদ্ধাতে ।
পরধামি তব ধ্যানমাসীৎ কস্মাৎ স্ত্রিয়ামিহ । ৪
প্রভবিষ্ণুঃ পরঃ শান্তঃ সুন্দ্রঃ সুলভরঃ সদা ।
তব ব্রতাবশ্ত কথং শোকেন বহুধাকৃতঃ ॥ ৫
নিরঞ্জনং ধ্যানমমায় যতীনাং
পরাংপরং নির্মলং সর্বগামি ।
মলৈহীনং রাগলোভাদিভির্মহ
ভং ভে রূপং তদুভং গৃহ্ন বুদ্ধ্যা । ৬
শোকো লোভঃ ক্রোধমোহৌ চ হিংসা
মানো দম্ভো মদমোহপ্রমোদাঃ ।
ঈর্ষ্যানুরাক্ষান্তিরসভাভা চ
চতুর্দশ জ্ঞাননাশা হি দোষাঃ । ৭

শিপ্রানদীর উৎপত্তি-বিবরণ ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন : তখন মহাদেব, বিজ্ঞাকে পতিত দেখিয়া দক্ষতনয়াকে স্মরণ করত শোকজনিত উদ্বেগভার বহনে অসমর্থ হইলেন । ১

তখন শিব, সকল দেবতার সমক্ষেই ধৈর্য-চ্যুত ও বাষ্পাকুল লোচন হইয়া গাড় চিন্তাবিষ্ট হইলেন । ২

তখন ব্রহ্মা, শোককাতরা বিজ্ঞাকে আশ্বাসিত করিয়া মহেশ্বরকে আশ্বাস প্রদান করত সাক্ষপূর্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন । ৩

ভগবন্ । পুত্রাণ-যোগিন্ । শোক করা তোমার অনুপযুক্ত, পরমজ্যোতিই তোমার একমাত্র ধ্যেয় বস্তু ছিলেন ; প্রভো ! এখন একি ? রমণী-ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন কেন ? ৪

তোমার ব্রতাব, প্রভবিষ্ণু পরম শান্ত এবং সুল-সুন্দ্র-বহির্ভূত ; শোকে তাহা বিক্লিষ্ট হইতেছে কেন ? ৫

যতিগণের ঘোষ, পরাংপর নিরঞ্জন নির্মল, সর্বত্রগ, রাগদেবাদি-গুণবর্জিত যে রূপ তোমার স্ফুটি-সিদ্ধ, তাহা একবার বুদ্ধি-সাহায্যে গ্রহণ কর । ৬

শোক, লোভ, ক্রোধ, মোহ, হিংসা, মান, দম্ভ, মদ, আদমোদ, ব্যসনাভাভ, ঈর্ষা, অমুরা, অসহিষ্ণুতা এবং অসত্যভাষণ এই চতুর্দশ দোষ জ্ঞাননাশক । ৭

ধামেন স্থাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি
 কং বিষ্ণুরূপীঃ জগতাং বিধাতা
 যা ভে মহামোহকরী সতীতি
 ভবৈব সা লোকমোহক যাকী ॥ ৮
 যা সর্বলোকাক্ষয়নৈব পার্শ্ব
 বিমোহয়ন্তী পূর্বদেহস্ত বুদ্ধিম্ ।
 বিনাক্ত বাল্যং কুরুতে হি জন্তো-
 বিমোহয়ত্যন্ত সা ক্কাং সশোকম্ । ৯
 সতীসহস্রানি পুরোদ্ধিতানি
 ত্বয়া যতানি প্রতিকল্পয়েবম্ ।
 হিতার লোকস্য চরাচরস্ত
 পুনর্গৃহীতা চ তথা ধরেয়ম্ ॥ ১০
 ভয়াস্তবে ধ্যানযোগেন পশু
 সতীসহস্রানি যতানি যানি ।
 যথা তথা কং পরিবিক্ষিপ্তস্ত
 সমাপ্তি সা বা বৃষরাজকেতো । ১১
 যতঃ সমুৎপন্ন মুহুর্ভবন্ত
 সা প্রাপ্যাতীত ত্রিধনৈর্হরাণম্ ।
 পুনশ্চ জায়া যাদৃশী তে ভবিষী
 তন্তুং সর্বং ধ্যানযোগেন পশু ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বহুবিশং ব্রহ্মা ব্যাহরং সাম শকরম্ ।
 গিরিরাজপুরাত্মাদিগময়ামাস নির্জয়ম্ ॥ ১৩

যোগিনগণ, ধ্যান যোগদ্বারা তোমার চিন্তা করেন ; তুমি বিষ্ণুরূপী এবং
 তুমিই এ জগতের বিধাতা । এখন, যিনি সতীনাথী হইয়া তোমার মোহবিধান
 করিতেছেন, তিনি শোক-মোহ-কারিণী তোমারই ভায়া । ৮

যিনি সকল লোককে বিমোহিত করত গর্তাবস্থান-পর্যন্ত হিত তাহানিগের
 পূর্ব-জন্ম-জ্ঞান জন্মকালে বিলুপ্ত করিয়া, অস্ত জ্ঞান জন্মাইয়া দেন ; আর
 তিনিই শোকাভূত তোমাকে বিমোহিত করিতেছেন । ৯

পূর্বকাল হইতে প্রতিকল্পেই এরূপ হইয়া আসিতেছে ; তুমি সহস্র সহস্র
 সতী বিসর্জন দিয়াছ ; সহস্র সহস্র সতী মরিয়াছেন, আবার চরাচর জগতের
 হিতের জন্য পুনরায় তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছ । ১০

যত সহস্র সতী মরিয়াছেন, যত ব্যাধ তুমি তাঁহার বিরহ বেদনা পাইয়াছ
 এবং যেকপে তিনি আছেন—হে বৃষধরজ ! তাহা একবার ধ্যানযোগে অবলোকন
 কর । ১১

হে ব্রহ্ম ! তিনি যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সুরগণেরও হর্ষভ বস্ত্র তোমাকে
 প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার পক্ষে তিনি যাদৃশী হইবেন তৎসমস্তই তুমি ধ্যান-
 যোগে অবলোকন কর । ১২

১। বিষ্ণুরূপী—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভাতো হিমবতঃ প্রস্বে প্রভীচ্যাং ভবপুৰস্ৱ চ ।
 শিপ্রাং নাম সরঃ পূৰ্ণং সমুদ্রক্ৰুহিণাদয়ঃ ॥ ১৪
 তদ্রহস্যানবাসান্ৱ ত্রক্ষসক্ৰাদয়ঃ সুরাঃ ।
 উপবিষ্টা যথাশ্রাৱং পুরস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৫
 ভং শিপ্রসংজ্ঞং কাসারং মনোজ্ঞং সৰ্বদেহিনাম্ ।
 শীতামলজলং সৰ্বৈৰ্ৱৈশ্চৈৰ্মানসসম্মিতম্ ।
 দৃষ্ট্বা কণং হরভৃগ্নিন্ সোৎসুকোহভূদবেক্ষণে ॥ ১৬
 শিপ্রাং নাম নদীং তস্মাগ্নিঃসূতাং দক্ষিণোদধিম্ ।
 গজ্জন্তীক মদর্শাসৌ পাবয়ন্তৌ জগজ্জনান্ ॥ ১৭
 ভংসরঃ পূৰ্ণমাসাদ্য চরতঃ শকুনান্ বহুন্ ।
 নানাদেশাগতাঙ্কুৰ্ব্বীক্ষাকক্ৰে মনোরমান্ ॥ ১৮
 গজীৰণবনোদ্রুতিঃ সম্প্রসেযু বিচাক্ততঃ ।
 কোকযক্ষাংস্তবসেযু মদর্শ নৃত্যতে। যথা ॥ ১৯
 যদৃগ্চক্ষুয সম্পৃষ্টাংস্তরঙ্গান্ স পৃথক্ পৃথক্ ।
 বীক্ষাকক্ৰে যথা ভৌতাহপতৎশতগান্ বৃহঃ ॥ ২০
 কানবৈঃ সারিসৈর্হটৈঃ শ্ৰেণীভূতৈস্তটে তটে ।
 ভবীকৃতৈর্যথা শট্ৰুঃ সাগরস্তানুশং সরঃ ॥ ২১
 যথাযোনীহৃতিশ্চুটৈকৈস্তোয়শস্যোৎসাহসাহসৈঃ ২
 পক্ষিভির্বিহিতৈঃ শট্ৰুস্তত্র তত্র মনোহরম্ ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অক্ষা শঙ্করকে এইরূপ বহুবিধ মাধুনা বাক্য বলিয়া
 তাঁহাকে সেই গিরিরাজ নগরী হইতে নির্জনে স্থানে লইয়া গেলেন । ১৪

অনন্তর, অক্ষাদি দেবগণ হিমালয়-প্রস্বে এবং হিমালয় নগর ওষধি-প্রস্বে
 পশ্চিমে শিপ্রানামক জলপূর্ণ সরোবর দেখিতে পাইলেন । ১৫

অক্ষা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথাকার নির্জনে স্থানে, মহাদেবকে অগ্রে
 করিয়া যথারীতি উপবেশন করিলেন । ১৬

সকল প্রাণীদিগের মনোহর নির্মল-শীতল-সলিলপূর্ণ সর্বগুণে মানসসরো-
 বর-সমূহ সেই সরোবর দেখিয়া মহাদেব তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য কণ-
 কাস উৎসুক হইলেন । তিনি দেখিলেন ; জগজ্জনভূতি-বিধাশ্বিনী শিপ্রা নামে
 নদী সেই সরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিলেন । ১৬-১৭

শিব দেখিলেন, নানা দেশাগত বহুবিধ মনোহর বিহঙ্গকুল সেই জলপূর্ণ
 সরোবরে বিচরণ করিতেছে । ১৮

তিনি দেখিলেন ; অনতি-প্রবল-পবনবেগ-সমুদ্র তরঙ্গমালায় উপরে
 বিরাজমান কতিপয় চক্রবাকযুগল যেন নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে । ১৯

শিব দেখিলেন ; কোন কোন স্থানে সমস্ত পক্ষীদিগের চক্ষু পূটে তরঙ্গ লাগি-
 তেছে ; কোন স্থলে বা বিহঙ্গকুল, তরঙ্গাঘাতে জল হইতে উড্ডীন হইতেছে । ২০

সেই সরোবরতীরে শ্ৰেণী-বহু হংস কলহংস ও সারসবৃন্দ থাকিতে, তাঁহে
 তীরে তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত-শস্যমণ্ডলী-সজ্জিত সাগরের দ্বায় প্রভীকমান হইতে
 লাগিল । ২১

১। গজীৰণমোদ্রুতি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। যথাযোনীহৃতিশ্চুট—ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রফুল্লৈঃ পঙ্কটৈশ্চৈব কচিজ্জটৈর্মনোহটৈঃ ।
 সরো ব্রজে যথা স্বর্গো নক্ষত্রৈঃ তুলস্মন্যৈকৈঃ ॥ ২০
 মহোৎপলানাং মধোবু বিহলং নীলমুৎপলম্ ।
 ব্রজে নক্ষত্রমধোবু নীলনীলদম্বত্বং ॥ ২৪
 পদ্মসম্ভাতমধ্যস্থা হংসাঃ কৈশিক্য সংস্কৃতাঃ ।
 প্রফুল্লপঙ্কজভাষ্যা নিম্ভলাঃ স্বর্গবাসিন্তিঃ ॥ ২৫
 দ্বিধা দৃষ্টা শোণতুল্যে পদ্মে ফুলে বিধিঃ স্রুত ।
 কারেঃকৃষ্ণকং ফুলতং আসনাত্তে নিমিন্দ চ ॥ ২৬
 ফুলং মহোৎপলং বীক্য সরসন্তস্য শঙ্করঃ ।
 মৌলীনুকান্তিমলিনং হস্তস্থং নোৎপলং মম ॥ ২৭
 হরিঃ ব্রজেশ্বর্য্যংপ্রফুল্লং হস্তগতাস্থকম্ ।
 সরঃ পদ্মক সপুং যেনে বীক্য সমস্ততঃ ॥ ২৮
 তৎসরো বীক্য সম্পূর্ণং নানাপক্ষিসম্মাকুলম্ ।
 পদ্মিনীশতদহস্যং নীলোৎপলচৈববৃত্তম্ ॥ ২৯
 দেবদাকৃতকণক ভটস্থানাং প্রসূনৈকৈঃ ।
 পরাটৈর্বাসিতজজং হৃদয়ানন্দকারকম্ ॥ ৩০
 তীরে তীরে মহাবৃকৈঃ শাঙ্কৈঃ পরিবারিতম্ ।
 দৃষ্টা শত্ৰুঃ স্বপং তত সোৎসুকঃ শোকবর্জিতঃ ॥ ৩১

দেখিলেন ; বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যকুলের আঘাত-বিচ্যুত-সলিল-শব্দে বিভ্রাসিত
 বিহঙ্গগণ ভয়সূচক শব্দ করিয়া সরোবরের স্থানে স্থানে মনোহরতার পূর্ণাবয়বতা
 করিতেছে । ২২

দেখিলেন ; সেই সরোবর ফুল-কমল ও কমল-কলিকা-যোগে তুল-বৃহৎ-ক্ষুদ্র
 ভাবকা-ধতিত গগনমণ্ডলের স্তায় শোভা পাইতেছে । ২৩

শ্বেত-শতদল-বনমধ্যে এক-আধটী নীলোৎপল ; নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে নীলকমল-
 ধন্তের স্তায় শোভা পাইতেছে । ২৪

স্বর্গবাসিগণ, কমল-বন-মধ্যে নিম্পন্দভাবে অবস্থিত কঠিনয় হংসকে,
 প্রফুল্ল-কমল-ত্রয় হওয়াতে হংস বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই । ২৫

দ্বিধাতা, তথাক্ত রক্ত ও তুল এই দ্বিবিধ পদ্ম প্রস্তুতিত দেখিয়া নিজ দেহের
 অরুণতা এবং আসনের প্রফুল্লতাকে মিনা করিতে লাগিলেন । ২৬

শঙ্কর, সেই সরোবরের প্রফুল্ল শতদল অবলোকন করিয়া নিজ নিরোভুষণ
 শশধরের কিরণ-সম্পর্কে মলিন ভাবাপন্ন হস্তস্থিত কমলের আর তাহার সহিত
 তুলনা করিলেন না । ২৭

বিষ্ণু চারিদিক দেখিয়া নিজ চক্ররূপী সূর্যের কিরণজালে প্রফুল্ল আপনার
 হস্তস্থিত কমল উভয়কেই সদৃশ বোধ করিলেন । ২৮

বিবিধ বিহঙ্গম কূলে পতিত্যাগু, শত শত কমলিনী এবং নীল কমলচয়ে
 লাবৃত সেই হৃদয়মোহন পূর্ণসরোবরের বিমল জলরাশি তীরস্থিত দেবদাকৃতক-
 নিকরের পুষ্পপরাগে সুবাসিত, আর তাহার তীরে তীরে হরিত বর্ণ বৃহৎ বৃহৎ
 বনস্পতি,—শিব ঐশ্বক্যসহকারে ইহা দেখিয়া কদকালের জন্য শোকহীন
 হইলেন । ২৯-৩১

শিপ্রামালোকয়ামাস নিঃসৃতঃ সবসন্ততঃ ।
যথেন্দুমণ্ডলাদ্ গজা দেবোৰ্জাশুনদী যথা ।
তথা দৃষ্টে মহেনেন শিপ্রা শিপ্রাশিনিঃসৃতা ॥ ৩২

অথ উচুঃ—

শিপ্রাহরঃ কঃ কাসারঃ কথং শিপ্রা ততঃ সৃতা ।
কীদৃশোহস্ত প্রভাবস্ত তৎ সমাচক্ষ বিস্তরাৎ ॥ ৩৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

স্বপ্ত শুনরঃ সর্কে যথা শিপ্রা নদী সৃতা ।
শিপ্রস্ত চ মহাভাগাঃ প্রভাবং গমতো যয ॥ ৩৪
বসিষ্ঠেন হন্য দেবী পরিনীতা অরুহতী ।
তদা বৈবাহিকৈস্তোতৈঃ শিপ্রা দিকৃৎসৃষ্টিভাঃ ॥ ৩৫
সা সমাগতা পতিতা শিপ্রা সরসি শামিনাৎ
যথা হম্বাকিনী বিষ্ণুপাশদ্বকৌ শিবোদকা ॥ ৩৬
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবৈস্তোমঃ সিক্তং ভাষাঃ পুরা ।
বিবাহে শান্তিবিহিতং গায়ত্ৰীক্ৰপ্পাদিতিঃ ॥ ৩৭
একীভূতস্ত ততোয়ং মানসোচললক্ষদাৎ ।
তৎ সর্বং পতিতং শিপ্রা কাসারে সাগরোপমে ॥ ৩৮
দেবানামুপভোগার্থং পুরা ধাতা বিনির্মিতম্ ।
সর শিপ্রাহরঃ সানৌ প্রালেবস্ত শিবৈর্মহৎ ॥ ৩৯
ভক্তাদ্যানি সুনাসীরঃ সহিতশচাপকোপনৈঃ ।
শচীসহায়ে ক্রমতে প্রসন্ন সলিলে শুভে ॥ ৪০

শিব, যেমন চক্ষুরগুণ হইতে গজা, সূর্যের হইতে জ্বলনদী, সেইরূপ শিপ্রা সরোবর হইতে বিনিঃসৃত শিপ্রানদী অবলোকন করিলেন । ৩২

অসিগণ বলিলেন, শিপ্রা সরোবর কোথা হইতে হইল ? শিপ্রানদীই বা তাহা হইতে নিঃসৃত হইল কিরূপে ? এই সরোবরের কিরূপ প্রভাব ? বিস্তৃত-রূপে তৎসমস্ত কীৰ্ত্তন করুন । ৩৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; মহাভাগ যুনিগণ সকলে শ্রবণ করুন, আমি শিপ্রা-নদীর নিঃসরণবৃত্তান্ত ও শিপ্রা-সরোবরের প্রভাবাদি কীৰ্ত্তন করিতেছি । ৩৪

হে দ্বিজগণ ! যখন বসিষ্ঠ অরুহতী দেবীকে বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বৈবাহিক জলে শিপ্রানদীর উৎপত্তি হয় । ৩৫

যেমন বিষ্ণুপাশপ্রসূতা প্রসন্ন-পুণ্য-সলিনা গজা সাগরে পতিত হইয়াছেন, সেইরূপ শিপ্রানদীও বিধিনিয়োগে শিপ্রাসরোবরে আসিয়া পতিত হয় । ৩৬

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অরুহতী ও বসিষ্ঠের বিবাহকালে গায়ত্ৰী ও “ক্রপদা-দিব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক বে জলদ্বারা শান্তি করেন, তৎসমস্ত মিলিত হইয়া মানসলব্ধতের ভরা হইতে সাগর-সদৃশ শিপ্রাসরোবরে আসিয়া পতিত হইতেছে । ৩৭-৩৮

পূর্বের বিধাতাই দেবগণের উপভোগার্থ হিমাগবপর্বতে শিপ্রা নামে মহা-সরোবর সৃজন করেন । ৩৯

ইহা, আমিও অঙ্গরোগণসহ শচী সমভিবাহারে, শিপ্রাসরোবরের প্রসন্ন-পুণ্য সলিলে বিহার করেন । ৪০

তদেবৈব; সর্বদা যত্নাহক্যতেহত্যানি যত্নবৎ ।
 ন তত্র মানুসঃ কচ্ছিন্দ্বাতুং শক্যোতি যোহমুনিঃ । ৪১
 তপঃপ্রভাবান্মনসঃ প্রযান্তি সরসীং ততাম্ ।
 শিপ্রাখ্যাস্ত মহাযত্নাৎ স্নাতুং পাতুঞ্চ তক্ষসম্ ॥ ৪২
 তত্র স্নাতা চ পীতা চ মনুষ্যা দৈবযোগতঃ ।
 অবশ্যমমরত্বাচ্চ গচ্ছন্ত্যবিকলেন্দ্রিয়াঃ । ৪৩
 বৃদ্ধিং গচ্ছতি বর্ষাসু সরো নৈতদ্বিজোত্তমাঃ ।
 ন গ্রীষ্মে শোষতাং যান্তি সর্বদা তদ্ব্যথা তথা । ৪৪
 তত্র তং পতিতং ত্রোয়ং বসিষ্ঠোদ্ধাহমস্তবম্ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুসহাদেবকরপদৈরুদৌকিতম্ ॥ ৪৫
 বৃদ্ধে শিপ্রগর্ভস্থমবহং বিজ্ঞসত্তমাঃ ।
 তত্র বৃদ্ধস্ত ততোহক্ষরক্রেণ চ হরিঃ পুরা । ৪৬
 গিরেঃ শৃঙ্গং বিনির্ভিন্ত লোকানাং হিতকামায়া ।
 পৃথিবীং প্রেরয়ামাস কৃতা পুণ্যতম্যং নদীম্ । ৪৭
 পত্রিসূত্র্য মহেন্দ্রং স্য পুনানী স্নানকারিণীঃ ।
 দক্ষিণং সাগরং যাতা ফলদা জাহ্নবী সয়া ॥ ৪৮
 শিপ্রাখ্যাং সরসো যন্মান্নিসূতা নী মহানদী ।
 সত্যঃ শিপ্রোতি তন্নাম পুটৈব ব্রহ্মণা কৃতম্ ॥ ৪৯
 কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং তু তস্যং যঃ স্নাত্তি মানবঃ ।
 স যান্তি বিষ্ণুসহস্রং বিমানেনাতিলীপাতা ॥ ৫০

আজিও দেবগণ, সেই সরোবরকে রক্তের মত রক্ষা করেন। মুনি ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য তথায় হাইতে পারে না। ৪১

মুনিগণ তপঃপ্রভাবে মহাযত্নে সেই শিপ্রনামক তত সরোবরে গমন, তদীয় জলপান এবং তথায় স্নান করিতে পারেন। ৪২

মনুষ্যগণ, দৈবযোগে কোন রকমে তথায় স্নান ও সেই জল পান করিলে চিরকাল সুবলেন্দ্রিয় থাকে এবং নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৩

হে বিজ্ঞোত্তমগণ! এই সরোবর বর্ষাকালে বাড়ে না, গ্রীষ্মকালে শুক হয় না, সর্বদা একভাবে। ৪৪

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কর-কমল-নির্গত বসিষ্ঠ-বিবাহের যে শান্তি-জল তথায় পতিত হয়, হে বিজ্ঞসত্তমগণ! শিপ্রসরোবরগর্ভস্থ সেই জল এতাই বাড়িতে লাগিল। তখন বিষ্ণু চক্রধারা গিরিশৃঙ্গ ছেদনপূর্বক লোকহিতাভিলাষে সেই প্রবৃত্ত জলরাশিকে পুণ তম্য নদী করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ৪৫-৪৭

সেই নদী মহেন্দ্র পর্বত ঘুরিয়া দক্ষিণসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই শিপ্রা নদী পঙ্গাব প্রায় ফলদায়িনী এবং স্নানকারীদিগের পবিত্রতাবিধায়িনী। ৪৮

সেই মহানদী শিপ্রসরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম "শিপ্রা"; ব্রহ্মা পূর্বেই এই নামকরণ করিয়াছেন। ৪৯

যে মানব, কার্ত্তিকপূর্ণিমাতে তথায় স্নান করেন, তিনি অতি সমুজ্জল বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোক গমন করেন। ৫০

কার্ত্তিকং সকলং মাসং শ্রাত্বা নিপ্রাজলে নরঃ ।
প্রযাতি ব্রহ্মসঙ্গনং পশ্যাম্মোক্ষবদ্যাম্ ॥ ৫১

অথ উচুঃ—

বসিষ্ঠেন কথং দেবী পরিণীতা তুরুহভী ।
কন্তু সা তনয়া ব্রহ্মরূপয়া বা বদন্ত নঃ ॥ ৫২
পতিব্রতাসু প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু যা বরা ।
ভর্গুপাদৌ বিনাশিত্ব বা ন চক্ষুঃ প্রযাশ্রুতিঃ ॥ ৫৩
বস্তাঃ শূদ্রা কথামাজ্ঞং মহাম্যাসহিতং ত্রিযঃ ।
শ্রেত্যেহ চ সতীত্বং বৈ প্রাপ্নুবন্ত্যশ্রুজয়নি ॥ ৫৪
আসন্নকালবর্ণো বা ন পশ্যতি তথা তচিঃ ।
পুরুষঃ পাপকারী চ তস্য কন্তু বদন্ত নঃ ॥ ৫৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মুগ্ধং সা যথা জাতা যন্তু বা তনয়া শুভা ।
যথাবাপ বসিষ্ঠং সা যথাভূতা পতিব্রতা ॥ ৫৬
যা সা সন্ধ্যা ব্রহ্মসূতা যনোজাতা পুরাতনং ।
তপস্তপ্তা তনুং ভ্যক্তা সৈব ভূতা তুরুহভী ॥ ৫৭
যেবাতিথেঃ সূতা ভূতা যুনির্জ্ঞেষ্ঠন্তু সা সতী ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং বচনাচ্চরিতব্রতা ।
বরে পতিং মহাম্যানং বসিষ্ঠং সংশিতব্রতম্ ॥ ৫৮

অথ উচুঃ—

কথং তথা তপস্তপ্তং কিমর্থং কুত্র সন্ধ্যা ॥ ৫৯

মুগ্ধ সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাস নিপ্রাজলে শ্রান করিলে, প্রথমে ব্রহ্মলোকে গমন করে, পশ্চাৎ যুক্তিলাভ করিয়া থাকে । ৫১

অধিগম বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ । বসিষ্ঠ অরুহভী দেবীকে বিবাহ করেন কেন ? আর অরুহভী কাহার কন্যা তাহা আমাদিগকে বলুন । ৫২

যিনি শ্রেষ্ঠপতিব্রতা বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাতা, ভর্গুচরণমূল বাতীত যিনি অন্তের ধৃতি নিক্ষেপ করেন না । ত্রীলোকে যাহার মহাম্যাস-কথা শ্রবণ করিলে ইহুৎশ্রে ৩ পরম্পরে পতিব্রত্যা লাভ করে । ৫৩-৫৪

আর আসন্ন-যুত্যা অশুচি এবং পাপিষ্ঠ পুরুষ যাহাকে (যাহার নক্ষত্র-মূর্ত্তিকে) দেখিতে পায় না, আমাদিগের নিকট তাঁহার অসম্বৃত্তাও বলুন । ৫৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তিনি যেভাবে যাহার তনয়া হইয়া উৎপন্ন হন, যেভাবে তিনি বসিষ্ঠকে প্রাপ্ত হন, যেভাবে তিনি পতিব্রতা হন—তৎসমস্ত শ্রবণ কর । ৫৬

সেই যে সন্ধ্যা, পূর্ব্ব ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন, তিনিই তপস্তা দ্বারা দেহত্যাগ করিয়া যুনিবর বেবাতিধির ঔরসে কল্পগ্রহণপূর্ব্বক অরুহভী হন । ৫৭

সেই ব্রতচারিণী সতী অরুহভী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বাক্যে সংশিত ব্রত যাহা বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেন । ৫৮

অধিগম বলিলেন,—সন্ধ্যা, কোথায় কিজন্য কিরূপ তপস্তা করিয়া ছিলেন ? ৫৯

কথং শরীরং সা তাস্মৈ ভূতা যেষাতিথেঃ সূতা ।
 কথং বা পদিতং দেবৈব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ পতিম্ ।
 বসিষ্ঠং ব্রহ্মহাম্যানং সা বস্ত্রে সংশিতস্ততম্ ॥ ৬০
 ভ্রমঃ সর্বং সম্যচক্ষু বিস্তরেণ দ্বিজোত্তম ॥ ৬১
 এতমঃ শ্রোতৃমাণানাং চরিতং দ্বিজসত্তম ।
 অরুন্ধত্যা মহাসত্যাঃ পরং কৌতুহলং মহৎ ॥ ৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ব্রহ্মাপি ভ্রময়াং সত্যাং দৃষ্ট্বা পূর্বমখ্যাননঃ ।
 কামায় মানসকক্ষে ভাজ্য সা চ সূতেতি বৈ ॥ ৬৩
 ভক্তাক্ষ চমিতং চিত্তং কামবাণবিলোড়িতম্ ।
 স্ববীণাং প্রেক্ষতাং তেষাং মানসানাং যগাম্যনাম্ ॥ ৬৪
 ভগ্নস্ত বচনং ক্ষুদ্রা সোপহাসবিধিং প্রতি ।
 আখ্যনশ্চলচিত্তভ্রমমর্যাদামুখীনু প্রতি ॥ ৬৫
 কামক্স ভাদৃশং ভাবং মুনিমোহকরং দৃষ্ট্বা ।
 দৃষ্ট্বা সত্যাং মহৎ শুভ্র ব্রহ্মানার্য্যতি দ্রুংখিতা ॥ ৬৬
 ততস্ত্ব ব্রহ্মণা শব্দে মদনে ভ্রমনস্তরম্ ।
 অন্তর্ভুক্তে দিবৌ শব্দৌ গতে চাপি নিজাম্পদম্ ॥ ৬৭
 অমর্যবলমাপরাং সত্যাং ধ্যানপদ্মাতকং ।
 ব্যাচিন্তী কণমেষান্ত পূর্ববৃত্তং মনস্বিনী ॥ ৬৮
 ইদং বিদ্যম্বে সত্যাং ভগ্নিন্ কালে যথোচিতম্ ।
 উৎপন্নমাত্মাং যান্ দৃষ্ট্বা যুবতীং মদনৈরিতঃ ॥ ৬৯
 অকামীং সানুরাগোহমুখভিলাষং পিতামহঃ ॥ ৭০

কেনই বা তিনি দেহ ভাগ করিয়া যেষাতিথির কন্যা হন ? কিরূপে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথিত কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে মহাশ্রী বসিষ্ঠকে পতিতে বরণ করেন । ৬০

হে দ্বিজোত্তম ! বিস্তারিতরূপে তৎসমস্ত আশাদিগকে বলুন । ৬১

হে দ্বিজসত্তম ! মহাসতী অরুন্ধতীর চরিত্র শ্রবণ করিবার জন্য আশাদিগের অন্ত্যস্ত কৌতুহল হইতেছে । ৬২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পূর্বে ব্রহ্মা নিজ ভ্রময়া সত্যাকে দেখিয়া সকাষচিত্ত হন । পরে কন্যা বলিষ্ঠা তাঁহাকে ভাগ করেন । ৬৩

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাশ্রী কামরূপের সহকে সত্য়ারূপে অর-শর-বিলোড়িত চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল । ৬৪

তৎপরে বিধাতার প্রতি নিবেদন সোপহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যা বুলিলেন, তাঁহার নিজের চিত্তও স্ববিগণের জন্য অন্তর চঞ্চল হইয়াছে । ৬৫

সদস্য, তখন বাবদ্যার কামের ভাদৃশ মুনিমোহকর ভাব অবলোকন করিয়া অন্ত্যস্ত দ্রুংখিতা ও লঙ্ঘিতা হইলেন । ৬৬

অনন্তর, ব্রহ্মা মদনকে শাপ দিয়া অন্তর্হিত হইলে এবং শিব নিজামলয়ে গমন করিলে, সত্যা রোষাবিশ্ট হইয়া চিত্তা করিতে লাগিলেন । ৬৭

তখন মনস্বিনী সত্যা, অশক্যল ধ্যান করিবামাত্র এইরূপ যথার্থ পূর্ব-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন । ৬৮

সর্ব্বেষাং মানমানাক শূনীনাং ভাবিতাশ্চনাযু ।
 দৃষ্টৌ ন মানমর্যাদাং সন্ধ্যামমভবন্ যমঃ ।
 যযাপি যথিত্তং চিত্তং যদনেন চুরাশ্চনা ॥ ৭১
 যেন দৃষ্টৌ শূনীন্ সর্ব্বান্ চলিতং যে মনোভূতম্ ।
 কলমেতস্য পাপস্য মদনঃ যযমাপ্তবান্ ॥ ৭২
 যয়ং শশাপ কুণিতঃ অন্তোরস্ত্রে পিতামহঃ ।
 যযোচিত্তং কলং সর্ব্বং প্রাপ্তুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৭৩
 যন্তাং পিতা ভ্রাতৃগণ সন্ধ্যামমপহোজতঃ ।
 দৃষ্টৌ চক্ষুঃ স্পৃহাং ভুঞ্জাস্ত মতঃ কোহপি পাপকৃৎ ॥ ৭৪
 যযাপি কামজাভাভূদমর্যাদাং সমীক্ষ্য তান্ ।
 পত্যাযিব যকে ভাতিত সর্ব্বেন্ সহজেযাপি ॥ ৭৫
 কলিষ্ঠাম্যস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তমহং যযম্ ।
 আখ্যানমস্তৌ হোত্বামি বেদমার্গানুসারতঃ ॥ ৭৬
 কিল্বেকাং স্থাপয়িত্বামি মর্যাদামিহ কৃতলে ।
 উৎপল্লমজিহা ন যথা সন্ধ্যাঃ সূর্য শরীরিণঃ ॥ ৭৭
 এতমর্যমহং কৃতা তপঃ পরমদাক্ষণম্ ।
 মর্যাদাং স্থাপয়িত্বৈব পশ্চাত্ত্যাক্যামি জীবিতম্ ॥ ৭৮
 যন্নিহত্বীরে পিতা যে হৃদিল্যবঃ যযং ততঃ ।
 জাতুভিগ্ধেন কাশেন কিঞ্চিন্নাস্তি প্রয়োজনম্ ॥ ৭৯

তিনি অন্তঃপ্রবেশ করিবামাত্র ব্রহ্মা তাঁহাকে কামবশে সানুরাগে যুবতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিলাষ করেন । ৬১-৭০

আর তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিত্যাক্য সকল মানসশূন্যগণেরই চিত্ত অন্তঃপ্রবেশে সন্ধ্যা হইয়া উঠে । ব্রহ্মা মদন, তাঁহার নিজের চিত্তও যথিত্ত করে । ৭১

এইজন্য সেই সকল কবিরূপকে দেখিয়া তাঁহার মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয় । যয়ং মদন এই পাপের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে । ৭২

কেননা ব্রহ্মা, শিবের সাক্ষাতে তাহাকে শাপ দিয়াছেন । সন্ধ্যা তখন বিবেচনা করিলেন ; আমি এখন আমার উচিত ফল পাইতে ইচ্ছা করি । ৭৩

যখন পিতা ও ভ্রাতৃগণ, কামবশে আমাকে দেখিয়া অভিলাষ করিয়াছেন, অথচ তাহা আমার অসাক্ষাতে নহে ; তখন আমি অপেক্ষা পাপচারিণী আর কেহই নাই । ৭৪

আপনার পিতা ও ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া স্বামী প্রাপ্তি বেক্ষপ হয় সেইরূপ আমার কামজাভা আমারও উপস্থিত হইরাছিল । ৭৫

আমি যয়ং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব । বেদবিধি অনুসারে আমি নিজদেহ অনলে আহুতি দিব । ৭৬

এই কৃতলে এক নিয়ম স্থাপন করিয়া যাইব;—প্রাণিগণ জন্মিবামাত্র যাহাতে কামবশ না হয় । ৭৭

এই জন্য আমি অতি কঠোর তপস্তা করিয়া এই নিয়ম স্থাপন করিব, পরে প্রাপ্ত্যাগ করিব । ৭৮

আমার যে শরীরে পিতা ও ভ্রাতৃগণ কামজাভা অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । ৭৯

যেন যেন শরীরে তাকে চ সহজে বকে ।
 উদ্ভাবিতঃ কামভাষো ন তৎসুকৃতসাবকম্ ॥ ৮০
 ইতি সফিক্য মনস্য সন্ধ্যা শৈলবক্স ততঃ ।
 অসাম চক্ৰভাগাখ্যং চক্ৰভাগা যতঃ সূতা ॥ ৮১
 তথা স শৈলঃ সমধিষ্ঠিতঃ সদা
 সুবর্ণধৌর্যা সুসমপ্রভাভূতা
 সোমেন সন্ধ্যাসমরোদিতেন
 যথোদয়াস্ত্রিবিম্বরাজ শশ্বৎ ॥ ৮২

ইতি শ্ৰীকালিকাপুৰাণে একোনবিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১১

আমার যে শরীরে নিজ জনক ও ভ্রাতার প্রতি কামভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পুণ্য-সামন নহে । ৮০

সন্ধ্যা, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া চক্ৰভাগা নদীর উৎপাদক চক্ৰভাগ-সামক পিরিবরে গমন করিলেন । ৮১

পর্বতরাজ চক্ৰভাগ, উত্তম প্রভাশালিনী স্বর্ণবর্ণা সন্ধ্যার অধিষ্ঠানে, সন্ধ্যা-কালীন শশধরের উদয়ে উদয়-পর্বতের স্থায় সান্তিদয় সোভা পাইয়া-ছিলেন । ৮২

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

বিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তত্র গতাং দৃষ্ট্বা সঙ্ক্যাং পিরিবরং ত্রিতি ।
তপসে নিবৃত্তাশ্চানং ব্রহ্মা প্রাহ স্বকং সুতম্ । ১
বসিষ্ঠং সংবিত্তাশ্চানং সৰ্ব্বজ্ঞং জ্ঞানিস্বৈর্গগনম্ ।
সমীপে সুসমাসীনং বেদবেদাঙ্গপাটঙ্গম্ । ২

ব্রহ্মোবাচ—

বসিষ্ঠ নচ্ছ যত্নেহা সঙ্ক্যা যাতা মনসিনী ।
তপসে ধৃতকামা সা দীক্ষতৈরনাং যথাবিধি । ৩
ব্রহ্মাঙ্কমভবং তস্তাঃ পূরা দৃষ্টেহ কাশ্যকান্ ।
মুখান্ মাক তথাশ্চানং সকাশান্ মুনিস্তম । ৪
অমুক্তরূপং তৎকর্ম পূর্ববৃত্তং বিমুখ সা ।
অশ্রাকমাশ্রানচ্চাপি প্রাণান্ সঙ্ক্যাক্ষুণ্ণিচ্ছতি । ৫
অমর্যাদেহু মর্যাদাং তপসা স্থাপয়িচ্ছতি ।
তপঃ কর্তুং গতা সাধ্বী চক্রেভাগায় সাম্প্রতম্ । ৬
ন ভাবং তপসস্তাত সা তু জানাতি কখন ।
তস্মাদ্বেদোপদেশং সা প্রাপ্নোতি হুং তথা কুরু । ৭
ইদং রূপং পরিভ্যজ্য রূপান্তরং পরং ভবান্ ।
পরিগৃহ্যন্তিকে তস্তান্তপক্ষ্যাম্রিদেশতু । ৮
ইদং বরূপং ভবতো দৃষ্ট্বা পূর্বং যথা তপাম্ ।
তথা প্রাণ্য ন কিঞ্চিং সা হৃদগ্রে ব্যাহরিস্যতি । ৯

অরুণভী-উপাখ্যান

অনন্তর, তপস্তা করিবার জন্য একান্তিষ্ঠ সঙ্ক্যাকে চক্রেভাগ পর্বতে গমন
করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা, নিজ পুত্রকে বলিলেন । ১

ব্রহ্মা নিজ সমীপে আসীন, বেদ-বেদাঙ্গ-বারণ কঠোর ভিত্তিময়ী জ্ঞান-
যোগী সৰ্ব্বজ্ঞ শ্রীম পুত্র বসিষ্ঠকে বলিলেন । ২

বসিষ্ঠ । এই মনসিনী সঙ্ক্যা তপস্তা করিতে অভিজামিণী হইয়া যথাস-
মমল করেন, তুমি তথায় গমন কর এবং ইহাকে যথাবিধি দীক্ষিত কর । ৩

মুনিবর । পূর্বে এই সঙ্ক্যা আমাকে ভোমাদিগকে এবং আশ্রমকে কাম-
পরতন্ত্র দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্ক্যা পাইয়াছিলেন । ৪

ইনি আমাদিগের এবং নিজের সেই পূর্বতন কার্য অত্যন্ত অনুচিত
হইয়াছে বিবেচনা করিয়া এখন প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । ৫

নিরমলুত অগতে ইনি তপঃপ্রভাবে নিরম স্থাপন করিবেন । এখন সেই
সাধ্বী—তপস্তা করিতে চক্রেভাগ পর্বতে গমন করিয়াছেন । ৬

কংস । সঙ্ক্যা, তপস্তার ভাব কিছুই জানেন না ; অতএব বাহাতে তিনি
এ বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা কর । ৭

তুমি এই রূপ পরিভ্যাগপূর্বক রূপান্তর বারণ করিয়া সঙ্ক্যাসমীপে গমন
করত তপস্তা করিবার নিয়ম নিকা দেও । ৮

পরিভ্রাজ্য স্বকং রূপং রূপান্তরবতো ভবান্ ।

তস্মাৎ সঙ্ক্যাং মহাভাগামুপদেশ্যেৎ প্রপচ্ছতু ॥ ১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ —

ভবেত্যক্তা বসিষ্ঠোহপি বর্ণী ভূত্বা জটাবরঃ ।

তরুণচক্রভাগাং বযৌ সঙ্ক্যাংস্তিকং যুনিঃ ॥ ১১

তত্র দেবসরঃ পূর্ণং ত্রৈলোক্যমসম্মিতম্ ।

দর্শয় স বসিষ্ঠোহথ সঙ্ক্যাং তত্তীর্থগামিনীম্ ॥ ১২

তীর্থস্থয়া তয়া ব্রজে তৎসরঃ কমলোদ্ভবম্ ।

উদ্যানিন্দুসনকত্রং প্রদোষে গগনং যথা ॥ ১৩

ভাং তত্র দৃষ্ট্বাথ যুনিঃ সমাভ্যাস্য সকৌতুকঃ ।

বীক্ষ্যকক্ষে সরস্তত্র বৃহন্নোহিতসংজ্ঞকম্ ॥ ১৪

চক্রভাগা নদী তস্মাৎ কাস্যাবাক্ষিশাশ্বতম্ ।

যান্তী নির্ভিমা দদৃশে তেন সানুগিরৈর্মহৎ ॥ ১৫

নির্ভিমা পশ্চিমং সানুং চক্রভাগমু স্য নদী ।

বন্দ্য হিনবতো ধ্বজা তথা গচ্ছতি সাগরম্ ॥ ১৬

অথনু উচুঃ—

চক্রভাগা কথং সিদ্ধান্তজ্ঞোৎপন্ন্য মহাগিরৌ ।

কৌদুকসরস্তত্রিগ্রেস্র বৃহন্নোহিতসংজ্ঞকম্ ॥ ১৭

কথং স পর্বতশ্রেষ্ঠচক্রভাগাহবোহুভবৎ ।

চক্রভাগাহব্যা কস্মায়সী জাতা বৃষোদকা ॥ ১৮

তোমার এই রূপ দেখিলে সঙ্ক্যা পূর্বের স্থায় এখনও লজ্জা পাইবেন ; সুতরাং তোমার সম্মুখে কিছুই বলিবেন না । ৯

এই ক্ষণেই বলিতেছি,—তুমি নিজরূপ পরিভ্রাজ্যপূর্বক রূপান্তর অবলম্বন করিয়া মহাভাগা সঙ্ক্যাকে উপদেশ দিবার জন্য গমন কর । ১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন বসিষ্ঠ-ঋষিও “যে আজ্ঞা” বলিয়া জটাবর্তী তরুণ চক্রচারী বেশে চক্রভাগ পর্বতে সঙ্ক্যাসমীপে গমন করিলেন । ১১

অনন্তর, বসিষ্ঠ, তথায় দেখিলেন ; মানস-সরোবর সমূহ গুণসম্পন্ন এক কমলপূর্ণ দেবসরোবর এবং তাহার তীরে সঙ্ক্যা । ১২

প্রদোষকালে তারকা-বর্ষিত গগনমণ্ডলে চন্দ্র উদয় হইলে গগনের যেমন শোভা হয় ফুল-কমল-কুলশোভিত সেই সরোবরের তীরে সঙ্ক্যা বর্তমান থাকাত্তে সরোবরেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল । ১৩

ঋষি বসিষ্ঠ, তথায় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত সন্ধ্যা করিলেন । অনন্তর সকৌতুকে লোহিতনামক সেই বৃহৎ সরোবর দেখিতে লাগিলেন । ১৪

বসিষ্ঠ দেখিলেন, সেই সরোবর হইতে চক্রভাগা নদী বিশাল গিরিসানু ভেদ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র উদ্দেশে গমন করিতেছেন । ১৫

হিমালয়-সানু ভেদ করিয়া গঙ্গা যেমন সাগরে গমন করিতেছেন, সেইরূপ চক্রভাগা নদীও চক্রভাগ পর্বতের পশ্চিম সানু ভেদ করিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত । ১৬

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বিপ্রবর ! সেই বহাগিরিতে চক্রভাগা নদীর উৎপত্তি হইল কিরূপে ? লোহিত নামক সেই বৃহৎ সরোবর কিরূপে ? ১৭

এতদ্বঃ স্রোতমাশানাং জাঘর্থে কৌতুহলং বহৎ ।
মাহাত্ম্যং চন্দ্রভাগায়াঃ কাসারস্তু পিরেস্তথা ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অন্নভাগেন্দ্রভাগায়া উৎপত্তিস্থানিসত্তমাঃ ।
সুশান্তিস্কলভাগস্য মাহাত্ম্যং নামকাংগম্ ॥ ২০
হিমবঙ্গিগিরিসংসক্তঃ শতযোজনবিস্তৃতঃ ।
যোজনত্রিংশদান্নামঃ কুন্দেন্দ্রুববলো গিরিঃ ॥ ২১
তস্মিন্ গিরৌ পুরা বেদাশক্ত্রং শুক্লং সুধানিধিम् ।
বিত্তজ্যঃ কল্পদামাস দেবান্নং স পিতামহঃ ॥ ২২
পিত্ত্বর্ধক্ তথা তস্য তিথিবুদ্ধিকল্পদামকম্ ।
কল্পদামাস জগতঃ হিতার কমলাসনঃ ॥ ২৩
বিত্তভক্তশ্রমাতস্মিন্' জীমূতে বিজয়সত্তমাঃ ।
অতো দেবশক্তভাগং নামা চক্ৰুঃ পুরা গিরিম্ ॥ ২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যজ্ঞভাগেন্দ্র ভিষ্ঠংসু তা কীরোদজৈরমৃতে ।
কিমর্থমকরোচ্চক্লং দেবার্ধং কমলাসনঃ ॥ ২৫
তথা কবে্য স্থিতে কন্যাং পিত্ত্বর্ধং সমকল্পয়ৎ ।
তিথিকরে তথা বুদ্ধৌ কথয়িন্দ্রবভূদ্ শুভো ॥ ২৬
এতদ্বঃ সংশয়ং বন্ধহিংসি সূর্য্যো যথা তমঃ ।
নাভ্যোহসি সংশয়শাস্ত হেস্তা ত্বাস্তো বিজোভয় ॥ ২৭

সেই পর্বত-শ্রেষ্ঠের নাম চন্দ্রভাগা হইল কেন ? আর সেই পুণ্য-সলিল ?
নদীর নামই বা 'চন্দ্রভাগা' হইল কেন ? ১৮

এই সকল কথা এবং চন্দ্রভাগা নদী, লোহিত সরোবর ও চন্দ্রভাগ পর্বতের
মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদিগের অত্যন্ত কুতূহল জন্মিতেছে । ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মুনিবরগণ ! চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি বিবরণ,
চন্দ্রভাগ পর্বতের মাহাত্ম্য এবং চন্দ্রভাগ নাম হইবার কারণ ইত্যাদি জোয়া-
দিগের বিজ্ঞাসিত বিষয় সকল শ্রবণ কর । ২০

হিমালয় পর্বতের সহিত মিলিত শত-যোজন-বিস্তৃত হিম-যোজন উচ্চ
এক পর্বত আছে ; তাহার বর্ষ কুন্দ বা চন্দের দ্বারা শুক্ল । ২১

পূর্বকালে কমলাসন পিতামহ ব্রহ্মা, জগতের হিতের জন্য সেই পর্বতে
সুধানিধি নির্মল চন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেবভোজ্য এবং পিতৃভোজ্য করিয়া-
ছিলেন । তাহাতেই তিথির কল্প বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ২২-২৩

হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ ! সেই পর্বতে চন্দ্র বিতক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব দেব-
গণ—সেই পর্বতের চন্দ্রভাগ নাম রাখেন । ২৪

অধিগণ বলিলেন ;—যজ্ঞভাগ এবং কীরোদ-সাগর-সমুদ্র অমৃত বর্তমান
থাকিতে কমলাসন, চন্দ্রকে দেবভোজ্য করিলেন কেন ? ২৫

আর কব্য বর্তমান থাকিতে তাহাকে পিতৃভোজ্য করিলেনই বা কেন ?
তবে । তিথি-কল্প-বুদ্ধিকালে চন্দ্র কিরূপ অবস্থাপন্ন হন ? ২৬

১। বহাৎ তস্মিন্ জীমূতনভয়ে—ইতি পাঠান্তরম্ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুরা নক্ষঃ স্বতনয়া অশ্রিতায়া মানোরমাঃ ।
 যতিশ্রুতিং তথৈকাক্ষ সোম্যসানাম্ প্রজ্ঞাপতিঃ ॥ ২৮
 সমস্তান্ততঃ সোম উপযেমে যথাবিধি ।
 নিশার চ স্বকং হুমেং নক্ষস্থানুমতে তদা ॥ ২৯
 অথ চন্দ্রঃ সমস্তাসু ভাসু কস্তাসু রাশতঃ ।
 রোহিণ্যা সার্কিয়বসন্ততোঃসবকলাদিভিঃ ॥ ৩০
 রোহিণীযেব ভজতে রোহিণ্যা সহ যোদতে ।
 বিনেদু রোহিণীঃ^১ শ্রুতিং ন কাকিলভতে পুরা ॥ ৩১
 রোহিণীতংপরং চন্দ্রং বীক্ষ্য ভাঃ সর্বকলকাঃ ।
 উপচারৈর্বহুবৈবৈর্ভেজুচ্চন্দ্রমসং প্রতি ॥ ৩২
 নিষেব্যমাণোহনুদিনং যদা নৈবাকরোতিযুঃ ।
 ভাসু ভাবং তদা সর্বা অমর্ষবশমাগতাঃ ॥ ৩৩
 অথোত্তরাফাল্গুনীতি নাম্না বা ভরণী তথা ।
 কৃত্তিকার্ভা মবা চৈব বিনাখোত্তরভাদ্রপদ ॥ ৩৪
 তথা জ্যৈষ্ঠোত্তরাশাঢ়ে নৈবভাঃ কুপিতা ক্ৰমম্ ।
 হিমাংসুপসক্রম্য পরিবক্রঃ সমস্ততঃ ॥ ৩৫
 পরিবার্যা নিশানাথং নদুশু রোহিণীং ততঃ ।
 বামাক্ষহাং তস্ম তেন রমমাণং হমন্তেন ॥ ৩৬

বসন্ত । সূর্য্য যেমন তিমিরবাদি বিনষ্ট করেন, আপনিও সেইরূপ আশা-
 দিগের এই সংশয় দূর করুন । হে বিজ্ঞাত্তম । আপনি ভিন্ন এ সংশয় ছেদন
 করে এমন কেহ নাই । ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—পূর্ব্বকালে নক্ষপ্রজ্ঞাপতি, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটি
 পরম রমণীয়া নিজ দ্রুহিতা চন্দ্রকে প্রদান করেন । ২৮

অনন্তর শশধর, তাঁহানিগের সকলকেই যথালিখি বিবাহ করিয়া নক্ষের
 অনুমতিক্রমে স্বস্থানে লইয়া গেলেন । ২৯

অনন্তর, চন্দ্র, সেই সকল স্বকৃতনম্রার মধ্যে একমাত্র রোহিণীর প্রতিই
 স্নাতিশয় অনুরাগ বশতঃ দুরত মহোৎসব-কেন্দ্রিকলা-কৌতুকে তাঁহারই সহিত
 সহবাস করিতেন । ৩০

চন্দ্র, রোহিণীকেই ভজন্য করিতেন ; রোহিণীর সহিত আয়োদ করিতেন ;
 রোহিণী ব্যতীত অগ্রমাত্র যুগ লাভ করিতেন না । ৩১

অষ্টাশ নক্ষ তনয়াগণ, চন্দ্রকে একমাত্র রোহিণীর প্রতি আসক্ত দেখিয়া
 বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন । ৩২

যখন, তাঁহারা প্রতিদিন সেবা করিয়াও চন্দ্রের অনুরাগ-ভাজন হইতে
 পারিলেন না, তখন সকলেই কুপিত হইলেন । ৩৩

অনন্তর, উত্তরফাল্গুনী, ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, মঘা, বিনাখা, উত্তরভাদ্র-
 পদ, জ্যৈষ্ঠা এবং উত্তরাশাঢ়—এই নব্বজন অত্যন্ত কুপিতা হইয়া শশধরসমীপে
 পশমপূর্ব্বক চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন । ৩৪-৩৫

চন্দ্রকে ঘিরিয়া তাঁহারা চন্দ্রের বামাক্ষহারিনী উত্তমালঙ্কার ভূষিতা

১। বিনেদুঃ রোহিণী—ইতি পাঠান্তরম্ ।

তাং বীক্ষ্য তাদৃশীং সৰ্ব্বা রোহিণীং বরবর্ষিনীম্ ।
 জহ্মপুশ্চাত্তিকোপেন হবিষেব হতাপনঃ ॥ ৩৭
 ততো যযাতিপূর্ব্বাশ্চ ভরণী কৃত্তিকা তথা ।
 চন্দ্রাক্ষর্যং মহাভাগাং রোহিণীং জগৃহুর্হঠাং ॥ ৩৮
 উচুশ্চাত্তৌব কুপিত্তাঃ পরুষং রোহিণীং প্রতি ।
 জীবন্ত্যাং তস্মি হুশ্রাজে নাম্মানিন্দুস্ত ভাবতাক্* ॥ ৩৯
 নমুণৈষ্যতি কম্মিরশ্চিং সমবে সুরভোংসুকঃ ।
 বহ্বীনাং কেমবুহ্যর্থং হাং হনিষ্ঠ্যাম হুশ্রতিম্ ॥ ৪০
 ন জাং হত্ভা ভবেং পাপমশ্মাকমপি কিঞ্চন ।
 প্রজনয়ীং বহুদ্রীণামনৃতৌ পাপকারিণীম্ ॥ ৪১
 যশ্চিহ্নার্থে পুরা ব্রহ্মা ব্যাক্তহার সূতং প্রতি ।
 নীতিশাস্ত্রোপদেশায় ভন্নঃ সংজ্ঞতমতি বৈ ॥ ৪২
 একম্ব যত্র নিধনে প্রযুক্তে দৃষ্টেকারিণঃ ।
 বহুনাং ভবতি কেমং তম্ব পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৪৩
 কল্পন্তেহী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতরগঃ ।
 আশ্বানং বাতয়েন্ যস্ত তস্ত পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তাসাং তাদৃগভিপ্রায়ং বুদ্ধ্বা দৃষ্ট্বা চ কৰ্ম্ম চ ।
 ভীতাক্ষ রোহিণীং দৃষ্ট্বা প্রিয়ামতিমনোরমাম্ ॥ ৪৫

রোহিণীকে দেখিলেন; দেখিলেন—চন্দ্র, তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া
 আছেন । ৩৬

তাঁহার সকলে বরবর্ষিনী রোহিণীকে তাদৃশ-সৌভাগ্যান্বিতিনী দেখিয়া
 যুতাহতিহার্য্য অনপের তার অতিরোষে জলিয়া উঠিলেন । ৩৭

অনন্তর, যযা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী এবং কৃত্তিকা
 —শশধর ক্রোড়-স্থিতা মহাভাগা রোহিণীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন । ৩৮

তাঁহার অত্যন্ত কোপ সহকারে রোহিণীকে রূঢ় কথা বলিতে লাগিলেন :
 —অরে দুৰ্ব্বৃত্তি ! তুই বাঁচিয়া থাকিতে চন্দ্র আমাদিগের প্রতি অনুরাগী
 হইবেন না । অতএব আমাদিগের অনেকের মঙ্গলার্থে হুশ্রতিশালিনী তোকে
 বধ করিব । ৩৯-৪০

যখন তুই জন্মতী না থাকিস্, তখনও অস্ত্র বহুতর স্বভূমতী ব্রহ্মণীকে স্বাধী
 সহবাসে বঞ্চিত করত তাঁহাদিগের গর্ভধারণের প্রতিবন্ধক হইয়া মহাপাপ
 সঞ্চয় করিস্ ; অতএব তোকে বধ করিতে আমাদিগের কোন পাপ নাই । ৪১

ব্রহ্মা পূর্ব্ব পুত্রকে নীতিশাস্ত্র উপদেশ দিবার সময়ে এদিকর বাহা বলিয়া-
 হেন, তাঁহা আমাদিগের জন্য আছে । ৪২

যেখানে একজন দুর্ভাগ্যবীর নিধন হইলে বহুলোকের মঙ্গল সাধিত হয় ;
 সেখানে তোকে বধ করিলে পুণ্য হয় । ৪৩

(অশীতি রত্নির অন্যান) দুর্ব্বর্ণাপহারী, দুর্ব্বাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুতরগামী
 (বিমাতৃগামী বা অগম্যগামী) এবং আশ্বঘাতী ইহাদিগকে বধ করিলে পুণ্য
 হয় । ৪৪

আশ্বানং চাপরাধক তদসন্তোষজং মুহঃ ।
 বিচিন্ত্য রোহিণীং ভীকৃ তাসাং হস্তাসমোচয়ৎ ॥ ৪৬
 মোচয়িত্বা চ বাহুভ্যাং সম্পরিষ্জ্য রোহিণীম্ ।
 বারয়ামাস তাঃ সৰ্ব্বাঃ কৃত্তিকাক্তাঃ স ভামিনীঃ । ৪৭
 তদেন্দুং বাধয়তাস্তাঃ কৃত্তিকাক্তা মঘান্তকাঃ ।
 সাম্যমুৰ্ম্মনশ্চিক্ষস্তাং বীক্ষন্তোহিথ রোহিণীম্ । ৪৮
 ন তে ভ্রূপা বা ভীতিৰ্বা নাপতোহশ্মাস্মিরমৃতঃ ।
 সস্তাবতে নিশানাথ প্রাকৃতশ্চৈব বর্ততঃ ॥ ৪৯
 কথমশ্মাস্মিরাকৃত্য চারিত্র্যতথারিণীঃ ।
 সন্য ভক্তিমতীরেকাং মৃদুবস্তুং নিষেবসে । ৫০
 কিং তে নাবগতো ধৰ্ম্মো বেদমূলঃ কৃতঃ পুরা ।
 যজ্ঞশ্চহীনং কুরুষে কৰ্ম্ম সন্তিধ্বিগাহিতম্ । ৫১
 ধৰ্ম্মশাস্ত্রার্থণং কৰ্ম্ম চবর্ত্তানাং যথোচিতম্ ।
 কথমুদ্বাহিতানাং স্বং মুখমাজ্জং ন বীক্ষসে ॥ ৫২
 নবতেঃ যজ্ঞকৃতং পূৰ্ব্বং নান্দদায় পিতৃমুখাং ।
 দক্ষশ্চ ধৰ্ম্মশাস্ত্রার্থং তচ্ছৃণু নিশাপতে । ৫৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন : চল, যথা প্রভৃতির ত্যাগে অতিশয় দুঃখিলেন,
 কার্যেও তাহার প্রত্যক প্রমাণ পাইলেন, অতিমনোরম প্রেমসী রোহিণীকে
 ভীতা দেখিলেন । ৪৬

এবং তাঁহাদিগকে সন্তোষ না করতে আপনারও সতত অপরাধ হইতেছে,
 মনে মনে ভাবিলেন চল, এই সকল সুকিয়া সুকিয়া ভাবিয়া ও চিন্তিয়া ভীতা
 রোহিণীকে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইলেন । ৪৭

চল, রোহিণীকে ছাড়াইয়া বাহুবল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃত্তিকা প্রভৃতি
 সেই কুপিত নিজ রমণীমণ্ডলকে নিবারণ করিলেন । ৪৮

তখন কৃত্তিকা, আত্মা, মঘা, ভরণী—রোহিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
 নিবারণতৎপর চল্লের প্রতি কটুস্তি করিতে লাগিলেন । ৪৯

নিশানাথ ! এই যে আমাদিগকে নিরস্ত করিতেছ, ইহাতে তোমার লজ্জা
 বা ন্যাসের ভয়ও কি হইতেছে না ? হিঃ । যেন তুমি একেবারে নিভাস্ত অধম
 হইয়াছ । ৫০

আমরা তোমার প্রতি সতত ভক্তিমতী এবং পাতিব্রতা কৃত্যচারিণী ;
 আমাদিগের সকলকে ত্যাগ করিয়া যুগের স্থায় এক জনের প্রতি আসক্ত হইয়া
 রহিয়াছ । ৫১

তুমি কি বেদমূলক ধৰ্ম্ম অবগত নহ ? না—পূর্বে তাহা একেবারে জ্ঞাপনই
 কর নাই ? নতুবা একরূপ সজ্জন-বিগাহিত অধৰ্ম্ম কার্যা করিবে কেন ? ৫২

হে সুধাকর ! আমরা যথোচিতরূপে ধৰ্ম্মশাস্ত্রোপদিষ্টে কৰ্ম্ম করিয়া থাকি
 এবং তোমার পরিণীতা রমণী ; আমাদিগের কেবল যুগের দিকেও কি চাহিতে
 নাই ? ৫৩

আমাদিগের শিতা দক্ষ, নারদের নিকট ধৰ্ম্মশাস্ত্রের যে কথা বলিতেছিলেন
 তৎকালেই তাঁহার প্রস্থানে সে কথা আমরা শুনিয়াছি । নিশাপতে । তুমি
 তাহা জ্ঞাপন কর । ৫৪

বহুদারঃ পুমান্ যন্তু স্বাপাদেকাং ভজ্যেঃ স্থিয়ম্ ।
 স পাপভাক্ স্ত্রীমিত্তম্ ভগ্নাশৌচং সনাতনম্ ॥ ৫৪
 যক্ষ্মেণং আকুতে স্ত্রীণাং স্বাম্যাসক্তোপকং বিধো ।
 ন ভস্তু সপুশং হুঃখং কিকিদিদম্ বিদুভে ॥ ৫৫
 সতীযুতুমতীং জায়াং হো নেতাং পুরুষাধমঃ ।
 ঋতুবস্ত্রেষু জঙ্ঘেষু জগহা স চ জায়তে । ৫৬
 ভাৰ্য্যা সাদ্ যাবদাত্রেয়ী ভাবংকালং বিবোধনম্ ।
 ভস্তুস্তু সঙ্গমে কিকিষিহিতকপি নাচক্রেৎ ॥ ৫৭
 বহুভাৰ্য্যাসা ভাৰ্য্যানামৃতুৈযথুননাশনম্ ।
 ন কিকিষিততে কৰ্ম্ম শাস্ত্রেণাপি যদীকৃতম্ । ৫৮
 ভোযয়েৎ সততং ভাৰ্য্যা বিধিবৎপানিপীড়িতাঃ ।
 ভাসাং তুষ্ঠ্যা তু কল্যাণমকল্যাণমতোহিহুধা ॥ ৫৯
 সন্তুষ্ঠো ভাৰ্য্যা ভৰ্ত্তা ভক্তা ভাৰ্য্যা ভৈষব চ ।
 যন্মিলেতৎকুলে নিত্যাং কল্যাণং ভব বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৬০
 যথা বিক্রম্যতে স্বামী সৌভাগ্যমদৃশ্যম্ ।
 সপত্নীসঙ্গমং কর্ত্তুং না স্যাদেষ্যা ভবান্তরে ॥ ৬১
 ইহাপি লোকে বাচ্যতুমধৰ্ম্মকপি বিদুতি ।
 ন পিতৃশ্চ কুলং স্বামিকুলং ভক্তাঃ প্রমোদতে ॥ ৬২
 বিক্রম্যামানে পতৌ যৎ সপত্না বা প্রবর্ত্ততে ।
 অতীব হুঃখং ভবতি তদকল্যাণকৃতম্ভোঃ ॥ ৬৩

যে পুরুষ, বহু রমণীর স্বামী হইয়াও অনুরাগক্রমে একজন মাত্র পত্নীতে আসক্ত ; সেই দ্বৈপ পুরুষ অত্যন্ত পাপী এবং তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ অর্থাৎ সে ব্যক্তি বৈদিক কার্য্যে চিরদিন অনধিকারী । ৫৪

স্বামীর সহিত সন্তোষ করিতে না পাইলে স্ত্রীলোকের মেরুপ কৰ্ম্ম হয়, তাহার অশুদ্ধপ কৰ্ম্ম আর কিছুই নাই । ৫৫

যে অধম পুরুষ, সতী-ভাৰ্য্যা ঋতুহতী হইলে বিত্তরূপ ঋতুদিনে তাহাতে উপগত না হয়, তাহার জগহত্যা পাপ হয় । ৫৬

ভাৰ্য্যা যে পর্য্যন্ত আত্রেয়ী থাকে, ততদিন অর্থাৎ ঋতুর তিন দিন পর্য্যন্ত উপগত হওয়া নিষিদ্ধ ; যদি দৈবাৎ উপগত হয়, তাহা হইলে কোন বিহিত কার্য্যেই তাহার অধিকার থাকিবে না । ৫৭

বিত্তরূপ ঋতুদিনে বহুভাৰ্য্যা পুরুষের ভাৰ্য্যাসঙ্গমে প্রতিবন্ধক হইতে পারে— এমন কোন কার্য্য, শাস্ত্রেও কথিত হয় নাই । ৫৮

পরিণীতা ভাৰ্য্যাদিগকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবে, কেননা, তাহাদিগের সন্তোষে যত্ন, আর অসন্তোষে অযত্ন হইয়া থাকে । ৫৯

যে ঘরে বা যে যৎনে, পত্নী, পতির—এবং পতি, পত্নীর সন্তোষ বিধান করেন, তথায় নিতাই যত্ন হইয়া থাকে । ৬০

যে রমণী সৌভাগ্য-মদ-মর্ষিতা হইয়া স্বামীকে সপত্নীসঙ্গম করিতে না দেয়, সে অন্তান্তরে বৈধা হয় । ৬১

এই অশ্লোক সে লোক-নিদা ও অধৰ্ম্ম লাভ করে ; আর তাহার পিতৃকুল এবং কতৃকুল বর্গভাগী হন না । ৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতোবং ভাষমাশাস্তু তাসু চাতীৰ নিষ্ঠুরম্ ।
 ক্রূকোপ চক্ৰমা দৃষ্ট্বা মলিনং রোহিণীমুখম্ ॥ ৬৪
 রোহিণী চ তদা তাসামবলোকোগ্রতাং বৃহঃ ।
 ন কিঞ্চিং সাপি প্রোবাচ ভরশোকত্রপাকুল্য । ৬৫
 অথাপি কুপিতশল্লেষ্টাঃ শশাপ তদা স্তিরঃ ।
 যস্মাশ্চাম পুরশোগ্রাস্তীক্কা বাচঃ সমীরিতাঃ । ৬৬
 ভবভীতিশ্চ তিসৃভির্লোকৈহস্মিন্ কৃত্তিকাদিভিঃ ।
 উগ্রা ভীক্কা ইতি খ্যাতিঃ প্রাপ্তব্যা ত্রিদশেষপি ॥ ৬৭
 তস্মাদেবংবিধানেন নবৈতাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ ।
 যাজ্ঞায়াং নোপযুক্তা হি ভবিষ্যৎ দিনে দিনে ॥ ৬৮
 হুমান্ পশুন্তি দেবাদ্যা যনুষ্ঠাদ্যশ্চ বে ক্ষিতৌ ।
 যাজ্ঞায়াং তেন দোষেণ তেষাং যাজ্ঞা ন চেষ্টয়া ॥ ৬৯
 অথ সৰ্ব্বান্তদা শাপং তস্মৈ জ্ঞাত্বাতিদাক্ষণম্ ।
 চক্ৰম্ হৃদয়ং জ্ঞাত্বা শাপাজাতীৰ নিষ্ঠুরম্ ॥ ৭০
 অগ্ন্যঃ সৰ্ব্বান্তদা দক্ষভবনং প্রত্যমর্ষিতাঃ ।
 উচুশ্চ দক্ষং পিতরমস্থিতাদ্যাঃ সগদগদম্ ॥ ৭১
 সোমো বসন্তি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ।
 সেবমানো ন ভজতে সোহস্মান্ পরবধুরিব ॥ ৭২

সপত্নী, পতিকে নিরোধ করিয়া (আটকাইয়া) রাখিলে অস্ত্রের সপত্নীর
 যে সাতিলয় হুঃখ হয়, তাহাতে নিরোধকারিণী সপত্নী এবং পতি উভয়েরই
 অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটে । ৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাঁহারা এই সকল অভ্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিলে, চক্ৰ—
 রোহিণীর মলিন মুখ দেখিতে কুপিত হইলেন । ৬৪

রোহিণীও বারংবার তাঁহাদিগের উগ্রতা দর্শনে ভয়, শোক এবং লজ্জা-
 বশতঃ কিছুই বলিলেন না । অনন্তর চক্ৰ, অত্যন্ত রোষতরে সেই পত্নীদিগকে
 অতিসম্পাত প্রদান করিলেন । ৬৫-৬৬

যেহেতু কৃত্তিকা প্রভৃতি তোমরা চারিজন, আমার সম্মুখে উগ্রভাবে তীক্ষ্ণ
 (কটু) বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, অতএব তোমরা সুরসমাখ্যেও “উগ্রা” এবং
 “ভীক্কা” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে । ৬৭

এই কথ্য অর্থাৎ আমার সম্মুখে উগ্র-ভাব-প্রদর্শন প্রযুক্ত তোমারা এই
 কৃত্তিকা প্রভৃতি নয়জনই নিজ নিজ ভোগ্য দিনে যাজ্ঞার উপযুক্ত হইবে না । ৬৮

দেবতা প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ, এবং যনুষা প্রভৃতি ভূতলবাসিগণ তোমাদিগকে
 দেখিয়া যাজ্ঞা করিলে সেই দোষেই তাঁহাদিগের ইষ্টসিদ্ধ হইবে না । ৬৯

অনন্তর, তাঁহারা তাঁহারা সেই অতি দারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া এবং চক্রের
 শাপ দেখিয়া দেখিয়া তাঁহারা হৃদয় যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর—ইহা বুঝিয়া ক্রোধবশে
 সকলেই দক্ষ-গৃহে গমন করিলেন । ৭০

অশ্বিনী প্রভৃতি সকলেই পিতা দক্ষকে গদগদভাবে বলিলেন,—চক্ৰ, আমাদের
 কাছে থাকেন না, কেবল রোহিণীকেই সন্তত ভজনা করেন । ৭১

নাবস্থানে নাবসানে ভোজনে শ্রবণে তথা ।
 বিনেদ্ রোহিণীং শান্তিং লভতে মহি কাঞ্চন ॥ ৭৩
 রোহিণ্যা বসন্তস্তস্য সমীপং বীক্ষ্য তে সূতাঃ ।
 বাণীঃ সোহুত্র নয়নমাধার ন হি বীক্ষতে ॥ ৭৪
 মাতুল্যঃ স্বামিসম্ভাবো যুধমাজ্জং ন বীক্ষতে ।
 অগ্নিন্ বস্তুনি যং কার্ষ্যং তদস্মাভিনিগম্যতাম্ ॥ ৭৫
 অস্মাভিরেতৎসময়েহুপাভিরুজ্জ্বল চন্দ্রমাঃ ।
 স তৎকালে উত্তমাস্থচ্ছাপং তীব্রং তদাকরোৎ ॥ ৭৬
 দাক্ষণ্যশ্চাভিতীক্ষ্মশ্চ লোকে বাচ্যত্বমাপ্য চ ।
 অযাত্ৰিকা ভবিষ্যদং যুগ্মিত্যুক্তবান্ বিধুঃ ॥ ৭৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রদ্ধা বাক্যং স পুত্রীণাং তাতিঃ শান্তিং প্রজাপতিঃ ।
 জগাম যত্র সোমোহুভ্রুরোহিণ্যা সহিতস্তদা ॥ ৭৮
 দূরাদেব বিধুর্দৃষ্টে, দক্ষমাতাশ্চমাসনাৎ ।
 উত্তমাবস্থিত্যে প্রাপ্য ববন্দে চ মহামুনিম্ ॥ ৭৯
 অথ দক্ষস্তদেবাচ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
 সামপূর্ব্বং চন্দ্রমসং কৃত-সংবন্দনং তথা ॥ ৮০

দক্ষ উবাচ—

সমং বর্জয় ভার্যাসু বৈবশ্যং কুং পরিভ্যজ ।
 বৈবশ্যে বহুবো দোষা ব্রহ্মণা পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৮১

আমরা সেবা করিলেও তিনি আমাদের গুণনা করেন না ; যেন আমরা পরজী। অবস্থানে, বিরামে, শ্রবণে এবং ভোজনে, চন্দ্র, রোহিণী ব্যতীত কিছুমাত্র সুখলাভ করেন না । ৭৩-৭৩

চন্দ্র, রোহিণীর সহিত একত্র আছেন—এখন সময়ে তোমার অন্তঃস্থ তনয়া-সমকে সেইদিকে ঘাইতে দেখিলে, তিনি অগ্নি নিকে চক্ষু ফিরান, আর ফিরিয়া দেখেন না । ৭৪

স্বামীর কর্তব্য অগ্নি সস্তাব দূরে থাক, তিনি আমাদের যুগ্ম দেখেন না । এখন আমরা করি কি—তাহা বলুন । ৭৫

হাঁ, এই সময়ে আমরা একদিন চন্দ্রকে অনুরোধ করি, তাহাতে চন্দ্র, আমাদের নিদারুণ শাপ বিদ্রাঘেন । ৭৬

তিনি বলিয়াছেন,—তোমরা দাক্ষণ এবং অত্যন্ত-তীক্ষ্ণ-বভাব, অগ্রে এইরূপে নিন্দিত হইবে এবং অযাত্ৰিক হইবে । ৭৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—প্রজাপতি দক্ষ, কস্তাপণের কথা শুনিয়া যথার চন্দ্র রোহিণীসহ অবস্থিত ছিলেন, ওদার তাঁহাদিগের সহিত গমন করিলেন । ৭৮

চন্দ্র, দূর হইতেই দক্ষ আসিতেছেন দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন অনন্তর সেই মহামুনি নিকটে আসিলে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন । ৭৯

চন্দ্র, বিধিযত বন্দনা করিলে দক্ষ আসন পরিগ্রহ করিয়া মিত্তেভাবে এই কথা বলিলেন । ৮০

দক্ষ বলিলেন,—সকল ভার্যাসু প্রতি সমান ব্যবহার কর ; বৈবশ্য করিও না ; বৈবশ্য করিলে অনেক দোষ ; ব্রহ্মা বলিয়াছেন । ৮১

রতিপুত্রফলা দারাস্তাসু কামানুবন্ধনাং ।
 কামানুবন্ধঃ সংসর্গাৎ সংসর্গঃ সঙ্গমাস্তবেৎ ॥ ৮২
 সঙ্গমশ্চাপ্যভিধানান্নীক্ষণাদভিজায়তে ॥ ৮৩
 তস্মাস্তার্য্য্যভিধানং কুরু ত্বং বীক্ষণাদিকম্ ॥ ৮৪
 যদেবং মৈব কুরুষে মদ্বত্তো ধর্ম্মযন্ত্রিতম্ ।
 তদা লোকবচোদৃষ্টঃ পাপবান্ধুং ভবিস্বসি ॥ ৮৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দক্ষস্য সুমহাশ্বনঃ ।
 এবমভিভূতি চক্ৰোহপি যুগলদক্ষলক্ষয়ং ॥ ৮৬
 অথানুমন্ত্য তনয়াশ্চক্ৰং জামাতরং তথা ।
 যযৌ দক্ষো নিজং স্থানং কৃতকৃত্যস্তদা মুনিঃ ॥ ৮৭
 গতে দক্ষে ততশ্চক্ৰস্তাং সমাসাম্য রোহিণীম্ ।
 অগ্রাহ পূর্ব্ববস্তাবং তাসু তস্মাক্ রাগতঃ ॥ ৮৮
 ত্রৈলোক্য রোহিণীং প্রাপ্য ন কাশিভূমি কীকতে ।
 রোহিণ্যামেব বসতে ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥ ৮৯
 গতা তাঃ পিতরং গ্রাহদৌভাগোদ্বিগ্ধমানসাঃ ।
 সোমো বসতি নান্যাসু রোহিণীং তজ্জতে সদা ॥ ৯০
 তদাপি নাকরোধাক্যং তস্মায়ঃ নরপং ভব ॥ ৯১

পত্নীর প্রতি কামানুবন্ধ-বশতই রতি ও পুত্ররূপ ফল—পত্নী হইতে হইয়া থাকে, কামানুবন্ধ সংসর্গাধীন ; সংসর্গ আসক্তি হইতে আর আসক্তি, অভিধান এবং সম্মূলক নিরীক্ষণাদি হইতে জন্মিয়া থাকে । ৮২-৮৩

অতএব তুমি পত্নীগণের প্রতি অভিধান-সহকারে অবলোকনাদি কর । ৮৪

যদি আমার এই বর্ণনানুযোদিত বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে লোকসমাজে নিন্দিত এবং পাপভাগী হইবে । ৮৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুমহাশ্বা দক্ষের এই কথা শুনিয়া চক্ৰ, তাঁহার ভয়ে তখন “তাঁহাই হইবে” বলিলেন । ৮৬

তখন মুনি দক্ষ, কৃতকার্য্য হইয়া জামাতা চক্ৰ এবং কন্যাগণের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক স্থানে গমন করিলেন । ৮৭

দক্ষ গমন করিলে পর, চক্ৰ সেই রোহিণীকে লইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ বশতঃ পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিলেন ; আর অন্তান্ত পত্নীগণের প্রতি পূর্ব্বের দ্বারা আচরণ করিতে লাগিলেন । ৮৮

সেই তখনকার দ্বারা এখনও রোহিণীকে লাইয়া আর কাহারও প্রতি চাহিয়া দেখেন না ; কেবল রোহিণীর সহিতই আশ্রয়-প্রসাদ, কেলি-কৌতুক করেন ; তাহাতে তাঁহার (অন্তান্ত চক্ৰপত্নীগণ) নিজনিজ দৃষ্টাঙ্গদর্শনে উদ্বিগ্ধচিত্ত এবং কুপিত হইলেন । ৮৯

তাঁহার পিতৃসন্নিধানে গিয়া কহিলেন ; পিতঃ ! চক্ৰ, এখনও আমাদিগের কাছে আসেন না ; সর্ব্বদাই রোহিণীতে আসক্ত । ৯০

তুমি এত বলিলে, তোমারও কথা রাখিল না ; অতএব তুমি এখন আমাদিগকে রক্ষা কর । ৯১

উৎসবকোপসংযুক্তঃ উত্তমো ভৎসনাক্ষুনিঃ ।
 অগ্নায় মনসা ধ্যানন্ কর্তব্যং নিকটং বিধোঃ ॥ ১২
 উপনয়ঃ তদা গ্রাহ বচনস্তং প্রজ্ঞাপতিঃ ।
 সমং বর্জনং ভাৰ্য্যাসু বৈষম্যং ত্বং পরিভ্যজ ॥ ১৩
 ন চেদিতং বচোহস্মাকং মোৰ্খঃ ত্বং নাববুধ্যসে ।
 ধৰ্ম্মশাস্ত্রাতিপাত্যাহং শক্যে ত্বুভ্যং নিশাপতে ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভাতো দক্ষভরাক্ষসস্তং কর্তৃং প্রতি ভৎসুরঃ ।
 অগ্নৌচকারাতিশয়াং কার্য্যমেবং মুহুত্ত্বিত্তি ॥ ১৫
 সমং প্রবর্তনং কর্তৃং ভাৰ্য্যাসু সৌক্যে ততঃ ।
 বিধুনা প্রযবৌ দক্ষঃ স্বহানং চন্দ্রসম্মতঃ ॥ ১৬
 শতে দক্ষে নিশানাথো বোহিণ্যাসহিতো ভূশত্ ।
 রমমাণো বিসম্মাদ দক্ষস্ত বচনন্ত সঃ ॥ ১৭
 সেরমানাক্ত তাঃ সর্বা অশিশাক্তা মনোরমাঃ ।
 নাভক্ষচ্ছন্নমাস্তাসু অবজ্ঞাসেব চাকরোঃ ॥ ১৮
 অবজ্ঞাতাস্ত তাঃ সর্বাশ্চন্দ্রেণ পিতৃরভিকম্ ।
 গণৈবার্জয়মান্কার্তা কদম্বাশ্চৈব যক্রবন্ ॥ ১৯
 নাকরোহচনং সোমস্তথাপি সুবিসম্মতঃ ।
 অবজ্ঞাং কুরুতেহস্মাসু পূৰ্ব্বতোহপ্যধিকং স চ ॥ ১০০

অনন্তর, যুনি দক্ষ, ঈষৎ কুপিত হইয়া ভৎসনাং উঠিলেন এবং মনে মনে কর্তব্য স্থির করিয়া চন্দ্রসমীপে গমন করিলেন । ১২

তখন, প্রজ্ঞাপতি দক্ষ, চন্দ্রকে ভট দেখাইয়া বলিলেন,—“সকল ভাৰ্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার কর ; বৈষম্য করিও না । যদি তুমি মূৰ্খতা-প্রযুক্ত আমার এই কথা না রাখ, তাহা হইলে হে নিশানাথ । ধৰ্ম্মশাস্ত্র-মর্যাদা লঙ্ঘনকারী তোমাকে আমি অভিসম্পাত প্রদান করিব ” । ১৩-১৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর চন্দ্র দক্ষের ভরে তাঁহার সম্মুখে “আমি ইহা করিব, আমি ইহা করিব” বলিয়া তাহা করিতে আগ্রহ-সহকারে বারবার অঙ্গীকার করিলেন । ১৫

এইরূপে চন্দ্র, সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে স্বীকার করিলে, দক্ষ বিদায় লইয়া চন্দ্রের সম্মতিক্রমে স্বহানে গমন করিলেন । ১৬

দক্ষ চলিয়া গেলে, নিশাপতি বোহিনীর সহিত সাতিনব বিহার করত দক্ষের কথা তুলিয়া গেলেন । ১৭

অশ্বিনী প্রভৃতি সেই সমস্ত মনোরমা রমণীগণ, চন্দ্রের সেবা করিতে থাকিলেও চন্দ্র, তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হইলেন না, প্রত্যাভ অবজ্ঞাই করিতে লাগিলেন । ১৮

চন্দ্র, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে থাকিলে তাঁহারা কাতর হইয়া শিশু-সমীপে গমনপূর্বক কাতরভাবে বোদন করত এই কথা कहিলেন । ১৯

হে মূনিবর ! চন্দ্র, এবারও তোমার কথা রাখিলেন না ; তিনি এখন আমাদের প্রতি পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক অবজ্ঞাই করিতেছেন । ১০০

ভক্ষ্যং সোমেন নঃ কার্যং ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ।
 তপস্বিনো ভবিষ্যামস্তু পশ্চর্য্যাস্ত নিদেশয় ॥ ১০১
 তপস্য শোভিতাম্মানঃ পরিত্যক্ত্যাম জীবিতম্ ।
 কিমপ্যাকং জীবিতেন হুং ধান্যং বিজ্ঞোক্তম ॥ ১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতু্যক্ত, তাস্ততঃ সৰ্বা দক্ষজাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ ।
 কপোলমালয়া কঠৈরুপোপবিবিতঃ^১ ক্ষিতৌ ॥ ১০৩
 তাস্ত দৃষ্ট, তথাভূতা হুঃখব্যাকুলিতেজিয়াঃ ।
 অতিদীনমুখো দক্ষঃ কোপাঙ্জল্যাজ বহুবৎ ॥ ১০৪
 অথ কোপপত্নীতম্ দক্ষস্ত সূমহাশ্বনঃ ।
 নিশ্চক্রাম তদা যম্মা নাসিকাগ্রাদ্বিভীষণঃ ॥ ১০৫
 দংষ্ট্রীকরালবলনঃ কৃষ্ণাক্ষারসমপ্রভঃ ।
 অতিদীৰ্ঘঃ স্বরূপেশঃ কৃশো ধমনিমুক্ততঃ ॥ ১০৬
 অধোমুখো দন্তহস্তঃ কাসঃ বিজ্রম্য সমুত্তম্ ।
 কুৰ্ব্বাণো নিয়নেত্রস্ত যোযাসন্তোপলোলপুপঃ ॥ ১০৭
 স চোবাচ তদা দক্ষঃ কশ্মিৎস্বাহাশ্বাহং মূনে ।
 কিংবা চাহং কহিষ্যামি তবৈ বদ মহামতে ॥ ১০৮
 ভূতৌ দক্ষস্ত তং প্রাহ সোমং যাতু ক্রতং ভবান্ ।
 সোমরস্তু ভবামিত্যং সোমে হুং তিষ্ঠ বেচ্ছতা ॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ক্রুড়া বচস্তস্ত দক্ষস্তাথ মহামুনে ।
 শনৈঃ শনৈস্ততঃ সোমমাসসাদ দক্ষঃ স চ ॥ ১১০

অতএব আমাদিগের আর চলে কিছুমাত্র প্রচোজন নাই, এখন আমরা তপস্বিনী হইব, তপস্যা করিবার নিয়ম বলিয়া দাও । ১০১

হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ । আমরা তপস্যা দ্বারা শরীর শোধিত করিয়া জীবনত্যাগ করিব ; আমরা বড় দুর্ভাগা, আমাদিগের জীবনে কাজ কি ? ১০২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কৃত্তিকা অশ্বিনী প্রভৃতি দক্ষতনয়গণ, এই কথা বলিয়া করতলে কপোল স্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরে, নিকট নিকট ভূতলে বসিয়া পড়িলেন । তাহাদিগকে তাদৃশ হুঃখবিস্মলেজিয়া ও মলিনবদনা দেখিয়া দক্ষ রোষাবেশে অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন । ১০৩-১০৪

অনন্তর কোপপূর্ণ মহামা দক্ষের নাসিকাগ্র হইতে যবশীমন্তোপলোলপুপ, অধোমুখ, নিম্নদৃষ্টি, অগতের কাসোৎপাদক—ভীষণ যম্মা রোগ উৎপন্ন হইল । তাহার দংষ্ট্রীভীষণ, বর্ণ অঙ্গারবৎ কৃষ্ণ, কেশ স্বল্প, আকৃতি অতিদীর্ঘ কৃশ, এবং শিরা-পরিবাস্ত, হস্ত একগাছি দণ্ড । ১০৫-১০৭

যম্মা, দক্ষকে বলিল,—হে মূনে ! আমি কোথায় থাকিব ? আমি কিই বা করিব ? হে মহামতে । তাহা আমাকে বলিয়া দিন । ১০৮

অনন্তর দক্ষ তাহাকে বলিলেন,—তুমি সত্ত্ব চত্বরশরীরে স্বমন কর ; তুমি চত্বকে গ্রাস করিবার অর্থ বেচ্ছামত তথায় বাস কর । ১০৯

১। কঠৈরুপোপবিবিতঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

আসাদ্ স তদা সৌম্যং বন্দীকং পরংগা যথা ।
 প্রবিবেশেন্দুহসরং হিম্রং প্রাপ্য মহাগদঃ ॥ ১১১
 তস্মিন্ প্রবিষ্টে হৃদয়ে দারুণে রাজবন্দনি ।
 মুমোহ চক্ৰস্তম্ভাকং বিষমা প্রাপ্তবাংস্ত সঃ ॥ ১১২
 উৎপদ্য প্রথমং বন্দ্যাত্মীনো রাজবন্দসৌ গদঃ ।
 রাজবন্দোত্তি লোকেহ্নিরয়স্ত খ্যাতিবভূক্ষিতাঃ ॥ ১১৩
 ততোহন্যভিতূতঃ স যক্ষণা যোহিনীপতিঃ ।
 কয়ং জগামানুদিনং গ্রোহে ক্ষুদ্রনদী যথা ॥ ১১৪
 অথ চক্রে কীরমাণে সর্করৌষধৌ গতাঃ কয়ম্ ।
 কয়ং বাতৌষধৌ ন যজ্ঞঃ সমবর্তত ॥ ১১৫
 যজ্ঞাভাবাত্ দেবানাময়ং সর্করং কয়ং গতম্ ।
 পর্ষদ্যন্ত ততো নষ্টৌষতো বৃষ্টির্ন চাতবৎ ॥ ১১৬
 বৃষ্টিভাবে তু লোকানাংমাহারাঃ কৌণ্ডাং গতাঃ ॥ ১১৭
 তুতিকব্যসনোদেতে সর্বলোকে দ্বিজোত্তমাঃ ।
 দানবর্গাদিকং কিকিন্ন লোকস্ত প্রবর্ততে ॥ ১১৮
 সন্তুহীনাঃ প্রজাঃ সর্করা লোভেনোপহতেস্ত্রিয়াঃ ।
 পাপমেব তদা চকুঃ কুরুক্ষরতমস্ত তাঃ ॥ ১১৯
 এতান্ বৃষ্টৌ তদা ভাবান্ দিকৃপালাঃ সপূরন্দরাঃ ।
 জগ্নুঃ কোভাং পরং দেবাঃ সাগরাস্ত হৃদ্যন্তথা ॥ ১২০

সাঁকণ্ডেয় বলিলেন,—১ হাওয়া বন্ধের এই কথা শুনিয়া সেই রোগ ধীরে ধীরে চক্রেয় সমীপবর্তী হইল । ১১০

চক্রেয় সমীপবর্তী হইয়াই—সপৎ যেমন বন্দীকবৃত্তে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ হিম্র পাইয়া সেই মহারোগ চক্রেয় হৃদয়ে প্রবেশ করিল । ১১১

সেই নিদারুণ রাজবন্দী হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে চক্রে, মোহ যাইলেন ও নিজের সন্তত বিষম দৌর্বল্য অনুভব করিতে লাগিলেন । ১১২

হে বিজয়গণ । সেই রোগ, উৎপন্ন হইয়া প্রথমেই রাজ্যভুক্ত অর্থাৎ চক্রে মীন হইয়াছিল বলিয়া তাহা জগতে “রাজবন্দী” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ১১৩

অনন্তর, সেই বন্দ্যারোগাক্রান্ত চক্রে গৌরবতালে স্বল্পসলিলা নদীর তীর প্রত্যাহ কয় পাইতে লাগিলেন । ১১৪

চক্রে, কয় পাইতে লাগিলে ওষধি সকল (ষাণ্ড প্রভৃতি) কয় পাইল ; ওষধি কয় হওযাতে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না । ১১৫

যজ্ঞ অভাবে দেবগণের অন্ন মারা গেল । জনদাবলী বিনষ্ট হইল, সূতরাং বৃষ্টি হওযাও বন্ধ হইল । ১১৬

বৃষ্টি অভাবে সকল লোকের জন্মভাব হইল হইল । ১১৭

হে দ্বিজবরগণ । সমস্ত লোক তুতিক-বিশমে কাতর হইলে দানবর্গাদি আর কিছুই রহিল না । ১১৮

তখন প্রজাগণ সকলেই দৌর্বল্য, সার-হীন, লোমূপেস্ত্রিয় এবং কু-কুরুত হইয়া পাপ কার্য্যই করিতে লাগিল । ১১৯

এইরূপ ভাব দেখিয়া ইক্ষ্বাকি দিকৃপালগণ, নবগ্রহ অস্ত্রান্ত দেবগণ এবং সন্ত সন্ত—সকলেই অত্যন্ত কোভ প্রাপ্ত হইলেন । ১২০

ভক্তো দৃষ্টো, জগৎ সৰ্ব্বং বাকুলং দম্যপীড়িতম্ ।
 ব্রহ্মাণসগমন্ দেবাঃ সৰ্ব্বে শঙ্কপূৰোগমাঃ ॥ ১২১
 উপসঙ্গমা দেবেশং প্রকটয়ং জগতঃ পতিম্ ।
 প্রণম্যাস্থ যথাযোগ্যমুপবিশীলুনা মুখাঃ ॥ ১২২
 তান্ শ্রানবদনান্ সৰ্ব্বান্ কীৰ্ত্য লোকপিতামহঃ ।
 অভিজ্ঞতান্ পরেণেব কৃতব্ধবিস্তানিব ।
 পপ্রচ্ছ সম্মুখীকৃত্য গুরুমিশ্রং কৃতশনম্ ॥ ১২৩

ব্রহ্মোবাচ—

স্থাপিতং ভো মুরগণাঃ কিমর্থং যুগ্মপিতাঃ ।
 হঃখোপহৃতদেহাংশ্চ যুগ্মান্ শ্রানীংশ্চ লক্ষ্যে ॥ ১২৪
 নিরাধাধামিরাভক্তান্ যুগ্মান্ সৰ্ব্বাংশ্চ কামগান্ ।
 কৃত্বা ববিষয়ে কৃত্তান্ কথং পশ্যামি হঃখিতান্ ॥ ১২৫
 যদোহভবদ্ভুঃখবীজং যুগ্মান্ বা যন্ত বাধতে ।
 তৎকথাভামশেষেণ সিদ্ধকামাবধাৰ্য্যতাম্ ॥ ১২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভক্তো বৃদ্ধব্রবা জীবঃ কৃষ্ণবর্ণা চ লোকভূঃ ।
 উবাচাশ্চতুর্বে তস্মৈ সূরাণাং হঃখকারণম্ ॥ ১২৭
 শৃণু সৰ্ব্বজগৎকর্তৃত্বাং^১ যেন বহুমাগতাঃ ।
 যথাস্মাকং হঃখবীজং যতো শ্রানপ্রিয়ো বহম্ ॥ ১২৮

ক্রমে সমস্ত জগৎকে বাকুল এবং দম্যপীড়িত দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন । ১২১

তাহারা, জগৎপতি, সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন । ১২২

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, পর-পরিভূতের ভায়, কৃতবিষয়ের কার্য তাঁহাদিগের শ্রান বদন দর্শনে বৃহস্পতি, ইন্দ্র এবং অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রিয়সা করিলেন । ১২৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—অহে দেবগণ । আসিতে ত কোন ক্রম হয় নাই ? এখন বিজ্ঞাসা করি, কি জন্য তোমরা আসিয়াছ ? তোমাদিগের হঃখ-পীড়িত-দেহ ও শ্রানবদন দেখিতেছি ? ১২৪

তোমাদিগকে বিষ্ণু-বামানুজ, নির্ভয় এবং কারচাবী করিয়া হ হ অধিকারে নিমুক্ত করিয়াছি ; এখন আবার হঃখিত দেখিতে পাই কেন ? ১২৫

হাহা তোমাদিগের হঃখের কারণ, বা যে তোমাদিগকে হঃখিত করিয়া তুলিয়াছে—সম্পূর্ণরূপে তাহা কীৰ্ত্তন কর এবং মমোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অবধারণ কর । ১২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, লোকপালক ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং অগ্নি, বরষুর নিকটে দেবগণের হঃখকারণ বলিতে লাগিলেন । ১২৭

হে বিধাতা ! আমরা যে জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, বাহা আমাদিগের হঃখের কারণ এবং যাহাতে আমাদিগের শ্রী বলিন হইয়াছে তৎসমস্ত অবগত করুন । ১২৮

ন কচিৎ সম্প্রবর্তন্তে যজ্ঞা লোকে পিতামহ ।
 নিরাধারা নিরাতঙ্কাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ কসং গতাঃ ॥ ১২৯
 ন চ দানাদিধর্মকং ন তপাংসি ক্রিতৌ কচিৎ ।
 নৈব বর্ষতি পর্জন্তঃ কীণতোক্তান্তবৎ ক্রিতিঃ ॥ ১৩০
 কীণাঃ সর্বান্তধৌষধ্যঃ শত্ৰুা লোকাঃ সমাকুল্যঃ ।
 দম্বাভিঃ পীড়িতা বিপ্রা বেদবাদং ন কুর্বতে ॥ ১৩১
 অন্নবৈকল্যমাসাং স্মিতন্তে বহবঃ প্রজাঃ ।
 কীণেষু যজ্ঞভাগেষু ভোগ্যহীনাসুখা বহু ॥ ১৩২
 দুর্বলান্ত জিয়া হীনা নৈব শান্তিং লভামহে ॥ ১৩৩
 রোহিণ্যা মন্দিরে চক্ষো বক্রগত্যা চিরং স্থিতঃ ।
 হৃষরানৌ স চ কীণো জ্যোৎস্নাহীনশ্চ বর্ততে ॥ ১৩৪
 যদৈবাবস্থিতে দেবৈশ্চক্ষো নৈবাং পুরঃসরঃ ।
 কদাচিদপি দেবানাং সমাজে বাভবদ্বিধে ॥ ১৩৫
 কদাচিদ্রোহিণীং তাক্ষা নৈব কচন গচ্ছতি ।
 যতন্তঃ কোহপি ন তবেত্তদা চক্ষো বহির্ভবেৎ ॥ ১৩৬
 দৃষ্টতে স কলাহীনঃ কলামাত্রাবশেষকঃ ।
 ইতি সর্বত্র লোকেশ বৃত্তঃ কৰ্ম্মবিশ্রম্যসুঃ ॥ ১৩৭
 তং দৃষ্ট্বাং কান্ধিশীকান্ত বসং ত্বাং শরণং গতাঃ ॥ ১৩৮
 পাতালাদ্ হাবহুখায় কালকঙ্কাদরোহদুর্ভাঃ ।
 নান্মান্ লোকেশ বাবন্তে ভাবমন্ত্রাহি সাংসরাং ॥ ১৩৯

হে লোক-পিতামহ । কোন স্থানেই আর যজ্ঞ হয় না ; যাহাদিগের কোন বাধা ছিল না—কোন ভয় ছিল না, সেই সমস্ত প্রজাগণ এখন কয় পাইয়াছে ।

১২৯

পৃথিবীতে এখন দানাদি ধর্ম নাই, তপস্কা নাই ; মেঘে বৃষ্টি করে না, তুষ্ণও জলহীন হইয়াছে । ১৩০

ওষধি ও শস্ত সকল বিনষ্ট ; লোক সমস্ত ব্যাকুল ; বিপ্রগণ দম্ব্য-পীড়িত ; আর তাঁহারা বেদধ্বনি করেন না । ১৩১

অনেক প্রজা অন্নভাবে মরিতেছে । যজ্ঞভাগ না থাকিতে আহারও অন্নহীন হইয়াছি । ১৩২

জাহাতেই আমরা দুর্বল ও শ্রীহীন ; কোনরূপেই বস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না । ১৩৩

চক্ষু, চক্রগতি দ্বারা বহুদিন রোহিণীমন্দিরে হৃষরাশিতে অবস্থিত আছেন, তিনি এখন কীণ এবং জ্যোৎস্না-হীন । ১৩৪

দেবতারা যখনই অন্বেষণ করেন, তখনই দেখেন,—চক্ষু, তাঁহাদিগের অগ্রে নাই । হে বিধাতা ! তিনি কখনও দেবসভাতে আইসেন না । ১৩৫

রোহিণীকে ভাঙ্গ করিয়া প্রায় কখনই তিনি কোন স্থানে যান না, তবে অস্ত কেহ না থাকে শু একটু আধটু বাহিরে আইসেন । ১৩৬

তখন দেখা যায় তাঁহার সকল কলা [শূন্য] হইয়াছে, কেবল একজি কলা অবশিষ্ট আছে । হে লোকেশ ! এইরূপ অবস্থা বিশ্রম্যসু সর্বত্রই হইয়াছে । ১৩৭

তদ্বর্ণনে আমরা দিশাহারা হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি । কাল—

অয়ং প্রবর্ততে কশ্যাক্ষগতাং বা ব্যতিক্রমঃ ।
ন জানৌমন্ত তৎ সৰ্বং বিপ্লবে বাপি কারণম্ ॥ ১৪০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতৎ সুরাণাং বচনং দিব্যদশৌ পিতামহঃ ।
শ্রদ্ধা কণমভিধ্যায়নু নিঃগাদ সুরোত্তমান্ ॥ ১৪১

ব্রহ্মা বাচ—

মৃগন্তু দেবতাঃ সৰ্ব্বা মদৰ্থং লোকবিপ্লবঃ ।
প্রবর্ততেঽধুন্য যেন শান্তিসুখা ভবিষ্যতি ॥ ১৪২
মোষো দাকাষণীঃ কণ্ডাঃ সন্তুবিংশতিসংখ্যাকাঃ ।
অগ্নিহোতা বরবধূভার্য্যার্থে পরিণীতবান্ ॥ ১৪৩
পরিণীত স তাঃ সৰ্ব্বা রোহিণ্যাং সততং বিধুঃ ।
প্রাবর্ততানুরাগেণ ন সমস্তাসু বর্ততে ॥ ১৪৪
অগ্নিহোতাস্ত তাঃ সৰ্বা দৌৰ্ভাগ্যস্বরূপীভিতাঃ ।
যড়্ভুংসতিৰ্বরারোহাঃ পিতরং প্রস্থিতাঃ স্বকম্ ॥ ১৪৫
প্রবর্ততে নিশানাথো রোহিণ্যাং রাগতো যথা ।
তথা ন তাসু ভবতে তদ্বকার্য্য হ্যবেদয়ন ॥ ১৪৬
ভতো দক্ষো মহাবুদ্ধিঃ সান্না সংতুষ্ট বিটপতিম্ ।
বহুমুহুতমাতাৰা পুত্র্যর্থৈ চাষরোধত ॥ ১৪৭
অনুরুদ্ধো যথাকামং দক্ষেণ সুমহাখ্যনা ।
সমং প্রবর্তিতুং তাসু সমস্তং কৃতবান্ বিধুঃ ॥ ১৪৮

কণ্বাদি অসুরযুগলী, যাবৎ পাতাল হইতে উঠিয়া আশাদিগকে পীড়া না দেয়,
তদ্ব্যবধৌ আশাদিগকে এই ভয় হইতে পরিভ্রাণ করুন । ১৪৮-১৪৯

অগস্ত্য এইরূপ ব্যতিক্রম কেন যে হইয়াছে, সেই বিপ্লব কারণ আমরা
অবগত নহি । ১৪০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দিব্যদশৌ পিতামহ, দেবগণের এই বাক্য শ্রবণে কণ-
কাল চিন্তা করত সেই সুরশ্রেষ্ঠদিগকে বলিলেন;—যে কারণে লোকবিপ্লব
হইতেছে এবং যে উপায়ে তাহার শান্তি হইবে—দেবগণ সকলে তাহা শ্রবণ
কর । ১৪১-৪২

চন্দ্র, অগ্নিনী প্রভৃতি সাতাইশ জন বরাদ্বনা দক্ষতনয়াকে বিবাহ করেন ।
১৪৩

সকলকে বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু অনুরাগবশতঃ সৰ্ব্বদা রোহিণীর
নিকটেই থাকিতেন, অন্য কাহারও নিকটেই যাইতেন না । ১৪৪

অনন্তর, অগ্নিনী প্রভৃতি হাবিশ্বজন বরারোহা রমণী সকলেই হুভার্য্য-স্বরে
পীড়িত হইয়া অয়ংই নিষ নিষ পিতৃ-সন্নিধানে গমন করিলেন । ১৪৫

চন্দ্র, অনুরাগক্রমে রোহিণীর সহিত বৈরূপ ভাব করেন, আর তাঁহাদিগের
প্রতি বৈরূপ ভাব করেন—তাঁহারা দক্ষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন । ১৪৬

অনন্তর মহাবুদ্ধি দক্ষ, আশাতাকে মিষ্টবাক্যে শুব করিয়া ও বহুতর সুমুখ
বাক্য বলিয়া কণ্বগণের অন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেন । ১৪৭

সমমজীকৃতো ভাবঃ তাসু কর্তুং হিমাংসনা ।
 যং জগাম ততঃ স্থানং দক্ষোহপি মুনিসত্তমঃ । ১৪১
 গতে দক্ষে মুনিশ্রেষ্ঠে বৈষম্যং তাসু চন্দ্রমাঃ ।
 জহৌ ন ভাবং তাঃ শব্দং কুপিতাঃ পিতরং গতাঃ । ১৪২
 ততো দক্ষঃ পুনঃচন্দ্রমবরুধ্য সুতাস্তরে ।
 সমাং বৃত্তিং প্রতিজ্ঞাব্য বচনকেনমত্রবীং । ১৪৩
 ন সমং বর্ততে চন্দ্র সৰ্বদায়াসু ভবান্ যদি ।
 তদা শব্দো বৃহৎ তুভ্যং তুয়াং কুরু সমজ্ঞসম্ । ১৪৪
 ততো গতে পুনর্দক্ষে স সমং বর্ততে যদা ।
 তাসু চন্দ্রস্তদা দক্ষং পুনর্গজ্ঞাক্রবন্ কুৰ্ব্বা । ১৪৫
 ন তে বচঃ সংকুরুতে নৈবন্যাসু প্রবর্ততে ।
 বহং তপশ্চরিত্যমঃ স্থান্যামশ্চ ভবান্তিকে ॥ ১৪৬
 তাসামিতি বচঃ ক্ষত্বা কুপিতঃ স মহামুনিঃ ।
 ক্ষরায় চন্দ্রস্ত পুনঃ শাপায়োৎসুকতাং গতঃ । ১৪৭
 শাপায়োদ্যুস্তমনসঃ কুপিতস্ত মহামুনেঃ ।
 ক্ষকো নাম মহাবোমো নাসিকাগ্রাভিনির্গতঃ । ১৪৮
 প্রেযিতঃ স চ চন্দ্রায় দক্ষেণ মুনিম্ ভূতঃ ।
 প্রবিষ্টবাস্তস্ত দোহে ক্ষতিভুস্তেন চন্দ্রমাঃ । ১৪৯

সুমহাশ্বা দক্ষ, নিজের ইচ্ছামত চন্দ্রকে অনুরোধ করিলে তিনি সকল পত্নীর প্রতিই সমান ব্যবহার করিতে স্বীকার করেন । ১৪৮

চন্দ্র, তাঁহাদিগের সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিলে মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষ স্বস্থানে গমন করিলেন । ১৪৯

মুনিবর দক্ষ চলিয়া গেলে, চন্দ্র সেই সকল পত্নীর প্রতি বৈষম্য পরিত্যাগ করিলেন না । তাঁহার পত্নীগণ তাহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া পিতৃসমীপে গমন করিলেন । ১৫০

তদন্তর দক্ষ, তদন্তরায়ণের জন্ত চন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া সকল পত্নীতেই সমান ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন এবং বলিলেন ; চন্দ্র । যদি তুমি এই সকলগুলির প্রতিই সমান ব্যবহার না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে শাপ দিব । অতএব অসামঞ্জস্যের কার্য্য করিও না । ১৫১-১৫২

পুনরায় দক্ষ চলিয়া গেলে, চন্দ্র, যখন তাঁহাদিগের প্রতি স্বীকার মত সমান ব্যবহার না করিলেন, তখন তাঁহারা রোমাঞ্চে পুনরায় যাইয়া দক্ষকে বলিলেন ; চন্দ্র, তোমার কথা বক্ষা করিলেন না ; তিনি আমাদের কাছে আইসেন না ; আমরা তপস্তা করিব ; তোমার নিকটে থাকিব । ১৫৩-১৫৪

মুনি দক্ষ, তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন ; তখন তাঁহার মন চন্দ্রকে অস্বকারক শাপ দিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইল । ১৫৫

কুপিত মহামুনি শাপ দিতে উৎসুকচিত্ত হইলে তাঁহার নাসিকাগ্র হইতে ক্ষয় নামে মহারোগ নির্গত হইল । ১৫৬

সুমহাশ্বা দক্ষ, রোগকে চন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়াছেন ; রোগও চন্দ্র-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ; সেই রোগই চন্দ্রকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে । ১৫৭

কীৰ্ণে চক্রে কথং যা তা জ্যোৎস্নাত্তম মহাশ্বনঃ ।
 কীৰ্ণাসু সৰ্বজ্যোৎস্নাসু সৰ্বৌষধ্যঃ কথং পতাঃ ॥ ১৫৮
 ঔষধ্যভাবান্নোকেহুস্মিন্ ন যজ্ঞঃ সম্প্রবর্ততে ।
 যজ্ঞভাবাদনাবৃষ্টিভূতঃ সৰ্বপ্রজাক্ষয়ঃ । ১৫৯
 যজ্ঞভাগোপভোগেন হীনানাং ভবতাং তথা ।
 দুৰ্বলম্ভং সমুৎপন্নং বিকারন্ত যপোচরে ॥ ১৬০
 ইতি বঃ কথিতং সৰ্বং যথাভূত্বোকবিদ্বদ্বৈঃ ।
 যেনোপায়েন তচ্ছাস্তিতচ্ছবন্ত সুব্রাহ্মণ্যঃ ॥ ১৬১
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০

মহাশ্বা চক্রে, কীৰ্ণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার জ্যোৎস্নাও কীৰ্ণ হইয়াছে ;
 জ্যোৎস্না কীৰ্ণ হওয়াতে সকল ঔষধি কথ পাইয়াছে । ১৫৮

ঔষধি অভাবে জগতে আর যজ্ঞ হইতেছে না ; যজ্ঞ অভাবে অনাবৃষ্টি,—
 তাহাতেই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইয়াছে । ১৫৯

যজ্ঞভাগ-উপভোগ ব্যতীত ভোয়াদিদের সেইরূপ দুৰ্বলম্ভ এবং ব্যতিক্রম
 হইয়াছে । যে জন্ত জগতের ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহা ভোয়াদিগকে বলিলাম ;
 হে বিদ্বোত্তমগণ ! যে উপায়ে ঐ বিপদের শান্তি হইবে তাহা অবগত কর ।
 ১৬০-১৬১

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০

একবিংশোধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

ব্রহ্মা ভোঃ সুরগণা ব্রহ্মস্ম সদনং প্রতি ।
প্রসাদন্ত চক্ষার্থে স চ পূর্ণো ভবেদুখা ॥ ১
পূর্ণে চক্ষ্রে অগং সর্বং প্রকৃতিস্বং ভবিস্কৃতি ।
সুখাকর ভবেচ্ছান্তিরোমহীনাং সন্তবঃ ॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ শৃঙ্গপুরোগয়াঃ ।
প্রযযুর্দ্দৈবনসন্তনা ব্রহ্মনিবেশনম্ ॥ ৩
যাখ্যাস্তামুপস্থায় সর্বৈ যুনিবরং সুরাঃ ।
প্রোচুঃ প্রজাপতিং ব্রহ্মং প্রণম্য ব্রহ্মণা গিরা ॥ ৪

দেবা উচুঃ—

প্রসাদ সীদতাং ব্রহ্মসম্মাকং বহুঃখিনাম্ ।
উদ্ধরয় মহাবৃদ্ধে ত্র্যম্ব নঃ শোকসাগরাৎ ॥ ৫
ব্রহ্মপং ব্রহ্মসংস্কৃত সৃষ্টিকং পরমাত্মনঃ ।
ভবংস্তুং পরং জ্যোতির্বিপ্ররূপ নমোহস্ত তে ॥ ৬
ব্রহ্মণাং সর্বজগতাং প্রজাপালনকারণাৎ ।
ব্রহ্মঃ প্রজাপতিশ্চেতি যোগেশস্তং ব্রহ্মো বরম্ ॥ ৭
ব্রহ্মাণ্য সর্বজগতাং ব্রহ্মাণ্য কুশলাকুনাম্ ।
ব্রহ্মাণ্যাহিতাত্মা নমস্ততাং মহাত্মনে ॥ ৮

চক্ষের যক্ষারোগ-মুক্তি ।

ব্রহ্মা কহিলেন ; হে সুরগণ ! তোমরা ব্রহ্ম ভবনে গমন কর ; চক্ষ্র যাহাতে পূর্ণ হন, সেই ক্ষত্র গিরা ব্রহ্মকে প্রসন্ন কর । ১

চক্ষ্র, পূর্ণ হইলে সমস্ত অগং প্রকৃতিস্ব হইবে । তোমাদিগের শান্তি এবং ওষধি সকলেরও পুনরুদ্ভব হইবে । ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; ইত্যাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ভকৃতিতে ব্রহ্মালয়ে গমন করিলেন । ৩

সকল দেবগণ, কথায়োগ্য বিনীতভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম-পূর্বক যথুবচনে বলিতে লাগিলেন ; ব্রহ্মন্ । আমরা বহু দুঃখে অবসন্ন, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ; হে মহামতে । আমাদেরকে ব্রহ্মা করুন, শোকসাগর হইতে উদ্ধার করুন । ৪-৫

পরবাক্যে ব্রহ্মা নাহে যে সৃষ্টিকারক সৃষ্টি, বিপ্ররূপী পরম জ্যোতি তাঁহারই অঙ্গস্থিত ; হে জ্যোতিঃ-রূপ-বিপ্র । আপনাকে নমস্কার । ৬

মিনি সর্ব জগতের ব্রহ্মক বলিয়া “ব্রহ্ম”, আর প্রজাপালক বলিয়া “প্রজাপতি” নামে অভিহিত, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি । ৭

সমস্ত জগতের পাটক-কর্তা কুশল্যাদিগের ব্রহ্মাকর্তা মহাত্মা ব্রহ্মকে সত্বর আশ্বহিতের অন্ত নমস্কার করি । ৮

সততং চিন্ত্যমানস্ত যোগিভিনিবতেজস্বিভৈঃ ।
 সারস্তু সারভূতস্ত্বং নক্ষাস্ত পরমাশ্রমেন ॥ ৯
 যোগিবৃষ্টিরনাযুযাঃ পার্শ্বগাণাং পরাশ্রমঃ ।
 আশ্রিতমুত্তমঃ^১ সহস্রা ভূতৈশ্চ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ১০
 ইতি ভেষ্যং বচঃ শ্রুত্বা দক্ষো যজ্ঞভূত্যাং তথা ।
 প্রাহ প্রসন্নবদনঃ শক্রমাজ্যায় মুখ্যতঃ ॥ ১১

দক্ষ উবাচ—

কৃতঃ শক্র মহাবাহো ভবতাং হৃৎসমাগতম্ ।
 হৃৎসহেতুং বদ বিতো জ্ঞাতুমিচ্ছামাহস্ত তম্ ॥ ১২
 সমাস্তি বা কিং কর্তব্যং ভবতাং হৃৎসহানয়ে ।
 তদহং যদি শক্যোমি কদ্বিধ্যামি হিতং সমম্ ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্ত ব্রহ্মদূনোর্মহাশ্রমঃ ।
 জগাদ বাকুপতিঃ শক্ৰো বীতিহ্যোক্তোহথ তং মুনিম্ ॥ ১৪

ত উচুঃ—

অগ্নী জাতো নিশানাথজন্মিন্ কপৈশে অমরং গতাঃ ।
 সর্কৌষধো যিজ্ঞশ্চেষ্ঠ তত্ত্বানিৰ্যজ্ঞহানিকৃৎ ॥ ১৫
 যজ্ঞে বিনষ্টে সকলাঃ প্রজাঃ কুন্তয়কাতরাঃ ।
 বৃক্ষ্যন্তাবান্ধনদুঃখং প্রাপ্য নষ্টাশ্চ কাশ্চন ॥ ১৬
 ক্ষয়োহয়ং হাদ্রিনাথস্ত যজ্ঞে কোপাৎ প্রবর্ততে ।
 স সর্বজগতো ব্রহ্মসত্তাবার্ষ্ণসদ্বিতঃ ॥ ১৭

সংযতেজস্বিঃ যোগিগণ বাঁহাকে সতত চিন্তা করেন, যিনি সেই সারসত্ত
 পরমাশ্রমের সারভূত, তুমি সেই দক্ষ । ৯

হে অতি তেজস্বিন্ ! তুমি যোগবৃষ্টি অধ্ববৃত্তি এবং পার্শ্বগামীদিগেরও পরম
 গতি ; তোমাকে বারবার নমস্কার করি । ১০

সেই সকল দেবগণের এই কথা শ্রবণপূর্বক দক্ষ, প্রাধাত-প্রযুক্ত ইজ্ঞকে
 সম্বোধন করিয়া প্রসন্ন-বদনে বলিতে লাগিলেন ; হে মহাবাহু ইজ্ঞ ! কি কারণে
 তোমাদিগের হৃৎ উৎসাহিত হইয়াছে ? প্রভো ! হৃৎসহের কারণ কি বল ; আমি
 তাহা ভূমিতে ইচ্ছা করি । ১১-১২

তোমাদিগের হৃৎ দূর করিতে আমাকেই বা কি করিতে হইবে ? আমার
 সাধ্যাশীত না হইলে আমি তোমাদিগের সম্পূর্ণরূপে হিত করিব । ১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহামুনি ব্রহ্ম-ভনয় বক্ষের সেই কথা শুনিয়া বৃহস্পতি,
 ইজ্ঞ এবং অগ্নি, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । ১৪

হে যিজ্ঞবর ! বলধর কৌশ হইয়াছেন, তাহাতে সকল ঔষধিই ক্ষয় প্রাপ্ত
 হইয়াছে ; ঔষধি অভাবে এখন আর ষজ্ঞ হইতেছে না । ১৫

যজ্ঞ বন্ধ হওয়াতে অনাবৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সকল প্রজাই কুমার খালায়
 অস্থির, কষ্টকণ্ঠনি প্রজা এইরূপ মহাদুঃখ পাইয়া প্রাণত্যাগও করিয়াছে । ১৬

ব্রহ্মন্ ! আপনার ক্রোধে এই যে চক্ষের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত
 জগৎ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা । ১৭

নাশুনা ভল্লিভুবনে যন্ন ক্ষুদ্রং নু কিঞ্চন ।
 বিদ্বতং বাতি বিপ্রেষ্য হাবরাঃ পত্তগান্চ বা ॥ ১৮
 ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্তন্তে ন তপস্ততি তপসাঃ ।
 আহারদ্ব্যধ্বান্নিলীকাঃ প্রজাঃ ক্ষীণা ভরাভুজাঃ ॥ ১৯
 এবং প্রবৃন্তে বিপ্রেষ্য বিপ্রবেদম্মাজসাতলাং ।
 দৈত্যা ন বাবহুস্বাঃ বাধন্তে তাবহুস্বর ॥ ২০
 প্রসীদ দক্ষ চক্ৰশ্চ তং পুরহ তপোবলাং ।
 পূর্ণে চত্রে অগ্নং সৰ্ব্বং প্রকৃতিস্বং ভবিস্ততি ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রজাপতিসুতস্তদা ।
 উবাচ তানু সুরগণানু হৃদয়াচ্ছলাঘুফরনু ॥ ২২

দক্ষ উবাচ—

যশ্চে বাচো নিশানাথে প্রবৃন্তং শাপকারণম্ ।
 ন কেনাপি নিদামেন মিথ্যা কর্ত্ত্বং শুদ্রংসহে ॥ ২৩
 কিন্তু মমচনং মম্মাট্মকান্তেন যুযা ভবেৎ ।
 চক্ৰোহপি বর্জন্তে যম্মাস্তদুপায়মুদৈকত ॥ ২৪
 ভজ্যাপ্যমুপায়োহস্তু মাসার্জং যাতু চক্ৰবাঃ ।
 ক্ষতং বুদ্ধিঞ্চ মাসার্জং সমং ভাৰ্য্যাসু বর্জতাম্ ॥ ২৫
 তস্য ভবচনং শ্রুত্বা তং প্রসাদ প্রজাপতিম্ ।
 সৰ্ব্বং সুরগণান্তজ গতা যজ্ঞান্তি চক্ৰমাঃ ॥ ২৬

হে বিপ্রজ্যেষ্ঠ । সপ্তসমুদ্র—বল, পত্ত-গন্ধী বল, সুর-মণ্ডলী বল,—অশুনা
 ত্রিজগতে এমন কোন শদার্থ নাই, যাহা ক্ষুদ্র বা বিলুপ্ত হয় নাই । ১৮

এখন আশ্র যজ্ঞ হয় না ; তপস্বী তপস্তা করেন না । প্রজাকুল ক্ষীণ ভরাভুজ
 এবং অন্নকন্ঠে হস্তলী । ১৯

হে বিপ্রবর । এইরূপ বিপ্রব প্রবৃন্ত হইয়াছে, এখন যাবৎ দৈত্যগণ রসাতল
 হইতে উদ্ধৃত হইয়া আমাদেরগকে শোভা না দেয়, তন্মধ্যে উদ্ধার করুন । ২০

দক্ষ । চক্ৰের প্রতি প্রসন্ন হউন, তপোবলে তাঁহাকে পূর্ণ করুন ; চক্ৰ পূর্ণ
 হইলে, সমস্ত অগ্নতই প্রকৃতিস্ব হইবে । ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; তখন অশ্বনন্দন দক্ষ, দেবগণের এই কথা শুনিয়া
 তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে শল্যোদ্ধার করত তাঁহাদিগকে বলিলেন : চক্ৰের
 প্রতি আমার যে শাপ-বাক্য নির্গত হইয়াছে, আমি কোম নিদান বরিষাই
 তাহা মিথ্যা করিতে পারি না । ২২-২৩

কিন্তু আমার বাক্যও একান্ত মিথ্যা না হয়, অথচ চক্ৰও বুদ্ধি পাইতে থাকে
 এরূপ উপায় দেখ । ২৪

তাহাতেও এইমাত্র উপায় আছে ; চক্ৰ, সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার
 করুক, তবে একপক্ষ ক্ষত ও একপক্ষ বুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । ২৫

হে ত্রিজগৎ । দক্ষ এই কথা বলিলে, তাঁহার সেই কথা শুনিয়া এবং সেই—
 প্রজাপতি দক্ষকে প্রসন্ন করিয়া সুরগণ, সকলেই চক্ৰমা যথার ছিলেন তথায়
 গমন করিলেন । ২৬

এবমুত্তে তু বচনে নক্ষত্রমুনিনা বিজ্ঞাঃ ।
 অথ চন্দ্রঃ সমাধায় ভাষ্যান্তিঃ সহিতঃ তদা ।
 অমুত্তে ব্রহ্মভবনং মুদিতাঃ সুরসন্তযাঃ । ২৭
 তত্র গতা মহাভাগা যথা নক্ষত্র ভাষিতম্ ।
 তং সৰ্ব্বং কথয়ামাসুত্রাক্ষণে পরমাঙ্গনে ॥ ২৮
 ব্রহ্মা নক্ষত্রচঃ ব্রহ্মা দেবানাং বধনাত্মক ।
 চন্দ্রভাগঃ মহাঠৈলঃ অগ্নায় সহিতঃ সূরৈঃ । ২৯
 তত্র গতা সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রজানাং হিতকামক ।
 প্রাপয়ামাস শুভ্রাং শুং বৃহল্লোহিতপুঙ্করে । ৩০
 ভূতভব্যভবজ্ঞানঃ পূৰ্ব্বমেব পিতামহঃ ।
 এতদর্থককাত্তা সুরঃ পূৰ্বং জগদুত্তমঃ । ৩১
 তত্র প্রাপ্তস্য জ্ঞাতোহু নীরোগতঃ প্রজাভূতে ।
 চিরামুষ্ঠৈক সত্ততং বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকে ॥ ৩২
 তত্র প্রাপ্তস্য চন্দ্রস্য শরীরাত্তৎকণং গদঃ ।
 রাজমক্ষা নিঃসসার পূৰ্ব্বরূপো যথোদিতঃ ॥ ৩৩
 নিঃসৃত্য রাজমক্ষাপি ব্রহ্মাণক জগৎপতিম্ ।
 প্রণয়ামহং কিং করিষ্যে ক গচ্ছামি ত্যুবাচ তম্ ॥ ৩৪
 স্থানং পতীক লোকেশ কৃত্যং মম সনাতনম্ ।
 নিদেশয়ানুকণং মে শঙ্কো ত্বং জগতাং যতঃ ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাপি তং পুষ্ঠৈঃ নিরীক্ষ্যানুং শরীরটৈঃ ।
 অমৃতৈস্তেনাতিভুজৈঃ কীণকাপি নিশাপতিম্ ॥ ৩৬

অনন্তর ভাষ্যাগণ পরিবৃত্ত চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সেই সুরবরসমূহ কুষ্ঠেচিহ্নে ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন । ২৭

মহাভাগগণ, তথায় গমন করিয়া নক্ষত্র কথিত সমস্ত কথাই পরমাঙ্গনা ব্রহ্মার নিকট বলিলেন । ২৮

ব্রহ্মা, দেবগণের প্রমুখ্যৎ নক্ষত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সুবিশুদ্ধ চন্দ্রভাগ পূৰ্ব্বভে গমন করিলেন । ২৯

সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, তথায় গমন করিয়া প্রজাগণের হিত-কামনায় লোহিত নামক বৃহৎসরোবর-জলে চন্দ্রকে স্থান করাইলেন । ৩০

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানজ্ঞানসম্পন্ন জগৎপ্রভু পিতামহ, এইজন্মই পূৰ্ব্বে এই স্থানে এই অলপূৰ্ণ সরোবর সৃষ্টি করেন । ৩১

সেই লোহিত নামক বৃহৎ সরোবরে স্থান করিলে, প্রাণী রোগ-মুক্ত এবং চিরজীবী হয় । ৩২

তথা স্থান করিবারাত্র চন্দ্রেয় শরীর হইতে তৎকণাৎ রাজমক্ষা কোমল নির্গত হইল ; তখন আবার তাঁহার পূৰ্ব্বেয় জ্ঞান রূপ প্রকাশ পাইল । ৩৩

রাজমক্ষা, নিঃসৃত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণামপূৰ্ব্বক বলিল,—আমি কি করিব ? কোথায় যাইব ? ৩৪

হে লোকেশ ! আপনি ত্রিগুণের সৃষ্টিকর্তা, অতএব আপনি আমার অনুরূপ ভাষ্যা, বাসস্থান এবং চিরন্তন কর্তব্যকার্য্য হির করিয়া দিন । ৩৫

দোৰ্ভিঃ স্বয়ং তং গৃহীত্বা গিরৌ নিলিপিত্ব বৈ মুহুঃ ।
 অমৃতং গালয়ামাস শরীরাদ্রাজ্যম্মনঃ ॥ ৩৭
 অমৃতানি চ যান্তাণ্ড গালিতানি তদা জলে ।
 ক্ষীরোদস্ত স চিক্ষেপ যথো বভূসি লোকভুং ॥ ৩৮
 তন্মাদস্ত্যমৃতাদিন্ধোঃ কলাঃ ক্ষীণাস্ত য়াঃ পূবা ।
 তাসাং জত্রাহ লবণচূর্ণান্ কীরোদসাগরাং ॥ ৩৯
 কলামাত্রাবশেষস্ত সংসর্গাদ্রাজ্যম্মনঃ ।
 ক্ষীণাঃ কলাঃ পঞ্চদশ য়াঃ পূৰ্বমমৃতাবিকাঃ ॥ ৪০
 তা রাজ্যম্মগৰ্ভস্থান্চূর্ণীভূতাস্ত শীভৃয়া ।
 তেজোজ্যোৎস্নাস্থাভিস্ত নিবদ্ধং যং কলাপতেঃ ॥ ৪১
 শরীরং ভল্লিহা ভূতং গৰ্ভস্থং রাজ্যম্মনঃ ॥ ৪২
 জ্যোতিশ্চূর্ণমমৃতং জ্যোৎস্না স্তীনা রাজাদিম্মপি ।
 লবীভূতাঃ সুধাঃ সৰ্বা গৰ্ভে রোগস্ত চ স্থিতাঃ ॥ ৪৩
 সস্তা নির্গালয়ামাস সুধাং ব্রহ্মা যন্ত্ৰান্তরাং ।
 তদা জ্যোৎস্নাস্থাজ্যোতিঃ সৰ্বং তন্মাদহির্গতম্ ॥ ৪৪
 ক্ষীরোদসাগরে ক্ষিপ্তং তৎসৰ্বং বিধিনা তদা ।
 পেষান্ গিরৌ পরিতাজ্য স্বয়ং গত্বা ক্রতং ততঃ ॥ ৪৫
 ততোহমৃতানি প্রক্ষাল্য কলাচূর্ণানি যাবিভিঃ ।
 জ্যোৎস্নাক্ষাপ্যাকগামান্ত গৃহীত্বা তদ্রয়ং গিরিয্ ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, ব্রহ্মা, রাজ্যম্মাকে চক্রেয় শরীর-স্থিত অমৃতপানে পরিপুষ্ট এবং চক্রেকে ক্ষীণ দেখিলেন । ৩৬

বাহুগল দ্বারা তাহাকে ধারণপূর্বক বারংবার পর্বতে নিলীড়ন করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেই রাজ্যম্মার দেহ হইতে অমৃত বাহির করিয়া লইলেন । ৩৭

লোকপালক ব্রহ্মা সেই বহিষ্কৃত অমৃত অমৃত, ক্ষীরোদসাগরে জলমধ্যে গোপনে নিক্ষেপ করিলেন । ৩৮

পূৰ্বে চক্রেয় কলাসকল ক্ষীণ হইয়াছিল, এখন ব্রহ্মা সেই ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষিপ্ত অমৃত হইতে তিস তিস কলাচূর্ণ গ্রহণ করিলেন । ৩৯

রাজ্যম্মারোগ-প্রভাবে কলামাত্রাবশিষ্ট চক্রেয় যে অমৃতময়ী পঞ্চদশকলা ক্ষয় পাইয়াছিল, তাহা রাজ্যম্মারই গৰ্ভে ছিল । ৪০

এখন নিলীড়ন বশে তৎসমস্ত চূর্ণ হইয়া যাইল । তেজ, জ্যোৎস্না এবং অমৃত এই তিন শদার্থময় । চক্রে-শরীর, তিনভাগে বিভক্ত হইয়া রাজ্যম্মার গৰ্ভে থাকে । ৪১-৪২

জ্যোতি চূর্ণ হইয়াছিল, জ্যোৎস্না রাজ্যম্মা-দেহে স্তীন হইয়াছিল, আর অমৃতবাণি ব্রহ্মভাবে উক্ত রোগের উপরে ছিল । ৪৩

ব্রহ্মা যখন রোগের উপর হইতে অমৃত বাহির করেন, তখন কেবল অমৃত নহে—জ্যোৎস্না, জ্যোতি এবং অমৃত, সকলই বাহির হইয়াছিল । ৪৪

তখন বিবি তৎসমস্তই ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষেপ করেন । অনন্তর বিধাতা দেবগণকে পর্বতে ছাড়িয়া স্বয়ং সত্ত্বর ক্ষীরোদসাগরে গমন করেন । ৪৫

কীরোদাদ্গিরিমাংসাদ চক্রভাগং তদা বিধিঃ ।
দেবমৰ্য্যে কলাচূর্ণং সুধাজ্যোৎস্না কুবীৰিষং ॥ ৪৭
সংস্থান্য তদ্বৎ ত্রক্ষা দেবানাং মধ্যতঃ স্থিতঃ ।
জগাম রাজযক্ষাণং তৎস্থানাদি নিদেখয়ন্ ॥ ৪৮

ব্রহ্মোবাচ—

সৰ্ব্বদা যো দিব্যরাত্রৌ সন্ধ্যায়াম্ বনিতাবৃতঃ ।
সেবতে সুরভং তন্মিহ্ন রাজযক্ষন্ বসিষ্ঠসি ॥ ৪৯
প্রতিস্থায়-শ্বাসকাস-সংযুক্তো মৈথুনং চরেৎ ।
স তে প্রবেশঃ সততং স্নেহপশু তথাবিধঃ ॥ ৫০
তুক্ষ্মায়া যত্ন্যপুত্রী য়া ভবতঃ সদৃশী শুভৈঃ ।
স্যা তেহস্ত ভাৰ্য্যা সততং ভবন্তমনুযাস্ততি ॥ ৫১
ক্ষীণত্বং ভবতঃ কৃত্যং ততত্ত্বং বিষয়ং কুরু ।
ক্রতং গচ্ছ যথাকামং চক্রাং ত্বং বিমূৰ্খো ভব ॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বিমূৰ্খো বিধিনা রাজযক্ষা মহাগদঃ ।
পশুভাং সৰ্ব্বদেবানাং মন্ত্ৰজ্ঞানং জগাম হ ॥ ৫৩
অন্তর্হিতে মহারোগে ত্রক্ষা লোকপিতামহঃ ।
চক্রং সমগ্রায়ামাস কলাপকদলৈবিতম্ ॥ ৫৪
তেন কীরোদধৌ তেন সুধাপুগেন চান্নভুঃ ।
সজ্যোৎস্নৈস্ত কলাচূর্ণৈঃ পূৰ্ব্ববচ্চাকরোদ্রিখম্ ॥ ৫৫

তৎপরে অমৃত, কলাচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না—এই তিন বস্তুই সমুদ্রে প্রক্ষালন-পূর্বক গ্রহণ করিয়া সেই পর্বতে আগমন করিলেন । ৪৬

বিধি, কীরোদসমুদ্র হইতে চক্রভাগ পর্বতে আসিয়া দেবগণের মধ্যে কলাচূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না স্বাগন করিলেন । ৪৭

ত্রক্ষা দেবগণের মধ্যে সেই তিন বস্তু রাখিয়া রাজযক্ষার বাসস্থানাদি কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন । ৪৮

যে ব্যক্তি, দিবা রাত্রি, সন্ধ্যা—সকল সময়েই রুমণীতে আসক্ত হইয়া সুরভসেবা করে, হে রাজযক্ষন্ ! তুমি তাহার শরীরে বাস করিবে । ৪৯

যে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠায় রোগ, শ্বাসরোগ, কাসরোগ বা স্নেহরোগযুক্ত হইয়া মৈথুনাসক্ত হয়, তুমি, তাহাতে প্রবেশ করিবে । ৫০

তুক্ষ্মানায়ী যত্ন্যকন্ধ্যা, শুভে তোমার অনুকম্পা ; সেই তোমার ভাৰ্য্যা হউক ; সে তোমার সতত অনুগামিনী হইবে । ৫১

ক্ষীণতাই তোমার কৰ্ত্তব্য কর্ম ; তুমি যথায় থাকিবে, তাহার ক্ষীণতা করিবে, এখন সত্বর যথেষ্ট স্থানে গমন কর, চক্রে প্রতি বিমূখ হও । ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহারোগ রাজযক্ষা ত্রক্ষার নিকট এইরূপ বিদায় পাইয়া সৰ্ব্বদেবগণসমক্ষে অর্পিত হইল । ৫৩

সেই মহারোগ অন্তর্হিত হইলে পর, লোক-পিতামহ ত্রক্ষা, কলামাত্রাব-লিষ্ট চক্রে পঞ্চদশ কলার দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন । ৫৪

অর্বাং স্বয়ম্ভু, সেই সেই অমৃতরাশি জ্যোৎস্না এবং কলাচূর্ণ দ্বারা চক্রে পূর্বক করিলেন । ৫৫

স যোড়শকলাপূর্ণঃ পূৰ্ববদ্বিবভৌ যদা ।
চলন্তদা সৰ্বমেবা যুগন্তস্য দৰ্শনাৎ ॥ ৫৬
অথ চলন্তদা পূৰ্ণঃ প্রবিশত্য পিতামহম্ ।
উবাচেনং সুরসদোষধাগো নাতিহৰ্ষিতঃ ॥ ৫৭

সোম উবাচ—

ন ত্যাম^১ পূৰ্ববদ্ ব্রহ্মহরীরে সম বৰ্ত্ততে ।
ন বীৰ্য্যঃ বা তথোৎসাহো নিষীদন্ত্যঙ্গসদৃশঃ ॥ ৫৮
নোৎসাহে পূৰ্ববচ্ছেষ্টাৎ বিধাতুং সুতরামহম্ ।
চেষ্টাহীনস্তনুদিনং বৰ্ত্তেতং কেন লোককৃৎ ॥ ৫৯

ব্রহ্মোবাচ—

গ্রস্তস্ত যক্ষণা সোম যদভুদঙ্গসদৃশঃ ।
পূৰ্ব্বং বিশীর্ণা ভবতন্তংপূৰ্ণম্ভবন্ত হি ॥ ৬০
অধুনা ভবতো দেহচূৰ্ণং নিঃসারিতং যদা ।
লবীকৃৎ লামৃতজ্যোৎস্নামভুতসং রাজযক্ষণঃ ॥ ৬১
তেষাং প্রকালনবিধৌ লবণৌ যৎস্থিতং জলে ।
জ্যোৎস্নাশ্চ সূৰ্য্যশ্চ তেন হীনো ভবান্ বভূবুঃ ॥ ৬২
ভাতোহঙ্গসদৃশো রাজংস্তব সৌদন্তি সাম্প্রতম্ ।
ভযোনাহং বিধাতামি যদা নার্ত্তিং লভেস্তবান্ ॥ ৬৩
প্রাকাপত্যঃ পুরোভাশো হবনীয়ঃ পুরোহধ্বরে ।
ঐলজ্জতোহনু চাগ্নেয়ঃ প্রদেয়ঃ সৰ্ব্বতঃ ক্রতো ॥ ৬৪

যখন চল, যোল কলাপূর্ণ হইয়া পূৰ্ববৎ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, তখন দেবগণ, তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । ৫৬

অনন্তর পূর্ণচল, পিতামহকে প্রণাম করিয়া সুর-সভামধ্যে অনতি-হ্রস্ব-চিহ্নে তাঁহাকে বলিলেন । ৫৭

সোম বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! আমার শরীরে এখন পূৰ্বের ত্য্য আহা নাই, বীৰ্য্য নাই, উৎসাহ নাই ; অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িতেছে । ৫৮

আমি পূৰ্বের ত্য্য চেষ্টা (গমনাদি) করিতে পারিতেছি না ; প্রত্যহ এইরূপে চেষ্টাহীন হইয়া থাকিব কিরূপে ? ৫৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—চল । যক্ষা-রোগ-গ্রস্ত হওয়াতে তোমার অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই । ৬০

আমি, এখন, রাজ-যক্ষার উদর হইতে তোমার যে দেহচূৰ্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না নিঃসারিত করিলাম । ৬১

সেই চূৰ্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্নার প্রকালনসময়ে যে কিছু অংশ জলে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তোমার শরীরে নাই । ৬২

এই অশুই হে রাজন্ । এখন তোমার অঙ্গসন্ধি সকল অবসন্ন । যাহা হঠক, বাহাতে তোমার কষ্ট দূর হইবে, তাহার উপায় কীৰ্ত্তন করিতেছি । ৬৩

যক্ষ প্রথমে প্রাকাপত্য, তৎপরে ঐল, তৎপরে আগ্নেয় পুরোভাশ আহুতি দিবে ; সকল যক্ষই এই নিয়ম । ৬৪

ততো নু ভবতো ভাগঃ পুরোডাশো যজ্ঞা কৃতঃ ।
 তেন ভাগেন ভুজেন নিত্যং যজ্ঞকৃতেন হি ।
 পূর্ববৎ তে সমুৎসাহঃ স্যাম বীৰ্য্যং ভবিস্থতি । ৬৫
 যে চামৃতকণাস্তোয়ে কীরোদস্ত হিতান্তব ।
 শরীরচূর্ণং বা যজ্ঞে জ্যোৎস্নাকাপি যে লবাঃ ।
 তৎসৰ্বং ভবতো জ্যোৎস্নাযোগাদনুদিনং বিধো ।
 হৃদ্ধিঃ স্বাস্থ্যতি সত্যতঃ কীরসামরগৰ্ভগম্ । ৬৬
 যারোচিসেহস্তরে প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে শঙ্করাংশজঃ ।
 দুৰ্ব্বাসা ভবিতা বিপ্রঃ প্রচ্যুতশ্চতুৰ্ভানুৎসহঃ । ৬৭
 স দেবেশ্রুতাবিনষ্টাচ্ছাপং সস্তা সুনাক্ষগম্ ।
 করিস্থতি ত্রিভুবনং নিঃশ্রীকং সমুদ্রাসুৰম্ । ৮
 শ্রিয়া হীনে ততো লোকে ভবিতা লোকবিপ্রবঃ ।
 যথা ভব কয়াং সোম শ্রুতঃ সৰ্ববিপ্রবঃ । ৬৯
 তন্মানুষপ্রমাণেন তৃতীয়ে তু কৃতে যুগে ।
 ভবিস্থতি স্বাস্থতি চ স্বাবদ্ যুগচতুষ্টয়ম্ । ৭০
 ততশ্চতুৰ্থে সম্প্রাপ্তে সহ দেবৈঃ কৃতে যুগে ।
 কীরোদং নির্মথিস্থামঃ শঙ্কুবিকুরহং তথা । ৭১
 মন্থানং মন্থরং কৃতা নেত্রং কৃতা তু বাসুকিম্ ।
 যজ্ঞভাগেনু হীনেনু দেবার্ণাৰ্থং যজ্ঞং ততঃ ।
 মথিস্থামঃ সমং দেবৈঃ কীরোদং সহ দানৈবৈঃ । ৭২

তাহার পর, তোমার ভাগের পুরোডাশ : আমি এই নিয়ম করিয়াছি ।
 সেই যজ্ঞীয় ভাগ নিত্য ভোজন করিলে তোমার পূর্ববৎ উৎসাহ, স্থিতিশক্তি
 এবং বীৰ্য্য ইহবে । ৬৫

কীরোদমাগরের জলে তোমার যে সকল অমৃতাত্ম দেহচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না-
 কণা বর্জমান আছে, হে শশধর ! তৎসমস্তই তোমার জ্যোৎস্নাসংসর্গে প্রত্যহ
 বাড়িতে থাকিবে । ৬৬

যারোচিস-মরুস্তরের দ্বিতীয় সত্যযুগে শঙ্করের অংশ-সমুত্ত, প্রচ্যুত মার্ভত-
 সদৃশ উগ্র-স্বভাবসম্পন্ন দুৰ্ব্বাসা নামে এক ব্রাহ্মণ হইবেন । ৬৭

তিনি দেবরাজের হৃদ্বিনব বশতঃ তাঁহাকে নিদাক্ষণ শাপ দিয়া সুদাসুর-
 পরিবৃত্ত ভুবনহস্তলোকে শ্রীহীন করিবেন । ৬৮

হে চন্দ্র ! তোমার কয়ে এমন যেমন লোকবিপ্রব হইয়াছে, সমস্ত জগৎ
 শ্রীহীন হইলে, এইরূপ লোক-বিপ্রব হইবে । ৬৯

তৃতীয় সত্যযুগে এ ঘটনা হইবে ; মনুষ্য-প্রমাণে চারি যুগ এইরূপ বিপ্রবাবস্থা
 থাকিবে । ৭০

অনন্তর চতুর্থ সত্যযুগ আসিলে, আমি শিব এবং বিষ্ণু—আমরা দেবগণ
 সমভিব্যাহারে কীরোদমাগর মন্থন করিব । ৭১

যজ্ঞভাগহীন হইলে আমরা দেবগণের ক্ষুদ্র মন্থরপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও
 বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া দেব-দানব সমভিব্যাহারে কীরোদমাগর মন্থন
 করিব । ৭২

তুচ্ছরীয়ায়ুতমিদং সংস্থিতং কীরসাগরে ।
 তৎ প্রমথ্য গ্রহীত্বাশো রাশীভূতং তথা ক্ষয়ম্ । ৭৩
 সর্বৌষধাভ্যন্তরে কৃত্বা তুচ্ছরীয়ে তথা ক্ষয়ম্ ।
 ক্ষেপ্যামঃ সাগরজলে শতৌষধিঃ বিধো তব । ৭৪
 নির্মথ্য সাগরং পশ্যাৎ সমুদ্রার্থা যদায়তম্ ।
 তদা তব বপুস্তন্নিম্ন পূর্ববৎ সন্তবিত্ততি । ৭৫
 ত্তজোবীৰ্য্যাসুতং কাস্তমক্ষয়ক সুধাক্ষয়ম্ ।
 দৃঢ়াসন্ধিকং চাকু ভবিত্ততি বপুস্তব । ৭৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সুধাংগমেবমাভাশ্চ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
 বিধোঃ ক্ষয়্যার মাসার্দ্ধং বৃদ্ধয়ে যত্ববানভুঃ । ৭৭
 যথা দক্ষেন গদিতং মাসার্দ্ধং যাকু চন্দ্রমাঃ ।
 ক্ষয়ং বুদ্ধিক্ষ মাসার্দ্ধং যত্বং তত্রাকরোবিনিঃ । ৭৮
 ততঃ যোড়শচন্দ্রঃ সুরকেন্দ্রো বিচক্ষবান্ ।
 বিভজ্য চ সুরান্ সর্বান্ সমুবাচেনমুক্তমম্ । ৭৯
 কলাঃ যোড়শ চন্দ্রস্ত তত্রৈকা শত্ববৃদ্ধিনি ।
 তিষ্ঠত্মাবধি পরা ক্ষয়ং যাকু ক্ষয়ং বিনিঃ । ৮০
 ক্ষয়েণ যদি রোগেন মাসার্দ্ধং দক্ষবাক্যতঃ ।
 ক্ষয়্যার পীড়ান্তে চন্দ্রো নোপশান্তিস্তদা ভবেৎ । ৮১
 কিং তস্ম হা কলা শস্তৌ জগৎপরা পশ্যতু তাং প্রতি ।
 চতুর্দশকলাসংস্থাঃ প্রতিমাসং সুরোত্তমাঃ । ৮২

এই তোমার শরীরায়ুত, যাহা কীরসাগরে রহিল ; রাশীভূত এই অক্ষয়-
 সুধা—মহন করিয়া গ্রহণ করিব । ৭৩

চন্দ্র । তোমার এই দেহকে পুষ্ট করিবার জন্য সর্বৌষধি দ্বারা বেষ্টিত
 করিষ্ঠা ইহাকে সাগর-জলে নিক্ষেপ করিব । ৭৪

আমরা সাগরমস্থন করিয়া যখন অমৃত উত্তোলন করিব, তখন তোমার
 দেহ পূর্ববৎ হইবে । ৭৫

তখন তোমার দেহ, তেজো-বীৰ্য্য-সম্পন্ন, অক্ষয় সুধাময় এবং দৃঢ়সন্ধি-যুক্ত
 হইবে । ৭৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা সুধাংগকে এই কথা বলিয়া
 তাঁহার এক পক্ষে ক্ষয়, আর এক পক্ষে বুদ্ধি—ইহার জন্য যত্নবান হইলেন । ৭৭

চন্দ্র একপক্ষ ক্ষয় পাইবে, আর একপক্ষ বুদ্ধি পাইবে, নক্ষ এই কথা বলিয়া-
 ছিলেন, বিধাতা তাহা ব্রহ্মা করিতে যত্নবান হইলেন । ৭৮

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে যোলভাগে বিভক্ত করিলেন ; বিভাগ করিয়া
 সমস্ত সুরগণকে এই উত্তম কথা বলিতে লাগিলেন । ৭৯

চন্দ্রের যোলকলা ; তন্ত্রোধো এক কলা অষ্টাবধি শিবের মন্তকে থাকে ; আর
 অন্য সমস্ত কলা, বিনি বক্ষারোগে ক্ষয় পাইবে । ৮০

যদি চন্দ্র, দক্ষের বাক্যে, একপক্ষকাল, ক্ষয়রোগে পীড়িত হইয়া কীণ হয়,
 তাহা হইলে আর ইহার শান্তি হইবে না । ৮১

হে সুরবরগণ । প্রতিমাসের প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত চতুর্দশদিনে

চতুর্দশকলাসংস্থানুত্তানি শিবস্ত বৈ ।
 প্রতিপত্তিধিমাৰুত্যা ভবন্তস্তাং চতুর্দশীম্ ॥ ৮৩
 ভোজোভাগাঃ সূর্য্যবিষয়ং চতুর্দশতিথৌ ক্রমাৎ ।
 প্রবিশন্ত কক্ষং দেবং কৃষ্ণপক্ষে বিধোর্জবেৎ ॥ ৮৪
 যাতু শেষা কলা দর্শে হরিৎপক্ষে পলায়িতা ।
 তিষ্ঠতু প্রথমে ভাগে তিথৌ শুক্লাং নিশাপতেঃ ॥ ৮৫
 দ্বিতীয়ে দর্শভাগে তু রোহিণ্যা যাতু মন্দিরম্ ।
 তৃতীয়ে তু সরস্বত্যাং রাভা সমুখিতো বিধুঃ ॥ ৮৬
 চতুর্থে বলসম্পূর্ণতিথিভাগে বিভাবসোঃ ।
 মত্তলং যাতু চন্দ্রোহয়ং সন্ধিস্বরথঘোটকঃ ॥ ৮৭
 যাবৎ কালেন হি কলা প্রথমা ক্ষয়মাশ্নুয়াৎ ।
 এবমেবং কৃষ্ণপক্ষে ভাবৎ সা প্রতিপদু ভবেৎ ॥ ৮৮
 দ্বিতীয়াদৌ কৃষ্ণপক্ষে বৃদ্ধিক্রাসস্তথাবিধঃ ।
 তিথীনাং বৃদ্ধিহেতুশ্চ শুক্রে কক্ষে তথা ভবেৎ ॥ ৮৯
 শুভঃ পুনঃ শুক্লপক্ষে যাবৎ পূর্ব্বকলোদিতা ।
 বৃদ্ধিং নৈতি ভবেত্তাবৎ প্রতিপত্তিধিরানিতঃ ॥ ৯০
 ভতো দ্বিতীয়াভাগস্ত যা জ্যোৎস্না চরমূর্দ্ধনি ।
 দ্বিত্যা^১ যা বৈ কলা যাতু গতা সা পুনরেষতি ॥ ৯১
 বৃষাতিষ্ঠ ভবেৎ শেয়মবু ভং যদিহে দিনে ॥ ৯২
 তদ্বিতীয়াদিত্তিথিভিঃ পূর্ণাষ্টাভিঃ সনৈব হি ।
 স্বয়মুৎপৎস্ততে চন্দ্রো জ্যোৎস্নাযোগাৎ সুরোজমাঃ ॥ ৯৩

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রের চতুর্দশ কলার জ্যোৎস্না শিবমন্তকস্থিত শশিকলাতে গমন করিবে ; অমৃত তোমরা পান করিবে । ৮২-৮৩

ভোজোভাগ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইবে । কৃষ্ণপক্ষে, এইরূপ চন্দ্রকর হইবে । ৮৪

চন্দ্রের অবশিষ্ট এক কলা অমাবস্যাতিথির প্রথমভাগে হরিৎপক্ষে লুকাইয়া থাকিবে । ৮৫

দ্বিতীয় ভাগে রোহিণীতে গমন করিবে ; তৃতীয়ভাগে কলাবশিষ্ট বিধু-কলা সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া সমুজ্জ্বল হইবে । ৮৬

আর চতুর্থভাগে বলসম্পন্ন চইয়া নিজমণ্ডল ও রথ-ঘোটক-সমভিব্যাহারে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবে । ৮৭

প্রথম কলার ক্ষয় যতক্ষণে হয়, ততক্ষণেই কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ । কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া প্রভৃতির ক্ষয়-বৃদ্ধিও কলাক্ষয়ের সময়-তারতম্য অনুসারে হইয়া থাকে । এই অমৃত তিথিসকলের হ্রাসবৃদ্ধি শুক্রে, কৃষ্ণ—উভয়পক্ষেই হইয়া থাকে । ৮৮ ৮৯

তৎপরে যে সূর্য্যাস্ত প্রথম কলা উদয় হইতে থাকে, দ্বিতীয় কলার উদয় না হয়, তাবৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ, অনন্তর শিবলিরোত্ত্বয়ন শশিকলাতে অবস্থিত দ্বিতীয় ভাগাধির জ্যোৎস্না ক্রমে পুনরাশ্রয় আপত্ত হইবে ; তোমরা কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ যে অমৃত পান করিবে । ৯০-৯২

১। দ্বিতীয়াং বৈ কলায়াং তু—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যথা দিনে দিনে ভাগাঃ ক্ষয়ং যান্তি তথা বিধোঃ ।
 বুদ্ধিং গচ্ছত্যনুদিনং তুরূপক্ষেহবহং সূরাঃ ॥ ১৪
 তেজোভাগঃ সূর্য্যবিদ্যাং পুনরেষব সম্যক্ৰতি ।
 প্রযাস্ততি কৃষ্ণপক্ষে যথা ভাগক্রমং তথা ॥ ১৫
 জ্যোৎস্না হরশিরশ্চন্দ্রাং প্রতাহং পুনরেষতি ।
 তেজোভাগঃ সূর্য্যবিদ্যানমৃতং বর্ধতি যযম্ ॥ ১৬
 এবং বুদ্ধিঃ তুরূপক্ষে সূর্য্যংশোঃ সন্তুবিযুতি ।
 পক্ষয়োঃ তুরূকৃষ্ণং চন্দ্রবুদ্ধিকরাদ্ ভবেৎ ॥ ১৭
 যাবৎ কালেন যো ভাগঃ ক্ষয়ং বুদ্ধিঞ্চ যাস্ততি ।
 তাবৎ কালমভিব্যাপ্য তিথিঃ যাস্ততি সা পুনঃ ॥ ১৮
 চিরেন বুদ্ধির্যদি বা ক্ষয়ো বা, ভ্রুতেন বুদ্ধির্যদি বা ক্ষয়ো বা ।
 ক্রতাতিথীনাস্ত সদা ক্ষয়ঃ স্ফাচ্ছিরস্ত বুদ্ধিস্তিথিবু প্রবেশে ॥ ১৯
 হব্যং কব্যঞ্চ চন্দ্রেন বিমল ন সন্তুবিযুতি ।
 ভ্রূতাস্তয়োঃ প্রবুদ্ধ্যর্থং চন্দ্রং বক্ষন্ত দেবতাঃ ॥ ১০০
 আশ্বাসনীয়ঃ ভজারতঃ কলাদেশেষানুমানতঃ ।
 অমাবাস্তাপরার্ধে তু পিতৃভী রোহিণীগৃহে ॥ ১০১
 তমৈশ্বার্যাদনাং কব্যং বুদ্ধিং যাস্ততি চাবহম্ ।
 তেন কব্যেন পিতৃদত্তপুত্রং যাস্ততি বৈ পরাম্ ॥ ১০২

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ । চন্দ্র তুরূপক্ষের দ্বিতীয়াদি তিথিতে তৎসমস্ত দ্বারা এবং
 জ্যোৎস্নাযোগে পূর্ণ হইতে থাকিবে । ১৩

যেমন কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ নিকলা ক্ষয় পাইতে থাকে, হে দেবগণ । সেইরূপ
 তুরূপক্ষে প্রত্যহ বুদ্ধি পাইতে থাকে । ১৪

তুরূপক্ষে চন্দ্রের তেজোভাগ সূর্য্যমণ্ডল হইতে পুনরায় সমাগত হইবে ।
 আর কৃষ্ণপক্ষে ক্রমানুসারে তাহা সূর্য্যমণ্ডলে সম্ভূত হইতে থাকিবে । ১৫

শিব-শিরো-ভূষণ-নিকলা হইতে জ্যোৎস্না পুনরায় আসিবে । তেজো-
 ভাগ, সূর্য্যমণ্ডল হইতে আসিবে আর অমৃত যযং উৎপন্ন হইবে । ১৬

তুরূপক্ষে এইরূপ চন্দ্রের বুদ্ধি হইবে । চন্দ্রের বুদ্ধি-ক্ষয় অনুসারেই তুরূপক্ষ
 আর কৃষ্ণপক্ষ এই বিবিধ নাম হইয়াছে । ১৭

যে ভাগ, যতক্ষণে ক্ষয় বা বুদ্ধি পাইরা চরমাবস্থাতে উপনীত হইবে, সেই
 ভাগ-সংখ্যানুসারে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত তিথির পরিমাণ ততক্ষণ হইবে । ১৮

যদি শীঘ্র কলার বুদ্ধি বা ক্ষয় হয়, অথবা যদি বিলম্বে কলার বুদ্ধি বা ক্ষয়
 হয়, তাহা হইলে, শীঘ্র ক্ষীণ বা বৃদ্ধ কলার অনুসারী তিথি অল্পপরিমাণ, আর
 বিলম্বে ক্ষীণ বা বৃদ্ধ কলার অনুসারী তিথি দীর্ঘপরিমাণ হয় । ১৯-২১

চন্দ্রব্যতীত হব্য-কব্য হয় না ; অতএব হব্য-কব্যের বুদ্ধির ক্ষয় দেবগণ
 চন্দ্রকে বক্ষা করুন । ১০০

আর পিতৃগণ প্রতিরাসে অমাবস্যার অপরাহ্নে কলাবশিষ্ট চন্দ্রকে রোহিণী-
 গৃহে ভোজন করিবেন । ১০১

তদাশ্বাদনে প্রত্যহ কব্য বুদ্ধি হইবে ; সেই কব্য দ্বারা পিতৃগণ পরম তৃপ্তি-
 লাভ করিবেন । ১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

উতঃ সুবর্ণাঃ সৰ্ব্বাঃ যথোক্তাঃ বিবিনা তথা ।
 চক্ৰলোকহিতার্থায় চক্ৰস্ত কল্পবৃক্ষয়ে ॥ ১০৩
 মহাদেবোহপি চক্ৰাৰ্দ্ধং স্বৰূপং পরমাশ্রয়ঃ ।
 জগ্ৰাহ দেবৈর্বিবিনা শিরসা মুখিতো ভৃগু ॥ ১০৪
 যন্তেকঃ পরমং নিত্যমজমব্যাসমকল্পম্ ।
 তৎস্বরূপা চক্ৰকলা শাপতন্তু ক্ষরং গতা ॥ ১০৫
 প্রবিশতি বলা জ্যোতিরানন্দমজবং পরম ।
 যোগিনস্ত তদা তেষাং চিস্তনং লীনমেচ্ছতি ॥ ১০৬
 মহাদেবশিরঃসংস্থে লীনে চিত্তে মুখানিধৌ ।
 চক্ৰধারা ভবেচ্ছক্তিৰিত্যেবং বৈদিকী ক্রুতিঃ ॥ ১০৭
 এতচ্ জাগ্ৰা মহাদেবঃ কব্জল্যবিনাকৃতম্ ।
 হিতায় সৰ্বলোকানাং জগ্ৰাহ শিরসা বিধুম্ ॥ ১০৮
 চক্ৰজ্যোৎস্নাসমায়োগাদৌষধা যালি বৃক্ষয়ে ।
 সৰ্বৌষধীষু বৃক্ষাসু প্রবর্তন্তে ভতোহধ্বরাঃ ॥ ১০৯
 অধ্বরেষু প্রবৃত্তেষু হান যান্ ভাগাংস্ত দেবতাঃ ।
 শরিগৃহুতি পিতৃবস্তৃধা কৰ্যানি ভূরিণঃ ॥ ১১০
 অমৃতং ব্রহ্মণা নৃকৈঃ যজ্ঞদেভ্যঃ পুরাতনম্ ।
 তেন ভূপাতি হীনা য়ে হব্যভাগেন দেবতাঃ ॥ ১১১
 যজ্ঞোপায়াশ্চিতং তচ্চ জ্যোৎস্নাভির্দৃষ্টিমেতি বৈ ।
 যজ্ঞজ্যোৎস্না বিনাভূতং তচ্চ স্যাৎ কীণমশ্রুতম্ ॥ ১১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—অনন্তর, দেবগণ সকলে লোকহিতের জন্য চক্ৰের কল্প-
 বৃক্ষ বিষয়ে অশ্রয়ার আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিলেন । ১০৩

দেবগণ ও ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রার্থনা করিলে, মহাদেব পরমাশ্রয়রূপ শশিকলাকে
 মস্তকে ধারণ করিলেন । ১০৪

যে পরম তেজ কল্পবৃক্ষশূন্য এবং পরিবর্তনরহিত, এই শশিকলা, সেই তেজঃ-
 স্বরূপ, এইজন্য তাহার আর ক্ষর হয় না । ১০৫

যোগিনীগণ, যখন অক্ষর পরমানন্দ জ্যোতিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদিগের
 মন উক্ত শশিকলাতে বিলীন হইবে । ১০৬

“শিবশিরঃস্থিত শশিকলাতে চিত্ত লীন হইলে মুক্তি হইবে বলিয়া চক্ৰের
 যাত্রা মুক্তি হয়” এইরূপ ক্রুতি আছে । ১০৭

মহাদেব, এই সকল বিবেচনা করিয়া কল্প-বৃক্ষ-শূন্য শশিকলাকে সৰ্বলোক-
 হিতার্থে মস্তকে ধারণ করিলেন । ১০৮

চক্ৰের চন্দ্রিকাস্পর্কে ঔষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, ঔষধিবৃদ্ধি হইলে, যজ্ঞ
 অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । ১০৯

যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে দেবগণ নিজ নিজ ভাগ এবং পিতৃগণ প্রভূ
 পরিমাণে কস্যগ্রহণ করিতে লাগিলেন । ১১০

যে সকল দেবতার যজ্ঞভাগ নাই, তাঁহারা দেবগণের অন্ত ব্রহ্মার নৃকৈ সেই
 অমৃত যারা ভূপাতিভ করিতে লাগিলেন । ১১১

অতোহমৃতস্য যজ্ঞস্য চন্দ্রমাঃ কারণং বহুশ্চ ।
 অতো দক্ষস্য শাপাত্ম রক্ষায়াৈ ত্ৰিকৌশিকম্ ॥ ১১৩
 অথাপি কৃষ্ণপক্ষে তু সুধাংগুঃ পীয়তে সুতৈঃ ।
 তেজঃ সূর্য্যং যান্তি শত্ৰুং চন্দ্রাৰ্কং জ্যোৎস্নিকা তথা ॥ ১১৪
 পুনশ্চ শুক্লপক্ষে তু শেখোদেতি কলা ভূতঃ ।
 জ্যোৎস্নাষিতীয়া ভাগস্ত তেজোভাগো দ্বিতীয়কঃ ॥ ১১৫
 অন্তোহুগ্রাশিরশ্চন্দ্রাং সূর্য্যবহাদ্ বথাক্রমশ্চ ।
 কলাঃ যোড়শ চন্দ্রস্য তদৈক্য শত্ৰুশেখরে ॥ ১১৬
 সিতাসিতাবুভৌ পক্ষৌ শেখান্যমুদয়করৌ ॥ ১১৭
 ইতি বঃ সৰ্ব্বমাখ্যাতং বিভক্তশ্চন্দ্রমা যথা ।
 বক্ষণা পৰ্ব্বতশ্ৰেষ্ঠে যথা ভচ্চন্দ্রভাগতঃ ॥ ১১৮
 যজ্ঞভাগে স্থিতে বক্ষাৎকোষাঙ্গমকরোদ্বিধুম্ ।
 কৰো স্থিতেহপি পিত্রঃ তিথিবৃদ্ধিকরো যথা ॥ ১১৯
 ইদং পুণ্যতমাখ্যানং যঃ শৃণোতি স কৃষ্ণবঃ ।
 ব্রাহ্মহ্মা তস্য কুলে ন কদাচিত্ত্ববিফলি ॥ ১২০
 যজ্ঞা পরিভূতো যঃ শৃণোতি বচনং বিধেঃ ।
 নচিরাদ্যজ্ঞায়া মুক্তঃ স ভবেন্নরসত্তমঃ ॥ ১২১
 ইদং যজ্ঞায়নং পুণ্যং শুভ্রাদ্ শুভ্রতমং শুভম্ ।
 -যঃ শৃণোত্যেকচিন্তঃ সন্ স মহাপুণ্যভাগ্ ভবেৎ ॥ ১২২

ইতি জীকালিকাপুরাণে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

যজ্ঞ-আপ্যায়িত সেই অমৃত জ্যোৎস্নাযোগে বৃদ্ধি পায় ; জ্যোৎস্না ব্যতীত তাহা কল্প পায় । ১১২

অতএব চন্দ্র, অমৃত এবং যজ্ঞের অসামান্য কারণ । দক্ষশাপ হইতে সেই চন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য এতকাত করিতে হইয়াছিল । ১১৩

এখনও কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ, চন্দ্রের সুধা পান করেন, তেজঃ—সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়, জ্যোৎস্না শিব-শির-স্থিত শশিকলাতে গমন করে । ১১৪

পুনরায় শুক্লপক্ষে এককলা উদ্ভিত হয়, তখন, শিব-যজ্ঞকের শশিকলা হইতে পূর্বপ্রবিষ্ট অপর জ্যোৎস্নাংশ আর সূর্য্য-মণ্ডল হইতে পূর্ব-প্রবিষ্ট তেজঃ আসিয়া উদ্ভিত কলাতে মিলিত হয় । চন্দ্রের খোলকলা,—তন্মধ্যে এক কলা শিবের যজ্ঞকে, অবশিষ্ট কলাসকলের ক্ষয় বৃদ্ধি হয় ; তাহাতেই শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ । ১১৫-১১৬

বক্ষা সেই পৰ্ব্বত-শ্রেষ্ঠোপরি যে কারণে যেক্রমে চন্দ্রকে বিভাগ করেন এবং পৰ্ব্বতের নাম চন্দ্রভাগ হয়, যজ্ঞভাগ এবং কৰা (পিতৃভোজ্য অন্নাদি) থাকিতেও যে অন্ন ব্রহ্মা চন্দ্রকে দেবগণের ও পিতৃগণের ভোজ্য করেন এবং যেক্রমে তিথির ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় তৎসমস্ত ভোয়াদিগকে এই বলিলাম । ১১৭-১১৮

এই পবিত্রতম উপাখ্যান যে ব্যক্তি একবারও শ্রবণ করিবে, তাহার বংশে কদাচ ব্রাহ্মহ্মা হইবে না । ১১৯

যে ব্যক্তি, বক্ষা রোগগ্রস্ত হইয়া বক্ষার এই সকল কথা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি অচিরে রোগমুক্ত হইয়া প্রাধান্য লাভ করে । ১২০

দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যত্র দেবসভা ভূতা সানৌ তস্য মহাপিরেঃ ।
 তত্র জাতা দেবনদী সীতাখ্যা বচনাবিধেঃ ॥ ১
 রাপরিভা যদা চক্রে সীতাভোদৈর্মনোহরৈঃ ।
 চক্রে পপূৰ্ণকাক্যাদ সর্বৈ তে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ২
 তদা সীতাকলং চক্রেহানযোগাচ্চ সায়তম্ ।
 ভূতা নিপতিতং তস্মিন্ বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকে ॥ ৩
 তদ্বিবৃদ্ধং তদা ভোয়ং তস্মিন্ মরসি নো যমো* ।
 তদদর্শং বয়ং ব্রহ্মা বিবৃদ্ধং সায়তং জলম্ ॥ ৪
 তদদর্শনাজ্জলাং তস্মাদ্ভূতানি কলুকোত্তমা ।
 চক্রেভাগেতি তস্মাৎ বিধিস্তক্ষে বয়ং ততঃ ॥ ৫
 ভাৰ্য্যার্থে সাগরস্তং তু জগ্ৰাহ ব্রহ্মসম্মতে ॥ ৬
 তদৈবাবিষ্টিতং ভোয়ং গদাগ্ৰেণ নিশাপতিঃ ।
 নির্ভীত পশ্চিমে পার্শ্বে গিরিঃ তং সমবাহয়ং ॥ ৭
 তস্যায়তজলং ভিত্তা বৃহল্লোহিতনামকম্ ।
 কাসারং সাগরং যাতুশ্চক্রেভাগা নদী তু সা ॥ ৮

যে ব্যক্তি এই গুহ্য হইতে গুহ্য পরম-সুখ্যয়নরূপ পবিত্র উপাখ্যান একান্ত-
 চিন্তে শ্রবণ করে, সে অত্যন্ত পুণ্যভাগী হয় । ১২১

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১

দ্বাবিংশ অধ্যায়

অরুণ্ডতীর জঙ্গল

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—সেই মহাপিরির যে সানুতে দেবগণের সভা হইয়াছিল,
 তথায় বিধাতার বাক্যে সীতা-নাম্নী এক দেবনদী উৎপন্ন হয় । ১

যখন, দেবগণ চক্রেকে মনোহর শীতা-পুলিলে স্থান করাইয়া ব্রহ্মার বাক্যা-
 নুসারে তাঁহাকে পান করেন, তখন সেই সীতা জল চক্রেব স্থানে অমৃত হইয়া
 সেই বৃহল্লোহিত সরোবরে নিপতিত হয় ২-৩

সেই মানস (মনঃসমুত্ত) সরোবরে অমৃত-জল বৃদ্ধি পাইল; ব্রহ্মা বয়ং
 তাহা দেখিলেন । ব্রহ্মার দর্শন যাত্রে সেই জল হইতে এক উত্তম কল্যা উপিতা
 হইলেন, বয়ং ব্রহ্মা, তাঁহার নাম রাখিলেন, “চক্রেভাগা” । ৪-৫

সমুদ্র, ভাৰ্য্যা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন ।
 চক্রে, গদার অগ্রেভাগদ্বারা সেই পর্বতের পশ্চিমপার্শ্বেভেদ করিয়া চক্রেভাগা নাম্নী
 সেই রমণীর অবিষ্টিত জলরাশি প্রবাহিত করিয়া দেন । ৬-৭

সেই অমৃত-জলপূর্ণ বৃহল্লোহিত-নামক সরোবর চক্রেভাগা নদীরূপে সমুদ্রে
 গমন করিল । ৮

* । চক্রেভাগা—ইতি পার্শ্বভাগঃ ।

সাগৰোহপি তদা ভাৰ্য্যাং চন্দ্ৰভাগাং মহানদীম্ ।

ভেন ভোমপ্রবাহেণ নিনায় ভবনং স্বকম্ ॥ ৯

এবং তস্মিন্ সমুৎপন্ন৷ চন্দ্ৰভাগাহুয়া নদী ।

চন্দ্ৰভাগে মহাঠেশলে গুণৈৰ্গঙ্গাসদা সদা ॥ ১০

নমস্ক পৰ্বতাঃ সৰ্ব্বৈ বিৰূপাস্ক স্বভাবতঃ ।

ভোমং নদীনাং রূপস্ক শরীরমপন্নং তথা ॥ ১১

হাবরঃ পৰ্বতানাস্ক রূপং কাশং তথাপন্নম্ ।

তুঙীনাং কশুনানং যৈথবাগুৰ্গতা তদুঃ ॥ ১২

বহিৰ্বহিৰূপস্ক সৰ্বদৈব প্রবর্ততে ।

এবং জলং হাবরস্ক নদীপৰ্বতয়োস্তদা ॥ ১৩

অন্তৰ্ভসতি কাশস্ক সত্যতং নোপপদ্যতে ॥ ১৪

আপ্যাত্তে হাবরেণ শরীরং পৰ্বতসা তু ।

তথা নদীনাং কাশস্ক ভোমেনাপ্যাত্তে সদা ॥ ১৫

নদীনাং কামরূপিণ্ডং পৰ্বতানানং তৈথব চ ।

কশবস্থিতৈ পূৰ্বা বিষ্ণুঃ কল্পমামাস যত্নতঃ ॥ ১৬

ভোমহানৌ নদীহুং জায়তে সত্যতং সূৰ্য্যঃ ।

বিশীৰ্ণে হাবরে হুং জায়তে গিরিকামজম্ ॥ ১৭

তস্মিন্ দিৱৌ চন্দ্ৰভাগে বৃহল্লোহিততীরগাম্ ।

সক্যং দৃষ্ট্বাথ পপ্রচ্ছ বসিষ্ঠঃ সানৱং তদা ॥ ১৮

বসিষ্ঠ উবাচ—

কিমৰ্ঘমাগতা ভদ্রে নিৰ্দ্ধনং ত্বং মহীধরম্ ।

কস্য বা তনয়া গৌরি কিংবা তব চিকীৰ্ষিতম্ ॥ ১৯

তখন সমুদ্রও নিজভাৰ্য্যা মহানদী চন্দ্ৰভাগাকে সেই জলপ্রবাহ দ্বারা নিজ ভবনে লইয়া গেলেন । ৯

গঙ্গা-সদৃশ বিবিধ গুণবতী চন্দ্ৰভাগা নদী সেই পৰ্বত-প্রধান চন্দ্ৰভাগে এই-রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ১০

যত নদী বা পৰ্বত—সকলেই স্বভাবতঃ বিৰূপ-সম্পন্ন ; নদীগণের এক রূপ জল, এতন্নিম্ন স্বতন্ত্র শরীর আছে । ১১

পৰ্বতের এক মূৰ্ত্তি সাধাণময় হাবর, এতন্নিম্ন স্বতন্ত্র দেহ আছে । অর্থাৎ যেমন তক্তি শব্দাদির অন্তর্গত স্বতন্ত্র দেহ এবং বাহিরে অস্থিময় স্বরূপ সৰ্বদা বিরাজমান । ১২-১৩

এইরূপ, নদী এবং পৰ্বতের জল ও হাবর মূৰ্ত্তি—বাহিরে, আর এতন্নিম্ন দেহ অন্তরে অবস্থিত তাহা সৰ্বদা উপযোগী নহে । ১৪

হাবর মূৰ্ত্তি, পৰ্বতের অন্তরে স্থিত শরীরের পুষ্টি ও তৃপ্তিবিধায়ক ; আর, নদীর অন্তরে স্থিত শরীর তদীয় জলময় মূৰ্ত্তি দ্বারা পোষিত ও তৃপ্তিত হয় । ১৫

পূৰ্ব্বকালে, বিষ্ণু, অগ্ন্য-হিতের জন্ত নদী ও পৰ্বতদিগকে সমস্ত কাম-রূপী করেন । ১৬

হে বিজ্ঞপণ । জল শুষ্ক হইতে থাকিলে নদীর সৰ্বদা হুংব হয়, আর হাবরদেহ বিশীৰ্ণ হইলে পৰ্বতের প্রকৃত শরীর সৰ্বদা হুংবাকুল হয় । ১৭

সেই চন্দ্ৰভাগ-পৰ্বতে সক্যাকে বৃহল্লোহিত সরোবরের তীরে অবস্থিত

এতদ্বিচ্ছামাহং শ্রোতুং যদি শুভং ন তে ভবেৎ ।
বদনং পূৰ্ণচন্দ্রাভং নিঃশ্রীকং বা কথং তব ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচন্তস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
দৃষ্ট্বা চ তং মহাত্মানং জলন্তমিব পাবকম্ ॥ ২১
শরীরধ্বংসশ্চচর্য্য-সদৃশং তং জটাবরম্ ।
সান্বিতং প্রণিপত্যৈব সঙ্কোচাচ্চ তপোধনম্ ॥ ২২
বদর্শমাগতা শৈবঃ সিদ্ধং তনুং দ্বিজোত্তম ।
তব দর্শনমাত্রেন তনুং মেৎস্যাতি বা বিভো ॥ ২৩
তপঃ কৰ্ত্তৃমহং ব্রহ্মনির্জ্ঞানং শৈলমাগতা ।
ব্রহ্মণোহহং মনোজাতা সঙ্ক্যা নাম্মা চ বিজ্ঞতা ॥ ২৪
নোপদেশমহং জানে তপসো যুগ্মিসত্তম ।
যদি তে যুজ্যতে শুভং মাং ত্বং সমুপদেশস্ব ॥ ২৫
এতচ্চিকীৰ্ষিতং শুভং নাতুং কিঞ্চন বিন্যতে ॥ ২৬
জ্ঞাত্বা তপসো ভাবং তপসাকননুপাশ্রিত্য ।
চিন্তয়া পরিত্রাযোহহং বেগতে চ মনঃ সদা ॥ ২৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আকৰ্ণ্য তস্মা বচনং বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ মুক্ত ।
স্বয়ং স বদন্তুজ্ঞো নাম্মাং কিঞ্চন পৃষ্ঠেবান্ ॥ ২৮

দেখিয়া বসিষ্ঠ, সান্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগ্নে । তুমি কি জন্ম এই নির্জ্ঞান
দ্বিবিববে আসিয়াছ? গৌরাসি । তুমি কার কন্যা? তুমি কিইবা করিতে
ইচ্ছা করিয়াছ? ১৮-২১

দেখিতেছি, তোমার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, কিন্তু এরূপ স্ত্রীহীন বিষয়
কেন? যদি এ সকল কথা তোমার পক্ষে বিশেষ গোপনীয় না হয়; তাহা
হইলে আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—সঙ্ক্যা, মহাত্মা বসিষ্ঠের কথা শুনিয়া এবং জলন্ত-
অনল-গলিত যুগ্মিখান্ ব্রহ্মচর্য্যাসদৃশ সেই মহাত্মা জটাবারী তপোধন বসিষ্ঠকে
অবলোকন করিয়া সান্বরে প্রণিপাত-পূরঃসর বলিতে লাগিলেন—দ্বিজবর ।
আমি যেজন্ম এই পৰ্ব্বতে আসিয়াছি, আপনার দর্শনমাত্রেই তাহা সিদ্ধ
হইয়াছে । অথবা, প্রভু হে । অবিগম্বেই তাহা সিদ্ধ হইবে । ২১-২৩

ব্রহ্মন্ । আমি তপস্যা করিবার জন্য এই নির্জ্ঞান পৰ্ব্বতে আসিয়াছি; আমি
ব্রহ্মার মানসী কন্যা, আমার নাম সঙ্ক্যা । ২৪

মুনিবর । আমি তপস্যার কোন উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই; যদি এই গোপনীয়
বিষয় উপদেশ দেওয়া আপনার অনুচিত না হয়, তাহা হইলে আমাকে
উপদেশ দিন । ২৫

ইহাই আমার গোপনীয় চিকীৰ্ষিত; আর অন্য কোন কার্য্যই নাই । ২৬

আমি তপস্যার ভাব না জানিয়া তপোবনে আসিয়াছি, এই চিন্তায় বিভ্রত
হইতেছি এবং জন্ম সমস্ত কল্পিত হইতেছে । ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ, তাহার এই কথা শুনিয়া আর কিছু
জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেননা তিনি স্বয়ং সকল তত্ত্বই অবগত ছিলেন । ২৮

অথ ত্রাং নিম্নভাবানং তপসেহতিথ্যুতোত্তমাম্ ।
বসিষ্ঠো যত্রযাত্রাক্রে শুকবচ্ছিত্তবক্তবা ॥ ২৯

বসিষ্ঠ উবাচ—

পরমং যো মহন্তেকঃ পরমং যো মহন্তপঃ ।
পরমো যঃ সমারাধ্যো বিষ্ণুর্মনসি বীরতাম্ ॥ ৩০
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং য একত্বাদিকারণম্ ।
তমেকং অগতাকৃতং ভক্তং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩১
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং কমললোচনম্ ।
শুভ্রশ্ফটিকসঙ্কাশং কচিলীলাদ্বন্দ্ববিম্ ॥ ৩২
গরুড়োপরি শুভ্রাঙ্গে পদ্মাসনগতং হরিম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং বনমালাধরং পরম্ ॥ ৩৩
কেয়ুরকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোচ্ছলম্ ।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্ ॥ ৩৪
নিভানকং নিরালম্বং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগম্ ।
যন্ত্বেপানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভক্ত শুভাননে ॥ ৩৫
ঐ নমো বাসুদেবায় ঐমিত্যন্তেন সন্ততম্ ।
তপস্ব্যামারভেন্মৌনী তত্রৈতান্মিয়মান্ শূন্য ॥ ৩৬
জ্ঞানং যৌনেন কর্তব্যং যৌনেনৈব তু পূজনম্ ।
দ্বয়োঃ পর্ণজলাহারং প্রথমং বর্ষকালয়োঃ ।
তৃতীয়ে বর্ষকালে তু উপবাসপরো ভবেৎ ॥ ৩৭
এবং তপঃসমাপ্তৌ তু বর্ষে কালে ক্রিয়া ভবেৎ ॥ ৩৮

অনন্তর, বসিষ্ঠ, তপস্যা করিবার জন্য কৃতনিশ্চয়া সংযতচিত্তা নিম্নবৎ সঙ্খ্যাকে শুকবৎ শিক্ষা দিতে লাগিলেন ;—যিনি পরম মহৎ জ্যোতিষরূপ, যিনি পরম মহৎ তপস্যা-বরূপ, সেই পরমারাধ্য পরম বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা কর । ২৯-৩০

একমাত্র যিনি, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের আদি কারণ অগন্তের আদি সেই অস্তিত্বীয় পুরুষোত্তমকে ভজনা কর । ৩১

হে শুভাননে । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কমললোচন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসধারী বনমালা, কেয়ুর-কুণ্ডল-কিরীট-বলয়াদি-ভূষণ-ভূষিত, গরুড়-পৃষ্ঠে শ্বেত-মত-দলে আসীন, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত নিরল-শ্ফটিক-সম্মিড বা নীলোৎপল-স্ফামল-মূর্ত্তি সাকার এবং নিরাকার নিভাননকমর এবং আনন-শূন্য জ্ঞান-গম্য দেব-দেব বিষ্ণুকে এই মন্ত্র দ্বারা ভজনা কর । ৩২-৩৫

“ঐ নমো বাসুদেবায় ঐ” সর্বদা এই মন্ত্র প্রবণ করত মৌনী তপস্যা আরম্ভ কর । ৩৬

মৌনী তপস্যা যে ক্রুরূপ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । মৌনাবলম্বনে জ্ঞান এবং মৌনাবলম্বনেই পূজা করিতে হইবে । প্রথম দুই দিন কিছুই আহার করিবে না, কেবল তৃতীয় দিন ব্যজিতে এবং বর্ষ দিন ব্যজিতে পর্ণজলপান করিষ্যৎ থাকিবে । ৩৭

আহার পর তিন দিন নিরশু উপবাস ; তৃতীয় দিন ব্যজিতেও জলপান

বৃক্ষবনলবাসাশ্চ কালে ভূমিপয়স্তথা ।
 এবং যৌনৌ তপস্তায়া ব্রতচর্যা ফলপ্রদা ॥ ৩১
 এবং তপঃ স্পৃদ্ধিক্ত কামঃ চিত্তয় মাধবম্ ।
 ন তে প্রসন্ন ইচ্ছার্থং ন চিরাদেব দাশ্যতি ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

উপদিষ্ট বশিষ্ঠোহথ সঙ্কটায়ৈ তপসঃ ক্রিয়াম্ ।
 তামাভ্যাহ যথাক্রমং তদ্রৈবাস্তদধে যুনিঃ ॥ ৩১
 সঙ্কটানি তপসো ভাবঃ স্তাত্ত্বা মোদয়বাণ্য চ ।
 তপঃ কর্ত্ত্বং সমাবেতে বৃহল্লোহিতভীরবা ॥ ৩২
 যথোক্তস্ত বসিষ্ঠেন যদ্বং তপসি সাধনম্ ।
 ব্রতেন তেন গোবিন্দং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৩৩
 একান্তমনসক্তাঃ কুর্কৃত্যাঃ সুমহত্তপঃ ।
 বিষ্ণৌ বিস্তম্বনসো পতমেকং চতুর্ভূপম্ ॥ ৩৪
 ন কোহপি বিশ্বয়ং নাপ তস্যা দৃষ্টৌ তপোহুতম্ ।
 ন ভাদৃশী তপশ্চর্যা ভবিষ্যতি চ কশ্যচিৎ ॥ ৩৫
 মানুষ্যেণাথ মানেন গতে ত্বেকচতুর্ভূপে ।
 অন্তর্বহিস্তথাকাশে দর্শয়িত্বা নিজং বপুঃ ॥ ৩৬
 প্রসন্নভেন ক্রপেণ যজ্ঞপং চিত্তিতং তথা ।
 পুরঃ প্রত্যকতাং যাতস্তস্যা বিষ্ণুর্জগৎপতিঃ ॥ ৩৭
 অথ সা পুরতো দৃষ্টৌ মনসা চিত্তিতং হরিম্ ।
 লঙ্ঘ্যচক্রমদাপদধাশ্লিষ্টং লম্বলোচনম্ ॥ ৩৮

করিবে না । এইরূপ তপস্তা সমাপ্ত হইলে, প্রতি তৃতীয়াদিন রাত্রিতে ঐকিঞ্চিং ভোজন করিতে পারিবে । ৩৮

বৃক্ষবনল পরিধান, যথাকালে ভূমিতে শয়ন—এই তপস্তার অঙ্গ । ইহার নাম যৌনৌ তপস্তা ; ইহাতে অবিলম্বে ব্রতকল পাওয়া যায় । ৩৯

এইরূপ তপস্তাযোগে মাধবকে দৃঢ়চিত্তা কর । তিনি প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন । ৪০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপে বসিষ্ঠ যুনি সঙ্কটকে ত্রাণকর তপশ্চর্যা শিক্ষা দিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন । ৪১

সঙ্কটও তপস্তার ভাবভঙ্গী বুঝিয়া বৃহল্লোহিত সরোবরতীরে সানন্দে তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪২

বসিষ্ঠ, তপস্তা-সাধন যে মন্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন, সঙ্কট তদ্বারা এই ব্রতে ভক্তিতাবে গোবিন্দ পূজা করিতে লাগিলেন । ৪৩

সঙ্কট একাগ্রচিত্তে তপস্তা করিতে লাগিলেন ; এইরূপে নারায়ণপদ চিত্তে তাঁহার চারি যুগ কাটিয়া গেল । ৪৪

তাঁহার অস্তুত তপস্তা দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হইল ; এইরূপ তপস্তা আর কাহারও হইবে না । ৪৫

মানুষ-প্রমাণে চারিযুগ অতীত হইলে, জগৎপতি বিষ্ণু, সঙ্কট যেরূপ চিত্তা করিয়াছিলেন, অন্তরে বাহিরে এবং জীবাশ্মাকে সেইরূপ দেখাইয়া তাঁহার প্রত্যকগোচর হইলেন । ৪৬-৪৭

কেয়ূরকুণ্ডলযুগলং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ।
 তাক্ষর্যং শৃঙ্গরীকাক্ষং নীলোৎপলবলছবিম্ ।
 সসামুদ্রসমুদ্রং বক্ষ্যে কিং কথং স্তোমি বা হরিম্ ।
 ইতি চিত্তাপরা ভৃগু হৃদয়যুগল চক্ষুযৌ ॥ ৫০
 নিখীলিতাক্ষ্যাসুখ্যাসু এবিষ্ট হৃদয়ং হরিঃ ।
 দিব্যং জ্ঞানং দদৌ তৈশ্চ বাচং দিব্যে চ চক্ষুযৌ ॥ ৫১
 দিব্যং জ্ঞানং দিব্যচক্ষুর্দিব্যং বাচমবাণ্য চ ।
 প্রত্যক্ষং বীক্ষ্য গোবিন্দং ভূম্যৌ বঙ্গভাং পতিম্ ॥ ৫২

সঙ্কোচাচ—

নিরাকারং জ্ঞানগম্যং পরং ব-
 মৈব সুলং নাপি সূক্ষ্মং ন চোচ্চৈঃ ।
 অন্তর্জিত্যং যোগিভির্হস্ত রূপং
 তৈশ্চ ভূভাং হরয়ে বে নমোহস্ত ॥ ৫৩
 শিবঃ শান্তঃ নির্ভলঃ নির্বিকারঃ
 জ্ঞানোৎপন্নং সূত্রকালং বিসারি ।
 রবিপ্রভাং স্বাস্তভাগাৎ পরস্তাদ্
 রূপং যন্ত ত্যং নমামি প্রসন্নম্ ॥ ৫৪
 একং শুদ্ধং দীপ্যমানং বিনোদং
 চিত্তানন্দং সত্ত্বজং পাপহারি ।
 নিত্যানন্দং সত্যভূরিপ্রসন্নং
 যন্ত শ্রীমং রূপমস্মৈ নমোহস্ত ॥ ৫৫

অনন্তর, সঙ্ক্যা, নিজ-চিত্তিত লক্ষ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কমল-লোচন, কেয়ূর-
 কুণ্ডল-কিরীট-কটক-শোভিত, বক্রভোপরি আসীন, নীলোৎপল-বল-কামল
 শৃঙ্গরীকাক্ষ হরিকে সম্মুখে দেখিয়া “আমি হরিকে কি বলিব ? কিরূপেই বা
 স্তব করিব” এইরূপ চিন্তা করত সভয়ে ময়নযুগল মুদ্রিত করিলেন । ৪৮-৫০

ময়নযুগল, সেই মুদ্রিত-ময়না সঙ্ক্যার হৃদয়ে এবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্য
 জ্ঞান, দিব্য বাক্য এবং দিব্য চক্ষু দান করিলেন । ৫১

তখন সঙ্ক্যা দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য এবং দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ
 গোবিন্দ দর্শন করত সেই অগমীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন,—জ্ঞানোৎপ
 ন্নাৎপন্নং ন-সুল, ন-সূক্ষ্ম ন-বৃহৎ যদীর নিরাকার রূপ—যোগিন্দ, অন্তরে স্থান
 করেন, সেই হরিকে আমি নমস্কার করি । ৫২-৫৩

যাঁহার শিব, শান্ত, নির্ভল, নির্বিকার, জ্ঞানাতীত সূত্রকাল রূপ প্রকাশ-
 কারক স্বাভাবিক-সম্মিত এবং ভয়ংগারে অবস্থিত ; সেই প্রসন্নমূর্তি তোমাকে
 আমি নমস্কার করি । ৫৪

যাঁহার এক শুদ্ধ দীপ্যমান বিনোদর স্বাভাবিক চিত্তানন্দময়, অনলাভক
 প্রসন্ন রূপ নিত্যানন্দময়, সৎ, বিবিধ-প্রকার এবং শ্রীপ্রদ তাঁহাকে নমস্কার ।

বিদ্যাকারোস্তাবনৌয়ং প্রতিমং
 সত্বচ্ছত্রং ধোয়মাম্বরকণম্ ।
 সারং গারং পাবনানং পবিত্রং
 তন্মৈ রূপং যন্ত চৈবং নমস্তে ॥ ৫৩
 নিত্যার্জবং ব্যয়হীনং তগৌমৈ-
 রফটৈর্জর্ঘশ্চিস্ত্যন্তে যোগযুটেকৈঃ ।
 তত্ত্বয্যানি^১ প্রাপ্য বজ্জ্ঞানযোগেন
 পরং বাস্তা যোগিনস্তং নমস্তে ॥ ৫৪
 যং সাকারং শুক্লরূপং যনোজ্যং
 শঙ্খম্ চক্রং পদ্মগদে দধানং
 তন্মৈ নমো যোগযুক্তায় তুভ্যম্ ॥ ৫৫
 গগনং ভূর্দিশশ্চৈব সলিলং জ্যোতিরেব চ ।
 বায়ুঃ কালশ্চ রূপাণি যন্ত তন্মৈ নমোহস্ত তে ॥ ৫৬
 প্রদানপুরুষো যন্ত কার্যকারণে নিবৎস্তুতঃ ।
 তস্মাদব্যাক্তরূপায় গোবিন্দায় নমোহস্ত তে ॥ ৫৭
 যঃ স্বয়ং যন্ত^২ ভূতানি যঃ স্বয়ং ভদ্গুণঃ পরঃ ।
 যঃ স্বয়ং জগদাধারস্তন্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৫৮
 পরঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরমায়া জগন্নাথঃ ।
 অক্ষয়ো যোহব্যয়ো দেবতন্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৫৯
 যো ব্রহ্মা কুরুতে সৃষ্টিং যো বিষ্ণুঃ কুরুতে স্থিতিম্ ।
 সংহরিস্ততি যো রুদ্রস্তন্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৬০

তত্ত্বজ্ঞান সঙ্ক্ষেপে উস্তাবনৌয়ং, বস্তুতঃ পৃথক হইলেও সত্ব-সংযুক্ত আত্ম-স্বরূপে
 ধোয়, সারংসার, যদৌয় রূপ, সর্বপারবর্তী এবং পাবনের পাবন, সেই
 তোমাকে নমস্কার করি । ৫৩

যোদিগপ য়ে তোমার নিত্য অক্ষর অব্যয় সর্বব্যাপক রূপকে অষ্টাদ-
 সমাধি-পবনরা দ্বারা চিহ্ন করেন এবং জ্ঞান-যোগ-দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া
 পরমপর লাভ করেন, সেই তোমাকে আমি নমস্কার করি । ৫৪

যিনি সাকার শুক্লরূপে গুরুড়োপরি-সংস্থিত, যনোহর নীলনীরহসম্মিত এবং
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, সেই যোগযুক্ত তোমাকে আমি নমস্কার করি । ৫৫

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আকাশ, কাল এবং দিগ্গুণ যাহার রূপ—সেই
 তোমাকে নমস্কার করি । ৫৬

প্রকৃতি এবং পুরুষ, যাহার কাজের অংশমাত্র ; সেই প্রদান পুরুষ হইতেও
 অব্যাক্তরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি । ৫৭

যিনি স্বয়ং পঞ্চভূত, যিনি স্বয়ং আবার তাহাদিগের জ্ঞান এবং য়ে পরাংপর
 জগতের আধার, সেই তোমাকে বারংবার নমস্কার করি । ৫৮

যে দেব, পরমায়া জগন্নাথ অক্ষর অব্যয় পরম পুরাণ-পুরুষ, সেই তোমাকে
 নমস্কার করি । ৫৯

১। তত্ত্বং কার্ণি—ইতি পার্শ্বস্তবম্ ।

২। যন্ত হানে 'পক'—ইত্যপি দৃশ্যতে ।

নমো নমঃ কাৰণকাৰণায়, দিব্যামৃতজ্ঞানবিভূতিদায় ।
 সমস্তলোকাঙ্কর-মোহদায়, প্রকাশরূপায় পরাংপরায় । ৬৪
 যন্ত প্রপঞ্চো অগচ্চাতে মহান্, ক্ষিত্তির্দিনঃ সূর্য ইন্দ্রম্নোজবঃ ।
 বহির্মুখাভ্যন্তরীক্ৰমঃ, তস্মৈ তুভ্যং হরয়ে তে নমোহস্ত ৷ ৬৫
 হং পরঃ পরমাশ্চা চ হং বিদ্য বিবিধা হরে ।
 শকতস্ম পদং তস্ম বিচারপরাংপরঃ । ৬৬
 যস্য নাদির্ন যধ্যক্ নাস্তমস্তি জগৎপতেঃ ।
 কথং স্তোত্বামি তং দেবং বাহ্যমোগোচরাবহিঃ । ৬৭
 যস্য ব্রহ্মাদিকো দেবা মুনয়শ্চ তপোধানাঃ ।
 ন বিবুধস্তে রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে । ৬৮
 ত্রিকা যয়া তে কিং জ্ঞেয়া নিৰ্গুণা ওণাঃ প্রভো ।
 নৈব জানন্তি ব্রহ্মণং সেন্দ্রা অপি সূরাসুৰাঃ । ৬৯
 নমস্তত্যং জগন্নাথ নমস্তত্যং তপোমহ ।
 প্রসীদ শুগবন্ত ত্যং ভূয়োভূয়ো নমো নমঃ ৷ ৭০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তথাঃ শরীরন্ত বহুলাঙ্গিন-সংবৃতম্ ।
 পরিক্ষীণং জটাব্রাতৈঃ পবিত্রেযুর্জিহ্বাজিতম্ ৷ ৭১
 হিমানীতজ্জিহ্বাস্কোজ-সদৃশবদনং তথা ।
 নিরীক্ষ্য কৃপয়াবিষ্টো হরিঃ প্রোবাচ তামিদম্ ৷ ৭২

যিনি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে স্থিতি করেন এবং যিনি রুদ্ররূপে সংহার
 করিবেন, সেই তোমাকে বার বার নমস্কার করি । ৬৩

যিনি কারণের কারণ, দিব্যামৃত-জ্ঞান-বিভূতি প্রদাতা, সমস্ত লোকের
 অন্তরে মোহাকারজনরিতা এবং প্রকাশরূপ, সেই পরাংপরকে বারবার
 নমস্কার । ৬৪

মাহার চরণ হইতে পৃথিবী, চক্ষু হইতে সূর্য, মন হইতে চন্দ্র, মুখ হইতে
 বহিঃ এবং নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উপসন্ন—এইরূপ সমস্ত জগৎই বাহার প্রপঞ্চ
 বলিয়া কথিত, তুমি সেই হরি ; তোমাকে নমস্কার করি । ৬৫

হরি হে । তুমি পরাংপর পরমাত্মা ; তুমিই পরম শকতরূপা ব্রহ্মবিচার-
 পরায়ণ! বিবিধ-প্রকার পরমতত্ত্ব বিদ্যা । যে জগদীশ্বরের আদি-মধ্য-অন্ত
 নাই, সেই স্বাক্য মনের অতীত দেবকে স্তব করিব কিরূপে ? ৬৬-৬৭

ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তপোধান মুনীগণ, বাহার অনন্তরূপ জানিতে পারেন
 না, আমি তাঁহাকে কেমনে বর্ণনা করিব ? ৬৮

প্রভু হে । তুমি নিৰ্গুণ, আমি গুণীলোক ; আমি তোমার গুণাবলী জানিব
 কিরূপে ? ইচ্ছ প্রভৃতি দেব দানবগণেও তোমার রূপ অবগত নহেন । ৬৯

হে জগন্নাথ । তোমাকে নমস্কার করি ; হে তপোমহ । তোমাকে নমস্কার
 করি, হে শুগবন্ । প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি । ৭০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর জীহরি নারায়ণ, সন্তান অঙ্গিন-বহুল সংবৃত
 মস্তক-স্থিত-পবিত্র-জটী-রূপে শোভিত কণ শরীর এবং শিশির-পীড়িত
 কমলোপম বিস্তৃত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সমস্তভাবে বলিতে লাগিলেন ।

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রীতোহস্মি তপসা ভদ্রে ভবত্যাঃ পরমেশ বৈ ।
 কথেন চ ভদ্রপ্রাজ্ঞে বরং বরম সাস্প্রতম্ ॥ ৭৩
 যেন তে বিদ্যতে কার্ধ্যং বরেনাস্তি মনোগতম্ ।
 তৎকন্নিবে চ ভদ্রে তে এসন্নোহহং তব ভটৈঃ ॥ ৭৪

সঙ্কোচাচ—

যদি দেব এসন্নোহস্মি তপসা মম সাস্প্রতম্ ।
 বৃত্ততদান্নং প্রথমো বরো মম বিধীয়তাম্ ॥ ৭৫
 উৎপন্নমাত্রা দেবেশ প্রাণিনোহস্মিগ্নভক্তলে ।
 ন ভবন্তু ক্রমশৈব সকামাঃ সম্ভবন্তু বৈ ॥ ৭৬
 পতিব্রতাহং লোকেষু ত্রিষপি প্রথিতা যথা ।
 ভবিষ্যসি তথা নান্ধা বর একো বৃত্তো মম ॥ ৭৭
 সকামা মম দৃষ্টিস্তু কুত্রচিন্ন পতিষ্যতি ।
 ভদ্রে পতিং জগন্নাথ সোহপি মেহতি মুহুঃপরঃ ॥ ৭৮
 যো ব্রহ্মাতি সকামো যাং পুরুষস্তু পৌরুষম্ ।
 নান্দং নমিষ্যতি তদা স তু ক্রীবো ভবিষ্যতি ॥ ৭৯

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রথমঃ শৈশবো ভাবঃ কোমারাবস্থা দ্বিতীয়কঃ ।
 তৃতীয়ো যৌবনো ভাবশ্চতুর্থো বার্দ্ধকস্তথা ॥ ৮০
 তৃতীয়ে ত্বম্ সস্প্রাপ্তে বয়োভাগে শরীরিণঃ ।
 সকামাঃ স্মৃদ্বিতীয়াস্তে ভবিষ্যন্তি কচিং কচিং ॥ ৮১

হে ভক্তবুদ্ধিশালিনি । ভদ্রে । তোমার পরম তপস্কার এবং শুধে আমি প্রীত হইরাছি ; এখন যে বরে তোমার ইচ্ছাসিদ্ধি হয়, সেই বর প্রার্থনা কর । ৭৩

তুমি বল ; আমি তোমার মনোগত বর প্রদান করিব ; তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি এসন্ন হইরাছি । ৭৪

সম্ব্য বলিলেন,—দেব । যদি আমার তপস্কার তুমি এসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি প্রথমেই এই বর চাহি, প্রদান কর । ৭৫

হে দেবেশ । পৃথিবীতলে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হয়, কিন্তু কালক্রমে যেন সকাম হয় । ৭৬

“আমি যেন ত্রিঙ্গতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাতা হই” এই আমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলাম । ৭৭

হে জগন্নাথ । আমি কাতীত অপর কাহারও প্রতি আমার যেন সকাম দৃষ্টি পতিত না হয় এবং যাম্বীও যেন আমার বিশেষ মুহুঃ হন । ৭৮

যে পুরুষ, আশাকে কামভাবে অবলোকন করিবে, তাহার যেন পুরুষত্ব নষ্ট হয় এবং ক্রীবন্ত হয় । ৭৯

ভগবান্ বলিলেন, প্রথম শৈশবাবস্থা, দ্বিতীয় কোমারাবস্থা, তৃতীয় যৌবনাবস্থা, আর চতুর্থ ব্রহ্মাবস্থা । ৮০

প্রাণিগণ, তৃতীয় বয়োভাগে প্রাপ্ত হইলে, সকাম হইবে । দ্বিতীয় ভাগের অন্তেও কদাচিৎ হইবে । ৮১

তপস্যা তব যথ্যানা জগতি স্থাপিতা ময়া ।
 উৎপন্নমাত্রা ন যথা সকায়াঃ সূ্যঃ পরীক্ষিতঃ ॥ ৮২
 ত্বচ্চ লোকে সত্যভাবঃ তাদৃশং সমবাক্যাসি ।
 ত্রিযু লোকেষু নাশস্তা যাদৃশং সত্যবিক্রতি ॥ ৮৩
 যঃ পশ্যতি সকাযত্বাং পাপিগ্রহহৃতে তব ।
 স সত্যঃ ক্লীবতাং প্রাপ্য দুর্বলত্বং পশিস্ততি ॥ ৮৪
 পতিস্তব মহাভাগস্তপোক্রপসমম্মিতঃ ।
 সপ্তকল্পান্তকীবী চ ভবিস্ততি সহ ত্বয়া ॥ ৮৫
 ইতি যে তে বরা মন্তঃ প্রার্থিতান্তে কৃতা ময়া ।
 অশ্রুতং তে বদিস্যামি পূৰ্ব্বং যন্ননসি স্থিতম্ ॥ ৮৬
 অগ্নৌ পরোহত্যাগন্তে পূৰ্ব্বমেব প্রতিশ্রুতঃ ।
 স চ মেধাতিথৈর্হজ্ঞে যুনেদশদশবার্ষিকে ॥ ৮৭
 হুতপ্রজলিতে বহৌ ন চিরাং ক্রিয়তাং ত্বয়া ।
 এতচ্ছৈলোপত্যকায়াং চত্ৰভাগানদীতটে ॥ ৮৮
 মেধাতিথির্মহাযজ্ঞং কুরুতে তাপসাস্ত্রমে ॥ ৮৯
 তত্র গয়া স্বয়ং হুত্বা যুনিভির্মোপলক্ষিতা ।
 যৎপ্রসাদাচ্ছক্লিজাতা তস্ম পুত্রী ভবিষ্যসি ॥ ৯০
 যন্তুয়া বাহ্নীয়োহস্তি যামী মনসি কশ্চন ।
 তং নিবার নিষবান্তে ত্যজ বহৌ যপুঃ যকম্ ॥ ৯১
 যদা ত্বং দাক্ষণে সঙ্ক্যে তপস্করসি পৰ্বতে ।
 যাবচ্চতুষ্পং তস্ম ব্যতীতে তু কৃতে যুগে ॥ ৯২

প্রাণিগণ, উৎপন্ন হইবামাত্র বাহাতে সকায না হয় এইরূপ নিয়ম তোমার
 তপস্যা প্রভাবে আমি জগতে স্থাপন করিলাম । ৮২

ত্রিজগতে আর কাহারও যাদৃশ সত্য হইতে পারিবে না, তুমি তাদৃশ
 সত্য প্রাপ্ত হও । ৮৩

তোমার পাপিগ্রহীতা ব্যতীত যে ব্যক্তি, কামভাবে তোমাকে দেখিবে—সে
 তৎকপাৎ ক্লীব হইয়া দুর্বলত্ব প্রাপ্ত হইবে । ৮৪

তোমার স্বামী, মহাভাগ তপোক্রপ-সমম্মিত এবং তোমার সহিত সপ্ত-
 কল্পান্ত-কীবী হইবেন । ৮৫

এইরূপ তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করিলে, আমি তাহা
 দিলাম । আর পূৰ্ব্বে তোমার মনে যা ছিল, আমি তাহাও বলিয়া দিতেছি । ৮৬

তুমি, অগ্নিতে দেহত্যাগ করিতে পূৰ্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, মেধাতিথি
 যুনির দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে আশ্রুতি-প্রজলিত অনলে অবিলম্বে তাহা সম্পাদন
 কর । মেধাতিথি, এই পৰ্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে চত্ৰভাগা নদীতীরে
 তাপসাস্ত্রমে মহাযজ্ঞ করিতেছেন । ৮৭-৮৯

আমার প্রসাদে তুমি তথায় যুনিগণের অলক্ষ্যে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়া
 উক্ত কার্য সমাধা করিতে পারিবে । ৯০

অনন্তর বহিসঙ্গতা হইয়া সেই মেধাতিথির চহিতা হইবে । যে কোন
 ব্যক্তিকে তুমি স্বামী করিতে বাহা কর, তাহাকে নিজ হৃদয়ে ধ্যান করত অনলে
 দেহ ত্যাগ করিবে । ৯১

তেজোজ্ঞাঃ প্রথমে ভাগে জাতা নক্ষত্র কক্ষকা ।
 স নন্দো কক্ষকাঃ সন্তবিশ্ৰুতিক সুধাংসবে ॥ ৯৩
 ভাসাং হেতোর্মদা নক্ষত্রভ্রো নক্ষত্র কোশিনা ।
 ভদা ভবত্যা নিকটে সর্বের দেবাঃ সমাগতাঃ ॥ ৯৪
 ন দৃষ্টোক্ত ভয়া নকো দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সহ ।
 যদ্বি বিশ্ৰুতমনসা তৎক দৃষ্টা ন তৈঃ পুনঃ ॥ ৯৫
 চন্দ্রশ শাপমোক্ষার্থং চন্দ্রভাগা নদী যথা ।
 সৃষ্টা ধাতা ভদৈবাত্ত মেধাতিথিক্রপস্থিতঃ ॥ ৯৬
 ভগ্নস্যা ভগ্নসমো নাস্তি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ।
 তেন যজ্ঞঃ সমারকো জ্যোতিষ্টোমো মহাবিধিঃ ॥ ৯৭
 অত্র প্রকলিতো বহিস্তপ্নিঃস্ত্যজ বপুঃ স্বকম্ ॥ ৯৮
 এতশ্চান্না হানিতং তে কার্য্যার্থং ভোক্তপশ্বিনি ।
 তং কুরুম মহাভাগে যাহি যজ্ঞং মহামুনেঃ ॥ ৯৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

নারায়ণঃ স্রষ্টা সঙ্কটং সম্পর্ক্যথাগ্রপালিনা ।
 ততঃ পুরোভাশময়ং তচ্ছরীরমভূৎ ক্ষণাৎ ॥ ১০০
 মহামুনের্মহাযজ্ঞে তস্মিন্ বিদ্বোপকারিনি ।
 নাগ্নিঃ কব্যাদতাং যাতু ত্তেতদর্থং তথা কৃতম্ ॥ ১০১

সঙ্কটো । যখন তুমি এই পর্বতে চতুর্দ্ব্যুগব্যাপী কঠোর ভগ্নতা করিতে থাক, তখন সত্যযুগ অতীত হইবে । ৯২

তেজোজ্ঞের প্রথম ভাগে নক্ষত্র কক্ষকগুলি কন্যা উৎপন্ন হয় । তদ্বাধ্য তিনি, সাতাইশটি কন্যা চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন । ৯৩

অনন্তর, সেই সকল কন্যার জন্মই নক্ষত্র রোষাবেশে চন্দ্রকে শাপ দেন । তখন সকল দেবতারাই তোমার প্রতি নিকটেই আসিয়াছিলেন । ৯৪

তুমি আমার প্রতি একাগ্রচিহ্ন হইরাহিলে । তুমি ব্রহ্মা বা অশ্রু দেবতা—কাহাকেও দেখিতে পাও নাই । ভগ্নপ্রভাবে তোমাকেও তাঁহার দেখিতে পান নাই । ৯৫

বিধাতা, চন্দ্রের শাপমোক্ষার্থ যখন এখানে চন্দ্রভাগা নদীর সৃষ্টি করেন, মেধাতিথি মুনি, তখনই আসিয়া উপস্থিত হন । ৯৬

তাঁহার ভূল্য ভগ্নোনিষ্ঠ ব্যক্তি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে নাই । তিনি মহাবিধানে জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন । ৯৭

সেই যজ্ঞে প্রকলিত অনলে নিজ কলেবর পরিত্যাগ কর । ৯৮

হে ভগ্নপশ্বিনি । তোমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি এই সমস্ত ঘটনা ঘটাইয়া রাখিয়াছি । মহাভাগে ! এখন নিজ কার্য্য সম্পাদন কর ;—মহামুনির যজ্ঞে যাও । ৯৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর স্রষ্টা নারায়ণ হস্তাগ্রধারা সঙ্কটকে স্পর্শ করিলে, ক্ষণমাত্রে তাঁহার শরীর পুরোভাশময় হইল । ১০০

মহামুনি মেধাতিথির সেই বিদ্বোপকারক যজ্ঞে অগ্নি যাহাতে কব্যাদাতা (অবেদ-মাংসদাহক) প্রাপ্ত না হন, এই জন্মই নারায়ণ ঐরূপ করিলেন অর্থাৎ সঙ্কট-শরীরকে পুরোভাশময় করিলেন । ১০১

এবং কৃত্বা জগন্নাথস্ত্রৈবান্তরধীষত ।
 সঙ্ক্যাপ্যগচ্ছন্তংসত্রে যত্র মেধাতিথির্মুনিঃ ॥ ১০২
 অথ বিষ্ণোঃ প্রসাদেন কেনাপ্যনুপলক্ষিতা ।
 প্রবিবেশ তদা যজ্ঞং সঙ্ক্যামেধাতিথের্মুনিঃ ॥ ১০৩
 বসিষ্ঠেন পুরা সা তু যদ্বা তুহা তপস্বিনী ।
 উপদিষ্টা তপশ্চৰ্ভুং বচনাং পরমুষ্ঠিনঃ ॥ ১০৪
 তমেব কৃত্বা যনসি তপশ্চর্যোপদেশকম্ ।
 পতিভ্বেন তদা সঙ্ক্যা ব্রাহ্মণং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ১০৫
 সমিচ্ছেদ্যৌ মহাযজ্ঞে মুনিভির্যোপলক্ষিতা ।
 তদা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সংবিবেশ বিধেঃ সূতা ॥ ১০৬
 তস্যাং পুরোডাশময়ং শরীরং তৎক্ষণাত্ততঃ ।
 গচ্ছং পুরোডাশময়ং ব্যস্তারয়দলক্ষিতম্ ॥ ১০৭
 বহ্নিস্তপাঃ শরীরস্ত দহ্ণা সূর্য্যস্ত যত্তলে ।
 তদ্বং প্রবেশয়ামাস বিষ্ণোরৈবাজ্ঞয়া পুনঃ ॥ ১০৮
 সূর্য্যো বিধা বিভক্ত্যাপ্য তচ্ছরীরং তদা রুধে ।
 যকে সংস্থাপয়ামাস প্রীতয়ে পিতৃদেবয়োঃ ॥ ১০৯
 হৃদ্বভাগস্তস্যাস্ত শরীরস্য দ্বিজোত্তমাং ।
 প্রাতঃসঙ্ক্যাভবৎ সা তু অহোরাত্রাদিমধ্যগা ॥ ১১০
 তচ্ছেষভাগস্তস্যাস্ত অহোরাত্রান্তমধ্যগা ।
 সা নারয়ন্তবৎ সঙ্ক্যা পিতৃপ্রীতিপ্রদা সদা ॥ ১১১

জগন্নাথ, নারায়ণ এইরূপ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন । সঙ্ক্যাও মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে গমন করিলেন । ১০২

অনন্তর, সঙ্ক্যা, বিষ্ণুর প্রসাদে সকলের অলক্ষ্যে মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে প্রবিষ্ট হইলেন । ১০৩

পূর্বের বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আদেশে ব্রহ্মচারিবেশে সঙ্ক্যাকে উপস্থাপন করিবার বিধি উপদেশ দেন । ১০৪

সেই উপস্থানুষ্ঠানের উপদেশক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকেই পতিভাবে মনে করিয়া ব্রহ্ম-নন্দিনী সঙ্ক্যা, বিষ্ণুর প্রসাদে মুনিগণের অলক্ষ্যে সেই যজ্ঞীয় প্রস্থাপিত হৃদাশনে প্রবেশ করিলেন । ১০৫-১০৬

অনন্তর, পুরোডাশময় সঙ্ক্যা-শরীর তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতভাবে দহ হইয়া পুরোডাশের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল । ১০৭

বহ্নি উহার শরীর দহ করিয়া বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে সেই বিভক্ত দেহকে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন । ১০৮

সূর্য্য সেই শরীর বিধা বিভক্ত করিয়া পিতৃগণ ও দেবগণের প্রীতির উদ্দেশে নিজ রথে স্থাপিত করিলেন । ১০৯

হে দ্বিজোত্তমগণ । তদীয় শরীরের উর্দ্ধভাগ—দিবসের আদি ও অহো-রাত্রের মধ্যগামিনী প্রাতঃসঙ্ক্যা । ১১০

শেষভাগ—দিবসের অন্ত ও অহোরাত্রের মধ্যভাগিনী পিতৃগণের সন্ত-প্রীতি দায়িনী সায়াং-সঙ্ক্যা হইল । ১১১

সূর্যোদয়ান্তে প্রথমং যদা স্তাদক্লেশোদয়ঃ ।
 প্রাতঃসন্ধ্যা উদোদেতি দেবানাং প্রীতিকারিণী ॥ ১১২
 অন্তঃ খণ্ডে ততঃ সূর্যো শোণপদ্মনিভা সমা ।
 উদেতি সায়ংসন্ধ্যাপি পিতৃণাং যোদকারিণী । ১১৩
 তস্তাঃ প্রাপান্ত মনসা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
 দিব্যেন তু শরীরেণ চক্রিরেহথ শরীরিণঃ । ১১৪
 যুনেৰ্জ্ঞাবসানে তু সম্প্রাপ্তে যুনিবা তু সা ।
 প্রাপ্তা পুত্রী বহ্নিমধ্যে তপ্তকাক্ষনসম্ভবা^১ ॥ ১১৫
 তাং জঘাৎ তদা পুত্রীং যুনিরামোদসংযুতঃ ।
 যজ্ঞার্থতোষৈঃ সংস্রাপ্য নিজক্লেড়ে কৃপায়ুতঃ । ১১৬
 অরুদ্ধতীতি তস্তাস্ত্র নাম চক্রে মহামুনিঃ ।
 শিষ্টৈঃ পরিত্যক্তত্বং মহামোদমবাপ চ ॥ ১১৭
 ন কৃণক্তি যন্তো বর্ষং সা কেনাপি চ কারিণী ।
 অভিল্লিলোকবিদিতং নাম সা গ্রাম সাবরম্ ॥ ১১৮
 যজ্ঞং সমাপ্য স যুনিঃ কৃতকৃত্যভাব-
 মাসানি সন্দনযুতস্তনয়প্রলভাং ।
 তস্মিন্ নিজ্যজ্ঞমপদে সহসিক্তবর্ণৈ-
 স্তামেব সন্ততমসৌ দয়তে মহর্ষিঃ ॥ ১১৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২

সূর্যোদয়ের পূর্বে যখন অরুণোদয় হয়, তখন দেবগণের প্রীতিকারিণী প্রাতঃসন্ধ্যার উদয় হইয়া থাকে । ১১২

আর সূর্য্য অন্তর্মিত হইলে, রক্ত-কমল-সন্নিভা পিতৃগণের আনন্দ-বিধারিণী সায়ংসন্ধ্যা উদিত হন । ১১৩

আর প্রভু বিষ্ণু, সন্ধ্যার প্রাপবায়ুকে দিব্য-শরীর ও মনঃসম্পর্কে শরীরী করিয়া মেধাতিথির যজ্ঞীর অনলে স্থাপন করিলেন । ১১৪

অনন্তর, যুনি মেধাতিথি তাঁহাকে যজ্ঞাবসানে অগ্নিমধ্যে 'তপ্ত-কাক্ষন-বর্ণা' কন্যা রূপে প্রাপ্ত হইলেন । ১১৫

তখন যুনি, সেই কন্যাকে যজ্ঞীর অর্ধ্যজলে স্নান করাইরা, সতয়ভাবে সানন্দে নিজ ক্লেড়ে গ্রহণ করিলেন । ১১৬

যুনি, তাঁহার নাম রাখিলেন “অরুদ্ধতী” । এই কার্য্যে যুনিবর মেধাতিথি শিশুগণ সমভিব্যাহারে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন । ১১৭

তিনি কোন কারণেই বর্ষরোধ করেন না, এই অশ্রু ত্রৈলোক্যবিখ্যাতা সেই “অরুদ্ধতী” নাম তাঁহার অর্ধ-পূর্ণ হইল । ১১৮

মহার্ষি মেধাতিথি, যজ্ঞ সমাপন করাতে কৃত-কৃত্য এবং তনয়া লাভে আনন্দিত হইয়া সেই নিজ আশ্রমে শিশুবর্গসহ নিরন্তর সেই কন্যাকেই লালন-পালন করিতে লাগিলেন । ১১৯

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২

ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সা বহুধে দেবী তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ।
 চন্দ্রভাগানদীতীরে তাপসারণ্যসংজ্ঞকে । ১
 যথা চন্দ্রকলা গুরুপক্ষে নিত্যং বিবর্ততে ।
 যথা জ্যোৎস্না তথা সাপি প্রাপ বুদ্ধিমরুজ্জতী । ২
 সা প্রাপ্তে পক্ষমে বর্ষে চন্দ্রভাগাং তদা শুভৈঃ ।
 তাপসারণ্যমপি সা পবিত্রমকরোং সতী । ৩
 তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং মেঘাতিথিনিষেবিতম্ ।
 ক্রীড়াস্থানমরুজ্জতাঃ পুত্রং বাল্যোচিতং কৃতম্ ॥ ৪
 অদ্যপি তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগানদীতীরে ।
 অরুজ্জতীতীর্থতোয়ে শ্রাদ্ধা যাতি হরিং নরঃ । ৫
 কার্ত্তিকং মকরং মাসং চন্দ্রভাগানদীতীরে ।
 শ্রাদ্ধা বিষ্ণুগৃহং গতা হন্তে মোক্ষমবাগ্নুবাং । ৬
 যামে মাসি পৌর্ণমাস্যাময়ায়াং বা তথৈব চ ।
 চন্দ্রভাগাতীরে স্নানং যন্তু কুর্যাৎ সকুং সকুং ।
 তন্তু বংশে রাজবক্ষা ন কদাচিৎ ভবিষ্যতি ॥ ৭
 দেহান্তে চন্দ্রতবনং গতা যাতি হরেগৃহম্ ।
 পুণ্যকরাদিহাগতা বেদজ্ঞা ব্রাহ্মণা ভবেৎ । ৮
 চন্দ্রভাগাতীরং পীত্বা চন্দ্রলোকমবাগ্নুবাং ।
 সকুং শ্রাদ্ধা তু বিধিবদাজিমেবাহুতং লভেৎ । ৯

অরুজ্জতী-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, দেবী অরুজ্জতী চন্দ্রভাগা নদীর তীরে তাপসারণ্যনামক সেই মহর্ষি-আশ্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ১

অরুজ্জতী, গুরুপক্ষের শশিকলা ও জ্যোৎস্নার প্রায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন । ২

সতী অরুজ্জতী, পক্ষমবর্ষে পদার্পণ করিলে চন্দ্রভাগা নদীকে এবং সেই তাপসারণ্যকে নিজ-গুণে পবিত্র করিতে লাগিলেন । ৩

তথায় অরুজ্জতীর বাল্যোচিত পবিত্র ক্রীড়াস্থান—মেঘাতিথি-নিষেবিত মহাপুণ্য তীর্থ হইল । ৪

ব্রাহ্মণ লোকে সেই তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগা নদীর অরুজ্জতীতীর্থতীরে স্নান করিলে বিষ্ণুপদ লাভ করে । ৫

সমস্ত কার্ত্তিকমাস চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিলে মানু্য, প্রথমতঃ বিষ্ণুগৃহ গমন করিয়া শেষে যুক্তিলাভ করে । ৬

যে ব্যক্তি মাত্ৰ মাসের পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে এক একবার চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিবে, তাহার বংশে কদাচ রাজবক্ষা যোগ হয় না । ৭

সে ব্যক্তি, যত্নসহ পর চন্দ্রলোকে গিয়া পশ্চাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করে । তারপর পুণ্য কয় হইলে, ইহলোকে জন্মিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয় । ৮

চলভাগজলে রাড়া ক্রীড়ন্তোঃ বাহুলীলয়া ।
 পিতুঃ সমীপে ততীয়ে কদাচিত্তামকুরুতীম্ ॥ ১০
 গচ্ছন্মাকশমার্গেণ মদৰ্শ কয়লাসনঃ ॥ ১১
 অখাবতীৰ্য্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 অকুরুত্যাশুদ্য কালম্পদেণে মদৰ্শ হ ॥ ১২
 অধোবাচ তদা ব্রহ্মা মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ ।
 মেধাতিথিপ্রভৃতিভিরুচিতং তং মহামুনিম্ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ—

উপদেশম্ কালোহমকুরুত্যা মহামুনে ।
 তদ্বাদেনাং সতীনাঞ্চ ক্রীণাত্বং কুরু সন্নিধৌ ॥ ১৪
 ক্রীতিস্ত্রিয়শ্চোপদেশাঃ কাচিদন্যত্র বিদ্যতে ।
 বহলাভ্যন্ত সাবিজ্যাঃ পূজীং তং স্থাপয়ন্তিকে ॥ ১৫
 তয়োঃ সংসর্গমাসাচ্চ পূজী তব মহামুনে ।
 মহাভূতৈশ্চর্য্যমুভা ম চিত্তাত্ম ভবিস্তুতি ॥ ১৬
 মেধাতিথিৰ্ঘটঃ ব্রহ্মা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
 এবমেবেতি প্রোবাচ তং তদা মুনিসত্তমঃ ॥ ১৭
 ততো নতে সুরশ্রেষ্ঠে পূজীং মেধাতিথিমুনিঃ ।
 সমাদায় যযৌ পূৰ্ণাভবনং প্রতি তৎকথাং ॥ ১৮

চলভাগজলে গান করিলে চল্লোকপ্রাপ্তি হয় ; একবার যথাবিধি স্নান করিলেও অমুমেষ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় । ৯

একদা অকুরুতী চলভাগজলে স্নান করিয়া পিতৃসমীপে বালোচিত-ক্রীড়া করিতেছেন । ১০

ইত্যবসরে কয়লাসন ব্রহ্মা, আকাশপথে যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন । ১১

অনন্তর, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় অবতীর্ণ হইয়া অকুরুতীকে উপদেশ দিবার উপযুক্ত সময় হইবাতে দেখিলেন । ১২

অনন্তর ব্রহ্মা, মেধাতিথি প্রভৃতি মুনিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া সেই মহর্ষি মেধাতিথিকে বলিলেন । ১৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিবর অকুরুতীকে উপদেশ দিবার সময় এই ; অতএব ইহাকে সতীরমণীগণের সমীপে রাখ । ১৪

ক্রীলোককে ক্রীলোকেই উপদেশ দেওয়া উচিত ; কিন্তু তোমার এখানে ত কোন ক্রীলোক নাই । অতএব তুমি তোমার কন্যাকে বহলা ও সাবিত্রীর নিকটে রাখ দিরা । ১৫

মুনিবর । তোমার কন্যা তাঁহাদিগের এই জনের সংসর্গ পাইলে অবিলম্বে মহাভূত-সম্পত্তিশালিনী হইবে । তখন মেধাতিথি, পরমাত্মা ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তাঁহাকে যে আজ্ঞা বলিলেন । ১৬-১৭

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা গমন করিলে, মেধাতিথি মুনি, কন্যাকে লইয়া তৎকথাং পূৰ্ণালোকে গমন করিলেন । ১৮

দর্শ্য তত্র সাবিজ্ঞীঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগাম্ ।
 গম্যাসনগতাং দেবীং কামালাধরাং সিতাম্ ॥ ১৯
 দৃষ্টো সা তেন মুনির্না নিঃসৃত্য বহির্মণ্ডলাং ।
 বহুলা সা গতা ত্বৰং প্রস্থং মানসভূততঃ । ২০
 প্রত্যহং তত্র সাবিজ্ঞী গায়ত্রী বহুলা তথা ।
 সরস্বতী চ ক্রপদা পঠৈকতা মানসাচলে ॥ ২১
 ধর্ম্মাখ্যাটেনন্তথা সাধ্বীঃ কথাঃ কুত্वा পরম্পরম্ ।
 স্বং স্বং স্থানং পুনর্থাতি লোকানাং হিতকাশ্যমা ॥ ২২
 মেধাতিথিত্ত ভাঃ সর্বা দৃষ্টৈকত্র তপোধনঃ ।
 মাতৃঃ সর্ব্বস্ত লোকস্ত প্রপনাম পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩
 উবাচ চ স তাঃ সর্বা ঋষিঃ স্তম্বং তপোধনঃ ।
 সমাধ্বসো বিন্মিত্তস্ত তাসামেকত্র দর্শনাং ॥ ২৪

মেধাতিথিকথা—

মাতৃঃ সাবিজ্ঞি বহুলে দ্বংপুত্রীস্বং মহাযশাঃ^১ ।
 কালোহরমুপদেশেহস্যাত্তদর্থমহমাগতঃ ॥ ২৫
 জগৎপ্রভৌ সমাধিকৌ প্রযাতু তব শিষ্যতাম্ ।
 এষা তেন ভবৎপার্শ্বমানীতা পুত্রিকা যম ॥ ২৬
 সৌভাগ্য্যং যথাস্যাঃ ক্যাস্তদৈনাং বালিকাং যম ।
 সুবাং বিনম্রতং দেব্যৌ মাতর্যাতর্নমোহস্ত বাম্ ॥ ২৭

তথার সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা গম্যাসনে আসীন। অক্ষমাল-ধারিণী কল্যাণী
 সাবিজ্ঞীদেবীকে দেখিতে পাইলেন । ১৯

তখন বহুলা মানসপর্ব্বতের মানুদেশে গমন করিয়াছিলেন, এখন মুনি-
 দৃষ্টো সাবিজ্ঞীও সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া তথার চলিলেন, মুনিও সঙ্গে
 সঙ্গে যাইলেন । ২০

সেই মানসপর্ব্বতে, সাবিজ্ঞী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী এবং চাক্রপদা এই
 পাঁচজন, পরস্পরে ধর্ম্মোপাখ্যানের সমালাপ করিয়া লোক-হিতাভিলাষে পুন-
 রায় স্থানে গমন করেন । ২১

তপোধন মেধাতিথি, সর্ব্বলোকের জননীস্বরূপা তাঁহাদিগের সকলকে একত্র
 অবস্থিত দেখিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলেন । ২২

তাঁহাদিগকে একত্র দেখিয়া বিন্মিত্তস্ত তপোধন, তাঁহাদিগকে সমস্তে এই
 অধুর কথা বলিলেন । ২৩

মা সাবিজ্ঞী! মা বহুলে! এই আমার যশস্বিনী কন্যা; এক্ষণে ইহাকে
 উপদেশ দিবার এই সময়, তাই আমি এখানে আসিয়াছি । ২৪

এম্মা, আমার কন্যাকে আপনার নিকটে উপদেশ লইতে বলিয়াছেন; তাই
 আমার কন্যা,—আপনার কাছে আসিয়াছে । ২৫

যাহাতে আমার এই বালিকা সচ্চরিত্রা হয়, আপনাকে হৃদয়ে ইহাকে
 সেইরূপ শিক্ষা দিন । মা! সাবিজ্ঞি । মা! বহুলে । তাঁহাদিগের উত্তরকে-
 নমস্কার করি । ২৭

অথোবাচ তদা দেবী সাবিজ্ঞী মুনিসত্তমম্
স্মিতপূৰ্ব্বং বহুস্রা সহিতা তাক বালিকাম্ ॥ ২৮

তে উচুঃ—

ব্রহ্মন্ বিকোঃ প্রসাদেন সূচরিত্রাজবৎ সুতা ।
পূৰ্ব্বমেব যুনে ভূতা তদ্বন্দ্বেশেন কিং পুনঃ ॥ ২৯
কিং ব্রহ্মং ব্রহ্মবাকোণ বহুলা চ মহাসতী ।
বিনেস্তাবস্তব সুতাং ধ্বংসায়িত্বা চ যথা ॥ ৩০
ব্রহ্মণঃ পূৰ্ব্বহৃদিতা ভবতন্ত ভপোবলাং ।
তথা বিকোঃ প্রসাদেন সুতা তেহুদ্বন্দ্বজাতী ॥ ৩১
কুলং পুনাতি ভবতঃ সত্যসৌ^১ বর্ধয়িত্বাতি ।
লোকানামথ দেবানাং শিবমেধা করিত্বাতি ॥ ৩২

মার্কণ্ডেঃ উবাচ—

অথ ভাতির্বিসৃষ্টঃ স মুনির্মোহাতিথিঃ সুতাম্ ।
সাম্রাটক্রুদ্ধতীঃ নত্বা তাঃ ব্রহ্মানং জগাম হ ॥ ৩৩
গতে ভগ্নিন্ মুনিবরে সহ ভাভ্যামরুদ্ধতী ।
মাতৃভ্যামিব নির্ভীতা পালিতা যোদমাগ সা ॥ ৩৪
কদাচিৎ সহ সাবিত্র্যা রাজৌ যাতি রবেগৃহম্ ।
তথা বহুস্রা যাতি শক্রপেহং কদাচন ॥ ৩৫
এবং ভাভ্যাং সযং দেবী বিহরন্তী সুরালয়ে ।
নিমাত্ত দিযামানেন সা সপ্ত পরিষৎসরান্ ॥ ৩৬

অনন্তর দেবী সাবিজ্ঞী, বহুস্রা সহিত, মুনিবর মেধাতিথিকে এবং তাঁহার
বালিকা তনয়াকে সন্মিতভাবে বলিলেন । ২৮

মুনিবর । ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রাসাদেই আপনার কন্যা পূৰ্ব হইতেই সূচরিত্রা
হইয়া রহিয়াছেন । ২৯

তবে, ব্রহ্মার আদেশ বলিয়া আমি এবং মহাসতী বহুলা—আমরা উভয়ে
আপনার কন্যাকে এইরূপ শিক্ষা দিব, যাহাতে তিনি অবিনশ্বেই আরও ধীর
হন । ৩০

এই অরুদ্ধতী, পূৰ্ব্বজন্মে ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন ; আপনার ভপোবলে
নাশায়ণের অনুগ্রহে ইনি আপনার কন্যা হইয়াছেন । ৩১

ইনি আপনার কুল পবিত্র করিয়াছেন, যশ বাড়াইবেন, ইনি সমস্ত অশ্বত্থের
এবং দেবগণের কেবল মঙ্গল সম্পাদনই করিবেন । ৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর, মুনিবর মেধাতিথি তাঁহাবিশেষের নিকট
বিদায় গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে প্রণামপূৰ্ব্বক কন্যা অরুদ্ধতীকে আশ্বাস দিয়া
স্বস্থানে গমন করিলেন । ৩৩

মুনিবর, চলিয়া গেলে অরুদ্ধতী মাতৃ-সমা তাঁহাদিগের উভয়ের সহ বাস
ও যত্ন পালনে, নির্ভর হইয়া থাকিলেন এবং আনন্দিভ হইতে লাগিলেন । ৩৪

অরুদ্ধতী, কখন, রাজিতে সাবিত্রীসহ সূর্যাগৃহে গমন করেন, কখন বা
বহুস্রা সহিত ইন্দ্রালয়ে গমন করেন । ৩৫

ভাভ্যং তথোপবিষ্টা সা স্ত্রীধর্মমচিরাং সতী ।
 সর্বং জ্ঞাতবতা ভূতা সাবিজ্ঞী বহুলাধিকা ॥ ৩৭
 অথ তস্যান্তদা কালে সস্ত্রাপ্তে উচিতেহভবৎ ।
 শোভনো যৌবনোত্তমঃ শশিনীনাং কুচির্যথা ॥ ৩৮
 উদ্ভূতযৌবনা সা তু বসিষ্ঠং মনসাসচলে ।
 বিহরন্তী মদনৈক্য চাক্রভেজম্বিনং মুনিস্থ ॥ ৩৯
 দৃষ্ট্বা ভমিক্ষয়াক্ষে কামভাবেন সা সতী ।
 বালসূর্য্যপ্রভং চাক্রকণং আকলিরা যুতম্ ॥ ৪০
 অথ মোহপি মহাতেজা বসিষ্ঠো বরবর্দিনীম্ ।
 দৃষ্টৌকোত্তমদনো বীকাক্ষে অরুন্ধতীম্ ॥ ৪১
 তয়োঃ পরস্পরং দৃষ্ট্বা বরধে হ্রচ্ছবো মহান্ ।
 অমর্যাদং বিজলোষ্ঠাঃ প্রাকৃতে মদনো যথা ॥ ৪২
 অথ বৈর্যং সমালম্ব্য তথা মেধাতিথেঃ সূতা ।
 আত্মানং ধারয়ামাস যনচ্চ মদনেন্নিতম্ ॥ ৪৩
 বসিষ্ঠোহপি মহাতেজা বৈর্য্যমালম্ব্য চাক্রভেজঃ ।
 মনঃ সংস্কৃত্যামাস মদনোন্মথিতং ততঃ ॥ ৪৪
 অরুন্ধতী ভাতো দেবো বিহার মুনিসম্মিখিম্ ।
 জগাম বত্র সাবিজ্ঞী নিনন্তী যং মনো বপুঃ^১ ॥ ৪৫

দেবী অরুন্ধতী, তাঁহাদিগের সহিত এইরূপ বিহার করত দৈব পরিমাণে সন্তুষ্ট বৎসর অতিবাহিত করিলেন । ৩৬

সতী অরুন্ধতী তাঁহাদিগের উভয়ের নিকট স্ত্রীলোকের কর্তব্যকার্য্য বিষয়ে উপদেশ পাইয়া অবিলম্বে সমস্ত বুঝিলেন; তখন তিনি সাবিজ্ঞী ও বহুলা হইতেও ভ্রেষ্টা হইলেন । ৩৭

অনন্তর, যথাযোগ্য কাল প্রাপ্ত হইলে, কমলিনীকূলের শোভার শ্রায় তাঁহার সুন্দর যৌবন সকার হইল । ৩৮

এক দিন, উদ্ভিন্ন-যৌবনা অরুন্ধতী মানস পর্ব্বতে একাকী বিচরণ করিতে করিতে মনোহর তেজস্বী বসিষ্ঠ মুনিকে দেখিতে পাইলেন । ৩৯

সেই সতী, ব্রহ্ম-স্রীসম্পন্ন নবসূর্য্য-সন্নিভ চাক্রকণধারী বসিষ্ঠকে দেখিবাখাত্র কামভাবে ইচ্ছা করিলেন । ৪০

অনন্তর বসিষ্ঠ ও বরবর্দিনী অরুন্ধতীকে দেখিবাখাত্র মদনাকুল হইয়া বার বার তাহাকে দেখিতে লাগিলেন । ৪১

হে বিজয়রসণ । তাঁহাদিগের পরস্পরের দর্শনে, সামান্ত লোকের শ্রায় মর্যাদা দৃষ্টভাবে তাঁহাদিগেরও পরস্পরের অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হইল । ৪২

অনন্তর, মেধাতিথিনন্দিনী, বৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্মাকে এবং মদনো-দ্ভিন্ন হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন । মহাতেজা বসিষ্ঠও বৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার মদনোন্মথিত চিত্তকে প্রশমিত করিলেন । ৪৩-৪৪

অনন্তর, দেবী অরুন্ধতী মূনি-সন্নিধান ত্যাগ করিয়া, নিজ কামোদ্বেগের নিন্দা করত সাবিজ্ঞী সমীপে গমন করিতে লাগিলেন । ৪৫

বাসামানোতিদুঃখেন মানসেন মহাসতী ।
 সতীভাবঃ পরিতাক্ষশিচব্রজ্যে ময়েতি বৈ ॥ ৪৬
 তন্ময়া মনোজহুঃখেন দিবর্গয়ভবশুভম্ ।
 শরীরং সকলং জ্ঞানং গতিঞ্চ বলিভাভবৎ ॥ ৪৭
 ইদং বিষমুখে সা চ গর্হয়ন্তী স্বকং মনঃ ।
 যুগালভবৎ মৃশ্ণা হিমা চ তৎকথ্যামপি ॥ ৪৮
 স্থিতিঃ সতীনাং যেন চাপল্যেনৈব নশ্বতি ।
 ইতি শ্রীধর্ম্মমধ্যাপ্য যামাহ চরিত্রততা ॥ ৪৯
 সাবিজ্ঞী সাত্ত্বমেত্তচ্চি সতীধর্ম্মস্য চোক্ততম্ ।
 ভদ্রস্ত নাশিতং পুংসি পরকীর্ত্তে মনোরথম্ ॥ ৫০
 বর্জয়ন্ত্যা তদা কিং মে পরমেহ ভবিস্থিতি ।
 ইতি সঙ্কিতব্রজ্যে সা পুত্রী মেঘাতিথেশ্বরা ॥ ৫১
 দুঃখার্ভা বহলাং দেবীং সাবিজ্ঞীং চামসাদ হ ।
 তথাবিজ্ঞা চাং ধৃষ্টা বিবর্গয়দনং সতীম্ ॥ ৫২
 ধ্যানচিন্তাপরা ভূতা সাবিজ্ঞী বিষমর্ম্ম হ ।
 নিমৃশ্য দিবজ্ঞানেন সর্ব্বং জ্ঞাতবন্তী সতী ॥ ৫৩
 বসিষ্ঠেন হুরুদ্ধত্যা যথাভূতদর্শনং তথা ।
 যথা ভেষ্যঃ সম্প্রহৃত্যো মনোজহুঃসহঃ ॥ ৫৪
 মুখদৈববাৎসল্যে তুচ্ছ সাবিজ্ঞী দিব্যদর্শিনী ।
 অথ মেঘাতিথেঃ পুত্র্যা মূর্খী হন্তং নিবেশ্য সা ॥ ৫৫

“হায় ! আমি সতীও হারাইলাম” এই চিন্তা সেই মহাসতীর মনে মিরস্তর উদ্ভিত হইতে লাগিল । ৪৬

তাঁহাতে তিনি সাত্ত্বিক মনোহুঃখে কাতর হইলেন, মনোহুঃখে তাঁহার মুখ মলিন, অঙ্গ সকল জ্ঞান এবং গতি স্থলিত হইতে লাগিল । ৪৭

নিজ চিত্তকে নিন্দা করত এইরূপ ভাবিলেন ;—সতীগণের মর্যাদা, যুগাল-শূভের ভায় শূন্য এবং বৃথি অশকাল বায়ুর ভাবও সহিতে পারে না ; তাই তাহা অল্প চাকল্যেই বিনষ্ট হয় । ৪৮

ইহাই যে সতীধর্ম্মের সারোচ্চার, ব্রতচারিণী সাবিজ্ঞী শ্রীধর্ম্ম অধ্যয়ন করাইয়া আমাকে ইহা বলিয়াছেন । ৪৯

হায়, আমি আজ পরপুরুষের প্রতি অভিলাষ করিয়া সেই ধর্ম্ম লোপ করিলাম । ৫০

হায়, আমার ইহ পরকালের কি হইবে ? মেঘাতিথিনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করত দুঃখার্ভা হইয়া দেবী বহলা ও সাবিজ্ঞীর নিকটে উপস্থিত হইলেন । ৫১

সাবিজ্ঞী অরুদ্ধতী সতীকে, তথাবিধ মলিনমুখী দেখিয়া যান-যোগ-অবলম্বনে সমুদয় জ্ঞানিতে পারিলেন । ৫২

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞা দিব্যদর্শিনী সাবিজ্ঞী, বসিষ্ঠ অরুদ্ধতীর পরম্পর-দর্শন, তাঁহাদিগের উভয়ের অস্তিত্বঃসহ কামোত্তেক এবং অরুদ্ধতীর মালিন্যের নিদান চিন্তা—সকল ব্যাপারই দিব্য-জ্ঞান-বলে জ্ঞানিতে পারিলেন । ৫৩-৫৪

ইদমাহ মহাদেবী সাবিত্রী চরিত্রত্বা ।
 বৎসে তব মুখং কম্পান্তিমবর্ণমভূদিদম্ । ৫৬
 হিরনালং বখাপদং সূর্য্যাস্তপরিতাপিতম্ ।
 কথং শরীরমভবন্ হ্রানং তে শুণবস্তমে । ৫৭
 যথা নিশাপতেবিদ্রং তনুকৃষ্ণাভসংবৃতম্ ।
 অস্ত্রমনন্ত তে ভদ্রে সচিন্তামিব লক্ষ্যতে ।
 তস্মৈ কথয় তে শুভ্রৈরুতচেদুঃখকারণম্ । ৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সাধোমুখী ভূক্তা কিকিঙ্কোবাচ লক্ষ্ময়া ।
 সাবিত্রীং মাতরং শুক্যং তথা পৃষ্ঠোপাকৃততী ।
 যদা নোভবতী কিকিঙ্কদা মেধাতিথেঃ সূতা । ৫৯
 স্বয়ং প্রকাশ সাবিত্রী তমুবাচ তপস্বিনী ।
 বৎসে যোহসৌ ত্বয়া দৃষ্টো যুনির্ভাস্তরসম্মিতঃ । ৬০
 স বসিষ্ঠো ব্রহ্মসুতস্তব স্বামী ভবিষ্যতি ।
 তব অস্ত চ দাম্পত্যং পুরা বাটৈব নির্মিতম্ । ৬১
 অভবত্ব সতীভাবো না হীনস্তস্য দর্শনাৎ ।
 যথা ত্বাভূক্তবস্তং সকাশস্তস্য দর্শনাৎ । ৬২
 ন তদ্ব্যয়করং পুত্রি মনোহুঃখং শুভস্ত্যজ ।
 ত্বয়া পরং তপঃ কৃত্বা পূর্ব্বজন্মনি শোভনে । ৬৩
 বৃত্তঃ স এব দম্বিতঃ সকাশস্তেন স হুহি ।
 শূণ পূর্ব্বং ত্বয়া বৎসে বসিষ্ঠোহসং বৃত্তঃ পতিঃ । ৬৪

অনন্তর, ব্রতচারিণী মহাদেবী সাবিত্রী মেধাতিথি-জনয়ার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া এই কথা বলিলেন । ৫৫

“বৎস ! সূর্য্য-কিরণ-পরিভ্রষ্ট হিরনুল কমলের দ্বার তোমার মুখমণ্ডল আচ্ছিন্ন এমন বিবর্ণ হইল কেন ? ৫৬

হে শুণবতী প্রধানে ! বিরল-নীল-জলদাবলি সংবৃত চন্দ্রমণ্ডলের তাক্ত তোমার শরীর এত হ্রান হইল কেন ? ৫৭

ভদ্রে ! তোমার মন যেন চিত্তাকুল বোধ হইতেছে, যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে তুমি স্বীয় দুঃখকারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর । ৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর, অরুণতী, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও লক্ষ্যায় অধোবদনা হইয়া রহিলেন । মাতৃতুল্য শুকজল সাবিত্রীর নিকট কিছুই বলিতে পারিলেন না । ৫৯

যখন মেধাতিথি-বসিষ্ঠী কিছুই বলিলেন না, তখন তপস্বিনী সাবিত্রী স্বয়ং সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন । ৬০

“বৎস ! তুমি যে সূর্য্যসন্নিভ বস্তুকে অবলোকন করিয়াছ, তিনি ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন । ৬১

তোমার এবং বসিষ্ঠের পরস্পর দাম্পত্য-বন্ধন বিঘাতা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ; সুতরাং বসিষ্ঠকে দেখাতে সতীত্ব-লোপ হয় নাই । ৬২

বৎস ! তাঁহাকে দেখিয়া তোমার মনে যে কানোজ্বল হইয়াছে, তাহাতেও দোষ নাই, অতএব মনোহুঃখ ত্যাগ কর । ৬৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যথা তপঃ কৃত্ব তত্র যেন ভাবেন সন্ততম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা সা চ সাবিদ্রী যথা সন্ধ্যাভবৎ পুরা । ৬৫
 কৃত্ব তপো যদৰ্ঘস্ব চন্দ্রভাগাহবয়ে গিরৌ ।
 বসিষ্ঠেন যথাপূৰ্ব্বং বর্ণিতরূপেণ বেবসঃ । ৬৬
 বচনানুপদিষ্টা সা তপশ্চৰ্ঘ্যাং হুত্বত্যয়াম্ ।
 যথা প্রসন্নো ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ । ৬৭
 বরং যথা দদৌ তস্মৈ মৰ্যাদা স্থাপিতা যথা ।
 যথা বা বাহিতঃ স্বামী বসিষ্ঠঃ স তয়া মুনিঃ । ৬৮
 মেধাতিথের্থথা যজ্ঞে যজ্ঞৌ তাত্তং তয়া বপুঃ ।
 যথা ভক্তনম্রা ভাতা তস্মৈ তদ্বিক্রাৎ তদা । ৬৯
 সাবিদ্রী কথয়ামাস ক্রমাদ্ভুলয়া সহ । ৭০
 অথ তয়া বচঃ শ্রুত্বা যদকুৎ পূৰ্ব্বজন্মনি ।
 ভক্ত্যুত্বা বৈ তদা জাতং যম সৰ্ব্বং যনোগতম্ । ৭১
 হত্যভৌব তপ্যং প্রাপ্য সাতীবাত্তদধোমুখী ।
 সাবিদ্রীবচনানুত্বা পূৰ্ব্বজন্মমরা চ সা । ৭২
 তস্মৈধবাধোমুখী ভূত্বা যদ্বিক্রুৎ পূৰ্ব্বজন্মনি ।
 তস্য সৰ্ব্বস্ব সন্মার দিব্যজ্ঞাক্রুতী তদা । ৭৩
 পূৰ্ব্বং বিষ্ণুপ্রসাদেন সা ভূত্বা দিব্যদৰ্শনী ।
 অমুন্য বাল্যভাবেন প্রচ্ছন্ন্য দিব্যদৰ্শনী । ৭৪

শোভনে। তুমি পূৰ্ব্বজন্মে কঠোর তপস্যা করিয়া বসিষ্ঠকেই পতিভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলে, এই জন্মে তিনি তোমার প্রতি কামভাবাপন্ন হইয়াছেন। ৬৪

বৎসে। পূৰ্ব্বে তুমি যেরূপ বসিষ্ঠকে পতিভে বরণ করিয়াছিলে এবং তথায় যে ভাবে নিরন্তর তপস্যা করিয়াছিলে তৎসমস্ত শ্রবণ কর। ৬৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; সাবিদ্রী এই কথা বলিয়া সন্ধ্যার উৎপত্তি, তিনি যে উদ্দেশ্যে চন্দ্রভাগ পৰ্ব্বতে তপস্যা করুন তাহা, বিধাতার বচনানুসারে সন্ধ্যাকে বসিষ্ঠের ব্রহ্মচারিক্রমে তপস্যা শিক্ষা দান, ভূতপদে সন্ধ্যার কঠোর তপস্যা, ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া যেরূপে সন্ধ্যার প্রত্যক্ষ গোচর হন তাহা, সন্ধ্যাকে বিষ্ণুর বরদান, মৰ্যাদা স্থাপন, উপদেশক বসিষ্ঠকে পরজন্মে স্বামী করিতে সন্ধ্যার অভিলাষ, মেধাতিথির যজ্ঞানলে তাঁহার দেহভাগ এবং মেধাতিথির কস্তারূপে তাঁহার উৎপত্তি—অরুন্ধতীকে এ সমস্ত কথাই স্মৃতিভারে যথাক্রমে বহুলার সহিত বলিলেন। ৬৬-৭০

অনন্তর, অরুন্ধতী, সাবিদ্রীর নিকট সেই কথা ও পূৰ্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে “ইনি আমার যনোগত সকল কথাই জানিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া” অত্যন্ত কলঙ্কবশতঃ সাতিশর অধোমুখী হইলেন। আর সাবিদ্রীর কথায় তিনি জ্ঞাতিস্মর হইলেন। ৭১-৭২

তখন অরুন্ধতী সতী সেই রূপ অধোমুখে থাকিয়াই পূৰ্ব্বজন্মে যাহা হইয়াছিল, তৎসমস্তই দিব্য জ্ঞানবলে শ্রবণ করিলেন। ৭৩

বিষ্ণুর প্রসাদে পূৰ্ব্বকালে তিনি দিব্য-দর্শিনী হন, বালকভাব প্রযুক্ত দিব্য-দর্শিত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল। ৭৪

সাবিত্রীবচনাক্রুতঃ কৃতান্তং পূৰ্বজন্মনঃ ।
 প্রত্যক্ষমিব তৎসৰ্বং পূৰ্বজ্ঞানমবাশ সা ॥ ৭৫
 অবাশ্য পূৰ্বং জ্ঞানং তদ্বদন্তং বিষ্ণুনা পুরা ।
 বসিষ্ঠোহয়ং বৃতঃ স্বামী যয়া বৈ পূৰ্বজন্মনি ॥ ৭৬
 ইতি জ্ঞানবতী দেবী সায়োদারুহতা স্বয়ম্ ॥ ৭৭
 বসিষ্ঠদৰ্শনোম্মুতে পূৰ্বং তস্তান্ত হৃচ্ছয়ে ।
 যথাভক্তঃ সমুৎপন্নঃ সতীকৃত্য নিবারণে ।
 তত্র যয়ং সা তত্যাগ তদা মেধাতিথেঃ সূতা ॥ ৭৮
 ত্যক্তচিন্তাং ততস্তান্ত বিজ্ঞারাকৃচ্ছতীং সতীম্ ।
 সাবিত্রী সূর্য্যভবনং গুহ্য সার্দ্ধং জগাম হ ॥ ৭৯
 অকৃচ্ছতীং নিবেশ্য সাবিত্রী সূর্য্যমন্দিরে ।
 জগাম ব্রহ্মভবনং সৰ্বজ্ঞা সা সতীবরা ॥ ৮০
 অথ প্রথম্য ব্রহ্মাণং পৃষ্ঠা তেনৈব তৎকথাং ।
 ইদং জগাদ সাবিত্রী ব্রহ্মাগমিতৌজসম্ ॥ ৮১
 ভগবন্ জগতাং নাথ বসিষ্ঠং ভবতঃ সূতম্ ।
 মানসম্ গিরেঃ সানৌ দৰ্শনারুহতা সতী ॥ ৮২
 তয়োৰ্দৰ্শনমাত্রেণ বরধে হৃচ্ছয়ো মহান্ ।
 পরম্পরং তৌ স্পৃহয়াক্রুতশ্চ প্রজ্ঞাপতে ॥ ৮৩
 ততো বৈৰ্য্যাস্ত্ৰং সংশ্লভ্য মনোজং তৌ সুহৃঃখিতৌ ।
 বিমনস্কৌ গতো স্থানং লজ্জিতৌ তৌ বকং বকম্ ॥ ৮৪

এখন আবার সাবিত্রীর কথায় পূৰ্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ হওয়াতে তৎসমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি সমুদয় পূৰ্ব-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন । ৭৫

অকৃচ্ছতী দেবী পূৰ্বজন্মের বিষ্ণুদত্ত জ্ঞান পাইয়া “আমি এই বসিষ্ঠকে পূৰ্বজন্মে যনে যনে পতিছে বরণ করিয়াছি” আনন্দ সহকারে স্বয়ং ইহা জ্ঞানিতে পারিলেন । ৭৬

বসিষ্ঠ দৰ্শনে কায়োদ্বেক হওয়াতে সতীও নাশ হইল বলিয়া পূৰ্ব যনে যনে যে আতঙ্ক হইয়াছিল, মেধাতিথি-নন্দিনী, তখন আপনা হইতেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন । ৭৭-৭৮

অনন্তর, সাবিত্রী, অকৃচ্ছতী সতীকে চিন্তামুগ্ধ দেখিয়া তাঁহার সহিত সূর্য্যভবনে গমন করিলেন । ৭৯

সতী-শ্রেষ্ঠা সৰ্বজ্ঞা সাবিত্রী, অকৃচ্ছতীকে সূর্য্য-ভবনে রাখিয়া ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন । ৮০

সাবিত্রী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবামাত্র তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, সেই অনিত-ভেক্য সুহৃৎশ্রেষ্ঠকে বলিলেন -হে ভগবন্ । জগদীশ্বর । অকৃচ্ছতী সতী, মানস পৰ্ব্বতের সানুদেশে আপনার পুত্র বাসষ্ঠকে দেখি-পাইন । ৮১-৮২

প্রজ্ঞাপতে । তাঁহাদিগের পরস্পরের সন্দর্শনে পরস্পরের সান্তিলয় কায়ো-দ্বেক হয় এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরে অভিল্যমী হন । ৮৩

অনন্তর, বৈৰ্য্যবলে মদনবিকার প্রশমিত করিয়া অসং-কার্য আচরণ বোধে অত্যন্ত হৃঃখিত, অক্ৰয়নক ও লজ্জিত ভাবে ব্রহ্ম স্থানে গমন করেন । ৮৪

এবম্ভবন্তে যদ্যোগ্যং তদা ত্বেতদ্বিরীকৃতাম্ ।
 আরত্যাংক সুরজ্যেষ্ঠ লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৮৫
 ইতি জগতা বচন্তয়া ব্রহ্মা সর্বজগদ্গুরুঃ ।
 মদর্শ দিব্যজ্ঞানেন প্রবৃন্তিঃ ভাবিকর্ষণঃ ॥ ৮৬
 ইদং ব্রাহ্মতং প্রোচে তদা লোকপিতামহঃ ।
 ভবোদ্যাপত্যভাবস্য কালোহরং সমুপস্থিতঃ ॥ ৮৭
 অতো লোকহিতার্থায় যাস্মৈহং তৎপ্রবৃন্তয়ে ।
 ইতি নিশ্চিতা মনসা সাবিদ্রীমহিতো বিধিঃ ॥ ৮৮
 জগাম মানসপ্রস্থং বজ্রাভূদ্বর্ষণং তয়োঃ ॥ ৮৯
 পিতামহে তত্র যাতে শর্যঃ সুরগণৈশ্বৰ্যতঃ ।
 নন্দিকৃষ্ণি-প্রভৃতিভিঃ সমায়াতো যুধধ্বজঃ ॥ ৯০
 ভগবান্ বাসুদেবোহপি ব্রহ্মণা পরিচিস্তিতঃ ।
 ভক্ত্যা সোহপি অগম্যধঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৯১
 স্থিতৌ ব্রহ্মহরৌ যত্র তত্রৈব সময়াপতঃ ।
 অথ তে জগতাং নানাং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর্যঃ ।
 নারদং শ্রেয়সামানুর্ভূতং মেধাতিথিং প্রতি ॥ ৯২
 যাহি ক্রতং নারদ স্বং চক্রভাগাধ্বস্বং গিরিम् ।
 মুনিপুংসোপত্যকাম্যামান্তে মেধাতিথিঃ পরঃ ॥ ৯৩
 তদানয় যথাকামমশ্রাকং^১ বচনাং স্বহম্ ।
 মেধাতিথিং সমাদায় ভবানাগচ্ছতু ক্রতম্ ॥ ৯৪

সুরজ্যেষ্ঠ! এই ত ব্যাণার; এখন পরিণামে যাহা শুভ ফলপ্রদ হয়, লোক-হিতাভিনায়ে তাহা সম্পাদন করুন। ৮৫

নিখিল জগদ্গুরু ব্রহ্মা, সাবিদ্রীম এই কথা শুনিয়া দিব্যজ্ঞানবলে, ভাবী কার্যের ফলাফল দর্শন করিলেন। ৮৬

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মনে মনে বলিলেন, “বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর বিবাহ সময় এই ত উপস্থিত। ৮৭

অতএব লোকহিতার্থে তাত্তা সম্পাদনের জন্য আমি তথায় গমন করি”; মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া যথায় বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর পরম্পরে দর্শন হইয়াছিল, সাবিদ্রী-সমভিব্যাহারে সেই মানসপর্বত-সানুদেশে গমন করিলেন। ৮৮-৮৯

পিতামহ তথায় গমন করিলে, যুধধ্বজ মহাদেব, নন্দি-কৃষ্ণি-প্রভৃতি অনু-চরগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৯০

ব্রহ্মা কর্তৃক ভক্তিকভাবে চিস্তিত হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধর জগদীশ্বর বাসুদেবও ব্রহ্মা এবং শিব যথায় অবস্থিত ছিলেন, তথায় যত্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমন্তর, জগৎপ্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—মেধাতিথির নিকট নারদকে দূত পাঠাইলেন। ৯১-৯২

তাহারা বলিলেন, নারদ! তুমি সত্বর চক্রভাগ পৰ্ব্বতে যাও; ঐ পৰ্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে মহর্ষি মেধাতিথি বাস করেন। ৯৩

জগদাদিগের স্নাতক্য তুমি যথাসময়ে তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর, অর্থাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সত্বর তুমি এখানে ফিরিয়া আইস। ৯৪

১. যথাকামম্—ইতি পাণ্ডুরম্।

ব্রহ্মাদীনাং বচঃ শ্রুত্বা নারদোহপি ক্রতং যতৌ ।
 মেধাতিথিং সমানেতুং মহাকাব্যস্য সিদ্ধয়ে ॥ ৯৫
 মেধাতিথিং সমাভ্যাস্ত দেবানাং বচনৈস্ততঃ ।
 মেধাতিথিং সমাদার যতৌ মানসপৰ্বতম্ ॥ ৯৬
 সেক্ষা দেবগণাঃ সৰ্বৈ যুগ্মশ্চ তপোহনাঃ ।
 সাধা বিদ্যাধরা যক্ষা গন্ধৰ্বাশ্চ সমাগতাঃ ॥ ৯৭
 দেবাশ্চ সৰ্বৈ দেব্যাশ্চ যৈ দেবানুচরাস্তথা ।
 তে সৰ্বৈ মানসপ্রস্থং বাতাস্তাশ্চে চ অন্তবঃ ॥ ৯৮
 অথ ভূতে সমাজে তু দেবানাং কমলাসনঃ ।
 মেধাতিথিং মুনিং বাক্যমিদমাহাতিদেশচন্ ॥ ৯৯

অপ্সোবাচ—

মেধাতিথে বসিষ্ঠাং পুত্রীং তে চরিতব্রতাম্ ।
 দেহি জ্ঞাপ্ত্বৈব বিধিনা সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ১০০
 বধুবরত্মনয়োঃ পূৰ্ব্বং সূৰ্য্যং মৰৈব হি ।
 হরিণা চাপ্যনুজাতং কৰ্ম চৈতৎ সমগ্ৰসম্ ॥ ১০১
 এবং কৃতে ভব কুলে শুভিস্থিতি মহদ্বশঃ ।
 হিতঞ্চ সৰ্বভূতানাং দেহি তাং মা চিরং কৃথাঃ ॥ ১০২
 ততো ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা হ্যতিপ্রমুদিতো মুনিঃ ।
 এবমভিহতি চোবাচ নক্ষা তান্ পূৰ্ব্বপুঙ্গবান্ ॥ ১০৩
 এষাং তু বচনাং পুত্রীমাদায়াক্রুদ্ধতীং মুনিঃ ।
 ধ্যানমুক্ত বসিষ্ঠস্য দেবৈঃ সহ জগাম হ ॥ ১০৪

নারদও, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথাক্রমে, মহাকাব্য সিদ্ধির জন্য মেধা-
 তিথিকে আনিতে সত্বর গমন করিলেন । ৯৫

সেই দেব-ব্রহ্মের কথানুসারে নারদ, মেধাতিথির সহিত সন্ত্যমপূর্বক
 তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মানস পৰ্বতে গমন করিলেন । ৯৬

এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষি-তপস্বি-যন, আর সাধা, বিদ্যাধর, যক্ষ,
 গন্ধৰ্ব, সমস্ত দেবপুত্রী, দেবগণের অনুচরবৃন্দ এবং অশ্বাস্ত প্রাণিগণ সকলে
 মানস পৰ্বতে প্রস্থে গমন করিলেন । ৯৭-৯৮

এইরূপে তথায় দেবগণের সভা হইলে কমলাসন ব্রহ্মা, মেধাতিথিকে
 আদেশ করত এই কথা বলিলেন—মেধাতিথি ! এই দেবসভামধ্যে ত্র্যম্ব-
 বিবাহ বিধি-অনুসারে তোমার ব্রতচারিণী কন্যা অরুদ্ধতীকে বসিষ্ঠ-হস্তে
 সম্প্রদান কর । ১০১-১০৩

বসিষ্ঠ-অরুদ্ধতীর দাম্পত্য-বন্ধন, আমি পূর্বেই স্থির করিয়াছি ; আর এই
 সুসঙ্গত কাব্য নারায়ণেরও অনুমোদিত । ১০১

এইরূপ করিলে তোমার বংশের বড়ই যশ হইবে এবং নিখিল অগতির
 হিতসাধন হইবে ; অতএব সম্প্রদান কর, আর বিলম্ব করিও না । ১০২

অনন্তর মেধাতিথি ঋষি, ব্রহ্মার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দসহকারে সেই
 সুরভৈষ্ঠদিগকে প্রণামপূর্বক “যে আজ্ঞা” বলিলেন । ১০৩

মেধাতিথি তাঁহাদিগের বচনানুসারে কন্যা অরুদ্ধতীকে লইয়া দেবগণ
 সমভিষাহারে ধ্যানমুক্ত বসিষ্ঠের সমীপবর্তী হইলেন । ১০৪

গতা বসিষ্ঠনিকটে দেবৈঃ পরিতুষ্টো মুনিঃ ।
 ব্রাহ্মজিহ্বা দীপ্যমানঃ জলন্তমিব পাবকম্ ॥ ১০৫
 ধর্মার্থকামমোক্ষেষু ধৃতবুদ্ধিং পৃথক্ পৃথক্ ।
 বদর্শ মুনিমাসীনং মানসাচলকন্দরে ॥ ১০৬
 বসিষ্ঠমোক্ষপ্রিবরং বালসূর্য্যমিবোদিতম্ ॥ ১০৭
 অথ পুত্রীমগ্রগতাং কৃতা যেষাতিথির্মুনিঃ ।
 বসিষ্ঠং নিরুতাশ্বনমুবাচ্যাক্রুদ্ধতীপিতা ॥

ঋষিকবাচ—

ভগবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্র পুত্রীং যে চরিতব্রতাম্ ।
 দস্তাং প্রতিগৃহ্যৈশমাং^১ যয়া ব্রাহ্মেণ ধর্মতঃ ॥ ১০৮
 যত্র যত্রাশ্রমে ব্রহ্মন্ শ্বেচ্ছয়া নিবসিষ্ঠাসি ।
 তুস্তৈস্তয়া ভবিষ্যী চ জ্ঞাত্রেবানুগতা তব ॥ ১০৯
 তত্র তত্রৈব যে পুত্রী সমানব্রতচারিণী ।
 পতিব্রতা বরাবোহা শুক্রযাশ্চে করিষ্যতি ॥ ১১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বসিষ্ঠন্ত মুনের্মেষাতিথৈর্বচঃ ।
 দৃষ্ট্বা সমাগতান্ দেवान্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিকান্ ॥ ১১১
 অবশ্যমেষতস্তাবীতি নিশ্চিতা দিব্যচক্ষুযা ।
 ব্রহ্মণঃ সম্মতে পুত্রীং তদা যেষাতিথের্মুনেঃ ॥ ১১২
 বসিষ্ঠঃ প্রতিজ্ঞগ্রাহ বাচমিত্যুক্তবাংশ্চ হ ॥ ১১৩
 গৃহীতপানিঃ সা দেবী বসিষ্ঠেন মহাশ্রবা ।
 পত্ন্যঃ পাবকুণে চক্ষুর্মূগং ক্রুদ্ধবর্তী সতী ॥ ১১৪

দেবগণপরিবৃত্ত যেষাতিথি মুনি, সমীপে গিয়া ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বিধের প্রতি পৃথক পৃথক ভাবে অনুব্রজ্ত জলন্ত অনল-সম্মিত, ব্রাহ্মণ্য-শোভা-সমুজ্জ্বল নবোদিত দিবাকরের গায় সান্তিশর তেজস্বী মহর্ষি বসিষ্ঠকে মানস পর্ষতের কন্দরে আসীন দেখিলেন । ১০৫-১০৭

অনন্তর, অক্রুদ্ধতী-পিতা মুনিবর যেষাতিথি, তনয়া অক্রুদ্ধতীকে অগ্রে করিয়া সংযতচিত্ত বসিষ্ঠকে বলিলেন—হে ভগবন্ ব্রহ্মনন্দন । আমি ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধি অনুসারে আপনাকে এই ব্রতচারিণী স্বীয় কন্যাকে দান করিলাম, গ্রহণ করুন । ১০৮

ব্রহ্মন্ ! আপনি আপন ইচ্ছাক্রমে যে যে আশ্রমে বাস করিবেন, এই পতি-ব্রতা সূক্ষ্মরী কন্যা তথায় তথায় আপনার প্রতি ভক্তিমতী হইয়া গায় অনুগত ও সমান ব্রত-চারিণী হইয়া আপনার শুক্রসা করিবে । ১০৯-১১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বসিষ্ঠ, যেষাতিথি মুনির এই কথা শুনিয়া এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া “এই কার্য্য অবশ্যস্তাবী” দিব্য-জ্ঞানবলে ইহা নিশ্চয় করিলেন । ১১১-১১২

অনন্তর ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে সেই যেষাতিথি-নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া “বাচং” অর্থাৎ “আজ্ঞা গ্রহণ করিলাম” বলিলেন । ১১৩

ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ব্রহ্মশ্চাত্রে তথাবরাঃ ।
 বিবাহবিধিনা তৌ তু মোদয়াকুরুৎসবৈঃ ॥ ১১৫
 সাবিভ্রোপ্রমুখা দেবো দেবাস্চেস্ত্রাদয়ন্তথা ।
 দক্ষাচ্চাঃ কশ্যপাচ্চাশ্ব মুনয়োহিত্তিপোষনাঃ ॥ ১১৬
 উশ্বচা ব্রহ্মবচনাবকুলকাঙ্ক্ষিনঃ কটাঃ ।
 ব্রহ্মাকিনীজলেনাত্ত স্নাপয়িত্বা সূতং বিধেঃ ॥ ১১৭
 জাম্বুনদৈস্তথা দিব্যৈর্ভূষণৈশ্চ মনোহরৈঃ ।
 বসিষ্ঠং ভূষয়াকুরুন্তথৈবাকুরুতৌ সতীম্ ॥ ১১৮
 ভূষয়িত্বা তৌ তত্র সমাপ্য মুনিভির্বিবিধ্ ।
 বিবাহাবভূথককুন্তরোবিধি-হরীশ্বরাঃ ॥ ১১৯
 নিধায় সর্বভীর্ধানাং তেয়ং জাম্বুনদে ঘটে ।
 আলীক্বাদকটৈর্মথৈশ্চৈর্গায়ত্র্যা ক্রপদাদিভিঃ ॥ ১২০
 স্বয়ং তৌ স্নাপয়াকুরুন্ত্বা বিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
 ততো মহর্ষয়শ্চাত্রে তথা দেবর্ষয়শ্চ যৈঃ ॥ ১২১
 তে সর্ষে ঋগ্‌যজুঃসামবেদভাগৈর্নহাবতৈঃ ।
 গঙ্গাদিসম্রিতাং তোরৈশ্চকুঃ শাস্তিং তয়োর্মুহঃ ॥ ১২২
 ভুবনত্রয়সংকারি বিমানং সূর্য্যবর্চসম্ ।
 অব্যাহতগতিং ব্রহ্মা সাতোয়ক কমণ্ডলু ॥ ১২৩
 ভাভ্যাং দাকং নদৌ বিষ্ণুহৃৎপ্রাণং স্থানযুক্তমম্ ।
 বপুর্দ্ধং সর্বদেবানাং স্রীচ্যাদেঃ সমীপতঃ ॥ ১২৪

মহাশ্রা বসিষ্ঠ পানিগ্রহণ করিলেই সতী অরুন্ধতী, পতি-বসিষ্ঠের চরণদ্বন্দ্বেরে
 নৃতি স্থাপন করিলেন । ১১৪

অনন্তর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অশ্রান্ত দেবগণ, বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীকে
 বিবাহবিধি অনুসারে বিবিধ উৎসবে আমোদিত করিতে লাগিলেন । ১১৫

সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং দক্ষ কশ্যপ প্রভৃতি অতি
 উৎকর্ষী মুনিগণ, ব্রহ্মার কথানুসারে তদীয় পুত্র বসিষ্ঠকে জটা-বকুল পরিধান, চর্ম্ম
 সমস্ত উল্লেখ্যচনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকিনী জলে স্নান করাইয়া সেই বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতী-
 সতীকে সুবর্ণময় নানাবিধ মনোহর দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন । ১১৬-১৮

মুনিগণ, তাঁহাদিগের উত্তরকে ভূষিত করিয়া সাজসজ্জাদি সমাধা করিলে
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর বিবাহাবভূথ (বিবাহান্তে স্নান)
 করাইলেন । ১১৯

সর্বভীর্ধন সূবর্ণকলসে স্থাপন করিয়া গায়ত্রী ‘ক্রপদা’ প্রভৃতি আলী-
 ক্বাদকর মন্ত্র পাঠ করত স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাঁহাদিগের উত্তরকে স্নান
 করান । ১২০-২১

অনন্তর, মহর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ—সকলে, উত্তম স্বরে উচ্চারিত ঋগ্‌-যজুঃ-সাম-
 বেদীয় মন্ত্রাবলী পাঠ করত গঙ্গা প্রভৃতি নদীজল দ্বারা বারংবার তাঁহাদিগের
 শাস্তি বিধান করিলেন । ১২২

ব্রহ্মা, অব্যাহত-গতি ত্রিভুবনসংকারী সূর্য্যের দ্বার তেজস্বী একখানি বিমান
 ও অলপূর্ণ কমণ্ডলু তাঁহাদিগের যৌতুক দিলেন । ১২৩

সপ্তকল্পাস্ত্রীবিধং রুদ্রঃ প্রাপাত্তয়োর্বরম্ ॥ ১২৫
 অদিতিঃ কুন্তসমুগং ব্রহ্মণ্য নিশ্চিতং স্বকম্ ।
 মদৌ বরকর্ণাদাকৃষ্ট পুত্র্যে মেধাতিথেস্তদা ॥ ১২৬
 পতিতৃত্যাকং সাবিত্রী বহুল্য বহুপুত্রতাম্ ।
 দেবেশ্বরে বহুবহ্নানি ধনেশেন সময়ং মদৌ ॥ ১২৭
 এবং দেবান্দ্র মুনয়ো দেবান্দ্ভ্যে চ যে স্থিতাঃ ।
 মদুস্তত্র যথায়োগ্যং দ্বাভ্যং ত্র্যভ্যং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২৮
 এবং বিবাহা বিধিবৎ সৌবর্ণে মানসাতলে ।
 অরুদ্রত্যা^১ বসিষ্ঠস্ত মোদয়াশ তদা সহ ॥ ১২৯
 তত্র যং পতিতং তোষং মানসাতলকন্দরে ।
 বিবাহাবভূধার্থ্যম্ শাস্ত্যর্থং চ সুরাহতম্ ॥ ১৩০
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবপ্যপিত্তিঃ সমুদীরিতম্ ।
 ততোঃ সপ্তধা ভূত্বা পতিতং মানসাতলাং ॥ ১৩১
 হিমাত্মৈঃ কন্দরে সানৌ সরস্যাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 ততোঃ পতিতং শিপ্রে দেবভোগ্যে সরোহরে ॥ ১৩২
 তেন শিপ্ৰা মদৌ জাতা বিষ্ণুনা প্রেতিকা কিতৌ ।
 মহাকৌষীপ্রপাতে তু যদ্বারি পতিতং তু বৈ ॥ ১৩৩
 কৌষিকী নাম সা জাতা বিশ্বামিত্রাবতারিতা ।
 উমাক্ষেত্রে যং পতিতং তোষং তেন মহানদৌ ॥ ১৩৪

বিষ্ণু সকল দেবভাগ্যশের উর্দ্ধে মরীচি প্রভৃতির নিকটে উক্তম হর্গভস্থান
 তাঁহাদিগকে যৌতুক দিলেন । ১২৪

যাহেবর, তাঁহাদিগকে সপ্তকল্পপর্যন্ত বাঁচিবার বর দিলেন । ১২৫

অদিতি, ব্রহ্মনিশ্চিত ব্রীষ কুন্তসমুগল, কর্ণ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক মেধাতিথি-
 নন্দিনীকে দিলেন । ১২৬

তাঁহাকে সাবিত্রী পতিতৃত্য, বহুল্য বহু-পুত্রসম্পন্নতা, আর ইন্দ্ৰ ও কুবের
 বহুতর ধনবত্বাদি দান করিলেন । ১২৭

অশ্বাত্ত দেবদেবী মুনীগণ—বাহারা তথ্যর আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই
 প্রত্যেকে বসিষ্ঠ-অরুদ্রতীকে এইরূপে যথায়োগ্য যৌতুক প্রদান করিলেন । ১২৮

বসিষ্ঠ, বর্ণময় সেই মানস পর্ব্বতে এইরূপে যথাবিধি অরুদ্রতীকে বিবাহ
 করিয়া তিনি এবং তাঁহার পত্নী উভয়েই আনন্দিত হইলেন । ১২৯

ব্রহ্মা বিষ্ণু যাহেবরের করতল বিপলিত বসিষ্ঠ-অরুদ্রতীর বিবাহাবভূথ-জল
 ও শাস্তিজল প্রথমে সেই মানসপর্ব্বত-কন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা আবার
 সমুদ্রা বিস্তৃত হইয়া মানসপর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বতের তদা সামু ও
 সরোবরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পতিত হইতে থাকে । ১৩০-৩১

তদ্ব্যতীত যে জল দেবভোগ্য শিপ্ৰসরোবরে পতিত হয়, তাহা হইতেই শিপ্ৰা-
 নদীর উৎপত্তি ; বিষ্ণু শিপ্ৰানদীকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন । ১৩২

যে জল মহাকৌষিক প্রপাতে পতিত হয়, তাহা হইতে কৌষিকীনদীর
 উৎপত্তি । ১৩৩

কাবেরী নাম সা জাতা কাবেরসরসঃ স্মৃতা^১ ।
 মহাকালে সরঃশ্রেষ্ঠে পতিতং ভঙ্কলং শিরেঃ ॥ ১৩৫
 হিমাদ্রেঃ পার্শ্বভাগে তু দক্ষিণে লভুসম্মিথৌ ।
 গোমতী নাম তৈর্জাতা নদী গোমত্বীরিভা ॥ ১৩৬
 মৈনাকো নাম যঃ পুত্রঃ শৈলরাজস্ত ভৎসমঃ ।
 তস্মিন্ সানৌ সমুৎপন্নৌ মেনকোদরতঃ পুরা ॥ ১৩৭
 যন্তত্র পতিতং তোয়ং তেন জাতা মহানদী ।
 দেবিকাখ্যা মহাদেবপ্রেরিতা সাগরং প্রভি ॥ ১৩৮
 যন্তোরং সত্ৰভং পর্বাং হংসাবতারসম্মিথৌ ।
 তেনাভুৎ সরস্বনায়া নদী পুণ্যতমা স্মৃতা ॥ ১৩৯
 যাক্ষস্তাংসি মহাতোম^২ ষাণ্ডবারণ্যসম্মিথৌ ।
 হিমবৎকন্ঠে যাম্যে ইরায়া হৃদমব্যতঃ ॥ ১৪০
 ইরাবতী নাম নদী তৈর্জাতা চ সরিষরা ।
 এতাঃ সর্বাঃ জ্ঞানপানসেবনৈর্জাহবী যথা ॥ ১৪১
 কলং দদন্তি যন্তানাং দক্ষিণোদশিগাঃ সমা ।
 ধর্মার্ধকামমোক্ষপাং বীজভূতাঃ সনাতনাঃ ॥ ১৪২
 মহামন্ত্র সঙ্কতাঃ সর্বদা দেবভোগদাঃ ॥ ১৪৩
 এবং নমঃ সন্ত জাতাঃ সনাপুণ্যতমোদকাঃ ।
 অরুহত্যা বসিষ্ঠস্ত বিবাহে দেবসম্মিথৌ ॥ ১৪৪

বিশ্বামিত্র এই নদীকে পৃথিবীতে অবতারণিত করেন । ১৩৫

যে জল উমান্ধেজে মহাকাল সরোবরে পতিত হয়, তাহাতে কাবেরী নদী
 মহাকাল সরোবর হইতে নিঃসৃত হয় । ১৩৬

হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শিব-সমীপে যে জল পতিত হয়, তাহাতে
 এক নদীর উৎপত্তি হয় । ১৩৭

‘গোমত’ নামক শৈলবত্ত হইতে নিঃসৃত হওয়াতে তাহার নাম গোমতী ।
 ১৩৮

পর্বতব্রাহ্ম হিমালয়ের মৈনাক নামে আত্মসমূহ পুত্র মেনকার গর্ভ হইতে
 যে সানুতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তথায যে জল পতিত হয়, তাহাতে দেবিকা
 নামে মহানদীর উৎপত্তি ; মহাদেব ঐ নদীকে সাগরে প্রেরণ করেন । ১৩৯

“হংসাবতার” সমীপবর্তী গুহাতে যে জল পতিত হয়, তাহাতে ‘সরস্ব’
 নামী পুণ্যতমা নদীর উৎপত্তি । ১৪০

যে জল ষাণ্ডব-বন-সম্মিথানে হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী গুহাতে
 “ইরা” হৃদয়ের মধ্যে নিপতিত হয়, তাহাতে মহানদী ইরাবতীর উৎপত্তি । ১৪১

দক্ষিণসমুদ্রপানিনী এই সমস্ত নদী মর্ত্যবাসীদিগকে জ্ঞান-পান-সেবনে
 জাহ্নবীর স্তায় কলপান করিয়া থাকেন । ১৪২

এই সমস্ত নদী ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের নিদান এবং চিরকাল-স্থানিনী । ১৪৩

এই সন্ত মহানদী দেবগণের সতত ভোগ্য । ১৪৪

১। মহাকালচলঃ স্মৃতা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। মহাপার্ব—ইতি পাঠান্তরম্ ।

এবং বিবাহ স তদা বসিষ্ঠস্তামরুন্ধতীম্ ।
 দেবৈর্দত্তং তদা স্থানং বিমানেন জগাম হ ॥ ১৪৫
 অক্ষবিষ্ণুমহেশানাং বচনান্বনিস্তমঃ ।
 হিতায় সর্বজগতাং ত্রিষু লোকেষু সর্বদা ॥ ১৪৬
 যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে যাদুকৃত্রীণাং ভবতি তাদৃশম্ ।
 যেহং ভাবং শরীরক কৃত্বা ধর্মো নিয়োজনম্ ।
 বিচরতোষ লোকাংস্ত্রীনগ্রমভ্যঃ প্রসন্নধীঃ ॥ ১৪৭
 এবং পুরা বসিষ্ঠেন পরিবীতা অরুন্ধতী ।
 সা হিতার্থায় জগতাং দেবানাং বচনাং পুরা ॥ ১৪৮
 য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমাখ্যানং ধর্মসাধনম্ ।
 সর্বকল্যাণসংযুক্তং চিত্রায়ুর্বিভবান্ ভবেৎ । ১৪৯
 যা ত্রী নৃণোতি সত্যতমরুন্ধত্যাঃ কথামিষাম্ ।
 পতিব্রতা সা ভূত্রেহ পরত্র বর্গমাশ্রুয়াৎ ॥ ১৫০
 ইদং পরং স্বস্ত্যয়নমিদং ধর্মপ্রদং শরম্ ।
 আখ্যানং সর্বদা কীর্ত্তিয়শঃপুণ্যবিস্তরনম্ ॥ ১৫১
 বিবাহে শৃংসি যাত্রায়াং যঃ শ্রান্তে আবয়েস্তথা ।
 শৈথিল্যং শৃংসবনং মিথিঃ পিতৃশ্রীতিশ্চ জায়তে ॥ ১৫২
 ইতি বঃ কথিতং সর্বং বসিষ্ঠস্ত মহাশ্বনঃ ।
 অরুন্ধতী বখাত্ত্বা ভার্যা বাপি পতিব্রতা ॥ ১৫৩

সুরগণ সমীপে বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর বিবাহ কালে সপা পবিত্রত্ব-সলিলা সপ্ত-
 নদীর এইরূপে উৎপত্তি হইল । ১৪৫

তখন বসিষ্ঠ, অরুন্ধতীকে এইরূপে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত বিমান-
 যোগে সেবদত্ত স্থানে গমন করিলেন । ১৪৬

মুনিবর বসিষ্ঠ, অক্ষা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বচনানুসারে নিখিল ত্রিভুবনের
 লোকের হিতার্থে স্মৃতিতে লাগিলেন । ১৪৭

যুগ-গুণানুরূপ শরীর বেশ ভাষাদি করিয়া সকলকে ধর্মকার্য্যে ভৎপর
 করত অগ্রমত্বভাবে প্রসন্নচিত্তে ত্রিলোক বিচরণ করেন । ১৪৮

বসিষ্ঠ, পূর্বকালে এইরূপে দেবগণের কথায় ভুবনহিতের জন্য অরুন্ধতীকে
 বিবাহ করেন । ১৪৯

যে ব্যক্তি, এই ধর্মসাধক উপাখ্যান নিত্য শ্রবণ করিবে, সে সর্বমঙ্গলযুক্ত
 চিত্রজীবী এবং বনবান হইবে । ১৫০

যে রমণী সর্বদা এই অরুন্ধতী-উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, সে ইহলোকে
 পতিব্রতা হইয়া পরলোকে বর্গ লাভ করিবে । ১৫১

সর্বদা যত্ন, কীর্ত্তি এবং পুণ্যবর্ধন-কারী এই আখ্যানই পরম স্বস্ত্যয়ন ও
 পরম ধর্ম । ১৫২

ইহা বিবাহে শ্রবণ করাইলে ত্রীপুরুষের দীর্ঘজীবন, শৃংসবনে শ্রবণ করাইলে
 পুত্রবন, যাত্রাকালে শ্রবণ করাইলে কার্য্যসিদ্ধি আর শ্রান্তে শ্রবণ করাইলে
 পিতৃলোকের শ্রীতি হইয়া থাকে । ১৫৩

যেভাবে অরুন্ধতী অতি পতিব্রতা ও মহাশ্রী বসিষ্ঠের ভার্যা হইলেন,
 তোমাদিগকে তৎসমস্তই এই বলিলাম । ১৫৪

যন্ত বা তনয়া জাতা যথোৎপত্তা চ যত্র চ ।
 যথা ব্রহ্মহরীশানাং বচনাং স হৃতঃ পতিঃ ॥ ১৫৪
 এতয়ঃ সর্বমাখ্যাতঃ শুভ্রাদুজ্জ্বলতরং পরম্ ।
 পুণ্যদং পাপহরণমাদুরারোগ্যবর্জনম্ ॥ ১৫৫
 ইতি বিশুদ্ধমৌখিকমকারীতিহাসং
 মনসি সকুনপীহ প্রাবসেদ্যেযা দ্বিজানাম্ ।
 স ভবতি কলুষৌষেহীনদেহঃ সমেতে
 মুনিবরসহচর্যাং প্রোক্ত্য পীর্বাণ এব ॥ ১৫৬
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৩

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভক্তো যস্য যতঃ প্রস্তু গিরেঃ শিপ্রসরস্বতে ।
 উপবিষ্টো মহাদেবস্তৎসরোহপশ্যদতিকে ॥ ১
 পুনঃপুনঃ প্রোক্তমাণো ব্রহ্মণা হরিণা চ সঃ ।
 ধ্যানং কর্তুং তত্র মনঃ স্থিরং কৃত্বা দৃঢ়াঅবান্ ॥ ২
 আশ্বানমাশ্বানাং হৃষ্টমাশ্বনোব বিশেষতঃ ।
 পরমং যত্নমকরোজ্যানেন আব্রশাসনঃ ॥ ৩

অরুণভী বাহার কছা, যেক্রমে যথায় উপন্ন হন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের
 বচনে যেক্রমে তিনি বসিষ্ঠকে পতিভাবে বরণ করেন, পুণ্যজনক পাপনাশক
 আয়ুর্বর্জন আরোগ্যকর শুভ্রাতিউজ্জ্বল সেই-সমস্ত কথাই আমি তোমাদিগকে
 বলিলাম । ১৫৪-৫৫

যে ব্যক্তি শিপ্র-সভানধ্যে অসুতঃ একবারও এই পুণ্যপুঙ্গসাধন ও মঙ্গলকর
 ইতিহাস শ্রবণ করাইবে, সে পাপ-জাল বিমুক্ত হইয়া দেহান্তে পরলোকে মুনি-
 গণের সাহায্য লাভপূর্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হয় । ১৫৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শিবের অন্তর হইতে যারার অপসারণ ও শিবের উপাস্য ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, হিমালয় পর্বতপ্রস্তু শিপ্র-সরোবরতীরে
 আসীন মহেশ্বর, নিকটবর্তী সেই সরোবর অবলোকন করিতে লাগিলেন । ১

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, ধ্যান করিতে বারংবার অনুরোধ করায় তিনি ধ্যান
 করিতে মনস্থ করিলেন । ২

সেই স্রবহর আত্ম-সাহায্যে আত্মাতেই আত্ম-দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়চিত্তে
 ধ্যান করিতে পরম যত্নশীল হইলেন । ৩

ধ্যানেন প্রবিকটচিত্তং তৎ দৃষ্ট্বা অহিণাদয়ঃ ।
 হরে প্রবিকটং যাত্ৰাধ্যায়ং তৃষ্ণুবুৰ্জমানসঃ ॥ ৪
 যাত্ৰায়া মোহিতো ভগ্নঃ সতীশোকাকুলো ভূশম্ ॥ ৫
 বিলপত্যেব তাত তস্মিন্ মোহহেতুং জগৎপ্রসূম্ ॥ ৬
 স্তম্ভা মস্তুশরীরাত্ত্ৱ নিঃসারৈর্জানান্ নিধাকুলাম্ ।
 লজ্জুচিত্তং করিষ্ঠামো ধ্যানাসক্তং নিরঞ্জনম্ ॥ ৭
 যাবৎ সতী পুনর্দেহং গৃহীতা হরভাষিনী ॥ ৮
 ভবিষ্যী তাবদেবৈষ বিশোকো ব্যাভু নিষ্কলম্ ॥ ৯
 ইতি সঙ্কিত্য মনসা ব্রহ্মাণ্ডাভিদিবৌকসঃ ।
 যোগনিদ্রাং মহামায়াং স্রোতুর্মেবং সমারভন্ ॥ ১০

দেবা উচুঃ—

শ্রীশক্তিং পাবনীং তাস্ত পুষ্টিং পরমনিষ্কলাম্ ।
 যবং স্তমো মহাভক্ত্যা মহদব্যাক্তরূপিণীম্ ॥ ১১
 শিবায় শিবকরীং শুদ্ধায় সুলভায় সৃষ্টিয়াং পরাবরাম্ ।
 অস্তবিক্তাং বিক্ৰান্তায়াং শ্রীতিমেকাগ্রযোগিণীম্ ॥ ১২
 ত্বং মেধা কং ধৃতিত্বং হ্রীত্বমেকা সর্বগোচরা ।
 ত্বং দীপ্তিঃ সূর্য্যমতা সূত্রপঞ্চপ্রকাশিনী ॥ ১৩
 যা তু ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং জগদীক্ষেত্ব য়া জগৎ ।
 আপ্যায়তি ব্রহ্মাদীংস্তবাস্তান্ যা তুমাংগা ॥ ১৪
 য একঃ সর্বজগতায় প্রাপকৃতঃ সদাগতিঃ ।
 দেবানাঞ্চ য আধারঃ স নভস্বাংস্তবাংশকঃ ॥ ১৫

মহাদেবের চিত্ত ধ্যানপ্রবণ হইয়াছে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ভাবিলেন,—
 শিব, যাত্রা-মোহিত হওয়াতেই সতীশোকে আকুল হইয়া সাতিশয় বিলাপ
 করিতেছেন ; জগজ্জননী যাত্রাই ইহার মোহকারণ । অতএব এই যাত্রাকে
 নিঃসারিত করিয়া শিবের চিত্তকে ধ্যানে আসক্ত নিরাকুল ও নিরঞ্জন করিব ।
 অতএব সংযত চিত্তে বিমূশক্তি যাত্রাকে স্থব করা থাক । সতী পুনরায় জন্ম-
 গ্রহণ করিয়া যতদিন না শিবের অঙ্কশায়িনী হন, ততদিন ইনি শোকহীনচিত্তে
 নিষ্কল পরমব্রহ্ম ধ্যান করুন । ৪-৯

মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহামায়া যোগনিদ্রাকে স্তব
 করিতে আরম্ভ করিলেন । ১০

পরমনিষ্কলা মহত্ত্ব একত্বরূপা সুল-সৃষ্টি-কার্য্য-কারণ-জ্ঞান-অজ্ঞান-
 রূপিণী ঐকান্তিক-প্রীতি ও পুষ্টিরূপা পবিত্র পাবনী ক্ষেমকরী শ্রীশক্তি
 শিবাকে আমরা মহা ভক্তিসহকারে স্তব করি । ১১-১২

তুমি মেধা, তুমি ধৈর্য্য, তুমি লজ্জা, তুমি একা হইয়াও সর্বব্যাপিনী ; তুমি
 আত্মপ্রপঞ্চ জগতের প্রকাশকারিণী শিবাকরদীপ্তি । ১৩

যাহা ব্রহ্মাণ্ডের আধার ; যাহা জগতের কারণ এবং জগৎ ; যাহা ব্রহ্মাদিকে
 আপ্যায়িত করে; তুমি সেই জল এবং তুমিই নদী । ১৪

একমাত্র যে সদাগতি, সর্বজগতের প্রাণ ও দেবগণের আধার, সেই বায়ু
 তোমারই অংশ । ১৫

একং বিসারি যন্তেষাঃ সৰ্বত্ৰৈব সমিধাতে ।
 তন্তে রূপং জগদীকং বহুধা বক্তৃদৃশতে ॥ ১৬
 যা ব্রহ্মলোকপাতালমাস্তবানগতা সদা ।
 সা ত্বং বিষমধ্যবহির্জ্জ্বলাশ্চ চ সৰ্বতঃ ॥ ১৭
 অচলাচলচক্রেণ যন্তিতা যা প্রপঞ্চমুঃ ।
 জগদ্ধাতী লোকমাতা সা চ ত্বং মাধবী ক্রিতিঃ ॥ ১৮
 ত্বং বুদ্ধিত্বং তদ্বিধরা ত্বং মাতা জ্ঞানমাং পতিঃ ।
 নারদী ত্বং বেদমাতা ত্বং সাবিত্রী সরস্বতী ॥ ১৯
 ত্বং বার্তা সৰ্বজগতাং ত্বং ত্রয়ী কামরূপিণী ॥ ২০
 ত্বং হি নিদ্রারূপেণ প্রাণিনো নির্জ্জ্বলাদয়ঃ ।
 যে স্বর্গাদোকসঃ সৰ্বান্ সুখপন্তী^১ প্রমোহসি ॥ ২১
 ত্বং লক্ষ্মীঃ পুণ্যকর্জীণাং পাপিনাং ত্বং হি যাতনা ।
 তথা নীতিভূতাং শ্রীম্ সুখদাটনলিকী মৃতিঃ ॥ ২২
 ত্বং শান্তিঃ সৰ্বজগতাং ত্বং কান্তিশ্চন্দ্রগোচরা ।
 ত্বং দাত্রী সৰ্বভূতানাং লক্ষ্মীত্বং বিমুক্তমোহিনী ॥ ২৩
 ত্বং তত্ত্বরূপা ভূতানাং পঞ্চানামপি সারকুং ।
 ত্বং ত্রিলোকী মহামায়া ত্বং নীতির্মোহকারিণী ॥ ২৪
 সংসারচক্রেণারোপ্য সৰ্বভূতং মহেশ্বরঃ ।
 জাম্ববন্তি চ বধা সা ত্বং বাত্ৰামহেশ্বরী ॥ ২৫

যে এক জ্যোতি সৰ্বত্রসমিদ্ধ সৰ্বব্যাপক ও জগৎকারণ আর বহুধা পরি-
 বৃত্তমান হইয়া থাকে, সেই জ্যোতি তোমারই রূপ । ১৬

যে বস্তু—ব্রহ্মলোক পাতাল ও উহার মধ্যবর্তী সমুদায় লোক ব্যাপ্ত করিয়া
 রহিয়াছে, তুমিই সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য বাহু ও সৰ্বত্র অবস্থিত আকাশ । ১৭

প্রপঞ্চ-প্রসবিনী তুমিই কলাচল-কুল-নিবসিতা লোকমাতা জগদ্ধাতী—
 অচলা মাধবী বধনী । ১৮

তুমি বুদ্ধি, তুমি বুদ্ধির বিষয় পদার্থসমূহ ; তুমি মা ! জ্ঞানোপগতি ; তুমি
 বেদমাতা নারদী সাবিত্রী সরস্বতী । ১৯

তুমি নিখিল জগতের বার্তা, তুমি কামরূপিণী ত্রয়ী (ঋগ্ যজুঃ সাম) । ২০
 তুমি নিদ্রারূপে, স্বর্গাদিনিবাসী অমরাদি প্রাণিগণকে মুখী করত মুগ্ধ
 কর । ২১

তুমি ধর্ম্মিষ্ঠদিগের সুখ ; পাপিষ্ঠদিগের দুঃখ ; তুমি নীতিজদিগের 'সুখ-
 হারিনী লক্ষ্মী, তুমি অশুকালহাযিনী ও ধৈর্য্যস্বরূপা । ২২

তুমি সৰ্বজগতের শান্তি, তুমি শশবরের কান্তি, তুমি সৰ্বভূতের জননী,
 তুমিই নারায়ণ-বিমোহিনী লক্ষ্মী । ২৩

তুমি পঞ্চভূতের সারকর্জী তত্ত্বরূপিণী, তুমিই ত্রৈলোক্যরূপা মহামায়া,
 তুমি জনগণ-বিমোহিনী তন্দ্রা । ২৪

পরমেশ্বর স্বীহার সাহায্যে সৰ্বভূতকে সংসারচক্রে আরোহণ করাইয়া
 অয়ন করাইতেছেন, হে মহেশ্বরী ! তুমি সেই বাত্ৰা । ২৫

জয়ন্তী জয়যুক্তানাং হ্রীর্বিদ্যা নীতিরুত্তমা ।
 গীতিত্বং সামবেদস্ত গ্রন্থিত্বং যজুর্বাং ছতিঃ ॥ ২৬
 সমস্তগীর্বাণমধ্যমশক্তি-স্তমোময়ী সত্ত্বগুণৈকদৃষ্টা ।
 বক্ষঃপ্রপঞ্চানুভবৈককারিণী, যা ন স্ততা ভব্যকরীহ সান্ত ॥ ২৭
 সংসারসাগরকরালভরঙ্গদ্বঃখ-
 নিস্তারকারিতরনিশ্চিতিরীতিহানা ।
 যাক্ষীকরূপপরপারনকেনিপাত^১-
 বিক্ষেপকাঞ্চিনি গিরৌ প্রশনাম ভাং বৈ ॥ ২৮
 নাসাক্ষিবস্তু ভূতবক্ষণি মানসে চ
 ধৃত্য সুধানি বিদধাতি সতৈব জন্তোঃ ।
 নিদ্রেতি বাতিসুভগা জগদীভবানাং
 মা নঃ প্রসীদতু ধৃতিস্থিতিবুদ্ধিরূপা ॥ ২৯
 সৃষ্টিস্থিতিভরুণা যা সৃষ্টিস্থিতিভাবারিণী ।
 সৃষ্টিস্থিতিভবশক্তির্বা সা মায়া নঃ প্রসীদতু ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যোগনিদ্রা মহায়ায়া সংসৃত্তেয়ং ভগ্না সূরৈঃ ।
 হরন্ত হৃদয়াং কিপ্রং নিঃসসার তপাঞ্জসা ॥ ৩১
 বিনিঃসৃত্যয়াং ভক্তাং তু বিবেশ মধুসূদনঃ ।
 শঙ্কোরন্তঃ স্বয়ং তস্য শাস্ত্যর্থং বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ৩২

তুমি জয়যুক্তদিগের জয়শক্তি, তুমি লজ্জা ও উত্তম নীতি, তুমি সামবেদের নীতি, তুমিই যজুর্বেদের নিগদময় মন্ত্র । ২৬

সমস্ত দেবগণের শক্তিরূপিণী জ্যোতির্গয়ী যে দেবীকে একমাত্র সত্ত্বগুণের সাহায্যে সাক্ষাৎ করা যায় ও যিনি বক্ষোঃগুণপ্রপঞ্চ সাহায্যে জগতের উপাসন-কারণ হইতেছেন, আমরা তাঁহাকে স্তব করিতেছি, তিনি আমাদের মঙ্গল-দারিণী হউন । ২৭

হে শিবে । তুমি চৈতন্যশক্তিহীনা প্রকৃতি, তুমি সংসারসমুদ্রের ভীষণ ভরঙ্গ-রূপ দ্বঃখজাল হইতে নিস্তারকারিণী, যোগের অক্ষীকরূপ পারসারনকেনিপাত (দাঁড়) বিক্ষেপে বেগবতী ভরুণী ; তোমাকে আমরা প্রশংসা করি । ২৮

যিনি নিজাক্রমে ত্রিলোকবাসীদিগের নাসিকা, মুখ, চক্ষু, বাহু, বক্ষঃস্থল এবং মন অবলম্বন করিয়া নিরন্তর মুখ সম্পাদন করেন, সেই ধৃতি-স্থিতি-বুদ্ধি-রূপিণী দেবী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ২৯

যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপিণী, এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-শক্তি, সেই মায়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন মহায়ায়া যোগনিদ্রা, দেবমণকর্ভুক এইরূপ ভক্ত হইয়া মহাদেবের হৃদয় হইতে সত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হইলেন । ৩১

মায়া নিঃসৃত হইলে, বিশ্বরূপী স্বয়ং মধুসূদন শাস্তিসম্পাদনার্থ নিবেশ অন্তরে প্রবেশ করিলেন । ৩২

১। --কেলিসত্ত্ব-বিক্ষেপ-বেগিনী ইতি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রবিশ্ত হৃদয়ঃ তস্য কল্পে কল্পে যথাভবৎ ।
 সৃষ্টিঃ স্থিতিঃ স্বেচ্ছায়াস্তত্বাদর্শনদ্যুতঃ ॥ ৫৩
 যথা সত্যী তস্য জ্ঞানী ভূতা সা বা চ যৎসূতা ।
 তৎ সর্বং দর্শনামাস হৃদ্যদেহা চ সা যথা ॥ ৫৪
 বহির্ব্যক্তং তু নিঃসারং প্রপঞ্চং রাজসং বহু ।
 দর্শয়িত্বা পরং জ্যোতির্গতচিত্তং তদাকরোৎ ॥ ৫৫
 ততো হবোহপি তান্ সর্বান্ প্রপঞ্চান্ বীক্ষ্য চাসকৃৎ ।
 নিঃসারাংস্ত তদা বহুা সারে চিত্তং অবেশরেৎ ॥ ৫৬
 ব্রহ্মাদীনাং তদা মায়া দেবানাং তৈঃ পরিষ্কৃতা ।
 প্রতিজ্ঞতা চ কর্তব্যং তদৈবাস্তদর্শে ক্রতুয় ॥ ৫৭
 ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ শস্তোশ্চিত্তং পদে পদে ।
 সংযম্য নিঃসৃতঃ কাশাস্ত্রাজেব রবিমণ্ডলাৎ ॥ ৫৮
 কৃতকৃত্যাস্তদা দেবা ব্রহ্মনারায়ণাদয়ঃ ।
 স্বং স্বং স্থানং যযুঃ প্রীতিযুতাস্তত্ৱা হরং পিরৌ ॥ ৫৯
 ধ্যানাসক্তং মহাদেবং প্রণমোজ্জাদয়ঃ সুরাঃ ।
 বিজ্ঞাপ্য মৌনিরং দেবং জগদ্গুহ্যং স্থানং যুকং যুকম্ ॥ ৬০
 যাতেষু তেষু দেবেষু কপলৌ যুববাহনঃ ।
 সহস্রং দিব্যমানেন পথ্যা জ্যোতিঃ পরং সমাঃ ॥ ৬১

অথ উচুঃ—

কথং যদুরিণুঃ শস্তোঃ প্রবিশ্ত হৃদয়েহংসমা ।
 কল্পে কল্পে স্থিতিং সৃষ্টিং সংযমঞ্চাপ্যদর্শয়ৎ ॥ ৬২

যেভাবে প্রতিকল্পে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ইয়, অচ্যুত তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা দেখাইতে লাগিলেন । ৫৩

তিনি যেভাবে সত্যী শিখের ভাষা হন, সত্যী যে বস্তু, যাঁহার কণ্ঠা এবং যেভাবে দেহত্যাগ করেন তৎসমস্ত দেখাইলেন । ৫৪

তিনি, বহির্ব্যক্ত, অন্তঃসার-শূন্য এই রাজসপ্রপঞ্চ যুহুর্ঘুহুঃ দেখাইয়া শিবের মনকে পরম তেজে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন । ৫৫

তখন মহাদেবও সেই সমস্ত প্রপঞ্চ বারংবার দর্শন করিয়া নিঃসারবোধে সার বস্তুতে মনোনিবেশ করিলেন । ৫৬

তখন দেবকৃষ্ণবন্দিতা মায়া ব্রহ্মাদিসমীপে কর্তব্য-পালনে অঙ্গীকার করিয়া সত্তর অন্তর্হিতা হইলেন । ৫৭

ভগবান্ নারায়ণ, শিবের যন পরম পদে নিবেশিত করিয়া সূর্য্যযন্তর হইতে চন্দ্রের তার তদীর অন্ত্যন্তর হইতে নিঃসৃত হইলেন । ৫৮

তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলে, কৃতকার্য হইয়া মহাদেবকে সেই পর্যাতে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতি-যুক্ত-চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । ৫৯

ইন্দ্রাদি দেবগণ, ধ্যানাসক্ত ব্রহ্মরূপী চন্দ্রশেখর মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । ৬০

সেই দেবগণ, শমন করিলে যুববাহন মহেশ্বর, দিব্যমানে সহস্র বৎসর পরম জ্যোতি ধ্যান করিতে লাগিলেন । ৬১

যথা অগ্ন্যপ্রপকায় রাজস্যা অগতীং গতাঃ ।
 নিঃসারতা কথং তেষাং দশিতা কৈটভ্যরিণা ॥ ৪৩
 কিন্তু সারতরং গুহ্যং পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
 দর্শিতং তেন তৎ সর্বম্ভাচক্ষ বিজসত্তম ॥ ৪৪
 শ্রোতৃবিচ্ছ্যাম ইতি তে মুনীস্ত্যস্তমুত্তমম্ ।
 বিস্তরাদিদমাখ্যাহি বর্ষং নিঃশ্রবসং পরম্ ॥ ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আদিসর্গমহং বক্ষ্যে বরাহং বিজসত্তমাঃ ।
 কল্পে কল্পে যথা সৃষ্টিবরাহে যাদৃশী ভবেৎ ॥ ৪৬
 আদিসৃষ্টিং দর্শয়িত্বা প্রতিসর্গং তথা হরিঃ ।
 শস্তবে দর্শয়ামাস প্রলয়াদীন্ কুবোধত ॥ ৪৭
 প্রলয়ং প্রলয়ং বক্ষ্যে সর্গমাদিৎ ততঃ পরম্ ।
 প্রতিসর্গং ততো বিপ্রা বরাহং বিনিবোধত ॥ ৪৮
 নিমেষো নাম কালাংশো নেত্রোন্মেষবিলক্ষিতঃ ।
 ত্রৈলোক্যশক্তিঃ কাষ্ঠা কাষ্ঠীনাং ত্রিংশতা কলা ॥ ৪৯
 কলাভিস্ত্যবতীকিল্ব কণাখ্যঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 ক্ষণৈর্দশভিঃ প্রোক্তো মূহূর্ত্তৈস্তত্র ত্রিংশতা ॥ ৫০
 মানুষঃ স্থানহোরাত্রঃ পক্ষস্তে দশ পক্ষ চ ।
 পক্ষাভ্যং মানুষো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্ ॥ ৫১
 মাসৈর্দশভিঃ পিতৃণাং দেবানাং তদহর্নিশম্ ।
 কৃষ্ণপক্ষঃ পিতৃণাম্ কক্ষার্ধং দিবসো মতঃ ॥ ৫২

অবিগণ বলিলেন,—মধুসূদন, শস্তু-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে প্রতিকল্পের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় স্বার্থরূপে প্রদর্শন করিলেন ? ৪২

আর সেই কৈটভসূদন রাজস অগ্ন্যপ্রপক এবং তাহার সারস্বততা প্রদর্শন করিলেন কিরূপে ? ৪৩

কিরূপেই বা তিনি সেই পরমগুহ্য সনাতন পরম জ্যোতি দেখাইলেন ? হে বিজবর ! আমরা তোমার নিকট হইতে এই পরম মঙ্গল-প্রদ অমুত্ত উৎকৃষ্ট বর্ণনকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ৪৪-৪৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে বিজসত্তমগণ ! আমি বরাহ-কল্পীয় সৃষ্টির কথা বলিতেছি । সৃষ্টি বরাহ-কল্পে যেরূপ, অন্ত্যস্ত কল্পেও সেইরূপ জানিবে । ৪৬

হরি, শিবকে আদি সৃষ্টি প্রদর্শন করিয়া যেরূপ প্রতिसৃষ্টিতে প্রলয়াদি দেখিলেন, তাহা শ্রবণ কর । ৪৭

হে বিশ্রমণ ! প্রথমতঃ প্রলয় বর্ণন, তৎপরে বরাহ-কল্পীয় আদি সৃষ্টি ও প্রলয় কীর্ত্তন করিব—শ্রবণ কর । ৪৮

এক এক নয়ন-নিমীলনে এক এক নিমেষ, ইহা কালের অংশ-বিশেষ । অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা । ৪৯

ত্রিংশৎ কলাতে এক কণ, ষাটশ কণে এক মূহূর্ত্ত,—ত্রিংশৎ মূহূর্ত্তে মনুষ্যের এক অহোরাত্র । ৫০

পক্ষদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ, দুই পক্ষে, মনুষ্যের এক মাস, পিতৃগণের এক অহোরাত্র । ৫১

সপ্তার্ধং তুরগপক্ষং বজ্রনী পরিকীৰ্ত্তিতা ।

দেবানাম্ভ দিনং প্রোক্তং যস্যাস্য উত্তরায়ণম্ ॥ ৫৩

রাত্রিঃ সপ্তাহং দেবানাং যস্যাস্য দক্ষিণায়নম্ ।

সাত্যাহং সাত্যাহং যাসাত্যাহমৰ্কসাত্যাহতুঃ শ্রুতঃ ॥ ৫৪

ঋতুভিচ্চারনং প্রোক্তং ত্রিভিত্তমানুবং মতম্ ।

ঋতুভির্বৎসরঃ বহুভিত্তাংশ শূন পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৫

চৈত্রাদিমাসযুগলৈঃ সংজ্ঞাভেদাশ্চিকোত্তমাঃ ।

বসন্তশ্চৈত্রবৈশাখৌ গ্রীষ্মো জ্যৈষ্ঠঃ শুভিতথা ॥ ৫৬

প্রাবৃট্ নভোনভম্ভৌ তু শরৎ স্তাদিষ-কৰ্ত্তিকে ।

সহঃ-পৌষৌ চ হেমন্তঃ শিথিরো মাঘকান্তনৌ ॥ ৫৭

বক্তিসে ঋতবঃ প্রোক্তা যজ্ঞানৌ বিহৃত্যঃ পৃথক্ ॥ ৫৮

ন শাং যানেন মশভির্লৈকঃ সপ্তভিরুত্তরৈঃ ।

অষ্টাবিংশতিসাহস্রৈর্মানে কৃতযুগম্ তু ॥ ৫৯

সক্ষ্যা চতুঃশতানীহ বর্ষাণামন্তরালতঃ ।

সক্ষ্যাংশতাবতা প্রোক্তন্তবভুগত ইলিতঃ ॥ ৬০

জ্যেষ্ঠা বাদশভির্লৈক মীনুযৈ বৎসটৈর্ভবেৎ ।

যজ্ঞবত্যা সহস্রৈশ্চ সক্ষ্যা চাস্ত শতত্রয়ম্ ॥ ৬১

শতত্রয়ম্ সক্ষ্যাংশস্তদন্তঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

চতুঃষষ্ঠিসহস্রানি লক্ষাণ্যষ্টৌ প্রমাণতঃ ॥ ৬২

ভবেদ্যুগং যাপরাধ্যং তেষু সক্ষ্যা শতত্রয়ম্ ।

শতত্রয়ং তু সক্ষ্যাংশস্তবভুগত ইন্ততে ॥ ৬৩

হাদিন মাসে মনুজদিগের এক বৎসর—দেবগণের এক অহোরাত্র । কৃষ্ণ-পক্ষ—পিতৃ-দিন, অতএব পিতৃকার্য্য তাহাতেই কর্ত্তব্য । ৫২

আর তুরগপক্ষ তাঁহাদিগের নিরোপযোগিনী বজ্রনী বলিয়া কীৰ্ত্তিত । উত্তরায়ণ ছয়মাস—দেবগণের দিন, দক্ষিণায়ন ছয়মাস দেবগণের নিরোপ-যোগিনী বজ্রনী, নিয়মিত্ত সৌর দুই দুই মাসে এক এক ঋতু, তিন ঋতুতে মনুজদিগের অন্নন, ছয় ঋতুতে বৎসর । ৫৩-৫৫

হে বিজ্ঞবন । চৈত্র প্রভৃতি দুই দুই মাসে ঋতু ; ঋতুগণের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা আছে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ অবশ্য কর । ৫৬

চৈত্র-বৈশাখ বসন্তঋতু, জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন গ্রীষ্মঋতু, প্রাবল-ভাদ্র বর্ষাঋতু, আশ্বিন-কার্ত্তিক শরৎ-ঋতু, অগ্রহায়ণ-পৌষ শৈব-ঋতু, আর মাঘ-কান্তন শিথিরঋতু ; এই ছয় ঋতু কথিত হইল । কোন যজ্ঞানি কার্য্যের কাল বসন্ত, কো যজ্ঞানি কার্য্যের কাল গ্রীষ্ম, এইরূপে সকল ঋতুই যজ্ঞানি-কার্য্যের বিহিত কাল । ৫৭-৫৮

মনুজ-পরিমাণে সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরি-মাণ । ৫৯

তন্মধ্যে চারিশত বৎসর সক্ষ্যা এবং চারিশত বৎসর সক্ষ্যাংশ । ইহা লইব সত্যযুগের পরিমাণ সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র । ৬০

মনুজ পরিমাণে আর লক্ষ দ্বিমানবই হাজার বৎসর—জ্যেষ্ঠাযুগের পরি-মাণ । তন্মধ্যে তিন শত বৎসর সক্ষ্যা ও তিন শত বৎসর সক্ষ্যাংশ । ৬১-৬২

দ্বাত্রিংশত্ত্বং সহস্রানি চতুর্লক্ষানি বৈ কলেঃ ॥ ৬৪
 সংবৎসরৈর্ভবেদ্যনং সঙ্খ্যাকং প্রোচ্যতে শতম্ ।
 বৎসরাণামেকশতং সঙ্খ্যাংশস্ত তদন্তরে ॥ ৬৫
 এবং কৃতস্ত ত্রেতা চ যাপরম্ তথা কলিঃ ।
 যানুষ্মেণ প্রমাণেন ভবেদ্ যুগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৬
 ত্রিচত্বারিংশতা লক্ষৈর্মানকাত্মম্ যং ভবেৎ ।
 সহস্রৈরপি বিংশত্যা সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশসংযুতম্ ॥ ৬৭
 দৈবং দ্বিনং বৎসরেষু যানুষ্মেণ সরাত্রকম্ ।
 এবং ক্রমং গণিত্বা তু মানুষীষ্টৈশ্চতুষ্টয়ৈঃ ।
 দৈবং দ্বাদশসাহস্রং বৎসরাণাং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৬৮
 দৈবৈবর্ষাদশসাহস্রৈ বৎসরৈর্দৈবিকং যুগম্ ।
 তটৈ চতুষ্টয়ং নৃণাং সঙ্খ্যা সঙ্খ্যাংশসংযুতম্ ॥ ৬৯
 দেবানাস্ত কৃতং ত্রেতাযাপরাদিব্যবহর্য ।
 ন যুগব্যবহারোহস্তি ন চ বর্ষাদিভিন্নতা ॥ ৭০
 কিন্তু চাতুষ্টয়ং নারং ভবেদৈবযুগং সদা ।
 দৈবিকৈরেকশতত্যা যুগৈর্ময়ন্তরং ভবেৎ ॥ ৭১
 দৈবে যুগসহস্রে ঘে ব্রহ্মণঃ দ্বাদহনিশম্ ।
 চতুষ্টয়সহস্রে ঘে নৃণাং মানেন তন্তবেৎ ॥ ৭২
 একম্বিন্ ত্র্যম্বদিকমে মনবঃ সূচ্যন্তুর্দশ ।
 এবং ত্র্যম্বকং মানেন দিবসৈস্ত ত্রিভিঃ শতৈঃ ।
 সমষ্টিভির্বৎসরঃ দ্বাদ ত্র্যম্বকা বর্ষো নৃণাং বধা ॥ ৭৩

মনুষ্য পরিমাণে আট লক্ষ চৌষষ্টি হাজার বৎসর যাপরযুগের পরিমাণ, তন্মধ্যে তিনশত বৎসর সঙ্খ্যা ও তিনশত বৎসর সঙ্খ্যাংশ । ৬৩

চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কলিযুগের পরিমাণ, তন্মধ্যে দেড় শত বৎসর সঙ্খ্যা আর এক শত বৎসর সঙ্খ্যাংশ । ৬৪-৬৫

সত্য ত্রেতা যাপর কলি—এই চারিযুগ, মনুষ্য প্রমাণে এইরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ সঙ্খ্যা-সঙ্খ্যাংশ-সম্মিত এই চারিযুগের পরিমাণ ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর । ৬৬-৬৭

মনুষ্যের এক বৎসরে এক দৈব অহোরাত্র ; এইরূপ নিয়মানুসারে গণনা করিলে মনুষ্যদিগের চতুষ্টয়ে দেবতাদিগের বার হাজার বৎসর । ৬৮

তাহা মনুষ্যদিগের সঙ্খ্যা-সঙ্খ্যাংশ-সংযুক্ত চারিযুগ । পাণশূণ্যাদি ব্যবহা-
 নুসারে সত্য ত্রেতা যাপর কলি—এইরূপ যুগভেদ ব্যবহার দেবগণের নাই ।
 ৬৯-৭০

মনুষ্যদিগের চারি যুগে এক দৈব যুগ হয় ; একসপ্ততি দৈবযুগে এক ব্রহ্মস্বর । ৭১

দৈব দুইসহস্র যুগে এবং মনুষ্যদিগের দুইসহস্র চতুষ্টয়ে ব্রহ্মার অহোরাত্র ।
 ৭২

এক ব্রহ্মদিনে চতুর্দশ মনুষ্য অধিকার । মনুষ্যদিগের সাত এইরূপ ত্র্যম্ব-
 দিব-মানানুসারে তিনশত সাত দিনে ব্রহ্মার এক বৎসর হইয়া থাকে । ৭৩

ব্রাহ্মঃ পঞ্চাশতা বর্ষৈঃ পরাৰ্ছঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 তদৌশ্বর্যম্ দিবসস্তাবতী রাজীরীৰ্য্যতে ॥ ৭৪
 শতেন ব্রহ্মণো বর্ষো কালঃ স্যাদ্বিপরাৰ্ছিকঃ ।
 পরাৰ্ছবিতৌষ্ণতীতে ব্রহ্মণঃ প্রলবো ভবেৎ ॥ ৭৫
 প্রলীনে ব্রহ্মণি পরে অগতাঃ প্রাকৃতো লবঃ ।
 সমস্তজগদ্ভাবনব্যয়ং যৎ পরাংপরম্ ॥ ৭৬
 তস্ত ব্রহ্মবরুণস্ত দিব্যরাজ্যক যন্তবেৎ ।
 তৎ পরং নাম তস্যার্ছং পরাৰ্ছমভিধীয়তে ॥ ৭৭
 অগৎস্বরূপী ভগবান্ পরমাত্মাকরোহব্যয়ঃ ।
 স্কুলাৎ স্কুলতমঃ সূক্ষ্মাদ্ভ্যস্ত সূক্ষ্মতমো মতঃ ॥ ৭৮
 ন তস্যাস্তি দিব্যরাজ্যব্যবহারো ন বৎসরঃ ॥ ৭৯
 কিন্তু পৌরানিকৈঃ পূৰ্বেব্রহ্মাভিরপি তাহুশৈঃ ।
 সৃষ্টিপ্রলয়বোধার্থং কল্প্যতে তদহর্নিশম্ ॥ ৮০
 স এব রাজিঃ স দিবা স বর্ষঃ
 স বৈ ক্রিতিঃ সৃষ্টিকরো হবন্ত ।
 স বিশ্বরূপী পুরুষঃ পুরাণ-
 স্তম্বিন্ সমস্তক্ বিস্তাতি তবৎ ॥ ৮১
 ততো ব্রহ্মণি লীনে তু পরমাত্মনি লাম্বতে ।
 অগৎ সর্বং ক্রমেণৈব তজ্জগদ্ভায় পচ্ছতি ॥ ৮২
 ব্রহ্মণঃ শতবর্ষান্তে ব্রহ্মরূপী জনার্দিনঃ ।
 অগদন্তং স্বয়ং কৃদ্বা পরমে লীনমেতি বৈ ॥ ৮৩

ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বৎসরে এক পরাৰ্ছ -- তাহাই ঈশ্বরের দিন, ঈশ্বরের রাজিও
 ঐ পরিমাণ । ৭৪

ব্রহ্মার একশত বৎসরে দ্বিপরাৰ্ছ কৈ, এই দ্বিপরাৰ্ছকাল অতীত হইলে
 ব্রহ্মার লব হয় । ৭৫

ব্রহ্মা পরমবস্তুতে লীন হইলে, অগদন্তের প্রাকৃত লব হইয়া থাকে । যিনি
 সমস্ত জগতের আধার পরাংপর অব্যয় ব্রহ্ম, তাহার অহোরাত্র “পর” নামে
 অভিহিত ; তাহার অর্ডের নাম পরাৰ্ছ । ৭৬-৭৭

অগৎস্বরূপী অক্ষয় অব্যয় ভগবান্ পরমাত্মা—স্কুল হইতে স্কুলতম, সূক্ষ্ম
 হইতে সূক্ষ্মতম । ৭৮

তাহার আধার দিব্যরাজি ও বৎসরাদির ব্যবহার কি ? ৭৯

কিন্তু পূর্বে পৌরানিকগণ এবং তাহাদিগের পথাবলম্বী আমরাও সৃষ্টি-
 প্রলয়ের বোধ-সৌকার্য্যার্থে তাহার অহোরাত্র কর্ত্তনা করিয়া লইয়াছি । ৮০

তিনিই দিবা রাজি, তিনিই বৎসর, তিনিই পৃথিবী, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা আধার
 তিনিই সংহার-কর্ত্তা ; সেই পুরাণ-পুরুষ বিশ্বরূপী এবং সমস্ত বিশ্ব তাঁহাতেই
 প্রকাশিত । ৮১

ব্রহ্ম, নিত্য পরমাত্মার বিলীন হইলে, সমস্ত জগৎই ক্রমে ক্রমে সেই পর-
 মাত্মভাবে পরিণত হইতে থাকে । ৮২

ব্রহ্মার শতবর্ষ-শেষে ব্রহ্মরূপী জনার্দিন, অগৎ সংহার করিয়া স্বয়ং পরম
 বস্তুতে লীন হন । ৮৩

প্রথমং সযিত্য সর্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা ।
 ভৌতৈঃ কৈবৈঃ শোষিত্বা জলং সর্বং গ্রহীত্বতি ॥ ৮৪
 তুলা বৃক্ষাশ্বং কবঃ প্রাণিনঃ পর্বতাস্থবা ।
 চূর্ণীকৃত্য বিলীর্ণাঃ স্যাদিহ্যবর্ষণভেন তু ॥ ৮৫
 ততোঃ দ্বাদশসূর্যাস্ত বশ্যতঃ প্রবলী ত্বমহু ।
 অভবন্ দ্বাদশাদিত্যা জগন্তোগ্যোশবুংহিতাঃ ॥ ৮৬
 রশ্মিঘারেণ সকলং সূর্য্যাক্তে ভুবনানি চ ।
 অসহন্ পৃথিবী দৌশ্চ যেদিনী চোক্ষতাং গতা ॥ ৮৭
 ততো বিনষ্টে সকলে স্থাবরে জঙ্গমে তথা ।
 আদিত্যরশ্মিতো দেবো রুদ্ররূপী জনাৰ্দ্ধনঃ ॥ ৮৮
 নিঃসৃত্য প্রথমং যাতঃ পাতালতলমুন্নতঃ ॥ ৮৯
 মন্তপাতালস্থংস্থান্ত নাগগন্ধৰ্ব্বরাক্ষসান্ ।
 দেবান্ধীংশ্চ শেবক জঘান বহুশূলধৃক্ ॥ ৯০
 এবং স্বর্গে চ পাতালে পৃথিব্যাং সাগরেষু চ ।
 যে প্রাণিনস্তান্ সমস্তান্ জঘান স জনাৰ্দ্ধনঃ ॥ ৯১
 ততো মুখান্নহাবাহুং রুদ্রশ্চ সূর্য্যবান্ বহুশু ।
 সোহব্যাহুতগতির্গাঢ়ং সমার ভুবনত্রয়ে ॥ ৯২
 যাবদবর্ষণতঃ বায়ুভবন্ ভুবনগর্ভগঃ ।
 সর্বযুৎসারদ্বাধাস যৎকিকিছুন্মর্য্যশি২ৎ ॥ ৯৩
 সমস্তং তৎসমুৎসার্য্য জগবন্তি সমস্ততঃ ।
 বিবেশ দ্বাদশাদিত্যান্ স বায়ুর্ভবনাধিকঃ ॥ ৯৪

সূর্য্য, প্রথমে সমুদর স্থাবর জঙ্গমকে ভীত করিবে বিশেষিত্ত করিয়া সমস্ত জলাংশ গ্রহণ করেন । ৮৪

একমত দৈববৎসরে বৃক্ষ, তৃণ প্রাণী ও পর্বতগণ—তুলা, চূর্ণ এবং বিশীর্ণ হইয়া যাব । ৮৫

তখন দ্বাদশ সূর্য্যের কিরণ-জাল অত্যন্ত প্রবল হয় এবং দ্বাদশ সূর্য্যও জগৎ শোষণের জন্য উদ্ভীষ্ট হন । ৮৬

সেই সমস্ত সূর্য্য, রশ্মি দ্বারা সমস্ত ভুবনমণ্ডল দাহ করেন; তাহাতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য বেদহীন এবং অতিশয় উষ্ণতাবাপন্ন হইয়া থাকে । ৮৭

অনন্তর সকল স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে, রুদ্ররূপী জনাৰ্দ্ধন, সূর্য্য-রশ্মি হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রথমে পাতালে, পরে অতলে গমন করেন । ৮৮-৮৯

অনন্তর তিনি, প্রধান শূল ধারণপূর্ব্বক মন্তপাতালস্থিত সমুদায় দেব, ঋষি, নাগ, গন্ধৰ্ব্ব ও রাক্ষসদিগকে নিহত করেন । ৯০

এইরূপে সেই লোক-সংহারক রুদ্র, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এবং সমুদ্রবাসী সকল প্রাণীদিগকে বধ করেন । ৯১

অনন্তর রুদ্র, বহু মুখ-মণ্ডল হইতে মহাবায়ু সৃষ্টি করেন, সেই অব্যাহত-গতি বায়ু শত বৎসর যাবৎ ভুবনমধ্যে পরিভ্রমণ করত যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তই ভূগরাগ্নির দ্বারা উৎসাদিত করিয়া থাকে । ৯২-৯৩

অতি বেগশালী সেই বায়ু জগতের সমস্ত বস্তু চারিদিক হইতে উৎসারিত করত দ্বাদশ সূর্য্যে প্রবিষ্ট হয় । ৯৪

প্রবিশ্ব যন্তসং তেষাং তেজোভিঃ সহস্রাকৃতঃ ।
 মহামেঘান্ সমাবেশে ক্রমেন প্রতিষোজিতঃ ॥ ৯৫
 ততস্তে প্রেরিতা মেঘান্তেন বাতেন বেগিনা ।
 ক্রমেনাপ্যভিরৌদ্রেণ পর্য্যাবক্রমন্তঃ সমবৃ^১ ॥ ৯৬
 সংবর্ত্তাখ্যা মহামেঘা ভিন্নাক্রনচতোপমাঃ ।
 কেচিদধূত্যাঃ শোণবর্ণাঃ শুক্লান্ধিত্যাম্ভ ভীষণাঃ ॥ ৯৭
 কেচিচ্চ পৰ্ব্বতাকাবাঃ কেচিন্নাগসমপ্রভাঃ ।
 প্রাসাদসদৃশাঃ কেচিৎ ক্রৌঞ্চবর্ণা বিভীষণাঃ ॥ ৯৮
 পৰ্ব্বতস্তে মহামেঘা বর্ষণামধিকং শতম্ ।
 বহুব্রহ্মীনাথো লোকান্ প্রাবহন্তো মহাবনাঃ ॥ ৯৯
 অথ শুভ্রসদৃশাণেন^২ ধারাপাতেন বৈ দৃঢ়ম্ ।
 ধারাদারেণ মহতা পুরিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১০০
 আক্রমহানমাসাদ্য তোমরাশৌ হিতে ভটঃ ।
 স যুখানসৃজয়ামুং রুদ্ররূপী জনার্কিনঃ ॥ ১০১
 তেনৌগনানুনাঙ্কিপ্তা মেঘাঃ সংবৎসরাহুতম্ ।
 অব্যাহতগতেনাত্ত বিক্ষিপ্তা অভবৎশ্রুতঃ ॥ ১০২
 নষ্টেবু তেবু মেঘেবু জনলোকাদিকং পুনঃ ।
 ক্রমন্তুঃক্রমভুবনং অংসরাধাস নির্দয়ঃ ॥ ১০৩
 বিকসন্তেবু সমস্তেবু ভুবনেবু বিশেষতঃ ।
 বিনষ্টে ব্রহ্মলোকে চ ক্রমন্তুঃক্রমাদ্যাদিশাকগান্ ॥ ১০৪
 স গতা দাদশাদিত্যান্ বেগেন মহতা হরিঃ ।
 অত্রসচ্চাতিজজ্ঞান তৈর্গর্ভহৈর্দিশাকটৈঃ ॥ ১০৫

ক্রমশঃপ্রবিত বায়ু তেজোরানি-সহ স্বাদশ-সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া সুবিশাল জলদাবলী সঞ্চার করিয়া দিতে আরম্ভ করে । ৯৫

তখন অতি-বেগ-সম্পন্ন বায়ু এবং অতি হৌজরূপী 'ক্রম' কর্তৃক প্রেরিত জলদাবলী গগনযন্তসং আচ্ছন্ন করে । ৯৬

মলিতাক্রন-পুষ্কসম্মিত, ধূত্রবর্ণ, বক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ, বকসম্মিত, পৰ্ব্বতাকার, কুঞ্জরাকার, প্রাসাদ-সদৃশ ভীষণ ভীষণ সেই সকল মহা-ঘন-ঘট্টা ত্রিলোক প্রাবিশ্ব করত মহাশব্দে শতবর্ষেরও অধিককাল বৃষ্টি করিয়া থাকে । ৯৭-৯৯

তাহাদিগের শুভ্রসদৃশ সূল ধারাপাতে ত্রিভুবন পূর্ণ হইয়া যায় । ১০০

ক্রমলোক হইতে সমস্ত হান জল-প্রাবিশ্ব হইলে রুদ্ররূপী জনার্কিন, নিজ মুখ হইতে পুনরায় বায়ু সৃজন করিলেন । ১০১

সেই মেঘমালা অব্যাহতগতি প্রবল-বায়ুবেগে শতবৎসর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায় । ১০২

যেহ সকল বিনষ্ট হইলে, ক্রম—ব্রহ্মলোক জনলোকাদি সমস্তই নির্দয়ভাবে সংহার করেন । ১০৩

সমস্ত অগ্নি বিশেষতঃ ব্রহ্মলোক বিনষ্ট হইলে ক্রম, স্বাদশসূর্য্য সন্নিধানে উপস্থিত হন । ১০৪

১। সমস্তলম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। যথাক্রমপ্রাণেন—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ততো ব্রহ্মাণ্ডমাসাদি রুদ্রঃ কালান্তকোপমঃ ।
 চূর্ণীচকার সকলং যুক্তিপেষং মহাবলঃ । ১০৬
 চূর্ণীকৃতং তু ব্রহ্মাণ্ডং পৃথিব্যানি বিচূর্ণিতা ।
 ভোয়ানি চ সমস্তানি স নদ্রে যোগতো হরিঃ । ১০৭
 যদ্বব্রহ্মাণ্ডাহিতোয়ং স্থিতং পূৰ্ব্বং সমস্ততঃ ।
 যদাভ্যন্তর্গতং ভোয়ং তৎসর্বকৈক্যতাং গতম্ । ১০৮
 একীভূতেষু ভোয়েষু সর্বব্যাপিষু সর্বতঃ ।
 ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডপূর্ণৌষঃ প্রব্রাসীং স নৌরিব । ১০৯
 ততঃ পৃথিব্যাঃ সারস্ত গচ্ছং তন্মাত্রকং ক্রমাৎ ।
 অতো জগাহ সকলং বিনষ্টা পৃথিবী ততঃ । ১১০
 পুনঃ স রুদ্রতেজাংসি গর্ভস্থানি স্বকায়তঃ ।
 নিঃসারয়ামাস শুনঃ পৃষ্ঠীভূতানি ভীষণঃ । ১১১
 তানি তেজাংসি সকলং জগৃহঃ সর্বতঃ স্থিতম্ ।
 অন্তর্বহিষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডান্তেকো যজ্ঞাতো গতম্ । ১১২
 জগদগতং সর্বতেজো গৃহীত্বা চৈকতো জগন্ ।
 বৌদ্ধব্রহ্মাণ্ডখণ্ডানি তেজোহথ ব্রহ্মজালে । ১১৩
 নক্ষত্রা ব্রহ্মাণ্ডচূর্ণানি তেজাংসু জ্বলিতানি চ । ১১৪
 জলেভ্যো ব্রহ্মতন্মাত্রং সারভূতং ভাতোহগ্রহীৎ ।
 গৃহীতসারান্তা আপঃ প্রমট্টান্তেকসা ততঃ । ১১৫

সংহারকর্তা রুদ্রদেব, মহাবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া ঘাসন সূর্যকে গ্রাস করেন; নিষাকরণে উপরস্থ হইলে তাহার প্রোজ্জ্বলতা সাত্তিময় হুঁচি পায় । ১০৬
 কালান্তক-বয়োপম মহাবল রুদ্র, যুক্তিপেষনে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণীকৃত ও পৃথিবী চূর্ণীকৃত হয় । ১০৬

তখন, হরি, সমস্ত জলরাশি যোগবলে ধারণ করেন । সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যস্থিত অভ্যন্তরস্থিত সমুদয় জলই তখন মিলিত হইয়া থাকে । ১০৭

ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড চূর্ণ ও চূর্ণিত পৃথিবীর অংশ সেই একীভূত সর্বব্যাপী জল-রাশির উপর নৌকার মত ভাসিতে থাকে । ১০৯

অনন্তর জল, পৃথিবীর সারভাগ—সমুদায় গচ্ছতন্মাত্র ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে তাহাতেই পৃথিবী বিনষ্ট হয় । ১১০

অনন্তর সেই ভয়ঙ্কর রুদ্র, নিজগর্ভস্থ পৃষ্ঠীভূত তেজরাশিকে পুনরায় নিঃসারিত করেন । ১১১

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যেখানে যতটুকু তেজ থাকে, তৎসমস্তই সেই তেজোরাশির সহিত মিলিত হইয়া পড়ে । ১১২

জগতের সমস্ত তেজ গ্রহণে উজ্জ্বল একীভূত তেজোরাশি ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড চূর্ণ ও নষ্ট করিয়া আরও উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে । ১১৩

অনন্তর সেই তেজ জলের সার ব্রহ্মতন্মাত্র গ্রহণ করিলে, তেজঃপ্রভাবে জল-রাশি বিনষ্ট হয় । ১১৪

জল বিনষ্ট হইলে, একীভূত মহাবেগসম্পন্ন সকল বায়ু তেজোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্পষ্টতন্মাত্র গ্রহণ করে । ১১৫

অঙ্গু নষ্টাসু তন্তেজঃ প্রবিশ্যৎ সদাপতিঃ ।
 একৌত্বতো মহাত্মাগো রূপং তন্মাত্রমগ্রহীৎ ॥ ১১৬
 গৃহীতে রূপতন্মাত্রো ভেদাংসি সকলান্ততঃ ।
 বিনষ্টানি ততো বায়ুঃ প্রবলোহৃদবাবৃতঃ ॥ ১১৭
 মহাবনং ততো বায়ুযাসাদ্যগ্নিরিব জ্বলন্ ।
 রুদ্রঃ সজ্জোভবামাস তদাকালং স্বয়ং ততঃ ॥ ১১৮
 তেন সঙ্কুক্ষমাকাশমগ্রহীন্মুক্তস্ততঃ ।
 তদাত্তং স্পর্শতন্মাত্রং ততো নষ্টে প্রভঞ্জনঃ ॥ ১১৯
 নষ্টে বায়ৌ ততো রুদ্র আকাশাৎ সারমগ্রহীৎ ।
 শব্দতন্মাত্রকং তন্মিন্ গৃহীতে বিগতং বিস্বৎ ॥ ১২০
 নষ্টে নষ্টসি রুদ্রোহসৌ কায়ে জ্ঞানো তদাবিশৎ ।
 জ্ঞানং তদাকুলং কায়ং নিরাধারং নিরাকুলম্ ।
 বিবেশ বৈকবে কায়ে শব্দচক্রগদাশব্দে ॥ ১২১
 ততঃ শৌর্যমহাতেজাঃ কায়ং তৎ পঞ্চভৌতিকম্ ।
 শব্দচক্রগদাশব্দ-ব্রহ্মসিধরমুচ্যতম্ ।
 ব্রহ্মত্যা সঙ্কহারাত সারমাদায় সর্বতঃ ॥ ১২২
 নিরাধারং নিরাকারং নিঃসত্ত্বং নিরবগ্রহম্ ।
 আনন্দময়মৈতৎ বৈতহীনাবিশেষণম্ ॥ ১২৩
 ন স্কুলং ন সূক্ষ্মং হৃৎ জ্ঞানং নিত্যং নিরঞ্জনম্ ।
 একমাসীৎ পরমং ব্রহ্ম ব্রহ্মকাশং সমস্ততঃ ॥ ১২৪
 নাহো ন বাত্রির্ন বিস্বম্ পৃথ্বী
 নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্দ্রং ।
 জ্যোতির্বিদ্যুচ্ছাদ্যপলভ্যমেকং
 প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমান্তদাসীৎ ॥ ১২৫

রূপতন্মাত্র গৃহীত হইলে, সমুদায় তেজ বিনষ্ট হয় ; অনন্তর বায়ু, অবাবৃত্তি
 তাহে প্রবল হয় । ১১৬

রুদ্র, ঘোরনিষ্মন প্রভঞ্জন বহিতেছে দেখিয়া স্বয়ং আকাশ-মণ্ডলকে বিকো-
 ভিত্ত করেন । ১১৭

আকাশ তাহাতে সংকুক্ষ হইয়া পবনের স্পর্শতন্মাত্র গ্রহণ করে, তাহাতেই
 পবন বিনষ্ট হয় । ১১৮

বায়ু নষ্ট হইলে রুদ্র, আকাশের সার শব্দতন্মাত্র গ্রহণ করিলে আকাশ
 বিনষ্ট হয় ; তখন রুদ্র, ব্রহ্মার দেহে বিলীন হন । ১১৯

তখন, ব্রহ্ম শরীর নিরাধার এবং অভাস্ত আকুল হইয়া শব্দ-চক্র-গদা-শব্দ-
 ও উদ্ভয়-বজ্র-সম্পন্ন পাঞ্চভৌতিক চিরন্তন নিজ দেহ হইতে সর্বতোভাবে সার
 গ্রহণ পূর্বক স্বীয় শক্তি দ্বারা অতি শীঘ্র সংহার করেন । ১২০-১২২

তখন তিনি নিরাধার নিরাকার নিরিকার নিঃসত্ত্ব, বিশেষণ-বর্জিত ন-
 স্কুল, ন-সূক্ষ্ম, নির্লেপ “একমেবাদ্বিতীয়ং” সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকাশ সর্বব্যাপী পরম
 ব্রহ্মরূপে বর্তমান থাকেন । ১২৩-১২৪

তখন দিবা-রাত্রি থাকে না আকাশ পৃথিবী থাকে না, জ্যোতি-অন্ধকার—

এবং বাবস্থিতাঃ সৃষ্টিস্তাবৎ কালমসৃষ্টিকম্ ।
 আসীদেকং পরং তদ্বৎ ততঃ সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ॥ ১২৬
 প্রকৃভৌ সংস্থিতো যদ্বাৎ সর্বতদ্ব্যাসকরঃ ।
 অহঙ্কারং মহত্ত্বং গতো যৎ প্রাকৃভৌ লবঃ ॥ ১২৭
 প্রকৃভৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলম্বত তৎ ।
 তদ্বাৎ প্রাকৃতলক্ষ্যাহতমুচ্যতে প্রতিমকরঃ ॥ ১২৮
 অয়ং বঃ কথিতো বিপ্রাঃ প্রাকৃভাষ্যো মহালম্বঃ ।
 আদিসৃষ্টিং শূন্যমাত্ কথ্যমানাৎ মতা পুনঃ ॥
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কালো নাম যস্য দেবঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ ।
 অবিচ্ছিন্নঃ স প্রলয়ন্তেন ভাগেন কেনচিৎ ॥ ১
 লবভাগে ব্যতীতে তু মিসৃক্ষা সমসারত ।
 জ্ঞানমরূপস্ত তদা পরমব্রহ্মণো বিভোঃ ॥ ২
 ততোহস্ম প্রকৃতিস্তেন সম্যক্সংজ্ঞাভিতা ভিষাৎ ।
 সঙ্ক্ষুক্ষা সর্বকার্যার্থমভূৎ সা ত্রিগুণাশ্রিতা ॥ ৩

বা। আর কিছুই থাকে না। তখন, শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়ের অতীত বৃত্তির অগোচর প্রকৃতি অদ্বিত ব্রহ্ম-পুরুষ বর্তমান থাকেন। ১২৬

সৃষ্টি মতকাল থাকে, ততকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবর্ষ, এক পরমতত্ত্ব ব্রহ্মও সৃষ্টিহীন অবস্থাতে বর্তমান থাকেন, অনন্তর সৃষ্টি প্রবৃত্তি হয়। ১২৬

তদ্ব্যজ্ঞগণ অহঙ্কার এবং মহত্ত্ব, সকলই—এমন কি, অগাধ্য প্রলয়ে স্থায়ী এই সকল ব্যক্ত পদার্থ তখন প্রকৃতিরূপে পর্যাবসিত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রকৃত প্রলয়। ১২৭-১২৮

বিপ্রগণ। এই আশি ভোমানিগকে প্রাকৃত মহাপ্রলয় কীর্তন করিলাম, এই আশি-সৃষ্টির বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১২৯

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সৃষ্টি কথন

মার্কণ্ডেয়, বলিলেন,—“কাল” নামক দেবতাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ; প্রলয় তাঁহারই কিয়দংশে বিভক্ত। ১

কালের প্রলয় ভাগ অতীত হইলে, জ্ঞানমরূপ প্রভু পরম ব্রহ্মের সৃজনেন্দ্রা হইল। ২

১। বাবস্থিতা—ইতি পাঠান্তরম্।

২। বিপ্রা—ইতি পাঠান্তরম্।

যথা সন্নিধিমাজ্ঞেণ গচ্চঃ কোভ্যঃ কার্যতে ।
 মনসো লোককর্ষত্বাচ্চাশৌ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪
 স এব কোভ্যকো ব্রহ্মন্ কোভ্যচ্চ পরমেশ্বরঃ ।
 স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানভেদেপি চ হিতঃ ॥ ৫
 ইচ্ছামাজ্ঞেণ পুরুষঃ সৃষ্টার্থে পরমেশ্বরঃ ।
 ততঃ সঙ্কোভ্যামাস পুনরেব জগৎপতিঃ ॥ ৬
 গুণসাম্যাত্তত্ত্বশ্রাৎ ক্ষেত্রজাধিষ্ঠিতাং ততঃ ।
 গুণব্যঞ্জনসঙ্কৃতিঃ সর্বকালে বভূব হ ॥ ৭
 প্রধানতত্ত্বাচ্চত্বতমীষরেচ্ছাসমীরিতাং ।
 মহত্ত্বং প্রথমতত্ত্বং প্রধানং সমাবৃণোৎ ॥ ৮
 প্রধানেনাবৃত্তাত্ত্বশ্রাদহঙ্কারো ব্যাকারত ।
 বৈকারিকৈবৈজগচ্চ তৃত্বাদিতৈশ্চৈব ভাসসঃ ॥ ৯
 ত্রিবিবোহমহঙ্কারো যো ভাতো মহতোহগ্রতঃ ।
 তৃত্বানামিল্লিয়ানাঞ্চ স বৈ হেতুঃ সনাতনঃ ॥ ১০
 স মহাংস্তমহঙ্কারঃ সাত্ত্বাত্ত্বাৎ সমাবৃণোৎ ।
 তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ জজ্ঞিরেহশ্রাৎ সমাবৃত্তাং ॥ ১১
 প্রথমং শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রমন্তরম্ ।
 তৃতীয়ং রূপতন্মাত্রং বসতন্মাত্রমেব চ ॥ ১২
 পঞ্চমং গন্ধতন্মাত্রমেতানি ক্রমশোহভবন্ ।
 প্রত্যেকং সর্বতন্মাত্রমহঙ্কারঃ সমাবৃণোৎ ॥ ১৩

অনন্তর, পরমেশ্বর, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ইচ্ছামাজ্ঞে বিকোভিত করিলে
 এই প্রকৃতিই সর্ব-কার্যের উপযোগিনী হইলেন । ৩

যেমন গচ্চ সন্নিহিত হইলেই মনের কোভ অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্তন হয়,
 কিন্তু এই অবস্থা পরিবর্তনের কর্তা নহে, নিমিত্তমাত্র ; প্রকৃতির কোভ সম্বন্ধে
 পরমেশ্বরও ঠিক তাহাই । ৪

সেই অথ পরমেশ্বরই কোভক, আবার তিনিই সঙ্কোচ-বিকাশ-শালিনী
 প্রকৃতিরূপে কোভ্য । ৫

জগৎপতি পরমেশ্বর সৃষ্টির জন্য পুরুষদিগকে (জীবাত্মাকে) ইচ্ছামাজ্ঞে
 কোভিত করিলেন । ৬

সেই সাম্যাবস্থাপন্ন-ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে ক্ষেত্রজ (জীবাত্মা) গুণ
 অধিষ্ঠিত হইলে গুণ-বৈষম্য হইল । ৭

তখন ঈশ্বরেচ্ছা-পরিচালিত প্রকৃতি, তাহাকে আবরণ করিলেন । ৮

প্রধানসংবৃত্ত মহত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার
 উৎপন্ন হইল । ৯

অহঙ্কার—সকলুত ও ইল্লিয়গণের চিরন্তন হেতু ; তন্মধ্যে তামস অহঙ্কারই
 পঞ্চভূতের কারণ । ১০

অহঙ্কার উৎপন্ন হইবামাত্র মহত্ত্ব তাহাকে আবরণ করিল । মহত্ত্বাবৃত্ত
 অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইল । ১১

প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তৎপরে স্পর্শতন্মাত্র, অনন্তর রূপতন্মাত্র, তাহার পর

সসর্জ শব্দতন্মাত্রাদ্যাকাশং শব্দলক্ষণম্ ।
 শব্দমাত্রা তথা কাশং ভূতানিঃ স সমাবৃণোতি ॥ ১৪
 শব্দতন্মাত্রসহিতাঃ স্পর্শতন্মাত্রতন্ততঃ ।
 বায়ুঃ সমভবৎ স্পর্শস্তবঃ শব্দসমব্রিতঃ ॥ ১৫
 আকাশবায়ুসংযুক্তাক্রপতন্মাত্রতন্ততঃ ।
 তেজঃ সমভবচ্চীকৃৎ সর্বতন্ত্রং বর্জিত ॥ ১৬
 ভক্ষকবৎ স্পর্শবচ্চ ক্রপবচ্চ ব্যাপ্যত ॥ ১৭
 ভক্তো বিশ্ববায়ুতেজোযুক্তাত্তোয়ং সসর্জ হ ।
 রসতন্মাত্রতঃ সম্যক্ তেন ব্যাপ্তং সমন্ততঃ ॥ ১৮
 ভৌতাদ্যাবরণজিহ্বা বিক্ষোভমিততেজসঃ ।
 সা নঃস্বৈখ নিরাধারান্যনিলান্মোজিতানি বৈ ॥ ১৯
 তেষু বীজং প্রথমতঃ সসর্জ পরমেশ্বরঃ ।
 তদগুণভবনৈকমং সহস্রাংস্তসমপ্রভম্ ॥ ২০
 মহদানিবিদ্যেহাতৈত্তরারকং সর্বভো ভূতম্ ॥ ২১
 বারিহস্তানিলাকাটৈশস্তমোভূতানিমা বহিঃ ।
 বৃতং দশগুণৈরগুণং ভূতানির্মহতা তথা ॥ ২২
 বীজং যথা বাহুদলৈর্বাগুণমগুণং তথা পুনঃ ।
 ভৌতানিভিত্তয়া ব্যাপ্তং ব্রহ্মাণ্ডমতুসং স্থিমাঃ ॥ ২৩

রসতন্মাত্র, সর্বশেষে শব্দতন্মাত্র—এইরূপ যথাক্রমে শব্দতন্মাত্রের উৎপত্তি ।
 অহঙ্কার সকল তন্মাত্রকে পৃথক্ পৃথক্ আবরণ করিল । ১২-১৩

শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দের প্রথম উপাদান আকাশ উদ্ভূত হইল । তাহা
 অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্রসহ আকাশ আবৃত করিল । ১৪

আকাশসহ স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শের প্রথম উপাদান শব্দ-গুণাবৃত বায়ু
 উৎপন্ন হইল । ১৫

আকাশ-বায়ু-সংযুক্ত ক্রপতন্মাত্র হইতে প্রদীপ্ত তেজ উৎপন্ন হইয়া সর্বত্র
 বিস্তৃত হইল । ১৬

তাহা ক্রপের প্রথম উপাদান কারণ আর শব্দস্পর্শেরও অন্ততম উপাদান
 বটে । ১৭

আকাশ-বায়ু-তেজঃ সমব্রিত রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সর্বত্র
 পরিব্যাপ্ত হইল । ১৮

অমিত-তেজা বিষ্ণুর আধারশক্তি, অনিলান্মোলিত নিরাধার জলরাশি
 ধারণ করিলেন । ১৯

পরমেশ্বর, প্রথমতঃ তাহাতেই বীজধারণ করেন ; সেই বীজ সূর্য্য-সম্বিত
 সূর্য্যময় অণুকারে পরিণত হইল । ২০

ঐ অণু মহত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থদ্বারা নির্মিত এবং তদ্বারা চতুর্দিকে সংবৃত ।
 ২১

জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্ত্ব—দশ দশ গুণ অধিক
 বিস্তৃতভাবে ক্রম-বহির্ভূত এই সকল পদার্থদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন । ২২

সুতরাং পরমেশ্বরের স্থাপিত বীজসকল পদার্থের মধ্যবর্তী ; বিজগৎ । এই
 রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে আবার জল প্রভৃতি তৎসমস্ত বস্তুদ্বারা ই যথাক্রমে আবৃত । ২৩

তদন্তর্যম্ অগ্নয়ৈব বিষ্ণু-
 ব্রহ্মরূপং বিনিবাস্য কারম্ ।
 দিব্যেন যামেন স বর্ষমেকং
 হিতোহ্যেহীধীজগৎ স্ববুদ্ধা ॥ ২৪
 ব্যানেন চাত্তং স্বয়ম্বেব কৃত্বা
 দ্বিবা স তম্বে কণমাত্রমগ্নিন্ ।
 তদৈব ভস্মাত্মগণৈঃ সমন্তৈ-
 র্গন্ধোস্তরৈর্ভূবনৈব সৃষ্টা ॥ ২৫
 স্পর্শস্ত শব্দস্ত সমস্তরূপ-
 গুণস্ত গন্ধস্ত রসস্ত চৈষা ।
 আধারভূতা সকলৈঃ কৃত্বা য-
 ভস্মাত্রবর্গৈরখিলা ধরিত্রী ॥ ২৬
 জাতস্তদ্বৈধঃ কনকাচলোহসৌ
 জরাযুতিঃ পর্বতগণয়োহভুৎ ।
 গভীর্গটৈকঃ^১ সপ্তপদোবয়ন্ত
 স্কন্ধয়োন ত্রিংশালয়োহভুৎ ॥ ২৭
 স্কন্ধয়োনাপরদেশজেন
 সপ্তাভবদ্বাগম্ভহাশি তানি ।
 পাতালসংজ্ঞানি মহাসুখানি
 যত্র স্বয়ং স্তাৎ পরতো মহেশঃ ॥ ২৮
 তেজোগণাস্তস্য বভূব লোকো
 যোহসৌ মহলোক ইতি প্রতোহভুৎ ।
 জনাঃকোহভুৎকরতোহথ গর্তী-
 ত্যানাতপোলোকবরো বভূব ॥ ২৯
 অস্তোর্ধগত্যামস্তবভূ সত্যং
 ত্রক্ষাণ্ডখণ্ডোপরি বিষ্ণুরচ্যুতঃ ।
 পদং পদং যম্মিগদতি ধীরা
 ইজ্জানপমাং পরিনিষ্ঠরূপম্ ॥ ৩০

স্বয়ং বিষ্ণু সেই অগ্নয়ৈব—ব্রহ্মরূপ দেহ স্থাপনপূর্বক দিব্যমানে একবৎসর
 অবস্থিতি করিয়া স্বয়ং বুদ্ধিবলে সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিলেন । ২৪

ইচ্ছামাত্রে সেই অগ্নিভেদ করিয়া কণকাল তথার অবস্থিতি করিলেন ।
 তখনই অকাল চতুর্ভূত-সংকৃত গন্ধভস্মাৎ দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন । ২৫

এই নিখিল পৃথিবী, সকল ভস্মাত্র সাহায্যে নিশ্চিত বলিয়া শব্দ, স্পর্শ,
 সমুদায় রূপ, রস এবং গন্ধ—সকলই ইহাতে বর্তমান । ২৬

সেই ব্রহ্মাণ্ডের কমলে সূমেরু, জরাযুধারা পর্বত-সমূহ এবং গভী-সলিলে
 সপ্ত সমুদ্র আর স্কন্ধায় বর্গ উৎপন্ন হয় । ২৭

অপর দেশ-সমুদ্র স্কন্ধযুগল মহাসুখকর সপ্ত-নাগালর পাতাল উৎপন্ন হয়,
 তন্নিম্নে স্বয়ং পরমেশ্বর বিরাজমান । ২৮

এবং বিধায় প্রথমং বহুব
 বিষ্ণুরূপী স্থিতয়ে স এব ।
 স্বয়ং সঙ্কল্পততন্ব্যভোহিবঃ
 স্বভূমিতি খ্যাতিমবাগ বিষ্ণুঃ ॥ ৩১
 ততোহিবদ্ যজ্ঞবরাহরূপী
 বিষ্ণুর্ভূবঃ প্রোক্তরূপায় পীনঃ ।
 নিমজ্জমানাং পৃথিবীং স মধ্যো
 ভিত্তা গতো বর্জুমধোতিহবেগাৎ ॥ ৩২
 দংষ্ট্রাভ্রদেশে বিনিধায় পৃথ্বীং
 স উদগতঃ সর্বমভীতা ভোরম্ ।
 ততোহিবতঃ সপ্তফণাশ্চিতোহিব-
 সনভযুক্তিঃ পৃথিবীং বিধর্তুম্ ॥ ৩৩
 প্রসার্যা নেমোহপি ফণাং স দৈব
 মধ্যো নিধাটৈকফণাঃ ধরিত্রীম্ ।
 দধার ভোতৈরাপরি ভোরসংস্থিত-
 ততোহিত্যজদ্ যজ্ঞবরাহ উকৌম্ ॥ ৩৪
 প্রসারিতাঃ ফণাঃ সর্বাস্তাসামেকা তু পূর্বতঃ ।
 অপরা পশ্চিমাশান্ত দক্ষিণোত্তরয়োঃ পরে ॥ ৩৫
 একা গতা কশৈশাশ্চামাগ্নেহ্যায়পতা দিবি ।
 পৃথ্বীমধ্যে স্থিতা চৈকা নৈকাজাং ততঃ বৈ তমুঃ ॥ ৩৬
 পৃথা নিদ্রাহবী তত্র ততো নম্রা স্থিতা ক্রিতিঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মাণ্ডের তেজোবানিতে মহালোক, ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ পবনে জনলোক, ইন্দুরেখা-বলে শ্রেষ্ঠলোক তপোলোক এবং ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধগতি দ্বারা সত্য-লোক উৎপন্ন হইল; সর্বোপরি স্বয়ং অচ্যুত বিষ্ণু অবস্থিত; এই বিষ্ণু-লোককেই দীর্ঘগণ জ্ঞানগম্য চরম পরম-পদ বলিয়া থাকেন । ২৯-৩০

সেই ইন্দুর, ব্রহ্মা-রূপে অগ্নি নির্মাণ করিয়া জগৎ-স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপী হইলেন; স্বয়ং উৎপন্ন দেহ বলিয়া বিষ্ণু “স্বভূ” নাম প্রাপ্ত হইলেন । ৩১

অনন্তর তিনি পৃথিবী উদ্ধারের জন্য পীবর যজ্ঞ-বরাহ-দেহ অবলম্বনপূর্বক, নিমগ্ন প্রায় পৃথিবীকে ধারণ করিতে তাহার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া অতিবেগে অধোদেশে গমন করিলেন । ৩২

কিছুকাল পরে তিনি পৃথিবীকে দংষ্ট্রীর অগ্রভাগে স্থাপনপূর্বক সমস্ত জলরাশি অতিক্রম করিয়া উখিত হইলেন । অনন্তর, পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাশিবার জন্য সপ্তফণা-সম্বিত অনন্তরূপী হইলেন । ৩৩

জসস্থিত অনন্ত, ছয় ফণা প্রসারিত করিয়া ঋষাবর্তী একটি ফণার উপরে পৃথিবী ধারণ করিলে যজ্ঞবরাহ পৃথিবী হইতে দত্ত খুলিয়া লইলেন । ৩৪

অনন্ত যে ছয় ফণা প্রসারিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি পূর্বদিকে, একটি পশ্চিমদিকে, একটি দক্ষিণদিকে, একটি উত্তরদিকে, একটি দৈশানকোণে আর অষ্টমি অগ্নিকোণে আছে । অবশিষ্ট ফণা পৃথিবীমধ্যে আর ভবীর দেহ নৈর্ধর্তকোণে অবস্থিত । ৩৫-৩৬

বায়ুকোণে—বৃহৎ, এই জন্য সেই দিকে, পৃথিবী কিঞ্চিৎ নম্র । ৩৭

স তু দীর্ঘতনুস্তোরে যদানন্তো ন চাশকৎ ।
 কূর্মরূপী তদা ভূতানন্তকারমধাছরিঃ ॥ ৩৮
 অথো ব্রহ্মাত্তথতং স পশ্চিরাক্রম্য কচ্ছপঃ ।
 গ্রীবারিভস্ত বায়ব্যাং পৃষ্ঠেহনন্তমধারতং ॥ ৩৯
 অনন্তঃ কূর্মপৃষ্ঠে তু নবভির্বেষ্টেনৈস্তনুম্ ।
 নিধায় পৃথিবীং দগ্রে সুখে নৈব মহাতনুঃ ॥ ৪০
 ততঃ কপাশনস্তস্ত চলন্তী পৃথিবী স্থিতা ।
 বরাহঃ কর্তৃবচলামচলামকরোদ্ধৃষ্টাম্ ॥ ৪১
 যেকং ধুরগ্রহায়েণ প্রকৃতা পৃথিবীভলম্ ।
 তখনং স বিবেশাথ পৃথীং ভিত্তান্তরং ততঃ ॥ ৪২
 যোজনানানং সহস্রাণি ধোড়নৈব রসাতলম্ ।
 এবিবেশ মহাশৈলো বরাহাচ্ছ প্রহারতঃ ॥ ৪৩
 দ্বাত্রিংশত্ স সহস্রাণি যোজনানান্ত দিস্তৃতম্ ।
 যেরোঃ শিরোহুভবন্তেন গ্রহায়েণ বিজোন্তমাঃ ॥ ৪৪
 বর্ষাণাপর্কতানন্ত^১ পার্শ্বে পোতী তদাকরোৎ ৷
 যথা চলতি নৈবৈষ পর্কতঃ পৃথিবীধরঃ ॥ ৪৫
 হিমবৎপ্রভৃষ্ঠীনাঞ্চ ভাগং ভাগং সপঞ্চকম্ ।
 পদা কিত্যন্তরং চক্রে শুভ্রজ্জ্বারপ্রমাণতঃ ॥ ৪৬
 ততো ব্রহ্মা বরাহায় নযকৃত্য মহৌজসে ।
 অর্ধনারীশ্বরং কারাদেবদেবং ব্যাকায়ত ॥ ৪৭

সেই দীর্ঘ-দেহ অনন্ত, যখন জলোপরি নিরবলম্বনে থাকিতে অপারূপ হইলেন, তখন বিষ্ণু, কূর্মরূপী হইয়া অনন্ত-দেহ ধারণ করিলেন । ৩৮

অনন্তর কচ্ছপ, বহু চরণ দ্বারা ব্রহ্মাত্তথত আক্রমণপূর্বক বায়ুকোণে গ্রীবা বিস্তার করিয়া পৃষ্ঠ দ্বারা অনন্তকে ধারণ করিলেন । ৩৯

দীর্ঘকায় অনন্ত কূর্মপৃষ্ঠে নবটি কুন্তলী করিয়া অনায়াসে পৃথিবী ধারণ করিলেন । তখনও পৃথিবী, অনন্ত-ফণোপরি অবস্থিত হইয়াও স্থির হইল না, বিচলিত হইতে লাগিল । তাই বরাহবরাহ পৃথিবীকে অচলা করিবার জন্য পর্কতকূলকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন । ৪০-৪১

তিনি সুমেরু-পর্কতকে ভূতলে প্রোথিত করিবার জন্য ধুরগ্রহায়ে করিলেন সুমেরু পৃথিবী ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেষ্ট হইল । ৪২

বরাহের পদাঘাতে উক্ত মহাশৈল, ধোড়ল-সহস্র-যোজন রসাতলে প্রবেশ করিল । ৪৩

হে বিজোন্তমগণ ! সেই প্রহার হস্তদ্বার সুমেরুর উর্দ্ধভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত রহিল । ৪৪

সেই পৃথিবীধর সুমেরু পর্কত, যাহাতে বিচলিত না হয়, এই জন্য বরাহ তাহার পার্শ্বে কতিপয় সীমা পর্কত স্থাপন করিলেন । ৪৫

বরাহ পদাঘাতে হিমালয় প্রভৃতি সেই সকল পর্কতের—উচ্চে পাঁচভাগের এক ভাগ করিয়া ভূতলमध्ये প্রোথিত করিলেন । ৪৬

প্রথমং জ্ঞাতমাত্রঃ স প্রকরোদ মহামনঃ ।
 কিং যোনিবীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৪৮
 নাম দেহীতি তং সোহং প্রত্যুবাচ মহেশ্বরঃ ।
 রুদ্রনামা রোদনাত্মং মা রোদীন্তুং মহাশরঃ ॥ ৪৯
 এবমুক্তঃ পুনঃ সোহং সমুবারান্ রুদ্রোদ সঃ ।
 ততোহপরাপি নামানি সগু ব্রহ্মাকরোং পুনঃ ॥ ৫০
 শর্ক্বং ভবক ভৌমক মহাদেবং চতুর্ধকম্ ।
 পঞ্চমং চোত্রমীশানং ষষ্ঠং পত্নপতিং পরম্ ॥ ৫১
 ময়া যথা বিভক্তন্তুং তথাহা যো বিভজাতাম্ ।
 ত্বয়াপি ত্বিসৃষ্টার্থং ভবাংস্ত্যপি প্রজাপতিঃ ॥ ৫২
 ততো ব্রহ্মা ধিবা ভূত্বা পুরুষোহর্জেন সোহভবৎ ।
 অর্জেন নারী তস্তাক্ত বিরাডমসৃজং প্রভুঃ ॥ ৫৩
 তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা কুরু সৃষ্টিং প্রজাপতে ।
 তপস্তত্ত্বা বিরাট্ সোহপি মনুং স্বাস্ত্বকং ততঃ ॥ ৫৪
 সসর্জ সোহপি তপসা ব্রহ্মাণং পর্য্যভোষকং ।
 ভোষিতেন্তেন মনসা দক্ষং সৃষ্টৌ সসর্জ সঃ ॥ ৫৫
 সৃষ্টে দক্ষোহধ দশবা প্রপতো মনুনা বিধিঃ ।
 পুনরেব সূতানন্তান্ সসর্জ দশ মানসান্ ॥ ৫৬
 মরীচিমদ্রাক্ষিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
 প্রচেতসং বসিষ্ঠক ভৃগুং নারদমেব চ ॥ ৫৭

অনন্তর ব্রহ্মা, মহাতেজা বরাহকে নমস্কার করিয়া অর্জুনারী-অর্জুনর মহাদেবকে নিজ দেহ হইতে উৎপাদন করিতে লাগিলেন । ৪৭

তিনি উৎপন্ন হইয়াই প্রথমে মহাশকে রোদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, “রোদন করিতেছ কেন ?” ৪৮

তখন মহেশ্বর বলিলেন,—“আমার নামকরণ কর ।” “মহাশয় ! তুমি রোদন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম ‘রুদ্র’ থাকিল” । ৪৯

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, রুদ্র আরও সাতবার রোদন করিলেন । তৎপরে, ব্রহ্মা আরও তাঁহার সাতটি নাম রাখিলেন যথা,—শর্ক্ব, ভব, ভৌম, মহাদেব, উগ্ৰ, ইশান এবং পত্নপতি । ৫০-৫১

যাহা, যেভাবে তোমা হইতে বিভক্ত হন, তুমি অগতে সৃষ্টি করিবার জন্য এইরূপে আত্মাকে বিভক্ত কর ; তুমিও একজন প্রজাপতি । ৫২

অনন্তর, প্রভু ব্রহ্মা, অর্জুনরীয়ে পুরুষ ও অর্জুনরীয়ে নারী হইয়া—সেই নারীর গর্ভে বিরাট পুরুষকে উৎপাদন করিলেন । ৫৩

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, “প্রজাপতি ! সৃষ্টি কর ।” অনন্তর বিরাট পুরুষ ভগবান্ করিয়া স্বাস্ত্বক মনুকে সৃষ্টি করিলেন । ৫৪

স্বাস্ত্বক মনু, তপস্যাপ্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিলেন । ব্রহ্মা, তৎকর্তৃক পরিতোষিত হইয়া সৃষ্টির জন্য মনোর সাহায্যে দক্ষকে উৎপাদন করিলেন । ৫৫

দক্ষ উৎপন্ন হইলে, মনু, বিধিকে দশবার প্রদান করিলেন ; তখন ব্রহ্মা, -আরও দশজন মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন । ৫৬

এতানুৎপাদ্য মনসা মনুং স্বায়জুবং পুনঃ ।
 মুখং সৃজ্যমিত্যুক্ত্বা লোকেশোহুর্জিবে পুনঃ ॥ ৫৮
 বরাহোহপাথ গোত্রেন ধনিভ্য সপ্ত সাগরান্ ।
 পৃথিব্যাং বলহাকারান্ সসর্জ পরমেশ্বরঃ ॥ ৫৯
 সপ্তধা ভ্রমণেনাসৌ সৃষ্টৌ সপ্তাধ সাগরান্ ।
 সপ্তদ্বীপানবচ্ছিন্ন পৃথিব্যন্তং ততো গতঃ ॥ ৬০
 লোকালোকাস্বতঃ শৈলং কৃতা পৃথ্যাস্ত বেটনম্ ।
 লক্ষযযোচ্ছিতং মানাদ্ যোজনানাম্ সমস্ততঃ ।
 সুদৃঢ়ং স্থাপয়ামাস ভিত্তিপ্রাপ্তে যথা গৃহম্ ॥ ৬১
 আদিসৃষ্টিরিত্যং বিপ্রাঃ কথিতা ভবতাং যদা ।
 প্রাতিসর্গমহং বক্ষ্যে হচ্ছগ্নম্ মহর্ষয়ঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বরাহসর্গো নাম

পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৫

ভাঁহাদিগের নাম—মরীচি, অতি, অজিরা, পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, তুঙ এবং নারদ । ৫৭

ব্রহ্মা মনের দ্বারা ইহাদিগকে মনু হইতে উৎপাদন করিয়া স্বায়জুব মনুকে ৫৮ ইহাদিগকে “তোমরা সৃষ্টি কর” এই আজ্ঞা প্রদানপূর্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন । ৫৮

এসিকে পরমেশ্বর বরাহ, মুখ দ্বারা ধনন করিয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে বলহা-
 কারে সপ্তসাগর নির্মাণ করিলেন । ৫৯

বরাহ, সাতবার ভ্রমণে—সপ্তসমুদ্র নির্মাণ ও সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া
 পৃথিবীর শেষভাগে গমন করিলেন । ৬০

তিনি, পরিমাণে দুই লক্ষ যোজন উন্নত লোকালোক পর্বতকে ভূমণ্ডলের
 চতুর্দিকে বেষ্টিত প্রাচীর করিলেন । এইরূপে বরাহ, গৃহের দ্বার পৃথিবী-
 মণ্ডলের পার্শ্বে সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করিলেন । ৬১

বিপ্রগণ । আমি এই—তোমাদিগের নিকট আদিসৃষ্টির কথা কীৰ্ত্তন
 করিলাম ; এক্ষণে প্রাতিসর্গ (দক্ষাদিকৃতসৃষ্টি) কীৰ্ত্তন করিতেছি, মহর্ষিগণ
 শ্রবণ করুন । ৬২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫

ষড়্বিংশোহ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বারাহোহরং কৃতঃ সৰ্বো বরাহাধিষ্ঠিতো যতঃ ।
 প্রতিসর্গঃ কৃতঃ সর্কৈর্দক্ষাঐশ্বৰ্যঃ কৃতঃ পৃথক্ । ১
 কৃত্বো বিরাটপুত্রস্য মরীচ্যাঢ্যাস্তু মানসাঃ ।
 যৎ যৎ সর্গং পৃথক্ চক্লুঃ প্রতিসর্গশ্চ ন স্মৃতঃ ॥ ২
 বিরাট্ সূতোহসৃজয়ং শাস্ত্রানুন্ যৈবিত্ততং জনং ।
 মনুঃ সপ্ত মনুন্ সৃষ্ট, চকার বহুণঃ প্রজাঃ । ৩
 প্রজাঃ সিসৃক্ষুঃ স মনুর্যোহসৌ স্বাচক্ষুবাহুযঃ ।
 অসৃজৎ প্রথমং ষড়্ বৈ মনুন্ সৌহৃৎ পরান্ সূতান্ । ৪
 স্বারোচিষশ্চৌত্তমিষ্ঠ তামসো বৈবতস্তথা ।
 চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা দিব্যানপরস্তথা ॥ ৫
 যক্ষরক্ষঃ পিশাচাংশ্চ নাগগন্ধর্ব্বকিন্নরান্ ।
 বিদ্যাধরান্ অপরসঃ সিদ্ধান্ ভূতগণান্ তহুন্ ॥ ৬
 যেযান্ সবিত্র্যন্তো বৃক্ষান্ লতাশ্চক্ষুণাদিকান্ ।
 মৎস্যান্ পশুংশ্চ কীটাংশ্চ জনজান্ স্থলজাংশ্চথা ॥ ৭
 এতাদৃশানি সর্বাণি মনুঃ স্বাচক্ষুবঃ সৃষ্টৈঃ ।
 সহিতঃ সসৃজে সৌহৃৎঃ প্রতিসর্গঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৮
 অগ্রে মনুনবো য়ে বৈ তেহপি বে য়েহকরেহন্তরে ।
 প্রতিসর্গং স্বয়ং স্বজ্য প্রাপ্তুং বন্তি চরাচরম্ ॥ ৯

প্রতিসর্গ বর্ণন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বরাহাধিষ্ঠিত বলিয়া বরাহ নামে অভিহিত এই সৃষ্টি জব্ব করিলে । ১

অনন্তর, দক্ষপ্রভৃতির কৃত পৃথক্ পৃথক্ প্রতিসর্গ বর্ণিত হইতেছে । কৃত্ব, বিরাটপুত্র, মনু, দক্ষ এবং মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্রগণ, প্রত্যেকে বে যে সৃষ্টি করিয়াছেন তৎসমুদায়ের নাম প্রতিসর্গ । ২

বিরাটপুত্র মনু, অস্ত্র ছয় মনু সৃষ্টি করিয়া বহুতর প্রজা বৃদ্ধি করিলেন, সেই মনু, প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে যে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহারা সকলেই মনু । ৩-৪

তাঁহাদিগের নাম যথা ;—স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, বৈবত, চাক্ষুষ এবং মহাতেজা দিব্যান্ । ৫

যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, সিদ্ধ, বহুতর ভূত, বিদ্যাৎ, মেধ, লতা, জলা, তৃণ, মৎস্য, পশু, কীট এবং অগ্ন্যস্ত জনজ স্থলজ প্রাণী ;—স্বাচক্ষুব মনু পুত্রগণের সহিত এই সমস্ত সৃজন করেন, ইহাকে তাঁহার প্রতিসর্গ বলা যায় । ৬-৮

স্বাচক্ষুব পুত্র ছয় জন মনুও স্ব স্ব অধিকার কালে প্রত্যেকে প্রতিসর্গ করিয়া চরাচর ব্যাপ্ত করেন । ৯

যজ্ঞস্ত সঙ্কৃতং যজ্ঞং যুগং প্রাথংশমেব চ ।
 ধর্মাদর্শো জ্ঞানং সর্বান বরাহ ইব সৃষ্টবান্ । ১০
 সূতান্ বহুন্ সমুৎপাদ্য দক্ষো দেবর্ষিসন্তমান্ ।
 মহর্ষীন্ সোমপাদৌশ্চ বহুন্ পিতৃগণাংস্তথা ॥ ১১
 সৃষ্টিং প্রবর্তয়ামাস প্রতिसর্গৌহস্য স শ্রুতঃ ।
 অক্ষারস্ত মুখাদিত্রাঃ কত্রিয়া বাহুশ্রুতঃ । ১২
 উর্বোর্বৈশ্বাঃ পদোঃ শূদ্রাশ্চতুর্বেদাশ্চতুর্মুখাঃ ।
 ব্রহ্মণঃ প্রতিসর্গৌহস্যং ব্রাহ্মণঃ সর্গঃ শ্রুতস্ততঃ । ১৩
 মরীচিঃ কশ্চপো জাতঃ কশ্চপাং সকলং জগৎ ।
 দেবা দৈত্যা দানবাস্চ তস্ত সর্গঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৪
 অত্রের্নেজাদভ্রুজশ্চত্রেবংশস্ততোহভবৎ ।
 তেন ব্যাপ্তং জগৎ সর্বং সৌহৃদ্য^১ সর্গঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৫
 অধর্ষাক্ষিরসী কৃত্যা^২ পুত্রাশ্চ বহুশৌহপরে ।
 যজ্ঞযজ্ঞাদিরো যে বৈ তে সর্বেহক্ষিরসঃ শ্রুতাঃ ॥ ১৬
 আক্যাপাশ্বাঃ পুলস্ত্যশ্চ পুত্রাশ্চাত্রে চ ব্রাহ্মসাঃ ।
 প্রতিসর্গঃ পুলস্ত্যস্ত বলবেগসমব্রিভাঃ ॥ ১৭
 কাশ্চবেয়া গজা অশ্বাঃ প্রজা বহুতরাস্তথা ।
 সমৃজে পুলহেইনৈষ সর্গস্তস্য প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৮
 ক্রতোঃ পুত্রা বালখিল্যাঃ সর্বজ্ঞা ভুরিতেজসঃ ।
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি কুলস্তাক্ষরসব্রিভাঃ ॥ ১৯

ইহ জগতে, বরাহ,—যজ্ঞ যজ্ঞীয় জ্ঞান, যুগ, প্রাথংশ, ধর্ম, অধর্ম এবং
 যাবতীয় জ্ঞান—সৃষ্টি করেন । ১০

দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি এবং সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে
 উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্তিত করেন—ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ । ১১

অক্ষার মুখ হইতে আক্ষণগণ, বাহু হইতে কত্রিয়গণ, উরু হইতে বৈশ্বগণ,
 পদতল হইতে শূদ্রগণ এবং চারি মুখ হইতে চারি বেদ উৎপন্ন হয়, অক্ষার প্রতি-
 সর্গ বলিয়া ইহার নাম ব্রাহ্মসর্গ । ১২-১৩

মরীচি হইতে কশ্চপের উৎপত্তি ; কশ্চপ হইতে সমস্ত জগৎ ; দেব দৈত্য
 দানব প্রভৃতি তাঁহার সৃষ্টি, ইহা মরীচি প্রতিসর্গ । ১৪

অত্রির নেত্র হইতে চক্রেব উৎপত্তি, চক্রে হইতে অগাধ্যাপক চক্রেবংশ ইহা
 সোম-সর্গ বা অত্রির প্রতিসর্গ । ১৫

অধর্ষবেদ-প্রচারক অক্ষিরা অথির অনেক পুত্র উৎপন্ন হয় । আর যজ্ঞ
 যজ্ঞাদি সমস্তই অক্ষিরার সৃষ্টি ; ইহা অক্ষিরার প্রতিসর্গ । ১৬

পুলস্ত্যের পুত্র আক্যাপ-নামক পিতৃগণ এবং বলবীর্ঘ্য সমব্রিভ ব্রাহ্মসবৃন্দ—
 ইহা পুলস্ত্যের প্রতিসর্গ । ১৭

সর্গাদি, হস্তা, অশ্ব প্রভৃতি বহুতর প্রজা পুলহ সৃষ্টি করেন—ইহা পুলহের
 প্রতিসর্গ । ১৮

১। সৌহ্যঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। অধর্ষাক্ষিরসঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রাচেতসঃ সূতাঃ সৰ্ব্ব্যে যে বৈ প্রাচেতসাঃ সূতাঃ ।
 ষড়শীতিসহস্রাণি পাবকোপমতেজসঃ ॥ ২০
 সুকালিনো বসিষ্ঠস্ত পুত্রাশ্চান্দ্রে চ যোগিনঃ ।
 অরুন্ধতেয়াঃ পকাশধানিষ্ঠঃ সৰ্গ উচ্যতে ॥ ২১
 ভূগোশ্চ ভার্গবা জাতা যে বৈ দৈত্যপুরোধসঃ ।
 কবয়ন্তে মহাপ্রাজ্ঞাঐশ্বর্য্যাপ্তমধিলং কনকং ॥ ২২
 নারদাস্তারকা জাতা বিমানানি তথৈব চ ।
 প্রয়োত্তরাস্তথৈবান্তে নৃত্যগীতক কৌতুকম্ ॥ ২৩
 এতে দক্ষমরীচ্যাশ্চ কৃতদারান্ বহুন্ সূতান্ ।
 উৎপাদ্যোৎপাদ্য পৃথিবীং বিবক সমপূরয়ন্ ॥ ২৪
 তেষাং সূতেত্যশ্চ সূতাস্ত্রংপুত্রেষ্টাঃ পরে সূতাঃ ।
 মনুৎপন্ন্যঃ প্রবর্তন্তে জ্ঞানপি ভুবনেন্ বৈ ॥ ২৫
 বিষ্ণোস্ত চক্ষুষোঃ সূর্য্যো যনসশ্চক্ষমাঃ সূতঃ ।
 প্রোজাষ্মাশুঃ সমুদ্ভূতো মুখ্যদগ্নিরন্যথ ॥ ২৬
 প্রতিসর্গো হুয়ং বিষ্ণুস্তথা চানি বিশ্ণোঃ হুয়ঃ ॥ ২৭
 সূক্তার্থং চক্ষমাঃ পশ্চাদজিনেত্রাদবাতরং ।
 ভাস্করঃ কশ্যপাশ্চাত্তো জার্য্যশ্চ চ সমন্বিতঃ ॥ ২৮
 ক্রমাশ্চ বহবো জাতা কৃতগ্রামাশ্চতুর্বিধাঃ ।
 শুবরাহোষ্ট্রকপাশ্চ প্লবণোমাসুগোমুখাঃ ॥ ২৯

প্রোজ্জল সূর্য্য-সম্বিত্ত সুরিতেষা সৰ্ব্বজ্ঞ অষ্টাশীতি সহস্র বালখিলা ক্রতুর
 পুত্র, ইহা ক্রতুর প্রতিসর্গ । ১৯

অনল সম্বিত্ত ষড়শীতি-সহস্র প্রাচেতসগণ প্রাচেতার পুত্র ; ইহা প্রাচেতার
 প্রতিসর্গ । ২০

সুকালী নামে পিতৃগণ ও অরুন্ধতী-পুত্র সমুত্ত অশ্ব পকাশ জন যোগী—
 বসিষ্ঠের পুত্র, ইহার নাম বসিষ্ঠ প্রতিসর্গ । ২১

ভূগু হইতে ভার্গবদিগের উৎপত্তি ; তাহার্য্য দৈত্যগণের পুরোধিত, কবি
 এবং মহাপ্রাজ্ঞ ; নিখিল জগদ্বত্তল, তাহাদিগের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল । ইহা
 ভার্গব প্রতিসর্গ । ২২

নারদ হইতে নানাবিধ নক্ষত্র, বিমান, প্রম-উত্তর, নৃত্য-গীত কৌতুক
 উৎপন্ন হয়, ইহা নারদপ্রতিনর্গ । ২৩

এই দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, বহুপুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগের বিবাহ
 দিহা স্বর্গ বর্ত্তা পরিপূর্ণ করিলেন । ২৪

তদীয় পুত্রপৌত্রাদির সম্ভবন সম্ভতি অতাপি ভুবনমণ্ডলে বর্ত্তমান রহিয়াছে
 ও উৎপন্ন হইতেছে । ২৫

বিষ্ণুর নমন হইতে সূর্য্য, যন হইতে চন্দ্র, কব হইতে বসু ও বশদিব্,
 আর মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল ; ইহা বিষ্ণুর প্রতিসর্গ । ২৬-২৭

পরে চন্দ্র, সৃষ্টির অশ্ব অজি-নেত্র হইতে প্রাহুর্ভূত হন আর সূর্য্য কশ্যপপত্নী
 অনিতি কর্ত্তক সূজিত হইয়া কশ্যপের ঔরসে ও অনিতিগর্ভে উৎপন্ন হন । ২৮

ক্রমা হইতে চতুর্বিধ ভূভাগ উৎপন্ন হইল, তন্মধ্যে কুর্কুব, বরাহ ও উষ্ট্র
 রূপধারী এক প্রকার ; নৃগাল্যাক্ত বানরাস্ত আর এক প্রকার ; ভল্লকানন

শঙ্কমার্জ্জারবদনাঃ সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ পরে ।
নানাপিত্তধরাঃ সর্ষে নানাক্রপাঃ মহাবলাঃ । ৩০
এব যঃ প্রতিসর্গোহপি কথিতো বিজসত্তমাঃ ।
দৈনন্দিনঞ্চ প্রলয়ং শূন্যঞ্চ কল্পশেষতঃ । ৩১

ইতি ঈকালিকাপুরাণে সৃষ্টিকথনে ষড়্‌বিংশোহধ্যায়ঃ । ২৬

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যযন্তরং যনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ ।
একো মনুঃ স কালস্ত যযন্তরমিতি শ্রুতম্ । ১
তদেকসপ্ততিমুগৈ দেবানামিহ জায়তে ।
চৈকতুর্দশতিঃ কল্পো দিনয়েকস্ত বেদমঃ । ২
দিনান্তে ব্রহ্মণো জ্যোন্তে মূৰ্খা তস্ত জায়তে ।
যোগনিদ্রা মহামায়া সমায়াতি পিতামহম্ । ৩
নাতিশয়ং প্রবিক্ৰাৎ বিকোরমিতভৈরবঃ ।
সুখং শোভে স ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । ৪
ভূতো বিষ্ণুঃ স্বয়ং ভূত্বা কল্পরূপী জনাৰ্দ্দনঃ ।
পূৰ্ববরাশয়ামাস স সৰ্ব্বং ভুবনভরম্ । ৫

বিভাগানন অশ্রুপ্রকার ; সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ অপর প্রকার । তাহারা সকলেই
নানা পিত্তাধারী, কায়রূপী এবং মহাবল-পরাক্রান্ত । ইহা কল্পের প্রতিসর্গ ।
২৯-৩০

হে বিজ্ঞোত্তমগণ । ভোমাদিগকে এই প্রতিসর্গের কথা বলিলাম । এক্ষণে
এক এক কল্পশেষে যে দৈনন্দিন প্রলয় হয় তাহা শ্রবণ কর । ৩১

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দৈনন্দিন প্রলয় কথন ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যযন্তর শব্দে মনুর অধিকার-কাল বোধ হয়, অর্থাৎ
এক একজন মনু, যতদিন প্রজাপালন করেন, ততদিন তাহারই নামে যযন্তর
প্রচলিত হয়, ইহা তুমি আঁছে । ১

একসপ্ততি দৈবমুগে এক এক যযন্তর ; চতুর্দশ যযন্তরে এক কল্প ; এই কল্পই
বিধাতার দিন । ২

ব্রহ্মার দিনাবসানে, জগতে অত্যন্ত উৎপাত হইতে থাকে ; মহামায়া
যোগনিদ্রা, ব্রহ্মাকে আশ্রয় করেন । ৩

সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মাও অমিতভৈরব বিষ্ণুর নাতি-কমলে প্রবিষ্ট হইয়া
সুখে নিদ্রা ঘান । ৪

বায়ুনা বহুনা সার্দ্ধং দাহয়ামাস বৈ যথা ।
 মহাপ্রলয়কালেহু তথা সৰ্ব্বং জগদ্বষম্ ॥ ৬
 জনং যান্তি প্রতাপাৰ্ভা মহলোকনিবাসিনঃ ।
 ত্রৈলোক্যদাহসময়ে পীড়িতা দাক্ষণ্যগ্নিনা ॥ ৭
 ততঃ কালান্তকৈর্যেধৈ নানাবদৈর্গমহারনৈঃ ।
 সমুৎপাদ্য মহাবৃষ্টিয়া সূর্যা জ্বলনজ্বলম্ ॥ ৮
 চলন্তরঙ্গৈস্তোষোষৈষরাধ্রবস্থানসঙ্গতৈঃ ।
 নিধায় জঠরে লোকানিমাংস্ত্রীন্ স জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ৯
 নাগপৰ্য্যাক্ষকয়নে শেতে স পরমেশ্বরঃ ॥ ১০
 শায়ানং নাভিকমলে ব্রহ্মাণং স জগদুগ্ধরঃ ।
 সংস্থাপ্য ত্রিমাংসলোকান্ দক্ষা জক্ষ্যে ত্রিষা সহ ॥ ১১
 শেতে স ভোগিশয্যায়াং ব্রহ্মা নারায়ণায়কঃ ।
 যোগনিদ্রাবলং জাতস্ত্রৈলোক্যাদ্রাসবুংহিতঃ ॥ ১২
 ত্রৈলোক্যমখিলং দক্ষং যদা কালাগ্নিনা তদা ।
 অনন্তঃ পৃথিবীং ত্যক্ত্বা বিফোড়ন্তিকনাগতঃ ॥ ১৩
 তেন ত্যক্তা তু পৃথিবী জগম্যাভানধোগতা ।
 পতিতা কূৰ্মপৃষ্ঠে চ বিশীর্ণেব তদান্তবৎ ॥ ১৪
 কূৰ্মোহপি যহতো যজ্ঞাক্রলন্তীং পৃথিবীং জলে ।
 ব্রহ্মাণ্ডং পশ্চিরাক্রম্য পৃষ্ঠে দগ্রে বরাং তদা ॥ ১৫
 ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসংযোগাজ্জুগীত্বা পৃথিবী ভবেৎ ।
 ইতি তাং পরিভ্রাজ্যাহ কূৰ্মরূপা জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ১৬

অনন্তর বিষ্ণু, স্বয়ং ত্রৈলোক্যসংহৃত্য কদম্বরূপী হইয়া পূর্বের স্থান সমস্ত জ্বলনমণ্ডল বিনষ্ট করিতে থাকেন । ৫

তিনি যেমন মহাপ্রলয়কালে, বায়ু-বহু-দাহাভ্যো সমস্ত দগ্ধ করেন, সেইরূপ দৈনন্দিন প্রলয়েও ত্রিলোক দাহ করেন । ৬

ত্রৈলোক্য দাহ-কালে করাল-কৃশানু-তাপ-পীড়িত মহলোকনিবাসিগণ, ভাপার্ভ হইয়া জন-লোকে গমন করেন । ৭

অনন্তর, কদ্র, নানাবর্ণ বোর-গর্জন প্রলয়কালীন জলন-জ্বল দ্বারা মহাবৃষ্টি করাইয়া ধ্রুবলোক পর্যন্ত ব্যাপী উত্তুজ-তরঙ্গাকুল জলরাশিদ্বারা জ্বলনমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন এবং সেই পরমেশ্বর, ত্রৈলোক্যকে নিজ জঠরাত্মন্তরে রাখিয়া নাগপৰ্য্যাক্ষে শয়ন করেন । ৮-১০

সেই জগৎপতি নারায়ণ, ব্রহ্মাকে নাভিকমলে রাখিয়া এবং ত্রৈলোক্য দাহ করিয়া লক্ষী সমভিষাহারে নাগপৰ্য্যাক্ষে শয়ন করেন । ১১

যখন কালানলে সমস্ত জ্বলনমণ্ডল দগ্ধ হয় এবং ত্রৈলোক্যগ্রাসে পরিভূত পরমেশ্বর যোগনিদ্রায় বশবর্তী হন, তখন অনন্ত, পৃথিবী ছাড়িয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন । ১২-১৩

অনন্ত, ত্যাগ করিলে পৃথিবী জগমধ্য অধোগত হইতে হইতে কূৰ্ম-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যেন যত-বিধত হইয়া পড়ে । ১৪

তখন, কূৰ্ম, পদ-নিকর-দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-নিয়ম অবলম্বনপূর্বক জলোপরি ভাসমানা লৌহ্যমানা পৃথিবীকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করেন । ১৫

তলজলগোচসংসর্গীচ্ছলভ্যা বরহা তদা ।
 কূর্মপৃষ্ঠং বহুতরৈর্বরতৈর্বিভক্তকৃতম্ ॥ ১৭
 অনন্তস্তত্র গম্বা তু যত্র কীরোদসাদয়ঃ ।
 তত্র বহুং ত্রিযা বৃক্ষং সুবৃক্ষন্তং জনার্দনম্ ॥ ১৮
 ফণয়া মহায়া দশে ত্রৈলোক্যাগ্রাসবুংস্থিতম্ ।
 পূর্বং ফণা বিভক্ত্যোক্তং পশ্চাৎ কৃক্সা মহাবলঃ ।
 বিষ্ণুমাচ্ছাদয়ায়াস শেবাশ্যঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৯
 ততোপধানমকরোদনন্তো দক্ষিণাং ফণাম্ ।
 উত্তরাং পাদয়োশ্চক্রে উপধানং মহাবলঃ ॥ ২০
 তালবৃন্তং তদা চক্রে সশেষঃ পশ্চিমাং ফণাম্ ।
 ব্রহ্মন্তং বিজয়ায়াস শেবরূপী জনার্দনঃ ॥ ২১
 শম্বাং চক্রং নন্দকাসিমিসুধৌ ঘে মহাবলঃ ।
 ঐশানক্কাথ ফণয়া স দশে গুরুভং তথা ॥ ২২
 গদাং পদ্যক শাক্ষীঞ্চ তথৈব বিবিধাদুধম্ ।
 যানি চাক্তানি তস্ত্রাসম্রাট্শ্চফা ফণয়া দধৌ ॥ ২৩
 এবং কৃক্সা বৃক্সং কাবং শয়নীমং তদা হরেঃ ।
 পৃথ্বীমধরকারেন বগ্নায়াক্রমা চাক্তসি ॥ ২৪
 ত্রৈলোক্যাং ব্রহ্মসহিতং সলক্ষ্মীকং জনার্দনম্ ।
 সোপাসজং অগর্হীমং অগংকারগকারণম্ ॥ ২৫
 নিত্যানন্দং বেদময়ং ব্রহ্মণ্যং পরমেশ্বরম্ ॥ ২৬
 অগংকারগকর্তারং অগংকারগকারণম্ ॥ ২৭

“এই পৃথিবী ব্রহ্মাওধতে পণ্ডিত হইলে একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে”
 ভাবিয়া কূর্মরূপী নারায়ণ তাঁহাকে ধারণ করেন । ১৬

পৃথিবী, তলজল-অলরাশিসংসর্গে নোহুলামান হইলে কূর্ম, বহুতর ভ্রাতৃ-
 ধারণ-ক্ষম নিজ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেন । ১৭

বহুয় কীরোদ সমুদ্রে নারায়ণ, লক্ষ্মীসমভিব্যাহারে নিজাভিলাষী শেব
 নামক পরমেশ্বর মহাবল অনন্ত, তথায় যাইয়া ত্রৈলোক্য-গ্রাসতৃপ্ত সেই
 পরমেশ্বরকে মহ্যম ফণা দ্বারা ধারণ করেন ; পূর্ব-ফণা পশ্চাৎকারে উর্ধ্বে বিস্তৃত
 করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করেন । ১৮-১৯

দক্ষিণ-ফণা তাঁহার উপাধান করিয়া দেন ; উত্তর-ফণা তাঁহার পাদোপধান
 করেন । ২০

মহাবল অনন্তরূপী বিষ্ণু, পশ্চিম-ফণাকে তালবৃন্ত করিয়া নিজাভিলাষী
 দেবদেবকে স্বয়ং ব্যঞ্জন করেন । ২১

তিনি নারায়ণের শম্বা, চক্র, নন্দকবড়ল, তুণীর-ঘস এবং গুরুভকে, ঐশান-
 ফণার দ্বারা ধারণ করেন । ২২

আর গদা, পদ্য, শাক্ষীক এবং অশ্ব সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র আশ্বেষ-ফণা দ্বারা
 ধারণ করেন । ২৩

অনন্ত, এইরূপে নিজদেহকে নারায়ণের শয্যা করিয়া এবং জলমগ্না পৃথিবীর
 উপর অধো-দেহ স্থাপন করিয়া আপনাবুই পরীরাশির অগং-কারণ-কারণ

কৃতভব্যভবম্মাখং পরাবরপতিং হরিম্ ।
 বধার শিরসা তন্ত ব্রহ্মমেব বকাং তনুম্ ॥ ২৮
 এবং অক্ষপিনষ্টৈব প্রমাণেন নিশাং হরিঃ ।
 সন্ধ্যাক সমস্তিৰ্য্যাপ্য শেতে নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ২৯
 বন্দ্যাদম্বজ্জ প্রলয়ো ব্রহ্মণঃ স্যাদ্বিনে দিনে ।
 তন্মাতৃকৈনন্দিনমিতি খ্যাপয়তি পুরাবিধঃ ॥ ৩০
 ব্যতীতাত্মাং নিশারাক্ত ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 ত্যজ্ঞা নিদ্রাং সমুত্তরো স পুনঃ সৃষ্টয়ে হিতঃ ॥ ৩১
 ত্রৈলোক্যং ভোমসম্পূর্ণং শয়ানং পুরুষোত্তমম্ ।
 নিদ্রীক্য বৈকবীং মার্য্যং মহামার্য্যং জগন্ময়ীম্ ।
 যোগনিদ্রাং স তুষ্ঠ্যেব হরেবৈকম্ সংস্থিতাম্ ॥ ৩২

ব্রহ্মোবাচ—

চিতিশক্তিং নির্বিকার্য্যং পরব্রহ্মরূপিনীম্ ।
 প্রথমার্ষি মহামায়াং যোগনিদ্রাং সনাতনীম্ ॥ ৩৩
 ত্বং বিদ্যা যোগিন্যং দেবি ত্বং গতিত্বং মতিঃ স্ততিঃ ।
 ত্বং সৃষ্টিত্বং স্থিতিঃ বাহা বধা তুমিহ গীতিকা ॥ ৩৪
 ত্বং সামগীতিত্বং নীতিত্বং ত্রীঃ স্রীত্বং সরস্বতী ।
 যোগনিদ্রা মহামায়া মোহনিদ্রা তুমীশ্বরী ॥ ৩৫
 ত্বং কান্তিঃ সর্বশক্তি ত্বং ত্বং তনুর্বৈকবী শিবা ।
 ত্বং বাত্রী সর্বলোকানামবিদ্যা ত্বং শরীরিণীম্ ॥ ৩৬

জগদ্বীজ নিত্যানন্দ বেদময় ব্রহ্মণা জগৎ-কারণ-কর্তা । তৎকালে নারায়ণের নাভি-কমলে ব্রহ্মা ও অষ্টরাক্ষসের ত্রৈলোক্য বিরাজিত থাকে । ২৮-২৭

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাবিপত্তি পরাবরপতি সপরিচ্ছদ লক্ষ্মী-সহচর নারায়ণকে মন্তকে ধারণ করেন । ২৮

অব্যয় নারায়ণ, ব্রহ্ম দিবসের সম-পরিমাণ সন্ধ্যাসংহ রাত্রি এইরূপে শব্দন করিয়া অতিবাহিত করেন । ২৯

এই প্রলয়—ব্রহ্মার প্রতি দিনান্তেই হয় বলিয়া পুরাবেত্ত্বগণ ইহাকে “দৈনন্দিন” প্রলয় বলিয়া থাকেন । ৩০

ব্রহ্মণী অতীত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, ইহ জগতে পুনরায় সৃষ্টি করিবার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উদ্বিগ্ন হন । ৩১

ত্রিভুবনকে জলরাশিপূর্ণ ও পুরুষোত্তমকে শয়ান দেখিয়া—ব্রহ্মা, মহামায়া নারায়ণের অঙ্গ-সংস্থিতা বৈকবী মার্য্য জগন্ময়ী যোগ নিদ্রাকে স্তব করিতে লাগিলেন । ৩২

নির্বিকারা চিৎশক্তি পরম ব্রহ্মরূপিনী মহামায়া সনাতনী যোগনিদ্রাকে আমি প্রণাম করি । ৩৩

দেবি । তুমি যোগিগণের ভক্তবিদ্যা, তুমি গতি, তুমি স্ততি, তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি ; তুমি বাহা-বধা, তুমি সঙ্গীতরূপা । ৩৪

তুমি সাম গীতি, তুমি নীতি, তুমি লজ্জা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী : হে-দেবরি । তুমিই যোগনিদ্রা, মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা । ৩৫

আধারশক্তিস্ত্বং দেবী ত্বং হি ব্রহ্মাণ্ডধারিণী ।
 ত্বমেব সর্বজন্যতাং প্রকৃতিত্রিগুণাধিকা ॥ ৩৭
 ত্বং স্যাবিত্রী চ গায়ত্রী সৌম্যা সৌম্যাভিনোভনা ।
 ত্বং সিসৃক্ষা হরেনিত্যা সুযুগ্মা ত্বং সুবুধিকা ॥ ৩৮
 পুষ্টির্লজ্জা ক্রমা শাস্তিস্ত্বং ধৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
 ত্বমেব কিতিক্রপেণ দ্বিত্বসে সচরাচরম্ ॥ ৩৯
 ত্বাপাত্ত্বমপাং মাতা সর্বাত্ত্বগতচারিণী ।
 স্তুতিঃ স্তুত্যা চ স্তোত্রী চ স্তুতিশক্তিস্ত্বমেব চ ॥ ৪০
 ত্বামহং কিম্ ক্বোচ্যামি এসৌ পরমেশ্বরি ।
 নমস্তস্ত্যং অগস্ত্যতঃ প্রবোধন্ত জনাৰ্দ্ধনম্ ॥ ৪১
 এবং স্তুতা মহামায়া ব্রহ্মণা লোককারিণা ।
 নেত্রাশ্রনাসিকাবাহু-হৃদয়ান্নির্গতা হরেঃ ॥ ৪২
 রাজসৌঃ মূর্ত্তিষাত্রিত্য^১ সা তদ্বৌ ব্রহ্মদর্শনে ॥ ৪৩
 ততো জনাৰ্দ্ধনো ভোগিশ্রনান্নিত্রয়া কপাৎ ।
 পরিত্যক্তঃ সমুত্তমৌ সৃষ্টয়ে চাকরোন্নতিম্ ॥ ৪৪
 ততো বরাহরূপেণ নিমগ্নাং পৃথিবীং জলে ।
 যগ্নাং সমুদ্ভবান্তু ত্বাচ্চ সলিলোপরি ॥ ৪৫
 ততোশরি জলৌষশ্চ মহতী নৌরিষ হিতা ।
 বিভক্তত্বাচ্চ দেহন্ত ন মহী যাতি সংপ্লবম্ ॥ ৪৬

তুমি কান্তি, তুমি সর্বশক্তি, তুমি বিষ্ণুমূর্ত্তি, তুমিই শিবা ; তুমি সর্বলোক-
 ধাত্রী, তুমিই প্রাণিগণের অধিকা । ৩৬

হে দেবি ! তুমি ব্রহ্মাত-ধারিণী আধারশক্তি ; তুমিই সর্বজন্যতার ত্রিগুণা-
 ধিকা প্রকৃতি । ৩৭

তুমি স্যাবিত্রী, তুমি গায়ত্রী, তুমি সৌম্যা, তুমি ভীষণা, আবার তুমিই অতি-
 নোভনা, তুমি নারায়ণের নিত্যসিসৃক্ষা, তুমি সুযুগ্মা, তুমিই সুবুধি । ৩৮

হে পরমেশ্বরি । তুমি, লজ্জা-পুষ্টি-ক্রমা-শাস্তি-ধৃতি ; তুমি পৃথিবীরূপে
 সচরাচর ভুবনমণ্ডল ধারণ করিতেছ । ৩৯

তুমি জল, তুমি জলের কারণ ; তুমি সর্বাত্ত্বগতচারিণী ; তুমি স্তুতি, তুমি
 স্তুত্বের যোগ্য, তুমি স্তুতিকাশিণী, আবার তুমিই স্তুতিশক্তি । ৪০

আমি তোমাকে কি শুধু করিব ? হে পরমেশ্বরি । এসম্ম হও ; হে
 অগস্ত্যে । তোমার পারে পড়ি, নারায়ণকে জাগাইয়া দেও ৪১

ব্রহ্মা, লোকধাত্রী মহামায়ার এইরূপ শুধু করিলে তিনি, নারায়ণকে চক্ষু,
 শ্রুত, নাসিকা, বাহু এবং হৃদয় হইতে নির্গত হইলেন । ৪২

ব্রহ্মোত্তমমহী মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নবনপথে অবস্থিত হইলেন । ৪৩

অনন্তর, নারায়ণ, যোগনিদ্রা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কণমধ্যে ভ্রমকণ্ঠা
 হইতে পাত্ৰোৎপান করিলেন ও সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন । ৪৪

অনন্তর, তিনি জলমগ্না পৃথিবীকে বরাহরূপে উদ্ধৃত করিয়া অবিলম্বে জল-
 রাশির উপরিভাগে স্থাপন করিলেন । ৪৫

ভতো হরিঃ ক্ষিতিং গতা ভোহরাশিং স্ময়ায়ত্বা ।
 সংহৃত্য অস্তস্থিতং প্রযুক্তঃ স্বয়মেব হি । ৪৭
 অনন্তোহপি বচাপূর্বকং তথা গতা ক্ষিতেন্দ্রিয়ম্ ।
 পৃথিবীং ধারয়ামাস কূর্ম্যস্তোপরি সংস্থিতঃ । ৪৮
 ভতো অস্মা সমুৎপাত্য সর্বান্বেব প্রজাপতীন ।
 অগ্নঃশাদয়ামাস সর্বলোকপিতামহঃ । ৪৯
 ব্রহ্মা বা কুরুতে সৃষ্টিং যদাশ্চে বাপি কুর্ষতে ।
 বক্ষ্যাম্যন্ত প্রজাপত্যাঃ স্বয়মেব তপিজ্জয়া ॥ ৫০
 পরব্রহ্মবরুণী যঃ সোহনুগৃহ্ণতি সন্ততম্ ।
 প্রকৃতিস্তানুগৃহ্ণতি মহাকৃতানি পঞ্চ বৈ ॥ ৫১
 পুরুষস্তানুগৃহ্ণতি তথৈব মহাদেবঃ ।
 ইন্দ্রেচ্ছাস্থিষ্ঠানঃ পুরুষানঈশ্বরম্বা ॥ ৫২
 পুরুষাণামস্থিষ্ঠানাম্হাত্তগণ্য চ ।
 তথৈব মহাদামীনাং কাল্য চ মহাশ্বনঃ ।
 অস্থিষ্ঠানং প্রধানস্য বক্ষ্যতি কলম আকৃত্য ॥ ৫৩
 স্থাবরং জঙ্গমং বাপি স্থিরং বাপ্যথহাত্তমম্ ।
 সর্বমেষামস্থিষ্ঠানাম্জায়তে বিজ্ঞসত্তয়াঃ ॥ ৫৪
 ইতি যঃ কথিতং সর্বং যথৈবামর্থয়ৎ পুরা ।
 হরাম সৃষ্টিসংহার-কল্পান্তান্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫৫

পৃথিবী সেই জলরাশির উপরে বৃহৎ নৌকার স্থায় অবস্থিত হয়, বিস্তৃত দেখ
 বলিয়া ভুবিয়া যায় না । ৪৬

অনন্তর, নাশায়ণ, পৃথিবীতে আসিয়া নিজ মায়াবলে সমস্ত জলরাশি
 অগসারণপূর্বক আনিগণের স্থিতির অন্ত নিক্ষেপেই সচেতন হন ৪৭

অনন্তর পূর্ববৎ পৃথিবীতলে গিয়া কূর্ম্যোপরি অবস্থিত হইয়া পৃথিবী ধারণ
 করেন । ৪৮

অনন্তর, সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, সমস্ত প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করিয়া
 অগ্নি সৃষ্টি করিরা থাকেন । ৪৯

ব্রহ্মা বা বক্ষ্য প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, যখন যে সৃষ্টি করেন, তখন তাহাই
 পরমেশ্বরের ইচ্ছাসম্মত । ৫০

হে বিজ্ঞবরুণ । ইন্দ্রের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টিপ্রযুক্ত প্রজা লক্সাদিগের প্রতি
 পরম-ব্রহ্ম-রূপ ভগবান্ প্রকৃতি, পৃথিব্যাदि পঞ্চভূত, পুরুষ এবং মহাদি
 প্রকৃতির অধুগ্রহ জন্মে । ৫১-৫২

পুরুষগণ, মহাকৃতসমূহ, প্রধান-পুরুষ, ব্রহ্ম, কাল এবং মহাদি প্রকৃতির
 অস্থিষ্ঠান হেতু স্থাবর অথবা জঙ্গম, স্থির অথবা নশ্বর যাহাদের উৎপত্তি হয়,
 সে সকলেতেই পরম-পুরুষ কারণসমূহে অস্থিষ্ঠান করেন । ৫৩-৫৪

ভগবান্ হরি, মহাদেবকে যে প্রকারে ব্রহ্মান্ত সম্বন্ধীয় সৃষ্টি এবং সংহার
 বর্ণন করাইয়াছিলেন, আমি তাহা বিশেষরূপে তোমাদের নিকট বর্ণন
 করিলাম । ৫৫

যথা জগৎপ্রপঞ্চস্যাসারতা দর্শিতা পরা ।
যচ্চ সারং দর্শিতং তদ্বাস্তং শৃণু বৈ শিষ্যাঃ ॥ ৫৬
ইতি শ্রীকালিকাপুত্ৰাণে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জগৎ সর্বকৃৎ নিঃসারমনিত্যং হৃৎখণ্ডাজনম্ ¹ ।
উৎপত্ততে কণাদেভ্যঃ কণাদেভ্যঃ পদভ্যঃ ॥ ১
তদৈবোৎপত্ততে সারান্নিঃসারং জগদ্বৎসলম্ ।
পুনস্তস্মিন্ বিলীভতে মহাপ্রলয়সময়ে ॥ ২
উৎপত্তিপ্রলয়াভ্যাং জগন্নিঃসারতাং হৃদিঃ ।
শক্তবে দর্শয়ামাস ভাবেন জগতাং পতিঃ ॥ ৩
একং শিবং শাস্ত্রমনন্তমচ্যুতং
পরাম্পরং জ্ঞানময়ং বিশেষম্ ।
অদ্বৈতব্যাক্তমচিন্ত্যরূপং
সারং ত্বকং নান্তি সারং তদন্তং ॥ ৪
যস্মাদেতজ্জায়তে বিশ্বমগ্র্যং
যস্মাদ্ভীনং স্যাত্ পশ্চাৎ স্থিতকম্ ।
আকাশবস্তুবজ্জালস্য বৃত্তাণা
যদ্বিধুং বৈ ত্রিযতে তদ্বাসারম্ ॥ ৫

ভগবান্ মহাদেবকে যেক্রমে জগৎ-প্রপঞ্চের অসারতা দর্শন করাইয়াছেন, সম্প্রতি সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, হে শিষ্যগণ । তাহা শ্রবণ কর । ৫৬

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

জগতের অসারত্ব-কীর্তন ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অপরিসীম হৃৎখণ্ডের সাগর এই সারাংশবহিত জগৎ-সমূহ যে অণে উৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় সেই অণেই লীন হইতেছে । ১

নিঃসার জগৎ—যে সকল সারবস্তু অক্রেমে উৎপাদন করিতেছে, পুনর্বার মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সেই জগতেই উক্ত সারবস্তু সকল বিলীন হইতেছে । ২

জগন্নাথ হৃদি, উৎপত্তি এবং প্রলয় দ্বারা মহাদেবকে ভাবে জগৎ-প্রপঞ্চের নিঃসারতা দেখাইলেন । ৩

একমাত্র মঙ্গলনিধান শাস্ত্র অনন্ত অচ্যুত পরাম্পর জ্ঞানময় বিশিষ্ট অদ্বৈত অব্যক্ত অচিন্ত্যরূপ এক ভাসাই সার ভক্তির সকলই অসার । ৪

১। কায়ম—ইতি পাঠান্তরম্ ।

অষ্টোত্তমোঽষ্টমধ্যমোঽষ্টমধ্যমো
 যোগী পুনাত্যাক্রমঃ সনৈব ।
 নিবর্ততে প্রাপ্য যং নৈব লোকে
 তদৈব সারং সারমন্তম চাশ্রিত্ব । ৬

সারো দ্বিতীয়ো বর্ষস্ত যো নিত্যপ্রাপ্তো ভবেৎ ।
 যো বৈ নিবর্তকো নাস্তি তদ্রাসারঃ প্রবর্তকঃ । ৭
 বর্ষং ননৈঃ সন্ধিনুবাণশীকো যুক্তিকং যথা ।
 সহস্রাব্দং পরে লোকে পূর্বপাপবিমুক্তয়ে । ৮
 একো বর্ষঃ পরং শ্রেয়ঃ সর্বসংসারকর্মসু ।
 ইতরে তু ত্রয়ো বর্ষাচ্ছাস্তে বর্ষাদয়োঃ পরে । ৯
 বরং প্রাপনরিত্যাগঃ সিন্ধুসো বাধ কৰ্ত্তনম্ ।
 ন তু বর্ষপরিভ্যাগো লোকে বৈ চ গর্হিতঃ । ১০
 বর্ষেণ ত্রিযুগে লোকো বর্ষেণ ত্রিযুগে জগৎ ।
 বর্ষেণৈব সৃষ্টিঃ সর্বৈব সৃষ্টিময়মন্ পুরা । ১১
 বর্ষ-চতুষ্পাদভগবান্ জগৎ পালয়তেহনিশম্ ।
 স এব যুগং পুরুষো বর্ষ ইত্যভিধীয়তে । ১২
 সর্বং কয়তি লোকেহস্মিন্ বর্ষো নৈব চ্যুতো ভবেৎ ।
 বর্ষাদ্ যো ব বিচলতি স এবাকর উচ্যতে । ১৩

যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় হইতেছে এবং যিনি যের-
 আলমত্তিত পদমন্তলকে অসার বিশ্বমণ্ডলের সহিত ধারণ করিতেছেন, যোগি-
 পুরুষগণ আত্মরূপ যে পরমাকার প্রাপ্তিবাহান সর্বদা অষ্টোত্তমোঽষ্টমধ্যম
 করেন এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মাতাজাল-জটিল-সংসারমণ্ডলে পুনর্বার প্রতি-
 নিবৃত্ত হন না ;—সেই যোগিবিশেষ আরাধ্য ত্রয়ই সার, অন্য সকলই অসার
 এবং যাঁহার দ্বারা নিত্যপদ-প্রাপ্তি হয়, সেই নিবর্তক (নিত্যম) বর্ষ দ্বিতীয়
 সার । প্রবর্তক (স্কায) বর্ষ অসার । ৬-৭

যক্টীককুল (উই) যে প্রকার উৎপাদে যুক্তিকাসকর করত স্রীষ্ট সার্বসামন
 করে, সেইরূপ চতুর ব্যক্তি পাপ-বিমুক্তি এবং পারলৌকিক পথের পাথের-
 মূল্য বর্ষসকর করিবে । ৮

এক বর্ষই সকল প্রকার সাংসারিক কর্মসমূহের মঙ্গলনিধান । এতদ্বিধ
 অর্থ, কাম এবং মোক প্রভৃতি, সেই বর্ষ হইতেই উৎপন্ন হয় । ৯

বরং শিবশ্বেদাদি দ্বারা প্রাপ্ত পরিভ্যাগ শতরূপে প্রেরকর, তথাপি লোক
 এবং বেদ উভয়গর্হিত বর্ষ-পরিভ্যাগ করা অতি অযোগ্য । ১০

এই লোকত্রয় বর্ষকর্ত্তক মৃত । জগতের সৃষ্টিাদি কার্য বর্ষ হইতে হই-
 তেছে । এবং পূর্বে ত্রিদিবেশ্বর দেবগণ বর্ষবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন । ১১

চতুষ্পাদ বর্ষরূপ ভগবান্ নিরন্তর জগৎ পরিপালন করিতেছেন । তিনিই
 আদি পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন । ১২

যে ব্যক্তি বর্ষচ্যুত হয়, সেই ব্যক্তিই কব নাহে অভিহিত এবং যে ব্যক্তি
 প্রমত্ত-পরিপাল্য বর্ষ হইতে চ্যুত না হয়, তাঁহাকেই অক্ষরসংজ্ঞার অভিধেয়
 বলা হয় । ১৩

এতচ্চঃ কথিতং সারং নিঃসারং সকলং জগৎ ।
 যথা স্বয়ং দর্শন্যমসৌ শত্ৰুজ্ঞানেন য়েহত্তরে । ১৪
 এতদৈব দর্শন্যমাস স বিমূর্ছগতাং পতিঃ ।
 স্বয়ং জ্ঞাহ্ব যনমা ব্যানেনাশ্বনি শঙ্করঃ । ১৫
 সারং তদ্বৎ পরমং নিকলং য-
 ক্ষুর্ভ্যা হীনং বৃষ্টিমান্ বর্ষ্য এবঃ ।
 সারোহিত্যোহসৌ সারহীনং তদশ্বজ-
 জ্ঞাতৈবেষং বাতি নিত্যং মহাবীঃ । ১৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টোবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৮

একনোত্রিংশোহধ্যায়ঃ

অথহ উচুঃ—

যে সৃষ্টাঃ শত্ৰুনা পূর্বং ভূতগ্রামাশ্চতুর্বিধাঃ ।
 কিমর্থং তে সমুৎপত্তাঃ কথং বানেকরূপতা । ১
 শরীরবর্জং বারাহমর্জং মস্তাবলং তথা ।
 সিংহব্যাগ্রশরীরাস্ত কেচিদ্ কেচিদ্গণাধিগাঃ । ২
 কথন্তে বা গণাঃ কুরাঃ কিং ভোগান্তে মহৌজসঃ ।
 এতৎ সর্বং স্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো ব্রহ্মসন্তম । ৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, আমি ভোগান্তের নিকট সার ব্রহ্ম এবং অসার জগতের বিষয় বর্ণনা করিলাম । ১৪

এই বিষয় স্বয়ং মহাদেব শ্রীমৎ অন্তরে ব্যানে দর্শন করিয়াছেন । জগন্নাথ বিষ্ণু এই বিষয় দর্শন করাইয়াছিলেন । ১৫

মহাদেব স্বয়ং আশ্রয়ান বলে দর্শন করিয়াছিলেন । নিরাকার হইয়াও বৃষ্টিমান্ নির্ভাবিক পরমব্রহ্মই সার এবং বর্ষ্য দ্বিতীয় সারস্বরূপ । এতদ্ভিন্ন সকলই অসার । বৃষ্টিমান্ ব্যক্তি এই সার পদার্থ জানিয়াও নিত্য-গদ যোদ্ধা-বাম প্রাপ্ত হন । ১৬

অষ্টোবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮

উনত্রিংশ অধ্যায়

বরাহের জোড়া বর্ণন

কৃষ্ণিগণ বলিলেন ;—মহাদেব পূর্বের যে চতুর্বিধ ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা উৎপন্ন হইয়া কি কার্য সাধন করিয়াছিল ? এবং তাহারা কি নিমিত্ত নানারূপ ধারণ করিল ? ১

কাহারও অর্জ-শরীর বরাহের ন্যায় এবং অর্জ-শরীর হস্তীর ন্যায় । কোন কোন গণনাথক কি নিমিত্ত সিংহ ব্যাঘ্রাদির ভয়ঙ্কর রূপধারী হইয়াছিল ? ২

কি নিমিত্ত তাহারা নিরন্তর কুর কর্ত্ত করিত ? এবং মহাবল প্রমথ-

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শুভ্রজ যুগ্মঃ সর্বৈ বথা শঙ্কুগণাভবন্ ।
 বদৰ্শন্তে সমুৎপন্ন্য যন্ত্রান্তে নৈকরূপিণঃ ॥ ৪
 এতবঃ পরমঃ শুভামিদং বর্ণ্যার্থকামনম্ ।
 এতচ্চি পরমঃ তেজঃ সত্ত্বতঃ পরমঃ তপঃ ॥ ৫
 ইদং শুভ্রা মহাখ্যানং পরত্রেহ ন সীদতি ॥ ৬
 যশস্যং বর্ণ্যমাযুক্তং ভূক্তিপুষ্টিপ্রদং নরম্ ॥ ৭
 আদিসর্গেহৈব বারাহে সম্পূর্ণে মুনিসত্তমাঃ ।
 শঙ্করঃ প্রাহ সর্বেশং বারাহং জগতাং পতিম্ ॥ ৮

ঈশ্বর উবাচ—

বদৰ্শং ভবতা রূপং বারাহং কল্পিতং বিভো ।
 তন্তে পূর্ণং কৃতং পৃথ্বী বধাবৎ স্থাপিতা ত্বয়া ॥ ৯
 সাগরাণ্যকং সংস্থানং নদীনাং তথা ক্রিতেঃ ।
 সৃষ্টিত্রৈলোক্যতাং চাপি সঙ্গতাং বংশপ্রসবনতঃ ॥ ১০
 ত্বং হি সর্বমন্তো যজ্ঞমবন্তোজোময়স্তথা ।
 শুক্লপামথ সর্বেশাং ত্বং শুক্লভূঃ পরাংপরঃ ॥ ১১
 ত্বাং বোভুং ন জমা পৃথ্বী বিশীর্ণেব জগৎপতে ।
 যদ্বিতা শৈলসমজ্বাটৈর্ভবতা স্থাপিতৈঃ পুরা ॥ ১২

গণের আহ্বা কি ছিল? এই সকল বিষয় শ্রবণের নিমিত্ত আমরা অতীক উৎকণ্ঠিত হইরাছি । ৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—হে মুনিগণ! যে প্রকারে শিব হইতে গণসকলের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহারা উৎপন্ন হইয়া যে কার্য সাধন করিয়াছিল, তোমরা তাহা শ্রবণ কর । ৪

সুগোপনীয় বর্ণ্য-অর্থ কামদায়ী তেজস্বী পরম-তপত্যা-স্বরূপ এই কৃতান্ত তোমাদের সম্বন্ধে কীর্তন করিতেছি । ৫

লোক-যশস্কর, ধনপ্রদ, আয়ুজনক, সন্তোষক, পুষ্টিকারক এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া ইহলোক এবং পরলোকে কোন কষ্ট পাব না । ৬-৭

মুনিবরগণ! আদি বরাহসর্গ শেষ হইলে মহাদেব জগন্নাথ বরাহ দেবকে বলিয়াছিলেন,—প্রভো! আপনি যাহার নিমিত্ত বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, পৃথিবী পূর্বের স্থায় বথাস্থানে অবস্থাপিত হইয়াছেন । ৮

অতএব আপনার বরাহরূপ ধারণের সার্থক্য সম্পন্ন হইয়াছে । এবং আপনার অনুগ্রহে সাগর সকলের প্রকৃতিস্থিতা, পৃথিবীর উজ্জ্বল এবং লক্ষ্য কর্তৃক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে । ৯-১০

আপনি তেজোময় সর্বময় যজ্ঞস্বরূপ এবং জগতে যে সকল গুরু আছেন, তাহাদেরও আপনি পরাংপর গুরুস্বরূপ । ১১

হে পৃথিবীপতে! আপনার বহনে অসমর্থ। পৃথিবী বিশীর্ণ। হইতেছেন এবং পূর্বে আপনার স্থাপিতা বরা পর্বত-সমূহের সংঘাতে নিম্নস্থিত হইতেছেন । ১২

তস্মাদ্ভ্যং ত্যজ বারাহং শরীরং অদভ্যং পতেঃ ।
 অগস্ত্যং অগস্ত্রপং অগংকারণকারণম্ ॥ ১৩
 কল্পাক্ষাণ্ডঃ কমো বোদ্ধুং বারাহন্তে বপুর্বিভো ।
 বিশেষতত্ত্বম্ পৃথী সকায়া ধর্মিতা জলে ।
 স্ত্রীধর্মিনী হন্তেজোভিঃ সাধাপগর্ভক দারুণম্ ॥ ১৪
 ব্রজস্রজা কমা গর্ভং যামাধন্ত অগংপতে ।
 তস্মাদ্ভ্যন্তনয়ো ভাবীঃ সোহপ্যাদাস্তি চূর্ণনঃ ॥ ১৫
 এষ প্রাপ্যাসুরং ভাবং দেবগর্ভবহিংসকঃ ।
 ভবিস্ত্রীতি লোকেশঃ গ্রাহ মাং বক্ষসন্ধিবৌ ॥ ১৬
 মলিনীয়তিসজ্জাতং চূর্ণন্তেহনিষ্ঠেকারকম্ ।
 কামুকং ত্যজ লোকেশ বারাহং কাম্ময়ীদৃশম্ ॥ ১৭
 ত্বমেব সৃষ্টিস্থিতিসংকারকো লোকভাবনঃ ।
 কালে প্রাপ্তে স্থিতিং সৃষ্টিং সংহারক করিষ্যসি ॥ ১৮
 তস্মাদ্লোকহিতার্থায় ত্যজ্জ্বা কাষং মহাবল ।
 কালে প্রাপ্তে পুনরুতং কাষং পোত্বং করিষ্যসি ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করস্ত মহাম্বনঃ ।
 বারাহমূর্ত্তির্ভগবান্ মহাদেবমুবাচ হ ॥ ২০

শ্রীভগবানুবাচ—

কন্ঠিহেহং তব বচস্ত্বং যথাথ মহেশ্বর ।
 ইমন্ত যজ্ঞবারাহং কাষন্ত্যক্ষো ন সংশয়ঃ ॥ ২১

অতএব হে বরাপতে । আপনি বরাহ শরীর ত্যাগ করুন । অগস্ত্যক-
 অগস্ত্রপ এবং অগস্ত্রের কারণ-সমূহেরও কারণ-স্বরূপ আপনার এই বরাহ-
 দেহকে অস্ত্র কে বহন করিতে পারিবে ; বিশেষতঃ আপনি অলময়-প্রদেশে
 কামিনী পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন । স্ত্রীধর্মিনী পৃথিবী আপনার তেজে
 দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন । ১৩-১৪

হে অগস্ত্য । ব্রজস্রজা পৃথিবী যে গর্ভধারণ করিয়াছেন, সেই গর্ভ হইতে
 যাহার উৎপত্তি হইবে, তাহার চূর্ণন হইবে এবং দেবগর্ভবাহির প্রতিদ্বন্দ্বী
 আসুরীভাব লাভ করিবে । দক্ষের সমীপে লোকপতি ব্রহ্মার নিকট এই কথা
 কহত হইয়াছিল, হে লোকপতে । ব্রজস্রজাসঙ্গমে দোষাবহিত অনিষ্টকারক এই
 কামুক বরাহ দেহত্যাগ করুন । ১৫-১৭

আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী লোকনিয়তা এবং সমস্ত মত সৃষ্টি-স্থিতি
 প্রলয়াদিকার্য্য করিয়া থাকেন । ১৮

অতএব হে মহাবল । লোকহিতের নিমিত্ত প্রকাণ্ড বরাহদেহ ত্যাগ করুন ।
 পুনর্জার উচিতকালে এই দেহ ধারণ করত উপস্থিত কার্য্য সাধন করিবেন । ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ বরাহদেব মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ-
 করত বলিলেন,—হে মহেশ্বর । তুমি যে বাক্য আমাকে বলিলে তোমার সেই-
 বাক্যানুসারে যজ্ঞবারাহদেহ নিশ্চয় ত্যাগ করিব । ২০-২১

কালে প্রাপ্তে পুনরুজ্জ্বল্য কাম্যং বারাহমল্লভম্ ।
 করিস্তেহং হর্যধর্মং লোকানাং ভাবনাম্ বৈ ॥ ২২
 ইত্যুক্ত্বা স মহাকাশস্ত্রৈবাস্তবদীযত ।
 জগদুৎকর্ষণংস্রষ্টা জগদ্ধাতা জগৎপতিঃ ॥ ২৩
 তদ্বিস্তৃত্যর্হিতে দেবে দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
 নিজং স্থানং দেবগণৈঃ স্বগণৈশ্চ জগাম হ ॥ ২৪
 বরাহোহপি স্বয়ং গচ্ছা লোকালোকাহুতং গিরিম্ ।
 বারাহ্মা সহ বেয়ে স পৃথিব্যা চাক্রকপয়া ॥ ২৫
 স গুহা রমমাগস্ত সূচিরং পর্বতোত্তরে ।
 নাথাপ তোবং লোকেশঃ পোত্মী পরমকামুকঃ ॥ ২৬
 পৃথিব্যাঃ পোত্মীকপয়া রমরস্ত্যাস্ততঃ সূতাঃ ।
 এষো জাতা দ্বিজশ্রেষ্ঠাশ্চেভ্যং নামানি মে শূন ॥ ২৭
 সুব্রতঃ কনকো ঘোর সর্ষ এব মহাবলঃ ॥ ২৮
 শিশবস্তে মেরুপৃষ্ঠে কাঞ্চনে বস্ত্রসংস্তরে ।
 বেয়িরেহগোপসংসক্কা গচ্ছবিশ্বং সরঃসু চ ॥ ২৯
 স তৈঃ পুতৈঃ পরিবৃত্তো বরাহো ভার্যয়া স্বয়া ।
 রমমাগস্তদা কাশ্যত্যাগং নৈবাগপদ্বিষাঃ ॥ ৩০
 কদাচিচ্ছিত্তিত্তৈস্তত্ত্ব সংশ্লিষ্টেঃ কর্দমাস্তরে ।
 চকার কর্দমক্রীড়াং ভার্যয়া চ মহাবলঃ ॥ ৩১
 সপক্ষলেপঃ ততঃ ভে বরাহো যধুনিজলঃ ।
 সঙ্ক্যাবনো যথা তোয়ং ক্ষরংস্তোয়ং তথাবিধঃ ॥ ৩২

এবং তোমার কথানুসারে সমগ্রব্রত লোকহিতের নিমিত্ত পুনর্বার আশ্চর্য্য বরাহ দেখে ধারণ করিব । ২২

জগতের শুদ্ধ জগৎ-স্রষ্টা লোকনিবৃত্তা জগন্নাথ মহাকাশ বরাহরূপী ভগবান্ এই প্রকার বলিতে বলিতে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ২৩

বরাহদেব অন্তর্হিত হইলে দেবদেব মহাদেব প্রমথগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ২৪

বরাহদেব সেই স্থান হইতে যাইয়া লোকালোক পর্বতে বরাহরূপিনী সমোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । ২৫

পরমকামুক বরাহরূপী লোকেশ, পর্বতোত্তরে পৃথিবীর সহিত বহুকাল বিলাস করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিলেন না । ২৬

তদনন্তর বরাহদেবের বীর্ষ্যে পৃথিবীর গর্ভে মহাবল সুব্রত, কনক এবং ঘোরনামক তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইল । ২৭-২৮

সুব্রতাদি মহাবল বরাহ-পুত্রগণ শৈশবকালে পরস্পর মিলিত হইয়া সুমেরু পর্বতের কাঞ্চনময় সানুতে, গহ্বর মধ্যে এবং সরোবরে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল । ২৯

হে দ্বিজগণ । বরাহদেব সেইকালে বরাহরূপিনী পৃথিবীর সহিত রমণরূপে এবং সুব্রতাদিগণের স্নেহে কাম ক্রীড়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই । ৩০

মহাবল বরাহদেব কখন পুত্রগণের সহিত কর্দম মধ্যে অবতরণ করিয়া ভার্য্যার সহিত কর্দমক্রীড়া করিতেন । ৩১

স পুত্রৈঃ পরমপ্রীতো ভাৰ্য্যাস্তা চ পৃথিব্যাস্তা ।
 বিকলং ধরনীং বেধে মধ্যনিয়াথ সাতবৎ । ৩৩
 অনন্তোহপি সমাক্রম্য কূৰ্মং স পৃথিবীভূতঃ ।
 হরিং বহনু ভৃগুশিরাঃ^১ সাতকোহভুৎ প্রপীড়য়া । ৩৪
 সুবৃদ্ধেন চৰ্ণবপ্রং ধোরেণ কনকেন চ ।
 বিনারিতং পোত্রযাটৈতঃ বর্ণভগ্নাৎ কৃতং সমম্ । ৩৫
 মেকপৃষ্ঠে যানি যানি সৌবর্ণানি ত্রিজোত্সাঃ ।
 কচিচ্চানি সূর্য্যভাসানি ভগ্নানি তৎসুতৈঃ । ৩৬
 মানসাদীনি দেবানাং সরাংসি শিশবোহথ তে ।
 আবিলানি তনু চক্রুঃ পোত্রযাটৈতঃ সমন্ততঃ । ৩৭
 পৃথিবীবনিতাক্রপা রময়ামাস পোত্রিণম্ ।
 হাবহেণ তু ক্রপেণ কুঃখমাপ্রোত্তি বৈ দৃঢ়ম্ ৩৮
 সাগরাস্ত সূবৃত্তাষ্টৈরবগাহ সন্মন্ততঃ ।
 বিকীর্ণরত্নঃ পোত্রোষৈঃ সৰ্ব্ব এবাকুলীকৃতঃ । ৩৯
 ইতস্ততশ্চ শিত্তিঃ ক্রীড়তিঃ পোত্রিভিত্তদা ।
 অগতি তত্র ভগ্নানি নতঃ কল্পক্রমাস্তথা । ৪০
 জ্ঞানমপি অগচ্ছত্ব বরাহঃ ধরমেব হি ।
 অগংপীড়াং সূতস্বেহাঘাতরামাস নৈব তান্ । ৪১

সক্ষাফালীন রক্ত পীত-বর্ণ যেসব হইতে জল বর্ষণ হইলে যেতশ শোভা
 হয়, শিল্লবর্ণ বরাহদেবের সর্বাক্ষ পঙ্কলিষ্ট হওয়ায় সেইরূপ শোভা সম্পন্ন
 হইত । ৩২

বরাহ, পুত্র-কুল এবং ধরিজীর সহিত বিলাস করত শোভা পাইতে লাগি-
 লেন এবং পৃথিবীর মধ্যদেশে বরাহ-বিক্রমে নল হইল । ৩৩

অনন্তদেহও কূৰ্মকে আক্রমণ করত পৃথিবী মধ্যস্থায়ী বরাহদেবের বহন-
 ব্যথার ভগ্নমস্তক ও আতঙ্কিত হইলেন । ৩৪

সুভূত, কনক এবং ধোর—ইহানিগের পোত্র (মুখাগ্র) আঘাতে সূমেরুর
 চৰ্ণবপ্রসকল ভগ্ন হইল । ৩৫

হে ত্রিজগৎ । দেবগণ যতপূৰ্ব্বক সূমেরু পৰ্ব্বতের উপরিভাগে সুবর্ণ স্বাক্ষা যে
 সকল রম্য স্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন, বরাহপুত্রগণ সেই স্থানসকল যুধ প্রহারে
 চূর্ণ করিয়াছিল । ৩৬

মানস প্রভৃতি দেবগণের নির্মল রম্য সরোবর সকল বরাহ-শিত্তগণ পোত্রা-
 ঘাতে সকলদিকে আবিল করিতে লাগিল । ৩৭

বনিতাক্রপিনী পৃথিবী বরাহের সহিত রমণ করিয়া তাঁহার দেহভারে
 অতিশয় যুঃধ অনুভব করিতে লাগিলেন । ৩৮

সূবৃত্তাদি বরাহ পুত্রগণ সমুদ্র সকলে অবগাহন করত স্রোতের সহিত
 যত্নাকরকে পোত্র দ্বারা ব্যাকুল করিল । ৩৯

সেইকালে ইতস্ততঃ ক্রীড়াগর বরাহপুত্রগণ, পার্বত্য ভূমি, নদী এবং
 কল্পক্রম প্রভৃতিকে ভগ্ন করিল । ৪০

১। ভাবং বহনু ভৃগুশিরাঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

সুবৃত্তঃ কনকো ঘোরো যদাগচ্ছতি বৈ দিবম্ ।
 তদা দেবগণা ভীতাঃ প্রোজ্জবন্তি নিশো দশ । ৪২
 এবং সূতৈর্জ্ঞানার্থয়া যজ্ঞপোত্রী
 ক্রীড়ন্তুষ্টিং নাপ কাঞ্চিৎ কদাচিৎ ।
 নিত্যং নিত্যং বর্জ্যতে তস্য কামঃ
 কারং ভ্যক্তুং নৈচ্ছদেহ প্রদিশ্ঠেঃ । ৪৩
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ঊনত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ২৯

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভূতো দেবগণাঃ সর্বৈ সহিতা দেবযোনিভিঃ ।
 শক্রেণ সহিতা মৃত্যুং চক্ৰুঃ সম্যগ্ধৃগন্ধিতম্ । ১
 ভূতো নিশ্চিত্য তে সর্বৈ শক্রান্দ্যো মুনিভিঃ সহ ।
 শরণ্যং শরণং জগদ্বর্নরানামজং বিভূম্ । ২
 তং সমাসাদ্য গোবিন্দং বাসুদেবং জগৎপতিম্ ।
 প্রণম্য সর্বৈ ত্রিদশাস্ত্রৌবুর্গুরুভক্ষকম্ । ৩

দেবা উচুঃ—

নমস্তে দেবদেবেশ জগৎকারণকারক ।
 কালস্বরূপিণ্ডে গুণবান্ প্রধানপুরুষাখক । ৪

জগৎকর্ত্তা বরাহদেব পুত্রগণস্বারা জগতের অমঙ্গল হইতেছে জানিয়াও পুত্র-
 বাৎসল্যে স্বয়ং তাহাদিগকে ধারণ করিতেছেন না । ৪১

সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর ইচ্ছানুরূপ যেকালে স্বর্গে গমন করিত, তাহাদের
 আগমন দর্শন করত অমরগণ মরণভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতেছেন । ৪২

যজ্ঞ-বরাহ, এইরূপ ভাৰ্য্যা এবং পুত্রগণের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করত
 কখনও সন্তোষলাভ করিলেন না ; কিন্তু প্রতিদিনই তাহার কামবৃত্তি পাইতে
 লাগিল, কাম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইত না । ৪৩

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯

ত্রিংশ অধ্যায়

বরাহ-শরভসংগ্রাম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তদনন্তর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেশ্বর এবং
 দেবযোনি-সমূহের সহিত যজ্ঞগা করিতে আরম্ভ করিলেন । ১

এবং ইচ্ছাদি দেবগণ বৃত্তি করিয়া অনাদি দেবাদিদেব শরণাগতপালক
 ভগবানের শরণ লওয়াই প্রেমভক্তির বিবেচনায় মুনিগণের সহিত জগৎপতি বাসু-
 দেব গুরুভক্ষক গোবিন্দের সমীপে গমন করত প্রণতিপূর্বক স্তব করিতে
 আরম্ভ করিলেন । ২-৩

তুল্যমুখমঙ্গল্যাপিন্ পদেণ পুরুষোত্তম ।
 ত্বং কৰ্ত্তা সৰ্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ ॥ ৫
 ত্বং হি মায়াবদ্ধপেণ সন্মোহয়সি বৈ জগৎ ।
 যদুতং যচ্চ বৈ জ্ঞাত্যং যদিদানীং প্রবর্ততে ॥ ৬
 ত্বং সৰ্বং পরমেশ ত্বং স্বাবয়ং জগন্মং তথা ।
 অৰ্থাধিনাং তুমৰ্থস্তু কামঃ কামাধিনাং তথা ॥ ৭
 ত্বং হি বৰ্ম্মাধিনাং বৰ্ম্মো মোক্ষো নিকৰ্ণামিচ্ছতাং ।
 ত্বং কামুকত্বমেবার্ণো দ্বার্ম্মিকস্ত্বং সনাগতিঃ ॥ ৮
 ত্বয়ক্তা পুত্রাশ্রণা জাতা বাহুযাঃ কজ্জিয়াস্তব ।
 উৰ্দ্ধৈর্কৈবজ্ঞাস্তথা শূদ্রাঃ পাদাভ্যাং তব নির্গতাঃ ॥ ৯
 সূর্য্যো নেত্রাস্তব বিভো মনোজ্ঞস্ত্বমাস্তব ।
 জ্ঞাপ্যং পবনো জাতো মন প্রাণাস্তথাপরে ॥ ১০
 উৰ্দ্ধং বৰ্ম্মাদিভুবনং তব শীর্ষাদজায়ত ।
 তব নাভেস্তথাকশং কিতিঃ পাদতলাদভূৎ ॥ ১১
 কৰ্ণাভ্যাং দিশো জাতা জঠরাং সকলং জগৎ ।
 ত্বং হি মায়াবদ্ধপেণ সন্মোহয়সি বৈ জগৎ ॥ ১২
 নিষ্ঠুরো গুণবাংস্ত্বং হি শুদ্ধ একঃ পরাংপরঃ ।
 উৎপত্তিহিতিহীনস্ত্বং তুমহাত্তত্ত্বাধিকঃ ॥ ১৩

হে দেবাদিদেব । আপনি জগৎসৃষ্টির মূলীভূত কারণসমূহের কারণ ; হে
 কালরূপিন্ । মহাপুরুষ । ভগবন্ । আপনি তুল্যরূপে জগদ্ব্যাপী হইয়াও সূক্ষ্ম-
 রূপে প্রকাশ পাইতেছেন । ৪

হে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ! আপনি এই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-
 কারী । এবং আপনি স্বত্বং মায়া বদ্ধপেণ জগৎ মোহিত করিতেছেন । হে
 পরমেশ্বর ! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাস্থক ত্রিকালের যে কিছু বস্তু আছে, সকলই
 আপনার স্বরূপ । অৰ্থাকাত্ত্বো দ্বিভিন্নগণ আপনাকে লাভ করিলে অকিঞ্চিৎকর
 অৰ্থাভিনায়ে জলাঞ্জলি দিয়া কৃতার্ব হয় । কামুকগণ আপনাকে পাইলে
 সকাশ হইয়া অসুখকর কামজ্বীড়া হইতে পরাধুৰ হয় । ৫-৭

বৰ্ম্মপরায়ণগণ যৌববৰ্ম্মবলে আপনার দৰ্শন পাইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করে
 এবং হুমুগ্ধগণ আপনার দৰ্শনে মোকদাম প্রাপ্ত হয় । হে সৰ্ব্বাশ্রক । কামুক,
 অৰ্থী, দ্বার্ম্মিক এবং হুমুগ্ধ প্রভৃতি সকলেই আপনার স্বরূপ । ৮

আপনার মুখ হইতে জ্ঞান, বাহু হইতে কজ্জি, উরু হইতে বৈশ্ব এবং
 চরণ হইতে শূদ্রকৃষ্ণাতি উৎপন্ন হইয়াছে । ৯

হে বিভো ! আপনার নেত্র হইতে সূর্য, মন হইতে চন্দ্র এবং কৰ্ণ হইতে
 প্রাণ-অপান-প্রভৃতির সহিত পবনদেব জন্মিয়াছেন । ১০

আপনার মস্তক হইতে বৰ্ম্মাদি উৰ্দ্ধলোক, নাভিমণ্ডল হইতে আকাশ এবং
 চরণকমল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছেন । ১১

আপনার কর্ণের অগ্রভাগ হইতে দিক্ এবং জঠর হইতে জগতের উৎপত্তি
 হইয়াছে । ১২

আপনি নিষ্ঠুর এবং নির্ব্বল হইয়াও গুণবান্ অধিতীয স্বরূপ হইয়াছেন ।

আদিত্যৈর্ভূতৈর্দেবৈঃ সাতৈর্ধার্যৈশ্চৈর্মরুকাটৈঃ ।
 ত্বং চিন্ত্যসে জগন্নাথ যুনিভিঃ চ মুমুক্শুভিঃ ॥ ১৪
 ত্বাং বৈ চিরানন্দময়ং বিদন্তি
 বিশেষবিজ্ঞা যুনির্যো বিজ্ঞোদ্যৈঃ ।
 ত্বমেব সংসারময়ীকুইম্য
 বীজং জলং স্থানমথো ফলকং ॥ ১৫
 ত্বং পদ্ময়া পদ্মকরো বিভাসি
 বরাসিচক্রাজ্জবনুর্জরত্বম্ ।
 ত্বমেব তাকৈ প্রতিষ্ঠাসি নিত্যং
 স্বর্ণাচলে তোগমুতো যথাঙ্গঃ^১ ॥ ১৬
 ত্বমেব পীতাস্বরশঙ্করাজ্জজা-
 লুং সর্বমেষতম চ কিঞ্চিদন্তং ।
 স তে গুণা নঃ পরিচিন্তনীয়্য
 বিবেইরম্যাপি দিশাং পতীনাং ।
 ভীতেন ভক্ত্যা শরণং প্রপন্ন
 বতা বয়ং নঃ পরিব্রজ বিজ্ঞো ॥ ১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতো দেবদেবো ভূতভাবনভাবনঃ ।
 সৌন্দর্যৈর্দেবগণৈরুচে তান্ সর্বাশ্চৈবনিম্ননঃ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ—

যদর্থমাগতা যুগং যদা ভবমুপস্থিতম্ ।
 তত্র যদা মহা কার্য্যং তদেবাস্বপ্নমুচ্যতাম্ ॥ ১৯

হে অদ্যুত জগন্নাথ! আপনি উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় প্রভৃতি দেহি বর্ষহীন পরমেশ্বর। ১৪

আর স্বাদেশ আদিত্য, অষ্ট বসু, দেবগণ, নাভ্য, বকু, মরুদগণ এবং মুমুক্শু যোগিগণ আপনার ধ্যানে কাল অতিবাহিত করেন। ১৫

বিশেষজ্ঞ পুরাণরাশি নিঃস্পৃহ যুনিগণ আপনাকে চিরানন্দময় বলেন এবং আপনিই সংসাররূপ হৃদের মূল আলবাল (জলদান স্থান) এবং ফলের স্বরূপ। ১৬

হে কমলকর! আপনি হস্তচতুষ্টয়ে অসি, চক্র, পদ্ম এবং ধনু ধারণ করিয়া পদ্মার সহিত শোভা পাইতেছেন; এবং সুমেরুশিখরোপরি মঞ্জল-জলদ মেরুপ শোভা পায়, আপনিও পুরুষোপরি আব্রোহণ করিয়া তাহা হইতে অধিক শোভার শোভিত হন। ১৭

আপনিই দেবশ্রেষ্ঠ রক্ষা বিধু মহেশ্বর এবং আপনিই সকল বস্তুর স্বরূপ। রক্ষা, শিব এবং লোকপাল—আমাদের গুণ, শ্ররণ করিবার যোগ্য নহে। অতএব হে ভক্তভরহারিন্! আমরা ভয় হেতু আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি-
 জাম, আদ্যাদিগকে রক্ষা করুন। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূতভাবন ভগবান্ এই প্রকার ইন্দ্রাদি দেবগণের

দেবা উচুঃ—

শীর্ষন্তে বসুধা নিত্যং ক্রীড়তা যজ্ঞপোহিণঃ ।
 লোকান্ত সর্বৈ সঙ্ক্ৰূকা নাশু বহ্যপশান্ততাম্ ॥ ২০
 তুহুং তুর্গীকলং খাটৈতর্যখা জর্জরতাং নতম্ ।
 বরাহস্কুরঘাভেন তথা জর্জরিতা কিত্তিঃ ॥ ২১
 তন্ত বে বা ত্রঃ পুত্রাঃ কালান্নিসমতেজসঃ ।
 সুবৃত্তঃ কনকো ঘোরতৈশ্চাপ্যাঘাতিতং জগৎ ॥ ২২
 তেষাং কন্দমলীলাভিঃ সরাংসি জগতান্মতে ।
 মানসাদৌনি ভগ্নানি প্রকৃতিং ঘাতি নাধুনা ॥ ২৩
 ভগ্নাতৈর্দেবতরবে মন্দারান্ধা মহাবলৈঃ ।
 দেব নাদ্যপি যোহন্তি কলং পুষ্পং মলক বা ॥ ২৪
 যদা ত্রিকুটমাক্রুত তে সুবৃত্তাদয়ত্রয়ঃ ।
 ম্লতং কৃত্বা মহাবাহো পতন্তি লবণার্ণবে ।
 তদা ভৎসুকতোম্বোদৈঃ প্রাব্যন্তে সকলা মহী ॥ ২৫
 উৎপলবন্তি জনাঃ সর্বৈ প্রহাস্তি চ দিশো বন ।
 জীবিতং রক্ষমাশান্তে প্রহাস্তি চ দিশো বন ॥ ২৬
 যদা ত্রিবিষ্টপং ঘাতি যজ্ঞবারাহপুত্রকাঃ ।
 ইতন্ততন্তদা ভগ্না দেবাঃ শান্তিং ন লেভিরে ॥ ২৭

স্তবে তুউ হইয়া যেখপর্জনের স্তায় পট্টীর রবে বলিলেন,—হে দেবগণ । তোমরা যে ভয়-নিমিত্ত আগমন করিয়াছ এবং আমার দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয় শান্তি হইবে, তাহা শীঘ্র বল । ১৮-১৯

দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ-ব্রাহ্মের ক্রীড়াহেতু পৃথিবী প্রতিদিন শীর্ণ বিনীর্ণ হইতেছেন । লোক সকল সেই উদ্দেশে শান্তি লাভ করিতেছে না । ২০

তুহু অর্গল্য কলের উপরে আঘাত করিলে সে যে প্রকার খণ্ড খণ্ড হয়, যজ্ঞ-ব্রাহ্মের স্কুরের আঘাতে পৃথিবীও সেইরূপ বিদীর্ণ হইতেছেন । ২১

বরাহদেবের সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরনামক প্রলয়ান্নির স্তায় তেজস্বী যে তিনটি পুত্র আছেন, তাঁহারাও আঘাতে পৃথিবীকে জীর্ণ করিতেছেন । ২২

হে জগদীশ্বর ! তাঁহাদের কন্দম-ক্রীড়া-হেতু মানসাদি উত্তম উত্তম সরোবর সকল ভগ্ন হইয়াছে, অত্যাপি পূর্ববৎ শোভা ধারণ করিতেছে না । ২৩

মহাবল বরাহপুত্রগণ মন্দারাদি দেবতরু সকলকে ভগ্নপ্রায় করিয়াছেন । পারিজাত তরু—পুষ্প, কল, পত্র প্রকৃতি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিতেছে না । ২৪

হে মহাবাহো ! যে কালে সুবৃত্তাদি বরাহপুত্রগণ, অত্রি গিরির উন্নতশিখর হইতে লবণ সমুদ্রের জলে লক্ষ প্রদান করেন, সেই সময়ে তাঁহাদের লক্ষন-বেশে উখিত জল-প্রবাহে ত্রিকুবন মগ্নপ্রায় হয় । ২৫

লোক সকল জলমগ্ন হইয়া প্রাণতয়ে চতুর্দিকে পলাতন করত প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পুত্রকলহ উত্থাপন করিয়া দেশদেশান্তরে ধাবমান হয় । ২৬

যজ্ঞবরাহপুত্রগণ যেকালে ইচ্ছানুরূপ বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের দর্শনে

সর্বো ভৈঃ পৰ্বতাঃ পূৰ্বেববাহু জগৎপতে ।
 ক্রীড়ন্তিঃ শিবো নীতা ভূমিতাম্রবোনতিম্ । ২৮
 এবং বিক্রীড়তাঃ তেষাং ক্রীড়াতিঃ সকলং জগৎ ।
 নাশয়াতি বৈকুণ্ঠ তন্মাত্রক জগৎপ্রভো । ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তেষাং নিমসতাং ক্রতা বাক্যং জনাৰ্দ্ধনঃ ।
 উবাচ শঙ্করং দেবং ব্রহ্মাণক বিশেষতঃ । ৩০
 যংকৃতে দেবতাঃ সর্বাঃ প্রজাশ্চ সকলা ইমাঃ ।
 প্রাপ্নুবন্তি মহাদুঃখং শীর্ণ্যতে সকলং জগৎ ।
 বারাহং তদহং কাস্তং ভাস্তুমিচ্ছামি শঙ্কর ।
 নির্বেশশক্তং ত্বং ভাস্তুং যেচ্ছস্যা ন হি শক্যতে । ৩১
 ত্বং ভাস্তবহু ত্বং কাস্তং ব্রহ্মাস্তাঃ^১ শঙ্করাধুনা । ৩২
 ত্বমাপ্যবহু তেজোভিরস্কনু স্মরহরং যুহুঃ ।
 আপ্যায়ন্ত তথা দেবাঃ শঙ্করো হুন্ত পৌত্রিণম্ । ৩৩
 ব্রজবলাদ্যাঃ সংসর্গাঘিপ্রাণাং যাবনান্তথা ।
 কাস্তঃ পাপকরো ভূতস্তং ভাস্তুং যুজ্যতেহধুনা । ৩৪
 প্রায়শ্চিত্তরূপৈতানঃ প্রায়শ্চিত্তমহং ভুতঃ ।
 চরিত্বামি তদৰ্থং মে তদুৰ্যতেন শাম্যতাম্ । ৩৫

অতিশয় ভীত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিয়াও চিত্তের শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই । ২৭

ক্রীড়াপরাক্রম বরাহপুত্রগণ, পর্বত সকলের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে, পৃথিবীও পর্বত-শতন-বেগ সহ করিতে না পারিয়া অধো-গামিনী হন । ২৮

হে জগদীশ্বর বৈকুণ্ঠনাথ ! এই প্রকার বরাহপুত্রগণের ক্রীড়ার ত্রিলোক বিনষ্টপ্রায় হইতেছে । অতএব হে বরাপতে । আপনি বরার প্রতি সদক হউন । ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—জনাৰ্দ্ধন দেবগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরকে বিশেষরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৩০

যে নিমিত্ত দেবগণ এবং প্রজাগণ মহাদুঃখ পাইতেছে এবং পৃথিবীও বিদীর্ণ হইতেছে, এই সকল দুঃখের কারণরূপ বরাহদেহ ত্যাগ করিব ; কিন্তু সুখাসক্ত সেই দেহকে যেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না । ৩১

অতএব হে মহাদেব ! তোমার যত্নে আমি বরাহদেহ ত্যাগ করিব । ৩২

ব্রহ্মন্ ! তুমি মহাদেবকে নিজ তেজে পুষ্ট কর । দেবগণ মহাদেবকেই আপ্যায়িত করুন । ৩৩

মহাদেব সকলের উৎসাহে ব্রহ্মবরাহকে বিনাশ করুন । ব্রজবলাদ্য সঙ্গমে এবং আশ্বপাদির বহুহু পাণপূর্ণ প্রাণকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব । ৩৪

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অশুভনীচ পাপের এই প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত হইবে । কেমনা, প্রাণত্যাগ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয় । ৩৫

১। ব্রহ্মাস্তা.....ইতি পার্যন্তবন ।

প্রজা পাল্যা যম সদা সা হি সীদতি নিত্যমঃ ।

যৎকৃতে প্রভাহং তন্মহা তাক্যে কাশং প্রজাকৃতে । ৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যাক্ষো বাসুদেবেন তদা ভৌ ব্রহ্মশঙ্করৌ ।

ত্বয়া যথোক্তং তৎকার্যমিতি গোবিন্দমুচ্যুতুঃ ॥ ৩৭

বাসুদেবোহপি তান্ সৰ্বান্ বিসৃজ্য ত্রিদশাংস্তথা ।

বারাহং তেজ আকর্ষুং স্বয়ং ধ্যানপরোহতবৎ ॥ ৩৮

শনৈঃ শনৈর্যদা তেজ আহরত্যোষ মাধবঃ ।

তদা দেহন্ত বারাহং সত্ত্বহীনমজায়ত ॥ ৩৯

তেজোহীনং যদা দেহং জাতং সৰ্বৈশ্চন্দ্রদামরৈঃ ।

আসমান তদা দেবো বজ্রবারাহমভ্যুতম ॥ ৪০

ব্রহ্মাণ্ডাঙ্গিদশাঃ সৰ্ব্বৈ মহাদেবমুদ্যাপতিম্ ।

অনুজগ্মুস্তদা তেজ আধাতুং শরঙ্গশাসনে ॥ ৪১

ততঃ সৰ্বৈর্দেবগণৈঃ স্বং স্বং তেজো বৃষধ্বজে ।

আদবে তেন বলবান্ মোহতীষ নমজায়ত ॥ ৪২

ততঃ শরঙ্গরূপী স তৎকণাং গিরিশোহতবৎ ।

উর্দ্ধাধোভাগতচ্চাঈশাদবৃত্তঃ সূতৈরবঃ^১ ॥ ৪৩

দ্বিলক্ষযোজনোচ্ছ্রায়ঃ সার্দ্ধলক্ষৈকবিস্তৃতঃ ।

উর্দ্ধং বারাহকায়ন্ত লক্ষযোজনবিস্তৃতঃ ॥ ৪৪

প্রজাগণের পালনার্থে আমার জন্ম, সেই প্রজাই যখন আমার নিমিত্ত প্রতিদিন বহাহুঃখ অনুভব করিতেছে, তখন প্রজাহিতের নিমিত্ত আমি শীঘ্রই বরাহদেহ পরিত্যাগ করিব । ৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মা এবং মহাদেব এই প্রকার ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ ! আপনি আপনার আদেশানুরূপ কার্য্য করুন । ৩৭

ভগবান বাসুদেব দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে গমনের আদেশ করিয়া বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণের নিমিত্ত ধ্যানপর হইলেন । ৩৮

মাধব ক্রমশ বরাহ-দেহ হইতে তেজ আকর্ষণ করিলে সেই দেহ সত্ত্বহীন হইল দেখিয়া মহাদেব দেবগণের সহিত তেজোহীন বরাহদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন । ৩৯-৪০

ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের তেজ বিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন । ৪১

নিজ নিজ তেজ মহাদেবের দেহে সঞ্চার করায় তিনি অত্যন্ত বলবান্ হইলেন । ৪২

ভদ্রনস্তব মহাদেব উর্দ্ধ এবং অধোদেশে অষ্টচরণ সমন্বিত ভয়ানক শরঙ্গরূপ ধারণ করিলেন । ৪৩

দুইলক্ষ যোজন উন্নত, দেড়লক্ষ যোজন বিস্তৃত, উর্দ্ধে একলক্ষ যোজন বিস্তৃত । ৪৪

১। সূতৈরবঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

লক্ষার্কবিস্তৃতঃ পার্শ্বে বর্তমানস্তদান্তবৎ ॥ ৪৫
 ততঃ শরভকৃৎ তং মহাদেবদুর্ভাগতিম্ ।
 দর্শনং যজ্ঞপোত্রী স স্পৃশ্যন্তং শিরসা বিধুম্ ॥ ৪৬-
 সুদীর্ঘনাসিনধরং কৃষ্ণাকারসমশ্রুতম্ ।
 দীর্ঘবক্ত্রং মহাকায়বৃষ্টং সৈব সমাশ্রিতম্ ॥ ৪৭
 বিজতং স-নটং পূজুং দীর্ঘকর্ণং ভয়ানকম্ ।
 চতুরঃ পৃষ্ঠজঃ পাদানধরে চতুরস্তথা ।
 কুর্ক্বন্তং ঘোরমারাবদুৎপত্তন্তং পুনঃপুনঃ ॥ ৪৮
 তমারান্তং ভতো দৃষ্ট্য ক্রোধাক্রান্তমগ্ৰসাম্ ।
 সুবৃত্তঃ কনকো ঘোর আসেহুঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ॥ ৪৯-
 ভয়াসাক্ত মহাকায়ঃ শরভঃ ভ্রাতরদ্বয়ঃ ।
 উচ্চিক্ষিপুস্তে যুগপৎ পোত্রঘাতৈর্মহাবলাঃ ॥ ৫০
 দাবৎ প্রমাণঃ শরভস্তং প্রমাণান্তদান্তবন্ ।
 শরভোংকপসময়ে মায়ায়া পোত্রিগতদ্বয়ঃ ॥ ৫১
 তেষাং পোত্রপ্রহারেণ প্রোংক্ষিপ্তঃ শরভস্তদা
 পপাত পৃথিবীপ্রান্তে গভীরে ভোয়মাগরে ॥ ৫২
 তন্নিম্ন নিপতিতে তত্র সাগরে মকরালয়ে ।
 উৎপত্য তে ত্রয়ঃ পেতুঃ ক্রোধান্তন্নিম্নমহোদধৌ ॥ ৫৩
 সুবৃত্তে কনকে ঘোরে পতিতে সাগরাস্তমি ।
 বরাহেহপি সুতস্নেহাৎ ক্রোধাত্ত বিছসস্তমাঃ ।
 উৎপত্য মহাসা তন্নিম্নন্তোন্নরানশৌ পপাত হ ॥ ৫৪

পার্শ্বে অর্ধ লক্ষ যোজন পরিমাণে দীর্ঘ বরাহশরীর বৃদ্ধি পাইল । ৪৫
 তদনন্তর যজ্ঞবরাহ, যন্তক দ্বারা চন্দ্র-স্পর্শী সুদীর্ঘ নাসিকা এবং নখরবিশিষ্ট
 অঙ্গারের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃতমুখে অর্ধ-দন্ত-শোভিত । ৪৬-৪৭
 শরীরানুকূপ-দীর্ঘ পুচ্ছধারী, পৃষ্ঠদেশে পাঁচচতুর্ভুজ দ্বারা বিরাজমান, মুখে
 ভয়ানক লক্ষকারী এবং ইতস্ততঃ শরীরবিস্তারী শরভরূপী মহাদেবকে দর্শন
 করিলেন । ৪৮
 সুবৃত্ত, কনক, ঘোর এই তিন জন মহাবল ভ্রাতা শরভের বেগে আগমন
 দর্শন করিয়া ক্রোধাক্ত হইলেন । ৪৯
 ভাইরা একেবারে শরভশরীরে পোত্রের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিতে আরম্ভ
 করিলেন । ৫০
 বরাহ-পুত্রের মায়াতে শরভের দ্বায় দীর্ঘ হইয়া বিহব প্রহারে শরভকে
 ছুতলে নিক্ষেপ করিল । ৫১
 শরভ, বরাহপুত্রগণের বিহব পোত্র-প্রহারে পৃথিবী হইতে গভীর সমুদ্রজলে
 পতিত হইলেন । ৫২
 মকরাদি হিংস্রজলজন্তুপূর্ণ মহোদধিতে শরভ পতিত হইলে বরাহপুত্রগণ
 ক্রোধবশতঃ লক্ষপ্রদান করিয়া সমুদ্রজলে নিপতিত হইল । ৫৩
 হে বিজগৎ । যজ্ঞবরাহ দৃষ্টাদির সমুদ্রজলে পতন দেখিয়া পুত্রস্নেহে এবং
 শত্রুর প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়া সমুদ্রে লক্ষ প্রদান করিলেন । ৫৪

উৎপত্তস্তদা তে বৈ বাবাহাঃ শরভস্তথা ।
 বস্তুর্দ্ধিবি দেবাংস্ত নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা ॥ ৫৫
 কেচিৎ নিহতা দেবা ভূমৌ পেতুশ্চ কেচন ।
 কেচিচ্চ জ্ঞানিনো দেবা মহর্লোকমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৫৬
 নক্ষত্রাণি বিমানাত্ পতিতানি মহীতলে ।
 অদৃশ্যত বিজজ্জেষ্টা আলামানাকুলানি বৈ ॥ ৫৭
 তেযাহুৎপত্তনে বেগো যোহতুৎ পরমদাক্ষণঃ ।
 তেনাতিবেগো অনিতো বায়ুঃ পরমদাক্ষণঃ ॥ ৫৮
 বায়ুনা তেন নুমান্ত পর্বতাঃ পৃথিবীতলে ।
 কেচিট্শৈলাঃ পর্বতেষু পতিতঃ পুনরৈব তে ॥ ৫৯
 বিযুদ্য বৃক্ষান্ জলুংশ্চ নিপেতুশ্চ পুনঃপুনঃ ।
 কেচিৎ পর্বতাঘাটৈর্নৃত্যমানা মহীতলে ১ ॥ ৬০
 বস্তুর্দ্ধিচলান্তাপি জ্বলন্তো বহনঃ প্রজাঃ ।
 পর্বতাঃ সমদৃশ্যত বাতবেগেন ভূতলে ॥ ৬১
 সজ্জটমানান্তোভ্যোহস্মে জ্বলন্ত ইব তেজ্জলাঃ ১ ৬২
 অজ্ঞানিষৌ পতন্তিৈশ্বরাচার্যৈঃ শরভেন চ ।
 পর্বতৈশ্চ মহাতুর্জৈরুৎকৃষ্টাভ্যোবরাশয়ঃ ১ ৬৩
 তেযাং প্রপাতবেগেন কিণ্ডেযু জলরাশিযু ।
 নিস্তোয়া ইব সজ্জতাঃ কবঃ বৈ সর্বসাপরাঃ ।
 তৈঃ সর্ষেয়সর্ষৈঃ কটৈস্তঃ পৃথিবীতলমাগতৈঃ ১ ৬৪

ভাঁহাদের পতনবেগে স্বর্গবাসী দেবগণ এবং গ্রহ নক্ষত্রগণ ভয় হইল । ৫৫

কোন কোন দেব নিহত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন । কোন কোন জ্ঞানিদেব মহর্লোক আশ্রয় করিলেন । ৫৬

নক্ষত্রগ্রহ ঝালিচক্র হইতে মহীতলে পতিত হইয়া—হে বিজগণ ! পৃথিবীকে দীপ্তিরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ করিল । ৫৭

ভাঁহাদের পতনবেগে যে প্রচণ্ড বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সকল পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর হইয়া পতিত হইতে লাগিল । কোন কোন পর্বত ঐভাবে সমুদ্র-জলে পতিত হইল । ৫৮-৫৯

কোন পর্বত, পর্বতের উপর পতিত হইয়া পার্বত্য জীবজন্তু এবং বৃক্ষ সকলকে নাশ করত পৃথিবীতে স্থির হইল । ৬০

কোন পর্বত বায়ু দ্বারা বিমর্দিত হইয়া পতনবেগে পৃথিবীস্থ জন্তুসকল মর্ষ করিল । অচল সকল পৃথিবীতে পতিত হইয়া পরস্পর সজ্জবৎ চলংপতি-সম্পন্নের দ্বার দৃষ্ট হইয়াছিল । ৬১-৬২

সপুত্র বজ্রবরাহ, শরভ এবং বিশালদৃশ পর্বতগণ সমুদ্রে পতিত হইয়া জল উচ্ছলিত করিয়াছিলেন । ৬৩

ভাঁহাদের পতনবেগে সমিলরাশি উৎকিণ্ড হইলে সাগরসমূহ কিঞ্চিংকাল পরে নির্জলবৎ হইয়াছিল । ৬৪

১। নিপেতুশ্চ প্রপেতুশ্চ পেতুর্ভেদস্তথাপরে ।

- দাসের পতিতাঃ কেচিৎ শিরয়ো বিকলস্তথাঃ ।—এই অধিক পাঠ পুস্তকান্তরে দেখা

উৎপ্লাবিতাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ কণাচ্ছগ্নাঃ কষ্টং ভুভুঃ ।
 প্রবমানাঃ প্রজাতোষে ত্রিযমাণাঃ সমস্ততঃ ॥ ৬১
 হা পিতৃমুখ হা ভাত হা মাতর্হা মৃত্তেতি চ ।
 বিলপন্তি স্ম করুণং ভীতান্ভার্ভা যুযুর্ববঃ ॥ ৬২
 যস্মিন্ দেশে নিপতিতো বারাহৈঃ শরভঃ সহ ।
 তত্রৈবাবধোগতা ভূমিঃ পানবেগেন দারিত্রা ॥ ৬৩
 অপরঃ পৃথিবীপ্রান্ত উখিতঃ পর্বতৈতঃ সহ ।
 সমস্ত জনলোকেষু চলাং তেষাং প্রভঙ্কনৈঃ* ॥ ৬৪
 জনলোকেষু* সংস্কৃতাং পৃথিবীং শরভস্তদা ।
 নিঃশ্রেণীমিব* সমুদ্রায়চলামপি পোত্রিতিঃ ॥ ৬৫
 বর্শা বিশ্বাবিক্টঃ স ভীতঃ ভ্রাতৃপীড়িতঃ । ৭০
 ভুভুভে যুযুঃ সর্বে পোত্রাখাতেন পোত্রিণঃ ।
 বুরপ্রহাটৈর্দংষ্ট্রাভির্গাত্রাক্ষৈশ্চ দারুটৈঃ ॥ ৭১
 শরভোহস্যথ দংষ্ট্রাটৈর্দর্শিতোক্তৈঃ যুটৈস্তথা ।
 লাক্ষ্মণস্ত প্রহাটৈস্ত তুণ্ডবাটৈর্মহাবনৈঃ ॥ ৭২
 চতুর্ভিঃ পোত্রিভিষ্টস্ত স একঃ শরভো মহান্ ।
 একান্তঃ যোধরামাস সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ৭৩
 তেষাং প্রহাটৈর্বৈশ্চৈশ্চ ত্রয়শ্চৈশ্চ গতাগতৈঃ ।
 আক্ৰোটিষ্টৈস্তথাবাইবর্দৈহপাটৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 পাভালে পন্নগাঃ সর্বে বিনেতাঃ কঙ্কটৈঃ সহ ॥ ৭৪

তাঁহাদের উৎক্লিষ্ট জন-প্রবাহে পৃথিবী পূর্ণ হইলে প্রজা সকল নষ্ট হইতে
 লাগিল । শরভদশাঙ্গ প্রজা সকল জলে স্তব্ধ করত পরপার্থী হইয়া ত্রিযমাণ
 হইল । ৬৫

'হা পিতঃ । হা মাতঃ । হা ভ্রাতঃ । হা মৃত' ইত্যাদি সম্বোধনে করুণায়ের
 বোধন করিতে করিতে যুযুমুখে পতিত হইতে লাগিল । ৬৬

যে দিকে শরভ, বরাহগণের সহিত নিপতিত হইতাহিলেন, সেইদিকে
 পৃথিবী তাঁহাদের চরণভরে বিদীর্ণ হইয়া যন্ন হইলেন । ৬৭

অপর দিকে বরাহাদির পরাক্রমে চকলা পৃথিবী পর্বতসহ উখিত হইয়া
 জনলোকে উঠিল । ৬৮

শরভ, সেইকালে ভয় এবং প্রমত্ত হইয়া বরাহবিক্রম হেতু চকলা, জন-
 লোকগায়িনী পৃথিবীকে সোপানলংঘির দ্বারা বর্শন করিয়া বিশ্বাবিক্ত
 হইলেন । ৬৯-৭০

ভদনন্তর বরাহপণপোত্র (মুখাগ্র) প্রহার, যুরাঘাত, দন্তপ্রহার এবং ভয়ানক
 গাত্রনিষ্ক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । ৭১

শরভও দন্তাগ্রপ্রহার, ভীক্ নখাঘাত, পুচ্ছাঘাত এবং ভয়ানক মুখাঘাত
 দ্বারা যজ্ঞববাহ এবং তৎপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ৭২

একক শরভ বরাহচতুষ্টয়ের সহিত সমানভাবে সহস্র বৎসর পর্যন্ত তুমুল
 সংগ্রাম করিলেন । ৭৩

১। পরাক্রমৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। জনলোকেষু ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। নিঃশ্রেণীমিব—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভক্তন্তে সাগরং তাক্ষুণ্যং পৃথিবীমধ্যমাগতাঃ ।
 পরস্পরং যুদ্ধমানা ভতোহভুৎ পৃথিবী সমা ॥ ৭৫
 শেবোহপি মহতা বভ্রাবলেনাষ্টভ্যকচ্ছপম্ ।
 নদার পৃথিবীং দ্বঃখৈর্ভগ্ননীর্ষঃ প্রতাপিতঃ ॥ ৭৬
 অনন্তে বামনীভূতে সমতং পৃথবীভলে ।
 গতেহস্তোভিশ্চলন্তিচ পর্বতঃ সর্বজন্তুযু ॥ ৭৭
 নষ্টেযু যুদ্ধাধানেযু ত্রিপোত্রিশবভেযু চ ।
 সাগরৈরাপ্লুতে সর্বজগত্যাশোযয়ে হরিম্ ॥ ৭৮
 চিত্তাবিক্টঃ সুরজ্যেষ্ঠ উবাচাথ পিতামহঃ ।
 ভগবন্ ভুবনং সর্বং সমুদ্রাসুরমানুষম্ ॥ ৭৯
 বিধ্বস্তং পৃথিবী শীর্ণা নষ্টাঃ স্বাবরজ্জগমাঃ ।
 দেবদানবগন্ধর্বা দৈত্যাস্চাপি সরীসৃগাঃ ।
 বিধ্বস্তা জগতাং নাথ কুনকচ তপোধনাঃ ॥ ৮০
 ত্বং পালকোহসি সর্বেষাং ত্বমেব জগতঃ প্রভুঃ ।
 তস্মাৎ পালয় নঃ সর্বান্ পৃথিবীঞ্চ জগৎপতে ॥ ৮১
 ত্বমেব কাশ্যং বাক্যাহং স্বরূপেবোপসংহর ।
 সংস্থাপয় মহাবাহো পৃথিবীঞ্চ চরাচরৈঃ ॥ ৮২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ভক্ত বচঃ কক্ষা ব্রহ্মণোহথ জমর্দিনঃ ।
 যত্নং চাক্রে তদা সর্বং সংস্থাপয়িতুমহ্যত্নঃ ॥ ৮৩

ঐহাদেয় বেদের সহিত গ্রহাণ, জমণ, গমন, আগমন, আশ্বেটিন এবং
 বিকট শব্দে কক্ষপুত্রগণের সহিত পন্নগসমূহ পাতালমধ্যে প্রবেশ করিল । ৭৪

তখনত্তর ঐহারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উপর উত্থান করিয়া পরস্পর যুদ্ধ
 করত ভূমিসাৎ হইলেন । ৭৫

অনন্ত কচ্ছপের সহিত অতিকষ্টে বহু পরিশ্রমে পৃথিবী ধারণে যত্ন করিয়া-
 ছিলেন এবং ঐহারা অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশ করার ভগ্নমস্তক হইয়া বহু
 সন্তাপ অনুভব করিষ্ঠাছিলেন । ৭৬

অনন্ত, স্ববশে পৃথিবীকে অগেকাকৃত সমভূমিতে পরিণত করিলে, জন-
 প্রবাহে জলজন্তুর সহিত পরস্পর যুদ্ধমান বরাহগণ এবং শরভ নিবিষ্ট হইলে
 উহেল সমুদ্রজলে জগৎ জলমগ্ন হইল । ৭৭-৭৮

তখন সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা হরিকে চিত্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—
 ভগবন্ ! ত্রিভুবনবাসী সুরাসুর মানব সকলে নষ্ট হইয়াছে । ৭৯

স্বাবর জজ্জমাযক জগৎও বিধ্বস্ত হইয়াছে । হে জগন্নাথ ! দেব, দানব,
 গন্ধর্বা, দৈত্য এবং সরীসৃগ (সর্পাদি) এবং তপস্বী মুনিগণ সকলে অকালে নষ্ট
 হইয়াছে । ৮০

হে জগৎপতে ! আপনি সকলের পালক এবং প্রভু । অতএব আমাদিগকে
 এবং পৃথিবীকে রক্ষা করুন । ৮১

বরাহদেবকে উপসংহার করিয়া চরাচরের সহিত পৃথিবীকে সংস্থাপন
 করুন । ৮২

ততো হরৌ রোহিতমংস্করূপী
 ভূত্বা যুনীন্ সপ্ত তদা সবেদান্ ।
 অবাঙ্কুতে বক্ষণভংগো জগ-
 ক্তিতার সৰ্বজ্ঞাতিকোবিদাধরান্ ॥ ৮৪
 বসিষ্ঠমজিৎ ত্বথ কান্ধপক
 বিশ্বামিত্ৰিঃক সগৌতমঃ যুনিম্ ।
 মহাতপস্বঃ জমদগ্নিমুখ্যঃ^১
 তথা ভরদ্বাজযুনিং তপোনিধিম্ ॥ ৮৫
 নিধায় পৃষ্ঠে স হি ভোজমঘো
 স্থিতো মহানৌপ্রবরে যুনীজান্ ।
 ততঃ শিবং সাত্বরিভূং জনাৰ্দ্দনো
 জগাম যস্মিন্ যুগ্মধে স পোত্রিভিঃ ॥ ৮৬
 শ্রান্তং বরাহৈহরতিশৌভ্রযট্টনৈ-
 র্নিপৌড়িতং ব্যাত্তমুখং স্বসন্তম্ ।
 জগদ্রাজঃ সীমা হসিং বরাহঃ
 সন্মার পূৰ্ব্বাং নরসিংহমূৰ্ত্তিম্ ॥ ৮৭
 স্মৃতস্তদা তেন সমাজগাম
 সখা বরাহস্ত হিতে নৃসিংহঃ ।
 তমাগতং বীক্ষ্য তদা নৃসিংহং
 তদীযকাগান্ নিজভেজ আদায় ॥ ৮৮
 দৃষ্টং বরাহৈঃ শরভেণ ভেজো
 যং সূর্য্যভূষাং প্রবিবেশ বিষ্ণো ।
 বিজায় ভেজোরহিতং নৃসিংহং
 সমৰ্জ্জ নিশ্বাসচয়ং বরাহঃ ॥ ৮৯

ভগবান্, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবন সংস্থাপনার্থে যত্নবান হইলেন । ৮৩

ভদ্রনন্দর বেষপ্রতিপাদ্য এবং বেদস্থাপক হরি, রোহিত মংস্করূপী হইয়া লোকহিতের নিমিত্ত সপ্তবিমণ্ডল এবং বেনসকল ধারণ করিলেন । ৮৪

বসিষ্ঠ, অজি, কান্ধপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি তপোধন ভরদ্বাজকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া উত্তম নৌকার আরোহণ করত জলমধ্যে উপস্থিত হইলেন । ৮৫

ভদ্রনন্দর, ভগবান্ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত বরাহদেবের যে স্থানে ভরজর বৃত্ত হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন । ৮৬

ভগবান্, বরাহগণের শোভাঘাতে অতিশয় পৌড়িত এবং জমদুজ মহাদেবকে বিতুষ্ট বধনে দীৰ্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সমীপাশ্রিত সেবিয়া দেব-গণের সম্মুখে নৃসিংহ মূর্ত্তিকে স্রবণ করিলেন । ৮৭

ভগবান্ স্রবণমাত্রেই যজ্ঞবরাহের হিতের নিমিত্ত লোকশ্রুতী নরসিংহদেবের আগমনদর্শন করিয়া তদীয় শরীর হইতে নিজভেজ আকর্ষণ করিলেন । ৮৮

বরাহগণ এবং শরভ, নৃসিংহশরীর হইতে সূর্য্যমদূশ ভেজ বিকূতে প্রকিষ্ট

ততস্তু জাতা বহবো বরাহা
 বহুপ্রমাণাসুততঃ কনকৈঃ ।
 তে বৈ বরাহাঃ শরভঃ গিরিশঃ
 মায়াবিনো বীতভয়ান্তনতঃ ॥ ১০
 সসং সৃষ্টিংহেন তদাপি যুদ্ধং
 চতুর্মুখম্ভুজং ভুজং গিরীশম্ ।
 কনকং মহাপতিসমানরূপাঃ
 কনকং গাভস্তরগা নরাশ্চ ॥ ১১
 কনকং সৃষ্টিংহাশ্চ বরাহরূপা
 গোমায়বো বৈকুণ্ঠিকাঃ কনকং তে ।
 অনেকরূপাণি ভয়ঙ্করানি
 দিত্তম্যানানি বশে বরাটৈহঃ ॥ ১২
 নিরীক্ষ্য ভগ্নং নিপীড়িতং তৈ-
 বথাসদম্মাধবস্তং গিরীশম্ ।
 স্পর্শং বিষ্ণুগিরিশং কংরুণ
 তেজো ব্রহ্মাত্মজং নিজং পুনঃ সঃ ॥ ১৩
 অথ সম্প্রদ্যোক্তঃ স বিষ্ণুনা প্রভুবিষ্ণুনা ।
 অতীত যুগিতো হুতো বলবান্ সমজায়ত ॥ ১৪
 অখোটৈঃ শরভো নাপং ননাদ বলবদ্রুতম্ ।
 আপুরিতানি যেনৈতদ্ভুবনানি চতুর্দিশ ॥ ১৫
 মদন্তস্তু বদনাচ্ছৌকরা যো বিনিঃসৃতাঃ ।
 ততো গণাঃ সমন্তবন্ মহাকায়্য মহোজসঃ ॥ ১৬
 যথা বরাহনিষ্ঠাসান্নানারূপধরা গণাঃ ।
 বরাহান্তাঙ্গুণা এতে ততোহপ্যতিবলাঃ পুনঃ ॥ ১৭

হইল দর্শন করিলেন । বরাহ, সৃষ্টিংহদেবকে নিরন্তর দর্শন করিয়া বন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন । ৮৯

তদনন্তর, বরাহনিষ্ঠাসে ভয়ঙ্কর ভীকৃদন্তবিশিষ্ট বৃহৎপরিমাণ অনেক বরাহ উৎপন্ন হইল । তাহারা নির্ভয় চিত্তে অনেক প্রকার মায়া অবলম্বন করিয়া শরভরূপী মহাদেবকে আঘাত করিতে লাগিল এবং সৃষ্টিংহের সাহায্যে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করত মহাদেবকে বিমথিত করিল । ৯০

মায়াবিনো বরাহগণ কখন ভয়ঙ্কর পক্ষী, কখন গো, অশ্ব এবং মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া কখন সৃষ্টিংহ বরাহ এবং শৃগাল প্রভৃতি নানা প্রকার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকটন করিয়া মহাদেবকে অতিশয় ব্যথাযুক্ত করিলে ভগবান্ মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শরভরূপী মহাদেবকে নিজ কর দ্বারা স্পর্শ করত নিজ শরীরস্থিত তেজ তাঁহার দেহে সঞ্চার করিলেন । ১১-১৩

অনন্তর মহাদেব, সর্বলোকনিহতা বিষ্ণুর স্পর্শে বাথাহীন এবং আনন্দিত হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক বল ধারণ করিলেন । ১৪

তদনন্তর পরাজয়শালী শরভের ভয়ঙ্কর-শব্দে চতুর্দশ ভুবন পূর্ণ হইল । ১৫
 মহাদেবেরও প্রচণ্ড শব্দকালে যুদ্ধ হইতে হে যুদ্ধকারনিকর বহির্গত হইয়া-
 ছিল, সেই যুদ্ধকার হইতে মহাবল ভেজরী প্রমথগণ উৎপন্ন হইল । ১৬

শবরাহোষ্টরূপাশ্চ প্লবগোমাসুগোমুখাঃ ।
 বক্ষমার্জারমাতঙ্গপিত্তমারব্রহ্মপিণঃ ॥ ১৮
 সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ সর্পাঙ্কমূর্তয়ঃ ।
 হয়গ্রীবা হয়মুখা মহিষাকূতয়ঃ পরে ॥ ১৯
 অশ্বে ভু মনুজাকারা যুগমেঘমুখাঃ পুনঃ ।
 কবজা হীনপাদাশ্চ বিহস্তা বহুপাদয়ঃ ॥ ২০০
 কেচিচ্চ শরভাকারাঃ কৃকলাসমুখাঃ পরে ।
 মৎস্যবস্ত্রা গ্রাববস্ত্রা হুয়া দীর্ঘাবলাঃ কৃশাঃ ।
 চতুঃপাদাষ্টপাদাশ্চ ত্রিপাদা দ্বিপদাঃ পরে ॥ ২০১
 একপাদা ভুরিহস্তা বক্ষকিম্বুকুশোপদাঃ ।
 পদ্মাকারাঃ পক্ষযুক্তা লম্বোদরমহোদরাঃ ।
 দীর্ঘোদরাঃ স্থলকেশা বহুকর্ণা বিকর্ণকাঃ ॥ ২০২
 সূলাধরা দীর্ঘদন্তা দীর্ঘশাশ্বতধরা পরে ।
 যে সন্তি প্রাপিনো বিপ্রা ভুবনেষু সমস্ততঃ ॥
 চতুর্দশসু তে ভেষাং রূপেণ সমতাং গতাঃ ॥ ২০৩
 নেহাস্তি ভুবনে অস্তঃ স্বাবরো বা অগং পুনঃ ।
 যন্তু ল্যাক্ষণ্যেণ গণো ন জাতঃ শঙ্করশ্চ চ ॥ ২০৪
 তে ভিন্দিগাটৈঃ খড়্গৈশ্চ পরিঘেষ্তোমটৈস্তথা ।
 শঙ্খলাসিগদাভিষ্চ পাটৈঃ শঙ্খভিরেব চ ॥ ২০৫
 খট্টাঙ্গৈশ্চ ত্রিশূলৈশ্চ কপাটৈঃ শক্তিভিঃস্তথা ।
 দাতৈঃ সৃণিভির্দীর্ঘাঃ প্রৈর্ঘ্যিভিঃশিখরকটকৈঃ ॥ ২০৬
 প্রাটৈঃ পরশভির্মাতৈঃ কোদণ্ডৈঃ প্রতিভীষণাঃ* ॥
 জটাজলকলাযুক্তাঃ সর্কস্বর মহাবলাঃ ॥ ২০৭
 কেচিস্তুর্গম্য রূপেণ বাহনেনাথ ভূষটৈঃ ।
 তুলা জটাক্ষিণ্ডাংগুগুণদীর্ঘা মহাবলাঃ ॥ ২০৮

বরাহের নিম্নাঙ্গে নানাক্রমী যে প্রকার মায়াবিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল :
 তাহা অপেক্ষা বলবান্ কুতর, বরাহ, উষ্ট্র, প্লবগ, গোমাসু, গো, ভল্লুক,
 মার্জার, মাতঙ্গ, পিত্তমার, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ইন্দুর, হয়গ্রীব, হয়মুখ, মহিষ,
 মনুষ্য, যুগ, মেঘ, কবজ (যন্তুকহীন), পাদহীন, বিহস্ত, বহুহস্ত, শরভ,
 কৃকলাস, মৎস্যবস্ত্র, গ্রাববস্ত্র, হুয়া, দীর্ঘ, কৃশ, চতুষ্পাদ, অষ্টপাদ, ত্রিপাদ,
 দ্বিপাদ, একপাদ, ভুরিহস্ত, বক্ষ-কিম্বর-অশ্বাকৃতি, পক্ষযুক্ত, লম্বোদর, মহোদর,
 দীর্ঘোদর, স্থলকেশ, বহুকর্ণ, বিকর্ণ, সূলাধর, দীর্ঘদন্ত, দীর্ঘশাশ্ব প্রভৃতি ত্রিভুবনে
 যতপ্রকার অস্ত আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সমনাবয়ব চতুর্দশটী করিয়া পুত্রের
 সহিত গণসকল শিবের মুখনিগত কেন হইতে উৎপন্ন হইল । ১৭-২০৩

স্বাবর অঙ্গমাঙ্গক ভুবনে সে প্রকার কোন অস্ত ছিল না । স্বাহাদিগের
 সমানরূপিগণ—নিব হইতে উৎপন্ন হয় নাই । ২০৪

শিবগণ সকলে ভিন্দিগাল, খড়্গা, পরিঘ, তোমর, অকুল, অসি, শাল,
 শঙ্খ, খট্টাঙ্গ, ত্রিশূল, কপাল, শক্তি, দাত, সূলা, বীণাগ্র, যষ্টি, ভিত্তি, কক্ক,

অর্ধনারীশ্বরঃ কেচিৎ স্বধারুদ্রস্তথৈব তে ।
 কেচিৎ চাক্ষুশেন মোহনেন মনোভুবঃ ।
 তুল্যেন বনিতাসকৈবঃ সমং জাতা রতোঃসুকাঃ ॥ ১০৯
 আকাশচারিণঃ সর্বৈ সর্বৈ স্বচ্ছন্দগামিনঃ ।
 নীলোৎপলমলম্বাঃ শুভ্রাঃ কেচন লোহিতাঃ ॥ ১১০
 ব্রজাঃ শীতাত্মা চিত্রা হরিতাঃ কপিতাঃ পরে ।
 অর্ধশীতা অর্ধব্রজা নীলার্দ্ধা ধবলাঃ পরে ॥ ১১১
 সক্রকশীতাঃ শুক্লেন কৃষ্ণেনার্দ্ধেন বহ্নিতাঃ ।
 একবর্ণা দ্বিবর্ণাশ্চ ত্রিবর্ণাশ্চ তথাপরে ॥ ১১২
 চতুঃষট্পঞ্চবর্ণাশ্চ কেচিদংশগা বিজাঃ ॥ ১১৩
 ভিত্তিমান্ গটহান্ শঙ্খান্ ভেদ্যানকমকাহলান্ ।
 মণ্ডুকান্ বর্করাংশ্চৈব বর্করীশ্চ সমর্দলাঃ ॥ ১১৪
 বীণাস্তদ্রী পঞ্চতদ্রীঃ শকটান্ বর্দরাংস্তথা ।
 গোমুখানানকান্ কুণ্ডান্ সভালকরতালিকান্ ॥ ১১৫
 বাদয়ন্তো গণাঃ সর্বৈ হসন্ত্যশ্চ মূহমূহঃ ।
 বরাহাভিযুখা ভূত্বা ভূত্বন্তে হৃষ্টমানসাঃ ॥ ১১৬
 ভান্ সর্বানাহ শব্দভো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।
 নিয়ন্তেভতান্ বরাহস্য গণান্ বৈ কুবকর্ষভিঃ ॥ ১১৭
 কুবকৃষ্ণা কুবকৃষ্ণৈঃ কুরা ভূত্বা মহাবলাঃ ।
 ভূত্বন্তে বৈ গণাঃ সর্বৈ নানাকার-বরাযুধাঃ ।
 সর্জিৎ বরাহশ্চ গণৈশ্চুধুঃ কুবদর্শনাঃ ॥ ১১৮

পাখ, শব্দভিগ, কোদণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছিল ;
 এবং বলবানগণ জটা, চক্র এবং কপাল প্রভৃতি শৈব লক্ষণে উপলব্ধিত
 হইয়াছিল । ১০৫-১০৮

কোন কোন গণ মহাদেবের রূপ ধারণ এবং বাহনে আরোহণ করিয়া
 তাঁহার শাস্ত্র অটাকীর্ণ যন্ত্রে অর্ধচন্দ্র ধারণ করত কিরণমণ্ডলে দিনুগল
 উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন । কেহ বা মহাদেবের শাস্ত্র অর্দ্ধাঙ্গে পর্বত-নন্দিনীকে
 ধারণ করিয়া রমণোৎসুক হইয়াছিলেন । ১০৯

হে বিজগৎ ! সকলেই যেচ্ছাক্রমে আকাশাদি বিচরণ করিতে পারেন, কেহ
 নীলোৎপলের শাস্ত্র স্তম্ভবর্ণ, কেহ বা শুভ্রবর্ণ, কেহ লোহিতবর্ণ এবং ব্রজ, শীত,
 চিত্র, হরিত, কপিল, অর্ধশীত, অর্ধনীল, ধবল, শীন, অর্ধকৃষ্ণ, অর্ধশুক্ল,
 একবর্ণ, দ্বিবর্ণ, ত্রিবর্ণ, বহুবর্ণ, চতুর্ধবর্ণ, পঞ্চমবর্ণ, ষষ্ঠবর্ণ এবং দশবর্ণ বিশিষ্ট
 প্রমথ ভিত্তিম, গটহ, শঙ্খ, ভেদী, বংশ, বর্কর, বর্করি, মর্দল, বীণা, তদ্রী,
 পঞ্চতদ্রী, নর্দট, বর্দর, গোমুখ, নরক, কুণ্ড এবং করতাল প্রভৃতির বাদ্য এবং
 উচ্চহাস্যদ্বারা ত্রিভুবন আনন্দান্বিত করিয়া আনন্দিতচিত্তে বরাহের সম্মুখে
 উপস্থিত হইলেন । ১১০-১১৬

শব্দভঙ্গী মহাদেব নিজগণকে আজ্ঞা দিলেন ; হে মহাবলগণ ! তোমরা
 কুব নির্ভর হইয়া কুবকর্ষ বরাহগণকে নির্ভর আঘাত কর । ১১৭

আকাশচারিণঃ সৰ্বক্ৰমপূৰ্ণং জগজ্জয়ম্ ।
 তে পরিত্যজ্য যুযুৰ্বিষ্মভ্যেবোক্তবে ননাঃ ॥ ১১৯
 ততঃ কণাথরাহস্ত গগান্ সৰ্বান্ মহাবলান্ ।
 হরন্ত প্রমথ্য কর্ণমহাবাতা ইবান্দুদান্ ॥ ১২০
 হন্তেহু তেহু বীরেহু বীরাহেহু গণেশ্বৰ ।
 যথো বরাহঃ কিমিতি শ্রাক্ পশ্চাদ্ভূতমাস্থিতম্ ॥ ১২১
 অথ চিত্তবৃত্তন্ত ক্ত রাওং গতা জনাৰ্দ্ধিনঃ ।
 তং সৰ্বক্ৰম জ্ঞাপয়ামাস বরাহবপুষো হিতম্ ॥ ১২২
 ততো নেহপরিভ্যাগং কর্তুং সমমতস্তদা ।
 ততো দংষ্ট্রাগ্রাঘাতেন নরসিংহং মহাবলঃ ।
 শরভো ভগবান্ ভৰ্গো বিধা মথো চকার হ ॥ ১২৩
 নরসিংহে বিধাকৃতে নরভাগেন তস্ম চ ।
 নর এব সমুৎপন্নো দিবাক্রুপী মহাবিঃ ॥ ১২৪
 তস্ম পক্ষাঘ্রভাগেন নারায়ণ ইতি ক্রতঃ । ১২৫
 অতঃ সূৰ্যমহাতেজা মুনিরুপী জনাৰ্দ্ধিনঃ ॥ ১২৬
 নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতু মহামতী ।
 যরোঃ প্রভাবো চর্যবঃ শাস্ত্রে বেদে উপাস্তে চ ॥ ১২৭
 তৌ নাবি বিনিবায়্যথ মৎস্যমূৰ্ত্যবিশ্রাভমি ।
 আসমাদ পুনর্দেবো বরাহঃ শরভং হরিঃ ॥ ১২৮

ভদ্রনন্দর নানাপ্রকার অস্ত্রধারী প্রমথগণ মহাদেবের আদেশে বরাহগণের সহিত ক্রুর মূর্তিতে খোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । ১১৮

আকাশচারী শরভ এবং বরাহের গণ জনপূৰ্ণ ভূমণ্ডল ত্যাগ করিয়া আকাশয্যেই সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১১৯

ভদ্রনন্দর প্রলম্বপবন যে প্রকার পয়োথির দ্রবস্থা করে, সেই প্রকার মহাবল প্রমথগণ বরাহের গণকে নষ্ট করিল । ১২০

বরাহ, প্রকীরণগণের সহিত বরাহসমূহের নাশ দেখিয়া পূৰ্ব্ব পশ্চাৎদৃষ্টান্ত চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন । ১২১

ভগবান্, বরাহকে চিন্তাশ্রিত দর্শন করিয়া সকল হৃতাশ তাঁহার মনোগোচর করিলেন এবং বরাহও দেহভ্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন । সেই-কালে মহাবল শরভরূপী ভৰ্গ মহাদেব, দস্তাঘাতে নরসিংহকে দুইখণ্ড করিলেন । ১২২-১২৩

নরসিংহ, শরভদস্তাঘাতে দুইখণ্ড হইলে তাঁহার নররূপ অর্ধ দেহ হইতে মহাতপা দিবাকৃতি মুনিরূপী নর এবং সিংহাকৃতি অর্ধদেহ হইতে মহাতপস্বী নারায়ণ নামক জনাৰ্দ্ধিন উৎপন্ন হইলেন । ১২৪-১২৬

মহাত্মা নর এবং নারায়ণ সৃষ্টির প্রধান কারণরূপ ; বরাহদের অলৌকিক প্রভাব শাস্ত্র, বেদ, উপস্তাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রসিদ্ধ । ১২৭

হরি, নর নারায়ণকে সপ্তর্ষিমণ্ডলর সহিত মৎস্যদেবরচিত্ত নৌকার সংস্থাপিত করিয়া শরভ এবং বরাহের সমীপে উপস্থিত হইলেন । ১২৮

যশুস্তাংগো যশাবশং কৰ্তব্যো জগতাং হিতৈ ।
 ইতি পূৰ্বং প্রতিজ্ঞাতং তদর্থোহয়ং সমুদ্যমঃ ।
 ক্রিয়তে হরিণা সার্ভং শত্বনা বক্ষণাশি চ ॥ ১২৯
 ইতি সন্ধিত্য স তদা শূকরঃ পরমেশ্বরঃ ।
 অগাধ শরভং দেবং মহাদেবং মহাবলম্ ॥ ১৩০
 অহি মাং ভুং মহাদেব ত্যাক্য কাশ্মসংশয়ম্ ।
 হিতায় সৰ্ব্বজগতাং দেবানামশি সন্ধিয়াম্^১ ॥ ১৩১
 যম দেহপ্রতীকৌচৈৰ্ঘজং যুগং প্রবক্ষ্য চ^২ ।
 পৃথক্ পৃথক্ মহাতাপ্য সনামিত্রং ক্রবাদিকম্^৩ ॥ ১৩২
 ততস্তে তান্ ত্রিভিঃ পুত্রৈবিসমং জগতাং হিতৈ ।
 কনকেন নুতুপ্তেন যোয়েণ চ অগম্যরীম্ ।
 যজ্ঞাদেবাঃ প্রজাশ্চৈব যজ্ঞাদন্নান্ নিয়োগিনঃ ॥ ১৩৩
 সৰ্বং যজ্ঞাং সনা ভাবি সৰ্বং যজ্ঞময়ং জগৎ ॥ ১৩৪
 যস্মিন পৃথিবীগৰ্ভমাধস্ত যলিনী পুনঃ ।
 তমুৎপন্নং যয়ং দেবী চিরং সন্তোশযিত্তি ॥ ১৩৫
 প্রাপ্তে কালে যদা দেবী তদাঙ্গুমান্ সূতাযতে ।
 বধস্ততাতিভারার্ভা তদৈবৈমং হনিচ্যধ ॥ ১৩৬
 ভারার্ভা পৃথিবী যদ্যা^৪ বদাধঃ শতযোজনম্ ।
 শক্তি-বরাহরূপেণ প্রোদ্ধরিষ্যে তদা ত্বিমাম্ ॥ ১৩৭

পরমেশ্বর বরাহদেব “আমি লোকহিতের নিমিত্ত অকলিই শরীরত্যাগ করিব।” এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াই হরি বক্ষা এবং শত্ব সহিত এই উদ্যমে প্রবৃত্ত হইরাহিলাম । ১২৯

এই প্রকার চিন্তা করিয়া পরমেশ্বর বরাহদেব শরভকে বলিলেন—হে মহাদেব । আমি দেব ঋত্বিক প্রভৃতি সৰ্বলোকের হিতের নিমিত্ত দেহত্যাগ করিব । আমাকে দেহ ত্যাগ করিতে বিমৰ্জ্জন কর । ১৩০-১৩১

হে মহাশয় । আমার অঙ্গসমষ্টিতে যজ্ঞযুগ নির্মাণ করত পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ-
 যারা সন্ধিৎ ক্রবাদি যজ্ঞীয় জব্য সকল নির্মাণ করিবে । আমার দেহোৎপন্ন
 যজ্ঞীয়-জব্যসমূহ বিধিপূৰ্বক পৃথিবীতে স্থাপন করিবে । ১৩২-১৩৩

এইরূপে যজ্ঞ বিহিত হইলে, সেই যজ্ঞ হইতে দেব এবং অকাল্য প্রকার প্রজা
 এবং অন্নাদির সহিত যোগিগণ উৎপন্ন হইবেন । এতদ্বিষয় অন্যান্য সকল জ্বাই
 অগ্নিবে । বেহেতু এই জগৎই যজ্ঞরূপ । ১৩৪

বক্ষয়ল। পৃথিবী যে গৰ্ভধারণ করিয়াছেন, হে ভগ্ন । এই গৰ্ভপ্রসূত বালককে
 চিরকাল রক্ষা করিবে । ১৩৫

পৃথিবী যে কালে ভারাক্রান্ত হইয়া তোমার নিকট পুঙ্খবধের প্রার্থনা
 করিবে, সেই কালে পৃথিবীপুত্রকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবে । ১৩৬

যে কালে পৃথিবী ভারে পীড়িতা হইয়া একশত যোজন পাতাল মধ্যো যন্ত

১। ঋত্বিকাম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। এতিকোষে যজং যুগং প্রবক্ষ্যত—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। ক্রবাদিকম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৪। ভারতীঃ পৃথিবীঃ মহাঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

কৃতকৃতান্ত তং কাশং ত্যাজয়িষ্যতি তে দূতঃ ।
 যো ভাবী দেবদেনানী কল্যাণং বাগ্নাতুরাহবঃ ॥ ১৩৮
 এবং যজ্ঞবরাহে তু ভাষমাণে মহাবলে ।
 নিঃসৃত্য সুমহন্তেজো জ্বালামালাভিনীপিতম্ ॥ ১৩৯
 সূর্য্যকোটিপ্রভীকাশং বরাহবপুষস্তথা ।
 হরেক্ষগবতো দেহে বিবেশ মহদভূতম্ ॥ ১৪০
 তস্মিন্ বিকো প্রবিষ্টে তু বরাহে তেজসি বিজ্ঞাঃ ।
 সুবৃত্তাং কনকাদ্ যোরাভেজ আদাং স্বহং হরিঃ ॥ ১৪১
 তেষামপি শরীরেভ্যন্তেজোভাগঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 বিনিঃসৃত্য বিনিঃসৃত্য জ্বালামালাভিনীপিতঃ ॥ ১৪২
 প্রবিবেশ হরেঃ কাশে বথা তেষাং পিতৃস্তথা ।
 ততো হরিশ্চ ব্রহ্মা চ মহাদেবশ্চ তথচঃ ॥ ১৪৩
 বরাহস্য প্রতিকৃত্য ওমিতুস্তথা পুনঃপুনঃ ।
 তেষাং কাশপরিভ্যাগে অকারুর্ধ্বভূতমম্ ॥ ১৪৪
 ৩৩স্তম্ভপ্রহারেণ শরভঃ কঠদেশতঃ ।
 ভিত্ত্বা বপূর্ববরাহস্য পাতয়ামাস তজ্জলে ॥ ১৪৫
 তং পাতয়িত্বা প্রথমং সুবৃত্তং কনকং তথা ।
 যোরক কঠদেশেষু ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা জঘান হ ॥ ১৪৬

হইবেন, আমি সেই কালে পৃথুবিবাজিত বরাহ-রূপ ধারণ করত ইহাকে উদ্ধার করিব । ১৩৭

তোমার বীর্য্যে উৎপন্ন বাগ্নাতুর নামে যে পুত্র দেবগণের সেনাপতি হইয়া অসুর-সংহার করিবেন, তিনিই কার্য্য শেষ হইলে, আমাকে বরাহ-মূর্ত্তি ত্যাজ্য করাইবেন । ১৩৮

হে দ্বিজবরগণ! মহাবল যজ্ঞ বরাহ এই প্রকার বলিলে, তাঁহার দেহ হইতে কোটি সূর্য্যের তায় দীপ্তিশালী এবং জ্বাপুষ্প সমান লোহিত-বর্ণ তেজ নির্গত হইয়া ভগবান্ হরির অঙ্গে প্রবিষ্ট হইল । ১৩৯-১৪০

হে দ্বিজগণ! বরাহ-দেহ হইতে নিঃসৃত তেজ হরির অঙ্গে প্রবিষ্ট হইলে, ভগবান বরাহঃ—নিজপুত্র সুবৃত্ত, কনক এবং যোরের দেহ হইতে নিজ তেজ গ্রহণ করিলেন । ১৪১

যজ্ঞবরাহের শাস্ত্র সুবৃত্তাদি তদীয় পুত্রগণের দেহ হইতে অগ্নিশিখার তাক দেদীপ্যমান তেজ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নির্গত হইয়া হরির দেহে প্রবেশ করিল ।

১৪২-১৪৩

ভদনন্তর হরি এবং ভর্গ মহাদেব, বরাহের বাক্য শ্রবণ করত অঙ্গীকার করিলেন এবং পুত্রের সহিত বরাহের প্রাণ ত্যাগের নিমিত্ত মহান্ যত্ন করিতে লাগিলেন । ১৪৪

ভদনন্তর শরভ, বিষম মুখ-প্রহারদ্বারা বরাহের কঠদেশ হইতে শরীর ছেদন করত সেই জলে নিক্ষেপ করিলেন । ১৪৫

শরভ,—এই প্রকারে প্রথমে বরাহ-দেহকে জলসাগ করিয়া সুবৃত্তাদি বরাহপুত্রত্রয়ের কঠদেশ ছেদন করত পূর্ববৎ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন । ১৪৬

ভাস্করাশাস্ত্রে ভে সর্বে পেতুন্তোয়ে মহার্নবে ।
 কলে শব্দং বিভবানং কালানলসমত্বিহঃ ॥ ১৪৭
 পতিতেষু বরাহেষু ব্রহ্মা বিষ্ণুর্ইরুতথা ।
 সৃষ্টার্থং চিন্তয়ামাসুঃ পুনরেব সমাগতাঃ ॥ ১৪৮
 হরশ্চ তু নশাঃ সর্বে তদা ভগ্নং সমাগতাঃ ।
 উপত্যকুর্মহাভাসাশ্চতুর্ভাগেন ভাজিতাঃ ।
 মহেত্রিশতং সহস্রাণি প্রমথ্য ত্রিংশসত্তমাঃ ॥ ১৪৯
 তত্রৈকত্র সহস্রাণি ভাগে বোদ্ধশ সংহিতাঃ ।
 নানারূপবরা যে বৈ জটাজিহ্মমতিভাঃ ॥ ১৫০
 ভে সর্বে সকলৈশ্বর্যাদুক্তা ধ্যানপরায়ণাঃ ।
 যোগিনো মদমাংসর্যাদস্তাহঙ্কারবজ্জিতাঃ ॥ ১৫১
 কৌশপাশা মহাভাগাঃ শস্তাঃ প্রীতিকরাঃ পরাঃ ।
 ন ভে পরিগ্রহং রাগং কাঙ্ক্ষতি ন কদাচন ।
 সংসারবিমুখাঃ সর্বে যতনো যোগতৎপরাস্তে ॥ ১৫২
 ধ্যানাবস্থং মহাদেবং পরিবার্য ধৃতব্রতাঃ ।
 কৃত্বা পরিষদং কৃত্বা তিষ্ঠন্তি বিপতক্রমাঃ ॥ ১৫৩
 যদেব পরমং জ্যোতিশ্চিত্তমত্যন্তিকাপতিঃ ।
 তদেব ভে পাদ্বিষদাঃ সর্বে সংবেষ্টুংস্তি তম্ ॥ ১৫৪
 ভে বোদ্ধশ সমাখ্যাতাঃ কোটয়ো যে যতব্রতাঃ ।
 সিংহব্যাভ্রাদিসাক্ষ্যে অনিমাভিসমাস্তুতাঃ ॥ ১৫৫

প্রায়শ্চালীন অগ্নির শাস্ত্রে ভেদব্রতী বরাহগণ সমুদ্রকলে পতনকালে জলের
 প্রচণ্ড শব্দ উপাদান করিয়াছিলেন । ১৪৭

এইরূপে বরাহগণ পতিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর মিলিত হইয়া
 পুনর্বার জনং সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১৪৮

হে ত্রিংশবরগণ । চারিভাগে বিভক্ত যত্নশত সহস্র সংখ্যক প্রমথগণ
 আগমন করত মহাদেবের অর্চনা করিলেন । ১৪৯

চারিভাগে বিভক্ত প্রমথগণের মধ্যে একভাগে নানারূপধারী জটী এবং
 জটাজিহ্মবিশিষ্ট যে বোদ্ধশ সহস্র প্রমথ ছিলেন, ভোগবিমুখ ধ্যানপরায়ণ যোগী,
 মদ-মাংসর্য-বস্ত্র-অহঙ্কার-রহিত নিম্পাপ সেই মহাভাগণ মহাদেবের আনন্দ
 ভোগাইতেন । ১৫০-১৫১

ভাঁহারী কখন কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেন না । এবং ব্রহ্ম-
 চন্দ্রনাদি উপভোগ্য বিষয়ে ভাঁহাদের অনুরাগ ছিল না । ভাঁহারী স্ত্রীপুত্রাদি
 সংসারমুখে নিরুত্তীর্ণ হইয়া নিরাম অবলম্বন করত যোগশিক্ষার নিমিত্ত ধ্যান-
 পরায়ণ মহাদেবকে চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া ব্রতাদি পালন করিতেন এবং
 শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অনাহারে থাকিতে ক্রেশ বোধ করিতেন না । ১৫২-১৫৩

যেকালে অত্মিকাপত্তি মহাদেব জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম চিন্তা করিতেন, সেইকালে
 প্রমথগণ ভাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া থাকিতেন । ১৫৪

অনিমা লঘিমা প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য সমন্বিত সিংহ ব্যাভ্রাদি বরূপে
 সেই বোদ্ধশ কোটী প্রমথগণ ব্রতপর ছিলেন । ১৫৫

অপরে কামিনঃ শঙ্কোঃ সুনন্দসচিবাঃ স্মৃতাঃ ।
 বিচিত্ররূপাভরণা অট্টাচ্ছ্রাওর্মিতাঃ ॥ ১৫৬
 হরস্ত তুল্যরূপেণ বিশদা বৃষভধ্বজাঃ ।
 উমাসদৃশরূপাভিঃ প্রমদাভিঃ সমাগতাঃ ॥ ১৫৭
 বিচিত্রমালাভরণা দিব্যস্তম্ভদ্বিতাঃ ।
 উমাসহায়ং ক্রীড়ন্তমঙ্গুগচ্ছন্তি ত্বিতাঃ ।
 শৃঙ্গারবেশভরণা অষ্টৌ তে কোটয়ো গণাঃ ॥ ১৫৮
 অর্দ্ধনারীশ্বরাকান্তে হার্দ্ধনারীশ্বরং হরম্ ।
 ধ্যানস্থং প্রবিবেকন্তে তুল্যরূপা হরস্ত যে ॥ ১৫৯
 উমাসহায়ো হি যদা রমতে সমুখং হরঃ ।
 অর্দ্ধনারীশরীরান্তে ধারণালাভবন্তি তে ॥ ১৬০
 আকাশমার্গে গচ্ছন্তমঙ্গুগচ্ছন্তি নিত্যশঃ ।
 ধ্যানস্থং পরিচর্যন্তি সলিলাদিভিরীশ্বরম্ ॥ ১৬১
 নানাপ্রকৃষকাঃ শঙ্কোঃগণান্তে প্রমদাঃ স্মৃতাঃ ।
 প্রমদুন্তি চ হৃদেহু বৃক্ষ্যমানান্ মহাবলান্ ॥ ১৬২
 তে বৈ মহাবলাঃ শূরাঃ সংখ্যায়া নবকোটবঃ ॥ ১৬৩
 অপরে গায়নাস্তালমৃদঙ্গপণবাদিভিঃ ।
 বৃত্তান্তি বাস্তং কুর্কন্তি গায়ন্তি মধুরস্বরম্ ॥ ১৬৪
 নানাপ্রকৃষকাঃ বৈ সংখ্যায়া কোটয়ন্তয়ঃ ।
 সততং চানুগচ্ছন্তি বিচরন্তং মহেশ্বরম্ ॥ ১৬৫

এতদ্ভিন্ন অশ্রু প্রমথগণ কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া বিষয়ে মহার ; বিচিত্র
 আভরণে অলঙ্কৃত, অট্টা-অর্দ্ধ-চন্দ্রবিশিষ্ট, শিবের কায় শুভ্রবর্ণ স্বাক্ষর, উমার
 স্তায় সুন্দরী কামিনীগণ-সেবিত, বিচিত্র মালাশোভিত স্বর্গীয় পুষ্পমালাধারী
 উমার সহিত ক্রীড়াপরায়ণ মহাদেবের অনুগামী আট কোটি প্রমথ, রমনোচিত্ত
 বেশভূষা ধারণ করিত । ১৫৬-১৫৮

মহামনা প্রমথগণ মহাদেবের কায় অর্দ্ধ-অঙ্গে হর এবং অর্দ্ধ-অঙ্গে গৌরীর
 রূপ ধারণ করত শরীরের বামার্ধে পার্বতীরূপধারী মহাদেবের অনুগমন
 করিতেন । ১৫৯

মহাদেব পার্বতীর সহিত যেকালে সুখে বিলাসাদি করেন, সেইকাল
 অর্দ্ধাঙ্গে হর অর্দ্ধাঙ্গে গৌরীর রূপধারী প্রমথগণ দ্বারপাল হন । ১৬০

প্রতিদিন যেকালে মহাদেব আকাশ পথে বিচরণ করেন ; উক্ত প্রমথগণ
 সেই সময়ে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করেন । ১৬১

এবং তিনি যেকালে ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা সেই সময়ে
 জলাদি দ্বারা তাঁহার পরিচর্যা করেন । সেই প্রমথগণ নানাপ্রকার রূপ ধারণ
 করিতে পারেন । ১৬২

যে মহাবল বীর প্রমথগণ বৃক্ষভূমিতে গমন করত শক্রবল বিদলিত করেন,
 তাঁহাদের সংখ্যা নব কোটি । ১৬৩

কামুক প্রমথগণ, মৃদঙ্গ পণব প্রভৃতির বাস্তানুসারে মধুরস্বরে গান করত
 মহাদেবের সমীপে নৃত্য করেন । ১৬৪

সর্বো যাস্যাবিনঃ শূরাঃ সর্বো শাস্ত্রার্থপারগাঃ ।
 সর্বো সর্বত্র সর্বজ্ঞাঃ সর্বো সর্বত্রগাঃ সদা ॥ ১৫৬
 মুহূর্তাঃ সর্বভুবনং গত্বা হান্তি পুনর্ভবম্ ।
 অগ্নিমানুষ্যৈকশূর্যামুস্তান্তে বৈ মহাবলাঃ ॥ ১৫৭
 অগ্নে কল্পনামানো অট্টচন্দ্রাঙ্কিমতিভাঃ ।
 দেবেভ্যশ্চ নিম্নোগেন বর্ষ শু ত্রিদিবৈ সদা ॥ ১৫৮
 তেষাং সংখ্যা চৈককোটিস্তে সর্বো বলবন্তরাঃ ।
 কুর্বাতি হি সদা সেবাং হস্ত সত্ততং গণাঃ ॥ ১৫৯
 বিশ্বম্ভুতি চ গাণিষ্ঠান্ ধর্মিষ্ঠান্ সাময়তি চ ।
 অনুগ্রহতি সত্ততং বৃতপাতপত্নতান্ ॥ ১৬০
 বিদ্বাংস্ত সত্ততং হুতি যোগিনাং প্রযতাক্ষনাম্ ।
 বট্টজিৎশংকোটয়ৈশ্চৈতে হস্ত গণনা গণাঃ ॥ ১৬১
 বরাহগণনামার্থং হিতায় জগতাং তথা ।
 শঙ্করশ্যাম সেবাইহ সমুৎপন্ন ইমে গণাঃ ॥ ১৬২
 বরাহস্ত গণান্ কৃষ্টা নরসিংহং তথা হরিয়ম্ ।
 বহুং শরভরূপঃ সন্ ধ্যায়ন্নাদং বদাকরোহ ।
 তচ্ছীকরাদৃযতো জাভাস্তেভ্যং বহুরূপতা ॥ ১৬৩
 কুরূষ্টা কুরূষ্টৈঃ কুরূষ্টৈরিয়মান্ গণান্ ।
 বরাহস্ত স্ততেভ্যং যতঃ প্রোক্তং কপদিনা ॥ ১৬৪

তিন কোটিসংখ্যক নানারূপ-ধারী সেই প্রমথগণ বিচরণপর মহাদেবের নিরন্তর পশ্চাতে গমন করেন । ১৬৫

সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ বলবান্ প্রমথগণ সকলেই যায়াবলে সকল কার্য্য স ধন করিতে পারেন এবং সকলেই সর্বজ্ঞ, সকলেই ইচ্ছানুরূপ সকল স্থানেই সকল সকল সময়ে যাইতে পারেন । ১৬৬

অধিক কি বলিব, অগ্নিধারি অট্ট প্রকার ঐশ্বর্য্যশালী মহাবল মহাদেব-
 ভক্ত প্রমথগণ মুহূর্তকালমধ্যে ত্রিভুবন গমন করত পুনর্বার প্রত্যাগমন করিতে পারেন । ১৬৭

কল্পনামক অস্ত্র প্রমথগণ অট্ট এবং অট্টচন্দ্র দ্বারা ভূমিত হইয়া সুরেন্দ্রের আদেশে সর্বদা স্বর্গে বাস করিতেন । ১৬৮

এক কোটিসংখ্যক বলবান্ সেই প্রমথগণ নিরন্তর মহাদেবের সেবা করিতেন । ১৬৯

যে প্রমথগণ পাশাআগণকে নিজ মহিমার বিস্তারিত করত ধার্মিক ব্যক্তি সকলকে পরিপালন করিতেন এবং মহাদেবের স্ততাবলম্বী মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহকরত জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের সনাতন বিশ্ব বিনাশ করিতেন, তাঁহারা চতুর্দশ কোটি সংখ্যক ছিলেন । ১৭০

বরাহগণের নিধন দ্বারা জগতের হিতের নিমিত্ত এবং মহাদেবের সেবার যত এই প্রমথগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ১৭১

শরভরূপী মহাদেব,—বরাহগণ, নরসিংহ এবং হরিকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্তাপূর্ব্বকঃ যে শব্দ করিয়াছিলেন, সেই শব্দ-কালে যুগ হইতে নির্গত শীকর হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি হেতু বহুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । ১৭২-১৭৩

অত্যন্ত কুরকর্মাণঃ প্রজাভ্যন্ত ভয়ঙ্করাঃ ।
 ন সদা কুরকর্মাণি ভে কুর্যন্তি মহৌজসঃ ।
 ভুক্তিমাত্রস্ত ভে কুরাঃ কুরান্তে ন তু কার্যতঃ ।
 ফলং জলং তথা পুষ্পং পত্রং মূলং তথৈব চ ।
 নিবেদিতানি ভুঞ্জন্তি বনপর্বতমানুষ্য । ১৭৫
 আহৃত্যানি চ ভুঞ্জন্তি পত্রং পুষ্পাদিকক যং ।
 ভবেত্তর্গস্ত যাতোপ্যং তন্তোপ্যান্তে মহৌজসঃ ॥ ১৭৬
 আমিষাণি চ নান্ধতি^১ হিষা চৈত্রচতুর্দশীম্ ।
 তজ্জামিষং হরৌ ভুজ্যন্তে চতুর্দশ্যং মহৌ সদা ॥ ১৭৭
 ততঃ সর্ষেণ গণাস্তত্র ভুঞ্জন্তি পশুলাতপি ।
 হতে বরাহস্ত গণে তর্গয়াসান্ত ভে গণাঃ ॥ ১৭৮
 চতুর্ভাগাঃ স্বয়ং ভূত্বা ভূতকর্ষেতি বৈ জ্ঞতঃ ।
 ভূতকর্মভবন্তেষাং চতুর্ভাগবতাং তদা ॥ ১৭৯
 বচনাং পদ্মযোনেস্ত ভূতগ্রামাস্ততো মতাঃ ।
 তে লোকবিদিতঃ পূর্বে ভূতগ্রামস্তভুজিহঃ ॥
 মভক্তেভ্যোহিষিকো যন্তভূতগ্রামঃ স উচ্যতে ॥ ১৮০
 ইতি যঃ কথিতঃ সর্ষেণ ভূতাঃ মভুগণা যথা ।
 যদাহারা যদাকারা যংকৃত্যন্তে মহৌজসঃ ॥ ১৮১

কুর দর্শনে, কুর যুদ্ধে এবং কুর কার্যে বরাহগণকে ইননেচ্ছু মহাদেবের ইচ্ছা বশত প্রমথগণ ভয়ঙ্কর এবং কুরকর্মা হইয়াছিল । ১৭৪

মহাবল প্রমথগণ যদিও কুরকার্য করিত না, তথাপি তাহাদের অত্যন্ত কুরতা প্রকাশ করিত এবং যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও কুরকার্য করিত, তাহা হইলে তাহাদের অত্যন্ত কুরতা প্রকাশ পাইত । ১৭৫

তাহারা পর্বতপ্রান্তে নিবেদিত ফল, জল, পত্র, পুষ্প এবং মূল প্রভৃতি বহুদ্রব্য ভোজন করিত । ১৭৬

এবং তাহারা ফল-পুষ্পাদি স্বয়ং আহরণ করিয়াও ভোজন করিত মহাদেবের যে কিছু দ্রব্য ভোজ্য ছিল, তাহারাও সেই সকল ভোজন করিত । ১৭৬

তাহারা চৈত্রমাসীয় চতুর্দশী ভিন্ন সকলদিনেই আমিষাশ ভোজন করিত । কিন্তু মহাশেব মধুমাসের চতুর্দশীতেও আমিষাশ ভোজন করিতেন । ১৭৭

তদনন্তর বরাহগণ বিনষ্ট হইলে প্রমথগণ, সেই মহাদেবের সহিত মাংস-ভোজন করিতে আরম্ভ করিল । ১৭৮

তাহারা স্বয়ং চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া অতীতকার্য সকল কীর্জন করিয়াছিলেন । এই জন্ত যক্ষার বাক্যে ভূতগ্রাম সংজ্ঞার অভিহিত হইয়াছিলেন । ১৭৯

লোকে পূর্বে চারিপ্রকার ভূতগ্রাম জানিত । ইহারাই ভূতগ্রামপদের অধিকারী হইল । ১৮০

মহাদেবের ভূতগণের যে প্রকার আহার, যে প্রকার অবয়ব, বেক্লপ কার্য ; তাহা ভোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম । ১৮১

অ ইদং বৃদ্ধাশ্রিত্যমাখ্যানং মহদভূতম্ ।
স দীর্ঘায়ুঃ সসৌঃসাহী যোগযুক্তস্ত আশ্রিতে ॥ ১৮২
ইতি লীকালিকাপুরাণে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ

কথয়ঃ উচুঃ—

কথং যজ্ঞবরাহস্ত দেহো যজ্ঞরূপাশ্চবান্ ।
জ্যেষ্ঠাশ্রয়মবনু পুত্রা বরাহস্ত কথং ত্রয়ঃ ॥ ১
অকালিকোহিষং প্রলয়ঃ কস্মাৎকবচা কৃতঃ ।
জনকবো মহাঘোরো বরাহেন মহাঘনা ॥ ২
কথং বা সংস্করণেন বেনাশ্রিতাশ্চ শার্ঙ্গিনা ।
কথং পুনরভূৎ সৃষ্টিঃ কেন চৌকরী সমুদ্ভূতা ॥ ৩
ঈশ্বরঃ নারভুং কাশং ত্যক্তবানু বা কথং শুরো ।
কৌতুক প্রবৃত্তং ভদ্রকং তন্নো বদ মহামতে ॥ ৪
এতেষাং বিজ্ঞশার্দূল ভবানু প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ।
ভরোহিত শ্রোতৃমাণানাম্ কথয়স্ব মহামতে ॥ ৫

শার্কণ্ডেয় উবাচ—

বৃদ্ধং বিজ্ঞশার্দূলা সংপৃষ্টোহহমিহাভুতম্ ।
বৃদ্ধবহিতাঃ সর্বৈ সর্ববেদফলপ্রদম্ ॥ ৬

যে ব্যক্তি সাংখ্য-যোগাস্তর্গত এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিবে, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী
হইয়া নিরন্তর উৎসাহপূর্বক যোগবিদ্যায় বিজ্ঞ হইবে । ১৮২
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

একত্রিংশ অধ্যায়

বরাহের যজ্ঞরূপত্ব কীর্তন

শ্রীশিগম বলিলেন, যজ্ঞবরাহের দেহ কি প্রকারে যজ্ঞরূপ হইল ? এবং
সুপুত্রাদি বরাহ-পুত্রজন্ম কি প্রকারে অগ্নিরূপ হইলেন ? ১
ভগবান্, মহাশয়! বরাহ দ্বারা কি নিমিত্ত অকালে ভয়ঙ্কর জন-কর-কর
প্রলয় করাইলেন ? ২-
শার্ঙ্গধর! সংস্করণধারণ করিয়া কি নিমিত্ত বেদ সকল রক্ষা করিলেন ?
কি প্রকারে পুনর্বার জগৎ সৃষ্টি হইল ? ৩
কোন মহাশয় পাতাল-মগ্না দ্বয়কে উদ্ধার করিলেন ? হে শুরো! মহাদেব
শরভদেহ কি প্রকারে জাগ করিলেন ? এবং তিনি দেহ ত্যাগ করিলে সেই
দেহ কিরূপে পরিণত হইল ? ৪
মহাশয়! এই সকল বিষয় আমিদিগকে বলুন । হে বিজ্ঞবর! আপনি

যজ্ঞেহু দেবাস্তবন্তি যজ্ঞে সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 যজ্ঞেন ত্রিযতে পৃথী যজ্ঞান্নবতি প্রজাঃ ॥ ৭
 অগ্নেন ভূতা জীবন্তি পৰ্জ্জ্ঞান্নসম্ভবঃ ।
 পৰ্জ্জন্তো জায়তে যজ্ঞাৎ সৰ্বং যজ্ঞময়ং ভূতঃ ॥ ৮
 স যজ্ঞোহভূদব্রাহ্ম কাশ্যাক্ষুবিদারিতাৎ ।
 যথাহং কথ্যে ভবঃ শৃণুত্ববহিতা দিভাঃ ॥ ৯
 বিদারিতে বরাহস্য কারে ভর্গেণ ভৎসনাৎ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা দেবাঃ সর্বেষ্যম্ প্রমথৈঃ সহ ॥ ১০
 নিন্দাৰ্জলাৎ সমুদ্ভূতা তচ্ছরীরং নভঃ প্রতি ।
 ভস্মিভিহুঃ শরীরং তে বিকোশচক্রেণ শঙখঃ ॥ ১১
 ভস্মাক্রমক্কয়ো যজ্ঞা জাতাস্য বৈ পৃথক্ পৃথক্ ।
 যস্মাদব্রাহ্ম যে জাতাস্তচ্ছৃণু মহর্ষয়ঃ ॥ ১২
 জনাসামন্তিতো জাতো জ্যোতিষ্টোমো মহাধরঃ ।
 হনুপ্রবণসঙ্কোস্ত বহ্নিষ্টোমো ব্যজায়ত ॥ ১৩
 চক্ষুর্জ্বোঃ সন্ধিনা ভূ ভাত্যষ্টোমো ব্যজায়ত ।
 জাতং পৌনর্ভবষ্টোমস্তম্য পোত্রৌষ্ঠসন্ধিতঃ ॥ ১৪
 যুক্তষ্টোমবৃহৎষ্টোমো জিহ্বামূলানকারতাম্ ।
 অতিব্রাহ্ম সর্বেব্রাহ্মযোজিহ্বাস্তরানভূৎ ॥ ১৫

এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন । অতএব হে মহামতে ! আমরা অবশেষে সুক হইয়াছি ; অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা যে সকল বিষয় আমাকে শ্রব করিলে, সাবধান হইয়া সর্ববেদ-কলদায়ী তাহার উত্তর শ্রবণ কর । ৬

যজ্ঞ-দ্বারা দেবগণ তুষ্ট হন, যজ্ঞই সকলের প্রতিষ্ঠাপক ; যজ্ঞ ধরণীকে ধারণ করিয়াছেন । যজ্ঞই প্রজাগণকে পালিতাশী হইতে উদ্ধার করেন । ৭

অগ্নি হেতু জীবগণ জীবনধারণ করিতেছে, পৰ্জ্জন্ত হইতে সেই অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, পৰ্জ্জন্ত পুনরায় যজ্ঞ বলে জন্মিতেছে । ৮

অতএব সকল জগৎ যজ্ঞময় ; মহাদেব কর্তৃক বিদারিত বরাহদেবের দেহ হইতে সেই যজ্ঞ যে প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছি । হে বিজগণ সাবধানে শ্রবণ কর । ৯

অবশ্য কর্তৃক বরাহদেহ বিদারিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং প্রমথগণের সহিত মহাদেব জল হইতে সেই দেহকে গ্রহণ করত আকাশে গমন করিলেন । ১০

বিষ্ণু সূদর্শন চক্র দ্বারা শঙ খণ্ড করিয়া সেই দেহ ছেদন করিলেন । ১১

যেহেতু সেই দেহের সন্ধিভাগ সকল পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞরূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞ হইল, তাহার কারণ শ্রবণ কর । ১২

জহর এবং নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোমনামক মহাযজ্ঞ হইল ; কণোলদেশের উচ্চ স্থান হইতে কর্ণ-মূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহ্নিষ্টোম যজ্ঞ হইল । ১৩

চক্ষু এবং জহরের সন্ধিভাগ ভাত্যষ্টোম যজ্ঞরূপে পরিণত হইল ; মূখাগ্র এবং ওষ্ঠের সন্ধিভাগ পৌনর্ভবষ্টোম যজ্ঞ হইল । ১৪

অধ্যাপনং অন্নযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ ।
 হোমো দৈবোবলিকৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥ ১৬
 জ্ঞানং তর্পণপৰ্য্যন্তং নিত্যযজ্ঞাশ্চ সৰ্ব্বদা ।
 কণ্ঠসঙ্কেঃ সমুৎপন্নো জিহ্বাতো বিষহস্তথা ॥ ১৭
 বাজিমেষমহামেষদৌ নরমেষস্তথৈব চ ।
 প্রাণিহিংসাকরো যেষ্টো তে জাতাঃ পাদসঙ্কিতাঃ ॥ ১৮
 রাজসূয়োহৰ্গকারী চ বাজপেয়স্তথৈব চ ।
 পৃষ্ঠসঙ্কো সমুৎপন্নো গ্রহযজ্ঞান্তথৈব চ ॥ ১৯
 প্রতিষ্ঠোৎসর্গযজ্ঞাশ্চ দানশ্রাদ্ধাদয়স্তথা ।
 হৃৎসঙ্কিতাঃ সমুৎপন্নাঃ সাবিজীযজ্ঞ এব চ ॥ ২০
 সৰ্ব্বৈ সাংস্কারিকা যজ্ঞাঃ প্রাশস্তিত্ত্বকরাশ্চ য়ে ।
 তে মেতু সঙ্কিতো জাতা যজ্ঞান্তস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ২১
 ব্রহ্মসত্ত্বং সর্পসত্ত্বং সৰ্বকৈবালিচারিকম্ ।
 গোমেষদৌ বৃক্ষযাপশ্চ খুরোস্তো হস্তবল্লিমে ॥ ২২
 মায়ৈতিঃ পরমৈতিঃ গৌল্লতির্ভোগসম্ভবঃ ।
 লাকুলসঙ্কো সঙ্কাতা অগ্নীষোমস্তথৈব চ^১ ॥ ২৩
 নৈমিত্তিকাশ্চ য়ে যজ্ঞাঃ সংক্রান্ত্যাদৌ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 লাকুলসঙ্কো তে জাতান্তথা দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥ ২৪

জিহ্বামূলীর সঙ্কিতাগ বৃক্ষস্তোম এবং খুরোস্তোম নামক যজ্ঞদ্বয় হইল ।
 জিহ্বাদেশের অধোদেশ হইতে অতিরাত্র এবং বৈরাজযজ্ঞ হইল । ১৬

বেদাধ্যাপনই বৈদিক যজ্ঞ ; পিতৃপণের উদ্দেশে তর্পণই পৈতৃক-যজ্ঞ, দেবো-
 ক্ষেপে হোমানি করা দৈব-যজ্ঞ ; বাগাদির বলিদান ভৌতিক-যজ্ঞ ; যনুষ্পণের
 অতিথির অভ্যর্থনাই নৃযজ্ঞ । ১৬

প্রতিদিন জ্ঞান তর্পণ নিত্য-যজ্ঞ । যজ্ঞবরাহের কণ্ঠসঙ্কি এবং জিহ্বা হইতে
 এই সমস্ত যজ্ঞ শু বিধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৭

অন্নমেষ মহামেষ এবং নরমেষ প্রভৃতি প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে,
 হিংসাপ্রবর্তক সেই যজ্ঞসকল—চর্য-সঙ্কি হইতে জন্মিয়াছিল । ১৮

রাজসূয়, অৰ্গকারী বাজপেয় এবং গ্রহযজ্ঞ-সকল পৃষ্ঠসঙ্কি হইতে উৎপন্ন
 হইয়াছিল । ১৯

প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, দান শ্রাদ্ধ এবং সাবিজী প্রভৃতি যজ্ঞ—হৃৎসঙ্কি হইতে
 উৎপন্ন হইয়াছিল । ২০

উপনয়নাদি সাংস্কারক যজ্ঞ এবং প্রাশস্তিত্ত্ববিধারক যজ্ঞ সকল যজ্ঞরূপী
 বরাহদেবের মেতু-সঙ্কি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ২১

ব্রাহ্মসহজ, সর্পযজ্ঞ, সকল প্রকার অভিচারযজ্ঞ, গোমেষ এবং বৃক্ষ-জাপ
 প্রভৃতি যজ্ঞ বুর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ২২

মায়ৈতি, পরমৈতি, গৌল্লতি ; ভোগজ এবং অগ্নীষোম-যজ্ঞ লাকুল হইতে
 এবং সংক্রমণাদি কৃত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞ এবং দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ লাকুলসঙ্কি হইতে
 উৎপন্ন হইয়াছিল । ২৩-২৪

১। লাকুলসঙ্কো অগ্নীষোমঃ অগ্নিটোমস্তথৈব চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

তীর্থ-প্রবেশমাস-সম্বর্ষণ-স্বর্ক-সকলম্ ।
 অর্ক-স্বর্ক-সকলম্ নাদীসকলম্ সমুদ্রগতাঃ ॥ ২৫
 স্বর্ক-সকলম্ স্বর্ক-সকলম্ পঞ্চমার্গাতিবোজনম্ ।
 লিঙ্গসংস্থানহেতুস্বর্ক-সকলম্ জাতাস্তে জানুনি ॥ ২৬
 এবমর্ক-সকলম্ জাতং সহস্রং ত্রিঙ্গসকলম্ ।
 স্বর্ক-সকলম্ সততং লোকা বৈভাবান্তেহুনাপি চ ॥ ২৭
 স্বর্ক-সকলম্ পোতাঃ সজাতা নাসিকায়ঃ স্বর্ক-সকলম্ ।
 স্বর্ক-সকলম্ স্বর্ক-সকলম্ স্বর্ক-সকলম্ পোতনাসকলম্ ॥ ২৮
 গ্রীবাভাগেণ তদাঙ্গং প্রাগ্ভংশো যুনিসকলম্ ।
 ইষ্টোপ্তির্ক-সকলম্ জাতাঃ স্বর্ক-সকলম্ ॥ ২৯
 নংকোভো স্বর্ক-সকলম্ যুগাঃ কুশা রোমাশি চান্তবন্ ।
 উপগাতা চ তদাঙ্গ-সকলম্ জাতা নাসিকাসকলম্ ॥ ৩০
 অগ্রদক্ষিণবামাঙ্গ-পশ্চাৎপাদেহু সজাতাঃ ॥ ৩১
 পুরোভাগাঃ সচরবো জাতা মন্তিকসকলম্ ।
 কমূর্নেত্রবামাঙ্গ-সকলম্ স্বর্ক-সকলম্ যুগাঃ ॥ ৩২
 স্বর্ক-সকলম্ স্বর্ক-সকলম্ মেচুঃ কুশমকলম্ ।
 বোভোভাগান্তেবামাঙ্গ-সকলম্ সমুদ্রগতাঃ ॥ ৩৩
 স্বর্ক-সকলম্ পূর্ণভাগাঙ্গ-সকলম্ স্বর্ক-সকলম্ এব চ ।
 তদাঙ্গা স্বর্ক-সকলম্ যুগাঃ কক-সকলম্ সমুদ্রগতাঃ ॥ ৩৪

তীর্থ-প্রবেশ, মাস-সম্বর্ষণ, অর্ক এবং স্বর্ক নামক যজ্ঞ নাদীসকল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ২৫

স্বর্ক-সকলম্ স্বর্ক-সকলম্, পঞ্চমার্গ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেতুস্বর্ক নামক যজ্ঞ জানুদেশ হইতে জন্মিয়াছিল । ২৬

হে যজ্ঞসকল ! এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে অর্ক-সকলম্ সহস্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইল, অত্যাশি এই যজ্ঞসকলই প্রজা সকলের উৎপত্তি সাধন করিতেছেন । ২৭

যজ্ঞ-বরাহের পোতা (যুগের অগ্রভাগ) হইতে স্বর্ক এবং নাসিকা হইতে স্বর্ক উৎপন্ন হইল । অন্য প্রকার স্বর্ক স্বর্ক যথাক্রমে পোতা এবং নাসিকা হইতে হইল । ২৮

হে যুনিসকল ! তাঁহার গ্রীবাদেশ হইতে প্রাগ্ভংশ (হোমগৃহের পূর্বভাগস্থ গৃহ) হইয়াছিল । কর্ণরক্ত হইতে ইষ্টোপ্তি, যজ্ঞবর্ষ প্রভৃতি জন্মিল । ২৯

নংকসকল হইতে যুগ এবং রোম হইতে কুশ উৎপন্ন হইল । অক্ষর, হোতা, কাঠ—তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ দক্ষিণ বামপাদ হইতে জন্মিল । ৩০-৩১

পুরোভাগ এবং চক্ৰ মন্তিক হইতে এবং নেত্রবাম হইতে কর্ণ-প্রদীপ্ত-অগ্নি এবং যুগ হইতে যজ্ঞকেতুর উৎপত্তি হইল । ৩২

স্বর্ক-সকলম্ হইতে স্বর্ক-সকলম্ এবং মেচু হইতে যজ্ঞকুণ্ড হইল । শুক্রধারার আঙ্গা এবং যজ্ঞবরাহের কাম হইতে যজ্ঞ সকল উৎপন্ন হইল । ৩৩

পূর্ণদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ এবং স্বর্ক-সকলম্ হইতে যজ্ঞ জন্মিল । এবং তাঁহার আঙ্গা যজ্ঞপুরুষ হইলেন । তাঁহার কক হইতে যুগার উৎপত্তি হইল । ৩৪

১ পঞ্চমার্গা.....ইতি পাঠান্তরম্
 ২ স্বর্ক-সকলম্:—ইতি পাঠান্তরম্ ।

এবং যাবন্তি যজ্ঞানাম্ ভাতানি চ হবীংষি চ ।
 ভানি যজ্ঞবরাহস্য শরীরাদেব চাভবন্ ॥ ৩৫
 এবং যজ্ঞবরাহস্য শরীরং যজ্ঞতামসাম্ ।
 যজ্ঞরূপেণ সকলমাপ্যায়িতুমিবং জগৎ ॥ ৩৬
 এবং বিধায় যজ্ঞকু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরায় ।
 সুব্রতং কনকং ঘোরমাসেদ্ব্যজ্ঞতৎপরায়ঃ^১ ॥ ৩৭
 ততঃশেষাং শরীরানি পিত্তীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্ ।
 ত্রিদেবাত্রিশরীরানি ব্যবমশ্বমুখবায়ুভিঃ ॥ ৩৮
 সমস্তস্য শরীরস্ত ব্যবমশ্বমুখবায়ুনা ।
 স্বয়মেব জগৎস্রষ্টা দক্ষিণাশ্চিস্ততোহভবৎ ॥ ৩৯
 কনকস্য শরীরস্ত ধাপয়ামাস কেশবঃ ।
 ততোহভুদগার্হপত্যগ্নিঃ পঞ্চবৈতানভোজনঃ ॥ ৪০
 ঘোরস্ত তু বপুঃ পতুর্গার্হপত্যমাস বৈ স্বয়ম্ ।
 তত আহবনীম্বোহগ্নিস্তৎক্ষণাৎ সমজায়ত ॥ ৪১
 ঐতিহ্যবিভির্জগদ্ব্যাপ্তং ত্রিমূলং সকলং জগৎ ।
 এতদ্ যত্র জবং নিত্যং তিষ্ঠতি ত্রিজসত্ত্বময়ঃ ।
 সমস্তা দেবতাস্তত্র বসন্তানুচরৈঃ^২ সহ ॥ ৪২
 এতত্ত্বম্পদং নিত্যমেতদেব ত্রয়াশ্বকম্ ।
 এতত্ত্বমীবিবিধানযেতৎ পুণ্যকরং পতম্ ॥ ৪৩

এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে ভাত হবি প্রভৃতি যজ্ঞীর সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হইল । ৩৫

যজ্ঞরূপে সর্বজগৎ আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত যজ্ঞ-বরাহের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল । ৩৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই প্রকারে যজ্ঞ সৃষ্টি করত সুব্রত কনক এবং ঘোরের নিকট যত্নপূর্বক আগমন করিলেন । ৩৭

তদনন্তর দেবত্রয় সূক্তাদির দেহত্রয়কে একত্র করিয়া মুখবায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন । ৩৮

ব্রহ্মা সুব্রতের দেহে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে সেই দেহ হইতে দক্ষিণাশ্চির উৎপত্তি হইল । ৩৯

কেশব কনকের শরীর মুখবায়ুদ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে পঞ্চ-বৈতান-ভোজী গার্হপত্য অগ্নি উৎপন্ন হইলেন । ৪০

এই প্রকার মহাদেব, ঘোরের দেহ, মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে আহবনীয়া অগ্নির উৎপত্তি হইল । ৪১

ত্রিজগদ্ব্যাপী এই অগ্নিত্রয়ই ত্রিভুবনের মূলীভূত কারণ কারণ । হে ত্রিজগৎ । এই অগ্নিত্রয় প্রতিদিন যেখানে অবস্থান করেন, সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ অনুচরের সহিত সেই স্থানে বাস করেন । ৪২

এই অগ্নিত্রয়ই কল্যাণসমূহের আধার এবং হীহারাই-দেবতা-স্বরূপ । এই অগ্নিত্রয়ই জ্ঞান-বিধিগুরু এবং পরম পুণ্যশ্রবক । ৪৩

১ । - বহুতৎপরায়ঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২ । - সমস্তানুচরৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যশ্মিন্ জনপদে চৈতে দ্বুভূতে বহুবদ্রয়ঃ ।
 তশ্মিন্ জনপদে নিত্যং চতুর্বর্ণো বিবৰ্দ্ধতে ॥ ৪৪
 এতদ্ব্যং কথিতং সৰ্ব্বং যৎপুৰ্য্যোহহং বিজ্ঞাস্তব্যম্ ।
 যথা যজ্ঞবরাহস্য দেহো যজ্ঞভূমাপ্তবান্ ।
 যথা চ তস্য পুত্রাণাং দেহভ্যো বহুশ্যোহিভবন্ ॥ ৪৫
 ইতি কালিকাপুরাণে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আকালিকোহস্যঃ প্রলয়ে যতো ভগবতা কৃতঃ ।
 তদ্ব্যক্ত মহাভাগা বারাহং লোকসঙ্করম্ ॥ ১
 যথা বা মৎস্বরূপেণ বেনাদ্ভাতান্চ লাজিলা ।
 তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি সৰ্ব্বপাপপ্রধানম্ ॥ ২
 পুরা মহামুনিঃ সিদ্ধঃ কপিলো বিষ্ণুরীশ্বরঃ ।
 সাক্ষাৎ স্বয়ং হরির্ঘোহসৌ সিদ্ধানামুত্তমো মূনিঃ ॥ ৩
 দ্ব্যয়তঃ সিদ্ধযিত্তোবং সৰ্ব্বং জগদিতং স্বতঃ^১ ।
 যতো ভাতো হরেঃ কাশ্মীরে কপিলস্তেন স শ্রুতঃ ॥ ৪

যে দেশে এই অগ্নিত্রয় মন্ত্রাদি দ্বারা আহুত হন, সেই দেশে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ চতুর্বর্ণ বিবর্ত্ত করেন । ৪৪

হে বিজ্ঞগণ । ভোমাদেব প্রকটকালের উত্তর প্রদান করিলাম । ৪৫

বেদরূপে যজ্ঞ-বরাহদেহ যজ্ঞ-স্বরূপ হইল এবং তাঁহার পুত্রত্রয় অগ্নিস্বরূপ হইলেন, এই সকল ভোমাদেব প্রকট অনুসারে উত্তর করিলাম । ৪৬

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

মনু-কপিল-সংবাদ—প্রলয় কীর্ত্তন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহাজ্ঞগণ । ভগবান্ বরাহদেহ দ্বারা অকালে সর্বজননক্ষকারী প্রলয় করিলেন কেন, তাহা প্রবণ কর । ১

ভগবান্, মৎস্বরূপ ধারণ করত বেদ সকল রক্ষা করিলেন, মহাপাপনাসী সেই ব্রহ্মাস্ত বলিব । ২

পূর্বে সিদ্ধ ঈশ্বর বিষ্ণু মহামুনি কপিল সাক্ষাৎ হরির স্বরূপ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান । ৩

ভগবান্, অসভে এক সিদ্ধ পুত্রের উৎপত্তি ইচ্ছা করিলে তাঁহার দেহ হইতে সিদ্ধ কপিল উৎপন্ন হন । ৪

১।জগদ্বিত্তি স্বতম্ ।

ভতো-----ভেন স্বতঃ ॥ ইতি পার্শ্বভাষ্যম্ ।

স একদা পুরা ভূতা মনোঃ স্বায়ত্ত্ববেত্তরে ।
স্বায়ত্ত্ববং মনুঃ বাক্যং মুনিবর্ষ্যোহম্ববীদিবম্ । ৫

কপিল উবাচ—

স্বায়ত্ত্বব মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরূপ মহামতে ।
মমৈবমীপ্সিতার্থং ত্বং দেহি প্রার্থয়তোহধুনা । ৬
জগৎ সর্বং ভবৈবেদং ত্বরা চ পরিপালিতম্ ।
স্বতা সর্বং জগৎ সৃষ্টিং^১ ত্বমেব জগতাং পতিঃ । ৭
স্বর্গে পৃথিব্যাং পাতালে দেবমানুষজন্তুঃ ।
ত্বং প্রভূর্বরদো গোপ্তা ত্বমেবৈকঃ সনাতনঃ । ৮
ত্বং বৈ ষাভা বিধাতা চ ত্বং হি সর্বেশ্বরেশ্বরঃ ।
ত্বমি প্রভিষ্ঠিতঃ সর্বং সত্যং ভুবনত্রয়ম্ । ৯
তপস্বতো ভব সমং প্রতিভাস্বতি সৌহৃদম্^২ ।
কার্যাকারণভৌত-সহিতানি জগন্তি বৈ । ১০
ত্বমে দেহি বহুঃ স্থানং ত্রিষু লোকেষু^৩ স্বর্গতম্ ।
পুণ্যং পাপহরং রমাং জ্ঞানপ্রভবমুত্তমম্ । ১১
অহং হি সর্বভূতানাং ভূতা প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ।
উক্তরিষ্ঠে জগজ্জাতং নির্খায় জ্ঞানদীপিকাম্ । ১২
অজ্ঞানসাগরে যগ্নমধুনা সকলং জগৎ ।
জ্ঞানধ্ববং প্রদাহাহং তাদৃশিষ্ঠে জগত্রয়ম্ । ১৩

বহামুনি কপিল একদিন স্বায়ত্ত্বব বরগুরুর ব্রহ্মার পূজা স্বায়ত্ত্বব মনুকে বলিয়াছিলেন । ৫

কপিল বলিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র মহামতে মনুশ্রেষ্ঠ স্বায়ত্ত্বব । তোমার নিকট আমি একটি বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থিত বিষয় সম্প্রদান কর । ৬
তুমি এই সকল জগৎ সৃষ্টি করত পরিপালন করিতেছ, অতএব তুমি জগতের পতি । ৭

স্বর্গ-মর্ত্য এবং পাতালবাসী দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সকল জন্তর তুমিই প্রভু, বর-দাতা এবং সর্বকালীন রক্ষক । ৮

তুমি ষাভা বিধাতা এবং সর্বেশ্বরেশ্বর ; তোমাতেই নিরন্তর সকল ত্রিভুবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ৯

যেখানে তপস্যা করিলে কার্য এবং কারণের সহিত ত্রিজগৎপ্রপঞ্চ আমার নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে । ১০

নির্জ্ঞান ত্রিভুবনেও স্বর্গভ পাপনাশক পবিত্র এবং শুদ্ধজ্ঞানের স্মৃতিকারক এতাদৃশ কোন স্থান আমাকে নির্দেশ করিয়া দাও । ১১

আমি সর্বভূতের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হইয়া জ্ঞানরূপ দীপালোকে জগজ্জনকে উদ্ধার করিব । ১২

অজ্ঞানরূপ জলনিধিতে নিযগ্ন ত্রিভুবনবাসি-জনগণকে জ্ঞানরূপ ধ্রুব আলোকবাইয়া উদ্ধার করিব । ১৩

১। জগৎ ব্যাপ্তং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। তপস্বতো ভব সমং প্রতিভাস্বতি সৌহৃদম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

এতন্নিব্বাৎ ভবান্ সমাশ্বপশয়মিহেচ্ছতি ।
 ভ্রমো নাথক পূজাক পাণকক জগৎপ্রভো ॥ ১৪
 ইত্যেবমুক্তঃ স মনুঃ কপিলেন মহাশ্রুত্বা ।
 প্রতুৰ্বাচ মহাশ্রুতঃ কপিলঃ সংশিতব্রতম্ ॥ ১৫

মনুরূবাচ—

যদি ত্বয়াশিল্পগদ্বিতার্থঃ জ্ঞানদীপিকাম্
 টিকীর্ঘ্ণা বতঃ কার্যং কিং স্থানার্থনয়া তব* ॥ ১৬
 হিরণ্যগর্ভঃ সুমহৎ তপন্তেপে পুরাভূতম্ ।
 স মে যথাচে তপসে স্থানং কঠৈশ্চ ন চ বিজ্ঞঃ ॥ ১৭
 পশুঃ সন্তোগরহিতো দেবমানেন বৎসরান্ ।
 অমৃতানি তপন্তেপে সৌহৃদি স্থানং ন চৈক্ষত ॥ ১৮
 দেবেভ্যো বীতিহোত্রক শমনো ব্রহ্মসং পতিঃ ।
 যাদঃপতির্মাতরিষ্মা ধনাধ্যাক্ষস্তথৈব চ ॥ ১৯
 এতে তেপুস্তপতীৰ্বাং দিকৃপালভ্রমভীশ্বরঃ ।
 স্থানং ন মার্গয়ামাসুঃ কিকনাপি মহামুনে† ॥ ২০
 দেবগোত্রানি ভীর্ধানি কৈত্রানি সন্নিভস্তথা ।
 বহুনি পুণ্যভাষ্যাজ্জিষ্ঠান্তি কপিল কিতৌ ॥ ২১
 তেষামেকতমং ত্বং চেদামান্য কুরুবে তপঃ‡ ॥
 স্থানং ব্রহ্মবংশঃসিহ্নিন ভবিষ্যতি তত্র কিম্ ॥ ২২

হে জগদীশ্বর । তুমি আমাদের নাথ পূজা এবং পালক, অতএব এই বিষয় উপপাদনের যুক্তি বল । ১৪

যদিহুব মনু এই প্রকার মহাশ্রুত কপিলের বাক্য শ্রবণ করত নিরুত্থা ব্রতাবলম্বী কপিলকে এই বাক্য বলিলেন । ১৫

মনু বলিলেন,—যদ্যপি তুমি জ্ঞানদীপ নির্মাণ করত অগতের হিতকামনায় তপস্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা হইলে স্থানের কি প্রয়োজন ? ১৬

হে ব্রহ্ম । পূর্বে তুমি অত্যাশ্চর্য্য তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্থান ৩ নিকট বা অন্য কাহারও নিকট স্থানের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন নাই । ১৭

মহাদেব বিষয়ান্তিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈবপরিমাণে দশ সহস্র বৎসরকাল পর্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্থান অভিলাষ করেন নাই । ১৮

হে মহামুনে । দেবেভ্য, অগ্নি, শমন, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ইহারা দিকৃপাল হইবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও স্থানার্থে কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন নাই । ১৯-২০

হে কপিল । এই বিস্তৃত ধরামণ্ডলে দেবগৃহ, ভীর্ধকৈত্র, নদী এবং অনেক অনেক বাহ্যাব্যবিত্ত স্থান আছে । ২১

তাহার মধ্যে মনোমত কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিলে তপস্যা কি সিদ্ধ হইবে না ? ২২

১। টিকীর্ঘ্ণা তপঃ.....বতঃ । ইতি পার্শ্বাশ্রয়ম্ ।

২। সমাশ্বযাচ তপসে স্থানং কঠৈশ্চনং বিজ্ঞঃ । ইতি পার্শ্বাশ্রয়ম্ ।

৩। স্থানে সমাদয়ামাসুঃ গুরুন চাপি মহামুনে ।

৪। তেষামেকতমং ত্বয়াং আসাদ্য কুরুতঃ তপঃ ।

বস্ত্রঃ হানার্থনা তবঃ কেবলং তে বিকখনম্ ।
অস্বঃ বিকখনো বর্ষো বৃক্ষান্তে ন তপস্বিনাম্ ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রদ্ধা বচস্তস্মৈ মনোঃ স্বারজুবন্ত তু ।
হৃকোপ কপিলঃ সিক্তঃ প্রোবাচ চ তদা মৃদু ॥ ২৪

কপিল উবাচ—

কৃষ্ণি বিকৃতমাধার তপসঃ সিদ্ধকৈচিরাং ।
হানং যত্র প্রার্থিতং তে তস্মাৎ কপসি হেতুভিঃ ॥ ২৫
অনেনাত্তাপবচসা তবৈবাহং ন চক্ষ্যে ।
যত্র ত্রিভুবনাব্যক ইতি তে গর্ভে ঈদৃশঃ ॥ ২৬
অক্ষয়ং তে বচো মেহদ্য প্রার্থনাত্মাং বিকখনম্ ।
যত্র বদসি তস্মৈ ত্বং কলমেতদবাপ্নুহি ॥ ২৭
ইদং ত্রিভুবনং সর্বং সদ্বেদাসুত্রমানুষম্ ।
হতপ্রহতবিধ্বস্তমচিরেণ ভবিষ্যতি ॥ ২৮
যেনৈবমুচ্ছতা পৃথ্বী যেন বা স্থাপিতা পুনঃ ।
যো বাস্তু অন্নকর্তা স্যাদ্যো বাস্তুঃ পরিব্রজকঃ ॥ ২৯
ত এব সর্বৈ হিংসন্ত সকলং সচরাচরম্ ।
নচিরাদ্ কাসি মনো অলপূর্ণং অগজমম্ ।
হতপ্রহতবিধ্বস্তং তব গর্ভে বিশ্রান্তমম্ ॥ ৩০
এবমুচ্ছতা মুনীশ্রোতনো কপিলস্তপসাং নিধিঃ ।
অন্তর্দবে অগ্নায়াপি তদা ব্রহ্মসংগো মুনিঃ ॥ ৩১

আমার নিকট হান প্রার্থনা করা কেবল তোমার আত্মপ্রাণ সূচনা করা মাত্র ; তপস্বিগণের আত্মপ্রাণ করা একান্ত অনুচিত । ২৩

মার্কণ্ডেয় বলিবেন ;—সিদ্ধপ্রধান কপিল স্বারজুব মনুর এই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধপূর্বক বলিলেন,—তোমার জগতে আধিপত্য দেখিয়া তপস্যার নিমিত্ত যনোমত হান প্রার্থনা করার তুমি আমার অবমাননা করিলে এই নিষ্ঠুর বাক্যে বোধ হইতেছে, তুমি ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়া গর্ভিত হইয়াছ । ২৪—২৬

তোমার নিকট হান প্রার্থনা করিহা আমি আত্মপ্রাণী হইয়াছি, অদ্য এই প্রকার অসহ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি না, শীঘ্রই নিম্ন দুর্ভিক্ষের কল অনূভব করিবে । ২৭

দেব, দানব এবং মানব প্রকৃতির সহিত এই ত্রিভুবন শীঘ্রই নষ্ট, বিনষ্ট এবং বিধ্বস্ত হইবে । ২৮

যিনি এই পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি পৃথিবী স্থাপন করিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবী নাশ করিবেন এবং যিনি পালন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই ছাব্বর-অক্ষমের সহিত এই জগৎ নাশ করুন । ২৯

হে স্বারজুব । শীঘ্রই বর্গ-মর্ত্য-পাতালস্বাক হতপ্রহত বিধ্বস্ত দেব গন্ধর্ব্ব এবং যনুজপূর্ণ ত্রিভুবনকে অলমস্ব দর্শন করিবে । ৩০

মুনিশ্রেষ্ঠ তপোনিধি কপিল, এই বাক্য বলিয়া সেই হান হইতে পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন । ৩১

কপিলস্য বচঃ ক্ষুদ্রা বিষমবদনো যনুঃ ।
 ভাবীতি প্রতিপদ্যাত যনুর্নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৩২
 ততঃ স্বায়ম্ভুবো ধীমান্তপসে কৃতমানসঃ ।
 হিতায় সৰ্বজগতাং দিদৃক্ষুর্গন্ধৰ্বজম্ ॥ ৩৩
 বিশালাং বদরীং বাতো গঙ্গাভারাতিকং বনু ॥ ৩৪
 তত্র গতা জগত্বর্তা যনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ বয়ম্ ।
 বদৰ্শ বদরীং তত্র পুণ্যং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৩৫
 সদা কলবতীং নিত্যং যুগ্মশাখলমঞ্জরীম্ ।
 সুচ্ছায়াং মৃগাং শীর্ণলক্ষপত্রবিবজ্জিতাম্ ॥ ৩৬
 গঙ্গাতোয়োবসংসিদ্ধ-লিখাম্ভাস্তরাখিলাম্ ।
 উপাশ্রয়মানাং সততং নানামুনিভূষণৈঃ ॥ ৩৭
 তং স্থানং সৰ্বতো দৃষ্টং নানাভূষণপাশিতম্ ।
 কুল্লারবিন্দসলিলং ব্রহ্মণীষং বৃষপ্রদম্ ॥ ৩৮
 এবিষ্ট তপসে যত্নমকরোজ্জ্বলভাবনঃ ।
 ন তুভ্যং নিরুতাহারঃ পরমেন সমাধিনা ॥ ৩৯
 অত্রাধর্যামাস হরিং জগৎকারিণকারিণম্ ।
 সৰ্ব্বেষাং জগতাং নাথং নীলমেঘাঙ্কনপ্রভম্ ॥ ৪০
 শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বদং কমললোচনম্ ।
 পীতাম্বরধরং দেবং গন্ধৰ্বো-হি সংহিতম্ ॥ ৪১
 অগম্যবং লোকনাথং ব্যস্তাব্যস্তমক্ৰপিণম্ ।
 জগদ্বীকং সহস্রাকং সহস্রশিরসং প্রভুম্ ॥ ৪২

যনু, কপিল মুনির কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষমবদনে ভবিষ্যতাবস্থা বলবত্তা বিবেচনার মহর্ষি কপিলকে আত্ম কিছুর বলিলেন না । ৩২

তখনস্তর বুদ্ধিয়ান্ স্বায়ম্ভুব যনু, জগৎহিতের নিমিত্ত গন্ধৰ্বজম্ গোবিন্দের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন । ৩৩

যে স্থান হইতে পতিতশাবনী গঙ্গা বহির্গত হইয়াছেন, জগৎকর্ত্তা স্বায়ম্ভুব যনু, বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন । যনু সেই স্থানে বসন করত পুণ্য পাপনাশিনী সৰ্বকালীন-ফল-শালিনী কোমল এবং সরস-মঞ্জরী-সমম্বিতা শীতলচ্ছায়া দ্বারা সস্তাপ-নিবারিণী শুষ্কপত্র-রহিতা বদরিকা দর্শন করিলেন ।

৩৪-৩৬

বদরিকার শাখাগ্র এবং যুগ্ম প্রভৃতি অবয়ব গঙ্গার প্রবাহে সিদ্ধ হইতেছে । নানাপ্রকারে মুনি-ঋষিগণ আগমন করত তথায় তাঁহার তপস্যা করিতেছেন । ৩৭

সেই স্থান সকল প্রকারে মঙ্গলজনক নানাপ্রকার যুগ্মগণ ইচ্ছামত সুখে ক্রীড়া করিতেছে । সরোবর সকল, প্রফুল্ল-কমল-সমূহের শোভার উপশোভিত হইয়াছে, ব্রহ্মণীষ সেই সরোবর দীপ্তিপরিপূর্ণ হইয়াছিল । ৩৮

লোকভাবন যনু, পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া নিরুতাহারে সেই স্থানে উপস্থিত করিতে যত্ন করিলেন । ৩৯

যনু জগতের কারণ সকলের কল্যাণম্বরূপ জগৎসমূহের নাথ, নবীন স্নেহ এবং কঙ্কালের শাস্ত্র শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কমলনয়ন, পীতাম্বর-শোভিত গন্ধৰ্বাক্রম, অগম্য, লোকনাথ, ব্যস্ত এবং অব্যস্ত-ব্রহ্মণী জগৎকারণ,

সর্বব্যাপিনম'ধারং সারাস্বয়মজং বিজুশ্চ ।
 জগতেতৎ পরং যজ্ঞং সর্ববেদমজং যনুঃ ॥ ৪০
 হিব্যাগৰ্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিনে ।
 ঐ নমো বাসুদেবার তদ্বজ্ঞানবজ্রপিনে ॥ ৪৪
 ইতি জপ্যং প্রজপতো যনোঃ স্বাস্ত্যুভয়ং তু ।
 প্রসঙ্গাম অগম্মাখঃ কেশবো নচিরাগমঃ ॥ ৪৫
 উভঃ ক্ষুদ্রকণ্ঠো ভূতা দুর্কাদলসমপ্রভঃ ।
 কপূরকলিকামুগ্ধ-তুলানেত্রযুগ্মাঙ্কলঃ ॥ ৪৬
 তপস্তত্তং মহাআনং যনুং স্বাস্ত্যুভয়ং যুনিম্ ।
 আসঙ্গাঃ তদা কৃষ্ণমংকরুণী জনার্দিনঃ ॥ ৪৭
 উবাচ তং মহাআনং যনুং স্বাস্ত্যুভয়ং তদা ।
 সুসমুত্তং স কারুণ্য-যুক্তং ভীতিসগন্ধাদম্ ॥ ৪৮
 তপোনিধে মহাভাগ ভীতং মাং ত্রাতুমর্হসি ।
 নিত্যযুগ্মেকিতং মংকটবিপাটৈর্ভক্তিতুং প্রতি ॥ ৪৯
 প্রত্যাহং মাং মহাজাগ যৌনা বাবন্তি শুক্লিতুম্ ।
 সমস্ততোহিধিকাহক কং নাথো গোপিতুং কথং ॥ ৫০
 অদ্য প্রভূতৈর্বিপুলৈর্দারিতঃ পৃথুরোমতিঃ ।
 বিপ্রাত্তোহহং ক্ষুদ্রভরো ন চ শক্তঃ পলাতনে ॥ ৫১
 প্রাণাকাক্ষী মহাআনং ভবন্তং শরণং যুনিম্ ।
 প্রাত্তোহিকেন্দনুক্রোশন্তেহন্তি মাং প্রতিপালয় ॥ ৫২
 ভবোদ্ভাস্তমনাশ্চাহং হৃকচ্ছায়াঞ্চ চঞ্চলাম্ ।
 দুর্ঘট্য চলতরঙ্গাংশ্চ মংকটাদিব বিভেদ্যাহম্ ॥ ৫৩

সহস্রাক, সহস্রশীর্ষ, সর্বব্যাপী, আবার, অজ্ঞ এবং বিজ্ঞরূপ পরমপুরুষ
 নানারূপকে “তদ্বজ্ঞানবজ্রাব হিব্যাগৰ্ভ অব্যক্তরূপী প্রধান-পুরুষ বাসুদেবকে
 প্রণবোচ্চারণপূর্বক নমস্কার করি”—সর্বদেবতার এই পরম যজ্ঞ জপ করত
 আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর জগন্নাথ কেশব স্বাস্ত্যুভয় যনুর উক্ত
 যজ্ঞ জপপূর্বক আরাধনার শীত্বেই প্রসন্ন হইলেন। ৪০-৪৫

তদনন্তর, জনার্দিন, দুর্কাদলের কায় শ্যামবর্ণ কপূরকণা-সদৃশ, উজ্জল-
 নেত্রযুগ্ম-শোভিত ক্ষুদ্র মংকটরূপ ধারণ করত তপস্তাপর স্বাস্ত্যুভয় যনুর সমীপে
 উপনীত হইলেন এবং ভয়ে কঁদুকণ্ঠ হইয়া, কারুণ্য-যুক্ত মহাত্মা সাস্ত্যুভয় যনুকে
 বলিলেন,—মহাত্মা তপোনিধে! বৃহৎ বৃহৎ মংকটগণ আমাকে সহিত প্রতিদিন হৃক
 করিয়া আমাকে ভোজনর উপক্রম করে; অতএব তদ্ব্যগ্ৰিষ্ঠ-আমাকে রক্ষা
 কর। ৪৬-৪৮

হে মহাভাগ! প্রতিদিন মংকটগণ আমাকে ভোজন করিবার নিমিত্ত
 ধাবমান হয়; আমি ভীত হইয়া আশ্রয়কা করিতে পারি না। অদ্য পুনর্বার
 সেই বৃহৎ মংকটগণ আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। আমিও পলায়ন করিতে
 অসমর্থ হইয়া জীবনরক্ষা অভিলষে—হে মহাত্মন! আপনার শরণ গইলাম,
 আপনার যত্ননি আমার প্রতি দয়া হয়, তাহা হইলে এই এই পক্ষট হইতে
 আমাকে রক্ষা করুন। আমি ভয়-চকিত-চিত্ত; এখন আমি চঞ্চল হৃকচ্ছায়া
 এবং তরঙ্গসকল বর্জন করিয়া মংকটদের ভয় আশ্রয় করিতেছি। ৪৯-৫৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ভক্ত বচঃ ক্রীড়া যনুঃ স্বায়ম্ভুবস্তত ।
 কৃপয়া পরয়া বৃত্তঃ প্রোচেৎসহং বক্ষিতা তব ॥ ৫৪
 ভক্তঃ করোদরে তোরমাধায়াধায় ভব ভব ।
 সমক্কং ক্ষুদ্রমৎস্যসা বিহারং সমলোকয়ৎ ॥ ৫৫
 ভক্তো দয়ালুঃ স মনুষ্যঃ^১ মৎস্যং চাকুরপিণম্ ।
 অলিঙ্গরে তোরপূর্বে ক্রমাধিপুলভোগিনি ॥ ৫৬
 স তস্মিন্ মণিকে মৎস্যো বর্জমানো দিনে দিনে ।
 সাযান্তরোহিতপ্রায়-দেহোহুভূয় চিরামখ ॥ ৫৭
 দশঘটকলপূর্ণং প্রত্যহং স মহাত্মা
 মণিকম্বতিকূর্ণন বর্জয়ামাস মৎস্যম্ ।
 স চ সুবিশদনেত্রো মৎস্যবালোহিচিরেণ ।
 মণিকসলিলমধ্যে লোমশঃ পীনদেহঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রী কালিকাপুরাণে স্বাক্ষিংশোহুভাষাঃ ॥ ৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—ভদনন্তর স্বায়ম্ভুব যনু ক্ষুদ্র মৎস্যের এইরূপ বাক্য
 শ্রবণ করত অনুকম্পাপুরঃসর বলিলেন ;—আমি তোমাকে বক্ষা করিব । ৫৪

ভদনন্তর স্বায়ম্ভুব যনু হস্তমধ্যে জলগ্রহণ করত সেই জলে ক্ষুদ্র মৎস্যটিকে
 স্থাপন করিয়া তাহার স্বচ্ছমক্ৰীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন । ৫৫

ভদনন্তর যনু এইরূপে কিছুকাল তাহার বিস্তৃত ক্রীড়া দর্শন করত দয়ামান
 হইয়া জলপূর্ণ অলিঙ্গরে (ছালাত) মনোহর সেই মৎসকে স্থাপন
 করিলেন । ৫৬

অনন্তর সেই মৎস্য সেই অলিঙ্গরে অবস্থান করত প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া
 অল্পকালের মধ্যে সাযান্ত রোহিত মৎস্যরূপ হইল । ৫৭

মহাত্মা স্বায়ম্ভুব যনু প্রতিদিন দশঘট করিয়া জল সেই অলিঙ্গরে নিক্ষেপ
 করিয়া তাহাকে পরিপালন করিতে লাগিলেন এবং সেই মৎস্যও যনুর আশ্রমে
 অলিঙ্গর মধ্যে মনুদত্ত জলাদি দ্বারা লোমশ বৃহৎ মৎস্য হইল । ৫৮

স্বাক্ষিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২

১। মুনিস্তং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

দ্বয়ত্ৰিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তৎ তথা গীৰবতনুঃ^১ দৃষ্ট্বা মৎস্যং মনুঃ ববুধু ।
 গৃহীত্বা শাপিনা ফুল্লনলিনাং সরসীং ববৌ ॥ ১
 তৎসরন্তত্ৰ বিপুলং পুণো নারায়ণাশ্রমে ।
 একযোজনবিকীর্ণং সার্কযোজনমায়তম্ ॥ ২
 নানামৌলপথোপেতং শীতামলজলোৎকরম্ ।
 তদাসীদ্ভ সরো মৎস্যং বিনিধায় মনুস্তথা ॥ ৩
 গালয়ামাস মৃতবৎ কুশয়া গরয়া দ্বুতঃ ।
 সোহ্চিরৈশৈব কালেন পীনো বৈসারিপোহভবৎ ।
 ন মমৌ তত্ৰ সরসি ব্রহ্মদ্বাং দিকসত্তমাঃ ॥ ৪
 স একবা মহামৎস্যঃ পূৰ্ব্বাপরতটদ্বয়ে ।
 লিহঃ পুচ্ছে নিধাতাত্ত ত্বদেহঃ সমৃদ্ধিতঃ ॥ ৫
 দ্বায়দ্বুবং মহাশ্বানং চুক্রাশ আহি মাযিতি ॥ ৬
 তৎ তথা স মনুজ্ঞাত্বা ক্রোশন্তঃ স্থলপুচ্ছকম্ ।
 আসমান তথা মৎস্যং অত্রাহ চ করেণ তম্ ॥ ৭
 ন শক্তোহাহমুর্জিতুং পৃথুরোমাণমভুতম্ ।
 ইতি সন্ধিস্থয়েব প্রোদধার করেণ তম্ ॥ ৮
 ভগবানপি বিশ্বাত্মা মৎস্যরূপী জনার্দনঃ ।
 দ্বায়দ্বুবকরং প্রাপ্য লবিমানমুপাশ্রবৎ ॥ ৯

মনু-মীন সংবাদ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর মনু স্থলকার মৎস্যকে দেখিয়া বহৎ হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রসুটকমল-সরোবরে গমন করিলেন । ১

সাতিশর দয়াশীল মনু পবিত্র নারায়ণশ্রমে একযোজন বিস্তৃত সার্কযোজন সুদীর্ঘ বহল মৎস্যসমূহ শীতল স্বচ্ছ-সলিল-হাসিপূর্ণ সেই সরোবরে আগমন-পূর্বক মৎস্যকে রাখিয়া পুস্ত্রের দ্বারা গালন করিতে লাগিলেন, মৎস্যও অচির-কাল মধ্যেই স্থলকার হইল । হে দিকপণ ! মৎস্য একদা বাড়িয়া উঠিল যে, সেই সরোবরের আর স্থান ফুলাইল না । ২-৩

একদা উন্নতকায় মহামৎস্য সরোবরের পূর্ব ও পশ্চিমতীরে মস্তক ও পুচ্ছ স্থাপনপূর্বক উদ্ভিত হইয়া মহাত্মা মনুর উদ্দেশ্যে “আমাকে রক্ষা কর” এইরূপ চীৎকার করিল । ৫-৬

তখন মনু, মীনশ্রেষ্ঠ এইরূপ চীৎকার করিতেছে জানিয়া আগমনপূর্বক তাহাকে হস্তে গ্রহণ করিতে যাইলেন । ৭

“কি আশ্চর্য ! আমি মৎস্যকে তুলিতে পারিতেছি না” এইরূপে কনিক চিন্তা করত তাহাকে বহুহস্তে গ্রহণ করিলেন । ৮

মৎস্যরূপী বিশ্বময় ভগবান্ বিষ্ণুও মনুর হস্তে আসিয়া লব্ধ হইলেন । ৯

১। তততথা গীৰবতনুঃ.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

ততঃ করাত্যামুক্ত্য স্তম্ভে কৃত্বা ত্রুতং মনুঃ^১ ।
 নিনার সাগরং তত্র তোষে চ নিবধে ততঃ ॥ ১০
 যথোচ্চয়ত্র বর্জয় ন কোহপি ত্রাং বধিস্থতি ।
 অচিরেণৈব সম্পূর্ণ-দেহং ত্বং সমবাপ্নুহি ॥ ১১
 ইত্যুক্ত্বা স মহাভাগঃ সর্বপ্রাণভূতাং বরঃ ।
 লঘুত্বং চিন্তয়ন্তস্ত বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ১২
 যৎশোহিপি নচিবাংদেব পূর্ণকাক্ষস্তদা মহান্ ।
 সর্বতঃ পুরুষামাস দেহাভোগেন সাগরম্ ॥ ১৩
 তং পূর্ণকাক্ষ্যালৌকা বাতীত্যাস্তঃ সমুচ্ছিতম্ ।
 শিলাভিনিচিহ্নং স্তীভং^২ মানসাতলসাম্ভিতম্ ॥ ১৪
 রুদ্রস্তং সাগরং সর্বং দেহাভোগ্যচলীকৃতম্ ।
 স্বায়ম্ভুবো অনুধীমান্ যেনে যৎশ্যং ন তং ভদা ॥ ১৫
 ততঃ পপ্রচ্ছ তং সাত্বা যৎশ্যং স্বাঃস্বুবো মনুঃ ।
 বিচিন্ত্য লঘিমানক পশ্যন্তুর্ভিঃ ভদাভুতাম্ ॥ ১৬

মনুরূবাচ—

ন ত্বাং যৎশ্যমহং যন্তে কন্তুং যে বদ সন্তম ।
 মহন্তং লঘিমানং তে চিন্তয়ন্ সুমহন্তর ॥ ১৭
 ত্বং ব্রহ্মা হৃদবা বিষ্ণুঃ শঙ্কুর্বা মীনরূপশৃক্ ।
 ন চেদৃশহং মহাভাগ তস্মৈ বদ মহ্যমতে ॥ ১৮

অনন্তর মনু, দুই হস্তে তাহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক স্তম্ভে করিয়া সমুদ্রে গমন-পূর্ব্বক তদীয় জোম্ব-রাশিতে রাখিলেন । ১০

“এইস্থানে ইচ্ছানুসারে বাড়িতে থাক, কেহই তোমাকে মারিবে না, নীচুই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হও ।” ১১

মৌভাগ্যশালী প্রাণিলোষ্ঠ মনু, এই বলিয়া তাহার লঘুতা চিন্তা করত অতিশয় বিস্মিত হইলেন । ১২

সেই যৎশ্য অতিশীঘ্র পূর্ণাবয়ব হইল তদীয় দেহে সমুদয় সমুদ্র ব্যাপ্ত হইল । ১৩

তখন প্রতিভাশালী স্বায়ম্ভুব মনু, শঙ্ক-পরিবৃত্ত পূর্ণাবয়ব যৎশ্যকে শিলাভূত মানস মৈলের তায় জল আতিক্রম করিয়া উর্ধ্বে উঠিতে ও দেহবিস্তারে সমস্ত সাগরকে নিশ্চলরূপে বোধ করিতে দেখিয়া, আর তাহাকে যৎশ্য বোধ করেন নাই । ১৪-১৫

অনন্তর সেই স্বায়ম্ভুব মনু, তৎকালীন তাহার অসুত যুতি সন্দর্শন করত পূর্ব্ব লঘুতা পূরণ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে সিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে সাধুলোষ্ঠ । ভবদীয় মহত্ব ও লঘুতা সন্দর্শন করিয়া আপনাকে আমার আর যৎশ্য বলিয়া বিবেচনা মাই, আপনি কে আমাকে বলুন । আপনি মীনরূপধারী ব্রহ্মা বিষ্ণু অথবা মহেশ্বর ? হে মহাভাগ ! যদি ইটা গোপনীয় না হয়, তবে আমাকে বলিতে পারেন । ১৬-১৮

১। কৃত্বাওকং মনুঃ ।

২। বৈকঃ শিলাভিঃ স্তীভতং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

মৎস্য উবাচ—

আরাধ্যোহহং বহা নিত্যং যো হরিঃ স সনাতনঃ ।
তবেষ্টেকামসিদ্ধার্থং প্রাপ্তভূতঃ সমাহিতঃ ॥ ১৯
যং হুমিচ্ছসি ভূতেশ বস্তুভ্যং যৌনমুত্তিতঃ^১ ।
তং করিষ্যেহং তাং মুক্তিমিমাং বিদ্ধি মনো মম ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিক্ষোভমিত্তেজসঃ ।
শ্রুত্বা প্রত্যাকতো বিষ্ণুং মনুষ্যকৌব কেশবম্ ॥ ২১

মনুরুবাচ—

নমন্তে জগদব্যক্ত-পর্যাপন্নগতে হরে ।
পাৰ্বকাদিত্যশীতান্ত-নেত্রজয়ধরাব্যব ॥ ২২
জগৎকারণসর্বজ্ঞ জগদ্ধাম হরে পর ।
পর্যাপরাশ্চরুপাশ্চান্ পারিণাং পার্কারণ ॥ ২৩
আগ্নানমোখনা ধৃত্বা ধাতাক্রপধরো হরে ।
বিভবী সকলান্ লোকানাধারাস্থত্রিবিক্রম ॥ ২৪
সর্ববেদময়জ্ঞেষ্ঠ ধামধারণকারণ ।
সুরৌষপরমেশান নারায়ণ সুরেশ্বর ॥ ২৫
অমোনিষ্ঠং জগদমোনিরূপাদিত্যং সদাশক্তিম্ ।
ত্বং ভেজঃ স্পর্শহীনশ্চ সর্বোপভূমনীশ্বরঃ ॥ ২৬

মৎস্য বলিলেন, তুমি যাহাকে প্রতিদিন আরাধনা করিয়া থাক, আমি সেই সনাতন বিষ্ণু ; হে প্রজাপতি, তুমি যাহা আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমি মুক্তিমান হইয়া সম্পাদন করিব, পূর্বে এইরূপ অঙ্গীকৃত হিলাম, তাই তোমার মনোরথ সিদ্ধির জন্য অন্য অবতীর্ণ হইরাছি, মনু ! আমার এই মুক্তিকে সেই সিদ্ধিদায়িনী জানিও ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মনু অমিত্তেজা বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শুনিয়া ও বস্তুং বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ভব করিলেন,—হে বহিঃ-সূর্য-চন্দ্রনেত্রধারী সনাতন । হে সুলস্কর কার্যকারণেশ্বর হরি । আপনাকে প্রণাম করি ॥ ২০-২১

হে পরমাত্মা হরি ! আপনি জগতের সমস্ত কারণ অবগত আছেন, আপনি জগতের আশ্রয় ॥ ২২

আপনি কার্যাকারণ-স্বরূপ আত্মা এবং পবিত্রতাকারিগণের পবিত্রতার কারণ ॥ ২৩

হে ত্রিবিক্রম ! যৈত্বশ্রম্যসম্পন্ন হরে । আপনি স্বয়ং স্ব স্ব স্বরূপ ধারণপূর্বক ধারাক্রম ধরিয়া সমস্ত লোককে ধারণ করিতেছেন ! হে সর্বদেবময় ! হে পরম ধ্যানধারিন্ ! হে সুরগণের পরমাত্মা সুরেশ্বর নারায়ণ । আপনার নিজের জন্ম নাই, তথাপি আপনি জগতের উৎপত্তিকারণ, আপনি স্বয়ং চরণশূন্য হইলেও সর্বদা গতিশীল । আপনি ভেজঃস্বরূপ, সূতরাং ইন্দ্রিয় সকলের অগোচরতা নিবন্ধন স্পর্শজ্ঞানের অগোচর এবং আপনিই সকলের ইন্দ্র ; আপনার কেহ দৈব নাই ॥ ২৪-২৬

১।মতঃ শাস্ত্রেন মুক্তিমা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ত্বনাদিঃ সমস্তাদিত্যং নিত্যানন্তরোহিতরঃ ।
 চৈকমমন্তঃ জগতাং বীজং ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৭
 তদ্বীজং^১ ভবভস্তুজস্বয়োক্তং সজিলেবু চ ।
 সর্কষাধারো নিগাধারো নির্হেতুঃ সর্ককারণম্ ॥ ২৮
 নমো নমস্তে বিশেষ লোকানাং প্রভব প্রভো ।
 সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কৃত্বং বিধিবিমূহরাঅধুক্ ॥ ২৯
 যন্ত তে দশধা মূর্ত্তিকার্মিষট্কাদিবর্জিতা ।
 জ্যোতিঃ পতিত্বমন্তোবিস্তৃতৈশ্চ তুভ্যং মমো নমঃ ॥ ৩০

কন্তে ভাবং বস্তুযীনঃ পরেশ
 সুলোং সুলো যোহুতপোর্ববর্ণীং ।
 তস্মৈ নিত্যং মে নমোহস্তন্য যোহু-
 দ্যাদিত্যধর্বং তমসঃ শরস্তাং ॥ ৩১
 সহস্রদীর্ঘা পুরুষঃ সহস্রপাং
 সহস্রচক্ষুঃ পৃথিবীং সমন্ততঃ ।
 দশাঙ্গুলং যো হি সমত্যতিষ্ঠং
 স মে প্রসাদদ্বিহ বিষ্ণুকণ্ডঃ ॥ ৩২
 নমস্তে যীনমূর্ত্তে হে নমস্তে ভগবন্ হরে ।
 নমস্তে জগদানন্দ নমস্তে ভক্তবৎসল ॥ ৩৩

আপনি স্বয়ং অনাদি হইলেও সকলের আদি, নিত্য আনন্দই আপনার
 উপস্থিতিস্থান । ত্রিভুবনের বীজরূপ যে স্বর্ণময় অণু ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বিখ্যাত,
 সে বীজও আপনার তেজ এবং আপনি তাহাকেই ভোরবাসিতে নিক্ষেপ
 করিয়াছিলেন । আপনি সকলের আশ্রয়, আপনার কোন আশ্রয় নাই, আপনি
 সকলের কারণ, আপনার কেহই কারণ নহে । ২৭-২৮

হে সর্বলোক প্রভব ! প্রভো ! জগদীশ্বর ! আপনাকে নমস্কার । আপনি
 ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ের কারণ । ২৯

যে আপনার দশপ্রকার মূর্ত্তি কাম-জ্যোত্বাদি-বহুর্নিপুর্বজিত, হে তেজো-
 রাশি-সত্তে ভূতভাবন ! সেই সকল মূর্ত্তিরূপ আপনাকে বারংবার প্রণাম
 করি । ৩০

হে পরেশ ! সুল হইতে সুলতর ও সুক্ষ হইতে সুক্ষতর ভবদীপ স্বভাব বর্ণনা
 করিতে কে পারে ? যিনি অজ্ঞান-তমসের অতি দূরবর্তী, সূর্য্য-সম-তেজস্বী,
 সেই আপনাকে আমার সর্বদা নমস্কার । ৩১

যিনি পৃথিবীব্যাপী সহস্র যন্তক, সহস্র চরণ ও সহস্রনেত্র হইয়াও দশাঙ্গুল
 পরিমিত স্থানে স্থিতি করিয়াছিলেন, সেই বীৰ্য্যবান্ বিষ্ণু এই স্থানে আগমন-
 পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩২

হে যীন-মূর্ত্তি-ধারিন্ । আপনাকে নমস্কার, হে ভগবন্ হরে । আপনাকে
 নমস্কার । হে জগদানন্দময় ! আপনাকে নমস্কার, হে ভক্তবৎসল ! আপনাকে
 বারংবার নমস্কার করি । ৩৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

স্বাস্থ্যভবেন মনুনা সংস্কৃতো মংস্করুপমৃক ।
বাসুদেবস্তথা গ্রাহ মেঘগভীরনিঃস্রবঃ ॥ ৩৪

ভগবানুবাচ—

ভুক্তৌহ্মি তপসা তেহম ভক্ত্যা চাপি স্তুতো যুহঃ ।
সপর্যায় চ দানেন বরং বরয় সুতত ॥ ৩৫
ইষ্টার্থং সম্প্রদাস্তামি তুভ্যং নাত্ৰ বিচারণা ।
বরমহেশ্পিতান্ কামান্ লোকানাং বা হিতক স্বং ॥ ৩৬

মনুকুবাচ—

যদি দেহো বরো মেহম লোকানাং যো হিতো ভবেৎ ।
তস্মৈ দেহি বরং বিকো ভং বক্ষ্যামি শৃণু মে ॥ ৩৭
শশাপ কপিলঃ পূর্ব্বং বদর্থে ভুবনজয়ম্ ।
হস্তপ্রহৃতবিধ্বস্তং সকলং তে ভবেদिति ॥ ৩৮
যেনেষমুদ্ধতা পৃথ্বী যেনেষং প্রতিপালিতা ।
সংহরিয়াতি যন্তেনাং তেহধুনা প্রাবয়তিমাম্ ॥ ৩৯
ভক্তৌহমং দীনহৃদয়ত্বামেব শরণং গতঃ ।
ন যথেষং ত্রিভুবনং ভবিস্ততি জলধ্বতম্ ॥ ৪০
হস্তপ্রহৃতবিধ্বস্তং^১ তথা ভং দেহি মে বরম্ ॥ ৪১

ভগবৎ মংস্করুপী বাসুদেব স্বাস্থ্যভুব মনুর ভোজে পূজিত হইয়া মেঘ-গভীর-
স্রবে বলিলেন,—হে সুত । তপসা, ভক্তি ও এইরূপ পূজা বিধি দ্বারা ব্যৱহা-
র পূজিত হইয়া আমি তোমার প্রতি সান্তিশব্দ সম্বন্ধে হইয়াছি, এক্ষণে বর
প্রার্থনা কর । ৩৫-৩৬

মনোরথ সিদ্ধির জন্ত তোমাকে সমস্তই প্রদান করিব, প্রদান বিষয়ে
আমার বিচার নাই ; যাহা ত্রিভুবনের হিতকারী এরূপ অভিলষিত বর প্রার্থনা
কর । ৩৬

মনু বলিলেন ;—হে বিকো ! সর্বলোক হিতকর বর যদি আমাকে প্রদান
করেন, তবে আমি তাহার বিষয় এক্ষণেই বলিব শ্রবণ করিয়া সেই বর প্রার্থনা
করুন । ৩৭

পূর্ব্বে কপিলদেব আমার জন্ত ত্রিভুবনের প্রতি “তোমার সকলই বিনষ্ট ও
বিধ্বস্ত ও লব্ধ প্রাপ্ত হউক । ৩৮

যিনি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি ইহাকে পালন করিতেছেন
এবং পরে যিনি ইহাকে সংহার করিবেন, তাঁহারই সকলেই এক্ষণে ইহাকে
জলপ্লাবিত করুন” । ৩৯

এইরূপ শাপ প্রদান করেন, তাই আমি কাতর হৃদয়ে আপনার শরণাপন্ন
হইয়াছি । ৪০

যেন এই ত্রিভুবন জলপ্লাবিত ও বিনষ্ট বিধ্বস্ত না হয়, সেইরূপ আমাকে
বর প্রদান করুন । ৪১

১। হস্তপ্রহৃতবিধ্বস্তে.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভগবানুবাচ—

ন যত্নঃ কপিলো ভিন্নস্তথা ন কপিলাদহম্ ।
 যত্নস্তং তেন মুনিনা মরোক্তং বিজ্ঞি তন্মনো ॥ ৪২
 তন্মাদ্ বহুদিতং তেন তং সত্যং নাস্তথা ভবেৎ ।
 করিষ্যে তত্র সাহায্যং স্বাক্ষত্বং নিবোধ তং ॥ ৪৩
 হতপ্রহতবিক্ষপ্তে তোমমগ্নে জগৎত্রে ।
 ন চিরাদেব ভক্তোহং শোভয়িষ্যামি বৈ মনো^১ ॥ ৪৪
 শাবল্ললপ্রবস্তাবদৃশ্যং কার্য্যং কুশা মনো ।
 তন্মে নিগদতঃ পথ্যং নৃপুংসাবহিতোহধুনা ॥ ৪৫
 সর্বযজ্ঞিককাঠৌদৈবেরকা নৌকা বিধৌতাম্ ।
 তামহং ত্রুটিয়ামি যথা নো ভিষ্যতে জলৈঃ ॥ ৪৬
 দশযোজনবিস্তীর্ণাং ত্রিংশদযোজনমাত্রতাম্ ।
 ষাণ্মিশীং সৰ্ব্ববীজানাং ভুবনত্রয়বর্তিনীম্ ॥ ৪৭
 সৰ্ব্বযজ্ঞিককাঠাং তুদ্রিবলতন্ত্রুতিঃ ।
 নবযোজনদীর্ঘাঙ্ক বায়ত্ৰয়মুবিভূতাম্ ।
 কুরুত্ব তং মনো তুৰ্ণং বৃহতীমীরিকাং বটীম্ ॥ ৪৮
 জগদ্ধাতী জগদ্বাসী লোকমাতা জগদ্বদী ।
 ত্রুটিয়ন্তি তাং বজ্রং ন ত্রুটিয়ন্তি যথা তথা ॥ ৪৯

ভগবান্ বলিলেন ;—কপিল আমা হইতে ভিন্ন নহে, আমিও কপিল হইতে ভিন্ন নহে । ৪২

হে মনো । সেই মুনি বাহা বলিয়াছেন তাহা বাক্যানুসারে বিজিত-হইয়াছে । ৪৩

অতএব তিনি বাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, অস্তুথা হইবার নহে । হে মনো । আমি সে বিষয়ে তোমার সাহায্য করিব, তাহা শ্রবণ কর, হে মনু । বিনষ্ট লবপ্রাপ্ত ত্রিংশৎ জলরাশি-বগ্ন হইলে আমি অতি শীঘ্রই সেই জলরাশি-তরু করিব । ৪৪

হে মনু । যে পর্য্যন্ত জলপ্রাবন থাকিবে, সেই সময়ে তোমার বাহা কর্তব্য আমি তদ্বিময়ে হিতবাক্য বলিতেছি এক্ষণে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । ৪৫

মনো । ধাত্তিক কাঠসমূহ দ্বারা প্রস্থে দশযোজন এবং দৈর্ঘ্যে ত্রিংশৎ-যোজন-পরিমিত এবং জগৎ-সৃষ্টির মূলীভূত কারণ সকলের ধারুণে সমর্থ যজ্ঞীক কাঠসমূহ দ্বারা এক নৌকা নির্মাণ কর ; ঐ নৌকা আমি স্বশক্তি দ্বারা দৃঢ় করিষ্যে রাখিব । প্রলয়কালীন জলের প্রচণ্ড বেগেও তাহার বিঘ্ন হইবে না । এবং নব যোজন পরিমাণে দীর্ঘ এবং প্রস্থে বাহুযূল হইতে অঙ্গুরীর অষ্ট-ভাগের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বিস্তৃত যজ্ঞ সহস্রীর বৃক্ষসমূহের বহুল এবং সূত্রদ্বারা যতঃই বৃহৎ এক বজ্র নির্মাণ কর । ৪৬-৪৮

সাঁহার সাঁহার লোক মুক্ত হইয়া আত্মজালে বদ্ধ হইতেছে, সেই জগজ্জননী উক্ত বজ্রের বিঘ্ন নিবারণ করত বক্ষা করিবেন । ৪৯

সৰ্বানি বীজান্যাদাঃ সবেদান্ সন্ত বৈ ধ্বনীন্ ।
 তস্যাং নাবি নিবল্লভুং বৰ্জ্যমানে জলপ্লবে ॥ ৫০
 দক্ষেণ সহ সঙ্গম্য স্মরিত্বসি মনো মম ।
 স্মৃতোহহং তুৰ্ণমাত্মস্মৈ ভবতো নিকটং প্রেতি ॥ ৫১
 স্তামলেনাথ শৃঙ্গেণ ত্বং মাং জ্ঞাস্বসি বৈ তদা ॥ ৫২
 যাবৎ প্রহতবিধ্বস্ত-হতং কালুবনজয়ম্ ।
 তাবৎপূঠেন তাং নাবৎ বোঢ়াহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩
 জলপ্লবে তু সম্পূৰ্ণে শৃঙ্গে মম চ তাং তরীয়ম্ ।
 ত্বং তদা বজ্রিরিকম্মা সন্ধানিত্বসি বৈ মৃতম্ ॥ ৫৪
 বজ্রাহাং নাবি মে শৃঙ্গে দেবমানেন বৎসরান্ ।
 সহস্রং প্রেরয়িত্বামি তাং নাবৎ শোবরনু জলম্ ॥ ৫৫
 ততঃ তক্ষেণু তোষেণু প্রোস্তুক্ষে শিখরে গিরেঃ ।
 হিমাচলম্ বজ্রাহং তন্নিম্নাবমহং মনো ॥ ৫৬
 ত্বাং বৈ গোপয়িত্বা নিত্যং যাবদুঃ শোষয়েজ্জলম্ ।
 চিন্তিতোহহং ত্বাং প্রাপ্তো যদা হি নিকটং তব ॥ ৫৭
 শৃঙ্গেণ স্তামলেনৈব ত্বং মাং জ্ঞাস্বসি শৃঙ্গরে ॥ ৫৮
 পুনঃ সৃষ্টিং ততঃ কৃৎস্না মৎপ্রসাদানুহামতে ।
 ত্রৈলোক্যহুত্ৰ-ভাবিত্বিষবাপ্যসি সনাতনীম্ ॥ ৫৯
 অহমাবাধিতো যেন অপোদন ভবতা মনো ।
 সৰ্বসিদ্ধিৰ্ভবেত্তস্মৈ যন্তোষয়তি তেন মাম্ ॥ ৬০

যে কালে প্রলয়পর্যোনিমির সম্মিল-তরঙ্গে এবং প্রচণ্ড পবনের ঝড়োঘাতে ভূতল রসাতল গমনোদ্ধত হইবে, তুমি সেই কালে ভাবী সৃষ্টির বীজসকল সত্ত্ববিহবুল এবং বেদ সকলকে গ্রহণ করিয়া দক্ষের সহিত সেই নৌকায় আরোহণ করত একচিহ্নে আশাকে স্মরণ করিবে । স্মরণ করিবারাত্রই আমি তোমার নিকটে আগমন করিয়া দর্শন দিব । ৫০-৫১

তুমিও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গ দর্শন করিয়া আমাকে জানিতে পারিবে । যেকাল পর্যন্ত এই প্রকার ভয়ঙ্কর কার্য্যে জগৎ দোহলায়ান হইবে, আমি তদবধি সেই নৌকা পুষ্টে ধারণ করত রক্ষা করিব । ৫২

অনন্তর প্রলয়কালীন কোভ শান্ত হইলে, তুমি পূৰ্ব্বোক্ত বজ্রুদ্বারা আমার শৃঙ্গের সহিত ঐ নৌকাকে সৃষ্টির বস্তন করিবে । ৫৩

দৈব-পরিমাণে সহস্র বৎসরকাল ঐ জল শুভ হইলে হিমালয়গিরির উন্নত-শিখরে নৌকা বস্তন করিয়া আমার দর্শন প্রতীক্ষার সেই স্থানে থাকিবে এবং আমাকে চিত্তা করিবারাত্র আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইব । ৫৪-৫৭

পৃথিবীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল অবশিষ্ট থাকিলে তোমার দর্শন দিব ; তুমিও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গ দর্শনে আমাকে জানিতে পারিবে । ৫৮

মহামান ! আমার অনুগ্রহে পুনর্বার জগৎ সৃষ্টি করিয়া লোক-ভুলভা পূৰ্ব্বের সম্মী লাভ করিবে । ৫৯

মনো । তুমি যে মন্ত্র জপ করিবা আমার আরাধনা করিবা, যে ব্যক্তি

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি যজ্ঞা যজ্ঞং তৈশ্চ যৎস্তুতেন নমস্কৃতঃ ।
 অন্তর্দেহে জগদ্বাখ্যো লোকানুগ্রহকটকঃ ॥ ৬১
 ব্রাহ্মভূবোহপি ভগবানন্তর্জামং গতে হর্যো ।
 যথোক্তং হরিণা পূর্বং ন্যায়ং ব্রহ্মুং তথাকরোং ॥ ৬২
 সর্বযজ্ঞিরূক্ষোযা যিত্বা ব্রাহ্মভূবন্তসা ।
 উকৃত্য কারয়ামাস^১ বাত্যানিভিরসৌ ভবিস্ম ।
 তেষাং^২ বহুসমুদ্ভূত-সূত্রসংজ্ঞ্যর্জটিকাম্ ।
 পূর্বোক্তেন প্রমাণেন কারয়ামাস বৈ মনুঃ ॥ ৬৩
 ভূতঃ কালেন মহতা যুগং যুগং মহাসুতম্ ।
 বিকোষলবরাহক শরভশ্চ হরশ্চ চ ॥ ৬৪
 ভূতো জলপ্লাবে ভাঙে বিশ্বস্তে ভুবনত্রয়ে ।
 তথা ব্রহ্মা তত্রিৎ বক্রা বীজাশালার সর্বশঃ ॥ ৬৫
 বেনানুযীংস্তদা সপ্তবংশকাদাব বৈ মনুঃ ।
 তস্যাং নগরি সমাধায় ভোমমগ্রে চরাচরে ॥ ৬৬
 ব্রাহ্মভূবন্তসা যৎস্তুং হরিং সন্ধ্যার নৌগতঃ ।
 ভূতো জলানানুশরি সশূক ইব পর্বতঃ ॥ ৬৭
 ঐতিতৈশ্চকনুজেন বিষ্ণুর্মৎসরকনধুক্ ।
 অগ্নিতস্তত্র ন চিরাদ্যত্রান্তে তরিণা মনুঃ ॥ ৬৮
 ভবিমাক্রহ বিপুলে ভোয়রাশৌ ভবত্বরে ।
 যাবচ্চলাচলং ভোয়ং ভাবং পৃষ্ঠে তরিং তথাং ॥ ৬৯

এই যজ্ঞের জগাদি করিয়া আমায় শূজা করিবে তাহারও মনোরথ সকল
 হইবে । ৬০

লোকানুগ্রহীতা ভগবান্ এইপ্রকারে ব্রাহ্মভুব মনুকে বর প্রদান করিয়া
 অন্তর্হিত হইলেন । ৬১

ব্রাহ্মভুব মনুও—ভগবান্ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া অন্তর্হিত হইলে
 তাঁহার আদেশমত্ত যজ্ঞীয় কাঠ আহরণ করত পূর্বোক্ত পরিমাণে এক নৌকা
 নির্মাণ করিলেন এবং বৃক্ষের বহুল এবং সূত্রদ্বারা ব্রহ্মুও নির্মাণ করিলেন ।

৬২-৬৩

তদনন্তর বহুকালের পর মহাদেব যজ্ঞ-বরাহ-রূপধারী বিষ্ণুর সহিত যুগ-
 রূপ ধারণ করিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । ৬৪

অনন্তর প্রায় হেতু ত্রিভুবন হিন্নভিন্ন হইলে ব্রাহ্মভুব মনু, সেই ব্রহ্ম দ্বারা
 নৌকাকে বহন করিয়া সৃষ্টির বীজ সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদ-সকলকে গ্রহণ করত
 নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং বিষ্ণুর আদেশমতে যৎস্তু রূপধারী ভগবানকে
 চিত্তা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৬৫-৬৭

তদনন্তর শূজাবিরাজিত নিরিবরের দ্বার শোভাশালী যৎস্তুরূপী ভগবান্
 এক শূক ধারণ করিয়া ব্রাহ্মভুব মনুর নিকটে উপস্থিত হইলেন । ৬৮

১। ন্যায়ং যুগতয়াং ভূতঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। বহুসমুদ্ভূতঃ—বহুসমুদ্ভূতম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। উদীত—ইতি পাঠান্তরম্ ।

অন্যে প্রকৃতিমাণয়ে শূন্যে বহু বটীকাম্ ।
 তান্ নাবৎ নৌদগ্গামাস সহস্রং নৈববৎসহান্ । ৭০
 যবৎ নাবমবক্ৰত্য নদার গবদেধরঃ ।
 যোগনিভ্রা অগচ্ছাতী সমাসীদবটীকাম্ । ৭১
 ততঃ শনৈঃ শনৈস্তোয়ে শোবৎ গচ্ছতি বৈ চিহ্নাৎ ।
 পশ্চিমং হিমবচ্ছ্রং সুমরং তৌতমযাতঃ । ৭২
 যে সহস্রে যোজনানামুচ্ছিতস্ত হিমপ্রভোঃ ।
 পক্ষাশস্ত্ৰ সহস্রাণি শূন্যে ততস্ত চোচ্ছিতম্ । ৭৩
 তস্মিন্ শূন্যে ততো নাবৎ বহু মৎস্তাশ্বযুগ্মরিঃ ।
 অগাম শোষণাত্যাত জনানাং অগতাং পতিঃ ।
 এবং হি মৎস্তরূপেণ বেদান্তাত্যন্ত শার্ঙ্গিনা । ৭৪

শার্কণ্ডেয় উবাচ—

কপিলস্ত তু শাপেন কৃত্ত আকালিকো লয়ঃ ।
 অকালিকোহুতঃ প্রলয়ে নাতো ভগবতা কৃত্তঃ ।
 ইতি বঃ কথিতং সর্বং যথাবদৃ শ্রীকৃষ্ণমুখাঃ । ৭৫

ইতি শ্রীকালিকাপুত্ৰাণে ঐক্যবিশেষঃ । ৩৩

এবং যেকাল পর্যন্ত সেই জল মহাবোলে সৃষ্টিমাণে প্রবৃত্ত হইল, ভগবান্
 তদযদি নৌকা পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন । ৬৯

প্রলয় শাস্ত হইলে ভগবান্, বহু দ্বারা শূন্যে দৃঢ়তর বদ্ধ নৌকা ধারণ
 করিয়া দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসরে সুমেরু-শিখরের সমীপে উপস্থিত হইলেন ।
 যোগমায়া অগচ্ছাতী, সেই নৌকার বিয়-বিনাশ করিয়াছিলেন । ৭০-৭১

ক্রমশঃ জল শুষ্ক হইতে লাগিল, দুই সহস্র যোজন পরিমাণে উন্নত, পশ্চিম
 সিংহাসী হিমালয় পর্বতের প্রধান শৃঙ্গ, জল হইতে কিঞ্চিৎ উচিত হইলে,
 ভগবান্ তাহাতেই নৌকাবন্ধন করত মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া বেশ সকল ব্রহ্মা
 করিলেন । ৭২-৭৪

শার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে শূন্যসত্তম । মহাত্মা কপিলমুনির শাপে অকালে
 যে প্রলয় হইল, সেই বিষয় সবিস্তারে তোমাদের নিকট বর্ণনা করিলাম । ৭৫

ঐক্যবিশেষ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩

চতুস্ত্রিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যথা পুনরুৎ সৃষ্টিরকালপ্রলয়ে গচ্ছত ।
 যেন চৈবোদ্ধতা পৃথ্বী তচ্ছবিত্ত্ব বিজ্ঞোক্তয়াঃ । ১
 বাতীতে প্রলয়ে বিষ্ণুঃ কুশ্মকৃপী মহাবলঃ ।
 পৃষ্ঠে নিবাস্য পৃথিবীমুদ্ধতাস্থ সপৰ্বতাম্ ।
 সমাধিকার সকলাং পূৰ্ব্ববৎ পরমেশ্বরঃ । ২
 শরভস্য বরাহস্য তংপুত্রাণাং পলক্রমৈঃ ।
 যত্র ভূমির্বিদীর্ণাকৃতাং সমাং কমঠোহকবোঃ । ৩
 কৃত্বা সমং ভাতো ভূমিং পূৰ্ব্ববৎ পরমেশ্বরঃ ।
 জনন্তঃ ধারয়ামাস পৃথিবীতলসংশ্রিতম্ । ৪
 ভাতো ভ্রমা চ বিষ্ণুশ্চ হরশ্চ পরমেশ্বরঃ ।
 নাবোদবস্থান্ সপ্তমুনীনানুং স্বাস্ত্রুবং তদা ।
 নরনারায়ণৌ চৌভৌ নক্ষত্রোহুঃ সমাগতাঃ । ৫
 শূন্যস্ত মনয়ঃ সৰ্ব্বৈ নরনারায়ণৌ তথা ।
 নক্ষ-স্বাস্ত্রুবমন্ বয়ং ক্রমোহিধুনা চ যৎ । ৬
 সৃষ্টির্নষ্টা বরাহস্য শরভস্য চ সঙ্গরাং ।
 অতোহগ্ন্যকঃ বধা কার্য্য্য সৃষ্টিরাকৰ্ণয়ন্ত তৎ । ৭
 নরনারায়ণাবেভৌ সৃষ্টার্থং সমুপস্থিতে ।
 সংস্থাপনায় দেবানাং পরমং উপাত্য তপঃ । ৮
 আপ্যায় তপসা চৌভৌ জনলোকগতান্ সুরান্ ।
 আনয়ন্তুপরাহুযং সংসৃজন্ত গগান্ বহুন্ । ৯

সৃষ্টি-বিস্তার

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে বিষ্ণুশ্ৰেষ্ঠগণ । এই প্রকারে অকাল-প্রলয়ানন্তর
 বেক্রমে পুনর্বার সৃষ্টি হইল এবং যিনি এই পৃথিবী উদ্ধার করিলেন, সেই সমস্ত
 বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, তোমরা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর । ১

পরমেশ্বর বিষ্ণু, প্রলয়-বেগ নিবৃত্ত হইলে কুশ্মকৃপ ধারণ করিয়া পৰ্ব্বতের
 সহিত পৃথিবীকে পৃষ্ঠে গ্রহণ করত উন্নত অবনত দেশসকল সমান করিলেন । ২

শরভ এবং বরাহের যুদ্ধকালে পৃথিবীস্থ যে সকল দেশ বিদীর্ণ হইয়াছিল,
 সেই সকল দেশও সমভূমি করিলেন । ৩

এই প্রকারে সকল দেশ সমভাগে পরিণত হইলে ভগবান্, ধরাধর জনন্তকে
 কুশ্মকৃপে ধারণ করিলেন । ৪

ভগনন্তর ভ্রমা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, নর-নারায়ণের সহিত সেই নৌকার
 সমীপে আগমন করিয়া মনু সপ্তর্ষিগণ এবং নক্ষকে সম্বোধন করত নর-
 নারায়ণের উদ্দেশে বলিলেন,—হে মহাভাগ । বরাহ এবং শরভের যুদ্ধে সৃষ্টি
 বিলুপ্ত হইয়াছে, পুনর্বার বেক্রমে সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর । ৫-৭

সৃষ্টির নিমিত্ত উপস্থিত নর-নারায়ণ দেবগণের সংস্থাপনের নিমিত্ত তপস্যা
 করুন । ৮

নক্ষত্রানি গ্রহাষ্টকৈব তেষাং স্থানানি বৈ শূনে ।
 এতয়োক্তপশ্য যান্ত স্থিরতাং পূর্ববদনো ॥ ১০
 সূর্যাস্ত রথসংস্থানং তথা চন্দ্রব্যবস্থিতিম্ ।
 কবোক্তবৎ মহাভাগঃ স্বয়মেব জনাৰ্জনঃ ॥ ১১
 পৃথিব্যাং সৰ্ববীজানি শ্রায়ত্বমনো ব্রহ্মা ।
 উপ্যতাং সৰ্বতঃ শস্যপূৰ্ণা ভবতু মেদিনী ॥ ১২
 প্ররোহসৌমধীবৃক্ষান্ লতাবল্লীশ্চ সৰ্বতঃ ।
 শ্রায়ত্বমহাভ্যাতং প্রাপ্তান্যাত্মকলানি চ ॥ ১৩
 নক্ষঃ সপ্তমুনীশ্চৈতৎ যজ্ঞেন যজ্ঞতাং হরিম্ ।
 বরাহপুত্রদেহোপমগ্নিত্রয়মিদং যজ্ঞম্ ॥ ১৪
 অসৌ যজ্ঞো বরাহস্ত দেহাঙ্কাজস্ব সৃষ্টেহে ।
 অমেনৈব তু যজ্ঞেন নক্ষঃ সৃষ্টং তনোতিমাম্ ॥ ১৫
 নরনারায়ণাভ্যাস্ত যুনিভিঃ সপ্তভিস্তথা ।
 নক্ষেন ভবতা চাপি যজ্ঞেনৈতিতথ্যগ্নিভিঃ ।
 সম্পূৰ্ণাত্মনিবং সৃষ্টিঃ স্বৰ্গে ভুবি ব্রসাতনে ॥ ১৬
 বরঞ্চ সৃষ্টিমাশায়া যথা সম্পদ্যতে ত্রিষম্ ।
 যতিষ্ঠামস্তথা নিত্যং যুগং কুরুত সৰ্জনম্ ॥ ১৭
 ততঃ সম্পদ্যতাং সৃষ্টিৰ্থা পূৰ্বং তদৈব চ ।
 প্রথমং তুস্ত বীজানি প্ররোহয় যনোঃশূনা ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যাদিস্ত মহাভাগা বিধিবিধুঃস্বয়মজ্ঞাঃ ।
 যথাস্থানং স্থাপয়িতুং পৰ্বতান্ প্রবদন্ততঃ ॥ ১৯

যনো । ইহারা তপশ্য। তারা জনলোকবাসি দেবগণকে তুষ্ট করিয়া পূর্ববৎ গ্রহ এবং নক্ষত্রাদিগণকে নিরূপিত স্থানে অবস্থাপিত করত দিনকর এবং চন্দ্রকে নির্ণীত স্থানে সংস্থাপিত করুন । ১-১১

শ্রায়ত্বমনো । তুমি বরাতেলে বীজ সকল বশন কর ; পৃথিবীও সকল-
 দিকে শস্য-স্থাপিতে পরিপূর্ণা হউন । ১২

ওবধি লতা বৃক্ষ বল্লী প্রভৃতি নানা জাতীর উদ্ভিদ্ধ বস্তু রোপণ কর । ১৩

নক্ষ এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইহাদের অমৃত-সদৃশ ফলদ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরিকে তুষ্ট
 করুন এবং যজ্ঞ-বরাহের পুত্রসেহ হইতে উৎপন্ন অগ্নিত্রয় দ্বারা যজ্ঞ করুন । এই
 যজ্ঞদ্বারাই সৃষ্টি আরম্ভ করুন । ১৪-১৫

নর-নারায়ণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, নক্ষ, অগ্নিত্রয় এবং যজ্ঞদ্বারা তুমি স্বয়ং, স্বৰ্গ-মর্ত্য-
 ব্রসাতালের সৃষ্টি সম্পন্ন কর । ১৬

বাহাতে সৃষ্টি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়, আমরাও প্রতিদিন সেই বিষয়ে যত্ন
 করিব । ১৭

তদনন্তর সৃষ্টি শেষ হইলে জল বায়ু গগন প্রভৃতি সকল তুতই পূর্বেই গাঢ়
 তেজস্বী হইবে । ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন :—ব্রহ্মা বিধু মহেশ্বর এই প্রকার আদেশ করিয়া
 পর্বতসকলকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন । ১৯

মেরুশ্মদরকৈলাসহিমবৎপ্রভৃতিমথ^১ ।

পূরাপি সর্বদেবানাং তে বৈ চক্রঃ পৃথক্ পৃথক্ । ২০

পরিভ্রাজ্য ততো নাবমবধৃত্য বসুধরাম্ ।

স্বায়ত্ববঃ ক্ষিতৌ বীজাক্রমণং সর্বসম্পদে^২ । ২১

ততো হৃক্ষলভাবল্লীকুলানি চ বনানি চ ।

বালশস্তানি শাস্ত্রানি তথৈবৌষধয়ঃ সমাঃ । ২২

বীজকান্তপ্রতোহাশ্চ প্রতানী কলজানি চ ।

প্রফুল্লানি বিকোশানি কলকম্পদলানি চ । ২৩

বভূবুঃ নারলান্ধেব সর্বেষাং প্রাপবৃদ্ধয়ে ।

পৃথিবী শস্যসম্পন্নী বৃক্ষান্তে পান্ধলাঃ শুভাঃ ।

দৃষ্টাঃ পূর্বং যথা তন্মাস্মদুনা চিত্তহর্ষণা । ২৪

ততো নরো মহাযোগী তপস্তপে মহত্তমম্ ।

নারায়ণশ্চ দেবানাং ভাবনায় মহামতিঃ । ২৫

নারায়ণো নরশ্চোভৌ পরমাবুধিসত্তমৌ ।

তপসারাম্য পরমং তেজোময়মনাময়ম্ । ২৬

আনিষ্ঠান্তে জনগতান্ দেবান্ দেববিসত্তমান্ ।

যে হৃত্য অমরাঃ পূর্বং সগন্তান্ পৃথক্ পৃথক্ । ২৭

তপোযজেন মহতা সৰ্ব্বদামাসতুশু^৩নী^৩ । ২৮

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ দেবৌ দিক্শালাংশ্চ তথা নশ ।

জনান্দিনঃ স্বরক্রেত্র পাশ্চালতলবাসিনঃ । ২৯

মেরু শ্মদর কৈলাস এবং হিমালয় প্রভৃতি পর্বতোগরি পৃথক্ পৃথক্ স্থানে দেবগণের অবস্থান নিরূপণ করিলেন । ২০

তদনন্তর স্বায়ত্বব যনু নৌকা হইতে পৃথিবীতে নামিয়া প্রথমতঃ বীজসকল বপন করিতে আরম্ভ করিলেন ২১

তদনন্তর বৃক্ষ, লতা, বল্লী, গুল্ম, তৃণ, বন্য শস্যসকল, ওষধি (বাতাদি), বীজ, শাখা এবং অঙ্কুর প্রভৃতি কলজ এবং ফলজ উদ্ভিদ সকল প্রকুল হইল । ২২

এবং সজল ভূমির উপরে তাহাদের অধিক শোভা হইতে লাগিল । এই-রূপে পৃথিবী, ফলভরে আশ্চর্য্য শোভাবারুণ করিলেন । ২৩

স্বায়ত্বব যনু, পূর্বের স্থায় পৃথিবীর শোভা-সম্পত্তি দর্শন করিয়া আনন্দিত-চিত্ত হইলেন । ২৪

তদনন্তর মহাযোগী নর এবং মহামতি নারায়ণ দেবগণের সংস্থাপনের নিমিত্ত তপস্তা আরম্ভ করিলেন । ২৫

ঋষিসত্তম নর এবং নারায়ণ তপস্তাঘারা তেজোময় স্রব্ধের আরাধনা করিয়া জনলোকবাসি-দেবগণকে আনয়ন করিলেন এবং তাহাদের যথো-দ্যাদিগের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাদিগকে নকীর তপঃপ্রভাবে সৃষ্টি করিলেন ।

২৬-২৮

১। মেরুভৌম—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। সর্বসম্পদম্ ।

৩। সৰ্ব্বদামাস তান্ যুনীন্ ।

সূর্য্যচন্দ্রমসোশক্রে রথসংস্থানমুচ্যতঃ ।
 পূৰ্ব্ববদ্বোজ্যামাস দিব্যরাত্রিহিতৌ চ ভৌ ॥ ৩০
 ভববীজ চ জাতানু যজ্ঞমুক্ষেতু সন্তমাঃ ।
 শস্ত্রবীজেতু জাতেতু দেবেতু চ পৃথক্ পৃথক্ ৩১
 বক্ষঃ কৰ্ত্তুং সমাবেতে জ্যোতিষৌমং মহাধরম্ ।
 কস্তপোহত্রির্বসিষ্ঠন্ত বিশ্বামিত্রোহথ গৌতমঃ ।
 জমদগ্নির্ভরদ্বাজ এতে সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥ ৩২
 এতৈঃ সপ্তমুনীশ্ৰেস্ত বক্ষো যজ্ঞমূতঃ স্বরম্ ।
 মহাযজ্ঞং ততশক্রে যাবদাদিশবৎসরান্ ॥ ৩৩
 দুয়মানেষু তত্রৈব ত্রিহস্তিহু পুনঃপুনঃ ।
 ইজ্যামানে বরাহে তু যজ্ঞরূপে তদা দ্বিতৈঃ ।
 চতুর্বিধাঃ প্রজা জাতা যজ্ঞা দেবত্রিজোত্তমাঃ ॥ ৩৪
 ততো দক্ষস্ত সজাতাঃ পুত্রাঃ পুণ্যাত্তয়োদশ^১ ।
 বরুণশুভ্রমম্পরাঃ সৃষ্টোৰ্ধমমিতপ্রজাঃ ॥ ৩৫
 ভাঃ পুত্রীঃ ভ্রাদদৌ দক্ষঃ কস্তপার মহাধরৈঃ ।
 ভাত্রেয়া জাতান্ত বহুবৈতৈর্ব্যাগ্ৰং সকলং জগৎ ॥ ৩৬
 ন সর্কাসাং প্রজানান্ত কস্তপো জনকো হুতুং ।
 নিশ্চিতং বিজশাক্দিলাঃ কস্তপাৎ সকলং জগৎ ॥ ৩৭
 ভাসাং নামানি তজ্জাতাঃ প্রজাঃ সর্কাসাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 শৃগন্ত মুনয়ঃ সর্কৈ সম্যক্ কথয়তো যম ॥ ৩৮

তিনি, সূর্য্য চন্দ্র ইজাদি দশদিক্‌পাল সৃষ্টি করত পাতাল নির্মাণ করিলেন ।
 এবং চন্দ্র-সূর্য্য-দেবের রথকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বের শ্রাব দিব্যরাত্রির
 আধিপত্য প্রদান করিলেন । ২৯-৩০

দক্ষ,—যজ্ঞীয বৃক্ষ এবং লতা শস্ত্রাদি সকল সম্যক্‌রূপে উৎপন্ন এবং দিক্-
 পাল দেবগণ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইলে কস্তপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র,
 গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষিমণ্ডলকে সদস্যরূপে পরিগণিত করিয়া
 যাদব-বৎসর-সাব্য জ্যোতিষৌম নামক মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 ৩১-৩২

সেই যজ্ঞে ভ্রাক্ষণগণ অগ্নিঋকৈ বারংবার হোমধারা আরাধনা করিলে
 এবং বরাহদেব যজ্ঞধারা আরাধিত হইলে ভ্রাক্ষণ কত্রিয় বৈশ্ব শূদ্র এই
 চতুর্বিধের উৎপত্তি হইল । ৩৩

ভদ্রনস্তর দক্ষ, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রজাবিস্তারেচ্ছায় রূপ-গুণ-প্রভৃতি
 মূলকণমম্পরা ত্রয়োদশটি কন্যা সৃষ্টি করিলেন এবং মহাশ্রা কস্তপ মুনিকে
 ত্রয়োদশ সম্প্রদান করিলেন । ৩৪

হে ভ্রাক্ষণশ্রেষ্ঠগণ ! কস্তপের ঔরসে দক্ষের ত্রয়োদশ কস্তার গর্ভ-সমুৎ
 পত্তা সকলে পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল । কস্তপ প্রজাপতিই সকলের জনক । ৩৫

উক্ত পুত্রগণ মাতৃ-নামেই প্রসিদ্ধ হইল । হে মুনীগণ ! দক্ষের ত্রয়োদশ
 কস্তার নাম পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ৩৬-৩৮

অনিতিমিতির্দনুঃ কালো দনায়ুঃ সিংহিকা মূনিঃ ।
 ক্রোধা প্রধা বরিষ্ঠা চ বিনতা কপিলা তথা ॥ ৩৯
 কক্রত্বয়োদশ সূতা এতা দক্ষস্য কীর্তিতাঃ । ৪০
 সজ্জাতো দক্ষিণাস্থষ্ঠান্মনসা ধ্যায়তো বিবেঃ ।
 তেন দেবমনুজেষু দক্ষ ইত্যেব কথ্যতে ॥ ৪১
 ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা দশ পুৰুষং প্রকীর্তিতাঃ ।
 তেষাং যদৈসৃষ্টিকর্তারো ব্যতীতেহস্মিন্ জনকয়ে^১ ॥ ৪২
 মরীচিব্রজ্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
 মরীচেস্তুনবো জাতঃ কশ্যপো লোকভাবনঃ ॥ ৪৩
 অশৌব দক্ষকর্তৃভ্যাঃ এজা জ্ঞেয়ং তুরিশঃ ।
 অশ্ব জায়াপ্রজাতানাং নামতো বিনিবোধত ॥ ৪৪
 ধাতা মিত্রোহর্যমা শক্রো বরুণঃ সোম এব চ ।
 ভগো বিবস্বান্ পৃষা চ সশিতুত্বষ্টবিক্রবঃ ॥ ৪৫
 অদিতের্জাদশসূতা আদিত্যাস্তে প্রকীর্তিতাঃ ।
 এষাং কনিষ্ঠান্ জনবান্ সদা যন্তুপতি প্রজাঃ ॥ ৪৬
 স বৈ বংশকরো যুথো পথ্যতে বোধিবাকরঃ ।
 এক এব দিতেঃ পুত্রো হিরণ্যকশিপূর্বলৌ ॥ ৪৭
 চণ্ডারস্তস্য তনয়া ক্রষ্টা যদবলার্বিতাঃ ।
 প্রহ্লাদো হুধ সংহ্লাদো বাহুলঃ শিবিরেয় চ ॥ ৪৮
 প্রহ্লাদস্ত ত্রয়ঃ পুত্রান্তেষামান্যো বিরোচনঃ ।
 কুন্তো নিকুন্তো বলবাংস্ত্রয়ঃ প্রাহ্লাদয়ঃ শ্রুতাঃ ॥ ৪৯

অদিতি, দিতি, দনু, কালো, দনায়ু, সিংহিকা, মূনি, ক্রোধা, প্রধা, বরিষ্ঠা, বিনতা, কপিলা এবং কক্র, এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা জগতে বিখ্যাত । ৩৯

ব্রহ্মার ধ্যানকালে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় স্বর্গ-মর্ত্যে দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । ৪০-৪১

ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন দশ পুত্রের মধ্যে মরীচি, অজি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এই ছয়জন প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি হইল । ৪২-৪৩

কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে, ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, সোম, ভগ, বিবস্বান্, পৃষা, সশিতা, ক্রষ্টা, এই দ্বাদশ জন জনপ্রহরণ করত আদিত্য নামে বিখ্যাত হন । ৪৪-৪৫

ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ নিবাকর লোকে নিজকিরণ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অশ্ব অপেক্ষা ইহার বংশই অধিক হইল । ৪৬

দক্ষের দ্বিতীয় কন্যা দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু নামে বলবান্ এক পুত্র জন্মিল । ৪৭

দিতি গর্ভজাত হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, বাহুল এবং শিবিনামক মহাপরাক্রমশালী চারিটি পুত্র । প্রহ্লাদের তিনটি পুত্র হয়, তাহার মধ্যে বিরোচন জ্যেষ্ঠ ; কুন্ত ও নিকুন্ত নামক অশ্রু পুত্রদ্বয় কনিষ্ঠ । ৪৮-৪৯

বিরোচনমূতো জাতো দানশোভো বলির্মহান ।
 বলেশ্চ পুত্রো বিনিভো বাণো নাম মহাবলী । ৫০
 শস্তোরনুচরঃ সীমান্ মহাকালানুসৃষ্ট সঃ ।
 বাণস্ত চ শতং পুত্রাঃ কুমুদমকরাদয়ঃ । ৫১
 চত্বারিংশকনোঃ পুত্রা বিপ্রচিহ্নিপুত্রঃসরাঃ ।
 শস্তরো নমুচিষ্টৈব পুত্রোমা চ তথৈব চ ॥ ৫২
 অসিলোমা তথা কেশী দুর্জয়ঃশিরাশুতথা ।
 অশ্বশীর্ষো কয়ঃ শঙ্কবিষমুর্দ্ধা মহাবলঃ । ৫৩
 বেগবান্ কেতুমাস্টৈব যঃ বর্তমানুবেব চ ।
 অশ্বো যশ্বপতিঃ কুতো হৃদপর্ক্যাজকুতথা । ৫৪
 অশ্বগ্রীবশ্চ সূক্ষ্মশ্চ তুরুগুর্মাণ্ডলশুতথা ।
 উর্দ্ধবাহুশ্চেকচক্রো বিরূপাক্ষো হরাহরো ॥ ৫৫
 নিশ্চক্রশ্চ নিকুশ্চশ্চ কুপটশ্চ পটশুতথা ।
 সুরভঃ সুলভশ্চৈব সূর্য্যচন্দ্রনসৌ তথা ॥ ৫৬
 অত্রাবরতো হনোঃ পুত্রো সূর্য্যচন্দ্রনসৌ তথা ।
 দিবাকরনিশানাতথো ভাবতো দেবপুঙ্গবো ॥ ৫৭
 এষাং পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চৈব ভূরিভিঃ ।
 জগদ্যাশ্রমিদং সর্ব্বং বলবীৰ্য্যসমব্রিভৈঃ ॥ ৫৮
 দনামুখোহভবন্ পুত্রাশ্চত্বারো বলবন্তরাঃ ।
 বীরভদ্রো বিক্রমশ্চ বৎসো বৃভন্তথৈব চ ॥ ৫৯
 এষাংকুর্ধ্যাং বহবঃ পুত্রা জাতা বিজ্ঞাতমাঃ ।
 রূপসত্ত্ববলোগেতা এতৈককশ্চ শতং শতম্ । ৬০
 কালারান্ত্রিনয়ী জাতাঃ কালেনয়ী ইতি বিজ্ঞাতাঃ ॥ ৬১
 বিখ্যাতাশ্চ মহাবীৰ্য্যশ্চত্বারো দানবাম্বিনাঃ ॥ ৬২

বিরোচনের ঔরসে দাতাদিগের অগ্রগণ্য বলি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় ।
 বলির বাণনামক মহাবল এক পুত্র হয় । ৫০

এই বাণকে মহাদেব হরঃ ভোজনাদি প্রদান দ্বারা পালন করিয়াছেন ।
 বাণের প্রসিদ্ধ নামান্তর মহাকাল । কুমুদ মকর প্রভৃতি বাণের একশত পুত্র
 উৎপন্ন হয় । ৫১

দক্ষ প্রজাপতির তৃতীয় কন্যা দম্বর গর্ভে বিপ্র, চিত্রি, শস্তর; নমুচি, পুত্রোমা,
 অসিলোমা, কেশী, দুর্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশীর্ষ, কয়, শঙ্ক, বিষমুর্দ্ধা, বেগবান্,
 কেতুবান্, সূর্য্য, চন্দ্রমা, যয়, বর্তমান্, অশ্ব, অশ্বপতি, কুতো, হৃদপর্ক্য, অজক,
 অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুরুগু, নহয়, উর্দ্ধবাহু, একচক্র, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, নিশ্চক্র,
 অরচক্র, কুপট, পটট, সুরভ, লভভ, দিবাকর এবং নিশানাত এই চত্বারিংশটি মহা-
 বল পুত্র জন্মগ্রহণ করে । ৫২-৫৬

ইহাদের মধ্যে দিবাকর নিশাকর নামক দম্বপুত্র অমিতি-পুত্র সূর্য্য চন্দ্র
 হইতে স্বভাব । বলবীৰ্য্যশালী ইহাদের পুত্র পৌত্র এবং তৎপুত্রপনকর্জক
 জগদ্রাজ্য ব্যাপ্ত হইল । ৫৭-৫৮

দক্ষের চতুর্থ কন্যা দনাম্বর বীরভদ্র, বীকর, বস এবং বৃত্র নামে মহা-
 শত্রুজয়শালী চারিটি পুত্রের রূপ-গুণ-বলসমব্রিত এক শতটি করিয়া পুত্র হয় ।

বিনাশনশ্চ ক্রোধশ্চ ক্রোধহতা তথৈব চ ।
 ক্রোধশক্ত্যুত্থা চৈতে কালাপুত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৬৩
 সিংহিকায়াঃ সূতো জাতো রাহুলজ্যাক্ষমর্দনঃ ।
 সুচন্দ্রশ্চন্দ্রহতা চ তথা চন্দ্রবিমর্দনঃ ॥ ৬৪
 ক্রোধায়াস্তনয়া জাতাঃ কুবকর্ষকরাশুত্থা ॥ ৬৫
 সিংহিকা চৈব ক্রোধা চ হে সূতে কুরিকে সদা ।
 স্তাত্যাক্ষ প্রভবো বংশো হতঃ কুন্তলঃ শ্বতঃ ॥ ৬৬
 এক এব মূনেঃ পুত্রো জাতঃ শুক্রঃ কবির্মহান্ ।
 দৈত্যদানবকালেয়প্রভৃতীনাং সদা গুরুঃ ॥ ৬৭
 চন্দ্রাবলুপ্ত তনয়া জাতা অমুরবাজকাঃ ।
 কুন্তাবরশুত্থাশ্চৈব সৌকলশ্চেতি বাশ্বিনঃ ॥ ৬৮
 তেজসা সূর্যাসদৃশা ব্রহ্মলোকপ্রভাবনাঃ ॥ ৬৯
 অমুরাণ্যং সনৈত্যানাং কালেয়ানাং তথৈব চ ।
 ক্রোধাশ্চন্দানাঞ্চ তথা সিংহিকাতনয়শ্চ চ ॥ ৭০
 নৃতিপ্রনৃতিভিঃ সর্বৈঃ জগদ্ব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥ ৭১
 তেষাম্ভ্যঃ শান্তগত্যানি বর্জিতানি ক্রমাচ্ছিতাঃ ।
 তেষাং বহুভাং সম্ভ্রাতুং চিরেশ্যসি ন শক্যতে ॥ ৭২
 তাক্ষ্যশ্চাব্রিষ্টেনৈমিষি অনুকর্গকুড়শুত্থা ।
 অক্লিষ্টাশ্চনিষ্টৈব বিনতাতনয়াঃ শ্বতাঃ ॥ ৭৩

হে বিজয়ন । দশকের প্রথম কন্ডা কলার গর্ভে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহতা এবং
 ক্রোধশক্ত নামে মহাবীর্যবান্ কালেয় নামে বিখ্যাত চারিটি পুত্র জন্মে । ৬৩-৬৬
 ষষ্ঠ কন্ডা সিংহিকার গর্ভে চন্দ্র, সূর্য, বিমর্দন রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহতা, চন্দ্র-
 বিমর্দন, এই চারিজননের উৎপত্তি হয় । ৬৪

দশকের মধ্যম কন্ডা ক্রোধার গর্ভে গুণ ক্রোধ-বশ কুবকর্ষ এবং বিমর্দন
 এই কয় জনের উৎপত্তি হয় । ৬৫

দশকের কন্ডা সকলের মধ্যে ক্রোধা এবং সিংহিকা এই দুই জন অতিশয় ক্রুর
 —এই নিমিত্ত ইহাদের গর্ভে যাহাদের জন্ম, তাহারাও সাত্ত্বদোষে ক্রুরত্ব
 হইয়াছিল । ৬৬

মুনির গর্ভে শুক্র নামে মহাকবি এক পুত্রের উৎপত্তি হয় । তিনি দৈত্য
 দানব কালের প্রভৃতি বৈমাত্রেয়গণের পৌরোহিত্য কর্ষে নিযুক্ত হন । ৬৭

কবির গুরুত্ব তট্টা, ধর, অত্রি, সৌনক নামে চারিটি পুত্র হয় । তাহারাও
 দৈত্যাদির পৌরোহিত্যরূপ পৈতৃক কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । ৬৮

ব্রহ্মার বংশীয় সূর্যাসদৃশ দৈত্য, দানব, কালেয়, ক্রোধাপুত্র, সিংহিকাপুত্র
 প্রভৃতি অমুরগণের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল । ৬৯-৭১

ক্রমে এতাদৃশভাবে তাহাদের বংশ বিস্তৃত হইল যে, বহুকাল কীর্তন
 করিলেও এতদেকের নাম উল্লেখ করা যায় না । ৭২

দশকের অষ্টম কন্ডা বিনতার গর্ভে তাক্ষ্য অব্রিষ্টেনৈমি অনুকর্গকুড় অক্লিষ্ট
 এবং অক্লিষ্ট এই কয় জনের জন্ম হয় । ৭৩

১। "কেশবান্ কেশবান্ চৈব অরঃসুর্গানুবেব চ ।

অযোন্যপতিঃ কুন্তুগুপ্তগর্ভাকুত্থা ।" ইত্যাদিঃ পঠঃ পুথকাভাবে ।

শেষো বাসুকিরাজশ্চ তক্ষকঃ কুলিকস্তথা ।
 কূর্মশ্চ সূমনাশ্চৈতি কাহ্নদেব্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । ৭৪
 ভীমসেনোগ্রসেনশ্চ সুপৰ্ণো গরুড়স্তথা ।
 গোপতিবৃন্তব্রাহ্মশ্চ সূৰ্য্যবটশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৭৫
 অৰ্কপৃষ্ঠঃ প্রমুগ্ধশ্চ বিক্রান্তঃ সূক্ষ্মস্তথা
 ভীমশ্চিহ্নরথশ্চৈব বিখ্যাতঃ সৰ্ববিঘ্নলী ॥ ৭৬
 শালিশীৰ্ষশ্চ পৰ্জ্জকঃ কলিনারদ এব চ ।
 ইত্যোক্তে দেবগন্ধৰ্বা হুনিপুত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৭৭
 অনবল্যং সানুরাগাং সমুদ্রাং যার্গবাং প্রিয়ায় ।
 অসুদ্রাং সুভগাং ভাসমিতি^১ কস্তা অনুরত ॥ ৭৮
 প্রাধা সৰ্ব্বভোগোখ্যমাং কন্তপাতু ভপোধনাং ।
 বিদ্যাবসুঃ সূচক্ৰশ্চ সুপৰ্ণঃ সিদ্ধ এব চ ॥ ৭৯
 বহিঃপূৰ্ণশ্চ পূৰ্ণাক্সো ব্রহ্মচারী রতিপ্রিয়ঃ ।
 ভানুশ্চ দশমশ্চৈতে প্রাধাপুত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 ইত্যোক্তে দেবগন্ধৰ্বাঃ সন্ততং পুণ্যলক্ষণাঃ । ৮০
 প্রাধাপুত্র মহাভাগা দেবীং দেববিনস্তমাং ।
 অলম্বুবা মিত্রকেশী গামিনী চ যনোদমা ।
 বিদ্যাংপন্নানঘারস্তা হরুণা রক্ষিতাতুলা ॥ ৮১
 সুবাহুঃ সুবতা চৈব মুরজা মুপ্রিয়া তথা ।
 বপুস্তিলোত্তমা চেতি ধুব্যা অপ্সরসঃ স্তুতাঃ ॥ ৮২
 অতিবাহন্তুগুরুশ্চ হাহা হুহুস্তথৈব চ ।
 গন্ধৰ্বাণামিমে ধুব্যা দেবতুল্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৮৩

নবম কস্তা কক্ষর গর্ভে অনন্ত, বাসুকি ইণ, তক্ষক, কুলিক, কূর্ম, সূমনা—
 ই হারা জন্মগ্রহণ করেন । ৭৪

দক্ষকস্তা বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড়, গোপতি, বৃন্তব্রাহ্ম,
 সূৰ্য্য, চক্র, পৃষ্ঠবান, অৰ্কপৃষ্ঠ, প্রমুগ্ধ, বিক্রান্ত, সূক্ষ্ম, ভীম, চিহ্নরথ, বিখ্যাত,
 সৰ্ববিঘ্ন, বলী, শালিশীর্ষ, পৰ্জ্জক, কলি এবং নারদ নামক পুত্রসকল জন্মগ্রহণ
 করেন । ই হারা কেহ দেব, কেহ গন্ধৰ্ব ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হন । ৭৫-৭৭

দক্ষ প্রজাপতির দ্বিতীয়া কস্তা দিতি—অনবল্য, সানুরাগা, সমুদ্রা, যার্গবা,
 প্রিয়া, অসুদ্রা, সুভগা, ভাসা এই কস্তা আটটিও প্রসব করিয়াছিলেন । ৭৮

দক্ষের দশম কস্তা প্রধা গর্ভে কণ্ঠপ-ভেরসে বিদ্যাবসু, সূচক্ৰ, সুপর্ণ, সিদ্ধ,
 বহিঃ, পূর্ণ, পূর্ণাক্স, ব্রহ্মচারী, রতিপ্রিয় এবং ভানু এই দশটি পুত্রের জন্ম হয় ।
 ই হারা কেহ দেব, কেহ গন্ধৰ্ব ইত্যাদি সংজ্ঞা স্ব বিখ্যাত হইয়াছিলেন । ৭৯-৮০

দক্ষকস্তা প্রধা,—অলম্বুবা, মিত্রকেশী, গামিনী, যনোদমা, বিদ্যাংপন্নী, রক্তা,
 অরুণা, রক্ষিতা, তুলা, সুবাহু, সুবতা তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরা-
 গণেরও অনমী । ৮১-৮২

অতিবাহ, তুগুরু হাহা হুহু ইত্যাদি নামে খ্যাত গন্ধৰ্বস্রোষ্ঠগণ প্রাপুত্র । ৮৩

১। ...ভীমাদিতি কস্তাঃসুদ্রক ।

অমৃতং ব্রাহ্মণা গাৰো মুনভোহিঙ্গবসন্তথা ।
 কপিলাতনয়াঃ^১ প্রোক্তা মহাভাগা দেহোৎসবাঃ ॥ ৮৪
 ইতি দক্ষসুতানাং যে কস্তপাতনয়াঃ পুত্ৰাঃ ॥ ৮৫
 তৈরিদং সকলং ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৮৬
 এবং যজ্ঞবরাহস্য যজ্ঞরূপস্য পাতনাং ।
 ত্রিভোহগ্নিভ্যো যনোক্তন্যায় ঋতুভুব-মহাঋতঃ ॥ ৮৭
 তুনিভ্যশ্চৈব সপ্তভ্যঃ কস্তপাদিত্য এব চ ।
 নরনারায়ণাভ্যাস্ত ব্যভীতেহকালিকে জগে ।
 পুনঃ প্রজাঃ পূরা সৃষ্টা হরিণানেকরূপিণা ॥ ৮৮
 এবং পুনরভুৎ সৃষ্টিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ ।
 হরেন্তস্তু প্রসাদেন নরনারায়ণাঋতঃ ॥ ৮৯
 ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

দক্ষকস্তা কপিলার গর্ভে অমৃত ব্রাহ্মণ, গো, মুন, অঙ্গরা প্রভৃতি জনগ্রহণ করেন । ৮৪

এই প্রকার দক্ষকস্তাগণের গর্ভে কস্তপের ঔরসে উৎপন্ন পুত্র-কস্তাগণের পুত্র-শৌর্যসমূহে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইলেন । ৮৫-৮৬

সর্বসৃষ্টাঙ্গা হরি, এইরূপে যজ্ঞরূপ বরাহদেবের দেহোৎপন্ন অগ্নিভু, লোকপ্রসিদ্ধ ঋতুভুব মনু, কস্তপাদি সপ্তর্ষিগণ এবং নরনারায়ণ প্রভৃতি দ্বারা অকাল-প্রলয়াতে পুনর্জন্ম পূর্বের স্থায় ত্রিভুবন সৃষ্টি করিলেন ৮৭-৮৮

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী নর-নারায়ণ-রূপ জগন্নাথ হরি ইচ্ছানুসারে সময়ে সময়ে এই প্রকার সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন । ৮৯

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৪

পঞ্চত্রিংশোঃধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ঈশ্বরঃ শারভং কারং যথা তত্যাঙ্গ যত্নতঃ ।
 তস্মৈ নিগদতো ভূমঃ শৃগুধ্বং বিজ্ঞসত্তমাঃ । ১
 হতে বজ্রবরাহে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 উবাচ শরভং গচ্ছা সাময়ুক্তং জগদ্ধিতম্ । ২
 দেহাভোগেন ভবতঃ পুৰিতং ভুরিষোজনম্ ।
 উপসংহর তস্মাদ্ভ্যং কারং লোকভয়ঙ্করম্ । ৩
 ত্বব যুদ্ধেন সকলং প্রানক্টং ভুবনত্রয়ম্ ।
 আকাশং গচ্ছং ত্বাং দৃষ্ট্বা বিভেত্যন্ত জনাৰ্দ্ধিনঃ । ৪
 তস্মাদ্ভ্যমুক্তলোকানাং হিতায় ত্যজ বৈ তনুম্ । ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

স্তম্ভস্তস্ত বচঃ ব্রহ্মা সুরজ্যোষ্ঠস্ত শঙ্করঃ ।
 তত্যাঙ্গ শারভং কারং ভোরোপর্যোষ তৎকথাং । ৬
 ত্যক্তস্ত ভ্যং দেহ্য শঙ্করেন মহাশ্বনা ।
 অক্টৌ পাদা অষ্টমূর্তেষু চাষ্টসু ভেজিরে । ৭
 আশঙ্ক দক্ষিণং পাদমাকাশমগমদ্ ক্রতম্ ।
 তদ্যামং মিহিরং ভেজে পশ্চাদক্ষিণজং বিধৌ । ৮

শরভের দেহত্যাগ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিজ্ঞবরগণ ! মহাদেব, বরাহের সহিত যুদ্ধ করিতে যে শরভরূপ ধারণ করেন, তাহার পরিত্যাগরূপে সন্নিভারে বর্ণন করিতেছি যত্নপূর্বক শ্রবণ কর । ১

বরাহপুত্রগণের দেহ, যজ্ঞে অগ্নিদ্রবরূপে পরিণত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা জগতের হিতের নিমিত্ত শরভরূপী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন । ২

দেব ! বহুদেশব্যাপক আপনার দেহ দর্শন করিয়া সকল লোকেই ভয় পাইতেছে, অতএব ভয়ঙ্কর রূপ সম্বরণ কর । ৩

স্বর্গমর্ত্যব্যাপী আপনার দেহ দর্শন করিয়া কি খেচর, কি স্বর্গবাসী, সকলেই ভীত হইতেছে । ৪

অতএব হে বিশ্বনাথ ! ত্রিভুবনহিতার্থে আপনি এ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বধামে চলুন । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর লোকহিতকর শঙ্কর, সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলমধ্যে শরভ-দেহ ত্যাগ করিলেন । ৬

অষ্টমূর্তি মহাদেব শরভ-দেহ ত্যাগ করিলে সেই দেহের আটটি চরণ অষ্ট মূর্তিকে আশ্রয় করিল । ৭

দেহের দক্ষিণভাগের প্রথম চরণ বেগে আকাশে গমন করিল । বায়ুভাগের দ্বিতীয় চরণ সূর্য্যে লীন হইল । দক্ষিণভাগের তৃতীয় চরণ চন্দ্রমণ্ডল আশ্রয় করিল । ৮

বায়ন্ত্ব জলনং ভেজে পৃষ্ঠাগ্রাং পঙ্গভং ক্রিতিম্ ।
 পৃষ্ঠাগ্রবায়ং সজিলং ত্বংপশ্চাৎককিলং তথা ॥ ১
 বারৌ^১ বায়পদং ভেজে হোতারং সর্বভোমুখম্ । ১০
 এবং তস্মাচ্চৈমূর্তেষু অষ্টমূর্তিষু তৎকথাং ।
 অষ্টৌ পাদান্তথা ভেজুঃ স্বং স্বং ভেজে যমুঃ পদম্ ॥ ১১
 মধ্যস্ত শারভং কাষং শঙ্করস্ত মহাশ্বনঃ ।
 কপালী ভৈরবো ভূতশচরুপী হরাসদঃ ॥ ১২
 মস্তিষ্কমেদসা মুক্তং মাংসং জুহুতি ভে শুচৌ ।
 এককপালপাত্রস্থং সুরাভির্দেবপূজনম্ । ১৩
 বলির্মনুষ্মমাংসেন পানন্ত কুধিরং সদা ।
 সুরহা পার্বণং যজ্ঞে কপালোস্তটধারণম্ ॥ ১৪
 ব্যাঘ্রচৰ্ম্মপরিধানং সমলং ত্রিবলীকৃতম্ ।
 এবং কূৰ্ব্বতি সততং কপালভ্রতধারিণঃ ॥ ১৫
 কপালী ভৈরবন্তেষাং দেবঃ পূজ্যস্ত নিত্যশঃ ।
 শঙ্করোভৈরবো হোত্ৰোমৌ হো যজ্ঞৈরবাহুভঃ ॥ ১৬
 বালসূর্য্যসমোদ্যোতঃ সদাষ্টাদশবাহুভিঃ ।
 বিজ্রাঙ্কমানো রক্তাক্ষঃ সর্বদা নাগিকান্বজৈঃ ॥ ১৭
 কালীপ্রচণ্ডাপ্রমুখৈঃ ক্রীড়মানস্ত নিত্যশঃ ।
 সন্ধ্যোদগ্নুমাংসাশী গললোললসদভুজঃ ॥ ১৮

বায়ুভাগের চতুর্থ চরণ অগ্নিমূর্তিতে পর্যাবসিত হইল। পৃষ্ঠস্থিত দক্ষিণ-
 ভাগের পঞ্চম চরণ ক্রিতিক্রমে পরিণত হইল। পৃষ্ঠদেশের বায়ভাগ-স্থিত ষষ্ঠ
 চরণ জলরূপ আশ্রয় করিল। ১

দক্ষিণপৃষ্ঠস্থিত সপ্তম চরণ বায়ুমূর্তির আশ্রিত হইল, বায়পৃষ্ঠের অষ্টম চরণ
 হোত্বরূপ মূর্তিতে যুক্ত হইল। ১০

এই একাধারে অষ্টমূর্তির অষ্টপাদ আকাশাদি অষ্ট মূর্তিতে আশ্রিত হইল।
 তাহার দেহ হইতে ভেজোময় শক্তি নিত্যধামে গমন করিল। ১১

মহাশ্বা মহাদেবের অবশিষ্ট শরভ-দেহ হইতে প্রচণ্ডরূপধারী দুর্ধর্ষ কপালী,
 ভৈরব, ভূতপ্রভৃতির অগ্ন হইল। ১২

বাহারী যুত ভ্রাক্ষণের মস্তিষ্ক মেদ মাংস সহিত কপালদ্বারা অগ্নিতে হোম
 করে এবং মনু দ্বারা দেবের পূজা করে। ১৩

মনুষ্য বলিদান, সর্বদা রক্তপান, সুরাধারা যজ্ঞ আচরণ, অসুত নর-কপাল
 ধারণ, ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম-পরিধান, সমল-ত্রিবলিময় ব্যাঘ্র চৰ্ম্ম পরিধান প্রভৃতি ভয়ানক-
 কর্ম করত কপাল ভ্রতধারী হইয়া প্রতিদিন ভৈরবের পূজা করে, ইহাদের
 আরাধ্য কপালধারী ভৈরব, মহাভৈরব নামে প্রসিদ্ধ। ১৪-১৬

নবসূর্য্যসমপ্রাতি অষ্টাদশবাহুবিশিষ্ট, আরক্তলোচন ভয়ঙ্কর-শব্দকারিণী
 কালী প্রচণ্ডা প্রভৃতির সহিত সর্বদা ক্রীড়াপরায়ণ, অত্যাচ্ছন্ন-মাংস-ভোজী,
 যুতমনুষ্যের হস্তমালার দ্বারা পরিবৃতকণ্ঠ। ১৭-১৮

লোহিতাহারবিধসঃ প্রেতানগতঃ সবা ।
 অতুলবজ্রৈঃ ১২থ লম্বোষ্ঠৌ ক্রুরতুলপদালয়ঃ ।
 বিনোদী বাসবো লোকে সট্টহাসস্ত ভৈরবঃ ॥ ১৯
 এবং স চ মহাপেযো মহাভৈরবরূপধ্বক ।
 মধ্যশারভকাস্বন কারয় মধ্রে মহাত্মজঃ ॥ ২০
 স অগাম ভক্তো দেবা হরস্ত প্রমথান্ প্রক্তি ।
 সপৈঃ সার্ব্বং তথাকালে বিক্রীড়তি স ভৈরবঃ ॥ ২১
 স মহাভৈরবো দেবঃ পূজ্যমানো অগজবৈঃ ।
 অচ্যপি কুরুতে নিত্যমিষ্টকামস্ত সাধনম্ ॥ ২২
 চৈত্রচতুর্দশ্যং মধ্যাসবপয়ঃকটলঃ ।
 স্বাংসৈর্ময়ৈস্তঃ সক্রুধিঠৈঃ সক্রদ্যো ভৈরবং যজ্ঞে ॥ ২৩
 স সর্বকামান্ সংসাধ্য ভোগান্ ভুক্ত্য তথেষ্টতঃ ।
 প্রযাতি শত্ৰুভবনমাকুল্ল বৃষভং বরম্ ॥ ২৪
 এতথঃ কথিতং সর্বং যৎপুৰ্ব্বোহহং যিজোস্তমৈঃ ।
 ভবন্তিষষ্ঠ বোহস্তথা রোচতে পুঙ্খ শান্ত তৎ ॥ ২৫
 ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

রক্তচন্দনদ্বারা লিপ্তাঙ্গ, শবনির্ম্মিত আসনোপবিষ্ট, বিস্তৃত-বদনে ক্ষুদ্র ওষ্ঠ-
 ধারী, শর্ক্বাকৃতি, দীর্ঘাচরণ, ক্রীড়াবাদ্যাদিরাত এবং উচ্চভাবে হাসকারী মহা-
 ভৈরব, লোকে বিখ্যাত । ১৯

এইপ্রকার শরত মেহ হইতে কপালি প্রভৃতির সহিত একাশ পাইয়া ভৈরব-
 নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং তিনি প্রমথপণের সহিত আকাশে ক্রীড়া করিতে
 আরম্ভ করিলেন । ২০-২১

অচ্যপি অগজজন মহাভৈরবের উপাসনা করিয়া মনোমত ফললাভ
 করিতেছে । ২২

যে ব্যক্তি চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দশীদিনে মধু, মদ্য, ফল, স্বাংস, মৎস্য এবং
 রক্তাদিদ্বারা একবার ভৈরবের পূজা করে, সে ব্যক্তি সফলমনোরথ হইয়া অতুল
 ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয় এবং বৃষোপরি আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন
 করে । ২৩-২৪

হে ষষ্টিবরগণ । তোমরা আমার নিকট যাহা প্রসন্ন করিয়াছিলে পর্যাট-
 ক্রমে সকল প্রসন্ন উত্তর করিলাম । আর যদি কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়,
 তাহা হইলে বল, তোমাদের নিকটে বর্ণন করিতেছি । ২৫

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ

শব্দ উচুঃ—

কথং বরাহপুত্রোহসৌ নরকো নাম বীৰ্য্যবান্ ।
 সজাতোহসুরসমুঃ স দেবদেবীমুতোহপি সন্ ॥ ১
 চিরজীবী কথং সোহভূৎ কিমৰ্থমুনরে চিরম্ ।
 পৃথিব্যাং স্তবসজ্জাতঃ কুত্র বা স মহাবলঃ ॥ ২
 সোহসুরাণাং কথং রাজ্য পুরং তস্য কিমাহ্বয়ম্ ।
 মলিনীরতিসজ্জাতঃ স ক্ষিতৌ পোত্রিণস্তথা ॥ ৩
 অরতে মুনিশাক্ৰ্দল কথং ভূতস্তথাবিধঃ ।
 এতৎ সৰ্ব্বমশেষেণ পৃচ্ছতাং ত্বং বদস্ব নঃ ॥ ৪
 ত্বং নো গুরুন্ত শাস্তা চ সৰ্ব্বপ্রত্যক্ষদৰ্শিবান্ ।
 কথং লকবদো ভূতো ব্রহ্মণা প্রভবিস্কৃন ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শুশ্রুত মুনয়ঃ সৰ্ব্বে যৎ পুৰুষোহহং বিজ্ঞোক্তমাঃ ।
 যথা স নরকো জাতো বরাহভেদো মহাসুরঃ ॥ ৬
 ব্রহ্মহনাতা পোক্তাতা গৰ্ভে বীৰ্য্যেণ পোত্রিণঃ ।
 যতো যাতস্ততো ভূতো দেবপুত্রোহপি সোহসুরঃ ॥ ৭

নরকাসুরের উপাখ্যান

অধিগণ বলিলেন,—নরকাসুর কিপ্রকারে বরাহদেবের পুত্ররূপে অগ্নিল এবং দেবতার ঔরসে দেবীর গর্ভে জন্মিয়াও কি নিমিত্ত অসুর বলিয়া বিখ্যাত হইল । ১

সে কিরূপে দীৰ্ঘজীবী হইল এবং পৃথিবী গর্ভে কিরূপে বহুকাল বাস করিল । মহাবলী নরক কোন স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল ? ২

সে কিরূপে অসুরপদের অধিপতি হইয়াছিল ? তাহার পর কি নামে প্রসিদ্ধ হইল ? ৩

অত হইয়াছি,—যজ্ঞবরাহ এবং পৃথিবী উভয়ের রতি হওয়ায় নরকের জন্ম হইয়াছে । হে মুনিবর । এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমাদের নিকট সন্নিহিত বর্ণন করুন । ৪

ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানবেত্তা আপনিই আমাদের গুরু এবং শাস্তা, অতএব লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা নরকাসুরকে কি নিমিত্ত বর দিলেন, এই সকল বিষয় আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণ । তোমাদের প্রশ্নসকলের ক্রমশঃ উত্তর প্রদান করিতেছি । প্রথমতঃ নরক কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৬

ব্রহ্মহনাতা-ধরিজীর গর্ভে বরাহদেবেক, ঔরসে জন্ম হৈতু নরক অসুর-কোনি প্রাপ্ত হইল । ৭

গর্ভসংস্থঃ মহাবীরঃ জ্ঞানী ব্রহ্মাদিভঃ সুরাঃ ।
 বরাহপুত্রঃ হৃদয়ঃ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৮
 গর্ভঃ এব তদা দেবাঃ শক্ত্যা দক্ষশিবঃ সূতম্ ।
 যথা কালেহপি সম্প্রাপ্তে নো গর্ভা জীবতে স চ ॥ ৯
 উত্তম্যাক্ষশরীরস্ত বরাহস্তনরৈঃ সহ ।
 অতীবশোকসন্তপা জগদ্ধাতব্যং কিত্তিঃ ॥ ১০
 শোলাকুলা সা ব্যগপতিরকালঃ যুগ্মস্বর্হঃ ।
 প্রকৃতিহু কিত্তিভূতা মাধবেন প্রবোধিতা ॥ ১১
 ততঃ কালেহপি সম্প্রাপ্তে দৈবশক্ত্যা যদা হৃতঃ ।
 ন গর্ভঃ প্রসবং যাতি তদাকুঃ পীড়িতা কিত্তিঃ ॥ ১২
 কঠোরগর্ভা সা দেবী গর্ভভারং ন চামকৎ ।
 যদা বোচুঃ তদা দেবং মাধবং শরণং গতা ॥ ১৩
 শরণ্যং শরণং গতা মাধবং অগতাং পতিম্ ।
 প্রণম্য শিরসা দেবী বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥ ১৪

পৃথিব্যাবাচ—

নমস্তে জগদব্যাক্তরূপ কারণকারণ ।
 প্রধানপুরুষাভীত স্থিত্যংগপ্তিলয়ায়ক ॥ ১৫
 জগন্নিযোজকনপর স্বাহাভোগধরোত্তম ।
 জগদানন্দনন্দ্যায়নু ভগবনু জগদীশ্বর ॥ ১৬
 নিযোজকো নিযোজ্যস্ত বিভাজনু বিষ্ণুহব্যায় ।
 নমস্তভ্যং জগদ্ধাতুস্ত্রিলোকানয় বিশ্বকৃৎ ॥ ১৭

পৃথিবীর গর্ভে মহাবীর উৎপন্ন হইবে জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বকীয় দৈব-
 শক্তিবলে বহুদিনের নিমিত্ত পৃথিবীগর্ভে কঠিন করত পুত্রপ্রসবে বাণী উৎপাদন
 করিলেন । ৮

জগদ্ধাতী পৃথিবী প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও অশক্ত প্রসব না হওয়ায়
 এবং বরাহের যুগ্ম-হেতু অতিশয় শোলাকুল হইয়া বারংবার অনেক যৌন
 করিতে লাগিলেন । ৯-১০

তৎপরে তিনি ভগবান্ যমুসুদন কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া দৈবাবলম্বন
 করিলেন । ১১

ভদ্রনর ভগবন্নির্দিষ্টে সহায় অতিক্রান্ত হইলেও দৈববিড়ম্বণার গর্ভে প্রসব
 না হওয়াতে যৎপরোনাস্তি হঃখিতা হইলেন এবং সম্পূর্ণ-গর্ভ-ভার-সহনে
 অক্ষম হইয়া পুনর্বার মাধবের শরণাগত হইলেন । ১২-১৩

শরণাগত-পালক জগৎপতি যমুসুদনকে নতশিরে প্রণাম করিয়া এই প্রকারে
 স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ১৪

যাঁহার রূপ জগতে সাধারণের নমনপথের অতীত মূল-কারণরূপে প্রকাশ
 পাইতেছেন ; এবং যে প্রধান পুরুষের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি জীবদৈব নাই এবং
 যিনি জগতের নিয়ন্তা, যিনি স্বাহাদি যন্ত্রের প্রতিপালক-রূপ, যাঁহার আশ্রয়
 নিত্যানন্দময় এবং যে জগদীশ্বরের আজ্ঞায় সকলে হু হু কন্মর্ নিযুক্ত
 হইতেছে, স্বয়ং যিনি নিযুক্ত হইতেছেন এবং যিনি অবাস্তরূপে সর্বদা শোভা

যঃ পালয়তি নিত্যানি স্থাপয়ত্যেব তৎপরঃ ।
 ত্বং ত্বাং নিয়মক্ৰপেণ নম্যামি জগদীশ্বর^১ ॥ ১৮
 ত্বং যাহবঃ প্রবেকশচ কামঃ কামালকো লবঃ ।
 প্রসূতিচ্যুতিহেতুর্ধ-প্রাণকারণমীশ্বর ॥ ১৯
 ন যন্ত তে ক্লেদায় সুরাপো নোন্মা তথোন্মণে ।
 ন দীত্যৈ ভবেচ্ছীতং তস্মৈ তৃত্যং নমো নমঃ ॥ ২০
 ন সমুদ্রঃ ধবকরো ন শোষণঃ মহাত্মকঃ ।
 ন যত্যাবে যস্য যমস্তস্মৈ তৃত্যং নমো নমঃ ॥ ২১
 যচ্চিদ্বার্যং যোগিভিঃ শান্তদেহৈ-
 কল্মার্পণ্যং যাত্যরিষ্যেতুত্বম্ ।
 নিত্যং যজ্ঞপমার্গীষসক্তং
 স ত্বং জাহি জাগমিচ্ছন্ ধরিত্রীম্ ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতো হরীকেশো জগদ্ধাত্রী তদা চরিতঃ ।
 প্রাহুর্ভক্তদা প্রাহ ধরিত্রীং দীনমানসাম্^২ ॥ ২৩

শ্রীভগবানুবাচ—

কথং দীনমনা দেবি ধরিত্রি পরিদেবসে ।
 তব বা কিং কুড়া পীড়া বেত্তুমিচ্ছামি ভামহম্ ॥ ২৪
 মুখং তে পরিতপ্তং তু শরীরং কান্তিযজ্জিতম্ ।
 আকুলং নবনবন্বং জীবিত্রমবিবর্জিতম্ ॥ ২৫

পাইতেছেন এবং সংসারকে সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়-চক্রে ভ্রমণ করাইতেছেন, সেই জগৎ-পিতা ভগবানকে হিরণ্যকেশি স্বরূপপূর্বক প্রণাম করিতেছি । ১৮-১৯

যিনি উত্তম বহুবংশে উৎপন্ন হইয়া কল্কপের জন্মদাতা এবং সংহর্তা ; জন যাহাকে আর্জ করিতে পারে না, অশ্বি যাহাকে সস্তাপিত করিতে পারে না, পীত যাহাকে বীর শৈত্যগুণে কষ্ট দিতে পারে না, সমুদ্র যাহাকে জলপ্রবাহে প্রানিত করিতে পারে না, সূর্য্যাদি যাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না এবং মৃত্যু যাহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না, এতাদৃশ তোমাকে নমস্কার করি । ২০-২১

শমন্তপাবনম্বী দুনিগণ একাগ্রচিত্তে যে বস্তু ধ্যান করেন, ধর্মবিবোধ পায়ন্ত-
 গণের কুমতিকলাপ যাহার দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং যাহার রূপ, দান্তিক উপায়ে
 দুষ্ট হয়, হে মহাপুরুষ ! সেই তুমি বিপদাপন্ন পৃথিবীকে রক্ষা কর । ২২

হরি এই প্রকারে পৃথিবীর তবে তুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সমীপে আগমন করত
 বলিলেন,—দেবি বসুন্ধরে ! তুমি হুঃখিতমনে কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ ? ২৩

যদ্যপি কোন ব্যাধিবশত পীড়িতা হইয়া বোধন কর, তাহা হইলে সে কি
 প্রকার ব্যাধি, তাহা অবিলম্বে বল । ২৪

তোমার মুখপদ্ম পূর্বের স্থায় প্রফুল্ল নাই, শরীরে তাদৃশ কান্তিযুক্ত লক্ষিত

১। পরমেশ্বরঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। কুণ্ঠকাতর্য্যম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ঐক্যং তব রূপং তু দৃষ্টপূর্বং কদাপি ন ।
রূপস্য তু বিপর্যাসে হৃৎস্ববীজক ভাষয় ॥ ২৬
এতচ্ছৃণু বচস্তস্য মাধবস্য জগৎপতেঃ ।
বিনয়াবনতা দেবী পৃথ্বী প্রাহ সগদ্বদম্ ॥ ২৭

পৃথিবীবাচ—

ন গর্ভভারং সংবোচুঃ মাধবাহং কমাধুনা ।
ভৃশং নীত্যং বিঘীদামি তস্মাৎ ত্বং জাতুমর্হসি ॥ ২৮
ত্বয়া বরাহরূপেণ যামিনী কামিতা পুরা ।
তেন কামেন কুশৌ যে যো গর্ভোহিষং জয়াহিতঃ ॥ ৩০
কালে প্রাপ্তেহপি গর্ভোহিষং ন প্রচাবতি মাধব ।
কঠোরগর্ভা তেনাহং পীড়িতামি দিনে দিনে ॥ ৩১
যদি ন জাহি মাং দেব গর্ভঃ হৃৎস্বাজ্জগৎপতে ।
নচিহ্নাদেব যাস্তামি যন্তোর্ব্বলমসংলভম্ ॥ ৩২
কদাপি নেদৃশো গর্ভঃ পূর্বং মাধব দৈ যতঃ ।
যোহচলাং চালয়তি মাং সরসীমিব কুঞ্জরঃ ॥ ৩৩
এতচ্ছৃণু বচস্তস্য পৃথিব্যাঃ পৃথিবীধরঃ ।
আহ্লাদিহন প্রভুবাচ হরিশুগ্ধাং লভামিব ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ—

‘ন ধরে তে মহৎক্লেশং চিরস্থায়ি ভবিত্তি ।
শূন্থ যেন প্রকারেণ চানুভূতমিদং ত্বয়া ॥ ৩৫

হইতেছে না, নয়নমুগল ভয়চকিত ; সুতরাং পূর্বের স্তার কটাক্ষনিষ্ফল করিতেছে না । ২৫

এরূপ অবস্থায় আর কখনও তোমাকে দেখি নাই । লোকাভীর্ষ সৌন্দর্য্যে বিপরীতরূপে পরিণত হইয়াছে, কোন্ হৃৎস্ব এইরূপ হইয়াছে সত্ত্বর বল । ২৬

জগদীশ্বর হরির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবী দেবী, বাষ্পক্লেশকণ্ঠে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে মাধব ! হৃৎস্ব গর্ভভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া নিরন্তর হৃৎস্ব অনুভব করিতেছি । এই হৃৎস্ব হইতে আমাকে রক্ষা করুন ।

২৭-২৮

আপনি যেকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া রজস্বলা আমার সহিত সঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই কালেই আমি গর্ভবতী হইয়াছি । ২৯

কিন্তু একাল পর্য্যন্ত প্রসব না হওয়ায় গর্ভভারে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি । ৩০

হে জগদীশ্বর । আপনি যদপি গর্ভধারণ-হৃৎস্ব হইতে আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করিব । ৩১

আমার স্তায় আর কোন কামিনীই এ প্রকার গর্ভ-যন্ত্রণার কষ্ট শাস্ত নাই । মদমত্ত হস্তী যেপ্রকার সরোবরকে আলোড়িত করে, সেইরূপ আমাকেও এই গর্ভ, কষ্ট অনুভব করাইতেছে । ৩২

পৃথিবীপতি ভগবান্ এই প্রকার পৃথিবীর দীন-বচন শ্রবণ করিয়া সূর্য্য-কিরণে সমস্তা লতার স্তায় সমস্তা ধরাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে

মলিকা সহ সঙ্ঘেন যো গভঃ সঙ্কতত্বরা ।
 সৌহৃদসুরসম্বল্লভ যুগৈঃ পুত্রোহপি দাক্ষণঃ ॥ ৩৫
 জাত্বা তস্য চ বৃত্তান্তং গভঃ ক্রহিণাদবঃ ।
 নৈবীড়িঃ শক্তিভির্বহন্তব কৃষ্কৌ তু তংপুরঃ ॥ ৩৬
 সর্গাদৌ যদি জায়েত ভবতাস্তাদৃশঃ সূতঃ ।
 অংশয়েৎ সকলান্ লোকাংস্ত্রীনিমান্ সমুরাসুরান্ ॥ ৩৭
 অন্তস্তস্মৈ বনং বীৰ্য্যং জাত্বা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
 প্রাক্‌সৃষ্টিকালে তে গভঃ তথা ধূর্জগতায় কৃতে ॥ ৩৮
 অষ্টাবিংশতিবৈ প্রাপ্তে আদিসর্গাচ্চতুর্যুগৈঃ ।
 ত্রেতাযুগস্য মধ্যে তু সূতং তং জনসিদ্ধসি ॥ ৩৯
 যাবৎ সত্যযুগং স্থাতি ত্রেতার্কক বরাননে ।
 তাবদ্বৎ মহাগভঃ দত্তঃ কালো ময়া তব ॥ ৪০
 ন যাবজ্জায়তে যত্রি গভঃস্তে হৃতিদাক্ষণঃ ।
 তাবদগভবতী দুঃখং ন তং প্রাপ্‌স্বসি ভামিনি ॥ ৪১

যার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পৃথিবীং গভিনীং তদা ।
 নাভৌ স্পন্দনং দদিতাং শঙ্খাশ্বেপাতিপীড়িতাম্ ॥ ৪২
 সা স্পৃষ্টা বিষ্ণুনা পৃথী শরীরং লঘু চাসদং ।
 গভেহপি লবিমানং সা প্রাপাতীব সুখপ্রদম্ ॥ ৪৩

আরম্ভ করিলেন,—বসুন্ধরে! তোমার এ দুঃখ চিরস্থায়ী হইবে না এবং তোমার গভ', নিরুপিত সময় অতীত হইলেও যে প্রসব হয় নাই, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর । ৩৩-৩৪

রক্ষয়লা তোমার সহিত বরাহের সমস্ব হওয়ায় যে গভ' ধারণ করিয়াছে, এই গভ' মহাবল অমুর উৎপন্ন হইবে আনিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ তাদৃশ মহাবল অমুরের উৎপত্তিতে অনিষ্ট হইবে বিবেচনার দৈবশক্তিতে প্রসব হইতে দিতেছেন না । ৩৫-৩৬

স্বর্গে যতপি তাদৃশ বীরবর তোমার পুত্রের জন্ম হয়, তাহা হইলে দেব দৈত্য প্রভৃতির সহিত স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক নষ্ট হইবে । ৩৭

এই হেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ লোক-হিতের নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্বে অলৌকিক পরাক্রমশালী পুত্রকে তোমার গভে স্থাপন করিয়াছেন । ৩৮

আদি সৃষ্টি হইতে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত ত্রেতাযুগে এই গভস্থিত সন্তান প্রসব করিবে । ৩৯

হে চন্দ্রযুধি! যেকাল পর্যন্ত সত্যযুগ শেষ হইয়া ত্রেতাযুগের অর্দ্ধভাগ উপস্থিত না হয়, সেই কাল অবধি এই গভ' ধারণ কর । ৪০

বসুন্ধরে! যত দিন পর্যন্ত তোমার গভ' প্রসব না হয়, ততদিন পর্যন্ত গভ'ভারে তোমার কোন কষ্টই হইবে না । ৪১

যার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া গভ'বতী দদিতা বসুন্ধরার নাভিমণ্ডলে পাক্রজন্ত শঙ্খের অগ্রভাগ স্পর্শ করাইলেন । ৪২

পৃথিবীস্থরের স্পর্শে পৃথিবীর দেহ লঘু হইল—কষ্টপ্রদ দুর্ব্বহ গভ' লঘুতর হইয়া সুখকর বোধ হইতে লাগিল । ৪৩

অগস্ত্যঃ সাদৃশী নারী ভাদৃশী সাগ্যজায়ত ।
 ধৃতগভাংপি মুদিতা সা বভূব অগস্ত্যসুঃ ॥ ৪৪
 ততঃ পুনরিদং বাক্যমুক্ত্বা স ভগবান্ কিত্তিম্ ।
 পুনঃ প্রসাদয়ামাস সামভির্বহুভিষ্চ তাম্ ॥ ৪৫
 অগস্ত্যত্রি মহাসত্ত্বো হুং হৃতিধারনাম্বিক্য ।
 সর্বেষাং ধারণাদেবি হুং ধাত্রীতি প্রণীয়সে ॥ ৪৬
 কমা যশ্চাচ্ছদকর্তুং শক্তা কাস্তিযুতাত্র যং ।
 সর্বং বসু ভূমি স্তব্ধং যশ্চাচ্ছদমতী ততঃ ॥ ৪৭
 তদুৎসবং ত্যজ পুত্রস্তে যদা সঞ্জায়তে ভদা ।
 যাং সুরিষ্টসি দেবী হুং পুত্রং তে পালয়ামাহম্ ॥ ৪৮
 ইদং ব্রহ্মসং কুত্রাপি ন প্রকাশ্যং ত্বয়া ধরে ।
 যন্নয়া কথিতং দেবি ব্রহ্মসং পরমং পরম্ ॥ ৪৯
 গভঃস্তব মহাভাগে ত্রেতায়া মধ্যভাগতঃ ।
 উৎপৎসতে হতে বীরে রাবণে রামসংস্থিতা ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রৈবাত্তবধীষত ।
 আজ্ঞাপ্য পৃথিবীং দেবীং গভঃভারপ্রপীড়িতাম্ ॥ ৫১
 ধর্যাপি কুশলা কামা লঙ্কায়া বনৈর্মুতা ।
 অগস্ত্যেব যযৌ দেবী মুদা পরমরা যুতা ॥ ৫২
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

অগস্ত্যাত্মা পৃথিবী গভঃবতী হইলেনও গভঃহী . . . ত্রীলোকের স্থান আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । ৪৪

তদনন্তর, অদগীশ্বর বসুন্ধরাকে বহুতর সাদৃশ্য বাক্যে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—হে মনস্বিনি । অগস্ত্যত্রি ! বসুন্ধরে ! তুমি যাবতীয় বস্তু ধারণ করিয়া ধরিত্রী নাম লাভ করিবে : ৪৫-৪৬

তোমার সদৃশ বৈর্যাশালিনী দ্বিতীয় নাই । তুমি অগস্ত্যের সকল বস্তু ধারণ করিতে সমর্থ এবং সহিষ্ণুতা গুণের প্রতিভূতি বলিরাই কমা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । তোমাতে সকল ধন নিক্ষিপ্ত আছে, এ নিমিত্ত তুমি বসুমতী নামে আখ্যাতা । ৪৭

ধরিত্রি । তুমি আর হুঃখিতা হইও না । যে কালে তোমার পুত্র প্রসব হইবে, সেইকালে আমাকে স্মরণ করিবারাত্র আমি আগমন করত তোমার পুত্রকে প্রতিপালন করিব । ৪৮

পৃথিবি । আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিলাম, ইহা অতি সুগোপ্য ; কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না । ৪৯

ভাগ্যবতি । ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলে তোমার গভঃ হইতে বাসক ভূমিষ্ঠ হইবে । ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ এই বাক্য বলিয়া গভঃভার পীড়িতা পৃথিবীকে আহ্লাদিত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ৫১

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে দ্বিজসন্তযাঃ ।
 বিদেহবিষয়ে স্বাজ্ঞা জনকো নাম বীৰ্য্যবান্ ॥ ১
 সৰ্ব্বরাজগণৈর্দুৰ্জ্জৈ রাজনীতিবিকল্পিতঃ ।
 সত্যবাক্ শীলবান্ সৰ্ব্বো লক্ষণঃ প্রবৃত্তঃ শুচিঃ ॥ ২
 দেবদ্বিজগুরুশাক পুত্রানু নিরতঃ সদা ।
 বভূব সৰ্বলোকানাং পিতের পরিপালকঃ ॥ ৩
 তস্য রাজঃ সুতো মাতুলং প্রাপ্তে কালেহপি বৈ সদা ।
 তদা স বিমনা ভূতা চিন্তাক্যানপরোহভবৎ ॥ ৪
 একদা মোহে তত্রাব নারদস্য মুখান্ৰূপঃ ।
 অপূত্রো নৃপতিবৃদ্ধো নামা দশরথো মহান্ ॥ ৫
 পুত্রানু লেভে মহাসন্তানধরেন মহামতিঃ ।
 অযোধ্যয়াং নগর্যান্তে বহুশৃঙ্গপুৰোমহৈঃ ॥ ৬
 যুনিজিবিহিতৈর্যজ্ঞৈলকবান্ স নৃপঃ সুতান্ ।
 রামক ভরতকৈব লক্ষ্মণং লক্ষণং তথা ॥ ৭
 মহাসন্তান্ মহাবীরান্ দেবগর্ভোপমাহুতান্ ।
 তচ্ছুভা জনকো রাজা প্রবিক্যন্তঃপুংস ইকম্ ॥ ৮

কৃশাকী পৃথিবী অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া গর্ভ-হীনা নারীর স্থায় সবলে
 যশাস্থানে দমন করিলেন । ৫২

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

নরকাসুরের উৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজবরগণ । অমন্তর বহুদিনের পর বিদেহ-
 দেশাধিপতি বলবান্, সৰ্ব্বদ-রাজগণ-সম্মত, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, সংব্রতাব,
 চতুর, জ্ঞাতেকহী, স্থিরচেতা, শুক, দেব-দ্বিজ-গুরুগণের সেবায় সৰ্ব্বদা তৎপর,
 প্রজাগণের পিতার স্থায় পরিপালক জনক নামে রাজা ছিলেন । ১-৩

জনক, কাল অতীত হইলেও পুত্রসন্তান উৎপন্ন না হওয়ায় একদা বিমনা
 হইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪

রাজা জনক, একদিন নারদ মুনির মুখে শুনিলেন, মহাত্মা দশরথ রাজা
 পুত্রোক্তি যজ্ঞ করিয়া বার্ষিক্যে মহাবীৰ্য্যবান্ পুত্রচতুষ্টয় লাভ করিয়াছেন । ৫

দশরথরাজা অযোধ্যা নামে নিজপুরে মহাতপস্বী-ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি যুনি-
 গণকে আনয়ন করত যনত্নী এবং মহাবলবান্, রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মণ
 নামে পুত্রসন্তানসমূহ চারিটি পুত্র যজ্ঞফলরূপে লাভ করিয়াছেন । ৬-৭

মহারাজা জনক, দেবর্ষি নারদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্তপূরে

ভার্য্যাভির্ময়ামাস যজ্ঞার্থং পুত্রজন্মনে । ৯
 মন্ত্রবিদ্যা তদা রাজা মহিবীগ্রহৈঃ স্বয়ম্ ।
 চতসৃভিস্ত ভার্য্যাভির্ময়্যার্থং দীক্ষিতোহভবৎ ॥ ১০
 ততঃ পুরোধসং রাজা গৌতমং মুনিসত্তমম্ ।
 তৎপুত্রঞ্চ শতানন্দং পুরোধায়াকরোমুখম্ ॥ ১১
 যো পুত্রো ভুজ সজ্জাতো যজ্ঞভূমৌ মনোহরৌ ।
 একা চ হুহিতা সাধ্বী কুম্যন্তরগতা ভুভা ॥ ১২
 নারদস্যোগ্রদেশেন যজ্ঞভূমিং ভূতো নৃপঃ ।
 হলেন নারদামাস যজ্ঞবাটাবধি স্বয়ম্ ॥ ১৩
 ভূমিভাতসীতায়াং ভুভাং কন্থাং সমুচ্ছিতাম্ ।
 লেভে রাজা মুদা মুক্তঃ সর্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ১৪
 ভুভাং জাতমাত্রায়াং পৃথিব্যন্তর্হিতা স্বয়ম্ ।
 অগাদ বচনক্লেদং গৌতমং নারদং নৃপম্ ॥ ১৫

পৃথিব্যবাচ—

এবা মুক্তা ময়া দত্তা তব রাজন্ মনোহরা ।
 এনাং গ্রহাণ ভুভগাং কুলঘনভুভাবহাম্ ॥ ১৬
 অনয়া মে মহাভারতভুভো হেতুভুভয়া ।
 কন্থাং যাস্ততি ভারত্ভিং যোচস্মিচ্ছামি দাক্ষণাম্ ॥ ১৭
 রাবণায়া মহাবীরাঃ কুন্তকর্ণাদরোহপরে ।
 নাশং যাস্ততি দুর্ধর্ষাঃ কৃতেহয়া রাক্ষসাঃ পরে ॥ ১৮
 ত্বক যোদং হরাধ্বং হুহিতকৃতিজং নৃপ ।
 অবাস্যসি সুরাণ্যঞ্চ পিতৃ নামৃণশোধনম্ ॥ ১৯

এবিক্ট হইলেন এবং যজ্ঞফলে পুত্রোৎপত্তি রাজার মহিবীগ্রহের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যজ্ঞার্থে দীক্ষিত হইলেন । ৮-১০

তদনন্তর রাজা জনক, পুরোহিত গৌতম এবং তাঁহার পুত্র শতানন্দের আদেশানুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । ১১

সেই যজ্ঞভূমি হইতে, সুন্দর-শরীর দুইটী পুত্র জন্মিল । কল্যাণ-নিলয় ভুবন-মোহিনী এক কন্যাও পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইলেন । ১২

জনক, নারদের আদেশে স্বয়ং লাক্ষ্মণদ্বারা যজ্ঞভূমির সীমাবধি প্রদেশ কর্ত্তন করিলেন । ১৩

ভূমি হইতে জনকরাজা সর্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন কন্যা লাভ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । ১৪

কন্যা জন্মিদামাত্র পৃথিবী সেইস্থানে উপস্থিত গৌতম, নারদ এবং জনক রাজাকে বলিলেন,—রাজন্ । ভুবনমোহিনী এই কন্যা তোমাকে অর্পণ করিলাম । জনক-জননী-কুলপাবনী যজ্ঞলয়্যো এই কন্যাকে গ্রহণ কর । মহারাজ । এই কন্যা হইতে আমার ভার দূরীভূত হইবে । আমিও দুর্ধর্ষ ভার বহন হইতে মুক্তি লাভ করিব । ১৫-১৭

ইহার অল্পই সমাপ্তসক রাবণ কুন্তকর্ণ প্রকৃতি মহাবল রাক্ষসগণ যমভবন-মর্শন করিবে । ১৮

কিন্তুকঃ সমরঃ কণ্ঠ্যাবুয়া যম নরোত্তম ।
 তমহং তে প্রবক্ষ্যামি পুরো নারদগৌতমৌ ॥ ২০
 নিহতে বাবশে বীরে ভারার্ভিরহিতা সুখম্ ।
 সুপুত্রং জনয়িষ্যামি যজ্ঞভূমাবহং তব ॥ ২১
 তং পুত্রবৎ পালয়িতা ভবান্ নৃপতিসত্তম ।
 যাবদ্ব্যতীতবাল্যঃ সন্ ভবিত্যা তনয়ো যম ॥ ২২
 ব্যতীতবাল্যঃ তমহং পালয়িষ্যে স্বয়ং নৃপ ।
 তস্য স্যান্মানুষ্যো ভাবো যথা তং তৎকরিষ্যসি ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পৃথিব্যা বচনং শ্রুত্বা রাজা তদা মুদা ।
 প্রথম্য পৃথিবীং গ্রাহ সাত্তা ন জনকাস্বয়ঃ ॥ ২৪

রাজোবাচ—

মং হং ক্রমে জগদ্ধাত্রি করিস্তে তম্ভচন্দ্রব ।
 মমাপ্যর্থং প্রযচ্ছস্ব প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ২৫
 দেবী প্রত্যক্ষতো রূপং ব্রহ্মমিচ্ছাম্যহং তব ।
 শক্তিস্তুং লোকজননৌ ত্বাং নম্যামি প্রসীদ মে ॥ ২৬
 ইতি ভস্ম বচঃ শ্রুত্বা জনকস্য তদা কিত্তিঃ ।
 মুনীনাং সন্নিধৌ রূপং দর্শয়ামাস ভূভূতে ॥ ২৭

মহারাজ । তুমিও এই কথা হইতে পরম আনন্দ লাভ করিবে ; এবং ইহা হইতে তুমি দৈবিক এবং পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হইবে । ১৯

হে নরোত্তম । কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে ; যে বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—তাহা নারদ ও গৌতমের সমক্ষে তোমাকে বলিতেছি । ২০

বাবশবীর নিহত হইলে, ভারপীড়া-রহিত হইয়া আমি তোমার যজ্ঞভূমিতে সুখে একটি সুপুত্র প্রসব করিব, তুমি রাজশ্রেষ্ঠ ; যতদিন তাহার শৈশব অতিক্রম না হয়, ততদিন তুমি তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিবে । ২১-২২

রাজন্ । তাহার বাল্যকাল অতীত হইলে, আমি তাহাকে পালন করিব । তাহার বাহাতে মনুষ্যস্বভাব হয়, তদ্বিবরে তুমি যত্ন করিবে । ২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—জনকরাজা পৃথিবীর এই কথা শুনিয়া চম্ভিত্তিতে পৃথিবীকে প্রণামপূর্বক সান্ত্বনারে বলিতে লাগিলেন ;—জগদ্ধাত্রি । তোমার কথামত আমি তাহাকে পালন করিব, কিন্তু তুমি আমার অভিলାষ পূর্ণ কর ; হে পরমেশ্বরি । প্রসন্ন হও । ২৪-২৫

হে দেবি, আমি সাক্ষাৎ মূর্তিমতী তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি । তুমি জগজ্জননী শক্তিস্বরূপা, তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও । ২৬

পৃথিবী এইরূপ জনকরাজার বাক্য শ্রবণ করত সকল মূনিগণেব সম্মুখে জনককে নিজরূপ দর্শন করাইলেন ॥ ২৭

নীলোৎপলদলশ্যামাক্ষমালাজহারিণীম্ ।
 বাহুযুগ্মেন ত্তেজঃ সৃণালীমতাশোভিনা ।
 সুন্দরীং লোকধাত্রীং তাং দৃষ্ট্বা শঙ্কং নৃপোহনময়ং । ২৮
 ততঃ সা পৃথিবী দেবী সীতাং জাতাং নৃপাশ্রয়াম্ ।
 কথং শঙ্কং সম্পূর্ণ্য বচনক্ষেদমব্রবীৎ । ২৯
 ইয়ং তে মানুষ্যং ভাবমবাশ্যতি জগৎপ্রভুঃ ।
 তব পুত্রী নৃপশ্রেষ্ঠ সময়ং প্রতিপালয় । ৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা পৃথিবী দেবী রাজানং জনকাশ্রয়ম্
 সস্তাস্ত মাতৃদাদীংস্তাংস্তত্রৈবাতরবীষত । ৩১
 জনকোহপি সূতাং লক্শ্মী সর্বলক্ষণশালিনীম্ ।
 সুভষ্মং তথা প্রাপ্য মুদিতঃ হৃগৃহং যযৌ । ৩২
 ততঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে রাবণে রাক্ষসে হতে ।
 মান্বিষেণ স্বরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । ৩৩
 গহ্বা বিদেহরাজস্য যজ্ঞভূমিঃ তদা ক্ষিতিঃ ।
 সুস্থম্বে তনয়ং বীরং যত্র সীতা পুরাভবৎ । ৩৪
 জাতে পুত্রে তদা দেবী জগদ্ধাত্রী জগৎপ্রভুম্ ।
 সম্মার সময়ং বিষ্ণুং শ্রবন্তী সময়ং পুরা । ৩৫
 শ্রুতমাত্রস্তদা দেবঃ সময়ং প্রতাপালয়ৎ ।
 ক্ষিত্তৈর্ষত্র সুতো জাতস্তত্র প্রাহুর্বভূব হ । ৩৬
 প্রাহুর্ভূতং তদা দেবী প্রণম্য পরমেশ্বরম্ ।
 সংতুষ্ট মনুভং শশ্বদিদমাহ জগৎপ্রভুম্ । ৩৭

নীলকমল-স্ফামলা ধীর-বাহুযুগ্মে সৃণাল-সদৃশ ত্তেজস্বী অক্ষমাল। এবং
 পদ্মধারিণী সুন্দরী জগদ্ধাত্রীকে দর্শন করত জনকরাজ্য প্রণাম করিলেন । অনন্তর
 পৃথিবীদেবী সম্ভোজাতা জনকাশ্রয়। সীতাকে নিজ হস্তে গ্রহণ করত বলিতে
 লাগিলেন । হে নৃপশ্রেষ্ঠ, জগজ্জননী তোমার এই কন্যা মনুষ্যভাব লাভ
 করিবেন । ভল্লিমিত্ত কিছুকাল অপেক্ষা কর । ২৮-৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—পৃথিবীদেবী জনকরাজ্যকে ইহা বলিয়া নারদাদি
 মুনিগণকে সস্তাবনা দি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত
 হইলেন । ৩১

মনুষ্যরূপী জনক-রাজ্য সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন। কন্যা এবং পুত্রদ্বয়কে লাভ করিয়া
 আনন্দ-চিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন । ৩২

তদনন্তর যথাসময়ে মনুষ্যরূপী জগৎ-প্রভু ভগবান্, রাবণ-বধ করিলে বসুন্ধরা
 মহারাজ। জনকরাজ্যে যে যজ্ঞ-ভূমিতে সীতাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই
 স্থানে গমন করত মহাবীর পুত্র প্রসব করিলেন । ৩৩-৩৪

জগজ্জননী পৃথিবীদেবী, পুত্র উৎপন্ন হইলে পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে জগৎপ্রভু
 বিষ্ণুকে শ্রবণ করিলেন । ৩৫

শ্রবণ করিবামাত্র দেবাদিদের ভগবান্, প্রতিজ্ঞাপালনার্থে পৃথিবী যে স্থানে
 পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন । বসুন্ধরা পরমেশ্বরকে

পৃথিব্যাবাচ—

এব তে তনয়ো জাতঃ সূকুমারো মহাপ্রভুঃ ।
সংশ্রবন্ সমরং পূৰ্বং ত্বমেনং প্রতিপালয় ॥ ৩৮

শ্রীভগবানুবাচ—

অহং তে তনয়ো দেবী মহাবলপরাক্রমঃ ।
ভবিত্য হানুষং ভাবং ত্বানঃ সূচিরং বৃধ ॥ ৩৯
বাবল্লানুষভাবং তে তনয়ো ভাবয়িস্বতি ।
ভাবং কল্যাণভংগং ভূত্বা চিরং রাজ্যং করিস্বতি ॥ ৪০
ভাক্তমানুষভাবস্ত যদা চাহং বিচেয়ীতে ।
তদা তু নান্য সূচিরং জীবিতং সন্তবিস্বতি ॥ ৪১
সম্প্রাপ্তে যোড়শে বর্ষে রাজ্যমাসাদয়িস্বতি ।
ধনবতপতৈশ্বর্যযুক্তোহস্রং রথসঙ্কটৈঃ ।
হানীত্য মহতীং বিভ্রাং শ্রিহং ভোগ্যকৃতি নীর্ণসান্ ॥ ৪২
যশ্বিন্ যশ্বিন্ যুগে ভাবো যো বা ভবতি বৈ নৃপাম্ ।
তং তং ভাবং ভুত্বৈবাস্বং করিস্বতি তথা কুরু ॥ ৪৩
এতস্ম নিভৃতং রাজ্যং যং প্রাগ্জ্যোতিষ-সংজ্ঞকম্ ।
পুরং তত্র চিরং শান্তা রাজ্যমেব সুতন্তব ॥ ৪৪
ইত্যুক্তা পৃথিবীং বিষ্ণুঃ সমাভাষ্য জগৎপতিঃ ।
দৃশ্যমানস্তস্য ক্রিপ্রং তত্রৈবাস্তর্কধে প্রভুঃ ॥ ৪৫
প্রসূয় পৃথিবী পুত্রং মধ্যরাत्रে মহাহ্রাতিম্ ।
জনকং জাপয়ামাস বৃহস্পং পূর্বমীরিতম্ ॥ ৪৬

আহুত দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং সভ্যভূত-প্রিহ্বাক্য বলিতে লাগিলেন,—মহাপ্রভো! এই আপনার অতি কোমলাকৃতিবালক জন্মিয়াছে, পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ইহাকে পালন করুন ॥ ৩৮-৩৯

ভগবান্ বলিলেন, হে দেবি! মহাপরাক্রমশালী তোমার এই পুত্র মনুষ্য-ভাব একটনকরত চিরকাল বিজ্ঞানের স্থায় সুখী হইবে ॥ ৩৯

তোমার এই পুত্র যতকাল পর্যন্ত মনুষ্যভাব বিভাবিত করিবে, ততদিন পর্যন্ত সর্বদা সুখে রাজ্য ভোগ করিবে ॥ ৪০

এই পুত্র যে কালে মনুষ্যভাব ত্যাগপূর্বক কোন কার্য করিবে, সেই কাল হইতে ইহার জীবনের আশা থাকিবে না ॥ ৪১

এবং যোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে ধন-বত-গজ-ঐশ্বর্য-রথ সমূহে সমৃদ্ধ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবে। বীর্যবান্ তোমার পুত্র বিপুল অক্ষয় রাজলক্ষী লাভ করত ভোগ করিবে ॥ ৪২

মনুষ্যপণের যে যে যুগে যে যে ভাব হয়, এই বালকও তদনুসারে নিজের যুগানুরূপ ভাব করিবে, সেই বিষয়ে যত্ন কর ॥ ৪৩

প্রাগ্জ্যোতিষ নামে অতি হির ইহার নগর হইবে, সেই পুরে বাস করত চিরকাল রাজ্য শাসন করিবে ॥ ৪৪

পৃথিবীগতি জগৎপ্রভু বিষ্ণু, পৃথিবীকে এইরূপ বাক্যে সন্তোষিত করিয়া কেবলমাত্র তাঁহারই দৃষ্টিগোচর হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্নিহিত হইলেন ॥ ৪৫

বিদেহরাজো জাঠৈব পৃথিবীজনিতং সুতম্ ।
 তত্রৈব যজ্ঞবাটং স রাজ্যবাগাৎ কৃতক্রিয়ঃ ॥ ৪৭
 সমুদ্রং যজ্ঞবাটং তং দুয়ো সর্বংসহা তদা ।
 নোক্তা কিঞ্চন তং শব্দসমুদ্যানং গতা নৃপম্^১ ॥ ৪৮
 অথ গতা তদা তত্র বিদেহারিপতিঃ সুতম্ ।
 বরাদাং সদৃশে কাষ্ঠ্যা চন্দ্রার্কজলনোপমম্ ॥ ৪৯
 রুদ্রং বহুশঃ স্নিগ্ধং চলন্তপদবহম্ ।
 বপুঃস্বতং ত্রিধা দীপ্তং কার্ত্তিকেশমিবাসবম্ ॥ ৫০
 উপসঙ্গম্ স রুদ্রম্ বালো যজ্ঞভূমিং ব্যতীত্য চ ।
 কিমক্লেশং অপামানুতানশাস্তী মহাদ্ভুতিঃ ॥ ৫১
 মনুষ্যস্ত পিরন্তম্ যজ্ঞস্ত প্রাপ্য বালকঃ ।
 হনিরন্তম্ বিস্তম্ রুদ্রস্তম্হো কথং তদা ॥ ৫২
 ততো বিদেহরাজোহপি যার্গমাণঃ স্নিগ্ধেঃ সুতম্ ।
 ব্যতীত্য যজ্ঞভূমিং তমাসসাদাক্ষস্য বহিঃ ॥ ৫৩
 আসান্ত বালকং দীপ্তং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ।
 কাষ্ঠ্যা চন্দ্রমসন্তস্য^২ তেজোভির্ভাস্করোপমম্ ॥ ৫৪
 শরমধ্যগতং পূর্বং পাবকিং পাবকো যথা ।
 যতঃ জগ্ৰাহ তং রাজা পৃথিব্যাঃ সমস্তং শ্বরম্ ॥ ৫৫

পৃথিবী অর্ধরাত্রে এসুত মহাতেজস্বী পুত্রের অনন্তবৃত্তান্ত অভিগোপনে জনক-
 রাজাকে জানাইলেন । ৪৬

জনকরাজা পৃথিবীর পুত্রদের অবশ্য করিয়া শীঘ্র সেই রাজ্যকালেই যজ্ঞ-
 ভূমিতে আগমন করিলেন । ৪৭

পৃথিবী জনকরাজাকে যজ্ঞভূমিতে গমন করিতে দর্শন করিয়া অত কোম-
 লাকা না বলিয়াই নৃশের সম্মুখে অন্তর্হিতা হইলেন । ৪৮

অনন্তর জনকরাজা যজ্ঞভূমিতে গমন করত তেজে সূর্য-চন্দ্র-অগ্নিসমিভ
 পৃথিবী-পুত্রকে দর্শন করিলেন । ৪৯

সেই পুত্র বারংবার রোদন করিতেছে এবং হস্তপাদ ইত্যন্তঃ সফালিত
 করিতেছে ; যুগ্মিয়ানু ত্রিতীয় কার্ত্তিকসদৃশ সুন্দর তাহার দেহ । ৫০

মহাদ্ভুতি সেই বালক রোদন করিতে করিতে ভূমিতে দৃষ্টিত হইয়া যজ্ঞভূমি
 হইতে কিছুদূর পর্যন্ত গমন করিল । ৫১

যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত হইয়া একটি বৃহৎ মনুষ্যের মস্তকে নিজ মস্তক বিস্তৃত
 করিয়া রোদন করিতে করিতে কিছুকাল সেই ভাবেই অবস্থিত হইল । ৫২

তদনন্তর জনকরাজাও পৃথিবীপুত্রের অয়েষণার্থ যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত
 হইয়া প্রান্তভূমিতে জাক্জ্যমান অনলের স্থায় দীপ্তিশালী, কাতিতে কম্বানিধি-
 সদৃশ এবং তেজে সূর্য-সমিভ সেই বালককে দর্শন করিলেন এবং অগ্নি যে প্রকার
 শরবণ-স্থিত কার্ত্তিককে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার রাজাও পৃথিবীর
 নিকট প্রতিজ্ঞা করিতে সেই বালককে গ্রহণ করিলেন । ৫৩-৫৫

১। কতম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। কাষ্ঠ্যা চন্দ্রং বিনিপন্তং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

উদ্গৃহ্ণন্ তচ্ছিরোদেশে নদৃশে মানুষঃ শিরঃ ।
 শশংস চাচিরং শীর্ষং মানুষঃ গোতমায় সঃ ॥ ৫৬
 অথ বালং সমাদায় প্রবিশান্তঃপুরং স্বকম্ ।
 মহিষ্ঠে কথয়ামাস প্রাপ্তং পুত্রং শুভোপমম্ ॥ ৫৭
 সা তং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষঃ সিংহস্তকঃ মহাভূজম্ ।
 বিস্তীর্ণহৃদয়ং কান্তং নীলোৎপলনলচ্ছবিম্ ।
 মুমোদ পালনীযোহসং মম্বতি শুবদং নৃপম্ ॥ ৫৮
 তাং রাজ্ঞানি ভূতঃ গ্রাহ পুত্রোহসং মম সুন্দরি ।
 যজ্ঞভূমৌ সমুৎপন্নঃ স্বচ্ছন্দঃ পাল্যতামসম্ ॥ ৫৯
 যৎপৃথিব্যা রহঃ প্রোক্তং ন তদেবৈব শুবদসম্ ।
 সত্যসঙ্কে নৃপশ্রেষ্ঠঃ প্রিয়াক্ষা অপি ভাষিতম্ ॥ ৬০
 যম সূতসূতবংশান্ পালয়িত্বৌ ধরেৎ-
 মিতি নরপতিবর্যো মোদবাংস্তদ্বিনে চ ।
 সুরভনয়সমানং পুত্রমাসান্ত দেবী
 জিতারপূরতিধোমান্ শ্যামক্কেতামোদৎ ॥ ৬১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

সেই কালে সেই বালকের মস্তকসমীপে মনুস্মৃৎসুক দর্শন করিয়া জনক রাজ্য সম্মিষ্টচিত্তে সেই বৃত্তান্ত পুরোহিত গোতমকে জানাইলেন । ৫৬

এবং সেই বালককে লইয়া স্বকীয় অস্তঃপুরে গমন করত শট্টমহিষীকে কার্তিকসদৃশ পুত্রপ্রাপ্তি-সংবাদ বলিলেন এবং সেই রাজমহিষীও বিস্তীর্ণহৃদয় সিংহস্তক উন্নতবাহু প্রশস্তবক্ষা কমণীস্ব নীলোৎপল হলের শ্যাম শ্যামবর্ণ পুত্রটিকে দর্শন করিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সন্তান কি আগনার লেণ্ডোবার্বে পালন করিব ? ৫৭-৫৮

মহিষীর বাক্য শ্রবণ করত জনক বলিলেন,—সুন্দরি ! যজ্ঞ-ভূমিতে উৎপন্ন এ বালককে নিজ পুত্রের শ্যাম পালন কর । ৫৯

হিরপ্রতিজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ জনক—পৃথিবী নির্জনে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহিষীর সমীপে সেই কথা উত্থাপন করিলেন না । ৬০

এই ধরিত্রী আমার পুত্র পৌত্রাদি বংশাবলীকে পালন করিবেন ; ইহা ভাবিয়া রাজ্য আনন্দ সহকারে দেবীকে পুত্রপালনে আদেশ করিলেন । দেব'ও সুরকুমার সদৃশ তনয় প্রাপ্ত হইয়া “এই বালক শত্রুভেতা এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি মজ্জ্বিধ-ঐতি-বর্জিত হইবে” ভাবিয়া অচ্যুত আনন্দিতা হইলেন । ৬১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭

অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তস্ম নৃপশ্রেষ্ঠো গোতমেন মহর্ষিণা ।
সংস্কারং কারয়ামাস বিধিনা মানু্ষেণ তু ॥ ১
নরকশীর্ষে স্থপিরো নিধায় স্থিতবানু যতঃ ।
‘স্ম্যাস্তস্ম মুনিশ্রেষ্ঠো নরকং নাম বৈ ব্যধাৎ ॥ ২
অপরান্ বালসংস্কারান্ কাক্ষেণ বিধিনা মুনিঃ ।
কেশাভাবমি সন্ধক্ষে ঋগুযজুঃসামযজুর্ভৈকঃ ॥ ৩
ববুধে তস্ম সদনে নরকো নাম ভূসুতঃ ।
দিনম্বিনং ধৃতান্ত্রীঃ শরদীয নিশাকরঃ ॥ ৪
স রাজা তং সদা ভাটৈব মানু্ষৈর্যোজয়ন্ বহুম্ ।
গৌতমস্ত সূক্তেনাথ শতানন্দেন ধীমতা ।
গ্রাহয়ামাস ভগ্নিত্যং কাক্ষং ভাবক মানু্ষম্ ॥ ৫
তথৈব পৃথিবী দেবী ধাত্রীবেবেণ তং সূতম্ ।
নিহতং গ্রাহয়ামাস মানু্ষং চরিতং ততম্ ॥ ৬
যদৈব পুত্র উৎপন্নস্তদৈব পৃথিবী বহুম্ ।
মায়ামানু্ষরূপেণ নৃপাত্তঃপূরমাভিশং ॥ ৭
প্রবিশ্য তত্র সা দেবী নৃপস্তানুমতেহন্তবং ।
ধাত্রী তস্ম বিজশ্রেষ্ঠাঃ কাভ্যায়ন্তা হুবহুয়া ৫৮

নরকের পিতৃ-সর্পন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর নৃপশ্রেষ্ঠ, গোতম-মহর্ষি দ্বারা পুত্রের মনুষ্য-চরণীর সংস্কার করাইলেন । ১

মনুষ্যমস্তকে মস্তক স্তম্ভ করিয়াছিল বলিয়া মুনি সেই পুত্রের নাম নরক রাখিলেন । ২

ঋক যজুঃ সাম যজুর দ্বারা কেশ বপনাদি সংস্কার কক্সিগ্ন-বিধিযতে করিলেন । ৩

তাহার পর সেই নরক রাজত্বকেনে দিন দিন শারদীর চন্দ্রের দ্বারা পোড়া সম্পন্ন হইতে লাগিল । ৪

রাজা পুত্রকে মনুষ্যচরণীর কার্যকলাপ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়া ধীসম্পন্ন গৌতমপুত্র শতানন্দেয় দ্বারা কক্সিযোচিত, মনুষ্যচরণীর কার্যপরাঙ্গর শিক্ষা দিলেন । ৫

সেইরূপ দেবী বসুন্ধরাও রাজপুত্র নরককে মনুষ্য কর্তব্য কার্যকলাপ সুবিশদ-রূপে শিক্ষা দিলেন । ৬

যে সময়ে রাজপুত্র নরক প্রসূত হইয়াছিল, সেই সময়ে দেবী পৃথিবী মায়াক্রমে মনুষ্যরূপ ধারণ করত রাজাত্তঃপূরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । ৭

হে মুনিগণ । তাহার পর, অস্তঃপূর্ব-প্রবিষ্টা বসুন্ধরা, রাজাভ্যায় অনুসারে

যাবৎ যোড়শবর্ষাণি তস্য বালস্য ভাবিনী ।
 তাবৎ বয়ং পালয়ন্তী গ্রাহ্যামাস সন্নয়ম্* । ৯
 ন বর্জমানোহমুদিনং নরকঃ পৃথিবীমুতঃ ।
 অত্যক্রামং সুতান্ সর্বান্ জনকস্য মহাশ্বনঃ । ১০
 শরীরেণাথ বীর্যেণ ক্রপেণ বলবত্তরা ।
 বনুযা গদয়া বীর্যে হৃত্যক্রামন্ নৃপাশ্বজান্ ॥ ১১
 স শাস্ত্রবাদকুশলো বনুর্বেদে চ কোবিদঃ ।
 বীর্যে যোড়শস্তিভূতো বীরৈরবৈশ্চতুর্দ্বাসনঃ । ১২
 বিদেহাবিপত্তি দৃষ্ট্বা মহাবলপরাক্রমম্ ।
 ততো ন্যস্তান্ যুগ্মাংশ্চ নাতিহ্রষ্টমনাভবৎ ॥ ১৩
 নিরস্তাসৌ চ যৎপুত্রান্ বম রাজ্যং গ্রহীত্বতি ।
 কালে প্রাপ্তে মহাবীর্যো যতিস্তস্তাভবৎ পুত্রা ॥ ১৪
 অস্তঃপুরে যদা পুত্রান্ সর্বান্ রময়তে নৃপঃ ।
 তদা তু নরকং যোক্ত্য হর্ষং প্রাপ্নোতি নাথিকম্ ॥ ১৫
 তস্য তম বৃদ্ধে দেবী নৃপস্তাথ বসুন্ধরা ।
 মহিষী বিন্ময়ং চক্রে তস্মিন্ ভাবে তু ভূতঃ ॥ ১৬
 অশৈকদা মহাদেবী জনকস্য মহাশ্বনঃ ।
 শত্রুচ্ছ নৃপতিশ্রেষ্ঠং বিদেহাবিপত্তিং পতিম্ ॥ ১৭
 নাথ পৃচ্ছামি তে কিঞ্চিদ্রহস্যং যদি নো ভব ।
 তদা মাং তদ্বদনং ত্বং কৃপা চেষ্টিকৃতে মমি ॥ ১৮

ষাট্রী কাত্যায়নী ক্রপে যোড়শ বৎসর পর্যন্ত নরককে পালন করত নীতিশিক্ষা
 দিলেন । ৮-৯

পৃথিবী-পুত্র নরক, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; এবং রীতিনীতিতে
 লম্বত রাজপুত্রদিগকে অতিক্রম করিল । ১০

শরীর-লাবণ্যে, ক্রপে, বলবীর্যে, বনুর্বেদে, গদাহুদ্বৈতে অস্তান রাজপুত্র-
 সিগকে অতিক্রম করিল । ১১

শাস্ত্রজ্ঞ, বনুর্বেদগায়নশী রাজপুত্র যোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই বীর-
 বর্গের অঙ্গের হইলেন । ১২

বিদেহাবিপত্তি, নরকের প্রভূত পরাক্রম দেখিয়া এবং অশ্রু পুত্রদিগকে তাহা
 হইতে হীনবীর্য্য দর্শনে অধিক আনন্দিত হইলেন না । ১৩

ভাবিলেন, কালক্রমে এই মহাবীর আমার পুত্রদিগকে নিরাস করিয়া রাজ্য
 গ্রহণ করিবে । ১৪

রাজ্য অস্তঃপুরস্থিত পুত্রদিগকে দেখিয়া যত প্রফুল্ল হইতেন, কিন্তু নরককে
 দেখিয়া তত হইতেন না । ১৫

বসুন্ধরা রাজ্যের সেই ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং মহিষীও রাজ্যের সেই
 ভাবে বিন্মিত হইলেন । ১৬

অনন্তর, এক সময়ে মহাশ্বা জনকের মহিষী—প্রাণেশ্বর নৃপশ্রেষ্ঠ বিদেহ-
 পতিকে বিজ্ঞাসা করিলেন । ১৭

১। বিনয়ম্—ইতি পার্যায়ম্ ।

অদৈব ভনন্যঃ সর্বৈ বিহরতি পুরস্তব ।
 'অদৈব নরকং দৃষ্ট্বা বিনোদ্য' ইব লক্ষ্যমে । ১৯
 তস্মৈ ত্রাণিমিব বাচং বিশ্বয়ঃ প্রতিবর্ততে ।
 সংশয়ঞ্চ ভয়ৈক্যে ন জহাতি চ মাং সদা । ২০
 রূপবান্ বীৰ্য্যবানেষ নয়ে চ বিনয়ে তথা ।
 কুশলঃ প্রতিবুদ্ধশ্চ পুত্রস্তব মহাবলঃ । ২১
 ন সত্যজয়সে কস্মাৎ পুত্রমণ্যৈর্দুর্ভাসদম্ ।
 স্তদহং স্ফাভুমিচ্ছামি যদি তদ্যং বদস্ব মে । ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তচ্চা বচঃ স্ফাভা প্রিয়ারাঃ পৃথিবীপতিঃ ।
 তুষ্ণীং তুষ্ণা কনং দেবীমিদং বচনমববৌ । ২৩

রাজোবাচ—

কথয়িতুম্ প্রিয়ে তদ্বৎ বৎ পৃষ্ঠোঃস্থং তুষ্ণাধুনা ।
 মাসজয়ে ব্যতীতে তু সময়ং প্রতিপালয় । ২৪
 নিগূঢ়ঃ কশ্চিদজ্ঞাস্তি দেবস্ত সময়ো যম ।
 তেনাধুনা ন কিঞ্চিতে কথয়িষ্যামি তদ্রহঃ । ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

রাজো হুয়ং সত্যায়ুস্ত সংবাদোহভবদন্তিকে ।
 মানুষৌ পৃথিবী ধাতৌ তং শুশ্রাব যদা তদা । ২৬

নাথ! আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইব মনে করিতেছি।
 যদি সেটী আপনার পরিহাস বিবেচনা না হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি ক্ষমা
 করিয়া আমাকে বলুন। ১৮

যে সময়ে আপনার পুত্রগণ সম্মুখীন হইয়া ইতস্ততঃ জয়ন করে, তৎকালে
 নরককে দেখিলে, আপনাতে মলিনভাব লক্ষিত হয়। ১৯

তাহার পর, দিবারাত্রি বিশ্রিতভাবে বাক্য-প্রয়োগ করেন কেন? আপনার
 ভাবদর্শনে সংশয় ও ভয় আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। ২০

আপনার পুত্র নরক অতঃত রূপবান্ ও বীৰ্য্যবান্, নোতি ও বিনয়ে সুপণ্ডিত
 এবং প্রত্যাংগরমতি ও মহাবলবান্। ২১

আপনি একদা পরদ্বর্জের পুত্রকে, তাদৃশ স্নেহ করিতে পরাধুৰ কেন?
 তাহাই আমি আনিবার জন্য ইচ্ছা করি, যদি বক্তব্য হয় তবে বলুন। ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজা মহিবীর এইরূপ বাক্য জয়ন করিয়া কলকাল
 মৌনাবলম্বন করিলেন, তাহার পর এই কথা বলিলেন। ২৩

রাজা বলিলেন,—প্রিয়ে! যে কথা আমার জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার
 প্রকৃত ঘটনা তোমাকে বলিব; তিনমাস কাল প্রতীক্ষা কর। ২৪

এ বিষয়ে নিগূঢ়তত্ত্ব আছে, এ সময়ে পুত্রগত রহস্য—গোপনেও কিছু বলিব
 না। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজা এবং মহিবীর প্রস্তাব নিকটে হইয়াছিল বলিয়া,
 মামামানুষী, ধাতৌ বসুধা পরম্পরের সেই বাক্য শুনিলেন। ২৬

১। বিবদ্য ইব—ইতি পাঠান্তরম্।

ক্ষত্বা তদ্বাস্তু সংবাদং মহিষীভূপর্যোঃ ক্রিতিঃ ।
 যাসত্রয়েণ সময়ং নতং দেবীয়া ধরাভূতা ॥ ২৭
 তৎকালে বিমনস্কঞ্চ ভূপং নরকসংজ্ঞয়া ।
 ত্রিভির্ন্যাসৈবাতীতৈঃ শ্যাদন্ত যোড়শবৎসরঃ ॥ ২৮
 ততো নৃপো মহিষ্যন্তু কথয়িত্বাতি তদ্রহঃ ।
 ততো মম রহস্যন্তু বিদিতং সন্তুবিয়তি ॥ ২৯
 চিন্তয়িত্বৈতি সা দেবী জগদ্ধাত্রী সূতং প্রতি ।
 নিশ্চিতোদয়ং তদা কৃত্বাং প্রাপ্তকালমচেষ্টত ॥ ৩০
 ততো রহসি ভূপং তং সমাসাদি সগৌতমম্ ।
 ইদমাহ জগদ্ধাত্রী স্বপুত্রার্থে যশস্বিনী ॥ ৩১
 যো যশা সমরো দত্তঃ পালিতঃ স ত্বয়ানম ।
 পুত্রস্ত পালিতো মেহসং নরকো বিনয়ৈযুতঃ ॥ ৩২
 সম্প্রাপ্তমৌবনঃ পুত্রো যোজিতস্ত ত্বয়া নটৈঃ ।
 তব প্রমাদাং পুত্রো মে সুখী বৃদ্ধো গৃহে তব ॥ ৩৩
 তদ্রহঃ পূর্ব্বমমহামিচ্ছামি সমাসজম্ ।
 অনুজানীহি ভদ্রেণ নরকস্য গতিং প্রতি ॥ ৩৪
 বক্ষিতব্যস্ত ভবতা সময়ঃ সম্পূর্য্যবসা ।
 হন্যমেব^১ সরিষ্ঠানি ভূপতে মা কৃথা ব্যথাম্ ॥ ৩৫
 যার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাত্রী বিনেহারিপতিং নৃপম্ ।
 তদৈব পশুতাং তেভামন্তর্জানমুপাঙ্গমং^২ ॥ ৩৬

বসুন্ধরা, রাজা এবং মহিষীর আলোচিত তিনমাস পবিত্রিত প্রতীক্ষণীয় সময়ের বৃত্তান্ত অবগত করিলেন । ২৭

সেই সময়ে নরকের নাম শ্রবণে বিমর্ষচিত্ত রাজাকে দেখিয়া ভাবিলেন ; তিনমাস অতীত হইলে নরকের যোড়শ বৎসর পূর্ণ হইবে । ২৮

তাহার পর রাজা মহিষীকে পুঞ্জগত বৃত্তান্ত সন্ধানপনে বলিবেন । তৎপরে আমার রহস্যও প্রকাশ হইবে । ২৯

এই ভাবিয়া দেবী বসুন্ধরা পুত্রের জন্ম কিছু চিন্তিত হইলেন এবং তৎকাল-কর্তব্য কার্য নিশ্চয় করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ৩০

তাহার পর গৌতমের সহিত রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া যশস্বিনী বসুন্ধরা পুত্রের জন্ম এই কথা বলিলেন । ৩১

আমার প্রস্তাবিত নিয়ম আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আমার বিনয়াবনত পুত্রকেও আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন । ৩২

পুত্রও যৌবনে সদাৰ্পণ করিয়াও অভ্যস্ত বিনীত হইয়াছে ; আপনার অনু-গ্রহে আমার পুত্র সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছে । ৩৩

বর্তমান সময়ে পুত্রকে পূর্বের নিয়মানুসরণ করাইতে ইচ্ছা করি ; অতএব আপনি নরককে যাইতে অনুমতি করুন । ৩৪

হে রাজন্ । পুরোহিতের সহিত আপনি কিঞ্চিৎ সময় প্রতীক্ষা করুন এবং হৃদয়িত হইবেন না, আমি নরককে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে গমন করি । ৩৫

১। শুণ্ডমের কথাম্—ইতি পার্শ্বস্তরম্ ।

২। উপাঙ্গতম্—ইতি পার্শ্বস্তরম্ ।

নৃপোহপি তস্যান্তৰ্যাকামশীকৃত্য ক্ৰিতিং প্রতি ।
 তস্যাত্ৰ প্রত্যকভঃ স্থানং জনাম সপূৰোহিতঃ ॥ ৩৭
 অথৈকদা ধৰা দেবী মায়ামানুষরূপিণী ।
 উপাংক্ত নরকং যোহ যাতী তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮
 কুয়া সময়ং মহাবাহো গঙ্গাং যাতুং যনো যম ।
 যদি ত্বং যাসি মায়ামি রথেনাতৈব পুত্রক ॥ ৩৯

নরক উবাচ—

ন পিতৃবচনং যাস্যে কিনা মাতকুয়া সময়ম্ ।
 অনুজ্ঞাপ্য মহারাজং করিষ্যামি তবৈলিতম্^১ ॥ ৪০
 গুরুক তনয়ং তস্য শতানন্দং দ্বিজোত্তমম্^২ ।
 অনুজ্ঞাপ্য রথেনাহং যাস্যে গঙ্গাং কুয়া সময়ম্ ॥ ৪১

ধাত্ৰসবাচ—

ন তে পিতায়ং জনকো যঃ সৰ্বজ্ঞগতাং প্রভুঃ ।
 স তে পিতা তং গঙ্গায়াম্ পশু গঙ্গা যয়া সহ ॥ ৪২
 অথং পিতা পালকস্তে ন রাজ্যং সম্প্রদাশ্যতি ।
 যস্তে বর্দ্ধয়িতা তাত তমাসাদয় পুত্রক ॥ ৪৩
 অত্র যদ্ যদ্রহস্যং তদ্ গঙ্গায়ামেব পুত্রক ।
 কথয়িষ্যামাহং সৰ্বং রহোভঙ্গস্ততোহনুথা ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—জগৎ-মাতা বমুন্দরা বিদেহাধিপতিকে এই কথা বলিয়া, এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনোদ্ভব রাজ্য ও শতানন্দের সমক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন । ৩৬

রাজাও ক্ষিতির সেই বাক্য অঙ্গীকার করত পুরোহিতের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন, ক্রিতি তাহা অন্তর্হিতভাবেই দেখিলেন । ৩৭

অনন্তর এক সময়ে নরক-ধাত্ৰী বমুন্দরা মায়াবলে মানুষরূপ ধারণ করিয়া নির্জনে নরককে বলিলেন । ৩৮

মহাবাহু নরক ! তোমার সহিত অন্য গঙ্গাগমনে অভিলাষিনী হইরাছি ; পুত্র ! যদি তুমি অনুগমন কর, তাহা হইলে সুখে যাইতে পারি । ৩৯

নরক বলিলেন,—পিতৃআজ্ঞা ব্যতীত আপনার অনুগমনে স্বীকৃত হইতে পারি না ; মহারাজের অনুমতি লইয়া আপনার ইচ্ছিত কার্য সম্পন্ন করিব । ৪০

গুরুপুত্র শতানন্দের অনুমতি লইয়া রথে আরোহণ করত আপনার সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিব । ৪১

ধাত্ৰী বলিলেন,—জনক তোমার পিতা নহেন, কিন্তু যিনি সর্বজ্ঞগতের প্রভু, তিনি তোমার পিতা, আমার সহিত গমন করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পারিবে । ৪২

মহারাজ জনক, তোমার মাত্র প্রতিপালক পিতা ; কিন্তু হে সুব্রত ! যিনি তোমার অশ্রুদাতা, তাঁহাকে অচিরে দেখিতে পাইবে । ৪৩

অশ্রুগত গোপনীয় বিষয় গঙ্গাতীরে তোমাকে বলিব, না হইলে গোপনীয় বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হইবে । ৪৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জাতিসম্প্রত্যঙ্গো যাজ্ঞাঃ বচসা নরকস্তথা
বিহার যানং হ্রস্বেন পদ্ভ্যাং গজাং যদ্যো তদা । ৪৫
অথ গজাং সমাসাদ্য সংস্রাজ্য বিবিধং সূতম্ ।
আত্মানং দর্শয়ামাস পৃথিবী বসুভার বৈ ॥ ৪৬
যায়ামানুষমূর্তিং তাং বিহার জগতাং প্রসূঃ ।
নীলোৎপলহলস্তায়ং সর্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৪৭
সর্বাক্ষমুন্দরং চাক্ষু নানালক্ষ্যভূষিতম্ ।
পুত্রাঃ দর্শয়ামাস নরকার বসুধরা^১ ॥ ৪৮
কথামেভাক পূর্বেশ্বিন্নুসৃত্যং পৃথিবী তদা ।
কথয়ামাস পুত্রায় প্রতীতির্জায়তে যথা । ৪৯

পৃথিবীবাচ—

মম গর্ভে যথা পুত্র বর্ধসে দ্বং দিনে দিনে ।
স্বকামবস্তথা দেবাঃ অসৌক্যঃ স্বয়মেব হেতুঃ ॥ ৫০
যলিনীক্ষিতিসঙ্ঘাতঃ পুত্রো বিষ্ণোর্মহাশ্বনঃ ।
আনুগ্রহং ভাবনাহার্য সর্বাসম্রাট্ হনিমুতি ॥ ৫১
ইতি চিন্তাপরা দেবাঃ কুমন্ত্রং চক্রে রে তদা ।
অথং নোৎপদতাং গর্ভান্ গর্ভে তিষ্ঠত্বরং সদা ॥ ৫২
ততো মম ভবান্ গর্ভে^২ সুবহুনি যুগাক্ষথ ।
অবসক্^৩ ভবান্ পুত্র দেবানাক কুমন্ত্রতঃ ॥ ৫৩
হৃতকল্লাভবয়হং ভবতো বারিণাং সূতঃ ।
ততোহহং শরণং যাতা ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নরক জাতীযাকো বিশ্বাস করিয়া বৎ পরিত্যাগ করত
শুশ্রূষাভবে পদব্রজে গজাতীয়ে গমন করিলেন । ৪৫

অনন্তর বসুধরা, গজাতীয়ে পুত্রকে রাখিয়া মানুষমূর্তি পরিত্যাগ করত
নীলোৎপল-হলের তার কার সর্বমূলক্ষণ-সম্পন্ন সর্বাক্ষমুন্দর এবং যনোহর
বিবিধ অলঙ্কার-ভূষিত স্বকীয় মূর্তি দেখাইলেন । ৪৬-৪৮

পূর্বে এ ভাব ভুত ছিল কেন, পৃথিবী তাহা—যাহাতে পুত্রের প্রতীতি হয়,
এরূপভাবে বলিলেন । ৪৯

হে পুত্র । যে সময়ে তুমি আমার গর্ভে দিন দিন বাড়িতে লাগিলে, স্ত্রীাদি
দেবগণ তাহা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন । ৫০

কিতি পূর্বে স্বভূমতী ছিল, সে সময়ে তাহার গর্ভে বিষ্ণুর ঔরসে আত
মহাবলসম্পন্ন পুত্র উদ্ভূত হইয়াছে ; অতএব সেই গর্ভজাত পুত্র, অসুররূপ ধারণ
করিয়া আমাদিগকে নিষ্করুই বিনাশ করিবে । ৫১

এইরূপে চিন্তাকুল দেবগণ, সেই সময়ে একটি কুৎসিত যজ্ঞপা করিলেন,—
এই গর্ভস্থ বালক গর্ভেই সর্বদা অবস্থান করুক । ৫২

তাহার পর তুমি আমার গর্ভেই বহুকাল অবস্থান করিলে, সেই সময়ে
দেবতাদের কু-চক্রে নিত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম । ৫৩

১। বসুধরা—ইতি পারীক্ষরম্ ।

নারায়ণস্য বাক্যান্ত্ৰ ভবানুৎপন্নবাংস্ততঃ ।
ইতি সত্যং নম বচঃ পুত্র জানীহি নিশ্চিতম্ ॥ ৫৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ যাবন্ন পুত্রস্য বিশ্বস্যঃ সমপদ্যত ।
ভাবদেব স্বয়ং দেবী প্রোচে পুত্রমিদং বচঃ ॥ ৫৬
যথা বিদেহরাজস্য যজ্ঞভূমাবসূতত ।
বিদেহরাজেন সময়ং যাদৃশঃ সমরোহভবৎ ॥ ৫৭
যথা মানুষ্যরূপেণ ধাত্তী সা সমপদ্যত ।
তৎ সৰ্ব্বং কথয়ামাস নরকার মহাশ্বনে ॥ ৫৮
অথৈনানং পৃথিবীং প্রাহ নরকঃ পুনরেষ হি ।
পৃথিব্যা বচনং শ্রুত্বা যজ্ঞসংশয়সংযুতঃ ॥ ৫৯

নরক উবাচ—

যদ্যেবং মে পিতা বিষ্ণুর্মাতা ত্বং পৃথিবী তভে ।
আগচ্ছতু জগদ্রাতো যমৈবাত্মাপপত্তয়ে ॥ ৬০
স এব সৰ্ব্বলোকেশো যদি মাতা ভাবতেহচ্যুতঃ ।
পিতাহং তে তিস্রং মাতা ত্রয়ং তদহং তভে ॥ ৬১
ত্বয়া মানুষ্যরূপেণ ধাত্তব্যাহং প্রতিপালিতঃ ।
তদ্রূপং ব্রহ্মমিচ্ছামি যদি তে রূপমীদৃশম্ ॥ ৬২

বহুকাল তোমাকে গর্ভে ধারণ করতে যতপ্রাণ হইয়া উগবান্ বিষ্ণুর
সরণাপন্ন হইলাম । ৫৪

তাহার বাক্যের প্রভাবেই তুমি প্রসূত হইলে । হে পুত্র । আমি তোমার
অন্বেষে যে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম, তাহা নিশ্চিতরূপে সত্য বলিয়া ধারণা
কর । ৫৫

অনন্তর যসুধা, পুত্রের যতক্ষণ বিশ্বযজ্ঞাবের উদয় না হইল, ততক্ষণ তাহাকে
সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন । ৫৬

আপনি যেক্রমে বিদেহনাথের যজ্ঞভূমিতে প্রসব করিয়াছিলেন এবং বিদেহ-
রাজের সহিত যেক্রমে আচার-ব্যবহার হইয়াছিল, যেক্রমে যাবাবলে, মনুষ্যরূপে
ধারণ করিয়া নরকের ধাত্তীভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত নরককে
বলিলেন । ৫৭-৫৮

অনন্তর পৃথিবীবাক্যে কিক্রিৎ সংশয়িত হইয়া নরক পুনর্বার পৃথিবীকে
বলিলেন । ৫৯

যদি আমার পিতা স্বয়ং বিষ্ণু এবং আপনি স্বয়ং পৃথিবী মাতা, তাহা হইলে
পিতা বিষ্ণু আমার উন্নতিসাধনে ধরার আগমন করুন । ৬০

সেই সৰ্ব্বলোক-ঈশ্বর বিষ্ণু যদি বলেন যে, আমি তোমার পিতা ও যসুধার
তোমার মাতা, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি । ৬১

আপনি মনুষ্যরূপে ধারণ করিয়া ধাত্তীরূপে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন,
কিন্তু যদি তোমার এইপ্রকার রূপ হয়, তাহা হইলে সেই কাত্যাবনী রূপ
দেখিতে ইচ্ছা করি । ৬২

পৃথিবীবাচ—

অহং তে জননী তাত ময়া জাতোহসি পুত্রক ।
 পৃথিবাহং জগদ্ধাত্রী মজ্জপং সূক্ষ্ময়ত্ত্বিনম্ ॥ ৬৩
 পিতা তব মহাবাহো প্রভূর্নারায়ণোহব্যয়ঃ ।
 অচ্যুতো জগত্তাং ধাতা মহাশা শূকরাশ্বধুক্ ॥ ৬৪
 তেনাহিতক্লং মদগর্ভে সূচিরং ত্বং পুরাবসঃ ।
 সম্প্রাপ্তে সময়ে জাতঃ পালিতশ্চৈহ ভূভূতা ॥ ৬৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তম্বা বচঃ শ্রুত্বা হর্ষশোকাকুলমনা ।
 নরকঃ পৃথিবীং দেবীমিদমাহ ধনুর্ধরঃ ॥ ৬৬

নরক উবাচ—

ন মাতা বিদিতা পূর্বং মাতাহমিতি ভ্রামসে ।
 বিষ্ণুঃ পিত্তেতি চ বচো ন পিতা বিদিতো মম ॥ ৬৭
 কালমি পিতুরুকোহং বিদেহাধিপতিং স্থপম্ ।
 তস্ম ভাৰ্য্যং সূমত্যাখ্যামহং জানামি মাতরম্ ॥ ৬৮
 জাতরন্তঃসুতাঃ সর্বের নীতা মে ভগিনী শুভা ।
 সূমতির্মম মাত্তেতি লোকো জানাতি সন্ততম্ ॥ ৬৯
 কাত্যায়নী চ ধাত্রী যে যাপুটেনৈব কৃতা ত্বয়া ।
 এতৎ সর্বং ত্বয়া মিথ্যা শংসিতং মম সাম্প্রতম্ ॥ ৭০
 যথা তবাহং জনয়ঃ সত্যমাখ্যাহি ত্বয়ম্ ॥ ৭১

সেই সময়ে দেবী বসুন্ধরা পুত্রকে এই কথা বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার জননী, আমি হইতেই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমিই জগদ্ধাত্রী পৃথিবী; আমারই স্বরূপ যুক্তিকা। ৬৩

হে মহাবাহু! তোমার পিতা জগৎপালক, অচ্যুতরূপ বিষ্ণু। তাঁহার বরাহ অবস্থাতে সেই বরাহরূপে বিষ্ণুর ঔরসে আমার গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। ৬৪

কালক্রমে তোমার জন্ম হইল, তাহার পর এই রাজা জনক তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। ৬৫

ধনুর্ধর নরক পৃথিবীকে এই কথা বলিলেন; আমার মাতা পূর্বেই স্থির হইয়াছেন, কিন্তু আপনি বলিতেছেন, আমি তোমার মাতা এবং পিতাও পূর্বেই বিহিত হইয়াছেন, আপনি বলিতেছেন বিষ্ণু তোমার পিতা। ৬৬-৬৭

কিন্তু আমি জানি, বিদেহাধিপতি জনক আমার পিতা, তাঁহার বহিষী সূমতী আমার জননী, তাঁহার পুত্রগণ আমার ভ্রাতা ও জনক-নন্দিনী-সীতা আমার ভগিনী। জনক-পত্নী সূমতী আমার মাতা, তাহা সমস্ত লোকেই বিশেষ জানে। ৬৮-৬৯

যে কাত্যায়নীর রূপ আপনি কিছুকণ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কাত্যায়নী আমার ধাত্রী। কিন্তু আপনি যে পিতা ও মাতার কথা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই আমার নিকট মিথ্যা জল্পনা করিয়াছেন, যেভাবে আমি আপনার পুত্র, সে বিষয় নিশ্চিতভাৱে আমাকে বনুন। ৭০-৭১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুত্রস্য বচনকোতি শ্রুত্বা সর্বংসহা তদা ।
সর্বং তৎপূর্ববৃদ্ধান্তং তদগায় শ্রবেদয়ৎ ॥ ৭২
যথা মলিনতা সন্তোষো বরাহশাভবৎ পুরা ।
যথা গর্ভে ধৃতো দেবৈর্যেন বা কারুণেন সঃ ॥ ৭৩
যথা চ গর্ভস্থোবাৰ্ত্তা মাধবঃ শরণং গতা
যথা তেন প্রদত্তং সময়ে জনকং প্রতি ॥ ৭৪

যয়স উচুঃ—

কিমর্থং সময়ে দত্তো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
নিহতে রাবণে বীরে রামেণ সুমহাশ্রনা ॥
ভবিষ্ণুতি সুভক্তে বৈ তত্র নঃ সংশয়ো মহান্ ।
এতদ্ব্যংগ্যং সংশয়ান্ দ্বিদ্ধি গুরো শাস্তাসি নঃ সদা ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভার্বার্ত্তা রাবণাদীনাম্ পৃথিবী কাঃসন্তোষিনাম্ ।
অযোগতা যোজনানি পঞ্চ বৈ বিজসত্তমাঃ ॥
অবং বরাহবীর্যেণ জাতো গর্ভে ক্ষিতেঃ পুনঃ ।
অসাবপি মহারাজো দশগ্রীবো যথাভবৎ ।
অথো বাস্তুতি ভার্বার্ত্তা মাভীর পৃথিবী ভিত্তি ।
সমস্তং দত্তবান্ বিষ্ণু রাবণে নিহতে সতি ।
যত্রাটম্ ভারবিহতিব্যাঞ্জনং বিজসত্তমাঃ ॥
তৎপূর্বরূপং দৃষ্ট্বা বৈ বচনাচ্চ জগদ্গুরোঃ ।
জাতশ্রদ্ধো মহাভাগে হাস্যামি সমস্তে তব ॥ *

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা পৃথিবী প্রথমং তদা ।
মাতামানুষরূপং তৎ প্রতিজ্ঞাহ তৎপুত্রঃ ॥ ৭৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—জনস্তর পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিকিৎ হাস্যের উদ্ভব হইলেনও বসুন্ধরা তাহার পর শোকোচ্ছাসে আকুল হইলেন । সর্বংসহা সমস্ত পুত্র-বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব-বৃদ্ধান্ত সুবিশদরূপে পুত্রকে বলিলেন । ৭২-৭৩
যেক্রমে কড়ুমতী হইয়া বরাহরূপী বিষ্ণুর সহিত সন্তোষ হইয়াছিল যে কারণে দৈবদুর্বিপাকে পুত্রকে গর্ভে বহুকাল ধারণ করিয়াছিলেন, যেক্রমে গর্ভ-যাতনায় পীড়িতা হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন হইয়াছিলেন এবং যেক্রমে জনকরাজকে বিষ্ণু তাহার প্রস্তাবিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পুত্রকে বলিলেন । তথাপি সে সব বাক্য নরকের সন্দেহ দূর হইল না । ৭৪-*

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী বসুধা পূর্ব স্বীকৃত মাতা-মানুষরূপ ধারণ করিলেন । ৭৫

১। এতদ্ব্যংগ্যং.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

* যয়স উচুরিত্যানি ত্রয়ো সুবদীভূত-পুস্তক এব শভ্যতে ।

তথা কাভ্যায়নীরূপং যেন রূপেণ পালিতঃ ।
 নরকঃ সা তু তদ্বৃক্স তত্যাৎ পৃথিবীতনুম্ ॥ ৭৬
 অথ দৃষ্টৌ নরকো রাজৌ কাভ্যায়নীং তদা ।
 পপ্রচ্ছ পূর্ববৃত্তান্তং যদ্বৃত্তং নৃপমন্দিরে ॥ ৭৭
 সা তথা কথয়ামাস যথা সম্প্রতি পালিতঃ ।
 যদ্বৃত্তং পূর্বভো গোহে নৃপস্য জনকস্য তু ॥ ৭৮
 জাতসম্প্রত্যাহন্ত ত্র নরকঃ সমপ্যদ্যত ।
 পৃথিবী চ পুনর্দেবীরূপং বৎ জগৃহে তদা ॥ ৭৯
 অথ সন্ধ্যায় পৃথিবী জগন্নাথং হরিং প্রভূম্ ।
 সময়ে পূর্ববিহিত্তে প্রণম্য নিরুসা যুহুঃ ॥ ৮০
 স্মৃতযাত্রতদা ক্রিত্যা মাধবো গরুড়ধ্বজঃ ।
 প্রসন্নো জগত্তং নাথঃ প্রত্যাক্ষং গতস্তদা ॥ ৮১
 তং দৃষ্টা পৃথিবী দেবী, দেবং গরুড়বাহনম্ ।
 নীলোৎপলদলভ্রামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৮২
 পীতাহরং জগন্নাথং জীবৎসলাঙ্কনজগৎ-প্রভুং
 প্রণম্য মহাভক্ত্যা পশ্পন্ন নিরুসা বহীম্ ॥ ৮৩
 পরমেশ জগন্নাথ জগৎকারণকারণ ।
 প্রসীদেতি বচশ্চাপি তদা প্রোচ জগৎপ্রভুঃ ॥ ৮৪
 নরকস্ত হরিং দৃষ্টা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্ ।
 তত্তেজসা চাভিকৃতস্তদা ভূমাধুপাশিষৎ ॥ ৮৫

যে কাভ্যায়নীরূপে নরককে প্রতিপালন করিতেন ; পৃথিবী নিজমূর্ত্তি পরি-
 ত্যাগ করিয়া সেই মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ৭৬

অনন্তর, নরক, রাজী কাভ্যায়নীকে দেখিয়া রাজমন্দিরগত পূর্ব-বৃত্তান্ত
 জিজ্ঞাসা করিলেন । ৭৭

কাভ্যায়নীরূপিনী বসুন্ধরাও যেকপে নরক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং
 জনকভবনে বাসা হইয়াছিল, তৎসমস্তই নরককে বলিলেন । ৭৮

নরক, কাভ্যায়নীর বাক্যে বিম্বস্ত হইলেন ; পৃথিবীও কাভ্যায়নী-মূর্ত্তি-
 পরিত্যাগ করত মমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন । ৭৯

অনন্তর পৃথিবী পূর্ববিহিত সময়ে বারংবার প্রণাম করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে
 স্মরণ করিলেন । ৮০

ক্রিতি স্মরণ করিবামাত্র গরুড়ধ্বজ মাধব প্রত্যক্ষ ভাবে সম্মুখে উপস্থিত
 হইলেন । ৮১

দেবী পৃথিবী সম্মুখস্থ গরুড়বাহন, নীলোৎপল-দলের ভাষা স্বাম, শঙ্খ-চক্র-
 -গদাধারী পীতবস্ত্র-পরিধান জীবৎসলাঙ্কন জগৎ-প্রভু নারায়ণকে দেখিয়া ভক্তি-
 পূর্বক ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন । ৮২-৮৩

‘হে জগন্নাথ জগৎকারণ । হে পরমেশ । আমার প্রতি প্রসন্ন হউন’ পৃথিবী
 এই প্রকার নানাবিধ স্তুতি করিলেন । ৮৪

নরকও হরিকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং তাঁহার তেজঃপুঞ্জের
 বিপুল প্রভাবে তৃপ্তি লাভ করত ভূমিতেই উপবেশন করিলেন । ৮৫

উপবিষ্টে তদা দেবী ভনয়ে নরকাস্বয়ে ।
 এসাদহ্যামাস তদা পুত্রার্থে বরবর্ণিনী ॥ ৮৬
 এসান্তমানো ধরত্বা হরির্নারায়ণোহব্যয়ঃ ।
 নন্দ্যগ্রেণ তদা পুত্রং পশ্পর্শ নরকাস্বয়ম্ ॥ ৮৭
 স্পৃষ্টমাত্রোহধ হরিণা নরকোহভূৎ সূদর্শনঃ ।
 হৃষ্টশ্চোৎসাহবাংষ্টৈব বলবান্ সমপদ্যত ॥ ৮৮
 তত উদ্যত নরকো হরিং নারায়ণং প্রভূম্ ।
 ভক্ত্যা প্রণম্য গোবিন্দং সাক্ষাৎকৃৎ মুহুমূর্ছঃ ॥ ৮৯
 ননাম পৃথিবীং বীরো জাতসংপ্রভায়তদা ।
 প্রণম্য চ মহাভাগং ভক্ত্যা পরম্বরা যুতঃ ॥ ৯০
 অঞ্জলিঃ পুরতস্তস্যো নোক্তা কিঞ্চন বৈ ভিরা ।
 ভক্ত্যমর্থে পৃথিবী মাধবং সমযাচত ॥ ৯১
 প্রসীদ দেবদেবেশ সময়ং প্রতিপালয় ।
 ত্বয়ায়ং ভনয়ো দাস্তো মম সর্বং জগৎপতে ।
 এতদর্থে প্রতিক্রান্তঃ যদুক্তঃ প্রতিপালয় ॥ ৯২

ভগবামুবাচ—

ভবতী যৎ সুপুত্রার্থে মামহাচত পুত্রা ময়া ।
 তৎ সর্বং তব সন্তং বৈ রাজ্যং সন্তকং ত্বংসুতে ॥ ৯৩
 ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুহাদার নরকাস্বয়ম্ ।
 সাক্ষিঃ পৃথিব্যা গজায়ান্ সমজ্ঞ জগতাং প্রভুঃ ॥ ৯৪

নরক উপবিষ্ট হইলে দেবী বসুধা পুত্রের নিমিত্ত নানাবিধ কুতি বাক্যে নারায়ণকে প্রসন্ন করিলেন । ৮৬

নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া নন্দ্যগ্রদ্বারা পুত্র নরককে স্পর্শ করিলেন, স্পর্শমাত্রেই নরকের দিবাচক্ষু হইল এবং নরক অত্যন্ত হৃষ্ট, উৎসাহসম্পন্ন ও মহাবলবান হইলেন । ৮৭-৮৮

তাহার পর উঠিয়া মহাভক্তিপূর্বক সাক্ষাৎ জগৎকর্তা হরিকে মুহুমূর্ছ প্রণাম করিতে লাগিলেন । ৮৯

নরক-বীর সেই সময়ে পৃথিবীকে বিশেষ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকেও ভক্তি পূর্বক প্রণাম করিলেন । ৯০

প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত চিত্তে অঞ্জলি বহু করিয়া যৌনভাবে দত্তায়মান রহিলেন । তাহার পর পৃথিবী পুত্রের অশ্রু মাধবের নিকট প্রার্থনা করিলেন ।

সর্বদেব-ঈশ্বর নারায়ণ, আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রতিক্রা প্রতিপালন করুন । আপনি আমাকে এ পুত্র প্রদান করিয়াছেন ; ইহার অশ্রু যে প্রতিক্রা করিয়া-
 ছিলেন, তাহা পালন করুন । ৯২

ভগবান বলিলেন, পৃথিবী । তুমি পুত্রের অশ্রু বে সমস্ত প্রার্থনা করিয়া-
 ছিলে, তাহা সমস্তই দিয়াছি এবং উক্তই রাজ্যও দিয়াছি । ৯৩

জগৎকর্তা নারায়ণ এই কথা বলিয়া নরক ও পৃথিবীকে লইয়া গজাতে
 প্রবেশ করিলেন । ৯৪

নিমজ্জা কণমাত্রেন প্রাগ্জ্যোতিষপুরং গতঃ ।
 মধ্যমঃ কামরূপস্য কাশ্যখ্যা বহু নাথিকা ॥ ৯৫
 স চ দেশঃ স্বরাজ্যার্ধে পূর্বঃ শুশ্রুচ শত্ৰুনা ।
 কিরাটৈর্বলিভিঃ কুটৈররৈরপি চ বাসিতঃ ॥ ৯৬
 কৃষ্ণস্তন্তনিভান্তত্র কিরাতান্ জ্ঞানবজ্জিতান্ ।
 অনর্থমুত্তিতান্ মন্যমাংসাননৈকভংগবান্ ॥ ৯৭
 দদর্শ বিষ্ণুঃ কুপিতান্^১ বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা বিজয়ভাঃ ॥ ৯৮
 তেষামধিপতিস্তত্র ঘটকো নাম বীর্যবান্ ।
 কৃষ্ণস্তন্তনিভস্তত্রঃ প্রদীপ্ত ইব শাবকঃ ॥ ৯৯
 স ক্রোধাক্ততুরঙ্গেন বলেন মহতা যুতঃ ।
 আসাদ জগন্নাথং নরকঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১০০
 আসাদ শরবর্ষণে ববর্ষ প্রভুমবাসম্ ।
 কিরাটৈঃ সহিতো রাজা ঘটকাখ্যঃ কিরাতরাট্ ॥ ১০১
 মাধবোহপি তদা পুত্রং নরকং বীর্যবন্তরম্ ।
 প্রেষয়াস যুদ্ধায় কিরাতনৃপভৈস্তদা ॥ ১০২
 নরকো ধনুর্দায় সহ ভৈর্বলবন্তরৈঃ ।
 যুযুধে সুচিরং তত্র শস্ত্রাশ্চৈর্বহুধৈরিভৈঃ ॥ ১০৩
 ততোহসৌ ভল্লমাদায় যোজয়িত্বা ধনুর্গংৈঃ ।
 শিরঃ কিরাতরাজস্য চিচ্ছেদ নরকো বলা ॥ ১০৪

এবং ক্ষদকালের মধ্যেই প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে উপস্থিত হইলেন । সে স্থানটি কামরূপের মধ্যে । ৯৫

যেখানে কাশ্যখ্যাদেবী নাথিকা, সেই দেশে নিজের পুত্রের জন্ম পূর্বে মহাদেব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন । ৯৬

সে স্থানে অত্যন্ত কর্কশকার বহু-কিরাতবর্গের বাস ; বিষ্ণু সেই স্থানে সুবর্ণ-স্তন্তনিভ, জ্ঞান-হীন, বিনা কারণে যুত্তিতমন্তক, মন্য ও মাংস ভোজনে ভংগর কিরাতকুল দেখিতে পাইলেন ; তাহারও ভগবানকে দেখিয়া কুপিত হইলেন । ৯৭-৯৮

তাহাদের অধিপতির নাম ঘটক, সে অত্যন্ত বীর্যবান্, তাহার সুবর্ণ-স্তন্ত-সদৃশ দীর্ঘ কলেবর, অতএব প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল । ৯৯

সেই ঘটক ক্রোধ-পরবশ হইয়া চতুরঙ্গ সেনার সহিত মহাবল নরক ও ভগবানকে আক্রমণ করিল এবং বহু কিরাত সহ ঘটক, নারায়ণকে শরবর্ষণ করিয়া নিত্যন্ত জর্জরিত করিল । ১০০-১০১

মাধবও মহাবীর্যবান্ পুত্র নরককে কিরাত-সহ যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন । ১০২

নরক, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ধনুর্গ্রহণ করত বলবান্ কিরাতরাজের সহিত বহু অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অনেক সময় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১০৩

তাহার পর বলবান্ নরক, ধনুর্গুণে ভল্ল নামক অস্ত্র বোজনা করিয়া কিরাতরাজের মস্তকচ্ছেদন করিলেন । ১০৪

১। দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং তদা তত্র ।

তেষামধিপতিত্বং..... ইতি পাঠান্তরম্

মুখ্যান্ মুখ্যান্ কিরাতাংশ্ বহুন্ সেনাধিপাংশ্চথা ।
 অথান কুশিতো বীরঃ কেশরীৰ মতসজান্ ॥ ১০৫
 হতেহং নৃপতো কেচিৎ পলায়নপরায়ণাঃ ।
 কিরাতাঃ কেচন পুনর্নরকং শরণং গতান্ ॥ ১০৬
 নিহত্য মুখ্যমানাংস্ত সংরক্ষ্য শরণং গতান্ ।
 নরকঃ পিতরং বজ্রা প্রণম্যাম্য স্বেদময়ং ॥ ১০৭

নরক উবাচ—

হতস্তাত কিরাতানামধিপো ষট্কে। মত্ৰা ।
 সেনাধিপাংশ্চ তস্মান্— কিমন্তুং করবাণ্যহম্ ॥ ১০৮

ভগবানুবাচ—

কিরাতান্ অহি হাবন্তঃ সেনীং দিক্‌রবাসিনীম্ ।
 পলায়মানান্ বিজ্রাব্য শালয় শরণং গতান্ ॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভভঃ স নরকো বীরঃ সমাক্রুত্ৰ সিতং গজম্ ।
 চতুর্দন্তং মহাকায়ং কিরাতাধিপবাহনম্ ॥ ১১০
 ঐরাবতসমং বীর্যে বেগেন গুরুড়োপমম্ ।
 কিরাতান্ জাবতামাস যাবদ্বিক্রবাসিনীম্ ॥ ১১১

নরক উবাচ—

পিতরং পুনরাগত্য বচনক্বেদমব্রবীৎ ।
 বিজ্রাবিতাঃ কিরাতান্তে সাগরান্তং সমাপ্তিতাঃ ।
 হতশ্চ ষট্কাশ্চো হি কিরাতাধিপতির্মহান্ ॥ ১১২

সিংহ যেমন বনमध्ये हरिणदिगके विनाश করে, সেইরূপ নরক বীরও প্রধান প্রধান কিরাতদিগকে ও সেনাপতিদিগকে বিনাশ করিলেন । ১০৫

অনন্তর, কিরাতরাজ হত হইলে কিরাত-বলের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিল, কেহ বা নরকের শরণাগত হইল । ১০৬

যাহারা যুদ্ধেতেই রত ছিল তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া নরক, শরণাগত-দিগকে রক্ষা করিলেন । ১০৭

তাহার পর নরক পিতার নিকট গিয়া প্রণাম করত বলিলেন, তাত । কিরাতরাজ ষটক হত হইয়াছেন এবং তাহার সেনাপতিগণও হত হইয়াছে, এখন কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন । ১০৮

ভগবান্ বলিলেন :—পুত্র । দেব দিক্রবাসিনীর স্থান পর্যন্ত কিরাতদিগের অপসারিত কর এবং পলায়তিদিগকে খুব শান্তি প্রদান করিয়া শরণাগতদিগকে রক্ষা কর । ১০৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার পর নরক বীর চতুর্দন্ত বিপুল শরীর বীর্যে ঐরাবত সমূহ, বেগে গুরুড়-তুল্য কিরাতরাজের বাহন হেতুহস্তী আরোহণ করিয়া দিক্রবাসিনীর স্থান পর্যন্ত কিরাতদিগকে অপসারিত করিলেন ।

১১০-১১১

বেগিনং গজযাকুলে ঐরাবতসমং শুভৈঃ ।

বদন্তঃ করুণীয়ং যে ভদ্রাভাপন সম্প্রতি ॥ ১১৩

ভগবানুবাচ—

করতোয়া সন্না গজা পূর্বভাগানবিশ্রম্য ।

যাবন্তলিতকান্তান্তি তামদেব পূবং ভব ॥ ১১৪

অত্র দেবী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রমুঃ ।

কামাখ্যারূপমাহ্বায় সন্না তিষ্ঠতি শোভনা ॥ ১১৫

অত্রান্তি নদরাক্ষোহয়ং লৌহিত্যে অক্ষয়ং সুতঃ ।

অত্রৈব দশদিকপালাঃ যে যে পীঠে ব্যবহিতাঃ ॥ ১১৬

অত্র ইয়ং মহাদেবো ব্রহ্মা চাহং ব্যবস্থিতঃ ।

চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ সত্ততং বসন্তোহত্র চ পুন্ডরিক ॥ ১১৭

সর্বৈ জীভার্বমাস্তান্ত্য রহস্যং দেশমুত্তমম্ ।

অত্র জীবসন্তে ভদ্রা ভোগমত্র তথা বহু ॥ ১১৮

অত্র যদ্যো স্থিতো ব্রহ্মা প্রাক্তনকত্রং সসজ্জ হ ।

ভতঃ প্রাগ্জ্যোতিষাভ্যেয়ং পূরী শক্রপূরীসমা ॥ ১১৯

অত্র ত্বং বস ভদ্রং তে হৃদিষিক্তো মদ্য স্বয়ম্ ।

কৃতদারং মহামায়ে রাক্ষা ভূত্বা মহাবলঃ ॥ ১২০

অনন্তর, নরক কিরাভগ্নিকে ত্যাগিত করিয়া পুনর্বার পিতার নিকটে আসিয়া এই কথা বলিলেন। কিরাভগ্ন আমার প্রভাব ত্যাগিত হইয়া সাগরের সন্নিকট-ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিরাভাগ্নিগতি ঘটক নিহত হইয়াছে। ১১২

এসময়ে অন্য কর্তব্য কি আছে আদেশ করুন, ঐরাবত-সদৃশ এই গর্ভে আরোহণ করিয়া সমস্ত সম্পাদন করি। ১১৩

ভগবান্ বলিলেন; পুত্র। করতোয়া নামে গজা সর্বদা পূর্বদিগে ভাগে বহিষ্ঠেছেন, যে স্থানে ললিতকান্তাদেবী আছেন, সেই স্থান পর্য্যন্ত তোমার ভ্রম হইবে। ১১৪

এই স্থানে দেবী মহামায়া জগৎপ্রসবিনী যোগনিদ্রা, কামাখ্যারূপ ধারণ করিয়া সর্বদা বিরাজ করিতেছেন এবং অক্ষপুত্র লৌহিত্য নামক নদও রহিয়াছে; এই পূন্যভূমে দশদিকপালগণও স্বকীয় স্বকীয় স্থানে আছেন। ১১৫-১১৬

এই স্থানে স্বয়ং মহাদেব, ব্রহ্মা ও আমি—সর্বদা অবস্থান করি এবং চন্দ্র-সূর্য্যও নিরন্তর বাস করিতেছেন। ১১৭

এটি অত্যন্ত রহস্যস্থান, এক্ষণ সমস্ত দেবতারাই জীভার নিমিত্ত এ স্থলে আগমন করেন। ১১৮

এস্থলে সর্বভোভদ্রা নামে লক্ষী আছেন এবং এটি অত্যন্ত গোপনীয় এবং ভোগের স্থান; এই পুরীতে ব্রহ্মা পূর্বে একটি নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্রপুরী সদৃশ এই পুরীর প্রাগ্জ্যোতিষ নাম হইল। ১১৯

ভদ্র নরক। তুমি দারপরিগ্রহ করণে রাজ্য, হইয়া অমাত্যের সহিত কুশলে বাস কর, আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিলাম। ১২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্তা বহুং বিষ্ণুঃ শস্তোরনুমতেত্তদা ।
 সৰ্বান্ কিরাটান্ পূৰ্ব্বক্কাং সাগরাভ্যে স্তবেশবৎ ॥ ১২১
 পূৰ্ব্বং ললিতকান্তায়াঃ সমাধাভাবাধি পুনঃ ।
 যাবৎ সাগরপর্য্যন্তং কিরাটান্তাবদাবসন্ ॥ ১২২
 পশ্চাৎললিতকান্তায়া দেশং কৃদ্ধাবধি পুনঃ ।
 করতোয়া নদীং যাবৎ কামাখ্যানিগমন্ত তৎ ॥ ১২৩
 তস্মাৎ কিরাটানুংসার্য বেদশাস্ত্রাতিগান্ বহুন্ ।
 দ্বিজাভীন বাসরাযাস তত্র বর্ণান্ সনাতনান্ ॥ ১২৪
 বেদাধ্যয়নদানানি সততং বৰ্ত্ততে যথা ।
 তথা চকার ভগবান্ মুনিভির্বাসয়ন্ বিষ্ণুঃ ॥ ১২৫
 বেদবানবতাঃ সৰ্ব্বে দানধৰ্ম্মপরায়ণাঃ ।
 নচিরাদভবদ্রেশঃ কামরূপাহ্রয়ন্তদা ॥ ১২৬
 ততো বিমৰ্জ্যরাজ্য পুত্রীং যাহ্নাহ্রবাং হরিঃ ।
 পুত্রার্থং বরয়াযাস^১ নরকন্ত সমাং তপৈঃ ॥ ১২৭
 ভায়ুযাহ্ন হৃষীকেশস্তম্ভিন্ পুরবরে বসম্ ।
 তয়া সমং ব্রতনয়ং রাজভেনাভাবেচরৎ ॥ ১২৮
 সুভূতাক পুত্রীং চক্রে গিরিহর্গেণ মাধবঃ ।
 তদ্বদুর্গং সৰ্ব্বতো ভদ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ১২৯
 ততঃ কিরাটরাজ্য চতুর্দ্বাঃ সুবভিনঃ ।
 পঞ্চবিংশতিসাহস্রা মহাঘাতকুণ্ঠৈবৃত্তাঃ ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বিষ্ণু পুত্রকে এই কথা বলিয়া মহাদেবের আজ্ঞানু-
 সারে পূর্বসাগরের নিকট ভূমিতে তাহাদের বাসস্থান নির্ণয় করিলেন । ১২১

ললিত-কান্তার পূর্বভাগ অবধি করিয়া সাগর পর্য্যন্ত ভূমি, কিরাটদের বাস-
 স্থান হইল এবং ললিতকান্তার পশ্চাৎভাগকে সীমা করিয়া, করতোয়া নদী-
 পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর আবাসস্থান । ১২২-১২৩

সেইস্থান হইতে কিরাটদিগকে দূর করিয়া, বেদশাস্ত্রবিৎ বহু ব্রাহ্মণাদি
 শ্রেষ্ঠবর্ণের বাসস্থান করিলেন । ১২৪

নারায়ণ, মুনিদিগের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া যেরূপে বেদাধ্যয়ন দান
 ধর্ম ইত্যাদি নিরন্তর বৃদ্ধি হয়, তাহাযে চেষ্টা করিলেন । ১২৫

সেই স্থানের সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্যে নিরত এবং দানধর্ম পন্থায়ণ বলিয়া
 দেবতারাগ অনেককাল কামরূপ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না । ১২৬

তাহার পর হরি, পুত্রের বিবাহের জন্য যাহানারী বিদগ্ধ রাজকন্যাকে
 বরণ করিলেন । ১২৭

হৃষীকেশ, পুত্রের সহিত যাহার বিবাহকার্য সম্পাদন করিয়া তাহার সহিত
 পুত্রকে রাজত্বে অভিষেক করিলেন । ১২৮

মাধব, গিরিহর্গ-মধ্যবর্তী কোন সুভূতস্থানে পুত্রী নির্ধাণ করিলেন, সেটি
 অত্যন্ত নিভৃত ও সকল বিষয়ে সুখকর এবং দেবতাদেরও অগম্য । ১২৯

১। কামরূপাধিত্যং তদা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। ইদমর্ঘং কটিনধিকং লভ্যতে

যানি রত্নাকরেনকানি সৈন্তানি বিবিধানি চ ।
 অশ্বাশ্বাত্তরগাশ্চৈব তৎ সৰ্ব্বং নরকোহগ্রহীৎ ॥ ১০০
 যদ্যৎ সুভূষণং রাজ্যো ধ্বজাশ্চাত্তরগানি চ ।
 তানি তানি স্বয়ং বিভুক্তনয়ন্য দদৌ তদা ॥ ১০১
 রথঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ ত্রিষু লোকেষু দুর্গভয় ।
 পোহাঁষ্টচক্রসহস্রমর্জিতোজনবিস্তৃতম্ ॥ ১০২
 মুক্তমশ্বসহস্রৈশ্চ তথাহৌতির্মনোজবৈঃ ।
 রত্নকাঞ্চনচিহ্নাঢ্যং বেদিকাভাগবিস্তরম্ ॥ ১০৩
 বজ্রধ্বজেন মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্ ।
 হেমমণ্ডপতাকাঢ্যং বৈদূর্যামণিকুববম্ ॥ ১০৪
 সিংহব্যাঘ্রসমুদ্ভূতশ্চৰ্ম্মভিচ্ছাদিতং সদা ।
 লৌহজালৈশ্চ সহস্রং কিল্বিণীজালমালিনম্ ।
 সৰ্ব্বপ্রহরৈর্ভূক্তং বহুমায়াসমব্রিহম্ ॥ ১০৫
 শক্তিঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ সৰ্ব্বশত্রুবিণাতনীম্
 জ্বালামালাভিদৌষ্টাঙ্গীং ত্রিশূলক্ষ্যগ্নিকপিণীম্ ॥ ১০৬
 ইমঞ্চ সমবৎ প্রোচে নরকার মহাশ্বনে ।
 নরকস্ত হিতায়েশো বসুধায়াঃ সমকৃতঃ ॥ ১০৭

ভগবানুবাচ—

ইমার শক্তিং ন হি ভবান্ প্রাপস্তা^১ সংশয়ং বিনা ।
 প্রয়োক্ষ্যতি কদাচিত্তু যানুেষু বিশেষতঃ ॥ ১০৮
 এষা মায়া^২ চ বৈদরী তবতঃ সদৃশী গুণৈঃ ।
 ভবতো জীবনং যাবদাদৎ হ্যাস্ততি লোকনা ॥ ১০৯

তৎপরে, নরক কিরাতরাজের চতুর্দিক বহুবিধ হস্তী, প্রভূত সৈন্য, অশ্ব ভূষণ ইত্যাদি সমস্ত গ্রহণ করিলেন । ১০০

বিষ্ণু কিরাতরাজের নিজের ব্যবহার্য ভূষণ এবং ধ্বজ ও আভরণাদি সমস্ত পুত্রকে দিলেন । ১০১

তাহার ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ লৌহময় চক্র-শোভিত অর্জযোজন বিস্তৃত, বনের ত্রাঘ বেগশালী সহস্র সহস্র অশ্বযুক্ত, কাঞ্চনবাচিত, বেদিকার বিস্তারের দ্বারা বিস্তৃত, কাঞ্চনময়, বজ্রের দ্বারা কঠিন ধ্বজ-শোভিত এবং স্বর্ণ-নির্মিত দণ্ড গতাকা মুক্ত বৈদূর্যামণিচারী মনোহর, সিংহ ও ব্যাঘ্রের চৰ্ম্মে আচ্ছাদিত ও লৌহজালে আচ্ছাদিত, কিল্বিণীজালরূপ মালাভূষিত, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র মুক্ত মায়াময় রথও তাহাকে দিলেন এবং সৰ্ব্ব-শত্রুবিণাতিনী শক্তিও তাহাকে দিলেন, সেই শক্তি অগ্নিনিধার জ্বর দীপ্তরূগিণী ও বিশ্রবকস্থিত অগ্নিরূপা । ১০২-১০৬

নরকের হিতের জন্য বসুধার সমক্ষে বিষ্ণু এই নিরম করিলেন এবং নরককে বলিলেন,—তুমি এই শক্তি প্রাপসংশয় ব্যতীত মনুষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিও না । ১০৭-১০৮

এই বৈদরী নামা রূপ ও গুণে তোমারই অনুরূপা; যতদিন তুমি বর্তমান থাকিবে, ততদিন তোমার নিকটে অবস্থান করিবেন । ১০৯

ত্বং তু প্রজাঐষ তেজায়াং যত্ববান্ বৈ ভবিস্বসি ।
 ছাপরান্তে তু সম্প্রাপ্তে প্রজা তব ভবিস্বতি ॥ ১৪০
 বিরোধো যুনিভিঃ সার্কং জ্ঞানৈরপি পুত্রক ।
 ন কদাচিত্ত্বরা কার্যান্তিরজীবিতুমিচ্ছতা ॥ ১৪১
 ন রাজভির্ন দেবৈশ্চ বিরোধো বৃজ্যতে তব ।
 মহাহর্গস্ত বৈ মথো বসতো জপরাজিতে ॥ ১৪২
 দিব্যষোষিকগণৈঃ সার্কং বসমানোহজিভাগবান্ ।
 স্বপর্ষতে কামরূপে চিরং ত্বং তিষ্ঠ পুত্রক ॥ ১৪৩
 মহাদেবীং মহামায়াং জগন্মাতরমধিকাম্ ।
 কামাখ্যাং ত্বং যিনা পুত্র নাগদেবং যজিষ্যসি ॥ ১৪৪
 ইতোহনুথা ত্বং বিহবন্ গতপ্রানো ভবিস্বসি ।
 তন্নান্নরক যত্নেন সমরং প্রতিপালয় ॥ ১৪৫

সার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুর্নরকং তনয়ং বকনু ।
 তমপাস্ত ব্রহ্মেনাং পৃথিবীং বাক্যমব্রবীং ॥ ১৪৬
 যদ্বৎপূর্ব্বং ময়া প্রোক্তং কৰ্ত্তব্যং তব সুল্লবি ।
 তৎসৰ্ব্বং নরকান্নাতু কুঠো মনুপদেশম্ ॥ ১৪৭
 যদৈনং ত্বং স্বয়ং হস্তং মাং জগদ্ধাত্রি ভাষসে ।
 তদা তু মানুষঃ কচ্চিন্নরকং নিহনিস্যতি ॥ ১৪৮

তুমি পুত্রের জন্ত ক্রেতাতে যত্ন করিও তাহার পর ছাপরের শেষভাগে পুত্র হইবে । ১৪০

পুত্র । চিরকাল বাঁচিতে ইচ্ছা করিলে, জ্ঞান ও যুনিগণের সহিত কদাচ বিরুদ্ধাচরণ করিও না এবং রাজা ও দেবগণের সহিতও বিরুদ্ধাচরণ করিও না । ১৪১-৪২

পরে অজৈয়, এই মহাহর্গের মথো সদাকাল বাস কর এবং দিবা স্ত্রীগণের সহিত সুখভোগে রত থাকিয়া নিরন্তর সুখে কালযাপন কর । ১৪৩

পুত্র । তুমি কামরূপে এই কমনীয় পর্ব্বতে চিরকাল বাস করিবে এবং জগন্মাতা মহামায়া রূপিণী কামাখাদেবী ব্যতীত অন্য দেবপূজার বিশেষ রত হইও না । ১৪৪

নরক । আমার প্রস্তাবিত নিয়মের অন্তর্থা করিলে তোমার প্রাণ-নাশ হইবে, অতএব এই নিয়ম যতপূর্ব্বক প্রতিপালন কর । ১৪৫

বিষ্ণু নিজ-তনয়কে এই কথা বলিয়া পৃথিবীকে গোপনে এই কথা বলিলেন । ১৪৬

সুল্লবি । তোমার নিকট যে যে বিষয় পূর্বে বলিয়াছিলাম, সে সমস্তই নরকের আশ্রয় মঙ্গলের জন্ত । অতএব সে বিষয়ে তুমি উহাকে উপদেশ দান কর । ১৪৭

জগদ্ধাত্রি । তুমি যে সময়ে নরকের বিনাশ করিতে আমাকে বলিবে, সেই সময়ে কোন এক যনুষ্ঠ তাহাকে বিনাশ করিবে । ১৪৮

পৃথিব্যুবাচ—

প্রজার্থমেব যত্তো মে নিন্দ্যঃ স্তাৎ সন্ততিং বিনা ।
তন্মাত্ৰাধ এযক্তাস্তে সন্ততিং পালয়িষ্ঠসি ॥ ১৪৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমব্রুতি ত্বাং বিষ্ণুঃ পৃথিবীং প্রতি পাবনঃ ।
নরকঞ্চ সম্ভাষ্য ত্জাত্তর্কিমগাং কথং ॥ ১৫০
গতে হরৌ নিমগ্নানং পৃথিবী তনয়ং স্বকম্ ।
যৎ পূর্বং হরিণা প্রোক্তং তত্র ত্বং ব্যনয়ং চকম্ ॥ ১৫১
নরকোহপি তদা ধীমান্ বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ ।
অক্ষণীতিকুশলো বদান্তো দানতৎপরঃ ॥ ১৫২
কামাখ্যাপূজনরতো মীলকুটে মহাপ্রিয়ো ।
মহাভোগী মহাশ্রীমান্ হীনবাধস্ত শত্রুভিঃ ।
সুচিরং রাজ্যমকরোচ্চক্রবন্তিদশালয়ে ॥ ১৫৩
ততো বিদেহরাজোহপি অর্জুন নরকজিহম্ ।
সপুত্রভার্যঃ সঙ্গণো নরকং ত্র্যম্বকমজ্যগাং ॥ ১৫৪
প্রাগ্জ্যোতিষং পুরং গতা কামরূপান্তরস্থিতম্ ।
দদর্শ নরকং রাজা শরচ্ছত্রসমং প্রিয়া ॥ ১৫৫
প্রাগ্জ্যোতিষং পুরং যেনে স রাজা কুমরাবতীম্ ।
দেবেভ্যং নরকং যেনে সৎপরিচ্ছদভূষণম্ ॥ ১৫৬
ততো মহিষ্য তং সর্বং জনকো বাকামব্রবীৎ ।
এষ তে পালিতমৃতঃ শ্রীমান্ নরকসংজ্ঞকঃ ॥ ১৫৭

পৃথিবী বলিলেন, পুত্রের জগুই আমার এই স্বর, কিন্তু পুত্রের অভাব হইলে আমার নিন্দা হইবে, অতএব নাথ! আপনি পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন। ১৪৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিষ্ণু পৃথিবীকে বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই করিব। এবং নরককেও স্নেহবাক্য বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। ১৫০

হরি ঘৃস্থানে প্রস্থান করিলে করিলে পৃথিবী তনয়কে হরির প্রস্তাবিতরূপে সেই স্থলে স্থাপন করিলেন। ১৫১

বেদ-শাস্ত্র পারদর্শী, আক্ষণ-কর্তব্য-কার্য্যে বৃত্ত, নীতিজ্ঞ, নম্র, দানতৎপর কামাখ্যা দেবীর পূজাতে বৃত্ত, মীলকুটমাথক পর্বতে নানাবিধ সুখভোগে আসক্ত, গোভীসম্পন্ন এবং শত্রুর অঙ্গে, নরক-বীরও, সেই পুরীতে ইন্দের স্থায় চিরকাল রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৫২-৫৩

তাহার পর বিদেহ-রাজও নরকের সুখ-সম্পত্তির কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রী-পুত্র যজুগণের সহিত নরককে দেখিতে আসিলেন এবং কামরূপের ঘরো প্রাগ্-জ্যোতিষ নামক পুরে গমন করিয়া শারদীয়-নিশাকরের স্থায় শোভা সম্পন্ন নরক রাজাকে দেখিলেন। ১৫৪-৫৫

বিদেহরাজ প্রাগ্জ্যোতিষপুরকে ইন্দ্রভদ্রন বলিয়া বোধ করিতে লাগি-

পৃথিব্যা নয়িতঃ পুত্রঃ সজাতো ঘৃষ্টরূপিণা ।
বিমুনা অগদীশেন ভবেনং পশুং বহুতম্ ॥ ১৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা জনকো রাজা যথা বৃত্তং তথা পুরা ।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস নরকো জাতবান্ যথা ॥ ১৫৯
ততস্তত্র চিরং স্থিত্বা প্রাগ্জ্যোতিষপুরে মুদা ।
বিদেহাধিপতী রাজা নরকেন প্রপূজিতঃ ॥ ১৬০
স্বস্থানং গতবারংস্তস্মাৎ স্বমণৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৬১
এবং স নরকো জাতঃ পৃথিব্যাস্তনয়ত্তদা ।
হীনাশুরশ্রভাবঃ সংবিজহার চিরং ক্ষিতৌ ॥ ১৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

লেন এবং নানাবিধ ভূষণে ভূষিত নরককে দেবরাজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন । ১৫৭

তাহার পর জনক, যাহাকে সমস্ত বলিলেন,—এ যহায়া তোমার পালিত পুত্র নরক, বরাহরূপী অগণেশক বিমুণ্ড ঔরসজাত পৃথিবী দেবীর পুত্র, কিরূপ ভাবে পরিণত হইয়াছে দেখ । ১৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, জনকরাজা এই কথা বলিয়া বেকরূপে নরকের জন্য হইরাহিল, পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন । ১৫৯

তাহার পর বিদেহাধিপতি নরকের সংকারে সংকৃত হইয়া আনন্দিত-চিত্তে সেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বহুগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ১৬০-১৬১

পৃথিবীপুত্র নরক প্রশান্তভাবে অবলম্বন করিয়া চিরকাল বিহার করিতে লাগিলেন । ১৬২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮

১। সজাতা—ইতি পার্শ্বভরম্ ।

একোনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

স রাজা নরকঃ শ্রীমাংস্চিরঞ্জীবী মহাদুজঃ ।
মানুষেনৈব ভাবেন চিরং রাজ্যমখ্যাকরোৎ ॥ ১ ॥
ত্রেতাযুগে ব্যতীতায়ান্ ধাপরশ্চ তু শেষতঃ ।
অভবচ্ছোণিতপুরে বাণো নাম মহাসুরঃ ॥ ২ ॥
তস্মাগ্নিহর্গং নগরং স চ শত্ৰুসংখ্যে বভৌ ।
সহস্রবাহুর্হর্ষঃ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স বৈ বলো ॥ ৩ ॥
নরকেণ সমং তস্য মহামৈত্রী ব্যজাশ্রিত ॥ ৪ ॥
গমনাগমনান্নিত্যমন্তোষ্ঠানুগ্রহৈহুতথা ।
ভয়োরভূং মহাপ্রীতিঃ পবনানলযোৰ্বিধা ॥ ৫ ॥
স চ বাণঃ সমারাদ্য মহাদেবং অগ্নপ্রভুশ্চ ।
অসুরেশাথ ভাবেন ব্যচরচ্চাকুতোভয়ঃ ॥ ৬ ॥
তৎসংসর্গাং স নরকো দৃষ্টো তচ্চাত্ত্বতাং কৃতিশ্চ ।
তেনৈব সহ ভাবেন বিহর্তুমুপচক্রমে ॥ ৭ ॥
ন জ্ঞান্ধাণান্ পূজয়তি যথা পূর্কং তথা দ্বিজাঃ ।
ন চ যজ্ঞেযু দানেষু পূর্কবন্ধুসিতঃ স চ ॥ ৮ ॥
ন তথা বিষ্ণুমন্তোতি পৃথিবীং বাপি নার্কতি ।
কামাখ্যায়ান্ তথা ভক্তিস্তদা তস্যাত্ম নাভবৎ ॥ ৯ ॥

নরকের চরিত্র

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মনোহর শোভাপালী, দীর্ঘজীবী নরক, মনুজ-প্রথানু-
সারে বহুকাল রাজত্ব করিলেন । ১

তাহার পর ত্রেতা অতীত হইলে ঋগবের শেষভাগে, শোণিতপুরে বাণ
নামক অসুর অশ্রয়গ্রহণ করিল । ২

সে অত্যন্ত বলবান্ এবং শিবের মিত্র, তাহার অগ্নিনামক নগর । বলিপুত্র
সেই মহাশয়, প্রবল প্রতাপশালী হইল এবং নরক রাজার সহিত তাহার
অত্যন্ত মিত্রতা হইল ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশেষ অনুগ্রহ হইল এবং
গমনাগমন হইতে লাগিল । ৩-৪

উভয়েই পবন ও অগ্নির শাস্ত্র প্রবল প্রীতিপাশে বদ্ধ হইলেন । ৫

বাণ মহাদেবকে আরাধনা করিয়া অকুতোভয়ে, অসুরের শাস্ত্র বিচরণ
করিতে লাগিল । ৬

হে দ্বিজগণ ! বাণের অদ্ভুত কার্য দেখিয়া এবং তাহার সংসর্গে নরকও
সেই ভাব অবলম্বন করিলেন । ৭

পূর্বের শাস্ত্র জ্ঞানগণিকে আর পূজা করিতেন না এবং যজ্ঞ দানাদি ধর্ম-
কার্যও পূর্বের শাস্ত্র মনোযোগ করিতেন না । ৮

বিষ্ণু ও পৃথিবীকেও পূর্বরূপ পূজা করিতেন না এবং কামাখ্যা দেবীকে
এতিও পূর্বরূপ ভক্তি করিতেন না । ৯

এতশ্চিন্নতরে বাতুন্তনয়ো মুনিসত্তমঃ ।
 বসিষ্ঠো নাম কামাখ্যাং স্রষ্টুং প্রাপ্তজ্যোতিষং গতঃ ॥ ১০
 তাং চূর্ণাভ্যন্তরে নীলকুটদেবীং ব্যবস্থিতাম্ ।
 স্রষ্টুং শক্তং বসিষ্ঠস্য ন দ্বারং নরকো জ্ঞদ্যৎ ॥ ১১
 ততো বসিষ্ঠঃ কুপিতো বচনং শরৎশ্চ মুনিঃ ।
 জগাদ নরকং বীরং গর্হয়মুনিসত্তমঃ ॥ ১২

বসিষ্ঠ উবাচ—

কথং পৃথিব্যাস্তনয়ো বরাহস্য সূতোহঙ্গস্য ।
 দেবীং স্রষ্টুং ব্রাহ্মণস্য ন দদামি তথাগতঃ ॥ ১৩
 কিস্তে কুলোচিতং কৰ্ম জং করোষি বরাহজ ।
 দেবীং প্রাপ্তজ্যোতিষং গচ্ছা পূজয়িষ্যে জগদ্রথীম্ ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ স নরকো রাজা প্রাপ্তকালঃ কিত্তেঃ সূতঃ ।
 শরৎশ্চাপি বাক্যেন তমাক্ষিপ্য নিরন্তরান্ ॥ ১৫
 ততো মুনিঃ স কুপিতঃ শাপ্য নরকং নৃপম্ ।

বসিষ্ঠ উবাচ—

নচিবাদ্বেহন জাতোহসি তেন মানুশরূপিণা ।
 যরুণং ভবিষ্য পাশ বরাহকুলপাংসন ॥ ১৬
 যুতে ত্বিহ মহাদেবীং কামাখ্যাং জগতাং প্রভুম্ ।
 পূজয়িষ্যামাহং পাশ তিষ্ঠ যাশ্চে ব্রহ্মলভম্ ॥ ১৭

ইহার মধ্যে এক সময় ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ মুনি, কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার জন্য প্রাপ্তজ্যোতিষপুরে গমন করিলেন । ১০

নীলকুট পর্বতের চূর্ণমধ্যে কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার জন্য নরক বসিষ্ঠ দেবকে প্রবেশ করিতে দিলেন না । ১১

তারপর বসিষ্ঠ মুনি কুপিত হইয়া কৰ্কশবাক্যে নরকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন, তুমি মহাতেজস্বী বরাহের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণকে দেবতা-দর্শন করিতে দিতেছ না । ১২-১৩

হে বরাহজ । এ কি তোমার কুলপ্রথামত কার্য করিতেছ, দ্বারপ্রবেশ করিতে দাও, দেবী জগদম্বাকে অর্চনা করি । ১৪

তাহার পর পৃথিবীপুত্র-নরক কৰ্কশবাক্যে মুনিকে ভৎসনা করত তাহা হঠাৎ নিরন্তর করিলেন । ১৫

তৎপরে মুনি কুপিত হইয়া নরকে শাপ দিলেন, শাপিষ্ঠ । বরাহপুত্র । তুমি ইহার ঔরসে জন্মিয়াছিস, মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া সেই মহাখ্যা অচিরে তোকে বিনাশ করিবেন । ১৬

পাপাখ্যা । তোর হৃত্য ইহলে তাহার পর জগন্মাতা কামাখ্যা দেবীকে পূজা করিব, থাক, আমি নিজ স্থানে বাইতেছি । ১৭

কুং যাবজ্জীবিতা পাপ কামাখ্যাণি জসংপ্রভুঃ^১ ।
সর্কৈঃ পরিকটৈঃ সার্কিমসুর্ভানার গচ্ছতু^২ । ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতু্যচ্চ^৩ ব্রহ্মপুত্রঃ স ব্রহ্মানং গতবান্ যুগ্মিঃ ।
বসিষ্ঠৈস্তন ভৌমেন নিরক্তঃ কুপিতো ভূশম্ ॥ ১৯
গতে বসিষ্ঠে মরুতঃ শীঘ্রং বিশ্বাসংসৃতঃ ।
জগাম দেবীভবনং নীলকূটং মহাগিরিযু । ২০
তত্র কহা ন চাপত্যং কামাখ্যাং কামরূপিণীম্ ।
ন যোনিমণ্ডলং তস্তাঃ সর্কান্ পরিকরাংস্তথা ॥ ২১
ততঃ স বিমনা ভূত্বা ক্ষিত্তিং সম্প্রাণ যাতরম্ ।
পিতৃবৎ জগন্নাথং নরকঃ প্রভুমব্যসম্ ॥ ২২
ন তাবপি তদা যাতেী তস্য প্রত্যক্ষভার বিকাঃ ।
বুৎক্রান্তসময়তেতি নীতিহীনস্য শস্তবে ॥ ২৩
চিরং প্রতীক্য তৌ তত্র ভৌমো বহুক্ষমস্তদা ।
অত্রাপ্তক্ষিত্তিবিমুঃ স সলোকঃ বস্নিবেশমম্ ॥ ২৪
স গচ্ছন্ বসুহং ভৌমঃ পুরীং স্বাং দৃষ্টবারন্তু সঃ ।
পূর্বপ্রিয়া পরিত্যক্তাং মলিনাং বনিতামিব ॥ ২৫
দেব্যামন্তর্হিতায়াস্ত বেদবাদবিবজ্জি ডম্ ।
পুণ্যস্বল্পদারজনং^৪ তৎপুরং সমপদ্যত ॥ ২৬

পাপিষ্ঠ । তুই যতদিন জীবিত থাকিবি, ততদিন জগজ্জননী কামাখ্যা সমস্ত পরিবারের সহিত অন্তর্ধান হউন । ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া তদ্রূপমন বসিষ্ঠ যুগ্মি নরকের কর্কশ কাটক্যে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ব্রহ্মানে শ্রমণ করিলেন । ১৯

যুগ্মির গমনের পর নরক বিস্মিত হইয়া নীলকূট গিরির গুহান্তরে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন । ২০

মন্দিরে যাইয়া কামরূপেশ্বরী কামাখ্যাকে দেখিতে পাইলেন না এবং তাঁহার যোনিমণ্ডল ও সমস্ত পরিজন কিছুই দেখিলেন না । ২১

তাঁহার পর নরক বিমর্ষ হইয়া মাতা বসুন্ধরাকে এবং পিতা জম্ববর্ত্ত্য নারায়ণকে স্মরণ করিলেন । ২২

হে বিজগৎ । কিন্তু বসুবা ও বিষ্ণু, নীতিমার্গ পরিত্যাগ করিতে এবং নিয়মের অপ্রতিপালনে নরককে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিলেন না । ২৩

বহুধর্মের নরক বসুন্ধরা ও বিষ্ণুর দর্শন অভিজ্ঞাষে অনেক সময় প্রতীক্ষা করিয়াও দেখিতে পাইলেন না । ২৪

তাঁহাদের দর্শন না পাইয়া নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং ক্ষত্বতী স্ত্রীর ক্রান্ত স্বকীয় পুত্রী সোভাস্বত হইয়াছে দেখিলেন । ২৫

দেবী অন্তর্হিত হওয়াতে সেই পুরীস্থিত মনুষ্যগণ পূর্বরূপ বেদবাক্য উচ্চারণ করিত না এবং পুণ্যকার্যেও বিশেষ যত্ন করিত না । ২৬

১। জসংপ্রভুঃ ।

২। পরিসটৈঃ সার্কৈঃ অন্তর্ধানং সাগচ্ছতু !

৩। পুণ্যো স্বল্পদারজনম্ ।

য দেবাস্তত্র গচ্ছতি ন বিপ্রা ন মহর্ষয়ঃ ।
 যজুৰ্ভূব নগরং তস্য যজ্ঞযজ্ঞক্রিয়োৎসবম্ ॥ ২৭
 ঐতরো বহবো জাতা যুতাশ্চ বহবো জনাঃ ।
 লৌহিত্যনদরাজোহপি হীনতোহস্তদাভবৎ ॥ ২৮
 বহুনি বিপরীতানি দৃষ্টা স নরকস্তথা ।
 যেনে মরণমাসন্নমাখ্যনো ব্রহ্মশাপতঃ ॥ ২৯
 ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাধ্যক্ষঃ শোকবিস্রলচেতনঃ ।
 চিন্তয়ন্ মনসা যিত্রং বাণং বলিসুতং যযৌ ॥ ৩০
 যথা প্রাণসমঃ সোহস্তু সন্ততান্যোগ্যবক্ষণে ।
 তৎপরো বাণনরকৌ বর্জবৈদ্যা বস্বিনাবিব ॥ ৩১
 এতশ্চিন্নস্তরে বাণো যিত্রং শত্ৰুসংখ্যে বলী ।
 অনুকূলযিত্রা যজ্ঞপ্রদানেন মহাধুধঃ ॥ ৩২
 ইতি চাসীদ্যতিশুশ্রু বজ্রকেতোস্তুদাচলা ।
 দূতক প্রাহীগোক্ষীপুং বাণস্য নগরং প্রতি ॥ ৩৩
 স শোণিতপুং গতা যাক্ষনেনাস্তগামিনা ।
 ততো ভৌমস্য বৃদ্ধান্তং বাণাস্তা শুবেদয়ৎ ॥ ৩৪
 যথা শপ্তো বসিষ্ঠেন যথা চাত্ত্বহিতাশ্রিকা ।
 যথা বিপ্রঃ পুরবরে জাতঃ প্রাগ্জ্যোতিষাঙ্কয়ে ॥ ৩৫
 সময়স্তু ব্যতিক্রান্তিভূমিষাববযোর্থথা ।
 তথা স দূতো ভৌমস্য শশংস বলিসূনবে ॥ ৩৬

দেবগণ অনুষ্ঠগণ ও মহর্ষিগণ কেহই নরকভবনে বাইতেন না । সেই নগর
 যজ্ঞক্রিয়া এবং উৎসবাদিশুদ্ধ হইল । ২৭

রাজ্যে বিপ্রব উপস্থিত হইয়া বহুলোক বিনাশপ্রাপ্ত হইল ; লৌহিত্যানামক
 নদীর জলও শুষ্কপ্রায় হইল । ২৮

নরক সে সময়ে রাজ্যে এইরূপ বিপরীতভাব দেখিয়া বিবেচনা করিলেন,
 ব্রহ্মশাপে মরণ অতি নিকটে আগমন করিয়াছে । ২৯

এই ডাবিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপতি নরক, শোকে অধীর হইলেন এবং মনে
 মনে চিন্তা করিয়া বলিপুত্র বাণের নিকটে গমন করিলেন । ৩০

বাণ, নরকের প্রাণসম বন্ধু, কোন বিপদে পতিত হইলে শূরবৈদ্য অশ্বিনী-
 কুমারের দ্বারা উভয়ে উভয়কেই রক্ষা করিয়া থাকেন । ৩১

বজ্রকেতু নরক হির করিলেন, এ সময়ে শত্ৰুসংখ্যে যিত্র বাণ অনুকূল যজ্ঞপা-
 প্রদানে প্রাক্ত । ৩২

এই প্রকার স্থিরবুদ্ধি করিয়া বাণনগরে দূত প্রদান করিলেন । ৩৩

দূত; ক্রতুদায়ী রথে আরোহণ করিয়া শোণিতপুরে গমন করিল ; তাহার
 পর বাণকে নরকের সমস্ত বৃদ্ধান্ত বলি । ৩৪

যেক্রমে বসিষ্ঠ শাপ দিরাছেন, যেক্রমে কামাখ্যা অন্তর্হিতা হইয়াছেন এবং
 যেক্রমে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে নানারূপ বিপ্লব হইতেছে, যেক্রমে নিয়মের ভঙ্গ
 হওয়াতে ক্রিতি ও বিষ্ণু শ্রবণ করিলেও আগমন করেন নাই, নরক-দূত সমস্তই
 বলিপুত্র বাণকে বলিল । ৩৫-৩৬

স সমাকাশমিত্রস্য সবাগ্ দৈবপরাভবম্ ।
 স্বয়ং জগাম নরকং সত্যজয়িতৃমীশ্বরঃ ॥ ৩৭
 স কাঞ্চনবিচিত্রাজং মুক্তমম্বশতৈস্ত্রিভিঃ ।
 লৌহচক্রঞ্চ বৈরাগ্যং ময়ূরধ্বজভূষিতম্ ॥ ৩৮
 হেমদণ্ডসিতচ্ছত্রচ্ছাদিতং কিঙ্কিণীগণৈঃ ।
 নানারত্নৌষধিচিত্তমাকুরোহ মহারথম্ ॥ ৩৯
 স সহস্রভূজঃ শ্রীমাংসচতুরঙ্গবলৈর্ভূতঃ ।
 প্রাগ্জ্যোতিষং ভৌমপুরমচিরাপাক্ষণাম হ ॥ ৪০
 তদাঙ্গাণ্য মহাবাহুবানঃ প্রাগ্জ্যোতিবেশ্বরম্ ।
 হীনং পূর্বপ্রিয়া মিত্রমপশুগগরঞ্চ তং ॥ ৪১
 স তেন পূজিতো বাণো যথাযোগ্যং হুতেন কোঃ ।
 পত্রচ্ছ কিং নিমিত্তভে হীনশ্রীকমভূৎ পুরম্ ॥ ৪২

বাণ উবাচ—

শরীরঞ্চ যথা পূর্বং তথা ন তব রাজতে ।
 নন্যে তে নাতি হৃদে তত্র হেতুং বদস্ব মে ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমর্গীদি পৃষ্ঠেঃ স নরকঃ ক্ষিতিসন্দনঃ ।
 যথা বসিষ্ঠশাপোহভূৎ তং সর্বং তস্য চাত্তবীং ॥ ৪৪
 যচ্ছ্রুতং ভৌমবদনাস্তদ্ব্যুতাবেদিতং পূতা ।
 জ্ঞাত্বা তথা তং প্রোবাচ বাণো বহুধ্বজং পুনঃ ॥ ৪৫

বাণ উবাচ—

ন হি মনুষ্যস্য কার্য্যঃ সুখে দুঃখে শরীরিণাম্ ।
 চক্রবৎ পরিবর্তেতে নৈতাভ্যাং কোহপি হীয়তে ॥ ৪৬

বাণ যিত্তের দৈব-পরাভব জন্ম করিয়া, নরককে প্রতিকারবিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য, কাঞ্চনময় বিচিত্রাজ তিনশত অশ্বযুক্ত, লৌহময় চক্র, বাহু ও ময়ূর-ধ্বজে ভূষিত, সূবর্ণ দণ্ড ধবল ছত্র-যুক্ত, কিঙ্কিণী আচ্ছাদিত এবং নানারত্নচিত্ত রথে আরোহণ করিলেন । ৩৭-৩৯

সহস্র-বাহুশোভিত বাণ, চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিষাহারে প্রাগ্জ্যোতিষ নামক নরকভবনে উপস্থিত হইলেন । ৪০

বাণ, প্রাগ্জ্যোতিবেশ্বর নরকের সমীপবর্তী হইয়া তাহার পূর্বের সেক্ষণ শোভা নাই দেখিতে পাইলেন । ৪১

বাণ তাহার যথাযোগ্য সংকারে সংকৃত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পুরী শোভাহীন হইয়াছে কেন ? ৪২

আপনার শরীরেরও পূর্বের ছায় শোভা নাই ও মনও নিতান্ত অসন্তুষ্ট দেখিতেছি, ইহার কারণ কি আমাকে বলুন । ৪৩

বাণ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ক্ষিত্রি-কুমার নরক, বসিষ্ঠ মুনির শাপ অবধি স্মৃন্ত হুতাশ বলিলেন । ৪৪

বাণ যাহা নরকের নিকট শুনিলেন, দূত সে সমস্তই পূর্বে বলিয়াছে । বাণ সমস্ত বিহব অবগত হইয়া বহুধ্বজ নরককে বলিলেন । ৪৫

শরৎ তত্র প্রতীকারঃ কার্যো বীরৈবিত্তয়ে ।
 শুভানপি প্রতীকারঃ কর্তুমর্হতি সম্প্রতি ॥ ৪৭
 য এব মানুষঃ পৃথ্যামসাধারণভূত্বিত্তিঃ ।
 বর্জ্যতে দানবো বাপি দৈত্যো বাপ্যখ্যাসুরঃ ॥ ৪৮
 রাক্ষসঃ কিমরো বাপি শক্রস্তান্ মহতে নহি ॥ ৪৯
 স কোটিল্যং দেবগণৈঃ সার্কং কুর্কব্লিতস্ততঃ ।
 যথা তথা একাবেণ অংশস্ততোব তং জিয়ঃ ॥ ৫০
 তস্ম চেষ্টেতমো দেবো বিষ্ণুর্নিত্যং সনাতনঃ ।
 স ন শক্রস্য কুরুতে মনোহনিষ্ঠং মনাপি ॥ ৫১
 যঃ সমারাধয়েদ্ বিষ্ণুং শক্রস্তানিষ্টকারকঃ ।
 তস্মৈ বরস্ত সচ্ছিত্রং দত্ত্বা তং শান্তয়ত্যতঃ ॥ ৫২
 চিরমারাধিতো বিষ্ণুরিষ্টান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ।
 মহতা কারুহঃখেন পুঞ্জিতঃ সম্প্রসীদতি ॥ ৫৩
 বিনেষ্ঠদেবতাপুঞ্জাং বিভূতিমতুলাং পুমান্ ।
 যঃ প্রাপেত্ত্বিত্তি জ্ঞাতঃ পূর্বং ন বা পূর্বকষ্টৈরঃ কচিৎ ॥ ৫৪
 যস্য নারাধিতঃ পূর্বং ব্রহ্মা বা বিষ্ণুতীক্ষরঃ ।
 তেন তেহন্ত মহাবিশ্বা উৎপন্ন্য বিষয়ে তব ॥ ৫৫
 যো বা বিষ্ণুঃ পালকস্তে ন নিসর্গানুকম্পকঃ ।
 কিন্তু তে স ক্রিডেবাক্যাস্তস্য চারাধিতো যুহুঃ ॥ ৫৬

এবিষয়ে শোক করা আপনার উচিত নহে, শত্রুদিগ-যাত্রেই সুখ-দুঃখ চক্রের
 স্তায় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তাহাকেও পরিত্যাগ করে না । ৪৬

দুঃখ উপস্থিত হইলে ধীর ব্যক্তিদের প্রতিকার করাই কর্তব্য ; সেই
 প্রতিকারই মঙ্গলজনক হয়, আপনিও সম্প্রতি প্রতিকার বিষয়ে যত্ববান হউন ।

৪৭

এই পৃথিবীতে মনুষ্য দানব অথবা অসুর রাক্ষস কিম্বর—ইহার মধ্যে যে
 কেহ অসাধারণ ঐশ্বর্যশালী হইবেন, ইন্দের তাহা কিছুতেই সস্ত হইবে না ।

৪৮-৪৯

দেবগণের সহিত কুটিলতা করিরা যে প্রকারেই হউক, তাহাকে শ্রীভক্ট
 করিবে । ৫০

তাহার মনোমত দেবতা নিত্য সনাতন বিষ্ণু ; তিনি ইন্দের সামান্য
 অনিষ্টও করিবেন না । ৫১

ইন্দের অনিষ্ট করিব বলিয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করে, বিষ্ণু তাহাকে
 কৌশলে অনিষ্ট বরদান করিয়া বিনাশ করেন । ৫২

অনেককাল আরাধনা করিলে বিষ্ণু অভিলষিত বিষয় দান করেন এবং
 অত্যন্ত কারুক্ষেণে পূজা করিলে প্রসন্নভাবে অবলম্বন করেন । ৫৩

ইষ্টদেবের আরাধনা ব্যতীত, কোন্ ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য পাইয়াছে এবং
 বর্তমান সময়ে শাইতেছে ? ৫৪

আপনি পূর্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন না, এজন্য আপনার
 বাঞ্ছা নানারূপ বিঘ্ন উৎপন্ন হইতেছে । ৫৫

দত্তং হিহিতং তে বিষ্ণুর্নাপরাধাঙ্গুয়া বিদ্যাঃ ॥ ৫৭
 ইতোহনুথা ত্বং ভবিত্বা হতশ্রীকৃতি নঃ ক্ষতম্ ॥ ৫৮
 অপরাধাঙ্গুয়া ভূশ বসিষ্ঠঃ পরমো মুনিঃ ।
 তেন স্মরণমাত্রেণ নান্যাতো ক্ষিতিমাধবো ॥ ৫৯
 তস্মাৎস্বং মিত্র বুদ্ধাস্ত কোটীনাং হরিমেধসঃ ॥ ৬০
 নাধুনা যুজ্যতে ভৌম ভবৌদাসীনতাকৃতিঃ ।
 যন্তে মনসি তাতোহয়মিতি সম্প্রত্যহঃ স তে ॥ ৬১
 বরাহ এব তে ভাতঃ স চ লোকান্তরং গতঃ
 বরাহোহপি হরেরংশ ইতি যচ্ছ্রুয়ন্তে ত্বয়া ॥ ৬২
 তস্মাংশ ইত্যমুক্ৰোশঃ কেন বা ক্রিয়তে বব
 তস্মাৎস্বং কুরু শস্ত্রোর্বী ব্রহ্মাণো বাধুনার্চনম্ ॥ ৬৩
 স তে প্রসন্নঃ পরমমিষ্টকায়ঃ প্রদাস্যতি ।
 বিদ্যো বা মূনিশাপো বা মাহেতিবাতিপীড়কঃ ॥ ৬৪
 বিদ্যো প্রসন্নো লঙ্কো বা নচিরাৎ ক্ষয়মেয়াতি ॥ ৬৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জ্ঞাতসম্প্রভারো ভৌমো বাণস্ত বচনাত্ত্বনা ।
 সুপ্রীতঃ সমুবাচেনং ধীরবর্ষরনিঃস্রবঃ ॥ ৬৬

ভৌম উবাচ—

যন্তুয়া গমিতং বাণ হিতং যে মিত্রবৎসল ।
 ত্বং কার্যমচিরাদেব তপশ্চরণমুত্তমম্ ॥ ৬৭

যে বিষ্ণু আপনার পালক তাঁহার সভাবত্ত কাহারও প্রতি অনুগ্রহ হয় না ; কিন্তু বিষ্ণুকে ক্ষিতির বাক্যানুসারে নিরন্তর আরাধনা করিয়াছেন । ৫৬

সেই বিষ্ণুই আপনাকে সজ্জিত বস্ত্র দান করিয়াছেন ; বসিষ্ঠের কোন অপরাধ আছে বলিয়া স্থির করিবেন না । ৫৭

আপনি ইহার অনুথা আচরণ করিলে হতশ্রী হইবেন । ৫৮

বসিষ্ঠের প্রতি অপরাধ আরোপ করিবেন না, আপনি স্মরণ করিলেও ক্ষিতি ও যাদব আগমন করিলেন না । ৫৯

অতএব মিত্র । ইহা হরির বুদ্ধির কুটিলতাই স্থির করুন । ৬০

এসময়ে আপনার উদাসীনভাবে থাকা ভাল নহে, ‘বিষ্ণু আখ্যাত পিতা’ এইরূপ আপনার মনের বিশ্বাস । ৬১

কিন্তু বরাহই আপনার পিতা, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন । বরাহ হরির অংশ, এইরূপ আপনি শ্রবণ করিয়াছেন । ৬২

কিন্তু তাঁহার অংশ এই কথা কে কোথাও বলিয়া থাকে বলুন ? তাহা হইলে আপনি—শিব অথবা ব্রহ্মার অর্চনা করুন । ৬৩

তাঁহারা প্রসন্ন হইলে অভিলষিত বিষয় দান করিবেন ; বিষ্ণুই হউক অথবা মূনিশাপ হউক, কিংবা পীড়াদায়ক যে কোনরূপই হউক, ব্রহ্মা কিংবা শিব প্রসন্ন হইলে সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । ৬৪-৬৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূমি-পুত্র নরক বাণের বাড়কা অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন । ৬৬

বিষ্ণুর্নীরাধনীষৌ যে উত্ত হেতুভূয়োদিতঃ ।
 নৈধারাদ্যতথানভূতভূতঃ স মে পুরে ॥ ৬৮
 উদ্ভাদ্বিদ্ভাদ্বা সমারাদ্যো বচনান্তব মিত্রক ।
 তৎপুত্রস্য মহাবাহো লৌহিত্যাদ্বাসরিষৌ ॥ ৬৯
 ভবতাব্যাপিতচ্চাহং শিষ্টোহথ গুরুণা যথা ।
 মিত্রং মিত্রং যথা স্বীকৃত্য সাক্ষা পরমবন্তনা ॥ ৭০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স মহাবাহুর্দ্বাপং বজ্রধ্বজস্তথা ।
 যথাবৎ পূজয়ামাস তন্মিত্রং মিত্রবৎসলঃ ॥ ৭১
 অর্চয়িত্বা যথাযোগ্যং প্রস্থাপ্য চ বলৈঃ সূতম্ ।
 ব্রহ্মারাদ্বনমস্তুত্রং কর্তুমিচ্ছন্ ক্রিতেঃ সূতঃ ॥ ৭২
 স তীর্থে নদরাজস্য লৌহিত্যস্য মহাস্থনঃ ।
 ব্রহ্মাচলং সমাক্রুত্ব তপস্তপ্তমুপস্থিতঃ ॥ ৭৩
 স মানুশেষ মানেন ক্রিতিপুত্রঃ শতং সখ্যৈঃ ।
 জলাহাররূপেভৈব সমানর্চ পিতামহম্ ॥ ৭৪
 সন্তুষ্টৈঃ শতবর্ষান্তে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 প্রত্যক্ষীভূয় নরকম্ভাগ্রতঃ সন্মুপস্থিতঃ ॥ ৭৫
 প্রীতোহস্মি তে বরং দাস্যে বরং বরম্ সূতত ।
 ইতি চোবাচ নরকং স তদা কয়লাসনঃ ॥ ৭৬

মিত্রবৎসল । বাণ । আপনি যাহা বলিলেন, সেই আরাধনা করা আমার
 শীঘ্রই কর্তব্য । ৬৭

বিষ্ণু আমার আরাধনীয় নহেন । তাহার কারণ পূর্বেই আপনি বলিয়া-
 ছেন, কিন্তু শত্ৰুও আমার আরাধনীয় নহেন ; কারণ তিনি আমার পুরমধ্যে
 গুপ্তভাবে আছেন । ৬৮

তাহা হইলে মিত্র । আপনার বাক্যানুসারে ব্রহ্মা আমার আরাধনীয় ।
 অতএব মিত্র সেই ব্রহ্মার পুত্র লৌহিত্যনদের জলসমীপে তাহার উপাসনা
 করিব । ৬৯

হে মিত্র । গুরু যেমন শিষ্যকে উপদেশ দেন, সেইরূপ আপনার উত্তমরীতি
 অনুসারে শাস্ত্রনাবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছি । ৭০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বজ্রধ্বজ মিত্রবৎসল নরক এই কথা বলিয়া বাণকে
 যথাযোগ্য সৎকার করিলেন । ৭১

তাহার পর বলিপুত্র সংকুত হইয়া স্বীয় নগরে গমন করিলেন । ক্রিতিপুত্র
 অধ্যাত্মচিন্তে ব্রহ্মার উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিলেন । ৭২

তাহার পর মহাত্মা নদরাজ লৌহিত্যের তীরে ব্রহ্মার আরাধনাদি তপস্যার
 দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলেন । ৭৩

একশত বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রধানুসারে জলাহাররূপ ব্রতচরণ করিয়া
 ব্রহ্মাকে অর্চনা করিলেন । ৭৪

লোক-পিতামহ ব্রহ্মা একশত বৎসরের পর সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যক্ষভাবে
 নরকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । ৭৫

স দৃষ্টৌ সৰ্বলোকেশং প্রত্যক্ষং কমলাসনম্
 প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ প্রোচে বিনয়ানতকঙ্করঃ ॥ ৭৭
 দেবাসুরেভ্যো বক্ষোভ্যঃ সৰ্ব্বেভ্যো দেবযোনিভঃ ।
 অবধ্যতং সুরাজ্ঞেষ্ঠ বরমেকং প্রথচ্চ মে ॥ ৭৮
 অবিচ্ছিন্না সন্ততির্মৈ বাবচ্ছলো রবিস্তপেৎ ।
 ভাবন্তবতু লোকেশ দ্বিতীয়োহয়ং বরো মম ॥ ৭৯
 তিলোত্তমান্যা বা দেব্যঃ সক্রপগুণসংযুতাঃ ।
 ভ্যস্তা মে বরিতাঃ সন্ত মহত্যাণি তু বোভশঃ ॥ ৮০
 অজৈরহং সদা শ্রীর্থাং ন জহাতু কদাচন^১ ।
 ইতি পঞ্চ বরা মেহন্য বৃত্তান্ততঃ পিতামহ ॥ ৮১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মাহুয়া যোহ্বিতো ভৌমো যুনিশাপং বিশ্বতা চ ।
 অন্তধরাস্তবং বস্ত্রে যুনিশাপস্তথা স্থিতঃ ॥ ৮২
 জগদ্বিত্তি তান্ সৰ্বান্ বরান্ দত্তা পিতামহঃ ।
 উবাচেনং হাপরাস্তে সক্ষায়াং সুরকঙ্ককাঃ ॥ ৮৩
 তিলোত্তমান্যাস্তে জায়াঃ সন্তবিশ্রুতি ভূতলে ।
 ন বাবরারলো বাতি বজ্রধ্বজ পুরং তব ।
 ভাবন্ন যৈথুনে যোজ্যো ভবতা তাঃ ক্ষিতেঃ সূত ॥ ৮৪

“হে সূত্রভ ! তোমার উপাসনার শ্রীত হইয়াছি, তোমাকে বরদান করিব, ভূমি বর প্রার্থনা কর” কমলাসন, নরককে এই কথা বলিলেন । ৭৬

তাহার পর নরক সৰ্বলোকেশ্বর কমলাসনকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এবং বিনয়-নম্র যন্তকে কৃত্যঞ্জলি-পুষ্টে প্রণাম করত বলিলেন । ৭৭

হে সুরজ্যেষ্ঠ ! দেব অসুর যাক্ষস এবং সকল দেবযোনি ইহীদের সকলের অবধ্য হই, প্রথম এই বর দান করুন । ৭৮

যে শর্যাস্ত চন্দ্র সূর্য্য জগতে প্রকাশিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আমার সন্তান-পরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে জগতে অবস্থান করুক, দ্বিতীয়তঃ এই বর প্রদান করুন । ৯

এবং তিলোত্তমাদির যে সমস্ত রূপ ও গুণ আছে, সেই সমস্ত রূপ ও গুণ-সম্পন্ন যোভশমহস্র হ্রী হইবে, তৃতীয়তঃ এই বর প্রদান করুন । ৮০

সকলের অজৈর এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়া সৰ্বদা ঐশ্বর্য্যের অপরিভ্যক্ত হইব, হে পিতামহ । অন্য এই পাঁচটি বর আমি প্রার্থনা করি । ৮১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ভূমি-পুত্র মায়ায় বোহিত হইয়া এবং যুনি-শাপ বিশ্বত হইয়া অন্য বর প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু যুনিশাপ বর্তমান রহিল । ৮২

“ভূমি হাहा প্রার্থনা করিলে, সে সমস্তই তোমার সিদ্ধ হইবে ; পিতামহ, নরককে এইরূপ বর দান করিয়া বলিলেন, হাপরের শেষ ভাগে তিলোত্তমাদির দ্বার্য্য রূপবতী সুরকঙ্কানগ জন গ্রহণ করিবে, যতদিন নারদ তোমার বজ্রধ্বজ-পুরে গমন না করেন, ততদিন হে ক্ষিতিপুত্র । তাহাদের সহিত সন্তোষাদি করিও না । ৮৩-৮৪

ইত্যুক্ত্য সর্বলোকেশঃ স্ফনাপ্তহিতোহভবৎ ।
 মৃদমালাত পরমাং ঘৃহানং নরকোহভঃগাং ॥ ৮৫
 ততো মৃদিভলোকং তং নগরং স্ত্রীনিবেদিতম্ ।
 সদা সৌঃসাহসম্পূর্ণমীতিবিপ্রবিবৰ্জিতম্ ॥ ৮৬
 অভবৎ পশুসমৈশ্চ বাজিবারণকুন্তকৈঃ ।
 সম্পূর্ণং দেবরাজস্য দধিতেবামরাবতী ॥ ৮৭
 উত্তীর্ণতপসং স্ফনাং বাণো দন্তবরং তথা ।
 বয়ং পুনরুপাতিষ্ঠন্তৌমং বহুধ্বজং তদা ॥ ৮৮
 স গতা ভৌমনগরং বাণঃ প্রাগ্জ্যোতিষাহ্বতম্ ।
 পপ্রচ্ছ নরকং যিত্বং তপসঃ সন্নিবেশনম্ ॥ ৮৯
 কুত্র ত্বয়া তপস্তত্ত্বং কিং বাং চীর্ণত্বয়া ব্রতম্ ।
 কীদৃশো বা বরো লকত্বং যমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৯০
 দৃষ্টেং তব পুরং সর্বং প্রহৃষ্টজনসঙ্কুলম্ ।
 বাজিবারণরক্তৌষঃ পুরিতং যজ্ঞলব্ধনৈঃ ॥ ৯১
 দৃষ্টতেহম্য ত্বয়া পাল্যং শস্যপূর্ণমনাময়ম্ ।
 কথ্যতাং বা কথং ব্রহ্মা বয়ং তুভ্যং প্রদত্তবান্ ॥ ৯২

ভৌম উবাচ—

ব্রহ্মা বয়ং পর্বতরূপধারী, কামেশ্বরীং বর্তনুমিহাবতীর্ণঃ ।
 তত্র বয়ং সম্প্রতি ব্রহ্মমেতি, পুরা ন যাবচ্ছপতে বশিষ্ঠঃ ॥ ৯৩
 সৌহৃদং পুরে যে বলিপুত্র রাজতে
 দেবৌষসেব্যোহপ্যমরোত্তমাংশঃ ।
 উজ্জাহমেকো বরতোন্নভোজনো
 বর্ধাণ্যকার্ষক তপঃ শতানি বৈ ॥ ৯৪

এই কথা বলিয়া সর্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা অন্তহিত হইলেন। নরক, পরম
 আনন্দ লাভ করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৮৫

ভাহার পর স্বকীয় নগর—আনন্দিভ লোক সকলে অবিষ্ঠিত, লক্ষ্মীযুক্ত, সদা
 ঐঃসাহসম্পন্ন, বিপ্রবর্জিত দেখিলেন এবং পশু, শস্য, অম্র, হস্তী ইত্যাদিতে
 নগর পরিপূর্ণ হইল, নগর পুনরায় দেবরাজের অমরাবতীর স্থায় হইল। ৮৬-৮৭

নরকের তপস্তা শেষ হইয়া বর লাভ হইয়াছে শুনিয়া বাণ সেই সময়ে বয়ং
 বহুধ্বজ নরকের সমীপে গমন করিলেন এবং ভৌমনগর প্রাগ্জ্যোতিষ পূর্বাতে
 উপস্থিত হইয়া যিত্ব নরককে তপস্তার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ‘কোথায়
 আপনি তপস্তা করিয়াছেন? কিরূপে ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন? কিরূপ
 বর লাভ করিয়াছেন? তৎসমস্ত আমাকে বলুন। ৮৮-৯০

আপনার নগর আনন্দপূর্ণ এবং জনসমাজও অত্যন্ত প্রফুল্ল, অম্র-হস্তি-পূর্ণ
 এবং যজ্ঞলব্ধনিযুক্ত, নানাবিধ শস্য পরিপূর্ণ, ব্যাধিশূন্য। ৯১

আপনি উত্তমরূপে পালন করিতেছেন দেখিতে পাইয়া সন্তোষ লাভ
 করিয়ায়। আপনি বলুন, কিরূপে ব্রহ্মা হইতে বর লাভ করিলেন?’ ৯২

ভৌম বলিলেন :—ব্রহ্মা বয়ং পর্বতরূপ ধারণ করিয়া কামেশ্বরীকে ধারণ
 করিবার জন্য এখানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ব্রতক্ষণ বশিষ্ঠ আমাকে শাপ
 দেন নাই ততক্ষণ কামাখ্যাধারণে বয়ং যত্ন করিয়াছিলেন। ৯৩

ଲୌହିତ୍ୟାତୀରେ ଧନବାୟୁସେବିତେ
 ଯନୋହରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୂତାଂ ମୁଖପ୍ରଦେ ।
 ତପଃପ୍ରବୃତ୍ତ୍ୟା ସୁଧଂ ସମାମୟ-
 ଉଦ୍‌ୟଦ୍‌ବୈଦ୍ୟକା ପରଦାଂ ଶତାନି ଯେ । ୧୫
 ତତଃ ସ ତୁର୍ଯ୍ୟଚତୁରାମନୋଽବତଃ
 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତୋ ଯାଂ ଶ୍ଚମନଜ୍ଞ ଯନ୍ତ୍ରିତଃ ।
 ତବ ପ୍ରମୋଦୋଽସ୍ମି ବରଂ ଯଥେଚ୍ଛିତଂ
 ଦାମ୍ୟେ ଗୃହାପେତି ପୁରୋଽଥ ତୁଭା । ୧୬
 ଅବସାନ୍ତା ଯେ ହୃଦୟୋନିତଃ ସୁରା-
 ଦକ୍ଷିଣସନ୍ତାନଯାଜ୍ଞେଷ୍ଠତା ତଥା ।
 ମମା ବିଭୂତିର୍ନ ଉହାତୁ ଯାମିତି
 ବରାଂଶ ନାର୍ଯ୍ୟୋ ନବଯୌବନାସ୍ମିତାଃ । ୧୭
 ଏତେ ବରାଃ ପଞ୍ଚ ଯନ୍ତା ତତୋ ବ୍ରତାଃ
 ସୋହିମି ପ୍ରତିକ୍ଷତା ଗତୋ ନିଜାଂଶ୍ଚମୟଂ । ୧୮
 ତତୋଽହମତୋତା ପୁରଂ ନିଜଂ ହୃଦା
 ଯନ୍ତ୍ରିପ୍ରବୀଟୈଃ ସହିତଃ ପୁନଃସ୍ଥାନଂ ।
 ପୌରାନ୍ ସବକ୍ତୁନ୍ ମମମାନଯୋଦୟନ୍
 ଦାନେନ ଯାନେନ ଚ ଭୋଜନେନ । ୧୯

ସାର୍କଞ୍ଜେୟ ଉବାଚ—

ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଃ ତସ୍ୟ ବଳେଃ ସୁତନ୍ତନା
 ଭୋମସ୍ତ ଋଦ୍ରା ସୁମୁଦେ ନ ତଂକମାଂ ।
 ଶୈବଃ ତଦୋଚ୍ଚେ ବଚନଂ କ୍ରିତେଃ ସୁତଂ
 ତଂକାଳସୃଜ୍ୟ ନ ଚ ସୁବ୍ରତୋକ୍ତବୟଂ । ୧୦୦

ହେ ବଳିପୁତ୍ର ! ଋଦ୍ରା ଆମାର ପୁତ୍ରେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତେ ଦେବକୂଳ-ସେବା ହୁଅନ୍ତୁ
 ବିରାଜ କରିତେହେନ । ତାହାର ପର ଆମି ଧାର୍ଯ୍ୟଭାବେ କରିବା ଏକମତ ବଂସର
 ତପସ୍ୟା କରିଲାୟ । ୧୫

ତବନ ବାୟୁ-ସେବା, ଯନୋହର ଏବଂ ପ୍ରାଣୀନିଗେର ମୁଖକର ଲୌହିତାତୀରେ ତପ-
 ଯାତେ ରାଜ ହୁଅବାର ପର, ଏକ ମତ ବଂସର ଏକ ବଂସରେର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅତୀତ ହୁଅ । ୧୬

ତତ୍ପରେ ଚତୁରାମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାବେ ଆମାର ସମକ୍ଷେ ଆଗମନ କରନ୍ତୁ
 ହିତବାକ୍ୟା ବଲିଲେନ । ଭୋମାର ପ୍ରତି ପ୍ରମୋଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛିତ ବର ଗ୍ରହଣ କର । ୧୭

ସୁରାସୁର ଏବଂ ଦେବଯୋନିମାତ୍ରେର ଅବସାନ୍ତା, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସନ୍ତାନ, ପରେର ଅଜ୍ଞେୟତା,
 ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରେୟର୍ଯ୍ୟର ଆଧିପତ୍ୟ, ଉତ୍ତମରୂପ-ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ପତିତ୍ତ, ଏହି ମାତ୍ରାଣୀ ବର
 ଆମି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲାୟ, ତିନିଓ ତାହା ଦିଆ ନିଜମନ୍ଦିରେ ମମନ କରିଲେନ । ୧୭-୧୮

ତାହାର ପର ଆମି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକ୍ରମେ ନିଜପୁରେ ଆଗମନ କରିବା ସଂକାର୍ଯ୍ୟ-ବହନ
 ଯନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ବହୁବାକ୍ସବିଦିଗଣଙ୍କ ଦାନ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିର ମନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧ
 ମାନନ କରିଲାୟ । ୧୯

ସାର୍କଞ୍ଜେୟ ବଲିଲେନ,—ବଳିପୁତ୍ର ନରକେର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତତ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

୧ । ନିଜଂ ପରଂ ଶ୍ରୀତି ମାତ୍ରାଣୀବୟଂ ।

୨ । ନୟତାଂ ଶ୍ରୀତି ମାତ୍ରାଣୀବୟଂ ।

বাণ উবাচ—

ন তে যুনেঃ শাপমতীত্য গম্বঃ
ভূতা যতিমিত্র ভবা বিধেঃ পুরঃ ।
কথন্ত ভদ্রং ভবিষ্য ভবেহ
ভাবীত্যবস্তং কিত্তিপুত্র নিত্যম্ । ১০১
কৃত্তম্ করণং ন্যস্তি দৈবাবিষ্টিভকর্ষণঃ ।
ভাবীত্যবস্তং বস্তাব্যং ভদ্র বস্তাপ্যবাক্যঃ । ১০২
ভদ্রাত্ত্বং সুমহাবীরানসুরান্ পাবকোপমান্ ।
সদ্যস চ পুরকৃত্য সচিব্যে যিনিযোজয় । ১০৩
ভারি সংস্থাপ্য বৈ বীরান্ দেবৈরপি হুরাসনান্ ।
অতিক্রময় দেবেশং যদি লকবরো ভবান্ । ১০৪
বিধিনা যো বরো দত্তো ভবতে তৎপরীক্ষণম্ ।
কর্তৃমইসি জায়াবামপুত্রো জনহাস্তজম্ । ১০৫
ইদৃশ্যন্তা প্রযযৌ বাণো যথাবক্তেন পুঞ্জিতঃ ।
নরকো যিত্রবচনং কর্তৃং সমুপচক্রমে । ১০৬

ইতি জীকালিকাপুরাণে একোনচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ । ৩১

হইলেন না ; এবং নরককে সেই সময়ের উপযুক্ত বাক্য বলিলেন, মনোমত
বাক্যও বলিলেন না । ১০০

ভাষার পর कहিলেন, যিত্র ! তোমার যতি ব্রহ্মার সমক্ষে বশিষ্ঠ-শাপ
অতিক্রম করিতে সক্ষম হই নাই ; হে কিত্তিপুত্র ! তোমার মঙ্গল কিভাবে
হইবে ? অবশ্যস্তাবী যে কার্য্য সেট্রি নিত্য । ১০১

কৃত্ত দৈবকার্য্য পুনর্ব্বার করা যায় না ; অবশ্যস্তাবী কার্য্য নিশ্চয়ই হইবে,
তাহা ব্রহ্মাও প্রতিরোধ করিতে পারেন না । ১০২

অতএব মহাবীর পাবকসদৃশ অসুরদিগকে সচিবের পদে নিযুক্ত করুন,
দেবতাদিগেরও হুর্জের বীরদিগকে ভারীর পদে নিযুক্ত করুন । ১০৩

যদি দেবেশকে অতিক্রম করিয়া আপনি বর লাভ করিয়া থাকেন,—
যে বর ব্রহ্মা আপনাকে দিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করুন এবং নিজ পুরে
অবস্থিতি করিয়া জায়াপুত্র পুত্রোৎপাদন করুন । ১০৪-১০৫

বাণ, এই কথা বলিয়া যথানিয়মে সংকৃত্ত হইয়া গমন করিলেন, নরকও
যিত্র-বচন প্রতিপালন করিতে উপক্রম করিলেন । ১০৬

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১

চত্বারিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অতুমত্যাঙ্ক জাহ্নবীয়াং কালে স নরকঃ ক্রবাৎ ।
 ভগদন্তঃ মহাপীৰ্ষঃ বদন্তঃ সুখালিনম্ ॥ ১
 চতুরো জনবায়াস পুজ্যানেতান্ কিত্তেঃ সূতঃ ।
 মহাসক্তান্ মহাবীৰ্যান্ বীটৈরুশৈথ্ব্যবাসনান্ ॥ ২
 ভক্তো বাধস্ত বচনাচ্ছরগ্রীবং তথা মুকম্ ।
 সঙ্কষাথ সমানীষ সৈন্যপতোহভ্যম্বেচয়ৎ ॥ ৩
 মুকং সমিহিতং কক্কা হয়গ্রীবক ভৌমিনা ।
 যে যে কিত্তৌ তদা কাসন্নমূরাত্তেহপি সঙ্কতাঃ ॥ ৪
 হয়গ্রীবং মুকং কক্কা নরকেণ সমাগতম্ ।
 নিসূক্ষসূক্ষনাযানাবসুরৌ সৈমিতৈকঃ সহ ।
 বিরূপাক্ষস্তদা কৈত্যঃ সর্কৈ তেন সর্বাঙ্গমব্ ॥ ৫
 ততঃ স পশ্চিমদ্বারি নরকঃ সৈন্যে সহ ।
 মুকং দ্বারাবিসং চক্রে হয়গ্রীবং তথোত্তরে ॥ ৬
 পূৰ্বদ্বারি নিসূক্ষস্ত বিরূপাক্ষস্ত দক্ষিণে ।
 মধ্যো পক্ষজনং সূক্ষম সৈন্যপতোহভ্যম্বেচয়ৎ ॥ ৭
 মুকং কুরাত্তান্ পাশাংচ্চ ষট্-সহস্রাণ্যযোজয়ৎ ।
 দ্বারি তৎপূৰ্ব্বকার্ধ্যং সংকৃতঃ কিত্তিসূনুনা ॥ ৮
 এবং পূৰ্ব্বান্ পূৰ্ব্বতরানবমত্য মুহুর্জিহ্বাঃ ।
 অসূরৈরেব সত্ততং মোহমুরো মূড়িতৌত্তবৎ ॥ ৯

নরকের পুত্রোৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালক্রমে পত্নী অতুমতী হইলে কিত্তিপুত্র নরক,
 ভগদন্ত, মহাপীৰ্ষ, বদবান্, সুখালী নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন করিলেন । ১

তাহারা মহা বলবান্, অত্যন্ত বীৰ্যবান্ ও অস্ত্র বীরগণের দুর্জয়নীয়
 হইল । তাহার পর বাণের বাক্যানুসারে অনুসন্ধান করিয়া হয়গ্রীব নামক
 অসুরকে আনিয়ন করত সৈন্যপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন । ২-৩

হয়গ্রীবের বিষয় জ্ঞান করিয়া মুকনামে অসুর তথায় উপস্থিত হইল ; এবং
 পৃথিবীতে উপযুক্ত যত অসুর ছিল, সকলেই নরক-ভবনে উপস্থিত হইল । ৪

নরক-ভবনে হয়গ্রীব আগমন করিবারে তনিয়া সূক্ষ-নিসূক্ষ নামক অসুর-
 দ্বয় সকল সৈন্তের সহিত তথায় উপস্থিত হইল ; এবং বিরূপাক্ষ অসুরও সেই
 স্থানে আগমন করিল । ৫

অসুরগণ একত্র সমবেত হইলে নরক, সমস্ত সৈন্তের সহিত মুককে পশ্চিম-
 দ্বারের অধিপতি করিলেন, হয়গ্রীবকে উত্তরদ্বারাদিপতি করিলেন । ৬

নিসূক্ষকে পূর্বদ্বারের অধিপতি করিলেন, বিরূপাক্ষকে দক্ষিণদ্বারে এবং
 সূক্ষকে মধ্যো সৈন্যপতি পদে নিযুক্ত করিলেন । মুক ষট্-সহস্র কুরাত্ত পাশ
 দ্বারে যোজনা করিল । ৭-৮

নরক, পূর্বকার্ধ্য জ্ঞাত তাহারিগণকে বিশেষ সংকার্য করিলেন ; এবং পূর্ব-

পূৰ্বং গৃহীতং ভাবং স পরিত্যাগ্য ক্রিডেঃ সূতঃ ।
 অসুরং ভাবমাসাদ্য বাধতে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ১০
 ন দেবান্ ন মুনীন্ সৰ্বান্* ন চ জানাতি কাংশ্চন ।
 সূৰ্যেশ্বরং ত্রিণাবাত হরগ্রীবসহায়বান্ ॥ ১১
 এবং স চাসুরং ভাবং তদানো বিচরন্ ক্রিডৌ ।
 বাণস্ত বচনাচ্ছত্রং বাধয়তোব যৈ মুনীন্ ॥ ১২
 দেবেশ্বরং ত্রিবা ত্রিহা হরগ্রীবসহায়বান্ ।
 অদিত্যাঃ কুণ্ডলযুগং ত্রিহ লোকেহু বিজ্ঞাতম্* ॥ ১৩
 সৰ্ব্বরত্নাঙ্কিতাবি হুঃখবিহ্বলং পরম্ ॥ ১৪
 অহাৰ মরকো তৌমো নিভীতো মুনিশাপতঃ* ।
 এবং দেবান্ বাধমাসো মুনীন্ বিজ্ঞান্ ক্রিডেঃ সূতঃ ।
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজ্যং প্রাপ্ত্যোতিবেহকরোং ॥ ১৫
 এতন্নিমন্তরে দেবী মহাতারাদিতা ক্রিডিঃ ।
 অঙ্গবিষ্ণুযুধান্ দেবান্ বক্ষার্ণং পরশং গত্বা ।
 ইদং চোবাচ খাতারং প্রথমোবাৰী সমাধরম্ ॥ ১৬

পৃথিব্যুবাচ—

দানবা বাক্সস দৈত্য্য ইবিণা বে চ সুদিতাঃ ।
 তে রাজ্যং মন্দিরে জাতা অধুনা বলগক্ষিতাঃ ॥ ১৭
 তেষাং ভাবমহং সোহুং ন শক্যোহি মহত্তরম্ ।
 অসংখ্যাতাশ্চ তে সৰ্ব্বে তান্ সংখ্যাতুং ন চোৎসহে ॥ ১৮

তন মন্দিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, সৰ্ব্বদা অসুরের সহিত অবস্থান করত আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন । ৯

তাহার পর ক্রিডিপুত্র পূৰ্ব-পরিচিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অসুরভাব গ্রহণ করত দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন । ১০

দেবতা ও মুনিগণকে নিরন্তর অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন ; নরক হরগ্রীবের সাহায্যে দেবরাজকে অগ্ন করিলেন । ১১

এইরূপ অসুরভাব বিস্তার করত ক্রিডিপুত্র নরক ক্রিডিভে বিচরণ করিতে লাগিলেন ; এবং বাণের বাক্যানুসারেই ইন্দ্র ও মুনিদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন । ১২

হরগ্রীবের সহায়তাবশতঃ মরুবীর দেবরাজকে হঠাৎ পরাজিত করিয়া ত্রিলোকছত্র* সৰ্ব-রত্ন-স্রাবী হুঃখ ও বিয়নিবারক অমিতির কুণ্ডলযুগ, মুনি-শাপে ভয় না করিয়া হরণ করিলেন । ক্রিডিপুত্র এইরূপ দেবতা ও মুনিদিগের উৎপীড়নে রত হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর প্রাপ্ত্যোতিষপুরে রাজত্ব করিলেন ।

১০—১৫

ইহার মধ্যে ক্রিডি মহাতারাক্রান্তা হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের শরণাগতা হইলেন । তিনি মাধব ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন । ১৬

যে দানব বাক্সস দৈত্যাদিগকে বিষ্ণু বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার। বাক্সা নরকের গৃহে অগ্নগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার। অত্যন্ত বলবান্, তাহাদের হর্ষহ

অষ্টৌ নভসহস্রাণি তেষাং মুখ্যা মহাবলাঃ ।
 তেষাং তিবলান্ বোদ্ধুং ন শাক্ষ্যেতামি চামুনা ॥ ১৯-
 ষাণং বলেঃ সুভং বীরং কংসং ধেনুকমেব চ ।
 অরিক্তক প্রলম্বক সুনামানং মুকুং শলম্ ॥ ২০
 চাগুরমুচ্চিকৌ মল্লৌ জরাসন্ধং মহাবলম্ ।
 নরকক হরগ্রীবং নিমুক্ষং সুন্দমেব চ ॥ ২১
 বিরূপাক্ষং পঞ্চজনং হিড়িম্বক বকং বলম্ ।
 জটাসুরক কিম্বীরম্নানামুঘমলম্বম্ ॥ ২২
 সৌভাষ্যক জরাসন্ধং দ্বিবিদকপি বানরম্ ।
 জম্বজমুখং মহাদৈত্যং শতাবুধমথাপদম্ ॥ ২৩
 ঋতশৃঙ্গসুভকৈব সুবাহুঅতিবাহকম্ ।
 কালকহাংস্তথা দৈত্য্যং হিরণ্যপুরবাসিনঃ ॥ ২৪
 এতেষাং তু পদকোটৈভবিনীর্ণীহং দিনে দিনে ।
 লোকান্ বোদ্ধুং ন শক্যেতামি তান্নিহন্ত সুরোত্তমাঃ ॥ ২৫
 নচৈতৎকাং প্রকুর্কসি ভবন্তঃ সুরসত্তমাঃ ।
 তদা বিশীর্ণা বাস্তানি পাতালমবশাধুনা ॥ ২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তস্যা বচঃ জম্বজমুখবিষ্ণুমহেশ্বর্যঃ ।
 ইত্যাচুস্তে করিষ্যামঃ কিত্তে ভারবিমোক্ষণম্ ॥ ২৭
 বিমুক্ত্য পৃথিবীং দেবীং সর্বেষ দেবাঃ সনাতনম্ ।
 মাধবং ভোষণায়াসু ভারাবতরণং প্রতি ॥ ২৮
 ন তু ভূমিঃ সুরান্ সর্কান্ স্বাংশৈরবতরন্ত বৈ ।
 কিত্তৌ ভারাবতারাম্বেত্যাঙ্গা যন্নমিহ প্রভুঃ ॥ ২৯

ভার আমি সঙ্ক করিতে পারিতেছি না । তাহার অসংখ্য—তাহাদের সংখ্যা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না । ১৭-১৮

সেই অসুরদের মধ্যে অষ্টপুত সহস্র—প্রধান এবং অত্যন্ত বলবান্ ; তাহার মধ্যে অত্যন্ত বলসম্পন্ন বলিপুত্র ষাণ, বীর কংস, ধেনুক, অরিক্ত, প্রলম্ব, মল্ল চাগুর, মুচ্চিক, মহাবলবান্ জরাসন্ধ, নরক, হরগ্রীব, নিমুক্ষ, সুন্দ, বিরূপাক্ষ, পঞ্চজন, হিড়িম্ব, বক, জটাসুর, কিম্বীর, অনামুঘ, অনম্ব, সৌভ, জরাসন্ধ ও দ্বিবিদ বানর, জম্বজমুখ, মহাদৈত্য শতাবুধ, ঋতশৃঙ্গপুত্র সুবাহু, অতিবাহ, হিরণ্যপুরনিবাসী কালক ও প্রভৃতি দৈত্যবর্গের ভার আমি কিছুতেই সঙ্ক করিতে সক্ষম হইতেছি না । ১৯-২৪

ইহাদের চরণে নিরন্তর দলিত হইয়া দিন দিন বিশীর্ণ হইতেছি । এ সমস্ত দৈত্যের ভার বহন করিতে নিতান্তই অক্ষম হইয়াছি, ইহাদিগকে দেবগণ বিনাশ করুন । না হইলে একেবারে বিশীর্ণ হইব, অথবা পাতালে গমন করিব । ২৫-২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—“আমরা কিত্তি ভার মোচন করিব” এই বলিয়া পৃথিবীকে বিদায় করিলেন । ২৭

তাহার পর সকল দেবগণ সনাতন মাধবকে কিত্তির ভারাবতরণের অঙ্গ ভোষণ করিলেন । ২৮

অবতীর্ণোহুঃ^১ দেবক্যা গর্ভে ভাব্যভারগে ।
 বিষ্ণুং চাবতরিক্ষকং জাতা দেবাঃ সনাতনম্ ॥ ৩০
 রজ্জাভিলোভমাস্তাক্ষ দেবেযা কপঙশামিতাঃ ।
 কিতাবুৎপাদয়ামাসুঃ সহস্রাণি তু যোড়শ ॥ ৩১
 তাঃ সর্বা হিমবৎপৃষ্ঠে ক্রীড়মানা বরদ্রিয়ঃ ।
 অপশ্রবরকো ভৌমস্তা অহরি তস্য হঠাৎ ॥ ৩২
 তেন তা ধর্মিতা দেবেযা নীতাঃ প্রাগ্জ্যোতিষং প্রতি ।
 নরকং প্রার্থয়ামাসুঃ সমরং যৈধুনং প্রতি ॥ ৩৩
 নারদো বাষদাঘাতি নগরং প্রতি ভৌম তে ।
 অস্তাকং কুরু রক্ষাক তাবল্লো মুক যৈধুনে ॥ ৩৪
 স সমেচ্ছতি বীর হাং ন চিরামো হৃদগ্রহাৎ ।
 তেন দৃষ্টো বরং সার্বমেচ্ছামঃ সঙ্গমং দ্বয়া ॥ ৩৫
 ইতি সম্প্রার্থিতস্তাভির্নরকো ভূমিন্মনঃ ।
 ব্রহ্মবাক্যং তস্য শ্রুত্বা এবমবুচিবান্^২ মুহুঃ ॥ ৩৬
 এতন্নিমন্তরে দেবো ভগবান্ লোকভাবনঃ^৩ ।
 দেবক্যা অঠরাঙ্কাতো বুদ্ধো নন্দগৃহেহভবৎ ॥ ৩৭
 কংসকেনিপ্রলম্বাদীন্ হত্বা দৈত্যাননেকশঃ ।
 অকরোদ্ধারকাবাসং সাগরে সলিলান্তরে^৪ ॥ ৩৮
 ভদ্রাচৌ কলকাস্তেন বধার্শং চ বীকৃত্যঃ ॥ ৩৯

ভগবান্ ভুট্ট হইয়া বলিলেন, দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব রূপে পৃথিবীর
 ভাব্যভারগের অন্ত পৃথিবীতে অবতরণ কর;—এই কথা বলিয়া স্বয়ং ভাস্ক-
 বভারগের নিমিত্ত দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। দেবগণ সনাতন হরি
 অবতীর্ণ হইয়াছেন কৃত হইয়া পৃথিবীতে রজ্জা ও ভিলোভহার তার রূপ ও কপ-
 স্পন্দা বোড়শ সহস্র হ্রী উৎপাদন করিলেন, তৎপরে সেই মনোহাৰিনী হ্রীগণ
 হিমবৎপৃষ্ঠে ক্রীড়া করিতেছে দেখিয়া ভূমিপুত্র নরক হঠাৎ তাহাদিগকে হরণ
 করিলেন এবং কপকাল মধ্যেই পরাভূত করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরে লইয়া
 গেলেন। ২১-৩২

সেই হ্রীগণ নরকসমীপে সন্ধ্যোগ বিষয়ে কিছু সময় প্রতীক্ষা করিতে প্রার্থনা
 করিল—হে ভূমিপুত্র! নারদ এই নগরে যতদিন আগমন না করেন, ততদিন
 সন্ধ্যোগম্পূর্ণা নিবৃতি করুন, এবং আমাদের রক্ষা করুন। হে বীর! নারদ
 শীঘ্রই এই নগরে আগমন করিবেন, তাহার আগমন কাল পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া
 প্রতীক্ষা করুন। তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলে তৎপরে আপনার
 সঙ্গে সন্ধ্যোগ-সুখভোগ করিব। এইরূপ তাহারা কিঞ্চিৎ সময়ের প্রার্থনা
 করিলে পৃথিবী-পুত্র নরক সেই সময় ব্রহ্ম-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের কথায়
 সন্তুষ্ট হইলেন। ৩৩-৩৬

ইহার মধ্যে বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে অঙ্গগ্রহণ করিয়া নন্দগৃহে বর্জিত হইতে-
 ছিলেন। তাহার পর কংস কেন্দী ও প্রলম্বাদি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া
 সমুদ্র মধ্যস্থিত কাবকাতে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

১। অবতীর্ণাৎ।

২। বিষ্ণুবতীর্ণো ব্রাজলো।

৩। ব্যভিচারিবান্।

৪। অঙ্গগ্রহাণিসান্তরে।

কালিনী মানুহীকৃপা কল্মশী কামণী ততঃ । ৪০
 নৃপকিন্তনশ্চ সত্যা লক্ষ্মণা চাক্ৰহাসিনী ।
 সুশীলা শীলসম্পন্নাতথা আশ্বতী সতী । ৪১
 এতাসু ত্রীষু চ ততো হৃদয়ভক্ত তস্ত বৈ ।
 যদ্বৈ ত্রিংশৎসংসরা জাতা বলদেবসহায়িনঃ । ৪২
 প্রহ্লাদসাবপ্রযুখাঃ পুত্রান্তয় মহাবলাঃ ।
 জাতাত্তত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শাত্রে শত্রে চ কোবিনাঃ^১ । ৪৩
 অনেক নিহতা দৈত্যে ভাবভূতান্তদা কিডেঃ ।
 প্রহৃষ্টেঃ ক্রীড়মানস্ত স্বাক্ষরানুবাস সঃ । ৪৪
 অথ শক্রস্তদায়াতো নরকেণাক্ষিতো ভূশম্ ।
 স্বাক্ষরং প্রতি কৃষ্ণা দৰ্শন্যে নগৈঃ সহ । ৪৫
 তত্র গতা পরিধন্য কৃষ্ণং লোকনমস্কৃতম্ ।
 পুজিতন্তেন বহুশ আসনে কাকনে স্থিতঃ । ৪৬
 কথয়ামাস হব্রে নরকন্ত বিচেতিভম্ ।
 শক্রো যথা পূৰ্ব্বভূতং যথা বা বৰ্ত্ততেহধুনা । ৪৭

শক্র উবাচ—

নৃ কৃষ্ণ মহাবাহো ধৰ্ম্মমহামগতঃ ।
 কথমিচ্ছামি তৎ সৰ্ব্বং তত্র শক্রং ন শঙ্কর । ৪৮

তাহার পর সেই স্বাক্ষরকাণ্ডে মনুষ্য-রূপধারী কৃষ্ণ—কালিনী, কল্মশী,
 নৃপকিন্তনশ্চ, সত্যা, লক্ষ্মণা, চাক্ৰহাসিনী, শীল-সম্পন্ন সুশীলা ও আশ্বতী
 এই আটগুটি কামণীর পাণিগ্রহণ করিলেন । ৪০-৪১

সেই কস্তাধিপের প্রতি সত্যত অনুরক্ত থাকিয়া ভগবানের যদ্বৈত্রিংশৎ বৎসর
 অতীত হইল । সেই সময় বলদেব তাঁহার সহায় ছিলেন । ৪২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তৎপরে কৃষ্ণের শত্রু ও অস্ত্র-বিদ্যার পারদর্শী প্রহ্লাদ শাক
 প্রভৃতি মহাবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন । ৪৩

তাঁহাদের পরাক্রমে ক্ষিতির ভাবভূত বহুদৈত্য বিনষ্ট হইল । তৎপরে কৃষ্ণ,
 নানাধিঃ ক্রীড়াতে রত হইয়া স্বাক্ষরকাণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন । ৪৪

অনন্তর ইন্দ্র নরকের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া নিজগণের সহিত
 স্বাক্ষরকাণ্ডে, কৃষ্ণের দৰ্শনাভিলাষে আগমন করিলেন । ৪৫

স্বাক্ষর আসিয়া তিনি লোকনাথ কৃষ্ণকে বহু নমস্কার করত কাকনদয়
 আসনে উপবেশন করিলেন এবং কৃষ্ণ, তাঁহার বিশেষ আদর করিলেন । তাহার
 পর শক্র, নরকের আচরণ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন ; নরক; পূৰ্ব্ব যাহা
 করিয়াছেন এবং বৰ্ত্তমানে সময়ে যাহা করিতেছেন, আনুপূৰ্ব্বিক সমস্তই
 বলিলেন । ৪৬-৪৭

ইন্দ্র বলিলেন, মহাবাহু কৃষ্ণ ! আমি যে ক্ষত আপনাত্ত নিকট আগমন
 করিয়াছি, সে সমস্তই বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন, তাহাতে শঙ্কা করিবেন
 না । ৪৮

ভূমিপুত্রোঃসুরো নারী নরকঃ সুরমর্দনঃ ।
 চিরজীবী পুরা বিষ্ণুকিত্তিত্যং পরিপালিতঃ । ৪৯
 অধুনা স কিত্তিঃ বিষ্ণুমবজায় হুরাসনঃ ।
 বাণস্ত বচনান্তোমো ব্রহ্মণঃ পর্যাতোষহঃ । ৫০
 ব্রহ্মণঃ স বরান্ লক্ষ্য হতীবাঙ্কুঃ প্রদর্শিতঃ^১ ।
 মাধবঃ পৃথিবীং বাণি সম্মার ন কদাচন । ৫১
 পূর্বমাসীং স ধর্মাত্মা হারাবিতসুরো ব্রতী ।
 অধুনা বাধতে সর্বানাসুরং ভাবমাস্রিতঃ । ৫২
 অদিতোঃ কুন্তলে যোহাঙ্কহারায়ুতসন্তবে ।
 দেনানৃষীন্ বাধমানো^২ বিপ্রাণামগ্রিহে ব্রতঃ । ৫৩
 মাং চাপি বাধতে নিতং কামনাযী হুরাসনঃ ।
 জেতা তু সুরদৈত্যানামবধ্যঃ সর্বদেহিনাম্^৩ ।
 স্তব চাপ্যন্তরপ্রেকী তং পাপং অহি ভূতয়ে । ৫৪
 কুমরং সর্বদেবৈর্যা দেবগন্ধর্বকন্যকাঃ ।
 পুরা পর্বতমুখ্যে তু হিমবতাবতারিতাঃ । ৫৫
 চতুর্দশসহস্রাণি সহস্রে বে শতাধিকে । ৫৬
 তাঃ সর্বাঃ কন্যকাঃ পাপঃ এসহ বরদর্শিতঃ ।
 জহার স হুরাবর্ষো হর্যগ্রীবসহায়বান্ । ৫৭
 সাগরে বানি রক্তানি পৃথিব্যাক ত্রিবিষ্টপে^৪ ।
 তানি সর্বাণি সংহত্য প্রমথ্য সুরমানুযান্ । ৫৮

সুরপীড়ক দুই ভূমি-পুত্র নরক, চিরজীবী হইয়া বিষ্ণু ও কিত্তিকর্তৃক প্রতি-
 পালিত হইয়াছে, এ সময়ে দুই—বিষ্ণু ও কিত্তিকে অবজ্ঞা করত বাণের
 হাফ্যানুসারে ব্রহ্মাকে পরিতোষ করিয়াছে এবং ব্রহ্মদত্ত বরলাভ করিয়া অত্যন্ত
 গর্ভিত হইয়াছে ; মাধব ও কিত্তিকে কদাচ অরূপ করে না । ৪৯-৫১

সেই হুরাখ্য পূর্বে ধর্মশীল দেবারাধনায় ব্রত এবং ব্রতশীল ছিল, যত্নমান
 সহরে অসুরভাব ধারণ করত সকলকেই পীড়া দিতেছে, যোহবশে অদিতির
 অমৃত-নিশ্চন্দী কুন্তল-ধর হরণ করিয়াছে । ৫২

দেব ও অধিগণকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে, এবং ব্রাহ্মণদিগের অগ্রিয়কার্যে
 সর্বদা ব্রত থাকিয়া, দুই ইচ্ছানুসারে নিরন্তর আমাকেও উৎপীড়ন
 করিতেছে । ৫৩

অসুর ও দেবতাদিগের জেতা এবং দেবাদির অবধ্য হইয়াছে,—এইম কি
 আপনার পর্যন্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছে । অতএব সেই পাপাত্মাকে মঙ্গলের
 নিমিত্ত বিনাশ করুন । ৫৪

আপনার জন্ম দেবগণ—দেব ও গন্ধর্ব কন্যাগণকে পর্বত প্রধান হিমালয়ে
 রাখিয়াছিলেন । ৫৫

সেই দেবকন্যা ও গন্ধর্বকন্যা শতাধিক ষোড়শ সহস্র । ৫৬

সেই সমস্ত কন্যাগণকে বলপূর্বক পাণিষ্ঠ নরক; হর্যগ্রীবের সাহায্যে হরণ
 করিয়াছে । ৫৭

১। ব্রহ্মাতঃ.....সকল বস্তুপাতীৎ দর্শিতঃ ।

২। কৈবল্য সুরদেবানাং বাধয়ঃ সর্বদেহিনাম্ ।

৩। মানবানাং ।

৪। ত্রিপিষ্টপে ।

তীরে লৌহিত্যতীৰ্থস্থ সোহকরোয়নিপৰ্বতম্ ॥ ৫১
 তস্মিন্ দিরৌ পুরীং কথ্যাং কারয়িত্বাহনকাহরাম্ ।
 তাঃ সৰ্বা বাসস্থাসাম দেবগন্ধৰ্বযোষিতঃ ॥ ৫০
 একবেণীবরাঃ সৰ্বাঃ সন্তোগপরিবৰ্জিতাঃ ।
 তামেব তাঃ প্রতীকন্তে সনাথাঃ কুরু কৃষ্ণ তাঃ ॥ ৫১
 যাবদাগচ্ছতি পুরং ভবন্তো নারদো হুনিঃ ।
 তাবদ্রৈবধ্বনে যত্নং ভোয স্বং সঙ্করিস্বসি ॥ ৫২
 ইতি তাঃ সময়ং চকুর্নরকস্ত হরাস্থনেঃ ॥ ৫৩
 নারদস্ত তদাযাতঃ প্রাগ্জ্যোতিষপুরং প্রতি ।
 যদা ত্বং নরকং হন্তং গতা তৎপুরমুত্তমম্ ॥ ৫৪
 তস্মাস্থং পাপকর্মাণং নরকং নরকোপমম্ ।
 অহি দেবমনুষ্যাণাং কন্টকং তং হরাস্থম্ ॥ ৫৫
 বধান্তস্ত কিত্তির্দেবী পুত্রশোকং ন চাপ্ন্যতি ।
 স্ববধেব বধং তস্য দেবেভ্যো যদবাচত ॥ ৫৬
 তস্মাত্তং অহি পাপিষ্ঠং নরকং পাপপুরুষম্ :
 স্ত্রীরত্নাঙ্গলি রক্তানি তং নিহত্য সমুদ্রত ॥ ৫৭
 ইত্যুক্তো অগতাং বাধঃ শক্ৰেণ সুমহাশ্বনা ।
 প্রতিজ্ঞায়ে কিত্তিসুতং হন্তং প্রতি তদৈব হি ॥ ৫৮
 প্রতিজ্ঞায় বধং তস্ত শক্ৰেণ সহ কেশবঃ ।
 তদৈব যাত্ৰামকারাং প্রাগ্জ্যোতিষপুরং প্রতি ॥ ৫৯

সাগরে পৃথিবীতে ও স্বর্গে যে সকল রক্ত ছিল, সে সমস্তই দেবতা ও মনুষ্য-
 দিগকে উৎপীড়ন করিয়া আশ্বনাং করত লৌহিত্যনদের তীরে, যনি-পর্বত
 নির্মাণ করিয়াছে । ৫৮-৫৯

সেই রত্নপর্বতে অলকা নামে মনোহর পুরী নির্মাণ করিয়াছে, তাহাতে
 সেই সকল দেব ও গন্ধর্বকণ্ডাগণ বাস করিতেছে । ৬০

এবং তাহারা সন্তোগ-বর্জিত হইয়া একবেণী বারণ করত আপনাবুই
 প্রতীক্ষা করিতেছে । অতএব কৃষ্ণ ! আপনি তাহাদিগকে সনাথা করুন । ৬১

“হুমি-পুত্র ! যতদিন নারদহুনি আপনার নগরে না আসিবেন, ততদিন
 আমাদের সঙ্গে সন্তোগ বিষয়ে আপনি বিরত থাকিবেন । ৬২

এইরূপে সেই কণ্ডাগণ হরাস্থা নরকের নিকট সমস্ত প্রার্থনা করিয়া তাহাকে
 তদ্বিষয়ে নিরস্ত রাখিতেছে । ৬৩

যে সময়ে নারদ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিবেন, সেই সময়ে নরককে
 বিনাশ করিবার ক্ষমতা আপনিও সেই নরকভবনে গমন করিবেন । ৬৪

এবং আপনি পাপকর্মা দেব ও মনুষ্যগণের কন্টকস্বরূপ, নরকসদৃশ দুর্দমনীয়
 নরককেও বিনাশ করুন । ৬৫

তাহার বধের অস্ত্র কিত্তির্দেবীও পুত্রশোক প্রাপ্ত হইবেন না ; যেহেতু দেবী
 স্বয়ং তাহার বধের অস্ত্র দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন । ৬৬

অতএব আপনি পাপিষ্ঠ নরককে বিনাশ করুন ; তাহাকে বিনাশ করিয়া
 স্ত্রী এবং মণিরত্নাদি উদ্ধার করুন । ৬৭

ইত্যেব এই কথা শ্রবণ করিয়া, অগস্ত্য তাহার, নরক বিনাশ করিবার

আকুঞ্চ্য গুরুত্বং কৃষ্ণঃ সত্যভামাধিতীয়কঃ ।
 প্রাগ্জ্যোতিষযুগোহগচ্ছাসবহ্নিদিবং যযৌ ॥ ৭০
 দিবমাক্রম্য গচ্ছন্তো কৃষ্ণশক্রৌ মহাহাতী ।
 যাদবা নদৃশন্তত সূর্য্যচন্দ্রমসৌ যথা ॥ ৭১
 সংকুরমানৌ গুরুর্কৈর্দৈবৈরপসুসার গগৈঃ ।
 কৃষ্ণঃ শক্রঃ কণাদেব গতো যে তাবদুজ্জতাম্ ॥ ৭২
 ততঃ কশেন গরুড়েনাসমান জগৎপতিঃ ।
 পুতং প্রাগ্জ্যোতিষং ব্রহ্মাং নরকেন বশীকৃতম্ ॥ ৭৩
 স হর্ষং হৌরৈবঃ পাতৈঃ ষট্‌সহস্রৈর্ভয়হরৈঃ ।
 কুরাতৈর্বেষ্টিতং পার্শ্বং যুত্যাশৈশির্বোচ্ছিতম্ ॥ ৭৪
 নির্গচ্ছন্তং পুরাতন্য্যং নারদক দদর্শ সঃ ।
 স তু দেবমুনিঃ সীমান্ বদাগান্নরকং প্রতি ॥ ৭৫
 তদা প্রাগ্জ্যোতিষং গতা সংকুতন্তেন নারদঃ ।
 সক্রমে সমসং প্রোচে নরকায় স যোষিতাম্ ॥ ৭৬
 একষ্ঠতেহন্ত চৈত্রস্ত শুক্লপক্ষস্য পক্ষমী ।
 নবম্যাক্ত ধরাপুত্র প্রাপ্তোতি^১ মহদাপদম্ ॥ ৭৭
 তদা যদি চতুর্দশ্যং সূর্য্যাতা যোষিতস্তিথাঃ ।
 সূর্য্যেভ্যু তথা তত্র প্রোক্তোক্তব্যং যথাসুখম্ ॥ ৭৮

অতঃ সেই সময়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তৎকালেই প্রাগ্জ্যোতিষ পুরাতিমুখে
 যাত্রা করিলেন । ৬৮-৬৯

বিষ্ণু সত্যভামার সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া নরক-পুরে গমন করিলেন
 এবং ইন্দ্র স্ব-ভবনে স্বর্গে গমন করিলেন । ৭০

মহাহাতি বিষ্ণু ও ইন্দ্র আকাশে গমন করিতেছেন—দেখিয়া যাদবগণ,
 সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র উদয় হইয়াছেন মনে করিল । ৭১

তাঁহাকে দেখিয়া অঙ্গরাগণ ও গন্ধর্ব্বগণ ত্রব করিতে লাগিল ; তাহারা
 কণকালমধ্যেই উভয়ে অদৃশ্য হইলেন । ৭২

তৎপরে কণকালমধ্যেই জগৎপতি নরকের বশীকৃত প্রাগ্জ্যোতিষ নামে
 ব্রহ্মা নগরে উপস্থিত হইলেন । ৭৩

সেই নগর ভয়ঙ্কর যুত্যাশের দ্বায়া যুক্র নামক অসুরের কুরাত ষট্‌সহস্র
 পাশের দ্বারা সুগুপ্তভাবে বেষ্টিত । ৭৪

বিষ্ণু সেই পুরী হইতে নারদকে বাহির হইতে দেখিলেন ; বিষ্ণু যে সময়ে
 নারদ হইতে আসিতেছিলেন । ৭৫

সেই সময়ে নারদ প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে যাইয়া নরকের সংকারে সংকুত
 হইলেন এবং নরক তাঁহার সমীপে দেবকৃত্যগণের সহিত সন্তোষের সময়
 প্রার্থনা করিলেন । ৭৬

তাহার পর নারদ বলিলেন, অক্ট চৈত্রের শুক্লপক্ষীয় পক্ষমী প্রবৃন্ত হইয়াছে,
 হে ধরাপুত্র ! নবমীতে আপনার বিশেষ বিপদ ; তাহার পর চতুর্দশীতে এই
 ত্রীণ যদি সুন্দররূপে ষট্‌সূর্য্যাতা হয়, তাহা হইলে আপনি ইহাদের সহিত সুখে
 সন্তোষ করিবেন । ৭৭-৭৮

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা নরকো ভয়মোদিতঃ^১ ।
 আসারিক প্রসারিক নগরে সম্ভাবেনমঃ^২ ॥ ৭১
 রক্ষিতৌ রক্ষিতং রাজ্যং রক্ষিতঞ্চ সমন্ততঃ ।
 উদ্বিগ্নমুতো ভোমঃ সমম্বং সমবৈশ্কত ॥ ৮০
 তন্নিবসম্নে প্রাপ কৃষ্ণঃ প্রাগ্জ্যোতিষং পুরম্ ।
 প্রথমং পশ্চিমং দ্বারমাশান্ত গরুড়ক্ষয়ঃ ॥ ৮১
 পাশানাম্ যট্‌সহস্রানি কুরান্ সহিত মৈকবা ।
 জঘান স যুদ্ধং দৈত্যং সানুগঞ্চ সবান্ধবম্ ॥ ৮২
 যট্‌সহস্রা মহাবীরা দানবা দ্বারি সংস্থিতাঃ ।
 হত্যাক্রোশ হরিণা ভট্টৈব গুরুণা সহ ॥ ৮৩
 যুদ্ধং হত্বা সহস্রানি পুত্রাংস্তপ্তাপরাংস্ত যট্ ।
 জঘান চক্রোশ তদা ধৃতশোহিত্যাংস্ত দানবান্ ॥ ৮৪
 ততোহিনেকপিলাসকথানতিক্রম্য জনাৰ্দ্ধনঃ ।
 সগমং সানুগৈশ্চ নিসূনং সমপোথকং ॥ ৮৫
 একো যো যোধয়েদেবান্ সহস্রং বৎসরান্ পুরা ।
 শত্রুঞ্চ সমতিক্রম্য মহাবীরপতাক্রমঃ ॥ ৮৬
 তং জঘান হৃৎগ্রীবং সমতিক্রম্য কেশবঃ ।
 যযৌ লোহিত্যসংজ্ঞস্য ভগবান্ দেবকীমুতঃ ॥ ৮৭
 ঔদকাহাং বিক্রপাক্ষং সূনং হত্বা মহাবলঃ ।
 ভূতঃ পঞ্চজনং বীরং জঘান পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৮

নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরক ভীত হইলেন ; এবং নগরে বিশেষরূপে সৈন্য নিবেশ করিলেন । ৭১

রাজ্য—রাকসেরা রক্ষা করিতেছিল, এখন আবার বিশেষরূপে চারিদিকে রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন । তর ও হস্তযুক্ত হইয়া নরক সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ৮০

সেই অবসরে গরুড়ক্ষয় কৃষ্ণ, প্রাগ্জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম-দ্বার আক্রমণ করিলেন । ৮১

যট্‌সহস্র কুর নামক পাশময় হস্ত যত্নে করিলেন ; এবং যুদ্ধ নামে দৈত্যকে তাহার অনুচর ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিলেন । ৮২

মহাবলসম্পন্ন যট্‌সহস্র দ্বার-রক্ষকদিগকে বিষ্ণু, চক্রের দ্বারা সেই সময়ে বিনাশ করিলে ; সহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধকে সমালয়ে পাঠাইলেন । ৮৩

তাহার হৃৎ পুত্রকে চক্রের দ্বারা বিনাশ করিলেন এবং অত্যন্ত দানবদিগকেও চক্রের দ্বারা ধৃত ও হত করিলেন । ৮৪

তাহার পর জনাৰ্দ্ধন, বহুশিলা অতিক্রম করিয়া, বজ্র-বাদ্যের সহিত নিসূন ও সূনকে বধ করিলেন । ৮৫

পূর্বে যে বীর একাকী সহস্র বৎসর দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং শত্রুকে অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিল । ৮৬

কেশব—সেই হৃৎগ্রীব বীরকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিলেন । মহাবল,

এতান্ হুতা মহাকাশান্ মহাবীৰ্য্যান্ হুতাসদান্ ।
 অসাদ অগরাথঃ পুরং প্রাগ্জ্যোতিষাশ্বতম্ ॥ ৮৯
 বিবর্তেইদৈবতৈঃ সর্বেকর্নারদেন মহাশ্বনা ।
 অশ্বনৈঃ কৃত্যমানঃ প্রবিবেশ যথেশ্বরঃ ॥ ৯০
 ত্রিরা দৃষ্টাঃ দীপ্যমানাঃ প্রাকারটোলভুযিতাম্ ।
 স মেবে নগরীঃ বিষ্ণুঃ কিমিত্যুস্তামরাবতৌ ॥ ৯১
 ততঃ বুদ্ধঃ মহমুত্তং মানাপ্রহরণোদ্যতম্ ।
 ভীকৃণাং জাসজ্ঞনং শুরাণাং হর্ষবর্জনম্ ।
 যথা দেবাসুরঃ বুদ্ধঃ তথৈব সমপদত ॥ ৯২
 ততঃ শাস্ত্র'বিনির্মুক্তবান্‌স্তান্ দানবান্ বহুন্ ।
 মিজধান মহাবাহুগুরুভ্রমো অনার্কিনঃ ॥ ৯৩
 অষ্টৌ শতসহস্রানি অষ্টৌ শতশতানি চ ।
 হুতাসুতান্ মহাবাহুর্নরকং তং সমাসদৎ ॥ ৯৪
 ততঃ ক্রুড়া স নরকঃ পতিতানসুতান্ বহুন্ ।
 দ্রুঘৌ কৃষ্ণঃ মহাবাহুঃ গুরুভ্রমঃ মহাবলম্ ॥ ৯৫
 বসিষ্ঠশাপং সম্মার সমরং মাধবস্তা চ ।
 নারদস্ত বচস্তাপি বরচ্ছিত্রং তথা বিধেঃ ॥ ৯৬
 স প্রাপ্তকালচ্চ তদা কেশবেন সমাগতঃ ।
 হুতশ্চৈব পুরং মেবে অরন্ বাণবচস্তদা ॥ ৯৭

পরমেশ্বর, ভগবান দেবকীপুত্র লৌহিত্য-গঙ্গার মধ্যকূলে বিরূপাক্ষ ও দুন্দকে
 বিনাশ করিয়া, গুরুজন বীরকেও বিনাশ করিলেন । ৮৭-৮৮

অগরাথ, মহাকার হুতাসদ মহাবীর্য্যগকে নিধন করিয়া, প্রাগ্জ্যোতিষ
 পুরী প্রাপ্ত হইলেন । ৮৯

তাহার পর আকাশস্থ সমস্ত দেবগণ ও নারদমুনি ঈশ্বরকে জয় শব্দের দ্বারা
 শুভ করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেই পুরে প্রবেশ করিলেন । ৯০

ঈশম্বর অত্যন্ত দীপ্তিশীল প্রাকার ও অট্টালিকা দ্বারা ভূষিত সেই পুরীকে
 বিষ্ণু, ইত্যের অমরাবতী বিবেচনা করিলেন । ৯১

সেই পুরে সমস্ত প্রহরিগণের সহিত—ভীকৃদিগের ভয়জনক দেবতাদিগের
 আনন্দবর্জক মহাবুদ্ধ উপস্থিত হইল, যেক্রম দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেইরূপই
 হইল । ৯২

তাহার পর শাস্ত্র'বিনির্মুক্ত বাণের দ্বারা সেই মহাবাহু গুরুভ্রাসীন অনার্কিন
 বহু দামনগণকে বধ করিলেন । ৯৩

তাহার পর অষ্টশত সহস্র ও অষ্ট শত অসুর বিনাশ করিয়া বরকের নিকট
 উপস্থিত হইলেন । ৯৪

নরক, বুদ্ধে সকল অসুর পতন হইয়াছে তিনিবা এবং মহাবাহু মহাবলসম্পন্ন
 গুরুভ্রম কৃষ্ণকে দেখিয়া, বসিষ্ঠের শাপ এবং মাধবের প্রস্তাবিত নিয়ম শ্রবণ
 করিতে লাগিলেন । নারদের বাক্য ও অশ্বার সচ্ছিত্র বর—সমস্তই শ্রবণ
 হইল । ৯৫-৯৬

কেশব কালপ্রাপ্ত হইয়া আগমন করিয়াছেন, অতএব বাণের বাক্য শ্রবণ
 করত বুদ্ধই নিশ্চয় করিলেন । ৯৭

স কাকনঃ সবারুহ রথং বজ্রধ্বজং বরম্ ।
 লৌহচক্রাষ্টসংযুক্তং ত্রিনবপ্রসিদ্ধং^১ রথম্ ॥ ১৮
 হুঙ্করম্বসহস্রৈস্ত বজ্রধ্বজবিরাজিতম্ ।
 নানাঃপ্রহরণোপেতং বহুতৃণীরসংযুতম্ ।
 অগচ্ছৎ সমরায়াত নরকঃ পৃথিবীপুত্রঃ ॥ ১৯
 স গচ্ছন্ সমরায়াত যানুধং ভাবমর্জিতম্ ।
 নিদ্রাং তথাসুরং যেনে শ্মরন্ পূর্ববচো হরেঃ ॥ ১০০
 কণাং কৃষ্ণং স বদর্শ গুরুভোগ্যি সংহিতম্ ।
 শঙ্খচক্রগদাধারী-বরাসিংহরম্ভূতম্ ॥ ১০১
 কিরীটকুণ্ডলযুতং স্ত্রীবৎসবক্ষসং হরিম্ ।
 কোত্তভোস্তানিতোরদ্ধং পীতাবরধরং পরম্ ॥ ১০২
 স তেন যুযুধে বীরো বিকুন্য প্রভুবিকুন্য ।
 প্রাগ্জ্যোতিষাধিপো ভৌমো^২ নরকঃ পৃথিবীপুত্রঃ ॥ ১০৩
 স যুধাং কৃকনিকটে কালিকাং কালিকোন্ময়াম্ ।
 রক্তাভনরনাং নীর্বাং শঙ্খাশক্তিধরাং^৩ তদা ।
 অশঙ্কজগতাং দাত্রীং কামাখ্যামপি যোহিনীম্^৪ ॥ ১০৪
 স বিস্মিতস্তদা ভীতস্তাং কৃষ্ণা জগতাং প্রমুখ্ ।
 যোদ্ধবামিত্যেব তদা যুযুধে নরকোহসুরঃ ॥ ১০৫
 তেন সার্কিং তদা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণা স্মহৎযুতম্ ।
 যুদ্ধং যাদৃক্ পুরা ভূতং ন দেবে ন চ যানুধে ॥ ১০৬
 ভূভূতেনাথ ভৌমেন যুদ্ধক্ষেপিং স মাধবঃ ।
 চিরং কৃষ্ণা জ্ঞানাম দেবেভ্যং প্রতিহর্ষয়ন্ ॥ ১০৭

তাহার পর পৃথিবীপুত্র নরক কাকনময় বজ্রধ্বজ, অষ্ট লৌহচক্রযুক্ত, সহস্র অশ্বযুক্ত, বহুতৃণীর-বজ্র, নানা প্রহরণযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন । ১৮-১৯

নরক, সমরের নিমিত্ত যনুগ্রভাব গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আগমন করিলেন এবং কণকালমধ্যেই গুরুভের উপরিস্থিত কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন,—অদ্ব্যুত শঙ্খ-চক্র-গদাধারী কিরীট-কুণ্ডল-বিভূষিত স্ত্রীবৎস-বক্ষ কোত্তভমনি-প্রদীপ্ত-বক্ষহুল পীতাবরধারী । ১০০-১০২

অনন্তর প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি পৃথিবীপুত্র নরক বীর, প্রভু বিকুন্য সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । ১০৩

তৎপরে যুদ্ধ করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকটে কালিকা-মদুণী কালিকা-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; তাহার রক্তবর্ণমুখ ও নবন, দীর্ঘ কলেবর, করে শঙ্খ ও পাশ, তিনি জগদ্ধাত্রী জগন্মোহিনী কামাখ্যাদেবী । ১০৪

নরক জগৎপ্রসবিনী দেবীকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভীত হইল এবং মনে করিল,—যুদ্ধ করাই কর্তব্য । অনন্তর নরকাসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১০৫

তৎকালে কৃষ্ণ তাহার সহিত, দেবতাসের মধ্যে ও মনুষ্যাগণের মধ্যে অদ্ব্যুত-পূর্ব অদ্ব্যুত যুদ্ধ করিলেন । ১০৬

১। ত্রিশূলপ্রতিমং ।

২।শাপকরাং তদা ।

৩। বীরো ।

৪। কামাখ্যাং কামরূপিনীম্ ।

সুদর্শনেন চক্রেণ যথাদেশে তদা হরিঃ ;
 যিধা চিহ্নেন নরকং স্থিতোহস্ত্যপতন্তুবি । ১০৮
 বিভক্তং তচ্ছরীরকং ভূমৌ নিপতিতং তদা ।
 বিরাডভে বহুভিন্নো যথা পৈত্রিকপৰ্বতঃ । ১০৯
 পতিতে তনয়ে দেবী পৃথ্বী দৃষ্ট্বা শরীরকম্ ।
 শোকবেগং তদা সেইহ জ্ঞাত্বা কালং তদাগতম্ । ১১০
 আদিত্যঃ কুণ্ডলযুগং যস্মাদাব কান্তপী ।
 উপাতিষ্ঠত গোবিন্দং বচনক্লেদযত্নবীং । ১১১

পৃথিবীবাচ—

অয়া বরাহরূপেণ যদাহকোদ্ধতা পুরা ।
 তদা তদমাত্রসংস্পর্শাৎ পূতো মে নরকঃ স্থিতঃ ।
 সোহয়ং যয়া পালিতস্ত পাতিতস্তাধুনা সূতঃ । ১১২
 গৃহাণ কুণ্ডলে চেবে অদিত্যঃ সৰ্ব্বকামদে ।
 সন্ততিষ্ঠাত গোবিন্দ প্রতিপালয় নিত্যদা । ১১৩

শ্রীভগবানুবাচ—

ভারাবতরণে দেবি নরকস্য বধঃ পুরা ।
 কুর্বেব প্রার্থিতো যস্মান্তেনাসৌ নিহতো যয়া । ১১৪
 পালয়িত্ত্বেন্ত সন্তানং দেবি ত্বচ্চনাদহম্ ।
 প্রাপ্ত্যোতিষেহভিষেক্যামি নস্তারং ভগদন্তকম্ । ১১৫

বাঁধব ভূমিপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবরাজের হর্ষোৎপাদন করত তাহাকে বধ করিলেন । ১০৭

সুদর্শন চক্রেণ দ্বারা হরি নরকের যথাদেশ দ্বিখণ্ড করিলেন, সে হত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল । ১০৮

চক্র-দ্বিন্ন ভূমিপতিত নরক-দেহ বহু-ভিন্ন পৈত্রিক পৰ্বতের স্থায় পোতা পাইতে লাগিল । ১০৯

পুত্র, ভূমিতে পতিত হইলে তাহার শরীর দেখিয়া বসুধা সেইটি তাহার-মৃত্যুকাল ইহাই বিবেচনা করত শোক-বেগ সন্ত করিলেন । ১১০

পৃথিবী স্বয়ং অদিত্য কুণ্ডলদ্বয় লইয়া গোবিন্দকে উপঢৌকন দান করিয়া বলিলেন । ১১১

আপনি বরাহাবতারে বধন আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আপনার সংসর্গে আমার গর্ভে নরকের উৎপত্তি হয়, তাহাকে এত দিন আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন, অদ্য রূপে আপনিই বিনাশ করিলেন । ১১২

সকল অন্তীষ্টপ্রদ অদিত্য এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন এবং হে গোবিন্দ ! ইহার সন্ততি আপনি সর্বদা রক্ষা করুন । ১১৩

ভগবান্ বলিলেন, দেবি । ভারাবতারণের অন্ত নরকের বধ প্রার্থনা করিয়াছিলে বলিয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি । ১১৪

দেবি । তোমার বাক্যানুসারে ইহার সন্তানদিগকে আমি প্রতিপালন করিব এবং প্রাপ্ত্যোতিষগুরে পৌত্র ভগদন্তকে অভিষিক্ত করিব । ১১৫

এবমুক্তা মহাবাহুভগবান্ মধুসূদনঃ ।
 অন্তঃপুরং বিবেশাথ নরকস্ত বনাগারম্ । ১১৬
 স তত্র দদৃশে স্বীকৃতো বৃদ্ধানি বিবিধানি চ ।
 রাশীভূতানি তুচ্ছানি পৰ্বতানিচ ব্রাহ্মতঃ ॥ ১১৭
 মুক্তামপিপ্রবালান্যং বৈদূর্য্যাক্ত চ পৰ্বতম্ ।
 তথা রক্তকুটানি বহুকুটানি মাধবঃ ।
 সুবর্ণসকরান্ কুম্ভদণ্ডান্ রক্তময়ধ্বজান্ । ১১৮
 বাহনানি বিচিত্রানি যানানি শয়নানি চ ।
 খচিত্তানি স্বর্ণরত্নৈর্মহার্হানি মহান্তি চ ॥ ১১৯
 মদুমক্ষুঃক মাংসচ্চ বনং রক্তং মণিসুখা
 ভূবি ভাদৃক্ চ নো দৃষ্টমন্তত্ নরকালয়াৎ ॥ ১২০
 ন কুবেরস্ত নৈল্যস্ত ন বমস্তাপ্যপাং পত্তেঃ ।
 তাবন্তি ধনরত্নানি যাবন্তি নরকালয়ে ॥ ১২১
 কেশবোহপ্যথ তজ্জৈব নারদেন চ সমুতঃ ।
 অবেক্যাস্তঃপুৰধনং সারং সারভরং ততঃ ।
 তেষাং সমাদদে গ্রাহ্যং প্রভুতং পরবীরহা ॥ ১২২
 বা দত্তা বৈষ্ণবীশক্তিবিষ্ণুনা প্রভুবিষ্ণুনা
 হত্ভা ভৌমস্ত ত্যং শক্তিং জগৃহে দেবকীমূতঃ ॥ ১২৩
 পৃথিব্যা নারদেনৈব সহিতঃ কেশবস্তদা ।
 ভগদন্তং ভৌমমূতং প্রাপ্নোত্যতিবপুৰোত্তমৈ ॥ ১২৪
 অভিষিচ্য তদা ভূতং পুরমথ্যে কুবেরং ॥ ১২৫
 অভিষিক্তত্ব তং দৃষ্ট্বা ভগদন্তং তথা ক্রিতিঃ ।
 নপ্তুরর্বেহথ ত্যং শক্তিং কেশবং সমঘাচত ॥ ১২৬

এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভগবান্ মধুসূদন অন্তঃপুরে নরকের বনাগারে প্রবেশ করিলেন । বীর জনাৰ্কন সেই স্থানে রাশিকৃত পৰ্বতাকার বিবিধ বস্তু দেখিতে পাইলেন । ১১৬-১১৭

মাধব মণি মুক্তা প্রবাল এবং বৈদূর্য্যের পৰ্বত হীরক-পৰ্বত ও রক্তভয় দেখিলেন । সুবর্ণ সন্ময়, কুম্ভনির্মিত দণ্ড, রক্তময় ধ্বজ দেখিলেন । ১১৮

বিচিত্র বাহনসমূহ, যান, শয্যা এবং সুবর্ণ-খচিত্ত মহামূল্যবান্ অনেক বস্তু দেখিলেন । ১১৯

যে যে মণিরত্নানি ধনসমূহ নরকভবনে দেখিলেন, সেরূপ অশুভ কোথাও দেখেন নাই । ১২০

যে সমস্ত ধনরত্ন নরকভবনে আছে, সেরূপ—কুবের, ইন্দ্র, বশ, বসুধা—ইহাদের কাহারও নাই । ১২১

কেশব—নারদ ও পৃথিবীর সহিত সার হইতে সারভর পুৰধন অবেক্ষণ করিলেন ; তাহার মধ্যে তাহাদের গ্রহণীয় বস্তু গ্রহণ করিলেন । পরবীর-প্রহারিদী সমস্ত বৈষ্ণবী শক্তিও গ্রহণ করিলেন । ১২২-১২৩

তাহার পর কেশব—পৃথিবী ও নারদসহ নরকপুত্র ভগদন্তকে সেই ত্রেষ্ঠ প্রাপ্নোত্যতিবপুৰে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বিশেষরূপে অতিনিবেশ করিলেন । ১২৪-১২৫

কেশবোহপি কিত্তিকাক্যাদানুমানেন চ ।
 ত্বাং শক্তিং ভগদন্ত্যে সুপ্রীত্যনসা ননৌ । ১২৭
 যচ্ছত্রং বরুণং জিত্বা কাকনত্নাবিসংজ্ঞকম্ ।
 সমানস্বৎ পুরা ভৌমসুচ্ছত্রং হরিরাদদে । ১২৮
 অষ্টভারসুবর্ণানি যৎসংস্রবতি চাঘহম্ ।
 যৎ ক্রোশমাত্রবিস্তীর্ণমর্জয়োজ্ঞনমুচ্ছিতম্ । ১২৯
 রত্নোপমানি সর্বানি চতুর্দশ্যন্তথা গজান্ ।
 চতুর্দশসংখ্যানি পূজিতাঃ প্রমদাত্তথা । ১৩০
 হারকাং প্রতি দৈত্যোঽষ্টবর্ষাহরামাস কেশবঃ । ১৩১
 বা দেবকন্তকাঃ পূর্বং মরুকেণ ছতা বলাৎ ।
 ভাসাং কৃত্বা দ্রবীকেশো বেণীবদ্ধবিমোক্ষণম্ । ১৩২
 বাসোত্তিভূষণৈদিব্যৈস্তাঃ সংকৃত্য মুহূর্ষতঃ ।
 আরোপ্য চ বিমানে তু যুক্তির্ভবলিভিদুর্গৈঃ ।
 নারদাশিষ্ঠিতাঃ সর্বা হারকাং প্রত্যবাহরৎ । ১৩৩
 যঃ কৃতঃ সুরকন্টার্ণে ভৌমেন যনিপর্কতঃ ।
 মনিরত্নৌঘসম্পূর্ণো দিবাকরমহপ্রভঃ । ১৩৪
 উৎপাটা তং অগস্ত্যখণ্ডাকপৃষ্ঠে স্থাপনস্বৎ ।
 তথৈব বারুণং ছত্রং গরুড়োপরি মাধবঃ ।
 আরোপ্য সত্যমা সার্ক্যমাসীনঃ সুমনা হরিঃ । ১৩৫
 ভগদন্তং সমাভ্যন্ত পৃথিবীক অগংপতিঃ ।
 প্রত্যহে হারকাং যৌরো বিহগার্ণেণ বৈ স্তম্ভম্ । ১৩৬

কিতি, ভগদন্তকে অভিষিক্ত দেখিয়া তাহার অন্ত কেশব সমীপে সেই শক্তি পুনর্বার প্রার্থনা করিলেন । ১২৬

কেশবও নারদের অনুমতিতে কিত্তির শাক্যানুসারে ঐত ইইয়া সেই শক্তি ভগদন্তকে দিলেন । ১২৭

নরক বরুণকে জয় করিয়া যে কাকনত্নাবৌ ছত্র আনয়ন করিয়াছিলেন ; কৃষ্ণ স্বরং তাহা গ্রহণ করিলেন । ১২৮

সেই ছত্র প্রতিদিন অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করে এবং একক্রোশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ও অর্জ যোজন দীর্ঘ । ১২৯

কেশব উৎকৃষ্ট রত্ন সকল এবং চতুর্দশ মদত্নাবৌ জ্যেষ্ঠ, চতুর্দশসহস্র গজ—দৈত্যের দ্বারা হারকাতে পাঠাইলেন । ১৩০-১৩১

যে সমস্ত দেবকন্তাকে নরক বলপূর্বক হরণ করিয়াছিলেন, কেশব তাহাদের বেণী মোচন করিলেন । ১৩২

যজ্ঞ ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদিগকে ভূষিত করত বিমানে আরোহণ করাইয়া সূচ ও বলবান্ সৈন্য দ্বারা নারদ সহ হারকাতে প্রেরণ করিলেন । ১৩৩

নরক সুরকন্টাগণের অন্ত যে দিবাকর-ভূল্য প্রভাশীল, রত্নসমূহ-খচিত, যনিপর্কত নির্মাণ করিয়াছিলেন । ১৩৪

অগস্ত্য তাহা উৎপাটন করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন এবং সেইরূপ বরুণের ছত্রও গরুড়ের উপরে তুলিয়া সত্যভামার সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন । ১৩৫

মূলৰ্ণঃ কাঞ্চনজাৰিচ্ছত্রং বস্মশিপৰ্জ্বতম্ ।
 কেশবং সত্যয়া সার্কং হেলকা শ্বে বহনু যমো । ১৩৭
 কশেন হারকাং প্রাপ্য কেশবঃ পরবীরহা ।
 মূদক লেভে সকলৈৰ্বাক্তবৈশ্চ তথা গঠৈঃ । ১৩৮
 এবং কালী মহামায়া কালিকাখ্যা জগন্ময়ী ।
 বিকৃত জগতাং মাধং পরাপরপতিং হরিম্ । ১৩৯
 জগৎকারণকর্তারং জ্ঞানগম্য জগন্ময়ম্ ।
 সম্মোহরভোষ তথা হনুরাগবিরাগবান্ । ১৪০
 অনুগৃহীতি মিত্রাণি হমিত্রাণি নিহন্তি চ ।
 নারীম্ যুতো ব্রমতে বন্ধনোপি চ মুহতে । ১৪১
 ইতি বঃ কথিতং বিপ্রা যথাত্মরকোহমুরঃ ।
 যথা চ বরলাভোহভূদ্ যথা চান্দ্র বিচেষ্টিতম্ । ১৪২
 আরাধিতো যথা ব্রহ্মা বাণবুদ্ধ্যাথ ভৌমিনা ।
 কিমশ্চুচিতং বাসি তদ্ব্রবচ্ছ হিৰ্যোত্তমঃ । ১৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নরকোপাখ্যানেন চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪০

জগৎপতি হরি—ভগদত্ত ও পৃথিবীকে সাদরবাক্য বলিয়া আকাশমার্গে
 হারকাতে প্রস্থান করিলেন । ১৩৭

অষ্টভার-মূৰ্খপ্রাবী ছত্র যশি-পৰ্জ্বত ও সত্যভামার সহিত কেশবকে বহন
 করিয়া গরুড় অবলীলাক্রমে গমন করিল । ১৩৮

তাহার পর কণকালমধ্যেই পরবীরবিনাশক কেশব হারকাতে উপস্থিত
 হইয়া বহুগণ ও মুরগণের সহিত আশ্রয়সাগরে মগ্ন হইলেন । ১৩৯

অনুরাগ ও বিরাগের কারণ মহামায়া জগন্ময়ী কালিকা জগন্নাথ পরাপর-
 পতি জগৎকারণ জগৎকর্তা জ্ঞানগম্য জগন্ময় হরিকে এইরূপেই মোহিত করিয়া
 থাকে । ১৩৯-৪০

মূঢ় ব্যক্তির মিত্রকে অনুগ্রহ করেন এবং অমিত্রকেও বিনাশ করেন ; এবং
 মূলরূপে স্ত্রীতেই সৰ্বদা রমণ করে । ১৪১

হে বিপ্রগণ ! যেক্রমে নরকাসুর জগৎগ্রহণ করিয়াছিল, যেক্রমে বরলাভ
 করিয়াছিল, যেক্রমে ব্যবহার করিয়াছে এবং বাণের বুদ্ধিতে যেক্রমে ব্রহ্মাকে
 আরাধনা করিয়াছিল, সে সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাব । হে হিৰ্যোত্তমগণ !
 আপনাদের আর যে বিষয় জানিতে অভিলাষ হয়, বিজ্ঞাসা করুন । ১৪২-৪৩

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০

একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

বসন্ত উহঃ—

কথং নিরিসূতা কালী বত্ৰং জগতাং প্রমুঃ ।
দাক্ষায়ণী ত্যক্তভনুঃ কথমাং হরং পতিম্ ১ ।
কথমর্দ্ধশরীরং সা অহার চ পিনাকিনঃ ।
অভয়ঃ পৃচ্ছতাং সম্যক্ কথয়ত্ব মহামতে ২ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুণ্ড্রং মুনিসাধুনা যদা দাক্ষায়ণী সতী ।
ভূতা নিরিসূতা পূর্বং যদাধিমহরভনুম্ ৩ ।
যদাভ্যক্তভনুং দেবী পূর্বং দাক্ষায়ণী সতী ।
তদৈব যেনকাপচ্ছন্ যেনকাং হিমবদ্গিরিম্ ৪ ।
যদা হরেশ সহিতা দক্ষকন্যা হিমাচলে ।
চিক্রীড় চ ভদ্রা ভদ্রা যেনকাভূতৈত্বিণী ৫ ।
ভদ্রাঃ সূতা জারিত্তি চ জারিত্ব মনসি বিজাঃ ।
ভ্যক্তপ্রাণা ভদ্রা দেবী ভূতা হিমবতঃ সূতা ৬ ।
যদা দাক্ষায়ণী প্রাণান্ দক্ষকোপাচ্ছহৌ পুরা ।
তদৈব যেনকাদেবী আবিরাধয়িষুঃ* শিবাম্ ৭ ।
যদাযদাং জগদ্ধাতীং যোগনিজ্ঞাং সনাতনাম্ ।
যোগিনীং সত্বভূতানাং শরণং সর্বনা কিনাম্ ৮ ।

পার্বত্যীর জন্ম

অধিগম্য বলিলেন, কিরূপে জগৎপ্রসবিনী কালী দাক্ষায়ণী নিরিসূতা হইলেন ? কিরূপে তিনি হরকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন ? ১

কিজগুই বা তিনি পিনাকীর অর্দ্ধ শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন ? হে মহা-
মতে । এই অজ্ঞাসিত বিষয় সকল—সম্পূর্ণরূপে আশ্বাসিতগকে বলুন । ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে কথিত্রৈষ্ঠগণ । যেক্রূপে দাক্ষায়ণী সতী নিরিসূতা
হইয়াছেন এবং যেক্রূপে শিবের অর্দ্ধশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অবগ
করুন । ৩

দাক্ষায়ণী সতী প্রাণত্যাগ করিয়া মানসিক পতিত্বে হিমালয় পর্বতে
যেনকাসমীপে গমন করিলেন । ৪

হে বিজ্ঞগণ । যে সময়ে দক্ষকন্যা সতী শিবসহ হিমাচলে ক্রীড়া করিতেন,
সেই সময়ে যেনকা তাহার হিতৈষিণী ছিলেন । ৫

অতএব তাহাতেই আমি জন্মগ্রহণ করিব, সতী এই ঘনে করিয়া প্রাণত্যাগ
করত হিমালয়সূতা হইলেন । ৬

পূর্বের যে সময়ে দাক্ষায়ণী দক্ষের প্রতি কোপ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন,
সেই সময়ে যেনকা শিবকে আরাধনা করিতেন । ৭

১। কথমপি হরং পতি ।

২। ভদ্রাঃ সূতা জারিত্যধার ।

৩। আবিরাধয়িষুঃ ।

অষ্টমীয়া উপবাসস্তু কৃত্বা সা নবমীতিথৌ ।
 মোদকৈর্ধলিভিঃ শিষ্টৈঃ পায়সৈর্গন্ধপুষ্পকৈঃ । ৯
 চৈত্রে ঋণি সমারজ্য সন্তুবিংশতিবৎসরান্ ।
 যাবৎ সম্পূজয়ামাস পুত্রার্থিনুদয়ং তুচ্ছৈঃ^১ । ১০
 গঙ্গাস্যামোষধিপ্রস্বে কৃত্বা যুষ্টিং বহীষয়ীম্ ।
 কদাচিৎ সা নিরাহারঃ কদাচিৎ সা ধৃতব্রতাঃ^২ । ১১
 শিবাবিশ্বস্তমনস্য সন্তুবিংশতিবৎসরান্ ।
 নিনার যেনকা দেবী পরমাং ভূতিমিচ্ছতী । ১২
 সন্তুবিংশতিবর্ষাঈতর্কগম্নাতা জগদ্বরী ।
 মূলীভাবদত্যর্থং গ্রাহ প্রত্যক্ষভাং পতা । ১৩

দেবুবাচ—

যৎ প্রার্থিতং কৃত্বা দেবি মন্তুস্তৎ প্রার্থয়ামুনা ।
 দাস্তে তবাহং তৎসর্বং বাঞ্ছিতং যদ্ কদা ভবেৎ । ১৪
 ততঃ সা যেনকা দেবী প্রত্যক্ষং কালিকাং গডাম্^৩ ।
 দৃষ্ট্বৈব প্রপন্যামাথ বচনং চৈদমববীৎ । ১৫
 দেবী প্রত্যক্ষভো রূপং তব দৃষ্টং ময়াদুনা ।
 জামহং স্তোতুমিচ্ছামি প্রসন্নঃ যদি মে শিবে । ১৬
 ততঃ সা মাতুরিতুক্তা কালিকা সর্বমোহিনী ।
 বাহুভ্যাং চারুব্রতাভ্যাং যেনকাং পরিবহজে । ১৭
 ততঃ সা যেনকা দেবী কালিকাং পরমেশ্বরীম্ ।
 তুষ্ঠাব বাগ্ভিরিষ্টাভিঃ শিবাং প্রত্যক্ষতঃ স্থিতাম্ । ১৮

মহামারা জগদ্ধাত্রী সনাতনী যোগনিদ্রাবরূপা সর্বভূতমোহিনী সর্বলোকের শরণ সেই জগদদ্ধাকে চৈত্রমাসের অষ্টমীতে উপবাস করিয়া নবমীতে মোদক, পিষ্টক, পায়স ও গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সন্তুবিংশতি বৎসর পর্যন্ত পুজা কামনা করত প্রত্যাহ পুজা করিতেন । ৮-১০

ওষধিপ্রস্বে গঙ্গাতে যুগ্মদ্বী যুষ্টি করিয়া কোন সময়ে নিরাহারে, কোন সময়ে সংযতাহারে, মহামায়াতে মন অর্পণ করত সন্তুবিংশতি বৎসর পর্যন্ত যেনকা-দেবী মহাঐশ্বর্য্য লাভসাথে পূজা করত কাল যাপন করিলেন । ১১-১২

সন্তু বিংশতি বৎসরের পর জগদ্ধাত্রী; জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করত প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইয়া বলিলেন । ১৩

দেবি ! আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন; তাহা এইকণ প্রার্থনা করুন ; আপনার মনের বাঞ্ছিত বিষয় সমস্ত প্রদান করিব । ১৪

তাহার পর যেনকা দেবী প্রত্যক্ষভাবে কালীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং এই কথা বলিলেন । ১৫

দেবি ! আপনার যুষ্টি আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম ; কিন্তু শিবে । যদি আপনি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আপনাকে কিঞ্চিৎ স্তুব করিতে ইচ্ছা করি । ১৬

সর্বমোহিনী কালিকা “মাতঃ” এই বলিয়া মনোহর বাহু দ্বারা যেনকাকে আলিঙ্গন করিলেন । ১৭

মেনকোবাচ—

প্রেরয়ন্তীং জগদ্ধাম চত্বিকার লোকধারিণীম্ ।
 প্রণমামি জগদ্ধাতীং সর্বকামার্থসাধিনীম্* ॥ ১৯
 নিত্যানন্দাং জ্ঞানময়ীং যোগনিজ্ঞাং জগৎপ্রসূম্ ।
 প্রণমামি শিবাং তুভাং বিধিনৌরিনিবাসিকাম্* ॥ ২০
 যাম্বায়ীং মহামায়ীং ভক্তলোকবিনাশিনীম্ ।
 কামক্স বনিতাং ভক্তাং নমামি কাং চিতিং শিবাম্ ॥ ২১

সম্বোদ্ধেকাদ্ যা ভবিত্বীহ নিত্য।
 নিত্য। চাপি প্রাণিনাং বুদ্ধিরূপা।
 সা ত্বং বহুক্ষেপহেতুর্ষতীনাং ।
 কন্তে গতো দাদৃশীতিঃ প্রভাবঃ ॥ ২২
 যা ত্বং সাত্ত্বাং সিদ্ধিরূপিত্তার্থাঃ
 যা বুদ্ধির্মা যজুর্মা দীর্ঘকৃপা
 হিংসা যা বাহুর্ধ্ববেদস্ত সা ত্বং .
 নিত্যং কামং ত্বং যাম্বয়ীং বিব্রেহি ॥ ২৩
 নিত্যানিত্যভাগহীনৈঃ পুরৈহি*—
 স্তম্ব্যৈর্ধৈর্ষভ্যতে ভূতবর্গঃ ।
 তেষাং স্তম্ব্যং সদা নিত্যরূপা
 কা তে যোবা যোগ্যং বস্তুং সমর্থী ॥ ২৪

তাহার পর মেনকাদেবী, প্রত্যক্ষভাবে অবস্থিতা পরমেশ্বরী কালীকে অতি-
 সম্মিত স্বাক্যের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন । ১৮

মেনকা বলিলেন, জগদ্ধাতী লোকধারিণী চত্বিকাকে আমি প্রণাম করি-
 তেছি ; সর্বকামার্থসাধিনী জগদ্ধাতীকেও প্রণাম করি । ১৯

নিত্যানন্দা জ্ঞানময়ী জগৎপ্রসবিনী মহামায়াকে আমি করজোড়ে প্রণাম
 করি । যিনি সর্বদা শুভা, যিনি হর-বিরিক্রিপণী গৌরী মহামায়া, ভক্তের
 লোক-প্রুথনাশিনী, যিনি শিবমায়ী, ভদ্রা, তাহাকে আমি প্রণিপাত করি ।
 ২০-২১

যিনি চিৎস্বরূপা শিবা, যিনি সত্ত্বগুণম্পর্ষা নিত্যস্বরূপা, যিনি অনিত্য,
 প্রাণিগণের বুদ্ধিরূপা, তাহাকে প্রণাম করি । আপনি বতিদিগের সংসার-
 বন্ধনচ্ছেদিনী, আমাদের সেই গতির অনুসরণ করিবার ক্ষমতা কোথায় । ২২

আপনি সামবেদের উক্তি সিদ্ধিরূপা এবং ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের অনুর্ত্তের
 যোগাদিরূপ দীর্ঘকার্য্যরূপা, আপনিই অধর্ব্ববেদোক্ত অভিচারানি কার্য্যস্বরূপা ;
 অতএব আপনি আমার নিত্য অভিনায় পূর্ণ করুন । ২৩

ভূতবর্গ, নিত্য, অনিত্য, ভাগহীন, পরম ও তম্রাজ ইহা দ্বারা আপনাকেই
 যোগ্য করে, আপনি তাহাদের নিত্যরূপা শক্তি । কোন্ হ্রী আপনায় যোগ্য
 রূপ বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইবে । ২৪

১।সাধিনীম্ । ২। কুলবহানন্দকরীং ভূবনত্রয়ভূমিতাম্—ইত্যধিকঃ পাঠঃ ।

৩। বিধিনৌরীশলিকাম্ ।

৪। পুরৈহিস্তম্ব্যৈর্ধৈর্ষতি ভূতবর্গঃ ।

ক্ষিতিবহ্নিভী জগতাং ভূমেব
 ভূমেব নিত্যং প্রকৃতিব্রূপা ।
 যথা বশঃ ক্রিয়তে ব্রহ্মরূপঃ
 সা ত্বং নিত্যং যে প্রসীদান্ত মাতঃ ॥ ২৫
 ত্বং কাতবেদোপত্যশক্তিরূপা
 ত্বং দাহিকা সূর্য্যকরক শক্তিঃ ।
 আহ্লাদিকা ত্বং বহু চন্দ্রিকায়া-
 স্তাং তামহং সৌমি নমামি চান্দ্রিকায় ॥ ২৬
 যোষা যোষিংপ্রিয়াণাং ত্বাং বিদ্যা ত্বং চোক্তরেতসাম্ ।
 বাহ্যং ত্বং সর্ব্বজগতাং মায়া চ ত্বং ভবা হরেঃ ॥ ২৭
 যানেকরূপানি বিধায় নিত্যং, সৃষ্টিং স্থিতিং হানিমপীহ কর্ত্তা ॥
 ব্রহ্মাহুতস্থাপুশরীরহেতুঃ, সা ত্বং প্রসীদান্ত পুনর্নমস্তে ॥ ২৮
 মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সা জগতাং মাতা কালিকা পুনরেব হি ।
 উবাচ যেনকাং দেবীং বাহ্বিতং বরয়েভ্রাত ॥ ২৯
 ততঃ সা প্রথমং পুত্রশতং বরে বশস্বিনী ।
 বীর্য্যবচ্ছাদুয়া বৃত্তমুদ্ভিসিদ্ধিসমব্রিতম্ ॥ ৩০
 পশ্চাত্তথৈকাং তনয়াং মুরূপাং শুশালিনীম্ ।
 কুলমহানন্দকরীং ভুবনত্রয়তুর্লভায় ॥ ৩১
 ততো ভগবতী প্রাহ যেনকাং হুনিসম্ভিতায় ।
 শ্রিতপূর্ব্বং তদা তদাঃ পুরস্কৃতী মনোরথম্ ॥ ৩২

আপনি ক্ষিতি এবং বহ্নিভী ও জগতের নিত্য প্রকৃতিব্রূপা ; যে শক্তি দ্বারা
 ব্রহ্মরূপ বশ হয়, আপনি সেই নিত্যরূপ শক্তি ; অতএব মাতঃ আমার প্রতি
 প্রসন্ন হউন । ২৫

আপনিই অগ্নিগত উগ্রাশক্তিব্রূপা এবং সূর্য্যকরের দাহিকাশক্তিব্রূপা ;
 চন্দ্রিকার আহ্লাদিকা শক্তিব্রূপা ; অতএব আপনাকে স্তব করত প্রণিপাত
 করিতেছি । ২৬

আপনি যোষিংপ্রিয়াদের যোষিংব্রূপা, উক্তরেতাদের বিদ্যারূপা,
 সর্ব্বজগতের বাহ্যরূপা এবং হরির মায়াব্রূপা । ২৭

আপনি বহুরূপ ধারণ করত নিরন্তর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, এবং
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির শরীরের কারণ ; অতএব দেবি ! আপনাকে প্রণিপাত
 করি, প্রসন্ন হউন । ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার পর জগন্মাতা কালিকা পুনর্বার যেনকাকে
 বলিলেন, দেবি ! বাহ্বিত বর প্রার্থনা কর । ২৯

তৎপরে মনস্বিনী যেনকা প্রথমম্বে বীর্ঘ্যবান্, আয়ুশ্চান্ এবং বনসম্পন্ন শত-
 পুত্র প্রার্থনা করিলেন । ৩০

তাহার পরে মুরূপ ও শুশালিনী কুলমহের আনন্দরূপা ও ত্রিভুবন-তুর্লভা
 একটী ককা প্রার্থনা করিলেন । ৩১

তাহার পর দেবী ইষং কাস্যসহকারে যেনকার অভিসাধ পূর্ণ করত বলিলেন,

দেবুবাচ—

শতং পুত্রাঃ সন্তবন্ত ভবত্যা বীৰ্য্যসংযুতাঃ ।
 তত্রৈকো বলবান্ধুখ্যঃ প্রথমং সন্তবিস্রুতিঃ ৷ ৩৩
 সূতা চ ভব দেবানাং মানুযাণাঞ্চ রক্ষসাম্ ।
 হিতায় সৰ্বজগতাং ভবিষ্যাম্যহমেব তে ৷ ৩৪
 'তুং' সুখপ্রসবা নিত্যং তথা নিত্যং পতিব্রতা ।
 অন্নানা রূপসম্পন্ন্য সূতয়া চ ভবিষ্যসি ৷ ৩৫
 একযুক্ত্য জগদ্ধাতী তত্রৈবান্তরহীষত ।
 যেনকা চ যুগং লক্ষ্যং স্থানং প্রবিবেশ হ ৷ ৩৬
 ততঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে যৈনাকমচলোদ্ভবম্ ।
 পক্ষেণ^১ সহ যোঃখ্যাপি সিকুমধ্যে প্রবর্তত ।
 যেনকা সুব্রবে দেবী দেবেজ্ঞং স্পর্কয়োগতম্ । ৩৭
 'অক্যানুনশতং পুত্রান্ ক্রমাৎ সা সুব্রবে সতী ।
 মহাবীৰ্য্যবান্ মহাসম্ভ্রান্ সম্পন্নান্ সৰ্বজগতাং ভূপতিঃ ৷ ৩৮
 ততঃ সা কালিকা দেবী যোগনিদ্রা জগন্ময়ী ।
 পূৰ্ব্বভ্যক্তসতীকৃপা জগদ্বারং যেনকাং যযৌ ৷ ৩৯
 সমুদ্রস্থানুরূপেণ যেনকাজঠরে শিবা ।
 সমুদ্রয় সমুৎপন্ন্য সা লক্ষ্মীরিব সাগরাৎ ৷ ৪০
 বসন্তসময়ে দেবী নবম্যায়ুকদেযোগতঃ ।
 অর্ধরাत्रে সমুৎপন্ন্য গগ্নেব শশিমণ্ডলাৎ ৷ ৪১

—তোমার বীৰ্য্যবান্ একশত পুত্র হইবে । কিন্তু প্রথম পুত্র অত্যন্ত বলবান্ হইবে । ৩২-৩৩

দেবতা যাক্স ও যনুকের—সকল জগতের হিতের জন্ত আমিই তোমার কন্যা হইব । ৩৪

তুমি নিত্য সুখপ্রসবা; নিত্য পতিব্রতা এবং অন্নান-রূপ-সম্পন্ন্য ও সূতয়া হইবে । ৩৫

জগদ্ধাতী এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন । যেনকাও—প্রফুল্ল চিত্তে স্ব স্থানে গমন করিলেন । ৩৬

তাহার পর কালক্রমে যেনকা দেবী যৈনাককে প্রসব করিলেন, এই যৈনাক ইন্দ্রের সমস্পর্ষী হইয়া পক্ষের সহিত অষ্ট পর্য্যাক্তও সমুদ্রমধ্যে আছে । ৩৭

তাহার পর দেবী একনূন শত পুত্র ক্রমে প্রসব করিলেন ; তাহার মহা-বীৰ্য্যবান্ মহাসম্ভ্রসম্পন্ন ও সকল-লক্ষণ-যুক্ত । ৩৮

তাহার পর—জগন্ময়া যোগনিদ্রা কালিকা পূর্বের সতীদেহ ত্যাগ করিয়া—ছেন, পুনর্বীর জন্মের নিমিত্ত যেনকাসমীপে গমন করিলেন এবং অনুরূপ সময়ে তাহার গর্ভে উৎপন্ন্য হইয়া সাগর হইতে লক্ষীর ন্যায় ক্রমাৎ গ্রহণ করিলেন । ৩৯-৪০

দেবী বসন্তকালে যুগ্মশিরা নক্ষত্রে নবমীতে অর্ধরাত্রি সময়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে নক্ষার ন্যায় জন্মিলেন । ৪১

১। সুব্রবে দেবী দেবেজ্ঞ-স্পর্কয়োগতং মম—ইত্যাদিক; পাঠঃ ।

২। যক্ষেণ ।

ততস্ত্যক্ত জাতারাং প্রসন্ন্য অন্তবনং দিশঃ ।
 অনুকুলো ববৌ বায়ুর্গম্ভীরো গচ্ছবান্ শুভঃ ॥ ৪২
 বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ ভোয়বৃষ্টিস্তথাপরা ।
 জজ্বলুচ্চাগ্রবঃ শান্তা জগজ্জ্বলুচ্চ বনায়নম্ ॥ ৪৩
 তস্যাস্ত জাতমাজ্জায়ং সর্বং হাহ্যমপদত ।
 তাস্ত দৃষ্ট্বা তথা জাতাং নীলোৎপলদলানুগাম্ ॥ ৪৪
 শ্রামাং সা যেনকা দেবী যুগমাশ্রিত্যহিষিতা ।
 দেবাশ্চ হর্ষমভূলং প্রাপুস্তত্ত্ব মুহমূহঃ ॥ ৪৫
 তুষ্ণুদুশ্চাস্তরিক্কা গচ্ছবান্ পরমাং গতাঃ ॥ ৪৬
 তাস্ত নীলোৎপলদলশ্রামাং হিমবতঃ সূতাম্ ।
 কালীতি নাম্না হিমবানাকুহাব কৃতে দিনে^১ ॥ ৪৭
 বাহুবৈস্ত সমন্তৈস্তস্মা স পার্শ্বতীতি চ^২ ।
 কালীতি চ তথা নাম্না কীৰ্ত্তিতা গিরিনন্দিনী^৩ ॥ ৪৮
 ততঃ সা ববুবে দেবী গিরিবাঞ্জনুহে শুভা ।
 গজৈব বর্ষাসময়ে শবদীবাথ চল্লিকা ॥ ৪৯
 একস্মানান্দিবসং চার্ককী চাকুতাং যুজঃ ।
 নষ্টে সান্দিনং কালী চল্লবিশ্বং কলামিব ॥ ৫০
 সা বাল্যভাবমাপন্না ক্রীড়ন্তী কালিকা যুদম্ ।
 সখীভিঃ প্রাপ বিপুলং কালিন্দীব সরিদ্ভট্টৈঃ ॥ ৫১

দেবীর জন্ম হইলে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, বায়ু অনুকুল হইয়া সুন্দর গন্ধে
 আয়োদিত করিতে লাগিল । ৪২

তৎপরে ভিন্ন রূপ ভোয়-বৃষ্টির দ্বারা পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । বহা প্রকৃতিত
 অগ্নি প্রশান্তভাবে ধারণ করিল । মেঘকুল যুহু গর্জন করিতে লাগিল । ৪৩

দেবীর জন্ম হইতেই সমস্ত জগৎ হাহ্যময় হইল । নীলোৎপলদল-সদৃশ
 নবপ্রসূতা শ্রামাকে দেখিয়া যেনকা হান্তের সহিত আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন ;
 এবং দেবগণও অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন । ৪৪-৪৫

অস্তরীকস্থ গচ্ছব ও অক্ষরাগণ নীলোৎপলদলের দ্বারা দ্বায় সেই হিমালয়-
 সূতাকে স্তব করিতে লাগিল । ৪৬

হিমালয় তাঁহাকে 'কালী' এই নামে আহ্বান করিলেন ; বাহুবগণ দেবীর
 'পার্শ্বতী' এই নাম রাখিলেন, আর তাঁহারা কালী ও গিরিনন্দিনী ইহাও
 বলিলেন । ৪৭-৪৮

তাঁহার পর দেবী, গিরিবাঞ্জনুহে বর্ষাকালীন গজার দ্বারা ও শাবরীক
 চল্লিকার দ্বারা দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন । ৪৯

অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্তা চার্ককী কালীর চল্ল-বিশ্বের কলার দ্বারা মনোহর
 কাতি প্রকাশ পাইতে লাগিল । ৫০

কালী বাল্যভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । সঙ্গীসমূহ বেষ্টিত
 কালিন্দীতে মিলিতা হয়, সেইরূপ সখীগণও কালীর সহিত ক্রীড়াচ্ছলে মিলিতা
 হইল । ৫১

১। কৃতোদনে ।

২। বাহুবান্ মুসন্তানাং মুহতাং পার্শ্বতীতি চ ।

৩। কেচিন্তাং গিরিনন্দিনীম্ ।

বহুগুণাত্মং ব্রহ্মং দেবীং পূর্বজন্মবশীকৃত্যঃ^১ ।
 স্বয়মীশ্বরিজ্যৈষ্ঠাঃ প্রাপ্তবৎ কালিকা যথা ॥ ৫২
 অতিক্রম্য যত্নৈঃ সা দেবী দেবকন্তকাঃ ।
 রূপৈরঙ্গরসঃ সর্বদা গৌতমৈর্গন্ধর্বকন্তকাঃ ॥ ৫৩
 সা বালা এব সন্ততং বহুবর্গপ্রিয়া শুভা ।
 তনৈঃ স্ববক্তৃন্ নিতরং মাতরুকাণ্যতোষয়ৎ ॥ ৫৪
 মাতুঃ স্তুতিকরী^২ নিত্যং পিতৃপূজনতৎপরী ।
 সর্বদা ভ্রাতৃসহিতা জগন্মাতাভবতুয়া ॥ ৫৫
 সর্বদা সা জগন্মাতা কন্তা সা সমুপস্থিতা ।
 পিতুঃ সমীপে বসন্তি কালিন্দীব বিভাবসোঃ ॥ ৫৬
 অধৈক্যদা ভ্রাতৃ নিকটে নিধায় হিমবঙ্গিগিরিঃ ।
 তনয়ৈঃ সহ সঙ্গম্য স্থিতঃ পরমকৌতুকাৎ ॥ ৫৭
 অধাগতস্তত্র মুনির্নারদো দেবলোকতঃ ।
 হিহবস্তং সুখাসীনং সুতৈঃ সাক্ষিৎ বদর্শ সঃ ॥ ৫৮
 অপশ্লিষ্টকটে কালীং কালিকামিব সূর্যাতঃ ।
 জ্যোৎস্নামিব সুখাংশোস্তু সমাগৃহ্ষ্যৎ শরশিখি ॥ ৫৯
 পুঞ্জিতস্তেন গিরিণা কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
 নারদঃ প্রথমং গৈলং বৃদ্ধাতং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ৬০

হে বিজ্যৈষ্ঠগণ ! দেবী পূর্ব-জন্ম-বশীকৃত বিষয়ের দ্বারা ব্রহ্মং সমস্ত গুণ-
 রাশি প্রাপ্ত হইলেন । ৫২

গিরিকন্ঠা নিজগুণে দেবকন্ঠা ও অঙ্গরাগণকে অতিক্রম করিলেন এবং
 গানে গন্ধর্ব-কন্ঠাদিগকে অতিক্রম করিলেন । ৫৩

তাঁহার লাবণ্য সর্বদা বহুবর্গের প্রীতিকর হইল । ওশের দ্বারা পিতা,
 মাতা ও বহুগণকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন । ৫৪

তাহার পর জগন্মাতা নিত্য, মাতার স্তুতিকারিণী হইয়া পিতার পূজাদি
 সংকারে সর্বদা রত হইলেন এবং ভ্রাতাদিগের সহিত সর্বদা রত থাকিলেন ।

৫৫

কালিন্দী স্বরূপ সূর্য্যসমীপে সর্বদা থাকেন সেইরূপ জগন্মাতা সর্বদা
 কন্ঠারূপে পিতার সমীপে উপস্থিত থাকিতেন । ৫৬

অনন্তর একদা গিরি, তাঁহাকে নিকটে রাখিতা তনয়গণের সহিত সঙ্গত
 হইয়া অতি গৌরবে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় নারদ স্বর্গ হইতে সেই
 স্থানে আগমন করিলেন এবং পুত্রগণের সহিত সুখাসীন হিমালয়কে দেখিতে
 পাইলেন । ৫৭-৫৮

নিকটস্থিতা কালীকে সূর্য্যসমীপে কালিন্দী সদৃশ দেখিলেন, এবং তাঁহাকে
 শরভের রাজিকালে সম্পূর্ণ বক্ষিত চন্দ্রকিরণের দ্বারা বিবেচনা করিলেন । ৫৯

গিরি তাঁহাকে পূজা করত উপবেশন করিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করি-
 লেন । নারদ প্রথমতঃ গিরিরাজকে বৃদ্ধাতু ভিজ্ঞাসা করিলেন । ৬০

১। বহুগুণাত্মং ব্রহ্মং দেবী.....বশীকৃত্যং ।

২। প্রিয়করী পুত্ৰকন্ঠা উপস্থিতাঃ ।

ততো বিলিভবৃতাং নারিণো যেনকাং প্রতি^১ ।
 উবাচ হর্ষবান্ বাক্যং মুনির্বাণ্যাবিশারদঃ । ৬১
 এষা তে তনয়া কুচ্যা তুচ্ছাংশোরিব বন্ধিতা ।
 আশ্রয় কলা শৈলরাজ সর্বলক্ষণশালিনী । ৬২
 শঙ্কোভবিদ্রী দয়িতা সানুকূলা সদা হরে ।
 তস্য চিত্তং বশে চৈষা করিস্থতি তপস্বিনী । ৬৩
 স চাপোনামৃতে কায়্যং নাস্ত্যম্বাহবিস্থতি ।
 এতয়োবদীকৃতঃ প্রেমা কয়োশিতৈরব তাদৃশঃ ।
 ভূতো বা ভবিতা বাপি নাস্থনা চ প্রবর্ততে । ৬৪
 অনয়া সুরকাষ্যাণি কর্তব্যানি বহুনি চ ।
 অনৈয়ব গিরিশ্রেষ্ঠ অর্জুনারীষরো হরঃ । ৬৫
 ভবিস্থতি চ সৌহার্দ্যচ্ছ্যাংস্ত্রয়ৈবামৃতাম্বনঃ ।
 শরীরার্জং হরৈশ্চয়া করিস্থতি নিজাম্পদে । ৬৬
 সুবর্ণোদ্রী সুবর্ণাভা তপস্যা ভোজ্যিত হরে ।
 বিদ্রাদ্গৌরী নাস্তা পশ্যাতু খ্যাতিমেবা গমিস্থতি । ৬৭
 নাস্ত্যৈম্ব কুমিমাং নাতুং বনঃ কর্তব্যমিহাইসি ।
 ইদম্ভোপাংগু দেবানাং ন প্রকাশং করিস্থসি । ৬৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্ব দেবের্দনারদস্তু চ ।
 উবাচ হিমবান্ বাক্যং মুনিং প্রতি বিশারদঃ । ৬৯

তাহার পর বিলিভ-বৃতাৎ বাণেশারদ মুনি, হস্তপূর্বক যেনকাকে বলিলেন, আপনার এই কন্যা অতি রমণীয়া, যেন তুচ্ছাংশুর কিরণ দ্বারা ই বৃদ্ধি পাই-
 তেছেন। শৈলরাজ! আপনার সর্বলক্ষণশালিনী এই প্রথমপ্রসূতা কন্যা
 শঙ্কুর দয়িতা হইয়া তাঁহার সর্বদা অনুকূল-বর্ত্তিনী হইবেন। ৬১-৬৩

এই তপস্বিনী শঙ্কুর চিত্তও সর্বদা প্রসন্ন করিবেন; তিনিও ইহাকে ভিন্ন
 অন্য স্ত্রীকে পরিণয় করিবেন না। ইহাদের যেকোন প্রণয় হইবে, সেজন্য
 প্রণয় এ অগতে কাহারও হয় নাই, হইবেন না এবং বর্ত্তমান সময়েও হইতেছে
 না। ৬৪

হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা দেবতাদিগের অনেক হিতকর কাৰ্য্য
 করিবেন এবং ইহার দ্বারা শিব অর্জুনারীর ঈশ্বর হইবেন। ৬৫

শিবের—দেবীর সহিত অত্যন্ত সৌহার্দ্য হইবে এবং দেবী ভগবানের
 শরীরার্জ গ্রহণ করিবেন ও তাঁহার আম্পদ প্রাপ্ত হইবেন। ৬৬

আপনার তনয়া কাশী, তপস্যাধারা হরকে প্রসন্ন করিলে সুবর্ণাভা ও
 সুবর্ণের দ্বার পৌরাকী বিভ্রাৎ-সদৃশী হইবেন; ইহার নাম পরে গৌরী বলিয়াই
 খ্যাত হইবে। ৬৭

এই কন্যা শিব ভিন্ন অন্য বরে প্রদান করিতে মনেও স্থান দিও না। এইটী
 অতি গোপনীয় বিষয়,—দেবতাদিগের নিকটও প্রকাশ করিবেন না। ৬৮

অয়তে ত্যক্তসঙ্গঃ স মহাদেবো যতাত্মবান্ ।
 তপশ্চোপাংস্ত তপতি দেবানামপ্যপোচরঃ ॥ ৭০
 স কথং ধ্যানমার্গহঃ পরম্ব্রজার্ণবঃ মনঃ ।
 অংশবিক্রতি দেবর্ষে তত্র যে সংশয়ো মহান্ ॥ ৭১
 অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম প্রদীপকলিকোপমম্ ।
 সোহতঃ পশুতি সর্বত্র ন তু বাহ্যং নিরীকতে ॥ ৭২
 ইতি স্ম অয়তে নিত্যং কিল্লরাণাং মুখাদ্বিজ ।
 স কথং তাদৃশং বাস্তং লভেৎ অংশবিতুং হরঃ ॥ ৭৩
 বিশেষতঃ অয়তে স্ম দাক্ষায়ণ্যা সমং হরঃ ।
 সময়ং জ্ঞাতবান্ পূৰ্ব্বং তস্মৈ নিগদতঃ শৃণু ॥ ৭৪
 হ্যমুতেহস্তাং ন বনিতাং^১ দাক্ষায়ণি সতি প্রিষে ।
 ভাষ্যার্থে সগ্রহীত্বামি সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥ ৭৫
 ইতি সত্য্য সমং তেন পুরৈব সময়ঃ কৃতঃ ।
 তস্মাৎ যতাত্মাং স কথং প্রিয়মস্মাৎ গ্রহীত্বতি ॥ ৭৬

নারদ উবাচ—

নাত্র কার্য্য্য ত্বয়া চিন্তা গিরিরাজ ভবৎসূতা ।
 এষা সতী সমুৎপন্ন্য হর্যট্টৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স তু দেবর্ষিনারদন্ত যথা সতী ।
 মেনকায়াং সমুৎপন্ন্য সর্বং তং প্রোক্তবান্ গিরৌ ॥ ৭৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হিমালয় নারদ ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ;—আমি শুনিতেছি, মহাদেব মানুষসঙ্গ পরিত্যাগ করত সংযতাত্মা হইয়া নির্জনে দেবতাদিগের অগম্য স্থানে তপস্যা করিতেছেন । ৬৯-৭০

হে দেবর্ষে ! ধ্যানমার্গস্থিত মহাদেব, পরমব্রহ্মে অর্পিত মনকে, কিরূপে অষ্ট করিবেন, সেবিষয়ে আমার সংশয় বোধ হইতেছে । ৭১

অক্ষর মহাদেব, প্রদীপ-কলিকা-সদৃশ পরমব্রহ্মকে অন্তরে সর্বস্থানে নিরন্তর দেখিতেছেন ; তিনি বাহ্যদৃষ্টিশূন্য হইয়াছেন । ৭২

হে বিজ্ঞ ! আমি কিল্লরদিগের মুখে এইরূপ জ্ঞাত হইয়াছি ; তাহা হইলে হর, কিরূপে তাদৃশ মনকে অষ্ট করিতে সক্ষম হইবে ? ৭৩

বিশেষতঃ আমি এই শুনিয়াছি, হর দাক্ষায়ণীর সহিত পূৰ্ব্বে লপথ করিয়া-ছিলেন যে, “প্রিষে দাক্ষায়ণি সতি ; তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিব না” ; মনে ! এ বিষয় আপনাকে সত্য বলিতেছি । ৭৪-৭৫

সতীর সহিত পূৰ্ব্বে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার যত্ন হইয়াছে, এখন অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? ৭৬

নারদ বলিলেন, গিরিরাজ ! আপনি চিন্তা করিবেন না—আপনার এই কণ্ঠা সেই সতী ; শিবের নিমিত্তই জগৎগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই ।

৭৭

তৎ সৰ্ব্বং পূৰ্ব্ববৃত্তান্তং নারদস্ত মুখাদ্ গিরিঃ ।
 শ্রদ্ধা সপুত্রদারঃ স তদা নিঃসংশয়োহুভবৎ ॥ ৭৯
 ততঃ কালী কথ্যং শ্রদ্ধা নারদস্ত মুখান্তদা ।
 লঙ্কায়াদ্যোমুখী কৃত্বা শ্মিতবিস্তাভিতাননা ॥ ৮০
 কবেণ তাস্ত সৎসূহ্য প্রোত্তমস্য মুখং গিরিঃ ।
 যুক্তি সত্যপাত্রায় আসনে সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৮১
 ততস্তাং পুনরেবাহ নারদঃ শৈলপুত্রিকাম্ ।
 হর্ষয়ন্ গিরিরাজকু মেনকাং তনয়ৈঃ সহ ॥ ৮২
 সিংহাসনেন কিং স্বস্তাঃ শৈলরাজ ভবেত্তব ।
 শঙ্কোদ্ধতঃ সপৈবাস্তা আসনকু ভবিস্থতি ॥ ৮৩
 হরোকুমাসনং প্রাপ্য তনবা তব সন্ততম্ ।
 নাস্তত্র কুত্রচিচ্চুতিমাসনে প্রাপ্যতে গিরে ॥ ৮৪
 ইতি বচনমুদারং নারদঃ শৈলরাজং
 ত্রিদিবমগমচ্ছত্ৰং তৎকণাদেববানৈঃ ।
 গিরিপতিরপি চিত্তাহর্ষসম্মোহবৃন্তঃ
 প্রবিশদচলয়ামৌ স্বাস্তরং পদগর্ভম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—নারদ ঋষি, যেরূপে সতী মেনকাতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তৎসমস্তই গিরিরাজকে বলিলেন । গিরিরাজ পুত্রদারের সহিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিঃসংশয় হইলেন । ৭৮-৭৯

তাহার পর কালী নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তমুখে লঙ্কাতে অদ্যোমুখী হইলেন । ৮০

গিরি, হস্ত দ্বারা তাহার মুখ যাক্ষরূপে করত কিঞ্চিৎ উন্নয়িত করিলেন এবং মস্তকে নিরস্তর চূষন করিয়া নিজের আসনে বসাইলেন । ৮১

তাহার পর নারদ পুনর্বার মেনকাতনয়গণের সহিত গিরিরাজকে আনন্দিত করত শৈলতনয়র জন্ত বলিলেন, শৈলরাজ । এই সম্যক সিংহাসনে দেবীর প্রয়োজন কি ? শিশুর উকুই ইহার সর্বদা আসন হইবে । ৮২-৮৩

পর্বতরাজ । আপনার তনবা হরের উকুরূপ আসন নিরস্তর প্রাপ্ত হইবেন, —যন্ত কোন স্থানে এরূপ উকুষ্ঠ আসন পাইবে না । ৮৪

নারদ, শৈলরাজকে এইরূপ উদার-বাক্য বলিয়া তৎকণাদেববানে ত্রিশ-কবনে ধমন করিলেন । গিরিপতিও চিত্তা, হর্ষ ও আনন্দযুক্ত হইয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন । ৮৫

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১

প্রিচয়ারিংশোধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতশ্রিয়ন্তরে শত্ৰুঃ কিপ্রাং ভ্যক্তাঃ। তদা সরঃ ।
 গঙ্গাবিতারমগমদ্ হিমবৎ-প্রস্থমুত্তমম্ ॥ ১
 যত্র গঙ্গা নিপতিতা পুরা ব্রহ্মপুরাং সূতা ।
 ঐশ্বরীপ্রস্থনগরকাদূরে সানুরুত্তমঃ ॥ ২
 তত্র ভৰ্গঃ যমোজ্জানমকরং পরমাং পরম্ ।
 চেতো জ্ঞানমরং নিত্যং জ্যোতীরূপং নিরাকুলম্ ॥ ৩
 অগম্যং প্রদীপাতং বৈতহীন্যবিশেষকম্ ।
 একাগ্রং চিত্তরামাস ভগবান্ বৃষভকজঃ ॥ ৪
 হরে ধ্যানপরে ভগ্নিন্ প্রমথ্য ধ্যানতৎপরঃ ।
 অস্তবন্ কেচিদপরে নন্দিভৃক্ষাদয়ো গৃধাঃ ॥ ৫
 দ্বাঃহা কৃতা বহাঃতাপা হে পূৰ্ব্বজাতি যোজিতাঃ ।
 ভাবতোহপি গঙ্গাত্তত্র নৈব কিঞ্চন কুজিতম্ ॥ ৬
 তেবাং সংক্রমতে সৰ্ব্বৈ নিঃশক্কাঃ সংস্থিতান্ততঃ ।
 অস্তে তু তত্র ক্রীড়ন্তি গণা দূরান্তব্রহ্মিতাঃ ॥ ৭
 কুমুদৈশ্চ মলৈভটৈশ্চ গিরিপ্রসবনোদকৈঃ ।
 রতানি চ বিচিহন্তো ভূমিতা নৈগিরিকৈস্তথা ॥ ৮
 সগগন্ত তথা দুষ্টা গিরিরাজো^১ পতং হরম্ ।
 যম্হানমোববিপ্রহামিঃসূতা সহিতো গগৈঃ ॥ ৯

মদন-ভাস্কর

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইহার মধ্যে শত্ৰু, শিপ্রা সরোবর পরিভ্রাম্য কড়িয়া গঙ্গাভীরবে হিমালয় পর্বতে যে স্থানে গঙ্গা ব্রহ্মপুর হইতে নিঃসৃত হইয়া পতিত হইয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন । ১

ভৃষধি-প্রস্থ-নগরের-অনতিদূরে এক সানুতে বৃষভক শিব,—পরাম্পর অচ্যুত, জ্ঞানময়, নিত্য জ্যোতীরূপ নিরঞ্জন অগম্যাপী, প্রদীপের আভার কায় অতি প্রদীপ্ত, বৈতহীন, বিশেষমুক্ত পরমাত্মাকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন । ২-৩

যমোজ্জান-রূত হইলে প্রমথাদিগণসমূহও ধ্যান-রূত হইল : এবং নন্দী-ভৃক্ষীও ধ্যানে রূত হইলেন । ৪

পূর্বের দ্বাঃহা দ্বারে ছিল, তাহারাই ঘরের নিহুস্ত হইল, ও সমস্ত প্রমথবৃন্দ সেই স্থানে অতি নিঃশব্দে রহিল । ৫

এক সকলেই জানিতে পারিল যে, তাহার নিঃশব্দভাবে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন । ৬

অন্য লোকও—গগদিগের অবস্থানের দূরে ক্রীড়া করত কুমুদ-দল ও গিরি-প্রসবণ জল-দারা তাহার সকল কার্য্য সন্দেহ করিতেছে এবং গৈরিকের দ্বারা ভূষিত হইয়া রতভূষণে ভূষিতবৎ বোধ হইল । ৭-৮

পূজার্বমুপভাস্থে ন বখাযোগ্যং তথাক্ষরং । ১০
 ন চাপি শঙ্কুস্তম্ভার্চ্চাং পরমা অকৃতা যুতঃ ।
 প্রতিজগ্ৰাহ কুটস্থো গঙ্গানীর্ষে যথা পুরা । ১১
 পুষ্টিভ্যেন সহস্রা গিরিরাজং বৃষধ্বজঃ ।
 উবাচ ধ্যানযোগমহঃ শ্রয়স্বিৎ জগৎপতিঃ । ১২

ঈশ্বর উবাচ—

তব প্রস্থে তপস্তপ্তং বৃষধ্বজম্বশর্ভঃ ।
 ন যথা কোহপি নিকটে সমায়াতি তথা কুরু । ১৩
 ত্বং মহাত্মা জগন্নাথ মুনীনাক্ষ সমাপ্রবঃ ।
 দেবানাম্ রাক্ষসানাক্ষ যক্ষাণাম্ কিন্নরক চ । ১৪
 সদাবাসো দ্বিজাতীনাম্ গঙ্গাপুত্ৰচ নিত্যদা ।
 ত্বংপুত্ৰসাক্ষ নিকটে প্রস্থং গঙ্গাবিজায়ণম্ ।
 আলিভোহহং গিরিশ্ৰেষ্ঠ তদযোগ্যং কুরু সাম্প্রতম্ । ১৫
 ইতুচ্ছ্রী জগতাম্ নাথকুমারস্য বৃষধ্বজঃ ।
 গিরিরাজস্তদা শঙ্কুং প্রণয়াদিদমব্রবীৎ । ১৬
 পুত্ৰোহস্মি জগন্নাথ ত্ববাহং পরমেশ্বর ।
 আগতেনাক্ষ বিষয়মিতঃ কৃত্যং কিমস্তি মে । ১৭
 তপসা মহতা ত্বং হি দেবৈর্ব্যতপরহিষ্টৈঃ^১ ।
 ন প্রাপ্যসে জগন্নাথ ন ত্বং সমমুপস্থিতঃ । ১৮

গিরিরাজ, গঙ্গের সহিত মহাদেবকে প্রত্যাহ দেখিয়া একদিন বহুগণের সহিত ওষধিপ্রস্থ হইতে প্রস্থান করত পূজার নিযুক্ত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বখাযোগ্য পূজা করিলেন । ১-১০

পৰ্ব্বতস্থ শঙ্কুও পূৰ্বে গঙ্গাকে যেরূপ শিরে ধারণ করিয়াছিলেন; সেইরূপ প্রজ্ঞাপূৰ্ব্বক গিরিরাজের পূজা গ্রহণ করিলেন । বৃষধ্বজ পুষ্টি হইয়া সহস্রা গিরিরাজকে ধ্যানযোগস্থ হইবাও সন্নিহিত বলিলেন । ১১-১২

তোমার প্রস্থ গোপনীয় স্থানে তপসার জন্ম আমি আগমন করিয়াছি, কিন্তু হাহাতে কোন ব্যক্তি আমার নিকট আসিতে না পারে তাহাই কহ । ১৩

তুমি মহাত্মা, জগতের ধামস্বরূপ, মুনিনিগের সৰ্বদা আশ্রয়স্বরূপ, তুমি দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর ও দ্বিজগণের সৰ্বদা আবাস স্থান এবং গঙ্গাও প্রভাবে সৰ্বদা পবিত্র । ১৪

গিরিশ্ৰেষ্ঠ । আমি তোমার পূর-সমীপে গঙ্গা-প্রবাহ-যুক্ত প্রস্থ আসিয়া করিয়াছি, সাম্প্রতি তোমার উপযুক্ত কার্য্য কর । জগন্নাথ, বৃষধ্বজ এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন । ১৫

তাহার পর গিরিরাজ শঙ্কুকে সম্মুখে এই কথা বলিলেন, হে পরমেশ্বর ; হে জগন্নাথ । আপনি আগমন করিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন, ইহা হইতে অন্য কৰ্ত্তব্য বিষয় কি আছে । ১৬-১৭

হে জগন্নাথ । জগাবহি দেবগণ মহা তপসা করিয়াও আপনাকে প্রাপ্ত হই না—অন্য আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন । ১৮

১। মহতা তপসা ত্বং হি দেবানিপরহিষ্টৈঃ ।

যন্তো যন্তুরো নান্তি ন যন্তোহন্তোহন্তি পুণ্যবান্ ।
 যন্তবান্ হিমবৎপ্রায়ে উপসে সযুপস্থিতঃ । ১৯
 দেবেভ্যোদধিকং যন্তে আশ্বানং পরমেশ্বর ।
 সপাশেন ত্বয়া প্রাপ্তো যদাহং কামচারতঃ ॥ ২০
 ইত্যাক্। গিরিরাজোহ্ময় যবেশ্ব পুনরাগমঃ ।
 নিরমায় পরিবারান্ গগানপাবসং হকান্ ॥ ২১
 অদ্য প্রভৃতি যো যন্তা কোহপি গঙ্গাবতারগম্ ।
 সচ্ছাসনং ন হি বিনা যো গন্তা দত্তয়ে হুহম্ ॥ ২২
 ইতি শ্বান্ স নিরম্যাণ্ড তিলপুষ্পকুশান্ কলম্ ।
 সমাদাযাত্ত তনয়াসহিতোহিগাত্তরাঙ্গিরম্ ॥ ২৩
 অথ গতা অগস্ত্যধঃ হরং ধ্যানপরং তদা ।
 নমস্তামাস তনয়াং কালীং সৰ্ব্বগুণারিতাম্ ॥ ২৪
 তিলপুষ্পাদিকং যদ্ যন্ততনয়ে নিধায় সঃ ।
 অগ্রে কৃত্বা সূত্রাং শঙ্কুমিদমাহ স শৈলরাট্ ॥ ২৫
 ভগবন্তনয়েকং মে আরাধনমিচ্ছামি প্রীতিঃ ।
 সমাদিকৌ সমানীতা তদা আরাধনকাঙ্ক্ষিনী ॥ ২৬
 সন্নিভ্যং সহ নিভ্যং ত্বাং সেবতামীশ শকর ।
 অনুজানীহি সেবাইব যস্মি তে যন্তনুগ্রহঃ ॥ ২৭
 অথ ত্বাং শকরোহপত্যং প্রথমাকৃত্যমীবনাম্ ।
 যুগ্মেন্দীবরপত্নাতাং পূৰ্ণচক্ৰনিভাননাম্ ॥ ২৮

অতএব আমি বিবেচনা করি, আমি হইতে যন্তুর নাই ও পুণ্যবান্ও নাই ; যেহেতু আপনি হিমালয় পর্বতে উপস্থার জন্ত উপস্থিত হইয়াছেন । হে পরমেশ্বর । আমি, আমাকে ইচ্ছা হইতেও অধিকতর বলিয়া বিবেচনা করি । যেহেতু আপনি ইচ্ছাবশত্বে গগের সহিত এই হিমালয়ে আগমন করিয়াছেন । ১৯-২০

গিরিরাজ এই কথা বলিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন, তাহার পর নিজ পরিবারবর্গকে আদেশ করিলেন, অদ্য প্রভৃতি কেহ গঙ্গাতে গমন করিও না ; যে ব্যক্তি আমার শাসন অতিক্রম করিয়া যাইবে, সে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে । ২২

গিরি একপ আদেশ করিয়া তিল পুষ্প ও কুশাসন গ্রহণ করত নিজ তনয়াকে সঙ্গে করিয়া হর-সমীপে গমন করিলেন । ২৩

অনন্তর, গমন করিয়া ধ্যান-রত অগস্ত্যকে গিরিরাজ, সৰ্ব্বগুণারিতা নিজ তনয়া কালী দ্বারা প্রণাম করাইলেন এবং পুকার জন্ত আনীত তিল-কুমুদাদিও তাঁহার অগ্রে প্রদান করিলেন । শৈলরাজ, তনয়াকে অগ্রে করিয়া শঙ্কুকে বলিলেন । ২৪-২৫

ভগবন্ । আমার এই তনয়া আপনাকে আরাধনা করিবার জন্ত সমাদিকৌ হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন । ২৬

অতএব সৰীগণের সহিত আপনার আরাধনাকাঙ্ক্ষিনী তনয়াকে—আমার প্রীতি অনুগ্রহপূৰ্ণক—আরাধনের নিমিত্ত আদেশ করুন । ২৭

সমগ্রনীলকেশোয-প্রাপ্তবেশবিকৃষ্টিকাম্ ।
 কদ্বীবাং বিশালাক্ষীং চাক্রকর্ণমুগোজ্জ্বলাম্ ॥ ২৯
 যুগলায়তপর্যন্ত-বাহুদ্বন্দ্বমনোহরম্ ।
 রাজীবকুণ্ডলপ্রখ্য-মনপীনোন্নতস্তনৌ ॥ ৩০
 বিত্রতীং ক্রীণমগ্নধাং রক্তপানিত্তলম্বয়াম্ ।
 স্থলপদপ্রভীকাশ-পাদদ্বন্দ্বমনোহরম্ ॥ ৩১
 মধ্যকীপাং মহাসম্ভাং বৃন্তস্থলমনোজ্জ্বলাম্ ।
 মুজজ্বাং নাগনাসোকং নিম্ননাভিবিভূষিতাম্ ॥ ৩২
 মূবৃত্তচাক্রকজ্বারাং ত্রিগঙীরাং যতুপ্রভাম্ ।
 সর্বলক্ষণসম্পূর্ণাং ত্রিমু লোকেষু হর্ষভাম্ ॥ ৩৩
 ধ্যানপদ্মব্রনির্বন্ধ-মুনিম্যানসমপ্যরম্ ।
 দর্শনাদ্ভুতানিত্যং লজ্জাং যোষিৎগণনিরোমনিম্ ॥ ৩৪
 তাং দৃষ্ট্ৱা তপসে নিত্যং ধ্যানিনাক্ষ মনোহরাম্ ।
 বিম্বহেতুকানুরাগবর্জিনীং কামরূপিণীম্ ॥ ৩৫
 গিরিরাজ্ঞে ত্তনয়ান্তনয়াং তমস্ৱতঃ ॥
 পর্যোষণাটৈঃ জগৃহে গৌরবাহপি গৌরবঃ ॥ ৩৬
 উবাচেৎৱ তব মুতা সখিত্যাং সহ শৈলরাটৈঃ ।
 নিত্যাং মে সেবয়া যত্যা নিভীতা হত্ৱা তিষ্ঠতু ।
 এবমুত্ৱা তাং দেবীং সেবাটৈঃ জগৃহে হরঃ ॥ ৩৭

অনন্তর শঙ্কর, সবয়ৌবনা শৈলরাজ-তনয়াকে দেখিলেন; গিরিতনয়াকে
 বিকশিত নীলপদ্মের ন্যায় আভা; পূর্বচক্রে সদৃশ মুখকান্তি; তিনি নীলকেশ-
 কলাপ-শোভিতা; তাঁহার কদ্বীবা, আয়ত-লোচন, উজ্জল মনোহর কর্ণমুগল,
 যুগলসদৃশ আরও ভূজবদ্র । ২৮-২৯

অত্যন্ত মনোহারিণী দেবী কালিকার পদ্মকুণ্ডল সদৃশ ঘন ও স্থল স্তনবদ্র ।

৩০

তাঁহার মধ্যে ক্রীণ, পানিত্তলম্বয় রক্তবর্ণ, পাদপদ্মের যুগল স্থলপদ্মের তার
 মনোহর । ৩১

মধ্যদেশ ক্রীণ ও মহাসম্ভাসম্পন্ন, বৃন্ত, স্থল ঘন উজ্জল জজ্বাহর, ওষ্ঠ বিহীন-
 সদৃশ, জজ্বাগ্রভাগ মূবৃত্ত, তিন স্থল গঙীর, ছয়ভাগ উন্নত; তিনি সর্বলক্ষণ-
 সম্পূর্ণা যোষিৎগণের বিরোরত-সদৃশী লোকত্রেয়ে হর্ষভা । ৩২-৩৪

দেবী ধ্যানরূপ পঙ্করে আবদ্ধ মুনিদিগের মনকেও দর্শনমাত্রই যোগব্রহ্ম
 করিতে সক্ষম । ৩৫

শঙ্কর, গিরিরাজের বাক্যানুসারে মনোহরা, তপস্যা ও ধ্যানাবির নিত্য-
 বিম্ব-হেতু, অনুরাগবর্জিনী কামরূপিণী গিরিতনয়াকে দেখিয়া উপবেশনের
 নিমিত্ত বলসঙ্গে অবলম্বন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন । ৩৬

গিরিরাজ । তোমার তনয়া সহীগণের সহিত নির্ভয়ে নিত্য আমার
 সেবাতে রত হইয়া এখানে অবস্থান করুক । এই কথা বলিয়া মহাদেব সেবার
 নিমিত্ত দেবীকে আদেশ করিলেন । ৩৭

ইদমেব মহৈশ্বর্যং যদ্বিষ্টো ন হি বিয়যেৎ ।
 নির্বিয়ং স্থানমাসান্য যতপঃ ক্রিয়তে বিষ্টৈঃ ॥ ৫৮
 সবিষ্টো বিয়যেতুং যঃ পরিত্যজ্য প্রবর্ততে ।
 তদ্ব্যহতক তপসাঃ ধীরতা চ তপস্বিনাম্ ॥ ৫৯
 ততঃ বপুৰমাতাতো গিরিরাট্ পরিচারকৈঃ ।
 হরচ্চ দ্যানযোগেন পরং চিন্তয়িতুং স্থিতঃ ॥ ৬০
 কালী সখিজ্যাং সহিতা প্রত্যাহ চন্দ্রশেখরম্ ।
 সেবমানা মহাদেবং গমনাগমনে স্থিতা ॥ ৬১
 কদাচিত্ সহিতা কালী সখিজ্যাং শঙ্করাগ্রতঃ ।
 বিত্তয়তী শুভং গীতং শঙ্করকান্তনোত্তমা ॥ ৬২
 কদাচিত্ কুলপুষ্পাদিসমিদ্ধারি হরায় সা ।
 সখিজ্যাং স্থানসংকারং কুর্ক্বতী কুবসত্তমা ॥ ৬৩
 কদাচিত্গ্রে নিরুতা স্থিতা চন্দ্রভূতো মুখম্ ।
 বীকতা চিন্তয়ামাস সকামা চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৬৪
 যদা কর্ণধোষু সা বাক্যে ভবা ভংকর্য চেষ্টতে :
 কৃত্যহীন্য যদা সা তু তদৈবাচিন্তয়দ্বয়ম্ ॥ ৬৫
 কদা মায়েষ ভূতেশঃ কর্তা পানিগ্রহীতিকাম্ ।
 কদা মরা সময় বতা নানসম্ভাবভাবনৈঃ ॥ ৬৬
 ইতি চিন্তাপরা কালী যত্নেহপি পরমেশ্বরম্ ।
 অর্চয়ত্যেব পরমং সদাচিন্তনতুং পরা ॥ ৬৭

বিষ্টের কারণ সত্ত্বেও তাঁহার বিষ্ট হইয়া না, তাঁহারই মহৈশ্বর্য্য। নির্বিষ্ট স্থানে বিয়গণ যে তপস্যা করে, তাহা হইতে—বিষ্টযুক্ত স্থানে বিয়হেতুকে পরাভব করিয়া যে ব্যক্তি তপস্যা করে, তাহারই মহত্ব ও তাপসদিগের মধ্যে তপস্যার ধীরতা। ৫৮-৫৯

তাহার পর গিরিরাজ, পরিচারকবর্গের সহিত স্বমন্দিরে গমন করিলেন। হরও পরম ব্রহ্মের চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ৬০

কালী সখীগণের সহিত প্রত্যাহ চন্দ্রশেখর মহাদেবের সেবাতে রত হইয়া গমনাগমন করিতে লাগিলেন। ৬১

কোন সময়ে কালী, সখীগণের সহিত শঙ্করসমক্ষে শঙ্করদ্বারে গান করিতে লাগিলেন, কোন সময়ে তিনি সখীকুলসহ সমিধ-বারি-পুষ্পাদি আহরণ করিয়া স্থান করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬২-৬৩

কোন সময়ে অভিলাষিণী হইয়া চন্দ্রশেখরের অগ্রে তাঁহাকে চিন্তা করত তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেন। ৬৪

যে সময়ে কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, সে সময়ে তাঁহার কার্য্য করিতেই চেষ্টা করিতেন; সে সময়ে কোন কার্য্য না থাকিত, সে সময়ে হরকে চিন্তা করিতেন। ৬৫

কোন সময়ে ভূতেশ আমার পানিগ্রহণ করিবেন এবং কোন সময়ে নানাক্রমে সম্ভাবে আমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন; কালী সর্বদা এইরূপ চিন্তাবিত্তা হইয়া যত্নেও পরমেশ্বরকে অর্চনা করিতেন। ৬৬-৬৭

অগ্রং গতা যদা কালী প্রধায়াতি মহেশ্বরম্ ।
 তদা তদেদ ভূতেশস্তাং নিসর্গপরিহিতাম্ ॥ ৪৮
 কিন্তু গর্ভ-গতে বীজৈর্ভূতদেহেতি তাং তদা ।
 নাগ্রহীন্নিগরিণঃ কালীং ভাৰ্য্যার্থে হৃৎকৃতাম্ ॥ ৪৯
 মহাদেবোহপি তাং দৃষ্ট্বা তদৈবেদমচিন্তয়ৎ ।
 কথমেযা তপশ্চর্য্যাত্ততং কুর্যাদ্ গিরেঃ সূতা ॥ ৫০
 কৃতব্রতাং গ্রহীত্বাষি গর্ভ-বীজবিবৰ্জিতাম্ ।
 কালীং ভাৰ্য্যাং বদন্তিতাং যোনিজামতিদৃষিতাম্ ॥ ৫১
 ব্রজেন চাখ সংস্কারৈর্গর্ভ-বীজং বিমুচ্যতে ।
 তস্মাদ্ ব্রতং যথা কালী কুর্য্যাত্তদমুচ্যতে কথম্ ॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সঙ্কিত্য ভূতেশস্তদা ধ্যানমনাঃ স্থিতঃ ।
 ধ্যানাসক্তস্য তস্যাপি নাশ্চিন্তা বাজায়ত ॥ ৫৩
 কালী তন্মদিনং শঙ্কুং ভক্ত্যা ভূষয়সেবতে
 বিচিন্তয়ন্তী সততং তস্য রূপং মহাশ্বনঃ ॥ ৫৪
 হরো ধ্যানপরঃ কালীং নিত্যং প্রভাষতঃ স্থিতাম্ ।
 বিন্মৃত্য পূৰ্ব্ববৃত্তান্তং পশুন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৫৫
 এতন্নিম্নস্তরে দেবাংস্তারকো নাম দৈত্যরটি ।
 ববোধে সৰ্বলোকান্তঃস্থ ব্রহ্মণো বদদপিতঃ ॥ ৫৬

যে সময়ে কালী সম্মুখে থাকিয়া মহেশ্বরকে ধ্যান করিতেছেন, সে সময়ে সৰ্বভূত-ঈশ্বর গিরিণ, এখনও কালী গর্ভ-গত বীজের দ্বারা শরীর ধারণ করিতেছে, এই বলিয়া নিসর্গ-সুন্দরী ধৃতব্রতা সেই কালীকে ভাৰ্য্যাভে গ্রহণ করিলেন না । ৪৮-৪৯

মহাদেবও তাঁহাকে দেখিয়া এই চিন্তা করিলেন, গিরি-সূতা তপস্যাচরণ করত ব্রত করিতেছে কেন ? ৫০

কৃতব্রতা গর্ভ-বীজ-বিজিতা হইলে ইহাকে গ্রহণ করিব ; কালী ভাৰ্য্যা হইলে মুদ্রিতা হইবে, কিন্তু এ ভয়ণী যোনি-জাতা অতএব দৃষিতা । ৫১

যাহাতে ব্রত ও সংস্কারের দ্বারা গর্ভ-বীজ অনিত দোষ দূর হয়, কালী সেই রূপ ব্রত করিতে বদ্ধ করুক । ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূতেশ, এই চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—ধ্যানাসক্ত হইয়া তাঁহার অন্য চিন্তার উদ্ভব হইত না । ৫৩

কালীও প্রতিদিন ভক্তপূর্ব্বক শঙ্কুকে সেবা করিতে লাগিলেন এবং সতত তাঁহার রূপ চিন্তা করিতেন । ৫৪

ধ্যানস্থ হইয়া, পূর্ব্বচিন্তা বিন্মৃত হইয়া নিরন্তর সম্মুখস্থিত্য কালীকে দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মন করিতেন না । ৫৫

ইহার মধ্যে তারক নামক অসুররাজ ব্রহ্ম-বরে দর্পিত হইয়া দেবতাদিগকে ও সমস্ত জগৎস্থিত লোকদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল এবং ত্রিভুবন বন্দী-কৃত করিয়া গ্রহণ ইচ্ছা হইল । ৫৬

বনীকৃত্য স লোকাংস্ত্রীন্ বহুমিচ্ছো বহুং হ ॥ ৫৭
 বিজ্ঞায্য সকলান্ দেবান্ দৈত্যান্ স্বাস্তব্গপদেবু চ ।
 স্বয়ং নিমোজ্যামাস দেবযোনিমু চাগ্যসৌ ॥ ৫৮
 ন হমঃ হেচ্ছতা লোকাংস্ত্রীশ্চিন্ বাজি নিহচ্ছতি ।
 ন হেচ্ছতা তথা সূর্যো লোকাংস্ত্রপতি তত্ত্বাৎ ॥ ৫৯
 চক্ৰস্ত নৰ্ম্মসাচিব্যং তস্য কুৰ্ব্বন্ ন বশিষ্ঠিঃ ।
 বায়ুস্য সহ সহস্র্য তৎসেবাং বিদধে নিশমু ॥ ৬০
 সদা সৌগন্ধ্যবাস্তৌর্ঘৈত্যাভিহুতসংযুতঃ ।
 তং বীজয়ন্ ববৌ বায়ুঃ শাসনাত্তত্ব ভূততঃ ॥ ৬১
 ধনদোহিণি যথাসাং বনমাধার যত্নতঃ ।
 সাবধানত্ব সেবামকরোস্তারকেচ্ছতা ॥ ৬২
 অগ্নিত্বগ্যাভবৎ সূর্যঃ শাসনাত্তারকস্য তু ।
 ব্যজনাশ্চ ভোজ্যানি চক্রে তস্যোচ্ছতা তদা ॥ ৬৩
 নিৰ্দ্ধতিতস্য সত্তত্তং সহিতঃ সৰ্ব্বরাক্ষসৈঃ ।
 তদান্ সকলান্ বাহনানি কারয়ামাস সাংসারং ॥ ৬৪
 নৃত্যভিহুতপদোভিহুত স্তবতিঃ সূতমাগবৈঃ ।
 গাবমামৈশ্চ গজৈর্ধ্বঃ সন্ধিক্রীড় সুবান্ বিম্বন ॥ ৬৫
 এবং ন সৰ্ব্বলোকাংস্ত্র মিত্যপাথ বিলোড়য়ন্ ।
 লোকেষু সারান্ সারান্ত দেবানামপ্যাগ্রহীৎ ॥ ৬৬
 ভেনাভিবাষিতাঃ সৰ্ব্বৈ দেবাঃ শক্রপুত্রোদমাঃ ।
 ব্রহ্মাণং শরণং জগদ্রনাথা নাথমুত্তমম্ ॥ ৬৭

তারক তিনলোক অস্ত করিয়া নিজেই ইন্দ্র হইল এবং সমস্ত দেবতাদিগকে
 হারাইয়া স্বকীয় দৈত্যগণকে সেই পদে নিযুক্ত করিল । ৫৭-৫৮

তারক রাজা হইলে, বহু ইচ্ছাবশত লোকদিগকে শাসন করিতে পারিতেন
 না । সূর্য্যও তাহার গুণে লোকদিগকে ইচ্ছামত তাপ দিতে পারিতেন না । ৫৯

চক্রে বশি বিস্তার করিয়া তাহার নৰ্ম্ম-সাচিব্য করিতে লাগিলেন । বায়ু
 নিরন্তর সূর্য্যের গজীর ও স্তিহ হইয়া তাহারই সেবাতে রত হইলেন । তারকের
 শাসনে বায়ু সৰ্ব্বদা তাহাকে বীজয়ন করিতে লাগিলেন । ৬০-৬১

কুবেরও সারভূত ধন গ্রহণ করিয়া তারকের ইচ্ছানুসারে তাহার সেবা
 করিতে আরম্ভ করিলেন । ৬২

তারকের ইচ্ছানুসারে অগ্নি পাচক হইলেন,—বাহন ও অস্ত্র ভোজনীয় বস্ত্র-
 সকল তাহার ইচ্ছামত পাকাদিসম্পন্ন করিতে লাগিলেন ; নিৰ্দ্ধতি সমস্ত
 রাক্ষসগণের সহিত গুণে অস্ত্র গজ ইত্যাদির নিকা দিতেন । ৬৩-৬৪

তারক অশ্বগণের নৃত্য কর্ণনে, শাপধনিধের স্ততিপাঠ শ্রবণে, গজর্ধ-
 গণের গান শ্রবণে, পরিভূত হইয়া দেবতাদিগকে ঘের করত ক্রীড়া করিতে
 লাগিল । ৬৫

ত্রিধপতে সমস্ত লোকদিগকে বিলোড়ন করিয়া লোক-চরিত্র দেবতাদিগের
 সার সার বস্ত্র গ্রহণ করিল । ৬৬

শক্র প্রভৃতি বৈবসণ তারকের উৎপীড়নে পীড়িত হইয়া অনাথনাথ ব্রহ্মার
 শরণাগত হইলেন । ৬৭

তে প্রণম্য সূর্য্যঃ সৰ্ব্বৈ পুরুষুতপূৰ্ব্বোৎসবঃ ।
ইদমুচ্যমানঃ সৰ্ব্বলোকপিতামহম্ ॥ ৬৮

দেবা উচুঃ—

লোকেশ ভারকো নৈত্যো বরেণ তব দৰ্শিতঃ ।
নিরস্ত্রাস্ত্রান্ হঠানশ্চিহ্নয়ান্ স্বয়মগ্রহীৎ ॥ ৬৯
স্মিতস্মিতং বাবতেহস্তান্ যত্র তত্র স্থিতা বসম্ ।
পলায়িতাশ্চ পশ্চাতঃ সৰ্ব্বকাষ্ঠাসু ভারকম্ ॥ ৭০
অগ্নিৰ্যমোহথ বরুণো নিষ্কৃতিবায়ুরেব চ ।
তথা মনুষ্যধৰ্ম্মা চ সৰ্ব্বৈঃ পরিকরৈৰ্মুতঃ ॥ ৭১
এতে তেনাঙ্কিতা ব্রহ্মন্ দেবাস্তস্মৈব শাসনাৎ ।
অনিচ্ছাকার্য্যনিরুতাঃ সৰ্ব্বৈ তস্যানুজীবিনঃ ॥ ৭২
যা দেববনিতাঃ স্বৰ্গে যে চাপ্যম্বরসাক্ষিনাঃ ।
ভান্ সৰ্ব্বানগ্রহীদ্বৈতাঃ সার্বং লোকেষু যত্ন বৎ ॥ ৭৩
ন যজ্ঞাঃ সপ্তবর্ত্তনৈ ন তপস্ততি তাপসাঃ ।
দানধৰ্ম্মাদিকং কিঞ্চিৎ ন লোকেষু শ্রবর্ত্ততে ॥ ৭৪
উগ্ৰ সেনাপতিঃ পাপঃ ক্রৌঞ্চো নামাস্তি দানবঃ ।
স পাতালভলং গতা বাবতেহহর্নিশং প্রজাঃ ॥ ৭৫
উগ্ৰাস্ত্রং ভারকেনেনং সকলং ভুবনত্রয়ম্ ।
হুতং সৰ্ব্বং জগজ্জাহি পাপাতস্ত্রাৎ পিতামহ ॥ ৭৬
বরক যত্র হ্যস্লামস্তংহানং বিনিবেশয় ।
হহানাজ্জাবিতান্তেন লোকনাথ জগদুত্তরোঃ^১ ॥ ৭৭

ইজ্ঞ প্রভৃতি দেবগণ লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন । ৬৮

সর্বলোক-ঈশ্বর ভারক-নৈত্য আপনার বরে দর্শিত হইয়া, আমাদিগকে হঠাৎ নিরাস করত বিবর সকল গ্রহণ করিয়াছে । ৬৯

দিবা রাত্রি আমাদিগকে পীড়া দিতেছে, আমরা যেখানে সেখানে অবস্থান করিতেছি ; আমরা পলায়িত হইয়াও সমস্ত দিকেই ভারককেই দেখিতে পাই । ৭০

ব্রহ্মন্ ! অগ্নি, যম, বরুণ, নিষ্কৃতি, বায়ু, কুবেরাদি দেবগণ—তাহার শাসনবশতঃ পরিবারবর্গের সহিত নিত্য পীড়িত হইতেছেন ; ইহাদিগকে অনিচ্ছাতেও কার্য করিতে হয় এবং সকলেই তাহার অনুজীবী । ৭১-৭২

সমস্ত দেব-বনিতা ও অম্বরগণ এবং যাহা লোকে সারভূত, নৈত্য সে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে । ৭৩-৭৪

বর্ত্তমান সময়ে যজ্ঞ হইতেছে না, তপসগণ তপস্যা করিতেছে না এবং দান ধৰ্ম্মাদি কার্য্যও কিছুই দেবলোকে হইতেছে না । ৭৫

তাহার সেনাপতি ক্রৌঞ্চ নামে দানব, পাতালে গমন করিয়া দিবারাত্র প্রজাদিগকে পীড়া দিতেছে । ভারকের উৎপীড়নে জগৎ প্রাকুল হইতেছে । অতএব পিতামহ ! পাপিষ্ঠ ভারক হইতে জগৎ পরিত্রাণ করুন । ৭৬-৭৭

১। উত্তরো—ইতি পাঠান্তরম্ ।

হ্রস্বো গতিশ্চ শান্তা চ স্বং নস্তাতা পিতা প্রমুঃ ।
 হ্রস্বো ভুবনানাঞ্চ স্থাপকঃ পালকঃ কৃতী । ৭৮
 ভ্রাতৃদ্বাষষ্ঠ্যাকাংখ্যো বহৌ দক্ষাঃ প্রজাপতে ।
 ন ভবামস্তথা কর্তৃং ভবতা যুজ্যতেহধুনা । ৭৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সুরাণাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 প্রত্যুবাচ সুরান্ সর্বাংস্তং-কালসদৃশং বচঃ । ৮০

ব্রহ্মোবাচ—

যমৈব বরদানেন ভারকাখাঃ সমেধিতঃ ।
 ন যন্তস্তস্য যরণং যুজ্যতে ত্রিদিবৌকমঃ । ৮১
 যুজ্যাকঞ্চ প্রতীকারঃ কর্তব্যঃ প্রতিকর্ষণি ।
 কিন্তু সম্যক্ ন পশ্যামি প্রতিকর্তৃং প্রচোদিতঃ^১ । ৮২
 ভ্রাতৃদ্বাষষ্ঠ্য ভারকাখাঃ ব্রহ্মমেততি সঙ্কল্পম্ ।
 তথা যুজ্যং সংবিন্ধ্যস্তপসেন করত্বহম্ । ৮৩
 ন ময়া ভারকো বধ্যো ন তথা বনয়ালিনা ।
 নু হরণে তথা বধ্যো নাটকরপি সুতৈর্নরৈঃ । ৮৪
 এষ এব ব্রহ্মো দস্তো ময়া তস্মৈ তপসাতে ।
 উপায়শ্চিহ্নিতশ্চান্তি তৎকর্তৃন্ত সুরোত্তমাঃ । ৮৫
 সত্যো দাক্ষায়ণী পূর্বং ভ্যক্তদেহা স্বক্ময়নে ।
 অগচ্ছগ্নয়নকারং দেবী শৈলরাজন্য ঘোষিতম্ । ৮৬

আমরা যে স্থানে ছিলাম, সেইস্থানে পুনর্ব্বার স্থাপন করুন। হে লোকনাথ! হে অগস্ত্যুরো! আমরা ভারক কর্তৃক বহান হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। ৭৭

আপনি আমাদের গতি, শান্তা, ভ্রাতা, পিতা ও মাতা এবং ত্রিভুবনের স্থাপক ও পালক; তাহা হইলে হে-প্রজাপতে! যাহাতে আমরা ভারক-রূপ বহিতে দক্ষ না হই, তাহাই এখন আপনার করা উচিত। ৭৮-৭৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য অবগণ করিয়া দেবগণকে সম্মোচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৮০

হে দেবগণ! আমরাই বর দানে ভারক অন্তর গর্ভিত হইয়াছি, আমরা হইতে তাহার যরণ যুক্তিযুক্ত নহে; তোমাদের প্রতিকার সমস্ত কার্য্যেই কর্তব্য কিন্তু তাহার প্রতিকার করিতে প্রকাশরূপে সক্ষম হইব না; যাহাতে ভারক যরণ করপ্রাপ্ত হয়, তাহাই তোমরা বৃত্ত কর;—আমি তাহার উপদেশ দিতেছি। ৮১-৮৩

ভারক—গ্রাম্য, নারায়ণের, ব্রহ্মদেবের এবং অন্য দেবগণের—কাহারও বধ্য নহে এই বর আমি উপসর্গকালে সেই ভারককে দিয়াছি, কিন্তু এক উপায় আছে, হে সুরোত্তমগণ! তাহাই কর। ৮৪-৮৫

দাক্ষায়ণী সত্য, পূর্ব্ব প্রাগভ্যাগ করিয়া শৈল-রমণী মেনকা-সমীপে আগমন

তাং সমুৎপাদয়ামাস যেনকাজঠরে গিরিঃ ।
 লক্ষ্মীমিব পুরা খ্যাভ্যাং ভূতঃ স্বতনরো যম ॥ ৮৭
 তামবস্তং মহাদেবঃ কুর্য্যৎ শানিগ্রহীতিকাম্ ।
 যথা স নচিরান্তকামনুরক্তো ভবেৎ সুরাঃ ।
 তথা বিদম্ভং সুতরাং তন্ত্বেজঃ প্রতিকর্তৃ বঃ^১ ॥ ৮৮
 তদুর্দ্ধবেতসং শত্ৰুং নৈব প্রচ্যুতবেতসম্ ।
 কর্তৃং সমর্থো নাশান্তি কাচিদপ্যদমা পরা ॥ ৮৯
 তস্য তেজশ্চ্যুতং যচ্চ তস্মাদ্যো জায়তে সুতঃ ।
 স এষ তারকাখ্যস্য হস্তা নাশস্ত বিদ্যতে ॥ ৯০
 সা সুতা গিরিরাজস্য সাম্প্রতং রুড়যৌবনা ।
 তপস্যন্তঃ গিরিপ্রস্থে নিত্যং পর্য্যেযতে হরম্ ॥ ৯১
 বাক্যাক্রিয়বতঃ সা তু কালী নাম্না নিবেষতে ।
 সবিশ্যাং সহ সর্বজ্ঞং ধ্যানস্থং পরমেশ্বরম্ ॥ ৯২
 তামপ্রতো বর্তমানাং ত্রিলোকবরবর্ধিনীম্ ।
 ধ্যানাসক্তো মহাদেবো যনমাপি ন চেচ্ছতি^২ ॥ ৯৩
 যথা সমীহতে ভাৰ্য্যাং কালীং স চন্দ্রশেখরঃ ।
 তথা কুরুধ্বং ত্রিদশা নচিরাদেব যত্নতঃ ॥ ৯৪
 স্বস্থানং ভবতাং স্বর্গস্তস্মাত্তারকমপ্যহম্ ।
 নিবর্তয়িষ্যে সঙ্কম্য গচ্ছধ্বং বিগতজ্বরঃ ॥ ৯৫
 ইত্যানু^৩ সর্বলোকেশস্তারকাখ্যমুপহিতঃ
 উপসঙ্কম্য বচনং সমাভ্যাব্যদমব্রवीৎ ॥ ৯৬

করিয়াছিলেন ; গিরি তাহাকে যেনকাজঠরে উৎপাদন করিয়াছেন ;—যেদ্রুপ
আমার তনয় ভূত পূর্ব্বে স্বকীয় স্ত্রীতে লক্ষ্মীকে উৎপাদন করিয়াছিল । ৮৬-৮৭

মহাদেব সেই গিরি-কস্তুর অবশ্য পানি-গ্রহণ করিবেন ; হে সুরগণ ।
যাহাতে মহাদেব, শীঘ্র অনুরক্ত হইতে পারেন, তাহাই চেষ্টা কর, তাহার তেজ
আপনাদের প্রতিকারে সমর্থ হইবে । ৮৮

সেই উর্দ্ধরেতা শত্ৰুকে গিরি তনয়ই প্রচ্যুতরেতা করিতে সক্ষম, অন্য কোন
স্ত্রী যে বিধয়ে সক্ষম হইবে না । শত্ৰুর পরিত্যক্ত তেজ হইতে যে পুত্র জন্ম-
গ্রহণ করিবে, সেই তারকের হস্তা ; অথ কেহই তাহাকে বধ করিতে সক্ষম
হইবে না । ৮৯-৯০

সম্প্রতি সেই গিরিরাজ-সুতা পূর্ণ যৌবনা ; তিনি গিরিপ্রস্থে ধ্যান-ব্রত
হরকে নিত্য সেবা করেন । ৯১

হিমালয়ের বাক্যানুসারে সখীগণ-সহ কালীনাম্নী গিরিসুতা সর্বজ্ঞ ধ্যানস্থ
পরমেশ্বরকে নিরন্তর সেবা করেন । ধ্যানাসক্ত মহাদেব সমুদ-স্থিতা ত্রৈলোকা-
সুন্দরী কালীকে যনের দ্বারাও ইচ্ছা করেন না । ৯২-৯৩

হে ত্রিদশগণ । চন্দ্রশেখর যাহাতে কালীকে ভাৰ্য্যাভে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ
চেষ্টা কর, তাহা হইলে অচিরে স্বস্থান স্বর্গপুর লাভ করিতে পারিবে ; তবে
তারককেও আমি গমন করিয়া নিবৃত্ত করিব । হে নির্জরগণ । তোমরা বমন
কর । ৯৪-৯৫

১। প্রতিকর্তৃকঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। চেচ্ছতি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভো ভো ভারক মা স্বর্গরাজ্যং ত্বং পরিণামি ভোঃ ।
 তদৰ্থং ন তপস্তপ্তং সময়ে ভবতা পুরা ॥ ৯৭
 বরো নাপি বরা দন্তো ন যরা স্বর্গরাজতা ।
 তস্মাৎ স্বর্গং পরিত্যজ্য কিতৌ রাজ্যং সমাচর ॥ ৯৮
 দেবভোগ্যানি ভূতৈব সন্তবিশ্রুতি ভেদসূত্র ।
 ঈড়্যন্ত্ৰ, সর্বলোকেশভূতৈবাস্তববীৰভ ॥ ৯৯
 স ভারকঃ পরিত্যজ্য স্বর্গং কিতিমখ্যাত্যহাৎ ॥ ১০০
 ভূতৈব সংস্থিতো দেবান্ বাধতে অ স নিক্যশঃ ।
 ইন্দ্রং করপ্রদং চক্রে নিদেশহুং মহাবলম্ ॥ ১০১
 ভূমিভ্রঃ সত্যতং দেবভোগ্যানি বিতরন্ যুহঃ ।
 সেবমানঃ কমো নাভুৎ সন্তোষহিতুমীশ্বরম্ ॥ ১০২
 এবং ভেনাঙ্গিতা দেবা মনুনা পরিপীড়িতাঃ ।
 বিধাতুরূপদেশেন যত্নং চক্রুর্হবারম্বে ॥ ১০৩
 তত ইন্দ্রেহিৎ গুরুণা সঙ্গম্য কৃতনিশ্চয়ঃ ।
 কুসুমেশুং সমাহুয় বচনক্লেদমব্রবীৎ ॥ ১০৪

ইন্দ্র উবাচ—

ভদ্রেদং পাল্যতে বিশ্বং ত্বয়া বিশ্বং প্রসূরতে ।
 ত্বং ব্রহ্মবিশ্বকৃত্রাণাং প্রীতিহেতুঃ পুরা ভবঃ ॥ ১০৫
 ব্রহ্মা প্রীত্যা যথা পূর্বমগৃহ্মাচরিত্ত্বতাম্ ।
 সাবিত্রীং মাহবো লক্ষ্মীং সত্যীং নাক্ষত্রবীং হরঃ ॥ ১০৬

এই কথা বলিয়া সর্বলোকেশ ব্রহ্মা ভারকভবনে গমন করিলেন এবং তাহার নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন, অহে ভারক । তুমি স্বর্গ-রাজ্য শাসন করিও না; তোমার জন্ম কেহ তপস্তপ্ত করিতে পারিতেছে না ॥ ৯৬-৯৭

সময়ানুসারে পূর্বে বর প্রার্থনা করাতো আমি বরদান করিয়াছিলাম, কিন্তু স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্তির জন্ম আমি বর দিই নাই; অতএব স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া কিতিতলে রাজত্ব কর; সেই মর্ত্যলোকেই তোমার দেবভোগ্য সমস্তই হইবে । এই কথা বলিয়া সর্বলোকেশ ব্রহ্মা সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৯৮-৯৯

ভারকও স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া কিতিতলে গমন করিল; কিন্তু কিতিতলে থাকিয়াই নিরন্তর দেবতানিগকে পীড়া দিতে লাগিল । মহাবল ভারক, ইন্দ্রকে আদেশবর্তী করবহ করিল; ইন্দ্র, সত্যত দেবভোগ্য বস্তুসমূহ তাহাকে দিতে লাগিলেন; এইরূপ সেবা করিয়াও ঈশ্বর ভারকের সন্তোষ সাধন করিতে সক্ষম হইতেন না ॥ ১০০-১০২

এইরূপ সেবাপ্রদীপিত হইয়া ক্রোধেও অত্যন্ত অর্জুরিত হইলেন, হরের সারগ্রহণের প্রতি বিধাতার উপদেশানুসারে বহু করিলেন; তাহার পর ইন্দ্র, বৃহস্পতির সহিত যজ্ঞা করিয়া কুসুমেশকে ডাকিয়া এই কথা বলিতে অতিমত্ত করিলেন ॥ ১০৩-১০৪

ইন্দ্র বলিলেন, তুমি এই জগৎ প্রতিপালন করিতেছ, তুমিই এই বিশ্ব প্রসব করিয়াছ; তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইহাদিগের প্রীতির হেতু হও; যেকোন ব্রহ্মার

তাঃ প্রীতবে শূরা তেমাং দেবেশানাং যথা কৃত্য ।
 তথৈব কুরু মে প্রীতিং কাম প্রাপদুতাং সদা ॥ ১০৭
 ন ত্বং ন কনুচিং স্বর্গে পাতালে বাথ ভূতলে ।
 প্রিয়ঃ প্রাপদুতাং কাম সততং জগতাং যতঃ ॥ ১০৮
 দেবদানবযক্ষাণাং রক্ষসাং মানুষস্ব চ ।
 ত্বং পালকশ্চ কর্তা চ হ্রদয়ে চ প্রবর্তসে ॥ ১০৯
 তস্মাদ্ভুং সর্বজগতাং হিতাং কুরু চেত্তিতম্^১ ।
 দেবদানবযক্ষাণাং মানুহানাং মহাশয়নাম্ ॥ ১১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্চুড়া বচন্তস্য শক্রস্য মকরধ্বজঃ ।
 দেবরাজমুবাচেনং সূত্রীতন্তুসচোহমুতৈঃ ॥ ১১১
 যজ্ঞাহমীশিত্য শক্র ত্বং কর্ম বিদিতং ত্বয়া ।
 তস্মাদ্ভ্যমোচিতং শক্যং করিস্তে তন্নিবেশয় ॥ ১১২
 শক্বেব বাণা যুদযন্তে চ গুপ্তময়া যম ।
 চাপস্তথা পুষ্পময়ঃ শিক্তিনী ত্রমরাঙ্কিকা ॥ ১১৩
 রতির্মে দম্বিতা জায়া বসন্তঃ সচিবো যম ।
 যন্তা যজযজ্ঞে বায়ুর্মিত্রং যম সুধানিধিঃ ॥ ১১৪
 সেনাধিপো মে শূরারো হাবা ভাবাশ্চ সৈনিকাঃ ।
 সর্বে মে যুগবোহকুরা অহঙ্কানি তথাবিধঃ ॥ ১১৫
 যদ্যহেন যুজ্যতে কার্যং হীমাংস্তত্তেন যোজয়েৎ ।
 যম যোগ্যন্ত যং কর্ম তস্মাস্তপ্নিন্ নিবোজয় ॥ ১১৬

প্রীতি সাধনের নিমিত্ত পূর্বে ব্রতচরণে যত্ন সাবিজীকে গ্রহণ করাইয়াছিলে, মাধব লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, হর দাক্ষায়ণী সতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদিগকে প্রীতিযুক্ত কর । দেবেশদিগের সম্বন্ধে যেরূপ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলে, কাম ! তুমি দেবতাদিগের সেইরূপ প্রীতি উৎপাদন কর । ১০৫-১০৭

তুমি পাতালে, স্বর্গে, ভূতলে, কোন ব্যক্তির প্রিয় নও তাহা নহে,— জগতের প্রাণিস্বাত্ত্বেরই প্রিয় ; অতএব দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, মানব— ইহাদিগের সকলের তুমি পালক ও কর্তা এবং হ্রদয়েও সর্বদা বাস কর ; তুমি সমস্ত জগতের হিতের জন্য চেষ্টা কর ; দেব দানব, যক্ষ, দানব, সকলেরই হিতে রত হও । ১০৮-১১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মকরধ্বজ দেবরাজের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করত প্রীত হইয়া ইচ্ছাকে এই বাক্য বলিলেন,—হে শক্র ; আপনি যে কার্যের নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া আমাকে বলিতেছেন, সেটী আপনি অবগত আছেন ; যদি আমি সক্ষম হই এবং উচিত হয়, তাহা হইলে আদেশ করুন । আমার পাঁচটী যাজ্ঞ বাণ ; তাহা পুষ্পময়, অস্তিএব যুগ্ম ; সেইরূপ চাপ পুষ্পময়, ত্রমরাশ্রেণী গুণ ; রতি আমার দম্বিতা, বসন্ত সচিব, সারথি যজযজ বায়ু, চন্দ্র আমার মিত্র, সেনাপতি শূরার, হাবা-ভাব সৈনিক,—সকলই আমার কঠিনতাশূন্য, অতএব

ইন্দ্র উবাচ—

যৎ কাম্যমিতৃষিচ্ছামি ভবতা ভগ্নমোভব ।
 তাস্তে সমুচিতং কৰ্ম তন্নিম্ন পরিবৃত্তো ভবান্ ॥ ১১৭
 কৃতকৰ্মাপি তত্র কং কৃতী চাপি মনোভব ।
 ক্ষমন্তেঃ কিন্তু হঃসাধ্যং তস্তাং তত্র নিয়োজয়ে ॥ ১১৮
 জ্ঞয়েত্বে হি তপসাস্তং ধ্যানস্থং বৃষভক্ষকম্ ।
 পিত্তেহিহবতঃ প্রহ্মে নিরাকাক্ষং বধুকৃতৌ ॥ ১১৯
 জ্ঞং পিতৃবচনাং কালী তপস্যাস্তং নিষেবতে ।
 সখিভ্যাং সহিতা নিত্যং হরস্যানুমতেহধুনী ॥ ১২০
 অক্লিষ্টযৌবনাং তান্ত্রী ব্রীহত্মসপি সুন্দরীম্ ।
 ধ্যানাসক্তৌ মহাদেবো নেহতে মমসাপি চ ॥ ১২১
 সান্নিহাপো যথা তস্তাং জায়তে বৃষভক্ষকঃ ।
 তথা বিহংস দেবানাং হিতাম্ অগতামপি ॥ ১২২
 সহ সত্যা যথা রেমে সান্নিহাপো বৃষভক্ষকঃ ।
 তথৈতয়া পিরিজনয়া ব্রমতাং তৎকৃতেন বৈ ॥ ১২৩
 তস্তাঃ কৃতে তু যজ্ঞজঃ প্রচ্যুতং ব্যাধ্বকস্য বৈ ।
 ততো যো জায়তে সোহস্মাত্তারকামুজকৃতি- ॥ ১২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভতঃ স দেবরাজস্ত বচা শ্রুত্বা মনোভবঃ ।
 প্রাপ্তকালক্ সন্মার শাপং ব্রহ্মকৃতং পুরা ॥ ১২৫

যুহু ; আমিও সেইরূপ । যে যে কার্যে উপযুক্ত, ঐহান্ ব্যক্তি, তাহাকে সেই কার্যে নিয়োগ করেন ; যদি সে কার্য আমি দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিয়োগ করুন । ১১১-১১৬

ইন্দ্র বলিলেন, হে মনোভব । যে কার্য তোমা দ্বারা সম্পাদন করাষ্টতে ইচ্ছা করি, সেটী তোমার উচিত কার্য ; সে কার্যে তুমি বলবান্, কৃতকৰ্মা ও প্রাক্ত কিন্তু অন্নের সেটী হঃসাধ্য, সেই অন্ন তোমাকে নিয়োগ করিতেছি । ১১৭-১১৮

আমি শুনিতেছি, হিমালয়প্রস্থে বৃষভক্ষক ধ্যানস্থ হইয়া তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু দারগ্রহণে নিরাকাক্ষ ; পিতৃ-বাক্যানুসারে কালী, সখীগণ-সহ হরের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে নিত্য সেবা করিতেছে ; কিন্তু ধ্যানরত মহাদেব অক্লিষ্ট-যৌবনা অতি সুন্দরী সেই স্ত্রীরূপে মনের দ্বারাও ইচ্ছা করিতেছেন না । ১১৯-১২২

যেভাবে বৃষভক্ষক কালীতে অনুরক্ত হন, তুমি দেবতাদিগের ও জনতের হিতের অন্ন তাহার চেষ্টা কর । ১২৩

পূৰ্ব্ব যেরূপ বৃষভক্ষ সতীতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার যজ্ঞে পিরিতনয়ার সহিত তাঁহার ব্রমণাভিলাষ হউক । ১২৪

সেই পিরিতনয়ার প্রভাবে হরের রেতঃ স্ফুলিত হইবে ; তাহা হইতে যে পুত্র অন্নগ্রহণ করিবে, সেই আমাদিগকে তারকাসূরের ব্রহ্মণা হইতে উদ্ধার করিবে । ১২৫

সন্ধ্যাং প্রতি বিধাতারং যদা শত্রুং পরীক্ষিতুম্ ।
 কামোহনং পুষ্পবানৈত্তদা তমশপরিধিঃ ।
 শত্রুনেত্রাগ্নিদগ্ধত্বং ভবিষ্যসি বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥ ১২৭
 যদা কুর্যাদ্গিরিসুতাং হরঃ পাণিগৃহীতিকাং ।
 তদা তবান্ পরীক্ষণামহিষ্ঠতি সমগ্রতাম্ ॥ ১২৮
 ইতি শ্রুত্বা বিধেঃ শাপং ভীতোহপি মকরধ্বজঃ ।
 অঙ্গীচক্রে শত্রুবাक्याং কাল্যা যোজয়িতুং হরম্ ॥ ১২৯
 ইদং বচনং শ্রোত্ব তৎকালসদৃশং পুনঃ ॥ ১৩০

মদন উবাচ—

করিত্বোত্তমচঃ শত্রু হরং সম্মময়ামাহম্ ।
 কাল্যা গিরিজয়া সাক্ষং দাক্ষায়ণ্যা দধা পুরা ॥ ১৩১
 কিল্বেকং মম সাহায্যং কৰ্ত্তা ত্বং হরমোহনে ॥ ১৩২
 যদা সন্মোহনোহং হরং সন্মোহয়ামি চ ।
 তদা কুরু সহায়ং ত্বং স্বঃস্বমাপায়য়স্ব মাম্ ॥ ১৩৩
 প্রবিষ্টাহং সুব্রতিনা ন চিরচ্ছত্ররাত্রমম্ ।
 বিধায় পূর্বং মনসো বিকারং হর্ষণেন তু ।
 স মোহনেন সুদৃঢ়ং মোহয়িত্বো বৃষধ্বজম্ ॥ ১৩৪
 অরিস্তসি ত্বং সম্প্রাপ্তে কালে মাং মম পালনে ।
 অহং গচ্ছামি সহিতং তৎকর্তুং বলদূদন ॥ ১৩৫

যার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার পর ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোভবেয়—
 পূর্বে ব্রহ্মদত্ত শাপের কাল উপস্থিত, ইহাই অরুণ হইল । ১২৬

হে বিজগণ! যে সময়ে কাম অস্ত্রের পরীক্ষার জন্য সন্ধ্যাকে উদ্দেশ্য
 করিয়া বিধাতার প্রতি পুষ্পবর বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিধি
 তাঁহাকে শাপ দিয়াছেন,—তুমি শত্রুর নেত্রানলে দগ্ধ হইবে । ১২৭

যে সময়ে হর গিরিসুতার পাণি গ্রহণ করিবেন; সেই সময়ে তোমার
 সমস্ত শরীর ভস্মসাৎ হইবে । ১২৮

এইরূপ, ব্রহ্মার শাপ শ্রবণ করত কাম ভীত হইয়াও ইন্দ্রবাক্যানুসারে
 শিবকে কালীর সহিত যোগ করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন । ১২৯

কাম পুনর্বার ইন্দ্রকে তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন । ১৩০

মদন বলিলেন,—হে শত্রু! আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব । পূর্বে
 দাক্ষায়ণীর সহিত বৈরুপ হইয়াছিল, সেইরূপ গিরিজা কালীর সহিত হরের
 মিলন করাইব । ১৩১

কিন্তু হরের মোহ অশ্বাইবার সমস্ত আপনাদিগকে আমার সাহায্য করিতে
 হইবে । ১৩২

যে সময়ে সন্মোহনাত্ত দ্বারা আমি হরের সম্পূর্ণ মোহ অশ্বাইব, সেই সময়ে
 আমাকে সুস্থ করিতে হইবে, এই সহায়তা করিবেন । ১৩৩

আমি বসন্তের সহিত শীঘ্র শত্রুরাগ্রমে প্রবেশ করিব । প্রথমতঃ হর্ষণ বাণ
 দ্বারা মনের বিকার উৎপাদন করিয়া তাহার পর সন্মোহনাত্ত দ্বারা সেই গস্তীর
 বৃষধ্বজকে মোহিত করিব । ১৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তা স কপাহাধ যদনঃ শঙ্করাশ্রমম্ ।
 শক্রোহপি ত্রিদশান্ সৰ্বানিহমাহ বচস্তদা ॥ ১৩৬
 যুগং কুরুক্ষাং সাহায্যং যত্র যাতি মনোভবঃ ।
 তত্র তজ্জানুগম্যৈব সময়ে যাক্ বোধত ॥ ১৩৭
 যদা সমোহনেনারং সমোহয়তি শঙ্করম্ ।
 তদাহমপি যাত্যামি তত্র বোধত মাং সূতাঃ ॥ ১৩৮
 ইত্যুক্তান্তেন শক্রেণ দেবা কপূৰ্মনোভবম্ ।
 সোহপি গতা যত্র হরো গঙ্গাবতরণে দিবেঃ ।
 হিমভারভূতঃ সানো সুরভিক্ শ্রমোজ্জ্বলঃ ॥ ১৩৯
 ততস্তত্র গতে সমাক্ সুরভৌ তস্ত লক্ষণম্ ।
 অভবন্ন চিরাদেব তদ্বৎকলতানু চ ॥ ১৪০
 পুষ্পিতাঃ কিংতকাস্তত্র মজ্জনাঃ কেশকাস্তথা ।
 সরাংশি চ সপগ্নানি সবিকারাম্ভ অভবঃ ॥ ১৪১
 ববৌ বায়ুশ্চ গম্ভীরো গঙ্গুলঃ পুষ্পরেণুভিঃ ।
 শনৈঃ শনৈঃ সুখকরঃ কর্ষয়ন্ স হি মানসম্ ॥ ১৪২
 পক্ষিগণ্ড যুগাটৈশ্চ য়ে চাস্তে প্রাণধারিণঃ ।
 সিদ্ধাশ্চ কিম্বরাটৈশ্চ যন্তভাবঃ বিভেদনিরে ॥ ১৪৩
 চূতাঃ কুমুদিতাস্তত্র নবস্তবকভূষিতাঃ ।
 অশোকাঃ পাটলটৈশ্চ নাগকেশবকাকৃণাঃ ॥ ১৪৪

হে বলসুদন ; যে সময়ে কাল উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে বল-সুদন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন ; আমি কার্য্য করিতে গমন করিলাম । ১৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া যদন শঙ্করাশ্রমে গমন করিলেন এবং শক্রও সমস্ত দেবগণকে বলিলেন । ১৩৬

হে দেবগণ । মনোভব বে কার্য্যে গমন করিতেছে, তাহাতে আপনারা তাহার সাহায্য করুন এবং সেই স্থানে সময়ানুসারে আমাকে অবগত করাইবেন । ১৩৭

যে সময়ে সমোহনাজ্ঞ দ্বারা যদন মহাদেবকে মোহিত করিবে, সে সময়ে আমিও সেই স্থানে বাইব, আমাকে আপনারা জানাইবেন । ১৩৮

শক্র এই কথা বলিলে দেবগণ—মনোভব-সমীপে গমন করিলেন এবং যদনও হিমালয়ের গঙ্গাপ্রবাহস্থানে হরের তপস্তাভূমিতে বাইয়া সেই মানুতে অনুচর বসন্তকে নিয়োগ করিলেন । ১৩৯

তাহার পর সুরভি সেই স্থানে অবতীর্ণ হইল, কপকালমধ্যে তরু গুল্ললতা-দ্বিতে তাহার চিত্রে প্রকাশ পাইল । ১৪০

কিংতক, ব্রহ্মন, কেশর প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল ; সরোবর সমস্ত প্রফুল্ল পদ্মকূলে শোভা পাইতে লাগিল ; জন্তগণ বিকারভাব প্রাপ্ত হইল । ১৪১

বায়ু—গম্ভীর ও পুষ্পরেণু দ্বারা সুগন্ধিভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল । কাম, ধীরে ধীরে সুখকর কারণ সমস্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । ১৪২

যুগ, পক্ষী, সিংহ, কিম্বর প্রভৃতি জীবগণ যন্তভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল । ১৪৩

সবিকারা পপাশ্চাসন্ শঙ্করস্য তদা দিভাঃ ।
 প্রত্যক্ষতো যমুন্তেহপি বিকারং শঙ্কুসাক্ষমাৎ ॥ ১৪৫
 ভ্রমন্তি স্ম তদা ভ্রম ভ্রমরাঃ কুমুমোন্তবম্ ।
 পিনভো বহুশচ্ছতং শুভ্রতঃ সহ জায়য়া ॥ ১৪৬
 এবং প্রবৃন্তে সুরভৌ শৃঙ্গারোহপি গণৈঃ সহ ।
 হাবভাবযুতস্তত্র প্রবিবেশ হর্যাস্তিকম্ ॥ ১৪৭
 মমনঃ সগগন্তত্র নিবসংশ্চিরমেব হি ।
 ন দৃষ্টবাংস্তদা শস্তোশ্চিহ্নং যেন প্রবেক্ষ্যতি ॥ ১৪৮
 যদা চ প্রাপ্তবিবরস্তদা ভয়বিমোহিতঃ ।
 নাগ্রেসরোহভবতস্ত মদনো রতিবারিতঃ ॥ ১৪৯
 এবং কাতস্তস্য কালঃ প্রভূতো দ্বিজসত্তমাঃ ।
 নিরুপযগ্ন বা চাপ ছিদ্ৰং তস্য যতেস্তদা ॥ ১৫০
 জলংকালান্নিসঙ্কাসং তালুলকসমপ্রভম্ ।
 ব্যানহুং শঙ্করং কো বা সর্বসামন্তিভুং কদা ॥ ১৫১
 অধৈকদা গিরিসুতা কালী তস্যাতবৎ পুরঃ ।
 কুড়া পরীক্ষিং কর্তব্য্য সখিভ্যাং প্রণতা হিতা ॥ ১৫২
 শঙ্করোহপি তদা ধামং ত্যক্ত্বা কণমধ্যস্থিতঃ ।
 যোজয়ন্ বগবান্ কৃত্যে জ্যোতিশ্চিত্তাবিবর্জিতঃ ॥ ১৫৩

সেই স্থানে চূতবৃক্ষ কুমুদিত হইয়া অভিনব স্তবক দ্বারা ভূষিত হইল । হে দ্বিজগণ ! আলোক, পাটল, নাগকেশর ও করুণাদি বৃক্ষ সকল কুমুমস্তবকে সুশোভিত হইল । ১৪৫

নিবের প্রমথাদিপদসমস্তও বিকৃতভাষ প্রাপ্ত হইল । শঙ্কর ভয়ে ভাহারা প্রত্যক্ষভাবে বিকারজনিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিল না । ১৪৬

সেই স্থানে ভ্রমরকুল কুমুম-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং সুসুধর শুঞ্জন করিয়া জায়ার সহিত যমুপানে যত্ন হইল । ১৪৭

এইরূপ বসন্ত প্রবৃত্ত হইলে শৃঙ্গার, পরিজনের সহিত হাব-ভাব সহ বৃক্ষ হইয়া, হর-সমীপে উপস্থিত হইলেন । ১৪৮

মদন, সযন্ত পরিজনের সহিত এইরূপ অবস্থান করিয়া, শঙ্কর কোনরূপ ছিদ্ৰ পাইলেন না—হে, প্রবিষ্ট হইবেন । ১৪৯

যে সময়ে বা প্রবেশের ছিদ্ৰ প্রত্যক্ষ হয়, সে সময়ে তিনি ভয়ে আকুল হইয়া পড়েন । রতি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে বাধণ করিয়াছেন বলিয়া নিবের প্রতি অগ্রসর হইতেছেন না । ১৫০

হে দ্বিজগণ ! এইরূপভাবে মদনের অনেক কাল অতিবাহিত হইল ; বিশেষ সাবধানে প্রতীক্ষা করিয়াও প্রবেশের পথ পাইলেন না । ১৫১

জলন্ত-কালান্নি সদৃশ প্রদীপ্ত অত্যন্ত প্রভাশালী ধানহু সেই শঙ্করকে কোন ব্যক্তি বিকৃত করিতে সক্ষম হইবে ? ১৫২

অনন্তর গিরিজা কালী সখীগণের সহিত হরসমীপে তাঁহার কর্তব্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১৫৩

শঙ্করও ধান পরিত্যাগ করিয়া কণকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

তচ্ছিত্রং প্রাপ্য যদনঃ প্রথমং হর্ষণেন তু ।
 বাণেন হর্ষণমাস পার্শ্বং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১৫৪
 শৃঙ্গাবন্ত উদা ভাটবর্হাটবন্ত সহিতো হরম্ ।
 জগায় কামসাহায্যং কুর্ক্বন সুব্রজিনা সহ ॥ ১৫৫
 হর্ষণেনাতিশ্রুতিঃ শৃঙ্গারটোনিশেবিতঃ ।
 শঙ্করো বদনং কাল্যাঃ সাকৃতং সংবালোকয়ৎ ॥ ১৫৬
 তৎ প্রাপ্য বিবরং কামঃ পুষ্পং চাপে কয়োজয়ৎ ।
 সম্মোহনং পুষ্পবৃত্তং পুষ্পমালাবিবর্জিতম্ ॥ ১৫৭
 তদাত্তদক্ষিপে পার্শ্বে রুতিঃ প্রীতিস্ত বামতঃ ।
 পৃষ্ঠে বসন্ততুণীরং পৌশ্চমানায় সুন্দরঃ ॥ ১৫৮
 আকর্ষণপূরিভং পুষ্পং চাপমাকৃষ্ট সংযতঃ ।
 যদি যনোভবো বায়ুস্তথা তৎ সমুপেস্থিতান্ ॥ ১৫৯
 সহিতে পুষ্পবাণে তু গিরিজাং চন্দ্রশেখরঃ ।
 জাতিস্ত্রিষবিকারঃ সন্ ক্ষিপ্রত্বঃ সঙ্গমেহভবৎ ॥ ১৬০
 অমরাঃ শঙ্কসহিতাশ্চনা সর্কস বিমলগতাঃ ।
 সমাশ্বনোভবং মেনে সুরকতো নিবেশিতম্ ১৬১
 অথ সংযুত্যা সংযম্য নিগৃহ্য বিকৃতিং তদা ।
 ইন্দ্রিয়স্য মহাদেবঃ সহসেদং বাচিস্তয়ৎ ॥ ১৬২
 যোনিজাং গিরিজাং কালীং তপোব্রত-বিবর্জিতাম্ ।
 কথং সঙ্গমকামোহং ধর্ষমিচ্ছামি বৈ হঠাৎ ॥ ১৬৩

কাম, ভাবী চিত্তা না করিয়া পরিবারবর্গকে কার্যে নিয়োগ করিলেন এবং ছিত্র
 প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ পার্শ্বে অবস্থান করত হর্ষণ বাণ দ্বারা চন্দ্রশেখরকে হস্ত-
 পরতন্ত্র করিলে সে সময়ে শৃঙ্গার, হাবভাবও বসন্তের সহিত কামের সাহায্যার্থে
 গমন করিল । ১৫৪-১৫৫

হর্ষণবাণ-প্রভাবে ফুট শঙ্কর শৃঙ্গারাদির বশীভূত হইয়া কালীর বদন সান্নায়ে
 অবলোকন করিতে লাগিলেন । ১৫৬

কাম সেই ছিত্র পাইয়া পুষ্পবাণ যোজনা করিলেন ; বাণটী সম্মোহন ও
 পুষ্পবৃত্ত পুষ্পমালা দ্বারা বর্জিত, । ১৫৭

তাহার দক্ষিণপাশে রুতি, বামে প্রীতি, পৃষ্ঠে বসন্ত তিনি পুষ্পময় তুণীর
 গ্রহণ করিয়া সাবধানে কর্ণ পর্যন্ত সেই পুষ্পচাপ যে সময়ে আকর্ষণ করিলেন,
 সেই সময়ে বায়ু, গন্ধ বহন করিয়া হরসমীপে যাইয়া আঘোষিত করিল ;
 পুষ্পবাণ সংযত হইলে, চন্দ্রশেখর ইন্দ্রিয়-বিকার প্রাপ্ত হইয়া, গিরিতনয়াকে
 সন্তোষের নিমিত্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন । ১৫৮-১৬০

সেই সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিবেচনা করিলেন, দেবকার্য্যে যনোভবকে
 উপযুক্ত নিয়োগ করা হইরাছে । ১৬১

অনন্তর, মহাদেব ইন্দ্রের বিকৃতভাব শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিগ্রহ করিতে
 সংযম করিলেন এবং সহসা এই চিত্তা করিতে লাগিলেন । ১৬২

যোনিজা অনলুপ্তি-তপোব্রতা কালীকে অভিলাষ-বৃত্ত হইয়া হঠাৎ সন্তোষ
 করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইল কেন ? ১৬৩

তপোব্রতপবিত্রাজীং তপশ্চরণসংকৃতাম্ ।
 যথাযেব গ্রহীত্বামি সতীং দাক্ষায়ণীমিষ ॥ ১৬৪
 কথং বিকৃতকাষোহহমনিচ্ছন্নিব সাম্প্রভম্ ।
 কেনাপি চাকুষ্ট ইব চিকীর্ষুঃ সঙ্গমোত্তমম্ ॥ ১৬৫
 এবং বিকারহেতুং স নিশ্চিবল্লিঙ্ঘয়ন্ত তু ।
 পুরৌবলোকায়ামস সংহিত্তেত্বং মনোভবম্ ॥ ১৬৬
 এতন্নিম্নস্তবে ব্রহ্মা বিজ্ঞাতসময়ঃ সুরান্ ।
 দৃষ্ট্ৱা স্থানাদ্যজ্ঞস্যাম তৎসম্যাকমনুগ্রহাৎ ॥ ১৬৭
 ততঃ স কুপিভো দৃষ্ট্ৱা শক্তিভেদে মনোভবম্ ।
 জজ্ঞান জলনপ্রযাস্তং সিধক্ষুঃ প্রসম্ভ তু ॥ ১৬৮
 কামোহমং সময়ং জ্ঞাত্বা যাং যোহস্থিতুমিচ্ছতি ।
 মনো যে বদন্তঃ কৰ্ত্ত্বং তন্নয়ামি বয়ক্ষয়ম্ ॥ ১৬৯
 এবং বিচিন্তয়ানসা নেত্রোস্তাবিততেজসা ।
 বহ্নিভো স্তমেনা ভূক্তা ক্রোধং নেত্রাং সমর্জ্জ হ ॥ ১৭০
 তং ক্রোধাগ্নিঃসন্নিধানং জাতবেদঃ বরুণিশম্ ।
 জাত্বা কামস্য ভান্ বাণান্ পৌষ্পচাপনিঘরকান্ ।
 শক্তিং প্রাণাংস্তথাস্থানমাকৃষ্যাপালয়দ্বিধিঃ ॥ ১৭১
 উৎসারয়ামাস তস্মৈ বসন্তং স পিতামহঃ ।
 নিজশক্ত্যা তদা শত্ৰুক্রোধাস্তক্ষয়নোভবম্ ॥ ১৭২
 অথাকালগতা দেবাঃ ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্ৱা মহেশ্বরম্ ।
 প্রসীদ জগতাং নাথ কামে ক্রোধং পরিত্যজ ॥ ১৭৩

দাক্ষায়ণী সতীর কায় তপোব্রতানুষ্ঠান-পবিত্র-কলেবরা এবং তপশ্চরণে
 সংকৃত-শরীর! দয়িতাকে আমি নিজেই গ্রহণ করিব, কিন্তু সাম্প্রতি অনিচ্ছা-
 সত্ত্বেও একপ বিকৃতভিলাষী হইতেছি কেন? ১৬৪

আমার বোধ হইতেছে যেন কেহ আকর্ষণ করিয়া সঙ্গমে ইচ্ছা
 জন্মাইতেছে। ১৬৫

মহাদেব এইরূপ ইচ্ছিয়-বিকারের কারণ নিশ্চয় করিয়া সম্মুখে বাণ-সংযত
 পুষ্প-ধনু-হস্তে কামকে দেখিলেন। ১৬৬

এই অবসরে ব্রহ্মা সময় জানিতে পারিয়া দেবতাদিগকে দর্শন করিবার
 নিমিত্ত সেই দেব-সমাজে উপস্থিত হইলেন। ১৬৭

তাঁহার পর মহাদেব কুপিত হইয়া সংযত-বাণ মনোভবকে হঠাৎ বদ্ধ
 করিবার ইচ্ছায় ক্রোধে অগ্নিসদৃশ জ্বলিতে লাগিলেন। ১৬৮

এই কাল, সময় জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের কার্য উদ্ধারের জন্য আমার
 মনের যোহ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছে, অতএব ইহাকে যম-ভবনে প্রেরণ
 করিব। ১৬৯

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নেত্র হইতে ক্রোধবশতঃ বহ্নিত
 অগ্নির দ্বারা তেজ নির্গত হইল; পিতামহ, নেত্র-নিঃসৃত জলন-সদৃশ সেই
 ক্রোধাগ্নি দেখিয়া কামের পুষ্পবাণ, ধনু, শক্তি, প্রাণ, আত্মা এবং বসন্ত এই
 সমস্তই আকর্ষণ করিয়া কাম হইতে পৃথক করিলেন এবং নিজ শক্তি দ্বারা এই
 রূপে কামকে বক্ষা করিলেন। ১৭০-১৭২

স্বয়ং বধা পুরা নৃষিঃ শত্ৰুরূপেণ কর্ণণা ।
 যেন চংযোজিতং কর্ণং তং কৰোতি মনোভবঃ ॥ ১৭৪
 তস্মাত্তং বধনে শস্ত্রো ক্রোধোহুপসংহর ।
 প্রসীদ সৰ্বভূতেশ ভক্ত্যা ভাং প্রণতা বহুযু ॥ ১৭৫
 ইতি শ্রু বদতাং ভেষাধিবাসাং তদানলঃ ।
 ললাটচক্ষুঃসমুত্তো ভস্মাকারীমুনোভবম্ ॥ ১৭৬
 মচ্ছ, কামং তদাবহির্জালামালাতিদীপিতঃ ।
 সংস্তুজিতোহিহ বিধিনা হরং গন্তং শশাক ন ॥ ১৭৭
 মহাদেবোহপি ভক্তশ্চ মনোভবশরীরজম্ ।
 আদায় সৰ্বগাত্রেহু তুতিলেপং তদাকরোৎ ॥ ১৭৮
 লেপশেষাণি ভস্মানি সমানায় তদা হরঃ ।
 সগমোহুতর্কধে কালীং বিহায় বিধিসম্মতে ॥ ১৭৯
 ব্রহ্মা ক্রোধানলং শস্ত্রোর্মহন্তং সকলান্ সুবান্ ।
 বড়বারুপিপং চক্রে দেবান'ং পুরতন্তদা ॥ ১৮০
 বড়বাং ভাং তদা দেবাঃ সৌম্যাং জালামুখীং শুভান্ ।
 দৃষ্ট,১ নিক্ষিপন্নমসৌ বহুবুঃ পূর্বেপীড়িতাঃ ॥ ১৮১
 বড়বাং ভাং সমাদায় তদা জালামুখীং বিধিঃ ।
 সাগরং প্রযযৌ লোক-হিতায় জগতাং পতিঃ ॥ ১৮২
 সত্ৰাশ সাগরং ব্রহ্মা প্রোবাচ পরিপূজিতঃ ।
 যথাবাস্তেন বিপ্রৈস্ত্রাঃ সময়ক নিবেদয়ন্ ॥ ১৮৩

অনন্তর আকাশস্থ দেবগণ মহেশ্বরকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বলিলেন, হে অগম্য! আপনি এসময় হউন, কামের প্রতি ক্রোধ সঞ্চরণ করুন; আপনিই পূর্বে শত্ৰু-রূপে নৃজন করিয়া যে কর্ণে নিয়োগ করিয়াছেন, মনোভব, তাহাই করিতেছে, হে শস্ত্রো! আপনি কামের প্রতি নিক্ষিপ্ত ক্রোধানল সঞ্চরণ করুন; হে সৰ্ব-ভূতেশ। আমরা সকলে প্রণত হইয়া বলিতেছি, ক্ষান্ত হউন ॥ ১৭৪-১৭৫

দেবগণ এইকথা বলিতে বলিতে হরের ললাটস্থিত নেত্র হইতে উদ্ভূত অনল মনোভবকে ভস্মসাৎ করিল এবং অনল, কামকে দগ্ধ করত শিখামালাতে অভিযুক্ত উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রহ্মার কোশলে স্তুতিত হইয়া হর সমীপে যাইতে সক্ষম হইল না ॥ ১৭৬-১৭৭

অনন্তর ব্রহ্মদেব মনোভবশরীর-জাত ভস্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত শরীরে লেপন করিলেন; তাহার শেষভাগ গ্রহণ করত বিধির মতানুসারে গণসহ কালীকে পরিভ্যাগ করিয়া অন্তর্দ্বান হইলেন ॥ ১৭৮-১৭৯

ক্রোধানল, নর্শকবুলকে ভস্ম করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্রহ্মা তাহাকে দেবতা-দিগের সমক্ষেই, বড়বা-রূপ করিলেন ॥ ১৮০

সে সময়ে দেবগণ সেই অগ্নিপ্রভাবে পূর্বে পীড়িত হইয়াছিলেন, বর্তমান সময়ে জালামুখী সেই বড়বাকে দেখিয়া নিক্ষিপন্ন হইলেন ॥ ১৮১

তৎপরে জগৎপ্রভু বিধি, জালামুখী বড়বাকে লইয়া, লোকের হিতের জন্ত সাগরসমীপে গমন করিলেন ॥ ১৮২

অনন্তর হে বিপ্রৈঃগণ! ব্রহ্মা সাগরতটে গমনের পর সাগরের পূজা গ্রহণ করিয়া, একটি সময় প্রতিপালনের আদেশ করিলেন ॥ ১৮৩

অহং ক্রোধো মহেশস্য বড়বারূপম্বু কুয়া ।
 ছালাবুধঃ সদা ধার্যো যাবন্ন বিনষ্টান্যহম্ ॥ ১৮৪
 যদা তামহুমাগম্য বদামি সরিত্যাং পতে ।
 তদা ত্বয়া পরিত্যাগ্যঃ ক্রোধোহয়ং বড়বাম্বুধঃ ॥ ১৮৫
 ভোজনং ভবভুভোজম্ভেতস্তু তু ভবিত্ততি ।
 মহাদেবং বিদ্যার্যোহয়ং যদা নো য়ান্তি চান্তবম্ ॥ ১৮৬
 ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা নিকুরঙ্গীচক্রে তদা ক্রুধম্ ।
 গ্রহীতুং বড়বাবস্তুং লম্বোশ্চাশক্যমপ্যহম্ ॥ ১৮৭
 ততঃ প্রবিষ্টো জলধৌ পাবকো বড়বাম্বুধঃ ।
 বার্যোঘাম্বিদহনু সমাগ্ ছালামালাভিদীপিতঃ ॥ ১৮৮
 যদাভবজ্জত্বেনেত্রাদ্ভসাহ মদনং তদা ।
 অভবৎ সুমহাশকো ধেনাকশঃ প্রপূরিতঃ ॥ ১৮৯
 তেন শকেন মহতা কামদাহে কপেন চ ।
 সমীভ্যাং সহ ভীতাত্তুং কালী শোকযুতা তদা ॥ ১৯০
 তেন শকেন হিমবাংগচকিতো বিন্দিভুতদা ।
 সুতামেব জগামাত্ত পত্যাং কালীং হরাস্রমম্ ॥ ১৯১
 ত্যং তত্র কালীং তনয়াং ভয়শোকাকুলারু ততাম্ ।
 ক্ষুদ্রভীং শঙ্কুবিবহাদাসসাদাচশেষতঃ ॥ ১৯২
 আসাদ্য পানিনা তত্যা মার্জয়ন্নরনয়ম্ ।
 মা ভৈষীঃ কালি মা রোদৌরিভ্যাক্তা ত্যং তদাগ্রহীৎ ॥ ১৯৩

এই বড়বারূপ-ধারী মহাদেবের ক্রোধ, বতদিন আমি ইহাকে পুনর্বার গ্রহণ না করি, ততদিন তোমার—এই ছালাবুধ বড়বারূপ মহাদেবের ক্রোধকে ধারণ করিতে হইবে । ১৮৪

হে সরিতপতে । যে সময় আমি আগমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিব, সেই সময়ে এই বড়বাম্বুধ ক্রোধকে পরিত্যাগ করিও । ১৮৫

তোমার জলপান করিয়া বড়বা অবস্থান করিবে, তুমি ইহাকে বড়পূর্বক ধারণ করিবে, যেন অন্তরে না যাইতে পারে । ১৮৬

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে সাগর, বড়বাম্বুধ শঙ্কুর ক্রোধকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অশক্ত হইলেও অঙ্গীকার করিলেন । ১৮৭

তাহার পর বড়বাম্বুধ পাবক, সাগরে প্রবেশ করত ছালা-সমূহে প্রদীপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বারিসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল । ১৮৮

নিবনেত্রান্নি যে সময়ে মদনকে দগ্ধ করে, সে সময়ে যে শক হইয়াছিল, সেই শক্রে গঙ্গা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল । ১৮৯

মদন-দাহ সময়ে যে শক হইয়াছিল, সেই ঘোর শক্রে কালী সমীপণের সহিত ভীতা হইয়া শোকাকুলাও হইয়াছিলেন । ১৯০

সেই শক্রে হিমালয় বিন্দিভ ও চকিত-প্রায় হইয়া শিবের আশ্রমস্থিতা কালীর সমীপে বসন করিলেন । ১৯১

অচলেশ্বর এইখানে কালীকে ভীতা ও শঙ্কুবিবহে শোকাকুলা দেখিয়া, হস্তদ্বারা নরনয়ন মার্জনা করিলেন এবং বলিলেন, কালি । ভয় নাই, রোদন করিও না । ১৯২-১৯৩

ক্রোড়ীকৃত্য সুভাং তাস্থ হিমবানচলেশ্বরঃ ।
 স্বমাসমুখানিস্থে সাত্ত্বমাস চাঙ্কিতাম্ ॥ ১১৪
 অন্তর্হিত হরে কালী বিরহাস্তস্য সন্ততম্ ।
 নিবসন্তী পিতুর্গর্হে তশোচ মুমোহ চ ॥ ১১৫
 শৈলাধিরাজোহ্যথ মেনকাপি
 মৈনাকমুখোহপি সখীপরঞ্চ ।
 ভাং সাত্ত্বমাকুরুদীনসস্তাং
 হরং বিসম্ভার ভথাপি নোমী ॥ ১১৬

ইতি স্ত্রীকালিকাপুরাণে ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডের উবাচ—

অথ দেবমুনির্ঘাতো হিমবন্ধনিকরং তম ।
 নিবোধিতো বলভিদা নারদঃ কামগঃ পরম্ ॥ ১
 ন গতঃ পুঞ্জিতস্তেন হরেনেন মহাশ্বনা ।
 ভং সমুৎপূজা রহসি কালীং তামাসসাম হ ॥ ২
 আসাম কালীং স মুনিঃ সর্বোন্ম জ্ঞানশালিনীম্ ।
 উবাচেনং বচস্তথ্যং সর্বেষাং অগতাং হিতম্ ॥ ৩

এই বলিয়া গিরি, তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন । তাহার পর পীড়িতা কালীকে লইয়া নিজ ভবনে গমন করত সাত্ত্বনা করিতে লাগিলেন । ১১৪

নিব অন্তর্হিত হইলে কালী তাঁহার বিরহে নিরন্তর শোক ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পিতার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন । ১১৫

অনন্তর শৈলরাজ, মেনকা, মৈনাক প্রভৃতি ভ্রাতাগণ ও সখীপর, কালীকে সাত্ত্বনা করিলেন । তাহা হইলেও প্রবল পরাক্রান্তা কালী হরকেই নিরন্তর স্মরণ করিতে লাগিলেন । ১১৬

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪২

ত্রিচছারিংশ অধ্যায়
 লিখের প্রসঙ্গতা

মার্কণ্ডের বলিলেন ;—অনন্তর দেবমুনি কামচারী নারদ, শত্রুর নিরোপ-বশত হিমালয় মন্দিরে গমন করিলেন । ১

গিরিভবনে উপস্থিত হইবামাত্র অচল-রাজ তাঁহাকে পূজাদি সংকার করিলেন, তারপর মুনি অচল-রাজকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে কালীর সমীপে গমন করিলেন । ২

জ্ঞানশালিনী কালীকে প্রবোধ-বাক্য দ্বারা সাত্ত্বনা করিয়া সমস্ত অগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন । ৩

নারদ উবাচ—

শূণু কালি বচো মহ্যং সত্যং তদবধারয় ।
 সেবিতঃ স মহাদেবত্বয়েহ তপসা বিনা । ৪
 অনুরক্তোহপি তেন ভ্রাতৃ মহাদেবো বিসৃষ্টবান্ ।
 ভ্রাতৃত্বেন শঙ্করো নাস্তাং দ্বিতীয়াং সংগ্রহীশ্বতি । ৫
 হং চাপি নাস্তং পবিত্রং গ্রহীশ্বসি বিনেশ্বরম্ ।
 তস্মাকং তপসা যুক্তা চিরমারাধয়েশ্বরম্ । ৬
 তপসা সংকুতাং হাক্ত স দ্বিতীয়াং কল্লিষ্ঠতি ।
 মন্ত্রোহয়ং তন্ত সুভগে শূণু হং যেন সৌচিত্রিাং । ৭
 আরাধিত্তে প্রতাক্ষো ভবিষ্যতি মহেশ্বরঃ ।
 ওঁ নমঃ শিবায়েতি চ সর্বদা শঙ্করপ্রিয়ঃ । ৮
 চিত্তবর্তী তু তজ্জপং নিয়মহা যতক্ষরম্ ।
 যন্ত্রং জপ কং গিরিজে তেন তুষ্টি ভবেশ্বরঃ । ৯
 এবমুক্তা তদা কালী নারদেন মহাশ্রুনা ।
 কর্তব্যমনুমেনে সা হিতং তথ্যকং তবচঃ । ১০
 অনুযায় তপস্তপ্তং তদা কালীক নারদঃ ।
 স্বর্গং জগাম তস্মাচ্চ নিশ্চিতাভ্যুত্তির্য্যতে । ১১
 অথ যাতে দেবদ্রুনৌ কালী সামান্য মেনকাম্ ।
 তপঃপ্রজ্ঞাং সমাচর্য চাশ্বনো হরসঙ্কমে । ১২

কাল্যবাচ—

তপস্তপ্তং গমিষ্যামি মাতঃ প্রাপ্তুং মহেশ্বরম্ ।
 অনুজানীহি মাং গন্তং তপসেহ্য তপোবনম্ । ১৩

নারদ বলিলেন, সেবি কালি । আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্য বলিয়া ধারণা করুন ; আপনি মহাদেবকে তপস্যা ব্যতীত আরাধনা করিয়াছেন । ৪

অতএব সেই অশ্রু তিনি আপনার প্রতি অনুরক্ত হইয়াও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । ৫

মহাদেব, আপনাকে ভিন্ন অশ্রু কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না এবং আপনিও মহেশ্বর ভিন্ন কাহাকেও পতিপদে বরণ করিবেন না । ৬

অতএব আপনি তপস্যাতে রত হইয়া মহাদেবকে আরাধনা করুন । আপনি তপস্করণের দ্বারা সংকুত হইলে শিব আপনাকে গ্রহণ করিবেন । ৭

হে সুভগে ! সেই তপস্তার অঙ্গভূত যন্ত্র জপ করুন, এই যন্ত্রবলে আরাধিত মহেশ্বর প্রত্যক্ষভাবে শীঘ্র দর্শন দেন । হে গিরিজে ! “ওঁ নমঃ শিবায়” এই যতক্ষরযন্ত্র, শঙ্করপ্রিয় ; নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ইহা শঙ্কররূপ চিন্তা করত জপ করুন, তাহা হইলেই হর সন্তোষ হইবেন । ৮-৯

নারদ এই কথা বলিলে কালী তপস্করণ কর্তব্য মনে করিলেন এবং নারদ-বাক্য অত্যন্ত হিতকর বিবেচনা করিলেন । ১০

নারদ কালীকে তপস্তার অশ্রু উপদেশ করিয়া ত্রিশশতবনে গমন করিলেন কালীও ব্রত কার্যে নিশ্চিত-বুদ্ধি হইলেন । ১১

নারদমুনি গমন করিলে কালী, মাতা মেনকাকে নিজের—হর-সহ মিলনে-চ্ছাদ্য তপঃপ্রবৃত্তি বিশেষরূপে বলিলেন । ১২

তপঃকরণমতুং মে পিতৃব্যবেদর ক্রতম্ ।
 যাবন্ন দহ্যে জননি কৃতেশবিরহাগ্নিনা ॥ ১৪
 ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মেনকা শোককর্মিতা ।
 আলিঙ্গ্য স্বসুতামুচে মা তপঃ কৃত্ব বল্লভে ॥ ১৫
 স্বহৃদেহানি পুত্রি স্বং মা তপো যাহি কর্কশম্ ।
 তপঃ সোচ্চুং মুনৈর্গাত্রং শক্লং তে ন কলেবরম্ ॥ ১৬
 বনবাসম্ভ তে পুত্রি নেষ্টঃ শক্রপণৈরপি ॥ ১৭
 তস্মাৎ ত্বং সম্প্রতিভ্যজ্য বনবাসোস্তুবং তপঃ ।
 আয়ানো হ্যনুরূপেণ তপস্ত্বং কুরু যদ্বিতম্ ॥ ১৮

মার্কণ্ডের উবাচ—

মাতুঃ সা বচনং শ্রুত্বা গিরিকা দীনমানসা ।
 ইত্যাচৈ চ তদা বাক্যং তপোষত্পন্ন্য প্রসূম্ ॥ ১৯
 মা নিষেধয় মাং যাক্ষে তপসেহন্ত তপোবনম্ ।
 প্রচ্ছন্নমপি যামুদ্যি নানুজ্ঞাতাপাহং ত্বয়া ॥ ২০

মেনকোবাচ—

গৃহস্থ দেবাঃ সন্ততং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবান্ধবঃ ।
 তস্মাদ্ গৃহে পুত্রি দেবানর্চয় ত্বং যথেন্সিতান্ ॥ ২১

কালী বলিলেন, মাতঃ ! মহাদেবকে পাইবার নিমিত্ত তপস্তা করিতে গমন করিব ; অতএব আপনি অস্ত তপস্যার জন্য তপোবনে গমন করিতে অনুমতি করুন এবং আমার এই তপশ্চরণের ইচ্ছা পিতার নিকটে শীঘ্র বলুন । আমাকে শিব বিরহানল—যত বিলম্ব হইতেছে, ততই দহ করিতেছে । ১৪-১৪

মেনকা, কালীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুল-চিত্তে নিজ ভনয়াকে আলিঙ্গন করত বলিলেন, বল্লভে ! তোমার তপস্যাতে প্রয়োজন নাই । ১৫

তুমি অত্যন্ত কোমলাঙ্গী ; অতএব পুত্রি । তুমি সম্পূর্ণরূপ তপস্তা করিলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া পড়িবে । মুনিসিগের শরীর তপস্তাসহ, কিন্তু তোমার শরীরে সে কষ্ট কিছুতেই সহ হইবে না ; পুত্রি । তোমার বনবাস অবলম্বন করা শক্রদিগেরও অভিলষিত নহে । ১৬-১৭

তাহা হইলে তুমি বনবাস-সাব্য তপস্তা পরিত্যাগ করত নিজের সাব্যাদুরূপ উপযুক্ত তপশ্চরণ কর । ১৮

মার্কণ্ডের বলিলেন, গিরিকা, মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া হঃখিতাত্তঃকরণে তপোষত্পন্ন্য অনুকূল বাক্য বলিলেন । ১৯

আমাকে নিষেধ করিবেন না, আমি তপস্যার জন্য অস্ত তপোবনে নিশ্চয় যাইব ; আপনি যদি অনুমোদন নাই করেন, তাহা হইলে প্রচ্ছন্নভাবে যাইব । ২০

মেনকা বলিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ গৃহেই সর্বদা অবস্থান করিতেছেন, তাহা হইলে গৃহেতে সেই ইন্দ্রিত দেবতাকে অর্চনা কর । ২১

জীপাং তপোবনগতির্ন কৃত্য যামিনা বিনা ।
 তন্মায় বুদ্ধ্যভে পুত্রি তপোযাত্রা বনং প্রতি । ২২
 যতো বিরক্তা তপসে বনং গচ্ছত মেনকা ।
 উৎসতি তেন লোকেতি নাম প্রাপ তদা সত্যী ॥ ২৩
 অবজ্ঞাস্ত তদা মাতুর্ভচনং হিমবৎসুতা ।
 সমীভ্যাং জ্ঞাপয়ামাস পিতরং তপসোদমম্ ॥ ২৪
 ন তু জ্ঞাত্বা গিরিপতিস্তপসে চরিতোদমম্ ।
 হৃদিতুষ্ঠানুমেনে চ নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ২৫
 সানুজ্ঞাপ্য তদা ভাতং যত্র যচ্ছো মনোভবঃ ।
 শত্বনা প্রযযৌ তত্র গঙ্গাবতরণং প্রতি । ২৬
 গঙ্গাবতরণং নাম গ্রহো হিমবতঃ স চ ।
 হরবৃগোহং মদৃশে কাল্যা ওচ্চিস্তত্বা তদা ॥ ২৭
 যত্র হিহা পুরা শত্বর্ধ্যানবানভবদ্ ভূশম্ ।
 তত্র কশক্ত সা হিহা বভূব বিরহাদ্ধিতা ॥ ২৮
 হা হরেতি কথং তত্র বোধমানা গিরেঃ সুতা ।
 বিলম্বাপাতিদ্বঃবার্তা চিন্তাশোকসমম্বিতা ॥ ২৯
 কথং বিলম্ব্য সা কালী শূদ্রা পূর্বোক্তবৎ তদা ।
 হার্কং হরন্ত সা মোহমবাপ কমলেক্ষণা ॥ ৩০
 ততশ্চিরেণ সা মোহং বৈর্ধ্যাৎ সংকৃত্য ভামিনী ।
 নিরমায়াতবস্তত্র দীক্ষিতা হিমবৎসুতা ॥ ৩১

জীপগের স্বামী ভিন্ন বনসমর আমি কখনও গনি নাই ; অতএব পুত্রি । তুমি
 তপস্তার জন্য তপোবনে যাত্রা করিও না । ২২

যেহেতু তপোধন-সমনোদিত জনমাকে “উ য়া” এই সম্বোধন করিয়া মেনকা
 নিষেধ করিলেন, সেই জন্য তাঁহার উবা নাম হইল । ২৩

তাহার পর গিরিজা মাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া সমীপগম্বারা পিতাকে
 তপস্তার উদ্যোগ জানাইলেন । ২৪

গিরিপতি হৃদিতার তপস্তার উদ্যম জানিয়া বিশেষ হর্ষিত না হইয়াও অনু-
 মোদন করিলেন । ২৫

পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া যে স্থানে মহাদেব যদনকে ভজ্য করিয়া-
 ছিলেন, সেই স্থানে গঙ্গাবতরণে গমন করিলেন । ২৬

কালী হিমবৎপ্রস্থ গঙ্গাবতরণ-প্রদেশ হর-শূদ্র দেখিলেন এবং যে স্থানে
 শত্ব, ধ্যানহু ছিলেন, সেই স্থানে গিরিসুতা বিরহাদ্ধিত-চিন্তে কণকাল অবস্থান
 করিয়া ‘হা হর !’ এই শব্দে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন ; চিন্তা, শোক
 ও হঃখে নিভাত পীড়িতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । ২৭-২৯

তাহার পর কণকাল বিলাপ করিয়া, কমলেক্ষণা কালী, সেই সময়ে পূর্ব
 যুগান্ত শ্রবণ করত হৃদয়হিত হর-সহস্রের মোহ প্রাপ্ত হইলেন । ৩০

তাহার পর কিছু সময় গত হইলে কালী সেই বৈর্ধ্যাবলম্বন করিয়া মোহ
 সংবরণ করিলেন । হিমালয়-সুতা নিম্ন প্রতিপালনের নিমিত্ত দীক্ষিতা
 হইবাছিলেন । ৩১

প্রথমং নিরমসুতা বহুধ কলভোজনম্ ।
 চর্যা পক্ষাতপা চিত্তা শান্তবী শান্তবো অপঃ ॥ ৩২
 যজ্ঞৈর্দেবীকৃতিঃ তৈশ্চতুর্দিশু চতুর্ভুতম্ ।
 বহিসংস্থাপনং গ্রীষ্মে তীক্ষ্ণাত্তত্র পক্ষয়ঃ ॥ ৩৩
 হস্তান্তরে চতুর্ভুতীন্ কৃতা বৈশ্বানরেষ্টিনা ।
 তন্মধ্যাহ্নে সূর্য্যবিহং যৌক্তবী বহুশাংতকা ॥ ৩৪
 গ্রীষ্মে নিশ্চে বহিসংস্থো শিপিরে ভোহবাসিনী ।
 প্রথমং কলভোপেন বিতীক্ষ্য ভোহভোজনম্ ॥ ৩৫
 তৃতীয়ন্ত বহুশাতি-বৃক্ষপল্লবভোজনম্ ।
 ক্রমেণ তু তদা পর্ণং নিবস্ত হিমবৎসুতা ॥ ৩৬
 নিরাহারত্বতা ভূতা তপশ্চরণধিরিতা ॥ ৩৭
 আহ্নারে স্যস্তপর্ণাভূত বস্তুভিক্ষয়তঃ সুতা ।
 তেন দেবৈরপর্ণেতি কথিতা পৃথিবীতলে ॥ ৩৮
 পক্ষাতপস্বতেনৈব ভোয়ানাক প্রবেশনৈঃ ।
 একপাদস্থিতা সা তু বসন্তে হিমবৎসুতা ॥ ৩৯
 বহুধরং অপর্ণী না চিরং তেপে তপো-মহং ।
 চীরবহুলসংযোতা অটাসম্ব্যাতবারিণী ॥ ৪০
 কৃশাকী চিত্তনে শক্তা জিগাম তপসা মুনীন্ ।
 তাং তপশ্চরণে শক্তাং বরক্ষ শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
 আপ্যায়তি স স তদা ভয়াত্রকৃতি হৃষিতঃ ॥ ৪১

তাঁহার প্রথম নিরম—কলভোজন দ্বারা নিষ্পন্ন হইল। তৎপরে শিপির, শত্ৰু-সম্বন্ধে চিত্তা ও শত্ৰুর নাম অপই পক্ষতপে কর্তব্য মনে করিয়া যজ্ঞীয় ভূত কাষ্ঠদ্বারা চারিদিকে চারিভাগ করত তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং সূর্য্যদ্বারা পক্ষাগ্নি পূর্ণ হইল। ৩২-৩৩

নিজ আসনের একহস্ত পরিমাণ দূরে চারিদিকে চারি ভাগে বৈশ্বানর-বস্তু দ্বারা অগ্নি প্রকলিত করিলেন, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্যে বহুবস্তু-বেষ্টিত হইয়া নিরন্তর উর্দ্ধমুখে সূর্য্যাকিরণ অবলোকন করত অবস্থান করিতেন এবং শীতকালে ভোহমধ্যে অবস্থান করিয়া তপস্বী করিতে লাগিলেন। ৩৪-৩৫

এবং ফলাহারে, বিতীক্ষতঃ ভোহাহারে, তৃতীয়তঃ বহুশাতিত বৃক্ষ-পত্র ভোজন করিয়া, ক্রমে পতিত পত্র পরিত্যাগ করিয়া নিরাহারেই তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

দেবী, আহ্নারে পত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবগণ তাঁহার নাম 'অপর্ণা' রাখিলেন। ৩৮

হিমালয়সুতা কোন সময়ে পক্ষতপ অবলম্বন করিয়া, কোন সময়ে জলে প্রবেশ করিয়া, কোন সময়ে এক পদাবলম্বনে হিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৯

বহুধর যন্ত্র জপ করত বহুকাল তপস্বী করিলেন। তিনি চীর বহুলদ্বারা আবদ্ধা এবং অটাবারিণী ছিলেন। ৪০

কৃশাকী কালী চিত্তাবিসয়ে অত্যন্ত সক্ষমা হইয়া সুনিবিড়কে পরাজয়

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বিচিস্তয়ন্তী স্য যদাতিষ্ঠন্তরাত্রে ।
 অধোমুখী দীনবেশা জটাবদ্ধসমভিত্তা ॥ ৫১
 তদৈব ব্রাহ্মণঃ কচ্ছিন্ ব্রহ্মচারী হৃতব্রতঃ ।
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ ধৃতদণ্ডকমণ্ডলুঃ ॥ ৫২
 ব্রাহ্ম্য্য জিহ্বা দীপ্যমানঃ স্বর্ণগৌরঃ সুশোভনঃ ।
 জটাব্ধিঃ পরিবীতাব্ধি-কদ্রিস্তন্তনুদেহভুং ॥ ৫৩
 উপস্থিতস্তদা কালীং শঙ্করীক্ষণরূপধৃক্ ।
 আসাদ্ প্রথমং কালীং সমাভ্যাক্ত তদা বিজঃ ॥ ৫৪
 জ্যোতুঃ প্রত্যক্ষতো রাগং জ্যোতুমিচ্ছংচ তদচঃ ।
 বাগ্মী বিচিহ্নবাক্যেন শত্রুচ্ছ গিরিজার তদা ॥ ৫৫

ব্রাহ্মণ উবাচ—

কা ত্বং কস্তানি কল্যানি কিমর্থং বিজ্ঞানে বনে ।
 তপশ্চরসি হৃদ্বর্ষং মুনিভিঃ প্রযতাম্ভিঃ ॥ ৫৬
 ন বালা ত্বং নাপি বৃদ্ধা তরুণী চাভিশোভনা ।
 কথং পতিঃ বিনাভীক্লং তপশ্চরসি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৭
 কিংবা তপস্বিনী ভদ্রে কস্তাচ্ছিঃ সহচারিণী ।
 তপস্বিনঃ স পুষ্পাদি সমাহৰ্ত্ত্বং গতোহস্ততঃ ॥ ৫৮
 এতচ্ছবী সমাচক্ষ যদি শুশ্রুং ভবেন্ন ভে ॥ ৫৯
 যদি ভে হৃদয়ে মন্যঃ কচ্ছিনসতি সম্প্রতি ।
 তদাচক্ষ সমর্কোহস্মি তবহং চাপি হারিতুম্ ॥ ৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালী এইরূপ চিত্ত। করত জটাবদ্ধস-বদ্ধা দীনবেশে অধোমুখী হইয়া হরের পূর্বের আবাসস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৫১

সেই সময়ে কোন এক ব্রাহ্মণ, কালীসমীপে উপস্থিত হইলেন, তিনি ব্রহ্ম-
 চর্য্যভ্রতাবলম্বী ; তাঁহার কৃষ্ণাজিন উত্তরীর, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু । ৫২

শরীর স্বর্ণের স্তাব গৌর, ব্রহ্মার শোভার স্তাব প্রদীপ্ত দেহ-ভাগ, বিস্তৃত-
 জটাব্ধি-কলাপে শোভিত ; শঙ্কু এই ব্রাহ্মণরূপধারী । ৫৩

ব্রাহ্মণ-রূপা শঙ্কু—প্রথমত কালীসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে অনু-
 রাগ জানিবার জন্ত এবং তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বাগ্মী গিরিজাকে
 বিচিহ্ন বাক্যের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন । ৫৪-৫৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি কে ? এবং কাহার কণ্ঠা ? কি জন্মই বা প্রযতাম্ভ্য
 মুনিদিগের হৃদ্বর্ষ তপশ্চরণ করিতেছ ? ৫৬

তুমি বালাও নহ এবং বৃদ্ধাও নহ—অতি শোভালান্বিতী তরুণী ; সম্প্রতি
 পতি ডিল কি জন্ম এই তপস্তা করিতেছ ? ৫৭

ভদ্রে ! তুমি কাহারও কি সহচারিণী তপস্বিনী ? তোমার তপস্বী কি
 জন্ম স্থানে পুষ্পাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন ? ৫৮

যদি তোমার গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে
 আমার নিকট বল । ৫৯

ইত্যুক্তা তেন বিশেষ্য গিরিজায়া নিজাং সখীম্ ।
 উত্তরপ্রদানার কটাক্ষেন স্রবোজহৎ ॥ ৬১
 সা সখী বিজয়া তস্তা বচনাদ্ ব্রাহ্মণং তদা ।
 প্রোবাচেনং যদাতথ্যং বীকন্তী গিরিজামুখম্ ॥ ৬২
 এতচ্চ গিরিরাক্ষস তনয়েবং বিজোস্তম ।
 খাতা চ পার্বতী নারী কালীতি চ দৃশোভতা ॥ ৬৩
 উহে যম চ কেনাপি শত্বরং ব্রহ্মধনজম্ ।
 বাহন্তী দয়িতং তীব্রং তপশ্চরতি বৈ পতিম্ ॥ ৬৪
 জোনি বর্ষসহস্রাণি তপস্তপতি ভামিনী ।
 ন শঙ্করো গিরিসুতামদ্যাপ্যভ্যুপগমতে ॥ ৬৫
 শঙ্করো গিরিশো দেবঃ সর্বগঃ পরমেশ্বরঃ ।
 ইতি স্ম গমতে নৈবৈমূ নিভিষ্ঠ তপোধনৈঃ ॥ ৬৬
 কিমেনাং স ন জানাতি কিং সানো নাস্তি বা গিরেঃ ।
 ইতি চিত্তাবিসাংস্রয়মদ্য নো লভতে সুখম্ ॥ ৬৭
 অপ্রার্থিতস্তমনয়া দমসে যদি বা সুখম্ ।
 তদৈনাং শঙ্করেশান্ ব্রং সঙ্কমব সুব্রত ॥ ৬৮
 ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মচারী তদা দ্বিজঃ ।
 শ্রমমান ইদং বাক্যং হেলয়োবাচ পার্বতীম্ ॥ ৬৯

যদি তোমার ছন্দেব হৃৎকের কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে বল, তাহার
 নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত আমি সমর্থ হইব । ৬০

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে গিরিজা তাহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত নিজ সখী
 বিজয়াকে নয়ন-সঙ্কেতে নিয়োগ করিলেন । ৬১

বিজয়া, কালীর বাক্যানুসারে গিরিজার মুখপানে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণকে
 সত্য থাকে উত্তর প্রদান করিতে লাগিল । ৬২

হে বিজোস্তম । ইনি গিরিরাক্ষের তনয়া, ইহার নাম কালী ; এবং পার্বতী
 নামও ইহার খ্যাত আছে । ৬৩

ইহাকে কেহ পরিণয় করে নাই, ব্রহ্মধন শত্বরকে পতিপদে বরণ করিতে
 বাহ্য করিয়া তীব্র তপশ্চরণ করিতেছেন । ৬৪

ভবানী কালী তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু
 শত্বর অন্য পর্য্যন্তও গিরি-সুতাকে গ্রহণ করিলেন না । ৬৫

তাপসদণ্ড ও দেবদণ্ড বলিয়া থাকেন ; শঙ্করদের গিরিশ সর্বপতি এবং
 সর্বজ্ঞ । ৬৬

তাহা হইলে ইহাকে কি তিনি জানিতে পারিলেন না ? অন্য এই চিত্তা-
 পরবশা হইয়া নিতান্ত হুঃখিতা হইতেছেন । ৬৭

অতএব হে সুব্রত । আশাদের সখী প্রার্থনা না করিলেও অনুগ্রহপূর্বক
 আপনি ইহার প্রাপ্তি দ্বারা করুন ; এবং সখীকে শঙ্করের সহিত দমতা করুন ।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী দ্বিজ, কিঞ্চিং হাস্যপূর্বক পার্বতীকে এই
 কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৬৯

ব্রাহ্মণ উবাচ—

অমোঘদর্শনশাস্তি হস্তং চানন্তিত্বং কথং ।
 কিস্তেকং নিগদাম্যস্য নিশ্চিতং যন্নতং শূন্য । ৭০
 আনামাহং মহাদেবং তং বসামি শূন্য মে ।
 বৃষধ্বজো মহাদেবো ভূতিলেপো অটোবরঃ ।
 ব্যাঘ্রচর্ম্যাক্ষকৈশ্চকঃ সংবোভো গজকৃন্তিনা । ৭১
 কপালধারী সপেণীষৈঃ সর্বগাজৈশ্চ বেতিতঃ ।
 বিষদঙ্কলস্ত্র্যাক্ষো বিস্রপাক্ষো বিভীষণঃ । ৭২
 অব্যক্তকন্টা সত্ততং গৃহভোগ্যবিবজ্জিতঃ ।
 আভিতির্বাহুবৈহীনো ভক্ষ্যভোজ্যবিবজ্জিতঃ । ৭৩
 শ্মশানবাসী সত্ততং সংসঙ্গপরিবজ্জিতঃ । ৭৪
 গর্জদৃতিবিকটৈস্তীক্ষ্ণভূতৌষৈঃ পরিবারিতঃ । ৭৫
 শূকররসহীনশ্চ ভাষ্যাপূজবিবজ্জিতঃ ।
 কেন বা কারণেন ত্বং ভর্তারং তং সমীহসে । ৭৬
 পূর্বে অতঃ পরাং তৈব ভস্মাপন্নমিদং কৃতম্ ।
 শূন্যে নিগদাম্যস্য যদি তে গৃহ রোচতে । ৭৭
 দক্ষস্যা হৃদিতা সাধ্বী সত্যী বৃষভবাহনম্ ।
 বত্রে পতিং পুত্রা দৈবাং সন্তোষপরিবজ্জিতম্ । ৭৮
 কপালিভ্যয়েতি সত্যী দক্ষো পরিবজ্জিতা ।
 যজ্ঞভাগপ্রদানায় শকুন্তাপি বিবজ্জিতাঃ । ৭৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমার দর্শন কখনও বিকল হয় না, আমি নিবকে
 আনিতে পারি, কিন্তু একটি কথা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়রূপে গ্রহণ কর । ৭০

আমি মহাদেবকে জানি, তাহার বিষয় বলিতেছি গ্রহণ কর ; মহাদেবের
 বাহন বৃষ, অন্ধে নিরন্তর ভূতি লেপন করে এবং অটোবরী, তাহার ব্যাঘ্রচর্ম
 পরিধান এবং গজচর্ম উত্তরীর । ৭১

নর-কপালধারী-সর্পসমূহের দ্বারা সর্বগাজে বেতিত এবং বিষবেগে দণ্ড
 গলদেশে অকমালা ; সে বিস্রপাক্ষ এবং ভয়ঙ্কর । ৭২

তাহার কায়ের কোন নিশ্চয় নাই ; সে সর্বদা গৃহভোগভাগী, আভি ও
 বান্ধবাশি-শূন্য, তাহার ভোজনব্যাপার ও ভোজনীয় দ্রব্যের কোন সংশয় নাই ।
 তিনি নিরন্তর শ্মশানবাসী, সংসঙ্গযজ্জিত । ৭৩-৭৪

নিরন্তর দর্শনকারী বিকট ভূতগণের মধ্যে তাহার সর্বদা বাস । ৭৫
 সে শূকরাদি-রসশূন্য ও ভাষ্যাপূজরহিত, অতএব কি জন্ম তুমি তাহাকে
 পতিতে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ৭৬

আমি পূর্বে অনিবার্য ; সে একটি কার্য্য করিয়াছে, তাহা বলিতেছি ; যদি
 ভোমাদেবের অভিকৃতি হয় তাহা হইলে গ্রহণ করিবে । ৭৭

পূর্বে দক্ষকন্যা সাধ্বী সত্যী, দৈববশতঃ সন্তোষযজ্জিত বৃষধ্বজকে পতিতে
 বরণ করিয়াছিলেন । ৭৮

‘কপালীন্দ্র কন্যা’ এই বলিয়া দক্ষ, কন্যাকে পবিত্র্যাগ করেন এবং যজ্ঞভাগ
 নিবকে প্রদান করিলেন না । ৭৯

সাধ তেনাপমানেন কুলং শোকাকূলা সতী ।
 শুভ্যাম্ স্বাং প্রিয়াং প্রাণাংস্তথা ভাক্ষম্চ শঙ্করঃ ॥ ৮০
 ত্বং স্ত্রীমুখং তব পিতা রাজা নিখিলভূতভা ।
 তথাবিধং পতিং কন্যাভ্রগেণ উপসেহসে ॥ ৮১
 দেবেস্ত্রো বা ধনেশো বা পবনো বাপ্যপাং পতিঃ ।
 অগ্নির্বাশ্বঃ সুরো বাপি স্বর্কৈশ্চাবস্থিনাবপি ॥ ৮২
 বিদ্যাধরো বা গন্ধর্ব্বো নাপো বা মানুষ্যোহথ বা ।
 রূপমৌবনসম্পন্নঃ সমস্তগুণসংযুতঃ ॥ ৮৩
 স তে যোগ্যঃ পতিঃ স্ত্রীমান্দারকুলসম্ভবঃ ॥ ৮৪
 যেন ত্বং বহুরভৌঘপূরিতেহনর্ঘবিস্তৃতে ।
 মাল্যপ্রবরসংযুক্তে ধূপচূর্ণৈঃ সুবাসিতে ॥ ৮৫
 যজ্ঞাস্তরুণসংযুক্তে বিস্তৃতে সুমনোহরে ।
 চারুপ্রাসাদগর্ভস্থে জাহ্নুনদবিচিচিত্তে ।
 শয্যাভঙ্গে সমাসাদ স যোগ্যস্তে ভবেৎ পতিঃ ॥ ৮৬
 এবং জ্যোত্বানু সুভগ্নে যদি বাহুসি শঙ্করম্ ।
 কিস্তে উপপতিঃ সূতরামহং তং যোজয়ে ত্বয়া ॥ ৮৭

মার্কণ্ডের উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তদা কালী ভ্রাক্ষগম্যোত্তরং তথা ।
 মিত্তস্তথ্যং জগ্যদৈনং ভ্রাক্ষণং কোপসংযুতা ॥ ৮৮

কাল্যাণাচ—

ন জানাসি হরং দেবং ত্বং জানামীতি ভাষসে ।
 বহির্ঘন্থাতে তন্তে কথিতং দ্বিজনন্দন ॥ ৮৯

সতী সেই অপমানে অত্যন্ত শোকাকূলা হইয়া নিজের প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং হরকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ৮০

তুমি স্ত্রীদিগের মধ্যে বহুব্রহ্মণী এবং তোমার পিতা সমস্ত পর্ব্বভেদে রাজা, তাঁহার সমক্ষে এইরূপ পতিকে কিজন্য উগ্র উপস্থার দ্বারা বরণ করিতেছ ? ৮১

দেবেস্ত্র, কুবেশ, পবন, অগ্নি, কি অশ্ব সুরগণ অথবা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, নাপ, মনুষ্য—ইহার মধ্যে রূপ ও মবমৌবনসম্পন্ন যে কেহ হয়, প্রশস্ত-কুলোদ্ভব সেই স্ত্রীমান ব্যক্তিই তোমার পতির যোগ্য । ৮২-৮৩

যাহার সহিত তুমি বহুরূপপূর্ণ সুবিস্তৃত মাল্যাসমূহ-সংযুক্ত ধূপচূর্ণের দ্বারা সুবাসিত স্বর্ণবচিত আভরণ-সংযুক্ত বিস্তৃত মনোহর সুবর্ণবিস্তৃষিত সুন্দর প্রাসাদ-মধ্যে শয্যাভঙ্গে সুযজ্ঞোপে রত হইতে পার, সেই পতিই তোমার উপযুক্ত । ৮৫-৮৬

হে সুভগে ! যদি ইহা জানিয়াও শঙ্করকে বাহ্য কর, তাহা হইলে তোমার উপস্থার প্রয়োজন নাই ; আমি তোমাকে হর সহ সঙ্গতা করিব । ৮৭

মার্কণ্ডের বলিলেন,—কালী ভ্রাক্ষণের সেই অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিতচিত্তে ভ্রাক্ষণকে পরিমিত ও সত্যবাক্য বলিলেন । ৮৮

কালী বলিলেন,—হে দ্বিজনন্দন ! আপনি হরকে বিশেষ না জানিয়া

যস্য ভাবঃ ন জানন্তি সেক্ষা অশ্বানয়ঃ সুরাঃ ।
 তস্য হং বিপ্রতনয় নিভৃজাশ্চাসি কিং ভবম্ ॥ ১০
 যচ্ছ্রুতং ভবত্য নীচবদনাদ্ ভাষিতং লবু ।
 ইতন্ততস্ত অত্বেব ভাষসে হ্রস্বদৃষ্টবান্ ॥ ১১
 তস্মাৎসুতো বরং নাহং বাহুয়ে নাপি বা পতিম্ ।
 অশ্বদ ন চ স্ততো বাহুয়ে হ্রস্বসঙ্গমম্ ॥ ১২
 ইত্যুক্ত্য গিরিজা বিপ্রমবলোক্য সমীযুখম্ ।
 ইদমাহ তদা কালী সংশয়াক্রচ্যচেতনা ॥ ১৩
 মহতা চিন্তেনেনেহ তপসারামিতো হরঃ ।
 স্তম্মমাগ্রে বিপ্রসুতো নিমিত্তং বাক্যমুক্তবান্ ।
 তদহং চাপনেতামি স্তুতিবাক্যেন নাপ্রতম্ ॥ ১৪
 মহাদেবাক্ষ যো নিম্মাঃ শূনোতি কুরুতেহথ বা ।
 তয়োরাগঃ সমং পূৰ্ব্বং বরা ভাতমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ১৫
 তস্মাত্তদপনেত্বাহং তন্নিষেধয় বিপ্রকম্ ॥ ১৬
 ইত্যুক্ত্য সা সমীং কালী লজ্জুঙ্গম্যমানসা ।
 আগামস্বার্কজনাত্মা হং স্তোতুমুপাক্রমং ॥ ১৭

কাল্যাকাট—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে ।
 নিবেদয়ামি চাখ্যানং হং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ ১৮

একুপ বলিতেছেন, তাঁহার বাহুভাব দর্শন করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ।
 ১১

ইন্দ্র, অশ্ব। প্রকৃতি দেবগণ, বাহুর ভাব জানিতে অক্ষম, আপনি নিত
 বিপ্রতনয় হইয়া কি তাঁহার ভাব জানিতে পারিবেন ? ১০

আপনি হরকে না দেখিয়া কোন নীচ ব্যক্তির মুখে এই কুংসিত বাক্য শ্রবণ
 করিয়া একুপ বলিতেছেন । ১১

সেই মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ পতিকে আমি বাহা করি না ; অশ্বের বাক্য
 শ্রবণ করিতে ইচ্ছাও করি না ; হ্রস্বসঙ্গমই নিরন্তর বাহা করি । ১২

গিরিজা বিপ্রকে এই কথা বলিয়া সমীর মুখ অবলোকন করত সংশয়িত-
 চিত্তে বলিতে লাগিলেন । ১৩

আমি এই স্থানে মহং চিন্তাপূর্বক তপস্থা দ্বারা হরকে আরাধনা করিতেছি,
 কিন্তু সেই আরাধ্য মহাদেবকে আমার সমক্ষে এই বিপ্রপুত্র নিম্মাবাক্য
 বলিতেছেন, অতএব ইহাকে স্তুতিবাক্য দ্বারা এখা হইতে দূর করি । ১৪

আমি নিজার মুখে পূর্বের শ্রবণ করিয়াছি, মহাকাঙ্গিণের নিম্মা যে করে,
 এবং যে তাহা শ্রবণ করে, উভয়ের অপরাধই সমান হয় । ১৫

তাহা হইলে উহাকে এখান হইতে অপনয়ন করাই ভাল, অতএব তুমি
 বিপ্রকে নিষেধ কর । ১৬

কালী, সমীকে এই কথা বলিয়া শিব-নিম্মা-শ্রবণজনিত অপরাধ মার্জনের
 ক্ষম শঙ্কু-সঙ্গত-চিত্তে হরকে স্তুত করিতে লাগিলেন । ১৭

কালী বলিলেন, কারণত্রয়ের হেতু জিতেল্লিঃ শিবকে আমি প্রণাম করি ।

বিজ্ঞানসৌভাগ্যানুহতমতাস্তে
 পপ্রকহীনাস্ত হিরণ্যবাহবে ।
 নমোহিত নারায়ণপদসম্ভব
 প্রধানবীজস্য অগতিতাত্তে ॥ ৯৯
 ইতি শুকতীঃ পুনরেষ স বিজ-
 জ্ঞান বচঃ কিক্রিধদৌৰিত্ত্বং পুনঃ ।
 সমীক্ষ্য কালীমকরোঃ সবভুকং
 বুদ্ধা সমাচক্রে সখীং গিরেঃ সূতা ॥ ১০০
 অসং বিজঃ কিক্রন বক্তৃমিচ্ছ-
 ভ্যাশ্রয়ং হরং চাপি ন সংবিদানঃ ।
 নিশ্চয়হি প্রাণহরীং হরম্
 নিশ্চয়হং শ্রোতুমিহ কথামি ॥ ১০১

যাবন্তুরিবচোহস্তাঃ ন শৃণোম্যধুনা সখি ।
 পশ্যামি ভাবদ্ভাব সমুত্তিষ্ঠামি সংপ্রিয়ে ॥ ১০২
 ইত্যুক্ত্বা না তদ্বা সখ্যা সহিতা হিমবৎসূতাঃ
 প্রত্যহ্নেধ সমুখ্যস্ত তমুৎসূজ্য বিজং হঠাৎ ॥ ১০৩
 অথ শঙ্কুর্নিজং রূপমাস্থাব হিমবৎসূতায় ।
 তং সমুৎসূজ্য গচ্ছতীং হরঃ স্মেরমুখোহিবহাৎ ॥ ১০৪
 অহং হরো মহাদেবো যাং সংশ্চৌরি ন চাধুনা ।
 সমুখীভব হে কালি সমাদ্রাসস্ব শাক্তি ॥ ১০৫

হে পরমেশ্বর ! আপনিই একমাত্রগতি, অতএব আপনাকেই আশ্রয় উৎসর্গ করিতেছি । ৯৮

হ্রদগত উৎকৃষ্ট জ্ঞানশালী প্রপকহীন হিরণ্যবাহকে আমি সাদরে প্রণিপাত করিতেছি এবং নারায়ণ-পদ-সম্ভূত প্রধান বীজরূপ অগতির হিতসাবক নিরিশকে আমি নমস্কার করিতেছি । ৯৯

বিজ, পূনর্কায় অপ্রিয় নিবনিন্দাবাক্য তাঁহাকে কিক্রিৎ বলিতে লাগিলেন ; কালিকে উদ্দেশ্য করিয়া বিজ, কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছেন বুদ্ধিতে পারিয়া নিরিসূতা সখীকে বলিলেন । ১০০

এই বিজ উগ্র হরকে না জানিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে কিছু বলিতে উপক্রম করিতেছে, প্রাণ-ধিনাশক হর-নিন্দা কিছুতেই আমি শুনিতে পারিব না । ১০১

সখি ! যত দূরে গমন করিলে এই বিজ-বাক্য শুনিতে না পাই, আমি তত দূরে গমন করিয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি । ১০২

এই কথা বলিয়া হিমালয়সূতা হঠাৎ সাত্ত্বোপ্থান করত বিজকে পরিত্যাগ করিয়া সখীর সহিত প্রস্থান করিলেন । ১০৩

অনন্তর শঙ্কু নিজরূপ ধারণ করত, কালী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া সহাস্যভংগে তাঁহার পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন এবং বলিলেন । ১০৪

অরি শক্তিরি ! কালি ! আমিই মহাদেব, আমি সেই হর, এখন আমার

ইত্যুক্ত্বা ন মহাদেবো নচ্ছতাঃ পুরতো নতঃ ।
 প্রসার্য হস্তো কাল্যাণ নতিং তস্তা বিরোধয়ন্ ॥ ১০৬
 সা বীক্ষ্য নক্ষুবদনং তৎকণাভবচ্চতাং ।
 অধোমুখী তড়িহাসচকিত্তেব গিরেঃ সূতা ॥ ১০৭
 মন্দাকর প্রীতিলক্ষ্যাক্তিঃ সা অত্বেব তদাভবৎ ।
 বক্তৃক নাশকং কিঞ্চিদিবক্ষুৰপি ভামিনী ॥ ১০৮
 মনোরথানাং সিদ্ধ্যা তু সুখাভিবিব পূরিভন্ ।
 শরীরমতস্তত্যা যুগা পূৰ্ণং বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥ ১০৯
 হইত্রির্ষসহস্রৈস্ত তপঃক্লেশমবিন্দত ।
 যন্তং কণাং সমুসৃজ্য সম্বোধয়ুদিতান্তবৎ ॥ ১১০
 তাত বীক্ষ্য তথাভূতাং প্রণয়ান্ বৃষভধ্বজঃ ।
 কামেন ভগ্নরূপেণ গাত্রাচ্ছেন চ মোহিতঃ ॥ ১১১
 অথ তাং বিরহোজ্জিতঃ সমেত্য বৃষভধ্বজঃ ।
 সম্বোধয়ন্নিদং চাটুৰচনং প্রোক্তবান্ যুগা ॥ ১১২
 ন তু সুনরি মাং বক্তৃকং কিঞ্চনাপি ত্রয়ীহসে ।
 তপঃক্লেশং শ্রবন্তী কিং মমং কুপ্যসি সান্ধ্রভয় ॥ ১১৩
 অহং পরিতপ্যামি ভায়ুতে সুভগে যম ।
 সময়ান্ বং সমারক্তং তপস্তপ্তং তয়া সময় ॥ ১১৪

সম্বোধন করিতেছে না কেন ? তুমি সমুদিনি হও, আমাকে আশ্বাস প্রদান কর ।

১০৬

এই কথা বলিয়া মহাদেব কালীর অগ্রভাগে যাইয়া হস্ত প্রসারণ করতঃ তাঁহার নতিবোধ করিলেন । ১০৬

গিরি-সূতা নক্ষুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ভবে চকিতের স্তাব হঠাৎ অধোমুখী হইলেন । ১০৭

অত্যন্ত অজ্ঞা ও প্রীতিতে সে সময়ে তিনি অত্বেব স্তাব হইয়া পড়িয়া রহিলেন । ভামিনী, বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও কিছু বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইলেন না । ১০৮

হে বিজ্ঞোক্তমগণ ! মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার শরীর বেক্লপ সুখা-পূর্ণ হয়, সেইরূপ আনন্দপূর্ণ হইল । ১০৯

অষ্ঠাশন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যে সমস্ত তপঃক্লেশ পাইয়াছেন, তৎকণাং সমস্ত পরিত্যাগ করত আনন্দিতা হইলেন । ১১০

বৃষধ্বজ, কালীকে সেইরূপ দেখিয়া প্রণয়বশতঃ গাত্রাচ্ছ ভগ্নরূপ কাম দ্বারা মোহিত হইলেন । ১১১

অনন্তর, বিরহোজ্জিত বৃষধ্বজ কালীকে প্রাপ্ত হইয়া সম্বোধন করত হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কিঞ্চিৎ চতুরভাবুক্ত বাক্য বলিলেন । ১১২

হে সুনরি ! তুমি আমাকে কিছুই বলিতেছ না, তবে কি তপঃক্লেশ শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া রহিয়াছ । ১১৩

হে সুভগে ! আমিও তোমা বিহনে পরিতাপ ভোগ করিতেছি ; আমার নিরমের নিমিত্ত তুমি তপস্বী আরক্ত করিয়াছিলে, সেই জন্য তোমার সহিত অনুরক্ত হই না । ১১৪

সান্নিহিত্যেহথ সংস্কৃত্য ভবিষ্যামি ভয়া প্রিয়ে ।

অধুনা সমভীতো মে যঃ কৃতঃ সমৰো ময়া ॥ ১১৫

তপসে ভদ্রতী চাপি তপসৈব সুসংস্কৃত্য । ১১৬

সক্ষিপ্তেনৈব অপোন ভীত্রেণ তপসা তদা ।

মূল্যেন মহতা ক্রীতো দাসোহহং মাং নিযোজয় ॥ ১১৭

তদঙ্গানাং সংস্করণে জটানাক প্রসাধনে ।

প্রযুচ্য বস্ত্রসং গাত্রোচ্চাৰ্ষং তকনিবেশনে ॥ ১১৮

হারনুপুরকেয়ুর-কাঞ্চ্যামি পরিধাপনে ।

কৃতং নিযোজয় তুভে যদি স্নেহোহস্তি মাদৃশি । ১১৯

নির্দেহো যো ময়া কামো ভগ্নরূপেণ যন্তনো ।

স্থিতো মাং প্রতিকৃত্যেব তদগ্রে দক্ষমিচ্ছতি ॥ ১২০

তস্মাদহং মাং কামাদগ্নেবিব মনোহরে ।

তদঙ্গায়ুতদানেন প্রসীদ দহিভে মম ॥ ১২১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিচত্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

ভাষার পর প্রিয়ে। তপোবলে তুমি সংস্কার-সম্পন্ন হইলে তোমাতে অনুবৃত্ত হইয়াছি। আমি যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তপস্যার জন্য তাহা অতীত হইয়াছে, তুমিও তপস্যা দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছ। ১১৫-১১৬

সক্ষিপ্তা, অপ এবং ভীত তপস্যা-রূপ মহৎ মূল্য দ্বারা আমি তোমার ক্রীতদাস হইয়াছি। ১১৭

অতএব তোমার অঙ্গ-সংস্কার, জটাসমূহের সংস্কার ও গাত্র হইতে বস্ত্র বৃত্ত করিয়া মনোহর বস্ত্র নিবেশ করিতে, হার, নুপুর, কেয়ুর, তদাদি পরিধান করাইতে—দীপ্ত নিরোপ করিয়া আমাতে স্নেহ প্রকাশ কর। ১১৮-১১৯

আমার নেত্রানলে দক্ষ মদন ভগ্নরূপে আমার অঙ্গেই বাস করিতেছেন ; সে যেন প্রতিকার করিবার নিমিত্তই তোমার সমক্ষে আমাকে দক্ষ করিতেছে। ১২০

অগ্নি মনোহারিণি। তোমার অঙ্গরূপ অমৃত দান করিয়া সেই অগ্নি-সদৃশ কাশ হইতে আমাকে উদ্ধার কর। দহিতে ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১২১

ত্রিচত্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩

চতুঃশচারিংশোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ক্রুড়া বচঃ শস্তোণিরিদ্ধাতীৰ হৃষিতা ।
যেনে প্রাপ্তং তদা শঙ্কুং স্কন্দরং দহিতং পতিম্ । ১
অথ গ্রাহ তদা কালী সখীযন্তে, শঙ্করম্ ।
যথা স শূন্যে বাক্যং শ্রোতুমিচ্ছংস শঙ্করঃ । ২
ন সঙ্কাবেতিভেদেন প্রবর্তন্তেহহ সঙ্করাঃ ।
যথাদয়া হরন্তং মে পানিং গৃহাতু শঙ্করঃ । ৩
পিতৃদন্তা ভবেৎ কণ্ঠা ভগ্নোদন্তা ভবেয় হি ।
তদস্যা চেৎ প্রদত্তাহং যং তাতচ্চ প্রদত্ততি । ৪
তস্মাৎ সম্প্রার্থ্য পিতরং হিমবন্তং নগেশ্বরম্ ।
বৈবাহিকেন বিধিনা পানিং গৃহাতু মে হরঃ । ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তা বিররাযাধ কালী লজ্জাসমস্থিতা ।
হরোহপি ভষটঃ সত্যং তথ্যং যোগ্যং তদাগ্রহীৎ । ৬
ভতঃ স সগণঃ শঙ্কুস্তত্র বাসং তদাকরোৎ ।
গচ্ছাবতরণে সানৌ যথা পূর্বং তথাধুনা । ৭
কালী পিতৃগৃহং যাতা সখীভিঃ পরিবারিতা ।
নালোকবন্তী সা দীনা ওক্লগাৎ বদনং সতী । ৮

শিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—গিরিজা, শঙ্কুবাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে বিবেচনা করিলেন, মনোহর পতি পাইয়াছি । ১

অনন্তর কালী, বেক্রেপে শঙ্কর ও নিতে পান এবং ও নিয়া উৎসুক হন, সেই ভাবে সখী দ্বারা বলাইলেন । ২

সঙ্করেন্দ্রা যথ্যানুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হর, যথ্যানু-অনুসারে আমার পানিগ্রহণ করুন । ৩

কণ্ঠা পিতৃদন্তাই হইয়া থাকে, ভগ্নোদন্তা কখনও হর না; যদি আমি ভগ্নোদন্তাই হইয়া থাকি, তাহা হইলেও পিতা আমাকে প্রদান করিবেন । ৪

তবে পিতা হিমালয়ের নিকট, প্রার্থনা করিয়া বৈবাহিক বিধিযতে হর আমার পানিগ্রহণ করুন । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া কালী লজ্জাপরবশ-চিত্তে শীঘ্র যৌনভাব অবলম্বন করিলেন, হরও সেই বাক্য সত্য ও হিতকর এবং যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন । ৬

তাহার পর শঙ্কু, গণের সহিত সেই গচ্ছাবতরণ সানুতে পূর্বের স্থান বাস করিতে লাগিলেন । ৭

কালী সখীগণের সহিত পিতার গৃহে গমন করিলেন; লজ্জাবশত সতী শুক্লবস্ত্রের বৃক্ষশাণেও নুটি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না । ৮

এতদ্বিস্তরে সপ্ত মরীচিপ্রমুখান্ মুনীন্ ।
 চিত্তায়াস লক্ষিৎ কালীং প্রার্থয়িতুং তদা ॥ ৯
 চিন্তিতাঃ সপ্ত মুনয়ন্তংকণান্নন্যাবিণা ।
 আকৃষ্টা ইব কেনাপি তৎসকাশমুপাগতাঃ ॥ ১০
 তান্ মুনীন্ দৃশ্যে লবুঃ সজ্ঞানীনিব দীপিতান্ ।
 অরুহতীং বশিষ্ঠস্ত সকাশে দদৃশে সতীম্ ॥ ১১
 অরুহতীং ততো দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠস্ত সমীপতঃ ।
 যেনে যোষিদগ্ৰহং ধর্মং মুনিক্ষিপ্যবজ্জিতম্ ॥ ১২
 ততস্তে মুনয়ঃ সর্বৈ সস্পৃজ্য বৃষভধ্বজম্ ।
 ইনমুচুঃ প্রহর্ষণে স্বরণাকমিতাঃ প্রিয়ম্ ॥ ১৩

স্বয়ং উচুঃ—

যৎ প্রত্যক্ষং দৃষ্টতে শুদ্ধরূপং
 চক্রেপ্রথ্যং চক্রেবতোপশোভি ।
 অস্তঃপ্রসন্নং ভাবিতং তদ্বনীনাং
 ভাগ্যং দৃষ্টং ভাবযেয়েন যুজৈঃ ॥ ১৪
 প্রজ্ঞাতত্বং ধ্যানতত্বং পুরস্তা-
 রিত্যং ধোহুং ধ্যায়িনাং ব্রহ্মকালম্ ।
 পুঞ্জীভূতং বাহ্যতত্ত্বেন লব্ধ-
 যোগপ্রাপ্যং ধাম লজ্জাক্দারম্ ॥ ১৫
 দৃষ্ট্বা যস্যৈবাগ্ৰজাগং স নেত্রং
 আগার স্যাদ্ধর্মলং সূর্যভূজ্যম্ ।
 ভজ্যমেবং স্থানসর্বস্য নিত্যং
 ভক্ত্যা স্তব্যাং তং নমঃ লব্ধদেহম্ ॥ ১৬

ইহার মধ্যে চক্ষুশেখর, কালীর প্রার্থনার জন্য মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মুনিকে চিত্তা করিলেন । ৯

সদনারি হর চিত্তা করিবামাত্রই মুনিগণ আকৃষ্ট বস্তুর দ্বারা হর-সমীপে তৎকণা উপস্থিত হইলেন । ১০

লবু, মুনিগণকে প্রদীপ্ত সজ্ঞাপাগ্লির দ্বারা দেখিলেন, তাহার পর বশিষ্ঠ-সমীপে তৎপত্নী অরুহতীকে দেখিলেন । ১১

মুনি-সমীপে অরুহতীকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, মুনিরাও দ্বারপরিগ্রহ-ধর্ম পরিত্যাগ করেন না । ১২

তাহার পর স্মরণাকৃষ্ট মুনিগণ বৃষভধ্বজকে বিধিযুক্তে পূজা করত হর্ষ-গদগদ-চিন্তে এইরূপ প্রিয় বাক্য বলিলেন । ১৩

অধিগম্য বলিলেন,—চক্রে-সদৃশ চক্রেবতের দ্বারা শোভিত এবং অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা দ্বারা বিশেষরূপে চিন্তিত সেই শুদ্ধরূপ অদ্বৈত প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হইতেছেন ।
 এটি মুনিগণের বহু অদৃষ্টফল । ১৪

প্রজ্ঞাতত্ব এবং ধ্যানতত্ব সমুদয়ে উপস্থিত ধ্যানীদিগের নিরন্তর ধোহু স্বয়ং প্রকাশমান, বাহার অগ্রভাগ মর্শন করিয়া নেত্রের সহিত মর্শক পরিভ্রাম্য পায় ।
 সেই সূর্যভূজ্যমর্শন, তেজের স্থান, সকলের পক্ষে নিত্য লব্ধদেহ—ভক্তি এবং স্তুতিপূর্বক নমস্কার করি । ১৫-১৬

প্রকাশতে যঃ প্রথমাদিভাগতঃ

স্থিতঃ স য়ামে য ইহৈব নেতা ।

সোহন্যাকমন্ত প্রথমং মসিতৈকো

হরন্ত শক্ত্যা বিধুতো ললাটে ॥ ১৭

যঃ প্রধানাশ্রয়ঃ সত্ত্বরমোক্ত্যঃ তমসাম্বিতঃ ।

পুরুষঃ সর্বজগতাং স হরো নঃ প্রসীদতু ॥ ১৮

ইতি সংস্কৃত্য দেবেশং মুনয়ো বিনয়ানতাঃ ।

ঔহুঃ কিমর্থং ভবতা যুতাস্তমো নিগলতাম্ ॥ ১৯

তেষাং ভবচনং জ্ঞাত্বা শঙ্করঃ প্রহসস্মিহ ।

অগাদ ভাগুণীন্ সর্বানাতাম্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০

ঈশ্বর উবাচ—

হিতাব সর্বজগতাং সন্তোদাতাম্বনস্তথা ।

দানান্ গ্রহীতুমিচ্ছামি তথা সন্তানবৃদ্ধয়ে ॥ ২১

সহস্রং তত্র কুর্কস্ব ভবতো মম সাংপ্রত্যম্ ।

মদর্থে চ ততঃ কালীং হাচস্তাং তুহিনাচলম্ ॥ ২২

মহতা ভগসা কালী য়াং পতিং লবু বিন্দতাম্ ।

কিস্ব গ্রহীষ্যে বিমিনা ভগ্নান্ হাচস্ত তং গিরিম্ ॥ ২৩

যথা যথা স্বয়ং কালীং শৈলো দাড়ুং সমুৎসর্হেৎ ।

তথা তথা বিমধ্যং হি যুয়ং বাগ্ধিত্বাগ্ধিতাঃ ॥ ২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

হরং সযোধ্যা মুনরো অগচ্ছন্ গিরিরাঙ্গুহম্ ।

ভেন প্রপুজিতান্তে তু প্রোচুস্তং মুনরো গিরিম্ ॥ ২৫

যে কলাকালে আদিভাগ স্থিত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন; যাহাকে হর, শক্তি দ্বারা ললাটে ধারণ করিতেছেন; তিনি আমাদের প্রথমতঃ মুসিদ্ধির নিমিত্ত হউন । ১৭

যিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রিতয়ের দ্বারা জগতের প্রধান পুরুষ, সেই হর, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ১৮

এইরূপ ভব করিয়া বিনয়াধার মুনিগণ বলিলেন, আপনি আমাদেরকে কি জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহা বলুন । ১৯

তাহার পর শঙ্কর মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিস্ব শ্রিতভাবে সেই সমস্ত মুনিগণের প্রত্যেককে বলিলেন । ২০

জগতের হিতের জন্ত, নিজের দুখ ভোগের নিমিত্ত এবং সন্তানবৃদ্ধির জন্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবারি । ২১

সেই বিষয়ে সাংপ্রতি আগনাদের সাহায্য করিতে হইবে । আমার নিমিত্ত হিমাশ্রম-সমীপে ভবুতা কালীকে প্রার্থনা করিবেন । ২২

কালী, মহাভগতা করিয়া আমাদের পতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিধি-ক্রমে তাকে গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব গিরিসমীপে প্রার্থনা করুন । ২৩

আপনারা অত্যন্ত বাগ্মী, অতএব যেকালে হিমাশ্রম স্বয়ং কালীকে প্রদান করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হন, সেইরূপ বল করুন । ২৪

যশস্রশেখরো দেবো দেবদেবশ্চ যো যশঃ ।
 শাপাদ্গ্ৰহণে শস্ত্রো য একো জগতাং পতিঃ ॥ ২৬
 যঃ সংহরতি সৰ্ব্বাধি জগতি প্রলয়োক্তবে ।
 যো বিভূতিপ্রদো ভক্তে নানাক্রপো যনোহরঃ ॥ ২৭
 ন ত্তে হৃহিতরং কালীং ভাৰ্য্যাদাদাভুমিচ্ছতি ।
 যদি পশ্যসি তং যোগ্যং বরং তং হৃহিতুঃ সমম্ ।
 তদা প্রযচ্ছ তনয়াং কালীং শশিভূতে গিরে ॥ ২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তৈগিরিপতিশিরঃ যশস্রশস্থিতম্ ॥ ২৯
 হৃহিতুশ্চ প্রিয়ং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য যদচনাস্থনম্ ।
 আহ চেনং প্রকাশেন যুগ্মাভিস্থহমাগতৈঃ ॥ ৩০
 পাবিতো যুনিশাৰ্দ্ধনৈঃ পুৰিতশ্চ যনোরথঃ ।
 দাস্যামি শস্ত্বে পুত্ৰীং যুগ্মাভিঃ প্রাৰ্থিতস্ত্বহম্ ॥ ৩১
 পূৰ্ব্বেষ্য তপস্বশ্চ, তৰেশঃ পতিরীহিতঃ ।
 ধাতুর্নিযোজনমিদং কোহশুখ্য কৰ্ত্তৃমুৎসহেৎ ॥ ৩২
 কোহন্তঃ প্রাৰ্থয়িতুং শস্ত্ৰং সূতাং যম বিনা হরাৎ ।
 হরেণাযগৃহীতা যা ভামন্তঃ কঃ সমুৎসহেৎ ॥ ৩৩
 হরং গৃহীত্বা যনসা নান্তং সাপীহ বাহুতি ।
 ইত্যুক্ত,া যেনরা সার্কিং সূতাং দাতুক শস্ত্বে ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, যুনিগণ হরকে সম্ভাষণ করিয়া গিরিভবনে গমন করিলেন এবং গিরিকর্তৃক পুজিত হইয়া তাহাকে বলিলেন । ২৫

যিনি চন্দ্রশেখর দেব, যিনি দেবতাদিগের স্রষ্টা, যিনি জগতের একমাত্র কর্তা, যাহাকে অভিশপ্ত ব্যক্তি জানিতে অক্ষম, যিনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎকে সংহার করেন যিনি ভক্তসমূহে ঐশ্বর্য্য দান এবং যিনি নানাক্রমে যনোহর । ২৬-২৭

তিনিই আপনার কন্যাকে ভাৰ্য্যাক্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন । যদি তাহাকে আপনার কন্যার যোগ্য বর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হে গিরিরাজ । সেই চন্দ্রশেখরের হস্তে কন্যা কালীকে সম্প্রদান করুন । ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যুনিগণ এই কথা বলিলে, গিরিপতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরুক সেই বর, হৃহিতার প্রিয় জ্ঞানিতে পারিয়া হৃদয়ে সেই পথেই ধাবমান হইল । ২৯-৩০

প্রকাশভাবে যুনিগণকে বলিলেন, ভবাদৃশ যুনিশ্রেষ্ঠদিগের আগমানে আমি পবিত্র হইলাম এবং আমার যনোরথ পূর্ণ হইল, আপনাদের প্রার্থনা বশতই আমি হরকে সমর্পণ করিব । ৩১

পূৰ্বে শিবকে পতি হইবার জন্য কালী কঠোর তপস্বী করিয়াছে । এটি বিধাতার নিয়োগ, অতএব কোন ব্যক্তি অনাথা করিতে সক্ষম হইবে ? ৩২

আমার কন্যাকে হর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে পারে ? হর যাহাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না, কালীও হরকে যনের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে, অন্য কাহাকেও বাহা করে না । ৩৩

অঙ্গীকৃত্য বিসৃষ্টান্তে হনুগ্রাপূৰ্ণহেশ্বরম্ ।
 তে গতা যুনয়ঃ সৰ্ব্বৈ মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ । ৩৫
 শৈলরাজো যদাচ্যে তদুচুর্মদনারয়ে ।
 হিমবাংস্তনয়ান্ দাকুং ভূভামুৎসহতে হরঃ ॥ ৩৬
 যদিদানীং কৃত্বা কর্তুং হৃদ্যাতে ক্রিয়তাং তু তৎ ।
 অন্বাংস্তাপ্যনুজানীহি হর গত্তং নিজাম্পদম্ ॥ ৩৭
 সিদ্ধং জ্ঞাত্বা হরঃ সাধ্যং যুদিতস্তান্ বিসৃষ্টবান্ ।
 যথায়োগ্যং সমাভাষা ক্রমাদেককণো যুনীন্ ॥ ৩৮
 কালীবিবাহাবসরে যুগ্মমারাত মাং প্রতি ।
 ইতি তে বৈ হরেনোক্তং প্রতিজ্ঞতাম্বয়ে যদুঃ ॥ ৩৯
 অথাশ্চান্যপ্রিয়ভয়া কৃত্বা কৃত্বা গতাগতম্ ।
 সময়ং কারয়ামাস বিবাহায় হরো গিরিম্ ॥ ৪০
 মাধবে মাসি পক্ষমাং সিতে পক্ষে তুরোর্দিনে ।
 চত্রে চোত্তরকল্ভন্যাং ভরগ্যানৌ স্থিতে রবৌ ॥ ৪১
 আগতা যুনয়স্তত্র মরীচিপ্রমুখা বৃহঃ ।
 হরেন চিস্তিতাঃ সৰ্ব্বৈ তথা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ৪২
 তথা চ সৰ্ব্বৈ দিকৃপালো যুনয়শ্চ তপোবিনাঃ ।
 শচ্যা সহ তথা শক্রো ব্রহ্মাণামাশ্রয় মা'তরঃ ॥ ৪৩

এই কথা বলিয়া গিরি মেনকার সহিত শিবকে পার্বতীদানে অঙ্গীকার করিলেন, যুনিগণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, শিব-সমীপে গমন করিলেন । ৩৪

হে দ্বিজগণ ! মরীচ্যাদি ঋষিগণ গমন করিয়া, হিমালয় যাহা বলিষ্ঠাটহন-তৎসমস্ত শিবকে বলিলেন । ৩৫

হে হর ! হিমালয় আপনাকেই কন্যা দান করিবার নিমিত্ত বীকৃত-হইয়াছেন । ৩৬

অতএব আপনার যাহা কর্তব্য তাহা করুন । ভগবন্ ! আমাদিগকে ব্রহ্মানে যাইতে অনুমতি করুন । ৩৭

হর, কার্যাসিদ্ধি হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, ক্রটিভঃকরণে তাঁহাদিগকে-দমন করিতে অনুমতি করিলেন । ৩৮

তাঁহাদের উপযুক্ত যত কথা বলিয়া প্রত্যেককে ক্রমে ক্রমে বলিলেন, আপনারা কালীর বিবাহ সময়ে পুনর্ব্বার আমার নিকট আগমন করিবেন । হর এই কথা বলিলে, যুনিগণ প্রতিজ্ঞত হইয়া গমন করিলেন । ৩৯

তাঁহার পর গমনাগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হইলেন এবং হরের আজ্ঞানুসারে গিরি, বিবাহের সময় নিরুপণ করিলেন । ৪০

বৈশাখ মাসে তুরগক্ষীর পক্ষমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে উত্তরকল্ভুনী নক্ষত্র-যুক্ত চত্রে এবং ভরগী নক্ষত্রস্থিত সূর্য্য হইলে সেই দিন মরীচি প্রভৃতি যুনিগণ আগমন করিলেন । ৪১-৪২

হর, চিত্তা করিযামাত্র ব্রহ্মাদি দেবগণ, সমস্ত দিকৃপাল, যুনিগণ, শচীসহ ইন্দ্র, ব্রহ্মাণী আদি মাতৃগণ, ব্রহ্মপুত্র নারদমুনি—ইহারা তৎকালে উপস্থিত হইলেন । ৪৩

নারদস্ত গুহ্যস্তত্র দেবযিহ্নাং সূতঃ ।
 ঐতঃ পরিচরৈঃ সাক্ষং গণৈরাপ্যাহিতঃ যটৈঃ । ৪৪
 বৈবাহিকেন বিবিনা গিরিপুত্রীং হনোহগ্রহৈঃ
 বিবাহে গিরিজা শস্তোঃ সর্পা য়েহমৌ তনৌ স্থিতাঃ । ৪৫
 তে জাহ্ননদসম্রদ্ধা অলঙ্কারান্তবাবু ।
 দ্বিজ্ঞোহভূমহাদেবো জটীঃ কেশভূষণতাঃ । ৪৬
 শিরস্থিতশ্চন্দ্রখণ্ডঃ সৌহৃদ্বিষা কুলিতোহভবৎ ।
 জলটিনেদ্রমভবত্বদা বভূমহাঈকম্ । ৪৭
 বিচিত্রবসনং ব্যাঘ্রকৃষ্ণিরাঙ্গীভদ্রা দ্বিজাঃ ।
 বিভূতিলেপো হাম্যভূৎ সূগন্ধিমলকোক্তবঃ । ৪৮
 গৌররূপো হরস্তত্র বভূবাক্ষুতদর্শনঃ ।
 ভাতো দেবাঃ সগন্ধর্কাঃ শিক্কাবিদ্যাধরোরগাঃ । ৪৯
 বিশ্বয়ং পদমং জগদুইরং দৃষ্ট্য়া তথাবিধম্ ।
 হিমবান্ মুদিতশ্যাসীং সহপুত্রৈশ্চ যেনয়া । ৫০
 স্তাতমশ্যাস্ত মুমুহুইরং দৃষ্ট্য়া তথাবিধম্ ।
 ইবং ভ্রাতা তত্র জগৌ হরং দৃষ্ট্য়া মনোহরম্ । ৫১
 সর্বং শিবকরং যন্ম্যাং সুবেশমভবৎ সুরাঃ ।
 তন্ম্যাচ্ছিবোহরং লোকেষু নাম্রাখ্যাতোহম্বিকঃ শিবঃ । ৫২
 মহেশ্বরমুমায়ুক্তমৈদুলং যঃ স্মরেচ্চদা ।
 সততং তচ্চ কল্যাণং বাঞ্ছিতঞ্চ ভবিষ্যতি । ৫৩
 এবং কালী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ ।
 পূর্বং সাক্ষারণী ভূত্বা পশ্চাদ্গিরিসূত্রাভবৎ । ৫৪

এই সমস্ত পরিজনের সহিত সুর ও প্রমথাদিগণের সহিত আপ্যাহিত হইয়া,
 হর বিবাহ-বিধি অনুসারে গিরি-রাজপুত্রী কালীকে গ্রহণ করিলেন । ৪৪

গিরিজা ও শস্তুর বিবাহ সময়ে শিব-অলঙ্কৃত অষ্টটি সর্প শ্রবণনির্মিত অঙ্কে-
 অলঙ্কাররূপ এবং মহাদেব দ্বিজ্ঞ হইলেন । ৪৫

তাঁহার জটী সূচিকণ কেশরূপ হইল, শিরস্থিত চন্দ্র তেজঃপ্রভাবে অত্যন্ত
 কুলিতে লাগিল এবং জলটিস্থিত নেত্র, মহামূল্য হস্তরূপ হইল । ৪৬-৪৭

হে বিজগন্ ! সেই ব্যাঘ্রচৰ্ণ বিচিত্র বসনরূপ ধারণ করিল । বিভূতিলেপ
 মলয়োগেন্দ্র সূগন্ধির স্বরূপ হইল, হর সেই সময়ে মনোহর রূপ ধারণ করত
 আশ্চর্য্যদর্শন হইলেন । ৪৮

তাহার পর দেবগণ গন্ধর্ব্বকুলের সহিত ও শিক্কা, বিদ্যাধর, উরগ প্রভৃতি
 সমস্ত প্রাণিবর্গ হরকে সেইরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মৃত হইল এবং হিমালয়,
 পুজগল ও যেনকার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাঁহার জাতিবর্গও হরের
 মনোহর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল । ৪৯-৫১

ব্রহ্মা হরকে মনোহর দেখিয়া এই গান করিতে লাগিলেন,—হে সুরগণ !
 যেহেতু ইহার ভ্রাতা সমস্তই মঙ্গল জনক হইয়াছে । তাহা হইলে এই জগতে
 মঙ্গলস্বরূপ ইহা হইতে অধিক মঙ্গলজনক আর কি আছে ? ৫২

মহেশ্বরকে যে কল্পি এইরূপ উমাযুক্তভাবে হৃদয়ে স্মরণ করে, তাহার
 সতত কল্যাণ-বৃদ্ধি হয় এবং বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তি হয় । ৫৩

স্বয়ং সমর্থানি সত্যী কালী সন্মোহিতুং হরম্ ।
 তথাপ্যত্র তপস্তপে হিতায় জগতায় শিবা ॥ ৫৫
 এবং সন্মোহয়ামাস কালিকা চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৫৬
 ইত্যেভং কথিতং সর্বং সত্যদেহা সত্যী যথা ।
 হিমবন্তনয়া তুত্বা পুনঃ প্রাপ মহেশ্বরম্ ॥ ৫৭
 ইদং যঃ কীর্তয়েৎ পুণ্যং কালিকাচরিতং বিজাঃ ।
 নাশয়ো ব্যাধয়ন্তস্য দীর্ঘায়ুঃ স চ জ্ঞাতো ॥ ৫৮
 ইদং পবিত্রং পরমমিদং কল্যাণবর্জনম্ ।
 অত্ৰাপি স কদেবেনং শিবলোকায় গচ্ছতি ॥ ৫৯
 যঃ শ্রোত্ব শ্রাবয়েদ্বিত্রান্ কালিকাচরিতং মহৎ ।
 পিতরন্তস্য কৈবল্যমাপ্নবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
 যঃ শ্রাবয়েদ্ ভ্রাতৃগণানাং সন্নিবৌ বা সভাগতঃ ।
 তত্র স্বয়ং হরো গতা নৃণোতি সহ মায়া ॥ ৬১
 ইতি বঃ কথিতং পুণ্যং সর্বং পাপপ্রণাশনম্ ।
 মুমুভ্যং শ্রোত্বৈতং চাক্ষুণ্ড যন্তঃ শৃঙ্খল সন্তনাঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কালীহরসমাগমো
 নার চতুষ্চত্বারিংশোঃখ্যায়ঃ ॥ ৪৪

আর মহাযাত্রা যোগনিজ্রা জগৎ-প্রসবিনী কালী পূর্বে দাক্ষায়ণী হইয়া
 পারে গিরিসুতা হইয়াছেন । ৫৪

কালী স্বয়ং মহাদেবকে মোহিত করিবার নিমিত্ত সক্ষমা ; তথাপি শিবা
 জগত্তর হিতের জন্য উগ্র তপশ্চরণ করিয়াছেন । ৫৫

এইরূপে কালী চন্দ্রশেখরকে মোহিত করিবে এবং হিমালয় তনয়া হইয়া
 শিবকে পুনর্ব্বার পাইবে । এই সমস্ত কথা বলিয়া সত্যী দেহভাগ করিয়াছেন ।
 ৫৬-৫৭

হে বিজগৎ । যে ব্যক্তি এইরূপ পুণ্য কালিকাচরিত কীর্তন করে, তাহাকে
 ব্যাধি ও মনঃপীড়ার আক্রান্ত হইতে হয় না এবং দীর্ঘায়ু হয় । ৫৮

কল্যাণবর্দ্ধক পবিত্র কালিকা-চরিত একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াও শিবলোকে
 গতি হয় । ৫৯

শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধগণিগকে শ্রবণ
 করায়, তাহার পিতা নিশ্চয় কৈবল্য প্রাপ্ত হন । ৬০

শ্রাদ্ধগণিগের নিকটে অথবা সভাগত হইয়া যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রবণ
 করায়, সে স্থলে ঔমার সহিত হর স্বয়ং গমন করিয়া শ্রবণ করেন । ৬১

হে বিজসত্ত্বগণ । সর্ব-পাপ-প্রণাশন পুণ্যচরিত আপনাদিগকে বলিলাম,
 এক্ষণে আপনাদের যে বিষয়ে অভিকুচি হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করুন । ৬২

চতুষ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

জবর উচুঃ—

বিচিহ্নমিদমাখ্যাতং ব্রহ্মন্ কালীহরাস্বয়ম্ ।
পুণ্যং পাপহরং নিত্যং কৃত্তিসৌখ্যপ্রদং বরম্ ॥ ১-
ভূমঃ কথয় শৰ্বক কালীভূতহৃদয়ম্ভয়ম্ ।
কথং জহার গৌরী বা কথন্তুতাত্ কালিকা ॥ ২-
কেন বা কারণেনাতু কৃকা গৌরীত্ময়াগতা ।
তন্নঃ কথয় তত্ত্বেন যুনিশ্ৰেষ্ঠ দ্বিজোত্তম ॥ ৩-

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইদম্ মহনাথানং কথয়িষ্যামি বোহধুন্য ॥ ৪-
মহর্ষয়ত্ত্বং তত্ত্বেন শুভমং পরম্ ।
এতদৌৰ্দ্ধং পুরা যাজ্ঞা সগরঃ পৃষ্ঠেবাস্থনিম্ ।
ন তং যথা সনাচষ্টে ভ্রাতৃত্ব নিগদাম্যহম্ ॥ ৫-
পুরাত্নং সৌমবংশে চ সগরো নাম পাণ্ডিবঃ ।
স শ্রীমান্ বলদান্ নক্ষঃ সৰ্বশাস্ত্রার্থস্বরাজঃ ॥ ৬-
সৌভূদৈকরূপেনৈব জিহ্বা সৰ্বদান্ মহীভুজঃ ।
সার্কভৌমো নরপতিঃ সৰ্বরাজ্ঞেয়মুতঃ ॥ ৭-
তং প্রপূজ্য রাজানং সগরং পাণ্ডিবোত্তমম্ ।
সত্যজিহ্বাসত্যার্থং যুগমঃ সমুপাগতঃ ॥ ৮-
প্রাচ্যোদীচ্য মহাশ্বনো দাক্ষিণ্যাত্তথোত্তরাঃ ।
যুগয়ো ভাগ্যপাটিশ্চ ব নৃপঃ দ্রুপঃ সমাগমন্ ॥ ৯-

কালীয়ে গৌরীমূর্তি ও শিবের অর্দ্ধাঙ্গতা প্রাপ্তি

মহর্ষিগণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্ । আপনি কালী হর-স্বয়ম্ভীর পাপহর কৃত্তিসুখ-
প্রদ পুণ্য বিচিহ্ন কোষ্ঠ আশ্রয়ন শ্রবণ করাইলেন । ১

পুনর্বার বলুন, কালী কি অন্যে শিবের অর্দ্ধাঙ্গ গ্রহণ করিলেন ? কি
কারণেই বা কালী গৌরীও প্রাপ্ত হইলেন ? হে যুনিশ্ৰেষ্ঠ । হে দ্বিজোত্তম ।
সেই বিষয় যথার্থরূপে বলুন । ২-৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহর্ষিগণ । সেই মহনাথান, আপনাদিগকে
বলিতেছি, আপনারা যথার্থরূপে শুভপ্রদ আখ্যান শ্রবণ করুন । ৪

ইহার পূর্বে সগর রাজা ঔৰ্ব্বমুনিকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা
আপনাদিগকে বলিতেছি । ৫

পূর্বে সগর নামে রাজা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সগর, অত্যন্ত
শোভামালী বলদান, ক্ষমতাপন্ন ও সৰ্বশাস্ত্র পারদর্শী হইলেন । ৬

তিনি এক রথারূঢ় হইয়াই সমস্ত রাজকুলকে জয় করত সকল রাজগণসম্মান
সার্কভৌম নরপতি হইলেন । ৭

রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, পাণ্ডিবোত্তম সগররাজাকে যুনিগণ সম্মান করিবার
ক্ষমতাসমীপে উপস্থিত হইলেন । ৮

আগতেহথ সর্বেষু মহাত্মা জলনোপমঃ ।
 ঔর্বেণ নাম মুনিঃ স্রীমানাগতো নক্ষিভুং নৃপম্ ॥ ১০
 তস্যাগতং মুনিং মুখ্যে, জলন্তমিব পাবকম্ ।
 স্পর্শ্যন্তা মহত্যা তু সগরস্তমপূজয়ৎ ॥ ১১
 পান্যমাচনীয়ক দৌষ্টবার্ধ্যশুরোগমম্ ।
 নিবেশয়ামাস চ তং মুনিশ্রেষ্ঠং বরাগনে ॥ ১২
 উবাচ চ মহাত্মানমৌর্বঃ স সগরো নৃপঃ ।
 প্রণম্য চ যথাযোগ্যং কুশলং ত ইতি বিজম্ ॥ ১৩
 স চ প্রাহ মুনিশ্রেষ্ঠো নরঃ কৈ সদা মম ।
 সর্বত্র কুশলং স্থাং তু ত্রয়ৌ কুশলবৃৎসহে ॥ ১৪
 কৃতঃ কোহন্যোহন্তি কুশলী পৃথিব্যাং সর্বব্রাজসু ।
 স একঃ সজ্জিগামাস্তা ভবান্ সকলপাথিবান্ ॥ ১৫
 কুশলং বর্জিতাং নিতাং তব রাজবরোক্তম ।
 যথা নীত্যা সদাচাটৈঃ পৃথিবীং শাবি ভূপতে ॥ ১৬
 তব বৃদ্ধৌ অগদ্বুদ্ধিবৃদ্ধৌ চেষ্ঠাং ততঃ কুরু ।
 তুভ্যাংতবৃদ্ধৌ সততং সাগরস্তেব বর্জনম্ ॥ ১৭
 প্রথমং সঙ্গুণৈরাত্মা ক্রিয়তাং নৃপ যোজনম্ ।
 ততঃ স্বভার্যা মহিষী ক্রিয়তাং তদগুণৈর্যুতা ॥ ১৮

পশ্চিম-দেশীয়, উত্তর-দেশীয়, পূর্ব-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় মহাত্মা মুনি ও
 ব্রাহ্মণগণ, রাজাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন । ১

সকলে আগমন করিলে জলনসদৃশ মহাত্মা ঔর্ব-নামা স্রীসম্পন্নমুনি, নৃপকে
 সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন । ১০

তাহার পর অভ্যাগত মুনিকে জলন্ত অগ্নির লগ্ন দেখিয়া সগর বিবিধ
 পূজোপকরণদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন । ১১

পান্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় ইত্যাদি দান করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে উত্তম আসনে
 বসাইলেন । ১২

হে বিজয়মণি ! তৎপরে সগররাজা প্রণাম করত মহাত্মা ঔর্বকে বিজ্ঞাসা
 করিলেন, মুনে ! আপনার যথাযোগ্য কুশল ত ? ১৩

মুনিশ্রেষ্ঠ বলিলেন, নররাজ ! আমার সকল বিষয়ে কুশল, বিশেষ
 আপনাকে দর্শন করিয়া আরও কুশল চেষ্ঠা করিতেছি । ১৪

এই পৃথিবীতে সকল রাজবর্গের মধ্যে আপনা হইতে অন্য কুশলী কে
 আছে ? এই ধরাতলে অন্য কোন ওভাদৃষ্ট ব্যক্তি সমস্ত পার্শ্ববর্গকে অন্ন
 করিয়াছে ? ১৫

হে রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনার নিরন্তর কুশল বৃদ্ধি হউক । হে ভূপতে ! প্রকৃতি
 নীতি অনুসারে সগা সন্ধ্যাবহারে পৃথিবী শাসন করুন । ১৬

যেদ্রুপ নিশাকরের বুদ্ধিতেই সাগরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার
 বুদ্ধি হইলেই অগভের বৃদ্ধি ; অতএব বুদ্ধি বিষয়ে চেষ্ঠা করুন । ১৭

হে নৃপতে ! প্রথমতঃ বক্রগণের সহিত স্বয়ং সন্ধ্যাবহারে সম্পূর্ণরূপে মিলিত
 হউন । তাহার পর আপনার ওগের অনুরূপা ভার্য্যাকে মহিষী করুন । ১৮

নিত্য্য সংযোজিতা চেৎ কামনিতা বহুমেব হি ।
 যৎপনেন্দ্র প্রবেক্ষাতী মহতাপি মৃত্যুভতা ॥ ১৯
 ক্রমতে হিমবৎপুত্রী শত্ৰুসঙ্গভয়ানসা ।
 ক্রিয়াত্মপারৈর্বহতিঃ শত্ৰুনা সা প্রযোজিতা ॥ ২০
 ততোহতিমহতা প্রেয়া শঙ্করস্থাপ পার্শ্বতী ।
 শরীরমর্জয়হরন্তৈম্বানুমতে সতী ॥ ২১
 অর্কনারীশ্বরন্তেন তদা প্রভৃতি শঙ্করঃ ।
 অভবদ্পশাঙ্গীনা নান্যাং ভার্যাং গৃহীতবান্ ॥ ২২
 তদ্বাস্তমনি রাজেন্দ্র যজাহামাখানোত্তরে ।
 স্তম্ভৈঃ সংযোজয় লবুং সংযোজয় ততঃ সুতম্ ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যোর্বভাষিতং শ্রুত্বা সগরোহপি মুনাস্বিতঃ ।
 ইদং মুনিস্পৃহুং ন মৃশতিঃ স্মিতসমুতঃ ॥ ২৪

সগর উবাচ—

কথং সা গিরিজা দেবী কাষার্জমহরং সতী ।
 শঙ্করস্ত বিজশ্চেষ্ঠ তদহং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৫
 নীত্যা যয়া বা যোক্তব্য্য আখ্যা ভার্যা মৃতোহথবা ।
 ত্যাং নীতিক সদাচারসংহিতাং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৬
 রাজনীতিং সত্যং নীতিমন্ত্ৰেযাক কৃতান্মনাম্ ।
 পৃথক্ পৃথক্ শ্রোতুমিচ্ছুরহং ত্যাং নাথয়ে বিজ ॥ ২৭

যদি নীতিক্রমে সঙ্গতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বকীয় প্রভূত গুণাবলি
 তত ধারণ করত প্রবেশ করিয়া স্বয়ং বনিতা হইবে । ১৯

আমি শুনিয়াছি, হিমালয়-মুতা শত্ৰুর সঙ্গম মানস করিয়াছিলেন, তৎপরে
 বহুবভবতঃ শত্ৰু সে ক্রিয়া সম্পাদন করেন । ২০

তাহার পর শত্ৰুর অত্যন্ত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া পার্শ্বতী তাহার অনুমতি
 ক্রমে শরীরার্জয়রূপা হইলেন, তজ্জন্ত সেই অবধি শঙ্কর অর্কনারীশ্বর হইলেন ।
 ২১

হে মুনশ্চেষ্ঠ । তিনি অত্র ভার্যা গ্রহণ করেন নাই ; অতএব রাজেন্দ্র
 আপনিও নিজের পত্নীকে গুণযুক্তা করুন, তাহার পর তনয়কেও গুণযুক্ত
 করুন । ২২-২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সগর ঔর্ক্য-বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন এবং
 মৃশতি, ইবং হাস্ত করিয়া মুনিকে এই কথা বলিলেন,—হে মুনশ্চেষ্ঠ ! কিজন্ত
 সতী গিরিজা, শঙ্করের কাষার্জ গ্রহণ করিলেন, তাহাই শুনিবার নিমিত্ত
 উৎসাহিত হইয়াছি । ২৪-২৫

কোন নীতিতে আখ্যা, ভার্যা, অথবা পুত্র ইহাদিগকে যোগ করা কর্তব্য ?
 সদাচারময় সেই নীতিই গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি । ২৬

হে বিজশ্চেষ্ঠ । রাজনীতি, সজ্জনদিগের নীতি এবং অন্য কুতাবাদিগের
 নীতি আমি শুনিবার নিমিত্ত অভিজ্ঞাষী হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা
 করিতেছি । ২৭

যদি শুদ্ধমিহং ককর তদা শ্রোতুমুৎসহে ।

তথা নাম্ভাপয়ামি ত্বাং শ্রোতুমিচ্ছুক্য তৎসময় ॥ ২৮

কুশল্য কথনীয়ক্ষেতর্য কথয় তদ্বনে ॥ ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেবং সগরেনোক্ত ঔর্ধ্বোহপি বিজসন্তমঃ ।

প্রভ্যুবাচ মহাত্মানঃ কৃপালুস্তত্র ভূগভৌ ॥ ৩০

ঔর্ধ্ব উবাচ—

বৃশ্চ রাজন্ প্রবক্ষ্যামি বদ্যং পৃষ্ঠমিহ কৃত্য ।

যথা হরস্য তদ্বর্কঃ ভূভৃৎপুত্রী পুরাহরং ॥ ৩১

যথা নীতিভূত্যা কার্য্যা যত্র যত্র নৃপোক্তম ।

সর্বেষাঞ্চ সদাচারং ক্রমাবক্ষ্যামি তচ্ছ্রু ॥ ৩২

যদোঢ়া হিমবৎপুত্রী শঙ্করেন মহাত্মন্য ।

কিৎসং স তদা কালং তত্র নিশ্চয়ং সহোময়্য ॥ ৩৩

ব্রহ্মমণ্ডলস্থ্য সার্কং সাদন্য কালং শরীর্য চ ।

বিষহার চিরং তত্র পার্বতীং যোদয়ন্ হরঃ ॥ ৩৪

অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে শঙ্কুঃ কৈলাসপর্বতম্ ।

সগরো ভার্য্যয়া সার্কমগচ্ছত্ৰিদিবোপমম্ ॥ ৩৫

স ত্বয়া ক্রীড়মানশ্চ ত্যক্তধ্যানাত্মচিন্তনঃ ।

তদ্বক্ষুচক্রে নেত্রাণি চকোরানিষ চাকরোং ॥ ৩৬

পুষ্পানি কচিদাহুত্যা পিরিজাং প্রতি শঙ্করঃ ।

সর্বাস্তসজিনীং মালাং বিদধেতিমনোহরাম্ ॥ ৩৭

হে ব্রহ্মন্ । যদি গোপনীয় বিষয় না হয়, তাহা হইলে তুমিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি, কিন্তু তুমিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াই আপনাকে যে আচ্ছা করিতেছি তাহা নহে । ২৮

যদি আপনার বক্তব্য হয়, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন । ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সগর এই সমস্ত কথা বলিলে, বিজসন্তম সগররাজের প্রতি কৃপালু হইয়া তাঁহাকে প্রভাস্তর দিতে লাগিলেন । ৩০

ব্রহ্মন্ । যে যে বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন, পূর্বে যেরূপ পার্বতী শঙ্করের শরীরার্ধ গ্রহণ করিয়াছেন । ৩১

যেরূপ নীতি যে যে স্থলে আপনার অবলম্বন-যোগ্য ; হে নৃপোক্তম ! তৎসমস্ত, ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ করুন । ৩২

যে সময়ে মহাত্মা শঙ্কর হিমালয়-সুতাকে বিবাহ করিলেন, সেই সময়ে কিৎসকাল উহার সহিত যাপন করিলেন । ৩৩

সানু-কন্দর কুঞ্জমধ্যে উহার সহিত ব্রহ্মমাণ হইয়া বিহার করিলেন এবং হর সেই স্থানে পার্বতীকে শোভা দ্বারা বিশেষ আনন্দযুক্তা করিলেন । ৩৪

অবস্তর কালক্রমে শঙ্কু, গণ ও ভার্য্যার সহিত ত্রিমিবোপম কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন । ৩৫

পার্বতীকে নিরন্তর চিন্তা করত ধ্যানানি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মুখরূপচক্রে নিজ নেত্রসমূহকে চকোরের দ্বারা করিলেন । ৩৬

কদাচিদাদর্শভলে যুগলচ্চাক্ষরো যুধম্
 যুধঃ তদৈধবাপর্ণায়া কৌকাঞ্চজে যুধধ্বজঃ ॥ ৩৮
 কদাচিদঙ্গনাতীনাং বিলেপৈর্গন্ধপত্রকম্ ॥
 তস্তাং যনন্তনয়ুগে বিলিলেখ স্মরাস্তকঃ ॥ ৩৯
 গন্ধসারবিলেপেন ভিলকাশ্চরিকাতনৌ ।
 ললাটে চাকরোচ্চাক্ষ চন্দ্রবদ্বনসন্ধিনু ॥ ৪০
 উমানির্ঘাসসংসক্তকেশপাশেষু চিত্রকম্ ।
 চন্দনাগুরুকতুরীকুমুদমস্ত্র বিলেপনৈঃ ॥ ৪১
 চকার যেন তস্তাস্ত্র কেশপাশো ব্যবাজ্ঞত ।
 নর্তনাম্রাবর্তীর্ণস্য শিখিপুচ্ছস্য সাম্যধ্বক্ ॥ ৪২
 আধুনদমহাংকুস্থানু কুণ্ডলাদ্যান্ যনোহরান্ ।
 অলঙ্কারানুযানেহে সমাকার্ষীদবৃষধ্বজঃ ॥ ৪৩
 তৈর্জাযুনদসমুতৈতর্যোজিতৈর্গিরিজাতনুঃ ।
 বিভাতি অঙ্গনাপূর্ণে কালিকেব তুড়িঙ্গণৈঃ ॥ ৪৪
 সৌর্যবসিৎব্যরসকাটৈরনানারতৈঃ সলংগটৈকঃ ।
 সম্পূর্ণমন্তিতা কালী সাদৃশ্যং প্রকৃতের্দধৌ ॥ ৪৫
 এবং সদা সানুরাগস্তম্ভাং শত্বর্জগৎপতিঃ ।
 জগদ্ধিতায় চিক্রীড় কাল্যাণমন্তিতয়া সহ ॥ ৪৬
 কালী চ অগতাং যাতা মহামায়া জগদ্রহী ।
 যোগনিদ্রা জগদ্বুদ্ধিবিষ্ঠাবিষ্ঠাচ্ছিকাখিলা ॥ ৪৭

গিরিজার প্রতি লব্ধর অনুরাগবশতঃ কোন সময়ে গুল্ল আহরণ করত
 অত্যন্ত মনোহর সর্ব্বাঙ্গে দান করিবার উপযুক্ত মালা রচনা করেন । ৩৭

কোন সময়ে বৃষধ্বজ আদর্শভলে এক সময়ে নিজ যুধ ও অর্ণার যুধ একত্র
 ধর্শন করেন । ৩৮

কোন সময়ে স্মরাস্তকারী শিব যুগনাভির লেপনের দ্বারা গন্ধযুক্ত পত্রাদিলী
 পার্শ্বভীর নিবিড় স্তনযুগে অঙ্কিত করেন । ৩৯

তাঁহার ললাটে গন্ধদ্রব্য বিলেপন করত মনোহর চন্দ্রের স্থায় তিলক অঙ্কিত
 করিলেন । ৪০

নিবিড় সন্ধিস্থলে নির্ঘাস-সংসক্ত কেশপাশে চন্দন, অগুরু এবং কতুরী দ্বারা
 নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিলেন । ৪১

তাহাতে উমার কেশপাশ অত্যন্ত মনোহর শোভাবূদ্ধ হইল । কখন তিনি
 নর্তনের নিমিত্ত বিকীর্ণ অথচ সমান শিখিপুচ্ছ ধারণ করিলেন । ৪২

বৃষধ্বজ উমার সঙ্গে সূবর্ণময় উৎকৃষ্ট এবং মনোহর অলঙ্কার সমস্ত অর্পণ
 করিলেন । ৪৩

সেই সূবর্ণময় অঙ্গস্থিত অলঙ্কার সমূহে, গিরিজার অঙ্গ—নিবিড় মেঘরাশিতে
 তুড়িম্বালার অবস্থানে তাহার যেক্রপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা পাইল । ৪৪

নানারূপ দিব্য অলঙ্কারে এবং মনোহর বস্ত্রে সম্পূর্ণরূপ ভূষিতা কালী
 প্রকৃতির সাদৃশ্য ধারণ করিলেন । ৪৫

এইরূপ সর্ব্বদা কালীতে অনুরক্ত জগৎপতি শত্ৰু, জগতের হিতের নিমিত্ত,
 দয়িতা কালিকার সহিত ক্রীড়া করি লাগিলেন । ৪৬

প্রকৃতিঃ পরমা যুতিঃ সর্গাত্ত্বিতিকারিণী । ৪৮
 সন্মোহ শঙ্করং যজ্ঞাঙ্ক জগতাক হিতৈষিণী ।
 যেমে তেন সমং দেবী চন্দ্রিকেব সুধারত্নমা ॥ ৪৯
 অথৈবদা স্মরহরঃ কৈলাসাস্ত্রে মহোমহা ।
 ব্রহ্মমাণো যুগা যুক্তো দদৃশেহংসরসঃ শুভাঃ ॥ ৫০
 স্কন্দযৌবনসম্পন্নঃ সর্বলক্ষণসমুতাঃ ।
 ভাসাং মহাগতা বেষ্টা উর্কশী চ মনোহরা ॥ ৫১
 তাঃ সর্বা রক্তগৌরাস্তাঃ সর্বালঙ্কারভূষিতাঃ ।
 মুনীনাঞ্চ মনোহতার্থং শক্য মোহিত্বিত্ব হঠাৎ ॥ ৫২
 তাঃ প্রণম্য হরং দৃষ্টা গিরিজাঞ্চ মনোরমাম্ ।
 অগ্রে প্রাঞ্জলযন্তু-স্তুতীতিনতমস্তকাঃ ॥ ৫৩
 অথ প্রাহ তদা ভর্গঃ পার্বতীমিদমস্তুতম্ ।
 ভাসাং সমকং তস্তান্ত ভাষিতুং স্তাদ্ভয়প্রিয়ম্ ॥ ৫৪
 কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে উর্কভাষ্যলরোগণৈঃ ।
 ভবেহ ত্রীমুখাভবেন সংলাপঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৫৫
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বধ্যাযোগ্যঞ্চ সৌর্কশী ।
 অংসরসঃ সমাভাষ্য বিসৃষ্টা গিরিজা তথা ॥ ৫৬
 অথ সা ক্রোধবশাং পার্বতী ভর্গভাষিতাং ।
 কালী ভিন্নাঞ্জনশ্যামেতু্যদিতা হৃদবৎ কপাৎ ॥ ৫৭

অগ্ন্যাভা জগৎ-স্বরূপা মহামাহা যোগনিহা জগতের ভূতি-স্বরূপা বিদ্যা
 ও অবিদ্যা-স্বরূপা পরমা যুতি এবং যুতি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী প্রকৃতি কালী
 জগতের হিতাভিলাষে মত্তবশতঃ হরকে মোহিত করিয়া সুধারত্নের সহিত চন্দ্র-
 কার শাখা তাঁহার সহিত জীড়া করিতে লাগিলেন ৪৭-৪৯.

অনন্তর, এক সময়ে স্মরহর, উমার সহিত কৈলাস পর্বতের অগ্রভাগে
 আনন্দিত-চিত্তে জীড়া করিতেছেন, একূপ সময়ে কড়কগুলি অংসরাকে দেখিতে
 পাইলেন । ৫০

তাহারা রূপযৌবনশালিনী সমস্ত সুলক্ষণযুক্তা ; তাহাদের মধ্যে উর্কশী
 নামে বেষ্ঠা অত্যন্ত মনোহরা । ৫১

অংসরাগণের মধ্যে সকলেই গৌরাস্তী সমস্ত অলঙ্কার-ভূষিতা ; তাহারা
 মুনিদিগের অবিচলিত মনও হঠাৎ মোহিত করিতে পারে । ৫২

বেষ্ঠাগণ হর ও মনোরমা গিরিজাকে দেখিয়া প্রণাম করত কিছু ভয়াঙ্কল-
 চিত্তে নত-মস্তকে বধ্যাঞ্জলি হইয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল । ৫৩

অনন্তর ভর্গ পার্বতীকে তাহাদের সমক্ষে অপ্রিয়বৎ অস্তুত কথা বলিলেন ।
 ৫৪

ভিন্নাঞ্জনশ্যামে ! কালি ! এই প্রদেশে তুমি ত্রীমুখাভাব অবলম্বন করিয়া
 উর্কশী প্রভৃতির সহিত সস্তাষণ কর, এই কথা বলিলেন । ৫৫

উর্কশী উপযুক্ত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অংসরাদিগকে আহ্বান করত
 কালীর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন । ৫৬

অনন্তর পার্বতী কালী ভিন্নাঞ্জন-শ্যামলা, এইরূপ শম্ভুবাক্য শ্রবণ করিয়া
 অত্যন্ত ক্রোধপরবশা হইলেন । ৫৭

মা চাপ্পরমাং পুরতো বর্ণোদ্দেশবিকল্পনম্ ।
 ন সেহে মন্থানা যুক্তা গিরিজেন্দুকলাভূতঃ ॥ ৫৮
 অথ মা বোষসংযুক্তা ত্যক্তাঃ দ্ব্যভবাহনম্ ।
 অপহুতে শৈলসানো বোষাপহুতিমাগতা ॥ ৫৯
 মার্গমাণোহথ বিরহব্যাকুলো দ্ব্যবাহনঃ ।
 নাসসাদ কিদংকানং পার্শ্বতঃ পৰ্বতোত্তমে ॥ ৬০
 বিরহব্যাকুলং জাহ্নবী স্বরং মা পার্শ্বতৌ হরম্ ।
 আস্থানং দর্শয়ামাস গিরিসানাপবহুতে ॥ ৬১
 তামাসান্য উতঃ শঙ্কুঃ কিমর্থমভজঃ প্রিয়ে ।
 মানং মনোবুদং দেবি বিশীর্ণ ইব চাত্রবীং ॥ ৬২
 তর্জ্যুবাণঃ পুরজীপাং মানগ্রহণকারুণম্ ।
 তদ্বিনা গ্রহণাত্মক ভীকু প্রাপ্তোতি বাচ্যতাম্ ॥ ৬৩
 তন্মাং কিমর্থমকরো বোষং তুং জলজাননে ।
 তদাচক্ষুঃ ক্রতং কান্তে মনো মে ন প্রসীদতি ॥ ৬৪
 ইতুক্তাঃ শঙ্করো দেবীং তামাভিজিহ্বুচুতঃ ।
 কালী তং বারয়ামাস বচনং চাত্রবীন্দ্রম্ ॥ ৬৫
 ন দৃষ্টপূর্ব্বা কিমহং যেন ভিন্নাঙ্কনোপমা ।
 ক্রিয়তে মসি ভূতেশ শুবতাপ্পরমাং পুরঃ ॥ ৬৬
 জাতিহীনং বুদ্ধিহীনং রূপহীনমদক্ষিণম্ ।
 হীনাঙ্গমতিরিক্তাঙ্গং তেন নোষণে নাক্ষিপেৎ ॥ ৬৭

গিরিজা অপরাধিগের সমক্ষে শশিশেখরের ব্যাক নিন্দায় ক্রোধাখিতা হইয়া সঙ্ক করিতে পারিলেন না । ৫৮

তাহার পর পার্শ্বতী বোষপরবশা হইয়া দ্ব্যভবাহনকে পরিত্যাগ করত শৈলশিখরে গুপ্তা হইয়া প্রকৃতি-ভাব প্রাপ্ত হইলেন । ৫৯

অনন্তর দ্ব্যধ্বজ, বিরহব্যাকুল হইয়া পার্শ্বতীকে অবেষণ করিতে আঁহুত করিলেন, ক্ষণকাল অবেষণ করত সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে তাঁহাকে পাইলেন না । ৬০

তাহার পর পার্শ্বতী হরকে ব্যাকুল জানিতে পারিয়া সেই সুগুপ্ত গিরি-সানুতে স্বয়ং দর্শন দিলেন । ৬১

তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শঙ্কু, বিশীর্ণের ন্যায় বলিলেন, প্রিয়ে ! মনের মলিনতারূপ যান করিয়াছ কেন ? ৬২

স্বামী অপরাধই স্ত্রীদিগের মনের কারণ ; কিন্তু সেই অপরাধ না করিলেও অপরাধ মনে করিয়া ভীকু ব্যক্তিকে কটু উক্তি শ্রবণ করিতে হয় । ৬৩

এক্ষণে আমি কমলাননে । তুমি কিঙ্কর রাগ করিয়াছ ? কান্তে । তুমি শীত্র বল, না হইলে আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না । ৬৪

এই বলিয়া শঙ্কর দেবীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, কালী তাঁহাকে বারণ করিয়া এই কথা বলিলেন । ৬৫

হে ভূতেশ ! আপনি কি পূর্ব্ব দর্শন করেন নাই যে, অপরাধের সমক্ষে আমাকে অঙ্গম-লদৃশ বলিয়া উপহাস করিলেন । ৬৬

জাতিহীন, বিত্তহীন, রূপহীন, অনুঙ্গর, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ এই সমস্ত দোষ কীৰ্ত্তন করা উচিত নহে । ৬৭

ইতি ব্রহ্মা পুরা প্রাহ বেদৌষাৰ্থা বনিশ্চয়ম্ ।
 তৎকাবচস্ত ভবত্য পরিহাসোহভ্যভ্যাত ॥ ৬৮
 যাবন্ন মে শরীরস্ত ভবিতী স্বৰ্ণগৌরতা ।
 ন সমেচ্চে ত্বয়া তাবদিত্তি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৬৯
 শরীরগৌরতাং শস্তো ন সমেচ্চে ত্বয়া বিনা ।
 তত্র মে ধৃশু সন্ত্যয় আশ্বনঃ নিরসা শপে ॥ ৭০
 ইত্যুক্ত্বা স তদা দেবী তস্মৈব পুরতো যযৌ ।
 মহাকৌষীগ্রপাতাখ্যং হিমবৎসানুযুক্তমম্ ॥ ৭১
 মহাদেবোহপি তং ভাব্যং জ্ঞানেন কৃতনিশ্চয়ম্ ।
 অর্থং জ্ঞাত্বা তদাপৰ্ণ্যং সৰ্ব্বজ্ঞো নাপ্যবারয়ৎ ॥ ৭২
 সা গতা পূৰ্ব্ববস্ত্রম্ শঙ্কুসমভ্রামনসা ।
 শতমাসাবস্থামাস বর্ষানি ব্রহ্মতথ্বজম্ ॥ ৭৩
 একং পাদং সমুৎক্ষিপ্য বায়েনাক্রম্য সা ক্ষিত্তিম্ ।
 উত্তরাভিমুখী ভূতা নিরাহারা নিরন্তরম্ ॥ ৭৪
 বৈশ্বাশ্বচন্দ্রবসনা সৌক্কর্ম্মদ্বাননা সতী ।
 জ্যোতির্ম্ময়ং পরং শান্তং শিবং নিবকরং বরম্ ।
 আশ্বমুকুপতত্বজা তত্ত্বেনাধীযত্বরম্ ॥ ৭৫
 তাং চিত্তযন্তীং পরমশিষ্টলাং তত্ত্বমানসাম্ ।
 যেনে মুনিগণঃ স্থানুর্যো ন জানাত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৬
 এবং তদ্যাত্তপস্তাতা অগ্ন্যুর্বর্ষানি বৈ শতম্ ।
 অক্লেষাক যথা শব্দদেকং নৃপতিসত্তম ॥ ৭৭

এইটি ব্রহ্মা পূর্বে বেদসমূহে নিশ্চয় করিয়াছেন ; তাহা অবজ্ঞা করিয়া আপনি পূর্বোক্তরূপে পরিহাস করিয়াছেন । ৬৮

অতএব আমি সত্য বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমার শরীর বর্ষের কাল গৌর না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনার সহিত সন্তোগাদি করিব না । ৬৯

হে শস্তো ! তোমা ভিন্ন শরীরের গৌরতাকে প্রাপ্ত হইব না, তাহার সন্ধান শ্রবণ করুন, আমি শিরে হস্ত দিয়া শপথ করিতেছি । ৭০

এই কথা বলিয়া কালী শিবের সমক্ষেই মহাকৌষী-প্রপাত নামক হিমালয় সানুতে গমন করিলেন । ৭১

সর্বজ্ঞ মহাদেবও ভাবী বিষয় জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পতীর গমনে প্রতিরোধ করিলেন না । ৭২

কালী গমন করিয়া পূর্বের স্থায় বস্ত্রভে মনোভিনিবেশ করত শত বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেবের আরাধনা করিলেন । ৭৩

এক পদ উত্তোলন করিয়া বামপদের দ্বারা ক্ষিত্তিতে অবস্থান করিলেন এবং উত্তরাভিমুখে অনশনে নিরন্তর ব্যাশ্রচন্দ্র পরিধান করিয়া উর্ধ্বমুখে জ্যোতির্ম্ময় জ্যেষ্ঠ শান্ত, মঙ্গল-জনক শিবকে আশ্ব-মুকুপ তত্ব ও জ্ঞান-তত্ত্বের দ্বারা আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৭৪-৭৫

নিশ্চলশরীরে, নিশ্চলমনে, পরমপার্থের চিন্তায় আসক্তা কালীকে মুনি-পদমধ্যে স্থাহারা না জানিত, তাহার শাখা-পল্লবাদিন্দ্রক বৃক্ষ বলিয়া ধনে করিল । ৭৬

ততস্তাং শতবর্ষান্তে শঙ্করো যোগতৎপরঃ ।
 আস্থানং দর্শয়ামাস ক্রমানেকং স সত্‌পদম্ ॥ ৭৮
 প্রথমং দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণ্ডক ইরিং ততঃ ।
 ততস্ত শঙ্করং দেহং ততশ্চেদামর্থে কতাম্ ॥ ৭৯
 জ্যোতির্ময়ত্বং শুদ্ধত্বং সর্বেষাং হেতুতাং তথা ॥ ৮০
 ততস্ত শঙ্করপং স দর্শয়ামাস শঙ্করঃ ।
 যোগনিদ্রাং মহামায়াং যোগিনীং কালিকাস্থিকাম্ ॥ ৮১
 প্রথমং দর্শয়িত্বা তু ততঃ প্রকৃতিরূপতাম্ ।
 পশ্চাৎ সা পার্শ্বভীত্যেব ক্রমাংস্তত্‌। অদর্শয়ৎ ॥ ৮২
 তপসা সন্তুভেনাত্ত জ্ঞানদ্বাঙ্গান্য পার্শ্বভী ।
 অন্তর্দৃষ্ট্যা বহির্দৃষ্ট্যা তত্বং জ্ঞাত্বা যথাতথম্ ॥ ৮৩
 শঙ্কুং জগদ্বকুং যেনে তথাস্থানং জগদ্বকুম্ ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরশ্চাপি ততঃ সর্বমিদং জগৎ ॥ ৮৪
 অহং সমস্তপ্রকৃতির্যোগনিদ্রা তথা সতী ।
 ইতি ধ্যানেন সা দেবী প্রাপা ধ্যানং তদাত্যজং ।
 উদ্যীল্য নরনন্দম্বুং বহিঃ শঙ্কুং দদর্শ চ ॥ ৮৫
 সা দৃষ্ট্বা শঙ্করং দেবং দেবদেবমুপাশ্রিতম্ ।
 তুষ্ঠাব বাগ্‌ভিরিষ্টাভির্ঘনিং যোগতৎপরম্ ॥ ৮৬

পার্শ্বভাবাচ—

নমস্তে জগতাং নাথ নমস্তে কেশবাচাৰ্য ।
 প্রধানপুরুষাতীত কারণত্রয়কারণ ॥ ৮৭

রূপসমুদয় । এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে এক শত বৎসর অন্তরে এক
 বৎসরের দায় অতীত হইল । ৭৭

শত বৎসর পরে যোগতৎপর শঙ্কর কালীকে সলজ্জ হইয়া ক্রমে দর্শন
 দিলেন । প্রথম ব্রহ্মরূপে, তাহার পর হরিরূপে, তৎপরে শঙ্কুরূপে, অনন্তর এই
 সমস্তের একতাক্রমে দর্শন দিলেন । ৭৮-৭৯

সেই রূপ—জ্যোতির্ময়, শুদ্ধ এবং সকলের হেতুভূত । তাহার পর শঙ্কর,
 পুনর্বার শঙ্কুরূপ দর্শন করাইলেন । ৮০

যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী কালিকাস্থিকা এইরূপ তাঁহাকে প্রথম দর্শন
 করাইয়া পরে কালীর প্রকৃতিরূপে দর্শন করাইলেন ; তাহার পর পার্শ্বভীকে
 ক্রমে এইরূপ কালীকে দর্শন করাইলেন । ৮১-৮২

পার্শ্বভী, তপঃসমুত্ত জ্ঞানের দ্বারা এবং অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি দ্বারা সমস্তের
 স্বার্থার্থ জানিতে পারিলেন । ৮৩

শঙ্কুকে জগদ্বকু বিবেচনা করিলেন, আপনাকে জগদ্বকু বসিয়া জানিলেন ।
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর ও শঙ্কু এই সমস্তই এক শঙ্কুর স্বরূপ । ৮৪

আমিই যোগনিদ্রা প্রকৃতি সমস্ত প্রকৃতি-স্বরূপা । দেবী ধ্যানে এই বিষয়
 জানিয়া সেই সময়ে ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন এবং নরন উদ্যীলন করিয়া
 বাহিরেও শঙ্কুকে দেখিতে পাইলেন । ৮৫

দেবী, উদ্যাপতি জিতেলিখ যোগতৎপর শঙ্করকে দেখিয়া অক্লিষ্টমিত্ত বাক্য
 দ্বারা শ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন । ৮৬

যোগমোহমনোরাগ-বর্ণাধর্মময়স্তথা ।

বিদ্যাবিদ্যায়রূপস্য শাক্তবঃ কাশ্য এব তে ॥ ৮৮

ত্বং নিঃশ্রেয়ঃ শ্রেয়সা যুক্ত্যমানো

দৃষ্টোহৃদৃষ্টো যোগমুর্তির্মনোযী ।

সম্যক্ প্রক্কা পৌরুষে তত্ত্বরূপং

ত্বং বৈ জ্যোতিঃ শান্তিরূপং পুরস্তাৎ ॥ ৮৯

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ হরশ্চ মহেশ্বরঃ

সূর্য্যঃ সোমো বায়ুরগ্নিধনেশ্বরঃ ।

ত্বং তোয়েশ্বঃ শমনো ব্রাহ্মসম্ভ

শেষস্ত্বন্তো ভিন্মতে কোহপি নান্মিন্ ॥ ৯০

ত্বং ভূমির্দ্যৌহৃদ্যসদাং চাপি পশ্চা-

ত্বং স্থাবরো জলমো ভূবলশ্চ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং ধ্যানগম্যক্ তত্ত্বং

পর্যাপরং ব্যক্তরূপং পরেশাম্ ॥ ৯১

ত্বং পুরুষঃ পরমায়া প্রধানং

ত্বং হি জ্যোত্তমানাগমো জ্ঞানগম্যঃ ।

ভাবঃ কৃত্যং পঞ্চরূপী সমষ্টৈ-

বাসান্যন্তে গোচরাস্তত্ত্ববায় ॥ ৯২

কীর্ত্তিঃ কীর্ত্ত্যঃ স্তব্যরূপী স্ততিশ্চ

দ্রষ্টা দৃষ্টঃ হৈর্য্যশ্চ স্থাবরশ্চ ।

নিত্যোহনিত্যো যুক্তযোগো বিযোগে

ধানাদানে ভেদসামপ্রয়োগঃ ॥ ৯৩

পার্বতী বলিলেন, হে জগন্নাথ ! তুমি কেশব, জ্যোত ও প্রধান পুরুষ
অতীতকারণ কারণত্রয়রূপ শঙ্কর, তোমাকে প্রণাম করি । ৮৭

শঙ্কর ! যোগ, মোহ, মনোরাগ, বর্ণাধর্মময় বিদ্যা, অবিদ্যা প্রভৃতি তোমার
ধর্মীরের রূপ । ৮৮

তুমি নিঃশ্রেয়স-শ্রেয়োযুক্ত দৃষ্ট-অদৃষ্ট এবং মানসিক যোগমুর্তি ; তুমি
ব্রহ্মরূপ পৌরুষ বিষয়ে তত্ত্বরূপ ; তুমি জ্যোতিঃ এবং শান্তি-রূপ । ৮৯

তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর-বাসব-রূপ এবং তুমি আদিত্য, বায়ু, অগ্নি, কুবের ;
তুমি বরুণ, তুমি শমন ও ব্রাহ্মসেশ্বর তুমি শেষ-রূপ ; এই জগতে তোমা ভিন্ন
কেহই নাই । ৯০

তুমি ভূমি, আকাশ, জল এবং পথ ; তুমি স্থাবর, জলম ও ভূতল ; তুমি
জ্ঞান, জ্ঞেয়, ধ্যানগম্য এবং পর্যাপর তত্ত্বরূপ ও শব্দদিগের সম্বন্ধে ব্যক্তরূপ । ৯১

তুমি পুরুষ, পরমায়া এবং প্রধান রূপ ; তুমি জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানগম্য জাগম
রূপ ; তুমি ভাব ও করণীর বিষয় এবং পঞ্চরূপী, সমস্ত জগৎ প্রত্যেকরূপে
তোমার রূপ দেখিতে পায় । ৯২

তুমি কীর্ত্তি, কার্য, স্তব্য-বিষয়, স্ততি, দ্রষ্টা, দৃষ্ট, হৈর্য্যশীল এবং ভাবনা-
যোগ্য ; তুমি নিত্য, অনিত্য, নিত্য-যোগ, বিযোগ, শূন হইতেও হীন, ভেদ ও
সাম্যের প্রয়োগ রূপ । ৯৩

নীতির্নৈমো দীক্ষিতো নক্ষিণাশ্চ
 সার্বাং সার্বং সংবিধাতা বিবেকঃ ।
 আর্ঘ্যোহনার্ঘ্যো রূপহীনোহনুষ্ঠ
 দিব্যো দেবো বায়ুসোহমানুষশ্চ ॥ ১৪
 সৃজাঃ স্রষ্টা পালকঃ পাল্যরূপ-
 চেততা চেয়ো নোশ্চিহ্নস্তত্ত্বোশ্চিঃ ।
 বিদ্যাবিদ্যাবেদব্যবৈকরূপো
 রূপারূপস্তীক্ষ্ণসৌমৈকরূপঃ ॥ ১৫
 ভাবাভাবঃ শোভনঃ তদ্বরূপী
 শব্দশাস্তঃ শান্তিরূপো মুনীনাম্ ।
 হ্রস্বোহহ্রস্বঃ সর্বগোহসর্বগশ্চ
 ভ্রাতোহভ্রাতঃ সিদ্ধসিদ্ধিপ্রদশ্চ ॥ ১৬
 একহ্রস্বঃ সর্বলোপো মূদেহো
 নির্দেহশ্চ দেহ একঃ সূর্য্যণাম্ ।
 স্থূলঃ সূক্ষ্মো নির্বিকারঃ শরীরো
 বিশ্বাত্মা ত্বং নাস্তি ভিন্নো ভবত্ত্বঃ ॥ ১৭
 কার্য্যাকার্য্যে যস্য রূপে সমস্তে
 ব্যাপ্যাব্যাপ্যে ভাগহীনোহতিপূর্ণঃ ।
 যোগজ্ঞানহান্যকং বস্য নিত্যং
 রূপং যস্য শ্রীপ তদৈশ্ব নমস্তে ॥ ১৮
 প্রধানপূরসৌরপি যো বিধাতা
 যঃ কালরূপী পুরুষঃ পরেশঃ ।
 তন্নীশমূত্রং বরদং বরেন্যং
 নমামি চিন্নীতিবিতানকং ভায় ॥ ১৯

তুমি নীতি, নম, উদার, সার ও অসার ; তুমি বিধানকর্তা ও বিবেক ; আর্ঘ্য-অনার্ঘ্য, রূপহীন স্বরূপ, অনুষ্ঠ ও অযনুষ্ঠ । ১৪

তুমি সৃজা, স্রষ্টা, পালক, পাল্যরূপ, চিত্ত-স্বরূপ, চেতনোশ্চিহ্ন, উশ্চি, বিদ্যা, অবিদ্যা এবং বেদবাক্যস্বরূপ ; তুমি রূপ, অরূপ, তীক্ষ্ণরূপ এবং সৌম্য-রূপ । ১৫

তুমি ভাব, অভাব, শোভাশালী, তদ্বরূপী, নিরন্তর শাস্ত এবং মুনিদিগের উগ্রা শান্তি ; তুমি হ্রস্ব, অহ্রস্ব, সর্বগ ও অসর্বগত ; তুমি ভ্রাতা, অভ্রাতা, সিদ্ধ ও সিদ্ধপ্রদ । ১৬

তুমি একহ্র, সর্বলোক-প্রাপ্ত-দেহ, দেহশূন্য এবং একদেহ । তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, নির্বিকার এবং শরীরী ও বিশ্বাত্মা ; তুমি নাস্তিবার শূন্য । ১৭

বীহার রূপ কার্য্য ও অকার্য্য সমস্ত ব্যাপ্ত ও অব্যাপ্ত ভাগহীন অতি পূর্ণ, যিনি নিত্য হানাতিলাবীর যোগ জ্ঞান, বীহার শ্রীপদ নিত্য-রূপ, তাঁহাকে প্রণাম করি । ১৮

যিনি প্রধান পুরুষেরও বিধাতা, যিনি কালরূপী এবং প্রধান পুরুষ ; সেই উগ্র প্রভাশালী, বরপ্রদ এবং ভ্রষ্ট, চিত্ত-নীতির বিতান স্বরূপ ইন্দ্রকে প্রণাম করি । ১৯

অক্ষরো যোহব্যয়ঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রধ্বজঃ ।
তস্মৈ নমস্তে বিশ্বাস্যন্ ইমঞ্চজ মহেশ্বর । ১০০
জ্ঞানাহুতবিনিশ্চয়ি যস্য চিত্তলভাঃ সখা ।
তুঙ্গপদেকং যং ক্ষেত্রং ভক্তিমাঙ্গং নমোহস্ত তে । ১০১

ঊর্ধ্ব উবাচ—

ইতি স্তুতো মহাদেবঃ সর্বভূতানুকম্পকঃ ।
প্রসন্নবদনঃ গ্রাহ পার্শ্বতীং প্রতিহর্ষয়ন্ । ১০২

ঈশ্বর উবাচ—

প্রীতোহস্মি দেবি ভদ্রং তে বহুং বহুশ্চ বাঞ্ছিতম্ ।
তপসাপ্যাব্রিভক্ষাহং ত্বয়া ভক্ষা তথা হরিঃ ॥ ১০৩
তপসা ত্বংসমো নাস্তি শীলেন চ জ্ঞেন চ ।
ত্বাং বিনা ন হি তুপ্যামি প্রিয়ে কুরু যথেন্দ্রিতম্ ॥ ১০৪
ততঃ সা মোচিতা গ্রাহ মায়য়া ত্রিমবৎসুতা ।
জাহ্ননদাভগৌরো মে দেহো ভবতু সাম্প্রতম্ ॥ ১০৫
অনন্তকান্ততুষ্ণাপি ত্বয়া যন্তো বিনা হর । ১০৬
এবমুক্তো মহাদেবঃ পার্শ্বত্যা পার্শ্বতীং ততঃ ।
আকাশগঙ্গাতোহৌষে মঞ্জয়ামাস ভামিনীম্ ॥ ১০৭
সা নিমজ্জ্য সমুত্তীর্ণা বিদ্যাদ্গৌরী বাজায়ত ।
সিতাঙ্গোমধ্যগা দেবী শারদাভ্রৈ তড়িন্মথা ॥ ১০৮

হে বিশ্বাস্যন্ । ইমঞ্চজ । মহেশ্বর । যিনি অক্ষয়, অব্যয়, সকল কার্যের
সাক্ষি-রূপ এবং ক্ষেত্রজ, ক্ষেত্রধারী, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি । ১০০

বাহার চিত্তরূপ চক্ষুশ্রী, জ্ঞানরূপ-অমৃত-নিশ্চন্দী, সেইরূপ আমি কেবল
ভক্তিতে কিরূপে জানিতে পারিব ? তথাপি তাঁহাকে কর-জোড়ে প্রণিপাত
করি । ১০১

ঊর্ধ্ব বলিলেন, সর্বভূতানুকম্পন মহাদেব এইরূপ স্তুত হইয়া প্রফুল্ল বদনে
পার্শ্বতীর সন্তোষসাধন করিয়া বলিলেন, দেবি । তোমার শুভে ভূষ্ট হইয়াছি,
অভিমত বর প্রার্থনা কর ; তোমার তপঃপ্রভাবে আমি, ভক্ষা ও হরি সকলেই
আপ্যাব্রিত হইয়াছি । ১০২-১০৩

তপস্যাশীল এবং সচ্চরিত্র তোমার সমান কেহই নাই । প্রিয়ে । তোমা
ভিন্ন কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হইতেছে না, তোমার যাঁহা ইচ্ছা, কর । ১০৪

তাহার পর হিমালয়-সুতা মায়াভ্রৈ মোহিত হইয়া বলিলেন, সম্প্রতি
আমার শরীর সুবর্ণ সন্দেশ গৌর হউক এবং হে শস্তো ! আপনিও আমি ভিন্ন
অন্ত কাহাতে অভিলষ্য হইতে পারিবেন না । ১০৫-১০৬

পার্শ্বতী এই কথা বলিলে মহাদেব, পার্শ্বতীকে আকাশগঙ্গার ত্রয়সমূহে
স্নান করাইলেন । ১০৭

তাহার পর সেই সলিল হইতে উত্তীর্ণা পিরিঞ্জা বিদ্যাতের শ্রাব গৌরবর্ণা
হইলেন, ততঃ সলিলে অবস্থিতি সময়ে দেবী শরৎকালীন যেষে তড়িৎকালার
শ্রাব শোভা পাইয়াছিলেন । ১০৮

শঙ্খচাক্ষীচকারাও নাহং ভক্তো বিনা প্রিয়ে ।
মনসাগি গ্রহীতামি নাক্ষাং সত্যং অসীমি তে । ১০৯

ঔর্য উবাচ—

অথ তোয়াং সমুত্তীর্ণা পার্শ্বতী মোদসংযুতা ।
তপঃক্লেশপরিভ্যক্তা চন্দ্রিকৈব বিধোয়ধা । ১১০
অথ তাং পার্শ্বতীং দেবীমাধায় বৃষভধ্বজঃ ।
অগাম শৈলং কৈলাসং স্বমাক্রমপদং লঘু । ১১১
তদা গজা হরো দেবীমধিবাস্তু বিভূষা চ ।
পূর্ববন্দ্যোদয়ামাস নক্ষত্রহাসকথাদিভিঃ । ১১২
সাগি সৌবর্ণগোরাঙ্গী বীক্ষ্য রূপং মনোহরম্ ।
গৃহীতসময়ং শঙ্কুং প্রাপ্যাতীৰ যুযোদ হ । ১১৩
এবং ততোঃ শিবম্বোরগ্ৰোস্তরমমানদোঃ ।
অগাম সূচিরং কালং কৈলাসে পর্বতেত্যন্তমে ॥ ১১৪
অষ্টৈককথা মহাদেবসমীপে হিমবৎসুতা ।
আসীনা দদৃশে তস্য স্বাং ছায়ামুরসি স্থিতাম্ । ১১৫
শ্ৰুটিকাশ্রমে যচ্চেহুদি শস্তোর্মনোহরে ।
যোগিজ্ঞানাদর্শভলে চাক্ষরীং প্রতিবিস্মিতাম্ । ১১৬
অজ্ঞচ্ছায়াং গিরিসুতা বামভাগে মনোহরে ।
দদর্শ বনিতাক্রপাং শ্ৰুতবস্ত্রাং মনোহরাম্ ॥ ১১৭

তৎপরে শঙ্কু অঙ্গীকার করিলেন, প্রিয়ে । তোমাকে সত্য বলিতেছি,
আমি তোমা ভিন্ন অন্য ক্রীকে মনের দ্বারাও গ্রহণ করিব না । ১০৯

ঔর্য বলিলেন, অনন্তর পার্শ্বতী তোর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত
হইলেন এবং শবৎকালীন চন্দ্রের চন্দ্রিকার স্থায় তাঁহার তপঃক্লেশ পরিভ্যক্ত
হইল । ১১০

অনন্তর বৃষভধ্বজ দেবী পার্শ্বতীকে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় অগ্রিম কৈলাস
পর্বতে শীঘ্র গমন করিলেন । ১১১

কৈলাসে গমন করিয়া হয়, দেবীকে বিনিম্ব বসন ভূষণাদি দ্বারা ভূষিত
করিয়া পূর্বের ন্যায় হাস্যজনক বিবিধ বাক্যদ্বারা আনন্দ উপাদান করিতে
লাগিলেন । ১১২

সূবর্ণের স্থায় গোরাঙ্গী গিরিকাও স্বকীয় মনোহর রূপ দর্শন করত এবং
সময়ানুসারে শঙ্কুকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন । ১১৩

এইরূপ শিব ও গৌরী, পরস্পরে ক্রীড়াতে আসক্ত হইলে, কিয়ৎকাল
কৈলাস পর্বতেই অতীত হইল । ১১৪

অনন্তর একদিন হিমালয়সুতা মহাদেবসমীপে উপবেশন করিয়া দেখিলেন,
স্বীয় ছায়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াছে । ১১৫

গিরিকা—শ্ৰুটিকের ন্যায় শুভ্র, মনোহর, যোগিগণের জ্ঞানের আদর্শমূল
শঙ্কুর বক্ষঃস্থলে পতিত বামভাগে প্রতিবিস্মিতা মনোহরাঙ্গী ছায়াকে হাস্যমুগ্ধ
মনোহরবদনা বনিতার স্বরূপ দর্শন করিলেন । ১১৬

তাঁহার দৃষ্টির বিস্ময়বশতঃ ছায়াতে বনিতাজ্ঞান এই বৃদ্ধি হইল,—গিরিকা

আত্মা দৃষ্টাথ পার্শ্বতাত্ত্বনা জ্ঞানমজ্ঞায়ত ।
 কৃতমভ্যোহপি গিরিশঃ কিমভ্যং বনিতাং দধৌ ॥ ১১৮
 যাত্ৰয়া স্থাপিতাং গাজে বীক্ষন্তীং কুটিলকং যাম্ ।
 ইতি তম্যাস্তদা বস্ত্রং মলিনং ক্রকৃৎসিতম্ ।
 বস্ত্রং বৃষকেতুশ্চ ক্রাম উৎপাতকো যথা ॥ ১১৯
 সা দৃষ্টাথ তব। হ্যাত্মাং বিষ্ণুমায়া-বিমোহিতা ।
 অপহৃতং গিরেঃ শৃঙ্গং যানাত্ত্রোষাধিবেশ হ ॥ ১২০
 অথ ত্যং মার্গমাণস্ত শঙ্কবা বিরহাকুলঃ ।
 চিরাদপহৃত্য ত্যং দেবীমাসাদ্য ততো ইক্ষঃ ॥ ১২১
 তামাসাদ্য মহাদেবো বিবৰ্ণবদনাং প্রিয়াম্ ।
 উবাচ হোষণে ক্ষেপ্তং জাতুমিচ্ছুর্ষথাভয়ম্ ॥ ১২২

ইশ্বর উবাচ—

কিমর্থস্তং বরারোহে ময়াং কুপ্যসি কোপনে ।
 যোবহে ক্রুৎসনবস্ত্রং তবেচ্ছামীহ বল্লভে ॥ ১২৩
 ন তুভ্যমপহৃত্যৈমং বাচ্য বা মনসাথবা ।
 কায়েন বা কথং কোপং কৰ্ত্তুমর্হসি ভামিনি ॥ ১২৪

দেবীবাচ—

সময়েন ময়া পূর্বেণ তথা সম্প্রার্থিতো ভবান্ ।
 কথং ত্বং পরিহার্য ভ্রমভ্যং ভাৰ্য্যাং সমীহসে ॥ ১২৫
 প্রত্যক্ষেন ময়া দৃষ্টো তব হৃদন্তরে হর ।
 চার্বকী বনিতা কাচিত্তোহনির্ধাতভশ্চনি ॥ ১২৬

সত্য করিয়াও পুনর্বার যাহা দ্বারা শরীরে স্থাপিতা কুটীলা এবং চকলা অন্তর্হী গ্রহণ করিলেন ? ১১৭-১১৮

এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার বদন মলিন হইল এবং লব্ধ কুক্কিত হইল ; মহাদেবও সেই সত্যভঙ্গপাতকেই যেন ক্রামরূপ হইলেন । ১১৯

পার্শ্বতী বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিতা হইয়া ছায়ায়কে দর্শন করত প্রচ্ছন্নভাবে গিরিকূঞ্জে প্রবেশ করিলেন । ১২০

তৎপরে শঙ্কর বিরহাকুলচিত্তে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । কিম্বৎকাল পরে শিব, গিরিকূঞ্জে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন । মহাদেব মলিন-বদনা প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধের কারণ যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন । ১২১-১২২

অসি কোপনে । বরারোহে । তুমি আমার প্রতি কোপ করিয়াছ কেন ? সেই কোপের কারণ জানিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি, আমি তোমার সমীপে বাক্য মন শরীরের দ্বারা কোন অপরাধ করি নাই ; তবে ভামিনি ! কোপ করিয়াছ কেন ? ১২৩-১২৪

দেবী বলিলেন, পূর্বে তপস্যা দ্বারা প্রতিজ্ঞানুসারে আপনি প্রার্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিজন্য আমাকে পরিভ্যাগ করিয়া অন্তর্ভাগ্য গ্রহণ করিলেন ? ১২৫

ভবান্ সৰ্বজ্ঞানময়ঃ সৰ্বগঃ পরমেশ্বরঃ ।
 তোমিতো মে ভগোব্রাতৈর্ন তুষ্টস্ত্বং মহেশ্বর । ১২৭
 ভগ্নাদহং ভগন্তুং শশঙ্গন্তং সমুৎসাহে ।
 অনুজানীহি মাং শস্তো যা বিলম্বং বৃথা কৃথাঃ ॥ ১২৮
 ইতি ক্রুড়া বচস্তথাঃ স্মিতবিস্তারিতাননঃ ।
 শঙ্করঃ পার্শ্বভীং প্রাহ সন্নিহামিভ ভামিনীম্ । ১২৯

ঈশ্বর উবাচ—

নাহমক্সাং দ্বিহং বোচা নাহং সমমভেদকঃ ।
 তব মিথ্যামতিজ্ঞাতা মুঞ্চে মূঢ়তলামুনা । ১৩০
 তুমিচ্ছসি যদি ক্রোড়ং তত্র হেতুঞ্চ পার্কতি ।
 তদহং কথয়ে তত্ত্বং মানং মীনিনি মা কৃথাঃ ॥ ১৩১
 যম বক্ষসি বিস্তীর্ণে নৰ্পণমুচ্ছভাসিনি ।
 তবৈব বপুষছারা-বিস্তিতা লোকিতা ব্রহ্মা । ১৩২
 ইদানীমেব বৃথাং জাহতে নাস্তি সা ময়ি ।
 নাত্র মানতুরা কার্যো হৃদয়ান্তরসংস্থিতে । ১৩৩

দেবীবাচ—

ময়ি স্থিতাস্তাং ছায়াস্তি যামতে নাস্তি সা পুনঃ ।
 কথমেতদ্বরা জেয়ং তন্মে বদ বৃষধ্বজ ॥ ১৩৪

হে হর । আমি প্রত্যেকরূপে দেখিরাছি, জনসেকে ভয় পুরীত হইলে
 বক্ষঃস্থলে মনোহরশরীরা কোন এক বনিতা অবস্থান করিতেছেন । ১২৬

আপনি সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বগ এবং পরমেশ্বর ; হে পরমেশ । ভগ্নসমূহে তোমিত
 হইয়াও কি আমার প্রতি তুষ্ট হন নাই ? ১২৭

তাহা হইলে পুনর্বার আমি ভগ্নতা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি । হে
 শস্তো ! আমাকে ভগ্নোবনগমনে অনুমতি করুন, বৃথা বিলম্ব করিবেন না ।
 ১২৮

এইরূপ পার্শ্বভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তদৃষ্ট-বদনে শঙ্কর ভামিনী
 পার্শ্বভীকে স্নেহেস্থ সহিত বলিলেন । ১২৯

আমি অস্ত্র স্ত্রীকে বিবাহ করি নাই এবং আমি সত্যজ্যেষ্ঠও হই নাই ।
 তোমার মিথ্যা তত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছে এবং তুমি মুঢ়া হইয়াছ । ১৩০

পার্কতি । তাহার কারণ, যদি তুমি ভনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে
 মানিনি । আমি বলিতেছি, তুমি মান করিও না । ১৩১

বিস্তীর্ণ এবং নৰ্পণের দ্বারা বহু আমার বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত তোমার
 শরীরের ছায়াকে দেখিরাছি । ১৩২

তাহা এখন নিশ্চয় অবধারণ কর । তোমা হইতে সে ভিন্ন নহে । অস্ত্র
 হৃদয়সংস্থিতে, পিরিজে । এই বিষয়ে মান করা তোমার কর্তব্য নহে । ১৩৩

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ ! আমি থাকিলেই ছায়া আছে, অস্ত্রএব ছায়া
 আমা হইতে ভিন্ন নহে ; কিন্তু আপনার বক্ষঃস্থলে যে ছায়া পড়িয়াছিল ইহা
 কিরূপে আমি জানিতে পারিব, তাহা আপনি বলুন । ১৩৪

ঈশ্বর উবাচ—

পৰ্য্যাক্ষাভ্যন্তরে হিত্বা তজ্জালেন মনোহরে ।
 পশু তোমৌঘনিৰ্মাতৃভূতিলেপমুরো যম ॥ ১০৫
 তথা ত্বং মণ্ডিতং দেহং বীক্ষ্যাদৰ্শতলে পুনঃ ।
 মল্লদাসন্নমাসাদ্য তাদৃক্‌হায়াং বিলোকয় ॥ ১০৬
 যথা জ্ঞান্যসি দেহে স্বং তৎ কুরু ত্বং তথা যম ।
 আলোকয় নিজাং হায়াং ঘাং বিনা মাতি তৎ পুনঃ ॥ ১০৭
 স্বমেব জ্ঞান্যসি চ্ছায়াং মহক্ষসি মনোহরে ।
 জ্ঞাত্বা বিসৃজ্য যানন্ত মাং তুচ্ছাপ্যাপপৎকসি ॥ ১০৮

ঔৰ্ব্বভূতবাচ—

এবমুক্তা হরেনাথ পার্শ্বভীন্দুকলাভূতঃ ।
 তৌঘনিৰ্জীবা হৃদয়ং স্বাং হায়াং পুনরৈকত ॥ ১০৯
 দৃষ্টাদৰ্শতলে বক্তুং নিজং দেহঞ্চ পার্শ্বভী ।
 আলোকয়ামাস তথা লক্ষ্মকুরুবক্ষসি ॥ ১১০
 যথা সা কুরুতে দেবী কপটাং নেত্রবিভ্রময় ।
 তথা সা কুরুতে চ্ছায়া কুরুকম্পাদিকং তথা ॥ ১১১
 ততঃ পুনর্গবাক্ষন্ত জালে হিত্বা হিমাদ্রিকা ।
 তথা ব্যলোকয়চ্ছোভোজ্জ্বলয়ং বীতভূতিকম্ ॥ ১১২
 তথা তত্র তু পার্শ্বভ্যা বৃষভধ্বজবক্ষসি ।
 ন কাপি দৃষ্টা বনিতা দৃষ্টং জালন্ত যতনম্ ॥ ১১৩
 এবং বহুবিশৈর্দেবী তদোপাষ্টৈস্তথৈতরৈঃ ।
 নিৰ্যাতসংশয়া কুত্ৰা লজ্জাং প্রাপ যরাঙ্গনা ॥ ১১৪

ঈশ্বর বলিলেন, অহি মনোহরে । তুমি পৰ্য্যাক্ষের ভিতরে থাকিয়া বিশেষ জ্ঞানপূৰ্ব্বক আমার শরীরের ভূতিলেপ সন্নিহারা দর্শন কর এবং পুনর্বার আদর্শতলে স্বীয় ভূষিত দেহ দর্শন কর ; তাহার পর আমার হৃদয়সমীপে আসিয়া সেইরূপ হায়া দেখ । ১০৫-১০৬

অহি মনোহরে । যেৰূপ স্বীয় দেহ দেখিবে, সেই রূপ-বিশিষ্ট নিজ হায়া আমার বক্ষে দেখিতে পাইবে, কিন্তু সেই হায়া তোমা হইতে ভিন্ন মছে । ১০৭
 সেইটি বিশেষরূপে জানিয়া যান পরিত্যাগ করত আমার প্রতি কৃপা কর । ১০৮

ঔৰ্ব্ব বলিলেন, অনন্তর চন্দ্রশেখর শিব, এই কথা বলিলে, পার্শ্বভী কল-
 হারা হৃদয় ধৌত করিয়া স্বকীয় হায়া দেখিলেন, পার্শ্বভী আদর্শতলে নিজ
 বক্তৃ ও দেহ দর্শন করিয়া পুনর্বার শঙ্করবক্ষে দেখিলেন,—যেৰূপ দেবী কপট
 নেত্রবিভ্রম করিলেন, হায়াও সেইরূপ করিল এবং তদীষ্ট কুরু-কম্পাদির অনু-
 করণ করিল । ১১১-১১৩

তাহার পর হিমাদ্রিসুতা পুনর্বার পৰ্য্যাক্ষ-জালসমীপে থাকিয়া ভূতিনুত
 শঙ্কর হৃদয়ে দেখিলেন, কিন্তু সেই হৃদয়জের বক্ষে কোন বনিতা দেখিতে পাই-
 লেন না, কেবলমাত্র জালের যতন দেখিলেন । ১১২-১১৩

ভবান্না দেবী বহুবিশ উপার হায়াও দেখিতে না পাইয়া সংশয় দূরীভূত

তাং লজ্জিতাং গিরিসুতামীষস্তীভামধোমুখীম্ ।
 শঙ্করালিঙ্গ্য পাশিত্যাং মুখকাস্যাক্দুহ্ম চ ॥ ১৪৫
 স তামাহ মহাদেবো দেবীমাখ্যাসনম্ মুহুঃ ।
 যা ত্রীড়ন মহাতাপে ভ্রান্তিঃ কস্ত ন জামতে ॥ ১৪৬
 যানন্তুষ্টি বরদ্রীভিঃ কার্য্যঃ প্রেমকরো যতঃ ।
 ত্বয়াপি বিরলঃ কার্য্যো যানো দেবি ন সর্বদা ॥ ১৪৭
 ইত্যাভ্যাস দেবদেবেন মৈনাকসহস্রাধিকা ।
 শঙ্করং প্রণম্য গ্রাহ স্নাতং মধুরং বচঃ ॥ ১৪৮

দেব্যাভ্যাস—

যথা তবাহং সত্যতঃ হ্যাহেবানুগতা হব ।
 ভবেয়ং সাহচর্য্যেণ তথা মাং কর্তুমর্হসি ॥ ১৪৯
 সর্বদাজ্ঞেয় সংস্পর্শং নিত্যাদিস্তনবিভ্রমম্ ।
 অহমিচ্ছামি তবতত্ত্বজ্ঞেয়ং কর্তুমর্হসি ॥ ১৫০

ভগবানুবাচ—

রোচতে তন্তুমহমপি যদ্বমিচ্ছসি ভামিনি ।
 ভ্রোণোপায়মহং বক্ষ্যে যদি শক্ণোষি তৎ কুরু ॥ ১৫১
 অর্দ্ধং মম শরীরং ত্বং শরীরস্ত মনোহরে
 অর্দ্ধং তবত্ব মে নারী তঐথবার্দ্ধং পূমানিতি ॥ ১৫২
 যদি ত্বং হি শক্ণোষি কর্তুং তদর্দ্ধমীদৃশম্ ।
 তদাহং তে হরিষ্যামি শরীরার্দ্ধং বরাননে ॥ ১৫৩

হইলে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া অধোমুখী গিরিকাকে শঙ্কু বাহুদ্বারা আলিঙ্গন
 এবং চুম্বন করিলেন । ১৪৫-১৪৬

মহাদেব, দেবীকে আশ্বাসবাক্যে বলিলেন, অধি মহাতাপে । তুমি লজ্জিতা
 হইও না, কাহার ভ্রান্তি না আছে ? ১৪৬

এবং ত্রীদিগের যানও স্রেষ্ঠ কার্য্য, যেহেতু যানই সুন্দর ও প্রেমোৎপাদক ।
 দেবি । তুমি ইঠাং মান করিও না । ১৪৭

হে বিজয়ন । মহাদেব, মৈনাক-সহোদরাকে এই কথা বলিলে তিনি
 শঙ্করকে প্রণয়ের সহিত মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিলেন । ১৪৮

হব । যেভাবে আমি ছাত্রের ন্যায় আপন অনুগতা হইয়া সহচারিণী হইতে
 পারি, তাহাই করুন । ১৪৯

আমি সর্বদা আপনার শরীর সংস্পর্শ এবং অবিচ্ছিন্ন আলিঙ্গনসুখ ইচ্ছা
 করি, অতএব আমাকে সেই সুখভোগিনী করাই আপনার উচিত । ১৫০

ভগবান বলিলেন, ভামিনি । যাহা তুমি ইচ্ছা করিছাছ, যদি আমাকে
 সেইরূপ সুখভোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাহার উপায় আমি
 বলিতেছি, যদি সক্ষমা হও তবে সেই উপায় অবলম্বন কর । ১৫১

হে মনোহরে । তুমি আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ কর, তাহা হইলে
 আমার অর্দ্ধভাগ নারীরূপ হইবে এবং অর্দ্ধভাগ পুরুষ থাকিবে । ১৫২

যদি তুমিও শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে
 শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব । ১৫৩

অবৈবাহং তদা নারী হৃদং ভবতু পুরুষঃ ।
বিদতে তত্র শক্তির্মে হৃদনুজাতুমর্হসি ॥ ১৫৪

দেবীবাচ—

অবৈবাহং হরিতামি শরীরার্হং বৃষক্ষজ ।
কিং ত্বং ত্বেকমিচ্ছামি তচ্চেত্বং কৰ্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ১৫৫
যদাহমর্হং ভবতো ভূতা তিষ্ঠামি ভাবতা ।
ত্বায়াহং যদা তেহর্হৎসম্পূর্ণং স্যাস্তদা জয়ম্ ॥ ১৫৬
ইত্যর্হভাগহরণং ভবেদমর্হসি যথেষ্টমিতম্ ।
অবৈবাহং তদা গন্তো শরীরার্হং হরামাহম্ ॥ ১৫৭

ঈশ্বর উবাচ—

এবমন্ত ভবেন্নিত্যং যথার্হং হর্তুমর্হসি ।
শরীরস্থানহরণং ভবন্তব যথেষ্টমিতম্ ॥ ১৫৮

ঔর্য উবাচ—

অথ গোঁরী তদা পূর্বমনুভূতং তপঃস্থিতো ।
যোগনিদ্রাযক্ৰণং তদাখনোচ্চিতমিত্যিহা ॥ ১৫৯
হরং প্রথম্য প্রথমং ব্রহ্মাণকং ততঃ পরম্ ।
ততঃস্বিচ্ছগতামীশং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৬০
চিন্তয়িত্বা তদা তেযামেকতাং সা জগদম্বী ।
আখ্যানং যোগনিদ্রাক চিন্তয়িত্বা তপস্বিনী ॥ ১৬১
যক্ষিণে ব্রশরীরস্ত ভাগার্হং শশভূদন্তঃ ।
শরীরস্ত তদা বায়মতিশ্রেয়া নিজং হরে ॥ ১৬২

তাহা হইলে তোমারই দেহের অর্ধভাগ পুরুষ হউক, অর্ধভাগ নারীরূপই থাকিবে—তোমার সেই শরীরার্হ পুরুষরূপে আমার শক্তিরই থাকিবে। তবে সে বিষয়ে আমাকে অনুমতি কর। ১৫৪

দেবী বলিলেন, হে বৃষক্ষজ আমিই আপনার শরীরার্হ গ্রহণ করিব। হে হর। আমি এক অভিনাষ করি, কিন্তু তাহা আপনার অভিলষিত হইলে হয়।

আমি আপনার অর্ধদেহ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিব, কিন্তু যে সময়ে সেই দেহার্হ পরিত্যাগ করিব, সেই সময়ে উত্তম দেহ যেন পুনর্বার সম্পূর্ণরূপ হয়। ১৫৬

এইরূপে অর্ধভাগ গ্রহণ করা যদি অভিযত হয় তবে আমি আপনার শরীরার্হ গ্রহণ করিব। ১৫৭

ঈশ্বর বলিলেন, এইরূপই তোমার ইচ্ছিত বিষয়, ইহা নিশ্চয় সম্পূর্ণ হইবে, অতএব শরীরার্হ গ্রহণ করাই তোমার কর্তব্য। ১৫৮

ঔর্য বলিলেন, অনন্তর গোঁরী পূর্বানুভূত তপস্তা সময়ে স্বীয় যোগনিদ্রা-যক্ৰণ চিন্তা করিলেন। ১৫৯

প্রথমতঃ হরকে প্রণাম করিয়া তৎপরে ব্রহ্মা ও জগৎপ্রভু নারায়ণকে প্রণাম করিলেন এবং জগদম্বী তাঁহাদের একরূপতা ও আপনাকে যোগনিদ্রাযক্ৰণ চিন্তা

হরোহপি বশরীরাধিং গৌরীকাস্তে তদা বহুত্বং ।
 প্রেরা তথেষৎ স্তম্ভাশ্চিকীৰ্ণাঃ শ্রিয়মন্তুতম্ ॥ ১৬৩
 অথ স্থিতা তদা স্তম্ভাঃ কাল্যা সহ চিরং তদা ।
 পরিত্যজ্য শরীরার্দ্ধং পৃথগেব বভৌ কুচা ॥ ১৬৪
 কালী কুচা স্বর্ণগৌরী শরীরার্দ্ধক শাস্বরম্ ।
 প্রাপ্তমোদা তদাচ্ছানং সস্তম্ভা চ জগদ্রম্যী ॥ ১৬৫
 এবং যদা শরীরার্দ্ধমাদাৎ পরমেশ্বরী ।
 বহুশ্চেতিষ্ঠতি তদা রাজতেহতীব শোভনা ॥ ১৬৬
 অৰ্দ্ধং ধন্থিল্লসংযুক্তং জটাজুটৈর্দ্বিবেদিতম্ ।
 একস্মিন্ অবশে ভোগী ভাগে ক্ষান্তুনদাচ্ছিতম্ ॥ ১৬৭
 কুচজং অবশেহুগস্মিন্ শীর্ষে তম্ভা ব্যবাজত ।
 অৰ্দ্ধং যুগাক্ষি চান্ধার্কং বৃষডাক্ষি ব্যজ্জাতত ॥ ১৬৮
 অৰ্দ্ধং তুলনসং চাক্ৰ তিলপুটনসং পরম্ ।
 দীৰ্ঘশৃঙ্গং তৈষবাক্ষমৰ্দ্ধং শ্রঙ্গবিবজ্জিতম্ ॥ ১৬৯
 আরক্তচাক্রদশনং বজ্রোষ্ঠমেকন্তস্তথা ।
 অপবং শুক্লবিপুলং দীৰ্ঘাকৃতিবদং পরম্ ॥ ১৭০
 অৰ্দ্ধনীলগঙ্গং চার্কমপবং হারসংযুক্তম্ ।
 অৰ্দ্ধং কঙ্কণকেম্বর-যুক্তবাহু তদাপরম্ ॥ ১৭১
 নাগকেম্বরসংযুক্তং তুলবাহুনিরুশ্মিকম্ ।
 অৰ্দ্ধং বিলোলসুভূজং করিহস্তভূজং পরম্ ॥ ১৭২

করত বশরীরের দক্ষিণভাগে শিব-শরীরার্দ্ধভাগ ধারণ করিলেন ও তাহাতে বাসাদি প্রীতি-সহকারে নিবেশ করিলেন । ১৬৩-১৬২

শিবও গৌরীর প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত প্রেমবশতঃ নিজ দেহার্দ্ধ গৌরীদেহে নিবেশ করিলেন । ১৬৩

তারপর শিব কালীর সহিত চিরকাল এক থাকিয়া শরীরার্দ্ধ পরিত্যাগ করত যেম পৃথকরূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । ১৬৪

কালী বহুৎ স্বর্ণসদৃশ গৌরবর্ণা হইয়া শঙ্কর-দেহার্দ্ধ প্রাপ্ত হইলেন । তাহাতে অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । ১৬৫

পরমেশ্বরী এইরূপে হরদেহার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া হরগৌরীরূপে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন । ১৬৬

তাঁহার অৰ্দ্ধভাগ সংযত-কেশ-পাশযুক্ত, অৰ্দ্ধভাগ জটাজুট-বিভূষিত ; এক ভাগ স্বর্ণখচিত্ত অবশালদ্ধারে শোভিত, অপরভাগে অবশকুণ্ডলযুক্ত । অৰ্দ্ধ যুগলোচন, অৰ্দ্ধ বৃষডাক্ষ । ১৬৭-১৬৮

নাসিকা একদিকে তুল, অপরদিকে তিল-কুম্বর-সদৃশ । একুভাগ দীর্ঘ-শ্রঙ্গযুক্ত অপরভাগ শ্রঙ্গ-রহিত । ১৬৯

একদিকে আরক্ত দশন এবং বজ্রবর্ণ ওষ্ঠ অপর দিকে শুক্লবর্ণ বিপুলনেত্র ও দীর্ঘদন্ত । ১৭০

অৰ্দ্ধ কলদেশ নীলবর্ণ, অপরার্দ্ধ মনোহর হারে শোভিত । তাঁহার এক বাহু কনকময় কেম্বর-ভূষিত, অপর বাহু নাগরূপ কেম্বর-যুক্ত, তুল ও দীপ্তি হীন এবং একবাহু যুগল-সদৃশ আয়ত অপরটি করিকর-সদৃশ তুল । ১৭১-১৭২

একত্র সৌন্দর্যিকাশা কবচাখ্যত্র তাং বিনা ।
 একস্তনকু জদয়ং হোমাবলার্ধসংযুতম্ । ১৭০
 রক্তান্তস্তসমানোরু সূপাক্ষি যুগ্মপাদকম্ ।
 একং তথাপয়ং সুলং সংহত্যোরুপদাযুজম্ । ১৭১
 একং চাক্ষুযুগ্মলক্ষ্যমং সুবনোহরম্ ।
 তথাপয়ং মূঢ়কটি সংহত্যোরুপদাযুজম্ । ১৭২
 একং বৈয়াস্রচশ্যৌষযুজং ভূতিবিলেশনম্ ।
 অপয়ং যুগ্ম কৌশেষবসনং চন্দনোক্ষিতম্ । ১৭৩
 এবমর্জং তথা জাতং যোষিলক্ষণসংযুতম্ ।
 অপয়ং বলবন্তুরি সূগুঢ়ং পুরুষাকৃতি । ১৭৪
 এবমর্জং অররিপোর্জহার গিরিজা সতী ।
 হিতায় সর্বজগতাং কালিকা কালিকোপমা । ১৭৫
 তস্তাঃ শরীরং রাজেন্দ্র হরতমর্জসংযুতম্ ।
 যেনোন্মেষকং তত্রোক্তি সার্গিতং ভুবনত্রয়ে । ১৭৬
 সন্তানঃ পারিজাতো বা একান্তবিশদন্তকঃ ।
 অমোঘয়া যথা বলা তৌ চাপি যদুর্নহি । ১৭৭
 যদ্বা চ পৃথক্ তেন তৌ বেদান্তে নরেশ্বর ।
 অর্জনারীশরো ভূয়া ন তু বেদে কদাচন । ১৭৮
 ইতি বচপি ভূতেশঃ যয়ং শাক্যতি কালিকায় ।
 গৌরীং কর্তুং তদা সর্বভূত-কারণকারণঃ । ১৭৯

একটি হস্ত দীপ্তিশালী শাখারূপ, অপবটি তাহা নহে, বাক্যের অর্ধভাগ
 এক স্তনযুক্ত, অপরাধ লোমাবলীবিরাজিত । ১৭০
 এক পার্শ্বস্থিত উরু রক্তান্তক-সদৃশ, পাক্ষি যনোহর এবং চরণতল অতি
 কোমল, অপরাপার্শ্বের উরু সুল, কটি পর্যন্ত বহু । ১৭১
 একটি অমোঘয়া যথা বলা এবং যনোহর, অপবটি মূঢ়রূপে পদ ও কটি পর্যন্ত সমস্ত ।
 ১৭২

দেবীর শরীরের একাংশ ব্যাস্রচর্জ ও ভূতিযুক্ত, অপরাংশ চন্দন-সিক্ত যুগ্ম-
 বস্ত্র শোভিত । এইরূপ অর্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণসম্পন্ন হইল, অপরাধ সূগুঢ় পুরুষা-
 কৃতি হইল । ১৭৬-১৭৭

কালিকা-সদৃশী গিরিজা সতী কালিকা জগতের হিতের জন্য শত্ৰু শরীরার্জ
 গ্রহণ করিলেন । ১৭৮

হে রাজেন্দ্র ! কালীর শরীরার্জ হরদেহার্জযুক্ত হইলে ত্রিভুবনে তাহার
 উপহার উপযুক্ত বস্তু—বিশেষ অবেশণেও অপ্রাপ্য হইল । ১৭৯

হে নরেশ্বর ! সন্তান, কল্লবকে, পারিজাত এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ
 একান্ত বিশদ তরুণ পৃথকরূপে কিংবা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াও তাঙ্গাদিগকে সেবা
 করিবার উপযুক্ত হইল না । শিব অর্জনারীশ্বর হইয়া বিশেষ সুখসম্পন্ন
 হইলেন । ১৮০-১৮১

যদিও ভূতপতি যয়ং কালীকে ভগবতা ব্যতীতই পৌরবর্ণা করিতে পারিতেন,
 তথাপি সর্বভূতের আদি-কারণ মহাদেব ত্রিমূর্তাকে প্রথমতঃ নানাবিধ ক্রিয়া

তথাপি তাং গিরিসুতাং সংযোজ্য বিবিধৈঃ পুরা ।
 তপস্তথোজ্জ্বেদঃ ক্রিয়োপায়ৈবনেকশঃ । ১৮৩
 তপোনির্ভূতসর্সারীং পশ্চাৎপৌরীষথাকরোৎ ।
 অর্জক প্রদদৌ তস্মৈ শরীরস্য মহেশ্বরঃ । ১৮৪
 নৈবাস্ত তদ্বৎ জানন্তি শক্রাদ্যাঃ সকলাঃ পুরাঃ ।
 শরীরার্জপ্রদানস্ত তপসে যোজনস্ত চ । ১৮৫
 এতস্য তদ্বৎ জানন্তি মহাখানো মহাবলাঃ ।
 নন্দী ভৃগু মহাকালো বেতালো ভৈরবস্তথা । ১৮৬
 অকৃত্বতা মহেশস্য বীতভীতাস্তপোবনাঃ ।
 যে স্বানুশবরীরেণ প্রাপিরে তপসো বলাং ।
 নশানিযাধিশ ত্যক্ত তে জানন্তি হরং পরম্ । ১৮৭
 এবং সদা ত্বয়া যোজ্যঃ সানুগা নৃপসত্তম ।
 বনিতাঃ সংক্রিয়োগ্যৈস্ততো ভদ্রমবাপ্যসি । ১৮৮
 য ইদং বৃদ্ধস্মিত্যমকৃতং পুণ্যদায়কম্ ।
 শিরযোঃ প্রোত্বিকরণং শরীরার্জগ্রহং তথা । ১৮৯
 গৌরীতসামনৈকৈব কলিকায়ঃ শুভাবহম্ ।
 ন তস্য বিদ্যা জ্যৈষ্ঠে স চ পুণ্যভয়ো মতঃ । ১৯০
 দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভূষাৎ পুত্রপৌত্রসমরিতঃ । ১৯১
 সন্তুতঃ পরিশুভানঃ শিরয়োচ্ছব্রিতং মহৎ ।
 শিবলোকমবাপ্নোতি সূচিরং শিববল্লভঃ । ১৯২

ইতি কালিকাপুরাণে নন্দীশ্বরচরিতে পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ । ৪৫

এবং তপস্তা আচরণ করাইয়া তাঁহার তপোবিত্তক অঙ্গকে গৌরবর্ণ করিয়াছেন এবং শরীরার্জও প্রদান করিয়াছেন । ১৮২-১৮৪

এইরূপ তপস্তা আচরণ এবং শরীরার্জ প্রদান,—ইত্যাদি দেবগণ ইহার তত্ত্ব কিছুই জানেন না । ১৮৫

কিন্তু মহাক্ষা মহাবল নন্দী ভৃগু মহাকাল ও কালভৈরব প্রভৃতি বীতভয় মহাকালের অকৃত্বত অনুচরবর্ণ অর্থাৎ যাহারা তপোবলে মনুষ্যশরীরেই গণের আধিপত্য এবং পূর্বব্রহ্ম ভূতেশকে জানিয়াছেন, সেই তত্ত্ব তাঁহারাও জানেন । ১৮৬-১৮৭

হে নৃপসত্তম ! এইরূপ সানুগতা বনিতাকে সংক্রিয়া ও সঙ্গপায়ে যোগ করিয়া ভার্গ্য্য পদে প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গলাশ্রয় হইবেন । ১৮৮

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর প্রোত্বিকরণ শরীরার্জ গ্রহণ এবং কালিকার গৌরীষ-প্রোত্বিকরণ পুণ্যকথা নিত্য শ্রবণ করে, সে কোনরূপ বিদ্বাক্রান্ত না হইয়া দীর্ঘায়ু, সুখী এবং পুত্র-পৌত্রবৃন্তও শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান্ হয় । ১৮৯-১৯১

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর অকৃত্ব চরিত্র লোকদিগকে অবগত করায়, তাহার শিব-লোক-প্রাপ্তি হয় এবং সে শিব-বল্লভ হয় । ১৯২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫

ষট্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ

সগর উবাচ—

কোহসৌ ভৈরবনামাকুং কো বা বেতালসংজ্ঞকঃ ।
 কথং বা তৌ পরীয়েৎ মানুষ্যেণ গণাধিপৌ ।
 অদ্ভুতান্ বিজ্ঞানার্হুণ তস্মৈ বদ মহামুনে । ১
 জানামি নন্দিনং বিপ্র সহস্রং শশভৃদুভয়ঃ ।
 যথাভবঙ্গণাধায়-ভগ্নাবদমুখাজ্জুতম্ ॥ ২
 যথা ভূমিমহাকালৌ বিজ্ঞতৌ হি হরাশ্চজৌ ।
 কথং বা তৌ সমুৎপন্নৌ ভূতঃ স্রোতুং সমুৎসহে ॥ ৩
 যোহসৌ শরডরূপস্য মহাদেবস্য বৈ পুরা ।
 কাশভাগঃ ক্রতঃ পূৰ্ব্বং ন মহাভৈরবাহবঃ ॥ ৪
 ন এষ কিং ভৈরবাখ্যঃ কিং বাস্তো বিজসন্তম ।
 বেতুং তস্মৈ তং সৰ্বমিচ্ছামি বিজসন্তম ॥ ৫
 কস্তু বা তনয়ৌ ভূতা গণাধ্যাক্তমাগতৌ ॥ ৬
 তচ্চাপি কথংহ্যস্তু যথা তৌ বানরাননৌ ॥ ৭

ঔর্য উবাচ—

শুভ্ৰ রাজন্ প্রবক্ষ্যামি মহাকালস্ত ভূমিণঃ ।
 ভৈরবস্তাপি চরিতং বেতালস্ত মহাম্বনঃ ॥ ৮
 যোহসৌ ভূমী হরসুতো মহাকালোহপি ভৰ্গবঃ ।
 তাবেব গৌরীশাপেন সঙ্কুর নরহোনিজৌ ॥ ৯

বেতাল-ভৈরবের উপাখ্যান

সগর বলিলেন,—হে বিজশ্রেষ্ঠ ! বেতাল কাহার নাম ? ভৈরবই বা কাহার নাম ? এবং কিরূপেই বা তাঁহারা মনুষ্য-পরীয়ে গণাধিপতি হইলেন ? তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন । ১

নন্দীকে লিখের সহচর বলিয়া জানি এবং বেক্রপে তিনি গণাধিপতি হইয়াছেন, তাহা নারদমুখে শ্রুত হইয়াছি । ২

হে বিজসন্তম ! এ বিষয় যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি । ইহারা কাহার পুত্ররূপে অঙ্গগ্রহণ করিয়া গণাধ্যাক্ত হইলেন ? ৩

মহাভৈরবাখ্য গণাধিপ—ভূনিরাহি—মগরূপ মহাদেবের পরীয়ের অংশ-রূপ । ৪

কি হু হে বিজোত্তম ! সেই ভৈরব এ ভৈরব কি না, তাহাই যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি । ৫

কাহার তনয় হইয়া গণাধিপ হইলেন এবং কি অশ্বই বা তাঁহাদের উভয়ের মুখ বানরাকৃতি হইল, তাহাই বলুন । ৬-৭

ঔর্য বলিলেন,—হে রাজন্ ! মহাকাল মহাকাল, ভূমী, ভৈরব ও বেতালের অঙ্ক তচরিত বলিতেছি শ্রবণ করুন । ৮

বেতালভৈরবৌ জাভৌ পৃথিব্যাং নৃপবেশ্বরি ।
 যথা ভৃগুমহাকালান্বাপন্নৌ ত্রাক্ তথা শূন ॥ ১০
 যোহসৌ মহাভৈরবাখ্যঃ সকারঃ শরভো হরঃ ।
 ভৈরবঃ পৃথগেবারং গণাধ্যাক্ষো হর্যাক্ষজঃ ॥ ১১
 উদার্য্য হিমবৎপুত্র্যাং ভর্গেণ সুমহাশ্রমা ।
 ভারকশ্ব বধার্ধাস দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ ।
 স্ততিভির্নতিভিঃ শঙ্কুং স্ততির্বাচিতা পুরা ॥ ১২
 ন বাচিতো দেবগণৈর্ভগবান্ বৃষভক্ষজঃ
 মহামৈশ্বনরোত্তে সন্তান্যোময়া সহ ॥ ১৩
 আরক্তে মৈশ্বনে তেন নরবর্ধোণ বৈ যয়ুঃ ।
 যাজিংশবৎশরা বাক্যন্ কণবচ্ছ্রবারিণঃ ॥ ১৪
 ন মহামৈশ্বনং কুর্কং স্তুতিং নাপ মহেশ্বরঃ ।
 নাপ্যস্ত প্রচ্যুতং তেজো ন তুষ্টিং প্রাপ পার্শ্বভী ॥ ১৫
 তদ্রহাসঙ্গসময়ে চকশ্শে বসুধা স্কটম্ ।
 আকুলাঃ সকলা দেবাঃ সূ্যঃ স্বর্গস্থাস্ত য়েপরে ॥ ১৬
 সর্কং জগত্তদা ভূতমাকুলং শিবয়োত্তরোঃ ॥ ১৭
 ততো নিবৃত্তিজাতেন মহামৈশ্বনকর্মণা ।*
 অথ সেজাঃ সুরাঃ সর্কো ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্ ।
 শরণ্যং শরণং জগদ্ভীতাঃ শঙ্করকেলিভিঃ ॥ ১৮

ভৃগু মহাক্ষজ এবং মহাকালও হরসূত ; ইহারা উভয়েই গোবীর শাপে নরযোনির হইয়াছেন । ১

বেতাল ও ভৈরব পৃথিবীতে কোন নৃপভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; স্বরূপে মহাকাল ও ভৃগু পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে অবগত করুন । ১০

মহাভৈরব শরভরূপী মহাদেবের কাছভাগ, কিন্তু ভৈরব পৃথক একজন ;— ইনি গণাধ্যক্ষ এবং হর্যাক্ষজ । ১১

ইজাদি দেবগণ ভারকের বধের নিমিত্ত স্ততিবাক্যে উদার গর্ভে হরের গুহসে হরসমীপে সন্তান প্রার্থনা করিলেন । ১২

ভগবান্ বৃষভক্ষও দেবগণের প্রার্থিত হইয়া পুত্রের নিমিত্ত উদাসহ মহাসূরভ ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন । ১৩

হে রাজন্ ! চক্ৰশেখরের সেই মহাসূরভ ক্রীড়া আরম্ভ হইলে যদু-পরিমিত বর্ষ-সংখ্যায় বহিষ বৎসর কণকালের স্থায় অতীত হইল । ১৪

মহেশ্বর এইরূপ নিধুবনক্রীড়ায় তুষ্টিলাভ করিলেন না এবং তেজও প্রচ্যুত হইল না, পার্শ্বভীও কিছুই তুষ্টিলাভ করিলেন না । ১৫

সেইরূপ ঘোর নিধুবন সময়ে বসুধা নিরন্তর কম্পিতা হইতে লাগিল এবং স্বর্গস্থ সমস্ত দেবগণ আকুল হইলেন । ১৬

হরগৌরীর সেইরূপ সূরভ ব্যাপারে সমস্ত জগৎ আকুলীভূত হইল । ১৭

অনন্তর ইজাদি দেবগণ হরের কেলিতে ভীত হইয়া জগৎপতি শরণ্য ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন । ১৮

* ইত্যদ্যং কলিভিতি ।

তে সঙ্করাণ্য বাতায়ং প্রণম্য চ সুরোত্তমাঃ ।
আকুলং সৰ্ব্বমাত্মকুইরমৈশ্বৰ্য্যকৰ্ম্মণা ॥ ১৯
ততঃ সৰ্ব্বান্ দেবগণান্ পশ্চাৎ কুটৈব ব্রূহা ।
স্বমাহ বিধাতারং তৎকালস্ততামিতম্ ॥ ২০

ইল উবাচ—

আকুলাঃ সকলা লোকা হরমৈশ্বৰ্য্যকৰ্ম্মণা ।
অহং মহম্বয়ং প্রাপ্য শরণং তামিহাগতঃ ॥ ২১
এবমুত্তমসঙ্গে চ শঙ্করমোক্ষমহা সহ ।
যঃ পুত্রো জায়তে ব্রহ্মন্ স মামভিজবিষ্ণুতি ॥ ২২
তৎকিয়াদৰ্শনাদেব সূৰ্য্যপাদিপি তৎসুতাং ।
ভয়ং যে জায়তে^১ ব্রহ্মাভ্যাসকাদপি চাবিকম্ ॥ ২৩
তন্মাদেবং ত্বং বিবেহি তৎসুতো যাং সুরাশ্রয়া ।
ন বাবেত ত্বা মত্ৰাতারয়াম্মহাভয়াং ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ—

উমার্যং জায়তে পুত্রো যদি শঙ্করভেজসা ।
অশক্যঃ সৰ্ব্বলোকেশঃ সৈল্লবপি সুরাসুতৈঃ ॥ ২৫
তন্মাতরো যথোমার্যং ন প্রসূতো ভবিষ্ণুতি ।
তথাহং সংবিধাশ্রামি গতা দেবৈর্হ্যাস্তিকম্ ॥ ২৬
তাহকম্ব বিধাতা হবা শ্যামরভেজসা ।
উচ্চাপাহং কবিষ্ণুনি যোতু তে মানসো বরঃ ॥ ২৭

সুরোত্তমগণ মিলিত হইয়া বিধাতাকে প্রণামকরত হরকীড়ার আকুলচিত্তে সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন । ১৯

তাঁহার পর ইল সকল দেবগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া তৎকালোপস্থিত ভর-
গঙ্গাস্রবাক্যে বিধাতাকে বলিলেন । ২০

ইল বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ । হরের সুরতক্রীড়ার সমস্ত অগং আকুলিত
হইয়াছে এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি । ২১

হে ব্রহ্মন্ । এইরূপ হরগৌরীর সঙ্গে যে পুত্র উদ্ভূত হইবে, সে নিশ্চয়
আমাকে অতিক্রম করিবে । ২২

ক্রীড়াসম্পন্ন মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র হইতে আমার তারক অপেক্ষাও
অধিক ভয় হইতেছে । ২৩

তাহা হইলে সেই হরপুত্র আমাকে ও দেবগণকে পীড়া না দিতে পারে,
ভবিষ্যে যত করত আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন । ২৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—যদি উমার গর্ভে শঙ্করের তেজ পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা
হইলে সেই পুত্রের পরাক্রম ইল প্রভৃতি দেবগণের ও সমস্ত লোকের হৃৎসহ
হইবে । ২৫

যাহাতে হর-তেজঃসমুত পুত্র উমাগর্ভে উৎপন্ন না হয়, আমি দেবগণসহ
হর-সমীপে গমন করত সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছি । ২৬

ইত্যুক্তঃ। সহ দেবোঠৈঃ কৈলাসাদ্বিঃ প্রজাপতিঃ ।
 জগাম রেমে গিরিশো গিরিপুত্র্যো সমং ভূষম্ । ২৮
 তত্র বভা মহাদেবঃ স্মৃতা লোকপিতামহঃ ।
 সর্কৈবঃ সুরগণৈঃ সার্ধং তুষ্টাব ইষন্তধ্বজম্ । ২৯

দেবা উচুঃ—

প্রীতচে যন্ত ন বৃতির্ন কামো যন্ননোভবঃ ।
 ন যন্ত অননো হেতুস্তনৈ তুষাং নমো নমঃ । ৩০
 যন্ত লোকহিতার্থৈব জাতো জাগ্রাপরিগ্রহঃ ।
 ত্র্যম্বকায় নমস্তনৈ স শিবো সঃ প্রসীদতু । ৩১
 যন্ননুধং বিনা দেবং শৃঙ্গারাক্তা বিনশ্চি চ ।
 স্ববলেনৈব ত্বং দেবং ত্বাং বয়ং প্রপতা ধরম্ । ৩২
 হিরণ্যরেতাঃ স্বর্ণাভো যো হিরণ্যভূত্বাহবঃ ।
 স ত্বং সর্গহরো দেবো নিত্যং নোহুভিপ্রসীদতু । ৩৩
 জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বলীয়সী বিষ্ণুমায়া বলীয়সী ।
 যন্তান্তবং স্বয়ং জায়া তনৈ তুষাং নমো নমঃ । ৩৪
 পঞ্চভূতবয়ং যন্ত পঞ্চশীর্ষং বিরাজতে ।
 ত্বং পঞ্চবদনং দেবং তুভ্যাং ত্বাং প্রণমামহে । ৩৫
 সন্দোষাত্মযধোরুঞ্চ বামনেযমুমাপতিম্ ।
 সৈশানং প্রণমামোহন্ত বং ত্বৎপুত্রমাহ বৈ । ৩৬

যাহাতে তাঁহকাসুর হর-ভেদঃ-প্রভাবে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, তাহারও প্রতি-
 বিধান করিতেছি । ২৭

স্মৃতা এই কথা বলিয়া দেবগণসহ কৈলাসপর্বতে হরগৌরীর সুরতস্থানে
 গমন করিলেন । ২৮

লোকপিতামহ স্মৃতা সমস্ত দেবগণসহ সেইস্থানে গমন করিয়া স্বধ্বজকে
 দেবগণ সহ স্তব করিতে লাগিলেন । ২৯

দেবগণ বলিলেন, যাহার বৃতি—প্রীতির নিষিদ্ধ নহে এবং কাম যাহার
 মনোজ্ঞ নহে, যাহার জন্মের কোনরূপ কারণাদি নাই, তাঁহাকে আমরা প্রণাম
 করি । ৩০

যাহার লোকহিতের নিষিদ্ধ জাগ্রাপরিগ্রহ, সেই ত্র্যম্বককে আমরা ভক্তি-
 প্রবণ চিত্তে প্রণাম করি—তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩১

যন্ননুধ বাতীত, শৃঙ্গারাদি যাহার অনুরণমাত্রেই আকর করে, সেই দেবশ্রেষ্ঠ
 মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি । ৩২

যিনি হিরণ্যরেতা হিরণ্যভূত হিরণ্য-বাহুরূপে ব্যাভ—সেই শক্তি-সংহার-
 কারী শিব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩৩

জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বলীয়সী বিষ্ণুমায়া স্বয়ং যাহার পত্নী হইয়াছেন,
 তাঁহাকে আমরা প্রণাম করিতেছি । ৩৪

যাহার পঞ্চভূতরূপ পঞ্চ-বদন শোভা পাইতেছে, সেই পঞ্চবস্ত্র দেবকে
 ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিতেছি । ৩৫

বোহিস্তারপিষো নিভাং যো বা তত্ত্বিত্তাং শিবঃ ।

শিবাশিবরূপায় নমস্তস্মৈ শিবায় তে ॥ ৩৭

কপৈত্রিভির্ভঃ স্থিতিসৃষ্টিনাশং

বিক্রাশ্চিঃ শঙ্কুরিতি প্রসিদ্ধৈঃ ।

করোতি শঙ্করজ্ঞতাং শৃঙ্গর

শিবং বিরূপাক্ষমমুং শিবেশম্ ॥ ৩৮

নঃ শূলখট্টাঙ্গয়ুগাক্ষধারী

যো গোক্ষকঃ শক্তিমান্ পঙ্করূপী ।

তস্মৈ তুভ্যং জাতবেদঃপ্রত্যায়

ত্বয়ো ত্বয়ো নো নমঃ শঙ্করায় ॥ ৩৯

ব্রহ্মাচ্চিহ্নান্ ভোগদৈন্দ্রিয়াহতা

যন্তা বোদ্ধা বীতগর্ভো জনন্ত্যাঃ ।

স ত্বং জ্ঞাতো নঃ প্রসীদত্বনন্তো

নিত্যোজ্জেকী মুক্তরূপঃ প্রধানঃ ॥ ৪০

পরব্রহ্মরূপী নিরন্তরকমুদ্রঃ—

পরজ্যোতিরূপী নিরন্তরত্বনন্তঃ ।

পরঃ পাররূপী নিরন্তরাভাগী

স নো ভগ্নরূপী গিরিশোহস্ত ত্বুভ্যো ॥ ৪১

উমাপতিং মহামায়ং মহাদেবং অগংপতিম্ ।

শিবং শিবকরং শান্তং নমানঃ স প্রসীদতু ॥ ৪২

লোকে যাহাকে প্রধানপুরুষ বলে, সেই সন্ধ্যোজাত অঘোর বায়দেব উমা-
পতি ইশানকে প্রণাম করিতেছি । ৩৬

যিনি অসং ব্যক্তির অমঙ্গল স্বরূপ এবং তত্ত্বিশালীর মঙ্গল স্বরূপ—যিনি
মঙ্গল ও অমঙ্গল স্বরূপ, সেই উত্তর গুণসম্পন্ন মহাদেবকে আমরা প্রণিপাত
করি । ৩৭

যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিবিধ-রূপসম্পন্ন হইয়া নিরন্তর অগতের সৃষ্টি,
স্থিতি ও বিনাশাদি বিধান করিতেছেন ; হে বিত্তো ! সেই ব্রহ্মল্যাম্পদ বিরূ-
পাক্ষকে আমরা বন্দনা করিতেছি । ৩৮

যিনি শূল, খট্টাঙ্গ ও যুগাক্ষাদি ধারণ করিতেছেন, যিনি সর্ব শক্তিমান্,
যাহার গোক্ষক, সেই জাতবেদঃপ্রত্যায়ী ভগবান্ মহাদেবকে বারংবার
প্রণাম করিতেছি । ৩৯

যিনি ব্রহ্মা ও অগ্নিহরুপ, সর্পধারী, দৈত্যহতা, নির্যোগের কর্তা এবং যিনি
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের দর্পহারী ; সেই আপনি তুতিতে তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রতি
প্রসন্ন হউন । ৪০

অমন্ত নিত্যোজ্জেকী, বিবিধ রূপসম্পন্ন প্রধান এবং পরমব্রহ্ম স্বরূপ, নিরন্ত
একবিধের লীন, নিত্যজ্যোতিরূপ, নিরন্ত অসীম, নিরন্তর আত্মভোগরত, ভগ্ন-
রূপ গিরিশ আমাদের মঙ্গলবর্দ্ধক হউন । ৪১

বহামায়াধার উমাপতি মহাদেব অগংপতি শান্ত মঙ্গলকর শিবকে আমরা
প্রণিপাত করিতেছি—প্রসন্ন হউন । ৪২

ইতি স্তুতো মহাদেবঃ শক্রাষ্টেষ্টিমটৈঃ স্বয়ম্ ।
 উমাসমকং পরিত্যক্ত্য ভৰ্গোহুগাভিদিবৌকমঃ ॥ ৪৩
 যেন ভাবেন স তদা মহামৈথুনতৎপরঃ ।
 আসীস্তেনৈব ভাবেন ব্রহ্মাদীনাম্ সমাদ হ ॥ ৪৪
 অথ তান্ স সূরান্ গ্রাহ মহাদেবসুহৃদ্বিহ ।
 কিমর্থমাগতা যুয়ং তন্মো বদন্ত নির্জরাঃ ॥ ৪৫
 তমুচ্ছ্রিতশাঃ সর্কে ব্রহ্মশক্রপুৰোগদাঃ ।
 ব্রহ্মহামৈথুনাস্তর্গ ক্যাকুলং সকলং জগৎ ॥ ৪৬
 পৃথিবী কল্মষেহতীব মশৈলবনকাননা ।
 সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্কে নদা নদন্ত শঙ্কর ॥ ৪৭
 দেবাশ্চ সর্কে দিকৃপালা ন শান্তিঃ প্রাপ্নুবন্তি বৈ ।
 তস্মাদ্ভুং সর্বলোকেশ সকলাননুকম্পস্ব ।
 ত্যক্ত্য মহামৈথুনন্ত রতিমাত্রং নিয়োজয় ॥ ৪৮
 এতচ্ছ্রুত্বা বচন্তস্ত ব্রহ্মণঃ পরমাশ্রমঃ ।
 উবাচ শঙ্করো দেবো নীতিহুউদন ইব ॥ ৪৯

ইশ্বর উবাচ—

ইয়ং প্রবৃতির্ভবতাং শিবায়ামরসস্তম্বাঃ ॥ ৫০
 ত্যক্তে মহামৈথুনে তু রতিমাত্রং প্রয়োজিতে ।
 নোম্বাধাং ভবিতা পুত্রস্তদর্থমহমুদমঃ ॥ ৫১
 উমাসরীরজঃ পুত্রো যো ভবেন্নয় ভৈজসা ।
 স এব তু রিপুন্ হত্বা ত্রিদশান্ বর্জয়িত্ততি ॥ ৫২

মহাদেব, এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের স্তবে এসময় হইয়া উমার সঙ্গ পরি-
 ত্যাগ করিলেন । ৪৩

যেখানে মহাসূরভ ক্রীড়াসক্ত ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ব্রহ্মাদি দেবগণ-
 সমীপে উপস্থিত হইলেন । ৪৪

অনন্তর মহাদেব, সুরগণকে সত্বর বলিলেন, হে নির্জরগণ । আপনারা
 কিঙ্কর আগমন করিয়াছেন, তাহা বলুন । ৪৫

শক্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, মহাদেবকে বলিলেন ; হে ভর্গ । আপনার মহা-
 সূরভ ক্রীড়াতে সকল জগৎ কল্মষিত হইতেছে । ৪৬

পৃথিবী -শৈল কাননাদি সহ নিরন্তর কল্মষিত হইতেছে, সমস্ত নদ নদী ও
 সাগরাদি ক্ষুব্ধপ্রায় । ৪৭

দেবগণ ও দিকৃপালগণ নিরন্তর অনাশ্রিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন ;
 অতএব হে সর্বলোকেশ । সকলের প্রতি কৃপা করুন । মহামৈথুন ত্যাগ
 করত কেবল মাত্র রতি অবলম্বন করুন । ৪৮

শঙ্কর, পরমাত্মা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত হুটী না হইয়া দেবগণকে
 বলিলেন । ৪৯

হে দেবগণ । আমার এই প্রবৃতি আপনারদের হিতের অন্তঃ মহামৈথুন
 ত্যাগ করত রতিমাত্র অবলম্বন করিলে উমাগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে না । তাই
 আমার এই উদ্দেশ্য । ৫০-৫১

তস্মান্মহামৈথুনেন মেহতীৰ ভীতাঃ সুরোত্তমাঃ ।
হং হং হানং প্রপচ্ছন্ত অহং তদানুচিন্তয়ে । ৫৩

দেবা উচুঃ—

উমাশরীরজঃ পুত্রো যথা ন ভবিতা হয় ।
তথা কুরু জগন্নাথ তস্মাহামৈথুনং ত্যজ । ৫৪

ঈশ্বর উবাচ—

রতিমাত্রেণ নোমায়ানং যৎপুত্রঃ সঙ্ঘবিহ্যতি ।
মহামৈথুনসন্ত্যাগাং স্যাদপুত্রী তু পার্বতী । ৫৫
তস্মাদহন্ত দেবানাং বচনান্ সক্ষণস্তথা ।
তাক্যে মহামৈথুনন্ত কিং ত্বকং কুরুতামরাঃ । ৫৬
যেন মে প্রসূতাং তেজো মহামৈথুনকারণাং ।
মার্য্যং তেজস্বিনং দেবমানবভুমবাস্তু তম্ । ৫৭
যো নিষ্ঠশ্চো নিবিকারো তুকা তেজো গ্রহীহ্যতি ।
তন্মে বদন্ত ত্রিদশাত্যক্যে তেজঃ শরীরজম্ । ৫৮

ঐক্য উবাচ—

বৃষধ্বজবচঃ শ্রুত্বা দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ ।
হরতেজো গ্রহায়াণ বীতিহোত্রং যমুচ্চিহ্না । ৫৯
অথ ব্রহ্মাণমামহ্য তথানুষ্ঠাপ্য পাবকম্ ।
সেস্তা দেবগণাঃ সর্বো হরমুচ্চিহ্নং বচঃ । ৬০

উমার নর্ত্তে সেই অশ্বই আমার তেজে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র, ত্রিপুৰুল বিনাশ করত দেবতাদিগকে উদ্ধার করিবে । ৫২

অতএব আমার এই ক্রীড়াতে বীতভয় হইয়া সুরোত্তমগণ মহানে গ্রহান করুন,—আমি কর্তব্য কার্য্য চিন্তা করি । ৫৩

দেবগণ বলিলেন,—হে জগন্নাথ । উমাশরীরজ পুত্র যাহাতে না হয়, সেই অনুষ্ঠান করত মৈথুন পরিত্যাগ করুন । ৫৪

ঈশ্বর বলিলেন, কেবল রতি-মাত্রে উমাতে আমার পুত্র হইবে না, অতএব মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলে পার্বতী অপুত্রা হইবেন । ৫৫

তাহা হইলেও দেবতাদের ও ব্রহ্মার বাক্যানুসারে আমি মহামৈথুন পরিত্যাগ করিতেছি । ৫৬

হে নির্ভরগণ । আপনারা এক কার্য্য করুন, মহামৈথুন অশ্ব আমার প্রসূত তেজ, যিনি নিষ্ঠশ ও নিবিকার হইয়া ধারণ করিতে পারিবেন, সেই তেজস্বী দেবতাকে আপনারা আনয়ন করুন ; হে ত্রিদশগণ । একরূপ ব্যক্তি দেখাইয়া দিন—আমি শরীরজ তেজ পরিত্যাগ করি । ৫৭-৫৮

ঐক্য বলিলেন, অনন্তর বৃষধ্বজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা প্রকৃতি দেবগণ বুদ্ধিপূৰ্ব্বক বীতিহোত্রসমীপে গমন করিলেন । ৫৯

অনন্তর ব্রহ্মা সহ যজ্ঞা করত পাবককে তেজোধারণে দীক্ষিত করাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ হরকে এই বাক্য বলিলেন । ৬০

দেবা উচুঃ—

এষ বৈশ্বানরঃ স্রীমান্ ভূমিতেভ্যোময়ো বলী ।
 মহামৈথুনবীজন্ত ত্তেজঃ সংগ্রহীযতি ॥ ৬১
 ইত্যুক্তঃ। ত্রিংশাঃ সর্কে বীতিহোত্রং পুৰঃস্থিতম্ ।
 তন্মৈ নিদেশয়ামাসুঃ শস্ত্বে সৰ্ববহেত্তবে ॥ ৬২
 ততঃ শড়ঙ্গং স্বং বেতো কাদিতে মহনাননে ।
 উৎসসৰ্গ মহাবাহুৰ্গমহামৈথুনকারণম্ ॥ ৬৩
 অগ্নাবুৎসৃজ্যমানস্য তেজসঃ শশভৃদুতঃ ।
 অগ্নুৰহমতিবল্লং গিরিপ্রেস্বে পপাত হ ॥ ৬৪
 তয়োস্ত কণয়োঃ সম্যঃ সন্তুতো শঙ্করাভক্ষৌ ।
 একো ভৃঙ্গসমঃ কৃকো ভিন্নাঞ্জননিভোহপরঃ ।
 ভৃঙ্গাভ্য তথা ত্রক্ষা নাম ভৃঙ্গৌতি চাকরোৎ ।
 মহাকৃষ্ণকরণস্য মহাকালেতি লোকভৃৎ ॥ ৬৫
 ততস্তৌ পালয়ামাস শঙ্করঃ প্রমথোংকরৈঃ ।
 অপৰ্ণয়া চাপি তথা ক্রমাস্তাবতিবর্দ্ধিতৌ ।
 প্রবৃক্ষৌ তৌ মহাশ্বানৌ হরোমাপ্রতিপালিতৌ ।
 ক্রমাদগণেশৌ কৃতৌ তৌ হরৌ দ্বারি শ্রয়োজয়ৎ ॥ ৬৬

সগর উবাচ—

উৎসৃষ্টমগ্নৌ যন্তেকন্তং কিং বৃন্তং শিজোন্তম ।
 তদপ্যহং ত্রোভূমিচ্ছুঃ সঙ্কপান্তদদব মে ॥ ৬৭

ঔর্য উবাচ—

অগ্নাবুৎসৃজ্য তেজাংসি ভাবৎ কালং বৃষধ্বজঃ ।
 আকাশগঙ্গামুদ্গিশ্চ দেবানিদমুবাচ হ ॥ ৬৮

এই তেজোময় বলী বৈশ্বানর আপনার মহামৈথুনসমুত তেজ স্বরং গ্রহণ করিবেন। এই কথা বলিয়া ত্রিংশগণ অগ্রস্থিত বীতিহোত্রকে সৰ্ব্বকারণ লক্ষুসমীপে নির্দেশ করিলেন। ৬১-৬২

তাহার পর মহাবাহু ভৃঙ্গ, মৈথুন-সমুত স্বকীয় তেজ মহনশীল বহিমধ্যে পরিত্যাগ করিবেন। ৬৩

শশি-শেখরের— অগ্নিতে পরিত্যক্ত তেজের পরমানুস্বর পরিমিত অস্ত্রতেজ, গিরি-সামুতে পতিত হইল। ৬৪

সেই পতিত অগ্নুদয়-মাত্র তেজ হইতে শঙ্করের দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদ্বয় মধ্যে একটি ভৃঙ্গ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ত্রক্ষা তাহার নাম ভৃঙ্গী রাখিলেন, অপরটি মর্দিত অঞ্জন-সদৃশ অত্যন্ত কৃষ্ণ, এইজন্য শিতামহ তাহার নাম মহাকাল রাখিলেন। ৬৫

শঙ্কর, তাহাদের উভয়কে প্রমথাদি গণসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন এবং অপর্ণাও তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করত বর্দ্ধিত করিলেন। তাহারা হস্ত ও উদার প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইল এবং হব তাহাদিগকে গণাধিপতি করিয়া দ্বারে নিয়োগ করিলেন। ৬৬

এতন্তেজো হুত্বাধ্বং স্রীভিবসৈঃ সুরোত্তমাঃ ।
 যোগনিদ্রায়ুতে দেবীং শৈলপুত্রীযুতেহথ বা । ৬৯
 তন্মাদহং প্রবক্ষ্যামি যথেনং তেজসী সূতঃ
 যত্র বা ভবিতা দেবো বা চ বা তদ্বৈহীকৃতি ॥ ৭০
 ইয়ং ভ্রাকশগা গঙ্গা শৈলরাজসুতাপরা ।
 উমারী ভগিনী জ্যেষ্ঠা ততোহপত্যং হুতামনাং ॥ ৭১
 জনিত্যভ্যাবীর্যোণ তেজসানুপমহ্যুতিঃ ।
 ভবিষ্যতি স বঃ স্রীমান্ সেনাপতিররিন্দমঃ ॥ ৭২
 স তারকং বঃ পুরতো বিজ্ঞেয়তি শিবিধ্বজঃ ।
 অমোঘয়া মহাশক্ত্যা যসৈব প্রতিবর্তিতঃ ॥ ৭৩
 ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবো বিসৃজ্য সকলান্ সুরান্ ।
 পার্বতীমভিসমুদ্রা নৌচাৰ্ঘ্যং গুপ্তবাংসুদা ॥ ৭৪
 পার্বতী বচনং শ্রুত্বা দেবানামগ্রিহং সতী ।
 চূকোপ ত্রিদশোদার পুত্রাশা-পরিবর্জিতা ॥ ৭৫
 বনুনা মহামানেষ ক্ষুরকোষ্ঠীধরা তদা ।
 ইদমাহ সুরান্ দৃষ্ট্বা হরক ত্যক্তমৈধুনম্ ॥ ৭৬

দেবুবাচ —

যন্তাঃসিযোজিতঃ শম্বুযুগাভির্মম মৈধুনে
 অখাতপুত্রা চ কুতা বারুদ্রীবাহমর্জিতা ॥ ৭৭

সগর বলিলেন,—হে বিজ্ঞোত্তম । যে তেজ, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা কিরূপ হইল ; সেই বিষয় জানিতে আমার অভিলাষ, অতএব সংক্ষেপ-রূপে তাহা বলুন । ৬৭

ঐকর বলিলেন,—বৃষধ্বজ অগ্নিতে তেজঃসমূহ শুৎকালে পরিত্যাগ করত আকাশগচ্চাকে উদ্দেশ্য করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন । ৬৮

হে সুরোত্তমগণ । দেবী যোগনিদ্রা ভিন্ন এবং শৈলতনয়া ভিন্ন অশ্রু স্রী এই তেজ গ্রহণ করিতে পারিবে না । ৬৯

হে দেবগণ । আমি এইকথা বলিতেছি যে, এই তেজ যে গ্রহণ করিবে, তাহার পুত্র উৎপাদন হইবে । ৭০

এই আকাশ গঙ্গা শৈলরাজের অপর সূতা, উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ইহার গর্ভে হুতামন নিজ প্রভাবে এই তেজ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিবে । ৭১

সেই পুত্র অনুপমহ্যুতিশালী দেবতা এবং অরিন্দম হইয়া সেনাপতি হইবে । সেই শিবিধ্বজ, তারককে আগনাদের সমক্ষে পরাজয় করিবে ; তাহাকে অপ্রতিহত মহাবীর্যের দ্বারা আমিই বর্ত্তিত করিব । ৭২-৭৩

এই কথা বলিয়া মহাদেব সকল দেবগণকে পরিত্যাগ করত পার্বতীসমীপে নিজের শুদ্ধতার নিমিত্ত গমন করিলেন । ৭৪

সতী পার্বতী, দেবগণের সেই অগ্রিম বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রের আশা পরিত্যাগ করত দেবসমূহের প্রতি কোপ করিলেন । ৭৫

কোপে নরুপ্রায় হইয়াই যেন তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল । তিনি পরিত্যক্তমৈধুন হরকে দেখিয়া সুরগণকে এই কথা বলিলেন । ৭৬

তস্মাৎ সৰ্ব্বৈ মুরগণা অন্যাবধি নিরন্তরম্ ।
 মহামৈথুনবিভ্রষ্টা ভবন্ত নিজযোষিতি ॥ ৭৮
 তেষামপি তথা পুত্রা ন জনিস্ততি মে যথা ।
 ভাৰ্য্যাস্তি সন্তপত্যেন হীনা দেবেযা বরাধনাঃ ॥ ৭৯
 যথাহং পৰিতপ্যামি পুত্ৰাশা-পতিবৰ্জিতা ।
 তথা সন্ত সমস্তান্তা দেবাঃ পুত্ৰাশচা চ্যুতাঃ ॥ ৮০

ঔৰ্ব্ব উবাচ—

এবং সুরান্ গিরিসুতা শশাপ কুপিতা ভৃশম্ ।
 তৎকালাবধি ন যুগে কাৰ্যতে দেবপুত্রকাঃ ॥ ৮১
 নান্যাপি সম্প্রজায়ন্তে পুত্ৰান্তাসু সুধাশিনাম্ ॥ ৮২
 দহনোহপি তথা কালে গ্রাণ্ডে গজোদরে যম্ ।
 রেতঃ সংক্রাময়ামাস শান্তবৎ সৰ্বসম্মিতম্ ॥ ৮৩
 স্যৈ তেন রেতস্য দেবী সৰ্বলক্ষণসংযুতম্ ।
 পূৰ্ণকালেনৈব সুহবে পুত্রসুগ্ৰহে যনোহরম্ ॥ ৮৪
 একঃ কন্দো বিশাখায্যো দ্বিতীৰশ্চাকুরুনধ্বক্ ।
 শক্তিহরধরৌ ঘৌ ভৌ তেজঃকাণ্ডিবিবৰ্জিতৌ ॥ ৮৫
 ভাবেকত্বং অগামাত বিশাখঃ কন্দ এব চ ।
 শিক্তাশ্চাপাভবদ্ বাতো যথাস্তম্য সুতস্তথা ॥ ৮৬
 তন্তস্তং তমরং জাতং তথা দৃষ্ট্যতিবিস্মিতা ।
 যথেষ্ট শরবণম্ভ্যো গজা তং বামুজঘঠাৎ ॥ ৮৭

যেহেতু আপনারা আমার সুরত কার্যা হইতে শত্ৰুকে বিমুক্ত করিলেন এবং
 আমি অকীৰ্তপুত্রা হইয়া বারম্বার শাস্তি নিভান্ত পোড়িতা হইলাম । ৭৭

অতএব সুরগণ—অন্ত পর্য্যন্ত নিজ স্ত্রী সহ মহামৈথুনভ্রষ্ট হউন । ৭৮

ইহাদেবতা আর আনন্দদায়ক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে না । বরাধনা
 দেবস্ত্রীসকল পুত্রহীন হউক । ৭৯

যেক্রমে আমি পুত্রের আশার বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিতেছি, সেইক্রম
 দেবযোযিতাও পুত্ৰাশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিবে । ৮০

গিরিসুতা এইক্রমে কোণে ছত্যাশনের স্থান হইয়া দেবগণকে শাপ দিলেন ;
 সেই পর্য্যন্ত ত্রিদশভবনে অন্যাবধিও দেবগণের পুত্র উৎপন্ন হইতেছে না । ৮১-৮২

অ’গ, কালক্রমে গজার উদরে হর-সহকীয় সুবৰ্ণসম্মিত রেতঃ সংক্রান্ত
 করিলেন । ৮৩

দেবী গজা সেই রেত দ্বারা সম্পূর্ণ কালে সৰ্বলক্ষণ-সম্পন্ন যনোহর পুত্রদ্বয়
 প্রসব করিলেন । ৮৪

সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম কন্দ, অপরটির নাম বিশাখ । তাঁহারা
 রেতঃ-সম্বৃত কাণ্ডিবৰ্জিত হইয়া যনোহর রূপশালী হইলেন এবং উভয়েই শক্তি-
 ধর হইলেন । ৮৫

তৎপরে বিশাখ ও কন্দের উভয় দেহ, একতানে পরিণত হইল, যেমন জগতে
 অস্ত শিত হয় । সেই শিত জন্মগ্রহণ করিরাছে দেখিয়া গজা, বিস্মিতচিত্তে
 হঠাৎ শরবণমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন । ৮৬-৮৭

বিসৃজ্য গৰ্ভং তং গঙ্গা বহুলাঠৈঃ স্বয়ং তদা ।
 গৰ্ভবৃন্তাভ্যাচেষ্যা জাতঞ্চ বাসুকদ্বন্দ্বা ॥ ৮৮
 তচ্ছূক্য বহুলা জাত্বা মহাদেবতনুভবম্ ।
 পরিগৃহ্য সূতং তন্তু গালয়ামাস কৃত্তিকা ॥ ৮৯
 উষারাঃ শঙ্করশ্যাপি বিজ্ঞাপ্যানুমতে ভরোঃ ।
 ততো নীজা দদৌ দেবৈব্য তং পুত্রমব্রিমর্দনম্ ॥ ৯০
 সৌহৃতিবৃদ্ধঃ শক্তিধরো মহাবলপরাক্রমঃ ।
 বর্দ্ধিতঃ শঙ্করেশাত দেবসেনাধিপোহুভবৎ ॥ ৯১
 উতঃ সুরারিঃ সগণং তারকং লোকতারকম্ ।
 শক্তিহন্তো হরসূতঃ প্রমথাত মহাবলম্ ॥ ৯২
 এবমগ্নৌ সমুৎসৃষ্টং তেজো ভর্গেণ সজতম্ ।
 যথা বৃন্তং তথা তেহন্ত কথিতং নৃপসন্তম ॥ ৯৩
 সম্প্রতং প্রস্তুতং শ্রাব্যং মহাকালস্ত ভূজিগঃ ।
 বৃন্তাভ্যং শূনু রাভেক্স তৌ ভূতৌ যনুজৌ যথা ॥ ৯৪
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষট্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাদেবী গর্ভের বৃন্তাভ্য ও জাত বৃন্ত পরিত্যাগ—
 সমস্তই বহুলার নিকট বলিলেন । ৮৮
 বহুলা শ্রবণ করত মহাদেবের পুত্র জন্মিতে পারিয়া অবিলম্বে সেই পুত্র
 গ্রহণ করত প্রতিপালন করিলেন । ৮৯
 তৎপরে উষা ও শঙ্করকে জাত করাইয়া তাঁহাদের অনুমতিক্রমে সেই অরিঃ
 মর্দন পুত্রকে দেবীর করে সমর্পণ করিলেন । ৯০
 অতিপ্রবুদ্ধ মহাবলপরাক্রম শক্তিধর শঙ্কর-প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া দেব-
 সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন । ৯১
 তাঁহার পর মহাবল শক্তি-হন্ত হরতনয় সুরারি তারকাসুরকে সগণের সহিত
 অবসাদিত করিলেন । ৯২
 হে নৃপোত্তম । এইরূপে ভর্গের তেজ অগ্নিতে পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ
 হইয়াছিল, তাহা বলিলাম । ৯৩
 সম্প্রতি মহাকাল ও ভূজীর প্রকৃত বৃন্তাভ্য আপনাদের শ্রবণ করা কর্তব্য ।
 অতএব হে রাভেক্স । তাঁহারা উভয়ে যেরূপে মানবযোনি প্রাপ্ত হইলেন, সেই
 বৃন্তাভ্য শ্রবণ করুন । ৯৪

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬

মণ্ডচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

ঐক্য উবাচ—

হরিণা যাবজ্জগত্কার্ষে দেববটৈঃ প্রসাদিতঃ ।
 তাবদ্রহ্মহট্টমথেনৈব ইনোহুহুমস্মা সহ । ১
 বর্জ্যতে রুতিমাত্রেশে যচ্ছাং সম্পূরয়ন্ সদা ।
 যথা মনোরথং দেব্যাঃ সন্ততং পূরয়দ্ভুতঃ । ২
 অধৈকদোষয়া সার্কং নিগূঢ়ে রুতিমন্দিরে ।
 নর্যাং কামানুহাদেবো মোদয়ুস্তা রুতিপ্রিয়ঃ । ৩
 যদা সা নর্যুণে যাতা গৌরী শ্রবহরাস্তিকম্ ।
 তদা ভূমিমহাকালো যাঃস্থো যাবি প্রতিষ্ঠিতো । ৪
 নর্যাবসানে সা দেবী বৃক্ষধম্মিল্লবক্ষনা ।
 বক্ষসীন্মং গলক্ষাত্রাধুম্ময়ালস্য শাখিনা । ৫
 বাস্তহার্য গন্ধপুষ্পরাকুলৈর্নাতিশোভনা ।
 বিলুপ্তকুম্ভা দৃষ্টদধনচ্ছদবিভ্রমা । ৬
 নিঃসূতা রুতিসংকলি-নিমগ্নাজ্জলজাননা ।
 ঈষদাঘূর্ণনম্বনা নিচিতা শ্বেদবিন্দুভিঃ । ৭
 তাং নিঃসরন্তীং সদনাত্তথাভূতায়নিমিত্তাম্ ।
 অযোগ্যাং বোক্ষিভুকাটৈঃ কৃষধরজযুজে পতিম্ । ৮
 দদর্শতুর্মহাকালো নাতিশ্রুতায়মানসো ।
 ভূমী চাপি মহাকালঃ প্রাপ্তকালঃ চুকোপতুঃ । ৯

ভূমী ও মহাকালের শাপবিবরণ

ঐক্য বলিলেন,—অগতের জন্ত হরকে দেবকুল, স্তুতিবাক্যে প্রসাদিত করিলে, মহাদেব উমাসহ মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলেন । ১

কিন্তু কেবল রুতিমাত্র অবলম্বন করিয়া অভিজাত পূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং সেইরূপই দেবীও মনোরথ পূরণ করিতে লাগিলেন । ২

অনন্তর এক সময়ে মহাদেব উমার সহিত রুতিমন্দিরে অ্যামোদমুক্ত হইয়া চাটুবাচ্যে সংলাপ করিতেছেন । ৩

যে সময়ে পার্বতী হরসমীপে ধমন করেন, সেই সময়ে ভূমী ও মহাকাল ব্যবরক্ষক হইয়া যাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল । ৪

কৌতুকাবসান হইলে দেবী বৃক্ষমুগ্ধ কেশপাশে গাত্র হইতে শুলিত বস্ত্র, হস্ত দ্বারা অবলম্বন করত, বিপর্যস্ত হার হইয়া, মুগ্ধ পুষ্প অঙ্ক শোভাসম্পন্ন, অঙ্কে কুম্ভম লেপন করিয়াছেন বলিয়া মনোহারিণী, অবরপল্লব দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিশেষ বিভ্রমযুক্ত।—এইরূপ মনোহর ভাবযুক্তা পদ্মাননা উমা, রুতিতে অ্যামুক্ত যানই নিজগুণন হইতে নিঃসৃত হইলেন । উমার নগনদ্বয় ঈষদঘূর্ণিত এবং শ্বেদবিন্দু-নিচিৎ । ৫-৭

প্রিয় যুগধর্য ভিন্ন অস্ত্রের দর্শনের অযোগ্যা সেই রুতি-সময়ের মনোর " অবস্থাপন্ন উমা পূর হইতে নির্গত হইতেছেন । ৮

ভূক্টা তাত্ মাভরং দীনৌ তথাভূতাবধোমুখৌ ।
 চিন্তাক জগদুত্তীৰ্ণাং নিশব্দসত্বরুত্তমৌ ॥ ১০
 তৌ পশ্যন্তৌ তদা দেবী দদর্শ হিমবৎসুতা ।
 তুকোশচ তদাপর্ণা বাক্যকৈঃপ্রচুবাচ হ ॥ ১১
 এবভূতাক মাং কম্পাদসহজাবশস্ততাম্ ।
 ভবন্তৌ তনয়ৌ তন্তৌ ত্রীমৰ্যাদাবিবজ্জিতৌ ॥ ১২
 যশ্মাদিমামমৰ্যাদাং ভবন্তৌ নিরপত্রপৌ ।
 অকুৰ্ব্বতাং তন্তৌ ভূতাস্তবতোর্জস্ব মানুষে ॥ ১৩
 যানুষীং যোনিমাসান্ মববেক্ষণদোষতঃ ।
 ভবিষ্যন্তৌ ভবন্তৌ তু শাখায়ুগমুখৌ ভুবি ॥ ১৪
 ইতি তারুমরা শপ্তৌ হরপুত্রৌ মহামতৌ ।
 ভূজৌ চৈব মহাকালঃ যমাতুরস্তিকং তদা ॥ ১৫
 তৌ প্রাপ্তহঃখৌ তু তদা চৰ্ম্মনকৌ হরায়জৌ ।
 শাপং তস্তা ন সেহান্তে প্রোচভূশ্চৈশমভ্রিজাম্ ॥ ১৬
 অনাগসৌ সটৈবারাং ভবজা হিমবৎসুতে ।
 কথং শপ্তৌ ত্বয়া মাতর্ইঠাদেবং প্রকোপয়া ॥ ১৭
 নিরোজিতৌ যথা দ্বারি যহেশেন ত্বয়া সহ ।
 তথা নিরোপং কুৰ্ব্বন্তৌ তিষ্ঠাবো দ্বারি সংযতৌ ॥ ১৮

মহাত্মা ভূজী ও মহাকাল দর্শন করিল ; সেই সময়ে তাহার অত্যন্ত কুপিত হইল । ৯

তৎপরে মাতাকে উদ্ধৃপাবস্থাপন্ন দেখিয়া অতি দীনভাবে অধোবদন হইল এবং তাহাদিগের ভীত চিন্তাবেগ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িত হইতে লাগিল । ১০

তাহারা সেইরূপ অবস্থাতে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে বলিয়া হিমালয়সুতা আপর্ণা ক্রোধপরবশা হইয়া এইরূপ বাক্য বলিলেন । ১১

অহো ! আমার এইরূপ অসম্বন্ধ অবস্থা কিজন্য ইহারা দেখিল ।—তোমরা তনয় হইয়াও এইরূপ লজ্জা-মৰ্যাদা-বজ্জিত হইয়াছ । ১২

যেহেতু তোমরা এইরূপ নির্লজ্জ হইয়া আমাকে অমৰ্যাদা করিয়াছ, অতএব তোমাদের অন্য মনুষ্যযোনিতে হইবে । ১৩

মাতৃ-অবেক্ষণদোষে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইয়া বানরমুখসদৃশ তোমাদের মুখকাণ্ডি হইবে । ১৪

এইরূপে মহামতি ভূজী ও মহাকাল উদ্বাদিত অভিশাপগ্রস্ত হইয়া মাতৃ-সমীপে গমন করিল । ১৫

হর-ভনয়-হয় শাপজনিতদুঃখার্ভ হইয়া বিষমচিন্তে তাঁহার শাপবেদন সহ্য করিতে না পারিয়া গিরিজাকে বলিল । ১৬

হে গিরিজে ! আমরা সর্বদা নিরপরাধ, অতএব মাতঃ । হঠাৎ এরূপ কুপিত হইয়া আমাদেরকে অভিশাপ দিলেন কেন ? ১৭

আপনার সহিত একত্রে হইয়া মহাদেব আমাদেরকে দ্বারে নিরোপ করিয়াছেন । সেই নিরোপক্রমে আমরা দ্বারেই সংযতরূপে অবস্থান করিতেছিঃ

হঠাৎসিঃসরগং গেহাত্তবৈব ন হি বুজ্যতে ।
 আগচ্ছত্তা ভবত্যা তু নৃষ্ঠাৰাবাং সুসংযতো ॥ ১৯
 তস্মাৎনিরর্থকঃ কোশঃ কো দোষস্তত্র চাবয়োঃ ।
 তস্মাৎস্তত্র প্রতীকারং শূন্য মাতরনিন্দিতে ॥ ২০
 হং মানুযী ক্ৰিভৌ কৃষা হরো ভবতু মানুযঃ ।
 মানুযক হরযাধ জাম্বাবাং হরতেজসা ॥ ২১
 ভবত্যাশ্চাপি মানুযা ভবিষ্যাবস্তথোদরে ॥ ২২
 যদি সত্যং হরসুভাবাবাং যদি নিরাগসৌ ।
 তদাবয়োরিদং বাক্যং সত্যমস্ত গিরেঃ সূত্রে ॥ ২৩
 ইত্যন্তোন্মথো শাপং দত্ত্বা দত্ত্বা সুদারুণম্ ।
 বিবিস্তনৃপশাৰ্দ্ধল গৌরী হরসুভৌ চ ভৌ ॥ ২৪
 অথ কালে যাতীতে তু সৰ্ব্বক্সো বৃষভক্সজঃ ।
 তস্তাবি কৰ্ম জাতৈব মানুযে হ্রতবং বহম্ ॥ ২৫
 ব্রহ্মণো দক্ষিণাশ্রুষ্ঠাঙ্ককো ব্রহ্মসুভৌহ্রতবৎ ।
 আদিতিস্তবসুভা জাতা ততঃ পূৰ্বাঙ্ককোহ্রতবৎ ॥ ২৬
 পুঙ্কঃ পুত্রোহ্রতবৎ পৌষ্যঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ।
 যস্তু ভুলো নৃপো ভূম্য ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৭
 স পুত্রহীনো রাজাভূৎ পৌষ্যো নৃপতিসন্তনুঃ ।
 শেষে বহুসি সস্ত্রাণ্ডে ভার্য্যাভিস্তিসৃজিঃ সহ ।
 পৌষ্যঃ পরমহা ভক্ত্যা ব্রহ্মাণং পর্যাভোষয়ৎ ॥ ২৮

গৃহ হইতে হঠাৎ নিঃসৃত হওয়া আপনাই অনুচিত হইয়াছে ; আপনি
 আগমন করিয়াই সুন্দর সংযতাবস্থায় আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছেন । ১৯

আমাদের তাহাতে দোষ কি ? অতএব আপনি নিরর্থক কোশ করিয়াছেন,
 বাহা হউক যাতঃ । তাহার এক প্রতীকার আছে, তাহা গ্রহণ করুন । ২০

আপনি মানুষীরূপে ক্রিতিতে অবতরণ করুন এবং হর মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ
 হউন ; তাহার পর মনুষ্যরূপী হরের তেজে তাহার জায়া মনুষ্যরূপিনী আপনাক
 ধৰ্ত্তে আমরা উভয়ে জগ্নগ্রহণ করিব । ২১-২২

হে গিরিসূত্রে । আমরা যদি নিশ্চয় হরাঙ্কজ এবং নিরপরাধ হই, তাহা
 হইলে আমাদের এই বাক্য সত্য হউক । ২৩

হে শূপশাৰ্দ্ধল । এইরূপ পরস্পরকে পরস্পরে ভরত্বর অভিলাপ প্রদান
 করত ভ্রমী ও মহাকাল গ্রহাণ করিলেন । ২৪

অনন্তর কিঞ্চিংকাল অতীত হইলে সৰ্ব্বক্স বৃষভক্স ভবিষ্যৎ-কার্য জানিতে-
 পারিয়া বহুং মনুষ্য রূপে জগ্নগ্রহণ করিলেন । ২৫

ব্রহ্মার দক্ষিণ অশ্রুত হইতে ব্রহ্মসুত দক্ষ জগ্নগ্রহণ করিলেন, তৎপরে তাহার
 কস্তা অদिति জগ্নগ্রহণ করিলেন । ২৬

তাহার পর পূষা নামক দক্ষসুত উপপন্ন হইল । পূষার পুত্র পৌষ্য জগ্নগ্রহণ
 করিয়া সৰ্ব্ব শাস্ত্র-পারদর্শী হইলেন । ২৭

ষীহার সমসংখ্য নৃপতি হর নাই ও হইবেও না ; নৃপতিসন্তম পৌষ্যরাজ
 পুত্রহীন হইলেন ; তাহার পর বহুঃ-পরিণামাবস্থায় পৌষ্য ভার্য্যাভয়ের সহিত
 পরম ভক্তিভাবে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন । ২৮

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
তম্বাচ রাজানং কিমিচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ২৯
প্রসন্নোহস্মি নৃপশ্রেষ্ঠ প্রদাত্যসি যথেক্ষিতম্ ।
অদিকৈঃ তব জ্ঞানান্যৈঃ তবদ্রিয়ানি সান্ধ্যতম্ ॥ ৩০

পৌষ্য উবাচ—

হিরণ্যগর্ভাপুত্রোহহং পুত্রার্থী হ্যবুদ্যামিহে ।
তস্মি প্রসন্নো পুত্রো যে কুশালকণসংযুতঃ ॥ ৩১
এতদর্থে সভার্যোহহং ভক্ত্যা ত্বাং সমুপস্থিতঃ ।
যথা যে জায়তে পুত্রস্তথা কুরু জগৎপতে ॥ ৩২
পুন্নামো নরকায় পুত্রহানিতে পিতরং প্রমূম্ ।
অতস্তস্মাভ্যগ্নং ব্রহ্মং ত্বং নাশদিতুমর্হসি ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ—

শুণু পৌষ্য যথা ভাবী পুত্রস্তব কুলোদ্বহঃ ।
ভবহং তে বদাত্যামা ভাৰ্য্যাভিষ্ঠং সমাচর ॥ ৩৪
ইদং ফলং গৃহাণ ত্বং যয়া দত্তং নৃপোত্তম ।
অজীর্ণং বহলে কালে গ্রাপ্তেহপি সুবসং সদা ॥ ৩৫
ফলমেতৎ সমাদায় যারং সংবৎসরং যম্ ।
আরাধয় মহাদেবং স প্রসন্নো ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
যথা সজ্জায়তে ভর্গঃ ফলমেতৎ তথা ভবান্ ।
করিস্বতি ফলং রাজন্ ভাৰ্য্যাভিষ্ঠিস্বতিঃ সহ ॥ ৩৭

লোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলি-
লেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি কি অভিলাষ করিতেছেন আমাকে বলুন,
আপনার প্রতি প্রসন্ন হইরাছি; অতএব সেই অভিলষিত বস্তু আপনাকে
প্রদান করিব। সম্প্রতি আপনার জ্ঞানভণ্ডের বাহা অভিলষিত, তাহা আমাকে
বলুন। ২৯-৩০

পৌষ্য বলিলেন, হে হিরণ্যগর্ভ! আমি অপুত্র, পুত্রার্থী হইয়া আপনাকে
উপাসনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইলে, সর্ষ-সুলকণ সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন
হইবে। ৩১

ইহার নিমিত্ত ভাৰ্য্যার সহিত ভক্তিপূর্বক আপনার আরাধনায় রত
আছি। হে জগৎপতে! বাহাতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই করুন। ৩২

পুত্র—পিতা ও মাতাকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে, অতএব
ব্রহ্মান্। সেই যৌবনরকভয় নিবারণ করুন। ৩৩

ব্রহ্মা বলিলেন, হে পৌষ্য! আপনার কুলোদ্বহ-পুত্র ভবিষ্যতে হইবে,
তজ্জন্ম আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনার ভাৰ্য্যাগণসহ তাহা আচরণ
করুন। ৩৪

হে নৃপোত্তম! আমি এই ফল আপনাকে প্রদান করিতেছি—গ্রহণ করুন।
সুবর্ণের বহুকালেও জীর্ণের অযোগ্য এই রসযুক্ত ফল গ্রহণ করত বৎসরং
পর্যন্ত মহাদেবকে আরাধনা করুন। তিনি প্রসন্ন হইবেন। ৩৫-৩৬

তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া বাহা বলিবেন, আপনিও তাহা করিবেন এবং হে

ততস্তে লক্ষণোপেতস্তনয়ঃ কুলবর্ধনঃ ।
 ভবিষ্যতি যয়ং শাস্ত্রা চক্রবর্তী বসুকরাম্ ॥ ৩৮
 ইত্যুক্ত্য প্রযাতো ব্রহ্মা রাজানি সহ ভীকৃতিঃ ।
 হরং যযৌঃ সমারোহে ভক্ত্যা পরমহং যুতঃ ॥ ৩৯
 নিরাশীঃ সংযতাহারঃ কদাচিৎ ফলভোজনঃ ।
 দৃষ্যতীনদীতীরে ফলং সংস্থাপ্য চাশ্রিতঃ ॥ ৪০
 পুষ্পার্ঘদীপধূপৈশ্চ বৃষধ্বজমতর্পয়ৎ ॥ ৪১
 স তু বর্ষবয়েহতীতে মহাদেবো জগৎপতিঃ ।
 পৌষ্যস্ত নৃপতেঃ সম্যক্ প্রসাদার্ঘ্যসিদ্ধয়ে ॥ ৪২
 প্রসন্নঃ প্রাহ নৃপতিং মহাদেবো হৃস্মিন ।
 উপাসসে কিমর্থং যাহ তন্ময় বদ বদানি তে ॥ ৪৩

পৌষ্য উবাচ—

অপুত্রোহিহং পুত্রকামস্তচ্চুগুণ বৃষধ্বজ ।
 যথাহং পুত্রবান্ বৈ শ্যাম বৃষধ্বজ তথা কুরু ॥ ৪৪
 ইতি স কৃপসম্রাজ্ঞা ভাৰ্য্যাভিঃ সহ হর্ষিতঃ ।
 প্রেম্য স্তুতিপূৰ্বেণ ভক্তিনজ্ঞানমানসঃ ॥ ৪৫
 ততঃ পুত্রার্থিনং ভূপং প্রসম্যো বৃষভধ্বজঃ ।
 ব্রহ্মদত্তফলং হস্তে কৃড়েপং তমুবাচ হ ॥ ৪৬

ইবর উবাচ—

ইবং ফলং ব্রহ্মদত্তং বিভজ্য নৃপতে ত্রিধা ।
 ভোজয়েথাঃ স্বকীয়ান্তং প্রহৃষ্টঃ সুব্রহ্মানসঃ ॥ ৪৭

রাজান্ । ভাৰ্য্যাভ্যন্তর সহিত যিনিভ হইয়া ভর্গের উপদেশমতে অনুষ্ঠান করি-
 বেন । ৩৭

তাহা হইলেই লক্ষণসম্পন্ন কুলবর্ধন আপনায় যে তনয় উৎপন্ন হইবে, সে
 চক্রবর্তী লক্ষণাক্রান্ত হইবে । ৩৮

ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিয়া প্রধান করিলেন ; রাজাও সন্তীক পরম
 ভক্তির সহিত হরের আরাধনায় রত হইলেন । ৩৯

নিরাহারে সংযতাহারে এবং কোন সময়ে ফলভোজন করত দৃষ্যতী-নদী-
 তীরে সেই ব্রহ্ম-প্রসন্ন ফল অগ্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ দীপাদি
 দ্বারা বৃষধ্বজের ভূগ্নি সাধন করিতে লাগিলেন । ৪০-৪১

এইরূপে বর্ষবয় অতীত হইলে, জগৎপতি মহাদেব, পৌষ্যরাজের অভিলাষ
 পূরণের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া সর্ষ-চিহ্নে নৃপতিকে
 বলিলেন, আয়াকে কি ক্ষম উপাসনা করিতেছ বল, আমি তোমাকে তাহা
 প্রদান করিব । ৪২-৪৩

শোভা বলিলেন, হে বৃষধ্বজ । আমি পুত্র-হীন, অতএব সেই পুত্র কাশনার
 আরাধনা করিতেছি, যেভাবে আমি পুত্রবান্ হই, তাহাই করুন । ৪৪

রাজা ভাৰ্য্যাগণের সহিত ভক্তি-প্রবণচিত্তে স্তুতিবাক্যে এই কথা বলিলেন ।
 তাহার পর বৃষভধ্বজ, প্রসন্নচিত্তে ব্রহ্মদত্ত ফল হস্তে করিয়া পুত্রার্থী রাজাকে
 এই কথা বলিলেন । ৪৫-৪৬

ততঃ প্রবৃন্তে ভবত এতাসু ঋতুসঙ্কমে ।
 আধ্যাত্ম্যন্তি তু গর্ভাংস্তু ভাৰ্য্যাংস্তে যুগপন্নপ ॥ ৪৮
 কালপ্রাপ্তে চ যুগপৎ প্রসবো ঘোষিতাং তব ।
 ভবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ তদ্রূপং ব্ৰূং কবিষ্যসি ॥ ৪৯
 একাস্মা অঠরে খৌৰ্ভভাগন্তে সন্তবিষ্যতি ।
 অপন্নস্তুদা কুর্কের্মধ্যভাগো ভবিষ্যতি ॥ ৫০
 অথো নাভ্যাংস্তু যো ভাগঃ সোহপবৃত্তাং ভবিষ্যতি ।
 তচ্চ ঋতুত্রয়ং ভূপ যথাস্থানং পৃথক্ পৃথক্ ।
 যোজয়িষ্যসি পশ্চাত্তে পুত্র একো ভবিষ্যতি ॥ ৫১
 তস্ম নীর্ঘে চক্ৰবেখা সহস্রা সন্তবিষ্যতি ।
 তৈনৈব নাস্তা স খ্যাতিং গমিক্তি চ ভূতলে ॥ ৫২
 ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবস্তাসাং বর্জান্ বয়ং তদা ।
 সংকর্ত্ত্বাং জাহ্নবীতোষমাঅবাসাত বৈ স্তথাং ॥ ৫৩
 ততঃ ফলে বয়ং দেবঃ প্রবিবেশ স্বযম্বজঃ ।
 ভৎকণাত্ত্বং কসং ভূত্বং ত্রিভাগং স্বয়মেব হি ॥ ৫৪
 পৌত্ৰস্ত্বংফলমাদায় মুদিতঃ সহ ভাৰ্য্যয়া ।
 প্রযবৌ মন্দিরং ক্রমৌ অনুজাপা বৃষধ্বজম্ ॥ ৫৫
 ততঃ সমুচিত্তে কালে প্রাপ্তে তাভিস্তু ভক্ষিতম্ ।
 ভৎফলং নৃপশাঙ্গীল গর্ভাশ্চাপ্যারিতা শুভাঃ ॥ ৫৬

হে নৃপতে । এই ব্রহ্মদত্ত ফল ত্রিভাগ করত অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার পত্নী-জরকে ভোজন করাত । ৪৭

তাহার পর তোমার সহিত ইহাদেব রতি সঙ্গম প্রযুক্ত হইলে হে নৃপ । তোমার পত্নীজর এক সময়ে গর্ভবতী হইবে । ৪৮

তাহার পর কালক্রমে তোমার ভাৰ্য্যাগণ এক সময়ে প্রসব করিবে । হে নৃপশ্রেষ্ঠ । তাহাতে তুমি এক কার্য্য করিও । ৪৯

তোমার এক স্ত্রীর গর্ভে শিরোভাগ হইবে, অপর এক ভাৰ্য্যার গর্ভে কুক্ষি ও মধ্যভাগ হইবে এবং অবশিষ্ট এক ভাৰ্য্যার অঠরে নাভির অশোভাগ পর্য্যন্ত উপন্ন হইবে, সেই প্রসূত ঋতুত্রয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে যথাস্থানে সংযোগ করিতে হইবে । ৫০-৫১

পরে সেই ভাগ্যত্রয় যোগে তোমার এক পুত্র হইবে, তাহার শিরোনগ্নে স্বভাবতঃ চক্ৰলেখা হইবে, সেই বাঙ্গল, সেই নামেই ভূতলে খ্যাত হইবে । ৫২

এই কথা বলিয়া, মহাদেব স্বয়ং নিজের নিবাসযোগ্য তাহাদেব গর্ভসংস্কার করিবার নিমিত্ত তাহা স্বশিরস্থ জাহ্নবীজলে নিহিত করিলেন । ৫৩

তাহার পর সেই ফলে মহাদেব প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিবারাএই ফল স্বয়ং ত্রিভাগ হইল । ৫৪

পৌষ্য সেই ফল গ্রহণ করিয়া ভাৰ্য্যাগণ-সহ হৃষ্টান্তঃকরণে এবং হরুর অনুমতিক্রমে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন । ৫৫

হে নৃপশ্রেষ্ঠ । তাহার পর উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে পৌষ্য-ভাৰ্য্যাগণ সেই ত্রিভাগ ফল তিনজনে ভক্ষণ করিলেন, তাহাতেই তাহাদেব গর্ভসংস্কার হইল । ৫৬

সম্পূর্ণে গৰ্ভকালে তু গৰ্ভেভ্যঃ সমজাতত ।
 খণ্ডত্রয়ং পৃথক্ৰূপে যথাস্থানং নিযোজ্য চ ।
 একপিণ্ডং চকারাত তত্র পুত্রো ব্যজায়ত ॥ ৫৮
 তত্র শীর্ষে তদা রাজন্ মহেন্দ্রকল্যাণত ।
 বিররাজ যথা যথা শরৎকালে কলা বিধোঃ ॥ ৫৯
 তং সৰ্বলক্ষণোপেতং পীনোরক্তং মুনাসিকম্ ।
 সিংহগ্রীবং বিশালাক্ষং দীর্ঘাশ্রতভুজং তদা ॥ ৬০
 দৃষ্ট্বা পৌষোহথ ভাৰ্য্যাভিত্তিসৃতিঃ সহ সম্মুখম্ ।
 লেভে দরিদ্রঃ সংকোষং প্রাপোষ বিপুলং ততঃ ॥ ৬১
 তদা নামাকরোত্রাজা আশ্রমৈঃ বৈঃ পুরোহিতৈঃ ।
 চন্দ্রশেখর ইত্যেব কাশ্য চন্দ্রমসঃ সমঃ ॥ ৬২
 বহুধে স মহাভাগঃ প্রত্যহং চন্দ্রবৎ সূতঃ ।
 কলাভিৰিব ভেজয়ী শরদীয নিশাকরঃ ॥ ৬৩
 এবং তিস্রুণামহানীং গৰ্ভে জাতো যতো হবঃ ।
 অতস্তান্বকনামাভুঃ প্রথিতো লোকবেদয়োঃ ॥ ৬৪
 স রাজপুত্রঃ কৌমারীমবস্থাং প্রাপন্নতদা ।
 সৰ্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বিজ্ঞোত্তমো বভূব হ ॥ ৬৫
 যমে বীৰ্য্যে প্রহরণে শাস্ত্রে শীলে চ তৎসমঃ ।
 নাক্ষোহতুং নৃপশাঙ্গুল নো বা ভূমৌ ভবিষ্যতি । ৬৬

গৰ্ভকাল সম্পূর্ণ হইলে খণ্ডত্রয় প্রসব হইল ; শিবের সেই বাক্যানুসারে পৌষ রাজ্য খণ্ডত্রয় পৃথকরূপে যথাস্থানে যোগ করিয়া এক পিণ্ড করিলেন, তাহাতেই একপুত্র উৎপন্ন হইল । ৫৭-৫৮

হে রাজন্ । তাহার নিরোভাগে আকাশস্থ শারদীয় চন্দ্রের কলার ন্যায় ইন্দুকল্য বিরাজ করিতে লাগিল । ৫৯

অনন্তর পৌষ, ভাৰ্য্যাক্ষরের সহিত সৰ্বলক্ষণসম্পন্ন, বিস্তারিত-বক্ষঃস্থল, সুন্দর-নাসিকাসমুত্ত, সিংহের ন্যায় গ্রীবা, বিশাল-নেত্র, দীর্ঘভুজ সেই পুত্রকে দেখিয়া, বিপুল ধনাগারপ্রাপ্ত দরিদ্রের দায়, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন । ৬০-৬১

তাহার পর রাজ্য ব্যক্ষণবর্ণ ও স্বীয় পুরোহিতের দ্বারা সংস্কারপূর্বক তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' এই নাম রাখিলেন; পুত্রও যয়ং চন্দ্রের দ্যায় সুন্দর লাবণ্যময় হইলেন । ৬২

সেই মহাভাগ বাল্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া তেজস্বিতাবে যেক্রপ শারদীয় নিশাকর, কলাসমূহ দ্বারা নিরন্তর বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ৬৩

এইরূপে মাতৃত্বের গৰ্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছে বলিয়া জনতে এবং বেদে হবের অদ্বক নাম দ্যাত হইল । ৬৪

রাজপুত্র কৌমারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৰ্ব-শাস্ত্রার্থগারদর্শী বিজ্ঞতুল্য তত্ত্বজ্ঞ হইলেন । ৬৫

তিনি বল, বীৰ্য্য, শাস্ত্রপারদর্শিতা ও সুশীলতাতেও বিমুগ্ধ হইলেন । হে নৃপশ্রেষ্ঠ । তাঁহার সম্মান সংরভাবাপন্ন ব্যক্তি অগ্নে নাই এবং জগ্নিবেও না । ৬৬

অভিষিচ্যাত্তং রাজো কুমারং বলবত্তরम् ।
 দশপট্টকবর্ষীয়ং সর্বরাজতণৈশূৰ্ত্তম্ ॥ ৬৭
 তিসৃতিঃ সহভর্যাভি বনং পৌকো বিবেশ হ ।
 হৃদ্যোচিতক্রিয়াং কর্ত্ব্যং রাজা পরমধার্মিকঃ ॥ ৬৮
 সতে পিতরি রাজা স বনবাসং মহাবলঃ ।
 সর্বাং ক্রিতিং বশে চক্রে স্যামাত্যচন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৯
 সার্কভোমো নৃপো ভূত্বা রাজভিঃ পরিসেবিতঃ ।
 অমরৈরিব দেবেল্লো বিজহার ত্রিষা যুতঃ ॥ ৭০
 এবং পৌকমুতো ভূত্বা ত্র্যম্বকঃ পুণ্যানিবৃত্তঃ ।
 ব্রহ্মাবর্তাহ্মস্বৈ রম্যে করবীরাহ্মস্বৈ পুরে ।
 দ্বষদ্বতীনদীতীরে রাজা ভূত্বা যুমোদ হ ॥ ৭১
 অধৈকদা স পিতরং বনবাসগতং ব্রহ্মম্ ।
 মাতৃচাপি নৃপল্লোষ্ঠে ব্রহ্মকামোহিডবল্লপঃ ॥ ৭২
 স একসম্মদেনৈব একাকী চন্দ্রশেখরঃ ।
 বিশুলং বনুর্হানারি সর্বার্গলক্ষণং তদা ॥ ৭৩
 তপোবনং পুণ্যময়ং বিষদ্যন্তে ব্যবস্থিতম্ ।
 আসসাধ দিদৃক্ষুঃ স তাতং বৃত্তং সনাতনম্ ॥ ৭৪
 স গচ্ছন্ পিতুরভ্যাসং নৃপতিং চন্দ্রশেখরঃ ।
 মদর্শ নমুচং নাম তপস্বন্তং মহামুনিম্ ॥ ৭৫
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ সংবীতং সূর্যাসন্নিভম্ ।
 উদ্ধৃগাভির্গুণাভিষ্চ সংযুতং ব্যানিনং কৃশম্ ॥ ৭৬

তৎপরে পোষ্ট রাজা, বঙ্গশালী সমস্ত রাজগুণসম্পন্ন যোড়শবর্ষীয় পুত্রকে
রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । ৬৭

পরম বার্ষিক সেই রাজা, বৃদ্ধ-কালোচিত কার্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত জার্স্যাগণ
সহ'যনে প্রমদ করিলেন । ৬৮

পিতার বন গমনের পর চন্দ্রশেখর, অমাত্যগণের সহিত সমস্ত রাজ্য ধীরে
আয়ত্তাধীন করিলেন । ৬৯

সার্বভৌম নৃপতিকূলে রাজবর্ণের পুঞ্জিত হইলেন এবং অমরগণসেবিত
দেবেজের কায় শোভাসম্পন্ন হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন । ৭০

পুষ্টিগুণ অত্যধিক এইরূপে পোষ্য-সুপ্ত হইয়া অক্ষাধর্তের মধ্যে দৃষদভীনদী-
ভীরে করবীরনামক পুরে রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। ৭১

হে নৃপজ্যেষ্ঠ । অনন্তর একদা রাজার, বনবাসগত খাতা-পিটার মর্শনের
নিমিত্ত অভিলাষ হইল । চন্দ্রশেখর একাকী এক-ব্রথাকড় হইয়া, বাণ-
সংযোজিত শরাসন গ্রহণ করিলেন । ৭২০৭৩

বুদ্ধ শিলা-মাতার দর্শনাভিলাষে বিষয় বাসনার অবসানে ব্যবস্থিত পুণ্যময়
উপোষনে গমন করিলেন । ৭৪

স্বপতি চন্দ্রশেখর, পিতার সমীপে গমন করিয়া তৎপরিচয় লব্ধ নামক
মহামুনিকে দর্শন করিলেন । ৭৫

ଜାହାର କଳେବର, କୃଷାଞ୍ଜିନେର ଉତ୍ତରୀୟ ଘାଟା ସଂବିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସନ୍ତ-ପ୍ରତାପୀନ
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମାଧୀ-କଟାଞ୍ଜାରସୁକ୍ତ ; ତିନି କୂଳ ଓ ଧ୍ୟାନ-ନିରତ । ୧୭

তপস্য্য স্ফোতিততনুং নিশ্চলং কুশজাসনম্ ।
 তং দৃষ্ট্বা দুরন্তো বীরো রথোপস্থাসিততরং ॥ ৭৭
 উপত্যজে চ বিশ্রেষ্ঠং বিনয়ানন্তকঙ্করং ।
 প্রণম্য যুনিং তরু বাক্যমেতদ্বদীরয়ন্ ॥ ৭৮
 পৌস্ত্যস্ত জনহো ব্রহ্মন্ নায়াহং চন্দ্রশেখরঃ ।
 প্রণমামি মহাভক্ত্যা ভবন্তং যুনিমন্তমম্ ॥ ৭৯
 ইত্থাক্ত্বা প্রাক্ণিনস্তদ্বদ্য যুনেস্তস্যাগ্রতো নৃপঃ ।
 নমুচ্যত মুখং বীক্য ভক্তিরত্নাশ্রয়ানসঃ ॥ ৮০
 পূর্ব্বম্বেব যদা রাজা প্রাবিশতপমে বনম্ ।
 তদৈব সহচার্য্যাভিস্তং যুনিং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৮১
 চিরসাবিত্য নমুচ্যং পৌস্ত্যঃ পরমপণ্ডিতঃ ।
 প্রসাদস্থামাস যুনিং পূজার্থে মূর্ত্তাকরৈঃ ॥ ৮২
 বিষহান্তে তপঃ কুর্ক্বন্ যুনিশ্চেঠেহ তিষ্ঠসি ।
 একম্ প্রার্থয়ে ততো যদি মাং দদ্যসে যুনে ॥ ৮৩
 জিহ্বার্য তদাত্মা রাজা চন্দ্রশেখরমংককঃ ।
 সহজেন্দুকলাযুক্তো বালভাবাত চক্ললঃ ॥ ৮৪
 স চেভ্যন্তমাসান কদাচিদপরাধাতি ।
 তদা ক্ষমিষ্যসি যুনে যদৈতৎ প্রার্থিতং তস্মি ॥ ৮৫
 পৌস্ত্য বচনং শ্রুত্বা যুনিষ্ঠাক্রোচকার হ ।
 দৃষ্টে । ততনমঃ বিপ্রঃ পৌস্ত্যবাক্যমধাশ্রয়ৎ ॥ ৮৬

তাঁহার শরীর তপঃপ্রভাবে অত্যন্ত প্রদীপ্ত এবং নিশ্চল । তিনি কুশময় আসনে উপবিষ্ট ; রাজা রথ হইতে সেই যুনিকে দর্শন করিলেন । ৭৭

আদরের সহিত বিনয়ানন্ত যন্তকে যুনিকে কিঞ্চিদ্ স্তুতিবাক্য বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন । ৭৮

হে ব্রহ্মন্ । আমি পৌস্ত্যের পুত্র, আমার নাম—চন্দ্রশেখর ; আমি ভক্তি-পূর্ব্বক আপনাকে প্রণাম করিতেছি । ৭৯

এই কথা বলিয়া মূৰ্ত্তি বজ্রাঙ্গলি হইয়া যুনির মুখ দর্শন করত ভক্তি-কল্প-মস্তকে তাঁহার অগ্রস্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৮০

পরম পণ্ডিত পৌস্ত্যরাজ, তপস্যার অন্ত যে সময়ে তপোবনে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে চার্যাধীনসহ যুনিকে পূজা করেন । তাঁহাকে অনেক সময় আরাধনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন । ৮১-৮২

তিনি বলিলেন,—হে যুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি বিষয়-ভোগান্তে তপস্তা করত এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন ; আমি একটি প্রার্থনা করি, যদি আমার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে দান করুন । ৮৩

হে যুনে । আমার পুত্র চন্দ্রশেখর রাজা হইয়াছে ; সে নিত—যান্তাবিক ইন্দুকলাযুক্ত এবং বালভাববশতঃ চক্লল । ৮৪

অতএব যদি সে আপনার সমক্ষে কোন দিন অপরাধ করে, তবে আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা । ৮৫

পৌস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুনি তাহাই স্বীকার করিলেন । রাজ-জননকে দেখিয়া যুনি পৌস্ত্যবাক্য শ্রবণ করিলেন । ৮৬

শ্রুত্বাঃ স্মিতঃ নতঃ সূচিরং চন্দ্রশেখরম্ ।
 ইদং প্রোবাচ স মুনি র্দ্ধাবান্নমুচাহ্বয়ঃ ॥ ৮৭
 বিনয়েনান্য তুষ্ণোঃস্মি ভবতঃ চন্দ্রশেখর ।
 বয়ং বরং দাতামি বাহিতং মে মহত্তরম্ ॥ ৮৮
 তস্য ঋত্বা ততো বাক্যং নৃপতিচন্দ্রশেখরঃ ।
 পুনঃ প্রণম্য নমুচ-মিদমাহাতিসূতম্ ॥ ৮৯
 কায়েন মনসা বাচ্য মদত্যর্থং দ্বিজোত্তম ।
 তৎ সৰ্ব্বং বিষয়ে মেহুস্তি তাদৃশা যস্য দক্ষিণাঃ ॥ ৯০
 মনোগতং মে হৃদ্রাপং বাহনীয়ং ন বিদ্যতে ।
 তদেব বরণীয়ং মে যদুদ্যতি বয়ং তদান্ ॥ ৯১

নমুচ উবাচ—

তং সপ্তদশবর্ষাণাং প্রাপ্তে সংবৎসরে পরে ।
 ভবিষ্যসি নৃপশ্রেষ্ঠ বরদামাপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৯২
 যদা গিরিসূতা শত্ৰুর্ধ্বা লক্ষ্মীর্গদাভূতঃ ।
 যদা সুরেশস্য শতী তদা তেহপি ভবিষ্যতি ॥ ৯৩
 ইত্যুক্তঃ স মুনির্ভূপং নমুচস্তসসং নিধিঃ ।
 বিসর্জয়ামাস তদা স চাপি মুদিতো যযৌ ॥ ৯৪
 স গতা পিতরং প্রাপ্য মাতৃঞ্চ চন্দ্রশেখরঃ ।
 অপূজয়দ্ যথাইত্ত তৈরপ্যাম্বাসিতঃ সূতঃ ॥ ৯৫
 অথাগতো নৃপঃ স্বীয়ং করবীরপুরীং প্রতি ।
 মুদিতঃ সচিবৈঃ সার্কং রেমে দেবেন্দ্রসন্নিভঃ ॥ ৯৬

ইতি জীকালিকাপুরাণে সপ্তচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

অরুণ করত দয়ালীল মুনি নম্রভাবে অগ্রস্থিত চন্দ্রশেখরকে এই কথা বলিলেন ;—হে চন্দ্রশেখর । তোমার বিনয়ে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি । বাহিত বর প্রার্থনা কর, আমি দান করিব । ৮৭-৮৮

রাজা চন্দ্রশেখর, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া নমুচ মুনিকে এই কথা বলিতে লাগিলেন । ৮৯

হে দ্বিজসত্তম । শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা যাহা প্রার্থনা করিব, সে সমস্তই আমার বিষয়ে আছে এবং সমস্তই আমার অনুকূল । ৯০

আমার হৃদ্রাপ্য মনোগত বিষয় বিদ্যমান দেখিতে পাই না ; অতএব আপনি যাহা স্বয়ং দান করিবেন, সেইটাই আমার পক্ষে বরণীয় । ৯১

নমুচ বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ । বর্ত্তমান সময়ে তুমি সপ্তদশবর্ষীয় ; আর এক বৎসর অতীত হইলে উৎকৃষ্টা স্ত্রীর পতি হইয়া অত্যন্ত সুখী হইবে । ৯২

যেদ্রুপ শত্ৰুর গিরিসূতা, গদাধরের লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শতী ; তোমার পত্নী সেইরূপ হইবে । এই কথা বলিয়া উপোনিধি নমুচ রাজাকে বিদায় করিলেন, রাজাও হৃষ্টান্তঃকরণে গমন করিলেন । ৯৩-৯৪

চন্দ্রশেখর, পিতা মাতার নিকটে গমন করিয়া যথাযোগ্য তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন । ৯৫

অষ্টচত্বরিংশোধ্যায়ঃ

ঊৰ্ব উবাচ—

অবতীৰ্ণে মহানবে পৌরাজ্যাসুধেচ্ছায়া ।
মানুষেণ প্রযাপেন গতে সংবৎসরত্রে ॥ ১
গিরিঙ্গাপি ককুৎস্থ রাজো ভাৰ্য্যাবজাযুত ।
যেনকায়াং যথা পূৰ্ব্বং যেক্ষমা পরমেশ্বরী ॥ ২
অধাৰ্য্যাবৰ্ত্তবিষয়ে জ্ঞান্যঃ শুবসন্তয়ঃ ।
ইকাকুবংশজো রাজা ককুৎস্থো নাম ধাৰ্ম্মিকঃ ॥ ৩
ভোগবত্যাশ্বযায়াং তু পূৰ্ণ্যং ত্রিপুরিষদ্বনঃ ।
সৰ্বলক্ষণসম্পন্নো ভূপালগুণসংযুতঃ ॥ ৪
তস্মা ভাৰ্য্যা মহাভাগা ভগদেবস্ত পুত্ৰিকা ।
স। মনোঅধিনী নাম। পুজিতা পতিবল্লভা ॥ ৫
তত্ৰাঃ পুত্ৰশতং যজ্ঞে দেবগৰ্ভাভক্ষ্যতম্ ।
বলবীৰ্য্যাসমায়ুক্তং ককুৎস্থনৃপসন্তমাং ॥ ৬
পুত্ৰী ন বিদ্যাতে তদ্যাত্তদৰ্থং সা গৃহাতরে ।
নিভৃতং স্থণ্ডিলং কৃত্বা চত্বিকাং সমপূজয়ৎ ॥ ৭

অনন্তর রাজা চন্দ্রশেখর স্বীয় করবীরপুত্র গমন করিয়া সচিবগণের সহিত
আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রের শাশু বিবাক করিতে লাগিলেন । ১৬

সপ্তচত্বরিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৭

অষ্টচত্বরিংশ অধ্যায়

চন্দ্রশেখরের বিবাহ

ঊৰ্ব বলিলেন, মহানব পৌরাজ্যাতে ইচ্ছাবশতঃ অবতীর্ণ হইলে এবং
মনুষ্ট-পরিমাণে ছই বৎসর অভীত হইলে, গিরিঙ্গা যেক্ষম পূৰ্বে যেনকার
জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ককুৎস্থ রাজার ভাৰ্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ
করিলেন । ১-২

ভাৰ্য্যাবৰ্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নামে মঙ্গরীতে জন্মগানুষ্ঠান-রত মহা-
বীৰ্য্যালম্বী ককুৎস্থ নামে অতি ধাৰ্ম্মিক অত্যন্ত ত্রিপুরিষদ্বনকারী, সৰ্বলক্ষণ-
সম্পন্ন, সমস্ত রাজগুণ-যুক্ত ইকাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন । ৩-৪

মহাভাগ্যশালিনী ভগদেবের তনয়া মনোঅধিনী নামে তাঁহার প্রেমসী
ভাৰ্য্যা ছিলেন । ৫

ককুৎস্থ নৃপতি হইতে তাঁহার দেবগণের শাশু অত্যাঁত বলবীৰ্য্যযুক্ত এক শত
পুত্র জন্মিল ; একটীও কন্যা প্রসূতা হইল না । ৬

সেইজন ককুৎস্থ-পত্নী গৃহাতরে নিভৃত স্থানে চত্বিকাকে পূজা করিতে
আরম্ভ করিলেন । ৭

পূজ্যমানা মহাদেবী চণ্ডিকা রাজভার্যয়া ।
 প্রসঙ্গা সা ত্রিভির্বৈক্যৈঃ স্বপ্নে চাত্তবোধিনী ॥ ৮
 যোহিল্লক্ষণসম্পন্ন্য সার্বভৌমস্য ভামিনী ।
 নক্ষত্রমালয়া যুক্তা পূজ্যে চ ব চবিভূতি ॥ ৯
 সানি স্বপ্নে বরং প্রাপ্য মুদিতাভূতপাক্ষমা ।
 পার্শ্বতাপি স্বপ্নে তস্য গর্ভে কালে বিবেশ হ ॥ ১০
 সা মনোমুখিনী দেবী প্রবৃন্তে ভানুসঙ্গমে ॥
 গর্ভং দধৌ মহাসত্ত্বং চন্দ্রিকেশ্যামৃতোৎকরম্ ॥ ১১
 সম্পূর্ণে তু ততঃ কালে প্রাপ্তে নক্ষত্রমালিনীম্ ।
 সা মনোমুখিনী দেবী সুব্রবে জনম্যং তভ্যম্ ॥ ১২
 তাং দৃষ্ট্বা হারসংযুক্তাং শরচ্ছোভোপমাং তভ্যম্ ।
 ককুৎস্থো ভার্যয়া সার্কমত্যর্থমুদিতোহভবৎ ॥ ১৩
 সহজেনাথ হারেণ ভূষিতা তু ককুৎস্থয়া ॥
 যব্রে মন্দিরে তস্ম বর্ষাবিব সুরাপগা ॥ ১৪
 তেনৈব হারচিহ্নেন তস্মাস্তারাবর্তীতি বৈ ।
 নামাকরোং পিতা কালে যথোক্তে নৃপসত্তম ॥ ১৫
 কালক্রমেণ সা বালাং ব্যভীতা বরবর্দিনী ।
 দধূলং যৌবনোত্তমং প্রাপ স্ত্রীবিব মাধবে ॥ ১৬
 সা শ্রিয়া শ্রিয়মহেতি শৌচেনাথ সতী শুভা ।
 সুনীলাং শীলচরিতৈঃ বরূপেণ চ পার্কভীম্ ॥ ১৭

মহাদেবী চণ্ডিকা পুজিত হইয়া তিন বৎসরের পর প্রসঙ্গা হইলেন এবং স্বপ্নে ককুৎস্থপত্নীকে বলিলেন । ৮

স্ত্রীলক্ষণ-সম্পন্ন্য সার্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালায়ুক্তা তোমার একটী কন্যা হইবে । ৯

ককুৎস্থ-পত্নী স্বপ্নে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন ; পার্শ্বভীও স্বপ্নে কালক্রমে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিলেন । ১০

দেবী মনোমুখিনী বভূসঙ্গম বশতঃ অমৃতসমূহ চন্দ্রিকার স্থায় মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন গর্ভ দ্বারণ করিলেন । ১১

তাঁহার পর, কালপূর্ণ হইলে দেবী মনোমুখিনী নক্ষত্রমালিনী সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন । ১২

শারদীয় চন্দ্রিকার স্থায় মনোহারিণী এবং হার-সংযুক্তা, সেই নবপ্রসূতা জনম্যাকে দেখিয়া ককুৎস্থ, ভার্য্যার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । ১৩

সহজ হারে ভূষিতা ককুৎস্থজনয়া বর্ষাকালীন সুব্রনদীর স্থায় ককুৎস্থের ভবনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ১৪

হে নৃপসত্তম । স্বাভাবিক হারচিহ্ন আছে বলিয়া পিতা উপযুক্ত কালে তাঁহার নাম তারাবর্তী রাখিলেন । ১৫

সেই বরবর্দিনী কালক্রমে বালাভাব অতিক্রম করিয়া, মাধবের লক্ষীর স্থায় যৌবনের উচ্চমজ্জিত শোভা প্রাপ্ত হইলেন । ১৬

ତତ୍ୟାନ୍ତ ଯୌବନୋଦ୍ଦେବଂ ନୃସିଂହା ରାଜା ନୃତ୍ତେଃ ସହ ।
 କକୁଂସୁଃ କାରିଗ୍ରାମାସ ସମନ୍ଦେହଃ ସ୍ବୟଂବରଂ ॥ ୧୮
 ଯାଧବେ ଯାସି ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ ଚକ୍ଷୁର୍ଭୂତୋ ଗୁଡ଼େ ଦିନେ ।
 ସ୍ବୟଂବରମଭାବକ୍ରେ ତାରାବତ୍ୟାଃ ପିତା ନୃତ୍ତେଃ ॥ ୧୯
 ବାଞ୍ଚିକାଂସ୍ତେ ବହୁନ୍ ରାଜା ବଢ଼ବାଢ଼ିକ୍ରମେଽପି ବୈ* ।
 ତୁର୍ବଂ ପ୍ରହାମଗ୍ରାମାସ ନାନାଦେଶରୂପାନ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧିଃ ॥ ୨୦
 ତେ ରାଜାନନ୍ତନା ଶ୍ରଦ୍ଧା କାର୍ତ୍ତାଂ ବୈ ବାଞ୍ଚିକାନିନାଂ ।
 ତୁର୍ବମେବ ସନ୍ଧ୍ୟାଦ୍ୟୁକ୍ତାବତ୍ୟାଃ ସ୍ବୟଂବରଂ ॥ ୨୧
 ତଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୌଷ୍ଟତନୟଂ ଚତୁରଂ ବଢ଼ିଶୁଭଃ ।
 ସ୍ବୟଂବରଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ୟାଞ୍ଜନାଃ ସଂଯୁତଃ ॥ ୨୨
 ତତ୍ତ୍ଵ ଗହ୍ମା ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠାଃ କକୁଂସୁନ ଦିନିନ୍ଦ୍ରିତେ ।
 ସ୍ବୟଂବରମଭାବକ୍ରେ ଯଥାଯୋଗାନ୍ତୁପହିତାଃ ॥ ୨୩
 ଆସୀନେହଃ ଡୁମ୍ପେଷୁ କକୁଂସୁତନୟାଂ ସ୍ବକାୟ ।
 ଗୁଡ଼େ ସୁହୃତେ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ ସଭାଂ ନେତୁଂ ଯନୋହକରେ ॥ ୨୪
 ଶ୍ରୀଚକ୍ରମିତ୍ତଭବେ ରାଜାଃ କୁମାରୀ ବରବର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
 ହୃଦାଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀଂ ନିଜାଂ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନଶାଳିନୀୟ ॥ ୨୫
 ସ୍ବୟଂବରମଭାଂ ସ୍ବର୍ଚ୍ଚସ୍ତୁ ପ୍ରାହିମୋଂ ସଦସଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧିଃ ।
 ଉବାଚ ଚ ତଦା ଶାସ୍ତ୍ରୀଂ ରାଜପୁତ୍ରୀ ସୁସଞ୍ଜଳାୟ ॥ ୨୬

ତାରାବତୀ, ଶ୍ରୀୟ ଶୋଭାର ଦ୍ଵାରା ଜନ୍ମାର ଅନୁକରଣ କରିଲେ ଏବଂ ଗୁଡ଼ତାର
 ସତୀର ଅନୁକରଣ କରିଲେ, ଶାନ୍ତଜ୍ଞତାର ସୁଶୀଳାର ଓ ଚରିତ୍ରଦ୍ଵାରା ପାର୍ବତୀର ଅନୁ-
 କରଣ କରିଲେ । ୧୭

ରାଜା କକୁଂସୁ, ତନୟାର ଯୌବନୋଦୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୃତ୍ୟଗଣେର ସହିତ ଯତ୍ନପୂର୍ବ
 କରିବା ତାହାର ସ୍ବୟଂବର କରାଇଲେ । ୧୮

ବୈଶାଖମାସେର ଆରମ୍ଭେ ବୃହତ୍ତ୍ଵେ ଗୁଡ଼ଦିନେ ପିତା ନୃତ୍ୟଗଣେର ସହିତ, ତାରା-
 ବତୀର ସ୍ବୟଂବର ମନ୍ତ୍ରା କରିଲେ । ୧୯

ନାନାଦେଶୀର ରାଜବର୍ଗେର ସମୀପେ ସ୍ବୟଂବର-ବାର୍ତ୍ତାବହ ବହୁ ନୃତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗୁଡ଼େ ଶୀଘ୍ର
 ପ୍ରେରଣ କରିଲେ । ୨୦

ରାଜବର୍ଗ ନୃତ୍ୟସ୍ଥଳେ ସ୍ବୟଂବର-ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶ୍ରୀତ ହେବା ଶୀଘ୍ର ତାରାବତୀର ସ୍ବୟଂବର ହଲେ
 ସମବେଶ ହେଲେ । ୨୧

ପୌଷ୍ଟ-ତନୟ ଚକ୍ରଦେବର-ରାଜା ତାହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତ ଚତୁରଂ ବଢ଼ିଶୁଭେର ସହିତ
 ଦେବାଞ୍ଜନାରେ ଭୂଷିତ ହେବା ସ୍ବୟଂବର-ହଲେ ଗମନ କରିଲେ । ୨୨

ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠଗଣ କକୁଂସୁ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ବୟଂବର-ମନ୍ତ୍ରା-ବେଦିକାର ଉପହିତ ହେବା ଯଥା-
 ଯୋଗ୍ୟାମ୍ଭେ ଉପବେଶନ କରିଲେ । ୨୩

କକୁଂସୁ ନିଜ ତନୟାଙ୍କେ ଗୁଡ଼ଲଗ୍ନେ ଗୁଡ଼ସୁହୃତେ ସଭାୟ ଉପହିତ କରିତେ ଇଚ୍ଛା
 କରିଲେ । ୨୪

ତାହାର ମଧ୍ୟେ ବରବର୍ଦ୍ଧିନୀ ରାଜକୁମାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଶାଳିନୀ ଶ୍ରୀୟ ହୃଦା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କେ
 ସ୍ବୟଂବର-ମନ୍ତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣ କରିଲେ । ୨୫

ସେହି ଗମ୍ୟେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କେ ବଢ଼ିଲେ, ଶାନ୍ତି । ତୁମି ସ୍ବୟଂବର-

স্বয়ংবরসভাং গতা চাকুরুপং সুলক্ষণম্ ।
 সূপং নিরূপ্য ভো ভাজি সবক্ষং মে নিবেদয় ॥ ২৭
 ত্বং মাতর্মম কল্যাণং সৌভাগ্যমপি বাহুসি ।
 যথা সৌভাগ্যদঃ স্বামী যম স্যাম্বং তথা কুরু ॥ ২৮
 এবং ত্বাং প্রেষয়িত্বা ধাত্রীং নৃপতিপুত্রিকা ।
 না মনোমুখিনী বহু প্রারাবরত চণ্ডিকাম্ ।
 তত্র প্রাণান্ মহাভাগা তুভা তারাবতী তদা ॥ ২৯
 তত্র গতা মহাদেবীং প্রণয়া কালিকাসুতাম্ ।
 মানুশেণাথ ভাবেন ত্বাং জ্ঞাতাশ্চানমাশ্রনা ।
 প্রণমামি মহামায়াং যোগনিদ্রাং অগম্যয়ীম্ ।
 সা মে প্রসীদতাং গৌরী চণ্ডিকা ভক্তবৎসলা ॥ ৩০
 যদি সত্যং জনন্যং মে বদর্থে ত্বং প্রপূজিতা ।
 তেন সত্যেন সুভগঃ পতির্মম নৃপোত্তমঃ ॥ ৩১
 স্বয়ংবরেহ্য ভবতু প্রসীদ হরবল্লভে ॥ ৩২
 ইতি তুভা বচঃ ক্রুত্বা চণ্ডিকা হরমোহিনী ।
 মোহয়ন্তী নৃপসুতাং যথাশ্রানং ন বেত্তি চ ।
 তথা প্রাহাদৃশমুত্তিরিদং সা সূনৃতং বচঃ ॥ ৩৩

দেবুবাচ—

পৌষ্যস্ত তনয়ো যোহনৌ নাস্তাভুচ্চন্দ্রশেখরঃ ।
 স মনোহররূপভে প্রিয়ঃ স্বামী ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

সভাস্থলে গমন করিয়া, মনোহর-রূপ-সম্পন্ন সর্বসুলক্ষণশালী রাজাকে বিশেষ-রূপে নিরূপণ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বল ॥ ২৬-২৭

হে মাতা! তুমিই আমার কল্যাণ ও সৌভাগ্য বিশেষ বাহা কর। অতএব যাহাতে আমি সৌভাগ্যশালী স্বামী পাইতে পারি, তুমিই বিবেচনা কর ॥ ২৮

ধাত্রীকে প্রেরণ করিয়া নৃপতনয়া মনোমুখিনী যেখানে চণ্ডীর আরাধনা করিয়াছেন, সেইখানে গমন করিলেন ॥ ২৯

মহাভাগ্যশালিনী তারাবতী চণ্ডিকার মন্দিরে গমন করিয়া, দেবী কালিকাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩০

মনুষ্যভাবে আপনার প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকাতে মহাভক্তিপূর্বক প্রণাম করত তিনি এই কথা বলিলেন;—মহামায়া অগম্যয়ী যোগনিদ্রাকে আমি প্রণাম করিতেছি, সেই ভক্তবৎসলা চণ্ডিকা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩১-৩২

যদি মাতা আমার জন্ম সত্য আপনাকে পূজা করিয়া থাকেন, তবে সেই সত্যে অন্ত স্বয়ংবরে আমার নৃপোত্তম সুভগ পতি হউক ॥ ৩৩

হে হরবল্লভে! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৪

ভীহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হরমোহিনী চণ্ডিকা, যেভাবে আপনাকে না জানিতে পারে, তদ্রূপ নৃপসুতাকে মোহিত করিয়া অদৃষ্টভাবে এই মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

তমিন্দুকলয়া নীর্যে চিহ্নিতং নৃপসন্তমম্ ।
 বরবর বরারোহে পার্কতী বৃক্ষজম্ ॥ ৩৭
 ইত্যুভাৱি বররামাত পার্কতী নৃপপুত্রিকাম্ ।
 সাপি নভা তথাশুভাঃ হর্ষোৎফুল্লবিলোচনা ।
 অগাম যজ্ঞলগ্নং জনতা যত্র বাসিতা ॥ ৩৮
 অথাজগাম সা ধাত্রী নিরুপ্য সদৃশং পতিম্ ।
 তারাবত্যাশ্রদাচ্যে বহুশং নৃপসন্তম ॥ ৩৯
 দৃষ্ট্বা তামগ্রতো ধাত্রীং প্রহৃষ্টাং নৃপতেঃ সূতা ।
 পপ্রচ্ছ নিভৃতং কীদৃক্ কো বা দৃষ্টতুয়া নৃপঃ ॥ ৪০
 সা প্রাহ ধাত্রী বচনাত্মকং কুপা বিলোকিতাঃ ।
 চারুকপাঃ কুলীনাশ্চ শাস্ত্রে শস্ত্রে চ পারগাঃ ॥ ৪১
 ত্বেষামহং ন শক্যামি প্রবক্তুং সুবহুন্ গুণান্ ।
 যেষু মে যোচন্তে তাংস্তু কথয়ামি শুভপ্রভে ॥ ৪২
 চারুকপা যয়া তেষু চত্বারঃ পুরুষাঃ শুভে ।
 দৃষ্টান্ততাপি নাসন্ত্যৌ দেবৌ ঘাবপরৌ নরৌ ॥ ৪৩
 দেবযোঃ কথনে কৃত্যং কিঞ্চিন্নাপি ন বিদ্যতে ॥ ৪৪
 যৌ পুনঃ পৃথিবীপালৌ তয়োরেকঃ সদারকঃ ।
 নাম্য সর্বদাকল্যাণোৎথাপনশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৪৫

চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যভূতনর যনোহররূপ সম্পন্ন ; সেই ভোমার প্রিয় স্বামী হইবে । ৩৬

হে বরারোহে । শিরঃস্থিত ইন্দুকলাচিহ্নিত সেই নৃপসন্তমকে, যেকপে পার্কতী বৃক্ষজকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও বরণ কর । ৩৭

পার্কতী নৃপভূতনরাকে এইকথা বলিয়া নীরব হইলেন ; নৃপভূতনরও অদৃষ্ট-কুপা চণ্ডিকাকে প্রণাম করত হর্ষোৎফুল্ল লোচনে মাতৃ-নির্মিষ্ট যজ্ঞলগ্নে গমন করিলেন । ৩৮

হে নৃপসন্তম । অনন্তর ধাত্রী তারাবতীর সদৃশ পতি নিরূপণ করত গোপনীয় বিষয় বলিতে আগমন করিল । ৩৯

নৃপসুতা ধাত্রীকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টাভ্যুৎকরণে নিভৃতস্থানে বিজ্ঞাসা করিলেন ;—ধাত্রি । তুমি কোন্ নৃপতিকে কিরূপ দেখিলে ? ৪০

সেই ধাত্রী বলিতে লাগিল,—ভোমার সদৃশ বরের উপযুক্ত বহু রাজা আমি দেখিয়াছি ; তাহারা যনোহররূপসম্পন্ন, কুলান ও সর্বশাস্ত্র-শাস্ত্রদর্শী । ৪১

তাহাদের গুণ বর্ণনা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না ; সেই রাজবর্গের মধ্যে তাহাদিগের সকলকেই আমি ভাল বলি । ৪২

হে শুভপ্রভে । তাহাদের বিষয় বলিতেছি ;—সেই বহু-রাজার মধ্যে চারিটি পুরুষ আমি দেখিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে দুইটি অশ্বিনীকুমারব্রহ্ম, অপর দুইটি মনুষ্য । ৪৩

সেই দেবব্রহ্মের কার্য্য বলিবার কোন দরকার নাই । সেই দুইটি ক্ষিতি-পালের মধ্যে সুলক্ষণ-সম্পন্ন একটি সপত্নীক, নাম সর্বদাকল্যাণ, অপরটির নাম চন্দ্রশেখর । ৪৪-৪৫

নাসক্তায়োবেতরোস্ত বিশেষো নাস্তি কচ্চন ।
 রূপে শরীরসৌভাগ্যে সর্বে চাভিমনোহরাঃ ॥ ৪৬
 নৃপৌ পুনর্মহাসম্রাটো সিংহক্কটো মহাভূজো ।
 আরক্তপাপিনয়নমুখপাদকরোত্তমো ॥ ৪৭
 পীনোরক্তো বিশালাকো লগ্নজয়ুগলাবুভো ।
 সর্বলক্ষণসম্পূর্ণো দেবাসঙ্কারমণ্ডিতো ॥ ৪৮
 ভরোরপি বহুঃস্থত্বাৎ প্রশস্তশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
 সুশীলঃ সুভূতবচাঃ শাস্ত্রে শাস্ত্রে চ সম্মতঃ ॥ ৪৯
 ঈষদুত্তমরোক্তা তু নীলেন চাক্র নির্মলম্ ।
 রাজতে বদনং তস্য লক্ষণেব নিশাকরঃ ॥ ৫০
 দীপ্তিহত্যাপি কলয়া রাজতে স নিশাপতেঃ ।
 সহজেন শিরশ্চেন সাক্ষাৎ স চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৫১
 স এব তে পতির্যোগ্যশ্চিহ্নেনানেন সুন্দরি ।
 তং ত্বং বরয় রাজানং তব যোগ্যং ততোদয়ম্ ॥ ৫২
 ধাত্রীশ্চবৎ বচঃ ক্ষত্বা রাজপুত্রী জগাদ ভাম্ ।
 মংপার্বচাৰিণী ত্বয়া নিদেশয় নৃপোত্তমম্ ॥ ৫৩
 ধাত্রি স্বয়ংবরমভ্য-প্রবেশসময়ে যম ।
 ভরোরায়াতন্য রাজা ততোক্তং ভাষমাণয়োঃ ॥ ৫৪
 সুভাৎ স্বয়ংবরমভ্য নৈতুং কালে ততোদয়ে ।
 স্বয়ং তদা ককুৎস্থস্ত সুভায়া মঙ্গলাগরে ॥ ৫৫

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত তাহাদের বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই । রূপে শরীরসৌভাগ্যে সকলেই অত্যন্ত মনোহর । ৪৬

তাহার মধ্যে সেই নৃপতির মহাসম্র-সম্পন্ন, সিংহক্কট ও মহাভূজ-বিশিষ্ট, তাঁহাদের নয়ন, মুখ, হস্ত ও পদ আরক্ত । ৪৭

বক্ষঃস্থল ভুগ, নয়নদ্বয় বিশাল, জয়ুগল পরম্পর-সংযুক্ত ; তাহার! সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন এবং দেবাসঙ্কারে ভূষিত । ৪৮

তাঁহাদের মধ্যে বহুঃস্থত্বাৎ চন্দ্রশেখরই উপযুক্ত ; তিনি সুশীল, সত্যবাদী, শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী । ৪৯

তাঁহার ঈষদুদ্ভূত-রোমাবলী-বিরাজিত সুনির্মল মনোহর বদন যুগলাবৃত্ত চন্দ্রের ন্যায় সৌভাগ্যম্পন্ন । ৫০

তিনি শিরঃস্থিত প্রদীপ্ত চন্দ্রকলা দ্বারা সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন । ৫১

হে সুন্দরি । তিনিই তোমার পতিপদে প্রতিষ্ঠার যোগ্য, অতএব শিরঃস্থিত চন্দ্রকলারূপ চিহ্ন দ্বারা লক্ষ্য করত তোমার যোগ্য সেই ততোদয় রাজাকে তুমি বরণ কর । ৫২

রাজকুমারী, ধাত্রী এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, ধাত্রি ! সেই স্বয়ম্বর স্থলে গমন করত আমার পার্বচাৰিণী হইয়া সেই রাজকুমারকে তোমার দেখাইতে হইবে । ৫৩

এইরূপ ধাত্রী ও রাজকুমারী পরস্পর আলাপ করিতেছেন, এমন সময় রাজা স্বয়ম্বরস্থলে উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের সমীপে গমন করিলেন । ৫৪

আসান পুত্রীং নমিতাং যোষিত্তিঃ কৃতমঙ্গলাম্ ।
 মাল্যং সুগন্ধিপুষ্পাণাং করেণাদাং তৎকরে ।
 নত্বা চেনমুবাচাত প্রাপন্ন মঙ্গলালয়াৎ ॥ ৫৬
 প্রযুক্ত সমিভৌ মাতৃমাল্যোনাচেন সন্তমম্ ।
 যং তুমিচ্ছসি রাজানং হিহং বা তং বরিস্বসি । ৫৭
 এবমুক্তা শিবিকয়া ঝাটৈশ্চৈকশ্চ পুরুষৈঃ ।
 প্রবেশয়ামাস সূতাং ককুৎস্থঃ সমিতিং যুদা । ৫৮
 ভামাগতাং সন্তাং দৃষ্ট্বা নজ্রাষ্টাঙ্গিদশাস্তদা ।
 অস্তে দিকৃপত্তম্ভাশ্চাপি সন্তাং তৎকণমাগতাঃ ॥ ৫৯
 সাবতীৰ্য্য তদাবাপ্য হানাত্তারাবতী যুদা ।
 ধাত্র্যা চালুগয়া যুক্তা ব্যচরৎ সদসোহন্তরে ॥ ৬০
 সভামধ্যে চিরং সা তু বিহৃত্য বরবর্ণিনী ।
 ভাবিত্তান্নিস্ততৈর্যোগাচ্চতিকায়াঃ প্রসাদতঃ ॥ ৬১
 তমোঃ সমভ্যাদেকভাস্তয়া ধাত্র্যা বিবোধিতা ।
 গতিশ্চেন্দ্রজ্যম্মাতঃ-কণিকানিচিভাননা । ৬২
 পতিং পূৰ্ব্বতরং পুত্রী রাজন্তারাবতী সতী ।
 স্বয়ং সা পার্শ্বতী দেবী বত্রে চ চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৬৩
 বৃত্তং দৃষ্ট্বা তদা তত্ত আক্ষণাঃ সামগীতিভিঃ ।
 ভয়োবৈবাহিককুর্মজ্জলং যতমানসাঃ ॥ ৬৪
 বৈতালিকা গায়কাস্ত তথা তৌর্য্যত্রিকা নৃপ ।
 প্রশংসন্তি স্ম সায়ন্তি বাদয়ন্তি চ কোতুকাং ॥ ৬৫

সমস্ত পুরস্কীর্ণ, মঙ্গলগৃহে তদ্বার বিবাহোচিত মঙ্গলাচরণ করিলে ককুৎস্থ স্বয়ং তাহার সমীপে গমন করিলেন । ৫৫

গন্ধযুক্ত পুষ্প-মাল্য গ্রহণ করিয়া কস্তুর করে অর্পণ করিলেন এবং ক্ষণ-কাল অবস্থান করত বলিলেন । ৫৬

মাতঃ । তুমি স্বয়ংসদস্য উপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠ রাজা, কি ভ্রাতৃ,—যিনি তোমার অভিষিক্ত হইবেন, তাঁহাকেই বরণ করিও । ৫৭

এই কথা বলিয়া ককুৎস্থ, রাজসুতনয়াকে সপ্ত-বৃদ্ধ-পুরুষ-বাহু শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া সন্তার উপস্থিত করিলেন । ৫৮

রাজকুমারী সন্তায় আগমন করিয়াছেন দেখিয়া নজ্রাদি দেবগণ ও দিকৃ-শালগণ সকলেই সেই সময় আগমন করিলেন । ৫৯

তারাবতী, শিবিকা হইতে অবতরণ করত ধাত্রীসহ সভামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ৬০

সভামধ্যে কণকাল বিচরণ করিয়া, ভাবি-নিষত্তিবশতঃ চতিকা প্রসাদে এবং তাঁহাদের সমতা ও একতাতে ধাত্রীর নির্দেশক্রমে—গমন-জল পরিষ্কর-বশতঃ উপগত বর্ণবিন্দু ধাত্রা বিরাজিতবদনে ককুৎস্থরাজকুমারী তারাবতী স্বয়ং পার্শ্বতীর কায় ভূতপূর্ব পতি চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলেন । ৬১-৬৩

বরণ শেষ হইলে আক্ষগণ সংযতচিত্তে সাম-গীতি ধাত্রা তাঁহাদের বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন । ৬৪

সর্ব্বৈ চ ত্রিংশ। যোদমবাপুশ্চন্দ্রশেখরৈ ।
 তারাবত্যা। হৃতে চাপ ককুৎস্থোহি প্যতির্হৃষিচঃ ॥ ৬৬
 -বৃজাস্তং বীক্ষ্য যে ভূপাঃ সুবাহুগ্রমুখাঃ পরৈ ।
 ক্রম্যন্তান্ বারদামাস সমিতৌ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৭
 ভাতো ঘাতেষু দেবেষু ত্রিবিধং প্রতি বেচ্ছবা ।
 ভূপেহু চ প্রযাতেষু ককুৎস্থেনাচ্চিতেষু চ ॥ ৬৮
 বৈবাহিকেন বিধিনা স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৯
 তারাবতীং তদা ভাৰ্য্যাং ককুৎস্থানুমতে পুনঃ ।
 সংকৃত্য জ্ঞাপয়ামাস দেবেভ্যো বৈদিতৈকর্ম্মধৈঃ ॥ ৭০
 পাপিগ্রহণসংস্কারান্ কৃৎস্বা তাং সহচারিণীম্ ।
 করবীরপুরায়াস্ত প্রমথৌ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৭১
 ষাষিংশত্ সুহস্রাণি দাসীনাং প্রদদৌ পুনঃ ।
 ককুৎস্থো বিটপতয়ে ভগ্নিহু-ব্রাহ্মকর্ম্মণি ॥ ৭২
 গবাং ষড়্ভিগহস্রাণি সৌরভীনাং তথৈব চ ।
 হৃষিক্তে প্রদদৌ দাস্যং দাসান্ দাসীঃ প্রমাণতঃ ॥ ৭৩
 অপরা যা নিজা পুত্রী ককুৎস্থাস্থ্যস্ত ভূপতেঃ ।
 নাস্তা চিত্রাক্ষদা ব্যাতা ক্রূপেস্তারাবতীসমা ॥ ৭৪
 দাসীনামধিশা ভূত্বা স্বয়ং চানুমথৌ তদা ।
 তারাবতীং ভূপসুতাং জ্যেষ্ঠাং স্বাং ভগ্নিনীং ততাম্ ॥ ৭৫
 তান্ দাসান্ সুসবাদায় ককুৎস্থতনয়ো মহান্ ।
 জ্যেষ্ঠা বিদ্বাবসুর্নাম পচ্ছন্তং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৭৬

হে নৃপ । তাহার পর বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ্য করিতে লাগিল, দায়কেরা
 সুমধুরভানে গান করিতে লাগিল, বাদকগণ একতান বাজ করিতে লাগিল । ৬৬

তারাবতী চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলে দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন,
 ককুৎস্থও অত্যন্ত হর্ষ হইলেন । ৬৬

সুবাহু প্রভৃতি ভূপতিগণ এইরূপ বরণ দর্শনে অত্যন্ত রোষ-পরবশ হইয়া
 উঠিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাদিগকে সম্ভাতিতে নিবারণ করিলেন । ৬৭

তাহার পর দেবগণ ইচ্ছাবশতঃ ত্রিংশভবনে গমন করিলেন এবং ভূপতিগণ
 ককুৎস্থের অর্চনা গ্রহণ করত বহানে গমন করিলেন । ৬৮

চন্দ্রশেখর ককুৎস্থের অনুমতিক্রমে বৈবাহিক বিধি অনুসারে ভাৰ্য্যা তারা-
 বতীকে পুনর্বার সংস্কার করত বেদবিদ্ব ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিবাহ-সংস্কার
 দেবতাদিগকে জ্ঞাপন করাইলেন । ৬৯-৭০

চন্দ্রশেখর তারাবতীকে সহচারিণী করিয়া শীঘ্র করবীরপুরে গমন করিবার
 উদ্দেশ্য করিলেন । ৭১

ককুৎস্থরাজা চন্দ্রশেখরকে বিবাহে অষ্টোবিংশতি সহস্র দাসী এবং ষড়্ভি সহস্র
 সৌরভী গো দান করিলেন । রাজা হৃষিক্তাকে পরিমাণমত দাস দাসী বন
 প্রভৃতি দান করিলেন । ৭২-৭৩

ককুৎস্থের চিত্রাক্ষদা নামে অপর তনয়া, কপে তারাবতী-ভূম্যা । ৭৪

সে স্বয়ং দাসীগণের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নিনী তারাবতীর সহিত
 গমন করিল । ৭৫

ତାରାବତୀ ଓ ସହିତଂ ଚକ୍ରନେନାତ୍ମଗାମିନୀ ।
 ବୀରୀନୁସୂତ୍ୟୋ ପଞ୍ଚାଂ କବରୀରପୁରଂ ପ୍ରାପ୍ତି । ୧୬
 ତାରାବତୀ ସହଂ ହାତୀ ମୌଚ୍ଛତ୍ତଚକ୍ରଶେଷରଃ ।
 କବରୀରପୁରେ ସ୍ଥମ୍ୟୋ ରେମେ ନୂପାତିଶେଷରଃ ॥ ୧୮
 ଇତି ସ୍ବରଂ ମହାଦେବୋ ଯାନୁଷୀଂ ଯୋନିସାଦ୍ରିତଃ ।
 ପାର୍ବତୀ ଓ ସ୍ବରଂ ଜାତୀ ନରସ୍ୟୋନିମନିକ୍ରିତା ॥ ୧୯
 ସ୍ବଧା ହୃଦୀ ସହାକାଳ ଏତଦ୍ବୋରଭବଂ ସୂତଃ ।
 ତଥା ସ୍ବଂ ଧୃଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଥୟାମି ସମ୍ବୁଦ୍ଧବମ୍ ॥ ୮୦
 ଇତି ଶ୍ରୀକାଳିକାପୁରାଣେଽଷ୍ଟଚତ୍ବୀରିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୭୮

ବିଦ୍ଧାବସୁ ନାମେ କକୃଂହରାଜେର ଷୋଠ ପୁତ୍ର, ବିବାହେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧନସମ୍ପତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରତ
 ମୌଚ୍ଛଗାମୀ ରଥେ ଆରୋହଣ କରିଲେନ । ୧୬

ତିନି ତାରାବତୀସହ ସ୍ତ୍ରୀଂ ନଗରାଡ଼ିସୁଧେ ଗମନୋଦ୍ଧତ ଚକ୍ରଶେଷରେର କବରୀରପୁର
 ମହାତ୍ତ ଅନୁଗମନ କରିଲେନ । ୧୭

ନୂପାତ୍ତେ ମୌଚ୍ଛତନୟ ଚକ୍ରଶେଷର, ସ୍ବରଣୀୟ କବରୀରପୁରେ ତାରାବତୀ ସହ ସୁଧେ
 କାଳ ଅତିବାହିତ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ୧୮

ଏହିରୂପେ ମହାଦେବ ସ୍ବରଂ ଯାନବ୍ୟୋନି ଆଶ୍ରୟ କରିଛାହିଲେନ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଓ
 ସ୍ବରଂ ଏହିରୂପେ ସମୁଦ୍ଧ-ମର୍ତ୍ତେ ଅଗ୍ରାଗ୍ରହଣ କରିଛାହିଲେନ । ୧୯

ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ! ସେରୂପେ ସହାକାଳ ଓ ହୃଦୀ ଇହାଦେର ପୁତ୍ରରୂପେ ଅଗ୍ରାଗ୍ରହଣ କରିଛ
 ତାହା ବାଲିଭେଦି ଶ୍ରବଣ କରୁନ । ୮୦

ଅଷ୍ଟଚତ୍ବୀରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ । ୭୮

একোনপঞ্চাশোধ্যায়ঃ

ঐক্য উবাচ—

অথ কালেন ব্যতীতে তু ককুৎস্থতনয়া সতী ।
 বিহাতুমার্তবঃ শানং যো যিচ্ছিঃ পরিবারিতা । ১
 শীতামলজলাং কদাং নদীং প্রাপ্তা দৃষতীম্ ।
 প্রতিপ্লবনসঙ্কশাং কল্দ্বশ্রংসকোবিদাম্ ॥ ২
 কৃতকানামনুজীর্ণাং বর্জয়িত্বাং মহাসতীম্ ।
 সদৃশে বর্জগোব্রাজীং কাপোভো মুনিসন্তমঃ ॥ ৩
 কাপোভং বপুর্বাছার প্রাশিনাং বধশঙ্কর ।
 বিচচার যতঃ পূর্বং কাপোভস্তেন স শ্বতঃ ॥ ৪
 ত্যং বৃষ্ট্য হেতুগর্ভাভাং চন্দ্রিকাং শারদীমিব ।
 কাপোভঃ কাময়ায়াস কামবাণাদ্বিতো ভূশম্ ॥ ৫
 কামান্নিপরিতপ্তঃ স ককুৎস্থতনয়াং মুনিঃ ।
 অস্তিময়াধ কল্যাণীনিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬
 ক্যং কথ্যাসি বনিতা পুত্রী বা কস্ত সুন্দরি ।
 কথ্যং সমাগতা বা তদুপাংস্ত তটিনীজলম্ ॥ ৭
 রূপং তে সৌম্যমাহ্লাদি পূর্ণচন্দ্রনিভং মুখম্ ।
 তিলপুষ্পপ্রভীকাশং নাসিকামুগলং তব ॥ ৮

ঋষি-দর্শন

ঐক্য বলিলেন, জনস্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ককুৎস্থ-তনয়া, একদা বহু-
 শ্রানের নিমিত্ত স্রীমৎসহ, শীতল মনোহর অলঙ্কারি-পূরিত, প্রবৃষ্টি-অঙ্গন-সদৃশ
 শোভাসম্পন্ন বিবিধ পাপরাশি-বিনাশিনী দৃষতী নামে নদীতে গমন
 করিলেন । ১-২

তৎপরে আনাদি সন্লাদন করিলে কাপোভ নাম কোন এক ঋষি, অর্দ্ধো-
 তীর্ণ অর্দ্ধজল-মগ্নাবস্থায় সেই বর্জ-গোব্রাজী সতী ককুৎস্থাত্মজাকে দর্শন
 করিলেন । ৩

তিনি প্রাণি-বধের আশঙ্কায় পূর্বের কাপোভ শরীর ধারণ করত বিচরণ
 করিতেন, এইমত মুনির কাপোভ নাম হইরাছিল । ৪

কাপোভ ঋষি, দেবীকৃপা এবং শারদীয় চন্দ্রিকার ত্যম মনোহারিণী
 ভাব্যবতীকে দর্শন করিবামাত্র, কামাদিত হইয়া ভীহার সজ্জোগাভিলাষ
 করিলেন । ৫

কামপীড়িত ঋষি, কল্যাণী ককুৎস্থ-তনয়ার নিকটে গমন করত এই কথা
 বলিলেন । ৬

হে সুন্দরি ! তুমি কে ? কাহার স্ত্রী ? এবং কাহারই বা কস্তা ? কি
 অশুভই বা এই নির্জন তটিনীজলে আগমন করিহা হ ? ৭

তোমার রূপ মনোহর এবং আহ্লাদজনক, মুখ পূর্ণ-নিশাকরসমূহ মনোহর,
 তোমার তিলপুষ্প-সদৃশ নাসিকা । ৮

বাতকম্পিতনীলাজসদৃশে লোচনে ত্বব ।
বাহু মনোহরৌ কুন্তৌ যুগলমুহুলাশ্রিতৌ ।
উরু বস্তকমুপ্রাখ্যৌ মধ্যং বেদিবিলম্বকম্ ॥ ৯
ঈশ্বরেন ত্বু রূপেণ নৃ কং মানুষভামিনী ।
দেবী বা দানবী বা ভ্রমণরোগুণশালিনী ॥ ১০
অথবা ভাগাভোগার কীভুং নারীতুয়াগতা ।
অপর্ণা বা শচী বা কং তন্মে বদ মনোহরে ॥ ১১

ঔর্য উবাচ—

ইতি বাক্যং যুনেঃ শ্রুত্বা জলাহৃতীৰ্য ভামিনী ।
প্রণম্য তং যুনিং নম্রা বচনক্লেদমব্রবীৎ ॥ ১২
অহং ভাবাবতী নাম্বা ককুৎস্থস্ত সুভা সত্যী ।
চন্দ্রশেখরদুগন্ধ ভাৰ্য্যং জানীহি মাং যুনে ॥ ১৩
মাহং দেবী ন গন্ধৰ্বী ন যক্ষী ন চ রাক্ষসী ।
মানুস্কহং নৃপসুভা চারিত্রতত্ত্বধারিণী ॥ ১৪

কাপোত্ত উবাচ—

ত্বাং দৃষ্ট্বা মাং স্বয়ং কামঃ সঙ্কতঃ সঙ্কমায় তে ।
পীড়িতশ্চাতি তেনাহং ত্বয়া শক্ত্যা সমকম্বা ॥ ১৫
স্বরসাগরকন্ডোলপতিতং মাং নিরাকুলম্ ।
স্বদুঃখতরিণ্য ত্বাহি ত্বর্ণং ত্বং যুগভামিনী ॥ ১৬
মহুঃ পুত্রস্বয়ং চাকু রূপলক্ষণসংযুতম্ ।
ভবিকৃতি মহাতাপে বলবীৰ্য্যযুতং মহৎ ॥ ১৭

বাতকম্পিত নীল পদ্মদুগন্ধসদৃশ নয়নদ্বয় ; বাহুদুগল মনোহর এবং সুসৌন্দর্য
ও যুগলতুল্য যুগল অথচ আশ্রিত, উরু কন্ঠ-কর-সদৃশ, মধ্যদেশ বেদিবৎ কৃশ ॥ ৯
এইরূপ মনোহর রূপ দর্শনে ভোমাকে দেবী কি দানবী কিংবা ভ্রমণরোগুণশালিনী
বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১০

অথবা তুমি ভোগ্য বস্তুর ভোগে স্বয়ং লক্ষ্যই স্বীকৃতি ধরাভলে অবতীর্ণ
হইয়াছ ; অথি মনোহারিণী । তুমি অপর্ণা কি শচী ? তাহাই প্রকাশরূপে বর্ণন
কর ॥ ১১

ঔর্য বলিলেন,—ভাবাবতী যুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত জল হইতে
উত্তীর্ণ হইলেন এবং যুনিকে প্রণাম করত বলিলেন ॥ ১২

যুনে । আমার নাম ভাবাবতী, আমি ককুৎস্থ-রাজার তনয়া, চন্দ্রশেখর-
রাজার পত্নী ॥ ১৩

আমাকে দেবী দানবী যক্ষী কি রাক্ষসী বলিয়া সন্দেহ করিবেন না, আমি
মানুষ মূণ্ডাশ্রিতা, চারিত্রতত্ত্ব পরিপালন আবার কর্ষ্য ॥ ১৪

কাপোত্ত বলিলেন,—হু-নরি । তোমাকে দর্শন করিষ্ঠা অবধি তোমার
প্রসঙ্গের নিমিত্ত কাম আঘাতে সংকত হইয়া আমাকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে
তাহার উপশমে তুমিই সক্ষমা ॥ ১৫

হে যুগভামিনি ! নিরাকুল কাম-সাগর-কন্ডোলে পতিত হইয়াছ, অতএব
তোমার উরুরূপ তরলী চারা শীঘ্র আমাকে পরিভ্রাণ কর ॥ ১৬

কাপোতশ্চ বচঃ শ্রদ্ধা ভবতুঃখসমাকুল।

জগাদ্ গদগদং বাক্যং বাগ্মিন্থ ককুৎস্থজা ॥ ১৮

ভারাবতীবচঃ—

বাক্যমশ্রুত্বা কাৰ্য্যং ন কাৰ্য্যমভিনিদ্ভিতম্ ।

ভস্মান্না বদু যামিথং প্রপয়া ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ ১৯

ভবাপি নৈতদ্ যোগ্যং শ্যাম্বুনেরিহ উপোধন ।

তপঃকরকরং গর্হ্যং সতীভ্রংশকং যম ॥ ২০

কাপোত উবাচ—

ভপোব্যয়ো বা চানুঘা দূষণং ভস্মমভিহ ।

ভবাপি কামহং ভ্যক্তুং নেচ্ছামি মুরভৌ শুভে ।

অবশ্যং যম কামেভ্যস্তাপং কর্তুমিহাইসি ॥ ২১

অনুঘা কামদগ্ধেহিহং ত্বয়া ভ্যক্তো মনোহরে ।

ভবতীক করিচ্ছামি শা গদদ্বাং সবাঙ্কবাম্ ॥ ২২

ভতন্তুঘচনং শ্রদ্ধা দেবী ভারাবতী তদা ।

ঋষিপাপভয়াং সাধ্বী ন কিঞ্চিচ্চেষ্টস্বং দদৌ ।

সম্ভাষয়েহহং স্বসখীরিহ তিষ্ঠ মহামুনে ॥ ২৩

এবমুক্ত্বা তদা দেবী দাসীনাং যব্যমাগতা ।

চিজাঙ্গদাং সমাহুয় বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৪

হে মহাভাগে । আমরা হইতে তোমার সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রদের উৎপন্ন হইবে । ১৭

মধুরভাষিনী ককুৎস্থাঅজা কাপোতবাক্য শ্রবণ করিয়া ভয় ও দুঃখে আকুল-
নিভচিত্তে গদগদম্বরে বলিলেন । ১৮

ভাদৃশ সাধু ব্যক্তির পত্নী হইয়া আমার একল নিদ্ভিত কার্য্য করা কর্তব্য
নহে ; অতএব আমাকে একল কথা বলিবেন না ; প্রসন্নতার নিমিত্ত আপনি
আমার প্রণামাই । ১৯

হে উপোধন । আপনি মুনি ; অতএব মুনিজন-বিগর্হিত তপঃকরকর এবং
আমার পাতিভ্রাত্য-নাশক এই অসদাচরণ আপনার অযোগ্য । ২০

কাপোত বলিলেন,—হে শুভে । আমার তপঃকর হউক অথবা দোষকর
কার্য্যই হউক, তথাপি তোমাকে মুরতক্রীড়াতে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হই-
তেছে না ; অতএব অবশ্য আমাকে কামপীড়া হইতে পরিত্রাণ করা তোমার
কর্তব্য । ২১

হে মনোহরে । তোমাকে পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় আমি কামানলে
দগ্ধপ্রায় হইব এবং তোমাকে স-বাঙ্কবে শাপ দ্বারা দগ্ধ করিব । ২২

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধ্বী ভারাবতী ঋষির শাপে ভীতা হইয়া
কোন উত্তর প্রদান করিলেন না এবং বলিলেন, হে মহামুনে । আপনি কিঞ্চিৎ
অবস্থান করুন, আমি সখীসিগকে বলি । ২৩

দেবী ভারাবতী এই কথা বলিয়া দাসীদের মধ্য গমন করত চিজাঙ্গদাকে
এই কথা বলিলেন । ২৪

চিত্রাক্ষসে যুনিব্রমো য়াং বৈ কায়বন্তে ভুলম্
 কিং করিষ্যে সতীভাবান্ন ভট্টা স্তামহং কথম্ । ২৫
 পতিং বন্ধুং কপোতঃ সন্তঃ শাপাশ্বিনা দণ্ডে ।
 নাহং যুনিং কায়সে চেৎ সংশয়ে পতিতা ত্বম্ । ২৬
 ততশ্চিত্রাক্ষদা গ্রাহ মা ভৈত্বং সন্ত্যভাবিণি ।
 ততোপায়মহং বক্ষ্যে যৎ কুত্ৰা ত্বং প্রমোক্ষ্যসে । ২৭
 ন জহাতি যুনিশ্চেত্বাং দাসীযেকাং মনোহরাম্ ।
 সুভৃষণৈর্ভৃষদ্বিত্বা যুনকে ত্বং নিষোজ্যস্ব । ২৮
 কামাভুরো যুনির্মোহাং কুশণো জ্যায়তে ন হি ।
 দাসীং তদুভৃষয়াজ্জরাং জ্যোৎস্নাজ্জরাং যুগৌষিৎ । ২৯
 এবং কুরু যত্নভাষণে মা ত্বং চিন্তাং গমঃ শুভে ।
 ত্বং চেৎ সতীতি নিষ্কৃতং ন জ্যায়তি তদা যুনেঃ । ৩০
 ততস্তারাবতী গ্রাহ ত্বাং রূপগুণশালিনীম্ ।
 চিত্রাক্ষদাং ভূপপুত্রীং শশ্বত্বিনয়দূতাম্ । ৩১
 তমেব গচ্ছ ভগ্নিনি কাটপাতাখ্যামনিদ্রিতে ।
 যভৃষণৈর্ভৃষদ্বিত্বা স্বপরীরং মনস্থিনি । ৩২
 অত্যাং প্রহাপিতাং বিপ্রাঃ সঙ্গুয়া ক্রোধবহুনা ।
 এক্যভাবকং সকুলাং মাং তস্মাদ্ গচ্ছ সুন্দরি । ৩৩
 ত্বং মৎসয়া সর্বভূষণৈঃ সর্বভূষণভূষিতা ।
 যুনিং সঙ্গময়ান্ন বৃক্ষ মাং সকুলাং শুভে । ৩৪

চিত্রাক্ষদে । এই যুনি আমার সহিত অত্যন্ত সন্তোষাভিলাষ করিতেছে,
 তাহাতে কি করি এবং কি উপায়ে বা সতীত্ব হইতে ভট্টা না হই । ২৫

কপোত, পতি ও বন্ধুবর্গকে নিষ্কর শাপানলে দণ্ড করিবে ; আমি যুনিসহ
 সন্তোষে ইচ্ছা করি না । ইহাতে খুব সংশয়ে পতিত হইরাছি । ২৬

তাহার পর চিত্রাক্ষদা বলিল, হে সন্ত্যভাবিনি ! তোমার কোন ভয় নাই,
 সে বিষয়ে আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, তাই অবলম্বন করিলে সেই
 পতিব্রতা-নাশ অথবা যুনিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে । ২৭

যুনি যদি তোমাকে পরিত্যাগ না করে, তুমি এক মনোহারিনী দাসীকে
 বিবিধভূষণে সজ্জিত করিয়া যুনিসমীপে প্রেরণ কর । ২৮

যুনি, কায়বশে মোহিত হইয়া জ্ঞানশূন্য-চিত্তে বিবিধ-ভূষণ দ্বারা প্রচ্ছন্ন-
 ভাববিনিমিত্ত দাসীকে চতুর্দিক জ্যোৎস্নার দ্বারা আচ্ছাদিতা যুগৌষিৎ
 কিছুতেই জানিতে সক্ষম হইবেন না । ২৯

হে সুভগে ! তুমি এইরূপ কর, চিন্তা করিও না ; যুনি,—তুমিই যে সেই
 সতী, তাহা নিষ্কর জানিতে পারিবে না । ৩০

তাহার পর, তারাবতী, রূপগুণ-শালিনী নন্দা বিষ্টভাবিনী ভূপাশ্রয়ী
 চিত্রাক্ষদাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ভগ্নিনি । আমার বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিতা
 হইয়া তুমি কপোত-যুনির নিকট গমন কর । ৩১-৩২

হে সুন্দরি ! অত্র কাহাকে প্রেরণ করিলে যুনি জানিতে পারিলে ক্রোধানলে
 আমাকে বন্ধুবর্গসহ ভস্মীভূত করিবে, তবে তুমিই গমন কর । ৩৩

ততস্তথা বচঃ শ্রুত্বা বিনম্রঃ সকাভরম্ ।
 ভুক্ষীং ভূত্বা কণং তস্মৈ নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৩৫
 জগদ চ মহাভাগাং চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থজাম্ ।
 করিষ্যে বচনং তেহন্য সময়ে মাং শ্রুতিমসি ॥ ৩৬
 মদর্শে পিতরক্ষেমং ভূপক চন্দ্রশেখরম্ ।
 আশ্বাসয়িষ্যতি তথা সমস্তাংস্ত সমীক্ষণান্ ॥ ৩৭
 এবমুক্ত্বা ভূষণানি তারাবত্যাঃ পিবাৎ সা ।
 চিত্রাঙ্গদা জগামাত্ত মূনেঃ কামোৎসবাম চ ॥ ৩৮
 তারাবতী তদা দীনা বস্ত্রালঙ্কারবর্জিতা ।
 দাসীমধ্যপতা ভূত্বা তামেবানুযযৌ প্রিয়াম্ ॥ ৩৯
 তামায়াস্তীং ভতে। দুষ্টা কাপাতঃ কামমোহিতাঃ ।
 মুনীনাং পরজ্ঞানানু সন্মার সঙ্গমং তদা ॥ ৪০
 প্রয়োচা কামিতা পূর্বং বতন্ত্য মূতেন বৈ ।
 যথা বা কামিতা পদ্মা ভরদ্বাজেন ধীমতা ॥ ৪১
 তথাহং কাময়িষ্যামি শাস্ত্রতঃ বরবর্ণিনীন্ ।
 পশ্চাত্তপোবলাং তদজ্ঞানাপাশাদ বিমোক্ষয়ে ॥ ৪২
 ইতি চিন্তয়ন্তস্তথা তদা চিত্রাঙ্গদা শুভা ।
 সমেত্য তং মুনিং জজ্ঞামুস্তা চৈবাহ কিঞ্চন ॥ ৪৩
 তামাসান্য মহাভাগাঃ কপোতো মুনিসত্তমঃ ।
 শৃঙ্গারবেষভাবায় মদনং মনসাশ্রুত্ব ॥ ৪৪

তুমি রূপ ও ভবে আমার সমান; অতএব আমার ভূষণাদিহারা ভূষিত
 হইয়া, মুনিসহ সন্তোগ করত বক্রবর্গসহ আমাকে মুনিশাপ হইতে পরিত্রাণ
 কর । ৩৪

তৎপরে তারাবতীর বাক্য শ্রবণ করত চিত্রাঙ্গদা বিনম্র ও কাভরতার সহিত
 কিকিৎকাল যৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কিছু বিমর্ষভাবে
 বৃশাস্পদ তারাবতীকে বলিলেন, আমার জন্ত পিতাকে এবং ভূপতি চন্দ্র-
 শেখরকে আশ্বাস প্রদান করিবে; আমার আত্মীয়া সমীক্ষণকেও আশ্বাসবাক্য
 বলিও । ৩৫-৩৭

চিত্রাঙ্গদা এই কথা বলিয়া তারাবতীর ভূষণাদি অঙ্গে পরিধান করত
 কামোৎসবের নিমিত্ত শীঘ্র মুনিসমীপে গমন করিলেন । ৩৮

তারাবতী বস্ত্রালঙ্কারাদি-বিমোহিতা হইয়া, দাসীগণের মধ্যে চিত্রাঙ্গদার
 অনুগমন করিলেন । ৩৯

চিত্রাঙ্গদা আসিতেছে দেখিয়া কপোত, কাম মৃদ্ধচিত্তে মুনিনিগের পরদ্বী-
 সন্তোগ শ্রবণ করিতে লাগিলেন । ৪০

পূর্বে উক্তাপ্ত পোতম প্রয়োচার সন্তোষাভিলাষ করিয়াছিলেন এবং
 ধীসম্পন্ন ভরদ্বাজ মুনি পদ্মাকে সন্তোগের নিমিত্ত কামনা করিয়াছিলেন । ৪১

সেইরূপ আশিও আগতা এই বরবর্ণিনী-সহ সন্তোগক্রীড়া সম্পাদন করিব,
 তাহার পর তপোবলে সন্তোভ পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিব । ৪২

চিত্রাঙ্গদা এইরূপ চিন্তামগ্ন ঋষিসমীপে গমন করিয়া কিছু লজ্জিত
 হইলেন । ৪৩

শ্রুতমাত্ৰোহং মদনঃ শ্রুতমেতা শ্রুতানি ।
 গন্ধমাল্যৈঃ স্তবাসোভিরূপাশাতিহৰিতঃ । ৪৫
 তেনাধিবাসিতো বিপ্রঃ কপোতশ্চাক্ষুপদ্বক ।
 অক্ষয়াল তেজসা চাপি দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ । ৪৬
 মনোহরং তথা দৃষ্ট্বা কাপোতং মননোপমম্ ।
 ভাবাবতীযুক্তে সৰ্ব্বাঃ সকাশান্তাভবন্ ত্রিহঃ । ৪৭
 ভাবাবতী মুনিং দৃষ্ট্বা দৃন্দরং মননোপমম্ ।
 বিশ্বয়ং পরমং প্রাপ্তা মুনিং কামমমৃত । ৪৮
 অথ চিত্তাক্রমাদ বিপ্রঃ কামুকঃ কামসঙ্গমে ।
 তদা নিম্নোজয়াস মুখীভূতভবং কনাং । ৪৯
 ততস্তথাং সমুৎপন্নং সন্ধ্যোজাতং সুতমম্ ।
 দেবগর্ভোপমং দীপ্তজ্বলনার্কসমপ্রভম্ । ৫০
 জাতে সুতময়ে তাং তু মুনিঃ সংসৃজ্য পানিনা ।
 নিনাশ পূৰ্ব্ববস্তাবং বচনং চৈদমব্রবীৎ । ৫১
 মৎসকমে কিমকালং ত্রিয়ে তিষ্ঠ ত্তাননে ।
 মমেক্ষয়া যাক্ষসি ত্বং ত্বয়ং তে নাস্তি রাজতঃ । ৫২
 এমমস্তিতি সা প্রাহ ঋষিঃ শাপভয়াং সতী ।
 ততো বিসর্জ্যযামাস মুনিরশ্রান্ত যোষিতঃ । ৫৩

মহাভাগ মুনিমতম কপোত, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শৃঙ্গারোচিত বেস-
 কাবাসির অশ্রু মদনকে স্মরণ করিলেন । ৪৫

শ্রুতমাত্ৰ মদন দ্বয়ং মুনিসমীপে উপস্থিত হইলে বিপ্র কপোত, গন্ধ মাল্য
 ও উৎকৃষ্ট বসনাদিখারা ভূষিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করত শ্রিতবুদ্ধ
 হইলেন । ৪৬

বিপুল তেজঃপুঞ্জের প্রখরভাবনতঃ হুনি দ্বিতীয় প্রত্যাকরের সদৃশ দীপ্তি
 পাইতে লাগিলেন । ৪৭

ঋষিবরের সেই মদনসদৃশ রূপরানি দর্শন করিয়া ভাবাবতী ভিন্ন সমস্ত
 স্ত্রীগণের মুরভাভিলাষ হইল । ৪৮

ভাবাবতী, মুনিকে মদনতুল্য মনোহর দর্শন করিয়া বিশ্বয়ের সহিত মুনিকে
 কাম বলিঘাই বিবেচনা করিলেন । ৪৯

অমন্তর মুনি চিত্তাক্রমাকে দর্শন করিয়া কামব্যাকুলচিত্তে তাহার সক্ষমস্থখে
 রত হইলেন এবং কলকাল মধ্যেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন । ৫০

সকাম্যবসানে সন্তঃপ্রদূত পুত্রময় উৎপন্ন হইল ; তাহার দেবতুল্য এবং
 প্রদীপ্তপাবক ও ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী । ৫১

পুত্রদয় উৎপন্ন হইলে মুনি, চিত্তাক্রমাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া পূর্বভাব
 অবলম্বন করিলেন এবং বলিলেন, ত্রিয়ে ! আসাম আলয়ে কলকাল অবস্থান
 কর, তাহার পর আমার ইচ্ছানুসারে গমন করিবে ; তুমি রাজাকে কোন ভর
 করিও না । ৫১-৫২

সতী চিত্তাক্রমা, মুনিদানে স্তীভ্য হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে । তাহার
 পর মুনি অশ্রু স্ত্রীগণকে প্রহান করিতে অনুমতি করিলেন । ৫৩

ভক্তভার্যাবতী দেবী দাসীভিঃ পরিবারিতা ।
 ভগিনীমবুশোচতী অগাম ভবনং নিজম্ ॥ ৫৪
 গচ্ছা ভং-সর্ববৃত্তান্তং কপোতকৃতমভূতম্ ।
 বন্ধাবর্ত্তাধিপায়াস্ত শশংসাথ ককুৎস্থজা ॥ ৫৫
 স ঋত্বা নৃপশার্দূলঃ কণমাত্রং বিচিন্ত্য চ ।
 চিত্রাঙ্গদায়াঃ সাহায্যং কাপোতানুমতেহকরোৎ ॥ ৫৬
 কপোতোহপি তদা ভক্তাং জাতয়োঃ সূতরোত্তরোঃ ।
 যথোক্তেনাথ বিধিনা সংস্কারমকরোত্তদা ॥ ৫৭

সাগর উবাচ—

চিত্রাঙ্গদা কথং পুত্রী ককুৎস্থজাতবন্তদা ।
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথম্বয় দ্বিজোত্তম ॥ ৫৮

ঔরব উবাচ—

একদা তু ককুৎস্থহৃদয়ো হিমবতঃ মহাদিক্ৰিহুঃ
 যুগ্ময়ৈ অগামাথ যুগ্মাশ্চাপি নিপাতিতাঃ ॥ ৫৯
 লব্ধতীং সুরলোকাভু জুমিং প্রতি তদৌর্ধ্বশীম্ ।
 বিশ্রামায়োপবিষ্টস্ত সাতনো বেষ্টাং দদর্শ হ ॥ ৬০
 ভাসাসাচ্চ মহারাজঃ কামবাণ-প্রপীড়িতঃ ।
 অবতীর্ণাং গিরৌ শঙ্কদঙ্গসঙ্গমযাচত ॥ ৬১
 সা জ্ঞাত্বা নৃপশার্দূলং ককুৎস্থং শক্রসম্মিতম্ ।
 উর্বশী রমণ্যামাস গিরিকূঞ্জে যথেন্নিতম্ ॥ ৬২

যুনির আদেশক্রমে ভার্যাবতী দাসীগণসহ ভগিনীর বিষয় শোকচিন্তে
 সর্ঘ্যালোচনা করিতে করিতে নিজ ভবনে গমন করিলেন । ৫৪

বক্তবনে উপস্থিত হইয়া ককুৎস্থ-জননী কপোত-চরিত সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত
 বন্ধাবর্ত্তাধিপতি চন্দ্রশেখরকে বলিলেন । ৫৫

নৃপশ্রেষ্ঠ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কণকাল চিন্তা করত কাপোতের অনুমতি-
 ক্রমে চিত্রাঙ্গদার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৫৬

কপোতও সেই নবজাত সূতরদ্বয়ের যথোক্ত বিধি অনুসারে সংস্কার
 করিলেন । ৫৭

সাগর বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম । চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থ-রাজের তনয়া হইলেন
 কিরূপে ? তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বিশদরূপে বর্ণন করুন । ৫৮

ঔরব বলিলেন, একদা ককুৎস্থ, হিমালয়ে অমণের নিমিত্ত গমন করিয়া
 বৃহত্তর যুগ্ম নিপাত করত বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন । ৫৯

এমন সময়ে স্বর্বেশ্বা উর্বশীকে সুরলোক হইতে জুমিতে অবতরণ করিতে
 দেখিতে লাগিলেন । ৬০

উর্বশী অবতরণ করিলে ককুৎস্থ-রাজা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কামবাণ-
 পীড়িতাকরণে সেই গিরিসানুতে পুনঃপুনঃ সঙ্গমপ্রার্থনা করিলেন । ৬১

উর্বশী, নৃপশ্রেষ্ঠ ককুৎস্থকে শক্রসদৃশ জানিয়া তাহার সহিত গিরিকূঞ্জে
 ইন্দ্রিতরূপ সুরত ক্রীড়া সম্পাদন করিলেন ৬২

ততো রাজাঃ ককুৎস্থস্য স্বর্বেশ্বায়াং তদা সূতা ।
 অভবন্ নৃপসার্কীনাং সন্দোজাতা মনোহরা ॥ ৬০
 অথ কামেন সন্তুষ্টে ককুৎস্থং সা তদোৎকর্ষনী ।
 যথেষ্টদেশং বিজ্ঞাপ্য গন্তমৈচ্ছদনিম্নিতা ॥ ৬১
 তামাহ রাজা তনয়াং পরিত্যজ্য কথং তন্তে ।
 গন্তযিচ্ছসি চার্কজি সূতামেনাস্ত পালয় ॥ ৬২
 সা প্রাহাং বর্গপিকা যস্মি কস্য ন চাভবৎ ।
 তনয়ন্তনয়া বাপি সন্দোজাতা নৃপায়জা ॥ ৬৩
 সন্তেজসা শরীরস্য বিকারো যে ন বিদ্যতে ।
 সূতাশ্চাপি ন পাল্যন্তে বেষ্টাভাবাং যভাবতঃ ॥ ৬৪
 দয়াস্তি যদি তে পুত্রাং নীড়ৈনাং বর্জিত্ব স্বয়ম্ ।
 গন্তং মাংসুজনীহি সত্যমেতদ্ ভবীমি তে ॥ ৬৫
 ইত্যুক্তা সা জগামাত যথেষ্টং সৌকর্ষনী নৃপঃ ।
 পুত্রীং তাং সমপাদায় নগরং স্থং বিবেশ হ ॥ ৬৬
 তত্শাশ্চিত্রাঙ্গদা নাম স চকার নৃপঃ স্বয়ম্ ।
 মনোমুখিতৈশ্চ চান্যভ্যং ভাৰ্য্যাটম্ পুত্রিকাং তভাম্ ।
 ইদঞ্চ বচনং দেবীং তদা প্রাহ নৃপোত্তমঃ ॥ ৭০
 দেবি পুত্রী যমেঘং ভ্রমেনাং পালয় সদ্গুণাম্ ।
 ময়ানীতাং শৈলজাতাং যা হেমাং কর্তুমর্হসি ॥ ৭১

হে নৃপজ্যেষ্ঠ ! তৎপরে ককুৎস্থ রাজা উৎকর্ষণীর গর্ভে মনোহররূপ সম্প্রদা
 এক তনয়া জন্মগ্রহণ করিল । ৬০

অনন্তর উৎকর্ষণী রাজাকে কাম-বাণারে সন্তোষ করত রাজাকে গমনের
 অভিমতস্থান বলিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন । ৬১

রাজা তাঁহাকে বলিলেন, হে তন্তে । তনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ
 কেন ? আমার এই তনয়া তুমিই প্রতিপালন কর । ৬২

স্বর্বেশ্বা রাজাকে বলিল,—হে নৃপোত্তম । আমার গর্ভে কাহার তনয় ও
 তনয়া জন্মগ্রহণ না করে । ৬৩

পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলে আমার শরীরে কোন বিকৃতভাব হয় না এবং
 বেষ্টাভাববশতঃ প্রসূত পুত্র-কন্যাকেও প্রতিপালন করি না, এই আমার
 স্বভাব । ৬৪

যদি আপনার কন্যার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে লইয়া আপনি
 প্রতিপালন করুন, আমি আপনাকে সত্য বলিলাম—আমাকে গমন করিতে
 অনুমতি করুন । ৬৫

হে নৃপ । এই কথা বলিয়া উৎকর্ষণী অভিলষিত স্থানে গমন করিল ; রাজা
 তনয়াকে গ্রহণ করত নিজ ভবনে গমন করিলেন । ৬৬

তাহার পর রাজা হস্তং তনয়ার নাম রাখিলেন চিত্রাঙ্গদা এবং স্বীয় ভাৰ্য্যা
 মনোমুখিনীকে সেই তনয়া প্রদান করিয়া নৃপসত্তম এই কথা বলিলেন । ৭০

দেবি । এই সদ্গুণসম্পন্ন আমার কন্যা, ইহাকে তুমি প্রতিপালন কর,
 ইহার পর্বতে জন্ম হইয়াছে, ইহার প্রতি অবজ্ঞা করিও না । ৭১

ইত্যুক্তা হাঙ্গপুত্রী সা পালনে চাকরোন্নতিম্ ।
 ভর্তুরাজ্যং পুরস্কৃত্য নাক্তং কিকিহ্বাচ হ ॥ ৭২
 সা চৈকদা বাল্যভাবান্ধোবক্রং মহামুনিম্ ।
 ব্রজন্তং জিহ্মমেবাণ্ড অহাসোপজহাস চ ॥ ৭৩ ॥ ৭৩
 স চকোপ মুনিষ্ঠৈষ্ঠ শাপং পরমদাক্ষণম্ ।
 দাদৌ দাসী স্ববংশস্ত ভবিতেতি ককুৎস্থজে ॥ ৭৪
 দাসী ভূত্বা স্ববংশস্ত হনুর্দৈব সুতস্বয়ম্ ।
 অনরিয়াসি পাপপঠে ততো ভদ্রমবাশ্যসি ॥ ৭৫
 এবং ককুৎস্থজনয়া জাতা চিত্রাঙ্গদা নৃপ ।
 দাসী চ ভূতা সা তেন ভাব্যত্যা নিবাসিতা ॥ ৭৬
 অনুঢ়াপালন্তং পুত্রমুগ্ধং মুনিবরাঙ্কুভাং ॥ ৭৭
 তৌ চ পুত্রৌ মহাভাগৌ মহাকার্য্যং করিষ্যতঃ ॥ ৭৮
 ইতি তে কথিতং রাজন্ বথাচিত্রাঙ্গদাহভবৎ ।
 ককুৎস্থস্ত ভূতা দাসী প্রস্তুতং শূন্য সান্ধ্রতম্ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

এই কথা বলিলে রাজ-মহিষী পতির আজ্ঞা নিরোধার্থ্য করিয়া প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অশ্রু প্রত্যাশ্রয় করিলেন না । ৭২

চিত্রাঙ্গদা একদিন বাল্যভাববশতঃ মহামুনি অন্ধোবক্রকে কুটিল গতিতে গমন করিতে দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক উপহাস করিলেন । ৭৩

সেই মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীষণ শাপ দিলেন । ৭৪

চপলে ! ককুৎস্থনন্দিনি ! তুমি দাসীর ঈশ্বরী হইয়া অনুঢ়াবস্থায় পুত্রস্বয় প্রসব করিবে । তাহার পর দাসীও হইতে যুক্ত হইয়া স্বকল্যাণ করিতে পারিবে । ৭৫

হে নৃপ ! এইরূপে ককুৎস্থাজ্ঞা চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয় এবং পিতা তাহাকে ভাব্যতীর দাসীর ঈশ্বরী করিয়া দিলেন । ৭৬

অনুঢ়াবস্থায় মুনিবর হইতে পুত্রস্বয় লাভ করিল । ৭৭

সেই পুত্রস্বয় মহাভাগ্যশালী হইয়া স্বহংকার্যানুষ্ঠান করিবে । ৭৮

হে রাজন্ ! যেভাবে ককুৎস্থাজ্ঞা সাধবা চিত্রাঙ্গদার জন্ম হইয়াছে, আপনাকে সমস্তই বলিলাম, সন্দ্রুতি প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করুন । ৭৯

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৯

পঞ্চাশোঃধ্যায়ঃ

ওর উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু পুনস্তারাবতী তত।
 আর্দ্রবৎ বিহিতং স্নানং নদীং প্রাপ্তা দৃষতীম্ । ১
 দাসীসহস্রৈঃ সংযুক্তা নান্যনকারযতিভা।
 রক্তাদিভির্যথেজ্ঞানী তথা সা প্রত্যদৃশত । ২
 সারবতীর্ণা জলে দেবী গৌরাজ্ঞী ভাড়িহুজ্জলা।
 নদীমুজ্জলয়ামাস তিস্রাঙ্গনসম্যান্তমম্ । ৩
 স্থলীং কাচময়ীং যজ্ঞাং কাকনী প্রতিমা বথা।
 যভাসা জলয়ামাস প্রতিবিম্বেন সা তথা । ৪
 অথ তাং পুনরেবাধ কপোতো মুনিসত্তমঃ।
 আনাভিমগ্নাং তোয়োঽৈবদর্শম্ সুমনোহরাম্ । ৫
 দৃষ্ট্বা তামথ পপ্রচ্ছ তদা চিত্রাঙ্গদাং মুনিঃ।
 কেয়ং জলে দৃষদ্বজ্রামবতীর্ণা সখীশতৈঃ । ৬
 ত্রিমা জলন্তী শ্রীতুল্যা কিমপর্ণা গিরেঃ সুতা।
 অতীব জাকতে রূপৈর্ন সংস্তৌষি চ তাং কিম্ । ৭
 অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনেশ্চিত্রাঙ্গদা তদা।
 ঋষিশাপভয়াং সাক্ষী সংস্তৌষীতি তদা ব্রবীৎ । ৮
 ইতং তারাবতী নাম ককুৎস্থস্য সূতা সতী।
 চন্দ্রশেখরভূপাল-ভার্য্যাতিদয়িতা শুভা । ৯

নারদের উপদেশে চন্দ্রশেখরের আশ্র-সাক্ষাৎকার

ওর কহিলেন,—কিছুকালের পর আবার সেই সর্বাক্ষয়সুন্দরী সর্বজলজায়-
 ভূষিতা তারাবতী, রক্তাদি দিয়া বারাজনাপরিস্রুত ইজ্ঞানীর শাপ রূপলাবণ্য-
 সম্পন্ন শতাবিক পরিচারিকার সহিত ঋতুগ্নান করিবার নিমিত্ত দৃষতী নদীতে
 গমন করিলেন । ১-২

এই নদীর জলরাশি—অতিশয় শীতল, নির্মল এবং সম্যক নীলবর্ণ, বিদ্যা-
 তাকৃতি গৌরাজ্ঞী দেবী তারাবতী যে সময় সেই নদীর জলে নামিলেন । ৩

হিরণ্ময়ী প্রতিমা, প্রতিবিম্বের দ্বারা কাচময় স্থানকে হেরূপ উদ্ভাসিত করে,
 সেইরূপ তিনিও স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিক্ সকল উজ্জল করিয়াছিলেন । ৪

এই সময় কপোত মুনি, জলনিমগ্না চারুরূপা তারাবতীকে দেখিলেন । ৫

তৎকালে চিত্রাঙ্গদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, (চিত্রাঙ্গদে ।) যিনি এই
 দৃষতী নদীতে স্নান করিতেছেন, ইনি কে ? ৬

ইহার সৌন্দর্য্যরাশি অবলোকন করিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া বোধ হয় ;
 ইনি কি পর্বতরাজপুত্রী অপর্ণা ? যেহেতু ইনি বর্ণীয় জ্যোতিতে সর্বদা পরি-
 পূর্ণ, তুমি কেন ইহার প্রশংসা করিতেছ না । ৭

তখন পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা ঋষির এই সকল কথা শুনিয়া, পাছে কবি শাপ
 প্রদান করেন; এই ভয়ে প্রশংসাপূর্বক তাঁহার পরিচয় দিতে লাগিলেন । ৮

এষা ত্বা কামিতা তু কামার্থং পূর্ব্বতো যুনে ।
 বালক্যৈববলকৃত্য মাং বহা তে গৃহং গতা ॥ ১০
 সেযং পুনর্নদীং স্নাত্বং ভগিনী মে সমাগতা ।
 জ্যেষ্ঠাং তাত্ব যুনে বক্তুং ন তে কিকিচ্চ বুঝাতে ॥ ১১
 তমত্র তিষ্ঠ বিপ্রেন্দ্র জ্যেষ্ঠাং তাং ভগিনীং প্রিয়াম্ ।
 সমান্তাচ্চ সবেষু স্বামনুজানাসি চেদ্ গতো ॥ ১২
 ইতি শ্রুত্বা বচন্ত্য। যুনিঃ স্তেহেন বক্তনাম্ ।
 তারাবত্যা কৃত্যং পূর্ব্বং যুনিষুশ্চৈব চুকোপ হ^১ ॥ ১৩
 ইয়ং পাণীয়সী রামা বক্তনামকরোম্মরি ।
 তয়াঃ সঙ্কালনকাহং করিষ্যামস্তু নিশ্চিতম্ ॥ ১৪
 ইতুত্বা স তয়া সাক্ষং যুনিষিভ্যাকদাখ্যতা ।
 অপায় যত্র সা দেবী হিতা তারাবতী ততা ॥ ১৫
 গতা তাং তু সমাসান্য কাপোতো যুনিসত্তমঃ ।
 ইদং তারাবতীং গ্রাহ কুপিতঃ গ্রহসমিধ ॥ ১৬
 কামার্থং প্রার্থিতা পূর্ব্বং তং ময়া জুহুনা কৃত্বা ।
 বক্তিতোহস্মি হুবাধর্ষে ফলং তস্য সমাপ্নুহি ॥ ১৭
 যদ্যপি পূরতঃ পাপে ত্বং সত্যীতি বিকল্পসে ।
 সত্যীত্বভ্রংশকং মাং ত্বং নৈব কামিতবত্যসি ॥ ১৮

হে যুনিসত্তম । ইনি ককুৎস্থের কন্যা, ইহঁর নাম তারাবতী, এই দেবী
 চন্দ্রশেখর নামক ভূপতির প্রিয়ভাৰ্য্যা । ১

পূর্ব্বের আপনি এই সুন্দরী রমণীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইরাছিলেন,
 কিন্তু ইনি আমাকেই নিজের নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া আপনার সীচরণে
 অর্পণপূর্ব্বক গৃহে গমন করেন । ১০

ইনি আমার সেই জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসি-
 য়াছেন । হে বিজ্ঞোত্তম । আপনার ইহঁকে কিছু বল। উচিত নয় । ১১

আপনি এইখানেই থাকুন, যদি যাইতে অনুমতি করেন ত, প্রিয়জ্যেষ্ঠা
 ভগিনীর সহিত আলোচন করিয়া পরে আপনার নিকট আগমন করি । ১২

তখন সেই কাপোত যুনি চিত্রাকদার নিকটে সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তারাবতীর পূর্ব্বকৃত প্রভাবণা জানিতে পারিলেন, পরে তদ্বিশয়ে অসহিষ্ণু হইয়া
 তারাবতীর প্রতি যৎপরনাস্তি কুপিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন । ১৩

এই পাণীয়সীই আমাকে সেই সময় বক্তন। করিয়াছিল, আজ্ঞা অকুই আমি
 ইহার প্রতিশোধ লইব । ১৪

যুনি এই কথা বলিয়া যেখানে তারাবতী ছিলেন, চিত্রাকদার সহিত সেই-
 খানে গমন করিলেন । ১৫

তখন কাপোত যুনি, তথায় গমন করিয়া ক্রোধবিজ্জ্বলিত হস্ত করিয়া
 তারাবতীকে কহিতে লাগিলেন । ১৬

পূর্ব্ব তোমাকে আমি উপভোগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু
 তুমি হননা করিয়া আমাকে বক্তন। করিয়াছ ; অতএব হে হুঃসাহসিকে । তুমি
 শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিবে । ১৭

১। চুকোপাইক যুনিষু সা ।

তন্নরাদীভংসবেষজ্ঞাং কপালী পলিতো বহঃ ।
 বিরূপো ধনহীনশ্চ কামদ্বিস্ততি বৈ হঠাৎ ॥ ১৯
 সন্দোজাতং পুত্রযুগং সত্ৰীকং বানরাননম্ ।
 ভবিস্ততি চ তে পাণে ত্বেকাকাজাতবরেশ্বনা ॥ ২০
 এতচ্ছ্রদ্ধা মূর্খেৰীক্যাং গ্রাহি তারাবতী মূনিম্ ।
 কোপান্তরাজ সা দেবী ক্ষুব্ধোষ্ঠপূটা তদা ॥ ২১
 যদি সা পূজয়িত্বা তু চণ্ডিকাং প্রাপ মাং প্রমুঃ ।
 হৃদ্যহং বতিনী নিত্যং কৃপতো চক্ৰশেখরে ॥ ২২
 ককুৎস্থস্য সূতা সত্যং যদ্যহং বিজসত্তম ।
 তেন সত্যেন মে দেবারাজ্যো মাং কামদ্বিস্ততি ॥ ২৩
 যদি সত্যং মহাদেবো নিত্যমারাদ্যতে ময়া ।
 তেন সত্যেন মে দেবাদিরাজ্যচক্ৰশেখরাং ॥
 স্বপ্নেহপি মূনিশাৰ্দ্ধল নাশো মাং কামদ্বিস্ততি ॥ ২৪
 ইতুস্তদা সা মূনিং সঙ্গা স্বামিদিগুপ্তমানসঃ ।
 যমৌ তারাবতী দেবী বস্থানমিতি ভামিনী ॥ ২৫
 তস্মাৎ গজায়াম দেবাত্ম চিত্তমায়াম তং মূনিঃ ।
 যমৈব পুরভৈশ্চয়া নিভীতাতি প্রবলভেদ* ॥ ২৬
 অত্রাণ্ডবিনিগৃঢ়স্ত বীজং শুদ্ধং ভবিস্ততি ॥ ২৭

হে শাপিনি । আমারই সম্মুখে তুই সতী বলিয়া আশ্রয়মাণ করিতেছিস
 এবং আমাকে সতীত্ব-বর্ধনামক বলিয়া আমার প্রতি অনুরক্তা হও নাই । ১৮

অতএব আমি বলিতেছি, বীভৎসবেশধারী, বিরূপ, ধনহীন, নরকপালশোভী
 পলিতকেশ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে । ১৯

হে পাংগুলে । অদ্য হইতে এক বৎসরের ভিতর তোর গর্ভে সন্তঃ দুইটি
 পুত্র উৎপন্ন হইবে । তাহানিগের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র লক্ষিত হইবে না ; প্রত্যুত
 মুখগুলি বানরের স্থায় হইবে । ২০

দেবী তারাবতী, কাশোত্ত মূনির এই সকল বাক্য শ্রবণে কোপ ও ভয়-
 নিবন্ধন ক্ষুব্ধিতাহরোষ্ঠে তখন মূনিকে কহিতে লাগিলেন । ২১

হে বিজসত্তম । যদি চণ্ডী-আরাধনা করিয়া যাত্রা আশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন, আর মহারাজ চক্ৰশেখরের উপর যদি আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে,
 আর যদি আমি বাস্তবিক ককুৎস্থের কন্যা হই, তবে নিশ্চয়ই দেবতা ব্যক্তিরকে
 অন্য কেহই আমাকে ইচ্ছা করিবেন না । ২২-২৩

আমি সত্য সত্যই যদি মহাদেবকে অহরহঃ পূজা করিয়া থাকি, হে নর-
 শাৰ্দ্ধল । সেই সত্য-প্রভাবেই আমার সেব্য শিব ব্যক্তিরকে অন্য কোন দেব-
 তাই আমাকে স্বপ্নেও অভিল্যব করিবেন না । ২৪

এই কথা বলিয়া পতিব্রতা দেবী তারাবতী স্বমিকে নমস্কারপূর্ব্বক কুণ্ঠিত
 হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন । ২৫

তখন কাশোত্ত মূনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই তেজস্বিনী
 নারী আমার সম্মুখেই নির্ভয়ে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ করিল । ২৬

এবং বিচিত্রা স মুনির্ধানসংযুক্তমানসঃ ।
 দিব্যজ্ঞানপরো ভূত্বা সর্ববৃত্তান্তমাদদে ॥ ২৮
 যথা ভক্তিমহাকাশো দেবো শান্তো সূতাবুভৌ ।
 প্রতিশাপং যথা তৌ ভু বদতুঃ পার্শ্বতীং হরম্ ॥ ২৯
 যথাবতীর্ণৌ মানুজযোনৌ তৌ ভু বদধ্বতঃ ।
 চিত্রাক্ষদা যথা জাতা যদর্থং দেবকক্ষকা ।
 দিব্যজ্ঞানেন ভক্ত্যক্তাত্তা মুনিঃ কিল্বন নাকরোৎ ॥ ৩০
 চিত্রাক্ষদামাদরেণ সমুদার মুনিস্ততঃ ।
 স্বস্থানং গতবান্ বিপ্রঃ পূজয়ামাস তাং মুনিঃ ॥ ৩১
 ভাবাবতী চ তৎসর্বং চন্দ্রশেখরভূপতেঃ ।
 বৃত্তান্তং মুনিশাপস্বক্খয়ামাস ভামিনী ॥ ৩২
 তৎসর্বং পৌষজ্ঞো রাজা স্বগতং চিত্তরা যুতঃ ।
 আশ্বাস্ত দরিতাং ভাৰ্যাং মাতৈর্দেবীভি সৌচিরাৎ ॥ ৩৩
 সন্ততঃ দেবগা পতুঃ সর্বপরিষেবনৈঃ ।
 বর্জনাঙ্গপ্রশস্তানং মুনিশাপোহপনীযতে ॥ ৩৪
 তস্মাৎ দেবি সুভগে চারিত্রব্রতধারিনী ।
 কল্যাণভাগিনী নিত্যং নাপদং সমবাপ্সাসি ॥ ৩৫
 এবমুক্ত্বা স রাজা ভু করবীরপূরাধিপঃ ।
 প্রাসাদং কারয়ামাস উজ্জৈরভ্রাংস্তবং বহু ॥ ৩৬

অতএব বোধ হয় ইহার ভিত্তর কোন নিগূঢ় ও বিস্তৃত কারণ থাকিবে । ২৭
 এই ভাবিকা মুনি ধ্যানস্থ হইলেন । পরে দিব্যজ্ঞানবলে পূর্ববৃত্তান্ত সকল
 জ্ঞানিতে পারিলেন । ২৮

পূর্বকালে ভূত্বা মহাকালনামক দুইটি পুত্র দেবী কর্তৃক শাপগ্রস্ত হন, পরে
 আবার দুইজন হর-পার্শ্বতীকে প্রতিশাপ প্রদান করেন । ২৯

যে ক্ষত এই দুইজন যেরূপে মনুষ্যহোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দেবকক্ষা
 চিত্রাক্ষদাও যেদ্বন্দ্ব যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, কাপোত ঋষি দিব্যজ্ঞানবান্না এই
 সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আর কিছুই করিলেন না । ৩০

পরে চিত্রাক্ষদাকে সাধর সম্ভাষণে ভাবিকা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।
 বাণীতে বাইরা আশ্রয় কাপোত ঋষি চিত্রাক্ষদাকে যথাবিধি সংকার করিলেন ।
 ৩১

এদিকে ভাবাবতী স্বস্থানে আসিয়াই ভূপতি চন্দ্রশেখরের নিকট কুণ্ডিত
 হইয়া মুনিশাপের আমূল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন । ৩২

সেই পৌষজ্ঞ রাজা, ভাবাবতীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে কিছু
 চিন্তিত হইলেন ; কিন্তু চিন্তিত হইলেও তৎক্ষণাৎ প্রিয় পত্নীকে আশ্বাস প্রদান
 করিলেন । ৩৩

পতিসেবা, সর্বদা স্বস্থানুষ্ঠান, অসংসঙ্গপরিবর্জন—এই সকল শুভকর্মদ্বারা
 মুনিশাপ অপনীত হয় । ৩৪

দেবী ভাগ্যবতী তুমি প্রশস্ত প্রশস্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাক, সুতরাং
 তুমি দেবতাদিগের কল্যাণভাগিনী ; অতএব তোমার বিপদ কখনই হইবে না ।

উচ্চৈশ্চতুঃশতং ব্যাঘং ত্রিশদ্ব্যোজনবিস্তৃতম্ । ৩৭
 রত্নফটিকভূম্যন্তঃখচিত্তং রত্নকর্ণদ্বৈতৈঃ ।
 বৈদূর্য্যপট্টৈঃ ভূতৈশ্ছান্দিতং সূর্য্যনোহরম্ । ৩৮
 স্বর্ণরত্নভূম্যন্তঃ বিম্বকর্ণবিনির্ম্মিতম্ ।
 রত্নার্থং কারুণ্যমাস তাংরাবতীঃ প্রিয়করম্ । ৩৯
 রত্নসোপানসংযুক্তং বৈদূর্য্যবলভীযতম্ ।
 সৌবর্ণনীপসমুদ্র মুধর্মান্দৃশং ভূতৈঃ । ৪০
 ভূম্যং সমস্তভোগ্যানি স্বাপ্নুনি চ মৃদুনি চ
 আট্টৈরাসাদয়ামাস পুরুষৈশ্চত্রেণৈশ্চরৈঃ । ৪১
 ভক্তস্তারাবতীং দেবীমাদায় চত্রেণৈশ্চরৈঃ ।
 নিভাং প্রাসাদপৃষ্ঠং ত্যাক্ত্ব রমতে নৃপঃ । ৪২
 এবং সংবৎসরং যাবদট্টৈরপ্রাপ্যবেশ্মনি ।
 আট্টৈরধিষ্ঠিতদ্বারি তাং দেবীং সমরকৃত । ৪৩
 একদা তু বিনা তেন করবীরাধিপেন তু ।
 উচ্চৈঃ প্রাসাদমাকৃষ্ট্ব স্থিতা তারাবতী সদা ।
 চিত্তবন্তী নৃপং তস্ত দদিতং চত্রেণৈশ্চরম্ । ৪৪
 তৎপদে কস্তম্নস্যা সাবিদ্রীষ পতিভ্রতা ।
 আরাধ্য চ মহাদেবং পার্বতী সহিতং তদা । ৪৫

করবীরপুত্রাধিপতি রাজা চত্রেণৈশ্চর, তারাবতীকে এই সকল কথা কহিয়া তখন তাঁহার বাসার্থ বিশ্বকর্মা রাজা তাঁহার মনোমত একটি অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন । ৩৬

ইহার দৈর্ঘ্য চারিশত ব্যাঘ (বাও), বিস্তার ত্রিশ ব্যাঘ । ৩৭

ভলদেশটি রানি রাশি স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত ; তাহার আবার নানান্থানি শ্বেত রক্ত পীত নীল প্রভৃতি রানাবর্ণের বহুতর রত্ন দ্বারা খচিত ; সেই মনোহর প্রাসাদ—ভূবর্ণপ্রবাল-নিচয়ে আচ্ছাদিত । ৩৮

স্বস্তগুলি রত্নাদি দ্বারা সংগঠিত, বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা নির্ম্মিত রাজা তারাবতীর রক্ষার জন্য একরূপ প্রিয় অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন । ৩৯

সোপানশ্রেণী রত্নপ্রবালাদি দ্বারা প্রস্তুত এবং পুঙ্খ পুঙ্খ বড়তী প্রবালময়, সুতরাং সৌন্দর্য্যদ্বারা সেই অট্টালিকা—স্বর্গীয় পরম রমণীয় দেবসভার নিকট কোন ক্রমেই ন্যূন নহে । ৪০

রাজা চত্রেণৈশ্চর, বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা সেই অট্টালিকা মধ্যে দ্বায় নুকোমল সমস্ত ভোজ্যবস্ত্র পাঠাইয়া দিতেন । ৪১

রাজা, এতাহ সেই প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া দেবী তারাবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেন । ৪২

এক বৎসর কাল এই অট্টালিকায় তারাবতীকে রাখিলেন ; যে পর্য্যন্ত তারাবতী তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাবৎকাল অট্টালিকায় দ্বারগুলি প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া সাধারণের যাতায়াত বন্ধ করিয়াছিল । ৪৩

কোন সময়ে সুন্দরহাসিনী তারাবতী, করবীরাধিপতি-বিশ্বস্ত কইয়া একাকী এই বৃহৎ অট্টালিকায় উপবেশনপূর্ব্বক তদুৎকৃষ্টে ভর্তা চত্রেণৈশ্চরকে চিন্তা করিতেছেন । ৪৪

ইষ্টাং দেবীঞ্চ সা দেবী চিত্তযন্তী স চ হিতা ।
 তত্র সা চিত্তযন্তী তু অ্যধকং চন্দ্রশেখরম্ ।
 বিবেদ ভেদং ন তরোচ্চন্দ্রশেখরয়োঃ ॥ ৪৬
 এবং প্রাসাদপূষ্ঠে তু হিতা তারাবতী সতী ।
 সুবর্ণায়তনং দেবী শক্রজীৱিষ ভূষিতা ॥ ৪৭
 অধোমুখা স্বয়ং দেবো বিম্বতা চন্দ্রশেখরঃ ।
 আভ্রাণাম তপা গচ্ছনু প্রাসাদং প্রতি ভং নৃপ ॥ ৪৮
 সদৃশে সূত্রযন্তী সা উমাঠাঃ সদৃশী গুণৈঃ ।
 সৰ্বলক্ষণসম্পূর্ণা স্বাধবশ্চৈব মাধবী ॥ ৪৯
 তাং দৃষ্ট্বা ভগদক্ষৌঃ গৌরীং বৃষভকেতনঃ ।
 শ্মিত প্রসন্নবদনঃ প্রহসন্নিব ভামিনীম্ ॥ ৫০

ঈশ্বর উবাচ—

ইবন্তে মানুষী মূর্তিঃ শ্রিতে তারাবতীতি বা ।
 ভূমিস্থা কালযোন্তে অননো বিহিতা স্বয়ম্ ॥ ৫১
 ভূন্তো জনন্যকান্তোহহং নাক্ষং গন্তুমিহোৎসহে ।
 স্বমিদানীং স্বরকাক্ষাং মূর্ত্যাং এবিণ ভামিনি ॥ ৫২
 তত উৎপাদয়িত্বামি মহাকালঞ্চ ভূমিশ্চ ॥ ৫৩

দেব্যাচ—

মমৈব মানুষী মূর্তিরক্কাং বৃষভকেতন ।
 বিশানি তেহত্র বচনাহুৎপাদয় সূত্রযয়ম্ ॥ ৫৪

সেই সময় পতিভক্তা সাবিজীর দ্বারা পতিপদে মন রাখিয়া পার্বতীপার্শ্বস্থ
 অহনীর মহাদেবকে চিত্তা করিলেন । ৪৫

তাহার পর আবার ইষ্টদেবীকে চিত্তা করিলেন । পুনর্বার বৃষভবাহন
 অধক চন্দ্রশেখরকে দান করিলেন । এইরূপ চিত্তা করিতে করিতে তাঁহার
 হৃদয়ে স্বামী চন্দ্রশেখর এবং ভগবান্ চন্দ্রশেখরের পার্থক্য উপলব্ধি হইল না । ৪৬

যখন এইরূপে দেবী তারাবতী দেবসভার মধ্যস্থিত নানাজঙ্ঘার-ভূষিত
 ইন্দ্রাণীর দ্বারা প্রাসাদোপরি চিত্তিতান্তঃকরণে বসিয়াছিলেন । এমন সময়ে
 মহাদেব ভগবতীর সহিত আকাশমার্গের দ্বারা সেই প্রাসাদে আগমন
 করিলেন । ৪৭-৪৮

তিনি আসিষ্ঠা ওপ-বাহুল্যে ভগবতী-সদৃশ সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত নারায়ণের
 লক্ষ্যরূপ রাজপত্নীকে দেখিলেন । ৪৯

শিব তারাবতীকে দেখিয়া দেবী গৌরীকে প্রফুল্লচিত্তে ইবং হাস্য করিয়া
 করিলেন । ৫০

প্রিয়ে । এই যে তারাবতীকে দেখিতেছ, এইটি তোমার মানুষীমূর্তি,
 বাহা ভূমী ও মহাকালের অন্তের অন্ত ভূমি নিজেই গ্রহণ করিচ্ছ । ৫১

আমার আর অন্য স্ত্রী নাই । তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীসংসর্গে আমার উৎসাহ
 হয় না । হে ভামিনি । এইরূপে ভূমি স্বয়ং এই মূর্তিতে প্রবেশ কর । ৫২

প্রবেশ করিলে তোমার মানুষী মূর্তির গর্ভে ভূমী ও মহাকাল পুত্রদ্বয় উৎ-
 পাদন করিব । ৫৩

মম ভুক্তিমহাকাল-কপোতানাক লা পতঃ ।

এবং মোক্ষো ভবেত্তর্গ তন্ত্রাত্মং কুরু মৎপ্রিয়ম্ ॥ ৫৫

ঐক্য উবাচ—

প্রবিবেশ ততো দেবী স্বয়ং ভারাবতীভনো ।

মহাদেবোহপি তস্মাক্ত কামার্বং সমুপস্থিতঃ ॥ ৫৬

ততঃ সাপর্ণমাবিকো দেবী ভারাবতী সতী ।

কামরানং মহাদেবং স্বয়মেবাভজমুদা ॥ ৫৭

ভগ্নিন্ কালোহভবত্তর্গঃ কপালী চাহ্মিমাল্যধৃক্ ।

বীভৎসবেশো দ্বর্গকঃ পলিতোহতিবিক্রপধৃক্ ॥ ৫৮

কামাবসানে তস্মাক্ত সন্দোজাতং সুতময়ম্ ।

অভবন্নপশাদ্দুল তথা লাধামৃগানিনম্ ।

তদেহান্নিসূতাপর্ণা জাতয়োঃ সুতয়োস্তয়োঃ ।

মোহয়িত্বা যথাশ্রানং ন জানাতি ককুৎস্থতা ॥ ৫৯

অহং গৌরী তথা তর্গভাবেন' বানুষেণ তু ॥ ৬০

অথ ভারাবতী দেবী সুতো দৃষ্টৌ ক্ষিতিস্থিতৌ ।

পাতিব্রজ্যাং পতিব্রজৌ জাম্বানং বীক্ষ্য ভামিনী ॥ ৬১

তথা বীভৎসবেশক্ স্বয়ং দৃষ্টোত্তমঃ হিতম্ ।

মুনিশাপং তদা মেনে প্রাপ্তং কালান্তকোপমম্ ॥ ৬২

দেবী কহিতে লাগিলেন;—হে বৃষভকেতন! আমারই এই মানুসীমূর্তি, আপনার অনুমতিক্রমে এই মূর্তিতে প্রবেশ করি—আপনি পুত্রদ্বয় উৎপাদিত করুন । ৫৪

তাহা হইলে আমার ভক্তী ও মহাকাল কপোতের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবেন । হে পার্বতীনাথ! আপনি আমার এই প্রিয়কার্য্যটি করুন । ৫৫

ঐক্য করিতে লাগিলেন,—তাহার পর স্বয়ং ভগবতী ভারাবতীর দেহে প্রবেশ করিলেন, মহাদেবও উপভোগের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন । ৫৬

অনন্তর দেবীভাবাপন্ন পতিব্রজা দেবী ভারাবতী, মহাদেবকে সমুপেক্ষু জানিয়া স্বয়ংই তাঁহার সমীপে গমন করিলেন । ৫৭

সেই সময় ভগবান্ ভবানীপতি কপালী অস্থিমাল্যধারী বীভৎস-বেশ, দ্বর্গক-দেহ, অরাজীর্ণ অতিবিক্রপ হইয়া ভারাবতীতে উপগত হইলেন । ৫৮

হে নরশাদ্দুল! তাঁহাদিগের পরম্পরের রতি-ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে সন্ধ্যা ভারাবতীর গর্ভে বানরযুগ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল । পুত্র দুইটি অবিলম্বে ভগবতী, ভারাবতীর দেহ হইতে নিঃসৃত হইলেন । ৫৯

তখন মনুষ্যভাবাপন্ন ভারাবতীর আত্মা মোহপূর্ণ হওয়ায় তিনি জানিতে পারিলেন না যে, আমি গৌরী আর ইনি মহেশ্বর । ৬০

অনন্তর তেজস্বিনী দেবী ভারাবতী, পুত্রদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ দেখিয়া এবং সন্মুখীন বীভৎসবেশধারী মহেশকে অবলোকন করিয়া আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনাপূর্বক তখন পূর্বদত্ত মুনিশাপকে কালপ্রাপ্ত অস্তকের দ্বার্য্য বিবেচনা করিলেন ৬১-৬২

৬১। 'গৌরীতি তথা ভাবেন—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ইতি শোকবিমূঢ়া চ নিম্ম চ সতীভূতম্ ।
 ইদংকোবাচ তং বীক্ষ্য মহাদেবং ত্রিশূলিনম্ ॥ ৬৩
 মুনিভূতাদপি বরং নারীশাক সতীভূতম্ ।
 ইতি স্ম সততং বীরা ব্যাহরন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৬৪
 ন তং সত্যমহং মন্তে যং প্রভুতং ময়েদৃশম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী ততোচ চ যুমোহ চ ॥ ৬৫
 ভামাহাথ মহাদেবো মা কার্ষীপ্তং বরানমে ।
 শোকং সতীভূতজ্ঞানি মা নিম্ম ত্বং সুচেতনে ॥ ৬৬
 কাপোভেন বদ্য শপ্তা ত্বং তদৈব উদগ্ৰতঃ ।
 উক্তবত্যপি দীর্ঘাকি যতন্তুতং তবানুনা ॥ ৬৭
 যদি সত্যং মহাদেবো নিত্যমাহাব্যতে ময়া ।
 তেন সন্তোম মে দেবাদ্যাব্যচল্লশেখরাং ।
 স্বপ্নেহপি মুনিশার্কীজ ন্যস্তো মাং কামম্ভিত্তি ॥ ৬৮
 সোহহমেব মহাদেব আরাধ্যাচ্চল্লশেখরঃ ।
 ত্বং ময়া কামিতা চাপি মা কার্ষীঃ শোকমগ্ননে ।
 ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবস্ততৈবাস্তরধীযত ॥ ৬৯
 মায়য়া মোহিতা দেবী তত্র ভাবাবতী সতী ।
 ভূমৌ মলিনবেশেন বন্যুনা সমুপাবিশৎ ॥ ৭০
 সুতো চ পতিতো ভূমৌ সা দেবী নাসভাজস্রং ।
 ভৰ্জুগমনং শব্দং কাঙ্ক্ষন্তী ভৰ্জভামিতম্ ।
 ন বরাক গৃহে চাপি মুক্তকেশী তথাস্থিতা ॥ ৭১

তখন শোকগ্রস্তা ভাবাবতী সতীভূতকে নিম্ম করিতে লাগিলেন এবং ত্রিশূলধারী মহাদেবকে দেখিয়া কহিলেন,—পূৰ্ব্বতন পতিভেদে সৰ্ব্বদাই কহিয়া থাকেন যে, নারীদিগের সতীভূত—মুনিভূতাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৬৩-৬৪

কিন্তু আমার আজ একপ হওয়ায় আমি মুনিদিগের সেই কথাটি সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম না। এই সকল কথা কহিয়া তিনি শোক করিতে লাগিলেন এবং মোহ প্রাপ্তও হইলেন ॥ ৬৫

তখন মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন,—হে বরাননে । তুমি শোক করিও না, সতীভূতকে নিম্ম করিও না ॥ ৬৬

হে চৈতন্তশালিনি । যে সময় তুমি কাপোত কৃষি-কৰ্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইলে, হে বিশালাকি । সেই সময়েই তাঁহারই সন্মুখে—এক্ষণে যেটি তোমার ঘটিল, সেইটিই কহিয়াছিলে ॥ ৬৭

যথা—“হে মুনিশার্কীজ । যদি আমি নিত্য মহাদেবের আরাধনা করিতা থাকি, সেই সত্যবলেই আমার আরাধ্য চল্লশেখর দেবতা তিল অল্প কেহ স্বপ্নেও আমাকে অভিলষ করিবেন না ॥” ৬৮

অতএব অবলো । আমি সেই তুমি মহাদেব চল্লশেখর, আমি কৰ্ত্তৃকই তুমি উপভুক্ত হইয়াছ, অতএব শোক করিও না। এই কথা বলিয়াই মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৬৯

তখন পতিভূতা দেবী ভাবাবতী মায়ামোহিত হইয়া শোকনিবন্ধন মলিনবেশে মৃত্তিকায় বসিয়া রহিলেন ॥ ৭০

অথ কণাক্ষহাভাগঃ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ।
 প্রাসাদপূষ্ঠমাগচ্ছদ্ ভ্রষ্টং তারাবতীং তদা । ৭২
 স তং প্রাসাদমাতঙ্ক ভাষ্যং তারাবতীং তদা ।
 মদর্শ পতিতং ভূমৌ যুক্তকেশীঃ নিরুৎসবাম্ ।
 ক্ষামাননাং শ্বসন্তীক্ সত্যগর্হণতৎপরাম্ ॥ ৭৩
 সুভৌ চ পতিভৌ ভূমৌ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তদা ।
 বানরাস্তৌ স মৃগে পদকোভং বৃক্ষস্থ চ ॥ ৭৪
 ইতি সর্বমবেক্ষ্যাস স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ।
 ভীতশ্চ বিস্মিতশ্চৈব ভাৰ্য্যাং পপ্রচ্ছ সঙ্কমাৎ ॥ ৭৫
 কিং কিং তারাবতি তব প্রবৃত্তং নির্জনে গৃহে ।
 কো কা ধ্বস্তবাস্তুং হি শিবঃ সিংহকধুমিব ॥ ৭৬
 কস্য বা পৃথুকাবেভৌ প্রোক্ষীতৌ বানরাননৌ
 তনুে ক্ষতং সমাচক্ৰ কো বা স্বাং কামিতোহপবঃ ॥ ৭৭

ওঁক উবাচ—

এবমুক্তা তু ভূপেন তদা তারাবতী সত্যী ।
 বৃত্তান্তং কথয়ামাস সকলং চন্দ্রশেখরে ॥ ৭৮
 যথা সমাগতো ভগ উত্তরক যথোক্তবান্ ।
 তৎসর্বং কথয়ামাস বাস্ককণ্ঠা সগদগদা ॥ ৭৯

পূজহুঃ ভূমিতে পড়িয়া রহিল, তথাপি তিনি সে বিষয়ে অশ্বেপণ করিলেন না। কেবল আলুলায়িতকেশে প্রতিক্ষণ ভর্তার আগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; মহাদেবের বাক্য কিছুমাত্র আদর প্রকাশ করিলেন না। ৭১

অনন্তর কিছুকাল দিলশ্বে মহারাজ চন্দ্রশেখর তারাবতীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাসাদপূষ্ঠে আগমন করিলেন। ৭২

তখন তথায় যাইয়া দেখেন, তারাবতী নিরানন্দে মলিনবদনে আলুলায়িতকেশে ভূমে পড়িয়া আছেন আর আর্তনাদ ও সত্যের নিন্দা করিতেছেন এবং চন্দ্রসূর্য্য-সমূহ বানঃ যুগ পুত্র দুইটিও পড়িয়া আছে এবং বৃষের পদচিহ্নও দেখিতে পাইলেন। ৭৩-৭৪

তখন মহারাজ চন্দ্রশেখর, এই সকল দেখিয়া ও বিস্মিত হইয়া সসঙ্কমে ভাৰ্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তারাবতি! নির্জনগৃহে তোমার কি কি ঘটনা হইয়াছে। শূশাল সিংহীকে আক্রমণ করিলে যেরূপ হুঃ, সেইরূপ তোমাকে কে আক্রমণ করিয়াছিল? ৭৫-৭৬

আর বানরযুগ প্রদীপ্ত পুত্র দুইটি বা কাহার?—ভূমি শীঘ্র আমাকে বল, অপর কোন ব্যক্তি তোমার কামনায় এইখানে আসিয়াছিল। ৭৭

ওঁক কহিলেন, তখন পতিততা তারাবতী ভূপকর্তৃক এইরূপ পুষ্ট হইলে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। ৭৮

এবং মহাদেব যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং শ্রুতিও যে সকল কথা বলেন, সেই সকল কথাও সম্বল নয়নে ও গদগদম্বরে ভর্তার নিকট নিবেদন করিলেন। ৭৯

শুভাস্তবচনং কক্ষা চিত্তবৎকক্ষশেখরঃ ।
 কিং বৃত্তমিতি বিজ্ঞাতুং ভূতলে সমুপাবিশৎ ॥ ৮০
 যগতং চিত্তমন্ রাজা চকারেহাং বিচারণাম্ ।
 অনন্তকান্তো গিরিশঃ স নাস্তাং পার্বতীমুত্তে ।
 কাষ্মিষ্ঠ্যতি তুম্মাং স ন ভগ্নঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮১
 ঋষিশাপো হি বলবাংস্তচ্ছাপাদেব রাক্ষসঃ ।
 কোহপি মায়াবলোপেতঃ শতবচ্ছন্ননাগতঃ ॥ ৮২
 এষা সতী প্রিয়া ভার্যা রাক্ষসেনাপি দূষিতা ।
 কথংকথং যয়া গ্রাহা পূর্ববৎ সর্বকর্মসু ॥ ৮৩
 এতৌ চ তনয়ৌ তস্য সন্মোজাতৌ চ রাক্ষসৌ ।
 অশ্রুধা বা কথন্তুতৌ শাখাযুগ্মযুধৌ সূতৌ ॥ ৮৪
 এবং চিত্তবৃত্তস্ত সৌবৌধবিনিয়োজিতা ।
 সরস্বতী বিষংহা তু রাজানমিতি চাত্রবীং ॥ ৮৫
 ন ভয়া সংশয়ঃ কার্যান্তারাবৃত্ত্যাং নৃপোত্তম ।
 সত্যমেব মহাদেবো ভার্য্যাং তব সমে য়মান্ ॥ ৮৬
 এতৌ চ তনয়ৌ তস্য রাজংস্ত্বং পরিপালয় ।
 যোহন্যন্তে সংশতোহত্রান্তি নারদস্তং বিনেশ্বতি ॥ ৮৭
 ইত্যুক্ত্বা বিররামাত্ত বাগ্দেবী প্রিয়বাকিনী ।
 জাতসম্প্রত্যকো রাজা ভার্য্যামান্বাসবত্তদা ॥ ৮৮

মহারাজ চন্দ্রশেখর তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইটী জানিবার জন্য চিন্তিত হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন । ৮০

তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া এই ধারণা করিলেন, মহাদেবের ভার্য্যাস্তর নাই, তিনি পার্বতী ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে আকাক্ষাও করেন না; এক্ষণ না হইলেও তিনি পরমেশ্বর হইতেন না । ৮১

অতএব এ ঘটনায় ঋষিশাপই বলবান, সেই শাপবলেই মায়াবী কোন রাক্ষস শকরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এইখানে আসিয়াছিল । ৮২

একণে আমার প্রিয়পতিব্রতা ভার্য্যা রাক্ষসসংস্পর্শে পাপিষ্ঠ হইয়াছে, আমি পূর্ববৎ সকল কর্মে কিরূপে ইহাকে গ্রহণ করি ? ৮৩

আর তাঁহার সন্মোজাত এই দুইটি শিশু নিশ্চয়ই রাক্ষস, তাহা না হইলে ইহাদিগের মুখ বানরের স্থায় হইবে কেন ? ৮৪

যখন রাজা চন্দ্রশেখর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় সরস্বতী, দেবতাগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আকাশ হইতে রজা চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিলেন । ৮৫

“হে মহারাজ । ভাবাবতীর প্রতি আপনার সন্দেহ কথা উচিত কার্য্য নহ, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্য্যার নিকট আসিয়াছিলেন । ৮৬

এই দুইটি পুত্র মহাদেবেরই ; মহারাজ ! এক্ষণে আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন, এ বিষয়ে যে সংশয় থাকে, পরে নারদ তাহা শুদ্ধন করিবেন ।” ৮৭

বাগ্দেবী সমুদ্র-বচনে রাজ্যকে সন্তুষ্ট করিয়া তৎক্ষণেই অন্তর্হিতা হইলেন । তখন রাজা ভার্য্যার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন । ৮৮

সূক্তো তু দেবদেবস্ত সংস্কৃতা বিধিনা তদা ।
 পালয়ামাস নৃপতিরা কাঙ্ক্ষন্নানন্দময়ম্ । ৮৯
 অথাজগাম দেবধিনারদস্তস্ত মন্দিরম্ ।
 পূজাভির্বহুভিঃ স্ত্রুত্যাগুহ্মাং স তু পতিঃ । ৯০
 পূজ্যস্তিত্বা যথাস্থায়ং তারাবত্যা সমং নৃপঃ ।
 উচৈঃ প্রাসাদমতুলং সুরেশভবনোপমম্ ।
 আরোহয়ামাস তদা তং যুনিং চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৯১
 তত্রোপাংস্ত তদা রাজা সত্যার্যশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
 পূর্বপ্রবৃত্তদৃষ্টান্ত-মপূজ্যচন্দ্রশেখরঃ । ৯২
 পুতোহন্যানুগৃহীতোহস্মি ভবতা ব্রহ্মসূত্ৰনা ।
 অন্তরহিস্চ বিপ্রৈশ্চ তুঙ্গপ্রাসাদগামিনা । ৯৩
 একং মে সংশয়ং ব্রহ্মবৈতন্যমুইসি শ্রদদতম্ ।
 হৃদয়ঃ সংশয়শ্চাত্ত হেতা নৈবান্তি কুত্রচিৎ । ৯৪
 ঋষিশাপেন স্যার্যোহয়ং যম তারাবতী গতী ।
 বীভৎসবেশাকৃতিনা ধর্মিতা কৃতিবাসসা ।
 ভক্তাধিকৌ সমুৎপন্নৌ সন্মোজাতাবিমৌ পুনঃ ।
 তত্র মে সংশয়ঃ শয়মিত্যং চিন্তে এবর্ততে ॥ ৯৫
 অনন্তকান্তৌ গিরিশৌ গিরিজাং পার্বতীযুতে
 কথং সঙ্গবরামাস মানুষ্যৌ হৌনজগন্ময়ম্ । ৯৬
 কথমুৎপাদয়ামাস মনুজৌ তনুদৌ স্বকৌ ।
 এতৎ সর্বং সমাচক্ৰ যদি গুহ্যং ন তে ভবেৎ ॥ ৯৭

তিনি মহাদেবের পুত্র দুইটি যথাবিধি সংস্কার করিয়া নারদের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ৮৯

অনন্তর দেবর্ষি নারদ, রাজভবনে উপস্থিত হইলে পর রাজা চন্দ্রশেখর অত্যন্ত আশ্চর্য্যনা পূর্বক তাঁহাকে আনিলেন এবং সঙ্গীক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া ইন্দ্রভবনসদৃশ নিরুপম আপনার উচ্চ অট্টালিকায় তাঁহাকে বসাইলেন । ৯০-৯১

তিনি সঙ্গীক নির্জনে তাঁহাকে সেই সকল পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । ৯২

হে দ্বিজোত্তম । আপনি ব্রহ্মার পুত্র, আপনি আমার বাটী আসিয়াছেন, সুতরাং আমি অনুগৃহীত হইলাম এবং সম্যক প্রীতিলাভ করিলাম । ৯৩

হে ব্রহ্মন্ । হৃদয়ে আমার একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ; আপনার তাহা শুনন করিতে হইবে । যেহেতু আপনি ভিন্ন আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন, এক্ষণ ব্যক্তি কোথাও নাই । ৯৪

আমার এই পতিব্রতা পত্নী তারাবতী, কাপোত ঋষির অভিসম্পাতে, বীভৎসবেশ বিরূপ যুগচর্চধারী কোন পুরুষকর্তৃক উপভুক্ত হন এবং তাহারই ঔরসে সন্মোজাত পুত্র দুইটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে । অতএব এবিষয়ে আমার হৃদয়ে সর্বদাই দরপনের সংশয় উপস্থিত হইয়া আছে । ৯৫

তাঁহার কারণ, গিরিজা ভিন্ন মহাদেবের আর দ্বিতীয় পত্নী নাই, আর তিনি কেনই বা নীচ কুলোদ্ভব মানুষ্যের সংসর্গ করিবেন এবং কি নিমিত্তই বা তিনি

ঔর্য উবাচ—

ইতি পৃথ্বীঃ স তু মুনিশঙ্করশেখরভৃঙ্কতা ।
 কথয়ামাস তৎসৰ্বং নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ১৮
 যথা ভূমিমহাকালো সমুৎপন্নো পুরাতনো ।
 যথা শস্তো চ পার্শ্বভ্যাং তৌ চোদাহবতাং যথা^১ ॥ ১৯
 যথা পৌষ্যমুত্তো জাতো ভৰ্গঃ স চন্দ্রশেখরঃ ।
 তারাবতী ককুৎস্থস্য গৃহে গৌরী শঙ্খাভবৎ ॥ ১০০
 তৎসৰ্বং কথয়ামাস নারদশঙ্করশেখরে ।
 ইদঞ্চ পরমাত্মানং কথয়ামাস নারদঃ ॥ ১০১

নারদ উবাচ—

বাজ্জহার যদাপর্বাং কালীতি বৃষভধ্বজঃ ।
 তদোমা তপসে যাতা যপুর্গৌরভকাজ্জফা ॥ ১০২
 অমর্ষযুক্তা বচনাচ্ছব্দস্য গিরেঃ সূতা ।
 বিনীতমানা ভর্গেণ সানুং হিমবতো গিরেঃ ॥ ১০৩
 তস্যাং পতায়াং পার্শ্বভ্যাং শঙ্করো বিরহাঙ্গিতঃ ।
 কৈলাসাস্ত্রিং পরিত্যজ্য মেরুপৃষ্ঠং তদা যযৌ ॥ ১০৪
 তত্রাপি শর্শ্ব নো লেভে পার্শ্বভ্যাং চ বিনাকৃতঃ ।
 মোহিতঃ কামদেবেন তথা বৈ যোগনিম্ভয়া ॥ ১০৫
 অঐখকদা মেরুপৃষ্ঠে চরতীং সূচনোহিরাম্ ।
 সাবিত্রীং দৃশ্যে শঙ্কুঃ পার্শ্বভ্যাং সদৃশীং শুটৈঃ ॥ ১০৬

মানুষীর গর্ভে আপনার আয়ুজ্জ্বল উৎপাদন করিবেন? এ সকল বিষয় যদি আপনার বলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বলুন। ১৬-১৭

ঔর্য কহিলেন,—তখন মুনিবর নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরকর্তৃক ক্লিষ্টাসিত হইয়া এই সকল কথা তাঁহাকে কহিলেন। ১৮

পূর্বকালে ভূমী ও মহাকাল নামক দুইটি মহাদেবের অনুচর, পার্শ্বভীকর্তৃক অভিষপ্ত হন এবং তাঁহারাও আবার পার্শ্বভীকে অভিষাপ প্রদান করেন, তাহাতেই মহাদেব এই চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌরীও ককুৎস্থের গৃহে তারাবতী নামে কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৯-১০১

নারদ চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিয়া আর একটি সুন্দর উপাখ্যান কহিতে লাগিলেন। মহাদেব, ভগবতীকে যখন কালী (কৃষ্ণাকালী) বলিয়া অভিষান করেন, তখন পর্বতরাজপুত্রী উমা শঙ্করের অশ্রুদর-বাক্যে নিজে গৌরাকী হইবার জন্য তপস্চরণে প্রবৃত্তা হইলে মহাদেব, তাঁহাকে হিমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১০২-১০৩

পার্শ্বভী ভগবতার নিমিত্ত হিমালয়ে গমন করিলে, বিরহবিধুর মহাদেব তখন কৈলাস পর্বত ত্যাগ করিয়া সুমেরুশৈল-শিখরে গমন করিলেন। ১০৪

তথায় যোনিপ্রাভূত বৃষধ্বজ, যীনধ্বজের শরবিক্ত হইয়া ভগবতী ব্যতিরেকে কিছুমাত্র সুখী হন নাই। ১০৫

১। তৌ পশ্চাদাহতুর্ধ্বা—ইতি প ঠাত্তরম্।

তাং দৃষ্ট্বা মদনাবিষ্টঃ পার্শ্বতঃ বিরহান্বিতঃ ।
 অবিনশ্চয়া সমাবিষ্টো বহুব্ধ প্রাকৃতো যথা । ১০৭
 অথ তাং পার্শ্বতীভ্যস্তা চরন্তীষ্মদধাত ।
 এহি মাং পার্শ্বতি তন্তে ভবদ্বিরহপীড়িতম্ । ১০৮
 প্রহরিত্যেব মাং কামঃ পূর্ববৈবরননুশ্রবন্ ।
 যম তত্র প্রতীকারং কুরু সম্প্রতি বহ্নতে । ১০৯
 ইত্যুক্তা বিমুখীং সন্তীং সাবিত্রীং বৃষভধ্বজঃ ।
 স্তম্ভে হন্তেন সম্পর্শ সা চুকোশ ভক্তো ভূশম্ । ১১০
 অথ সা সন্মুখী কৃত্ব সাবিত্র্যতিপতিব্রতা ।
 ইসমাহ মহাদেবঃ গর্হয়ন্তী বৃষভধ্বজম্ । ১১১
 কিং স্বং পতপতে মূৰ্খ মানুষঃ প্রাকৃতো যথা ।
 নিরস্তা কলহৈস্তীর্ণ্যামনুনেভুমিহাইসি । ১১২
 বিমূঢ়চেহনঃ কাঠৈর্ন সংশ্লোমি পরশ্চিকম্ ।
 অসংলভ্যানি সম্প্রক্টুং হাদৃশীং যুজ্যতে তব । ১১৩
 কিনহং পার্শ্বতী মূঢ় যেন মংস্তকদেশতঃ ।
 হস্তং মদাস্তবিক্কায়া সাবিত্রীং বিদ্ধি মাং সতীম্ । ১১৪
 যস্যামানুষবদ্যং ত্বমনুজানাসি বর্বরম্ ।
 ভগ্নাশ্বং মানুসীযোক্তাং সুরতং সংবিহাশ্বসি । ১১৫

কোন সময়ে উমাকান্ত, সর্বগুণ-সম্পন্ন। রূপলাবণ্যে ভগবন্তীর তুল্য। সাবিত্রীকে হিমালয় শ্রেণে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া আশা-মুগ্ধ প্রাকৃত মনুষ্যের শাস্ত-শব্দ-শব্দে অর্জরিত হইলেন । ১০৬

তখন পার্শ্বতী-ভ্রমে সাবিত্রীর পক্ষাৎ পক্ষাৎ গমন করিতে করিতে বলিলেন, হে তন্তে পার্শ্বতি ! আমার নিকট এস, আমি তোহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, আর কন্দর্প, পূর্ববৈবর-নির্যাতনাভিপ্রায়ে আমাকে বড়ই ক্রেশ দিতেছে ; হে প্রিয়ে ! একগে তুমি আমার বিপদের প্রতীকার বিধান কর । ১০৮-১০৯

এত অনুর বিনয়ের পরও যখন দেখিলেন, সাবিত্রী—তাহাকে পক্ষাৎ করিয়াই চলিয়া যান, তখন তিনি তাহার স্তম্ভে এক হস্ত প্রদান করিলেন । ১১০

ভদনন্তর সাবিত্রী ক্রোধপূর্বক তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি পতিব্রতা সাবিত্রী । ১১১

হে পতপতে ! তুমি মূৰ্খ প্রাকৃত মনুষ্যের মত কেন আমার প্রতি অসম্ভাবহার করিতেছ ? অগ্রে ভার্যাকে তিরস্কারপূর্বক তাড়াইয়া এখন অনুর করিতেছ ? ১১২

আর কেনই বা কামের বশবর্তী হইয়া পরত্নী প্রার্থনা করিতেছ ? ওরূপ তোষামোদ না করিয়াই আমার শাস্ত শ্রীমোক্ষের সহিত তোমার কথাবার্তা বলা উচিত । ১১৩

মূঢ় ! আমি কি পার্শ্বতী, যে বিশেষ না জানিয়াই আমার গায়ে হস্তক্ষেপ করিলে ! তুমি আমাকে জান - আমি পতিব্রতা সাবিত্রী । হে অদূর-দর্শিন্ !

১। যস্যামানুষবদ্যন্ মানুজানীত্যাম্ হয় ।

গৌরীমতে নাককান্তমুখ্যম্ভাজ সমীহসে ।
 তস্মৈভ্যং কলিতং ভৰ্গং দচ্ছ মাং ত্বং পরিত্যজ ।
 ইত্যুক্তা সা গতা দেবী স্বযাম্রমপদং সতী ॥ ১১৬
 লজ্জাবিশ্ময়সংবৃত্তো হরোহিপায়্যো নিজাম্পদম্ ।
 অতোহহং মানুষীষোনৌ সুরভং শঙ্করোহকরোহ ॥ ১১৭
 তস্মাদ্ভিঃসংশয়ং রাজস্মিমাং ভাবাবতীং সতীম্ ।
 দয়য় তনয়াবেতো ভৰ্গসা প্রতিপালয় ॥ ১১৮

ঔৰ্ব উবাচ—

ভূতঃ স রাজা ক্রটীক্ৰ নারদস্ত যুখান্তদা ।
 আশ্বনঃ শঙ্করপত্নং গৌরী ভাবাবতীতি চ ।
 মনুষ্যযোলাবুৎপন্নাবুমাবুতকেতনো ॥ ১১৯
 ক্রত্বাতিহৰ্ষিতো রাজা বিস্মিতো নারদং পুনঃ ।
 পপ্রচ্ছ মুনিশার্কদ্বলং বিজ্ঞাতুমিতি চাশ্বনঃ ॥ ১২০
 শঙ্করভৃক্শ গৌরীভৃক্শ ভাবাবত্যাং সমকৃতঃ ।
 যথাহং তং ন পশ্যামি তং মাং জাপয় নিশ্চিতম্ ॥ ১২১

নারদ উবাচ—

অক্রে ভাবাবতীং কৃত্বা অক্ষিপৌ ত্বং নিমীলয় ।
 কখনং ভাবাবতী চাপি নিমীলয়তু চক্ষুষী ॥ ১২২

তুমি যেহেতু আমাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিলে, অতএব তুমি মানুষ ঘোনিতে
 সুরভক্রীড়াসক্ত হইবে । ১১৬-১১৮

হে শঙ্কো । যেহেতু তুমি পরম্পর-সংসর্গ-বিমুক্ত হইয়াও অক্রে গৌরী বিরহে
 অক্রে স্ত্রীকে অভিলাষ করিতেছ, সেই অভিলাষেরই এই ফল জানিবে । এক্ষণে
 তুমি স্বস্থানে গমন ও আমাকে পরিত্যাগ কর । তখন পতিব্রতা দেবী সাবিত্রী,
 শঙ্করকে এই সকল কথা বলিয়া নিজের আশ্রমে গমন করিলেন । ১১৬

মহাদেবও লজ্জাবিশ্ময়মুক্ত হইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন । হে রাজন্ !
 এই সকল কারণেই মহাদেব মানুষীতে উপগত হইয়াছেন । ১১৭

অতএব আপনি, পতিব্রতা ভাবাবতীর প্রতি সন্দেহ করিবেন না । আর
 মহাদেবের এই দুইটি পুত্রকে অপত্য-নির্বিশেষে পালন করুন । ১১৮

ঔৰ্ব কহিলেন,—অনন্তর রাজা, নারদমুনি হইতে আশনার শিবস্ত ও ভাবা-
 বতীর ভগবতীক্ৰ অবশ্য করিয়া জানিতে পারিলেন, মনুষ্য-ঘোনিতেই মহাদেব
 ও ভগবতী উপগত হইয়াছেন । ১১৯

এই সকল কথা শ্রবণের পর রাজা বিস্মিত হইয়া পুনর্বার নারদকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন । ১২০

হে মুনিবর । আমি নিজের শিবস্ত ও দেবী ভাবাবতীর ভগবতীক্ৰ কিরূপে
 জানিতে ও সমক্ষে দেখিতে পাই, তাহা আমাকে সম্যাকরূপে বলিয়া দিন ।
 ১২১

নারদ কহিলেন ; তুমি ভাবাবতীকে সঙ্গে করিয়া নেত্রময় নিমীলন করিয়া
 থাক এবং ভাবাবতীও কখনকালের নিমিত্ত চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করুন । ১২২

নিমিলা পশ্চাত্তোজ্জেষ্ণ উন্মীলয় ততো'কৃতম্ ।
 তন্তস্তে শাস্তবৎ জ্ঞানং কৃপতাপি ভবিষ্যতি ॥ ১২০
 ইত্যুক্তো নারদেনাথ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ।
 বামেণ পাবিনা ধৃত্বা দেবীং তারাবতীং সতীম্ ॥
 চক্ষুযৌ চ তস্মৈ সাক্ষং নিমীলোন্মীল্য তৎক্ষণাৎ ॥ ১২৪
 তন্নিমীলনকালে তু তস্মাদ্ভুজ্জঙ্ঘরূপতী ।
 গৌরীকৃপাস্তবদেবী ততস্তারাবতী সতী ।
 অহং শঙ্করহং গৌরীতি বিজ্ঞানং তস্মৈবভূৎ ॥ ১২৫
 ততঃ প্রোবাচ তং শঙ্কর নারদঃ প্রহসন্নিব ।
 শঙ্কুঃ সাক্ষাস্তবান্ গৌরী দেবী তারাবতী স্বয়ম্ ।
 প্রত্যক্ষং তে মহাতাপ সম্প্রত্যক্ষানম্যস্বনা ॥ ১২৬
 ততো রাজা ভবভেবমিত্যুক্তাধ স্বকাং তনুম্ ।
 ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানাং দশভির্দাহুতিবৃত্তম্ ॥ ১২৭
 ত্রিশূলখট্ভাঙ্গবরাং নভ্যা দিম্বতহস্তকান্ ।
 বৃষভোপরি সংস্থান্ত কটাজুটবহুমিহাম্ ॥ ১২৮
 তারাক্ষ বিদ্রাঙ্গৌরাঙ্গীং পদহস্তাং শুভাননাম্ ।
 বীক্ষ্য সম্প্রত্যক্ষং প্রাপ জ্ঞানেনাপি ভগবানি ॥ ১২৯
 ততস্ত নারদঃ প্রাহ শৃণু রাজন্ বচো যম ।
 যুষোনা বৈষ্ণবী মাতা যুনাং পূর্ব্বমমোহয়ৎ ॥ ১৩০
 তেন তেন শরীরেণ শঙ্কুতং দেক্ষিতং ধরা ।
 অধুন দর্শিতা তেহং শঙ্কুনা শঙ্কুরূপতী ॥ ১৩১

মুদ্রিত করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার উন্মীলিত করিবে, হে মহারাজ । এইরূপ করিলেই তোমার শৈব জ্ঞান ও কৃপা হইবে । ১২০

মহারাজ চন্দ্রশেখর নারদকর্তৃক এইরূপ উপদেষ্ট হইলে, তখন তিনি, বাম হস্তের দ্বারা তারাবতীকে ধরিয়া স্বয়ং চক্ষু দুইটি তারাবতীর সহিত মুদ্রিত করিয়াই উন্মীলিত করিলেন । ১২৪

নেত্র নিমীলনকালে তাঁহাদিগের শিবত্ব ও ভগবতীত্ব এতাদৃশ জ্ঞান হওয়ায় 'আমি শঙ্কু', 'আমি ভগবতী' এইরূপ উভয়ের জ্ঞান হইয়াছিল । ১২৫

অনন্তর নারদ, হাসিতে হাসিতে তখন সেই শঙ্কুকে বলিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ মহাদেব ও দেবী তারাবতী সাক্ষাৎ ভগবতী ; হে মহাতাপ । এখন সমক্ষে আপনাতে আপনারা প্রত্যক্ষ করুন । ১২৬

তখন রাজা 'তথাস্ত' এইরূপ বলিয়া দীর্ঘ শরীর ব্যাঘ্রচর্ম্মাদিত, দশহস্ত, হস্তগুলিতে আবার ত্রিশূল খট্ভাঙ্গ শক্তি প্রভৃতি রহিয়াছে—হৃবাদীন,—কটাজুটশোভী দেখিয়া তারাবতীকেও সুন্দরমুখী পদাহস্তা বিদ্রাং-সমূহ গৌরাক্ষী দেখিলেন । পরে জ্ঞানবলে সমস্ত বিষয় আপনাতে বিশ্বাস করিলেন । ১২৭-১২৯

পুনর্ব্বার নারদ কহিলেন, হে রাজন্ ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, পূর্ব্বক বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্যযোনিতে মুক্ত করিয়াছিলেন । ১৩০

সেই হেতু মনুষ্য-শরীরের দ্বারা আপনি আপনার শিবত্ব জানিতে পারেন নাই ; সম্প্রতি শঙ্কুই তোমাকে তোমার শঙ্কুরূপত্ব দেখাইলেন । ১৩১

নিম্নোক্ত নমুনায় পুনঃ সাহি মর্ত্যতাম্ ।
আমাদ্য মানুষ্য ভাবমাদেশ্যন্তঃ স্থিতো ভব ।
তথা ভারাবতী দেবী ত্বং ভবতু মানুষী ॥ ১০২

ঔর্য উবাচ—

আম্নো দেবরূপং জাহ্না দৃষ্ট্বা চক্ষুবা ।
জাতসম্প্রত্যয়ে রাজা ক্রমীলয়ত লোচনে ॥ ১০৩
ততস্তারাবতী দেবী ক্রমীলয়ত চক্ষুযী ।
পুনস্তৌ মানবৌ জাতৌ মহিষী নৃপতিস্থথা ॥ ১০৪
উন্মীল্য তৌ তু নেত্র্যণি মানুষ্যং তদাশ্রমোঃ ।
দৃষ্ট্বা আবাহ তথা মর্ত্যাবিতি জ্ঞানমুত্তমোঃ ॥ ১০৫
ততো বিমোহিতৌ তু দম্পতী বিষ্ণুমায়া ।
অহং রাজা চ মহিষী অহমিত্যভবমুত্তিঃ ॥ ১০৬
তস্মাৎ স্মৃতৌ তু জাহ্নাকং দেবাংশাবিতি তস্মতী ।
আবাহ স্থিতা কলা মূর্ত্তি অভূতাং জাতচিহ্নতৌ ॥ ১০৭
ততঃ স রাজা ক্রমদন্তং মূনিং নারদং যুদা ।
সত্যমেতদ্বস্থা প্রোক্তং কল্পিয়ে বচনং তব ॥ ১০৮
পালয়িত্ব শত্ৰুপুত্রৌ সত্যলজ্জা সতৈব হি ।
কিন্তুতৌ মূনিশার্দুল ত্বং সংস্করু যথাবিধি ॥ ১০৯

ঔর্য উবাচ—

ততস্তয়োর্ম্মণ্য চক্রে নারদো বচনাম্ ।
জ্যেষ্ঠৌ ভৈরবনামাভূক্যৌরীপুত্রৌ ভয়ঙ্করঃ ॥ ১১০

এখন তুমি আবার নেত্রস্থ নিম্নোক্ত নমুনায় মনুষ্য জাত কর ; যাবৎকাল
তোমার দেহ থাকিবে, তাবৎকাল মনুষ্য-ভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ কর ; এবং
দেবী ভারাবতীও অবিলম্বে মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করুন । ১০২

ঔর্য কহিলেন,—রাজা চন্দ্রশেখর আপনার দেবরূপ জ্ঞানিয়া ও স্বচক্রে
দেখিয়া যখন নিঃসন্দেহ হইলেন, তখন দেবী ভারাবতীর সহিত নেত্র উন্মীলিত
করিলেন । ১০৩

উন্মীলন করিবামাত্র, বিষ্ণুমায়াবলে মোহিত হইয়া আপনাদিগের মনুষ্যত্ব
বোধ করিলেন এবং তখন উভয়ে নেত্র উন্মীলন করিয়া আপনাদিগের মনুষ্যত্ব
দেখিয়া ‘আমরা মনুষ্য’ এইরূপ জানিতে পারিলেন । ১০৪-১০৫

তৎপরেই তাহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া আমি রাজা, ইনি মহিষী—
এরূপও বোধ করিলেন । ১০৬

তাহার পরেই দেবাংশে পুত্রদ্বয় জন্মিয়াছে—এ মতি হইল । যেহেতু
জাতকরয়ের মস্তকে চিহ্ন রহিয়াছে । ১০৭

তখন রাজা আনন্দিত হইয়া নারদ মুনিকে কহিলেন,—আপনার বাক্য
আমি সফল করিব, নিধিসদৃশ মহাদেবের সূতদ্বয়কে সর্বদা পালন করিব ;
কিন্তু হে মুনিপুত্র ! আপনি এই দুইটি পুত্রের যথাবিধি সংস্কার করুন ।
১০৮-১০৯

ঔর্য কহিলেন,—হে নৃপ ! তাহার পর নারদ ঋষি, রাজার আজ্ঞানুসারে

বেতালসদৃশঃ কৃষ্ণো বেতালেহিভূতশাণবঃ ।
 ইতি চক্রে ভয়োর্নাম দেবর্ষির্ভ্রুকণঃ সূতঃ ॥ ১৪১
 অশ্রুৎ সর্বান্ সংস্কারান্নারদো মুনিসত্তমঃ ।
 চক্ষুর ক্রমশো বাক্যচল্লশেখরভূতঃ ॥ ১৪২
 এবং সর্বান্ সংশয়াংস্তু সন্নিহু মুনিসত্তমঃ ।
 সংস্কৃত্য ভূগতনরো বিমুক্তেনৈন ভূতঃ ।
 যথাবাক্যমার্গেণ নাকপুষ্ঠং স নারদঃ ॥ ১৪৩
 নারদে ভূ গতে রাজা মুদিতশ্চল্লশেখরঃ ।
 তারাবত্যা সমং রেমে করবীরাজ্যে পুরে ॥ ১৪৪
 শঙ্কোরংশেহহমিত্যেব গোষ্ঠ্যাস্তারাবতীতি চ ।
 জ্যোতঃকল্পদা রাজা শশাস সূচিরং কিতিম্ ॥ ১৪৫
 তনয়ো চ হরশাখ তদা বেতালভৈরবো ।
 বহুধাতে মহাশ্বানো শরচ্ছল্লাবিবোধতো ॥ ১৪৬
 চল্লশেখরভূপত্য তারাবত্যাং নৃপোত্তমঃ ।
 জয়ঃ পুত্রা মহাবীর্যা রূপসম্পদ-সমম্বিতাঃ ।
 জ্যেষ্ঠস্ত্রয়োপরিচরো দমনোহলর্ক এব চ ॥ ১৪৭
 বেতালভৈরবাদ্যাশ্চ কাম্যাস্তেহভবংস্ত্রয়ঃ ।
 এবমেতে জয়ঃ পুত্রাশ্চল্লশেখরভূতঃ ॥ ১৪৮

সেই দুইটি পুত্রের নামকরণ সংস্কার করিলেন। বল-প্রদীপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রটির নাম 'ভৈরব' হইল এবং বেতাল-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম রাখিলেন 'বেতাল'। ১৪০-১৪১

ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ, দুইজনের নামকরণ যেক্রম করিলেন, সেইক্রম রাজা চল্লশেখরের বচনানুসারে ক্রমশঃ অশ্রুত সংস্কার সকলও করিলেন। ১৪২

দেবর্ষি নারদ, এইক্রমে চল্লশেখরের সকল সংস্কার ছেদন করিয়া এবং পুত্র-দ্বয়ের কন্তকগুলি সংস্কারও যথাশাস্ত্র সম্পাদন করিয়া রাজা কর্তৃক অভিলষিত স্থলে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। তৎপরেই নারদ, আকাশমার্গে তারা স্বর্গে গমন করিলেন। ১৪৩

নারদ স্বর্গে গমন করিলে পর, রাজা চল্লশেখর করবীরপুরে তারাবতীকু সন্নিহিত আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন। ১৪৪

আমি শঙ্করের অংশ, তারাবতী গোত্রীর অংশ যখন রাজার এইরূপ জ্ঞান হইল, তখন তিনি শ্রদ্ধা সহকারে দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ১৪৫

এই সময়, হরের সেই মহাশ্বা পুত্রদ্বয়ও উদিত নরচ্ছল্লের কায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ১৪৬

হে নরোত্তম। ইহা ভিন্ন তারাবতীর গর্ভসমুত রাজা চল্লশেখরের মহাবল পরাক্রান্ত পরম রূপকান্ তিনজী ঔরস পুত্র; তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন, কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। ১৪৭

ইহারা বেতাল ও ভৈরব হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। চল্লশেখরের এই তিনটি ঔরস পুত্র, আর এদিকে বেতাল ও ভৈরব, মহাদেবের সন্তোজাত দুইটি

বেতালভৈরবৌ চাপি সন্দোক্তান্তৌ হস্তায়জৌ ।

সমানভোগা বহুশ্চন্দ্রশেখরভূতঃ ।

পালিতান্ত সত্যার্থেণ সমানাননবাকনাঃ ॥ ১৪৯

ইতি পঞ্চমুতা মহাবলাঃ

পঞ্চভূতসদৃশাঃ কৃতা বিধেঃ ।

বহুধিরে প্রথমং সকলং জগৎ

সমভীত্য যুগা বলদর্শিতাঃ ॥ ১৫০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চাশোহিধ্যায়ঃ । ৫০

একপঞ্চাশোহিধ্যায়ঃ

ঔর্ব উবাচ —

অথ কালক্রমেণৈব প্রবৃদ্ধান্তে মহাবলাঃ ।

শক্তাঙ্কজ্ঞানকুশলাঃ শাস্ত্রার্থপরিমিষ্টিতাঃ ॥ ১

সম্প্রাপ্তযৌবনা দীপ্তা হর্কর্ষাঃ পরিপস্থিতিঃ ।

ধর্ম্মার্থজ্ঞানকুশলা জ্ঞানপ্য়াঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২

সদা সহচরৌ তত্র শ্রীক্যাং বেতালভৈরবৌ ।

অলর্কৌ দমনৈশ্চর তথোপরিচরস্তয়ঃ ।

সদা সহচর্য নিত্যং ভ্রাতৃবৃন্দাশ্রমশ্রবণাঃ ॥ ৩

ত্রিধাঋজেষু বৃপতেঃ সন্দোপরিচরাদিশু ।

দমহুমধিকং নিত্যং প্রীতিস্বৈহৌ তদধারিকৌ ॥ ৪

সন্তান । সর্বসম্মত এই পাঁচটি পুত্র সমানভাবে বাড়িতে লাগিল এবং রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই ইহাদিগকে ভুল্য ভোজনাদি দ্বারা পালন করিতে লাগিলেন ।

১৪৮-১৪৯

বিষাক্ষর পঞ্চভূত-সদৃশ অশেষ শক্তি-সম্পন্ন এই পাঁচটি পুত্র, কালক্রমে সমুন্নত হইয়া স্বীয় ঔদার্য্য ও দর্পে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন । ১৫০

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০

একপঞ্চাশ অধ্যায়

বেতাল ভৈরবের গণাধ্যক্ষতা

ঔর্ব কহিলেন,—অতঃপর কালক্রমে ইহারা বলশালী, দীর্ঘকায়, সমুন্নত, সর্ব-শাস্ত্রকুশল, অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ, প্রাপ্তযৌবন, সুলবকাণ্ঠি, শক্তদিগের হর্কর্ষ, বেধপারক হইয়া উঠিলেন । ১-২

প্রীতিনিবন্ধন বেতাল ও ভৈরব নিত্যসহচর হইলেন, উপরিচর, অলর্ক ও দমন এই তিনটি ভ্রাতাও । ইহারা সর্বদাই পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিতেন,—কেহ কাহার সহ বাড়িতেন না । ৩

ବେତାଳେ ଡେରବେ ଚାପି ଚକ୍ରମେଧରହୃତଃ ।
 ନାକ୍ଷାତ୍ର ତାମ୍ରଣୀ ଶ୍ରୀତିର୍ଯ୍ୟାମ୍ରଣୀ ଦେବୁ କାୟତେ ॥ ୫
 ନ ତୋ ହୃଦ୍ୱା ନୃପତିଃ କମାଚିକ୍ରମେଧରଃ ।
 ଅତ୍ୟାହ୍ଲାପିତେଽକ୍ରମେଧ ପୁତ୍ରବୃଦ୍ଧ୍ୟାତେଽଧବା ॥ ୬
 ତୋ ବୀରୋ ବର୍ମାହୁଶଲୋ ଯହାବଳମବାକ୍ରମୋ ।
 ତ୍ରୈଲୋକାବିକାରେ ନକୋ ମହାତ୍ରାତ୍ରାୟମାବଗମୋ ॥ ୭
 ତାତ୍ୟାଂ ବିଭେଦି ଚ ନୃପଃ ତମା କିଂବା କରାଧ୍ୟାତଃ ।
 ବେତାଳଡେରବାଦେତୋ ଯାଂ ମୃତ୍ୟୁରାଜ୍ୟାୟେବ ବା ॥ ୮
 ଇତି ଚିନ୍ତାପରୋ ରାଜା ନିତ୍ୟାୟେବ ନିରୀକତେ ।
 ଏଗତାବପି ଡଂପୁତ୍ରୋ ମହ୍ୟଗ୍ ବେତାଳଡେରବୋ ॥ ୯
 ଅଧୋପରିଚରଂ ହାଜା ଯୌବରାଜେଽଭ୍ୟାସେଚହ୍ୱଂ ।
 ଜ୍ୟାହାଂସମୌରସଂ ପୁତ୍ରଂ ସର୍ବରାଜଶୈଳୟୁତୟୁ ॥ ୧୦
 ବଃ ମହାଂ ସର୍ବକୃପାଲାନୁ ଯୋଜ୍ୟାଂସହତି ନୀତିତିଃ ।
 ହାଜ୍ୟୋପରିଚରୋ ନାୟ ସର୍ବକାହ୍ନାଂ ମାନବଃ ॥ ୧୧
 ଯମନାୟ ମଦୋ ଦାହଂ ଉଦ୍ୟାଳକାର ହୃଦିହ୍ୱଂ ।
 ଶ୍ରୁତୁଃସନରହ୍ନାନି ଉଦ୍ୟାଳନରହ୍ନାନୁ ବହୁନ୍ ॥ ୧୨
 ତାବନ୍ତୁ ନ ମଦୋ ତାତ୍ୟାଂ ଦାହଦିହ୍ନାନି ତାଗମଃ ।
 ବେତାଳଡେରବାତ୍ୟାଂ ତୁ ଉତତତୋ ଯନ୍ୟାବିଶଂ ॥ ୧୩
 ଯନ୍ୟାଭିଶରୀତୋ ତୋ ବିଚରତାବିତତତଃ ।
 ନ ତୋମୟୀକତାଂ ବୀରୋ ଉପସେ ଚ କୃତୋନ୍ତୟୋ ।
 ଅନୁତତାର୍ଯ୍ୟୋ ମତତଂ ନିର୍ଜ୍ଜନେ ବସତଃ ମଦା ॥ ୧୪

ରାଜା, ଉପରିଚର ଶ୍ରୁତି ତିନିଟି ମୃତ୍ୟୁର ଶ୍ରୁତି ସର୍ବଦାହି ସ୍ନେହ, ଯମହ ଓ ଶ୍ରୀତି
 ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ୫

ରାଜାର ସ୍ନେହ, ଇହାଦିଗେର ଶ୍ରୁତି ବେରୁପ, ବେତାଳ ଓ ଡେରବେର ଶ୍ରୁତି ତାମ୍ରଣ
 କିହୁହି ହୃଦ୍ୱା ନା ଏବଂ ହାଜା, ଏହି ଦୁଇ ଜନକେ ଦେଖିବା କଥନ ପୁତ୍ରଜାନେ ଆନନ୍ଦିତଓ
 ହୁଇତେନ ନା । ୫-୬

କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜନଓ କାଳକ୍ରମେ ତ୍ରିଲୋକ-ଜୟୀ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର-ବିଧାରକ, ଅତ୍ର ଓ
 ଯନ୍ବିକ୍ତାର ମାୟାମୟୀ, ଯହାବଳବାନ୍ ହୁଇବା ଉଠିଲେନ । ୭

ମୃତ୍ୟୁର ଇହାଦିଗେର ଦାହା କଥନ କି ଘଟିବେ, ଏହି ଭାବିହାହି ହାଜା ବେତାଳ ଓ
 ଡେରବେର ନିକଟ ଡାକ ହୁଇଲେନ । ଆଉ ଇହାଦିଗେର ହାଜା ଆମାର ବା ଆମାର
 ପୁତ୍ରାଦିଗେର ଅଥବା ହାଜାର କଥନ କି ଅନିଷ୍ଟ ହୁଇତେ ପାରେ, ଏହିରୂପ ଚିନ୍ତାହୁତ
 ହୁଇଲେନ । ରାଜା, ବେତାଳ ଓ ଡେରବକେ ନୟ-ବଦାବ ଓ ବନ୍ଧିଷ୍ଟ ଦେଖିଷାଓ ଅତି
 ସାବଧାନେ ରହିଲେନ । ୮-୧୦

ତାରମର ମରମ ରୂପବାନ୍ ଓ ରାଜାମକ୍ୟାତ୍ରାତ୍ତ ଲେଖପୁତ୍ର ଉପରିଚରକେହି ଯୌବ-
 ହାଜ୍ୟୋ ଅଭିସିଦ୍ଧ କରିଲେନ । ୧୧

ସୁବରାଜ ଉପରିଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିତେ, ସକଳ ହାଜାକେ ଅନୁଷ୍ଠ କରଲେନ । ୧୨

ରାଜା, ଯମନ ଓ ଅଳକକେଓ ଧନାଦି ପ୍ରଦାନ କରଲେନ, ଅଧିକ ହାଜାକୋସେ
 ଅପରିମିତ ଯହ୍ନ ହିଲ । ୧୩

ଯତ୍ତ ଚହ୍ନାଦି ସିଂହାସନ ଶ୍ରୁତି ଏବଂ ବ୍ରଥ ସକଳ ହିଲ, ସେଓଜିର ତାମ-କ୍ରମେ
 ତିନି ବେତାଳ ଡେରବକେ କିହୁଯାତ୍ର ଦିଲେନ ନା । ୧୪

তথাভূতৌ তদা পুত্রৌ দেবৌ বেতালভৈরবৌ ।
 সুব্রুবে চিত্তরাজ্ঞাতা দেবী তারাবতী তদা ।
 নাকোপরিচরাস্তীতা পত্ন্যন্ত চন্দ্রশেখরাং ।
 নোবাচ কিং কিং সুদতী চন্দ্রং ভৌ বোধয়ত্যপি ॥ ১৬
 এতদ্ব্যগত্বরে বিদ্বান্ কাপোতো মুনিসত্তমঃ ।
 চিত্রাকদাসসঙ্গভোগী সন্তুষ্টঃ সুরতোঃসর্বৈঃ ।
 চিত্রাকদাং পরিত্যজ্য সম্পূজ্যং সহচারিণীম্ ।
 ইযেব গচ্ছং স প্রোচে তদা চিত্রাকদাং বচঃ ॥ ১৭

মুনিকবাচ—

চিত্রাকদে তপস্তপ্তং গমিষ্ঠামি তপোবনম্ ।
 কিং তে প্রিয়ং কত্রোমীহ তং যে বদ মনোহরে ॥ ১৮

চিত্রাকদোবাচ—

তুঙ্গকৃষ্ণ সুবর্ণাশ্চ তনয়ৌ তব পুত্রত ।
 এতথোত্ত্বং মুনিস্ত্রেষ্ঠ প্রিয়ং কুরু যথোচিতম্ ॥ ১৯
 মাঞ্চাপি ভগিনীগৃহে সংস্থাপ্য দ্বিজসম্ভর ।
 তদা তপোবনং গচ্ছ যদি তে রোচেভৈরব ॥ ২০
 ইতি ক্ষত্বা বচস্ততাঃ কপোতো মুনিসত্তমঃ ।
 হিরণ্যার্থং মহালোচ্য কুবেরসদনং যযৌ ॥ ২১
 প্রার্বয়িত্বা কুবেরস্ত সুবর্ণানাং শতানি যত্ ।
 নিষ্কাণাস্ত সহস্রানি স মেভে মুনিসত্তমঃ ॥ ২২

তখন ইহার! নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল ।
 আবার কখনও ভোগ-বঞ্চিত অকৃত-পরিণয় এই বীরস্বর নির্জনে বসিয়া তপ-
 শ্রমণে মনোভিনিবেশ করিল । ১৫

তখন দেবী তারাবতী, বেতাল ভৈরবকে এইরূপ দুর্গতিগ্ৰস্ত দেখিলেন, তখন
 তিনি চিন্তাযুক্ত হইলেন । সুবরাজ উপরিচর ও পতি চন্দ্রশেখরের নিকট গীতা
 হইয়া পুত্রস্বয়ের নির্জনবাস বিদিত হইয়াও তাঁহাদিগের দুইজনকে কিছুই বলেন
 নাই । ১৬

ইত্যবসরে সুরতকীড়ানুরাগী ভ্রীমঙ্গপ্রিয় যোগবলপ্রদীপ্ত কাপোত মুনি,
 সহচারিণী পুত্রবতী চিত্রাকদাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্তা করিতে হাইবার
 নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন এবং চিত্রাকদাকে কহিলেন । ১৭

প্রিয়ে চিত্রাকদে ! আমি তপস্তা করিবার নিমিত্ত তপোবনে গমন করিব ।
 হে সুন্দরি ! তোমার কি প্রিয়কার্য্য এই সময় করিব, তাহা আমাকে বল । ১৮

তখন চিত্রাকদা কহিতে লাগিলেন, হে তপস্বিন্ ! আপনার তুঙ্গকৃষ্ণ ও
 সুবর্ণ নামে যে দুইটি পুত্র হইয়াছে, হে মুনিসত্তম ! আপনি এই দুই জনের
 যথোচিত প্রিয়কার্য্য করুন । ১৯

হে পুত্ৰসময় দ্বিজোত্তম ! আমাকেও আমার ভগিনীগৃহে রাখিয়া, যদি
 আপনার অভিকৃষ্টি হয়, তবে আপনি তপোবনে গমন করুন । ২০

কাপোত যবি চিত্রাকদার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন অর্থ-সংগ্রহের
 নিমিত্ত অনুসন্ধানপূর্বক কুবেরভবনে গমন করিলেন । ২১

শত্ৰুং ভাৰ্য্যংচ ব্ৰতানামানীৰ চ সবীৰধৈঃ ।
 পূজাভ্যং প্রদদৌ বিপ্রো ভাৰ্য্যাতৈ চ বিশেষতঃ ॥
 তন্তস্তাং সহপূজাভ্যং তৈর্জনৈরপি কুৰিতিঃ ।
 চিত্ৰাঙ্গদামতেনাথ পূজয়োরপি নৃপতে ॥ ২৩
 সুবৰ্চসং তুঙ্গুৰুণ তথা চিত্ৰাঙ্গদামপি ।
 আশ্রিত্য মুনিশাৰ্দ্ধিলঃ কববীরপুৰং যযৌ ॥ ২৪
 তত্র গচ্ছা স কাপোত্তো রাজানং চন্দ্রশেখরম্ ।
 রাজোপরিচরং চৈব স্বাক্ষমেতদ্বাচ হ ॥ ২৫
 ইহং ককুৎস্থজা ত্বপ তটৈব বিদিতা পুৰা ।
 সদ্যজাতৌ তথৈবাস্থ্যামেতৌ যে জনয়ো শুচী ।
 এতিবিতৈঃ সৰং পুত্রৌ যমং প্রতিপালয় ।
 রাজোপরিচরস্তাপি পালয়ত্বিহ যে সূতৌ ॥ ২৬
 অপুত্রস্য নৃপঃ পুত্রো নির্ধনস্য ধনং নৃপঃ ।
 অযাভূৰ্জননী রাজা হতাত্ম্য পিতা নৃপঃ ॥ ২৭
 অনাথস্ত নৃপো নারথো হতৰ্ত্ত্বঃ শাশ্বিবঃ পতিঃ ।
 অভূত্যস্ত নৃপো ভূতো নৃপ এব নৃপাং সখা ।
 সৰ্বদেবযযৌ রাজা তস্মাত্তামৰ্ষয়ে নৃপ ॥ ২৮

ঔৰ্ব্ব উবাচ—

ততঃ স রাজা তং প্রাহ মুনিমেবং দ্বিজোত্তমম্ ।
 করিষ্যে ত্বচ্চক্ষাৎ রাজোপরিচরশ্চ সঃ ॥ ২৯

কুবেরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ২২ শত সুবর্ণমুদ্রা ও হাথার নিষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন । ২২

ব্রাহ্মণ তখন চমরী-পুষ্ঠে করিয়া সুবর্ণের একশত ভাব আনিয়া পুত্রদ্বয়কে দিলেন এবং বিশেষ করিয়া ক্রীকে দিলেন । ২৩

মুনিবর,—সুবৰ্চ, তুঙ্গুৰু ও চিত্ৰাঙ্গদাকে আহ্বান করিয়া কববীরপুরে গমন করিলেন । ২৪

কাপোত্তমুনি তথার গমন করিয়া, রাজা চন্দ্রশেখর ও সুবরাজ উপরিচরকে এই কথা বলিলেন । ২৫

হে রাজন্ । চিত্ৰাঙ্গদা ককুৎস্থের কন্যা ইহা আপনি জ্ঞানেন, ইহীর গর্ভেই আমার এই সন্তোজাত দুইটি পুত্র হইয়াছে ; হে নৃপ । আপনি এই ধনরাশি-দ্বারা আমার এই পুত্র দুইটিকে সমান-দৃষ্টিতে পালন করুন এবং সুবরাজ উপরিচরও ইহাদিগকে রক্ষা করুন । ২৬

অপুত্রকের রাজাই পুত্র, নির্ধনের রাজাই ধন, শত্রুহীনের রাজাই শত্রু, শত্রুহীনের রাজাই পিতা । ২৭

অসহায়ের রাজাই সহায়, পতিহীনের রাজাই প্রভু, পরিষ্রের রাজাই সাহায্যকারী, মনুষ্যের রাজাই বন্ধু, রাজা সৰ্বদেবময় ; হে রাজন্ । এই নিমিত্তই আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম । ২৮

ঔৰ্ব্ব কহিলেন,—তখন জারা চন্দ্রশেখর, সেই দ্বিজবর মুনি-প্রধানকে কহিলেন, আমি ও আমার পুত্র সুবরাজ উপরিচর—আমরা উভয়েই আপনার আশ্রয় পালন করিব । ২৯

অথ চিত্রাঙ্গদাং রাজা জগ্ৰাহ মুনিসম্মতে ।
 সুতো চ তস্ত মধনৌ জ্যায়সে সুবরে দদৌ ।
 স চোপরিচরঃ প্রোদাত্ত্যাক্ষমর্জং সুবর্চসে ।
 তথৈব সচিবাব্যাক-বকরোত্ত্ব-বুকং তদা । ৩০
 কাপোতস্তাপি সুগ্রীতঃ পুজার্জং সমবেক্ষ্য চ ।
 অগামামিত্র্য নৃপতিং তপসে চ তপোবনম্ ॥ ৩১
 পথি গচ্ছন্ স কাপোতঃ শত্ৰুপুত্রৌ মনোহরৌ ।
 একাকিনৌ চরন্তৌ তু সূর্য্যাচন্দ্রমঙ্গাবিব । ৩২
 ভরোর্দর্শনং চ তদা বলনে বানরাবৃত্তী ।
 শৃণ্বা পূর্বকথাং হৃষ্টৌ চৌবপুজন্তপোবনঃ । ৩৩
 কো যুবাং দেবসমর্ভাতৌ চরন্তৌ বিজ্ঞানে পথি ।
 একাকিনৌ নরশ্রেষ্ঠৌ তস্য বদন্তমীরিতম্ ॥ ৩৪
 অথ তৌ প্রসিপত্যেনং সম্ভাষ্য চ সমস্তসম্ ।
 কাপোতাধাং মুনিশ্রেষ্ঠমুচতুঃ শঙ্করাখ্যজৌ ।
 চন্দ্রশেখরপুত্রৌ নৌ ভারাবভ্যাং শত্ৰুদুগতো ।
 বিদ্ধি ত্বং হুনিশর্দিদুল প্রণম্যাবঃ পদং তব ।
 অবজ্ঞাং বীক্ষ্য নৃপতেরাবয়োঃ সন্ততাং যুনে ।
 একাকিনৌ নির্জনেষু অহাবো মন্যুনা সমা ।
 কিমর্থমাখ্যজৌ পুত্রৌ প্রণতো মতন্তং নৃপঃ ।
 অবজ্ঞাং মহাতাপ দারমাত্মং ন সিংসতি ॥ ৩৫

এই কথা বলিয়া রাজা, মুনিমতানুসারে চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করিলেন এবং কাপোতের দুইটি পুত্র ও তাহার প্রদত্ত ধনাদি, নিজপুত্র উপরিচরের নিকট অর্পণ করিলেন । তখন সুবরাজ উপরিচর, রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সুবর্চকে প্রদান করিল । তদ্বাক্যে সচিবাব্যাক করিলেন । ৩০

অন্তঃপর কাপোত করি এসময় হইয়া পুত্রদ্বয়ের মুখাবলোকন ও মহারাজকে সম্ভাষণ করিয়া তপশ্চরণের নিষিদ্ধ তপোবন যাত্রা করিলেন । ৩১

পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, চন্দ্র-সূর্য্যের স্তায় প্রতিভা সম্পন্ন পরম রূপবান্ মহাদেবের দুইটি পুত্র সহস্রদৃশ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । ৩২

আরও দেখিলেন, তাহাদের মুখগুলি বানর-মুখের অনুরূপ । তখন তাপস-প্রধান কাপোতমুনি এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্বকথা সকল শ্রবণপূর্বক তাহাদিগের দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৩

দেবসদৃশ মনুষ্য-প্রধান হইয়া একাকী নির্জনে ভ্রমণ করিতেছ, তোমরা দুইজন কে ? তাহা আমাকে বল । ৩৪

অনন্তর শঙ্করের সেই দুইটি পুত্র যথাবিধি প্রণাম ও সম্ভাষণ করিয়া কাপোত মুনিকে কহিলেন ; হে মুনিসত্তম ! আমরা ভারাবভীর গর্ভ-সন্তৃত রাজা চন্দ্র-শেখরের পুত্র, আমরা আপনাকে প্রণাম করি । হে যুনে ! আমাদিগের প্রতি রাজার সর্বদা অবজ্ঞা দেখিয়া আমরা একাকী এই নির্জনদেশে মনের কষ্টে ভ্রমণ করিতেছি ; হে মহাতাপ ! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের বিশেষ বনোত্তম ঐরসপুত্র, তিনি কি নিষিদ্ধ অবজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে কিছু মাত্র ধন দিতে ইচ্ছা করিলেন না । ৩৫

তস্মাদান্যথাঃ উপস্তুত্বমিচ্ছাবো দ্বিজসত্তম ।
 উপদেশপ্রদানেন চানুগৃহ্যতি চেদ্ ভবা ॥ ৩৬
 ভক্তভ্যোর্বচঃ কৃত্বা শ্রবন্ত মুনিসত্তমঃ ।
 কৃত্তভব্যভবজ্ঞান-স্তাভ্যোঃ স্তাবিদং মুনিরব্রবীৎ ॥ ৩৭

মুনিস্ববাচ—

ন যুবাঃ তমগৌ তস্ম চন্দ্রশেখরভূপতেঃ ।
 তারাবভ্যাং সমুৎপন্নৌ ভবন্তৌ শঙ্করাশ্বজ্যে ॥ ৩৮
 সন্তো জাতৌ যদাবীৰ্য্যৌ বেতালভে চ সশ্রাতৌ ॥ ৩৯
 ভৃঙ্গিমহাকালসংজ্ঞৌ শাপাঙ্করনিমাগতৌ ।
 যুবরৌরজ তেনৈব ন দায়ং দিৎসতি প্রিয়ম্ ॥ ৪০
 গচ্ছতং শরণং তাত্ত শঙ্করং বৃষভধ্বজম্ ।
 স এব যুবরৌঃ সৰ্ব্বং করিষ্যতি মহেশ্বরঃ ॥ ৪১
 কিং বাভ্যাগ্রেণ ভগসা চিরকালফলেন বৈ ॥ ৪২
 ইত্থাস্ত্ৱাঃ মুনিসাংকুলঃ কল্যাণঃ পরমাত্মকঃ ।
 কৃত্তভব্যভবজ্ঞান-স্তাভ্যোঃ সৰ্ব্বমধোচিবান্ ॥ ৪৩
 যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ শপ্তাববনিমাগতৌ ।
 যথা হরশ্চ গৌরী চ পৃথিবীমাগতৌ নৃপ ॥ ৪৪
 তারাবভী যথা শপ্তা তেনৈব মুনিনা পুরা ।
 যথা তৌ চ সমুৎপন্নৌ তারাবভ্যদরে পুরা ॥ ৪৫

সেই কারণেই হে বিজ্ঞাতম । আমরা উপস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিতেছি ;
 অতএব আপনি যদি উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগের হই জনকে গ্রহণ
 করেন । ৩৬

তখন কাপোত মুনি বেতাল ও ভৈরবের স্বাক্ষা গ্রহণ করিয়া হস্তপূর্বক
 তাঁহাদিগকে কৃত্ত-ভবিষ্যৎ-কর্ত্তমানের ঘটনাগুলি কহিলেন । ৩৭

মুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোমরা রাজা চন্দ্রশেখরের ঔরসপুত্র নও ।
 শঙ্করের ঔরসে তারাবভীর গর্ভে তোমাদিগের জন্ম । ৩৮

ভৃঙ্গী ও মহাকালনামক শিবের দুইটি অনুচর অভিশাপগ্রস্ত হইয়া সর্বতত্ত্ব
 বীৰ্য্যবান্ সন্তোজাত তোমাদিগের দুইটির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসি-
 য়াছেন । ৩৯

এই কারণেই রাজা তোমাদিগকে প্রিয় ধনাদি বস্তু দিতে ইচ্ছা করেন
 নাই । ৪০

এক্ষণে অন্যান্য মহাদেবের নিকট গমন কর ও তাঁহাদের শরণাপন্ন হও ।
 সেই মহেশ্বরই তোমাদিগের বাসনা সফল করিবেন । ৪১

বহুদিনের পর যাহার কল হস্ত সে কঠোর উপস্থার প্রয়োজন কি ৪২

ত্রিকালজ্ঞ পরমার্থপরিত্যক্ত কাপোত মুনি এইরূপ আদেশ করিয়া তৎপরেই
 আবার যেক্রমে ভৃঙ্গী মহাকাল শাপাবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন
 এবং যেক্রমে হর-পার্বতী মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন । ৪৩-৪৪

ইতিপূর্বে যেক্রমেই বা তারাবভী আপনা কর্ত্তক অভিশপ্ত হইলেন ; আর
 তারাবভীর গর্ভেই বা যেক্রমে এই দুইটি বালক জন্মগ্রহণ করিল । ৪৫

যথা বা নারাদেনৈব সংশয়চ্ছেদনং নৃপে ।
 তৎ সৰ্বং কথয়ামাস শ্রুত্বাত্ম্যং পিরিশস্ত তু ॥ ৪৬
 শুক্ৰা তৌ মহাত্মানৌ তদা বেতাগভৈরবৌ ।
 মূল্য পরমহা মুস্তৌ বহুবহুনিদ্ভিতৌ ॥ ৪৭
 যোদপূর্ণৌ তদা কৃত্বা সিজ্ঞাবিব সুধারসৈঃ ।
 পুনঃ পপ্রচ্ছ কাপোতং বেতাগো ভৈরবোহপি চ ॥ ৪৮
 পিতাবয়োর্মহাদেব-ধৃত্বা সত্যমিত্তোরিতম্ ।
 সোহর্জুনৌয়ো যথাবাভ্যাং সিদ্ধয়ে মুনিসত্তম ॥ ৪৯
 আখ্যাত্যক যথারাত্যো যত্র বারাবিতো হরঃ ।
 প্রসাদমেষজ্ঞাত্যচিরাত্তমো বদ মহামতে ॥ ৫০
 যস্তাবনুগৃহীতৌ নৌ যস্তম্ভা মুনিসত্তম ।
 বিজ্ঞাপিতমিদং সৰ্বং হৃচ্ছল্যং চোক্তক নৌ ॥ ৫১
 পুনরাবাং দময় ত্বং কৃণামস্ব মুনীশ্বর ।
 প্রাপ্যাব্যো নচিরাদ্ ভগ্নং যথা বদ তথৈব নৌ ॥ ৫২

মুনিকুণ্ডল—

শুণ ত্বং কথয়ামাস যত্র চাব্যবিতো হরঃ ।
 নচিরাদেব ভবতোরাষ্ট্রাস্ততি সমকৃত্যম্ ॥ ৫৩
 নিত্যং যত্র মহাদেবো বসন্ ভবতি তুচ্ছম্ ।
 সুবাং ত্বং সম্প্রবক্ষ্যামি স্থানং শুভং প্রকাশিতম্ ॥ ৫৪

তাহার পর নারদ আসিয়াই বা যেকপে রাজ্য চক্রেপেধরের সংসার সকল
 অপনীত করিলেন, এই সকল কথা তাঁহাদিগকে কহিলেন । ৪৬

তখন সদাশিব বেতাগ ও ভৈরব এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যেন সুখান্তি-
 বিস্ত হইয়াছেন এইরূপভাবে পরম আনন্দিত হইলেন । বেতাগ ও ভৈরব
 এইরূপ প্রমুদিত হইয়া আবার কাপোত কথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৪৭-৪৮

হে মুনিসত্তম ! মহাদেব আমাদের পিতা, কেন না আপনি সত্য কথা
 কহিলেন ; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কিরূপভাবে তাঁহার পূজা করিতে হইবে ।
 ৪৯

তিনিই বা আমাদের কিরূপ আরাধ্য বস্তু ; আর তিনি যেক্রম স্থলে
 পূজিত হইলে শীঘ্র প্রসন্ন হইবেন,—হে মুনিসত্তম ! সেই সকল উপদেশ আমা-
 দিগকে দিউন । ৫০

হে যোগিস্বাম ! অতঃপর আপন্য কর্তৃত্ব একমুখ অমুগৃহীত হওয়ার আমরা যন্ত
 হইলাম । আপনি এই সকল নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া আমাদের হৃদয়-
 শল্য উদঘাটিত করিলেন । ৫১

হে মুনিসত্তম ! আপনি আবার আমাদের বলুন, যে উপায়ে আমরা
 যোগীশ্বর ত্রিশূরারিকে অচিরে পাইতে পারিব । ৫২

মুনি কহিলেন, যেক্রম স্থলে শঙ্কর পূজিত হইলে অচিরে তোমরা তাঁহার
 প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, তাহা তোমাদিগকে বলি শ্রবণ কর । ৫৩

মহাদেব যে স্থলে থাকিয়া নিত্য নিত্য আমাদিগকে ভোগ করেন, সেই শুভ
 অখণ্ড সর্বজন-বিদিত স্থলটি তোমাদিগকে বলি । ৫৪

বারানসী নাম পুরী গঙ্গাতীরে মনোহরে ।
 বরনারাক্ষণ্য চাসৈশ্বৰ্য্যম্ চাপ্যাকৃতিঃ সঙ্গা ॥ ৫৫
 স্বয়ং বৃক্ষশ্রুত্ব নিত্যং বসতি যোগিনাম্ ।
 সঙ্গা প্রীতিকরো যোগী বহুং চাপ্যাকৃতিভুতঃ ॥ ৫৬
 বিষ্ণুং স্য পুরী নিত্যং ভগ্নযোগবলাকৃত্য ।
 দিব্যজ্ঞানং সদাভ্যেয্য তত্র যো ত্রিষতে নরঃ ।
 তস্মৈ স্বয়ং মহাদেবঃ সংসারগ্রাস্তিমুক্তয়ে ॥ ৫৭
 স কৃতা পরমো যোগী মৃতশ্রুত্ব ভবান্তরে ।
 মূলভেনৈব নির্বাপয়্যাত্তি হরসম্মতঃ ॥ ৫৮
 যোগমুখে মহাদেবঃ পার্বত্য্য সহিতঃ সঙ্গা ।
 দেবগন্ধর্ব্বমক্ষাণাং মানুষাণাঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ৫৯
 জ্যেষ্ঠো হরঃ প্রকাশক ক্ষেত্রং তচ্চ প্রকাশিতম্ ।
 ন তত্র কামদো দেবো ন চিরাক্ষ প্রমীদতি ।
 আরাধিতশ্চিরং প্রোক্ত্য নির্বাপয়্য প্রমীদতি ॥ ৬০
 শৌৰ্য্যং বিবৰ্দ্ধিত্য স্য তু পুরী তত্র ন গচ্ছতি ।
 যোগস্থানং মহাক্ষেত্রং কদাচিনপি দ্বারকী ।
 আসন্নং যুবরোঃ ক্ষেত্রমিদং বারানসী তু যৎ ।
 কথিতং নাতিদূরে চ বৰ্দ্ধতে নরসম্মতম্ ॥ ৬১
 অপরন্ত প্রবক্ষ্যামি শুভ্রং পীঠং সদাচ্চিতম্ ।
 হরগৌরীসমায়ুক্তং পরং ধৰ্ম্মার্থকামদম্ ।
 তপসা চাতি তীত্রেণ চিরাক্ষবতি যোক্ষদম্ ॥ ৬২

গঙ্গাতীরে বরুণ ও অগ্নির বসিত চাপ্যাকৃতি পরম মনোহর বারানসী নামে
 একটি পুরী আছে। যোগিগণের নিত্য প্রবেশ-প্রদ যোগী মহেশ্বর স্বয়ং
 বেহুলে আপনি আপনার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ৫৫-৫৬

সেই বাসভূমি মহাদেবের যোগবলে সর্ব্বদা আকাশমার্গে স্থিত। যে মনুষ্য
 এই স্থলে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহার মূর্ত্তির নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব তাহাকে
 দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। ৫৭

পরে সেই স্থলে মৃত হইয়া জন্মান্তরে পরম যোগী হইলে তখন অনাচ্চাসেই
 শিব-সম্মত নির্বাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫৮

ভগবতীর সহিত নিত্য সংপৃক্ত যোগরত মহাদেব, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য,
 সকলেরই নিত্য আরাধ্য বস্তু। ৫৯

এখন হরের বিষয় জানিতে পারিলে এবং তাহার ক্ষেত্রও প্রকাশ করিয়াছি।
 এইক্ষেত্রে গন্ধর্ব্ব কাহারও অভিল্যষ শীঘ্র পূর্ণ করেন না এবং কাহারও প্রতি
 অটিবে প্রসন্নও হন না। বহুকাল ধরিয়া ভক্তির সহিত আরাধিত হইলে তবে
 নির্বাপ প্রদান করেন। ৬০

এই বারানসী ক্ষেত্র গৌরীর গমনাগমনশূন্য জানিবে এবং মহাক্ষেত্রে যোগ-
 স্থানে গৌরী কখনও গমন করেন না। হে নরসম্মত! অনতিদূরবর্ত্তী সেই
 বারানসী ক্ষেত্র বাহা জৈমিনিগের নিকট কহিলাম, এখন হইতে তাহা অতি
 নিকট। ৬১

নচিরাং কামং পুণ্যং কেত্রং পীঠং নিগদ্যতে ।
 চিরাত্ত্ব কামদো দেবো ন চিরাৎস্বত্র জ্ঞানদঃ ।
 তৎকেত্রমিতি লোকেষু নদ্যতে পূর্ববন্দিতিঃ । ৬৩
 কামরূপং মহাপীঠং গুহ্যান্গুহ্যতমং পরম্ ।
 সদা সন্নিহিতম্ভুত পার্বত্য্য সহ শঙ্করঃ ।
 নচিরাং পূজিতো দেবগুণ্যিন্ পীঠে প্রসীদতি ॥ ৬৪
 পার্বত্যী চানুগুহ্যতি ভগ্নভক্তন্ত তত্র বৈ ।
 দদাতি নচিরাং কামং ভক্তায় পরমেশ্বরঃ ।
 তত্ত্ব পীঠং প্রবক্ষ্যামি শ্রুতং সাক্ষ্যতং শ্রুতম্ ।
 করতোয়া নদী পূর্বং যাবদ্বিক্রম্যসিনীম্ ।
 ত্রিংশদযোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্ ॥ ৬৫
 ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণক প্রভূতাচলপূরিভম্ ।
 নদীশতসমাহৃতং কামরূপং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৬৬
 শত্ৰুনেত্রাগ্নিনির্দম্বঃ কামঃ শস্তোরনুগ্রহাৎ ।
 তত্র ক্রপং ধৃতঃ ঐশ কামরূপং তত্তাহিতবৎ ॥ ৬৭
 তস্য পীঠস্য বায়ব্যাং নৈঋত্যাং যদ্যন্তাগতঃ ।
 ঐশাশ্রাক তথাগ্রেয়াং মধ্যে পার্শ্বে চ শঙ্করঃ ॥ ৬৮
 যমাপ্রমপদং কৃত্বা বটুসু হানেসু শোভনম্ ।
 নিভং বসতি তত্রাপি পার্বত্য্য সহ নন্দিতিঃ ।
 মধ্যে দেবীগৃহং তত্র তদধীনন্ত শঙ্করঃ ।
 নীলাধো পর্বতশ্রেষ্ঠে পার্বত্যী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৬৯

পরন্তু অপর একটি গুহ্য পীঠের কথা বলি ;—যাহার নাম কামরূপ । চতুর্দিক-ফলপ্রদ, সর্বদা লোক-পূজিত এই পীঠস্থলে হরমৌরী নিত্য বাস করেন ; এইখানে থাকিয়া তপস্যা করিলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করা যায় । ৬২

এই অল্প এই পূণ্যজনক পীঠটী অচিরে ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে । আর মহাদেব চির-ফলপ্রদ হইলেও তিনি যদি এই স্থলে পূজিত হন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই ফল প্রদান করেন । অধিরা এই পীঠস্থান অপেক্ষা অল্প আর উত্তম পীঠস্থান বলােন নাই । ৬৩

মহাদেব, পার্বত্যীর সহিত এই গুহ্যানপি গুহ্যতর কামরূপ মহাপীঠে নিত্য বাস করেন, তিনি এই পীঠে পূজিত হইলে শীঘ্রই প্রসন্ন হন । ৬৪

পার্বত্যীও এই স্থলে শিবভক্তকে অনুগ্রহ করেন ও পরমেশ্বরও ভক্তদিগের অভিলাষ পূর্ণ করেন । এক্ষণে পীঠের বিষয় আরও কিছু বলি, তোমরা হই-
 জনে শ্রবণ কর । করতোয়া নদী ইহার পশ্চাৎ ভাগে বিবাজিত । দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন । ৬৫

ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত-পর্বত-বেষ্টিত ; ইহার চতুর্দিকে শত শত নদী প্রবাহিত হইতেছে । ৬৬

কাম হরকোপানলে ধন হইয়া আবার মহাদেবের অনুগ্রহেই এই পীঠে আসিয়া রূপ দারণ করেন, এই নিমিত্ত তদবধি এই পীঠ “কামরূপ” নামে অভিহিত হইলেন । ৬৭

এই পীঠের বায়ুকোণে ও নৈঋত-কোণে এবং কোণের মধ্যদেশে আর

ঐশান্যং নাটকে শৈলে শঙ্করম্ মহাদেবঃ ।
 নিত্যং বসতি ত্রৈলোক্যবহীনা চ পার্শ্বভী ॥ ৭০
 অপরে চাক্ষুযাঃ সন্তি হরগৌর্যোঃ সনাতন্যঃ ।
 নৈতয়োঃ সনুশঃ কোহপি বিদ্যতে শঙ্করাজম্ ।
 যজ্ঞাধাৰ্যো মহাদেবো ভবত্যং নরসত্তমো ।
 ভৎস্থানং বনসাদায় প্রসাদয় বৃষধ্বজম্ ॥ ৭১

বেতাংলবৈরবাবুচতুঃ—

কামরূপং পরিষ্কাবো বহুশ্চ নাটকাচমম্ ।
 পৌরীহর্যো স্থিতো বজ্র নিত্যং সপ্তিহিতো যুনে ॥ ৭২
 আরাধনীয়া ভূতেশো হুবন্তমিহ চাক্ষুযোঃ ।
 যৈধেবারাধনস্তিতাবস্ত্বাচক দ্বিজোত্তম ॥ ৭৩
 যেন যজ্ঞেণ বা দেবো নচিরাত্তু প্রসাদতি ।
 তদ্বৎ বদ মহাভাগানুগ্রহোহিত্যাবধৌর্ধদি ॥ ৭৪

ঋষিকৃষাচ—

নাটকং পৰ্বতশ্রেষ্ঠং গচ্ছতং নরসত্তমো ।
 তত্র নিত্যং মহাদেবো বসতেহপৰ্ণবা সহ ॥ ৭৫
 সন্ধ্যাচলে তত্র স্থিত্যরাহয়তি শঙ্করম্ ।
 বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তং যুবামনুগচ্ছতম্ ॥ ৭৬

ঐশান কোণে, অগ্নি কোণে এই উভয়ের মধ্যস্থলে, মহাদেব এই জল ও স্থলে
 স্বীয় সুন্দর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া পার্শ্বভীর সহিত পরম সুখে নিত্য বাস করেন,
 —পীঠের মধ্যস্থলে দেবীর গৃহ, এখানেও শঙ্কর অবস্থান করেন। অত্রত্য
 নীলাখ্য পৰ্বতে পার্শ্বভী বাস করেন। ৭৮-৬৯

ঐশান-কোণ-স্থিত নাটকশৈলে মহাদেবের সুন্দর আশ্রম আছে, তথায়
 লিঙ্গ ও শিবা উভয়েই বাস করেন। ৭০

এই পীঠের অনেক স্থানে হরগৌরীর আরও অনেক প্রাচীন আশ্রম আছে।
 হরপার্শ্বভীর একরূপ পীঠস্থান আর কোথাও নাই; হে সনাতন! মহাদেব-
 আরাধনা করিবার ভোমাদিগের সেইটী উপযুক্ত স্থল, অতএব সেই স্থলে গিয়া
 মনের সহিত মহাদেবের উপাসনা কর। ৭১

তখন বেতাং ও ভৈরব কহিলেন;—হে যুনে! আমরা কামরূপে গমন
 করিব এবং বে নাটকশৈলে শঙ্কর, শঙ্করীর সহিত সর্বদা বাস করেন, সেই
 পৰ্বতেই আমরা ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনা করিব। ৭২-৭৩

দ্বিজোত্তম। কি প্রণালীতে শিবের আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমা-
 দিগকে বলুন; এবং কোন্ মন্ত্রদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলে তিনি শীঘ্র প্রসন্ন
 হন, তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! আমাদিগের প্রতি যদি
 আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে বলুন। ৭৪

ঋষি কহিলেন;—হে নরসত্তম! ভোমরা নাটকাচলে গমন কর; তথায়
 মহাদেব দুর্গার সহিত বাস করিতেছেন। ৭৫

ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি, সন্ধ্যা-পৰ্বতে মহাদেবকে আরাধনা করেন,
 ভোমরা তাঁহার নিকট গমন কর। ৭৬

স চ মমং সন্তরুণ হরারামকর্মণি ।
জ্ঞাপয়িত্ব বাৎ পুত্রঃ কিল বেতালভৈরবৌ ।
তপসে পশুমিচ্ছামি নৈদানৌ কালযাপনা ।
বুজ্যতে মম তপস্যায়ঃ ভ্যক্তং বীরসত্তমৌ ।
একমুত্তম্য মুনিশ্রেষ্ঠঃ কপোতঃ প্রযযৌ বনম্ ।
তো ভাৎ মুনিং নমস্কৃত্য জগদুর্ভবনং নিজম্ ॥ ৭৭
অথ তো সমহং কৃত্বা দীক্ষিতৌ তপসে তদা ।
পিতারাবপ্যনুজ্ঞাপ্য ভ্রাতৃভ্যাং বাহুবান্ ।
প্রস্থানং কামরূপায় চক্রদুস্তৌ মহামতৌ ॥ ৭৮
তো গচ্ছন্তৌ পরিজায় শঙ্করোহপি সহোময়া ।
দেবান্ সর্বানুদ্যচেদং সান্তরুণিব সেন্সকান্ ॥

ঈশ্বর উবাচ—

পুত্রৌ মে তপসে যাতঃ সাম্প্রতং সুরসত্তমাঃ ।
মহারামনচিহ্নৌ তু তো দহক্ষং সুরেশ্বরঃ ॥ ৭৯
সংস্কৃত্য তপসা চৈতো পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ ।
গাপপত্যো নিযোক্যামি তো সংকুর্বন্ত নির্জরাঃ । ৮০
অনেনৈব শরীরেণ তো গাপপত্ম্যাপ্যাতঃ ।
তপসা তু তয়োঃ কারৌ ভাবং ভ্যক্ত্য তু মানুষম্ ।
যথাশ্রুতঃ হৌরভাবং বিধায়ামি হ্রহং তথা ॥ ৮১
ইত্যুক্ত্য বামদেবোহপি পার্শ্বত্যা সহ পুত্রকৌ ।
বচ্ছন্তৌ বিষতা গ্ৰেহাং পশ্চাননুযযৌ শিবঃ ॥ ৮২

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমাদিগকে তপসযোগী সবিস্ত মন্ত
বলিয়া দিবেন । হে বীরাত্মগণ্য । এখন আমি তপোবন যাত্রা করি ; তোমরা
আমাকে পরিত্যাগ কর ; আর আমার সমস্বকোপ করা উচিত নহ । তখন
মহাত্মা কপোত মুনি, এই সকল কথা বলিয়া অরণ্যে গমন করিলেন । বেতাল
ও ভৈরব কপোত ঋষিকে প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন । ৭৭

অনন্তর মহামতি বেতাল ও ভৈরব, একটি শুভদিন দেখিয়া দীক্ষিত
হইলেন । পরে পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু বাহুব—ইহাদের নিকট অনুমতি
লইয়া তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে কামরূপে গমন করিলেন । ৭৮

এই সময় হর-পার্বতী বেতাল-ভৈরবকে তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে
বহির্গত দেখিয়া, তখন ইচ্ছামি দেবতাদিগকে অনুমত পূর্বক এই কথা বলিলেন ;
—হে দেবগণ ! সম্প্রতি আমার পুত্রদ্বয় আমার উপাসনার নিমিত্ত তপস
চিহ্ন হইয়া কামরূপে গমন করিতেছেন । ৭৯

অতএব হে ত্রিদেব ! বেতাল ও ভৈরব আমার এই পুত্রদ্বয়টিকে
তপস্ব্যধিকারী করিয়া পরে গাপপত্য প্রসঙ্গের নিমিত্ত সংস্কার বিধান
কর । ৮০

ইহারা এই শরীরেই গাপপত্য প্রাপ্ত হইবে ; তপোবলে ইহাদের দেহ
মানুষভাব পরিত্যাগপূর্বক যেরূপে দেবভাবাপন্ন হই, তদ্বিধয়ে উপায় আমিই
করিব । ৮১

শক্রাভ্যাগ্নিদশাঃ সর্বে দিকৃপালান্ত তথাপরে ।
 সর্বে হরক্ষান্ধগ্নান্ধগচ্ছন্তমায়জো ॥ ৮৩
 অথ তৌ ভূ নদীং প্রাপ্য কৃষ্ণাজিনধরৌ তদা ।
 আদ্যায় তাপসং ভাবং গজাতুলাং দৃষতীম্ ॥ ৮৪
 উপস্থিতৌ তৌ দেবেন জায়কেদাধ পালিতৌ ।
 দেবৈঃ সহ ভদ্রায়াতৌ কামরূপাহ্বয়াশ্রমম্ ॥ ৮৫
 আসাদি কামরূপস্থ করতোয়ানদীক্লে ।
 উপস্থিত্ত ততস্তৌ ভূ নন্দিকূণং নৃপোত্তম ॥ ৮৬
 তত্র ব্রাহ্মাপ্যনুপস্থ নদীং গতা জটোত্তবাম্ ।
 তত্রানুপস্থিত্ত চ তৌ মল্লিনং তপসা ধৃতম্ ॥ ৮৭
 প্রথম্য জল্লিনং দেবং জগদুত্তম-টিকাচলম্ ॥ ৮৮
 নাটকাচলমাসান্ত প্রথম্য বৃষভধ্বজম্ ।
 আরাধনোপদেশায় কাপোত্তকবচঃ শ্রবৌ ॥ ৮৯
 জগদুত্তমকিশাং কাষ্ঠাং যত্র সঙ্ক্যাচলঃ স্থিতঃ ॥ ৯০
 কান্তা নাম নদী তত্র বশিষ্ঠেয়াবতারিতা ।
 তথাভীরে মহাশৈলঃ সিন্ধুচ্ছায়মতাতরঃ ।
 সঙ্ক্যাং বশিষ্ঠঃ কৃতবাস্তত্র যশ্মাদিবেঃ সূতঃ ।
 অতঃ সঙ্ক্যাচলং নাম তত্র গায়ন্তি দেবতাস্ ॥ ৯১

তখন ভগবন্তীর সহিত ভগমান্ এই কথা বলিয়া স্নেহনিবন্ধন আকাশ-
 মার্গের দ্বারা কামরূপ দমনকারী পুত্রদ্বয়ের পক্ষাৎ পক্ষাৎ গমন করিলেন । ৮২

তখন ইচ্ছাবি দেবগণ দিকৃপালসকল ও আরও অপর অপর লোক, মহা-
 দেবকে পুত্রদ্বয়ের সঙ্ক্যাংগামী দেখিয়া তাঁহারা সকলে মহাদেবের অনুগামী
 হইলেন । ৮৩

অনন্তর যখন বেতাল ও ভৈরব, গঙ্গা সল্লশ দৃষতী নদী প্রাপ্ত হইলেন,
 তখন কৃষ্ণসার-চর্ম্ম পরিধান করিয়া যোগিবেশ ধারণ করিলেন । ৮৪

অনন্তর, তখন পুত্ৰপতি-পালিত যোগিরূপ-ধারী বেতাল-ভৈরব, দেবতা-
 দিগের সহিত কামরূপে গমন করিলেন । ৮৫

কামরূপে উপস্থিত হইয়া করতোয়ানদীক্লে আচমন করিয়া পরে নন্দি-
 কূণ্ডে স্নান ও আচমনপূর্ব্বক জটোত্তবা নদীতে যাইলেন, তথাহুও আচমনাদি
 করিয়া নন্দীকূণ্ড-সমীপস্থ জল্লিনাশক দেবতার বন্দনা করিয়া নাটক-শৈলে গমন
 করিলেন । ৮৬-৮৮

তথায় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কাপোত্ত মুনির বাক্য শ্রবণ হইলে,
 শিবোপাসনায় নিয়ম আনিবার নিমিত্ত যে ভাগে সঙ্ক্যাচল আছে, সেই সন্ধি
 দিক্কাই গমন করিলেন । ৮৯

সেইখানে, বশিষ্ঠকর্ত্তক আনীত কান্তা-নদী সহিয়াছে, সেই নদীর তীরে
 ছায়া-প্রধান বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ পর্ব্বত, ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ
 —এই পর্ব্বতে বসিয়া সঙ্ক্যা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতারা তাহার নাম
 সঙ্ক্যাচল রাখিয়াছেন । ৯০

তজ্জালাদ্য বসিষ্ঠস্ত সাক্ষাদিব হৃতশনম্ ।
 আরাধনস্তং পিতৃশং ধ্যানসংযুক্তমানসম্ ।
 তপঃশিক্ষা দীপ্যমানং দ্বিতীয়মিব ভাস্বরম্ ।
 প্রথম্য পুরতন্তস্য তদা বেতাগৈভরবো ।
 প্রাঙ্গণী তহতুর্ভূপ বিনয়ানতককরো ।
 ইদংপূজ্যচতুস্তো তু প্রথমস্তো বিধেঃ সূতম্ ।
 তারাবত্যাং সমুৎপন্নো চন্দ্রশেখরকৃৎতঃ ।
 ক্ষেত্রে ভগ্নস্ত তনয়াবাবাং জানীহি মান্বসো ॥ ১১
 আরাধিতুমিচ্ছাবো হরং কার্যস্য সিদ্ধয়ে ।
 বাহিতস্য যদি স্বং নাবদুগ্ধদ্রাসি সূত্রত ॥ ১২
 তন্নোক্তবচনং ক্ষুদ্রা বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।
 উবাচেতি যুবাং জ্ঞাতো ময়া সত্যং হরাশ্রয়ো ।
 হরস্যারাধনং কার্যং যুবয়োর্নরসত্তমো ।
 তজ্জাতি মম কৃত্যং কিং তদ্ব্যবতমনিন্দিতো ।
 বৃষধ্বজারাদনার যুবয়োস্ত প্রয়োজনম্ ।
 বিদ্যতে তন্নিমিত্তং যত্তং সিদ্ধিমিতি চিন্ত্যতাম্ ॥ ১৩

বেতাগৈভরবাবৃচতুঃ—

যেন যন্ত্ৰেণ নচিরাং সমাগারাদিতো হরঃ ।
 প্রসাদমেচ্ছত্যবনো তয়ো বদ মহাপুনে ॥ ১৪
 যথা চারাবতিষ্ঠাবস্ত্রং যদ্বাদৃশঃ ক্রমঃ ।
 তৎসর্গং মুনিশার্দূল বক্তৃমর্হসি চোত্তরম্ ॥ ১৫
 যথা শুভ্রপদেনৈন প্রাঙ্গণাবো নচিরাক্ষরম্ ।
 তথা বাচাং মুনিশ্রেষ্ঠ ক্ষনুশাধি ন ভৌ গুহি ॥ ১৬

এইখানে স্বাইয়া তাঁহার, শিবপূজাপহারণ ধ্যানসক্ত-চিত্ত বৃষ্টিমান অগ্নি-
 স্বরূপ বসিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবনত-যন্ত্ৰকে বজ্রাঙ্গুলি
 হইয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রণত হইয়া একথাও বলিলেন
 যে, হে সূত্র ! আমরা যাহা চন্দ্রশেখরের তারাবতী নামক স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন
 হইয়াছি। আমাদের মহাদেবের মানুস পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ১১

মহাদেবের আরাধনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি, যদি আপনি আমাদের
 বাহিত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অনুগ্রহ করেন। ১২

তখন যোগেশ্বর বসিষ্ঠ ঋষি, বেতাগ ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা
 বলিলেন ;—তোমরা যে মহাদেবের পুত্র, তাহা আমি নিঃসন্দেহে জানিলাম
 এবং হে নরসত্তম । এইক্ষণে তোমাদিগের কর্তব্যকর্ম্ম মহাদেবের উপাসনা।

হে অরিস্কম । এবিধেই আমার কি করিতে হইবে, তাহা তোমরা বল
 এবং মহাদেবের উপাসনার নিমিত্ত যেটা তোমাদিগের প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ
 হইয়াছে বলিয়া বিদিত হও। ১৩

বেতাগ-ভৈরব বলিলেন,—যে মন্ত্র দ্বারা পূজিত হইলে মহাদেব আমাদের
 দুইজনের প্রতি অবিলম্বে পরিতুষ্ট হইবেন, হে মুনে । তাহাই বলুন। ১৪

আর কোন্ তত্ত্ব অবলম্বন করিব ? সে তত্ত্বের অনূষ্ঠানক্রমই বা কিরূপ ?
 এই সকল বিষয়ের উপদেশ দিউন। ১৫

বসিষ্ঠ উবাচ—

প্রসন্ন এব ভবতোবৃষিকেশুঃ সহোমরা । ৯৭
 নচিহ্নাৎ স্বয়মেবাত্ম প্রসাদক সমেচ্ছতি ।
 সর্বেষ্বর্ষেবগণৈঃ সাক্ষিঃ সত্যার্থো বৃষভধ্বজঃ । ৯৮
 আকাশমার্গেণাত্যতঃ পালয়ন্ স্বমুতো গৃহাৎ ।
 কিন্তু মানুষদেহৌ বামধিবাস্য ভগ্নোবতৈঃ । ৯৯
 স্বয়মেচ্ছতি কৈলাসং গানপতো নিয়োজ্য বায়ু ।
 অহংকাপুপদেক্কাণ্ডি যথা ভগ্নং যুবাং জ্ঞতম্ ।
 প্রাক্ষ্যথঃ পার্শ্বভৌপুত্রাবেকাগ্রং শৃণুতং তু ভৎ । ১০০
 চিত্রাং প্রসাদতি ধ্যানায়চিত্রাক্যানপূজনাৎ ।
 তস্মাদ্ভানং পূজনক কথয়াম্যস্ম তদ্বতঃ । ১০১
 ভেজোময়ঃ সদা শুকো জ্ঞানামৃতবিক্রিতঃ ।
 জগদ্ব্যবস্থিচিদানন্দঃ শৌরিক্রকররূপধ্বক্ । ১০২
~~যদ্যদেবো যদ্যমুর্তি যদ্যযোগরতঃ সদা ।~~
 জগন্তি তস্য রূপাশি তানি কো গদিতুং কথং । ১০৩
 কিন্তু বৈরিহ ক্রপৈন্ত বিচরতোষ শকরঃ ।
 তেষাং যন্তো জ্ঞানগম্যাং তজ্জেষ্টং নিগদামি বায়ু ॥ ১০৪
 প্রথমং শৃণুতং মন্ত্রং ভূতোহনুধানগোচরম্ ।
 ততঃ ক্রমন্ত পূজায়াঃ ক্রমানুভূতং নবর্ষভৌ । ১০৫

আর হে গুনিশ্চেষ্ট । যে সহপদেপে ভবদাশ্রিত আমরা দুইজন, মহাদেবকে পাইতে পারি, আমাদিগকে সেইরূপ উপদেশ করুন । ৯৬

বসিষ্ঠ বলিলেন ;—আত্মতোষ ও ভগবতী উভয়েই তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন আছেন । ৯৭

আর এ বিষয়ে তিনি স্বয়ংই অনুরাগ প্রকাশ করিলেন ; যেহেতু তিনি সঙ্গীক হইয়া সকল দেবগণের সহিত তোমাদিগের রক্ষাপূর্বক স্বর্গ হইতে আকাশমার্গের দ্বারা এইখানে আসিয়াছেন । ৯৮

কিন্তু তোমরা মনুষ্য, স্বভাবুষ্ঠানে তোমাদের সংস্কার বিধান হইলে, তখন স্বয়ং মহাদেব তোমাদিগকে গণেশরূ লাভ করাইয়া কৈলাসে লইয়া যাইবেন । হে পার্শ্বভৌনন্দন । তোমরা যে উপায়ে অনভিবিজ্ঞে মহাদেবকে পাইবে, তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করি, তোমরা একাগ্র হইয়া তাহা শ্রবণ কর । ৯৯-১০০

মহাদেব দ্ব্যানে বিজ্ঞে প্রসন্ন হন, ধ্যান ও পূজা বিবিধ অনুষ্ঠানেই আত্ম প্রসন্ন হন, অতএব সম্প্রতি যথার্থরূপে ধ্যান ও পূজা-প্রকরণ বলি । ১০১

যিনি ভেজোময় নিত্যনিরঞ্জন জ্ঞানমুখাস্রাদক জগদ্ব্যবস্থিচিদানন্দ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-রূপ বিশ্বরূপ সর্বদা মহাযোগরত, তাঁহার যতগুলি মূর্তি আছে, কোন ব্যক্তি সে সকল বলিতে পারে ? ১০২-১০৩

কিন্তু যে যে মূর্তিতে এখানে বাস করেন, তাঁহার মধ্যে আমার যে মূর্তিটি বোধগম্য আছে, তোমাদিগের উদ্দেশ্য বিষয়ে সেই মূর্তিটি ইচ্ছা বলিয়া জানি ।

সমস্তানাং যরাণাম্ দীর্ঘাঃ শেখাঃ সবিন্দুকাঃ ।
 বল্পদ্বাঃ সাক্ষিচন্দ্রা উপাভেনাভিসংহিতাঃ ॥ ১০৬
 তিঃ পক্ষাকর্ষমন্ত্রং পক্ষবস্ত্রং কাণ্ডিতম্ ।
 ক্রমাৎ সম্মদসম্মোহ-নাদগৌরব-সংজ্ঞকাঃ ॥ ১০৭
 প্রাসাদস্ত ভবেচ্ছেষঃ পক্ষমন্ত্রাঃ প্রকৌণ্ডিতাঃ ।
 একৈকেন তথৈকৈকং বস্ত্রং যজ্ঞেণ পূজয়েৎ ॥ ১০৮
 একং সমুদিতং কৃৎস্না পক্ষান্তর্ধা প্রপূজয়েৎ ।
 প্রসাদেনাথবা পক্ষবস্ত্রং দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ১০৯
 শস্তোঃ প্রসাদেনৈব যজ্ঞাদ্ বস্ত্রস্ত মন্ত্রকঃ ।
 তেন প্রাসাদসংজ্ঞোহকং কথ্যন্তে মুনিসন্তমৈঃ ॥ ১১০
 তস্মাৎ সর্কেষু যজ্ঞেযু প্রাসাদঃ প্রাভিদঃ পরঃ ।
 আয়োদকারিকঃ শস্তোর্মিত্রঃ সম্মদ উচ্যতে ।
 মনঃপ্রপূর্ণাচ্চাপি সম্মোহঃ পরিকাণ্ডিতঃ ।
 আকর্ষকো ভবেন্নাদো গুরুত্বাদ্গৌরবাহরঃ ।
 এতদ্ব্যস্তং সমস্তঞ্চ যজ্ঞং শস্তোঃ প্রকৌণ্ডিতম্ ॥ ১১১
 পক্ষাকর্ষস্ত যজ্ঞস্তং পক্ষবস্ত্রং কাণ্ডিতম্ ।
 যুবাং তেনৈব যজ্ঞেণ আরাধয়ত্তমীশ্বরম্ ॥ ১১২
 ধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণুতং সম্যগ্বেতানলৈব্রবৌ ।
 পক্ষবস্ত্রং মহাকাশং অটাজুটাবিভূষিতম্ ।
 চাক্রচন্দ্রকলাস্থতং মুক্তিং বাসোহভূষিতম্ ॥ ১১৩
 বাহুভির্দশভির্ভূক্তং ব্যাস্তচন্দ্রবরাহরম্ ।
 কালকুটধরং কণ্ঠে নাগহারোপশোভিতম্ ॥ ১১৪
 কিশীটবন্ধনং বাহুভূষণকং কৃষ্ণজয়ান্ ।
 বিপ্রস্তং সর্বগায়েত্ৰ জ্যোৎস্নাপিতমুদোচিষম্ ।

প্রথম যজ্ঞের বিষয় শ্রবণ কর, পরে ধ্যানের বিষয় বলিব ; তাহার পর পূজার পরিণাতি বলিব । ১০৬

হে নরর্ষভ । ঋ শু ৯ ছাড়া যরদর্শের সমস্ত দীর্ঘবরের সহিত বিদর্প ও চন্দ্র-বিন্দু যোগ করিয়া পক্ষাকর বিশিষ্ট যজ্ঞ বলা হইয়াছে । এইরূপ ক্রমে অন্তান্ত বিষয়ও বলিব । সম্মদ, সম্মোহ, নাদ, গৌরব, প্রাসাদ, নির্দিষ্ট এই পাঁচ যজ্ঞের এক একটী যজ্ঞ দ্বারা এক একটী বস্ত্র পূজা করিবে অথবা যজ্ঞ প্রসাদযজ্ঞের দ্বারাই মহাদেবকে পূজা করিবে । ১০৬-১০৯

সম্মদাদি পাঁচটি যজ্ঞের মধ্যে প্রাসাদ নামক যজ্ঞটিই প্রশস্ত ; এই যজ্ঞটি, মহাদেবের প্রসন্নতা হেতু বীর্ষাবান্ হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব-অধিরা ইহার নাম প্রাসাদ রাখিয়াছেন । ১১০

সেই হেতু সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে প্রাসাদ যজ্ঞটিই প্রভু প্রীতিপ্রদ । আর সম্মদ যজ্ঞটি, মহাদেবের আনন্দকর জানিবে । আর সম্মোহ ;—মনের অভিলাষ পূরণ করেন বলিয়াই তাহার ঐরূপ নাম হইয়াছে । শস্তোচ্চারণে ইষ্টদেব আকৃষ্ট হন, তাহার নাম নাদ, আর গুরুত্ব হেতুই যজ্ঞের নাম হইয়াছে গৌরব । তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারাই ঈশ্বরের আরাধনা কর । ১১১-১১২

এখন ধ্যান বলি, শ্রবণ কর । পক্ষবস্ত্র, মহাকাশ, অটাজুট-বিভূষিত, চাক্র-

ହୃଦ୍‌ସଂଲିଖ୍‌ସର୍ବମାତ୍ମେକକର୍ତ୍ତ୍ତ୍ୱ ତ୍ରିଭିତ୍ତିଭିଃ ।
 ନେତ୍ରେଷ୍ଟ ଶକ୍ତନାଭିର୍ଜ୍ୟୋତିର୍ଗୁଣ୍ଡିବିଦ୍ୟାଜିତମ୍ ।
 ହୃଦ୍‌କୋପରି ସଂହୃତ ଗଜହୃଦ୍‌ପରିଚ୍ଛଦମ୍ ॥ ୧୧୭
 ମନ୍ତୋଜ୍ଞାତଃ ବାମନେବମସୋରକ୍ତ ଗତଃ ପରମ୍ ।
 ତଂପୁରୁଷଂ ତଥେଶାନଂ ଶକ୍ତବଜ୍ରଂ ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ॥ ୧୧୮
 ମନ୍ତୋଜ୍ଞାତଂ ତ୍ୱେଷ୍ଟୁରଂ ଗୁହ୍ୟଫଳିକମଗ୍ନିତମ୍ ।
 ଶୀତବର୍ଣ୍ଣଂ ତଥା ମୌର୍ଯ୍ୟଂ ବାମନେବଂ ଯନୋହରମ୍ ॥ ୧୧୯
 ଶୀତବର୍ଣ୍ଣମସୋରକ୍ତ ବଂଶୋ ଶ୍ରୀତିବିବର୍ଜନମ୍ ।
 ବ୍ରହ୍ମଂ ତଂପୁରୁଷଂ ନେବଂ ନିବ୍ୟାୟୁର୍ଜିତଂ ଯନୋହରମ୍ ॥ ୧୨୦
 ଶ୍ରୀହରକ୍ତ ତଥେଶାନଂ ସର୍ବଦୈବ ଶିବାନ୍ତକମ୍ ।
 ଚିତ୍ତସ୍ତେଂ ପଶ୍ଚିମେ ଦ୍ଵାମ୍ବଂ ଦ୍ଵିତୀୟକ୍ତ ତଥୋତ୍ତରେ ॥ ୧୨୧
 ଅସୋରଂ ଦକ୍ଷିଣେ ନେବଂ ପୂର୍ବେ ତଂପୁରୁଷଂ ତଥା ।
 ଈଶାନଂ ମଧ୍ୟତୋ ଶ୍ଚେଷ୍ଠଂ ଚିତ୍ତସ୍ତେଷ୍ଟକ୍ତିତଂପରଃ ॥ ୧୨୨
 ଶକ୍ତିତ୍ରିମୂଳଧର୍ତ୍ତାକ୍ତବରଦାକ୍ତୟନଂ ଶିବମ୍ ।
 ଦକ୍ଷିଣେଷ୍ଠଂ ହେଷ୍ଠଂ ବାମେଷ୍ଠମ୍ପି ତତଃ ଗତମ୍ ॥ ୧୨୩
 ଅକ୍ଷସୂକ୍ତଂ ବୀଜପୁରଂ ଭୂଜଂ ଉତ୍ତମଂ ଉତ୍ତମମ୍ ।
 ଅକ୍ଷୟାର୍ଯ୍ୟସମାୟୁକ୍ତଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ତ୍ଵ ହୃଦ୍‌ଗତଂ ଶିବମ୍ ॥ ୧୨୪
 ଏବଂ ବିଚିତ୍ରସ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟାନ୍ ମହାଦେବଂ ଜଗତ୍‌ପତିମ୍ ।
 ଚିତ୍ତଚିତ୍ତଃ ସ୍ଵାମିନୀମାନୁ ଗପେଶାଦୀନୁ ଶ୍ରୀପୁରୁଷେ ॥ ୧୨୫
 ବିଚିତ୍ତଃ ପଞ୍ଚଭୂତାନାଂ ଚିତ୍ତଚିତ୍ତଃ ଗତୋ ଯୁକ୍ତଃ ।
 ଅକ୍ଷୟାର୍ଯ୍ୟଗତଃ ଶକ୍ତଂ ପୂଜୟେଦକ୍ଷୟାର୍ଯ୍ୟମତିଃ ॥ ୧୨୬
 ଆସନାନି ଚ ତନ୍ମାଧ୍ୟ ପୂଜୟେତ୍ତ୍ଵ ସକଳାନି ହୁ ।
 ଡାବାମୀନୁପୁଷ୍ପାଂଶି ହୃଦୈବ ବିନିଯୋଜୟେତ୍ ॥
 ନାରୀତ୍ତୟନୀ ଗତା ଗତନଂ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ॥ ୧୨୭

ଚକ୍ରକଳା-ଶୋଭା, ଅଗ୍ନିଶିଖାପରିନେହିତ-ସୁନ୍ଦର, ନୟନ-ହର, ବ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମଧାରୀ, ବିଷପୂର୍ଣ୍ଣ-
 କର୍ଣ୍ଣ, କମ୍ପିତ୍ବର, ଏକ ଏକଟି ବଜ୍ର, ତିନିଟି ତିନିଟି ନେତ୍ର, ଅତଏବ ଶକ୍ତନାଭ ନେତ୍ର-
 ଶୋଭା, ବଜ୍ରଜ୍ୟୋତିଃପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟାଦନ, ହସ୍ତିଚର୍ମାଞ୍ଜାମିତ । ୧୧୭-୧୨୭

ଡାହାଣ ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ;—ମନ୍ତୋଜ୍ଞାତ, ବାମନେବ, ଅସୋର, ତଂପୁରୁଷ, ଈଶାନ (ଏହି ପଞ୍ଚୟୁଦ୍ଧର ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତ୍ୟନ) ॥ ୧୧୭

ନିର୍ଗୁଣଫଳିକ ସନ୍ତାନ ମନ୍ତୋଜ୍ଞାତ । ବାମନେବ ଶୀତବର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯନୋହର ।
 ଅସୋର, ଶୀତବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମଜନକ ନକ୍ତବିଶିଷ୍ଟ । ତଂପୁରୁଷ, ବ୍ରହ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଯୁକ୍ତି ଓ ଯନୋହର ।
 ଈଶାନ, ଶ୍ରୀହରବର୍ଣ୍ଣ ନିତ୍ୟାଶିବରୂପୀ । ପଶ୍ଚିମଦିକେ ମନ୍ତୋଜ୍ଞାତ, ଉତ୍ତରେ ବାମନେବ,
 ଦକ୍ଷିଣେ ତଂପୁରୁଷ, ସର୍ବମଧ୍ୟେ ଈଶାନ,—ଏହିରୂପ କ୍ରମେ ଡାହାଣର ସହିତ ଡାହାଣେ ଧ୍ୟାନ
 କରିବେ । ୧୧୯-୧୨୦

ଦକ୍ଷିଣଦିକେର ପାଞ୍ଚ ହେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି, ତ୍ରିମୂଳ, ଧର୍ତ୍ତାକ୍ତ, ବରଦ, ଅକ୍ତର ଏହି ପାଞ୍ଚଟି
 ରହିଯାନ୍ତେ । ବାମଦିକେର ପାଞ୍ଚ ହେଷ୍ଠ ଅକ୍ଷସୂକ୍ତ, ବୀଜପୁର, ଭୂଜଂ, ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ
 (ପଦ୍ମ) ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରହିଯାନ୍ତେ । ଅଗ୍ନିଯାଦି-ଅକ୍ଷୟାର୍ଯ୍ୟ-ସୁକ୍ତ ମହାଦେବେର ଏହିରୂପ
 ଯୁକ୍ତି ଛନ୍ଦସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଧ୍ୟାନକାଳେ ଜଗତ୍‌ପତି ମହାଦେବଙ୍କେ ଏହିରୂପ ଚିନ୍ତା
 କରିବା ଗପେଶାଦି ସ୍ଵାମିନୀମାନଙ୍କେ ପୂଜା କରିବେ । ୧୨୧-୧୨୨

ଡାହାଣ ପର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ମହାଦେବେର ଅକ୍ଷୟାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷୟାର୍ଯ୍ୟ

বিসর্জনং ধেনুযজ্ঞাং দর্শয়িত্বা বিধানতঃ ।
 নির্মালাধারণং কুর্য্যাৎ সৰ্বা চণ্ডেশ্বরং বিদ্যা ॥ ১২৬
 প্রত্যেকং পঞ্চাশতৈশ্চৈব সঙ্গীনি প্রমার্জয়েৎ ।
 সম্বাদাদিত্তিরেত্যু পূর্বোক্তৈর্জ্ঞানরসভূত্বা ॥ ১২৭
 বামাং জ্যোষ্ঠাং তথা রৌদ্রীং কালীং চ তদনন্তরম্ ।
 কলবিকরিণীং দেবীং বলপ্রমথিনীং তথা ॥ ১২৮
 দমনীং সর্বভূতানাং মনোমথিনীং তথৈব চ ।
 অর্ঘ্যো তাঃ পূজয়েদেবীঃ ক্রমান্বয়েন প্রীতয়ে ॥ ১২৯
 এবং শিবং পূজয়িত্বা ধ্যানতৎপরমানসঃ ।
 জপেন্মালাং সমাদায় যজ্ঞং ধাত্বা তথা শুক্লম্ ॥ ১৩০
 একং পঞ্চাশতং যজ্ঞমেকং প্রাসাদয়েৎ বা ।
 তৎসমস্তমনসো জপ্ত্বা শীঘ্রং সিক্তিব্যাপ্যম্ ॥ ১৩১
 ইতি বাৎ কথিতং যজ্ঞং ধ্যানপূজাক্রমং তথা ।
 গচ্ছতং নাটকং শৈলং তজ্জারাধনতং হরম্ ॥ ১৩২

বেতালভৈরবাবুতুঃ

পঞ্চাশতমস্তমস্তোহয়ং যুতভূৎসম্মতে মূনে ।
 অনেনৈব হরং দেবং পূজয়িত্বাবহে মুদা ॥ ১৩৩
 ইত্যুক্ত্বা তন্নমস্কৃত্য তদা বেতালভৈরবৌ ।
 জগদুর্নাটকং শৈলং বশিষ্ঠানুমতে নৃপ ॥ ১৩৪
 তজ্জাতি সয়সী রম্যা সুসম্পূর্ণমনোহরা ।
 সর্বদা স্বসুসলিলা প্রযুক্তকমলোৎপলা ॥ ১৩৫

দ্বারা পূজা করিবে : পরে আসন সকলের পূজা করিয়া ভাবাদি অষ্ট পুঙ্গ
 রচনাপূর্বক তাহানিগকে যথাহানে নিযুক্ত করিবে । নারায়ণ দ্বারা দাঁড়ন
 করিবে । পরে ধেনুযজ্ঞ দ্বারা বিসর্জন করিয়া চণ্ডেশ্বর বুদ্ধিতে যথাবিধি
 নির্মালা ধারণ করিবে । ১২৪-১২৬

হে নরোত্তম । পূর্বোক্ত সম্প্রদায় পঞ্চ যজ্ঞদ্বারা যাবৎ অল্প এক এক করিয়া
 মার্জনা করিবে, তদনন্তর বামা, জ্যোষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকরিণী, (কলা-
 বিকারিণী) বলপ্রমথিনী, সর্বভূতদমনী, মনোমথিনী—এই অষ্টদেবীকে পঙ্কর
 প্রীতির নিবৃত্তি যথাক্রমে পূজা করিবে । ১২৭-১২৯

এইরূপে ধ্যান-তৎপর হইয়া মহাদেবের পূজা করণানন্তর, শুক্ল ও যজ্ঞ ধ্যান
 করিয়া পরে মালা-গ্রহণপূর্বক জপ করিবে । তদনন্তর চিত্তে পঞ্চাশত যজ্ঞ অথবা
 মাত্র প্রাসাদ জপ করিলে শীঘ্রই সিক্তি লাভ করিতে পারিবে । ১৩০-১৩১

এখন ভোমাদিগকে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চনাক্রম সকলই বলা হইল । অতএব
 নাটকশৈলে গমন কর, সেইখানে শঙ্কর আছেন, তাঁহার আরাধনা কর । ১৩২

বেতাল ও ভৈরব বলিলেন,—হে মূনে । আপনার অনুমতানুসারে এই
 পঞ্চাশত যজ্ঞই অবলম্বন করিলাম, ইহার দ্বারাই মহাদেবকে ভক্তির সহিত
 পূজা করিব । ১৩৩

হে নৃপ । এই কথা বলিয়া তখন বেতাল ও ভৈরব, বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম
 করিয়া তাঁহার উপদেশক্রমে নাটকশৈলে গমন করিলেন । ১৩৪

তস্তাশ্চীরে তু বিপুলঃ সূমনোজ্ঞো হবাক্ষমঃ ।
 সৰ্বদা দানবৈর্দেবৈঃ কিম্বৈঃ প্রমথৈশ্চতথা ।
 রক্ষ্যতে নৃপশাৰ্দ্ধল নৃত্যবাদনভংগটৈঃ ॥ ১৩৬
 বস্মাটতি তদ্রেশো নিত্যং কৌতুকভংগরঃ ।
 তস্মাটকনাশ্বাসৌ শৈলরাজঃ প্রগীয়তে ॥ ১৩৭
 ছত্রাকারক্ৰ তং শৈলং মনোজ্ঞং শঙ্করপ্রিয়ম্ ।
 আসাদ্য যত্র সরসী তত্র গত্বা তু তৌ তদা ।
 ন চৈবাপশ্যতঃ তত্র হবাক্ষমমুত্তমম্ ॥ ১৩৮
 গন্তং চৈবাক্ষমহানং তৌ নৈবাপশ্যতঃ নৃপ ।
 ততো হরং প্রণম্যান্তে তদৈশ্বর্যসরসস্তটে ॥ ১৩৯
 নির্ধার স্থণ্ডিলং চারু বশিষ্ঠোক্তক্রমেণ তু ।
 হরমারাক্ষ্ণমারেভে বেতালো ভৈরবোহপি চ ॥ ১৪০
 আরাধ্যন্তৌ তুতশ্চ তৌ তদা শঙ্করাক্ষজৌ ।
 দৃষ্ট্বা হবো দেবগণৈঃ শাৰ্দ্ধং তন্নিঃস্র পৰ্বতে ।
 অধিত্যকাগ্নাং স্তবসং শ্রাদ্ধমেহপর্ণদা সহ ॥ ১৪১
 অথোচ্চাগ্নে সরসীতীরে তপস্কন্তৌ হবাক্ষজৌ ।
 স্থিতৌ দৃষ্ট্বা দেবগণৈঃ সহিতঃ শঙ্করঃ স্থিতঃ ॥ ১৪২
 নৃত্যমৰ্দ্ধনশয্যো যো হরস্ত সততং ভবেৎ ।
 শৃণুতস্তৌ তদা শকং গন্তং দ্রষ্টুং ন লভ্যতে ॥ ১৪৩

তথায় চিরনির্মল সলিলপূর্ণ প্রফুল্ল-কমল-কুলবিরাজিত, সুদীর্ঘ পরম-
 স্নহনীয় একটি সরোবর আছে । ১৩৫

তাহার তীরেই প্রস্তুত অতি মনোহর মহাদেবের এক আশ্রম আছে ।
 হে নরশাৰ্দ্ধল । সেইখানে দেব দানব কিম্বর প্রমথাদি, সৰ্বদা নৃত্য ও বাস
 করিতেছেন । ১৩৬

ইহাদিগের নৃত্যবাদনাদি-হেতুক মহাদেবও সেস্থলে কৌতুকপর হইয়া
 নিত্যই নৃত্য করিয়া থাকেন । ইহাদিগের মটনহেতুকই সেই আশ্রম নাটকশৈল
 নামে পরিচিত হইয়াছে । ১৩৭

এই নাটক-শৈল, ছত্রাকার শঙ্করপ্রিয় ও সুদৃশ্য । তখন বেতাল ও ভৈরব
 অনুসন্ধানপূর্বক সরোবরে বাইয়া তথায় মহেশ্বরের মহাশ্রম দেখিতে পাইলেন
 না । ১৩৮

হে নৃপ । তাহার তথায় বাইতে সক্ষমও হইলেন না । তদনন্তর মহাদেবকে
 প্রণাম করিয়া সেই সরোবরের তীরে তৎক্ষণাৎ একটি সুন্দর স্থণ্ডিল (ব্রতানু-
 ঠানের ডুমি) প্রস্তুত করিয়া বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে বেতাল ও ভৈরব,
 হরোপসনার নিযুক্ত হইলেন । ১৩৯-১৪০

তখন, সেই পৰ্বতে দেবগণের সহিত, মহাদেব আপনার পুত্রদ্বয়কে
 শিবোপাসনারত দেখিয়া পার্বতীর সহিত নাটক-শৈলের অধিত্যকায় বাস
 করিলেন । ১৪১

নিম্নে, সরোবরের তীরে বেতাল-ভৈরব তপস্তা করিতে লাগিলেন, উর্ধ্বে,
 মহাদেবও দেবগণের সহিত থাকিলেন । ১৪২

হরেশাধিষ্ঠিতঃ শৈলঃ সৰ্বদেবধনৈঃ সহ ।
 স্বাক্ষতে স্য তদা ভূপ সুবর্ণা বাসবো যথা ॥ ১৪৪
 ধ্যাত্তোক্ত তদা তত্র ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।
 নচিরাসেব ভক্তাভ্যুত্থানমার্গেণ নিষ্ঠলঃ ॥ ১৪৫
 তৌ পূজয়ন্তৌ গচ্ছন্তৌ স্থিতৌ বা চত্ৰশেখরম্ ।
 নৈব ভক্ত্যভ্যুচ্চিষ্টৈস্তঃ কদাচিদপি ভূমিপ ॥ ১৪৬
 পক্ষাক্ষেণ যজ্ঞেণ পূজয়ন্তৌ বৃষভধ্বজম্ ।
 বাতিচক্রমভ্যুন্তৌ তু সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ১৪৭
 নিরাহারৌ যতাহারৌ হরসংসক্তমানসৌ ।
 তপসা নিম্নতুৰ্ব্বধান্ সহস্রং কৈকবর্ষবৎ ॥ ১৪৮
 গতে বর্ষসহস্রে তু স্বয়মেব বৃষভধ্বজঃ ।
 প্রসন্নস্ত ততোভূত্বা প্রত্যক্ষভূপাগতঃ ॥ ১৪৯
 তন্তু প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্১ তদা বেতালভৈরবৌ ।
 বৃষভধ্বজং তুষ্টিবতুৰ্ধ্যাসগম্যং পুত্রঃ স্থিতম্ ॥ ১৫০
 হররূপং যথাধ্যাতং হৃদগতং তেজসোজ্জ্বলম্ ।
 তথা দৃষ্ট্১ ততস্তাভ্যাং বশিষ্ঠৌ যনসা নৃতঃ ১ ॥ ১৫১

বেতালভৈরবানুচতুঃ

পক্ষবজ্রং মহাকায়ং সৰ্বজ্ঞানময়ং পরম্ ।
 সংসারসাগরজ্ঞানং প্রণম্যবো বৃষভধ্বজম্ ॥ ১৫২

সেখানে হরের নিতাই যে নৃত্য ও মার্দলের শব্দ হইত, তাহা তাহারা শুনিতে পাইত, কিন্তু তাহা দেখিতে বা সেখানে ঘাইতে পারিত না । ১৪৩

হে ভূমিপ । মহাদেব, সকল দেবতানিগের সহিত সেই পৰ্ব্বতে আশ্রয় হইলে, পৰ্ব্বতটী ইন্দ্রসভার গার শোভা পাইয়াছিল । ১৪৪

পরে মহাদেব, ইহাদিগকে ধ্যান-নিযুক্ত দেখিয়া তৎকালেই ধ্যানমার্গে সুস্থির হইয়া বসিলেন । ১৪৫

হে রাজন্ । বেতাল ও ভৈরব যখন পূজা করেন, কি যখন গমন করেন, বা অবস্থান করেন, সকল সময়েই হৃদয়ে মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । ১৪৬

পক্ষাক্ষর মন্ত্রদ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে ইহাদিগের সহস্র বৎসর অতি-বাহিত হইয়াছিল । ১৪৭

ইহারা উপবাস, ভোজননিয়ম, মহাদেব-পরিচিহ্নন, এই সকল বিষয়ে তৎপর হইয়া তপোবলে বর্ষসহস্রকে একবৎসরের মতন জ্ঞান করিয়াছিলেন । ১৪৮

এইরূপে সহস্রবৎসর অতিবাহিত হইলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহা-দিগকে দর্শন দিলেন । ১৪৯

তখন বেতাল ও ভৈরব তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সন্মুখস্থিত ধ্যানময়া বৃষ-ভধ্বজকে স্তব করিতে লাগিলেন । ১৫০

তখন সন্মুখে তেজোময় সম্যক্ পরিচিহ্নিত, হৃদয়স্থিত-হররূপকে দেখিয়া মনে মনে বশিষ্ঠকে পূজা করিলেন, পরে বেতাল ও ভৈরব বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১৫১

ত্বং পরঃ পরমাশ্রয়ঃ পরেশঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 ত্বং কুটম্বো জগদ্যাপী প্রধানঃ পরমেশ্বরঃ । ১৫৩
 রূপাশ্রয়ঃ ত্বং মহাতত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানালয়ঃ প্রভুঃ ।
 সাংখ্যযোগালয়ঃ ত্বয়ো গুণত্রয়বিভাগবিৎ ॥ ১৫৪
 ত্বং নিত্যত্বমনিত্যত্ব জগৎকর্তা ভবঃ স্মৃতঃ ।
 একোহনেকস্বরূপশ্চ শান্তচেত্বো জগদ্ব্যসঃ । ১৫৫
 নির্মিকারো নিরাধারো নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ ।
 ত্বং বিষ্ণুত্বং মহেশ্বত্বং ব্রহ্মা ত্বং জগৎপতিঃ ॥ ১৫৬
 যো রূপরূপেশ্বরব্রহ্মজঃ, সত্ত্বতিত্ত্বো নিরবগ্রহশ্চ ।
 কাঙ্ক্ষ্যাবতীর্ণাবগতপ্রমাথী, যোগেশ্বরো জ্ঞানগতিভুগম্যঃ ॥ ১৫৭
 প্রমেশ্বরূপাধ্বরাধরাভো, ভোগীজবদ্ব্যমৃতভোগতত্ত্বঃ ।
 সূক্ষ্মাকরস্তব্ধবিদপ্রমাথী, ত্বং দেবদেবঃ অরপং সূরাণাম্ ॥ ১৫৮
 বিকল্পমানাপরিহীনদেহঃ, শুদ্ধাস্তবামানুগতৈকবিন্দঃ ।
 বহ্নিষ্ণুত্বত্রঃ পুরুষঃ পরাশ্রয়ঃ, ত্রিমল্লিঙ্গৌষম্য বিচারবুদ্ধিঃ ॥ ১৫৯
 ত্বং নাথনাথঃ প্রভবঃ পরেশ্বাং, গতিযুর্নীনাং পরযোগিগম্যঃ ।
 ত্বং ভূধরো ভাগধরো হৃদন্তো, বিশ্বাস্তনন্তে বহুবঃ প্রপঞ্চাঃ ॥ ১৬০

পঞ্চবস্ত্র, প্রশান্ত-শরীর সর্বজ্ঞানময় পরমাশ্রয় সংসারসাগরের পরিজাল-কারী মহাদেবকে প্রণাম করি । ১৫২

আপনি পর ও পরমাশ্রয় এবং পরেশ ও পুরুষোত্তম ; আপনি কুটম্ব পরিবর্তনশূন্য জগদ্যাপী সর্বপ্রধান পরমেশ্বর ; আপনি পরমাশ্রয়, আপনিই মহাশ্রয়, আপনি তত্ত্বজ্ঞানময় প্রভু । আপনি সাংখ্যযোগের আলয় ও নির্মল এবং গুণত্রয়বিভাগবিৎ । ১৫৩-১৫৪

আপনি নিত্য, আপনিই অনিত্য, আপনি জগৎকর্তা, আপনিই জগৎ-সংহারক, আপনি এক হইয়া অনেকের স্বরূপ । আপনি নিষ্ক্রিয় ও জগদ্ব্যস । ১৫৫

আপনি নির্মিকার নিরাধার, নিরানন্দ ও সনাতন ; আপনি বিষ্ণু, আপনি মহেশ্বর, আপনি ব্রহ্মা, আপনি জগৎপতি । ১৫৬

আপনি সবিশেষ রূপবান্ অগ্নিাদি অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত, বহুতনু—স-ইচ্ছাক্রমতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; আপনি সর্ববিদিত ও সর্বসংহারক এবং দুর্জয়ের, আপনি যোগেশ্বর ও জ্ঞানমার্গানুসারী । ১৫৭

আপনি সামান্ত ধবল-বর্ণ গিরির শাখা কণীকবেষ্টিত ও অমৃতভোগ-পরাধন আপনি সূক্ষ্ম অথচ অব্যয়, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের দর্পচূর্ণকারী, আপনি দেবদেব ও সকল দেবতাদির আশ্রয় । ১৫৮

আপনি প্রলয়কালেও অপরিভাঙ্কনহ ও পুতাশ্রাদিগের হৃদয়ে বাস করেন । আপনি ব্রহ্মানু ও নিত্য । আপনি বহ্নিষ্ণু অথচ উগ্র এবং মহাশ্রয় পুরুষ । আপনি একাদশ ইন্দ্রিয়ের চালনার বিশেষ অভিযন্তা । ১৫৯

আপনি প্রভুর প্রভু ; এইজন্ত সকল বস্তুর জন্মহেতু, যুনিগণের গতিকারক এবং পরম যোগীদিগেরও আশ্রয় । আপনি পৃথিবী-পালক এবং অনন্তরূপে অনন্ত শরীর ধারণ করেন । আপনি বিশ্বরূপী, আপনার প্রপঞ্চ বহুতর । ১৬০

জ্ঞানায়তন্তরুপূর্ণচন্দ্রো, মোহাকরকর পরঃ প্রদীপঃ ।
 ভক্তাখ্যানানাং পরমঃ পিতা হুং, কামে চ পঞ্চাননরূপধারী । ১৬১
 শান্তাখিলানাং প্রথমো বিৎধ্যাং-তনুনাং হুং তনুবে গুণোদান্ ।
 ত্বং ব্রহ্মরূপেণ করোষি সৃষ্টিং, বিষ্ণুরূপৈঃ সত্যতং স্থিতিকং । ১৬২
 ত্বং রুদ্ররূপী কুরুষে তথাশতং, ব্রহ্মো ন চাস্ত্যজ্জগতীহ বস্ত ।
 ত্বং রাত্রিনাথো দিবসেশ্বরশ্চ, ত্বমগ্নিরাণঃ পবনো ধরিতী । ১৬৩
 নভস্তথা ত্বং ক্রতুতত্ত্বহোতা, ত্বমষ্টমূর্ত্তিৰ্ভবতো ন চাস্ত্যং ।
 অনন্তমূর্ত্তিবিহুঃ সূচ্যভাবা-স্নিগ্ধমতে চাষ্টমরী ত্রিমূর্ত্তিঃ । ১৬৪
 অনন্তমূর্ত্তেঃ কথমস্তথা তে, সংখ্যান্তি রূপন্ত বদমষ্টমূর্ত্তিঃ ।
 ত্বং ত্র্যম্বকস্ত্বং ত্রিপুরাস্তকশ্চ, ত্বং শত্ৰুদীপঃ শমনো বিধাতা । ১৬৫
 সহস্রবাহুশ্চ হিরণ্যবাহুঃ, সহস্রমূর্ত্তিবিহুঃ পঞ্চবস্তুঃ ।
 প্রভূতনেত্রস্ত যদ্বর্কনেত্রঃ, প্রভূতবাহুর্দশবাহুদীপঃ । ১৬৬
 প্রভূতভোগী মিতভোগমুক্তো, ভোগ্যানুসারো নিরুপগ্রহশ্চ । ১৬৭
 নিত্যানিত্যস্বরূপায় নিত্যধামস্বরূপিণে ।
 পরতত্ত্বস্বরূপায় নমস্তস্ত্যং শিবাশ্রমে । ১৬৮
 নাশ্তং লিঙ্গম্ যস্তাপ্তং বিষ্ণুনা ব্রহ্মণ্য তব ।
 তদ্ব্যবঃ কিং বিদ্যাস্তাবঃ স্তুতিব্যাক্যং বৃষধ্বজ । ১৬৯

আপনি জ্ঞানায়তনের দ্বারাসম্পাদক পূর্ণচন্দ্র । মোহাকরকারের উজ্জ্বল প্রদীপ ; ভক্ত-পুত্রদিগের পরম-পিতা, আপনি ইচ্ছার পঞ্চানন-রূপ ধারণ করিয়াছেন । ১৬১

আপনি স্বাবৎলোকের প্রথম শান্তা (উপদেশক), আপনি সূর্য্য ও বহি এবং সর্বপাপযুক্ত । আপনি ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন ও বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন । ১৬২

রুদ্ররূপ (সংহারমূর্ত্তি) অবলম্বন করিয়া বিনাশ করিতেছেন । অতএব এই জগতে আপনার তুল্য অন্য বস্তু নাই । আপনি চন্দ্র, আপনি সূর্য্য, আপনি অনিল, অনন, জল ও ক্ষিতি । ১৬৩

আপনি আকাশ, আপনি যজ্ঞহ্রদীস্বরূপ হোতা সজ্জমান, আপনার এই অষ্ট-মূর্ত্তির জন্ম আর কিছুই নাই । আপনি অনন্তমূর্ত্তি ; কিন্তু এই কয়েকটি মূর্ত্তির প্রধানত্ব-নিবন্ধন জগতে এই অষ্টমূর্ত্তিরই কথা বলিয়া থাকে । ১৬৪

আপনি ত্র্যম্বক, আপনি ত্রিপুরারি, আপনি শত্ৰু, ইন্দ্র, শমন ও বিধাতা । ১৬৫

আপনি সহস্রবাহু, হিরণ্যবাহু, আপনি সহস্রমূর্ত্তি ; কিন্তু সম্প্রতি পঞ্চবস্তু । আপনি প্রভূত নেত্র হইলেও ত্রিনেত্র এবং প্রভূতবাহু হইলেও দশবাহু । ১৬৬

আপনি ঐশ্বর্য্যশালী, প্রচুরভোগী এবং মিতভোগযুক্ত । আপনি ভোগ্য বস্তুর অনুগত কিন্তু তাহাতে অনাসক্ত । ১৬৭

আপনি নিত্যানিত্য-রূপ এবং নিত্যধামস্বরূপ, আপনি পরতত্ত্বস্বরূপ এবং শিবাখ্যা আপনাকে নমস্কার । ১৬৮

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু—আপনার স্বরূপের অস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই । হে বৃষধ্বজ ! আমরা আর আপনাকে কি লব্ধ করিব ? ১৬৯

স্বরূপং বস্তু জানন্তি ন দেবা নাপি দানবাঃ ।
 বালাবাবাং কথন্তু ত্বাং স্তোত্বাবঃ পরমেশ্বর ॥ ১৭০
 ভক্তিমায়েণ দেবেশ তবাবাং বৃষভধ্বজ ।
 কূর্কঃ প্রণামঃ গৌরীশ কুরন্ত্য্যং নমো নমঃ ॥ ১৭১

ঔর্ক উবাচ—

ইতি স্তুতো মহাদেবো বেতালেন মহাশয় ।
 ভৈরবেণাপি রাজেন্দ্র প্রসন্নঃ প্রাহ তৌ তদা ॥ ১৭২

জগবান্‌বাচ—

তুষ্কৌহস্মি যুবরোঃ পূজ্যো বৃগুতং বাহ্লিতং বরম্ ।
 দাস্তামি যুবহোরিক্তং প্রসন্নোহহং তপোব্রতৈঃ ॥ ১৭৩
 স্তুতিভিচ্চ নমৈশ্চাপি তথৈকান্তানুচিন্তনৈঃ ।
 যুহুর্হুঃ সুপ্রসন্ন ইষ্টং দাস্তামি বাং সূতো ॥ ১৭৪

বেতালভৈরবাবুচতুঃ—

তুষ্কৌহসি যদি সত্যং নৌ সত্যমাবাং সূতো যদি ।
 বৃষধ্বজ তবৈবেহ তদেযং দেহি নৌ বরম্ ॥ ১৭৫
 সূতভাষেন পিতরং ভবন্তং জগতাং পতিম্ ।
 নিত্যং যথাবগচ্ছাবন্তুখা দেহি বরং তু নৌ ॥ ১৭৬
 ন রাজ্যমভিকাম্যাম্যো ন ধনং নাশ্বদেব বা ।
 তন্তুত্যা সেবনং কর্ত্ত্বং ততৈচ্ছাবো বৃষধ্বজ ॥ ১৭৭

দেবগণ ও দানবেরা বাঁহাৎ স্বরূপ জানিতে পারেন নাই, আমরা বালক হইয়া দেবাদি-চরিত-পরমেশ্বর আপনাকে কিরূপে স্তব করিব । ১৭০

হে বৃষধ্বজ ! হে দেবেশ ! আমরা যাত্র ভক্তির সহিত আপনাকে প্রণাম করিতেছি, হে গৌরীশ ! পুনর্বার আপনি আমাদের বার বার প্রণাম গ্রহণ করুন । ১৭১

ঔর্ক কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! মহাদেব, মহাজ্ঞা বেতাল ও ভৈরব কর্ত্তক এইরূপে স্তুত হইলে তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন । ১৭২

হে বৎস ! আমি তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বাহ্লিত বর প্রার্থনা কর, তোমাদিগকে বর প্রদান করিব । ১৭৩

হে বৎস ! আমি তপোব্রত, স্তুতি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্বদা নির্জ্ঞানধ্যান—এই সকলের দ্বারা সম্যক্ প্রসন্ন হইয়াছি,—তোমাদিগের অভিলষ পূর্ণ করিব । ১৭৪

বেতাল ও ভৈরব কহিলেন, হে বৃষবাহন ! যদিও আপনি আমাদের প্রতি সত্যই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমরা আপনার বাস্তবিক পুত্রই হই—তবে আপনি আমাদের অভিলষিত বর প্রদান করুন । ১৭৫

আপনি আমাদের জগদীশ্বর পিতা, যেভাবে পুত্রভাবে আমরা আপনার সর্বদা অনুগত থাকিতে পারি, সেইরূপ বর আমাদের প্রদান করুন । ১৭৬

আমরা রাজ্যাভিলাষ করি না, ধন বা অন্য কিছুই চাহি না ; হে বৃষধ্বজ ! কেবল তদগত ভক্তিতে আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করি । ১৭৭

তুংপাদপঙ্কজস্থান্ নিত্যং মধুকরাশ্চতাম্ ।
 ত্বয়ি প্রসঙ্গে নেত্রাণাং যুগলে প্রাপ্তভূতাং সদা : ১৭৮
 ইতোহুত্থা কচ্ছিত্তাভিষুকাটনৈস্তং প্রপূজ্যনৈঃ ।
 কল্পকোটীসহস্রাণি যাত্ত সমাকৃতাং বয়োঃ ১৭৯
 তত্তত্ত্বচনং কৃত্বা মহাদেবো হসস্মিহ ।
 সর্কৈর্দেবগণৈঃ সার্জ্যং দেবভূমকরোত্তরোঃ ১৮০
 দেবেভ্যঃ সম্মতে নৈব সুধামানীক্য নাকতঃ ।
 বেতালভৈরবো তাত্ত পারিষায়াস শঙ্করঃ ১৮১
 পীতেহমৃতে ততস্তো তু স্তম্ভাতাং নবসস্তম্যো ।
 অমর্ত্যতাং পরিত্যজ্য প্রাপতুঃ শিবশক্তিতঃ ১৮২
 তন্মিন্ কালে যপতো তু দিব্যজ্ঞানবলাদ্বিতো ।
 দিব্যরূপোপসম্পন্নো বভূবতুরবিন্দমো ১৮৩
 অভিন্নেনৈব দেহেন দেবভূং গতয়োস্তয়োঃ ।
 প্রাহ শঙ্করস্তদা তৌ তু সূতো পত্নমহর্ষিতৌ ১৮৪

ভগবানুবাচ—

অহং তুষ্টিস্ত হুবয়োঃ পার্কত্যোং দদিত্যং মম ।
 যক্ষস্তং কামমিচ্ছতা-বারাধয়তমীশ্বরীম্^১ ১৮৫
 তায়তে তু ন শক্যামি দাতুমিচ্ছং সনাতনম্ ।
 সেবিতুং চ সূতো নিত্যং শরণং ব্রহ্মতং শিবাম্ ১৮৬
 অচিরাদ্ যেন ভাবেন প্রীতিং দেবী গমিস্থতি ।
 অত্র বা তত্র বা গতা ভেন ভাবেন চার্জ্য তাম্ ১৮৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একপক্কাশোহব্যাহঃ । ৫১

আপনি প্রসন্ন হইলে আপনার শ্রীগাদ-পদ-যন্ত্রে আশাদিগের মননমন্ত
 সর্বদা অমর-অভাবত প্রাপ্ত হউক । ১৭৮

আপনার ধ্যান, আপনার অর্চন—এই সকল কর্যের দ্বারা আশাদিগের
 কোটি কোটি কল্প সমাক্রুপে অতিবাহিত হউক । ১৭৯

তখন মহাদেব, সকল দেবগণের সহিত হাসিতে হাসিতে বেতাল ও ভৈরবের
 দ্বারা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবভূ প্রদান করিলেন । ১৮০

ইন্দের সম্মতিতে স্বর্গ হইতে অমৃত আনিয়া শঙ্কর তাঁহাদিগকে পান
 করাইলেন । তখন তাঁহারা হইজন অমৃত পান করিয়া শিবশক্তি দ্বারা মনুষ্যত্ব
 পরিত্যাগ করত অমরত্ব লাভ করিলেন । ১৮১-১৮২

সেই সময় বলশালী স্বয়ং বেতাল ও ভৈরব,—দৈবশক্তি, দৈবজ্ঞান, দৈবরূপ
 লাভ করিলেন । ১৮৩

মহাদেব তখন অভিন্নরূপে দেবভূপ্রাপ্ত দানদগুষ্ঠ পূত্রদ্বয়কে বলিলেন । ১৮৪

আমি তোমাদের প্রতি তুষ্টি হইয়াকি । যদি আমার প্রদত্ত ইষ্ট ইচ্ছা কর,
 তাহা হইলে আমার দমিত্য ইন্দ্রী আশাশক্তির সেবা কর ; আমি তদ্ব্যতিরেকে
 অব্যয় ইষ্টকল দিতে পারিব না ; অতএব হে বৎস ! তাঁহার আরাধনাকে
 নিমিত্ত তাঁহাকে আশ্রয় কর । ১৮৫-১৮৬

দ্বিপঞ্চাশোঃ অধ্যায়ঃ

ঔর্য উবাচ—

এবং বদতি ভূতেশে ভবা বেতালঔভরবো ।
প্রাহতুর্কোষাকেশং ভৌ হর্ষোৎফুল্লবিলোচনো ॥ ১

বেতালঔভরবাবুচতুঃ—

‘অত্যা ন হি জানীষো ধ্যানং মন্ত্রং বিধিং তথা ।
কথমারাধিত্বাবো ভগবন্ সমাশ্রচ্যতাম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—

মহামায়াবিধিং মন্ত্রং কল্পক ভবভোঃ সূতো ।
উপদেশ্যামি ত্বেন যেন সর্বং ভবিস্কৃতি ॥ ৩

ঔর্য উবাচ—

উত্থাঙ, স মহামায়াদ্যানং মন্ত্রং বিধিং তথা ।
কথমাস্মি পিরিশক্ৰমোঃ সম্যক্ নৃপোত্তম ॥ ৪
যদকৌশলভিঃ পশ্চাৎপট্টলৈস্ত স ভৈরবঃ ।
স নির্ণয়বিধিং কল্পং নিববক্শ শিবাহুভে ॥ ৫

বাহাতে পীত্র তিনি প্রীতিলাভ করিতে পারেন । যেখানে সেখানে থাকিয়া
তাহার উপাসনা করিতে পার । ১৮৭

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

মন্ত্রোপদেশ আরম্ভ

ঔর্য কহিলেন,—মহাদেব এইরূপ উপদেশ দিলে তখন বেতাল ও ভৈরব
হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে ব্যোমকেশকে কহিলেন । ১

হে ভগবন্ ! আমরা পার্বতীর ধ্যান, মন্ত্র, অর্চন-ক্রম, কিছুই জানি না,
কিরাগে তাহাকে আরাধনা করিব, তথিব্যয়ে সম্যক উপদেশ দিউন । ২

ভগবান্ কহিলেন, হে বৎস ! আমি মহামায়ার বিধি, মন্ত্র ও বক্ত—
সকলই তোমাদিগকে বধার্থরূপে উপদেশ দিতেছি, তাহাতেই তোমাদিগের
সকল সিদ্ধ হইবে । ৩

ঔর্য কহিলেন,—হে নরপতে ! এই কথা বলিয়া মহাদেব তখন মহামায়ার
ধ্যান, মন্ত্র এবং বিধি তাহাদিগকে উত্তমরূপে বলিলেন । ৪

মহাদেব পার্বতী-পূজার পশ্চাৎলিখিত অষ্টাদশ পটলের দ্বারা নির্ণয়পূর্বক
বিধি কল্প রচনা করিয়াছেন । ৫

সগর উবাচ—

কৌতুহলম্ভং পুরা শঙ্করবোচনভবোত্তমোঃ ।
যেনারাম্য মহামায়াং ভৌ গণেশভবাপতুঃ ।
সকলং সরহস্যঞ্চ সাক্ষং তচ্ছ্রীতুম্ভবসহে ।
দশাষ্টপটলৈর্মন্ত্ৰং নিববন্ধ স ভৈরবঃ ॥ ৬

ঔর্য উবাচ—

বহুভাষিতুং তস্মৈ চিরেণৈব তু শক্যতে ।
তস্মাৎ সন্যঃ সমুদ্ভূত্যা যন্মহাদেবভামিতম্ ।
সঙ্কেশাং কথয়ে তত্ত্বং তচ্ছ্রীতুম্ভবোত্তম ॥ ৭
পূজ্যন্তৌ পার্শ্বভীমস্তং তবা বেতালভৈরবৌ ।
অগাদ স মহাদেবঃ শূণ্ডতং মন্ত্রকল্পকৌ ॥ ৮

শ্রীভগবানুবাচ—

শূণ্ডং মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ওহাদ্ শুভ্রতমং পরম্ ।
অষ্টাঙ্করন্তু বৈষ্ণব্যা মহামায়ায়তোঃসবম্ ॥ ৯
অস্মৈ শ্রীবৈষ্ণবীমন্ত্রস্ত নারদ ঋষিঃ শঙ্করদেবতা ।
অনুষ্টিপ্ হ্রস্বঃ সর্বার্থসাধনে বিনিয়োগঃ ॥ ১০
হাস্তান্তপূর্বে। যান্তক্য নাস্তৌ শান্তস্তথৈব চ ।
কৈকাদশাষ্টাদিষষ্ঠঃ খান্তৌ বিষ্ণুপুত্রঃসরঃ ॥ ১১
ঐতিরম্ভাকরৈর্মন্ত্রং শোণপত্রসমপ্রভম্ ।
ওঁকারং পূর্বতঃ কৃত্বা অপ্যং নৈর্বন্ত সাধকৈঃ ॥ ১২

সগর রাজা কহিলেন,—পূর্বে শঙ্কর কিরূপ মন্ত্র, বেতাল ও ভৈরবকে কহিয়াছিলেন, যে মন্ত্র দ্বারা মহামায়াকে আরাধনা করিয়া তাঁহারা গণেশকে লাভ করেন। আমি সেই কল্প, সেই মন্ত্র, সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। অষ্টাদশ পটলের দ্বারা মহাদেব, যে মন্ত্র ও যে কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ৬

ঔর্য কহিলেন,—হে নৃপোত্তম। মহাদেব যে সকল মন্ত্রাদির বিষয় বলিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তৃত; সম্পূর্ণ বলিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে; অতএব সেই সকলের সারভাগ উদ্ধৃত করিয়া বলি শ্রবণ কর। ৭

তখন বেতাল ও ভৈরব পার্শ্বভীম-মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মহাদেব কহিলেন, তোমরা পার্শ্বভীমস্ত্র ও পার্শ্বভীকল্প শ্রবণ কর। ৮

ভগবান্ কহিলেন,—আমি মহামায়া বৈষ্ণবীর মহোৎসবদায়ক, ওহু হইতে অতি শুভ্রতম অষ্টাঙ্কর মন্ত্র বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ৯

এই বৈষ্ণবী মন্ত্রের ঋষি নারদ, দেবতা শঙ্ক, হ্রস্বঃ অনুষ্টিপ্ এবং সর্ব-অর্থ-সাধনার্থ ইহার প্রয়োগ হয়। ১০

হাস্তান্ত (য), যান্ত (য), নান্ত (প), শান্ত (ত), কৈকাদশ (ট), আদিষষ্ঠ (চ), খান্ত (ক), বিষ্ণু (অ), ইহা বামাবর্তে পাঠ করিলে “অ ক চ ট ভ প য ব” এই মন্ত্র হয়। ১১

মহামন্ত্রমিদং গুহ্যং বৈষ্ণবীমন্ত্রসংস্কৃতম্ ।
 মন্ত্রং কলেবরমন্তং তস্মাদমন্ত্রং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৩
 মহাদেবশোভাৰ্দ্ধমুখং বীজমেতং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 ওঁকারাক্ষরবীজঞ্চ মকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥ ১৪
 মবীজং কথিতং মন্ত্রং কল্পঞ্চ শূন্যং ভৈরব ॥ ১৫
 তীৰ্থে নদীতে দেবধাতুে গৰ্ভপ্রসবপাদিকে ।
 পরকীয়ন্তরে ভোমে স্নানং পূৰ্ব্বং সমাচরেৎ ॥ ১৬
 আচাৰ্য্যঃ শুচিতাং প্রাপ্তঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
 উত্তরাভিমুখো ভূত্বা হৃদিসং মার্জ্জযেৎ ততঃ ॥ ১৭
 করেণানেন মন্ত্ৰেণ যুং সঃ কিত্যা ইতি স্বয়ম্ ।
 ওঁ হ্রীং স ইতি মন্ত্ৰেণ আশাপূরণকেন চ ।
 ভোমৈবভ্যাক্ষতেং স্নানং ভূতানামপসারণে ॥ ১৮
 ততঃ সবেদন হস্তেন গৃহীত্বা হৃদিসং শুচিঃ ।
 মন্ত্রং লিখেৎ সূৰ্ণেন যাজ্ঞিকেন কুশেন বা ॥ ১৯
 ওঁ বৈষ্ণবো নম ইতি মন্ত্ররাজমথাপি বা ।
 ততঃশ্রিযশ্চলং কুর্য্যাত্তেনৈব সমরেখয়া ॥ ২০
 নিত্যাসু ন হি পূজাসু বজ্জোভির্মণ্ডলং লিখেৎ ।
 পূরশ্চরণকার্য্যোহু তৎকামোহু প্রযোজয়েৎ ॥ ২১

এই অষ্টোক্তর দ্বারা ঐ মন্ত্র নিষ্কল হয়, উহার রক্তগন্ধ সৃষ্ট প্রভা ; পূৰ্বে প্রণব উচ্চারণ করিয়া সাধকগণ উহার জপ করিবে । ১২

ইহা একটি অতি গুহ্য মহামন্ত্র, ইহার নাম বৈষ্ণবী মন্ত্র ; ইহা কলেবর-বিশিষ্ট বলিয়া উহাকে অম্লিমন্ত্র বলা হয় । ১৩

মহাদেবের উর্দ্ধমুখ এবং প্রণবের বীজই ইহার বীজ এবং মকার ইহার শক্তি । ১৪

হে ভৈরব ! মবীজ মন্ত্র কথিত হইল, এক্ষণে পূজার কল্প অবগত কর । ১৫

তীৰ্থে, নদীতে, দেবধাতুে, গৰ্ভে, প্রসবপাদিতে এবং পরকীয় জল তিল ফে কোন জলাশয়ে প্রথমে স্নান করিবে । ১৬

স্নানান্তর আচমন করিয়া শুদ্ধ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া উত্তরাভিমুখে হৃদিলের মার্জ্জনা করিবে । ১৭

‘যুং সঃ কিত্যা’ এই মন্ত্র এবং ‘ওঁ হ্রীং স’ এই আশাপূরণক মন্ত্র দ্বারা ভূতাপসরণের নিমিত্ত হস্তে জল লইয়া উহা দ্বারা পূজাস্থানের অভ্যাক্ষণ করিবে । ১৮

অনন্তর শুচি সাধক, বাম হস্ত দ্বারা হৃদিসং গ্রহণ করিয়া সূৰ্ণশলাকা বা যাজ্ঞিক কুশ দ্বারা উহাতে মন্ত্র লিখিবে । ১৯

“ওঁ বৈষ্ণবো নমঃ” এই মন্ত্র অথবা মন্ত্ররাজ অঙ্কিত করিবে । অনন্তর উহার সহিত সমরেখার একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে । ২০

নিত্য পূজায় পঞ্চবর্নকুড়ি দ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিবার আবশ্যক নাই, কাম্য পূজায় বা পূরশ্চরণাদিতে ঐরূপ করিবে । ২১

রেখাসূদীচ্যাং প্রথমং পশ্চিমে তদনন্তরম্ ।
 দক্ষিণে তু ততঃ পশ্চাৎ পূর্বভাগে তু শেষতঃ ॥ ২২
 বর্ণানাক্ সপ্তাটীরেবমেব ক্রমো ভবেৎ ।
 ওঁ হ্রীং স্রীং স ইতি যন্ত্রেণ মণ্ডলং পূজয়েত্ততঃ ॥ ২৩
 হস্তেন মণ্ডলং কৃৎস্না কূৰ্ঘ্যাদ্বিঘৃহ্ননং ততঃ ।
 আশাবন্ধনমন্ত্রেণ পূৰ্ব্বোক্তেন যথাক্রমম্ ।
 কড়ন্তেনাখ্যনাপ্যত্র করৌশেয নিষক্কেৎ ॥ ২৪
 স্বানারং^১ ততুলৈরেকমণ্ডলং চাষ্টভির্ভবেৎ ।
 অদীৰ্ঘযোজিতৈর্হস্তৈঃ চতুর্বিংশতিরঙ্গুলৈঃ ॥ ২৫
 তৎপ্রমাণেন হস্তেন হস্তৈকং তস্য মণ্ডলম্ ।
 পদ্যং বিভক্তিশাভ্যং স্রীং কর্ণিকারং তদর্ককম্ ॥ ২৬
 দলান্তস্তোত্রসস্তানি স্থায়তানি নিযোজয়েৎ ।
 ন নূনাধিকভাগানি সবহির্বেষ্টিতানি চ ॥ ২৭
 মধ্যভাগে স্রসেদ্ দ্বারম্ ন্যূনে নাধিকে তথা ॥ ২৮
 সুবদ্রং মণ্ডলং তচ্চ রক্তবর্ণং বিচিত্রয়েৎ ॥ ২৯
 ইতোহমুখা মণ্ডলমুগ্রমস্থাঃ
 কতোতি যো লক্ষণভাগহীনম্ ।
 ফলং ন চাপ্রোক্তি ন কামমিষ্টে
 তস্মাদিদং মণ্ডলমাত্র লেখ্যম্ ॥ ৩০

ইতি স্রীকালিকাপুত্রেণ মহামায়াকল্পেহষ্টাদশপটলে দ্বিপকাশমোহ্যায়ঃ ॥ ৫২

তাহার পর পশ্চিমে এবং তদনন্তর দক্ষিণে রেখা অঙ্কন করিবে ; সর্বশেষে পূর্বভাগে রেখা অঙ্কন করিবে । ২২

যার এবং দল অঙ্কন করিবার এইরূপ ক্রম জানিবে । 'ওঁ হ্রীং স্রীং' এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পূজা করিবে । ২৩

অনন্তর মণ্ডল হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া পূর্বোক্ত কটু-অস্ত্র দিঘৃহ্নন মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে দল দিক্ বন্ধন করিবে এবং সহস্র দ্বারাই দিঘৃহ্নন করিবে । ২৪

আটটি যবের দ্বারা একটি অঙ্গুলি হয়, অদীৰ্ঘ অর্থাৎ বিস্তারভাগে যোজিত চতুর্বিংশতি-অঙ্গুলি দ্বারা একটি হস্ত হয় । ২৫

এই প্রমাণ হস্তের নিজের এক হস্ত-পরিমিত মণ্ডল করিবে । উহাতে বিভক্তিপরিমিত পদ্য এবং অর্ক বিভক্তি-পরিমিত কর্ণিকার করিবে । ২৬

পদ্যের দলগুলিকে পরস্পর-সংলগ্ন, আকৃত নূনাধিকভাব-শূন্য এবং বহির্কোষীন-বৃত্ত করিয়া নির্মাণ করিবে । ২৭

উহার ঠিক মধ্যভাগে ন্যূন বা অধিক ভাগে নহে—একটী দ্বার করিবে । ২৮

সেই মণ্ডলকে বর্তুলাকার রক্তবর্ণ চিত্রা করিবে । ২৯

যে ব্যক্তি উক্ত লক্ষণহীন একটী কিল্বৃত-কিমাকার-রূপ মণ্ডল দেবীর পূজার্থ অঙ্কিত করে, সে পূজার ফল ও নিজের অভিলষিত প্রাপ্ত হইবে না, অতএব যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে । ৩০

দ্বিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ততোঃ নিমিতি মন্ত্ৰেণ অৰ্ঘ্যপাত্ৰস্ত মণ্ডলম্ ।
 চতুষ্কোণং বিধাত্যন্ত দ্বারপদ্যবিবজ্জিতম্ ॥ ১
 ওঁ হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্ৰেণ অৰ্ঘ্যপাত্ৰস্ত মণ্ডলে ।
 বিক্রসেৎ প্রথমং তত্র পূজয়িত্বা সমিধ্যতি ॥ ২
 ঐ হ্রীং হ্রৌমিতি মন্ত্ৰেণ গন্ধপুষ্পে তথা জলম্ ।
 অৰ্ঘ্যপাত্রে ক্রিপেত্তত্র মণ্ডলং বিক্রসেৎ ততঃ ॥ ৩
 পূৰ্ব্ববস্তম্ভলং কৃত্বা অৰ্ঘ্যপাত্রে ততোঃ কটৈঃ ।
 ত্রিভাগৈঃ পূৰ্ণয়েৎ পাত্ৰং পুষ্পং তত্র দ্বিনিঃক্রিপেৎ ॥ ৪
 ততোঃ হ্রৌমিতি মন্ত্ৰেণ আসনং পূজয়েৎ স্বকম্ ॥ ৫
 ততঃ কোমিতি মন্ত্ৰেণ আত্মানং পূজয়েৎ সুখঃ ।
 নকৈঃ পুষ্পৈঃ শিরোদেশে ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৬
 ওঁ হ্রীং স ইতি মন্ত্ৰেণ পুষ্পং হস্ততলস্থিতম্ ।
 সংযজ্য সবাহুস্তেন দ্বাভ্যাং বামকরেণ তু ।
 ঐশাঙ্ক্যং নিক্রিপেদেতৎ পূৰ্ব্বমন্ত্ৰেণ কোবিদঃ ॥ ৭
 রক্তপুষ্পং গৃহীত্বা তু করাভ্যাং পাদিকচ্ছপম্ ।
 বহ্না কূৰ্ঘ্যাত্ততঃ পশ্চাদহনপ্লবনাদিকম্ ॥ ৮

মণ্ডল-নিৰ্মাণাদি

ভগবান্ কহিলেন,—তাহার পর 'নমঃ' এই মন্ত্ৰোচ্চারনপূর্বক অৰ্ঘ্যপাত্ৰ
 আধার নিমিত্ত পথ ও দ্বার-মুখ একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল নির্মাণ করিহা 'ওঁ
 হ্রীং শ্রীং' এই মন্ত্রদ্বারা দ্বীপ আসন পূজা করিবে । ১

তৎপরে 'ওঁ ঐ' হ্রী' শ্রী' এই মন্ত্রদ্বারা অৰ্ঘ্য পাত্ৰটী পূৰ্বনির্মিত মণ্ডলে
 স্থাপিত করিহা প্রথম সেই অৰ্ঘ্য পাত্ৰটী অর্চন করিবে । ২

পরে এই অৰ্ঘ্যপাত্রে 'ঐ' হ্রী' হ্রৌ' এই মন্ত্র বলিহা গন্ধ পুষ্প-জল নিক্ষেপ
 করিবে, তাহাতে আবার একটী মণ্ডল রচনা করিবে । ৩

এই অৰ্ঘ্যপাত্ৰ পূৰ্ববৎ একটী মণ্ডল রচনা করিহা পাত্ৰটীকে ত্রিভাগ অলের
 দ্বারা পূরণ করিবে; তৎপরে ঐ অৰ্ঘ্যপাত্ৰস্থ জলে একটী পুষ্প নিক্ষেপ
 করিবে । ৪

তাহার পর 'হ্রীং' এই মন্ত্রদ্বারা দ্বীপ আসন পূজা করিবে । ইহার পর
 সাধক, 'কো' এই মন্ত্রদ্বারা আত্মাকে পূজা করিহা গন্ধ পুষ্পদ্বারা আপনার
 শিরোদেশে অর্চনা করিবে । ৫-৬

অতঃপরঃ 'ওঁ হ্রীং সঃ' এই মন্ত্রদ্বারা হস্ততলস্থিত পুষ্পটীকে দক্ষিণ হস্তদ্বারা
 পূজা করিহা আবার তাহা বাম হস্তের দ্বারা দ্বাণ লইহা সেই পুষ্পটী পূৰ্ব মন্ত্র-
 দ্বারা ঐশান কোণে নিক্ষেপ করিবে । ৭

ইহে হস্তদ্বারা রক্তপুষ্প গ্রহণ করিহা পাদিতল কচ্ছপাকৃতি করিবে, ইহার
 পর বহন ও প্লাবনাদি কর্তব্য কর্তব্য । ৮

বামহস্তস্য তর্জ্জুস্তাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকাম্ ।
 তথা দক্ষিণতর্জ্জুস্তাং বামাহুষ্ঠং নিয়োজয়েৎ ॥ ৯
 উন্নতং দক্ষিণাহুষ্ঠং বামস্ত মধ্যমাঙ্গিকাং ।
 অঙ্গুলীর্ঘোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ ॥ ১০
 বামস্ত পিতৃভীর্যেন মধ্যমানামিকৈ তথা ।
 অবোমুখে তু তে কুর্যাদ্ধক্ষিণস্য করস্য চ ॥ ১১
 কুর্শ্চপৃষ্ঠমমং পৃষ্ঠং কুর্যাদ্ধক্ষিণহস্ততঃ ॥ ১২
 এবং বহুঃ সর্বসিদ্ধিং দদাতি পানিকচ্ছপঃ ।
 কুর্যাত্তদ্বদমস্রং নিমীল্য নঃনহস্যম্ ॥ ১৩
 সমং কাশলিরোগীবাং কৃত্বা স্থিরমনা বৃধঃ ।
 ধ্যানং সমারভেদেব্যা দাহপ্লবনপূর্বকম্ ॥ ১৪
 অগ্নিং বায়ৌ বিনিষ্কিন্য বায়ুং ভোরে জলং হৃদি ।
 হৃদয়ং নিশ্চলে দৃঢ়া আকাশে নিষ্কিপেৎ ঘনম্ ॥ ১৫
 “ও” হু” ফড়িতি মন্ত্ৰেণ তিত্বা বক্রন্ত মন্ত্ৰকে ।
 শকেন সহিতং জীবমাক্ষাশে স্থাপয়েৎ ততঃ ॥ ১৬
 বায়ুগ্নিষমশক্রাণাং বীজেণ বক্রণস্য চ ।
 পদাহানপর্যাক্ষতৈঃ সাক্ষিচৈঃ সবিম্বুটৈঃ ॥ ১৭
 শোষণং দাহং তথোচ্ছাদং পীষদ্বাসেননং পরম্ ।
 যথাক্রমেণ কর্তব্যং চিন্তাযাত্রং বিম্বুটয়ে ॥ ১৮
 ততস্ত দেব্যা বীজন্ত শুদ্ধজাব্দনদাকৃতিঃ ॥
 তত্রাসাদ্য দ্বিধা কুর্য্যাৎ “ও” ত্রীং শ্রীমতি মন্ত্রকৈঃ ॥ ১৯

(কচ্ছপাকার হস্ত করিবার প্রণালী) বামহস্তের তর্জ্জুনীর সহিত দক্ষিণ-
 হস্তের কনিষ্ঠের যোগ হইবে এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জুনীর সহিত বামাহুষ্ঠের
 যোগ হইবে । ৯

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত থাকিবে, বামহস্তে মধ্যমানি অঙ্গুলী দক্ষিণ-
 হস্তের ক্রোড়ে (ক) যোগ করিবে এবং বামহস্তের তৃতীয় অঙ্গুলীর সহিত দক্ষিণ-
 হস্তের মধ্য ও অনামিকা নামক দুইটী অঙ্গুলীকে অবোমুখ করিয়া যোগ
 করিবে । তাহার পর দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠটী কুর্শ্চপৃষ্ঠের স্থায় করিবে । ১০-১২

পানিতল এইরূপ কচ্ছপাকারে বদ্ধ হইলে সকল সিদ্ধি প্রদান করে ; এবং
 নরনর মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরকে স্তনয়গত করিবে । ১৩

সাধক ধ্যানকালে শরীর, মন্ত্রক ও প্রৌবানেশ সমান রাখিয়া সুস্থিরচিত্তে
 দাহন প্লাবনাভে দেবীর ধ্যানে নিযুক্ত হইবে । বায়ুতে অগ্নি, জলে বায়ু, হৃদয়ে
 জল, নিষ্কিপ্ত করিয়া তখন বহুং হৃদয়কে নিশ্চল করিয়া উহা আকাশে নিক্ষেপ
 করিবে । “ও” হু” ফট্” এই মন্ত্রদ্বারা মন্ত্রকের বক্ররূপ ভেদ করিয়া পরে শকেন
 সহিত জীবকে আকাশে স্থাপন করিবে । ১৪-১৬

চন্দ্রবিম্বুর সহিত বায়ু, অগ্নি, ঘন, শক্র ও বক্রণের বীজের দ্বারা চিত্ততত্ত্বের
 নিযুক্ত যথাক্রমে শোষণ, পূরণ, অয়তসিদ্ধন ইত্যাদি কর্তব্য । ১৭-১৮

* ইদমর্কং কতিমাত্রি ।

(ক) তদ্ব-সংগ্রহকার কৃষ্ণানন্দ, পৃষ্ঠ শব্দে ক্রোড় সিদ্ধিলাভেন ।

১ । ততস্ত দেবীবীজেন অগ্নুং কাশল্যদাকৃতিম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

তদুর্দ্ধভাগে বিধিনা^১ লোকং স্বর্গঞ্চ খং তথা ।
 নিম্পাশ শেখরাগ্রে তু ভুবং পাতালচারিণীম্ ॥ ২০
 চিন্তয়েত্তত্র সর্বানি সন্তুষীপাঞ্চ মেদিনীম্ ॥ ২১
 তত্তেজুসাগরাভঃস্থং^২ স্বর্ণদ্বীপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২২
 ভূমধ্যে রত্নপর্যাক্তং রত্নমণ্ডলসংস্থিতম্ ।
 আকাশগঙ্গাতোয়োটৈবঃ সৈববাসেবিতং ভূতম্ ॥ ২৩
 ভূমধ্যাক্ষে রত্নপদ্মং প্রসন্নং সর্বদা শিবম্ ।
 চিন্তয়েৎ স্বর্ণমালাক্ৰং সন্তপাতালনালকম্ ॥ ২৪
 আত্মকভুবনম্পর্শি স্বর্ণবর্ণককর্ণিকম্ ।
 তত্র স্থিতাং মহামায়াং ধ্যায়েনেকাশ্রয়ানসঃ ॥ ২৫
 শোণপদ্মপ্রভীকানাং যুক্তযুক্তম্বলগিণীম্ ।
 চক্রেকাশনসম্বন্ধ-কুণ্ডলোজ্জ্বলশালিনীম্ ॥ ২৬
 সুবর্ণরত্নসম্বন্ধ-কিরীটধরধারিণীম্ ।
 তুরুকৃষ্ণাকর্ণৈর্কৈটৈঃপ্তিভিচ্চাক্রবিভূষিতাম্ ॥ ২৭
 সঙ্ঘাচন্দ্রসরপ্রখ্য-কপোলাং লোললোচনাম্ ।
 বিপকদাড়িমীবীজদন্তাং সূত্রযুগোজ্জ্বলাম্ ॥ ২৮
 বন্ধুকদন্তবসনাং শিরীষ-প্রভাসিকাম্ ।
 কণ্ডুগ্রীবাং বিশালাক্ষীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্ ॥ ২৯

তাহার পর দেবীবিজের দ্বারা সুবর্ণাকার অক্ষাণ্ডকে ঐং হ্রীং ঐঃ এইমন্ত্র দ্বারা বিধি অনুসারে করিবে । ২৯

ঐ অণ্ডের উর্দ্ধভাগের দ্বারা আকাশ ও স্বর্গ মনের দ্বারা সৃষ্টি করিয়া অপর শেষ ভাগের দ্বারা পৃথিবী ও পাতাল সৃষ্টি করিতে হইবে । ২০

ইহাতে অস্ত্রাণ্ড বস্ত্র ও সন্তুষীপা পৃথিবী চিন্তা করিবে । এই সন্তুষীপা পৃথিবীতে আবার ইন্দ্রসাগরের মধ্যস্থিত স্বর্ণদ্বীপ চিন্তা করিবে । ২১-২২

সেই স্বর্ণদ্বীপের মধ্যে আবার সর্বদা মন্দাকিনীকূলে কানিত রত্নমণ্ডলস্থিত সুন্দর রত্নপর্যাক্ত বিরাজ করিতেছে । ২৩

এই রত্নপর্যাক্ত একটা প্রফুল্ল কাঞ্চন পদ্ম সর্বদা রহিয়াছে এবং ইহার স্বর্ণমালাকৃতি যুগল সন্তপাতালগামী এবং পদ্মজী পৃথিবী হইতে অম্বলোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে । ২৪

ইহার কেনরের বর্ণ কাঞ্চন-বর্ণ-সদৃশ ;—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে । এই কাঞ্চন-পদ্ম-স্থিত মহামাযাকে একাধিভুক্তে ধ্যান করিতে হইবে । ২৫

শোণ পুষ্পের দ্বারা রত্নবর্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠে দোহল্যমান ; কর্ণদ্বয়ে রত্ন-খচিত চক্রে কাঞ্চনময় কুণ্ডল শোভা পাইতেছে । ২৬

মস্তকে রত্ন-খচিত হিরণ্য কিরীট রহিয়াছে ; তিনি তুরু-কৃষ্ণ-রত্নবর্ণ-মিশ্রিত তিনটি নেত্র-দ্বারা অতিশয় মনোহর হইয়াছেন । ২৭

তাঁহার কপোলদ্বয় নবশব্দর-সদৃশ ; নয়ন চক্রে ও বিশাল ; দন্তপংক্তি পরিপুষ্ট দাড়িমীবীজ-সদৃশ ; ভ্রুযুগল পরম সুন্দর । ২৮

পরিবেশ বসনধানির বর্ণ বন্ধুক-পুষ্পের দ্বারা ; নাসিকা শিরীষপুষ্প সদৃশ ।

১। তদুর্দ্ধভাগেবু স্বর্লোকঃ—ইতি পার্শ্বান্তরম্ ।

২। তত্তেজু সাগরাংস্তাংস্ত—ইতি পার্শ্বান্তরম্ ।

চতুৰ্ভুজাং বিদসনাং পীনোন্নতপদোদরাম্ । ৩০
 দক্ষিণোৰ্দ্ধেন নিষ্ক্রিংশৎ পরেণ সিদ্ধসূত্রকম্ ।
 বিষতীং বামহস্তাভ্যামভীতিবরদায়িনীম্ ।
 নিম্ননাভিং ক্রম্যাক্রান্ত-কৌণমধ্যাং মনোহরাম্ । ৩১
 আনন্তনাগনাসৌক্যং শুভ্রশূলফাং সুপাক্ষিকাম্ ।
 বহুপৰ্য্যঙ্কমহুগ্ননিবিড়াসনরাজিতাম্ । ৩২
 গাভ্ৰেণ বহুস্তম্ভক সমাগালয়া সংস্থিতাম্ ।
 কিমিচ্ছসীতি বচনং ব্যাহরন্তীং মুহমুৰ্ছাঃ ।
 পঞ্চাননং পুরঃসংস্থং নিরীকন্তীং ববাহনম্ । ৩৩
 মুক্তাবলীপৰ্ণরত-কেম্বরকঙ্কণাদিভিঃ । ৩৪
 সৰ্বৈরলঙ্কারগণৈপকৃচ্ছলাং সশ্মিতাননাম্ ।
 সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশাং সৰ্বলক্ষণসংযুতাম্ । ৩৫
 নবযৌবনসম্পন্নং তথা সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ ।
 উদ্বীৰ্ণমস্তিক্যং ধাত্বা নমঃ কট্ভিত্তি মন্তকে । ৩৬
 বকীয়ে সুমনো মন্তাং সাহমেবং বিচিন্তয়নু^১ ।
 অঙ্গশাসকরত্নাসৌ ততঃ কুৰ্য্যাৎ ক্রমেণ তু । ৩৭
 এভির্মন্তৈঃ বরৈঃ সত্বেব্রাহ্মণীভূতৈঃ ক্রম্যামিটৈঃ ।
 ওম্ কৌম্ চৈতে সপ্রণবা বস্তবর্ণা মনোহরা । ৩৮

গৌৰাদেশে শঙ্খ-সদৃশ, প্রভা সূর্য্য-কোটি-সদৃশ, তিনি চতুৰ্ভুজা সুবসনা পীনোন্নত-পদোদরা । ২৯-৩০

তাঁহার দক্ষিণ দিকের উৰ্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, নিম্ন হস্তে সিদ্ধসূত্রক । বাম হস্তের দ্বারা অঙ্কুর বরপ্রদায়িনী । তাঁহার গভীর নাভি ও মধ্যদেশ যথাক্রমে কৌণ হইয়া আসিয়াছে । ৩১

তিনি মনোহরা অতিশয় নম্র-বভাবা ; তাঁহার উরুদ্বয় হস্তিশু-সদৃশ, শূলফল্লয় অতি নিম্ন, পাক্ষিকাগ অতি সুন্দর ; তিনি নিবিড় বহু পৰ্য্যঙ্কাসনে বসিয়া গাভ্রাধারা একতী বহুস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া আছেন ; “তুমি কি অভিশাপ কর?” এইরূপ বাক্য যেন সকলকে বার বার বলিতেছেন, সম্মুখস্থিত নিজ বাহন সিংহটীকে দেখিতেছেন । ৩২-৩৩

তিনি মুক্তামালা বর্ণ ও রত্নহার এবং কঙ্কণাদি হস্তভূষণ ও অশ্রাঙ্গ্য দ্বাবতীর অলঙ্কারের দ্বারা সমুজ্জ্বল, মুখখানি হাস্যযুক্ত, তিনি সূর্য্য-কোটি-সদৃশ সমুজ্জ্বল, সৰ্ব্ব-লক্ষণাক্রান্ত নবযৌবনসম্পন্ন সৰ্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী । অধিকার এইরূপ ব্যান করিয়া ও “নমঃ কট্” এই মন্ত্রদ্বারা কূৰ্ম্মমুদ্রিত হস্তস্থিত পুষ্পটী মন্তকে দিয়া দেবীর সহিত আপনাকে অভিন্ন চিন্তা করিবে । ৩৪-৩৬

অনন্তর, যথাক্রমে অঙ্গশাস ও করশাস করিবে । প্রধান-মূলে আঁকার প্রভৃতি দীর্ঘ মন্ত্র ও বিন্দু বোজনা করিয়া তদন্তে “নমঃ” “স্বাহা” ইত্যাদি অঙ্গ-মন্ত্র যথায়থ উচ্চারণ-পূর্ব্বক অঙ্গ প্রণব দিয়া “ও^২ আং নমঃ” “ও^৩ ঐং শিবসে স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা, যথাক্রমে উক্ত শাসনস্বর কর্তব্য । এই সমস্ত মন্ত্র বস্ত-বর্ণ এবং মনোহর । ৩৭-৩৮

১। আনন্তনাগপাদোক্তং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। বকীয়ে প্রথমং মন্তাং সাহমেবং বিচিন্ত্য চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

অঙ্গুষ্ঠানিকনিষ্ঠান্তঃ স্বস্ত্যসংবেষ্টনকং ফট্ ।
 প্রান্তেন কুর্য্যাদিস্তাসং পূৰ্ব্বং করতলদ্বয়োঃ । ৩৯
 হৃচ্ছিরঃশিখাকবচনোক্তেবু তৎক্রমাম্বাসেৎ । ৪০
 ততস্ত মূলমন্ত্রস্য নেত্রে পৃষ্ঠে তথোদরে ।
 বাহোঃপাদয়োঃ জজ্ঞায়োৰ্জঘনে ক্রমাৎ ।
 বিস্ত্রসেদক্ষর্য্যাপ্যেষ্ঠো ওঙ্কারকং তথা স্বরন্ । ৪১
 এতিঃ প্রকারৈরতিশুদ্ধদেহঃ, পূজাং সৈববাহতি নাশ্বথা হি
 শরীরশুদ্ধিং মনসো নিবেশং, ভূতপ্রসারং কুশলভ মৃণাৎ ৩৭ । ৪২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিপকাশোহধ্যায়ঃ । ৫৩

চতুঃপকাশোহধ্যায়ঃ

—ঐতগবান্বাচ—

ততোহৰ্য্যপাত্রে তস্মত্ৰমষ্টধাবৃত্য সঙ্কপেৎ ।
 তেন তোয়েন পুষ্পাদি যমগুণমধাসনম্ । ১
 আসেচয়েৎ ততঃ পশ্চাৎ পূজোপকরণং সমম্ । ২
 ঐং হ্রীং ঐমিতি^১ যত্রেণ শব্দপ্রাণত্ববিবজ্জিতম্ ।
 দ্বারপাকং ততো দেব্যা আসনানি চ পূজয়েৎ । ৩

পক্ষ অঙ্গুলি দ্ব্যাসের পরে অঙ্গুষ্ঠানি কনিষ্ঠান্ত সমস্ত করতল ঘুরাইয়া করতলদ্বয়-যোগে অঙ্গুলিপ্রান্তভাগ দ্বারা “ফট্” উচ্চারণপূর্ব্বক দ্ব্যাস করিবে । ৩৯

হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ এবং নয়নত্রয়ে পূৰ্ব্বোক্ত ক্রমে অৰ্থাৎ “ও” আং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দ্ব্যাস করিবে, পরে ঐরূপ করতলে দ্ব্যাস করা কর্তব্য । ৪০

অনন্তর, চক্ষু, পৃষ্ঠ, উদর, বাহু-মৃগল, হস্ত, পদমৃগল, জজ্ঞায়ম্ব এবং জঘন-দ্বয়ে যথাক্রমে মূলমন্ত্রের অন্তর্গত আটটি অক্ষর ওঙ্কার স্মরণ করত দ্ব্যাস করিবে । ৪১

এইরূপে শরীরশুদ্ধি, ভূতাপসরণ ও মনোনিবেশ করিয়া মনুষ্যগণ, সতত পূজা করিতে অধিকারী হয় । নতুবা পূজা করিতে অধিকারী হইবে না । ৪২

ত্রিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৩

চতুঃপকাশ অধ্যায়

পূজা-পারিপাট্য

ভগবান কহিলেন,—তাহার পর সেই অৰ্য্যপাত্রে সেই মন্ত্র অষ্টবার আবৃত্তি করিয়া জপ করিবে । ১

পরে সেই জল দ্বারা পুষ্পাদি সকল ও আপন'র যমগুণ আসন ও পূজা-পকরণ দ্বয়ং অভিষিক্ত করিবে । ২

১। ও ঐং হ্রীং ঐমিতি.....ইতি পাঠ্যগুরুম্ ।

নন্দীভূজিষহাকাল-গণেশা ঋতুপালকাঃ ।
 উত্তরাধিক্রমাৎ পূজা আসনানি চ মধ্যতঃ ।
 আধারশক্তি-প্রভৃতি হেমাঙ্গ্যস্তান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪
 প্রসিদ্ধান্ সর্বতন্ত্রেহ পূজাকল্পেহু ভৈরব ।
 দশদিকৃপালসহিতান্ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকান্ শুধা ।
 মণ্ডলাগ্নাদিকোণেহু পূজয়েৎ পার্শ্বদেশতঃ ॥ ৫
 সূর্য্যাগ্নিসোমযজ্ঞতাং যজ্ঞানি চ পদ্মকম্ ।
 ব্রহ্মসুখা তমঃ সত্ত্বং যোগশীঠং গুরোঃ পদম্ ।
 সারাদীন্ ভদ্রশীঠাঙ্গান্ সঙ্কোপাকান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬
 ব্রহ্মাণ্ডং স্বর্গভিষক ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ।
 সমাগধান্ সন্তুগীপান্ স্বর্গদ্বীপং সমগুপম্ ॥ ৭
 বহুপদ্মং সপর্ষাক্ষং বহুশুভং তথৈব চ ।
 পঞ্চাননং মণ্ডপস্ত মধ্যোহবস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ৮
 হ্রীং মন্ত্রেণ ভূতঃ কুর্শ্বপৃষ্ঠং পাণোনিবধ্য চ ।
 হোমোচ্চ পূর্ব্ববন্দেবীমাসান্যাসনমুত্তমম্ ॥ ৯
 হৃৎপদ্যে চিত্তয়েৎ স্বর্গদ্বীপং পর্য্যাক্ষসংভূতম্ ॥ ১০
 পশ্চাদ্ভিব ততো দেবীমেকাগ্রমনস্যা শ্রবেৎ ।
 প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে যানটৈরুপচারকৈঃ ॥ ১১
 বোড়শানাং একাটৈরুত্ত হৃদিস্থান পূজয়েচ্ছিবাম্ ।
 ভূতস্ত বায়ুবীজেন দক্ষিণেন পুটেন চ ।
 নাসিকায়্য্য বিনিঃসার্য্য ক্রীং মন্ত্রেণ চ ভৈরব ॥ ১২

ও ঐ* হ্রী* ক্রী* এই মন্ত্রদ্বারা অক্ষুটধরে ঋতুপাল ও দেবার আসনগুলি পূজা করিবে । ৩

নন্দীভূজী মহাকাল গণেশ ঋতুপাল—ইহাদিগকে উত্তরাধিক্রমে এবং আধারশক্তি হইতে হেমাঙ্গি পর্য্যন্ত মধ্য ক্রমে পূজা করিবে । ৪

হে ভৈরব । সর্ব তন্ত্রের পূজা প্রকরণে প্রসিদ্ধ দশ দিকৃপাল স্বর্গ ও অস্বর্গ ইত্যাদি গ্রহগণ যজ্ঞসের অগ্নিকোণ হইতে পূজা করিবে । ৫

তাহার পর সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, পবন ও সকল যজ্ঞ পদ্ম, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, যোগশীঠ, গুরুপদ, সারাদি ভদ্রশীঠ ইহাদিগকে সাক্ষোপাক্রমে পূজা করিবে । ৬

তাহার পর ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্গভিষ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সকল সমুদ্র, সন্তুগীপ, সমগুপ স্বর্গ দ্বীপ ও পর্য্যাক্ষ, বহুপদ্ম, বহুশুভ, সিংহ এই সকলের পূজা যজ্ঞ-মধ্যে অবশ্য করিবে । ৭-৮

হ্রী* এই মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, হস্ত কুর্শ্ব-পৃষ্ঠাধারে বদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপুত আসনে সমাসীন হইয়া দেবীকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে । ৯

তাহার পর হৃৎপদে স্বর্গদ্বীপ ও উত্তম পর্য্যাক্ষানি চিত্তা করিবে । ১০

অনন্তর তাঁহাকে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপভাবে একাগ্রচিত্তে দেবীকে শ্রবণ করিবে । ১১

ইহার পর বোড়শপ্রকার উপচার দ্রব্যে হৃদয়স্থ দেবীকে যেন যেন পূজা করিবে । ১২

স্থাপত্যে পদ্মমধ্যে তু ভদ্রস্তং ন বিদ্যোজয়েৎ । ১৩
 কৃতে বিদ্যোনে হস্তস্ত পুষ্পান্ত্রাচ্চ ভৈরবঃ । ১৪
 গন্ধর্ভৈঃ পুষ্পান্ত্রে দেবী পুষ্পকৈর্নাপ্যন্তে ফলম্ । ১৫
 আবাহনং ততঃ কুর্যাদঙ্গাভ্যাস্য শিরসা সহ ।
 মহামায়ায়ৈ বিদ্যাহে স্বাং চত্বিকাখ্যং ধীমহি ।
 এতদ্বক্ষ্যে ততঃ পশ্যাদিহো যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ১৬
 স্রাবীষ্টং দেবি তে তুভ্যং ঐ হ্রীং স্রীং নম ইত্যন্তঃ ।
 স্রাবীষ্টক ভক্তো দেবী দক্ষালকলক্ষিতম্ । ১৭
 ততস্ত মূলমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পং সনীপকম্ ।
 ধূপাদিকং প্রদহ্যন্তু মোদকং পায়সং তথা । ১৮
 নিতাং শুভং দধি ক্ষীরং সর্গিনীনাং বিধৈঃ ফলৈঃ ।
 রক্তপুষ্পং পুষ্পমালাং সুবর্ণরক্তভাদিকম্ । ১৯
 নৈবেদ্যমুত্তমং দেবী লাক্ষ্মণং মোদকং নিতাম্ ।
 শাণ্ডিল্যকরতাত্রাখ্য-কুশাত্রাখ্যং ফলানি চ । ২০
 হরীতকীফলকাণি নাগরঙ্গকম্বলকাম্ ।
 বালকপ্রিয়ং বন্ধু ব্যং কমেত্য়কবিসাদিকম্
 ভোয়ক নারিকেলস্ত দেবী দেহং প্রযত্নতঃ । ২১
 রক্তং কোশেয়বস্ত্রং দেহং নীলং কদাপি ন । ২২
 দেবীঃ স্রিষ্টানি পুষ্পানি বকুলং কেশরং তথা ।
 মাঘ্যং কঙ্কারবস্ত্রাণি করবীরকুরুটকান্ । ২৩
 অর্কপুষ্পং শাল্ললকং পূর্ব্বাঙ্কুরং সুকোমলম্ ।
 কুশমঞ্জরিকা দর্ভা বন্ধুককমলে তথা । ২৪

হে ভৈরব ! তাহার পর বামু বীজের দ্বারা নাসিকার দক্ষিণশুট দ্বারা বামু-
 নিঃসারণ করিবে। সেই কূর্ম্মমূত্রাবদ্ধ হস্ত হইতে দেবীকে পদ্মমাধ্য স্থাপন
 করিবে। ১৩

যাবৎকাল না স্থাপন হইবে, তাবৎকাল হস্তবদ্ধন ত্যাগ করিবে না। ১৪

কূর্ম্মমূত্রা-বদ্ধ হস্ত যদি পুষ্পবিযুক্ত করিবে উপাসনা করা হইবে, তাহা হইলে
 গন্ধর্ব্ব—সেই পুষ্পের ফলপ্রাপ্ত হইবে, পুষ্পক তাহা প্রাপ্ত হইবে না। ১৫

তাহার পর “মহামায়ায়ৈ বিদ্যাহে চত্বিকাখ্যং ধীমহি বিদ্যো যো নঃ
 প্রচোদয়াৎ” এই গায়ত্রী দ্বারা আহ্বান করিবে। ১৬

তাহার পর “ঐ হ্রীং স্রীং নমঃ” এই কথা বলিবে লক্ষণাক্রান্ত স্রাবীষ্টোদক
 প্রদান করিবে। ১৭

মূলমন্ত্র দ্বারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পায়স, মোদক, লক্ষ্মী, শুভ, দধি, ক্ষীর,
 মৃত, মাংসবিধ ফল, রক্তপুষ্প—মালা, সুবর্ণ, রক্তভ, অতি উত্তম নৈবেদ্য, দেবীর
 আনন্দজনক গন্ধ নাগরঙ্গ ফল, বহু কুশাত্রা ফল, হরীতকী ফল, নাগরঙ্গ মেথলা,
 বালকপ্রিয় আর আর প্রভৃৎ সকল, নারিকেল ফল এইগুলি দেবীকে যত্নপূর্ব্বক
 প্রদান করিবে। ১৮-২১

দেবীকে রক্তবর্ণকোষের বস্ত্র দিবে, কখন নীলবর্ণের বস্ত্র দিবে না। ২২

বকুল, নাগকেশর, কুল, যক্ষার, বজ্র (যনুহী পুষ্প অথবা তিল পুষ্প),
 করবীর, কুরুটে (খিটে), অর্কপুষ্প (আকন্দ), শাল্ললী (শিমুল), সুকোমল

মানুস্বপত্রং পুষ্পকং ত্রিসঙ্খ্যাব্রহ্মপূর্ণকং ।
 সূমনাংসি ত্রিষাণ্যোক্তান্ত্রিকাহাশ্চ ভৈরব ॥ ২৫
 বন্ধুকং বকুলং মাঘ্যং বিষপত্রাণি সঙ্খ্যকম্ ।
 উত্তমং সৰ্ব্বপুষ্পেষু স্রব্যে পার্শ্বসমোদকৌ ॥ ২৬
 মালাং বন্ধুকপুষ্পাণ্য শিবাঠৈঃ বকুলস্ত বা ।
 করবীরস্ত মাঘ্যস্ত সহস্রাণাং দদাতি যঃ ।
 স কামান্ প্রাপ্য চাভীষ্টান্ যম লোকে প্রমোদতে ॥ ২৭
 চন্দনং শীতলকৈব কালীষকসমম্বিতম্ ।
 অনুলোপনমুখ্যস্ত দেবৈঃ দদ্যাদ্ প্রমত্ততঃ ॥ ২৮
 কর্পূরং কুসুমং কুর্কং যুগনাভিঃ সুগন্ধিকম্ ।
 কালীষকং সুগন্ধেষু দেব্যাঃ প্রীতিকরং পরম্ ॥ ২৯
 যক্ষধূপঃ প্রতীবাহঃ শিতধূপঃ সুগোলকঃ ।
 অগুরুঃ সিদ্ধবার্ষক ধূপাঃ প্রীতিকরা যতঃ ॥ ৩০
 অন্নরাগেষু সিন্দুরং দেব্যাঃ প্রীতিকরং পরম্ ।
 সুগন্ধি শালিজং চাম্রং যধুমাংসসমম্বিতম্ ।
 অপূপং পার্শ্বসং কীরমন্নং দেব্যাঃ প্রশস্ততৈঃ ॥ ৩১
 বহ্নোদকং সর্কপূরং শিঙীলককুমারকৌ ।
 রোচনং পুষ্পকং দেব্যাঃ শ্রাব্যং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৩২
 যুতপ্রদীপো দীপেষু প্রশস্তঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 পুষ্পাজলিক্রমং দদ্যাদ্ মূলমন্ত্রেণ শোভনম্ ॥ ৩৩

সূর্যাস্তর, কুমুমজরী, কুম, বন্ধুক, শম্ব, বিষপত্র, ব্রহ্মপত্র এই সকল বস্তু দেবীর
 ত্রিষ ॥ ২২-২৫

হে ভৈরব ! পুষ্পের মধ্যে বন্ধুক, কুম, বকুল বিষপত্র এইগুলি বিশেষ
 ত্রিষ । অঘোর মধ্যে পার্শ্ব ও মোদক বিশেষ প্রীতিকর ॥ ২৬

যে ব্যক্তি সহস্র বকুল, বন্ধুক, করবীর, কুমপুষ্পের মালা দেবীকে প্রদান
 করেন, সে ব্যক্তি সকল অভীষ্ট কামনা লাভ করিয়া আমার লোকে (শিব-
 লোকে) আগমনপূর্বক আনন্দভোগ করেন ॥ ২৭

কালীষকযুক্ত চন্দন ও কুসুম এই দুইটি বস্তু লোপন-অঘোর মধ্যে কোষ্ঠ ;
 অতএব দেবীকে ইহা যতপূর্বক দিবে ॥ ২৮

কর্পূর, কুসুম পুষ্প, সুগন্ধ যুগনাভি, কালীষ, গন্ধঅঘোর মধ্যে এইগুলি
 দেবীর প্রীতিকর ॥ ২৯

শীতলগন্ধী যক্ষধূপ (ধূনা) সুগোল শিত ধূপ, অগুরু সিদ্ধবার এই সকল
 ধূপ দেবীর অভিলাষিত ॥ ৩০

অন্নরাগের মধ্যে সিন্দুর দেবীর আয়োজনক ; যধু মাংসযুক্ত সুগন্ধিশালি
 উত্তমোৎকর্ষ, অপূপ (পিষ্টক), পার্শ্ব, কীর এই ভোজনদ্রব্যগুলি দেবীর
 পক্ষে প্রশস্ত ॥ ৩১

সর্কপূর বহ্নোদক, শিঙীতক (ময়না), কুমার (বক্র), রোচন, এই
 সকলের পুষ্পমিশ্রিত জল দেবীর দানীয় ॥ ৩২

দীপের মধ্যে যুতপ্রদীপই সুপ্রশস্ত । এই সকল দ্রব্য, দেবীকে প্রদান
 করিয়া পরে মূল মন্ত্রদ্বারা পুষ্পাজলিক্রম উত্তমরূপে প্রদান করিবে ॥ ৩৩

দম্ভোঃপচংকানখিলান্বযো চৈত্যাঃ প্রপূজয়েৎ ।
 কামেশ্বরীং গুপ্তদুর্গাং বিজ্ঞাকন্দরবাসিনীম্ ।
 কোটেশ্বরীং দীর্ঘিকায়াং প্রকটীং ভুবনেশ্বরীম্ ।
 আকাশকলাং কামাখ্যাং তথা দিকরবাসিনীম্ ।
 মাতঙ্গীং ললিতাং দুর্গাং তৈরবীং সিদ্ধিনাং তথা ।
 বলপ্রমথিনীং চণ্ডীং চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনাথিকাম্ ॥ ৩৪
 উগ্রাং ভীমাং শিবাং শাক্তাং জয়ন্তীং বালিকাং তথা ।
 মঙ্গলাং ভদ্রকালীক শিবাং ধাত্রীং কপালিনীম্ ।
 স্বাহাং স্বধামপর্ণীক পঞ্চপুঙ্করিণীং তথা ॥ ৩৫
 দমনীং সর্বভূতানাং মনঃপ্রোৎসাহকারিনীম্ ।
 দমনীং সর্বভূতানাং চতুষ্টিক যোগিনীঃ ॥ ৩৬
 এত্যাঃ সম্পূজ্য যথো তু যন্ত্রেণাকানি পূজয়েৎ ।
 অগ্নিরস্ত শিখাবর্ণ-নেত্রবাহুপদানি চ ॥ ৩৭
 মূলমস্ত্রাক্ষরৈস্ত্রিভির্বাচস্পৃশ্যপূজনে ।
 ঐকৈকং বর্জয়েৎ শংখান্ধ্রাণ্যাকৌষপূজনে ॥ ৩৮
 সিদ্ধসূত্রক স্বজগৎ স্বজগৎস্বৈয় পূজয়েৎ ।
 ততোহষ্টপত্রমধ্যে তু পূজয়েনষ্টযোগিনীঃ ॥ ৩৯
 শৈলপুত্রীং চণ্ডযক্টাং কন্দমাতরয়েব চ ।
 কালবাত্রিক পূর্বাদি চতুর্দিক প্রপূজয়েৎ ॥ ৪০
 চত্বিকামথ কুম্ভাভীং তথা কাত্যাবনীং শুভাম্ ।
 মহাগৌরীং চাগ্নিকোণে নৈঋত্যাদিষু পূজয়েৎ ॥ ৪১
 মহামায়াং কমপ্রেতি* মূলমস্ত্রেণ চাষ্টথা ।
 পূজয়েৎ পশ্চমধ্যে তু বলিদানং ততঃ পরম্ ॥ ৪২

উভয়সরে কামেশ্বরী বিজ্ঞাকন্দর-বাসিনী, গুপ্তদুর্গা, মাতঙ্গী, ললিতা, দুর্গা, সিদ্ধিন, তৈরবী, বলপ্রমথিনী, চণ্ডী, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনাথিকা, চণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, কোটী-
 শ্বরী, দীর্ঘিকা, উগ্রা, ভীমা, শিবা, শাক্তা, জয়ন্তী, বালিকা, মঙ্গলা, ভদ্রকালী,
 শিবা, ধাত্রী, কপালিনী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, পঞ্চ-পুঙ্করিণী, সর্বভূতদমনী,
 মনঃপ্রোৎসাহকারিণী—এই সকল দেবীকে পূজা করিয়া, হৃদয়, মস্তক, শিখা,
 কণ্ঠ, নেত্র, বাহু, চরণ—মস্ত্রদ্বারা এই সকল অঙ্গ পূজা করিবে । ৩৪-৩৭

মূল মন্ত্রের প্রথম তিন অক্ষরের দ্বারা প্রথমোক্ত মন্ত্রের পূজা কর্তব্য, পরে
 মন্ত্রের এক একটি অক্ষর বাড়াইয়া পর পর এক একটি অঙ্গ পূজা করিবে । ৩৮

সিদ্ধ সূত্র ও স্বজগৎ মূল মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে । তাহার পর পশ্চিম অষ্ট-
 দলে অষ্ট যোগিনী পূজা করিবে । ৩৯

পূর্বাদি চতুর্দিকে শৈলপুত্রী, চণ্ডযক্টা, কন্দমাতা ও কালবাত্রির পূজা
 করিবে । ৪০

অগ্নিকোণাদি চতুষ্কোণে চত্বিকা, কুম্ভাভী, কাত্যাবনী ও মহাগৌরী এই
 দেবী কয়েকটিকে পূজা করিবে । ৪১

পশ্চিমমো “মহামায়াং নমোহস্তি” ও মূল মন্ত্রদ্বারা মহামায়া আর্চনা করিবে ।
 ইহার পর বলিদান । ৪২

এবং যদা কল্পবিধানমাত্মনঃ
সম্পূজ্যতে ভৈরব কামদেবী ।
তদা বয়ং যন্তুমেষাং যেষাম্
গুহ্যান্তি কামক দদান্তি সম্যক্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

ঐতগবানুব্যচ—

বলিদানং ভূতঃ পশ্চাৎ কুর্ধ্যাদ্বেব্যাঃ প্রমোদকম্ ।
মোদকৈর্গজবস্ত্রং হবিষা ভোমসৈব্রবিম্ ॥ ১
ভৌমত্রিকৈশ্চ নিম্নমৈঃ শঙ্করং ভোমসৈব্রবিম্ ॥
চণ্ডিকাং বলিদানেন ভোমসেং সাধকঃ সদা ॥ ২
পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহাশ্চাগলাশ্চ বরাহকাঃ ।
মহিষো গোমিকানোষা তথা নববিধা যুগাঃ ॥ ৩
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ শশঃ পক্ষাননন্তথা ।
মংস্তাঃ স্বপাত্রকুর্ধিরৈশ্চাষ্টক্য বলয়ো মতাঃ ॥ ৪
অভাবে চ তথৈবৈবাহ কদাচিদ্বিস্তৃষ্ণিনো ।
হাগলাঃ শরভাষ্ট্রৈব নরৈশ্চৈব যথাক্রমাৎ ।
বলির্মহাবলিবিতি বলয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৫

হে ভৈরব । যে সময় এইরূপ কল্পাদিক্রমে কামদেবী পূজিত হন, তখন তিনি বয়ং যন্তুনে আসিয়া ভক্তের দেহ পদার্থ গ্রহণ করেন এবং ভক্তের অভিলାষ সম্যক পূরণ করেন । ৪৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

বলিদান

ভগবান্ বলিদানে, তাহার পর দেবীর প্রমোদজনক বলি প্রদান করিবে । কেননা, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সাধক, মোদক দ্বারা গণপতিকে, দ্রুতদ্বারা হরিকে, নিম্নমিত্ত গীত দ্বারা শঙ্করকে এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিবে । ১-২

(১) পক্ষী (২) কচ্ছপ (৩) কুর্জীর (৪) নবপ্রকার যুগ যথা—বরাহ, হাগল, মহিষ, গোমী, শশক, বাহস, চামর, কৃষ্ণসার, শশ এবং (৫) সিংহ, মংস্ত (৬) স্বপাত্র-কুর্ধির (৭) এবং ইহাদিগের অভাবে হস্ত এবং (৮) হস্তী এই আট প্রকার বলি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ৩-৪

হাগল, শরভ এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি এবং অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ । ৫

স্থাপিত্বা বলিং তত্র পুষ্পচন্দনমুগদৈঃ ।
 পুষ্পেণ সাধকো দেবীং বলিমস্তৈর্মুগদৈঃ ॥ ৬
 উত্তরাভিমুখো ভূত্বা বলিং পূর্বমুখং তথা ।
 নিরীক্য সাধকঃ পশ্চাদিমং মন্ত্রমদীৰ্ঘতঃ ॥ ৭
 বরদ্বয়ং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাহপস্থিতঃ ।
 প্রণমামি ভুতঃ সৰ্বরূপিণং বলিরূপিণম্ ॥ ৮
 চণ্ডিকাপ্রীতিদানেন দাতুরাপহ্নিনাশনঃ ।
 বৈষ্ণবীবলিরূপাঙ্ক বলে ভূত্যাং নমো নমঃ ॥ ৯
 বজ্রার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব বরদ্বয়বা ।
 অতস্ত্বাং দাতব্যামাস্ত তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥ ১০
 ঐ" হ্রী" স্রী" ইতি যন্ত্রেণ তং বলিং কামরূপিণম্ ।
 চিত্তস্থিত্য ক্রমেণ পুষ্পং মূৰ্ত্তি তস্য চ ভৈরব ॥ ১১
 ভূতো দেবীং সমুদ্ভিক্ত কামমুদ্ভিক্ত চাত্মনঃ ।
 অভিষিচ্য বলিং পশ্চাৎ করবালং প্রপূজয়েৎ ॥ ১২
 রসনা ত্বং চণ্ডিকাকায়ং সুরলোকপ্রসাদক ।
 ঐ" হ্রী" স্রী" ইতি যন্ত্রেণ ব্যাক্তা বজ্রাং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩
 কৃষ্ণং পিনাকপানিক কালরাজিহ্বরূপিণম্ ।
 উগ্রং রক্তাশ্বনয়নং রক্তমালাবুলেশনম্ ॥ ১৪
 রক্তাশ্বরথরং চৈকং পাশহস্তং কুটুয়িনম্ ।
 পৌরমানক কধিরং ভুজানং ক্রব্যসংহতিম্ ॥ ১৫

পুষ্প, চন্দন এবং বন্দনদ্বারা বলিকে স্থাপিত করিয়া সাধক বারংবার বলি-
দাসোক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবীর পূজা করিবে । ৬

সাধক, স্বয়ং উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং বলিকে পূর্বমুখ স্থাপিত করিয়া তাহার
দিকে নৃষ্টিপাত করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ করিবে । ৭

তুমি স্রেষ্ঠ জীব, আমার ভাগ্য বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব সৰ্ব-
স্বরূপ বলিরূপী তোমাকে আমি ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি । ৮

হে বলে ! তুমি চণ্ডিকার প্রীতি উৎপাদন করিয়া দাতার আপন সকল
বিনাশ কর, বৈষ্ণবীর বলিরূপী তোমাকে নমস্কার । ৯

অস্মা, স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত সকল প্রকার বলির সৃষ্টি করিয়াছেন, এই
নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করি, এই অস্ত্রে যজ্ঞে পশুবৎ হিংসার মধ্যে গণ্য
নব । ১০

হে ভৈরব ! সেই বলিকে কামরূপী চিত্ত করিয়া ঐ ঐ" হ্রী" স্রী" এই মন্ত্র
দ্বারা তাহার মস্তকে পুষ্পদান করিবে । ১১

তাহার পর দেবীর উদ্দেশে আপনার কামনা নির্দেশ করিয়া বলিকে
অভিষিক্ত করিয়া করবালের পূজা করিবে । ১২

হে বজ্র ! তুমি চণ্ডিকার রসনাস্বরূপ এবং সুরলোকের সাধক এই বলিয়া
যান করিয়া ঐ ঐ" হ্রী" স্রী" এই মন্ত্রদ্বারা বজ্রকে পূজা করিবে । ১৩

তাহার পর কালরাজিহ্বরূপ উগ্রমূর্ত্তি রক্তাশ্ব রক্তনয়ন রক্তমালাবুলেশন
রক্তবস্ত্রধর পাশহস্ত স্কুটুয় কধিরপায়ী মাংসভোজী কৃষ্ণবর্ণ পিনাকীপানিরক্ত
পূজা করিবে । ১৪-১৫

অসিবিষমনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দ্বরাসদঃ ।
 ঐগর্ভো^১ বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোহস্ত তে ॥ ১৬
 পূজয়িত্বা ততঃ খড়্গাং ওঁ আঁ হ্রীং কড়িতি যন্ত্রকৈঃ ।
 গৃহীত্বা বিমলং খড়্গাং হেমরেশ্মলিযুগ্মমম্ ॥ ১৭
 ততো বলীনাং কুধিরং তোরয়সৈকবসংকটৈঃ ।
 যমুতির্গন্ধপুষ্পৈশ্চ অধিবাস্য প্রযত্নতঃ ।
 ওঁ ঐ^২ হ্রী^৩ ঐ^৪ কৌলিকীতি কুধিরং দাপয়ামি তে ॥ ১৮
 হানে নিয়োজেয়েদ্রুতং বিরক্ত মগ্নদীপকম্ ॥ ১৯
 এবং সত্বা বলিং পূর্ণং ফলং প্রাপ্নোতি সাধকঃ ॥ ২০
 হীনং শ্রাদ্ধীনভামূলং নিষ্ফলং শ্রাদ্ধিশর্ঘ্যহাং ॥ ২১
 বলিদানে তু দুর্গার্য অস্ত্রত্রাপি বিধিঃ সদা ।
 অথমেব প্রযোক্তব্যঃ সন্তির্বেতালভৈত্তরবো ॥ ২২
 অগ্নং সমারভেৎ পশ্চাৎ পূর্ববক্ষ্যামমাহ্বিতঃ ॥ ২৩
 হন্তেন ব্রজমাদায় চিত্তরেশ্মনসা শিবাম্ ॥ ২৪
 চিত্তচিহ্না গুরুং যুক্তি যথা বর্ণাদিকং ভবেৎ ।
 যন্ত্রক কঠতো ধাত্বা সিতবর্ণং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৫
 মহামায়াক্ত হৃদয়ে আত্মানং গুরুপাদয়োঃ ।
 আচক্ষেত ততঃ পশ্চাদ্গুরোর্ময়স্য চাত্মনঃ ॥ ২৬
 দেব্যান্শাপ্যেকতাং ধাত্বা সুব্রূষাবর্চনা ততঃ ।
 ভস্মরূপমেকস্ত যট্টক্রং প্রতি সম্বরেৎ ॥ ২৭

হে খড়্গ ! তোমার নাম অসি, বিষমন, তীক্ষ্ণধার, দ্বরাসদ, ঐগর্ভ, বিজয় এবং ধর্মপাল, তোমাকে নমস্কার করি । ১৬

তাহার পর আঁ হ্রীং কটু এই মন্ত্র দ্বারা খড়্গকে পূজা করিবা সেই বিমল খড়্গ গ্রহণ করিবা বলিচ্ছেদ করিবে । ১৭

তাহার পর ছিন্ন বলির কুধির—জল, সৈন্ধব, সুব্রূ ফল, বধু, গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা সুবাসিত করিবা ওঁ ঐ^২ হ্রী^৩ ঐ^৪ কৌলিকি এই কুধির দ্বারা প্রীতিনাভ কর, এই মন্ত্র বলিবা যথাহানে কুধির নিক্ষেপ করিবা ছিন্ন যন্ত্রকের উপর প্রদীপ জ্বলাইয়া রাখিবে, এইরূপে সাধক, বলির পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে । ১৮-২০

কোন বিষয় ন্যূনতা হইলে কলেরও ন্যূনতা হয় এবং বিপর্যয় হইলে কর্ম একবারে নিষ্ফল হয় । ২১

হে বেতাল ও ভৈরব ! দুর্গার সকল প্রকার বলিদানে এই একই বিধি জানিবে এবং পণ্ডিতগণ ইহারই অনুষ্ঠান করিবেন । ২২

তাহার পর পূর্বের মত ধ্যানভংগ হইয়া অগ্নি আরম্ভ করিবে । হন্তে মালা গ্রহণ করিবা মনে মনে দুর্গাদেবীর চিত্তা করিবে । ২৩-২৪

গুরুবর্ণাদি যেক্রপ হইবে, সেইরূপে গুরুকে যন্ত্রকে চিত্তা করিবে, কঠে পীতবর্ণ হিরণ্ময় যন্ত্রের ধ্যান করিবে । ২৫

হৃদয়ে মহামায়ার ধ্যান করিবে এবং আপনাকে গুরুপদে বিশীন বিবেচনা করিবে । ২৬

ষট্‌চক্রেহপি মহামায়ারং কণং ব্যাধ্বা প্রযত্নতঃ ।
 জগৎকুলমাজেণ বাসিষোড়শচক্রকম্ ॥ ২৮
 আদিষোড়শচক্রহাং সাধকানলকারিণীম্ ।
 চিন্তয়নু সাধকো দেবীর জপকর্ম সমারভেৎ ॥ ২৯
 জুবোক্রপরি নাড়ীনাং ত্রয়াধাং প্রাপ্ত উচ্যতে ।
 তৎপ্রাপ্তং ত্রিগুণস্থানং ষট্‌কোণং চতুরঙ্গুলম্ ।
 রক্তবর্ণক যোগজৈত্রাজ্জাচক্রমিতীর্ষ্যতে ॥ ৩০
 কঠে ত্রয়াধাং নাড়ীনাং বেষ্টনং বিদ্যতে নৃণাম্ ॥ ৩১
 সুসুয়েড়াপিঙ্গলানাং ষট্‌কোণং তৎষড়ঙ্গুলম্ ।
 তৎষট্‌চক্রমিতি প্রোক্তং শুক্লং কণ্ঠস্থ মধ্যগম্ ॥ ৩২
 ত্রয়াধাং নাড়ীনাং স্থলং চৈকতা ভবেৎ ।
 তৎস্থানং ষোড়শাং স্থাং সপ্তাঙ্গুলপ্রমাণতঃ ॥ ৩৩
 তৎপ্রযুক্তং তু যোগজৈত্রাদিষোড়শচক্রকম্ ।
 ধ্যানানামনন্দমস্ত্যাদি চিন্তনম্ জপম্ চ :
 যশ্মাদানন্দস্ত হৃদয়ং-তুয়াবাদীতি গম্যতে ॥ ৩৪
 জলাদৌ পৃথরেয়ালাং তৌরৈরঙ্গু ক. রত্নতঃ ।
 নিধায় মণ্ডলযাত্রঃ সকাহস্তপত্যক বা ॥ ৩৫
 ৬^০ হাঙ্গে হাঙ্গে মহামায়ৈ সর্বশক্তিধরুপিণি ।
 চতুর্বর্গভূমি কন্তুস্তম্ভান্নে সিদ্ধিলা ভব ॥ ৩৬

তাহার পর সুসূচ্য-পঞ্চ দিয়া গুরু, মন্ত্র, আত্মা এবং দেবীর একতা চিন্তা করিবে। তাহার পর শুদ্ধরূপ একটি ষট্‌চক্রে জ্যেষ্ঠ করিবে। ২৭

বিচক্ষণ সাধক এই ষট্‌চক্রেও জপকাল মহামায়ার ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র, আদি ষোড়শচক্রে আশ্রয় করিবে। ২৮

আদি-ষোড়শ চক্র-স্থিত, সাধকদিগের আনন্দকারিণী দেবীকে চিন্তা করিয়া সাধক জপকর্ম আরম্ভ করিবে। ২৯

জর উপরিভাগ নাড়ীত্রয়ের প্রান্তভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই প্রান্তভাগ ত্রিগুণ ষট্‌কোণ এবং চতুরঙ্গুলপরিমিত। রক্ত-চন্দন-যোগজ ব্যক্তিগণ এই স্থানকে আজ্জাচক্র বলিয়া অভিহিত করেন। ৩০

মনুহাদিগের কঠে সুসূচ্য, ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়ীত্রয়ের ষড়ঙ্গুলপরিমিত ষট্‌কোণ, একটি বেষ্টন আছে। উহাও একটি ষট্‌চক্র, উহা কঠের মধ্যস্থিত এবং শুক্লবর্ণ। ৩১-৩২

হৃদয়ে তিনটি নাড়ীর একত্র মিলন হইয়াছে, এই স্থান সপ্তাঙ্গুল প্রমাণ এবং ষোড়শার নামে বিখ্যাত। ৩৩

যোগজ পণ্ডিতগণ এই আদি ষোড়শচক্রে সীতবর্ণ বলিয়া নির্দেশ করেন। যোহু ধ্যান, মন্ত্র-চিন্তনের এবং জপের হৃদয় আদ্য স্থান, এই নিমিত্ত হৃদয় আদি নামে অভিহিত হয়। ৩৪

জপের প্রথমে জল দ্বারা বহুপূর্বক মালা ধৌত করিয়া মণ্ডলের মধ্যে অথবা বামহস্তে রক্ষা করিয়া তাহার পূজা করিবে। ৩৫

হে মালা। তুমি মহামায়ী সর্বশক্তিধরুণী, তোমাতে চতুর্বর্গ স্তম্ভ হইয়াছে, তুমি আমার সিদ্ধিপ্রদা হও। ৩৬

পূজয়িত্বা ততো মালাং গৃহীত্বাকক্ষিণে করে ।
 মধ্যমায়া মধ্যভাগে বর্জয়িত্বাথ তর্জনীম্ ।
 অনাঘিকানিষ্ঠাভাং হৃতাং নত্ৰভাগতঃ ।
 হাপয়িত্বা তত্র মালায়কুষ্ঠাশ্চেৎ উদগতম্ ।
 প্রত্যেকং বীজমালাং অপানুর্জেন ভৈরব ॥ ৩৭
 প্রতিবারং পাঠেদ্বয়ং মনৈরোষ্ঠক চালয়েৎ ॥
 মালাবীজন্ত অষ্টবাং স্পৃশেন্নহি পরস্পরম্ ॥ ৩৮
 পূর্বজাগ্রতবৃক্ষে নৈবাকুষ্ঠেন ভৈরব ।
 পূর্ববীজং জপন্ যন্ত পরবীজক সংস্পৃশেৎ ।
 অকুষ্ঠেন ভবেৎ তস্ম নিষ্ফলতস্ম তজ্জপঃ ॥ ৩৯
 মালাং বহুদযাস্ত্রে হৃতা দক্ষিণপাশিনা ।
 দেবীং বিচিন্তয়ন্ জপাং কুর্যাদযোনে ন স্পৃশেৎ ॥ ৪০
 ক্ষটিকৈল্লাক্করুদ্রাকৈঃ পুত্রজীবসমুদ্ভবৈঃ ।
 সর্গমলিভিঃ সমাক্ প্রদালৈরথবাস্তৈঃ ।
 অক্ষমালা তু কর্তব্য দেবীপ্রীতিকরী পরা ।
 অপেক্ষপাংস্ত সততং কুশগ্রন্থাথ পাশিনা ॥ ৪১
 মালাবীজৈব সর্ষেবু কল্পাক্ষা মৎপ্রিয়াগ্রিষঃ ।
 কল্পপ্রীতিকরী যন্তাং তেন কল্পাকরোচনী ॥ ৪২
 প্রদালৈরথবা কুর্যাদযোবিশ্ভিষীকৈঃ ।
 পঞ্চপকাশতা বাপি ন নুটেনবধিকৈশ্চ বা ॥ ৪৩
 কল্পাক্ষৈর্যদি অপ্যেত ইল্লাকৈঃ ক্ষটিকৈস্তথা ।
 মালাং মধ্যে প্রযোক্তব্যং পুত্রজীবাদিককং যৎ ॥ ৪৪

হে ভৈরব! এইরূপে মালায় পূজা করিয়া দক্ষিণ হস্তে তর্জনী ত্যাগ করিয়া অনাঘিকা ও কনিষ্ঠার সহিত মিলিত মধ্যমার মধ্যভাগে এই মালা গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে মালাধারণ করিয়া এক একটি বীজ স্পর্শ করিয়া জপ করিবে । ৩৭

প্রতিবার ঘীরে ঘীরে মন্ত্র পাঠ করিবে; ওষ্ঠ চালিত করিবে না, মালায় এক একটি বীজ গণনা করিয়া জপ করিবে, একটা উচ্চ বীজ স্পর্শ করিবে না । ৩৮

হে ভৈরব! পূর্ব অর্থে প্রযুক্ত অকুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা পূর্ববীজ জপ করত পর বীজ স্পর্শ করিবে না, এরূপ করিলে তাহার সেই জপ নিষ্ফল হইবে । ৩৯

যে ব্যক্তি মালাকে হৃদয়ের সন্নিহিত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধারণপূর্বক দেবীকে চিন্তা করত জপ করে, তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না । ৪০

ক্ষটিক, ইল্লাক, কল্পাক, পুত্রজীব-সমুদ্ভব বীজ, সূবর্ণ, মণি, প্রবাল অথবা পাশের বীজ—ইহার একতরের দ্বারা দেবীর পদম প্রীতিকর অক্ষমালা নির্মাণ করিবে । কুশ-গ্রন্থিযুক্ত হস্তদ্বারা সর্বদা অনুষ্ঠ হয়ে জপ করিবে । ৪১

সমুদয় মালাবীজের মধ্যে কল্পাক আমার প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়; যেহেতু কল্পের প্রীতি উৎপাদন করে, এই অস্ত্র উহার নাম কল্পাক । ৪২

প্রবালের অকোবিশ্ভি বা পঞ্চপকাশং বীজদ্বারা মালা রচনা করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক বা নূন সংখ্যা দ্বারা করিবে না । ৪৩

যক্ষসং তু গ্ৰহযোক্ত মালায়াং জপকৰ্ম্মণি ।
 তস্য কামক মোক্ষক বদ্যন্তি ন ত্রিযম্বরী । ৪৫
 মিস্ত্রীভাবাং ততো যান্তি চাত্যৈঃ পাপকৰ্ম্মভিঃ ।
 জন্মান্তরে জারতে স বেদবেদাঙ্গপারসঃ । ৪৬
 একো মেকস্তত্র দেবঃ সৰ্ব্বোক্তাঃ সুলসম্ভবঃ ।
 জ্ঞানং সুলং উত্তম্যং নুনং নূনতরং তথা । ৪৭
 বিকসেৎ ক্রমতস্তন্মাং সর্পাকারা হি সা যতঃ ।
 ব্রহ্মগ্রহিযুক্তং কুৰ্য্যাৎ প্রতিবীজং যথাস্থিতম্ । ৪৮
 অথবা গ্রহিহিতং দৃঢ়রজ্জুসমস্থিতম্ ।
 ত্রিরাবৃত্তাং যশোন চার্কীকৃত্যাস্তদেশতঃ ।
 গ্রহিঃ প্রদক্ষিণাবর্তঃ স ব্রহ্মগ্রহিসংজ্ঞকঃ । ৪৯
 জ্ঞানো যোজয়েন্মালাং নাযন্তো যোজয়েন্নরঃ ।
 দৃঢ়ং সূত্রং নিযুক্তো জপে ক্রটিয়তি নো যথা । ৫০
 যথা হস্তাঙ্গ-চ্যবেত জপতঃ স্কন্ধে তথাচরেৎ ।
 হস্তচ্যুতায় বিক্রেং স্ফাটিকায় যবণং ভবেৎ । ৫১
 এবং সঃ কুরুতে মালাং জপক জপকোবিদঃ ।
 স প্রাপ্নোতীশিতং কামং হীনে য়াং তু বিপর্যয়ঃ । ৫২
 অস্ত্রজাপি জপেন্মালাং জপ্যং দেবমনোহরম্ ।
 তাদৃশঃ সাধকঃ কুৰ্য্যান্নাত্বা তু কদাচন । ৫৩

কঙ্কাক, ইক্ষাক, বা ফটিক স্বারা যদি জপমালা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে
 উহার মধ্যে পুত্রপৌত্রাদি অন্য কিছু মিশ্রিত করিবে না । ৪৫

জপকর্মে মালায় মধ্যে যদি অন্য কিছু মিশ্রিত করে, তাহা হইলে ত্রিযম্বরী
 দেবী তাহাকে কাম বা মোক্ষ দান করেন না । ৪৬

সে জন্মান্তরে বেদবেদাঙ্গ-পারগ হইয়া জন্মগ্রহণ করে ; কিন্তু পরে পাপ-
 কর্ম্মবশে চত্বালদিগের সহিত মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় । ৪৭

মালায় মূলে একটি পূর্বোপেক্ষা সুলবীজ গ্রহণ করিবে, তাহার পর ক্রমশঃ
 অপেক্ষাকৃত ক্রম বীজের বিকাস করিবে । ৪৮

এইরূপ ক্রমে মালা নির্মাণ করিবে, যাহাতে সেটি একটি সর্পাকারে পরিণত
 হয় । প্রতিবীজ যথাস্থিত ব্রহ্মগ্রহি-যুক্ত করিবে । ৪৯

গ্রহিযুক্ত দৃঢ় রজ্জু যুক্ত করিবে । যে গ্রহিহ যথাদেশে ত্রিরাবৃত্তি, অতদেশে
 অর্দ্ধাবৃত্তি এবং দক্ষিণাবর্ত হয়, তাহার নাম ব্রহ্মগ্রহি । ৫০

মালা স্বয়ং যোজিত করিবে, যন্ত উচ্চারণ না করিয়া যোজনা করিবে না ।
 একদা দৃঢ় সূত্রের যোজনা করিবে যাহাতে জপ করিতে ক্রটিত না হয় । ৫১

এইরূপ দৃঢ় করিয়া মালা করিবে, যাহাতে জপ করিতে করিতে হস্ত হইতে
 চ্যুত না হয় । মালা হস্ত হইতে চ্যুত হইলে বিক্রে হয় এবং ছিন্ন হইলে যবণ হয় । ৫২

আমার কথানুসারে যে কান্তি মালা প্রস্তুত করে এবং জপ করে, তাহার
 অশীলিত শিক্ত হয় ; কোন বিষয়ে হীন হইলে বিপরীত ফল হয় । ৫৩

অস্ত্র সম্বন্ধে অশীষ্ট দেবকে স্মরণ করিয়া মালা জপ করিবে । পূর্বের
 যেকোন উপদেশ করা গেল, সাধক, তদনুসারেই জপ করিবে ; কখনও অস্ত্ররূপ
 করিবে না । ৫৪

যথাশক্তি জপং কুর্য্যৎ সংখ্যাতৈব প্রযত্নতঃ ।
 অসংখ্যাত্ত্বক যজ্ঞস্তং তস্য তন্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৫৪
 কল্পা মালাং নিরোদেশে প্রাংস্তহানেহথ বা ক্রসেৎ ।
 স্তুতিপাঠং ততঃ কুর্য্যাদিচ্ছৎ কাশং নিবেদ্য চ ॥ ৫৫
 স্তুতিঞ্চাপি মহামন্ত্রং সাধনং সর্বকৰ্মণাম্ ।
 যক্ষ্যে যুবাং মহাভাগৌ সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৫৬
 সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্ববার্হসাবিকে ।
 শরণ্যে অ্যথকে গৌরি নারায়ণী নমোহস্ত তে ॥ ৫৭
 সপ্তবাবৰ্ত্তনং কৃত্বা স্তুতিধেনাং চ সাধকঃ ।
 লক্ষপ্রণামান্ কৃত্বাথ ঐং হ্রীং শ্রীমিতি যন্ত্রটেকঃ ।
 অচেষ্যাং পুরতশ্চৈব অধিকং বা যথেষ্টয়া ॥ ৫৮
 যোনিমুদ্রাং ততঃ লক্ষাধ্বনিভা বিসৰ্জয়েৎ ॥ ৫৯
 হৌ পাণী প্রসূতীকৃত্য কৃত্বা চোস্তানমঙ্গলিষ্ ।
 অকুষ্ঠাগ্রধ্বং হস্ত কনিষ্ঠাগ্রযোন্ততঃ ॥ ৬০
 অনামিকায়াং বামস্ত তংকনিষ্ঠাং পুরৌ ক্রসেৎ ।
 দক্ষিণস্থানামিকায়াং কনিষ্ঠাং দক্ষিণস্ত চ ॥ ৬১
 অনামিকায়াঃ পৃষ্ঠে তু মধ্যমে হে নিবেশয়েৎ ।
 হে তজ্জ্ঞানৌ কনিষ্ঠাগ্রে তদগ্রেটৈব যোজয়েৎ ॥ ৬২
 যোনিমুদ্রা সমাখ্যাতা দেব্যাঃ প্রীতিকরী মতা ॥ ৬৩

যথাশক্তি সংখ্যাপূর্বক যত্ন করিয়া জপ করিবে, সংখ্যাহীন জপ নিষ্ফল হয় ।

৫৪

জপ সমাপন করিয়া মালা • নিরোদেশে অথবা উচ্চ স্থানে স্থাপন করিবে ।
 তাহার পর আগমার মনোগতভাবে নিবেদন করিষ্ঠা স্তুতি পাঠ করিবে । ৫৫

স্তুতি একটি মহামন্ত্র সর্বকর্মের সাধক । হে মহাভাগধ্ব । তোমাদের
 হৃদয়কে সেই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক স্তুতির কথা বলিতেছি । ৫৬

হে সর্বমঙ্গল-মঙ্গলো শিবে । হে সর্ববার্হসাবিকে । হে শরণ্যে । অ্যথকে ।
 গৌরবর্ধে । নারায়ণি । তোমাকে নমস্কার করি । ৫৭

সাধক এই স্তুতি পাঠ করত সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিবে । তাহার পর ঐং
 হ্রীং শ্রীং এই যন্ত্র দ্বারা পাঁচবার প্রণাম করিবে, অথবা অগ্নি কার্যের পরে
 আগমার ইচ্ছার অধিকবারও প্রণাম করিতে পারে । ৫৮

তাহার পর যোনিমুদ্রা দেখাইয়া বিসর্জন করিবে । ৫৯

দুইটি হস্ততল বিস্তার করিয়া উরুদিকে অঙ্গুলি করিবে । দুই কনিষ্ঠার
 অগ্রভাগে দুইটি অকুষ্ঠের অগ্র সংযোগিত করিবে । ৬০

বাম হস্তের অনামিকার সম্মুখে তাহার কনিষ্ঠার বিস্তার করিবে, এইরূপ
 দক্ষিণ হস্তের অনামিকার সম্মুখভাগে তাহার কনিষ্ঠার বিস্তার করিবে । ৬১

দুই হস্তের দুইটি ওজ্ঞানীর অগ্রভাগ কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত যুক্ত
 করিবে । ৬২

এইরূপ করিলে একটি যোনিমুদ্রা হইবে, এই যোনিমুদ্রা দেবীর অতিশয়
 প্রীতিকরী । ৬৩

ত্রিবারং দর্শয়েৎ তাক্ত মূলমধ্বেণ সাধকঃ ।
 তাং যুজ্যৈঃ শিরসি যুক্ত মণ্ডলং বিশ্বসেৎ ততঃ । ৬৪
 ঐশাখ্যমগ্রহস্তেন দ্বারপদ্ম-বিবর্জিতম্ । ৬৫
 তত্র নক্সা রক্তচণ্ডাং হ্রীং শ্রীং যদ্বৈশ সাধকঃ ।
 রক্তচণ্ডায়ৈ নমঃ ইতি নির্মাণ্যঃ তত্র নিক্ষিপেৎ ॥ ৬৬
 উনকে তরুমূলে বা নির্মাণ্যঃ তত্র সন্তোজেৎ ।
 এবং যঃ পূজয়েদ্দেবীং বিধানেন শিবাং নরঃ ।
 সোহচিরেণ লভেৎ কামান্ সৰ্ব্বানেন মনোমতান্ ॥ ৬৭
 অৰ্দ্ধলক্ষপং কপ্ত্বা প্রথমং চৈব সাধকঃ ।
 পুরুষচরৈশ্চিশেষেণ নানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥ ৬৮
 কুণ্ডং যমুজবৎ কৃত্বা চাক্ষুর্মাং সমুপোষিতঃ ।
 নবম্যাং শুক্লপক্ষক রজ্জোভিঃ পঞ্চভির্মরঃ ।
 পূর্ববসন্তমূলং কৃত্বা শুক্লপিণ্ডোশ্চ সমিধৌ । ৬৯
 অনেকৈনৈব বিধানেন পূজয়িত্বা তু চণ্ডিকাম্ ।
 সহিতৈবিশ্বপত্রেণৈশ্চ অষ্টোত্তরশতত্রয়ম্ ।
 তিলৈর্হোমং চক্রেৎ তথাং সহস্রত্ৰিতমং কপেৎ । ৭০
 নৈবেদ্যং পঙ্কপুষ্পং চ বস্ত্রং দদ্যাচ্চ যৎ প্রিয়ম্ ।
 পূর্বোক্তকাকাদপাটৈশ্চ শ্রবণ্যং পারসং তথা ॥ ৭১
 পূজাবসানে মেঘং স্তাৎ ত্রিজ্জাতীয়ং বলিত্রয়ম্ ।
 সিন্দুরং স্বর্ণরত্নানি বদ্বং দ্রৌণাং বিতুৰ্দমম্ ।
 নিবেদয়েদ্ যথানক্ত্যা পুষ্পমাল্যক ভূতিলঃ ॥ ৭২

সাধক প্রতিমার সম্মুখে ত্রিবার ঘোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে । ঐ মুদ্রা মণ্ডকে স্থাপিত করিয়া পরে মণ্ডলের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে । ৬৪

তাহার পর দ্বারপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ঐশানকোণে ঐ ঘোনিমুদ্রার অগ্রভাগ করিয়া সেই স্থানে রক্তচণ্ডাকে নমস্কার করিবে । ৬৫

উদনস্তর সাধক হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক রক্তচণ্ডায়ৈ নমঃ এই বলিয়া নির্মাণ্য নিক্ষেপ করিবে । ৬৬

তাহার পর জলেই হউক, অথবা হৃক্ষমূলেই হউক, নির্মাণ্যের বিচার করিবে । এইরূপ বিধানে যে বস্তু সেই মণ্ডলদায়িনী দেবীর পূজা করে, সে সর্বপ্রকার বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয় । ৬৭

সাধক, প্রথমে অৰ্দ্ধ লক্ষ জপ করিয়া বিশেষ নৈবেদ্য দান করিয়া পুরুষচরণ করিবে । ৬৮

শুক্লপক্ষে অষ্টমীর দিবস উপবাস করিয়া মণ্ডল তুল্য একটি কুণ্ড করিবে । নবমীর দিবস পঞ্চবর্ণের তুড়ি দিয়া পিতা এবং শুক্লকে নিকটে রাখিয়া পূর্বের স্তাৎ একটি মণ্ডল করিবে । ৬৯

পূর্বোক্ত বিধানে চণ্ডিকা দেবীর পূজা করিয়া বিষপত্র সহিত তিলের দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার হোম করিয়া তিন সহস্রবার জপ করিবে । ৭০

নৈবেদ্য, পঙ্কপুষ্প, প্রিয়বস্ত্র, পূর্বোক্ত অশ্রুপ্ত বস্তু এবং পারস দেবীকে দান করিবে । ৭১

পূজার অবসানে ত্রিজাতীয় তিনটি বলি প্রদান করিবে । তাহার পর

মহাশক্ত্যুৎ সশালায়ঃ পদাবাক্ষনসংযুতম্ ।
 দেবো নবম্যায় সম্পূর্ণং বলিঃ নদ্যাৎ ঘূতাদিভিঃ ॥ ৭০
 দক্ষিণাৎ গুহ্যবে নদ্যাৎ সুবর্ণং গাং তথা তিলম্ ॥ ৭১
 অতিশস্তমপুত্রক সাবদ্যং কিতবং তথা ।
 ক্রিয়াহীনমকল্পজং বামনং গুরুনিন্দকম্ ।
 সদা যৎসরসংযুক্তং শুকং যন্তেষু বজ্রায়েৎ ॥ ৭২
 শুক্রমন্ত্রস্য মূলং স্তানুগভ্যস্তৌ ভদ্রপদম্ ।
 সফলং জাহতে যদ্রান্নমন্ত্রং বজ্রাৎ পরীক্ষয়েৎ ॥ ৭৩
 শাঠ্যাৎ ক্রোধাত্তু মোহাধা নাসম্পত্ত্যা গুরোর্বুধাৎ ।
 কল্পেয়ুঃ দৃষ্টো বা মন্ত্রং গৃহ্ময়াচ্ছন্ননাথ বা ॥ ৭৪
 স মন্ত্রস্তেষুপায়েন তামিষ্ট্রে নরকে নরঃ ।
 মন্ত্রস্তরজঃ স্থিতা পাপমোনিষু জায়তে ॥ ৭৫
 শঠে জুহুয় চ মূর্খে চ ছন্দ্যকারিণাভক্তিকে ।
 মন্ত্রং ন দৃষিতে নদ্যাৎ সুবীজং বিপিনে তথা ॥ ৭৬
 লক্ষণ সাধয়েৎ কামং পুরস্চরণপূর্বকম্ ।
 পাপক্ষয়ো ভবেদ্ যদ্যাৎ পুরস্চরণকর্মণা ॥ ৭৭
 লক্ষণম্বেন মনুষ্য জপেন নরসন্তমো ।
 ত্রিসম্যাসু প্রতিদিনং বীজসম্ব্যাতকেন চ ।
 কবিবাগ্যো পতিভুজ যশসী চ একান্ততে ॥ ৭৮
 সাধকঃ সাধকশ্রেষ্ঠ পূজান্বানন্ততঃ শূন ॥ ৭৯

সিন্দূর, স্বর্ণ, রক্তাদি দ্বীনিপের ভূষণ সকল এবং শক্তি অনুসারে তুরি পরিমাণে পুষ্পমালা প্রদান করিবে । ৭২

নবমীর দিবস শালি অন্ন সহিত মহাশক্ত্যুৎ, বাঙ্কনযুক্ত জ্বা এবং সক্ষাকালে ঘূতের সহিত বলি দেবীকে দান করিবে । ৭৩

গুরুকে সুবর্ণ, গাডী এবং তিল দক্ষিণা দান করিবে । ৭৪

অতিশস্ত, অশুভ, নিন্দনীয়, ক্রিয়াহীন, অকল্পজ, বামন, গুরুনিন্দক, এবং সর্বদা যৎসরযুক্ত এইরূপ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না । ৭৫

শুক,—যন্তেষু মূল, যেহেতু মূল শুক হইলে তৎসম্বন্ধীয় অন্ন সকল সফল হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে যতপূর্বক পরীক্ষা করিবে । ৭৬

শাস্ত্রে কোন একটি ভাল মন্ত্র দেখিয়া তাহা শাঠ্যাদি, ক্রোধ-প্রদর্শনপূর্বক মোহ উৎপাদন করিয়া, সম্পত্তির লোভ দেখাইয়া, অথবা ছলনাপূর্বক গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিবে না । ৭৭

সেই-মন্ত্র-চৌর্য্য-রূপ পাপে মনুষ্য মন্ত্রস্তর-জয় নরকে বাস করিয়া পাপ-মোনিতে জন্মগ্রহণ করে । ৭৮

যেমন নিবিড় অরণ্য মধ্যে মূল্যবোধ বীজ বপন অনুষ্ঠিত, সেইরূপ শঠ, কুর, মূর্খ, ছলনাকারী, অভক্ত এবং দুষিত ব্যক্তিকে মন্ত্র দান করা উচিত নয় । ৭৯

পুরস্চরণপূর্বক একলক্ষবার মন্ত্র জপ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; কারণ পুরস্চরণ কার্য দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয় । ৮০

হে নরশ্রেষ্ঠময় । প্রতিদিন ত্রিসম্যাস বীজসংপূট করিয়া দ্বিলক্ষ বার মন্ত্র জপ করিলে মনুষ্য—কবি, বাগী, পতিত এবং যশসী হয় । ৮১

যত্র যত্র নরঃ পূজাং নির্জনে কুরুতে চ যঃ ।
 তদ্যাপি স্তে স্বয়ং দেবী পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ॥ ৮৩
 শিলা প্রসত্তা পূজায়াং স্থিতিসং নির্জনং তথা ।
 জপশোপাংস্ত সর্বেষামৃতমঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৮৪
 অন্তর্নিহনং মহামায়াং পূজয়েৎ তু কদাচন ।
 অবস্থান্তরেন্নরঃ যোহুতিভক্তিযুক্তো নরঃ ॥ ৮৫
 দত্তরস্ত্রে সমুৎপন্নো নরশ্চ ন বিদ্যতে ।
 সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং স্মরণান্নরকং ভজেৎ ॥ ৮৬
 জানুর্ভে ক্ষতজে জাতে নিত্যং কৰ্ম্ম ন চাচরেৎ ।
 নৈমিত্তিককৃতদধঃ শ্রবদন্তো ন চাচরেৎ ॥ ৮৭
 মৃতকে চ সমুৎপন্নো ক্ষুরকৰ্ম্মণি যৈধ্বনে ।
 ধূমোদগারে তথা বাস্তে নিত্যকৰ্ম্মণি সমাজেৎ ॥ ৮৮
 জ্ববে্য ভূক্তে স্বর্গোপে চ ন বৈ ভূক্তা চ কিঞ্চন ।
 কৰ্ম্ম কুর্য্যাদন্যো নিত্যং মৃতকে যুতকে তথা ॥ ৮৯
 পত্রং পুষ্পঞ্চ তাম্বুলং ভেষজভেন কল্পিতম্ ।
 কণাদিশিলাস্তক কলং ভূক্তা ন চাচরেৎ ॥ ৯০
 জলমাপি নরশ্চেষ্ট ভোজনান্তেষজাদৃতে ।
 নিত্যক্রিয়া নিবর্তেত সহ নৈমিত্তিকৈঃ সদা ॥ ৯১

হে সাধকদয় । ইহার পর সাধকদিগের শ্রেষ্ঠ পূজা-স্থান জবণ কর । ৮২
 যে মনুষ্য, যে কোনরূপ নির্জন স্থানে পূজা করে, দেবী স্বয়ং তাহার দত্ত
 পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল গ্রহণ করেন । ৮৩

পূজা বিষয়ে শিলা, স্থিতি এবং নির্জন স্থান—সর্বাপেক্ষা প্রস্তুত এবং
 সকল প্রকার জপের মধ্যে উপাংস্ত জপই সর্ব প্রধান বলিয়া পরিকীর্তিত
 হইয়াছে । ৮৪

অন্তর্নিহন মনুষ্য, কদাপি মহামায়ার পূজা করিবে না । কিন্তু তাহার অন্তরে
 যদি ভক্তি থাকে, তবে অবস্থান্তরের স্মরণ করিতে পারে । ৮৫

দত্ত হইতে রক্ত নির্গত হইলে স্মরণ নিষিদ্ধ । ঐ অবস্থায় কোন প্রকার
 স্তবের স্মরণ করিলেই নরকে গতি হয় । ৮৬

জানুর উর্দ্ধে ক্ষত হইলে কখনও নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না ; জানুর
 অধোদেশে যদি রক্তচাব হয়, তাহা হইলে নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে
 না । ৮৭

ক্ষৌরকর্ম্ম বা মৈধ্বনে লোম বা কেশ হইতে রক্ত বিগলিত হইলে ধূমোদগার
 অর্থাৎ চৌদ্দা-ডেকুর উঠিলে বা বমন হইলে নিত্যকর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিবে ।

কোন দ্রব্য ভোজন করিয়া অজীর্ণ হইলে অথবা কোন বস্তু ভোজন করিয়া
 —মনুষ্য নিত্য কর্ম্ম করিবে না । জননাসৌচ বা মরণাসৌচ হইলেও নিত্য-
 কর্ম্মের পরিত্যাগ করিবে । ৮৯

হে নরশ্চেষ্ট । পত্র, পুষ্প এবং তাম্বুল যাহা ঔষধরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে,
 সেই ঔষধ ভিন্ন যে কোন দ্রব্য, কল অথবা জলও ভোজন করিয়া কোন নিত্য
 বা নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না । ৯০-৯১

অলৌকাং গৃহপাদক কৃমিগত্পদাদিকম্ ।
 কামাঙ্কস্তুেন সংস্পৃক্ত নিত্যকৰ্ম্মাণি সন্ত্যজেৎ ॥ ৯২
 বিশেষতঃ শিবাপূজাং প্রমীতপিতৃকো নরঃ ।
 যাবৎসরপর্য্যন্তং যনসাপি ন চাচরেৎ ॥ ৯৩
 মহাশুকনিপাতে তু কামাং কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ ।
 আর্হিষ্যং ব্রহ্মযজ্ঞক জ্ঞাতং দেবযজ্ঞক যৎ ॥ ৯৪
 শুক্রমাক্ষিপ্য বিপ্রক প্রহৃষ্টোয চ পাপিনা ।
 ন কুর্য্যামিত্যকৰ্ম্মাণি রেতঃপাতে চ ভৈরব ॥ ৯৫
 আসনকার্য্যপাত্রক শুক্রমাসাদেয়ম্ তু ।
 উষরে কৃমিসংযুক্তে স্থানে কৃষ্টেইপি নার্চয়েৎ ॥ ৯৬
 নীচৈরাসনমাসান্য শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
 অর্চয়েচ্চণ্ডিকাং দেবাং দেবযজ্ঞক ভৈরব ॥ ৯৭
 সিংহিভাগে তু কোবেরী বিক্ হিবা প্রীতিনামিনী ॥ ৯৮
 শুশ্রূষ্যৎ তনুশ আসীনঃ পূজয়েচ্চণ্ডিকাং সদা ॥ ৯৯
 পুষ্পক কৃমিসন্নিহ্নং বিশীর্ণং শুক্রযুক্তপাত্রে ।
 সকেপং বৃষিকোক্তদুতং যত্নেন পরিবর্জয়েৎ ॥ ১০০
 যাচিতং পরকীয়ক তথা পর্য্যমিতক যৎ ।
 অস্ত্যসৃষ্টং পদা স্পৃষ্টং যত্নেন পরিবর্জয়েৎ ॥ ১০১

অলৌকা, গৃহপাদ, কৃমি এবং গৃহপদাদি জীবকে ইচ্ছাপূর্বক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে নিত্যকর্ম্মের অধিকার থাকে না । ৯২

বিশেষ বৃত্ত-পিতৃক মনুষ্য এক বৎসর পর্য্যন্ত শিবপূজা এবং শূর্গাশ্বতীর মানসিক হইলে এক বৎসর যাবৎ কোন কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না । ৯৩

অতুন্তে কর্তব্য যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, জ্ঞাত এবং কোন প্রকার দেবকার্য্যও করিবে না । ৯৪

হে ভৈরব ! শুক্র নিন্দা করিলে, বহুন্তে ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে এবং রেতঃপাত করিলে নিত্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে না । ৯৫

মনুষ্য, শুক্র আসন বা অর্ধ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া পূজা করিবে না । এবং উষর অর্ধ্যং কার ভূমিতে, কৃমিযুক্ত স্থানে অথবা অমার্জিত স্থানেও পূজা করিবে না । ৯৬

হে ভৈরব ! নীচ আসনে উপবেশনে করিয়া শুচি এবং পবিত্রমানস হইয়া চণ্ডিকাদেবী এবং অঙ্ক দেবতাকে অর্চনা করিবে । ৯৭

মনুষ্য দিকের মধ্যে কোবেরী (উত্তর) বিক্ চণ্ডিকার প্রীতিকারিণী, এই নিমিত্ত সর্বদা উত্তরমুখে আসীন হইয়া চণ্ডিকার পূজা করিবে । ৯৮

কীট-ভিন্ন, বিশীর্ণ, শুক্র, যয়ংপতিত, কেশযুক্ত এবং বৃষিকা-চর্বিত পুষ্প যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে । ৯৯

এইরূপ বিশীর্ণ, শুক্র, উল্লভ, কেশযুক্ত এবং বৃষিকা-যুত দীপ ও আসনও পরিত্যাগ করিবে । ১০০

যে সকল বস্তু যাচিত, বা পরকীর বা পর্য্যমিত অর্ধ্যং বাসি, অথবা অস্ত্যজ-কাতিসৃষ্ট অথবা পদদ্বারা স্পৃষ্ট এ সকল বস্তু বহু যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে । ১০১

ইদং নিবাহাঃ পরমং যানোহরং
করোতি যোহমেন ভদীকপুজনম্ ।
ন বাহিতার্থং সমাখ্যাত্য চতিকা-
গৃহং প্রযাত্য নচিরেণ ভৈরব ॥ ১০২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ঔরঙ্গনগরসংবাদে পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অস্ত্য^১ মন্ত্রস্ত কবচং লুপ্তং বেতালভৈরব ।
বৈষ্ণবাতন্ত্রসংজ্ঞস্ত বৈষ্ণব্যাস্ত বিশেষতঃ ॥ ১
ভক্ত মন্ত্রাদ্যক্ষরস্ত বাসুদেবম্বরূপম্ ।
বর্ণো দ্বিতীঃচোঃ ত্রৈলোক্যে তৃতীঃচতুঃশেখরঃ ॥ ২
চতুর্থো গজবক্রস্ত পঞ্চমস্ত দিবাকরঃ ।
শক্তিঃ স্বয়ং পকারস্ত বায়ামায়া জগন্ময়ী ।
বকারস্ত মহালক্ষ্মীঃ শৈববর্ণঃ সরস্বতী ॥ ৩
যোগিনী পূর্ববর্ণস্য শৈলপুত্রী প্রকীৰ্ত্তিতা ।
দ্বিতীয়স্য তু বর্ণস্য চতিকা যোগিনী মতা ।
চতুর্থো তৃতীঃস্ত কুম্ভাণ্ডী ভবপন্নস্ত চ ॥ ৪
কন্দমাতা তকারস্ত পঞ্চ কাত্যায়নী স্বয়ম্ ।
কালরাত্রিঃ সপ্তমস্য মহাদেবীতি সংস্থিতা ॥ ৫

হে ভৈরব । যে মনুষ্য উক্তরূপ বিধান অনুসারে চতিকা দেবীর পরম
মনোরম পূজন করে, সে ইহলোকে সমুদয় বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়া অতিরিক্ত
মধ্যে চতিকাও ভবনে পবন করে । ১০২

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৫

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

মন্ত্র-কবচ

ভগবান্ বলিলেন,—হে বেতাল-ভৈরব । বৈষ্ণবী তন্ত্রসংজ্ঞক অস্ত্রিমন্ত্রে
এবং বিশেষতঃ বৈষ্ণবী দেবীর কবচ প্রবণ কর । ১

তাহাতে মন্ত্রেয় আদি অক্ষর বাসুদেবম্বরূপময়ী (অ), দ্বিতীয় বর্ণ স্বয়ং
ব্রহ্মা (ক) এবং তৃতীয় স্বয়ং চতুঃশেখর মহাদেব (চ)

চতুর্থ মণেশ (ট), পঞ্চম দিবাকর সূর্য্য (ত), মহামায়া জগন্ময়ী শক্তি
স্বয়ং পকারম্বরূপ, ষকার স্বয়ং মহালক্ষ্মীরূপ এবং বর্ণ স্বয়ং সরস্বতী । ৩

শৈলপুত্রী প্রথম বর্ণের যোগিনী, দ্বিতীয় বর্ণের যোগিনী চতিকা, তৃতী
মন্ত্রেয় যোগিনী চতুর্থো এবং চতুর্থের কুম্ভাণ্ডী ৪

১। অস্ত্রি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রথমঃ বর্ষকবচঃ যোগিনীকবচঃ তথা ।
 দেবৌষকবচঃ পঞ্চাঙ্গেবীদিক্ কবচঃ তথা । ৬
 ততস্ত পার্শ্বকবচঃ ত্রিতীয়াষ্টাকবচঃ ৮
 কবচস্ত ততঃ পশ্চাৎ যজ্ঞবর্ণকবচঃ তথা ।
 অভৈশ্যকবচঃ চেতি সর্বজ্ঞাপনপরাধনম্ । ৭
 ইমানি কবচাষ্টকৌ যো কামাতি নরোত্তমঃ ।
 সোহহমেব মহাদেবী দেবীকপশ্চ নক্তিমান্ । ৮
 অম্ম বৈকবীতরকবচস্ত নারদ কবিরমুষ্কপ্, হৃদয়ঃ ।
 কাভ্যায়নী দেবতী সর্বকামার্থসাধনে বিনিয়োগঃ । ৯
 অঃ পাতু পূর্বকাস্থায়াং পাতু কঃ সবা ।
 পাতু চো বমকাস্থায়াং চৌ নৈমিত্যাক সর্ববা । ১০
 মাং পাতু ভোহসৌ পাস্থাতো নক্তির্কাস্থ্য-দিগ্গতা ।
 যঃ পাতু মাং চোত্তরকাস্থায়াং বস্তথাবতু । ১১
 মুচ্ছি ককতু মাং সোহসৌ বাহৌ মাং দক্ষিণে তু কঃ ।
 বাং বামবাহৌ চঃ পাতু চুপি চৌ মাং সদাবতু । ১২
 তঃ পাতু কঠদেশে মাং কট্যাঃ নক্তিভাবতু ।
 যঃ পাতু দক্ষিণে পাদে যো মাং বামপদে তথা । ১৩
 নৈলপূত্রী তু পূর্বকাস্থায়াং পাতু চতিকা ।
 চণ্ডকৌ পাতু মায়াং বমভীতিবিবর্জিনী । ১৪

তকারের যোগিনী স্তম্ভযাত্রা এবং পকারের যোগিনী স্বয়ং কাভ্যায়নী ।
 মহাদেবী নারের প্রসিদ্ধা কামহাজি সপ্তম বর্ণের যোগিনী । ৬

প্রথমে বর্ষ-কবচ, তাহার পর যোগিনী-কবচ । তদনন্তর দেবৌষ-কবচ
 এবং তাহার পর দেবী-দিক্-কবচ । ৮

তাহার পর পার্শ্ব-কবচ । তদনন্তর ত্রিতীয়াষ্টাকর-কবচ । তাহার পর
 যজ্ঞকর-কবচ । তদনন্তর অভৈশ্য-কবচ । ৭

যে মনুষ্য, এই সকল স্তোত্র কবচ পরিমোক্ত হয়, সে আমার সহিত অতি
 নক্তিমান, মহাদেব এবং দেবীর স্বরূপ তা প্রাপ্ত হয় । ৮

এই বৈকবীতর কবচের কবি নারদ, হৃদয়ঃ অমুষ্কপ, দেবতা কাভ্যায়নী এবং
 সকল প্রকার কাম ও অর্থ সাধন বিষয়ে ইহার নিয়োগ হয় । ৯

অ পূর্বদিকে আমার রক্ষাবিধান করুন, ক আমাকে সর্বদা অগ্নিকোণে
 রক্ষা করুন, চ দক্ষিণদিকে, ট নৈমিত্য কোণে । ১০

ত পশ্চিমদিকে, নক্তি (প) বায়ুকোণে, য উত্তরদিকে এবং (ব) ইমান-
 কোণে আমাকে রক্ষা করুন । ১১

য আমার মস্তকে রক্ষা বিধান করুন, দক্ষিণ বাহুতে ক, বাম বাহুতে চ,
 এবং ট সর্বদা হৃদয়ে রক্ষা করুন । ১২

ত আমার কঠদেশে, উত্তর কঠদেশে নক্তি, য দক্ষিণ পাদে এবং য বাম-
 পাদে রক্ষা করুন । ১৩

নৈলপূত্রী পূর্বদিকে, চতিকা অগ্নিকোণে, বমভয়-নিবারিনী চণ্ডকৌ দক্ষিণ-
 দিকে রক্ষা করুন । ১৪

নৈঋতে ত্বম্ কুশাভী পাতু মাং কক্ষতাং প্রভুঃ ।
 কক্ষমাতা পশ্চিমায়াং মাং বক্ষতু সৰ্বদা হি ॥ ১৫
 কাষ্ঠাভনী মাং বাহবো পাতু কোকেশ্বরী সদা ।
 কালরাজি তু কোকেশ্বাং সদা বক্ষতু মাং বহুঃ ॥ ১৬
 মহাগৌরী তৈশনাভাং সততং পাতু পাবনী ।
 নেত্রযোৰ্বাসুদেবো মাং পাতু মিত্যং সনাতনঃ ॥ ১৭
 অক্ষা মাং পাতু বদনে পদ্মোনিরয়োনিজঃ ।
 নাসাভাগে বক্ষতু মাং সৰ্বদা চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৮
 পঞ্চবক্তুঃ স্তনদুগ্ধে পাতু মিত্যং হৃদাভ্যঙ্গঃ ।
 বাহবক্ষিপ্যাপো মাং মিত্যং পাতু দিবাকরঃ ॥ ১৯
 মহামায়া বহুং মাভৌ মাং পাতু পরমেশ্বরী ।
 মহালক্ষ্মীঃ পাতু গুহ্য কামুনোক্ত সরস্বতী ॥ ২০
 মহামায়া পূৰ্ব্ভাগে মিত্যং বক্ষতু মাং শুভা ।
 অগ্নিকালী তথাগ্নেয়াং পাৰ্বতীভ্যাং সুবাসিনী ॥ ২১
 কন্দািনী পাতু মাং বাম্যাং নৈঋত্যাং চতুর্নাসিকা ।
 উগ্রচণ্ডা পশ্চিমায়াং পাতু মিত্যং মহেশ্বরী ॥ ২২
 এচণ্ডা পাতু বাহবো কোকেশ্বাং ঘোররূপিনী ।
 ইন্দ্রী চ তৈশনাভাং পাতু মিত্যং সনাতনী ।
 উৰ্দ্ধং পাতু মহামায়া পাতুঃ পরমেশ্বরী ॥ ২৩
 অশ্রুতঃ পাতু বায়ুগা নৃষ্ঠতো বৈষ্ণবী তথা ।
 অক্ষাণী দক্ষিণে পার্শ্বে মিত্যং বক্ষতু শোভনা ॥ ২৪

অগ্নি-প্রসবিনী কুশাভী নৈঋতে বক্ষা করুন, কক্ষমাতা সৰ্বদা আমার পশ্চিমদিকে বক্ষা করুন । ১৫

ত্রিলোকের ইন্দ্রী কাষ্ঠাভনী বায়ুকোণে এবং কালরাজি সৰ্বদা উত্তরদিকে বক্ষা করুন । ১৬

ইশানকোণে পাবনী মহাগৌরী সতত বক্ষা করুন এবং সনাতন বাসুদেব নেত্রযুগ্মে বক্ষা করুন । ১৭

পদ্মমোনি এবং অয়োনিজ অক্ষা আমার বদনে বক্ষা করুন এবং ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার নাসাভাগ বক্ষা করুন । ১৮

মহাদেবের পুত্র পঞ্চানন আমার স্তনদুগ্ধে বক্ষা করুন এবং দিবাকর সূর্য বাহ ও দক্ষিণ হস্তে সৰ্বদা বক্ষা করুন । ১৯

পরমেশ্বরী মহামায়া বহুং আমার নাভিদোশে বক্ষা করুন, মহালক্ষ্মী গুহ্য-দোশে বক্ষা করুন এবং সরস্বতী কামুনয়ে বক্ষা করুন । ২০

মঙ্গলরূপা মহামায়া মিত্য পূৰ্ব্ভাগে বক্ষা করুন এবং সুবাসিনী অগ্নিকালী মিত্য অগ্নিকোণে বক্ষা করুন । ২১

কন্দািনী আমাকে দক্ষিণদিকে বক্ষা করুন এবং নৈঋতকোণে চতুর্নাসিকা বক্ষা করুন । আমাকে পশ্চিমদিকে মহেশ্বরী উগ্রচণ্ডা সৰ্বদা বক্ষা করুন । ২২

বায়ুকোণে এচণ্ডা এবং ঘোররূপিনী উত্তরদিকে বক্ষা করুন । সনাতনী ইন্দ্রী সৰ্বদা ইশানকোণে বক্ষা করুন । উৰ্দ্ধদিকে মহামায়া এবং অধোদিকে পরমেশ্বরী বক্ষা করুন । ২৩

অাহেদ্বরো বামপার্শ্বে নিত্যং পাঠ্যে বৃহৎসূক্তা ।
 কোমারী পৰ্বতে পাঠ্যে বারাহী সলিলে চ স্মৃৎ ॥ ২৫
 নারসিংহী জংঘ্রিক্ষয়ে পাঠ্যে মাং বিপিনেহু চ ।
 ঐক্লী মাং পাঠ্যে চাক্রাণে তথা সৰ্ব্বকালে হুনে ॥ ২৬
 সেতুঃ সৰ্ব্বাঙ্গুলীঃ পাঠ্যে দেবাদিঃ পাঠ্যে কর্ণয়োঃ ।
 দেবান্ত্ৰিচক্রে পাঠ্যে পার্শ্বয়োঃ শক্তিপঞ্চমঃ ॥ ২৭
 হা পাঠ্যে মাং ভৈথবোৰ্বে। মীরা বক্ষস্থ জজ্ঞয়োঃ ॥ ২৮
 সৰ্ব্বেন্দ্ৰিয়ানি যঃ পাঠ্যে রোমকূপেহু সৰ্ব্বদা ।
 তুচ্চি মাং বৈ সদা পাঠ্যে মাং শত্ৰুঃ পাঠ্যে সৰ্ব্বদা ।
 নখমন্তকরোষ্ঠাদৌ ব্রো^১ মাং পাঠ্যে সৰ্ব্বদা হি ॥ ২৯
 দেবাদিঃ পাঠ্যে মাং বস্তৌ দেবান্তঃ স্তনককরোঃ ॥ ৩০
 ঐক্লীমাদৌ তু যঃ সেতুর্বাহে মাং পাঠ্যে দেহতঃ ॥ ৩১
 আঙ্গাচক্রে সুব্রহ্মাচারে যট্চক্রে হৃদি সন্ধিসু ।
 আদিবোদ্ধনচক্রে চ ললাটাক্ষাৎ এব চ ।
 বৈকুণ্ঠীভ্রমরো মাং নিত্যং বক্ষ্যন্ত তিষ্ঠতুঃ ৩২
 কর্ণনাভৌ সৰ্ব্বানু পার্শ্বকক্ষিণানু চ ।
 কবিরাসায়ুযজ্ঞানু যন্তিকেহু চ পৰ্ব্বনু ।
 দ্বিতীয়াষ্টাকরো মন্ত্রঃ কবচং পাঠ্যে সৰ্ব্বতঃ ॥ ৩৩
 বেতো বায়ো নাভিরক্রে পূষ্ঠসন্ধিসু সৰ্ব্বতঃ ।
 যট্চকরকৃতীয়োহম্রং যন্তো মাং পাঠ্যে সৰ্ব্বদা ॥ ৩৪

আমার সমুদ্রে উগ্রা এবং পঞ্চাশতানে বৈকুণ্ঠী সৰ্ব্বদা রক্ষা করুন এবং শোভনা যজ্ঞাণী নিত্য সন্ধি পার্শ্বে রক্ষা করুন । ২৫

বৃহত্ত্বাহিনী অাহেদ্বরী আমার বাম পার্শ্বে নিত্য রক্ষা করুন । কোমারী পৰ্বতে এবং বারাহী জলে রক্ষা করুন । ২৬

নারসিংহী অরণ্য মধ্যে জংঘ্রিক্ষীভগ্নেশ্বর ভয় হইতে রক্ষা করুন এবং ঐক্লী আকাশে সমুদয় জল ও স্থলভাগে আমাকে রক্ষা করুন । ২৭

সেতু সকল অঙ্গুলী রক্ষা করুন এবং দেবাদি কর্ণদ্বয় সৰ্ব্বদা রক্ষা করুন । দেবান্ত্রিচক্রে এবং শক্তিপঞ্চম পার্শ্বদ্বয়ে রক্ষা করুন । ২৮

ত এবং য আমার উরুদ্বয়ে এবং জজ্ঞাধারে রক্ষা করুন । ২৯

য সৰ্ব্বেন্দ্ৰিয় এবং রোমকূপের রক্ষা বিধান করুন । য সদা সৰ্ব্বদা আমার হৃদে ওষ্ঠে এবং নখ, মণ্ড ও কব্জ আদিতে রক্ষা করুন । ৩০

দেবাদি আমার বস্তিদেয়ে রক্ষা করুন এবং দেবান্ত্র আমার কক্ষদ্বয়ে রক্ষা করুন । য ইত্যাদি সৰ্ব্বত্র অবস্থাবে রক্ষা করুন এবং সেতু দেহের বহির্ভাগে রক্ষা করুন । ৩১-৩২

এই বৈকুণ্ঠী ভ্রমর মন্ত্র—আমার আঙ্গা চক্রে, সুব্রহ্মাচার, যট্চক্রে, হৃদয়ের সন্ধিস্থলে, আদি বোদ্ধনচক্রে এবং ললাটাক্ষাৎ নিত্য বিদ্যমান হইয়া রক্ষা করুন । ৩৩

সমুদয় গর্ভ, নাভী, পার্শ্ব কৃকি, দ্বিরানিচয়, কবির, রাসু, যজ্ঞা, যন্তিক এবং সমুদয় পৰ্ব্বভাগে দ্বিতীয়াষ্টাকর মন্ত্রময় কবচ সৰ্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন । ৩৪

ওঁ অং শূনাং পাতু নিত্যং বৈকবী জগদীশ্বরী ।
 কং ক্রমাণী পাতু চক্রাং চং ক্রমাণী তু শক্তিভঃ । ৪৪
 টং কৌমারী পাতু যজ্ঞাং ভং বারাহী তু কাণ্ডভঃ । ৪৫
 পং পাতু নারসিংহী যং ক্রমাদেভ্যস্তথাভূতঃ । ৪৬
 শক্তাদ্ভেভ্যঃ সমস্তেভ্যঃ যন্তেভ্যোহনিষ্টমন্তঃ ।
 চতিকা যং নদা পাতু বী মৈ দেবী নমো নমঃ । ৪৭
 বিশ্বাসঘাতকেভ্যো যাইমল্লী ব্রহ্মতু মন্থনঃ । ৪৮
 ওঁ নমো মহামায়াইঃ ওঁ বৈকবী নমো নমঃ ।
 ব্রহ্ম হং সর্বভূতেভ্যঃ সর্বত্র পরমেশ্বরী । ৪৯
 আচারে বায়ুমাৰ্গে হৃদি কমলদলে চন্দ্রবৎশ্রবসূর্যো,
 যন্তো যন্তো সমিচ্ছে বিমল বরদহা যন্তমষ্ঠাকরতঃ ।
 অদ্রব্ধা মূর্তিঃ যন্তে হরিতবতি চন্দ্রচূড়ো হৃদিশ্বর,
 ভং সাং পাতু প্রধানং নিখিলযন্তিশং পদ্মগর্ভাভবীজম্ । ৫০
 আশাঃ শেবাঃ অমোঘৈর্মমবলবতৈঃ-স্ববয়েদ্যপি মূর্তেভঃ,
 সানুযাত্রাবিসর্গৈর্হরিহরবিদিতং মংসমস্তক সাক্ষম্ ।
 মন্ত্রাণাং সেতুবন্ধং নিবসতি সন্ততং বৈকবীতন্ত্রমন্ত্রে,
 তন্ত্রাং পাতাং শবিত্রং পদ্মগবদকং ভূতলব্যোমভাগে । ৫১
 অমাত্যকৌ তথাচৌ বসব ইহ ভৈবচ্যকৌমুত্তির্দলানি,
 প্রোক্তাশ্রকৌ তথাচৌ মনুমত্তিরচিতাঃ সিকরোহকৌ ভৈব ।
 অষ্টাবক্টাসংখ্যা জগতি রক্তিকলাঃ ক্রিপ্রকাষ্ঠাহযোগা
 মহ্যক্টাবক্টানি করতু ন হি গণো যত্নদো যতুমুখাম্ । ৫২

ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং এই বীজাঘ্রিতা কালরাজি বজ্র হইতে আমাকে সর্বদা
 রক্ষা করুন । ওঁ অং এই বীজাঘ্রিতা জগদীশ্বরী বৈকবী আমাকে শূল হইতে
 রক্ষা করুন এবং ওঁ কং এই বীজাঘ্রিতা চক্রাণী আমাকে চক্র হইতে আর ওঁ চং
 এই বীজাঘ্রিতা ক্রমাণী আমাকে শক্তি হইতে রক্ষা করুন । ৪৪

ওঁ টং এই বীজযুক্তা কৌমারী আমাকে বজ্র হইতে রক্ষা করুন এবং ওঁ ভং
 এই বীজযুক্তা বারাহী আমাকে কাণ্ড হইতে রক্ষা করুন । ৪৫

ওঁ পং এই বীজযুক্তা নারসিংহী আমাদিগকে ক্রমাদ্ভেভ্যঃ হন্ত হইতে রক্ষা
 করুন । ৪৬

ওঁ যং এই বীজাঘ্রিতা চতিকা সমুৎপন্ন অস্ত্র শস্ত্র হইতে এবং নিখিল যন্তু এবং
 অনিষ্টকারী যন্তু হইতে আমাকে রক্ষা করুন, দেবীকে নমস্কার করি । ৪৭

বং নমঃ ঐন্দ্রী আমাকে বিশ্বাসঘাতকের হন্ত হইতে রক্ষা করুন । ৪৮

মহামায়া বৈকবী দেবীকে ওঁকার উচ্চারণপূর্বক নমস্কার করি । সেই
 পরমেশ্বরী আমাকে নিখিল ভূতগণ হইতে রক্ষা করুন । ৪৯

এই সর্বশ্রেষ্ঠ অষ্টাকরাষ্ট্রক যন্তু আমার আমার শক্তিতে বায়ুমাৰ্গে, হৃদয়ে
 এবং চন্দ্রশক্তি ও সূর্য্যযুক্ত কমলদলে, বতিহানে এবং বহিতে অধিষ্ঠান করুন ।
 বাহ্যকে—ব্রহ্মা মন্তকে, বিষ্ণু গলদেশে এবং মহেশ্বর কণ্ঠে ধারণ করেন, সেই
 ত্র্যম্বক-বীজ সকলের প্রধান যন্তু আমাকে রক্ষা করুন । ৫০

* “ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং” কালরাজিঃ বজ্রাং ব্রহ্মতু যং নদা—ইত্যনিকঃ পাঠঃ কঠিনঃ ।

ইতি তৎকবচং প্রোক্তং বর্ষকার্যসংধকম্ ।
 ইদং ব্রহ্মাং পরমমিদং সর্বার্থসংধকম্ ॥ ৫৩
 বঃ সঙ্কেতং পুণ্যভেদং কবচং যত্নকোদিতম্ ।
 ন সর্বান্ লভতে কামান্ পরম শিবরূপতাম্ ॥ ৫৪
 সঙ্কেতং যত্নং পঠেদেভং কবচং যত্নকোদিতম্ ।
 ন সর্ববজ্রস্ত ফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫
 সংক্রামেষু জয়েচ্ছ্রীং মাতঙ্গানিব কেশরী ॥ ৫৬
 কহেৎ তুভ্যং যথা বহ্নিস্থখা শত্রুং দহেৎ সদা । ৫৭
 নাস্তাশি তস্য শত্রাশি শরীরে প্রবিলম্বি বৈ ।
 ন তস্য জায়তে ব্যাধির্ন চ হিংসং কলাচম ॥ ৫৮
 শুটিকাঞ্জনপাতাল-পাদলেপসংকলনম্ ।
 উচ্চাটনাদ্যাস্তাঃ সর্বাঃ প্রসীদন্তি চ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৫৯
 বায়োদিব গতিতন্ত্র ভবেদশ্চৈববারিতা ।
 দীর্ঘায়ুঃ কামভোগী চ ধনধান্তিজায়তে ॥ ৬০
 অষ্টমীতে সংযতো ভূতানবম্যাং বিধিবচ্ছিবাম্ ।
 পূজয়িত্বা বিধানেন বিচিন্ত্য ধনসা নিবাম্ ।
 যো যত্নেৎ কবচং দেহে তস্য পুণ্যভলং শত ॥ ৬১
 জিতব্যাসিঃ শতায়ুস্ত রূপবান্ শুণবান্ সদা ।
 ধনবন্তৌষসম্পূর্ণো বিদ্যাধান্ স চ জায়তে ॥ ৬২

যে বৈষ্ণবী মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্র সেতুবন্ধ যন্ত্র বিদ্যমান, সেই অ ক চ ট প্রভৃতি অষ্টোত্তর যন্ত্র সহস্র, ব্রহ্মহীন, সানুসার, স-বিসর্গ ইত্যাদি বিধিক্রমে আমাদের ধর্ম, ভূতল ও জলে রক্ষা করুন। বর্ষ কাম এবং অর্থেয় সাধন এই কবচ আদি তোমাকে বলিলাম। ইহা অতি রহস্য এবং সকল প্রকার অর্থেয় সাধক ॥ ৫১-৫৩

যে ব্যক্তি আমাকর্তৃক উক্ত এই কবচ একবার জবণ করে, সে ইহলোকে সর্বদয় কাম প্রাপ্ত হয় এবং পরকালে শিবরূপতা লাভ করে ॥ ৫৪

আমাকর্তৃক কথিত এই কবচ যে ব্যক্তি একবার পাঠ করে, সে সকল প্রকার যন্ত্রের ফল লাভ করে, সে বিহয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ৫৫

কেশরী যেমন অবলীলাক্রমে হস্তীকে পরাজয় করে, সেইরূপ সে সংক্রামে শত্রুদিগকে পরাজয় করে ॥ ৫৬

অগ্নি যেমন ভূগর্ভস্থিককে দহ করে, সেইরূপ সেও শত্রুদিগকে দহ করে ॥ ৫৭

তাহার শরীরে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই প্রবেশ করে না এবং তাহার কোন ব্যাধি বা হিংস উৎপন্ন হয় না ॥ ৫৮

শুটিকাঞ্জন, পাতাল পাতন, পরমাঞ্জন প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধি আছে, সে সকলেই ইহা দ্বারা প্রসন্ন হয় ॥ ৫৯

তাহার গতি বায়ুর দ্বারা হইবে এবং তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না এবং সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ, কামভোগী এবং ধনধান্ত ইহা অশ্লোহন করে ॥ ৬০

অষ্টমীতে সংযত হইয়া নবমীতে ভগবতী পূর্ণাঙ্গ বিধিবৎ পূজা করিয়া, যে ব্যক্তি নিজদেহে কবচের বিস্তার করে, তাহার সম্যক ফল জবণ কর ॥ ৬১

নাগ্নির্দহতি তৎকাষ্ঠং নাপি সংক্লেদয়তি চ ।
 ন শোষয়তি তং বায়ুঃ জ্বায়াস্তং ন হিনতি চ ॥ ৬৩
 সন্ত্রাণি নৈহিন্যতি ন তাপয়তি চাকরঃ ।
 ন তস্ত জাহতে বিদ্বো নান্তি তস্ত চ সংহরঃ ॥ ৬৪
 যেভালাক্শ লিলাচাক্শ সাক্ষশা মননায়কাঃ ।
 সর্ব্বৈ তস্ত বলং বাতি কৃতগ্রামাক্তভূমিবাঃ ॥ ৬৫
 নিত্যং পঠতি যো তস্ত্য। কবচং হরনির্গিতম্ ।
 সোহহমেব মহাদেবো মহামারা চ মাতৃকা ॥ ৬৬
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাক্ত তস্ত নিত্যং করে হিতাঃ ।
 অনন্ত বরদঃ সোহর্থেনিত্যং ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৬৭
 কবিত্বং সত্যবাদিত্বং সত্ত্বত্বং তস্ত জাহতে ।
 বদেৎ শ্লোকসহস্রাণি ভবেচ্ছৃতিধরস্তথা ॥ ৬৮
 লিখিতং যস্ত গেহে তু কবচং-ভৈরব হিতম্ ।
 ন তস্ত দুর্গতিঃ কাপি জাহতে তস্ত দুষণম্ ॥ ৬৯
 গ্রহান্ত সর্ব্বৈ ভূষন্তি বশং পশ্যন্তি ভূমিপাঃ ॥ ৭০
 যজ্ঞাভ্যো কবচকোহতি জাহতে তত্র নেতরঃ ॥ ৭১
 সেতুর্দেবঃ শক্তিবীজং পঞ্চমোহার তে নমঃ ।
 বায়ুর্বলেন চৈতাতৈঃ বিতীর্ণাক্ষরং বিদম্ ॥ ৭২

তাহার কাহি হয় না, পরমাণু শতবর্ষ হয় এবং সে রূপবান, গুণবান, বল
 এবং বুদ্ধিসমূহে পরিপূর্ণ, বিদ্যাবান হইয়া অশ্রদ্ধেয় করে । ৬২

অগ্নি তাহার নদীরকে বিনষ্ট করে না এবং জলও ক্রিয় করে না, বায়ু তাহাকে
 শুষ্ক করিতে পারে না এবং মাংসাদিগণ তাহাকে হারিতে পারে না । ৬৩

শত্রু সকল তাহাকে হেদ করিতে পারে না । সূর্য্য তাহাকে তাপিত করিতে
 পারেন না । তাহার কোনরূপ বিষ বা পীড়া হয় না । ৬৪

বেতালা, লিলাচ, সাক্ষস এবং মননাতক এই চারি প্রকার ভূতযোনি তাহার
 বশীভূত হয় । ৬৫

যে এই মহাদেব-নির্গিত কবচ নিত্য পঠ করে, সে আমার সহিত অতিমিত্রতা
 প্রাপ্ত হয় এবং মহাদেব, মহামারা, মাতৃকাবর্গ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও
 সকল তাহার হস্তের মুষ্টিমধ্যে অবস্থিতি করে । সে পণ্ডিত এবং অনরকে বর
 দানে সমর্থ হয় । ৬৬-৬৭

সর্ব্বদা তাহার কবিত্ব এবং সত্যবাদিত্ব উৎপন্ন হয় । সে প্রত্যহ এক সহস্র
 শ্লোক বলিতে পারে ও অতিধর হয় । ৬৮

হে ভৈরব । বাহার গৃহে এই কবচ-লিখিত হইয়া স্থিতি করে, তাহার
 কোনরূপ দুর্গতি বা দুষণ হয় না । ৬৯

গ্রহ সকল তাহার উপর ভূষ্ট এবং রাজ্য সকল বশীভূত হয় । ৭০

আর যে রাজ্যে এই কবচ অবস্থান করে, সে রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি উৎপন্ন
 হয় না । ৭১

সেতু শক্তিবীজ পঞ্চমরূপ, তাহার কখন হীনতা হয় না । তিনি ক্রমে ক্রমে
 ভূল্য এবং বিতীর্ণাক্ষরায়ক । ৭২

সৈতুর্দেবোহথ বৈকট্যে যত্বেকরমিতং সূত্রম্ ॥ ৭০
 এতৎকৃত্য জিহ্বাগ্রে সততং যত্নং বর্ততে ।
 তত্ (দেবী মহামাতা) কায়ে তিষ্ঠতি বৈ সপা ॥ ৭১
 মহাপাং প্রণবঃ সেতুস্তংসেতুঃ প্রণবঃ সূত্রঃ ॥ ৭২
 করত্যানোক্তঃ পূর্বাৎ পরস্তান্ন বিশীর্ণ্যতে ॥ ৭৩
 নমস্কারো মহামাতো দেব ইত্যুচ্যতে সূত্রৈঃ ।
 বিজাতীনাং বহুঃ শূদ্রাণাং সর্বাংকর্ণনি ॥ ৭৪
 অকারঃ চাপ্যকারকং যকারকং প্রজাপতিঃ ।
 বেকট্যে সততং প্রণবঃ নির্ণয়ে পুরা ॥ ৭৫
 স উদ্যোক্তো বিজাতীনাং রাজ্যং স্তান্দুসাত্তকঃ ।
 এচিৎশোভাক্ষাতানাং মনসাপি তথা স্মরেৎ ॥ ৭৬
 চতুর্দশব্রহ্মো যোহসৌ শেষ ঔকারসংজ্ঞকঃ ।
 স চামুদ্যচক্ষাত্যাং শূদ্রাণাং সেতুচ্যতে ॥ ৭৭
 নিঃসেতু চ যথা তোরং কণাশ্চিৎ প্রসর্পতি ।
 মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতুঃ কণাং করতি যজ্ঞনাম্ ॥ ৭৮
 তন্মাত্রং সর্বাং মন্ত্রে চতুর্দশা বিজাতয়ঃ ।
 পার্শ্বয়োঃ সেতুমাশ্রয় জপকর্মে সমাভিভেৎ ॥ ৭৯
 শূদ্রাণামানিসেতুর্বা দ্বিঃসেতুর্বা বখেচ্ছতঃ ।
 দ্বিঃসেতবঃ সমাখ্যাতাঃ সর্বাংদৈব বিজাতয়ঃ ॥ ৮০

বৈকট্যে সেতু যত্বেকরমিতং এবং সততং ॥ ৭০

এই তিনটি সর্বাং দীহার জিহ্বাগ্রে বর্তমান হয় ; দেবী মহামাতা, সর্বাং দীহার শরীরে অধিষ্ঠান করেন ॥ ৭১

সেতু মন্ত্রে প্রণবরূপ, এই সেতু সেতু প্রণব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ৭২

ইহা পূর্বে অলঙ্কৃত হয় এবং পরে শেষ হয় ॥ ৭৩

নমস্কার মহামাত্র—দেবগণ উহাকে বিজাতিনামের দেবতা বলিয়া নির্দেশ করেন এবং শূদ্রদিগের উহা সকল কর্মে মহামাত্র রূপ ॥ ৭৪

পূর্বাংকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা,—অকার, উকার এবং যকার এই তিনটি অক্ষরকে বেদের হইতে নিষ্কাশিত করিয়া প্রণব নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ৭৫

সেই ঐ কার ব্রাহ্মণদিগের উদাস্ত এবং কত্রিয়দিগের অনুদাস্ত উচ্চারণ করা কর্তব্য । বৈশ্যরা মনে মনে স্মরণ করিলে প্রাপ্ত ফল লাভ করে ॥ ৭৬

চতুর্দশ ব্রহ্মের মধ্যে শেষকালে যে ঔকার আছে, উহা অনুদাস্ত এবং চক্ষু-বিন্দু দ্বারা যুক্ত হইয়া শূদ্রদিগের সেতু হয় ॥ ৭৭

অল বেকট্য আলঙ্কৃত হইলে নিম্নদিকে গমন করে, মন্ত্রও সেইরূপ সেতু বহিত হইলে করিত হয় ॥ ৭৮

এই নিম্নে ব্রাহ্মণাশ্রয় বর্ণচতুর্দশ, সকল মন্ত্রে ঔকার পার্শ্বে সেতু স্থাপন পূর্বক জপ কর্তব্য আত্মক করিতে ॥ ৭৯

শূদ্রেরা ইহাপুসাক্তে মন্ত্রে প্রথমে একবার মাত্র সেতু দিতে পারে অথবা আদি-অন্ত দুই-দিকেই সেতু দিতে পারে । বিজাতিনামেই “বিঃ-সেতু” বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ তাহাদের আদি-অন্ত দুই দিকেই সেতু দেওয়া বিধেয় ॥ ৮০

শৈব উবাচ—

এতত্ত্বং সৰ্বমাব্যাহৃতং কবচং ত্র্যম্বকোদ্ভিতম্ ।
অভ্যাস্য কবচং তত্ত্বং কবচাষ্টকমুত্তমম্ ॥ ৮৪
মহামাহামন্ত্রকল্পং কবচং বহুসংযুতম্ ।
মহাকল্পসমাপুত্ৰং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ৮৫
এতৎ ত্বং নৃপশার্দূল নিত্যভক্তিযুতঃ পঠন্ ।
জপন্ বহুত বৈকুণ্ঠাঃ সৰ্বসিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ৮৬
ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মহামাহামন্ত্রকল্পো
নাম ষট্ পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

শার্কটেশ্বর উবাচ—

অক্লেমঃ সগরো রাজা সংবাদং তৈরবেণ বৈ ।
বেতালেনাপি ভগ্নস্ত পুনরৌৰ্ব্বক্ষমপূচ্ছত ॥ ১

সগর উবাচ—

মন্ত্রং কলেবরগতং সাক্ষং প্রোক্তং ত্বয়া দ্বিজ ।
অজমজ্জানি বে দেব্যাঃ কথ্যতাং তৌ বিলোস্তব ॥ ২
তথা মজ্জানি সৰ্বানি পূজাহানানি সৰ্বশঃ ।
তথৈবোস্তবমজ্জানি কবচানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩

শৈব বলিলেন,—মহাদেব কর্তৃক কথিত সকল কবচই তোমার নিকট
বলিলাম । এই কবচাষ্টক উত্তম একটি অভ্যাস কবচ-রূপ । ৮৪
এই বহুসংযুক্ত মহাকল্প কবচ মহামাহা মন্ত্রকল্প এবং তিনলোকে দুর্লভ । ৮৫
হে নৃপশার্দূল ! নিত্য ভক্তিসহকারে এই কবচ পাঠ কর এবং বৈকুণ্ঠী
দেবীর মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে সকল বিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । ৮৬

ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

অজ-মন্ত্র কথন

শার্কটেশ্বর বলিলেন ;—মহারাজ সগর বেতাল ও তৈরবের সহিত ভগ্নেত
এই সংবাদ প্রবণ করিয়া পুনর্বার শৈবকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ১
হে বিলসত্তম ! আপনি আমাকে সাবরব অজি-মন্ত্র বলিলেন, এক্ষণে
অজমন্ত্র সকল কীৰ্ত্তন করুন । ২
তাহাদের যেকোন তন্ত্র, যেকোন পূজামন, যেকোন পরিশিষ্ট বস্ত্র এবং যেকোন
কবচ এই সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করুন । ৩

কামাখ্যাশাস্ত্র মহাখ্যে সরহস্তং সমস্তকম্ ।
 বখা ননংন ভগবানু মহাদেব উদ্যাপতিঃ ॥ ৪
 বেতালভৈরবাত্ম্যে ভং সমাচক্, সবিক্তরাং ।
 শ্রুতো ন হি মে তুষ্টির্জায়তে মহদমৃতম্ ॥ ৫
 ভবতা কথ্যমানং হি পরং কৌতুহলং মম ॥ ৬

ভৈরব উবাচ—

শ্রুত্ব হং রাজশার্কীল যং পূজাত্যামুদ্যাপতিঃ ।
 উবাচ মহাদেবানং তন্মে নিগদতোহমুনা ॥ ৭
 এতদ্রহস্যং পরমং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
 পরং হস্তায়নং পুংসাং গর্ভে পুংসবনং শ্রুতম্ ॥ ৮
 কল্যাণকারকং চত্বরং চতুর্কর্গকলপ্রদম্ ।
 শঠায় চলচ্চিত্তায় নাটিকাতানিতাশ্রমে ॥ ৯
 দেবদিক্‌কৃতপাক মিথ্যানির্বন্ধকারিণে ।
 যঃ পাপক্লেশাভিযুক্তায় বন্ধক্যপাতিরোনিমে ॥ ১০
 ন কথ্যং ন চ বা দেয়ং শ্রদ্ধাবিরহিতায় চ ।
 মহাশাস্ত্রামৃতকলং প্রোক্ত্বা তাত্যামুদ্যাপতিঃ ॥ ১১
 বেতালভৈরবাত্ম্যে পুনরুবাচাভ্যত ॥ ১২

ভগবানুবাচ—

অকমলং প্রবক্ষ্যামি প্রোক্তবাংস্তত্ত্বমুত্তমম্ ।
 তদেব প্রথমং বিদ্বি সর্বপূজানু সঙ্গতম্ ॥ ১৩

ভগবানু উদ্যাপতি বেতাল ও ভৈরবের নিকটে যে মন্ত্র এবং ব্রহ্মস্বের সহিত কামাখ্যা দেবীর শাস্ত্রাখ্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও আবার নিকটে বিস্তার-পূর্বক কীৰ্ত্তন করুন । ৪-৬

এই মহদমৃত কথা শ্রবণ করিয়া আবার তুষ্টি হইতেছে না, আপনি বড়ই বলিতেছেন, উত্তম আমার কৌতুহল বৃদ্ধি পাইতেছে । ৬

ভৈরব বলিলেন ;—হে রাজশার্কীল ! ভগবানু উদ্যাপতি পূজারত্নের নিকটে যে মহৎ আখ্যান বলিতাছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ৭

ইহা একটি পরম পবিত্র পাপনাশক রহস্য, ইহা মনুষ্যানিগের একটি শ্রেষ্ঠ হস্তায়ন এবং গর্ভকালে ইহা পুংসবনের কার্য্য করে । ৮

ইহা কল্যাণকারক মঙ্গলময় এবং চতুর্কর্গকল প্রদান করে । শঠ, চলচ্চিত্ত, নাটিক, অজিতেন্দ্রিয়, দেব মিথ্র এবং কুরু সহিত মিথ্যা নির্বন্ধকারী, গাপিষ্ঠ, অভিশপ্ত, বন্ধ কাণাদি রোগ-বিশিষ্ট এবং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বলিবেও না এবং দিবেও না । ৯-১২

ভগবানু উদ্যাপতি বেতাল ও ভৈরবের নিকটে মহাশাস্ত্রামৃতকল কথনের কীৰ্ত্তন করিয়া শ্রবণার বলিলেন,—আমি তোমাদের নিকটে প্রদান মন্ত্র বলিতেছি, ইহাকে সর্ব-পূজা-সঙ্গত এবং প্রথম বলিয়া জানিও । ১৩

আচারঃ ওঁ চিত্তাং প্রাপ্তঃ সুমাতো দেবপুজনে ।
 পূজাবেদ্যাহিঃ হিষ্টা চতুর্হস্তাতরে বিয়া ।
 গৃহে বা বাহ্যদেশহঃ প্রণম্য শিষ্যসঃ গুরুম্ ।
 প্রণম্যেদিষ্টদেবং স্বং দিকৃপালানপি চেতসা । ১৪
 বৎস্পূর্কমর্জিতং পাপং তদ্বিনেহুতদিনেহপি বা ।
 প্রাশ্চিত্তৈর্নাপমুদ্রং তচ্চ পাপং শ্রবৈহিবা । ১৫
 তৎপাপস্তাপনোদার মন্ত্রবহুদীরয়েৎ । ১৬
 দেবি স্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূতম্ ।
 ভগ্নিঃসারব চিত্তাস্তে পাপং হুং কট্ চ তে মমঃ । ১৭
 সূর্য্য সোমো মমঃ কালো মহাকৃতানি পঞ্চ বৈ ।
 এতৈঃ শুভাশুভস্তুেহ কৰ্ম্মণো নব সাক্ষিনঃ । ১৮
 ততঃ পুন হুং কড়িতি পার্শ্বমুর্জমবস্তথা ।
 আখ্যানং ক্রোধমুর্জোখ নিরীক্ষ্য সুমনা ভবেৎ । ১৯
 এবং কৃত্যে প্রথমতঃ পাপোৎসারণকৰ্ম্মণি ।
 মৎ কাদ্ভূততর পাপং তদ্বরে চাবতিষ্ঠতে । ২০
 অতীতে পূজনে স্থানং স্বং প্রযাতি পুনশ্চ যৎ ।
 মৎ স্তাদিকৃতরং পাপং তদ্বাদ্ভূতগচ্ছতি । ২১
 ওঁ অঃ কড়িতিমন্ত্রেণ পূজাবেদীং ততো বিশেৎ ।
 পূজনে ভাস্তপাপস্ত কামমিষ্টে কণাস্তবেৎ । ২২
 নার্বাচমুদ্রয়া মুষ্ট্য সমস্তা স প্রলোকয়েৎ । ২৩

দেব-পূজাকালে বিহিপূর্বক স্থান ও আচমন করিয়া শুদ্ধ হইয়া পূজা-বেদীর বাহিরে আনুমানিক চতুর্হস্ত দূরে গৃহের চত্বর দেশে থাকিয়া মনে মনে গুরুকে, ঈর্ষ্যাক্ষী বৈষ্ণবকে এবং দিকৃপালগণকে প্রণাম করিবে । ১৪

পূর্বের সেই দিবসে বা শুভ দিবসে যে সকল পাপ অর্জিত হইয়াছে, মনে মনে সেই সকল পাপ স্মরণ করিয়া প্রাশ্চিত্ত হারা তাহার বওন করিবে । ১৫

সেই সকল পাপের অপনোদনার্থ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রবহুর পাঠ করিবে । ১৬

হে দেবি ! আমার প্রাকৃত-চিত্ত পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, আপনি আমার চিত্ত হইতে সেই পাপ দূরীকৃত করুন হুং কট্ তোমাকে নমস্কার করি । ১৭

সূর্য্য, চন্দ্র, বম, কাল এবং পঞ্চ মহাকৃত এই সবজন ইহলোকে তত্ত এবং অন্তত কন্মের সাক্ষিবরূপ । ১৮

তাহার পর ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা হুং কট্ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আপনার পার্শ্বের উর্ধ্ব এবং অধোদেশ নিরীক্ষণ করিয়া সুস্থির হইবে । ১৯

এইরূপ পাপোৎসারণ কার্য্য করিলে দৃঢ়তর পাপ সকলও দূরে অবস্থান করে । ২০

পূজা শেষ হইলে তাহার পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার স্থান প্রাপ্ত হও, আর অল্প অল্প পাপ সকল একেবারেই মাপ প্রাপ্ত হও । ২১

তাহার পর ওঁ অঃ কট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা-বেদীর নিকট গমন করিবে । পাপ-রহিত যন্ত্রের পূজন সময়ে কণকালের মধ্যে ইষ্ট লাভ হয় । ২২

পুষ্পনৈবেদ্যকাষি হ্রীং হ্রুং কড়িতি যত্বেকৈঃ ॥ ২৪
 যদাশ্বনানবজ্জাতং সম্যক্ পুষ্পাদি দুষণম্ ।
 অম্পুষ্পস্পর্শনং বাপি যদভ্যাহ্বাজ্জিতম্ বা ॥ ২৫
 তথা নিম্নাণ্যাসংসৃষ্টে-কীটান্যাহ্বাহ্বণম্ যৎ ।
 তৎ সর্বং দ্বাপয়াদতি নৈবেদ্যাবলোকনাৎ ॥ ২৬
 ততো বসতি যত্নেন শিখাং দীপন্ত সংস্পৃশেৎ ।
 স তত্ সূক্তগো দীপো ভবেৎ স্পর্শনমাত্রতঃ^১ ॥ ২৭
 পতঙ্গকীটকেশাদি-দাহাৎ ক্রব্যাদনং হতঃ ॥ ২৮
 বসামজ্জাহ্বিসম্পৃতি-বজ্জাদাযুগযোজনম্ ।
 অজ্জাতরূপং তৎসর্বং সোমং স্পর্শাদ্বিনাশয়েৎ ॥ ২৯
 নাসসিংহেন যত্নেন দেবতীর্থেন সংস্পৃশেৎ ।
 গানীযং ঘটমধ্যস্থং বীকরভূক্ষা যাজকঃ ॥ ৩০
 বায়েন পাশিনা চুতা দ্বাপয়ার্শে স্থিতং তদা ।
 পাত্রসংস্কারমত্বেণ সংস্কর্ষনং সংস্পৃশেচ্ছলম্ ॥ ৩১
 যজ্ঞদানাদপেয়ানি সংসৃষ্টিরিহ সঙ্গত্যা ।
 যদন্তদুৎসবং পাত্রে ভোজে বা জ্ঞানতো ভবেৎ ॥ ৩২
 জলাশয়ং শবস্পর্শাচ্ছগং স্তানাত্ত সঙ্কতম্ ।
 দুষণানি বিনশন্তি তানি বৈ দেবপূজনে ॥ ৩৩
 প্রজাপতিসূতো হাত্তপ্রাতঃ স্বরসমম্মিতঃ ।
 চক্ষার্কবিন্দুসহিতো যন্তোহুঃ নারসিংহকঃ ॥ ৩৪

তাহার পর নাচাচ-মুহুর্ত প্রদর্শনপূর্বক সমীপবর্তী হাম অবলোকন
 করিবে এবং হ্রীং হ্রুং কট্ এই মন্ত্র দ্বারা পুষ্প, নৈবেদ্য এবং গজাদি অবলোকন
 করিবে ॥ ২৪-২৫

যদি পুষ্পাদির অম্পুষ্পস্পর্শন, কোন অকারকপে অর্জিত হওন, নিম্নাণ্য-
 স্পর্শ বা চুষ্ট কীটাদির আহ্বরণ প্রভৃতি দুষণ নিজের সম্যকরূপে অজ্ঞাত থাকে,
 নৈবেদ্যাদির অবলোকন দ্বারাই উক্ত দোষসকল বিনষ্ট হয় ॥ ২৬-২৭

তাহার পর রং এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দীপশিখা স্পর্শ করিবে । এইরূপ
 করিলে সেই শুভপ্রদ দীপ ক্রব্যাদিতা সূত্র হইয়া সাধকের পূজার শুভকল
 প্রদান করে ॥ ২৮

পতঙ্গ, কীট এবং কেশাদির দাহনহেতু দীপের ক্রব্যাদিতা প্রাপ্তি হয় এবং
 যজ্ঞাদির উপযোগী নিহত পতঙ্গ বসা, মজ্জা ও অহিসংসর্গেও দীপের ক্রব্যাদিতা
 হইয়া থাকে, ঐ সকল অজ্ঞাত দোষও বিনষ্ট হয় ॥ ২৮-২৯

তাহার পর যাজক, ঘট-মধ্যস্থিত জল বীক্ষণ এবং অভ্যক্ষণ করিয়া মরসিংহ
 মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দেবতীর্থ দ্বারা স্পর্শ করিবে ॥ ৩০

বায়-পার্শ্ব-স্থিত জলঘট বায়বন্ত দ্বারা ধারণ করিয়া আবার মন্ত্র উচ্চারণ-
 পূর্বক পাত্রসংস্কার করিয়া জল স্পর্শ করিবে ॥ ৩১

অজ্ঞান-বশত কালে যদি কোন প্রকার দুষণ হয়, জলাশয়ে অথবা স্পর্শ বা
 দ্বানহেতু হৈ দুষণ হয়, ঐ সকল দুষণ দেবপূজাকালে বিনষ্ট হয় ॥ ৩২-৩৩

১। শুভগো দীপো নিজক্ৰ্যাসঃ শুভপ্রদঃ — ইতি পাঠান্তরম্ ।

বসংজ্ঞাকরং বিষ্ণুচত্বার্বিংশতিবোধিতম্ ।
 আধারমন্ত্রং জানীয়াৎ সাধকঃ কার্যাসিদ্ধয়ে ॥ ৩১
 ততঃ আধারমন্ত্রেণ পাণ্ডিত্যমাসনং স্বকম্ ।
 আদ্যম্ বিনিহাত্যান্ত-পূৰ্ণঃ সম্পদ্য পানিনা ॥ ৩২
 আশ্রমমন্ত্রেণোপবিশেৎ তদা তন্মিন্ ব্রহ্মাসনে ॥ ৩৩
 হুঃশিল্পিরচিত্ত্বাৰি যদ্যন্তাসনভূষণম্ ।
 অজ্ঞাতং বিলম্বং যতি উপবেশাৎ সমস্তকাৎ ॥ ৩৪
 আহুয় স্বাক্ষরং পূৰ্ব্বং সোমসাহিসমর্ষিতম্ ।
 সবিষ্ণুকং বিজানীয়াদ্যামন্ত্রম্ সাধকঃ ॥ ৩৫
 ততস্ত বাতৃকাত্মসং লাববিন্দুমমদ্বিতম্ ।
 কুর্যাৎ তু মাতৃকামন্ত্রৈঃ স্বপরীতে বিচক্ষণঃ ॥ ৩৬
 কল্পেণ চ মদজ্ঞাতং মন্ত্রোচ্চারণকৰ্মণি ।
 হৃদ্যন্তে বা তথা অক্ষয়ং মাত্ৰাভ্যন্তোদিতম্ ।
 উল্লাস্তা মাতৃকামন্ত্রা নাশস্তি সটম্ ॥ ৩৭
 বাজানানি চ সৰ্ব্বাণি তথা বিজা বৈবঃ স্বরাঃ ।
 সৰ্ব্বৈ তে মাতৃকা মন্ত্ৰান্ধবিষ্ণুবিভূষণাঃ ॥ ৩৮
 সৰ্ব্বৈ হুপান্তবদেহু গন্তেহু ন্যূনপূরণম্ ।
 মন্ত্রে কল্পে চ কুর্যন্তি বিচক্ষণা মাতৃকাঃ স্বকম্ ॥ ৩৯

প্রজাপতিব্রহ্ম হৃদ্যন্তাঃ প্রাণভাগে স্বর-সমবৃত্তি এবং চত্বার্বিংশ-সংবৃত্ত
 য়ে মন্ত্র, তাহার নাম দারসিংহ মন্ত্র । ৩৫

ব সংজ্ঞক আশ্রমকর বিষ্ণু এবং চত্বার্বিংশ মন্ত্রকে সাধক, আধারমন্ত্র বলিয়া
 জানিবে । উহা সৰ্ব্বকার্যের সিদ্ধির নিবৃত্তি হয় । ৩৬

তদনন্তর আধারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হস্তস্বর দ্বারা নিজের আসন গ্রহণ
 করিয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্বক পুনর্বার তৎকথাৎ সেই আসন এক হস্ত দ্বারা
 স্পর্শ করিয়া আশ্রমমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সেই জ্যেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিবে ।
 ৩৬-৩৭

মন্ত্র পাঠপূর্বক আসনে উপবেশন করিলে আসনের হুঃশিল্পি রচিত বা
 অন্য কোনরূপ দোষ এবং অজ্ঞান, বিলম্ব প্রাপ্ত হয় । ৩৮

প্রথমে বসংজ্ঞক অক্ষর অর্ধচন্দ্র ও বিষ্ণু-বিশিষ্ট মন্ত্রকে সাধক, আশ্রমমন্ত্র
 বলিয়া জানিবে । ৩৯

তদনন্তর বিচক্ষণ সাধক, স্বীয় শরীরে মাতৃকা মন্ত্র দ্বারা লাব ও বিন্দুযুক্ত
 মাতৃকা-স্ত্রাস করিবে । ৪০

মাতৃকা মন্ত্র সকল কৃত্ত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলে কর্মে যে সকল বিধি
 অজ্ঞাত থাকে এবং যে মাত্ৰাদি ভ্রমে দোষ এবং যাহা অস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান
 হয়, সেই সকল সর্বদা বিনষ্ট হয় । ৪১

সমুদয় ব্যক্তস্বর্ণ এবং বিষ্ণু আদিম্বর ইহার। সকলে হৃদ্য অর্থাৎ মন্ত্রকে-
 বিষ্ণু দ্বারা বিভূষিত হইয়া মাতৃকা মন্ত্র বলিয়া গণ্য হয় । ৪২

সমুদয় অক্ষ-মন্ত্রের স্ত্রাস কার্যে যদি কিছু ন্যূনতা থাকে, মাতৃকাস্ত্রি মন্ত্র-
 বিধিতে দৃশ্যমাত্র হইয়া সেই ন্যূনতার পূরণ করে । ৪৩

একমাত্রো ভবেৎ হৃষো ত্রিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে ।
 প্লুতত্রিমাত্রো বিজ্ঞেকো বর্ণা এতা ব্যবহিতাঃ ॥ ৪৪
 সর্বমাসেব বর্ণানাং মাত্রাদেব্যস্ত মাতৃকাঃ ।
 নিবদুতীপ্রভৃতয়-স্ত্রীয়াসাত্তনুহিতাঃ ॥ ৪৫
 পূরযান্তি চ তান্ নানাংশচূৰ্ণণং তথাচিরাৎ ।
 নদন্ত্যেব লদা বৃক্ষাঃ কুৰ্ব্বান্ত সুবপুজেন ॥ ৪৬
 চতুৰ্ভুজপ্রদক্ষায়াং সৰ্বকামফলপ্রদঃ ।
 সৰ্বদা মাতৃকাগ্নাস-ভুক্তিপুষ্টিপ্রদায়কঃ ॥ ৪৭
 যঃ কুর্য্যাৎ মাতৃকাগ্নাসং বিনাপি সুবপুজনাৎ ।
 ভক্ষ্যাদিভেতি সততং ভূতগ্ৰাসচতুৰ্ভুজঃ ॥ ৪৮
 তৎ প্রক্ৰম্যসি দেবাশ্চ ন্যপুহতি মহোজস্ব ।
 স সৰ্বকাম বশং কুর্য্যাদ চ বাতি-পরাস্তবম্ ॥ ৪৯
 কুমুদং বিকুমুমাত্রৈশ্চ অকুমুমাত্রৈশ্চ সাধকঃ ।
 বিমর্দনার্থং গৃহীত্বাৎ করশোধানকর্তৃণি ॥ ৫০
 উপাস্তঃ স্যামি চত্রেণ বহ্নিতঃ সূক্তসংযুতঃ ।
 কল্পাতোপদ্বিগংদৃষ্টো বজ্রোহস্তং বৈষ্ণবো যতঃ ॥ ৫১
 প্রাসাদেন তু যত্রেণ অকুমুমাত্রৈশ্চ সাধকঃ ।
 গৃহীত্বা চ ততঃ কুর্য্যাৎ করাত্মাৎ পুষ্পমর্দনম্ ॥ ৫২
 নির্মথ্যেৎ কামবীজেন লিঙ্গেন্দ্ৰজ্ঞানেন তৎ পুনঃ ।
 প্রাসাদেন পরিত্যাগো দিষ্টেস্তনাত্মাৎ বিশেষতঃ ॥ ৫৩

একমাত্র বর্ণকে হ্রস্ব, ত্রিমাত্র বর্ণকে দীর্ঘ এবং ত্রিমাত্র বর্ণকে প্লুত বলা হয় ।
 বর্ণ সকল এইরূপে ব্যবহিত হইয়াছে । ৪৪

সকল বর্ণেরই মাত্রা-দেহতা নিবদুতী প্রভৃতি মাতৃকা; অতএব এই সকল
 বর্ণের বিশ্রাস করিলে এই মাতৃকাগণ শরীরে অবস্থান করেন । ৪৫

এই সকল মাতৃকাগণ নানাভাবে পূরণ করেন, অচিরকালে চতুৰ্ভুজ প্রদান
 করেন এবং দেবপূজন কালে বৃক্ষের বিধান করেন । ৪৬

এই মাতৃকাগ্নাস চতুৰ্ভুজপ্রদ, সৰ্বকাম-ফলপ্রদ এবং সৰ্বদা ভুক্তি ও পুষ্টির
 প্রদায়ক । ৪৭

যে সাধক, মাতৃকাগ্নাস করে, সে হাড়পুস্টা না করিলেও তাহা হইতে
 চাবিদ্ধাতীর ভূতগণ সৰ্বদা ভীত হয় । ৪৮

সেই মহাতেজস্বী পুরুষকে দেখিবার নিমিত্ত দেবগণও কামনা করেন । সে,
 সকলকে নিজের বন্দীভূত করে এবং কখনও পরাস্তব প্রাপ্ত হয় না । ৪৯

সাধক, হস্ত শোধান নিমিত্ত অকুমুমাত্র অগ্নিভাগ দ্বারা বিকুমুমাত্র উচ্চারণপূর্বক
 বিমর্দনার্থ একটি ফুল গ্রহণ করিবে । ৫০

উপাস্তভাগ অর্ধচন্দ্রবর্তিত বিদ্যুৎযুক্ত এবং অস্তে ও উপরিভাগে কল্পসংস্কৃষ্ট
 যন্ত্রকে বিকুমুমাত্র বসে । ৫১

সাধক প্রাসাদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অকুমুমাত্র অগ্নিভাগদ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া
 হস্তদ্বারা উহার মর্দন করিবে । ৫২

তাহার পর কামবীজ উচ্চারণ করিয়া উহাকে নির্মহন, হস্তের পৃষ্ঠভাগে

এবং কৃতে তু করতোবিগতিরতুল্য ভবেৎ ।
 জলৌকানুতপাদাদিন্পর্শাচ্ছুভির্নিষোধনাৎ ॥ ৫৪
 চূর্ণচ্ছাচ্ছিষ্টসংস্পর্শাক্ষণং করতোস্ত যৎ ।
 অজ্ঞাতরূপং তৎসর্বং নাশয়েৎ সুবিধানতঃ ॥ ৫৫
 অতুল্যগ্রাণি তদানি পুষ্পাগাং গ্রহণাত্তবেৎ ।
 তলদ্বয়ং বর্জনাত্তু বিত্তত্বমভিজ্ঞাতৈঃ ॥ ৫৬
 নির্বহনাং পালিপৃষ্ঠং শ্রাণাশ্রাসাগ্রযুক্তমম্ ।
 তীর্থানি চ সমাশ্রান্ত্য মাসিকার্যং করং শ্রুতি ॥ ৫৭
 তন্নাৎ বহুতন কার্য্যানি কল্পণ্যেভ্যানি তৈত্তব ।
 শ্রোতাদির্বাসুদেবেন বর্ণেনাপি চ সংহিতঃ ॥ ৫৮
 শব্দচূড়াবিন্দুযুক্তঃ শ্রোতাবচ্চ স উচ্যতে ॥ ৫৯
 কামদীপ্তস্ত বিজ্ঞেয়ং বাসুদেবেন্দুবিন্দুতিঃ ।
 বাঞ্ছনকান্তত্বক প্রান্তবস্ত্যা তু পূর্বকম্ ॥ ৬০
 আদিত্যদ্বয়ং পশ্চাদ্বাক্ষনং প্রণবোত্তমম্ ।
 ব্রহ্মবীজমিদং শ্রোতিং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৬১
 প্রথমং দীর্ঘমুচ্চাৰ্য্য প্রথমং দুখত্বকয়ে ।
 বাসুদেবস্ত বীজেন শ্রোণার্য্যমং সমাচরেৎ ॥ ৬২
 বস্ত দেবস্ত যজ্ঞসং যথা ভূষণবাহনম্ ।
 তদেব পূজনে চক্রে চিত্তয়েৎ পূরকাদিভিঃ ॥ ৬৩

রক্ষা করিবে এবং ব্রাহ্মবীজ দ্বারা উহার আশ্রয় লইবে । অনন্তর পুনর্বার শ্রোতাবচ্চ উচ্চারণ করিয়া ইশান কোণে উহাকে পরিত্যাগ করিবে । ৫৩

এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে করের সম্পূর্ণ বিগতি হইবে । হস্তের শোধন দ্বারা জলৌকা (ঘণ্টা) এবং গুতপাদ আদি অল্পত অস্তর স্পর্শ অন্য দোষ নষ্ট হয় । ৫৪

চূর্ণক এবং উচ্ছিষ্টবস্ত্র স্পর্শে হস্তদ্বয়ের যে অত্যন্ত দোষ হয়, বিধানপূর্বক করশোধন করিলে সে সকল বিনষ্ট হয় । ৫৫

পুষ্পের গ্রহণেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ বিত্তত্ব হয় এবং বর্জনদ্বারা তলদ্বয়ের ত্বতি হয় । নির্বহনদ্বারা হস্তের পৃষ্ঠভাগ বিত্তত্ব হয় । ৫৬

শ্রাণ দ্বারা মাসিকার অগ্রভাগ পবিত্র হয় । এবং সমুদায় তীর্থ মাসিকার অগ্রভাগ এবং হস্তদ্বয়ে আসিরা উপস্থিত হয় । ৫৭

অন্তএব হে তৈত্তব ! এই সকল কার্যের যতপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে । শ্রোত এবং আদিভাগ বাসুদেববর্ণে সংযুক্ত ও অর্জচন্দ্র ও বিন্দুর সহিত মিলিত রত্নকে শ্রোতাবচ্চ বলা হয় । ৫৮-৫৯

বাসুদেব যজ্ঞ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত আদ্য এবং অস্ত্যবর্ণের পূর্ব দন্ত্যবর্ণযুক্ত বীজকে কামদীপ্ত বলা হয় । আদ্য এবং অস্ত্য দন্ত্যবর্ণযুক্ত প্রণবকে ব্রহ্মবীজ বলা হয়, ইহা সমুদয় পাপ নাশক । ৬০-৬১

প্রথম দুখত্বতির বিশিষ্ট দীর্ঘ প্রথম উচ্চারণ করিয়া পরে বাসুদেব বীজদ্বারা শ্রোণার্য্য করিবে । ৬২

যে দেবতার বাসুদেব রূপ, বাসুদেব ভূষণ এবং বাহন, পূরকাদি যজ্ঞদ্বারা তাহার সেইরূপ চিত্তা করিবে । ৬৩

বৈকবীতন্ত্রমন্ত্রস্ত কঠাশ্চৎ যৎপুরঃসরম্ ।
 উদীক্ষৎ বাসুদেবস্ত পূৰ্ণচন্দ্রনিভং সতী । ৬৪
 গঙ্গাবতারবীজেন প্রথমং বেনুযুজয়া ।
 অমৃতীকরণং কুৰ্য্যাদৰ্ঘপাত্ৰাহিতে জনে ॥ ৬৫
 শনিবস্তমৃতঃ কঠঃ পদ্মমীবলবীজকঃ ।
 গঙ্গাবতারমন্ত্রোহয়ং সৰ্বপাপপ্রণাশকঃ ॥ ৬৬
 মাত্ৰাশয়যুতো বিকূৰ্বলবীজমুদাহৃতম্ । ৬৭
 অমৃতীকরণে যুক্তে ত্রোয়ং যদীরতেহমৃতম্ ।
 ভূত্বা প্রযান্তি সেবয়া প্রীতয়ে সূরপূজনে ॥ ৬৮
 গঙ্গাপি বহুমারান্তি পূজাপাত্ৰজলং প্রতি ।
 অমৃতীকরণং কুৰ্য্যাদৰ্ঘ্যকামাৰ্ঘ্যসিদ্ধয়ে ॥ ৬৯
 ষষ্ঠিকং গোমূখং পদ্মযজ্ঞিষষ্ঠিকমেব চ ।
 পর্যাক্রমাসনং পশুযজ্ঞীষ্টসূরপূজনে । ৭০
 পাদযজ্ঞমিদং প্রোক্তং সৰ্বমন্ত্ৰোক্তমোত্তমম্ । ৭১
 কঙ্কণমুদারম্ হস্তা বাহুজেন প্রথমং বুধঃ ।
 মারাদিরগ্নিবীজস্য চতুর্থঃ সমবাস্তিকঃ* ।
 যষ্ট* হর্যোপরিচরো বারাহং বীজমুচ্যতে ॥ ৭২
 বারাহবীজসংস্কৃতং যজ্ঞপাদযজে কৃতম্ ।
 পশুযজ্ঞীষ্টদেবস্ব পাদদোষং ন লম্ব্যতি ॥ ৭৩
 ন যুক্তমস্তথা পাদদর্শনং সূরপূজনে ।
 মন্ত্ৰেণ* জড়তেহজ্ঞীষ্টাং-স্তন্যাস্ত্রপরো ভবেৎ ॥ ৭৪

বৈকবীতন্ত্র মন্ত্রের কঠাশ্চৎ যৎ পুরঃসর, উদীক্ষ বাসুদেবের বীজ, দেখিতে পূৰ্ণচন্দ্রসদৃশ ; প্রথম অৰ্ঘ্যপাত্ৰাপিত জনে বেনু যুজ্যাবারা গঙ্গাবতার বীজযারা অমৃতীকরণ করিবে । ৬৪-৬৫

বল বীজযুক্ত কঠের পক্ষ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হইলে গঙ্গাবতার যজ্ঞ হয়, তাহা সৰ্ব-পাপ-প্রণাশক । মাত্ৰা বীজযুক্ত ও বিকূৰ্বলমন্ত্রের নাম বলবীজ । ৬৬-৬৭

অমৃতীকরণ করিবার যে জল দেওয়া হয়, তাহা পূজাকালে অমৃত হইয়া দেবতার প্রীতির নিমিত্ত গমন করে । ৬৮

গঙ্গাও যয়ং পূজাপাত্ৰের জলে আসন করেন, অতএব সকল কর্ম এবং অৰ্ঘ্যের সিদ্ধির নিমিত্ত অমৃতীকরণ করিবে । ৬৯

ষষ্ঠিক, গোমূখ, পদ্ম, অৰ্দ্ধযজ্ঞিক এবং পর্যাক্রম—অজ্ঞীষ্ট দেবপূজন কালে ইহার অন্ততম আসন আশ্রয় করিতে হয় । ৭০

এই আসন পাদযজ্ঞ এবং সমুদয় যন্ত্রের জ্যেষ্ঠ, অতএব পতিত, বরাহ-বীজ উচ্চারণ করিয়া ঐ আসন গ্রহণ করিবে । ৭১

অগ্নিবীজের বাহা আদি, সমাপ্তির সহিত চতুর্থ যষ্টযন্ত্রের উপরিস্থ চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত—ইহার নাম বরাহ-বীজ । ৭২

অজ্ঞীষ্ট-দেবতা বরাহ-বীজ সংস্কৃত যজ্ঞকে পাদযজে কৃত দেখিয়া পাদদোষ সকলের উপর দৃষ্টি করেন না । ৭৩

১। সমবাস্তিকঃ—দীপ্ত পাঠান্তরম্ ।

২। যষ্ট ।

৩। যজ্ঞেণ.....পাদো ভবেৎ ।

শাপিকচ্ছপিকারং কুৰ্ম্যাক্ষয়েণ সাধকঃ ।
 তত্র সংকৃতপুষ্পেণ পূজয়েদাক্রমো যপুঃ ॥ ৭৫
 পূজিতে তেন পুষ্পেণ দেবতং বস্ত্রং কায়তে ॥ ৭৬
 দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবীতন্ত্রং বীজং চিত্রবিন্দুসংযুতম্ ।
 বর্ষধরোপরিচরং কুৰ্ম্যবীজং প্রকৌস্তিতম্ ॥ ৭৭
 বহনপ্রবনস্তানৌ যজ্ঞস্ত দশমস্ত তু ।
 ভেদনং সাধকঃ কুৰ্ম্যাক্ষয়েণ প্রণবেন তু ॥ ৭৮
 বীজেণ বাসুদেবস্ত্রং আকাশে বিনিধাপয়েৎ ।
 প্রাণেন সহিতং বীজং তৎপূৰ্ব্বং^১ প্রতিপাদিতম্ ।
 অজ্ঞাতা প্রমত্তানাস্ত যন্তলহানমাক্ষর্নানং ॥ ৭৯
 দ্রব্যাপাং বিপ্রকারঃ স্তাং সংসর্গাপাং তদৈব চ ।
 মধুটেকটেকরোর্মেষঃ-সজ্বাটৈর্দূষতাং যতা ॥ ৮০
 যেদিনী সর্কবাস্তব্যা মূরপূজাম্ সর্কভঃ ।
 অদ্যপি সর্কং ত্রিধা ন স্পৃশন্তি পদা ক্রিতিম্ ॥ ৮১
 ন চ স্বীকৃতমুচ্ছাফাং যোজয়ন্তি চ কৃতলে ॥ ৮২
 তস্ত দোষস্ত যোকার্থং যন্তরাজং^২ লিখেৎ ক্রিতিম্ ।
 প্রোক্ষণাভীক্ষণায়াপি শুদ্ধা ভবতি যেদিনী ॥ ৮৩
 বীক্ষণং ধর্মবীজেন হৃতিলয়া সমাচরেৎ ॥ ৮৪
 দাত্তো বলেন সংকৃতকৃত্তাবিন্দুসমযুতঃ ।
 ধর্মবীজমিতি প্রোক্তং ধর্মকামার্থ-সাধনম্ ॥ ৮৫

. দেবতা পূজার সময় অস্ত্রপ্রকারে পাদদর্শন মুক্তিযুক্ত নয়। বস্ত্র ছাড়াই
 অস্ত্রীকৃত লাভ হয়, এই অস্ত্র পাদদর্শন যন্ত্রযুক্ত করিবে। ৭৫

তাহার পর সাধক, কুৰ্ম্যাক্ষয়্যারা শাপি কচ্ছপাকার করিয়া তাহাতে সংকৃত
 পুষ্পদ্বারা আপনার শরীর পূজা করিবে। ৭৬

সেই পুষ্পদ্বারা আপনাকে পূজা করিলে নিজের দেবত্ব উৎপন্ন হয়। ৭৬

চিত্রবিন্দু-সংযুক্ত দ্বিতীয় বৈষ্ণবীতন্ত্রের বীজ বর্ষধরের উপর অবস্থিত হইলে
 কুৰ্ম্যবীজ হয়। ৭৭

সাধক, বহন ও প্রাবনের পূর্বে প্রণববস্ত্র-দ্বারা দশম বস্ত্রের ভেদ করিবে।
 ৭৮

পূর্বে প্রতিপাদিত প্রাণ সহিত বীজ, বাসুদেব-বীজদ্বারা আকাশে সন্নি-
 বেশিত করিবে। ৭৯

যন্তলহান মাক্ষর্না করিলে অজ্ঞাতাশোচ অস্ত্রটি বস্ত্র এবং সংসর্গ-দূষিত
 বস্ত্র বিতৃত হয়। পৃথিবী মধু ও কৈটভের মাংসমধু ছাড়া দূষতা প্রাপ্ত হওয়ার
 সর্কবা দেবপূজার অস্ত্র। ৮০

এই নিষিদ্ধ অদ্যাবধি দেবতাগণ গাদদ্বারাও পৃথিবীকে স্পর্শ করেন না এবং
 আপনাদের শরীরদ্বারাও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন না। ৮১-৮২

এই দোষের মোচনের নিষিদ্ধ পৃথিবীতে যন্ত্রবীজ লিখিবে। প্রোক্ষণ ও
 বীক্ষণ দ্বারা পৃথিবী শুদ্ধ হয়। ৮৩

ধর্মবীজ উচ্চারণ করিয়া হৃতিলের বীক্ষণ করিবে। ৮৪

১। তৎপূর্ব্ব। ২। যন্ত্রবীজ ইতি পাঠান্তরম্।

আদানং ধারণকৈব তথা সংস্থানপূজনে ।
 পূরণং সলিলেনৈব নিঃক্ষেপো নকপুষ্পয়োঃ ।
 মণ্ডলস্থানং বিভাসঃ পুনঃ পুষ্পস্ত সংস্থায়ঃ ।
 অমৃতীকরণং পাত্ৰপ্রতিপত্তিরিত্যং নরঃ । ৮৬
 আনিকঙ্কেন চান্যং অস্ত্রযন্ত্রেণ ধারণম্ ।
 পাত্রে তু মণ্ডলস্থাসং বাধীজাগ্রোণ যোজয়েৎ । ৮৭
 আনিকঙ্কং ভবেদ্বীজমাদং বিন্দুধনোত্তরম্ ।
 ফলভেনানিকঙ্কত অস্ত্রযন্ত্রে প্রকীৰ্ত্তিতম্ । ৮৮
 শঙ্কুরাক্ত বলঃ প্রাপ্তঃ সম্পূর্ণা সহিতা ইমে ।
 পরতঃ পরতঃ পূৰ্ব্বা সমাপ্তাত্মাঃ সবিন্দুকাঃ । ৮৯
 তৃতীয়াং বাগ্ভবং বীজং সকলং নিষ্কলাহরম্ ।
 চতুর্থং বীজং সৰ্ব্বাং সংসৃষ্টৌ বিন্দুনেত্ৰবা । ৯০
 বর্গাঙ্গাদিবিভীতীকৃত বাগ্ভবং বীজমুচ্যতে ।
 কামরাজাঙ্কুরকৈত-কর্ষকামার্ঘ্যদামনম্ । ৯১
 মনোভবম্ বীজক কুণ্ডলীশক্তিসংযুক্তম্ ।
 বাসুদেবেন সম্পূর্ণমাদ্যং বাগ্ভবমুচ্যতে । ৯২
 ইদং সারস্বতং নাম মনাকং বাগ্ভবং শ্রুতম্ ।
 একৈকং কামবীজানি ত্রিভিত্ত ত্রিপুরামহঃ । ৯৩
 আদ্যং তৃতীয়াং সায়ীন্দুবিদ্যুভ্যাঃ সমলকৃতম্ ।
 মদনস্ত তু মন্ত্রোহয়ং কামভোগকলপ্রদঃ । ৯৪

মন্ত্রেতে বিন্দুযুক্ত বলবীজসম্বন্ধিত দাত মন্ত্র বর্ষবীজ, উহা সকল প্রকার কাম
 ৯৪ অর্পের সাধন । ৮৫

গ্রহণ, ধারণ, সংস্থান, পূজন, জলদ্বারা পূরণ, নক-পুষ্পের নিক্ষেপ, মণ্ডল
 স্থান, পুনর্ব্বার পুষ্পক্ষেপ এবং অমৃতীকরণ—পাত্রে এই নয়টি প্রতিপত্তি
 অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ । ৮৬

অনিকঙ্ক মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ, অস্ত্রযন্ত্রের দ্বারা ধারণ এবং বাধীজের দ্বারা পাত্রে
 মণ্ডল স্থান করিয়া যোগ করিবে । ৮৭

বিন্দুধনোত্তর আদ্যাকর হইলে অনিকঙ্ক বীজ হয় এবং অনিকঙ্ক বীজের
 অর্থে ফল থাকিলে অস্ত্র হয় । ৮৮

আদিতে কাং, প্রাপ্তে বল, তাহার পূর্বে সং (স) ইহারা সকলে -মিলিত
 হইয়া পরস্পরে পূর্বে বিন্দুর সহিত সমাপ্তাত্ম হইবে । ৮৯

তৃতীয় বাগ্ভব সকল, উহা নিষ্কল নামে অভিহিত হয় । চতুর্বিদ্যুত
 চতুর্থ বীরের নাম সকল । ৯০

আদ্য বর্ণের আদি অক্ষর ত্রিতীয় বাগ্ভব—ইহাকে কামবীজও বলা হয়,
 ইহা বর্ষ কাম এবং অর্পের সাধন । ৯১

কুণ্ডলী এবং শক্তিসংযুক্ত এবং বাসুদেব বীজের সহিত মিলিত মনোভব-
 বীজকে প্রথম বাগ্ভব বলা হয় । ৯২

আদ্য বাগ্ভব সারস্বত নামে ক্রমিত, ইহা বখন এক একটি পৃথক্ হইয়া
 থাকে, তখন কামবীজাদি নামে খ্যাত হয় এবং তিনটি মিলিত হইলে ত্রিপুরা
 নামে অভিহিত হয় । ৯৩

ঐদেভোত্তরপবিত্রং যত্র ভাক্তরসমিভম্ ।
 তদ্ব্যক্যে কুণ্ডলীপস্তি যন্তেপাত্তং নিগমতে ॥ ৯৫
 ভূতাপসারণং কুর্ধ্যাম্যন্ত্রণানেন যাজকঃ ।
 যশ্চিন্ কৃতে স্থানভূতাপরং যান্তি সূর্যাক্ষনে ॥ ৯৬
 দ্বিভেদে তত্র ভূতেষু নৈবেদ্যমণ্ডলং তথা
 বিম্প্রপতি সঙ্গা লুপ্তা ন গৃহুতি চ দেবতাঃ ॥ ৯৭
 ভক্তাদ্ যত্নেন কৰ্ত্তব্যং ভূতানামপসারণম্ ।
 অস্ত্রমন্ত্রেণ সহিতং তত্র যজ্ঞমিনং শ্রুতম্ ॥ ৯৮
 অপসর্পন্ত তে ভূতা য়ে ভূতা ভূমিপালকাঃ ।
 ভূতানামবিরোধেন পূজাকৰ্ম্ম করোম্যহম্ ॥ ৯৯
 অনেন হস্তিলাভূতানপসার্য্যাম সাধকঃ ।
 ভূতো দিগ্বন্ধনং কৃৎস্না দিগ্ভ্যন্তানপসারয়েৎ ॥ ১০০
 বিষ্ণুবীজং ফড়ন্তং তু যত্রং দিগ্বন্ধনে স্থিতম্ ॥ ১০১
 কঠেণ ছোটিকাপূর্ব্বং বেষ্টনং বন্ধনং দিগ্ভ্যঃ ।
 আত্মনঃ পূজনেনাথ কৰ্ম্মাদস্তাদিকারিতা ॥ ১০২
 পুজিতকাসনং যোগপীঠস্থ সদৃশং ভবেৎ ।
 স্বভাবতঃ সঙ্গা তথঃ শক্ভূতাসকং যপুঃ ।
 মলপুতিসমাম্লুস্ত-স্নেহবিগ্ধংপিচ্ছিলম্ ॥ ১০৩
 য়েতোনিগীৰ্ণলাভিঃ স্রবস্তিরণরিঙ্কতম্ ।
 বীজভূতানি চৈতস্য মহাভূতানি পঞ্চ বৈ ॥ ১০৪

যর্ণের আদি অক্ষর চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ভূতোর বরে অলঙ্কৃত হইলে মননের যন্ত্র হয়, উহা কাম এবং ভাগের প্রদায়ক । ৯৪

উপরি বস্তু যন্ত্র ভাক্তর তুল্য, ঐকারের নাম কুণ্ডলীপস্তি । ৯৫

যাজক পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রদ্বারা ভূতদিগের অপসারণ করিবে । ঐ যন্ত্র উচ্চারণ করিলে পূজার সময় ঐ স্থানস্থিত ভূতসকল দূরে গলায়ন করে ৯৬

সেই স্থানে যদি ভূতসকল অবস্থান করে, তাহা হইলে ঐ যন্ত্র ভূত সকল নৈবেদ্য এবং মণ্ডল দূষিত করে, দেবতা আসি উহা গ্রহণ করিতে পারেন না । এই নিমিত্ত যন্ত্রপূর্ব্বক ভূতদিগের অপসারণ করা কৰ্ত্তব্য । অস্ত্র মন্ত্রের সহিত বক্ষ্যমাণ যন্ত্র পাঠ করিয়া ভূতাপসারণ করিবে । ৯৭-৯৮

যে সকল ভূত এই ভূমির পালক, তাহারা দূরে গমন করুন, আমি ভূত-দিগের অবিরোধে এই পূজাকৰ্ম্ম করিতেছি । ৯৯

সাধক এই যন্ত্র পাঠ করিয়া দিগ্‌বন্ধন দ্বারা দিগ্‌গুল হইতে তাহাদিগকে অপসারিত করিবে । ১০০

বিষ্ণুবীজের অন্তে কট্ উচ্চারণ করিয়া দিগ্‌বন্ধন করিবে । ১০১

হাতে তুড়ি দিয়া চারিদিক্ বেষ্টন করার নাম দিগ্‌বন্ধন । অনন্তর আত্ম-পূজা কঠিলে কৰ্ম্মারম্ভে অধিকার হয় । ১০২

পুজিত আসন, যোগপীঠের সদৃশ পবিত্র । এই শক্ভূতাসক শরীর সৰ্ব্বদা স্বাভাবিক অন্তত্ব । ইহা মল এবং পুতিগন্ধযুক্ত, স্নেহ ও বিগ্‌দে ব্যাপ্ত । ১০৩

ভেদান্ত সর্বভূতানাম বীজানাং দেহসদিস্যম্ ।
 বায়ুভেদঃ পৃথিব্যভেদা বিহতঃ তদ্বয়ে ক্রমঃ ॥ ১০৫
 শোষণং দহনং ভস্ম-প্রোৎসারোহমুত্তমবর্ষণম্ ।
 আগ্নাখনঞ্চ কর্তব্যং চিন্তামাত্র-বিত্ত্বত্বতঃ ॥ ১০৬
 অতস্তু চিন্তনান্তোহাত্তরমথো দেবচিন্তনাং ।
 স্বকীয়স্বেষ্টদেবস্ত চিন্তা সর্বাশ্রয়া ভবেৎ ॥ ১০৭
 সৌহৃদমিত্যস্য সত্ত্বতঃ চিন্তনাদেবরূপতা ।
 আশ্রমো জায়তে সম্যক্ সংকৃতিঃ পুষ্পদানতঃ ॥ ১০৮
 অহং দেবোহি নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ ।
 পূজাপকরণার্থঞ্চ দেবতামিহ জায়তে ॥ ১০৯
 দেবাধারো হুহং দেবো দেবং দেবার যোজয়েৎ ।
 সর্বদেবার দেবতাসূচ্য জায়তে তত্ত্বতাপি চ ॥ ১১০
 মনোজীবাশ্রমোঃ তচ্ছিঃ প্রাণায়ামেন জায়তে ।
 অন্তর্গতং যচ্চ মনঃ তচ্চ তদ্বৎ প্রজায়তে ॥ ১১১
 যুহে তে পূজয়েদেবং তদা তচ্চ বিলোকনম্ ।
 কুর্যাদানিত্যবীজেন চতুঃপাশে বপি ক্রমাৎ ॥ ১১২
 হাত্তঃ সমাপ্তিসহিতো বহুবীজেন সংহিতঃ ।
 উপাত্তঃ সচতুর্ভুজ স তদা সকলোহগ্রতঃ ॥ ১১৩
 আদিত্যবীজং কথিতং সর্বক্লেশগবিনাশনম্ ।
 ধর্মার্থকামমোক্ষানাং কারুণং ভোষণায়কম্ ॥ ১১৪

স্বেচ্ছা ও অনবরত গলিত নিম্নবন-লালার অপরিচ্ছিন্ন । এই দেহের বীজ
 পঞ্চমহাভূত । ১০৪

সেই দেহ সন্নী বীজরূপ বায়ু, ভেদঃ, পৃথিবী জল এবং আকাশ এই ভূত-
 সকলের তত্ত্বের নিমিত্ত ক্রমশঃ দেহের শোষণ, দহন, ভস্মোৎসারণ, অমৃতবর্ষণ
 এবং অমৃতধারা আগ্নাখন কর্তব্য ; ঐ সকল ক্রিয়ার মনে মনে চিন্তামাত্রই
 তত্ত্বের হেতু । ১০৫-১০৬

প্রথমে অস্তাকার বিশ্বের চিন্তা করিয়া তাহার ভেদ করিবে, তদ্ব্যবস্থা দেব-
 তার চিন্তা করিলে সর্বপ্রকারে স্বকীয় ইস্টদেবেরই চিন্তা হইবে । ১০৭

(সৌহৃদং) সেই আমি সর্বদা এইরূপ চিন্তা দ্বারাই নিজের ইস্টদেবের
 সাক্ষ্য হয় । তদনন্তর পুষ্পদানদ্বারা সংস্কার জন্মায় । ১০৮

পুষ্পগন্ধাদি যে সকল নৈবেদ্য বস্তু সকলই আশ্রমদেব-রূপ এইরূপ চিন্তা
 করিলে পূজার উপকরণসকলেরও দেবত্ব জন্মে । ১০৯

দেবতার আধারও আশ্রমদেবতারূপ । দেবতার নিমিত্ত দেবতাকে
 যোজিত করিবে, এইরূপে সকলের দেবত্ব সৃষ্টি হইলে তত্ত্বতা উপন্ন হয় । ১১০

প্রাণায়াম দ্বারা মন ও জীবাশ্রম তচ্ছি হয় । এবং অন্তর্গত সমুদায় মনেরই
 বিত্ত্বি হয় । ১১১

যদি গৃহমধ্যে দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে আদিত্যবীজদ্বারা দেবতার
 প্রতিমা এবং চতুঃপাশে অধিলোকন করিবে । ১১২

সমাপ্তিযুক্ত হকারান্ত, উপান্তে চতুর্ভ-বরমুক্ত জ, তাহার পর স—এইরূপ

অন্তঃপাকিসংযোগ-পাকিবিষ্ঠাপ্রসেচনে ।
 যুধিকাণাং তথা স্পর্শঃ কুমিকীটাদিসঙ্গমঃ ॥ ১১৫
 এবমানীনি মন্তুস্তি লোকনাৎ গৃহদূষণম্ ।
 তন্তুস্ত যোগপীঠস্ত ধ্যানং প্রথমতশ্চরেৎ ॥ ১১৬
 ধ্যানমাত্রং যোগপীঠং প্রবিশন্তোব যন্তুলম্ ।
 যোগপীঠে শ্বভে সর্বং যোগপীঠময়ং সমম্ ॥ ১১৭
 ন যোগপীঠাধিকং বিদ্যতে পরমাসনম্ ।
 যন্তু ধ্যানাঙ্কশযাপ্তং সচরাচরকানুযম্ ॥ ১১৮
 তচ্চিন্তনস্ত যাহাশ্রয়ঃ কো বা বস্তুং সমুৎসহেৎ ।
 চিন্তাযাত্রেণ যানুতং পশু লোকবিনাশনম্ ।
 ধারণাদ্ যোগপীঠস্ত চতুর্ভূষণলপ্রদম্ ॥ ১১৯
 তদ্বক্ষটিকসঙ্কালং চতুষ্কোণকচূর্বতিম্ ।
 আধারশক্ত্যা বিহিতং প্রগ্রহং সূর্যাসম্মিতম্ ॥ ১২০
 আশ্রয়াদিন্ কোণে চতুর্ভূ ক্রমতঃ স্থিতম্ ।
 ধর্মো জ্ঞানং ভৈরবর্ষাং বৈরাগ্যং ক্রমতঃ সনা ।
 পূর্বাদিদিগ্ চৈতানি স্থিতানি ক্রমতো যথা ॥ ১২১
 অধর্মন্ত তথা জ্ঞান-মনৈশ্বর্যং ততঃ পরম্ ।
 অবৈরাগ্যং পরং তস্মাদ্ধারণার্থং ব্যবহৃতম্ ॥ ১২২
 তন্তোপরি অলৌকিক ভগ্নিন্ অক্ষাতমাহিতম্ ।
 অক্ষাতাভ্যন্তরে ভোক্তং কুর্দন্ততোপরি স্থিতঃ ॥ ১২৩

বীজকে আদিত্য-বীজ বলা হয়, ইহা সকল রোগের নাশক । ইহা ধর্ম, অর্থ, কার এবং মোকের কারণ ভোদপ্রদ । ১১৩-১৪

ইহা দ্বারা অবলোকন করিলে অন্তঃপাকীর সংযোগ, পাকীর বিষ্ঠা, যুধিকের স্পর্শ এবং কুমি কীটাদির সংসর্গ জন্ত গৃহের দোষসকল বিনষ্ট হয় । তাহার পর প্রথমে যোগপীঠের ধ্যান করিবে । ১১৫-১৬

ধ্যানমাত্রই যোগপীঠ, যন্তুলে আসিয়া প্রবেশ করে । পীঠে নিখিল বস্তু অবহান করে এবং সকল বস্তুই যোগপীঠময় । ১১৭

যোগপীঠসদৃশ স্বেষ্ট আসন আর নাই । যাহার ধ্যানদ্বারা চর অচর ও অন্ত সহিত নিখিল জগদ্বত্ত্ব ব্যাপ্ত, তাহার চিন্তন-যাহাশ্রয় কে বলিতে সক্ষম হয় ? ১১৮

ইহার চিন্তাযাত্রেই সমুদায় রোগের নাশ হয় এবং ধারণ করিলে চতুর্ভূষণ প্রাপ্তি হয় । ১১৯

যোগপীঠের ধ্যান—যথা, যোগপীঠ তদ্বক্ষটিকসঙ্কাল, চতুষ্কোণ, চতুর্ভূষণ আধারশক্তি সূর্যাতুলা দীপ্তিমান্ । ১২০

যাহার ধারণার আশ্রয়াদি চারি কোণে যথাক্রমে ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য এবং বৈরাগ্য অবস্থিত এবং পূর্বাদি চারি দিকে যথাক্রমে অধর্ম, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য এবং অবৈরাগ্য অবস্থিত । ১২১-২২

ইহার উপর অলরাপি, ঐ অলরাপিতে অক্ষাত অবস্থিত । অক্ষাতের মধ্যে অল, সেই অলের উপরে কুর্দ । ১২৩

কূর্ণোপরি তু ধামতঃ পৃথ্বী তস্যোপরি হিতা ।
 অনন্তগাভ্রসংকুস্তং মালং পাভালগোচরম্ ॥ ১২৩
 পৃথ্বীমধ্যে হিতং পদ্মং দিকৃপত্রং গিরিকেশরম্ ।
 তদ্যাক্টদিকৃ দিকৃপালাঃ স্বর্গো মধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১২৪
 কর্ণিকাভ্যাং ব্রহ্মলোকো মহর্লোকানকো হৃদঃ ।
 স্বর্গে জ্যোতিঃসি দেবাস্ত চতুর্বেদান্তদত্তরে ॥ ১২৫
 সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
 মদা হিতাঃ পদ্মমধ্যে পরং তত্ত্বং তদৈধব চ ॥ ১২৬
 আশ্বত্থং তত্র সংস্থ-মূর্দ্ধচ্ছদনমূর্দ্ধতঃ ।
 অধোহি বৃক্ষদলং তত্র কেশরাগ্রে স্থিতং পুনঃ ॥ ১২৭
 সূর্য্যাদিচক্রমকুতাং মণ্ডলানি ক্রমাস্ততঃ ।
 শবাসনং যোগপীঠে সুখাসনমতঃ পরে ॥ ১২৮
 আরাধ্যাসনমগ্নাচ্চ ততশ্চ বিমলাসনম্ ।
 মধ্যে বিচিহ্নয়েৎ সর্বং অগ্নৌ সচরাচরম্ ॥ ১২৯
 ব্রহ্মবিষ্ণুনিবান্টৈশ্চৈব ভাস্কর্য্যবিনিশ্চিতান্ ।
 আশ্বানং চিত্তযেস্তত্র পূজনে সমুপস্থিতম্ ॥ ১৩০
 মণ্ডলং যোগপীঠস্ত পরে পদ্মস্ত চিত্তয়েৎ ।
 শাবাসীভাসমানীহ চত্বার্বাণি বিচিহ্নয়েৎ ॥ ১৩১

কূর্ণের উপর অনন্ত, অনন্তের উপর পৃথিবী। অনন্তের গায়ে পাভালগায়ী একটি মাল আছে। ১২৩

পৃথিবী তাহার মধ্যস্থিত পদ্মের বকুণ, দিকৃ সকল ঐ পদ্মের পাপুড়ি এবং পর্বত কেশর-বকুণ। তাহার আট দিকে দিকৃপালগণ বিরাজমান; মধ্যস্থলে স্বর্গ। ১২৪

তাহার কর্ণিকাভাগে ব্রহ্মলোক এবং তাহার অধোভাগে মহর্লোক-আদি। স্বর্গে ব্রহ্মনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্গণ, দেবগণ এবং চারিবেদ বর্তমান। ১২৫

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই প্রকৃতি-সমুৎপত্ত গুণত্রয় এবং পরন্তু অর্থাৎ চৈতন্য ঐ পদ্মমধ্যে বর্তমান। ১২৬

সেই স্থানে আশ্বত্থও অবস্থিত, উপরে উর্ধ্বাচ্ছাদন এবং অধোভাগে অধ-চ্ছাদন। ১২৭

কেশরের অগ্রভাগে পদ্মাকার গোলপীঠের মণ্ডল, ঐ পদ্মমধ্যে ক্রমশঃ সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র এবং বায়ুগণের মণ্ডল চিত্রা করিবে। যোগপীঠে পর পর শবাসন (বীরাসন), তাহার পর সুখাসন। ১২৮

তাহার পর আরাধ্যাসন এবং বিমলাসনের চিত্রা করিবে। তাহার মধ্যে চরাচরাশ্রয়ক অগ্নিশব্দগণের চিত্রা করিবে। ১২৯

উহাকে ত্রিভাগ করিহা এক একটি ভাগে অবস্থিত ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের চিত্রন করিবে। সেই স্থানে আশ্বাকে এবং উপস্থিত পূজনকে চিত্রা করিবে। ১৩০

যোগপীঠ মণ্ডলাকার, তাহার মধ্যে একটি পদ্মের চিত্রা করিবে। তাহার মধ্যে শবাদি আসন চতুর্দিকের চিত্রা করিবে। ১৩১

যোগপীঠং পৃথগ্ধ্যাঙা বঙলেন সহৈকতাম্ ।
 পূনর্ধ্যাঙা ততঃ পশ্চাৎ পূজয়েদ্যামং ততঃ ॥ ১৩৩
 ধ্যানেন যোগপীঠস্ত যথা বন্ধীকৃত্ত্ব জলম্ ।
 নৈবেদ্যপুষ্পধূপাদি তৎ স্বয়ং চোপতিষ্ঠতে ॥ ১৩৪
 সর্বৈ দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সচরাচরগুহকাঃ ।
 চিত্তিতাঃ পুজিতাস্ত স্যার্যোগপাঠস্ত পূজনে ॥ ১৩৫
 অতীষ্টদেবতাপূজাং বিনা যস্ত বিচিত্রনাং ।
 লভতে বৈ চতুর্কর্গং ভুতিঃ পুষ্টিশ্চ কামতে ॥ ১৩৬
 আবাহনানন্তরতঃ পাণিত্যাবতারয়েৎ ।
 প্রাণতানৌ করৌ কৃত্বা উর্দ্ধমুৎকিণ্য সান্তরৌ ॥ ১৩৭
 নিরন্তরাবধঃ কৃষ্যামায়মন্ পূজকস্তথা ।
 হেরমস্ত তু বীজেন তস্মাদবতরেতি চ ॥ ১৩৮
 আশ্রিত্বিতেন চাভীষ্টদেবানাং লক্ষ্মণায় বৈ ।
 নাসিকাবাহুনিঃসারাধিরংখা দেবতা কবেৎ ।
 এবং কৃত্ত্ব বঙলে তু হিত্তিস্তস্য প্রজারিতে ॥ ১৩৯
 খাভঃ তজ্জাংতবিন্দুজ্যাং হেরমং বীজমুচ্যতে ।
 বাশনং বিদ্ববীজানাং বর্ষকাহার্ঘ্যসাধনম্ ॥ ১৪০
 গন্ধপুষ্পে তথা ধূপদীপো নৈবেদ্যেব চ ।
 যদন্তদীকৃত্ত্ব বহুমলকারাদিবক যৎ ॥ ১৪১
 তেষাং দৈবতমুচ্চার্য কৃত্বা প্রোকণপূজনে ।
 উৎসৃজ্য মূলমস্ত্রেণ প্রতি সারা নিবেদয়েৎ ॥ ১৪২

যোগপীঠের পৃথক্ ধ্যান করিয়া উহার বঙলের সহিত উহার ঐক্য সম্পাদন
 করিয়া ধ্যান করিবে, তাহার পর আসন পূজা করিবে । ১৩৩

যোগপীঠের ধ্যান করিলে পর যে সকল জল, নৈবেদ্য, পুষ্প ও ধূপাদি বস্তু
 দেবতাকে দেওয়া হয়, সেই সকল বস্তু নিজেই দেবতার নিকট পৌঁছে । ১৩৪

যোগপীঠের পূজা করিলে সকল দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চর, অচর এবং গুহক-
 সমূহ—ইহারা সকলে চিত্তিত এবং পুজিত হয় । ১৩৫

অতীষ্ট-দেবতার পূজা বিনাও কেবল যোগপীঠের চিত্তা করিলে, সাধকের
 চতুর্কর্গ প্রাপ্তি হয় এবং তাহার ভুতি ও পুষ্টি জন্মে । ১৩৬

অনন্তর পূজক কদ-ভলহর উত্তান করিয়া অন্তরের সহিত যথো কীক চাখিয়া
 উর্দ্ধমুৎকি উত্তোলন করিবে । ১৩৭

অধোমুৎকি মায়াইরা নিরন্তর অর্ধাৎ পরস্পর সংযুক্ত করিবে । তাহার
 পর গণেশের বীজ দ্বারা ঐ হস্ততল অবতারিত করিবে । ১৩৮

এইরূপ বারংবার করিলে, দেবতাদিগের প্রীতি জন্মে । নাসিকাবাহুর
 নিঃসারণ হেতু দেবতা আকাশে অবস্থান করেন; কিন্তু উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিলে
 বঙল-যথো তাঁহার অবস্থান হয় । ১৩৯

খাভ এবং অর্ধচন্দ্র বিন্দুযুক্ত বীজের নাম হেরম বীজ । ইহা সমুদয় বিদ্যের
 বাশন এবং বর্ষ কাম ও অর্থের সাধন । ১৪০

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, অশ্রুত বস্তু, অলকারাদি যৎকিঞ্চিৎ তথা
 দেবতাদিগকে দেওয়া হয় । ১৪১

ବରାଣସ୍ୟ ଶ୍ରୀବିଜେନ ଦେବୀଃ ପ୍ରୋକ୍ଷଣଯାଚୟେଃ । ୧୫୩
 ହିକ୍ଷେନ ଯୁଗମତ୍ରେଃ ଉଦ୍ଧୋଽଂସର୍ଗନିବେଦନେ ।
 ନମସ୍ତତ୍ପ୍ରସିଦ୍ଧ୍ୟାଂ ବୀଜଂ ବାହ୍ୟମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୧୫୪
 ବିଲୋକନଂ ପୂଜନଂ ଉଦ୍ୟ ନାନଂ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ।
 ଜନକର୍ମାଣି ଯାମାତାଃ ପ୍ରତିପତ୍ତିରିଦଂ ଉଦୟ ॥ ୧୫୫
 ହିକ୍ଷେତ୍ରେଃ ଯାମାତାଃ ପ୍ରୋକ୍ଷଣଂ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତୟ ।
 ବୀଜଂ ନାମନତଃ ପୂର୍ବମୁଚ୍ୟାତ୍ୟ ଉଦନନ୍ତରୟ ॥ ୧୫୬
 ଅବିହଂ କୁଞ୍ଜ ଯାମେ ହଂ ଗୃହୀତାମିତ୍ୟାମେନ ଚ ।
 ଜପାନ୍ତେ ନିରସି ତାମୋ ଯାମାତାଃ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତଃ ।
 ଶ୍ରବଣାଦିଃ ପାନିତ୍ୟାଂ ଶ୍ରୀବିଜେନ ଉଦ୍ୟାଚୟେଃ ॥ ୧୫୭
 ଅନ୍ତ୍ୟଦନ୍ତ୍ୟାନ୍ତଯାତ୍ରାନ୍ତ୍ୟା-କାମିବର୍ଗତୃତୀୟକୋ ।
 ପରତଃ ପରତଃ ପୂର୍ବଂ ଶ୍ରୀବିଜଂ ବିନ୍ଦୁନେନ୍ଦୁନା ॥ ୧୫୮
 ଯାମାତା ଅବତାରନ୍ତ ନିରସଃ କ୍ରିୟନ୍ତେ ସମା ।
 ତାଂ ସଂଯାମାତ୍ର ପାନିତ୍ୟାଂ କୂର୍ଯ୍ୟାଂ ମାରବ୍ରତେନ^୧ ବୈ ॥ ୧୫୯
 ଶ୍ରୀବିଜାନାମାନ୍ତଯାତ୍ରାଂ ବିନ୍ଦୁଚକ୍ରାର୍ଦ୍ଧସଂହୃତୟ ।
 ଏତଦ୍ଭୁକ୍ତୟଂ ବୀଜଂ ମାରବ୍ରତୟୁଦୀରିତୟ ॥ ୧୬୦
 ମୌରୀମିଟିକର୍ତ୍ତବ୍ୟକଳ୍ପ ଯୁଗମତ୍ରେଃ ଚୈବ ହି ।
 ପ୍ରଦକ୍ଷିଣାଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣାଂ କୂର୍ଯ୍ୟାନ୍ତର୍ଗାର୍ବନାଥକୟ ॥ ୧୬୧

ଐ ମକଳ ସନ୍ତର ନୈସନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାହାର ପ୍ରୋକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ।
 ତାହାର ପର ଯୁଗମତ୍ରେ ଦ୍ଵାରା ଉଂସର୍ଗ କରିବା ସେହି ସେହି ସନ୍ତର ନାଥ ଶ୍ରବଣପୂର୍ବକ
 ନିବେଦନ କରିବେ । ୧୫୨

ବରାଣସ୍ୟ ବୀଜେର ଦ୍ଵାରା ନୈସନ୍ତର ସନ୍ତରସକଳେର ପ୍ରୋକ୍ଷଣ କରିବେ । ୧୫୩

ଅନ୍ତୀକ୍ଷି ନୈସନ୍ତର ଯୁଗ ମତ୍ରେଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଧାମେର ଉଂସର୍ଗ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବେ । ଅର୍ଦ୍ଧ-
 ଚକ୍ର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁସୂକ୍ତ ନାନ୍ତ ବୀଜେର ନାଥ ବରାଣସୀଜ । ୧୫୪

ଯାମାତ୍ରପ କାର୍ଯ୍ୟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କରିବା ବିଲୋକନ, ପୂଜନ ଏବଂ ଆମାନ—ଏହି
 ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଳେ । ୧୫୫

ଯୁଗ ମତ୍ରେଦ୍ଵାରା ଯାମାତ୍ର ପ୍ରୋକ୍ଷଣ କରିବେ । ଅନନ୍ତର ନାମନତ ବୀଜ ଉଚ୍ଚାରଣ
 କରିବେ । ୧୫୬

“ହେ ଯାମେ ! ତୁମି ଆମାର ବିସ୍ମୟଂସ କର” ଶ୍ରୀ ବାମିନା ଯାମା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ।
 ଜପେର ଅବସାନେ ଯାମା ସନ୍ତକୋପରି ହାମିତ କରାବେ । ଯାମାତ୍ର ହନ୍ତଦ୍ଵାରା
 ଶ୍ରବଣ କରିବା ଶ୍ରୀବିଜ ଉଚ୍ଚାରଣପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟେର ଅନ୍ତର୍ଥାନ କରିବେ । ୧୫୭

ଅନ୍ତେ ନନ୍ତାବର୍ଗେର ଅନ୍ତାବର୍ଗସୂକ୍ତ ଅନ୍ତେର ଆମିତେ ସ, ପ୍ରଥମେ ଚ, ତାହାର ପର
 ଚବର୍ଗେର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ-ବର୍ଗସୂକ୍ତ ଶ୍ରୀ ମକଳ ବର୍ଗ ପରେ ପରେ ବିନ୍ଦୁସୂକ୍ତ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ର
 ଓ ବିନ୍ଦୁସୂକ୍ତ ସନ୍ତେର ନାଥ ଶ୍ରୀବିଜ । ୧୫୮

ସନ୍ତକ ହିତେ ସମନ ଯାମାତ୍ର ଅବତାରଣ କରିବେ, ତଦନ ହନ୍ତଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ଯାମା
 ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାରବ୍ରତ ବୀଜ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଶ୍ରୀ ଯାମାତ୍ର ଅବତାରଣ କରିବେ । ୧୫୯

ଶ୍ରୀବିଜେର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆମ୍ଭ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁସୂକ୍ତ ହିତେ, ସେ ଚାନ୍ଦିତି
 ଶ୍ରୀଜ ହର, ତାହାକେ ମାରବ୍ରତବୀଜ ବଳେ । ୧୬୦

୧. ବାମିନେନ—ହିତି ମାମାନ୍ତରସ ।

ভূমিং বীজ্য ভূখাত্যাক্য কিত্তিবীজেন পূর্বতঃ ।
 স্পৃশ্যন্ত্যং নিবস্যা ভূমিং গ্রন্থমেদিষ্টদেবতাঃ ॥ ১৫২
 সমাপ্তিহীনং বারাহং বীজং বিন্দুযুক্তমুত্তমং ।
 কিত্তিবীজং বিজ্ঞানীরাচ্চতুর্দশ-প্রদায়কম্ ॥ ১৫৩
 ধর্পণং ব্যাজনং যক্টাং চামরং প্রোক্ষয়েৎ পুনঃ ।
 নৈবেদ্যালোকমস্ত্রেন পূর্বপ্রোক্তেন তৈরব ॥ ১৫৪
 নামাকরাণি চাষ্ঠানি চৈতেষাং বিন্দুনেন্দুনা ।
 ভূমৌ নম ইতি প্রোক্তে গ্রহণে যত্র উচ্যতে ।
 নিবেদনমথৈতেষা-মিষ্টমস্ত্রেন চাচরেৎ ॥ ১৫৫
 বাসুভয়ং দ্বিতীয়েন কামবীজেন তৈরব ।
 মুদ্রায়া বহুনাং কার্য্যং মূলমস্ত্রেন ধর্ম্মনম্ ॥ ১৫৬
 পরিভ্রাণস্ত মুদ্রায়াস্তারাবীজেন চাচরেৎ ।
 প্রান্তাদিন্ধুলবিন্দুভ্যাং যষ্ঠম্বরসম্ব্রিতঃ ॥ ১৫৭
 তারাবীজমিতি প্রোক্তং ধর্ম্মকামার্থসাধনম্ ॥ ১৫৮
 মুদং দদাতি যশ্মাং সা মুদ্রা তেন প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 দর্শিতায়াস্ত মুদ্রায়াং তবেৎ পূজাসমাপনম্ ॥ ১৫৯
 কামং মোক্ষং তথা ধর্ম্মমর্থমৌদমূর্ত্তা করম্ ।
 দদাতি সাধকায়ান্ত দেবতা যন্তমুৎসুকা ॥ ১৬০
 মুদ্রাতে তু মহামন্ত্রান্ যচ্চিমান্ সমুদীরয়েৎ ॥ ১৬১

পৌরাণিক বা বৈদিক যন্ত্রদ্বারা ধর্ম্মাদির সাধন প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে ।

১৫২

প্রথমে কিত্তি বীজদ্বারা ভূমিকে বীজণ এবং অত্যাঙ্কণ করিয়া, যন্তুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করত অর্ধীষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিবে । ১৫২

অত্যাঙ্করহীন এবং অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত বরাহবীজকে কিত্তিবীজ বলা হয়, ইহা চতুর্দশর্গের প্রদানকারী । ১৫৩

অনন্তর, ধর্পণ, ব্যাজন, যক্টা ও চামরের প্রোক্ষণ করিবে । হে তৈরব । পূর্বোক্ত নৈবেদ্যালোকনমন্ত্র দ্বারাই ঐ কার্য্য করিবে । ১৫৪

ইহাদিগের নামাকরের আশু আশু অক্ষরের অন্তে অনুস্বার ও অর্ধচন্দ্র যোগ করিয়া উহা প্রথমে উচ্চারণ করত ‘ভূমৌ নমঃ’ অর্থাৎ চঃ চামরান্ন নমঃ, যঃ যক্টায়ে ইত্যাদি রূপে উহাদিগের অর্চনা করিবে এবং ইষ্ট অর্থাৎ মূলমন্ত্রদ্বারা উহাদিগের নিবেদন করিবে । ১৫৫

হে তৈরব । দ্বিতীয় বায়ীজ অথবা কামবীজ দ্বারা মুদ্রার বহুদন করিবে এবং মূলমন্ত্র দ্বারা উহার প্রদর্শন করিবে । ১৫৬

তার্য্য যন্ত্রদ্বারা মুদ্রার পরিভ্রাণ করিবে । প্রান্ত ও আদিতে অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত এবং যষ্ঠম্বর-সম্ব্রিত যন্ত্রকে তারাবীজ বলা হয় । ১৫৭

উহা ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থের সাধন । দেবতাকে পরম প্রীতিদান করে বলিয়া উহার নাম মুদ্রা । মুদ্রা প্রদর্শিত হইলে, পূজা সমাপ্তি হয় । ১৫৮-৫৯

পূজা সমাপনান্তে সমনে উৎসুক দেবতা মুদ্রা দর্শনে পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া সাধককে শীঘ্র কাম, মোক্ষ, ধর্ম্ম এবং অর্থ দান করেন । ১৬০

মুদ্রা দর্শনান্তে দ্ব্যুটি বক্ষ্যমাণ মহামন্ত্রের উচ্চারণ করিবে । ১৬১

যক্ষস্ତং ভক্তিযাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।
 আবেদিতক নৈবেদ্যং তদগৃহাণানুকম্পত্বা ॥ ১৬২
 আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জনম্ ।
 পূজাত্যবং ন জানামি ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি ॥ ১৬৩
 কর্ণশা মনসা বাচা বৃত্তো মাত্তো গতির্মম^১ ।
 অন্তশ্চত্রেণ ভূতানাং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি ॥ ১৬৪
 মাতর্যোনিসহস্রেবু যেষু যেষু ব্রজামাহম্ ।
 তেষু তেষুভূতা ভক্তিভূতাত্তেহু সদা বসি ॥ ১৬৫
 দেবী দাত্রী চ ভোক্ত্রী চ দেবী সর্বমিদং জগৎ ।
 দেবী জগতি সর্বত্র যা দেবী সোহহমেব চ^২ ॥ ১৬৬
 যদক্ষরপরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনক যজ্ঞবেৎ ।
 স্তবসর্বং কথ্যতাং^৩ দেবি কস্য ন মূলিতং মনঃ ॥ ১৬৭
 যন্তেবু পঠিতোষেবু ব্রহ্মেবু প্রসাদতি ।
 দাতুং দেবী চতুর্ভুগং ন চিত্তাদেব ভৈরব ॥ ১৬৮
 ঐশাঙ্ক্যং মণ্ডলং কুর্যাদ্ভারপদ্যবিবল্লিতম্ ।
 বিসর্জনার্থং নির্মালাধারিণাঃ পূজনার্যৈ ॥ ১৬৯
 পান্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা যাত্তা নির্মালাধারিণীম্ ।
 নিঃকিপ্য ভস্মিন্ নির্মালাং যত্রেণ তু বিসর্জয়েৎ ॥ ১৭০

কেবল ভক্তিপূর্বক আমি যে কিছু পত্র, পুষ্প, ফল, জল ও নৈবেদ্য দান করিচ্ছি, হে দেবি । আপনি দয়াপরবশ হইয়া উহা গ্রহণ করুন । ১৬২

আমি আপনার আবাহনও জানি না, বিসর্জনও জানি না এবং পূজা ভাবও জানি না । হে পরমেশ্বরি । তুমিই একমাত্র আমার গতি । ১৬৩

আমার কর্ণের, মনের ও বাক্যের তোমা ভিন্ন আর কোন গতি নাই । হে পরমেশ্বরি । আপনি ভূতসকলের অন্তশ্চর হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন । ১৬৪

হে অচ্যুত । আমি যে হাকার হাকার ঘোনিতে জয়ন করিব, সেই সকল ঘোনিতেই তোমার প্রতি যেন অচ্যুত ভক্তি থাকে । ১৬৫

দেবতাই দাতা, দেবতাই ভোক্তা, দেবতাই এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিত্বা অবস্থিত । সর্বত্র দেবতাই প্রধানভাবে অবস্থান করিতেছেন, দেবতা ও আমি অভিন্ন । ১৬৬

এই পূজা কার্যে যে অক্ষর পরিভ্রষ্ট হইরাছে, অথবা মাত্রাহীন হইয়াছে, আপনি তাহা সহন করুন, হে দেবি । কাহার মন না মূলিত হয় ? ১৬৭

হে ভৈরব । এই সকল যন্ত্র পাঠ করিলে দেবতা বয়ং প্রসন্ন হইয়া অতিরিক্ত কাল যথোই সাধককে চতুর্ভুগ প্রদান করেন । ১৬৮

তাহার পর বিসর্জনের জন্য নির্মালা-ধারিণীর পূজার নিরিত্ত ইন্দানকোটক দায়শ্যহীন একটি মণ্ডল করিবে । ১৬৯

নির্মালা-ধারিণীর ধ্যান করিয়া এবং পান্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া সেই

১। মাত্তাতি যে গতিঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। দেবী দাত্রী চ ভোক্ত্রী চ দেবঃ সর্বমিদং জগৎ ।

দেবো জগতি সর্বত্র যো দেবো সোহহমেব চ ॥ ১৬৬ ইত্যপি পাঠঃ ।

৩। কথ্যমহসি বাৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং বহুতানং পরমেশ্বরি ।
 যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ন বিদুঃ পরমং পদম্ ॥ ১৭১
 বিসৃজ্য যজ্ঞেণানেন ততঃ পুরকবায়ুনা ।
 ব্যাঘ্রংস্ত যজ্ঞেণানেন মহা ভাং হাপয়েচ্ছদি ।
 তিষ্ঠ দেবি পরে স্থানে বহুতানং পরমেশ্বরি ।
 যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে সুরাষ্টিষ্ঠন্তি মে ছদি ॥ ১৭২
 তত একজটাবীকৈরিত্তদেবীং ধিয়া অরন্থ ।
 নির্মাণ্য যুক্তি গৃহীত্বাৎ বর্ষকাযার্ঘসাধনম্ ॥ ১৭৩
 যতলপ্রতিপত্তিত ততঃ কুর্যাদ্বিত্ততয়ে ।
 সর্বাঙ্গুলীনামগ্ৰোথৈঃ পদ্মমন্ডলাবৃতম্ ॥ ১৭৪
 নির্ময়েৎ কিত্তিবীজেন যতলফালি তৈরব ।
 ততস্ত যুলমস্ত্রেন সর্ববস্ত্রেন বা পুনঃ ॥ ১৭৫
 অনামিকানামগ্ৰেণ ললাটমপি সংস্পৃশেৎ ।
 সমাপ্তিসহিতঃ প্রাণ-ভারাবীজং ততঃ পরম্ ॥ ১৭৬
 স্তব্রবীজং বিসর্গেণ পরতঃ পরতঃ পরম্ ।
 স্তবেদেকজটাবীজং বর্ষকাযার্ঘসাধনম্ ॥ ১৭৭
 ততো ভাস্করবীজেন সহিতেনাথনা পুনঃ ।
 যজ্ঞেণ ভাস্করাযার্ঘ্যমচ্ছিত্তার্ঘং নিবেদয়েৎ ॥ ১৭৮

যতল মর্মে নির্মাণ্য নিঃস্রবণপূর্বক বক্ষ্যমাণ যজ্ঞ দ্বারা বিসর্জন করিবে । ১৭৩
 হে দেবি ! সেই পরমশ্রেষ্ঠ নিজস্থানে বসন কর, সেই পরমস্থানের বরূপ
 ব্রহ্মাদি দেবগণও জানিতে পারেন না । ১৭১

এই যজ্ঞ দ্বারা বিসর্জন করিয়া সাধক পুরকদ্বারা ধ্যান করত দেবতাকে
 আপনার হৃদয়ে এই যজ্ঞ পাঠ করিয়া স্থাপিত করিবে । হে দেবি ! আপনার
 এই শ্রেষ্ঠস্থানে অবস্থান কর, আমার হৃদয়ের ঐ স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ অবস্থান
 করিতেছেন । ১৭২

তাহার পর একজটামন্ত্র দ্বারা ইক্টদেবকে মনে মনে স্মরণ করত বর্ষ, কাম
 এবং অর্ঘের সাধন নির্মাণ্য যত্নকে গ্রহণ করিবে । ১৭৩

হে তৈরব । তাহার পর বিত্তকির নিমিত্ত জলের প্রতিপত্তি করিবে । সকল
 অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা কিত্তিবীজ উচ্চারণপূর্বক অষ্টমলাবৃত পদ্মাকার যতল
 স্পর্শ করিবে । ১৭৪

তাহার পর যুলমন্ত্র বা সর্ববস্ত্র যন্ত্রদ্বারা অনামিকার অগ্রভাগদ্বারা আপনার
 ললাট স্পর্শ করিবে । প্রান্তে সমাপ্তি সহিত, তাহার পর ভারাবীজ । ১৭৫-

১৭৫-

তাহার পর বিসর্গযুক্ত বসুবীজ, ইহার পরপর অবস্থিত হইলে একজটাবীজ
 কর, ইহা বর্ষ, কাম এবং অর্ঘের সাধন । ১৭৭

অনন্তর অচ্ছিত্তাবধারণের নিমিত্ত একজটা বীজের সহিত ভাস্করবীজ
 উচ্চারণ করিয়া সূর্যকে একটি অর্ঘ্য দান করিবে । ১৭৮

নামো বিবরতে ব্রহ্মন্ ভাষতে বিষ্ণুভৈক্ষসে ।
 অসংসবিজে তুচ্যে সবিজে কর্ণদাধিনে ॥ ১৭৯
 ততঃ কৃতাকলিপুটে পঠিত্বা মন্ত্রমীরিতম্ ।
 একাক্ষয়নস্য বাগ্ভিত্তিরচ্ছিন্নমবহারয়েৎ ॥ ১৮০
 যজ্ঞচ্ছিন্নং তপচ্ছিন্নং যজ্ঞচ্ছিন্নং পূজনে মম ।
 সৰ্ব্বং তপচ্ছিন্নমন্তু ভাঙ্করন্তু এসাদতঃ ॥ ১৮১
 তন্তস্ত পুষ্পনৈবেদ্য-ভোষণাদ্যাদিকঞ্চ যৎ ।
 দেবীবীজেন তৎসৰ্ব্বং পুনরেষ বিলোকয়েৎ ॥ ১৮২
 হন্তেন চক্ষুযা কানি যত্র যত্র কৃতঃ পুরা ।
 মন্ত্রভাসন্তত্র তত্র বিসৃষ্টিরমুনা ভবেৎ ॥ ১৮৩
 প্রোক্তাদি পঞ্চমো বহ্নিবীজযষ্ঠমবাহিতঃ ।
 তথোপাস্তং বাগ্ভবান্তং দুর্গাবীজং প্রচক্ষতে ॥ ১৮৪
 হৃতিলে জলদগ্ধৌ চ তোষে সূর্যমরীচিশু ।
 প্রতিমাসু চ তন্তাসু শালগ্রামশিলাসু চ ।
 নিবলিশিলাস্তাসু পূজা কার্য্য বিকৃতরে ॥ ১৮৫
 সৰ্ব্বত্র যতলস্তাসং সূর্য্যাসেকাক্ষয়ানমঃ ।
 যোগপীঠস্ত বীজেন হৃতিলাদিশু সাধকঃ ॥ ১৮৬
 বাসুদেবস্ত ক্রতুস্ত ব্রহ্মণো মিহিরন্ত চ ।
 সূর্য্যায় সৰ্ব্বত্র পূজাসু প্রতিপত্তিহিমাং বুধঃ ॥ ১৮৭

হে ব্রহ্মন্ সবিভঃ । আপনি বিবরান্, ভাষান্, বিষ্ণুভৈক্ষঃ—সম্পন্ন, অসংস্কৃত
 -প্রসবকারী, অতি অর্থাৎ নির্মল এবং কর্ণের প্রবর্তক, আপনাকে সম্বন্ধ করি ।
 ১৭৯

তাহার পর কৃতাকলিপুটে পূর্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া একাক্ষয়নে অচ্ছিন্ন
 অবহারণ করিবে । ১৮০

যজ্ঞচ্ছিন্ন, তপস্তার ছিন্ন এবং আমার পূজা কার্য্যে যে ছিন্ন ঘটনাদেহ,
 তপস্বান্ সূর্য্যের প্রসাধে সে সকল অচ্ছিন্ন হউক । ১৮১

তদনন্তর পুষ্প, নৈবেদ্য এবং ভোষণাদ্যাদি সমস্ত যত্ন দেবীবীজ উচ্চারণ
 করিয়া পুনর্বার বিলোকন করিবে । ১৮২

হন্ত দ্বারাই হউক, আর চক্ষু দ্বারাই হউক, পূর্বে যেখানে যেখানে মন্ত্রভাস
 করা হইয়াছিল জল দ্বারা সেই সকল স্থানের বিমার্জন করিবে । ১৮৩

প্রোক্তাদিতে পঞ্চম, বহ্নিবীজ ও যষ্ঠ ব্রহ্মসুত এবং উপোক্ত আনবাবীজ
 মিলিত হইয়া দুর্গাবীজ হয় । ১৮৪

সাধক বিকৃতির নিমিত্ত হৃতিলে অগ্নিতে, জলে সূর্য্যকিরণে, বিস্তৃত প্রতিমার,
 শালগ্রাম শিলার, নিবলিলে এবং শিলাখণ্ডে দেবতার পূজা করিবে । ১৮৫

সাধক, একত্রে মানসে পূর্বোক্ত হৃতিলাদি সমুদয় স্থলেই যোগপীঠ বীজ-
 দ্বারা মণ্ডলের প্রাস করিবে । ১৮৬

বিধান সাধক—বাসুদেব, ক্রতু, ব্রহ্মা এবং সূর্য্য এই সকল দেবতার পূজাতে
 উক্ত প্রতিপত্তিগুলির অনুষ্ঠান করিবে । ১৮৭

১। নিবলিলে শিলাখণ্ড—ইতি পাঠান্তরম্ ।

এবং যঃ পূজয়েদ্বিকুম্বযীতিঃ প্রতিপত্তিতিঃ ।
 চতুর্দশ-প্রদক্ষত্ব ন চিরাচ্ছাক্ষতে হরিঃ । ১৮৮
 শিবো বা যিহিরো বাপি য়েহন্তে সর্বোদরাদয়ঃ ।
 প্রসীদতি সুরাঃ সর্বৈ পূজায়া বিধিনামুনা । ১৮৯
 বিশেষতো মহাদেবী মহামাতা জগদম্বী ।
 প্রতিপত্তিমিত্যং নিত্যং পূজয়েত্যন পূজনে । ১৯০
 এবং যঃ কুরুতে পূজাং সম্যক্ স কলভাগুভবেৎ ।
 ঐতদ্বিহীনো বা পূজা ততোহজ্ঞানঃ কলং ভবেৎ ১ ১৯১
 অজহীনস্ত পুরুষো ন সম্যক্ বাজিকো যথা ।
 অজহীনা তথা পূজা ন সম্যক্ কলভাগু ভবেৎ ১ ১৯২
 ইমং ব্রহ্মার পরমমিতং ব্রহ্মায়নং পরম্ ।
 যজ্ঞবেদময়ং শুদ্ধং সর্বপাপপ্রণাশনম্ । ১৯৩
 যঃ জাযয়েন্ জাক্রমসন্নিধানে
 জাতিষু যজ্ঞে সুরপূজনেষু ।
 সম্যক্ কলং ভুক্তং ভোজ্যং স কর্মদো
 বিনাপি পূজাং ভজনস্তময়ুতে ১ ১৯৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে উত্তরভাগে সপ্তপঞ্চাশোহ্যায়ঃ । ৫৭

উক্ত প্রতিপত্তিসমূহ দ্বারা যে, বিষ্ণুর পূজা করে, ভগবান হরি, অচিরকাল মধ্যেই তাহাকে চতুর্দশ প্রদান করেন । ১৮৮

শিব, সূর্য এবং সর্বোদর গণের প্রতি অত্যন্ত সমুদায় দেবগণই উক্ত বিধানানুসারে পূজা হইলে প্রসন্ন হন । ১৮৯

বিশেষ মহামাতা জগদম্বী মহাদেবী সূত্রে সর্বদাই এইরূপ প্রতিপত্তির অভিলାষ করেন । ১৯০

এইরূপ বিধানানুসারে যে পূজা করে, সে সম্যক্ কলভাগী হয় । যে পূজা উত্তমরূপে বিধানবিহীন, তাহা হইতে অজ্ঞান কল হয় না । ১৯১

যে রূপে অজহীন পুরুষ যজ্ঞকর্মের অধিকারী হয় না, সেইরূপে অজহীন পূজা সর্বপ্রকারে কলপ্রদ হয় না । ১৯২

ইহা—পরম ব্রহ্ম, ত্রেতা ব্রহ্মায়ন, বেদময় ব্রহ্মণ, শুদ্ধ এবং সমুদয় পাটপত্র বিনাশন । ১৯৩

যে মনুষ্য, জাতি, বর্ণ এবং পূজা কালে নাক্রমের নিকট ইহা জ্ঞাপন করে, সে পূজা না করিয়া কর্মের সমগ্র কল লাভ করিয়া অনন্তকাল অবধি ভোগ করে । ১৯৪

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭

১। ততোহজ্ঞানঃ কলং ভবেৎ—ইতি পাণ্ডিত্যম্ ।

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

দেব্যাস্তত্ত্বং বিশেষেণ^১ শৃণু তং সাম্প্রতং শ্রুত্বাম্ ।
 যেন চারাদিতা দেবী নচিরাক্ষরদা ভবেৎ ॥ ১
 পূৰ্ব্বতত্ত্বাভিশেষেণ তথা বৈ তত্ত্বমুত্তরম্ ।
 বিশেষেণ চ সামান্তাৎ কথিতং ভবতোঃ পুরা ॥ ২
 পুনর্দেব্যা বিশেষেণ পূজায়াং ভক্তিকৰ্ম্মণি ।
 যানি তদ্বানি শেফালি^২ তানি বক্ষ্যাম্যহং পুনঃ ॥ ৩
 যঃ কুৰ্ব্ব্যাত্ মহামায়াভক্তিমেকাগ্রমানসঃ ।
 অঙ্গিনা বাঙ্গিমস্ত্রেণ তেন কার্যামিদং শুভম্ ॥ ৪
 ফলং পুষ্পঞ্চ তাম্বুল-মল্লপানাদিকঞ্চ যৎ ।
 অদত্বা তু মহাদেবী ন ভোক্তব্যং কদাচন ॥ ৫
 পথি বা পৰ্ব্বতাগ্রে বা সভাস্থায়পি সাধকঃ ।
 যথা তথা নিবেদৈব স্বমৰ্গমুপকল্পয়েৎ ॥ ৬
 দৃষ্টে^৩ মদিরাভাণ্ডং রক্তবর্ণাস্থা স্ত্রিয়ঃ ।
 সিংহং শবং রক্তপদ্মং ব্যাঘ্রবারণমঙ্গমম্ ।
 গুরুং রাজানমথবা মহামায়াং ততো নমেৎ ॥ ৭
 পতিব্রতায়াং ভাৰ্য্যায়াং মদৈব ঋতুসঙ্গমঃ ।
 ক্রিয়তে চণ্ডিকাং ব্যাভা তদা কার্যো বিভূতয়ে ॥ ৮

দেবী-তত্ত্ব

ভগবানু বলিলেন ;—এক্ষণে আমি দেবীর তত্ত্ব বলিতেছি, তোমরা হইজনে শ্রবণ কর, যে তত্ত্বানুসারে আরাধিতা হইয়া দেবী অচিরকাল মধ্যেই বর প্রদান করেন । ১

এই তত্ত্ব অপর তত্ত্বসকল হইতে বিশেষ এবং শ্রেষ্ঠ ; পূর্বের আমি তোমাদের নিকট ইহা সামান্যাকারে কীৰ্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে বিশেষরূপে বলিতেছি । ২

দেবীর পূজা ও অপরকার্য্য যে সকল বিশেষ তত্ত্ব অবশিষ্ট আছে, আমি পুনরায় সেই সকলের কীৰ্ত্তন করিব । ৩

যে মনুষ্য একাগ্র-মানস হইয়া মহামায়াতে ভক্তি করে, অস্ত্র ও অস্ত্রমস্ত্র দ্বারা সে এই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে । ৪

ফল, পুষ্প, তাম্বুল, অন্ন ও পানাদি যে কিছু খাদ্য বস্তু—মহাদেবীকে উৎসর্গ করিয়া না দিয়া কখনই উহা ভোজন করিবে না । ৫

সাধক, পথেই থাকুক, আর পৰ্ব্বতের অগ্রেই থাকুক বা সভাস্থ্যেই অবস্থান করুক,—যেখানে সেখানেই থাকুক—ভোজ্যবস্তু দেবীকে দিয়াই আপনাকে সমর্গ বলিয়া বিবেচনা করিবে । ৬

মদিরাভাণ্ড, রক্তবর্ণ স্ত্রী, সিংহ, শব, রক্তপদ্ম, ব্যাঘ্র ও হস্তীসঙ্গম (বা রণ-সঙ্গম), গুরু এবং রাজা ইহাদিগকে দেখিয়া মহামায়াকে নমস্কার করিবে । ৭

১। অবশ্যামি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। তদ্বিবেশানি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

শাস্তিকং পৌষ্টিকং বাপি তথেষ্টাপূর্তকর্মণী ।
 যদা কুর্য়্যাত্তদা নত্বা দেবীয়াত্মাং সমাচরেৎ ॥ ৯
 ভৌর্য্যত্রিকং যদা পশ্যেৎ কেবলং গীতম্বেব বা ।
 তচ্চ দ্বৈত্যা নিবেদ্যৈব কর্তব্যং শ্রোপযোজনম্ ॥ ১০
 যদেব ভূষণং বাসো যলয়োক্তবমেব বা ।
 শ্রবণায়ৈ পরিযুক্তীভ তত্র যন্তং বিদ্যা ক্রমেৎ ॥ ১১
 ব্যায়ামে চ বিধানৈ চ সভায়াং বা জলে স্থলে ।
 যত্র যত্র যত্রং গচ্ছেক্তত্র দেবীং সদা শ্রব্রেৎ ॥ ১২
 যদ্বৎ কর্ম ভু পূজাঙ্গং তত্তদ্ব্যস্ত্রেণ চাচরেৎ ।
 যন্তুহীনং পূজনাঙ্গং কর্ম যন্তুত্ব নিষ্ফলম্ ॥ ১৩
 যন্মিন্ কর্মপি যোদ্ধিষ্ঠৌ যন্তুপূজাসু ভৈরব ।
 নৈবেদ্যালোকমস্ত্রেণ তত্ত্বং কর্ম সমাচরেৎ ॥ ১৪
 দেব্যান্ত্র মণ্ডলস্থানমিষ্টমস্ত্রেণ চাচরেৎ ।
 পূজান্তে যন্তুসং লিঙ্গা তিলকং তেন কারয়েৎ ॥ ১৫
 সর্ববশেন মস্ত্রেণ ধর্মকামার্থদায়িনী ॥ ১৬
 বলিদানে বলিং ছিত্বা ষড়্গাটস্থ রুধিরৈঃ স্বকৈঃ ।
 সর্ববশেন মস্ত্রেণ ললাটে তিলকং ক্রমেৎ ॥ ১৭
 জগদ্রশে ভবেত্তস্য চতুর্থঃ কস্য বহিনী ।
 ষষ্ঠমস্ত্রেণ সংযুক্তঃ কলাবিন্দুসমম্বিতঃ ॥ ১৮

চণ্ডিকার ধ্যান করিয়া বিভূতির নিমিত্ত সর্বদাই পতিব্রতা ভাষ্যার ষড়্ রক্ষা করিবে । ৮

যখন কেহ কোনরূপ শাস্তিপৌষ্টিক অথবা পূর্ত কর্ম করিবে, তখন উহা দেবীকে সমর্পণ করিয়া উৎসব করিবে । ৯

যখন ভৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য গীত শ্রবণ করিবে, তখন উহা দেবীকে নিবেদন করিয়াই নিজে উপভোগ করিবে । ১০

যে কোন অলঙ্কার, বস্ত্র অথবা চন্দন, আপনার শরীরে ধারণ করিবে, এই ধারণ করিবার সময় মনে মনে মস্ত্রেণ স্থান করিবে । ১১

ব্যায়ামেই হউক, বিধানৈই হউক, সভাতেই হউক, জলেই হউক, আর স্থলেই হউক—যেখানেই গমন করুন না কেন, গমন করিবার সময় দেবীকে শ্রবণ করিবে । ১২

পূজাকালে যে সকল কার্যের আবশ্যক হয়, যন্ত পূর্বেই সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। পূজনের অঙ্গীভূত কর্ম যদি যন্তুহীন হয় তবে উহা নিষ্ফল হয় । ১৩

হে ভৈরব । পূজার অঙ্গীভূত কোন কর্ম যদি যন্ত উক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নৈবেদ্যালোকমস্ত্রে দ্বারা উহার অনুষ্ঠান করিবে । ১৪

ইষ্টমন্ত্র দ্বারা উহার মণ্ডলে দেবীর স্থান করিবে, পূজার অবসান হইলে এই মণ্ডল মুছিয়া উহা দ্বারা তিলক করিবে । ১৫-১৬

বলিদানে ধর্মকামার্থদায়ী সর্ববশ মন্ত্রদ্বারা বলিচ্ছেদ করিয়া ষড়্গাটস্থ রুধির দ্বারা এই সর্ববশ মন্ত্র দ্বারা নিজের ললাটে তিলক করিবে । ১৭

অথোপাস্তৃককারান্তঃ সপদোহপি তথা পুনঃ ।
 নির্মোহীতি ইত্যাদতঃ^১ তূৰ্ব্বো বিঘ্নসংজিনা ॥ ১৯
 তৃতীয়বর্ণ-প্রান্তেন তৃতীয়-ঘরসংজিনা ।
 পুরিতান্তো বিঘ্নবর্ণস্তথা তাদিচতুৰ্থকঃ^২ ॥ ২০
 যত্রো দ্বিতীয়ন্ত তথা কোত্তলকঃ পুরসংজিনা ।
 পুরেতি সহিতঃ সোহপি মিত্রং শত্রুঞ্চ ব্রাহ্মসঃ ।
 দক্ষপ্রজা তথা রাজা সৰ্বশাস্ত্র ইতি স্তুতঃ ॥ ২১
 বিনাপি পূজনং কুর্যাদ্ যো রহস্তিলকং নরঃ ।
 যন্ত্ৰেণানেন সত্ততং সৰ্বং তস্য বশে ভবেৎ ॥ ২২
 রাজা বা রাজপুত্রো বা জিহো বা বক্রাক্ষসঃ ।
 সৰ্বং তস্য বশং যান্তি ভূতগ্ৰামাক্তুবিধাঃ ॥ ২৩
 প্রবাসে পথি বা হর্গে স্থানাপ্রান্তৌ জলেহপি বা ॥ ২৪
 কারাগারে নিবদ্ধো বা প্রায়োপবেশনতোহপি বা ।
 কুর্যাক্তত্র মহামায়াপূজাং বৈ মানসীং বুধঃ ॥ ২৫
 মনোভক্তে^৩ মনুৎপন্নৈঃ সিংহব্যাঘ্র-সমাকুলৈঃ ।
 পরচক্রাশ্বে বাপি কুর্যান্মানসপূজনম্ ॥ ২৬
 মনসা হৃদযন্ত্যন্ত ধ্যাত্বা যোগাখ্যপাঠবম্ ।
 তত্রৈব পৃথিবীমধ্যে পূজাং তত্র সমাচরেৎ ॥ ২৭
 মৈত্রং প্রসাধনং জ্ঞানং দত্তধাবনকৰ্ম বৈ ।
 অশ্রুত সৰ্বং মনসা কৃত্বা কুর্যাক্ত পূজনম্ ॥ ২৮

এইরূপ তিলক খারণ করিলে অগৎ তাহার বশীভূত হয় ; ক-বর্ণের চতুর্থ বর্ণ, বক্রি, বষ্ট স্বর অর্ক চক্র ও বিন্দুযুক্ত, উপান্ত এইরূপ ককারান্ত, উপান্তের পরবর্ণও ঐরূপ, উহা নির্মোহী (বিমোহী) টকারের চতুর্থ বর্ণ যরঘর যুক্ত তৃতীয় বর্ণ প্রান্তে যার, এইরূপ তৃতীয় ঘরে আছে পুরিত, হইয়া দ্বিতাবর্ধ এবং ব হইতে চতুর্থ বর্ণ দ্বিতীয় স্বর, তাহার পর পুর সহিত কোত্ত লক এইরূপ মন্ত্র মিত্র, শত্রু, ব্রাহ্মস, বক্র, প্রজা এবং রাজাক্রমে স্তুত হইয়াছে । ১৮-২১

যদি মনুষ্য পূজা না করিয়াও এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্বদা তিলক করে, তাহা হইলে সকল বস্তু তাহার বশীভূত হয় । ২২

রাজা, রাজপুত্র, স্ত্রী, বক্র, ব্রাহ্মস এবং চতুর্বিধ ভূতযোনি—ইহারা সকলে সর্বদা তাহার বশীভূত হয় । ২৩

প্রবাসে, পথে, হর্গম স্থানে, স্থানের অলান্তে, জলে, কারাগারে, নিক- দ্বাবস্থায় এবং প্রায়োপবেশনে অবস্থার জ্ঞানী মনুষ্য মহামায়ার মানসী পূজা করিবে । ২৪-২৫

কোনরূপ মনের প্রীতি উৎপন্ন হইলে, সিংহব্যাঘ্র-সমাকুলস্থানে, কিংবা পর- চক্র মধ্যে গমন করিয়া মানস পূজা করিবে । ২৬

মনে মনে হৃদয়ের মধ্যে যোগশীঠের বাণ করিয়া সেই যোগশীঠেই পৃথিবী মধ্যে পূজার আনুষ্ঠান করিবে । ২৭

১। ঔকারত—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। তাদিচতুৰ্থকঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। মনভক্তৌ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

পশ্চাৎ পুষ্পাদিভিঃ পূজা বহির্দেশে বিধীয়তে ।
 তথা ক্ষুদ্রপি কৰ্ত্তব্য সৰ্বাশ্চ প্রতিপত্তয়ঃ ॥ ২৯
 অষ্টম্যাহ সত্ততং দেবীসাক্ষকঃ স্থানং সদা ব্রতী ।
 নবম্যাহ তথা পূজা কৰ্ত্তব্য নিজশোণিতৈঃ ॥ ৩০
 লিঙ্গস্থানং পূজয়েদেবীং পুস্তকস্থানং তথৈব চ ।
 স্থতিলস্থানং মহাবায়ানং পাহুকাপ্রতিমাসু চ ॥ ৩১
 চিত্রে চ ত্রিশিখ্রে খড়্গে ফলস্থানং বাপি পূজয়েৎ ।
 পক্ষাদশস্থলং খড়্গং ত্রিশিখরং ত্রিশূলকম্ ॥ ৩২
 শিলাস্থানং পৰ্বতস্থানে তথা পৰ্বতগহ্বরে ।
 দেবীং সম্পূজয়েন্নিত্যং শুভিশ্রদ্ধাসমম্মিতঃ ॥ ৩৩
 বারানশ্চানং সদা পূজা সম্পূর্ণফলদায়িনী ।
 তত্তত্তদ্ভিঃ পূজা প্রোক্তা পুরুষোত্তমসম্মিতৌ ॥ ৩৪
 ততোহপি দ্বিগুণা প্রোক্তা দ্বারাবত্যাং বিশেষতঃ ।
 সৰ্বকৈত্রেয়্যু তীৰ্থে পূজা দ্বারাবতীসমা ॥ ৩৫
 বিদ্যে শতগুণা প্রোক্তা গঙ্গায়ায়পি তংসমা ।
 আৰ্য্যাবৰ্ত্তে মধ্যদেশে ব্রহ্মাবৰ্ত্তে তথৈব চ ॥ ৩৬
 বিদ্যাযং ফলদা পূজা প্রয়াগে পুষ্করে তথা ।
 তত্তত্তত্তুগুণা প্রোক্তা করতোয়ানদীজলে ॥ ৩৭

মৈত্র অর্থাৎ পূরীকৃত্যাপ, প্রসাধন, স্নান, দস্তধাবন এবং অন্যান্য শুদ্ধিকারক
 কৰ্ম সকল যনে যনে সম্পাদন করিয়া পূজা করিবে । ২৮

পুষ্পাদিহারা যেরূপ রীতিতে বাহ্যিক পূজার অনুষ্ঠান করা হয়, মালনিক
 পূজাতেও সেই সমুদয় রীতির অনুসরণ কর্তব্য । ২৯

সাধক, প্রতি অষ্টমীতেই দেবীর পূজা করিবে এবং নবমীর দিবস আপনার
 শোণিতদ্বারা দেবীর পূজা করিবে । ৩০

কোনরূপ লিঙ্গ, পুস্তক বা স্থতিলস্থিত মহাবায়ার পূজা করিবে, তাঁহার
 পাহুকাবয় বা প্রতিমা কল্পনা করিয়া তাহাতে তাঁহার পূজা করিবে । ৩১

খড়্গ বা ত্রিশিখ—চিত্রিত করিয়া তাহাতে দেবীর পূজা করিবে, অথবা
 জলে দেবীর পূজা করিবে । ‘খড়্গ’ পঞ্চদশাঙ্গুলি পরিমিত এবং ‘ত্রিশিখ’
 বলিতে ত্রিশূল বুঝিতে হইবে । ৩২

বশুস্ত—শুভি ও অক্ষায়ুক্ত হইয়া শিলায়, পৰ্বতের অগ্রভাগে, পৰ্বতের
 গহ্বরে, নিত্য দেবীর পূজা করিবে । ৩৩

বারানসীতে দেবীর আরাধনা করিলে সম্পূর্ণ ফললাভ হয়, আর পুরুষো-
 ত্তমের নিকটে পূজা করিলে তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ ফল হয় । ৩৪

বিশেষতঃ দ্বারাবতীতে পূজা করিলে পূৰ্ব্বোপেক্ষাও দ্বিগুণ ফল হয় ।
 নিখিলকৈত্রে ও তীৰ্থে পূজা করিলে দ্বারাবতীর সমান ফল হয় । ৩৫

বিদ্যাচলে দেবীর পূজা করিলে শতগুণ ফললাভ হয়, গঙ্গাতীরেও একরূপ
 আৰ্য্যাবৰ্ত্তের মধ্যদেশ এবং ব্রহ্মাবৰ্ত্তে পূজা করিলেও উক্তরূপ ফললাভ হয় ।

৩৬

তদ্ব্যক্তত্বং ফলং নক্ষিকুণ্ডে চ ভৈরব ।
 তদ্ব্যক্তত্বং প্রোক্তাঃ কল্পিষ্যেৎ পরমিতো ॥ ৩৮
 তত্র সিংহেশ্বরীযোনৌ ততোহপি বিত্তপা শ্রুতা ।
 তদ্ব্যক্তত্বং প্রোক্তা লৌহিত্যানবপাখসি ॥ ৩৯
 তৎসমা কারুণ্যে তু সৰ্বত্বেষু ফলে ফলে ।
 সৰ্বত্বেষ্ঠো যথা বিষ্ণুর্নক্ষীঃ সৰ্বোত্তমা যথা ।
 দেবীপূজা তথা লক্ষ্যঃ কামরূপে মুরালিবে ॥ ৪০
 দেবীকৈত্রং কামরূপং বিশতেহুত্তরং তৎসমম্ ॥ ৪১
 অন্তরং বিবলং দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে ।
 ততঃ শতত্বং প্রোক্তা নীলকুটমন্তকে ॥ ৪২
 ততোহপি বিত্তপা প্রোক্তা হৈরুক শিবলিঙ্গকে ॥
 ততোহপি বিত্তপা প্রোক্তা শৈলপুত্রাদিবোনিষু ॥ ৪৩
 ততঃ শতত্বং প্রোক্তা কামাখ্যাযোনিমন্তলে ।
 কামাখ্যায়াঃ মহামায়াপূজাঃ যঃ কৃতবান্ স কুৎ ॥ ৪৪
 স চেহ লভতে কামান্ পরম শিবরূপভাদ্ ।
 ন তত্ সৃশোহুত্তোহন্তি কৃত্যং তত্ ন বিদ্যতে ॥ ৪৫
 বাহিত্তার্থমখ্যাপ্যেহ চিরাধ্বরতিজায়তে ।
 বায়োদ্রিষ গতিস্তত্ ভবেদগৈরবাধিতা ॥ ৪৬

বিদ্যাচলে পূজা করিলে যেহুগ ফল, প্রয়াগ ও পুন্ডরে পূজা করিলেও সেই
 ফল ফল লাভ হয় । কিন্তু করতোয়া নদীর জলে পূজা করিলে উহা অপেক্ষাও
 চতুর্গুণ ফল হয় । ৩৭

হে ভৈরব । নক্ষিকুণ্ডে পূজা করিলে পূর্ণাপেক্ষাও চতুর্গুণ ফল লাভ হয় ।
 ইন্দ্রশেখরসমীপে তাহা হইতেও চতুর্গুণ ফল লাভ হয় । ৩৮

সেই স্থানে সিংহেশ্বরীযোনিতে পূজা করিলে উহা অপেক্ষাও বিত্তপ ফল
 হয় এবং লৌহিত্য নদের জলে উহা অপেক্ষাও চতুর্গুণ ফল হয় । ৩৯

কামরূপে জলেই হউক, জ্বর ফলেই হউক, যেখানে পূজা করিবে, উত্তরুপ
 ফল লাভ হইবে । বিষ্ণু যেহুগ সকলের প্রেষ্ঠ, লক্ষ্মী যেমন সকলের উত্তম,
 কামরূপ দেব-মন্দিরে পূজাও সেইরূপ প্রশস্ত । ৪০

কামরূপ—দেবীর মাংকাং ক্ষেত্র, তাহার তুল্য স্থান আর নাই । অন্তর
 দেবী হুগুতা, কিন্তু কামরূপে প্রতিগৃহেই বিদ্যমান । নীলকুট পরমিতের
 মন্তকে পূজা করিলে তাহা অপেক্ষা শতত্বং ফল হয় । ৪১-৪২

হৈরুক নামক শিবলিঙ্গ পূজা করিলে তাহা অপেক্ষাও বিত্তপ ফল হয় ।
 শৈলপুত্রাদি যোনিতে পূজা করিলে পূর্ণাপেক্ষা বিত্তপ ফল হয় । ৪৩

কামাখ্যাযোনিতে পূজা করিলে তদপেক্ষাও শতত্বং ফল লাভ হয় । যে
 মনুষ্য, কামাখ্যায় একবার মহামায়া পূজা করে, সে ইহলোকে সমুদয়
 অভিলষিত অর্থাৎ এবং পরকালে শিব-সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় । তাহার সন্থ আর
 কেহ নাই এবং তাহার কোন কৃত্যও নাই । ৪৪-৪৫

সে পীর্ণাদি হইয়া ইহলোকে বাহিত্ত অর্থাৎ সকল লাভ করিতে থাকে ।
 তাহার গতি অন্ত কর্তব্য অব্যাহিত এবং বাহুসন্থ হয় । ৪৬

সংগ্রামে শাস্ত্রবাদে বা দুর্জয়ঃ স চ জায়তে ।
 বৈষ্ণবোত্তমমন্ত্রেণ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে ॥ ৪৭
 স্কৃত্ত্ব পূজসং কৃত্বা ফলং শতগুণং লভেৎ ।
 মূলমূর্তির্মহামায়া যোমনিদ্রা অগ্নয়ী ॥ ৪৮
 তস্যাস্তু বৈষ্ণবোত্তমং মন্ত্রং প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ ।
 অম্বায়া মূর্তয়ঃ প্রোক্তাঃ শৈলপূজ্যানমোহপরীঃ ॥ ৪৯
 তস্য। এব বিভাগান্তান্তচ্ছরীরবিনির্গতাঃ ।
 নিঃসরন্তি যথা নিত্যং সূর্য্যবিদ্বান্ মরীচয়ঃ ॥ ৫০
 দেব্যান্তথোৎপত্তানি মহামায়াশরীরতঃ ।
 তামামেবাকরূপাণি যজ্ঞব্যানি ময়া তব ॥ ৫১
 একৈব তু মহামায়া কার্যার্থং ভিন্নভাৱং গতা ।
 কামাখ্যা তু মহামায়া মূলমূর্তিঃ প্রণীয়তে ॥ ৫২
 পীঠৈর্ভিন্নাশ্রয়া সা তু বহাৱায়া প্রণীয়তে ।
 এক এব যথা বিষ্ণুনিত্যত্বাদি সনাতনঃ ॥ ৫৩
 জনানামর্দনায় মোহনি জনার্দন ইতি ক্রীতঃ ।
 তথৈব সা মহামায়া কার্যার্থং সঙ্গতা গিরৌ ।
 কামাখ্যোতি সদা দেবৈর্গচ্ছতে সত্ততং নরৈঃ ॥ ৫৪
 যথা হি পুরুষঃ কোহপি ক্ষত্রী ক্ষত্রগ্রহান্তবেৎ ।
 রাপকঃ সানকালে বৈ কামাখ্যাপি তথাশ্রয়া ॥ ৫৫
 মহামায়াশরীরন্ত কার্যার্থং সমুপস্থিতম্ ।
 লোহিতৈঃ কুঙ্কমৈঃ পীতং কামাখ্যমুপযোজিতৈঃ ॥ ৫৬

সে স্বয়ং যুদ্ধে ও শাস্ত্রের তর্কে অজয় হইয়া । বৈষ্ণব উত্তমমন্ত্র দ্বারা কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে একবারমাত্র পূজা করিয়া শত গুণ ফল লাভ করে । অগ্নয়ী যোমনিদ্রা মহামায়া মূল-মূর্তিরূপ । ৪৭-৪৮

বৈষ্ণবোত্তম, তাঁহার মন্ত্র ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । শৈল-পুত্রী আদি সমুদয় ইহারই মূর্তিতেম । ৪৯

ইহার শরীর হইতে বিনির্গত অংশ ব্রহ্মণ । সূর্য্যবিহ হইতে যেক্রপ কিরণ নির্গত হয়, সেইরূপ উৎপত্তানি দেবীসকল মহামায়ার শরীর হইতে নির্গত হইয়াছে । তাঁহাদের অঙ্গমন্ত্র আমি তোমাকে বলিব । ৫০-৫১

এক মহামায়াই আপনাব ইচ্ছার নানারূপ ধারণ করিয়াছেন । কামাখ্যাই মহামায়া এবং মূল মূর্তি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন । ৫২

ঐ মহামায়ার ভিন্ন ভিন্ন পীঠেও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । এইরূপ বিষ্ণু নিত্য বলিয়া সনাতন নামে অভিহিত হন । ৫৩

জননিপের অর্দন (পীড়ন) করেন বলিয়া তিনিই জনার্দন নামে অভিহিত হন । সেইরূপ এই মহামায়া লোকের অভিলাষ পূরণার্থ পর্ব্বতে সঙ্গত দেব এবং মনুষ্যগণ কর্তৃক কামাখ্যা নামে অভিহিত হন । ৫৪

যেমন কোন ব্রহ্মপুরুষ হাতে ছত্র গ্রহণ করিলে লোক তাহাকে মহী বলে, এবং তিনিই সানকালে রাপক নামে অভিহিত হন, কামাখ্যানামও সেইরূপ ।

৫৫

কামপূরণার্থ মহামায়া'র শরীরই কামাখ্যারূপে অবতীর্ণ হইয়াছে । ইনি

খড়্গাং ভ্যক্তা কামকালে সা গৃহ্যতি যজ্ঞং যযম্ ॥
 যদা তু ভ্যক্তকামা সা তদা স্যাদসিংহারিণী ॥ ৫৭
 কামকালে শিবশ্রেতে দন্তলোহিতপঙ্কজে ।
 রমতে ভ্যক্তকামা তু সিতশ্রেতোপরি স্থিতা ॥ ৫৮
 তথৈবেতদন্তো গতা সিংহস্থা কামদা ভবেৎ ।
 কদাচিৎ সা সিতশ্রেতে কদাচিত্তপঙ্কজে ।
 কদাচিৎ কেশরীপৃষ্ঠে রমতে কামরূপিণী ॥ ৫৯
 যদা লোহিতপদ্মস্থা তথাগ্রে কেশরীচরঃ ।
 যদা শ্রেতগতা দেবী তদাগ্রেহন্তং নিরীকতে ॥ ৬০
 মহামায়াস্বরূপেণ যদা সা বরদা ভবেৎ ।
 পূজাকালে তদা শ্রেতপদ্মসিংহোপরি স্থিতা ॥ ৬১
 রক্তপদ্মে যদা শ্যামেশ্বরদাগ্রে চিন্তয়েদ্ধরিম্ ।
 যদা শ্যামেশ্বরো চানন্দয়মগ্রে বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬২
 ত্রিষু শ্যামেষু যুগপৎ শ্রেতপদ্মহরৌ^১ ক্রমাৎ ।
 স্থিতেষু কামদা দেবী তেষু শ্যামেষু কামদাম্^২ ॥ ৬৩
 একৈকশ্চিন্নপি তথা যথাবচ্ছিত্তয়েচ্ছিবাম্ ।
 একা সমস্তা জগতাং প্রকৃতিঃ সা যতস্ততঃ ॥ ৬৪
 বিষ্ণুব্রহ্মাণির্দৈর্দৈবৈব ত্রিঘতে সা জগন্নয়ী ।
 সিতশ্রেতো মহাদেবো ব্রহ্মা লোহিতপঙ্কজম্ ॥ ৬৫

কামকালে খড়্গাভ্যাগ করিয়া কামার্থ নিবেদিত লোহিত কুঙ্কমদ্বারা পৌতবর্ণ^১ মালা স্বয়ং গ্রহণ করেন । যখন কাম পূর্ণ হয়, তখন ইনি পুনর্বার খড়্গ গ্রহণ করেন । ৫৬-৫৭

কামকালে সিত শ্রেতে বিন্যস্ত লোহিত পঙ্কজে রমণ করেন এবং কাম-পারিত্যাগ করিয়া শ্রেতরূপ শিবের উপর বিরাজ করেন । ৫৮

এইরূপ ইনি সিংহস্থ হইয়া ইউক্ততঃ বিচরণপূর্বক কাম প্রদান করেন । কখন সিতশ্রেতে, আর কখন বা রক্ত-পঙ্কজে অবস্থান করেন । ইনি কামরূপিণী কখন কেশরীপৃষ্ঠে বিরাজ করেন । ৫৯

পূজাকালে ইনি কখন শ্রেত, কখন পদ্ম, কখন সিংহের উপর স্থিত হন, তখন অস্তকে দেখে থাকেন । যখন তিনি মহামায়া স্বরূপে বর্তমান, তখন তিনি বরদা হন । ৬০-৬১

যখন ইহাঁকে রক্ত পদ্মে অবস্থিত ধ্যান করিবে, তখন ইহাঁর অগ্রে হরিকে চিন্তা করিবে এবং যখন ইহাঁকে সিংহস্থিত করিবে, তখন অগ্রে ব্রহ্মা এবং শিবের চিন্তা করিবে । ৬২

এককালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের ধ্যান করিলে ক্রমে পদ্ম সিংহে গমন করেন, এই তিন-মূর্ত্তি সম্মিহিত থাকিলে সেই কামদাদেবী আরও কাম-দায়িনী হন । ৬৩

ইহাঁদের এক একটিতেও শিবকে যথাযথ চিন্তা করিবে । তিনি একাই সমস্ত জগতের প্রকৃতি এবং স্থাপন-কর্ত্তা । ৬৪

১। শ্রেতে পদ্মে হরৌ ক্রমাৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। শ্যামাভিকামণা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

হরিহরিত্ত্বং বিজ্ঞেয়ং বাহনানি মহৌকসঃ ।
 স্বমূর্ত্ত্য বাহনতন্তু ভেষ্যং যস্যান্ন যুজ্যতে ॥ ৬৬
 তস্মাদ্বূর্ত্ত্যন্তরং কৃত্বা বাহনত্বং গভাক্রমঃ ।
 যস্মিন্ যস্মিন্ মহামায়া প্রীণাতি সততং শিবা ॥ ৬৭
 তেন তেনৈব রূপেণ আসনাত্তদবৎক্রমঃ ।
 সিংহোপরি স্থিতং পদং রক্তং তস্যোক্তিগঃ শবঃ ॥ ৬৮
 তস্যোপরি মহামায়া বরদাভয়দায়িনী ।
 এবং রূপেণ যো ধ্যায়া পূজয়েৎ সততং শিবাম্ ॥ ৬৯
 ব্রহ্মবিম্বশিবাত্তেন পূজিতাঃ সূর্যসংশয়ম্ ।
 এবং সদা মহামায়া কামাখ্যা চৈকরূপিণী ॥ ৭০
 ধ্যানতো রূপতো ভিন্না তস্মাত্তাং তত্র পূজয়েৎ ।
 এবং বিশেষতস্তানি তুর্গাঃ কথিতানি ধাম্ ।
 অঙ্গমস্তানি তস্মাস্তু ক্রয়তাং বরসম্ভবো ॥ ৭১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

সেই জগন্ময়ী শিবা ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব কর্তৃক ধৃত হইয়াছেন । মহাদেবই সিত-ধ্বজ, ব্রহ্মাই লোহিত পদ্মজ । ৬৫

বিষ্ণুই সিংহ, এই তিনজনই সেই মহাতেজোময়ী দেবীর বাহন । তাঁহাদের স্বয়ং মূর্ত্তিতে বাহন হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় । ৬৬

তাঁহারা অকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবীর বাহনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । মহামায়া শিবা যে যে মূর্ত্তিতে প্রীতিনাভ করেন । ৬৭

ঐ তিনজন সেই সেইরূপে বাহনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । সিংহের উপর রক্ত-পদ, তত্বপরি শিব । ৬৮

তাঁহার উপর অবস্থিত মহামায়া—বর এবং অভয় প্রদান করেন । যে সাধক এইরূপ মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া পূজা করে : তৎকর্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পূজিত হইন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । মহামায়া এবং কামাখ্যা এক । ৬৯-৭০

তথাপি ধ্যানে স্বরূপে ভিন্ন, এই নিমিত্ত কামরূপেই কামাখ্যার পূজা করিবে । তুর্গার বিশেষ তন্ত্র তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে হে রূপবৎ ! অঙ্গ যন্ত্র সকল শ্রবণ কর । ৭১

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৮

একোনষট্টিতমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অঙ্গমব্রাহ্ম্যং বক্ষ্যে চণ্ডিকার্য বিশেষতঃ ।
 যৈঃ সমাধাযিতা দেবী চতুর্ভূষণদা ভবেৎ ॥ ১
 ভাস্ব্যাস্তো যুতঃ ষষ্ঠম্বরবিম্বিন্দুবহিঃ ১ ।
 তথোপাস্তো যুতঃ স্তূতঃ স্তোত্রোক্তো বাগ্ভবমেব চ ॥ ২
 নেত্রবীজং চণ্ডিকার্যায়সমেতং প্রকৌস্তিতম্ ।
 বামলজ্জাটমাঙ্গিণ্যানেত্রেষু ত্রিতয়ং ত্রয়াং ॥ ৩
 ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সর্বদা কারণং পরম্ ।
 মম্বমেতন্মহাশুভং দুর্গাবীজমিতি শ্রুতম্ ॥ ৪
 মদ্য কাত্যায়নমুনেরাশ্রমেহু লিখৌকসাম্ ।
 তেজোভির্ধৃতিকার্যভূদেবী দেবৌষসংস্কৃতা ।
 তদা নেত্রত্রয়াদেব্য মূলমুক্তির্বিভিনঃসূতা ॥ ৫
 তেজোময়ী জগদ্ধাত্রী মহিষাসুরমর্দিনী ।
 তেজোভিঃ সর্বদেবানাং সা হৃৎকামপুরুষমম্ ॥ ৬
 অস্ত্রাণানেকাশ্রাদায় দেবৈর্দন্তানি ভাগশঃ
 সগণং সানুবদ্ধঞ্চ সমাত্যাবলবাহনম্ ।
 ত্র্যশ্রাটোঃ সংস্কৃতা দেবী জঘান মহিষাসুরম্ ॥ ৭

অঙ্গমব্রহ্মের বিশেষ বিবরণ

ভগবানু বলিলেন,—আমি শক্তি সকলের বিশেষ করিয়া চণ্ডিকার সেই অঙ্গ
 মব্রহ্ম সকলের কীর্তন করিতেছি। দেবী গৌরী ইহা দ্বারা আরাধিতা হইয়া
 চতুর্ভূষণ প্রদান করেন। ১

অন্তে ভাস্ব্য বর্ণ, ষষ্ঠ ম্বর আদি ৩ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত, কিংবা উপাস্ত পূর্বোক্ত
 বর্ণযুক্ত অথবা আদি বাগ্ভব বীজ। ২

এই তিনটি চণ্ডিকার নেত্রবীজ। এই তিনটি নেত্রবীজ যথাক্রমে বাম লজ্জাট
 এবং দক্ষিণ চক্ষুতে বিস্তৃত। ৩

ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কারণ হয়। এই মন্ত্র অতিশয় শুভ এবং
 দুর্গাবীজ নামে বিখ্যাত। ৪

যখন দেবী মহাশায়া কাত্যায়ন-মুনির আশ্রমে দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া
 দেবতাদিগের তেজে শরীর ধারণ করিয়াছেন, দেবী নেত্রত্রয় বিশিষ্ট মূল
 মূর্তিতেই অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। ৫

সেই তেজোময়ী জগদ্ধাত্রী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী নিখিল দেবগণের তেজে
 শরীর ধারণ করেন। ৬

দেবগণ কর্তৃক একে একে মন্ত্র অঙ্গসকল গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মানি দেবগণ
 কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া সগণ, সানুবদ্ধ এবং অমাত্য বল ও বাহনের সহিত বর্তমান
 মহিষাসুরকে বধ করেন। ৭

১।বম্বিন্দুবহিঃ।

স্তোত্রোক্তঃ স্তোত্রে বাহুং..... ২

হতে তু মহিষে দেবী পূজিতা ত্রিদশৈস্ততঃ ।
 অনেনৈব তু মন্ত্ৰেণ লোকে খ্যাতিঞ্চ সা গতা ॥ ৮
 ততঃ প্রভৃতি সা যুতিঃ সর্কৈঃ সর্কত্র পূজ্যতে ।
 মূলযুতিঃ মুণ্ডপ্ৰাভং বহুভাঃ খ্যাতিয়াগতা ॥ ৯
 দেবানাং বরদানেন ব্রহ্মাট্টে ক্লপযোজনাং ।
 যদ্যুতিঃ পূজ্যতে সর্কৈস্তত্র যুতিং শূনু ভৈরব ॥ ১০
 অটাকুটসমায়ুক্তামর্কেন্দুকৃচ্চশেখরাম্ ।
 লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ॥ ১১
 তন্তুকাক্ষনবর্ণাভাং মুপ্রতিষ্ঠাং মূলোচনাম্ ।
 নবযৌবনসম্পন্নাম্ সর্কান্তবর্ণভূষিতাম্ ॥ ১২
 সূচাক্ষুদ্রশনাং ভীক্কাং* পীনোন্নতপরোধরাম্ ।
 ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্ ॥ ১৩
 যুগলায়ুতসংলম্ব-দশবাহুসমবিতাম্ ।
 ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং* খড়্গাং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥ ১৪
 ভীক্কাবাণং তথা শক্তিং বাহুসংযেযু সঙ্গতাম্ ।
 খেটকং পূর্ণচাপক পাশং চাক্ষুশমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৫
 বন্টাক পরশুকাপি বামেহধঃ প্রতিযোজয়েৎ ।
 অশস্তানুহিমং তদ্বদ্বিশিরস্তং প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৬

মহিষাসুর নিহত হইলে দেবগণ এই মন্ত্র জারাই দেবীর পূজা করেন এবং সেই দেবীও লোকে সেই মহিষমর্দিনী মূর্তিতে বিখ্যাত হন । ৮

সেই অবধি সর্বত্র সেই সকল লোক সেই মূর্তিরই পূজা করে । মূল যুতি একপে অন্তর্হিত, এই মহিষমর্দিনী মূর্তিই প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ৯

দেবতানিগের বর দানহেতু এবং ব্রহ্মাদির উপযোগ হেতু ঐ মূর্তিকে সকলে পূজা করে, হে ভৈরব । আমি সেই মূর্তির বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর । ১০

মস্তকে অটাকুটসমায়ুক্ত এবং অর্দ্ধচন্দ্র শেখররূপ বিরাজমান, তিন লোচনে শোভিত এবং পূর্ণচন্দ্রতুল্য দীপ্তিমান । ১১

বর্ণের আভা তন্তুকাক্ষন তুল্য, তিনি মুপ্রতিষ্ঠিতা এবং মূলোচনা, তাঁহার শরীর সম্বন্ধে যৌবন সম্পন্ন এবং সকল আভরণে বিভূষিত । ১২

দন্তগুলি অতি মনোহর, স্তনদ্বয় পীন এবং উন্নত, তাঁহার শরীরসংস্থান ত্রিভঙ্গক্রমে এবং মহিষমর্দিনী । ১৩

যুগল-সদৃশ কোমল অথচ আকৃত দশবাহুযুক্ত, ঐ দশ বাহুর মধ্যে দক্ষিণ পাঁচ বাহুতে বধাক্রমে এই সকল অস্ত্র আছে—দক্ষিণের সর্বোপরি ত্রিশূল, তাহার নীচে ক্রমে ক্রমে খড়্গ, চক্র । ১৪

ভীক্কাবাণ এবং শক্তি ; পাঁচ বাম বাহুতেও বধোর্ধ্ব খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ ও অক্ষুশ । ১৫

অবহ বাহুতে বন্টা বা পরশু । দেবীর নীচে দ্বিপ্রশির মহিষ দেখিতে পাওয়া যায় । ১৬

১। পূর্ণেন্দু—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। তথ্য—।

৩। ধ্যেয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

শিরশ্ছেদাশ্চবৎ তদ্বদানবুং খড়্গপাণিনম্ ।
 হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্ঘাস্ত্রাবিভূষিতম্ । ১৭
 রক্তরক্তীকৃতাসকঃ^১ রক্তবিন্দুরিতেক্ষণম্ ।
 হেষ্টিতং নাশপাশেন কুকুটীকুটিলাননম্ । ১৮
 সপাশবানহন্তেন ধৃতকেশকঃ স্তম্ভগা ।
 ব্রহ্মকথিরবজ্রক দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ । ১৯
 দেব্যাস্ত দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্ ।
 কিকিৰুচ্ছৎ তথা বামমস্তৃষ্টং মহিষোপরি । ২০
 উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনারিকা ।
 চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চামুণ্ডা চণ্ডিকা তথা । ২১
 আভিঃ শক্তিতির্য্যোভিঃ সত্তজঃ পরিবেষ্টিতাম্ ।
 চিত্তয়েৎ সত্ততং দেবীং বর্ষ্যকামার্থমোক্ষনাম্ । ২২
 এতস্তান্শাস্ত্রমস্ত্রস্ত হৃগ্যামস্ত্রমিতি কৃতম্ ।
 হৃগ্যৈকমনা ভূত্বা বর্ষ্যকামার্থসাধনম্ । ২৩
 বহিঃস্বার্থ্য্যঃ স্বরঃ সঠো^২ হস্তঃ প্রোক্তোহগ্নিরেব চ ।
 হৃগ্যাদিরিতি সোক্তারং হৃগ্যামস্ত্রমিতি^৩ কৃতম্ । ২৪
 যবৌ মকরশাশিহ্নে যা ভবেৎ সিতপঙ্কমী ।
 উদ্যামনেন মন্ত্রেণ সম্পূজ্য বিধিবচ্ছিবাম্ । ২৫

মহিষের শিরশ্ছেদ হওয়ারান্তে উহা হইতে একটি খড়্গপাণি দানব উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থল শূলদ্বারা বিদ্ধ এবং সর্বশরীর মহিষের অন্ত্রে বিভূষিত। ১৭

মহিষের বক্ষে তাহার শরীর রক্তবর্ণ এবং চক্ষুর্দৃষ্ণ আয়ত্ত, নাগপাশ তাহাকে বেষ্টিত করিয়া আছে এবং তাহার মূৰ কুকুটিতে কুটিল হইয়াছে। ১৮

তাহার কেশ একত্র করিয়া হৃগ্য বাম হস্তে ধারণ করিয়াছেন। তাহার মূৰ নিচা রক্ত বমন হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় দেবী সিংহকে তাহার প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। ১৯

ঐ সিংহের উপর দেবীর দক্ষিণ পাদ বিস্তৃত, বামপাদ একটু উন্নীতাব্য-ভাবে, কিন্তু তাহার অঙ্গুষ্ঠ মহিষের উপর। ২০

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনারিকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা সর্বদা এই অষ্টশক্তিতে পরিবেষ্টিত; সেই ধর্ম, কাম, অর্থ এবং মোক্ষদাক্ষিণী দেবীকে এইরূপে সর্বদা চিন্তা করিবে। ২১-২২

এই দেবীর অস্ত্রমন্ত্রই হৃগ্যামস্ত্র নামে বিখ্যাত। ঐ ধর্ম, কাম এবং অর্থের সাধন মন্ত্রকে একমনা হইয়া আবণ কর। ২৩

অন্তে বহিঃস্বার্থ্য্য, তৎপূর্বের চণ্ডে (৭) চ কার হইতে আদি বঠস্বর (ই), তৎপূর্বের হস্ত (ক), তৎপূর্বের অগ্নি। তাহার পূর্বের হৃগ্নে হৃগ্নে এবং ওক্তার ইহাই হৃগ্যামস্ত্র নামে খ্যাত; তবেই হইল “হৃগ্নে হৃগ্নে বক্ষসি রাহা”। ২৪

সূর্য্য, মকর শাশিহ্ন হইলে যে গুরুপক্ষের পক্ষমী হইবে, তাহাতে এই মন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্বক সেই মঙ্গলময়ী দেবীকে বিধানানুসারে পূজা করিবে। ২৫

১। রক্তারক্তীকৃতাসকঃ।

২।সঠো বর্ষ্যে।

৩।স্ত্রমিতি।

শুক্লাষ্টম্যাং পুনর্দেবীং পূজয়িত্বা যথাবিধি ।
 নবম্যাং বলিদানানি প্রভুতানি সমাচরেৎ ॥ ২৬
 সঙ্কায়াম্ চ বলিং কুর্য্যান্নিজনাজাসৃগ্ধিক্তয় ।
 এবং কৃতে তু কল্যাণমুত্তমো নিত্যং প্রযোদতে ॥ ২৭
 *পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধন্তু ধনধান্যসমৃদ্ধিভিঃ ।
 দীর্ঘায়ুঃ সর্বমুভগো মোকেহ্মিন্ স চ জায়তে ॥ ২৮
 সিতাষ্টম্যাস্তু চৈত্রস্ত পুষ্পান্তংকালসমুদৈবঃ ।
 অশোষ্টকরপি যঃ কুর্য্যান্নস্ত্রৈগানেন পূজনম্ ॥ ২৯
 ন তস্য জায়তে শোকো রোগো বাপাথ দুর্গতিঃ ।
 জ্যৈষ্ঠে তু শুক্লপক্ষস্য অষ্টম্যাং সমুপোষিতঃ ॥ ৩০
 নবম্যাং সতির্নৈরমৈর্ঘাবকৈরথ মোদকৈঃ ।
 ক্ষীরৈরাষ্টকান্তথা ক্ষৌদ্রৈঃ শর্করাভিঃ সপিষ্টকৈঃ ॥ ৩১
 নানাপশুনাং কৃষিৈর্মাতৈসরপি চ পূজয়েৎ ।
 ততো দশম্যাং শুক্লাদশম্যস্তিত্ত তিলমিশ্রিতৈঃ ॥ ৩২
 দুর্গাতন্ত্রেণ যন্ত্রেণ দ্বাত্তবামজ্জলিত্রয়ম্ ।
 এবং কৃতে দশম্যাস্তু যৎপাপং দশজন্মভিঃ ॥ ৩৩
 কৃতং তৎপ্রলয়ং যাতি দীর্ঘায়ুরপি জায়তে ।
 আষাঢ়ে শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশমী জীবনম্ চ ॥ ৩৪
 পবিত্রারোপণং কুর্যাদ্বেবীপ্রীতিকরং পরম্ ।
 দুর্গাতন্ত্রেণ যন্ত্রেণ দুর্গাবীজেন ভৈরব ॥ ৩৫

তাহার পর সেই মহাদেবীকে শুক্ল অষ্টমীতে যথাবিধি পূজা করিয়া নবমীর দিবস প্রভুত বলিদান করিবে । ২৬

সঙ্কাকালে আগমার গাত্রের রক্তে প্রলিত বলি প্রদান করিবে । এইরূপ করিলে নিত্য কল্যাণমুক্ত হইয়া প্রমুদিত হয় । ২৭

পুত্র, পৌত্র, ধন ও ধান্যে সম্পূর্ণ হয় এবং দীর্ঘায়ু হইয়া ইহলোকে শুভ প্রাপ্ত হয় । ২৮

চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে তৎকাল-সমুত্ত অগ্ন্যাশ্র পুষ্প এবং অশোক পুষ্পদ্বারা এই যন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যে দেবীর পূজা করে, তাহার শোক রোগ অথবা কোনরূপ দুর্গতি হয় না । ২৯

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে অষ্টমীতে উপবাসী হইয়া নবমীর দিন, তিল রম্য দ্রব্যক, মোদক, ক্ষীর, আঙ্গা, মধু, শর্করা, পিষ্টক, নানাবিধ গুড় কৃষির ও মাংস দ্বারা পূজা করিবে । ৩০-৩১

তাহার পর শুক্লাদশমীতে তিলমিশ্রিত জল দ্বারা এই দুর্গাতন্ত্র যন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক তিনবার অঞ্জলি দান করিবে । ৩২

দশমীর দিন এইরূপ করিলে দশজন্মার্জিত দাবতীয় পাপের নাশ হয় এবং সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হয় । ৩৩

আষাঢ় ও জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীর দিবস দেবীর পরম প্রীতিকর পবিত্রারোহণ করিবে । ৩৪

* ন তস্য জায়তে শোকো ন চ মারী প্রজায়তে—ইত্যর্থিকঃ পাঠঃ দৃশ্যতে ।

বৈষ্ণবীভক্ত্যবল্লেন পবিত্রারোপণং চরেৎ ।

বিশেষাচ্ছাবণং^১ শ্রোণ্য দেব্যাঃ কুর্য্যাৎ পবিত্রকম্ ॥ ৩৬

সার্ক্যেযামেব দেবানাং পবিত্রারোপণং চরেৎ ।

আখাড়ে জাবণে বাপি সংবৎসরফলপ্রদম্ ॥ ৩৭

প্রতিপদ্বনদশোক্তা পবিত্রারোপণে তিথিঃ ।

দ্বিতীয়া তু ত্রিয়ো দেব্যাতিথীনাযুক্তমা স্মৃতা ॥ ৩৮

তৃতীয়া ভবতারিণীভাস্তুর্থা তৎস্মৃত্য চ ।

পঞ্চমী সোমরাজস্তু ষষ্ঠী প্রোক্তা গুহস্য চ ॥ ৩৯

সপ্তমী ভাস্করশোক্তা দ্বর্গায়াশ্চ তথ্যষ্টমী ।

নাত কাং নবমী প্রোক্তা বাসুকৈর্দশমী যতা ॥ ৪০

একাদশী ঋষীগাং দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ ।

ত্রয়োদশী ত্রনঙ্গস্য যম চৈব চতুর্দশী ॥ ৪১

অশ্বশো দিকৃপতীনাং পৌর্ণমাসী তিথির্মতা ।

পবিত্রারোপণং যো বৈ দেবানাং ন সমাচরেৎ ॥ ৪২

তস্য সাংবৎসরীপূজাকলং হরতি কেশবঃ ।

তন্মাদ্ বহুৈন কর্তব্যং পবিত্রারোপণং পরম্ ॥ ৪৩

কৃতে বহুফলপ্রাপ্তিস্তংপূজা সফলা ভবেৎ ।

পবিত্রং যেন সূত্রেণ যথা কার্যং বিজানতা ।

তচ্ছৃণু প্রমাণন্ত স্বচনাস্তম ভৈরব ॥ ৪৪

উক্ত দ্বর্গাভ্যন্তর যন্ত্রদ্বারা পবিত্রারোহণ করিবে। বিশেষতঃ জ্বৰণা হইতে দেবীর পবিত্র নির্মাণ করিবে। ৩৬

আখাড় বা জ্বৰণ মাসে সমুদয় দেবতারই পবিত্রারোহণ করিবে, তাহা হইলে সংবৎসর শুভ ফল হইবে ৩৬

ধনদ অর্থাৎ কুবেরের পবিত্রারোহণের জন্ত প্রতিপৎ তিথি উক্ত হইয়াছে এবং তিথির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিথি দ্বিতীয়া লক্ষ্মীদেবীর পবিত্রারোহণে উক্ত ৩৭-৪৮

ভবতারিণী (ভামিনী) দেবীর তৃতীয়া এবং তাহার পুত্রের চতুর্থী। সোম-রাজের পঞ্চমী এবং কার্তিকেয়ের ষষ্ঠী ৩৯

ভাস্করের সপ্তমী, দ্বর্গার অষ্টমী, মাতৃকাদিগের নবমী এবং বাসুকির জন্ত দশমী নির্দিষ্ট ৪০

ঋষিদিগের পবিত্রারোহণের জন্ত একাদশী শ্রেষ্ঠ তিথি, চক্রপাণির জন্ত দ্বাদশী, অশ্বকির ত্রয়োদশী এবং আমার চতুর্দশী ৪১

অশ্বা এবং দিকৃপালগণের পবিত্রারোহণ নিমিত্ত পৌর্ণমাসী তিথি নির্দিষ্ট। যে যন্ত্র দেবতাগণের পবিত্রারোহণ কার্যের অনুষ্ঠান না করে, কেশব তাহার সংবৎসরকৃত পূজার ফল হরণ করেন। এই নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ পবিত্রারোহণ কার্য যত্নপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে। ৪২-৪৩

এই পবিত্রারোহণ কার্য করিলে, অনেক লাভ হয় এবং পূজা সফল হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি যে যন্ত্রদ্বারা পবিত্র নির্মাণ করিবে, হে ভৈরব! আখার কথামত তাহা জ্বৰণ কর। ৪৪

১। জ্বৰণারভ্য—ইতি পাঠান্তরম্।

প্রথমং কর্তৃসূত্রং পদ্যসূত্রং ততঃ পরম্ । ৪৫
 ততঃ কোমং সুপুণ্যং স্থাৎ কার্ণাসকমন্তঃ পরম্ ।
 পট্টসূত্রং তদ্বাক্তেন পবিত্রানি ন কারয়েৎ ॥ ৪৬
 বিচিত্রানি পবিত্রানি কর্তব্যানি তু যত্নতঃ ।
 গন্ধমাল্যৈঃ সুরভিভী রচিতানি যথোচিতম্ ॥ ৪৭
 কণ্ঠা চ কর্তব্যেৎ সূত্রং প্রমদা চ পতিব্রতা ।
 বিধবা সাধুশীলা বা হুঃখশীলা ন কর্তয়েৎ ॥ ৪৮
 বৎসৃচিভিন্নং দম্বকং ভক্ষ্যধূমাভিগুষ্ঠিতম্ ।
 ভক্ষ্যর্জুনৈঃ যত্নেন সূত্রমগ্নিন্ পবিত্রকে ॥ ৪৯
 উপযুক্তং চাখুজ্জ্বলং মদুরক্তাদিদৃষিতম্ ।
 মলিনং নীলরক্তকং প্রযাত্ত্বেন বিবর্জয়েৎ ॥ ৫০
 সূত্রৈঃ পবিত্রং কুর্ক্বীত কনিষ্ঠৌত্তমমধ্যমম্ ।
 কনিষ্ঠং যৎ পবিত্রকং মণ্ডবিংশতিতুল্যভিঃ ॥ ৫১
 মর্ত্যলোকৈক যশঃ কীৰ্ত্তিঃ সুখসৌভাগ্যবর্ধনম্ ।
 চতুঃপঞ্চাশত্যা প্রোক্তং তত্ত্বনাং মধ্যমং পরম্ ॥ ৫২
 দিব্যাভোগাবহং পুণ্যং স্বর্গমোকপ্রদায়কম্ ।
 উত্তমকৈব তত্ত্বনাম্যেচৌত্তরশতেন বৈ ॥ ৫৩
 তদ্বদ্বা তু মহাদেবৈব্য শিবসামুদ্যমাগ্নুদ্বাৎ ।
 উত্তমং বাসুদেবায় দদ্যাদ্ যদি পবিত্রকম্ ॥ ৫৪
 তদা যাতি হরের্বৌকং সাধকো নাত্ত সংশয়ঃ ।
 অচৌত্তরসহস্রকং বভ্রুমালেতি গীয়তে ॥ ৫৫

প্রথমে কর্তৃসূত্র, তাহার পর পদ্য সূত্র, অনন্তর সুপবিত্র কোম, তদভাবে কার্ণাস । পট্টসূত্র এবং অন্যান্য সূত্র দ্বারা পবিত্র নির্মাণ করিবে না । ৪৫-৪৬
 পবিত্র সকল বস্ত্রপূর্বক বিচিত্ররূপে নির্মাণ করিবে এবং গন্ধ ও সুরভি-
 মাল্যদ্বারা পবিত্রদিগের যথোচিত অর্জনা করিবে । ৪৭
 কণ্ঠা অথবা পতিব্রতা সচ্চরিত্রা প্রমদা, পবিত্রের সূত্র কর্তন করিবে ; বিধবা
 হুঃখশীলা রমণী পবিত্রের সূত্র কর্তন করিবে না । ৪৮
 সৃচিভিন্ন, দম্ব ভক্ষ্য বা ধূম দ্বারা অবগুষ্ঠিত—এইরূপ সূত্র পবিত্রনির্মাণ
 বিষয়ে বস্ত্রপূর্বক ত্যাগ করিবে । ৪৯
 উপযুক্ত, সুখিকরক, মধো রক্তাদি দ্বারা দৃষিত, মলিন এবং নীলি-রাগযুক্ত
 এই সকল সূত্র বস্ত্রপূর্বক পরিত্যাগ করিবে । ৫০
 সূত্র দ্বারা কনিষ্ঠ, উত্তম এবং মধ্যম এই তিন প্রকার পবিত্র নির্মাণ
 করিবে । সাতাইশ খেয়া সূত্রদ্বারা যে পবিত্র প্রস্তুত হয়, উহা কনিষ্ঠ । ৫১
 চুয়ার খেয়া সূত্র দ্বারা বাহা নির্মিত হয় উহা মধ্যম এবং মর্ত্যলোকে যশঃ,
 কীৰ্ত্তি, সুখ এবং সৌভাগ্যের বর্ধন । এক শত আট খেয়া সূত্রদ্বারা বাহা
 নির্মিত হয়, তাহার নাম উত্তম । ৫২-৫৩
 উহা দিব্যাভোগের উৎপাদক পবিত্র, স্বর্গ ও মোক্ষের সাধক ; এই উত্তম -
 পবিত্র মহাদেবীকে দান করিয়া মনুষ্য শিবের সামুদ্য প্রাপ্ত হয় । সাধক, যদি
 বাসুদেবকে উত্তম পবিত্র দান করে, তাহা হইলে সে বিষ্ণুলোকে গমন করে, সে
 বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ৫৪-৫৫

পবিত্রম্ মহাদেবীয়া ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ।
 বৃত্তমালায় যো যজ্ঞোহাহাদেবীয়া পবিত্রকম্ ॥ ৫৬
 কল্পকাটিনহস্তানি গর্ভে হিণী নিবেণ ভবেৎ ।
 এতদ্ নাগহারীনাং শতম্ পবিত্রকম্ ॥ ৫৭
 অষ্টোত্তরসহস্রেন তত্ত্বনা মুনোহরম্ ।
 যঃ প্রযজতি মন্ত্রম্ ক যাবান্ততসকরঃ ॥ ৫৮
 তাবৎকল্পসহস্রানি যঃ লোক প্রমোদতে ।
 অষ্টোত্তরসহস্রেন বনমালা হরেঃ স্মৃতা ॥ ৫৯
 তত্ত্বনাং তত্ব দানেন বিমুক্তসামুদ্রমাগ্নুতাৎ ।
 যঃ কনিষ্ঠঃ পবিত্রম্ নাতিমাত্তং ভবেচ্ছা ৬০
 শাসনগ্রন্থিসংযুক্তমাত্তমানেন যোজয়েৎ ।
 উক্তপ্রমাণং যথ্যং তাহ গ্রন্থীনাং তত্র যোজয়েৎ ॥ ৬১
 তত্ত্বসিংগতিমপ্যত মানমাখন এব চ ॥ ৬২
 পবিত্রমুক্তমং প্রোক্তং জ্যানুসাত্তম্ ভৈরব ।
 মট্রিঃ শতম্ গ্রন্থীনাং যোজয়েদাত্তমানতঃ
 শতমষ্টোত্তরং কার্যং গ্রন্থীনাং সুবিধানতঃ ॥ ৬৩
 নাগহারীস্বরং তদনন্তম্ চ বিধানতঃ ।
 পবিত্রং ক্রিয়তে যেন সূত্রেণ প্রবৃত্তং পুরঃ ॥ ৬৪
 তদনন্তমসূত্রেণ কর্তব্যং লক্ষণান্বিতা ।
 গ্রন্থিঃ সগুণিঃ কৃষাণেষ্টেইনন্ত কনিষ্ঠকে ॥ ৬৫

অষ্টোত্তরসহস্র সূত্র দ্বারা নির্মিত পবিত্রকে বৃত্তমালা বলে । এইরূপ পবিত্র
 মহাদেবীর প্রতি ভক্তি ও মুক্তিপ্রদায়ক ॥ ৫৬

যে মনুষ্য মহাদেবীকে বৃত্তমালাসংজ্ঞক পবিত্র প্রদান করে, সে কোটি সহস্র
 কল্প গর্ভে থাকিয়া অন্তে শিবত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৭

এইরূপ অষ্টোত্তর সহস্র তত্ত্বদ্বারা মহাদেবীর নিমিত্ত যে মনোহর পবিত্র
 নির্মিত হয়, উহাকে নাগ-হার বলে ॥ ৫৮

যে মনুষ্য এইরূপ পবিত্র আত্মাকে দান করে, সে শতগুলি সূত্রদ্বারা ঐ
 পবিত্র নির্মিত হইয়াছে, তত্ব সহস্র কল্প আশ্রয় লোকে প্রমুদিত হয় ॥ ৫৯

এইরূপ অষ্টোত্তর সহস্র তত্ত্ব দ্বারা হরির নিমিত্ত যে পবিত্র নির্মিত হয়,
 তাহার বনমালা ; তাহা প্রদান করিলে বিমুক্ত-সামুদ্র্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৬০

পূর্বে যে কনিষ্ঠ মায়ে পবিত্র উক্ত হইয়াছে, উহাকে নাতি পর্যন্ত লক্ষমান
 এবং আশ্রয় পরিমাণ অনুসারে শাসন গ্রন্থি-যুক্ত করিবে ॥ ৬১

যথায় পবিত্রও উক্ত পর্যন্ত লক্ষমান, উহাকে আশ্রয়পরিমাণানুসারে চতুর্বিংশতি
 গ্রন্থিযুক্ত করিবে ॥ ৬২

যে ভৈরব । উক্ত পবিত্র জ্যানু পর্যন্ত লক্ষমান, উহাকেও আশ্রয়পরিমাণানু-
 সারে শতম্ গ্রন্থি যুক্ত করা কর্তব্য ॥ ৬৩

নাগহার-নামক পবিত্রে যথাবিধি অষ্টোত্তর শত গ্রন্থি করা কর্তব্য ।
 তাদৃশ আর যে সকল পবিত্র উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়েও ঐ পরিমাণে গ্রন্থি
 করিবে ॥ ৬৪

যেসকল সূত্র দ্বারা পবিত্র নির্মাণ করা হইবে, গ্রন্থি স্তম্ভ তাহার অন্তর্গত

দ্বিতীয়মধ্যমে কুর্য্যান্ত্রিংশৈরুত্তমৈ তথা ।
 অধিবাস্য পবিত্রাণি পূর্বস্মিন্ দিবসে ততঃ ॥ ৬৬
 যজ্ঞশাসং পবিত্রে তু কুর্য্যান্ত্রয়োপবেদহনি ।
 হুগীৰীকেন যজ্ঞেণ যজ্ঞশাসং বিজ্ঞশরৈঃ ॥ ৬৭
 বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ কুর্য্যারণ্যে চ ভৈরব ।
 প্রতিগ্রহি স্বয়ং কুর্য্যাম্রজ্ঞশাসং বিচক্ষণঃ ॥ ৬৮
 অকুষ্ঠাগ্রেণ কপনং মালায়ামিহ ভৈরব ।
 বাবডো গ্রন্থশর্চাজ ত্রিকটোব চ সমাসেৎ ॥ ৬৯
 যজ্ঞাণি তন্ত তেন স্তাদেবাজ্ঞোপনিযোজনম্ ।
 হুগীতন্ত্রেণ যজ্ঞেণ তত্ত্বশাসন্ত কারয়েৎ ॥ ৭০
 একত্র শৃঙ্গা সকলং যজ্ঞপাত্রে পবিত্রকম্ ।
 তস্মিন্ নিধায় গন্ধাদি পুষ্পানি চ সুশোভনম্ ॥ ৭১
 তত্ত্বশাসং ততঃ কুর্য্যাদমূল্যমগ্রেণ ভৈরব ।
 বিষ্ণোস্ত মূলমন্ত্রেণ তত্ত্বশাসন্ত কারয়েৎ ।
 ইদং বিষ্ণুরিতি শ্রোক্তং যজ্ঞশাসং দ্বিজস্ত হি ॥ ৭২
 শূদ্রাণাং যজ্ঞবিগ্রাসে যজ্ঞো বৈ দ্বাদশাক্ষরঃ ।
 প্রাসাদেন তু যজ্ঞেণ তত্ত্বশাসো যম ন্যুতঃ ॥ ৭৩
 অনেন যজ্ঞশাসক দানকানেন কারয়েৎ ।
 কুঙ্কমোশীরকপুটৈশ্চন্দনাদিবিলেপনৈঃ ॥ ৭৪

সূত্র দ্বারা মূলকণাধিতরুপে নির্মাণ করিবে । কনিষ্ঠ পরিচ্ছেদে সম্ভবেষ্টনের পর একটি গ্রন্থি করিবে । ৬৫

মধ্যম বেষ্টন তাহার দ্বিগুণ । এবং উত্তমের বেষ্টন তাহার দ্বিগুণ । পবিত্র সকলের পূর্বদিন অধিবাস করিয়া পর দিবস তাহাতে যজ্ঞের শাস করিবে । ৬৬

ব্রাহ্মণ, হুগীর দীক্ষা যজ্ঞ দ্বারা উহাতে যজ্ঞের শাস করিবে এবং অপর-লোকও উহাতে বৈষ্ণবীতন্ত্র-যজ্ঞ দ্বারা শাস করিতে পারে । ৬৭-৬৮

বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রতিগ্রহিতে নিজে যজ্ঞ শাস করিবে । এই মালায় সমুদয় গ্রন্থিতে অকুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা যজ্ঞজপ করিয়া যজ্ঞশাস করিবে । ৬৯

এইরূপ যজ্ঞশাস করিয়া ঐ পবিত্র—দেবীর অংশে যোজিত করিয়া হুগীতন্ত্র যজ্ঞের বিগ্রাস করিবে । ৭০

একটি যজ্ঞপাত্রে সমুদয় পবিত্র স্থাপন করিয়া সেই স্থানে শোভন গন্ধ ও পুষ্পাদি স্থাপিত করিবে । ৭১

হে ভৈরব ! তদনন্তর উহাতে অঙ্কুরীক অগ্রভাগ দ্বারা তত্ত্বশাস করিবে । মূলমন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর তত্ত্বশাস করিবে । যজ্ঞশাস-কালে দ্বিজাতিগণ “ইদং বিষ্ণু” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । ৭২

যজ্ঞবিগ্রাসকালে শূদ্রেরা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিবে এবং প্রাসাদ মন্ত্র দ্বারা আশার তত্ত্বশাস করিবে । ৭৩

ঐ মন্ত্র দ্বারা আশার যজ্ঞশাসও করিবে এবং দানও করিবে । পবিত্র সকল—কুঙ্কম, উশীর, কর্পূর এবং চন্দনাদি বিলেপন দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহাতে তত্ত্বশাস করিবে । ৭৪

পবিত্রাণি বিলিপ্যাথ তত্ক্ষণাত্ত যোজয়েৎ ।
 সম্পূজ্য যত্নে দেবাং বিধিবৎ প্রযতো নরঃ ॥ ৭৫
 বৈষ্ণবীতন্ত্রমস্ত্রেণ হুর্গাতন্ত্রেণ ভৈরব ।
 হুর্গাবীজেন দদ্যাতু দেব্য মুক্তি পবিত্রকম্ ॥ ৭৬
 যস্য দেবস্য যঃ প্রোক্তস্তস্য তেনৈব যত্নম্ ।
 যস্য যস্য তু হো মন্ত্রো যথা ধ্যানাদিপূজনম্ ॥ ৭৭
 তত্ক্ষণেনৈব মন্ত্রেণ পূজয়িত্বা প্রযতুতঃ ।
 তসৈব যাজমন্ত্রাভ্যাং মুক্তি দদ্যাৎ পবিত্রকম্ ॥ ৭৮
 পবিত্রং যম যো দদ্যাক্ষেবেভাশ্চ পবিত্রকম্ ।
 সর্কেষামেব দেবানাং সম্পূর্ণার্থশ্চ ভৈরব ॥ ৭৯
 অগ্নিঃ স্রষ্টা ভবানী চ গজবজ্রো মহোরগঃ ।
 ক্রন্দো ভানুর্মাতৃগণো দিকৃপালাশ্চ নবগ্রহাঃ ॥ ৮০
 এভান্ ঘটেষু প্রত্যেকং পূজয়িত্বা যথাবিধি ।
 পবিত্রং মুক্তি চৈকৈকং দদ্যাদেভ্যঃ সমাহিতঃ ॥ ৮১
 পঞ্চগব্যচক্রে কৃদ্ধা দেবৈব্য দত্বাহুতিব্রহ্মম্ ।
 তেনৈব বিষ্ণবে দত্তা শত্বে চ যথাবিধি ॥ ৮২
 অষ্টোত্তরশতং তিলৈরাষ্ট্র্যস্তথৈব চ ।
 অষ্টোত্তরশতং দদ্যান্নহাদেনৈবা চ সাধকঃ ॥ ৮৩
 এবমেব বিধানেন বিষ্ণাদীনাক সাধকঃ ।
 পবিত্রারোপণং কুর্যাদ্বৈষ্ণবকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৮৪
 নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ পৈঠৈর্বটপিষ্টকযোপকৈঃ ।
 কুশাটৈর্গারিকৈস্তৈশ্চ মর্জুরৈঃ পনটৈস্তথা ॥ ৮৫

হে ভৈরব ! মনুষ্য প্রযত হইয়া বৈষ্ণবী তন্ত্রমন্ত্র অথবা হুর্গাতন্ত্র দ্বারা যত্নে
 দেবীর পূজা করিয়া হুর্গাবীজ দ্বারা দেবীর যন্তকে পবিত্র প্রদান করিবে ।

৭৫-৭৬

যে যে দেবতার যেক্রপ যেক্রপ পদক্রম, যেক্রপ যেক্রপ যত্ন, যেক্রপ যেক্রপ
 ধ্যান এবং পূজন, সেই সেই দেবতাকে সেইক্রপ মন্ত্রাদি দ্বারা যত্নপূর্বক পূজা
 করিয়া তাহারই বীজ এবং মন্ত্র দ্বারা তাহার যন্তকে পবিত্র দান করিবে ।

৭৭-৭৮

হে ভৈরব ! সকল দেবেরই পূজা সমাপনার্থ পবিত্র সময়ে দেবতাদিগকে
 পবিত্র দান করিবে । ৭৯

অগ্নি, ব্রহ্মা, ভবানী, গণেশ, অনন্ত, ক্রন্দ, সূর্য, মাতৃগণ, দিকৃপাল এবং নব-
 গ্রহ—ইহাদের প্রত্যেককে ঘটে পূজা করিয়া সমাহিত চিহ্নে প্রত্যেকের যন্তকে
 পবিত্র দান করিবে । ৮০-৮১

পঞ্চগব্য চক্রে নির্মাণ করিয়া উহা দ্বারা তিনবার দেবীর হবন করিয়া তথাঃ
 বিধি বিষ্ণু ও শত্বে হবন করিবে । ৮২

সাধক, কেবল আক্যা দ্বারা অষ্টোত্তর শত তিল ও আক্যা দ্বারা অষ্টোত্তর
 শত আহুতি দেবীকে ও আমাকে অর্পণ করিবে । ৮৩

বৈষ্ণব ব্যক্তি বর্ষ, কাম এবং অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত এইক্রপ বিধানে বিষ্ণু
 প্রভৃতিব্রহ্ম পবিত্রারোহণ করিবে । ৮৪

আত্মদাড়িমকর্কাক্ষাদিবিবিধৈঃ কলৈঃ ।
 ভক্ত্যভোজ্যানিভিঃ সর্কৈর্মণ্টৈশ্চক্ষাংসৈস্তথোদৈঃ ॥ ৮৬
 ধৈকৈঃ স্পষ্টৈশ্চক্ষাংসৈশ্চক্ষাংসৈশ্চক্ষাংসৈঃ ॥
 বাসোভির্ভূষণৈশ্চৈব ভবানীসাধকো জপেৎ ॥ ৮৭
 নটনকর্মসৈশ্চৈব বেষ্ঠাভিষেকৈশ্চৈব ভৈরব ।
 নৃত্যগীতৈঃ সমুদিতো জাগরৎ কারয়েন্নিবি ॥ ৮৮
 ভোজয়েৎ ত্রাশ্চক্ষাংস্চাপি জ্ঞাতীনপি বিজ্ঞাতিভিঃ ।
 পবিত্রারোহণে বৃন্তে দক্ষিণাশূন্যদাপয়েৎ ॥ ৮৯
 হিরণ্যং গাং তিলমুত্তং বাসো বা লাক্ষ্মণে বা ।
 ইমং মন্ত্রং ততঃ পশ্চাৎ সাধকঃ সমুদীরয়েৎ ॥ ৯০
 মণিবিজ্রমমালাভি-র্মন্দারকুসুমাদিভিঃ ।
 ইয়ং সাংবৎসরী পূজা তবাস্তু পরমেশ্বরী ॥ ৯১
 ততো বিসর্জ্যৈন্দ্রেদেবীং পূজাভিঃ প্রতিপত্তিভিঃ ।
 এবং কৃতে পবিত্রাণাং দানে দেব্যা যথাবিধি ॥ ৯২
 সংবৎসরম্ভা হা পূজা সম্পূর্ণা বৎসরাস্তর্বেৎ ।
 কল্পকোটিশতং যাবদেবীগেহে বসেন্নরঃ ॥ ৯৩
 তত্রাপি সুখমৌভাগ্যসমৃদ্ধিরভূতা ভবেৎ ॥ ৯৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

নানাবিধ নৈবেদ্য, পেষ, অনেক প্রকার পিষ্টক, ঘোদক, কুম্ভাতি, নারিকেল,
 মজ্জু, পনস, আম্র, দাড়িম, কর্কক, দ্রাক্ষাদি বিবিধ ফল, সকল প্রকার তক্ষ্য
 ও ভোজ্য, মদ্য, মাংস, ওদন, গন্ধ পুষ্প, মনোহর, মূপ, দীপ, বসন ও ভূষণ—
 এই সকল উপচার দ্বারা সাধক দেবীর পূজা করিবে । ৮৬-৮৭

এবং রাত্রিকালে নট, নর্তক ও বেষ্ঠা দ্বারা মৃত্যু গীত করাইয়া আনন্দিত
 হইয়া জাগরণ করিবে । ৮৮

বিজ্ঞাতিগণের সহিত ত্রাশ্চক্ষু, জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে ভোজন করাইবে ।
 পবিত্রারোহণ সম্পন্ন হইলে সুবর্ণ, গো, মেনু, তিল, বসন বা অশোক বৃক্ষ
 দক্ষিণারূপ দান করিবে । অনন্তর, সাধক, বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে । ৮৯

মণি, বিজ্রম মালাদ্বারা এবং মন্দার পুষ্প দ্বারা তোমার এই বাৎসরিক
 পূজা হইতে থাকুক । ৯১

তাহার পর পূজা এবং প্রতিপত্তিপূর্বক দেবীর বিসর্জন করিবে । এইরূপে
 যথাবিধি দেবীর পবিত্র-দান সম্পন্ন হইলে বাৎসরিক পূজা সম্পূর্ণ হয় । এই
 কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্য একশত কোটি কল্প দেবীর গৃহে বাস করে এবং
 সেই স্থানে তাহার অতুল-সুখ সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি লাভ হয় । ৯২-৯৪

উনষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৯

ষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

দুর্গাতন্ত্রেণ যন্ত্রেণ কুৰ্ঘ্যাদুর্গামহোৎসবম্ ।
মহানবম্যাং শরতি বলিদানং নৃপানয়ঃ ॥ ১
আশ্বিনস্ত তু শুক্লস্য জবেদ্ বা অষ্টমী তিথিঃ ।
মহাঅষ্টমীতি সা প্রোক্তা দেব্যাঃ প্রীতিকরী পবা ॥ ২
ততেহনু নবমী বা স্যাদ সা মহানবমী স্মৃতা ।
সা তিথিঃ সৰ্বলোকানাং পূজনীয়া শিবপ্রিয়া ।
অন্যোর্বৎস পূজায়াং বিশেষং শুব্রৈভব ॥ ৩
সম্পূজ্য যন্ত্রেণ দেবীং বিধিবৎ প্রযতো নরঃ ।
বৈষ্ণবীতন্ত্রযন্ত্রেণ দুর্গাতন্ত্রেণ ভৈরব ॥ *
মুক্তিভেদে যথা দেবী পূজাং গৃহাতি ভূতয়ে ।
কথাসংহ্রে রবৌ বৎস শুক্লামাবৃত্য নন্দিকাম্ ॥ ৪
অযাচিতাশী নক্তাশী একাশী তু য চাপদঃ^১ ।
প্রাতঃস্নাতী ক্ষিতবৃন্দান্তিকালং শিবপূজকঃ ॥ ৫
জপহোমসমায়ুক্তো ভোজয়েচ্চ কুমারিকাঃ ॥ ৬
বোধয়েদ্বিংশাখানু যন্ত্যাং দেবীফলেহু চ ॥ ৭
সপ্তম্যাং বিদ্যাশাখাং তামাহৃত্য প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৮
পুনঃ পূজাং তথাক্ষম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ ।
জাগরুগ যয়ং কুৰ্ঘ্যাবলিদানং মহানিধি ॥ ৯

কাভ্যাংনীর আবির্ভাব

ভগবান্ বলিলেন ;—রাজা-রাজারা শরৎকালে মহানবমীতে দুর্গা-মন্ত্র-তন্ত্র
জায়া দুর্গার মহোৎসব এবং বলিদান করিবে । ১

আশ্বিন মাসের যে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথি, তাহা দেবীর অতিশয় প্রীতি-
করী ‘মহা অষ্টমী’ নামে বিখ্যাত । ২

ভৎপদবর্তী মহানবমী বলে । সেই তিথি শিবপ্রিয় এবং সৰ্বলোক-
পূজনীয় ; হে ভৈরব ! প্রতিবর্ষে ঐ তিথিবর্ষে দুর্গাপূজার বিশেষ ফল অৰণ
কর । ৩

হে বৎস ! মহাদেবী দুর্গা যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি প্রদানের নিমিত্ত ভিন্ন
ভিন্নরূপে পূজা গ্রহণ করেন ; সেইরূপ রবি, কতাবাশি পত হইলে শুক্ল প্রতি-
পদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি দানের নিমিত্ত
পূজাগ্রহণ করেন । ৪-৫

অনাহারী, নক্তাহারী, একাহারী অথবা বায়ুভোজী হইয়া প্রাতঃস্নান,
ইন্দ্রিয়জয় এবং ত্রৈকালিক-শিবপূজা, জপ ও হোম কর্ত্ত কুমারিকা ভোজন
করাইবে এবং যন্তীর নিবস বিদ্যাশাখা ও ফলে দেবীর পূজা করিবে । ৬-৭

সপ্তমীর দিবস সেই বিদ্যাশাখা আহরণ করিয়া পুনরায় পূজা করিবে । ৮

* মোকোহিং কটিকিকা লক্ষ্যতে ।

১। অথ বা বলঃ—ইতি পাঠ্যকরম্ ।

প্রভৃৎবলিদানন্ত নবম্যাং বিধিবক্তরেং ।
 ধ্যাত্বেক্ষশত্ৰুজাং দেবীং হর্গাভস্ত্রেণ পূজয়েং ॥ ১০
 বিসর্জনং দশম্যন্ত কুর্য্যাতৈ সাধকোত্তমঃ^১ ।
 কৃত্বা বিসর্জনং তত্যাং তিথৌ নক্তং সমাচরেং ॥ ১১
 যদা তু যোড়শভুজাং মহামায়াং প্রপূজয়েং ।
 হর্গাভস্ত্রেণ যন্ত্রেণ বিশেষং তত্র বৈ শুভং ॥ ১২
 কন্যারাং কৃষ্ণপক্ষ্য একাদশ্যামুপোষিতঃ ।
 দ্বাদশ্যাধেকভুক্ত্য নক্তং কুর্য্যাদ পরেহহনি ॥ ১৩
 চতুর্দশ্যাং মহামায়াং বোধস্থিতা বিধানিতঃ ।
 গীতবাদিত্রিনির্বোদৈ হর্গানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥ ১৪
 অষাতিতং বৃধঃ কুর্য্যাদুপবাসং পরেহহনি ।
 এবমেব তত্রং কুর্য্যাদ্বাদশ্যৈ নবমী ভবেং ॥ ১৫
 ঘোষ্ঠায়াং সমভ্যর্চ্য মূলেন প্রতিপূজয়েং ।
 উত্তরেণাৰ্চনং কৃত্বা অবগান্তে বিসর্জয়েং ॥ ১৬
 যদা ত্রয়োদশভুজাং মহামায়াং প্রপূজয়েং ।
 হর্গাভস্ত্রেণ যন্ত্রেণ তত্রাপি শুভং ভৈরব ॥ ১৭
 কন্যারাং কৃষ্ণপক্ষ্য পূজয়িত্বার্জতে শিবা ।
 নবম্যাং বোধস্থেদেবীং গীতবাদিত্রিনির্বনৈঃ ॥ ১৮
 শুক্লপক্ষে চতুর্দশ্যন্ত দেবীকেশবিমোচনম্ ।
 প্রাতরেব তু পঞ্চম্যাং শ্রাপতেতু শুভৈর্জলৈঃ^২ ॥ ১৯

পূনর্বার অষ্টমীর দিন বিশেষ উপচারের সহিত পূজা করিবে, যখন বলি-
 দান করিবে এবং মহানিশান্তে আগমন করিবে । ৯

নবমীতে যথেষ্ট বলিদান করিবে, দশভুজা দেবীর ধ্যান করিবে এবং হর্গা
 ভস্ত্রে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পূজা করিবে । ১০

দশমীতে শার্বরোৎসব-পূর্বক বিসর্জন করিবে । বিসর্জন করিয়া রাতে
 পূর্ববৎ আচরণ করিবে । যখন হর্গা-ভস্ত্র-মন্ত্রদ্বারা মহামায়ায় যোড়শভুজা মূর্ত্তি
 পূজা করিবে, তাৎকালিক বিশেষবিধি অবশ্য কর । ১১-১২

কন্যাস্থ-রবিতে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর দিন উপবাসী হইয়া দ্বাদশীতে
 একাহার এবং পরদিবস নক্ত করিবে । ১৩

চতুর্দশীতে গীত ও বাঁদ্যের শব্দ করিয়া নানাবিধ নৈবেদ্য দান ও বন্দনা-
 পূর্বক দেবীর বোধন করিবে এবং পরদিন উপবাস করিবে । ১৪

নবমী পর্য্যন্ত এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে । ১৫

ঘোষ্ঠা-নক্ষত্রে পূজা আরম্ভ করিয়া মূল্য ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে পূজা করিয়া
 অবগার পক্ষে বিসর্জন করিবে । ১৬

যখন অষ্টোদশভুজা মূর্ত্তির হর্গা-ভস্ত্র-মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে, হে ভৈরব । সে
 বিষয়েও বিশেষ বিধি অবশ্য কর । ১৭

কন্যারামির কৃষ্ণপক্ষে আর্জানক্ষত্রযুক্ত নবমীর দিব্যভাগে গীত ও বাঁদ্যের
 শব্দ করিয়া দেবীর বোধন করিবে । ১৮

১। শার্বরোৎসবঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। শুল্কলৈঃ শিবাম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

সপ্তম্যাং পত্রিকাশূক্কা অষ্টম্যাংকোপাংগোহবম্ ।
 পূজাজাগরণকৈব নবম্যাং বিধিবহ্নিঃ ॥ ২০
 নপ্প্রাষণং দশম্যাং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ।
 নীরাজনং দশম্যাং কলহুজ্জিকরং মহৎ ॥ ২১
 যদা বৈ বৈষ্ণবীং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।
 পূজয়েত্তত্র চ তদা বিশেষং শূণ্ণ ভৈরব ॥ ২২
 কক্ষাসংস্থে রতৌ পূজায়া গুহ্য তিথিরষ্টমী ।
 তস্যাং রাজ্যৌ পূজিতব্য্য মহাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ২৩
 নবম্যাং খলিলানন্ত কর্তব্যং বৈ যথাবিধি ।
 জপং হোমঞ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাত্তত্র বিভূতয়ে ॥ ২৪
 সম্পূজয়েন্মহাদেবীমষ্টপুষ্পিকয়া নরঃ ॥ ২৫
 রামস্তানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ ।
 রাজ্যাবেব মহাদেবী লক্ষণা বোধিতা পুরা ॥ ২৬
 তত্তস্ত তাক্তনিজা সা নন্দায়ামান্বিনে সিতে ।
 জগাম নগরীং লঙ্কার যত্নানীদ্রাযবঃ পুরা ॥ ২৭
 তত্র গুহ্য মহাদেবী তদা ভৌ রামরাবণৌ ।
 যুদ্ধে নিযোজয়ামাস ব্রহ্মমন্ত্ৰহিতাহিকা ॥ ২৮
 যক্ষসাম্ বানরাণ্যক জঙ্ঘা সা মাংসলোপিতৈঃ ।
 রামরাবণয়োর্বুকং সত্তাহং সা স্তবোজ্জয়েৎ ॥ ২৯

শুক্লপক্ষে চতুর্থীতে দেবীর কেশমোচন করিয়া পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালেই
 স্নান করিয়া স্নান করাইবে । ১৯

সপ্তমীর দিন পত্রিকা পূজা, অষ্টমীতে উপবাস এবং নবমীতে বিধিপূর্বক
 পূজা জাগরণ ও বলি প্রদান করিবে । ২০

দশমীতে ক্রীড়া-কৌতুক ও মঙ্গলাচরণ করিয়া বিমর্জন করিবে । দশমীতে
 নিরাজন করিলে অতিশয় বল বৃদ্ধি হয় । ২১

হে ভৈরব ! যখন জগন্ময়ী মহামায়া বৈষ্ণবী দেবীকে পূজা করিবে,
 তৎকালিক বিশেষ বিশেষ বিধি অবগত কর । ২২

কক্ষাংশিহিত রবিতে যে পূজনীয় শুক্লাষ্টমী তিথি, তাহার রাত্রিকালে
 অতিশয় বিভব বিস্তারপূর্বক পূজা করিবে । ২৩

নবমীতে যথাবিধি বলিদান করিবে এবং বিভূতির নিমিত্ত বিধিপূর্বক জপ
 ও হোম করিবে । ২৪

যনুস্ত অষ্ট পুষ্পিকাধারা মহামায়ার পূজা করিবে । পূর্বে রামের প্রতি
 অনুগ্রহ এবং রাবণের বধের নিমিত্ত তজ্জা রাত্রিকালে এই মহাদেবীর বোধন
 করিয়াছিলেন । ২৫-২৬

অনন্তর মহাদেবী প্রবোধিত হইয়া রাবণের বাস-ভূমি লঙ্কায় গমন করিয়া-
 ছিলেন । ২৭

সেই লঙ্কা নগরে গমন করিয়া ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইয়া রাম এবং রাবণকে
 যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন । ২৮

২ । মাংসলোপিতম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

স্ৰাভীতে সপ্তমে রাত্রে নবম্যাং রাবণং ততঃ ।
 রামেণ যাতয়ামাস মহামায়া জগন্ময়ী ॥ ৩০
 শাবন্তয়োঃ স্বয়ং দেবী যুদ্ধকেলিমুদৈক্ষত ।
 তাবন্তু সপ্তরাজাণি মৈব দেবৈঃ সুপূজিতা ॥ ৩১
 নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সূরৈঃ ।
 বিশেষপূজাং তুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ ॥ ৩২
 ততঃ সম্প্রসিতা দেবী দশম্যাং শার্বরোংসবৈঃ ॥ ৩৩
 শক্রোহপি দেবসেনায়া নীরাজনমথাকরোং ।
 শান্ত্যর্থং সুরসৈন্যানাং দেবরাজ্যস্ত বুদ্ধয়ে ॥ ৩৪
 রামরাবণবাণেন যুদ্ধকাবেক্ষা ভীতিদম্ ।
 তৃতীয়ায়াস্ত লক্ষ্মায়াঃ পূর্বোত্তরদিশি স্থিতম্ ॥ ৩৫
 স্ৰাভীনক্ষত্রযুক্তায়াং ভীতং সুরবলং মহৎ ।
 শান্ত্যর্থং বরয়ামাস দেবেন্দ্রো বচনাকরেঃ ॥ ৩৬
 ততস্ত্ব অবধেনাথ দশম্যাং চণ্ডিকাং শুভাম্ ।
 বিসৃজ্য চক্রে শান্ত্যর্থং বলনীরাজনং হরিঃ ॥ ৩৭
 নীরাজিতবলঃ শক্রস্তত্র রামক রামবম্ ।
 সম্প্রাপ্য প্রযযৌ স্বর্গং সহ দেবৈঃ শচীপতিঃ ॥ ৩৮
 ইতি বৃত্তং পুরাকলৈ মনোঃ স্বায়ত্ত্ববেত্তরে ।
 প্রোক্তভূতা দশভূজা দেবী দেবহিতায় বৈ ॥ ৩৯

ঐ যুদ্ধে রামসং এবং বামবহিগের মাংসও ভক্ষণ করত রাম-রাবণের যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়া করিয়াছিলেন । ২৯

সপ্তরাজ অতীত হইলে নবমীতে জগন্ময়ী মহামায়া রামেব দ্বারা রাবণের বিনাশ করেন । ৩০

যে সপ্তরাজি দেবী আনন্দের সহিত তাহাদের হৃজনের যুদ্ধক্রীড়া দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সপ্তরাজ সমুদয় দেবগণ তাহাকে পূজা করিয়াছিলেন । ৩১

রাবণ নিহত হইলে, নবমীতে পিতামহ ত্রক্ষা, নিখিল দেবগণের সহিত দেবীর বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন । ৩২

তাহার পর দশমীতে সেই দেবী ভগবতী, শার্বরোংসবের সহিত বিসর্জিত হইয়াছিলেন । ৩৩

অনন্তর ইন্দ্রও দেব-সৈন্তের শান্তির নিমিত্ত এবং দেব-রাজ্যের সুক্লিয় নিমিত্ত দেবসেনারও নীরাজন করিয়াছিলেন । ৩৪

স্ৰাতি-নক্ষত্র-যুক্ত তৃতীয়া তিথিতে রামরাবণের সেই ভয়প্রদ বাণযুদ্ধ দেখিয়া লক্ষ্মার পূর্বোত্তর দিকে অবস্থিত সুমহৎ সুরসৈন্যকে ভীত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের বচনানুসারে তাহাদের ভয় নিবারণার্থ দেবী যম্মং রক্ষা করিয়াছিলেন ।

৫৫-৩৬

অনন্তর অবধা-যুক্ত দশমীতে শুভদায়িনী চণ্ডিকা দেবীকে বিসর্জন করিয়া ইন্দ্র, শান্তির নিমিত্ত ঋষৈশ্চের নীরাজন করিয়াছিলেন । ৩৭

শচীপতি ইন্দ্র ঋষৈশ্চের নীরাজনাতে তত্রস্থিত রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সস্তাষণ করিয়া দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন । ৩৮

নৃপাং ত্রেতাযুগাদৌ জগতাং হিতকাম্যবা ।
 পুরা কাল যথা বৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা ॥ ৪০
 প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী সৈন্ত্যানাং নাশনাব বৈ ।
 প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্যপি রাক্ষসঃ ॥ ৪১
 তৈথব জায়তে বৃক্ষং তথা ত্রিমশসক্লমঃ ॥ ৪২
 এবং রামসহস্রাণি রাবণানাং সহস্রণঃ ।
 ভবিষ্য্যানি ভুতানি তথা দেবী প্রবর্ততে ॥ ৪৩
 পূজয়িষি সূরাঃ সর্বে বলং নীরাঙ্কয়ন্ত্যপি ।
 তৈথব চ নরাঃ সর্বে কুর্ঘ্যাঃ পূজাং যথাবিধি ॥ ৪৪
 বলনীরাজনং রাজা কুর্য্যাদলবিবৃজয়ে ।
 দিব্যালকারবৃক্ষাভির্বাফ্রণীতিঃ^১ প্রবর্তনম্ ।
 কর্তব্যং বৃত্ত্যণীতানি ক্রীড়াংকৌতুকসক্লমৈঃ ॥ ৪৫
 ঘোদকৈঃ পিষ্ঠকৈঃ পৈয়ৈর্ভক্ষ্যৈর্জ্যৈরনেকশঃ ।
 কুম্ভাণ্ডৈর্গারিকৈলৈশ্চ বর্জ্জকৈঃ পনসৈস্তথা ॥ ৪৬
 দ্রাক্ষাং মলকশাভিষ্টৈশ্চ গ্লৌহৈশ্চ করুণৈস্তথা ।
 কশেকৈর্জম্বুটকমূলৈঃ সজম্বুতিন্দুকাদিভিঃ ॥ ৪৭
 গবৈশ্চ গুড়ৈস্তথামাংসৈর্মদৈর্মধুভিরেব চ ।
 আলপ্রিষ্টৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্লজ্জাক্তফলাদিভিঃ ॥ ৪৮
 ইন্দ্রদৈত্যৈঃ সিংহাভিঃ^২ লবলীনাং পরকৈঃ ।
 অজাভির্মহিষৈর্মেষৈরাভ্যশোষিতসক্লমৈঃ ॥ ৪৯

পূর্বকালে যাহা হুব মনুর অন্তরে দেবী ভগবতী, দেবগণের হিতের নিমিত্ত
 মনভূজা রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে । ৩৯

উহা মনুদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে জগতের হিতের নিমিত্ত সংঘটিত
 হয় । পূর্বকালে যে রূপ ঘটিয়াছিল, প্রতিকল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে । প্রতি
 কল্পেই সৈন্ত্যদিগের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন এবং রাবণ-রাক্ষস ও
 রামও প্রতি কল্পে উৎপন্ন হন । ৪০-৪১

প্রতি কল্পে ঐ উভয়ের সেইরূপ বৃত্ত হয় এবং পূর্বের মত দেবতাদিগের
 সহিতও কালের মত হয় । ৪২

এইরূপ হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার রাবণ পূর্বে হইয়া গিয়াছে
 এবং ভবিষ্যতেও হইবে ; ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও একইরূপ প্রবৃত্তি । ৪৩

সকল দেবগণ কল্পে কল্পে দেবীর পূজা ও বসৈন্তের নীরাজন করেন ;
 অতএব মনুদিগেরও যথাবিধি দেবীর পূজা করা উচিত । ৪৪

রাজগণ, নৃপতির বৃত্তির নিমিত্ত নিজ দিব্যালকার-ভূষিত কাশিনীগণ দ্বারা
 নিজ নিজ সৈন্তের নীরাজন করাইবে এবং বৃত্ত্যণীত ক্রীড়া কৌতুক ও মঙ্গল
 কার্যের অনুষ্ঠান করিবে । ৪৫-৪৬

ঘোদক, পিষ্ঠক, পের, অনেক প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, কুম্ভাণ্ড, দাড়িকেল,
 বর্জ্জক, পনস, দ্রাক্ষা, আমলক, শাভিলা, গ্লৌহ, করুণ, কশেক, জম্বুক, মূল,
 লাজ, জম্বু এবং তিন্দুক আদি ফল, আর গব্য, গুড়, মাংস, মদ্য, মধু, ইন্দ্রদৈত্য,

১ । লসদাভিঃ—ইতি পার্শ্বাঙ্গম্ ।

-পক্ষাদিবলিঙ্গাতীয়েন্তথা নানাবিধৈর্মুদৈঃ ।
 পূজয়েচ্চ অগন্ধাজীং য়াংসশোণিতকর্দমৈঃ ॥ ৫০
 য়াতৌ ক্ৰন্দবিশাখস্ত কৃষ্ণা পিষ্টকপুত্রিকাম্ ।
 পূজয়েচ্ছক্রনাশায় দুর্গায়াঃ প্রীত্যে তথা ॥ ৫১
 হোমঞ্চ সতিলৈরাজ্যৈ-য়াংসৈরপি তথা চরেৎ ।
 উগ্রচণ্ডাদিকাঃ পূজ্যা-তথাকৌ যোগিনীঃ শুভাঃ ॥ ৫২
 যোগিন্যচ্চ চতুঃষষ্টিস্তথা বৈ কোটিযোগিনীঃ ।
 নবদুর্গাস্তথা পূজ্যা দেব্যাঃ সন্নিহিতাঃ শুভাঃ ॥ ৫৩
 জয়ন্ত্যাঙ্গির্গন্ধপুষ্পস্তা দেব্যা মূর্ত্তয়ো যতঃ ।
 দেব্যাঃ সর্বাণি চান্দ্রাণি ভূষণানি তথৈব চ ॥ ৫৪
 অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্তানি বাহনং সিংহম্বেব চ ।
 মহিষাসুরমর্দ্দিনাঃ পূজয়েন্তুতদেব সদা ॥ ৫৫
 পুরা কল্পে মহাদেবী মনোঃ স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে ।
 নৃপাং কৃতযুগ্মশাটো সর্কদৈবৈঃ শুভা সদা ॥ ৫৬
 মহিষাসুরনাশায় জগতাং হিতকাম্যয়া ।
 যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী ॥ ৫৭
 কুটুম্বঃ ঘোড়শভির্ভূতঃ উল্লকালীতি বিকৃতঃ ।
 কীরোদস্তোত্তরে তীরে বিজ্রভী বিপুল্যং তনুশ্চ ॥ ৫৮
 অতসীপুষ্পবর্ণাভা ফলংকাঞ্চনকুণ্ডলা ।
 জটাজুটসখাশুভ্রমুকুটত্রয়ভূষিতা ।
 নামহাবেশ সহিতা স্বর্ণহারবিভূষিতা ॥ ৫৯

শর্করা, লবলী, নারঙ্গক, হাশল, মহিষ, ঘেঘ, নিব্বের শোণিত, পক্ষী আদি
 পণ্ড, নর প্রকার যুগ—এই সকল উপকরণ দ্বারা নিখিল জগতের ষাটী মহা-
 মায়ার পূজা করিবে, এবং এত পরিমাণে বলিদান করিবে, যাহাতে ষাংস ও
 শোণিতের কর্দম হয় ॥ ৪৭-৫০

পত্রের নাপ-নিমিত্ত এবং দুর্গার প্রীতি ইচ্ছা করিয়া পিষ্টকের পুতুল নির্মাণ
 করিয়া যাত্রে ক্রন্দ ও বিশাখের পূজা করিবে ॥ ৫১

তিল ও ষাংসের সহিত আজ্য দ্বারা হোম করিবে এবং উগ্রচণ্ডাদি শুভ-
 মায়িনী অষ্ট যোগিনীর পূজা করিবে ॥ ৫২

চতুঃষষ্টি যোগিনী এবং কোটি যোগিনীরও পূজা করিবে । সর্কদা দেবীর
 সন্নিহিত শুভমায়িনী জয়ন্তী প্রভৃতি নবদুর্গারও গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে,
 বেহেতু তাঁহার দেবীর মূর্ত্তিতেদ-যাত্র ॥ ৫৩-৫৪

মহিষাসুরমর্দ্দিনী দেবীর সমুদয় অস্ত্র এবং অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে স্থিত সমুদয়
 ভূষণ এবং বাহন সিংহকেও ভূতির নিমিত্ত সর্কদা পূজা করিবে ॥ ৫৫

পূর্বকল্পে স্বায়ত্ত্ব মনুর অধিকারে মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে
 মহিষাসুরের বিনাশ এবং জগতের নিমিত্ত যোগনিদ্রা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী
 মহাদেবী মহামায়া—সমুদয় দেবগণকর্তৃক সংস্তুত হইরাছিলেন ॥ ৫৬-৫৭

অনন্তর তিনি কীরোদ সমুদ্রের উত্তরতীরে অতিবিপুল শরীর ধারণ করিয়া
 ঘোড়শভুজরূপে আবির্ভূত হইয়া উল্লকালী নামে আবির্ভূত হন ॥ ৫৮

উৎকালে তাঁহার বর্ণ অতসী পুষ্পের যত হইয়াছিল, কর্ণে উজ্জল কাঞ্চনের

শূলং চক্রঞ্চ খড়্গঞ্চ শঙ্খং বাণং তথৈব চ ।
 শক্তিং বজ্রঞ্চ দণ্ডঞ্চ নিত্যং দক্ষিণবাহুভিঃ ॥ ৬০
 বিভ্রতী সততং দেবী বিকাশিদশনোজ্জ্বলা ॥ ৬১
 খেটকং চর্ম চাপঞ্চ পাশঞ্চাঙ্গুশবৈন চ ।
 ঘণ্টাং পরশুঞ্চ দ্বয়লং বিভ্রতী বামপাশিভিঃ ॥ ৬২
 সিংহস্থা নয়নৈ রক্তবর্ণৈস্তিভিরভিজ্জলা ।
 শূলেন মহিষং ভিত্বা তিষ্ঠতী পরমেশ্বরী ॥ ৬৩
 বামপাদেন চাক্রম্য ভদ্র দেবী জগন্ময়ী ॥ ৬৪
 ভাং দৃষ্ট্বা সকলাঃ দেবাঃ প্রণম্য পরমেশ্বরীম্ ।
 নোচুঃ^১ কিঞ্চন তং দৃষ্ট্বা নিহতং মহিষাসুরম্ ॥ ৬৫
 ততঃ প্রোবাচ দেবাংস্তান্ ব্রহ্মাদীন পরমেশ্বরী ।
 ন্মিতপ্রভিরবদনা বিকাশিবদনোজ্জ্বলা ॥ ৬৬
 পচ্ছন্ত ভোঃ সুরগণা জম্বুদ্বীপান্তরং প্রতি ।
 হিমবৎ পর্বতাসম্নে বরং কাত্যায়নাজ্ঞম্ ।
 তত্রৈব ভবতাং সাধাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭
 ইত্যুক্তা^২ সা মহাদেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৮
 দেবা অপি তদা জম্বুঃ কাত্যায়নমুলেঃ পুরম্ ।
 আশ্রমং প্রতি তে গতা বিশ্বয়াবিস্টয়ানসাঃ^৩ ॥ ৬৯

কুণ্ডল ছিল এবং শক্তক অটোজুট, অর্ধচন্দ্র এবং মূকুটে ভূষিত ছিল। তাঁহার
 অঙ্গদেশে নাগহারের সহিত সূবর্ণের হার বিবাজ করিয়াছিল। ৬১

তিনি দক্ষিণ বাহুসমূহে শূল, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, বাণ, শক্তি, বজ্র এবং দণ্ড
 ধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহার দাঁতগুলি সমুজ্জ্বলরূপে বিকাশিত হইয়াছিল।

৬০-৬১

তাঁহার বামহস্ত-নিচরে খেটক, চর্ম, চাপ, পাশ, অঙ্গুশ, ঘণ্টা, পরশু এবং
 দ্বয়ল শোভিত ছিল। ৬২

তিনি সিংহের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন এবং রক্তবর্ণ নয়ন-দ্বয়ে উজ্জ-
 সিত হইয়াছিলেন। সেই জগন্ময়ী পরমেশ্বরী দেবী মহিষকে বামপাদে দ্বারা
 আক্রমণ করিয়া শূলের দ্বারা তাঁহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন। ৬৩-৬৪

তখন দেবগণ, পরমেশ্বরীর সেই বৃত্তি এবং মহিষাসুরকে নিহত দেখিয়া
 কিছুই বলিতে পারেন নাই অর্থাৎ বিশ্বয়াবেশে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ৬৫

অনন্তর সেই ঈশং-হাস্তনিঃসৃত-সমুজ্জ্বল-দণ্ডকিরণাবলি দেবী পরমেশ্বরী,
 ব্রহ্মাদি দেবগণকে বলিয়াছিলেন। ৬৬

হে সুরগণ! তোমরা সকলে জম্বুদ্বীপে হিমালয় পর্বতের নিকটবর্তী
 কাত্যায়নমূনির আশ্রমে গমন কর। সেই স্থানেই তোমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ
 হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ৬৭

সেই মহাদেবী এই কথা বলিয়াই সেই স্থানে অন্তহিত হইলেন। ৬৮

দেবগণও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিশ্বয়াবিস্ট-চিত্তে কাত্যায়নমূনির
 আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। ৬৯

১। নোচুঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

২। ইত্যুক্তাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

নিহতো মহিষো দেব্যা নিহোহিমাভির্ঘর্ষতঃ ।
 স্তুতা চৈষা মহাদেবী জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী ॥ ৭০
 কিমর্থমাহ সা দেবী পশুং কাত্যায়নাক্রমম্ ।
 কিমশ্রদ্ধাভিতং কার্যামশ্রাকং বা ভবিস্ততি ॥ ৭১
 ইতি ব্রহ্মস্তুতে সর্বো গচ্ছন্তি স্ম পরস্পরম্ ।
 হিমবৎপর্বতাসন্নং মুনিং কাত্যায়নাক্রমম্ ॥ ৭২
 তত্র সেন্সাঃ সদিক্পালা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাসুখা ।
 নিমেষঃ সূচিরং শ্রীতা দুর্গাদর্শনলালসাঃ ॥ ৭৩
 ততো রুদ্রগণাঃ সর্বো মহিষাসুরচেষ্টিতম্ ।
 আগত্য কথরামাসুর্দেবলোকপরাস্তবম্ ॥ ৭৪
 ততস্তত্র মহাকোপং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
 ঈজুঃ কোহস্তোহস্তি মহিষো হতো দেব্যা স দানবঃ ।
 পুমন্যেনেহ ক্রিয়তে জগদ্বিধ্বংসনং ভূশম্ ॥ ৭৫
 ইতি প্রকুপ্যতাং তেষাং শরীরেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 নিশ্চক্রমুচ্চ ভেজাংসি শক্তিরূপানি তৎকণাং ॥ ৭৬
 তন্ত্বেজোভির্ঘৃতবপুর্দেবী কাত্যায়নেন বৈ ।
 সন্ধুক্তা পুঞ্জিতা চ তেন কাত্যায়নী শূক্কা ॥ ৭৭
 তন্ত্বেনৈব মন্ত্রেণ দশবাহুভুতেন বৈ ।
 পশ্চাজ্জঘান মহিষং জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী ॥ ৭৮

বাহার নিধনের জন্য আমরা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবীর স্তব করিয়া—
 ছিলাম : সেই মহিষাসুর আমাদের সম্মুখে নিহত হইয়াছে । ৭০

তবে কি অন্য সেই মহাদেবী আমাদের কাছে কাত্যায়নের আক্রমে বাইতে
 আদেশ করিলেন ? আমাদের আর কি অভিলষিত কার্য বাকী আছে ? ৭১

সেই দেবগণ, পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে হিমালয়ের সহিত কাত্যায়ন-
 মুনির আশ্রমে গমন করিলেন । ৭২

সেই স্থানে ইন্দের সহিত দিক্পালগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইহারা
 দুর্গার দর্শনে অভিলাষী হইয়া শ্রীতিসহকারে সেই স্থানে অবস্থান করিয়া—
 ছিলেন । ৭৩

তাহার পর রুদ্রগণ আসিয়া মহিষাসুরের চেষ্ঠা এবং দেবতাদিগের পরাস্তক
 কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন । ৭৪

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব আদি দেবগণ অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত
 হইয়া বলিতে লাগিলেন ;—মহিষ অমুরকে ত দেবী হত করিয়াছেন ; তন্ত্বে
 অন্য আর মহিষ কে আছে ? যে এই জগতের অত্যন্ত ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত
 হইয়াছে । ৭৫

তাহারা এইরূপে কোপ করিলে তাহাদের প্রত্যেকের শরীর হইতে তৎ-
 কণাং পৃথক্ পৃথক্ তেজ নির্গত হইয়াছিল । ৭৬

সেই তেজোরাশি হইতে উলজাতশরীরী দেবী কাত্যায়ন কর্তৃক প্রথমে
 সন্ধুক্ত এবং পুঞ্জিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কাত্যায়নী বলা হয় । ৭৭

যদা স্তুতা মহাদেবী বোধিতা চাশ্বিনশ্চ চ ।
 চতুর্দশী কৃষ্ণপক্ষে প্রাহৃত্তা জগন্ময়ী ॥ ৬৯
 দেবানাং তেজসাং যুতিঃ স্তরূপক্ষে সুশোভনে ।
 সপ্তম্যাং সাকরোদেবী অষ্টম্যাং তৈরলঙ্কতা ॥ ৮০
 নবম্যামৃগহারৈশ্চ পূজিতা মহিষাসুরম্ ।
 নিজমান দশম্যাস্ত বিসৃষ্টাঙ্কহিতা শিবা ॥ ৮১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রুত্বমাং সগরো রাজা দেব্যাঃ সঙ্গতিমুত্তমাম্ ॥ ৮২
 সংলঙ্কাস্ত তক্রপে পুনরৌৰ্ব্বমপুচ্ছত ॥ ৮৩

সগর উবাচ—

হদি পশ্চান্নহাদেবী জ্ঞান মহিষাসুরম্ ।
 কথং পূৰ্ব্বং^১ ভদ্রকালী-রূপাভূমহিষাসুরম্ ॥ ৮৪
 তথাহি দর্শনং তম্ভাঃ পাদাক্রান্তশ্চকার চ ।
 হুদি শূলেন নির্ভিন্নং দদৃতঃ সকল্যঃ সুরাঃ ॥ ৮৫
 এবম্ভ্যং সংশয়হিংস্রি যুনিশ্চেষ্টে যমাদ্যুনা ॥ ৮৬

ঔৰ্ব্ব উবাচ—

কুণ্ডে নৃপশাব্দিলে ভদ্রকালী যথা পুরা ।
 প্রাহৃত্তা মহামায়া মহিষেণ সহৈব তু ॥ ৮৭

তাহার পর সেই দশভুজা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবী, মহিষাসুরকে নিহত
 করিয়াছিলেন । ৭৮

সেই মহাদেবী দেবগণ কর্তৃক সংস্তুত এবং প্রবোধিত হইয়া, আশ্বিন মাসে
 কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিনে প্রাহৃত্ত হইয়াছিলেন । ৭৯

সুশোভন স্তরূপক্ষের সপ্তমীর দিবসে দেবগণের তেজে সেই দেবীমূর্তি ধারণ
 করিয়াছিলেন । অষ্টমীতে দেবগণ নামাবিধ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়া-
 ছিলেন । ৮০

নবমীতে দেবী নানাবিধ উপহার দ্বারা পূজিত হইয়া মহিষাসুরকে নিহত
 করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া অস্তর্ধান করিলেন । ৮১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মহারাজ সগর, দেবীর এইরূপ উত্তম চরিত্র শ্রবণ
 করিয়া, সংশয় অপনোদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার ঔৰ্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ।
 ৮২-৮৩

যদি মহাদেবী পশ্চাৎই মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তবে ভদ্রকালীরূপে
 যে মহিষ বধ করিয়াছিলেন উক্ত হইয়াছে, উহা কি ? ৮৪

দেবগণ যখন সেই ভদ্রকালী-মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তখন মহিষকে
 দেবীর পাদদ্বারা আক্রান্ত এবং হস্তে শূল বিদ্ধ দেখিয়াছিলেন । ৮৫

হে যুনিশ্চেষ্ট । আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন । ৮৬

ঔৰ্ব্ব বলিলেন ; হে মহারাজ । যেভাবে মহিষের সহিতই মহাভাগা
 ভদ্রকালী প্রাহৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিবর কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ৮৭

১। ৮৭ কালীরূপাভূ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। ভদ্রকালী—ইতি পাঠান্তরম্ ।

মহিষাসুর এবাসৌ নিদ্রায়াং নিমি পৰ্বতে^১ ।
 স্বপ্নং প্রদৃশে বীরো দাক্ষণং দোরদর্শনম্ ॥ ৮৮
 মহামায়া ভদ্রকালী হিষ্টা খড়্গেন যে শিষ্টাঃ
 শশৌ তস্ম চ রক্তানি বাদিতাস্থাতিভীষণা ॥ ৮৯
 ততঃ প্রাতঃকালং যুতঃ স দৈত্যৈঃ মহিষাসুরঃ ।
 তামেব পূজয়াশাস সুচিরং সানুগন্তদা ॥ ৯০
 আরাধিতা তদা দেবী মহিষেনাসুরেন বৈ ।
 প্রাহুর্ভূতা ভদ্রকালী ভূজৈঃ ঘোড়গতিযুক্তা ॥ ৯১
 ততঃ প্রণম্য মহিষো মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।
 উবাচেদং বচো নম্রমুত্তি ত্তিস্থতোহসুরঃ ॥ ৯২

মহিষ উবাচ—

দেবি খড়্গেন সহিত্য শোণিতানি শিরো মম ।
 ত্বয়া ভূক্তানি দৃষ্টানি ময়া স্বপ্নেন নিশ্চিতম্ ॥ ৯৩
 অবশ্যম্ ত্বয়া কার্যং ময়া জ্ঞাতং প্রমাণতঃ ।
 এতচ্চকিরপানং যে তত্রৈকং দেহি মে বরম্ ॥ ৯৪
 বধাস্তবাহং নাশ্যন্তি সংশয়ঃ পরমেশ্বরি ।
 বম্যপি তত্র নো দুঃখং নিয়তিঃ কেন লজ্যতে ॥ ৯৫
 কিন্তু ত্বৈব সহিতঃ শত্ৰুঃসংসারিতঃ পুরা ।
 মম পিতা মদর্শেন জাতঃ পশ্চাদহং ততঃ ॥ ৯৬

ঐ বীর মহিষাসুর, রাত্রে পৰ্বতে নিদ্রা হাইতে ঘাইতে অতি নিদারুণ
 ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিল । ৮৮

সে স্বপ্নে দেখিল,—যেন মহামায়া ভদ্রকালী অতি ভীষণরূপে আস্ত বিস্তার-
 পূর্বক খড়্গাধারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার রক্তপান করিয়াছেন । ৮৯

অনন্তর প্রাতঃকালে সেই দৈত্য মহিষাসুর অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার
 অনুচরবর্গের সহিত সেই দেবীরই পূজা করিয়াছিল । ৯০

অনন্তর দেবী মহিষাসুর কর্তৃক আরাধিত হইয়া ঘোড়গড়্গা ভদ্রকালীরূপে
 আবির্ভূত হন । ৯১

তাহার পর অসুর মহিষ, ভক্তিসহযোগে নম্রশরীরে সেই জগন্ময়ী
 মহামায়াকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল । ৯২

হে দেবি ! আমি সত্যই স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনি আমার শিরশ্ছেদ
 করিয়া রক্তপান করিতেছেন । ৯৩

তাহাতে আমি নিশ্চয় জানিতে পারিলাম যে, আপনি আমার রক্তপান
 করিবেন । অতএব এক্ষণে আমাকে একটি বরদান করুন । ৯৪

হে পরমেশ্বরি ! আমি যে আপনার বধ্য, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই,
 আমারও তাহাতে দুঃখ নাই ; কারণ নিয়তিকে কে লজ্বন করিতে সমর্থ হয় ?
 ৯৫

কিন্তু আমার পিতা আমার নিমিত্তই পূর্বে আপনার সহিত শত্ৰুকে আরা-
 ধনা করিয়াছিলেন, অনন্তর আমার জন্ম হয় । ৯৬

১। পূর্বতঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ময়াপ্যারাবিতঃ শত্ৰুঃ প্রাপ্তাশ্চেষ্টীন্তথাবিধাঃ ।
 মরুত্তরতরং বাবদাসুতং রাজ্যমুত্তমম্ ।
 অকণ্টকং ময়া ভুস্তমসুতাপো ন বিদতে ॥ ৯৭
 কাভ্যায়নেন মুনিরা নপ্তোহহং শিষ্টকারণাৎ ।
 সৌমন্তিনী বিনাশং তে করিস্ততি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৮
 পুত্রা মুনিং তপস্ততং রৌদ্রাশ্বং নান সন্তমম্ ।
 মুনেঃ কাভ্যায়নাশস্য শিষ্টং হিমবদন্তিকে ॥ ৯৯
 দিব্যস্ত্রীরূপমতুলং কুতাহং কৌতুকাভিনা ।
 ময়া নপ্তোহহিতো বিপ্রোহুতাকং সমাস্তদ্য তপঃ ॥ ১০০
 নদূরাং সংস্থিতেনাহং মুনিরা কাভ্যাসুনা ।
 জাভা মায়াং তদা শপ্তঃ শিষ্টার্থে ক্রোধবহিনা ॥ ১০১
 যস্মাকুশা হে শিষ্টোহহং মোহিতস্তপসচ্ছত্বেতঃ ।
 কুতস্তুয়া স্ত্রীরূপেন তত্ভাং স্ত্রী নিহনিমুতি ॥ ১০২
 ইতি মাং শপ্তবান্ পূৰ্ব্বং মুনিঃ কাভ্যাকনঃ স্বয়ম্ ।
 তদ্য শাপস্য কালোহরমাগতা সমুপস্থিতঃ ॥ ১০৩
 দেবেভ্যস্তং ময়া প্রাপ্তং ভুস্তং ত্রিভুবনং সমম্ ।
 তিরিঙ্গ শোচ্যং মেহপ্রাপ্তি বাহুনীকং হি বনম্ ॥ ১০৪
 তস্মাস্ত্বাং বৈ প্রপন্নোহহং প্রার্থ্যং শেষং হি বনম্ ।
 যদেহি দেবি দুর্গে ত্বং ভূয়স্তত্ভাং নমো নমঃ ॥ ১০৫

আমিও শত্ৰুর আরাধনা করিয়া অষ্টীক বরলাভ করিয়াছি । আমি তিন মরুত্তরকাল ব্যাপিয়া নিকটকে শ্রেষ্ঠ অসুররাজ্য ভোগ করিয়াছি, আমার কিছুই অনুতাপ নাই । ৯৭

শিষ্টের নিমিত্ত কাভ্যায়নমুনি আমাকে শাপ দিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি তোমাকে নিহত করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ৯৮

পূর্বের কাভ্যায়নমুনির শিষ্ট রৌদ্রাশ্বনামে একটি অতিশয় সাধুচরিত্র স্বর্ষি হিমালয় পর্বতের নিকট তপস্যা করিতেছিলেন । ৯৯

আমি কৌতুক-বশে অতুলসৌন্দর্য্যশালী দিব্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া সেই ঋষিকে মোহিত করি । ঋষি, বিমূঢ় হইয়া তৎকণাৎ তপস্যা হইতে বিরত হন । ১০০

কাভ্যের পুত্র অর্থাৎ কাভ্যায়ন ঋষি সেই স্থানের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছিলেন । আমার সেই মায়া জানিতে পারিয়া তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল, তিনি শিষ্টের মরুতের নিমিত্ত আমাকে শাপ দিলেন । ১০১

যেহেতু তুমি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া আমার শিষ্টকে মোহিত করিয়া তপস্যা-চ্যুত করিলে, সেই হেতু স্ত্রীজাতি তোমার বহনধন করিবে । ১০২

পূর্বের মুনি কাভ্যায়ন, এইরূপে আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন । সেই শাপের ফল-প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে । ১০৩

আমি দেবেভ্যঃ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অখণ্ড ত্রিভুবন-রাজ্য নিকির্বাদে ভোগ করিয়াছি । আমার ইহলোকে এমন কোন বাহুনীক নাই, যাহার অপ্রাপ্তি হেতু অনুতাপ করিতে হয় । ১০৪

এই নিমিত্ত আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছি । হে দেবি দুর্গে । তুমি

দেব্যাচ—

প্রার্থনীমোঃ বরো যন্তে তৎ বৃণু মহাসুর ।
দাম্যামি তে বরং প্রার্থ্যং সংশয়ো নাত্ৰ বিদ্যতে । ১০৬

মহিষ উবাচ—

যজ্ঞভাগমহং ভোক্তুমিচ্ছামি ত্বংপ্রসাদতঃ ।
যথা যথেষু সর্বেষু পূজ্যোহহং স্যাং তথা কুরু ॥ ১০৭
ত্বংপাদসেবাং ন ত্যাক্যে যাবৎ সূর্য্যঃ প্রবর্ততে ।
এবং বরপ্রয়ং দেহি যদি দেহো বরো যম ॥ ১০৮

দেব্যাচ—

যজ্ঞভাগাঃ সুরেভ্যস্ত কল্পিতা বৈ পৃথক্ পৃথক্ ।
ভাগো ন বিদ্যতে চান্তো যং দাম্যামি তবাধুনা ॥ ১০৯
কিন্তু ত্বয়ি যদ্বা যুজে নিহতে মহিষাসুর ।
নৈব ত্যাক্যসি যংপাদং সত্ততং নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ১১০
যম প্রবর্ততে পূজা যত্র যত্র চ তত্র তে ।
পূজ্যশ্চিস্ত্যশ্চ তত্রৈব কাযো যত্তব^১ দানব ॥ ১১১
ইতি প্রত্যা বচন্তত্যাঃ প্রত্যাষে মহিষাসুরঃ ।
বরং প্রাপ্যোহ মুদিতঃ প্রসন্নবদনস্তদা ॥ ১১২
উগ্রচক্রে ভদ্রকালি দুর্গে দেবি নমোহস্ত তে ।
প্রভুত্বা যুজ্যো দেবি ভবত্যাঃ সকলান্মিতিকাঃ । ১১৩

পুনর্ব্বার আমার জন্মের শেষ প্রার্থনা পূরণ কর, আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি । ১০৬

দেবী বলিলেন ;—হে মহাসুর । তোমার অভিলষিত বর কি, তাহা আমাকে জ্ঞাপন করাত্ত । তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব ; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ১০৬

মহিষ বলিল ;—আমি আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি । অতএব নিখিল যজ্ঞে যাহাতে আমি পূজ্য হই, সেইরূপ করুন । ১০৭

যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব বর্ত্তমান থাকিবেন, সেকাল পর্য্যন্ত আমি তোমার পদ-সেবা ত্যাগ করিব না । যদি আমাকে বর দেওরা আপনার উচিত বলিয়া বিবেচনা হইয়া থাকে, তবে এ বরটীও প্রদান করুন । ১০৮

দেবী বলিলেন ;—পূর্বেই এক একটি করিয়া সমুদ্র যজ্ঞের ভাগ দেবতা-দিগের মধ্যে বন্টিত হইয়াছে । যজ্ঞের এমন একটী ভাগ নাই, যাহা একদেব আমি তোমাকে দিতে পারি । ১০৯

কিন্তু হে মহিষাসুর ! আমাকর্ত্তক যুজে নিহত হইয়াও তুমি আমার চরণ কোন কালে ত্যাগ করিবে না, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ১১০

আর হে দানব ! যেখানে যেখানে আমার পূজা হইবে, সেই সেই স্থানেই তোমার এই শরীরের পূজা হইবে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই । ১১১

দেবীর এই বাক্য শুনিয়া মহিষাসুর, বর লাভে অত্যন্ত হর্ষ এবং প্রসন্নবদন হইয়া বলিল । ১১২

কাজিষ্ঠে মূর্তিভিঃ পূজ্যো যজ্ঞেহং পরমেশ্বরি ।
তৎ সমাচক্ষুঃ যদি মে ভবত্যেহ কৃপা কৃত্য ॥ ১১৪

দেবুবাচ—

যানি নামানি শ্রোতৃণি ত্বেহে মহিষাসুর ।
তান্ মূর্তিৰ্ভু সম্পৃষ্টঃ পূজ্যো লোকে ভবিষ্যসি ॥ ১১৫
উগ্রচণ্ডেতি বা মূর্তিৰ্ভক্তকালী হুং পুনঃ ।
যথা মূর্ত্যা ত্বাং হনিষ্যে সা হর্গেতি প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ১১৬
এতান্ মূর্তিৰ্ভু সমা পানলগ্নো নৃপাং ভবান্ ।
পূজ্যো ভবিষ্যতি স্বর্গে দেবানামপি রক্ষসাম্ ॥ ১১৭
আদিসৃষ্টাবুগ্রচণ্ডামূর্ত্যা ত্বং নিহতঃ পুত্রা ।
দ্বিতীয়সৃষ্টৌ তু ভবান্ ভক্তকাল্যা মতা ইতঃ ॥ ১১৮
দুর্গা রূপেণাধুনা ত্বাং হনিষ্যামি মহানুগম্ ।
কিন্তু পূর্বং ন গৃহীতত্বং রক্ষা পানয়োস্তলে ॥ ১১৯
অধুনা প্রার্থিতবরো গৃহীতঃ পূর্বকাময়োঃ ।
গৃহীতবল্ল পশ্চাত্ত্বং যজ্ঞভাগোপভুক্তয়ে ॥ ১২০

ঔর্ক উবাচ—

ইত্যুক্তা সা মহামায়া উগ্রচণ্ডাহুয়াং তনুম্ ।
দর্শয়ামাস চ তদা মহিষায়ামুরায় বৈ ॥ ১২১

হে উগ্রচণ্ডে । ভক্তকালি ! দেবি ! তুর্গে ! আপনারকে নমস্কার করি ।
আপনার মূর্তি অনেক ; এই জগতের সমুদয় বস্তুই আপনার মূর্তিভেদ । ১১৪

অতএব হে পরমেশ্বর ! আমি যজ্ঞে আপনার কোন কোন মূর্তির সহিত
পূজা হইব । যদি আমার উপর আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তবে ইহা কীৰ্ত্তন
করুন । ১১৪

দেবী বলিলেন ;—হে মহিষাসুর ! তুমি আবার যে নামগুলির কীৰ্ত্তন
করিলে, তুমি ঐ সকল মূর্তিতে আমার পানলগ্ন পূজ্য হইবে । ১১৫

উগ্রচণ্ডা—এই মূর্তি ; ভক্তকালী মূর্তি—যে মূর্তি গ্রহণ করিয়া আমি
তোমাকে দ্বিতীয় মূর্তিতে নিহত করি ; এবং দুর্গা বলিয়া আমার যে মূর্তি
কীৰ্ত্তিত হয়,—এই ত্রিম মূর্তিতে তুমি সর্বদা আমার পানলগ্ন হইয়া মনুষ্য,
দেব এবং রাক্ষসগণেরও পূজ্য হইবে । ১১৬-১১৭

আদি মূর্তিতে আমি উগ্রচণ্ডা রূপে তোমাকে নিহত করিয়াছি । দ্বিতীয়
মূর্তিতে আমি ভক্তকালীরূপে তোমাকে বিনাশ করি । ১১৮

একদা দুর্গারূপে অনুচরবর্গের সহিত তোমাকে বধ করিব । কিন্তু পূর্ব
পূর্ব মূর্তিতে আমি নিজ চরণতলে তোমাকে গ্রহণ করি নাই । একদা তোমার
স্বয়ং প্রার্থনা অনুসারে ঐ উত্তর মূর্তিতেও তোমাকে গ্রহণ করিলাম এবং
তোমার যজ্ঞভাগের উপভোগের নিমিত্ত দুর্গা মূর্তিতেও তোমাকে গ্রহণ করিব ।
১১৯-১২০

মহামায়া এই সকল কথা বলিয়া তৎকালে মহিষাসুরকে নিজের উগ্রচণ্ডা
মূর্তি দর্শন করাইয়াছিলেন । ১২১

যা যুষ্টিঃ সোড়শভুজা ভদ্রকালীতি বিজ্ঞতা ।
 তথৈব যুষ্টিং বাহুভ্যাংপরাভ্যাস্ত বিজ্ঞতী ॥ ১২২
 দক্ষিণাৰ্থো গদাং বামপাশিনা পানপাত্রকম্ ।
 সূরাপূর্ণক শিরসা যুগ্মমালাং বিলেশয়ম্ ॥ ১২৩
 ভিন্নাঙ্গনচঙ্গপ্রখ্যা প্রচণ্ডা সিংহবাহিনী ।
 রক্তনেত্রা মহাকায়া যুক্তাষ্টাদশবাহুভিঃ ॥ ১২৪
 উগ্রচণ্ডা ভদ্রকালী দেব্যা যুষ্টিরয়ং তথা ।
 মহিষঃ প্রণনাম্যাস্ত দৃষ্ট্বা বিশ্বয়মাগতঃ ॥ ১২৫
 ততোঃ তথা পদাত্রয়া নিহতো মহিষাসুরঃ ।
 তথৈব অগৃহে পাদতলে দেবীঘয়ন্ত তম্ ॥ ১২৬
 হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং মহিষং বিশিষ্টককম্ ।
 গৃহীতকেশং দেব্যা তু নির্যাদন্তবিভূষিতম্ ॥ ১২৭
 বমদ্রক্তং মহাকায়াং দৃষ্ট্বা পূর্বতনুং স্বকম্ ।
 ভয়ং প্রাপ্যাসুরঃ সোহম শুশোচ চ যুমোহ চ ॥ ১২৮
 ততস্তু কণমাখ্যানং সংসৃত্য স তু দানবঃ ।
 প্রণম্য বচনং দেবীমিদমাহ সগদগদম্ ॥ ১২৯

মহিষ উবাচ—

যদি দেবি প্রসন্নাসি যজ্ঞভাগান্ত কল্পিতাঃ ।
 তদা মমাত্মনা নাশ এবমেতদ্ ভবেন্ন হি ॥ ১৩০

যাদৃশ সোড়শভুজা যুষ্টি ভদ্রকালী নামে বিখ্যাত, তাদৃশ যুষ্টিতে আরও দুইটি বাহু, অধিক যুক্ত হইলে উগ্রচণ্ডা যুষ্টি হয়। ঐ অতিরিক্ত বাহুদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণদিকের হস্তে একটি গদা ও বামদিকের হস্তে সূরাপূর্ণ পানপাত্র এবং বস্তকে যুগ্মমালা ধৃত হইয়াছে। ১২২-২৩

ঐ যুষ্টির প্রভা দলিত-অঙ্গন-সদৃশ; যুষ্টি দেখিতে প্রচণ্ড এবং সিংহবাহিনী, নেত্র রক্তবর্ণ, শরীরের আয়তন অতি বৃহৎ এবং অষ্টাদশ বাহুযুক্ত। ১২৪

মহিষ, ভদ্রকালী দেবীর সেই উগ্রচণ্ডা যুষ্টি দর্শন করিয়া বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে তৎকণাৎ প্রণাম করিল। ১২৫

অনন্তর পূর্বে যেমন চরণদ্বারা আক্রমণ করিয়া মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, দেবী তৎকালেও নিজ চরণতলে তাঁহাকে সেইরূপে গ্রহণ করিলেন। ১২৬

তখন হৃদয় শূল দ্বারা ভিন্ন মহিষ-রূপ হিন্নমস্তক, দেবীকর্তৃক কেশে গৃহীত এবং মহিষ শরীর হইতে নির্গত-অস্ত্র-দ্বারা ভূষিত, রক্তদ্রাবকারী এবং অতি বৃহৎ আয়তন মহিষ আপনার পূর্ব শরীরকে এইরূপে অবস্থিত দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া যুগলং শোক এবং যোহ প্রাপ্ত হইল। ১২৭-১২৮

অনন্তর সেই দানব মহিষাসুর আপনাকে সুস্থির করিয়া এবং দেবীকে প্রণাম করিয়া গঙ্গাসহরে বলিতে লাগিল। ১২৯

হে দেবি! যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, এবং আমার নিমিত্ত যজ্ঞভাগেরও কল্পনা করিয়াছেন, তবে যেন আমি পুনরায় আর একরূপ না হই। ১৩০

বথাহং ন সূরৈঃ সার্ব্বং করিষ্যে বৈরমভূতম্ ।
তথা মাং কুরু ভো দেবি ন জন্ম প্রলভে যথা ॥ ১০১

দেবুবাচ—

আরাধিতাহং ভবতা বরো দত্তো যথা তব ।
বখ্যস্ত ত্বং মতৈবেহ নাত্ত কার্য্যো বিচারণা ॥ ১০২
ভক্ত্যুদ্ভা প্রার্থিতক্যাপি সৰ্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ ।
বিরোধী মে সপা মা ভূদতি চাপি ভবিসৃতি ॥ ১০৩
মৎপাদভঙ্গসংস্পর্শাচ্ছরীরং তব দানব ।
যজ্ঞভাগোশভোগ্যং বিশৌৰ্ণং ন ভবিসৃতি ॥ ১০৪
তব জীবাসৃতিঃ প্রাণাঃ সৰ্ব্বা এব মহাসুর ।
হরন্ত পাদসংযোগ্যকিরং স্থাসৃতি কেবলম্ ॥ ১০৫
কল্পকোটিসহস্রাণি ত্রিংশত্ত্বং মহিষাসুর ।
শতানি চাক্ষৌষস্তানি জন্ম ভে ন ভাবিসৃতি ॥ ১০৬
ইতি দেবী বরং দত্ত্বা মহিষাসুরায় বৈ ।
ঐশতা তেন শিরসা তত্রৈবান্তবধীয়ত ॥ ১০৭
মহিষোহপি নিজস্থানং পুনঃ প্রায়াং স যোহিতঃ ।
মাহুয়া চাসুরং ভাষমাশ্রয় নৃপ পূৰ্ব্ববৎ ॥ ১০৮

সগর উবাচ—

অনেকে নিহতা দৈত্য্য মায়ায়া লোকভূতয়ে ।
ন তে পুনঃ প্রগৃহীতাক্তেভ্যো দত্ত্বা বরান্ ততান্ ॥ ১০৯

হে দেবি । বাহাতে আমি আর দেবগণের সহিত কোমরুপ বৈর উৎপাদন না করি, আর বাহাতে পুনরায় আমার আর জন্ম না হয়, তাহা করুন । ১০১

দেবী বলিলেন, তুমি আমার আরাধনা করিয়াছ, আমি তোমাকে বরদান করিয়াছি তুমি আমারই বর্য, সে বিষয়ে কোন বিচার করিও না । ১০২

তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছ, দেবগণের সহিত তোমার আর বিরোধ না হউক—তাহাই হইবে । ১০৩

হে দানব । আমার পাদভঙ্গ-সংস্পর্শে তোমার শরীর যজ্ঞভাগ গ্রহণের নিষিদ্ধ বিশৌৰ্ণ হইবে না । ১০৪

হে মহাসুর । মহাদেবের পাদসংস্পর্শে তোমার প্রাণমকল কেবল তোমার জীবাস্রার সহিত অবস্থান করিবে । ১০৫

হে মহিষাসুর । একশত অক্ষৌষিক ত্রিশ সহস্র কোটি কল্প পর্য্যন্ত তোমার পুনর্বার জন্ম হইবে না । ১০৬

দেবী মহিষাসুরকে এইরূপ বর প্রদান করিলে, সে মস্তক অবনত করিয়া তাহাকে প্রণাম করিল এবং দেবীও অস্তহিত হইলেন । ১০৭

হে নৃপ । মহিষও নিজস্থানে গমন করিল, কিন্তু মায়াঘারা যোহিত হইয়া পুনর্বার পূর্বের মত অসুরতাব প্রাপ্ত হইল । ১০৮

সগর বলিলেন, ভগবতী মহায়ায়া লোকের বিতৃষ্ণার নিমিত্ত অনেক দৈত্যকে নিহত করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও তিনি গ্রহণ করেন নাই এবং কাহাকেও তিনি বর দান করেন নাই । ১০৯

তেনৈবাকারণেনায়ং^১ প্রগৃহীতো বরাঃ কথম্ ।
মন্তান্তনৈ সমাচক্ষ যম সম্যগুদ্বিজোক্তম্ ॥ ১৪০

ওঁক উবাচ—

আরাধিতো মহাদেবো বক্তেৎ সুরৈবরিণা ।
চিরেন স সূত্রোত্তপসা তত্ত্ব শঙ্করঃ ॥ ১৪১
অথ ভুক্তো মহাদেবঃ প্রত্যক্ষং ব্রহ্মমুচিবান্ ।
প্রীতোহস্মি তে বরং বক্ত বরয়হ যথোপ্তমম্ ॥ ১৪২
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ব্রহ্মস্বং চত্ৰশেখরম্ ।
অপুত্রোহহং মহাদেব যদি তে সমানুগ্রহঃ ॥ ১৪৩
যম অন্তরে পুত্রো ভবান্ ভবতু শঙ্কর ।
অবধাঃ সর্বভূতানাং জেতা চ ত্রিবিবোকসাম্ ॥ ১৪৪
চিরামুচ যশসী চ লক্ষ্মীবান্ স চ শঙ্কর ।
এবমুক্তস্ত নৈতেন প্রত্যুবাচ বৃষধ্বজঃ ॥ ১৪৫
ভবতেন্দ্রবাহিতং তে ভবিষ্যামি স্তুতস্তব ।
ইত্যুক্তা স মহাদেবস্তত্রৈবাস্তবদীয়ত ।
ব্রহ্মোহপি বাতঃ স্বহানং হর্ষোৎফুল্লবিলোচনঃ ॥ ১৪৬
পথি গচ্ছন্ স ব্রহ্মোহথ দদর্শ মহিষীং তভাম্ ।
ত্রিহারনৌকিত্রবর্ণাং সুন্দরীমৃদুশালিনীম্ ॥ ১৪৭
স তাং দৃষ্ট্বাথ মহিষীং বক্তঃ কামেন মোহিতঃ ।
ঘোৰ্ভাঃ গৃহীতা চ তদা চকার সুরতোঃসবম্ ॥ ১৪৮

হে দ্বিজোক্তম্ । কি কারণে দেবীকর্তৃক এই মহিমামূর গৃহীত হইল এবং কেনই বা তিনি তাহাকে বরদান করিলেন, ইহা আমার নিকট সম্যকরূপে কীৰ্ত্তন করুন । ১৪০

ওঁক বলিলেন, ব্রহ্মনাথে নৈত্য বহুকাল তপশ্চরণ করিয়া মহাদেবেবের আরাধনা করে, মহাদেব তাহার তপশ্চায় প্রীতি-লাভ করেন । ১৪১

অনন্তর মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন ; হে ব্রহ্ম ! আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি ; তুমি অভিপ্সিত বর গ্রহণ কর । ১৪২

এইরূপে উক্ত হইয়া ব্রহ্ম অসুখ মহাদেবকে বলিল, হে মহাদেব ! আমি অপুত্র, আপনার যদি আমার উপর অনুগ্রহ হইয়া থাকে, আমার তিন জনে আপনি আমার পুত্র হউন এবং আমার পুত্র হইয়া সকল প্রাণীর অবধা, দেব-গণের জেতা, চিরামু, যশসী, লক্ষ্মীবান্ এবং সত্য-প্রতিজ্ঞ হউন । ১৪৩-৪৪

নৈত্যকর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাদেব তাহাকে বলিলেন ; তোমার এই বাঞ্ছিত সিদ্ধ হউক, আমি তোমার পুত্র হইব । ১৪৫

এই কথা বলিয়া মহাদেব সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন এবং ব্রহ্মাসুরও হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে আপনার স্থানে গমন করিল । ১৪৬

পথে যাইতে যাইতে ব্রহ্ম একটি তিন বৎসর-বয়স্ক ঋতুমতী বিচিত্রবর্ণা সুন্দরী মহিষীকে দেখিতে পাইল । ১৪৭

তথোঃ প্রযুক্তে সুরভে তথা সা তত্ তেজসা ।
 দধার মহিষী গৰ্ভং তদাভূন্নহিসাসুরঃ ॥ ১৪৯
 তদ্যং স্রাংশেন গিরিশস্তংপুত্ৰতমবাস্তবান্ ।
 ববুধে স তথা রাতিঃ গুরুনক্ষশশাঙ্কবৎ ॥ ১৫০
 তৎ কাত্যায়নমুনিঃ শপ্তবান্নহিসাসুরম্ ।
 দুৰ্ময়ং বীক্ষ্য শিষ্যার্থে শিষ্যানুগ্রহকারকঃ ॥ ১৫১
 কাত্যায়নেন শপ্তং তং বিজ্ঞান্ন মহিসাসুরম্ ।
 প্রাহ প্রণামপূৰ্ব্বস্ত চণ্ডিকাং চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৫২

ঈশ্বর উবাচ—

দেবী কাত্যায়নেশ্বরং শপ্তোহন্ত মহিসাসুরঃ ।
 যোষিধিনাশকর্তীতি ভবিতেনি জগন্ময়ে ॥ ১৫৩
 নিঃসংশয়মুযের্বাক্যং ভবিস্থিতি ন সংশয়ঃ ।
 মদীকো মহিষঃ কায়ন্তুরা দেবী জগন্ময়ি^১ ।
 হতব্যঃ সততং যোগযুক্তঃ পূৰ্বে পরমপি চ ॥ ১৫৪
 হরির্হরিশ্বকশেপ ন ভাং বোচুং ক্ষমোহধুনা ।
 স্মর্য্যং মাহিষঃ কায়ন্তব বোচা ভবিস্থিতি ॥ ১৫৫
 ইতি পূৰ্ব্বং মহাদেবো দেবীং প্রাণিতবান্ পুরা ।
 তেন দেবী মহাদেবং জগ্ৰাহ মহিসাসুরম্ ॥ ১৫৬

সেই মহিষীকে দেখিয়া সে কামে মোহিত হইয়া তাহাকে হস্তধার্য্য ধারণ করিয়া তাহার সহিতই প্রতিজ্ঞীড়া করিল । ১৪৮

এইরূপে তাহাদের উভয়ের সুরভ সম্পূর্ণ হইলে রক্তের তেজে মহিষী গৰ্ভ-ধারণ করিল এবং সেই গৰ্ভ হইতেই মহিসাসুরের জন্ম হয় । ১৪৯

সেই মহিষীর সঙ্গমেই মহাদেব, রক্তের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন । এবং জন্ম হইতে মহিসাসুর গুরুনক্ষের চন্ডের মত প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল । ১৫০

সেই মহিসাসুরকে শিষ্যানুগ্রহকারী কাত্যায়ন মুনি শিষ্যের প্রতি অত্যাচার করায় শাপ দিয়াছিলেন । ১৫১

মহিসাসুর কাত্যায়ন-কর্তৃক শপ্ত দেবিতা চন্দ্রশেখর মহাদেব, চণ্ডিকাকে প্রণয়পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন । ১৫২

হে দেবি জগন্ময়ি ! কাত্যায়ন-মুনি, মহিসাসুরকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছেন যে জৌজাতি তোহার বিনাশ-কর্ত্তী হইবে । ১৫৩

ঈশ্বর বাকা যে সফল হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । হে জগন্ময়ি দেবি ! যোগযুক্ত মহিষ শরীর আমারই, উহা ধর্য্যবর পূৰ্বেও তোমা কর্তৃক হত হইয়াছে এবং পরেও হত হইবে । ১৫৪

একবে ভগবান্ হরি, একা সিংহরূপে তোমাকে বহন করিতে অক্ষম, আমার এই মহিষ-শরীরই তোমার বাহক হইবে । ১৫৫

পূৰ্ব্বকালে মহাদেব, দেবীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেবী মহিসাসুররূপী মহাদেবকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৫৬

১। দেবি কার্য্যধরা কুবি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ত্রিষু জন্মসু পুত্রোহিভূদ্রস্তস্য ভগবান্ হরঃ ।
 সৃষ্টিতয়ে স রক্তোহপি রক্ত এব ব্যজামত ॥ ১৫৭
 আসুরং তাদৃশস্তপে তপঃ পরমদারুণম্ ।
 তথৈবারাধিতঃ শত্ৰুঃ পুত্রার্থে প্রদদৌ বরম্ ॥ ১৫৮
 তথৈব মহিষোঃ ভেজে প্রথমং সুরতায় সঃ ।
 তস্যাং তথাভবদ্বীৰো দানবো মহিষাসুরঃ ॥ ১৫৯
 তথৈব শেষে ভগবান্ মুনিঃ কাত্যায়নস্ত উম্ ।
 ইতি প্রবৃন্তে পূর্বেহস্মিন্ পরস্মিন্ স তু জন্মনি ।
 মহিষঃ পূজয়িত্বাথ দেবীং বরমযাচত ॥ ১৬০
 তৃতীয়ে জন্মনি বরং প্রাপ্য কল্পানশেষতঃ ।
 নেহ মে জন্ম ভবিতেন্ত্যেবং বরমযাচত ॥ ১৬১
 তেন দেবীপাদতলে তিষ্ঠত্যেযোহসুরোহধুনা ।
 ন্যোৎপত্তিরপি তস্যাথ সংবর্তীতাদ্ভূতম্ ॥ ১৬২
 এবং দেবীপ্রসাদেন মহাদেবাংশসম্ভবঃ ।
 পরামবাণ সততং প্রতিপত্তিং মহাসুরঃ ॥ ১৬৩
 ইতি তে কথিতং রাজন্ যথা স মহিষাসুরঃ ।
 দেবীপাদতলং প্রাপ্য যথা মোহন্যপি মোদতে ।
 প্রস্তুতং শত্ৰু ভো রাজন্ কথয়ামি নৃপোত্তম ॥ ১৬৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি বঃ কথিতং রাজা সগরঃ সহিতো যথা ।
 পূর্বেণ চক্রে সংবাদং দেবীমহিষরোজনে ॥ ১৬৫

ভগবান্ হর, তিনি জন্মে রক্তাসুরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । রক্তাসুর
 ঐ তিন বার রক্ত নামেই জন্মগ্রহণ করে । ১৫৭

রক্তাসুর জন্মতয়েই অতি নিদারুণ তপস্যা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত ভগবান্
 শত্ৰুর আরাধনা করে এবং শত্ৰুও তাহাকে পূর্ববৎ বর প্রদান করেন । ১৫৮

পূর্বের বর সুরভোঃসুক হইয়া রক্ত, মহিষীর অনুসরণ করে এবং মহিষীর
 গর্ভে মহিষাসুর দৈত্যের জন্ম হয় । ১৫৮

এতি জন্মেই মহিষাসুরকে ভগবান্ কাত্যায়ন-মুনি শাপ প্রদান করেন ;
 কারণ, পূর্ব এবং পরজন্মে মহিষেরও তাহার শিক্কে ভুলাইবার প্রবৃত্তি হয় ।
 ১৫৯

কল্পে কল্পে তৃতীয় জন্মে মহিষও দেবীর পূজা করিবার বর প্রার্থনা করে এবং
 অভিলষিত বর প্রাপ্ত হয় । ১৬০

“আর যেন ইহলোকে আমার জন্ম না হয়” এইরূপ বর প্রার্থনা করে । ১৬১
 হে নৃপ ! সেই জন্ম ঐ অসুর দেবীর পাদতলে সংলগ্ন হইয়া আছে ।
 তাহার আর অনেক কল্পান্ত অবধি জন্ম হইবে না । ১৬২

এইরূপ দেবীর প্রসাদে মহাদেবাস্ত-সম্ভব মহিষাসুর নিত্য উৎকৃষ্ট প্রতিপত্তি
 লাভ করিয়াছে । ১৬৩

হে রাজন্ । সেই মহিষাসুর দেবীর পাদতল প্রাপ্ত হইয়া যেক্রপ অশ্বাপি
 আনন্দ ভোগ করিতেছে, তাহা তোমার নিকট কীৰ্ত্তিত হইল । হে নৃপোত্তম !
 এক্ষণে তোমার নিকট প্রস্তুত বিষয়ের কীৰ্ত্তন করিতেছি অবগত কর । ১৬৪

পুনর্মদাহ ভূকোহপি সগরায় মহাআনে ।
 তচ্ছব্দং মুনিশ্রেষ্ঠা শুভ্রাদ্ শুভ্রতরং পরম্ ॥ ১৬৬
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মহিষাসুরোপাধ্যানো নাম
 ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ঔৰ্ব উবাচ —

যথাহ ভগবান্ দেবো ভৈরবায় মহাআনে ।
 বেতালায় নৃপশ্রেষ্ঠ তথা তং প্রস্তুতং শৃণু ॥ ১

ভগবানুবাচ—

উগ্রচণ্ডা চ বা মূর্তির্যদশভূজাহুভবং ।
 সা নবম্যাহ পুরা কৃষ্ণপক্ষে কল্যাং গতে রবৌ ।
 প্রোদ্ধৃতা মহামায়া যোগিনীকোটিতিঃ সহ ॥ ২
 আষাঢ়স্ত তু পূর্ণিমাং সত্রং দ্বাদশবার্ষিকম্ ।
 দক্ষঃ কর্ত্ত্বং সম্ভারয়েত্তে বৃত্তাঃ সৰ্ব্বে দিবৌকসঃ ॥ ৩
 ততোহহং ন বৃত্তন্তেন দক্ষেন সূমহাআনা ।
 কপালীতি সতী চাপি তজ্জায়েতি চ নো বৃত্তা ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ঔৰ্বের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজ সগর যেরূপে দেবী ও মহিষের সংবাদ শুবনে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগের নিকট কীৰ্ত্তিত হইল । ১৬৫

পুনর্বার মহর্ষি ঔৰ্ব, মহারাজ সগরের নিকট যে কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই অতি গোপনীয় কথা বলিতেছি, হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা শ্রবণ করুন । ১৬৬

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬০

একষষ্টিতম অধ্যায়

দেবীপূজার কর্তব্যতা

ঔৰ্ব কহিলেন ;—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! পুনর্বার ভগবান্ মহাদেব বেতাল ও ভৈরবের নিকট যে বিষয়ের বর্ণন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রস্তুত বিষয়ের বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । ১

ভগবান্ বলিলেন ;—ভগবতী অষ্টদশভূজা উগ্রচণ্ডা নামে যে মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, উহা পূর্বে, সূর্য কল্যার্নশগত হইলে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে, একাটি যোগিনীর সহিত প্রোদ্ধৃত হয় । ২

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতিথিতে প্রজাপতি দক্ষ, দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করিতে, আরম্ভ করে ; ঐ যজ্ঞে সমুদয় দেবগণকে বরণ করা হইয়াছিল । ৩

ততো যৌবসমাদুক্তা প্রাণাংস্ততাজ্জ সা সতী ।
 ভাস্কদেহা সতী চাপি চণ্ডমুক্তিস্তদাভবৎ ॥ ৫
 ততঃ প্রবৃন্তে যজ্ঞেহপি তস্মিন্ দ্বাদশবার্ষিকে ।
 নবম্যাং কৃষ্ণশ্বে তু কশ্যাপাং চণ্ডমুক্তিধৃক্ ॥ ৬
 যোগনিদ্রা মহামায়া যোগিনীকোটিভিঃ সহ ।
 সতীরূপং পরিত্যজ্য যজ্ঞভঙ্গমধাকরোৎ ॥ ৭
 শঙ্করস্য গণৈঃ সৈবৈঃ সহিতা শঙ্করেণ চ ।
 স্বয়ং বভূবু সা দেবী মহালজা মহাশ্বনঃ ॥ ৮
 ততো দেব্যা মহাক্রোধে ব্যতীতে ত্রিদিবৌকসঃ ।
 পূজয়াক্ষুৰতুলাং দেবীং পূৰ্বেদিতেন বৈ ॥ ৯
 পূৰ্বেদিতাবিধানেন পূজাশ্চা দিবৌকসঃ ।
 কুত্বেব পরমামাপূনিত্বিং হুঃবহানয়ে ॥ ১০
 এবমষ্টৈরপি সদা কার্ষাং দেব্যাঃ প্রপূজনম্ ।
 বিভূতিমতুলাং প্রাপ্তুং চতুৰ্বর্গপ্রদায়িকাম্ ॥ ১১
 যো মোহানথবালশ্যাদ্বেবীং দুর্গাং মহোৎসবে ।
 ন পূজয়তি দস্তাদ্য ছেদাদ্যাপ্যথ ভৈরব ।
 ক্রুকা ভগবতী তস্য কামানিষ্টানিহতি বৈ ॥ ১২
 পরত্র চ মহামায়া-বলি ভূত্বা প্রজায়তে । ১৩
 অষ্টম্যাং কুশিরৈশ্চৈব মহামাংসৈঃ সূগন্ধিভিঃ ।
 পূজয়েৎস্বজাতীয়ে বলিভিত্তোজনেঃ শিবাম্ ॥ ১৪

এ যজ্ঞে দক্ষ, আমাকে কশালী বলিয়া বরণ করে মাই এবং আমার পত্নী বলিয়া তাহার নিজের কশা সতীকেও বরণ করেন নাই । ৫

তখন সতী, ক্রোধ-পরবশা হইয়া নিজের দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগ করিয়া চণ্ডমুক্তি ধারণ করেন । ৬

অনন্তর, দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে, কশ্যাপাশি কৃষ্ণশ্বে নবমী-তিথিতে সতীরূপ পরিত্যাগ করিয়া যোগনিদ্রা চণ্ডরূপধারিণী মহামায়া কোটি যোগিনীর সহিত যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছিলেন । ৬-৭

মহাদেবের সমুদয় গণের সহিত এবং সাক্ষাৎ মহাদেবের সহিত দেবী স্বয়ং মহাশ্বা দক্ষের যজ্ঞভঙ্গ করেন । ৮

অনন্তর দেবীর সেই নিদারুণ ক্রোধ অপগত হইলে সমস্ত দেবগণ, পূর্ব কথিত বিধান-অনুসারে দেবীর অতুল পূজা করিয়াছিলেন । ৯

হুঃবহানির নিমিত্ত দেবগণ পূৰ্বেদিত বিধান অনুসারে দেবীর পূজা করিয়া অতিশয় শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ১০

এইরূপ অতুল বিভূতি লাভের নিমিত্ত অপর ব্যক্তিবর্গ দেবীর চতুৰ্বর্গপ্রদ পূজন করা উচিত । ১১

হে ভৈরব । যে ব্যক্তি মোহবশতই হউক, কালবশতই হউক, দ্বন্দ্ব অথবা দ্বেষবশতই হউক, মহোৎসবকালে ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা না করে, দেবী ভগবতী তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অভিলষিত কামনাসকল নষ্ট করেন এবং পরে সে দুর্গার বলিরূপে জন্মগ্রহণ করে । ১২-১৩

অষ্টমীর দিবস কুশির, মাংস, সূগন্ধি মহামাংস, নানাজাতীয় বলি, সিন্দূর,

‘বিসর্জনমনেনৈব যন্ত্রেণ বৎস ভৈরব ।
 কৰ্তব্যমস্তসি স্থাপ্য বিসৃজ্য চ বিভূতয়ে ॥ ২৫
 ‘উত্তিষ্ঠ দেবি চণ্ডেশে তভ্যং পূজ্যং প্রণুহ চ ।
 কুরুষ স্বম কল্যাণমষ্টভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ ২৬
 ‘গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে’ ।
 যং পূজিতং যয়া দেবি পরিপূর্ণং তদন্তু মে ॥ ২৭
 ‘ব্রহ্ম ত্বং স্রোতসি জলে তিষ্ঠ গেহে চ ভূতয়ে ।
 নিমজ্যাস্তসি সন্ত্যজ্য’ পত্রিকাৰ্জ্জিতে জলে ॥ ২৮
 স্ত্রীযুর্জনবৃক্ষার্থং স্থাপিতাসি জলে যয়া ।
 ইত্যেনেম তু যন্ত্রেণ দেবীং সংস্থাপায়জ্জলে ॥ ২৯
 ‘সর্বলোকহিতার্থীঃ সর্বলোকবিভূতয়ে । ৩০
 দুর্গাতন্ত্রেণ যন্ত্রেণ পূজিতব্যো উভে অপি ।
 ভদ্রকালীমুগ্রচণ্ডাং মহামায়াং মহোৎসবে ॥ ৩১
 ‘নেত্রবীজন্ত সর্বাসাং পূজনে পরিকীৰ্তিতম্ । ৩২
 যোগিনীনাশ্ত সর্বাসাং মূলমূর্ত্তেস্তথৈব চ ।
 যন্ত্ৰং তথোগ্রচণ্ডায়াঃ পৃথক্ ত্বং শূনু ভৈরব ॥ ৩৩
 আশ্চর্যং নেত্রবীজং যন্ত্ৰোপাস্তমন্তরে ।
 বহিনাভঃস্বৰেন্দ্রবিন্দুভ্যাং তন্ত্রমৌলিকম্ ॥ ৩৪

যে নবমীর রাত্রিকালে শ্রবণার অন্ত পাদ হইবে, সেই নবমীরই দিবাভাগে দেবীর সমুখান করিবে । ২৪

হে ভৈরব । দেবীর প্রতিমা জলে রাখিয়া বিভূতির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ যন্ত্র দ্বারা বিসর্জন করিবে । ২৫

হে দেবি ! চামুণ্ডে । আমার তত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া উখান করুন এবং অষ্ট শক্তির সহিত আমার কল্যাণ করুন । ২৬

হে দেবি । আপনার সেই শ্রেষ্ঠস্থানে গমন করুন এবং আমার পূজা পরিপূর্ণ হউক । ২৭

আপনি স্রোতোজলে গমন করুন অথচ আমার গৃহে থাকিয়া ঐশ্বর্য প্রদান করুন । আপনি এই বেগুশালী জলে পত্রিকাকে সঙ্গে লইয়া নিমজ্জ হউন । ২৮

পুত্র, আয়ুঃ ও ধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমাকে জলে স্থাপন করিতেছি । সর্বলোকের হিত এবং বিভূতির নিমিত্ত এই যন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে জলে স্থাপন করিবে । ২৯-৩০

মহামায়ার মহোৎসব সময়ে ভদ্রকালী এবং উগ্রচণ্ডা এই উভয়কেই দুর্গা তন্ত্র-যন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে । ৩১

সকল প্রকার যোগিনী এবং মূলমূর্ত্তি—ইহাদের সকলের পূজাতেই নেত্র-বীজ উক্ত হইয়াছে । ৩২

হে ভৈরব । তুমি উগ্রচণ্ডার পৃথক্ যন্ত্র শ্রবণ কর । উপান্তে নেত্রবীজ যন্ত্রের আশ্চর্য অন্তরে অস্ত্রের ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত বহুবীজ বিস্তৃত হইলে উগ্রচণ্ডার যন্ত্র

নেত্রবীজং দ্বিতীয়স্ত দ্বিধাবর্ত্তিতমুচ্যতে ।
 ভদ্রকাল্যান্ত যন্তোহয়ং ধর্ম্যকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৫
 যদা তু বৈষ্ণবী দেবী মহামায়া জগন্ময়ী ।
 পূজ্যতে বৈষ্ণবী দেবী তন্ত্রোক্তা অষ্টযোগিনীঃ ॥ ৩৬
 তাঃ প্রোক্তাঃ শৈলপুত্র্যাশ্চ পূর্ব্বকল্পে চ ভৈরব ।
 উগ্রচণ্ডাদয়শ্চাষ্টৌ দুর্গাতন্ত্রস্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৭
 ভদ্রকাল্যান্ত যন্ত্রেণ ভদ্রকালীং প্রপূজয়েৎ ।
 পূজয়েদ্ভূতিহৃদ্যমেতা একাঙ্কযোগিনীঃ ॥ ৩৮
 জয়ন্তীং মঙ্গলাং কালীং ভদ্রকালীং কপালিনীম্ ।
 দুর্গাং শিবাং ক্ষমাং ধাত্রীং দলেশ্বর্যুপ পূজয়েৎ ॥ ৩৯
 যদোগ্রচণ্ডাতন্ত্রেণ সা দেবী তত্র পূজ্যতে ।
 যোগিনিস্তত্র পূজাঃ সূর্য্যচাঁদ্যাশ্চ ভৈরব ॥ ৪০
 কৌশিকী শিবদুতী চ উমা হৈমবতীঈশ্বরী ।
 শাকম্বরী চ দুর্গা চ সপ্তমী চ মহোদরী ॥ ৪১
 উমায়াঃ সৌম্যমূর্ত্তেস্ত তত্রং বৎ শূনু ভৈরব ।
 পাদিঃ সমাপ্তিসহিতঃ কঙ্কণো নাত্ত এব চ ।
 একাক্ষরত্র্যাক্ষরশ্চ উমাস্ত্র ইতি স্মৃতং ॥ ৪২
 সুবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভূজদ্বয়মম্বিতাম্ ।
 নীলারবিন্দং বাহুভ্যাং পানিনা বিজ্রভোং সদা ॥ ৪৩
 তরুস্ত চামরং ধূত্যা ভূগম্যাক্লেদ্য দক্ষিণে ।
 বিস্তৃত্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিস্তয়েৎ ॥ ৪৪

হয় । দ্বিধাবর্ত্তিত নেত্রবীজের দ্বিতীয় অক্ষর ভদ্রকালীর মন্ত্র ; ইহা ধর্ম্য, কাম
 এবং অর্থের সাধন । ৩৫-৩৬

যখন মহামায়া জগন্ময়ী বৈষ্ণবী দেবীর পূজা করা হয়, তখন অষ্টযোগিনীও
 পূজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ৩৬

হে ভৈরব ! পূর্ব্বকল্পে সেই অষ্ট যোগিনী শৈলপুত্রী প্রভৃতি । আর দুর্গা-
 তন্ত্রের অষ্ট যোগিনী উগ্রচণ্ডাদি, ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে । ৩৭

ভদ্রকালীর তন্ত্র দ্বারা ভদ্রকালীর পূজাকালে ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ
 অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে । ৩৮

জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা এবং ধাত্রী
 —এই অষ্ট যোগিনীকে অষ্টমলে পূজা করিবে । ৩৯

যখন উগ্রচণ্ডা মন্ত্র দ্বারা সেই দেবীর পূজা করিবে, হে ভৈরব ! তখন অপর
 অষ্ট যোগিনীর পূজা করিবে । তাহাদের নাম—কৌশিকী, শিবদুতী, হৈমবতী,
 ঈশ্বরী, শাকম্বরী, দুর্গা এবং মহোদরী এই সাত এবং উগ্রচণ্ডা । ৪০-৪১

হে ভৈরব ! সৌম্য-মূর্ত্তি উমার মন্ত্র শ্রবণ কর । প আদি, সমাপ্তি সহিত
 ফটু অস্ত্রে অথবা অস্ত্রে ফটু শূন্য এই একাক্ষর অথবা ত্র্যাক্ষর উমা মন্ত্র । ৪২

উমা সুবর্ণসদৃশী গৌরবর্ণা, ত্রিভুজা, বামহস্তে নীলারবিন্দ-ধারিণী তরু
 চামর ধারণ করিয়া শিবের দক্ষিণ অঙ্গে দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিয়া অবস্থিত,
 এইরূপে চিস্তা করিবে । ৪৩-৪৪

বিনাপি শঙ্কুঃ ক্রদ্রাণীঃ শুভ্রস্ব পরিচিভয়েৎ ।
 দ্বিভুজাং স্বর্ণগৌরাজীং পদ্মচামরধারিণীম্ । ৪৫
 ব্যাঘ্রচৰ্ম্মস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনগতা সন ।
 এতস্থাঃ পূজনে প্রোক্তা অর্চ্যৌ বেতালাভৈরব ॥
 যোগিন্যো নারিকাস্তাপি পৃথক্ভেন ব্যবস্থিতাঃ ।
 জয়া চ বিজয়া চৈব মাতঙ্গী ললিতা তথা ।
 নারায়ণাথ সাবিত্রী স্বধা স্বাহা তথার্থমী । ৪৬
 পূৰ্ব্বং শুভ্রা নিমন্তশ্চ দানবৌ ভ্রাতৃবুভৌ ।
 বভূবুর্মহাসভৌ মহাকারৌ মহাবলৌ ।
 অন্ধকশ্চ সুভৌ ঘৌ ভৌ দন্তিনাবিব দুর্ধরৌ ॥ ৪৭
 যযা বিনিহতে তন্নিমন্তকাথে মহাবলে
 সসৈন্যবাহনৌ ভৌ তু পাতালতলমাপ্রিতৌ ॥ ৪৮
 ততস্তপ্তা উপস্তীৰ্বং ব্রাহ্মণস্তৌ মহাসুরৌ ।
 সম্যক্ তদাভ্যর্থয়তাং স সুপ্রীতো বরং দদৌ ॥ ৪৯
 তৌ ব্রহ্মবরদৃপ্তৌ তু সমাসাংস্তে অপভ্রমম্ ।
 ইন্দ্রকুমকরোজ্জ্বলশ্চন্দ্রক নিমন্তকঃ ॥ ৫০
 সর্বেষাং যৈব দেবানাং যজ্ঞভাগানুপাহরৎ ।
 স্বয়ং শুভ্রা নিমন্তশ্চ দিক্‌পালদ্বক তৌ গতৌ ॥ ৫১
 সর্বেষাং সুরগণাঃ সেন্দ্রান্ততো গতা হিমাচলম্ ।
 গঙ্গাবতারণিকটে মহামায়াং প্রতুষ্টবুঃ ॥ ৫২

শুভ্র, মহাদেবের সঙ্গ ব্যতীতও কেবল সুবর্ণ-সদৃশী গৌরাজী, পদ্মচামর-
 ধারিণী, দ্বিভুজা এবং সর্বদা ব্যাঘ্র-চৰ্ম্মস্থিত পদ্মে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ক্রদ্রাণীকেও
 চিত্তা করিতে পারে । ৪৫

হে ভৈরব । এই উষার পূজাকালে যে অর্চ্যযোগিনী ও নারিকার পূজা
 কর্তব্য, তাহাদের প্রত্যেকের নাম শ্রবণ কর । ৪৬

জয়া, বিজয়া, মাতঙ্গী, ললিতা, নারায়ণী, সাবিত্রি, স্বধা এবং স্বাহা এই
 আটজন । ৪৭

পূর্বকালে মহাসত্ত্ব, মহাকায়, প্রবল পরাক্রান্ত হস্তীর মত দুর্ধর, দৈত্য শুভ্র
 এবং নিমন্ত নামে অন্ধকের দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । ৪৮

মহাসুর অন্ধক আত্মকর্তৃক নিহত হইলে সেই দুই ভ্রাতা সৈন্য এবং
 বাহনের সহিত পাতালতলে আশ্রয় গ্রহণ করে । ৪৯

অনন্তর সেই অসুরদ্বয় অতি তীব্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাকে সম্পূর্ণ-
 রূপে সন্তুষ্ট করে । ৫০

ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করেন । সেই দানবদ্বয় ব্রহ্মার
 বরে অত্যন্ত গর্বিত হইয়া ত্রিভুগং অধিকার করিয়া শুভ্র, ইন্দ্রক এবং নিমন্ত,
 চন্দ্র করিতে থাকে । ৫১

শুভ্র স্বয়ং নিখিল দেবগণের যজ্ঞভাগ অপহরণ করে এবং নিমন্ত দিক্‌পাল-
 দিগের অধিকার গ্রহণ করে । ৫২

অনন্তর ইন্দ্রের সহিত নিখিল দেবগণ হিমালয়ে গমন করিয়া গঙ্গাবতরণ
 স্থানের সমীপে মহামায়ার স্তব করিয়াছিলেন । ৫৩

অনেকশঃ স্তুতাং দেবী ভদ্রা সৰ্ব্বামকোৎকটৈঃ ।
 মাতঙ্গবনিতামূৰ্তিভূত্বা দেবানপূজতে ॥ ৫৪
 যুগ্মাভিরম্যরৈবজ্ঞ স্তবতে কা ঽ ভামিনী ।
 কিমৰ্থমাগতা যুগ্ম মাতঙ্গস্তাশ্রমং প্রতি ॥ ৫৫
 এবং ক্রবন্ত্যা মাতঙ্গ্যাস্তবাস্ত কায়কোষতঃ ।
 নমুভুতাদবীন্দেবী মাং স্তবন্তি মুরা ইতি ॥ ৫৬
 ভক্তো নিভক্তো হমুগ্মৌ বাধেতে সকলান্ মুরান্ ।
 ভগ্নাত্মোর্বধায়াহং ভূয়ে তৈঃ সকটৈঃ সূটৈঃ ॥ ৫৭
 বিনিঃসৃত্যায়ং দেব্যাস্ত মাতঙ্গ্যাঃ কায়কোষতঃ ।
 ভিন্নাজননিভা কৃকা মাতৃদোগারী কণাদপি ।
 কালিকাখ্যাক্তবং সাপি হিমাচলকৃতাজয়া ॥ ৫৮
 উগ্রতারায়াবয়ো বদন্তীহ মনীষিণঃ ।
 উগ্রাহপি স্তরাজাতী যন্মাস্তন্তান্ সদাশ্রিকা ॥ ৫৯
 এতস্তাঃ প্রথমং বীজং কথিতং ত্রয়মেব চ ।
 ঐষৈবৈকজটীখ্যা তু যন্মাস্তন্মাজ্জটেকিকা ॥ ৬০
 শূণ্ডতং চিন্তনকাস্তাঃ সম্যগ্বেতালভৈরবৌ ।
 যথা ধ্যান্য মহাদেবীং ভক্তঃ প্রাপ্নোত্যভীশিতম্ ॥ ৬১
 চতুর্ভুজং কৃষ্ণবর্ণং মৃণ্মালাবিভূষিতাম্ ।
 খড়্গং দক্ষিণপাণিত্যাং বিপ্রতীং চামরং ত্রয়ঃ ॥ ৬২

তখন দেবী দেবগণ কর্তৃক বারংবার সংস্তুত হইয়া মাতঙ্গের স্ত্রীর রূপ
 ধারণপূর্বক দেবগণকে ভিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ৫৪

হে অমরগণ ! তোমরা এখানে আসিয়া কোন্ স্ত্রীর স্তব করিতেছ এবং
 তোমরা এই মাতঙ্গের আশ্রমেই বা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ ? ৫৫

সেই মাতঙ্গী এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে একটি দেবী তাঁহার শরীর-
 কোষ হইতে নির্গত হইয়া বলিলেন যে, দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন ।

৫৬

ভক্ত ও নিভক্ত নামে দুইজন দাসক, সমস্ত দেবগণকে বাধা দিতেছে । সেই
 হেতু তাঁহাদের বধের জন্য দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন । ৫৭

মাতঙ্গীর শরীর হইতে সেই দেবী নিঃসৃত হইলে পর, সেই হিমাচলাখিতা
 গৌরবর্ণা মাতঙ্গী ভৎকণাং দলিত অঞ্জন-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণা হইলেন এবং কালিকা
 নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । ৫৮

মনীষী ঋষিগণ, তাঁহাকে উগ্রতারা নামে অভিহিত করেন ; কারণ, সেই
 অধিকা ভক্তগণকে সর্বদা উগ্রভর হইতে রক্ষা করেন । ৫৯

বীজক্রমে প্রথমেই ইহার বীজ কথিত হইয়াছে । ইহার একটি জটী আছে
 বলিয়া ইহার নাম একজটী । ৬০

হে বেতাল ও ভৈরব ! যেসকল ধ্যান করিলে ভক্তের অভিব্যক্তি লাভ হয়,
 এক্ষণে ইহার সেই ধ্যান জ্ঞাপন কর । ৬১

উগ্রতারা—চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মৃণ্মালা বিভূষিতা ; ইহার দক্ষিণদিকের
 ঈর্কহস্তে খড়্গ ও অবোহস্তে চামর । ৬২

কত্রীক স্বপ্নব্রহ্মৈব ক্রমাচ্ছায়েন বিভ্রতীম্ ।
 দ্যায়ং সিংহপৃষ্ঠে জটায়ুকাং বিভ্রতীং নিবসাম্ ॥ ৬৩
 মুণ্ডমালাধরাং শীর্ষে গ্রীবায়ামপি সর্বদা ।
 বক্ষসা নাগহারস্ত বিভ্রতীং রক্তলোচনাম্ ॥ ৬৪
 কৃষ্ণবস্ত্রধরাং কট্যায়ং বায়ুজ্বলনমম্মিতাম্ ।
 বামপাদং শব্দহৃদি সংস্থাপ্য বক্ষিণং পদম্ ।
 বিনম্রাং সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাং শবং স্বপ্নম্ ॥ ৬৫
 সাট্টহাসাং মহাঘোরাং স্বাবযুক্তাতিভীষণাম্ ।
 চিত্ত্যাগ্ৰোভারা সততং উজ্জ্বলিতাঃ সুখপ্ৰসূতিঃ ॥ ৬৬
 এতম্ভাঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যা অটৌ যোগিনীঃ শ্রুতাঃ ॥ ৬৭
 মহাকাল্যথ রুদ্রাণী উগ্রা ভীমা তথৈব চ ।
 ঘোরা চ জামরী চৈব মহারাতিচ সপ্তমী ।
 ভৈরবী চাষ্টমী প্রোক্তা যোগিনীস্তাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬৮
 যা কায়কোষারিঃসূতা কালিকায়াস্ত ভৈরব ।
 সা কৌশিকীতি বিখ্যাতা চারুকুপা মনোহরা ॥ ৬৯
 নিঃসূতা হৃদয়াক্ষেপা রসনাগ্ৰেণ চত্বিকা ।
 নৈতম্ভাঃ সদৃশী মূর্ত্যা চারুকুপেণ বিশৃভে ॥ ৭০
 ত্রিভু লোকেষু কাষ্ঠ্যা বা নাস্ত্যন্তল্যা উবিচ্যতি ।
 যোগনিদ্রা মহামায়া বা মূলপ্রকৃতির্মতা ।
 তম্ভাঃ প্রাণরূপেয়ং দেবী যা কৌশিকী শ্রুতা ॥ ৭১
 নেত্রবীজং তথৈতম্ভা বীজস্ত পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 মঙ্গলম্ভাঃ প্রবক্ষ্যামি মূর্তিরূপক ভৈরব ॥ ৭২

বামদিকের উর্দ্ধহস্তে কাতারী ও অধোহস্তে স্বপ্নব্রহ্ম ; ইনি মস্তকে আকাশ
 বেন্দকাবিধী একটি জটা দ্বারা শোভিতা । ৬৩

মুণ্ডমস্তক ও গ্রীবাস্থানে মুণ্ডমালা এবং বক্ষঃস্থল নাগ-হারে অলঙ্কৃত,
 রক্তনেত্রা । ৬৪

কৃষ্ণবস্ত্রধরা, ইহার কটদেশে বায়ুচর্কে শোভিত, বামপাদ শবের হৃদয়ে
 এবং দক্ষিণপাদ সিংহের পৃষ্ঠে স্থাপিত ; ইনি স্বয়ং শবদেহ লেহনে নিযুক্তা । ৬৫

অট্টহাসাশালিনী অতিঘোর-শব্দ-কারিণী এবং স্বয়ং অতি ভীষণ-স্বরূপা ।
 মুখাভিলাষী উজ্জ্বল উগ্রতারাকে এইরূপে চিত্তা করিবে । ৬৬

ইহার যে আটজন যোগিনী আছেন, আমি তাঁহাদিগের বিষয়ও কীর্তন
 করিতেছি । ৬৭

মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, জামরী, মহারাতি এবং ভৈরবী
 এই আটটি যোগিনী ; ইহাদিগেরও পূজা করিবে । ৬৮

হে ভৈরব ! কালিকার কায়কোষ হইতে যে দেবী নির্গত হইয়াছেন, সেই
 সুচারুরূপসম্পন্ন মনোহরা দেবী কৌশিকী নামে বিখ্যাত । ৬৯

এ চত্বিকা, কালিকা দেবীর হৃদয় হইতে রসনাগ্ৰ দ্বারা নিঃসূতা হইয়া-
 ছিলেন ; তন্তুল্য সুন্দর রূপ আর কাহারও নাই । ৭০

ত্রিভুবনে শরীর-কাস্তিতে ইহার সদৃশ আর কেহই নাই, কারণ যিনি যোগ-
 নিদ্রা, মহামায়া এবং মূল প্রকৃতি, এই দেবী কৌশিকী তাঁহারই প্রাণরূপ । ৭১

সমাপ্তিনাস্তাদস্তাস্তু ষড়্‌বর্গাদিসবিন্দুভিঃ ।
 ষষ্ঠধ্বরেণ সংস্পৃশ্যেৎ বিন্দুনা সমলঙ্কৃতঃ ।
 কৌশিকীমন্ত্রতন্ত্রোদ্বয়ং সর্বকামার্থদায়কঃ ॥ ৭৩
 তস্মাস্তু সম্প্রবক্ষ্যামি যা যুক্তিরিহ ভৈরব ।
 শৃণুৈকমনা ত্বয়া জগদাহ্বাদকারকম্ ॥ ৭৪
 ধম্মিল্লসংঘতকচাং বিধোশ্চাধোমুখীং কলাম্ ।
 কেশান্তে তিলকস্কোদ্র্ঘে দধতী সূমনোহরা ।
 মণিকুণ্ডলসংঘৃষ্টে-গতা মুকুটমধিতা ॥ ৭৫
 সজ্জ্যোতিঃ কর্ণপুরাভ্যাং কর্ণমাপূর্য্য সজ্জতা ।
 সুবর্ণমণিমাণিকা-নাগহারবিরাজিতা ॥ ৭৬
 সদা সুগন্ধিভিঃ^১ পদ্মৈঃ স্নানৈরতিসুন্দরী ।
 মাল্যং বিভতি গ্রীবায়্যাং রত্নকেয়ুরধারিণী ৭৭
 মৃণালমুতরূতৈস্ত বাহুভিঃ কোমলৈঃ শুভৈঃ ।
 রাজতী কঙ্ককোপেত-পীনোরিতপয়োধরা ॥ ৭৮
 ক্ষেপমথ্য পীতবস্ত্রা ত্রিবলীপ্রযুক্তমিতা ॥ ৭৯
 শূলং বজ্রঞ্চ বাণঞ্চ খড়্গং শক্তিং তথৈব চ ।
 দক্ষিণৈঃ প্যনিভির্দেবী গৃহীত্বা তু বিরাজিতা ॥ ৮০
 গদাং ঘণ্টাঞ্চ চাপঞ্চ চর্ম্ম শঙ্খং তথৈব চ ।
 উদ্ধর্গাদিক্রমতো দেবী দধতী বামপাণিভিঃ ॥ ৮১

নেত্রবীজ ইহারও বীজরূপে কীর্তিত হইয়াছে, এক্ষণে মনুস্কের সর্বকামপ্রদ ইহার মন্ত্র বলিতেছি । ৭২

সমাপ্তিতে নাস্ত দাস্ত ষষ্ঠবর্গের আদি—ষষ্ঠধ্বর এবং চতুর্বিন্দুযুক্ত এই কয়েকটি মিলিত হইয়া কৌশিকীমন্ত্র হয়, ইহা মনুস্কের ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থপ্রদ । ৭৩

হে ভৈরব । আমি জগতের আহ্বাদকারক ইহার যুক্তি এবং রূপের কথা বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর । ৭৪

মস্তকে করবীবন্ধন, তাহার নীচে অধোমুখী চক্রকলা, কেশের অন্তে একটী উর্দ্ধমুখ তিলক, গণ্ডস্থল মণিকুণ্ডল দ্বারা সংসৃষ্ট, মস্তকে মুকুট । ৭৫

কর্ণ সমুজ্জ্বল কর্ণপূরনামক কর্ণভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত ; সুবর্ণ, মণিমাণিকা এবং নাগহারে বিরাজিত । ৭৬

নিয়ত-সুগন্ধ অম্লান পদ্মদ্বার অতি-সৌন্দর্য্যের আরও বৃদ্ধি হইয়াছে । গ্রীবাদেশে মাল্য, কেয়ুর-রত্ননির্ম্মিত । ৭৭

মৃণালমদুশ কোমল আয়ত অথচ গোল গোল সুন্দর বাহুনিচয়ে সুশোভিত শরীর—কঙ্কক দ্বারা আবৃত, পয়োধর পীন এবং উন্নত । ৭৮

মধ্য ক্ষৌণ ত্রিবলী-ভূষিত, বস্ত্র পীতবর্ণ । ৭৯

দক্ষিণদিকের হস্তনিচয় দ্বারা উর্দ্ধ চইতে যথাক্রমে নীচে নীচে শূল, বজ্র, বাণ, খড়্গ এবং শক্তি ধারণ করিয়া আছেন । ৮০

ঐক্লপ বামদিকের হস্তনিকর দ্বারা উদ্ধর্গাধঃক্রমে গদা, ঘণ্টা, চাপ এবং চর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন । ৮১

১। পুটলঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

সিংহস্তোমসি তিষ্ঠন্তী ব্যাঘ্রচর্ম্মানি কৌশিকী ।
 বিজ্রভী ক্লমমতুলং সমুদ্রাসুরমোহনম্ ॥ ৮২
 এতশ্চাঃ শূণ্ণ বৎস ত্বং যাঃ পূজ্যা অষ্টযোগিনীঃ ।
 তাঃ পুজিতাস্ত কুর্ক্বন্তি চতুর্ভগং নৃপাং সদা ॥ ৮৩
 ব্রহ্মাণী প্রথমাপ্রোক্তা ততো মাহেশ্বরী মতা ।
 কৌমারী চৈব বারাহী বৈষ্ণবী পরমী তথা ।
 নারসিংহী তথৈবৈন্দ্রী শিবদূতী তথাঐশী ।
 এতাঃ পূজ্যা মহাভাগাঃ যোগিনীঃ কামদায়িনীঃ ॥ ৮৪
 দেব্যা ললাটনিষ্ক্রান্তা যা কালীতি চ বিক্রতা ।
 তস্যা মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি কামবৎ শূণ্ণ ভৈরব ॥ ৮৫
 সমাপ্তিসহিতো মন্ত্ৰঃ প্রান্তস্তস্মাৎ পুরঃসরঃ ।
 যষ্টস্বরান্নিবিম্বিন্দুসহিতো সাদিরেব চ ॥ ৮৬
 কালীমন্ত্রমিতি প্রোক্তং ধর্ম্মকামার্থদায়কম্ ।
 এতন্নৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি বৎসৈকাগ্রমনাঃ^১ শূণ্ণ ॥ ৮৭
 নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্ভাসমব্রিতা ।
 খট্ৱাক্ষং চক্রহাসকং বিজ্রভী দক্ষিণে করে ॥ ৮৮
 বামে চর্ম্ম^২ চ পাশকং উর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ ।
 দধতী মুগ্ধমালাকং ব্যাঘ্রচর্ম্মধরা বরাহম্ ॥ ৮৯
 কুশাকী দীর্ঘদংষ্ট্রা চ অতিদীর্ঘাতিভীষণা ।
 লোলজিহ্বা নিয়ন্ত-নয়না নাদভৈরবা ॥ ৯০

সিংহের উপরে আস্তীর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম্ম উপবিষ্ট হইয়া কৌশিকী অতুলরূপে সুর
 এক অসুরকে বিমোহিত করিতেছেন । ৮২
 হে বৎস । ইহার সহিত পূজ্য অষ্টযোগিনীগণের নাম শ্রবণ কর । তাঁহারা
 পূজিত হইয়া মনুষ্যকে চতুর্ভগ প্রদান করেন । ৮৩
 ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী এবং
 শিবদূতী । এই কামপ্রদায়িনী যোগিনীগণ সর্বদা পূজ্য । ৮৪
 দেবীর ললাট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যিনি কালী নামে খ্যাত হইরাছেন ;
 হে ভৈরব । তাঁহার কামপ্রদ মন্ত্র কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৮৫
 “ক্রী” কটু” ইহা ধর্ম্ম-কামার্থ-সাধক কালীমন্ত্র । হে বৎস ! আমি ইহার
 বৃত্তি বর্ণন করিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর । ৮৬-৮৭
 ইনি নীলোৎপলদলের মত শ্যামবর্ণা চতুর্ভূজা । দক্ষিণদিকের হস্তদ্বয়ে
 উর্দ্ধাধঃক্রমে খট্ৱাক্ষ ও চক্রহাস । ৮৮
 বামদিকের হস্তদ্বয়ে সেইরূপ চর্ম্ম ও পাশ ধারণ করিতেছেন । গলদেশে
 মুগ্ধমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম । ৮৯
 কুশাকী, দীর্ঘদংষ্ট্রা, অতিদীর্ঘ এবং ভীষণাকার ; জিহ্বা লক লক করিতেছে,
 চক্ষুঃ অতিশয় লাল, তাহাতে মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে । ৯০

১।বহুমায়া যোগিনীঃ কামদায়িকা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। যষ্টধকাগ্রমনাঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। চর্ম্ম কপালং চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

কবন্ধ-বাহনাসীনা বিস্তার-অবগাননা ।
 এষা তারাহুয়া দেবী চামুণ্ডেতি চ গৌরভে ॥ ৯১
 এতস্তা যোগিনীশ্যাকৌ পূজয়েচ্চিহ্নয়েদ্ যদি ।
 ত্রিপুরা ভীষণা চতৌ কর্ত্তী হত্ৰী বিধায়িনী ॥ ৯২
 করাল্য শূলিনী চেতি অষ্টৌ তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
 এষাভিকামদা দেবী জ্ঞাত্যহানিকরী সদা ।
 এতস্তাঃ সদৃশী কাচিং কামদা ন হি বিদুভে ॥ ৯৩
 কৌমিত্যা হৃদয়াদেবী নিঃসৃত্য ধ্যায়তো হরেঃ ।
 শিবদুর্ভীতি সা খ্যাতা যা চ দেবশক্তিরূতা । ৯৪
 মন্ত্রমত্যাঃ প্রবক্ষ্যামি ধর্মকামার্থদায়কম্ ।
 যচ্ছৃঙ্গা সানেকো জাতি তুর্লভঃ শিবমন্দিরম্ ॥ ৯৫
 যাম্যরাধ্য মহাদেবীং শিবদুর্ভীং শিবাশ্রিকাম্ ।
 নচিরাল্লভতে কামাশ্রয়ঃ সর্বজগতী ভবেৎ ॥ ৯৬
 অস্তঃ সমাপ্তিসহিতো বিন্দিদুর্ভীং দশাধরঃ ।
 স্বরোণোপান্তদন্তান সংস্পৃষ্টোহন্তেন পূর্বজঃ ॥ ৯৭
 স এব বিন্দিদুর্ভীং পূর্বোপান্তপাবকঃ ।
 ষষ্ঠধরকলাশূচৈঃ সহিতঃ প্রথমস্থিতঃ ॥ ৯৮
 যন্তোহসৎ শিবদুর্ভীং শিবদুর্ভীজরপ্রদঃ ।
 রূপমত্যাঃ প্রবক্ষ্যামি শূন্য বৎসকমশ্রুতঃ ॥ ৯৯
 চতুর্ভুজা মহাকায়ঃ সিন্দূরসদৃশদ্যুতি ।
 রক্তদন্তঃ শূণ্ডমালা-অটাজুটাক্ষিচক্ৰধৃক্ ॥ ১০০

কবন্ধ বাহনে আসীন এবং অবগ ও আগন অতি বিস্তার; ইনি তারা ও চামুণ্ডা বলিয়াও অভিহিত হন । ৯১

ইহার সহিত অষ্টযোগিনীর পূজা এবং ধ্যান করিবে । ত্রিপুরা, ভীষণা, চতৌ, কর্ত্তী, হত্ৰী, বিধায়িনী, করাল্য, শূলিনী এই আটটি যোগিনী কীর্ত্তিত হইয়াছে । এই দেবী অতিশয় কাম প্রদায়িনী এবং সর্বদা অত্যাধিকারিনী । ইহার সদৃশ কামপ্রদায়িনী দেবী আর নাই । ৯২-৯৩

কৌমিকীর ধ্যান করিতে করিতে হরির হৃদয় হইতে যে দেবী নিঃসৃত হইয়াছেন, যিনি শিবদুর্ভী নামে বিখ্যাত শত শত শৃগালরূপে আদৃত । ৯৪

ইহার ধর্ম কাম এবং অর্থ-প্রদ যন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, যাহা শুনিয়া সাধক, তুর্লভ শিবমন্দিরে পূজন করে । ৯৫

এই যন্ত্র দ্বারা মনুষ্য শিবমূর্ত্তিপিতা শিবদুর্ভীর আরাধনা করিয়া অচির-কালের মধ্যে সকল অভীষ্ট লাভ করে এবং সর্বজগতী হয় । ৯৬

কং ইত্যাদি শিবদুর্ভীর মন্ত্র; ইহা বলিলাভ । শিবদুর্ভী জরদায়িনী; এক্ষণে ইহার রূপের বর্ণনা করিতেছি, একমনা হইয়া অবগ কর । ৯৭-৯৯

চতুর্ভুজা, মহাকায়, দ্যুতি সিন্দূর-সদৃশ, রক্তদন্ত, অটাজুট, শূণ্ডমালা এবং অর্দ্ধচক্রে দ্বারা মন্তক শোভিত । ১০০

বাগকুণ্ডলহারিভ্যাং শোভিতং নখরোজ্জলম্ ।
 ব্যাঘ্রচৰ্ম্মণরীণানং দক্ষিণে শূলখড়্গধৃক্ ॥ ১০১
 বামে পাশং তথা চৰ্ম্ম বিষদুর্দ্ধাপবক্রমাং ।
 বৃন্তবক্রক পীনোষ্ঠং তুঙ্গমুষ্টিং ভয়ঙ্করম্ ॥ ১০২
 নিক্ষিপ্য দক্ষিণং পাদং সন্নিষ্ঠং কুণপোপরি ।
 বামপাদং শৃণালস্ত্য পৃষ্ঠে ফেঙ্গশটৈবুতম্ ॥ ১০৩
 ঈদৃশীং শিবদূত্যাং মূর্ত্তিং ধ্যায়েন্ বিভূতয়ে ।
 ধ্যানমায়াদৈবতস্তা নরঃ কল্যাণমাপ্নুয়াৎ ।
 পূজনাটচিরাং দেবী সৰ্ব্বান্ কামান্ দদাতি চ ॥ ১০৪
 যঃ শিবাবিরূপতং শ্রদ্ধা শিবদূতীং শুভপ্রদাম্^১ ।
 প্রণমেৎ সাধকো ভক্ত্যা তস্য কাযাঃ করে স্থিতাঃ ॥ ১০৫
 যদা জ্ঞান জগতাং রক্তবীজং হিতায় বৈ ।
 মহাদেবী মহামায়া তদাযাঃ কায়তঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৬
 দূতং প্রস্থাপয়ামাস শিখং শুভায় সাধিকা
 তেন^২ সা শিবদূতীতি দেবৈঃ সৰ্ব্বৈঃ প্রণীয়তে ॥ ১০৭
 ক্ষেমঙ্করী চ শাক্তা চ বেদমাতা মহোদরী ।
 ক্রমায়া কামদা দেবী ভগায়া ভগমালিনী ॥ ১০৮
 ভগোদরী ভগারোহা ভগজিহবা ভগা তথা ।
 এতা দ্বাদশ যোগিন্যঃ পূজনে পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১০৯
 এতা দ্বাদশ যোগিন্যঃ শিবদূত্যাঃ সটৈব হি ।
 বিচরন্তী বয়ং দেবী যত্র তত্রৈব গচ্ছতি ॥ ১১০

নখগুলি সমুজ্জল, পরিধানে ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম, দক্ষিণদিকের হস্তদ্বয়ে উদ্ধৃণধঃক্রমে শূল ও খড়্গ । ১০১

বাম দিকের হস্তদ্বয়ে পাশ ও চৰ্ম্ম ধারণ করিয়াছে । বক্র, বুল, পীন ওষ্ঠ, মুষ্টি উচ্চ ও তুঙ্গ এবং দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর । ১০২

দক্ষিণ চরণ শবের বক্ষে এবং বামচরণ শৃণালের পৃষ্ঠে বিস্তৃত ; শত শত ফেঙ্গগণে পরিবেষ্টিত । ১০৩

শিবদূতীর এইরূপ বিভীষণমূর্ত্তি বিভূতি লাভার্থ চিন্তা করিবে । মনুষ্য কেবল ইহার ধ্যান করিলেই শুভফল প্রাপ্ত হয় । আর পূজা করিলে তা দেবী অচির কালমধ্যে সমুদয় অভিলষিত প্রদান করেন । ১০৪

বে সাধক, শিবাব শব্দ শুনিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শিবদূতীর পূজা করে, সমুদয় কামনা তাহার হস্তগত । ১০৫

যৎকালে মহাদেবী, মহামায়া জগতের হিতের নিমিত্ত রক্তবীজের সংহার করেন । ১০৬

সেই সময় বে অধিকামূর্ত্তি তাহার শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া শিবকে দূত করিয়া শুভের নিকট প্রেরণ করেন, তিনিই সমস্ত দেবগণ কর্তৃক শিবদূতী নামে পীত হইয়াছেন । ১০৭

ক্ষেমঙ্করী, শাক্তা, বেদমাতা, মহোদরী, ক্রমায়া, কামদা, ভগায়া, ভগ-

১। শিবপ্রদাম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। শুভা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যোগিনীং হুত্ব সখ্যঃ সূর্যযাত্রাসাং তথা পুনঃ ।

চণ্ডিকায়ান্ত্র যোগিনীঃ সখ্যোহত্র চ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১১১

ইতি তে ব্রহ্মমহাশি কথিতানি সমাসতঃ ।

কামাখ্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কল্পমাত্রং বদামি বাম্ ॥ ১১২

ইতি শ্রীকালিকা পুরাণে কামাখ্যামাহাত্ম্যে একষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১

দ্বিষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ

ভগবান্‌বাচ—

কামার্বমাগতা যন্তান্নম্মা সার্কং মহাগিরৌ ।

কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে ব্রহ্মোপতা ॥ ১

কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাক্ষদায়িনী ।

কামাক্ষনাশিনী যন্তাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে ॥ ২

এতক্কাঃ শূনু মাহাত্ম্যং কামাখ্যায়া বিশেষতঃ ।

যা সা প্রকৃতিরূপেন জগৎ সৰ্বং নিমোজ্জয়েৎ ॥ ৩

মধুকৈটভনাশার মহামায়াবিমোহিতঃ ।

বদা সংযুযুধে বিকৃত্তদৈব্যা মোহমদ্রুতম্ ॥ ৪

মালিনী, ভগ্নোদরী, ভগ্নারোহা, ভগ্নজিহ্বা এবং ভগ্না এই দ্বাদশটি যোগিনী সর্বদাই শিবদুর্ভীর সঙ্গে সঙ্গে জমণ করেন ১০৮-১০

যোগিনীকণ সখীরূপ । অত্যন্ত যুতির স্তাঃ চণ্ডিকার যোগিনীও পরি-
কীর্তিত হইয়াছে । ১১১

হে বেতাগ-ভৈরব ! তোমাদিগের নিকট অঙ্গমত্ৰ সকল কীর্তন করিলাম,
এক্ষণে কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য, পূজাকল্প এবং যন্ত্রের বিষয় কীর্তন করিব ।
১১২

একষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬১

দ্বিষষ্ঠিতম অধ্যায়

কামাখ্যা-বিবরণ

ভগবান্‌ বলিলেন,—যেহেতু আমার সহিত কাম চরিতার্থ করিবার জন্য
মহাগিরিতে আগমন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত নীলকূট পর্বতে নির্জ্ঞনস্থ
দেবী কামাখ্যা নামে কথিত হইয়াছেন । ১

ইনি কামিনী, কামদা, কামা, কান্তা এবং কামাদি দায়িনী ; যেহেতু ইনি
কামাক্ষনাশিনী এই হেতু ইনি কামাখ্যা নামে উক্ত হইয়াছেন । ২

এই কামাখ্যা দেবীর বিশেষ মাহাত্ম্য প্রবণ কর,—এই কামাখ্যা দেবীই
প্রকৃতিরূপে সমুদয় জগৎকে নিয়োজিত করিতেছেন । ৩

মহামায়াবিমোহিত হইয়া বিষ্ণু যখন মধু ও কৈটভাসুরের সংহারের নিমিত্ত
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন এই কামাখ্যা দেবীই তাঁহাকে মোহিত করেন । ৪

১। মোহমদ্রুতম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

দৈনন্দিনে তু প্রলয়ে প্রসূপ্তে গরুড়ধ্বজে ।
 তস্য জ্বগবিড়্জাতাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৫
 কূৰ্মপৃষ্ঠে স্থিতা দেবী বিশীর্ণেবাস্তবজ্জলৈঃ ১
 ত্যং বিশীর্ণাং যোগনিদ্রা মহামায়া অবলোকয়ৎ ॥ ৬
 ত্যং বৈ দৃঢ়তরাং পৃথ্বীং কর্তুং প্রতি তদেশ্বরী ।
 উপায়কিস্ত্রয়ামাস কথং পৃথ্বী ভবেদ্রুচা ॥ ৭
 ইদানীমাক্যবৎ পৃথ্বী প্রবৃতা কোমলা জলৈঃ ।
 সৃষ্টিকালে জনান্ সোঢ়ুং কথং শক্তা ভবিষ্যতি ॥ ৮
 ইতি সঙ্কিত্য সা মায়া জগতাং সৃষ্টিকৃপিণী ।
 উপগম্য তদা বিষ্ণুমানসাদ সুনিদ্রিতম্ ॥ ৯
 তত্ সূপ্তং সমাসাদ জগন্নাথং জগৎপতিম্ ।
 বামহস্তকনিষ্ঠাগ্রং তস্য কর্ণে শ্রবেণয়ৎ ॥ ১০
 নিবেশ্য নখরাগ্রেণ প্রোক্ত্য ভ্রাবণং মলম্ ।
 চূর্ণীচকার সা দেবী যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ ।
 তৎকর্ণমলচূর্ণিভো মধুর্নামাসুরৌহভবৎ ॥ ১১
 ততো দক্ষিণহস্তস্য কনিষ্ঠাগ্রস্য দক্ষিণে ।
 কর্ণে শ্রবেণয়দেবী তস্মাদপ্যুক্ততং মলম্ ॥ ১২
 তচ্চাপি কোমরামাস কর্ণাখ্যায়েন তু ॥ ১৩
 ততোহভুৎ কৈটভো নাম বলবান্ সোহিসুরো মহান্ ॥ ১৪

দৈনন্দিন প্রলয়কালে ভগবান্ গরুড়ধ্বজ, প্রসূপ্ত হইলে তাঁহার কর্ণ বিবর
 হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুইটি দানব নির্গত হয় । ৫

কূৰ্ম-পৃষ্ঠ-স্থিতা পৃথিবী প্রলয়কালে নিমগ্না হইয়াছিলেন, যোগনিদ্রা মহা-
 মায়া ঐ পৃথিবীকে বিশীর্ণাবস্থায় অবলোকন করেন । ৬

তখন ঈশ্বরী মহামায়া পৃথিবীকে দৃঢ়তর করিতে অভিলাষী হইয়া উপায়
 চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে পৃথিবী দৃঢ় হয় । ৭

এই প্রলয়কালে পৃথিবী যেন ঘূতের মত জলে ভাসিতেছে, কিন্তু সৃষ্টিকালে
 এইরূপ অবস্থার থাকিলে কিরূপে প্রজা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে । ৮

সৃষ্টিকৃপিণী জগন্নাতা এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া
 উপায় স্থির করিলেন । ৯

তিনি সেই জগৎপতি জগন্নাথকে প্রসূপ্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া বাম হস্তের
 কনিষ্ঠার অগ্রভাগ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করাইলেন । ১০

সেই জগৎ-প্রসবিনী যোগনিদ্রাদেবী ঐরূপে কর্ণবিবরে অঙ্গুলী প্রবেশ
 করাইয়া নখের অগ্রভাগ দ্বারা কর্ণস্থিত মলকে চূর্ণ করিলেন । সেই বাম-
 কর্ণের মল হইতে মধু নামে অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল । ১১

তাঁহার পর, দেবী দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দক্ষিণকর্ণে প্রবেশ করা-
 ইলেন এবং সেই দক্ষিণ কর্ণ হইতেও মল প্রাপ্ত হইলেন । ১২

সেই মলও অঙ্গুলীদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা চূর্ণ করিয়াছিলেন । ১৩

১। কূৰ্মপৃষ্ঠগতা পৃথ্বী প্রবৃতা কোমলাজলৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। ইদানীং শব্দবৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

উৎপন্নঃ স চ পানার্থং বন্দ্যাকৃতিত্বায়ামধু ।
 ততস্তস্য মহাদেবী যমু নাযাকরোত্তমা । ১৫
 উৎপন্নঃ কটবজ্রাতি মহামায়াকরে বভুঃ ।
 ততোহন্ত কৈটভঃ নাম মহামায়্য তনাকরোৎ । ১৬
 তাবুবাচ মহামায়া বৃধ্যতাং হরিণা মহ ।
 যুবাং মে। প্রত্যয়েদ্যত্র ভবন্তৌ নিহনিষ্যতি । ১৭
 যুবাং যদ্য প্রত্যয়েথে আবাং বিক্ষো বধান ভো ।
 তদৈবারং যুবাং হতা নান্যথা হরিদশ্যথ । ১৮
 মহামায়ামোহিতৌ ভৌ বিক্ষুণ্ণাজ্ঞতয়া গভৌ ।
 ভ্রমমাণৌ নদৃশতুর্নাতিপদ্যোথিতং বিধিম্ । ১৯
 তমুচতুস্তৌ বাতোরং হনিষ্যাবোম কামিহ ।
 তং জাগরয় বৈকুণ্ঠং যদি জীবিতুমিচ্ছসি । ২০
 ততো ব্রহ্মা মহামায়াং যোগনিদ্রাং জগৎপ্রসূম্ ।
 প্রাসাদহামাস তদা স্তুতিভির্বহুভির্ভদ্রাং । ২১
 চিরং স্তুতাত্ম সা দেবী ব্রহ্মণ্য জগদাশ্রয়া ।
 প্রসন্ন্য তরসা ব্যগ্রযুবাচ চ বথাবিধি । ২২
 কিমর্থং সংস্তুভা চাহং কিং করিতাম্যহং তব ।
 তদদ ত্বং মহাত্মা করিতাম্যহমন্ত তে । ২৩

সেই বল হইতে কৈটভ নামে বড় বলবান্ মহা-অসুর উৎপন্ন হইল । ১৪
 যেহেতু প্রথম অসুর উৎপন্ন হইয়াই যমুপান করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন,
 এই নিমিত্ত মহাদেবী তাহার নাম যমু রাখিয়াছিলেন । ১৫
 দ্বিতীয় অসুর উৎপন্ন হইয়াই মহামায়ার হস্তে কটকের মত শোভা পাইয়া-
 ছিল, এইজন্য দেবী স্বয়ং তাহার নাম কৈটভ রাখিয়াছিলেন । ১৬
 মহামায়া সেই দুই অসুরকে বলিলেন, তোমরা হরির সহিত যুদ্ধ কর ।
 তাহা হইলে হরি তোমাদিগের প্রাণসংহার করিবেন । ১৭
 যদি তোমরা নিজমুখে প্রার্থনা কর যে, হে বিক্ষো ! তুমি আমাদিগকে-
 বধ কর, তাহা হইলেই তিনি তোমাদিগকে বধ করিবেন, নতুবা হরিও তোমা-
 দিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন না । ১৮
 এইরূপে মহামায়া কর্তৃক মোহিত হইয়া সেই অসুরদ্বয় বারংবার বিষ্ণুর
 শরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে নাভি-শয়নস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল । ১৯
 তখন তাহারা সেই ব্রহ্মাকে বলিল ;—অন্য আশ্রয় তোমাকে এই হানেই
 বধ করিব । অতএব যদি তুমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে বিষ্ণুকে
 জাগরিত কর । ২০
 অনন্তর, ব্রহ্মা ভীত হইয়া বহুবিধ স্তব জায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূ মহা-
 মায়াকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন । ২১
 অনন্তর দেবী, জগতের আশ্রয়রূপ ব্রহ্মা কর্তৃক চিরকাল স্তুত হইয়া প্রসন্ন
 হইলেন এবং সেই ব্যগ্রচিত্ত ব্রহ্মাকে বলিলেন ;—হে মহাত্মা ! কি নিমিত্ত
 আমার স্তব করিলে ? ২২
 আমি তোমার কি কার্য্য করিব, তাহা শীঘ্র বল, আমি অদ্যই তোমার-
 সেই কার্য্য করিব । ২৩

ততস্তেন মহামায়া প্রোক্তা ধাতা মহাম্বনা ।
 প্রবোধয় জগদ্রাথং যাবতৌ মাং হনিষ্যতঃ ।
 সন্মোহয় হরাম্বাবমুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৪
 ইত্যুক্তা সা তদা দেবী অম্বনা জগদাম্বনা ।
 বোধয়ামাস বৈকুণ্ঠং মোহয়ামাস^১ তৌ তদা ॥ ২৫
 ততঃ প্রবুদ্ধঃ কৃষ্ণস্ত দদর্শ ভগ্নশালিনম্ ।
 ব্রহ্মাপং তৌ তদা যোরাবমুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৬
 ততস্তাভ্যাং স যুযুধে হৃস্মরাভ্যাং জনার্দনঃ ।
 নাশকদ্ধারিতুং বীরাবমুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৭
 অনন্তোহপি ফণাগ্রেন তাম্রৌ ধর্তুং কমোহন্তবৎ ।
 বৃধ্যমানান্ মহাবীরান্ বৈকুণ্ঠং মধুকৈটভান্ ॥ ২৮
 অথ ব্রহ্মা শিলারূপাং স্থিতিশক্তিং তদাকরোৎ ।
 অর্কযোজনবিস্তীর্ণমর্কযোজনমাম্বভাণ্ ॥ ২৯
 তদাং শিলারাং গোবিন্দো যুযুধে নৃপসত্তম ।
 সহ তাভ্যাং শিলা সা তু প্রবিবেশ জলান্তরম্ ॥ ৩০
 তদ্যন্ত শক্ত্যাং অগ্ন্যম্বাং ভোমে স যুযুধে হরিঃ ।
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুবুধ্ধনিবন্তরম্ ॥ ৩১
 যদ্য বৈ নাশকদ্ধবং তৌ বিকূর্জয়তাং পতিঃ^২ ।
 পত্যাং চিত্তাং তদাবাপ বিধাতাণি ভয়াত্ততঃ ॥ ৩২

তখন মহামায়া বিধাতা মহামায়াকে বলিলেন, যে পর্যন্ত এই মধুকৈটভ আমাকে না মারিয়া ফেলে, তাহার মধ্যে আপনি জগদ্রাথকে প্রবোধিত করুন এবং এই অম্বর মধু ও কৈটভকে সন্মোহিত করুন । ২৪

জগত্তের আশ্রয়রূপ ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবী মহামায়া নারায়ণকে প্রবোধিত এবং মধু ও কৈটভকে মোহিত করিলেন । ২৫

অনন্তর ভগবান্ হরি প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে ভীত এবং যোররূপ অম্বরম্বর মধু এবং কৈটভকে দেখিতে পাইলেন । ২৬

অনন্তর ভগবান্ জনার্দন সেই অম্বরম্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু সেই বীর মধু ও কৈটভকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না । ২৭

অনন্তর ফণার অগ্রভাগ দ্বারা সেই বৃধ্যমান মধু, কৈটভ এবং নারায়ণ—এই তিন বীরকে বধন করিতে অসমর্থ হইলেন । ২৮

অনন্তর ব্রহ্মা, অর্কযোজন বিস্তৃত এবং অর্কযোজন আয়ত একটি শিলারূপা স্থিতিশক্তি করিলেন । ২৯

নারায়ণ সেই শিলার উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সেই শিলাও তাহাদের সহিত জলের মধ্যে প্রবেশ করিল । ৩০

সেই শক্তি জলে যথ হইলে ভগবান্ নারায়ণ পঞ্চসহস্র বৎসর জলের মধ্যে থাকিয়া সেই অম্বরম্বকের সহিত নিবন্তর বাহুবুধ করেন । ৩১

তখন জগৎপতি বিষ্ণু, সেই উত্তর অম্বরকে বধ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তাহার অতিশয় চিন্তা হইল ; বিধাতারও অত্যন্ত ভয় ও চিন্তা হইল । ৩২

১। বোধয়ামাস—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। ভগবান্ পঞ্চদশকঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভক্তভাবেন তং বিষ্ণুযুচতুর্ভলদর্পিতৌ ।
 পুনঃ পুনর্জগন্নাভ-মহামায়া-বিমোহিতৌ ॥ ৩৩
 তুচ্ছৌ শত্ৰুশ্লিষুক্ষেণ বরং বরং মাধব ।
 তবেষ্টং সম্প্রদায়্যঃ সত্যমতন্ ক্রবোহধুনা ॥ ৩৪
 তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মাধবো জগতাং পতিঃ ।
 উবাচ ভৌ যুবাং বধৌ ভবতাং মে মহাবলৌ ॥ ৩৫
 ইতি দেহি বরং মহ্যং দাতব্যং যদি বিদ্যতে ।
 তৌ তদা গ্রাহতুর্দশস্তুতো নৌ শোভনোহধুনা^১ ॥ ৩৬
 তত্রাবাং জহি নো যত্র তোয়ং সম্প্রতি বিদ্যতে ॥ ৩৭
 তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মাধবো জগতাং পতিঃ ।
 ব্রহ্মাণং মাং শীঘ্রেন গ্রাহেদকাশ্মসংজ্ঞয়া ॥ ৩৮
 ব্রহ্মশক্তি শিলাং শীঘ্রমুক্ততা ত্রিষতাং যথা ।
 তত্র স্থিতা মহাঘোরৌ হনিষ্যামি মহাবলৌ ॥ ৩৯
 ততো ব্রহ্মা হৃৎকৈব উক্তদ্বার শিলান্ত ভাম্ ।
 তস্তাং মধ্যে পূর্বভাগে হুহু পর্বতরূপধৃক্ ॥ ৪০
 উর্দ্ধে স্থিতা শিলাং তিত্তা প্রবিবেশ বসাতলম্ ।
 ঐশাশ্চামতবং কূর্মঃ পর্বতশ্চাগ্রহীচ্ছিলাম্ ॥ ৪১
 বায়ব্যাক তথানন্তো নৈঋত্যাং সুরেশ্বরী ।
 মহামায়া জগদ্ধাত্রী শৈলরূপপ্রধারিণী ॥ ৪২

তদনন্তর সেই বলদর্পিত অসুরদ্বয় পুনঃপুনঃ জগন্নাভার মহামায়ায় বিমোহিত হইয়া আপনাদ্বয় বিষ্ণুকে বলিল । ৩৩

হে মাধব । তোমার বুদ্ধনৈপুণ্যে আমরা তুষ্ট হইরাছি, তুমি বর প্রার্থনা কর । এক্ষণে আমরা সত্য বলিতেছি, তুমি যাহা অঙ্কিতাম করিবে, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব । ৩৪

তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ গুরুভদ্রজ বলিলেন, হে মহাবলদ্বয় । তোমরা আমার বধা হইবে । ৩৫

যদি তোমাদের আমাকে কিঞ্চিৎ দেয় তত্, তবে এই বর প্রদান কর । এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, তোমার নিকট হইতেই আমাদের বধ শোভা পায় । ৩৬-৩৭

অতএব আমাদিগকে সেই স্থানে বধ কর, যেখানে এক্ষণে জল নাই । তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ গুরুভদ্রজ, ব্রহ্মাকে এবং আমাকে শীঘ্র ডাকিয়া মন্ত্রেতে এই কথা বলিলেন । ৩৮

সেই ব্রহ্মশক্তি শিলাকে শীঘ্র উদ্ধৃত করিয়া এইরূপে ধারণ কর যে, আমি তাহার উপর অবস্থান করিয়া ঐ মহাবলদ্বয়কে বধ করিতে সক্ষম হইব । ৩৯

অনন্তর ব্রহ্মা এবং আমি—যেই শিলাকে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার মধ্যে পূর্বভাগে আমি পর্বতরূপ ধারণ করিয়া উপরে থাকিয়া সেই শিলাকে ভেদ করত বসাতলে প্রবেশ করিলাম । ৪০

ঐশানকোণে কূর্মও পর্বতরূপে সেই শিলাকে ধারণ করিলেন । ৪১

১। তৌ তদা গ্রাহ বৃক্ষতো বোধ্যো বৌ শোভনো বরঃ ।

আগ্নেয়াক তথা বিষ্ণুরেকরূপেণ সংস্থিতঃ ।
 ব্রহ্মশক্তিশিলাং গৃহ্ণন্ ভগবান্ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪০
 অথো ব্রহ্মা তুহকৈব বরাহচ্চ তথাপরঃ ॥ ৪১
 ততো বরাহপৃষ্ঠচ্চ চক্রে জগতাং পতিঃ ।
 হিহা শিলামবষ্ঠিত্য ব্রহ্মশক্তিমধোগতাম্ ॥ ৪২
 বামোক্তজঘনে যত্নানবোপা শিরসী তয়োঃ ।
 জগদধারভূতঃ স সর্বজগতেন সংযুতঃ ॥ ৪৩
 সৈবৈবতৈলঃ সমাক্রম্য চিচ্ছেদ চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 অমৃতকৈটভয়োঃ সন্ধ্যাপ্তৌবয়োঃ^১ পৃথিবীযুতে ॥ ৪৪
 তস্য চাক্রমতস্যো^২ ব্রহ্মশক্তিরধোগতা ।
 দ্রিয়মাণানি দেবোদৈবমহাদানি বৃহস্পৃহঃ ॥ ৪৫
 ততস্তয়োস্ত যুতয়োঃ শরীরে জগতাং পতিঃ ।
 ব্রহ্মশক্তিং সমুচ্ছতা কথ্যন্তস্তাং প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬
 উচ্ছতাস্থাং পৃথিব্যন্ত তয়োর্মেনোবিলেপনৈঃ ।
 সুদৃঢ়ামকরোং পৃষ্ঠোং রৈদিতাং তোয়রাশিভিঃ ॥ ৪৭
 মেদোবিলেপনাদ্ বস্মাদগীযতে মেদিনী চ সা ।
 অদ্যপি পৃথিবী দেবী দেবরাক্ষসমানুষৈঃ ॥ ৪৮
 অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে প্রাণিসর্জনে ।
 অগৃহ্য দক্ষতনয়াং ভার্য্যার্থে^৩ বধুং বরাম্ ॥ ৪৯

বায়ুকোণে অনন্ত এবং নৈঋতকোণে জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী মহামায়া স্বয়ং
 শৈলরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৪২

অগ্নিকোণে ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণু স্বয়ং অপর একরূপে অবস্থিত হইয়া
 সেই ব্রহ্মশক্তি শিলাকে ধারণ করিয়াছিলেন । ৪৩

মধ্যে ব্রহ্মা, আমি এবং আর একটি বরাহ অবস্থান করিতে লাগিল । ৪৪

অনন্তর জগতের আধাররূপ জগৎপতি বিষ্ণু, বরাহের পৃষ্ঠোপরি অবস্থান
 করিয়া সেই অধোগত শিলাকে অবষ্ঠিত করত নিজের বামজঘনে যত্নপূর্বক
 তাহাদের মস্তক স্থাপন করিয়া এবং সমুদয় বলবান্ । উহা আক্রমণ করত সেই
 মহাবীর যধু ও কৈটভের মস্তক চক্র দ্বারা পৃথিবী ভিন্ন স্থানে শরীর হইতে এক
 একটি করিয়া পৃথক করিলেন । ৪৫-৪৭

এবং সেই ব্রহ্মশক্তি শিলা দেবগণকর্তৃক বৃহস্পৃহঃ যত্নপূর্বক হৃত হইয়াও
 অধোগত হইল । ৪৮

অনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু, ব্রহ্মশক্তি শিলাকে যত্নপূর্বক উচ্ছত করিয়া সেই
 যত্ন যধু ও কৈটভের শরীরে স্থাপিত করিলেন । ৪৯

অনন্তর পৃথিবী উচ্ছত হইলে, তোয়রাশিদ্বারা রৈদিত পৃথিবীকে তাহাদের
 মেদের বিলেপন দ্বারা দৃঢ় করিলেন । ৫০

সেই মেদের বিলেপন প্রাপ্ত হওয়ায় পৃথিবী দেবী অদ্যপি দেব মানুষ
 স্বাক্ষসগণকর্তৃক মেদিনী বলিয়া গীত হন । ৫১

অনন্তর সমুদয় প্রাণি-সৃষ্টির পর বহুকাল গত হইলে আমি ভার্য্যার্থী হইয়া

১। বীরযোঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। তস্য চাক্রমতস্যো—ইতি পাঠান্তরম্ ।

সা মেহতুং প্রেমসী ভার্যা প্রাণায় সবসং পিতুঃ ।
 অনিষ্টকারী ত্বকেং স্থাঃ প্রাণাত্যাক্যে ত্বা ত্বহম্ । ৫৩
 ততো যজ্ঞে সমস্তাংস্ত স চ বজ্রে চরাচরম্ ।
 ন মাং নাপি সতীং বজ্রে তদানিষ্ঠোন্মত্তা তু সা । ৫৪
 ততো মোহং সমাক্রান্তভামাদায় যুতামহম্ ।
 প্রাতঃ পীঠবরং তন্ত্র জমবাণ ইতস্ততঃ । ৫৫
 তুস্তাভুঙ্গানি পর্যায়ান্ পতিস্তানি যতো যতঃ ।
 তন্ত্রং গুণাতমং জাতং যোগনিদ্রাপ্রভাবতঃ । ৫৬
 তস্মিংস্ত কুজিকাণীঠে সত্যাস্তদ্যোনিমণ্ডলম্ ।
 পতিতং তত্র সা দেবী মহামায়া বলীৱত । ৫৭
 লীনায়াং যোগনিদ্রায়াং যস্মি পৰ্বতরূপিণি ।
 স নীলবর্ণঃ শৈলোহিতুং পতিতে যোনিমণ্ডলে । ৫৮
 স তু শৈলো মহাভুজঃ পাতালতলমাবিশৎ ।
 তুস্তা আক্রমণাচ্চ হস্তস্থং ক্রুহিণো জ্বহাৎ ॥ ৫৯
 স তু পূৰ্ব্বং ব্রহ্মশক্তিং শিলাং বর্জুং চতুর্ভুজঃ ।
 শৈলরূপেহিতবন্তেন শৈলরূপেণ হামবাৎ । ৬০
 ব্রহ্মা পৰ্বতরূপী স যস্মি পৰ্বতরূপিণি ।
 স পশ্চোহবোহগরম্ গাঢ়মাক্রান্তো মারুতা বিবেৎ ॥ ৬১

দক্ষকন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করিলাম । সেই দক্ষকন্যা—“যদি তুমি উঠাঁর অনিষ্ট কর, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব” পিতাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ করিয়া আমার প্রেমসী ভার্যা হইয়াছিলেন । ৫২-৫৩

অনন্তর দক্ষ, যজ্ঞ করিয়া সমস্ত চরাচরকে নিমন্ত্রণ করিল, কেবল আমাকে এবং সতীকে নিমন্ত্রণ করিল না, সেই অনিষ্ট কার্য্যোহেতুক সতী প্রাণত্যাগ করিলেন । ৫৪

অনন্তর আমি মোহে অবসন্ন হইয়া সতীর সেই যুতদেহ দ্বারা বহন করত ইতস্ততঃ জমব করিতে করিতে সেই পীঠস্থান প্রাপ্ত হইলাম । ৫৫

যোগনিদ্রা-প্রভাবে যেখানে যেখানে পর্যায়ক্রমে সেই সতীর অঙ্গ যস্মি পতিয়াছিল, সেই সকল স্থান অতি পবিত্র বলিয়া খ্যাত হইল । ৫৬

ঐ কুজিকা-পীঠে সতীর যোনিমণ্ডল পতিত হয় এবং মহামায়া দেবীও সেই যোনিতে বিশ্রীণ হইয়া থাকেন । ৫৭

পৰ্বতরূপী আমাতে সেই যোনিমণ্ডল পতিত হইলে এবং তাহাতে যোগ-নিদ্রা বিশ্রীণ হইলে, সেই পৰ্বত নীলবর্ণ হইয়াছিল । ৫৮

সেই মহামায়ার গাঢ় আক্রমণ হেতুক সেই শৈল, পাতাল-তলে প্রবেশ করিল, তখন ব্রহ্মা তাহাকে ধারণ করিলেন । ৫৯

সেই চতুর্ভুজ ব্রহ্মা, পূৰ্ব্ব ব্রহ্মশক্তি শিলাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত পৰ্বত-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন । সেই পৰ্বতরূপেই আমাকে ধারণ করিলেন । ৬০

মায়া কর্তৃক গাঢ় আক্রান্ত ব্রহ্মা, পৰ্বতরূপে পৰ্বতরূপী আমাকে ধারণ করিতে অশক্ত হইয়া অধোগত হইলেন । ৬১

১ প্রাণঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২ বিধি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

অন্তো বরাহঃ সংসতো ময়ি মাং স তু মাংবঃ ।
 শৈলরূপঃ শৈলরূপঃ বর্জ্যঃ সন্মুখচক্রমে ॥ ৬২
 সোহপ্যধোহ্যামরা সার্দ্ধং তদা পর্বতরূপিণীম্ ।
 অক্রমা দেবীং পৃথিবীং স্থিতো ভূবি নিখানিতঃ ॥ ৬৩
 শতং শতং যোজনানাং তুহমাসীদগিরিভয়ম্ ।
 তদাক্রান্তং মহাদেব্যা সর্বমেব যুগোক্তম্ ॥ ৬৪
 কোশব্রাজস্থিতং তুহশেষং তদ্বিভয়ম্ তু ॥ ৬৫
 একা সমস্তজগতাং প্রকৃতিঃ সা যতন্ততঃ ।
 ব্রহ্মবিকৃশিবৈর্দৈবকর্তা সা জগতাং প্রমূঃ ॥ ৬৬
 তত্র পূর্বে ব্রহ্মশৈলঃ স্বেত ইত্যুচ্যতে সূরৈঃ ।
 মন্তপধারী শৈলস্ত নীল ইত্যুচ্যতে তথা ॥ ৬৭
 স তু মধ্যগতঃ পীঠস্ত্রিকোণেনুখলাকৃতিঃ ।
 বিজাজমানঃ সততং যধ্যে ব্রহ্মবরাহয়োঃ ॥ ৬৮
 বরাহঃ শৈলরূপো যঃ স চিত্র ইতি কথ্যতে ।
 সর্বোবাং সংস্থিতঃ পশ্চাদ্ধীর্ঘঃ সর্বোভ্যা এব তু ॥ ৬৯
 ঐশাক্তাং যোহুভবৎ কূর্মঃ শৈলরূপো মহাভ্যুতিঃ ।
 মণিকর্ণঃ স নারা তু খ্যাতে দেবেষুসেবিতঃ ॥ ৭০
 যোহনন্তরূপঃ শৈলস্ত বায়ব্যাং সমবস্থিতঃ ।
 মণিপর্বতসংজ্ঞোহসৌ পর্বতো মাংবপ্রিয়ঃ ॥ ৭১
 মহামায়া গিরির্ধ্বস্ত নৈর্ধৃত্যাং সমবস্থিতঃ ।
 স পঞ্চমাদনো নারা সর্বদা পঙ্কতপ্রিয়ঃ ॥ ৭২

অনন্তর আমি বরাহের সংসত্ত হইলে সেই শৈলরূপধারী মাংব, শৈলরূপী আমাকে ধারণ করিতে উদ্যম করিলেন । ৬২

ঐ বরাহও পর্বতরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আমার সহিত অধোগমন করত পৃথিবীতে নিখাতের মত অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৬৩

এক একটী শত যোজন করিয়া উচ্চ পর্বতত্রয় যখন অধোগত হইল, তখন মহাদেবী তাহাদের সকলকেই ধারণ করিলেন । ৬৪

ঐ পর্বতত্রয়ের শেষ পর্বতটি এককোশ যাত্র উচ্চ । ৬৫

যেহেতু সেই মহাদেবী একাই নিখিল জগতের প্রকৃতি, সেই জন্য সেই জগৎ-প্রসব-কারিণীকে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব—ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন । ৬৬

ঐ পর্বতগণের মধ্যে পূর্বদিকস্থিত ব্রহ্মশৈল, তাহাকে দেবগণ স্বেত নামে অভিহিত করেন । আমার স্মৃতি বৈল—নীল নামে কথিত হয় । ৬৭

সেই নীলপর্বত মধ্যস্থিত এবং পীঠ, উহা ত্রিকোণ, দেখিতে উদুখলের মত এবং ব্রহ্মা ও বরাহের মধ্যে বিরাজমান । ৬৮

শৈলরূপী বরাহ চিত্র নামে প্রসিদ্ধ । উহা সকলের পশ্চাৎ অবস্থিত এবং সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ । ৬৯

ঐশানকোণে মহাভ্যুতি কূর্ম, যে পর্বতরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐ পর্বত মণিকর্ণ নামে খ্যাত এবং দেবসমূহ কতৃক সেবিত । ৭০

বায়ুকোণে অনন্ত, যে শৈলরূপে অবস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার নাম মণিপর্বত ; উহা মাংবের প্রিয় । ৭১

বরাহপৃষ্ঠচরমে যতস্থিতৌ মহাসুরৌ ।
 হরিণা তত্র সংযাতঃ পাতুনাথ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৭৩
 ব্রহ্মশক্তিশিলায়াস্ত পূর্বভাগে তু মণ্ডিতঃ ।
 যন্ত পর্বতরূপোহহং স তু ভগ্নাটলাহরঃ ॥ ৭৪
 এবং পুণ্যভমে পীঠে কুজিকা-পীঠমংগক ।
 নীলকূটে যস্মা সার্ধং দেবী বহসি সংস্থিতা ॥ ৭৫
 সত্যাস্ত পতিতং তত্র বিশীর্ণং যোনিমণ্ডলম্ ।
 শিলাত্মমগমচ্ছলে কামাখ্যা তত্র সংস্থিতা ॥ ৭৬
 সংস্পৃষ্ট তাং শিলাং মর্ত্যো অমরত্বমবাশ্রুয়াৎ ।
 অমর্ত্যো ব্রহ্মসদনং তৎসৌ মোক্ষমবাশ্রুয়াৎ ॥ ৭৭
 তস্যাঃ শিলায়া মহাখ্যাং যত্র কামেশ্বরী স্থিতা ।
 অশ্রুতং যস্য শুভে তু লৌহং শুশ্রু ভবেন্দ্রভূম ॥ ৭৮
 সা চাপি প্রত্যাহং তত্র পঞ্চমূর্তিধরাভবৎ ।
 মোহার্থং সর্বলোকানাং সমাপি প্রীতয়ে শিবা ॥ ৭৯
 অহং পঞ্চমুখেনাতু পঞ্চভাগে বাবস্থিতঃ ।
 ইশানঃ পূর্বভাগস্থঃ কামেশ্বর্যাঃ প্রধানতঃ ॥ ৮০
 ঐশাখ্যাং বৈ তৎপুরুষো হৃষোরস্তস্য সন্নিবৌ ।
 সন্দোজাতোহথ বায়ব্যাং বায়দেবস্ত সসতঃ ॥ ৮১

ঐ বায়ুকোণে মহামায়া, যে গিরিরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐ গিরির নাম
 নন্দামল ; উহা সর্বদা মহাদেবের প্রিয় । ৭২

বরাহপৃষ্ঠের উপরিভাগে যেখানে ভগবান্ হরি ঐ অসুহৃদেবের শিরশ্ছেদ
 করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পাতু নামে একটি শিলা উপলব্ধ হইয়াছে । ৭৩

ব্রহ্মশক্তি শিলার মধ্যে এবং পূর্বভাগে যে পর্বত অবস্থিত, উহার নাম
 ভগ্নাটল । ৭৪

কুজিকা-পীঠ নামে প্রসিদ্ধ এইরূপ পুণ্যতম ক্ষেত্রে নীলপর্বতের অগ্রভাগে
 মহামায়াদেবী আমার সহিত সর্বদা নির্জনে বাস করেন । ৭৫

সত্যীর বিশীর্ণ যোনিমণ্ডল পর্বতে পতিত হইয়া প্রস্তরত প্রাপ্ত হইয়াছে,
 সেই প্রস্তরময় যোনিতে কামাখ্যা দেবী অবস্থান করেন । ৭৬

যে মনুষ্য ঐ শিলাটুকু স্পর্শ করে, সে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, অমর হইয়া ব্রহ্ম-
 সদনে গমন করত পরিণামে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । ৭৭

যে শিলাতে ভগবতী কামেশ্বরী অবস্থান করেন, তাহার মাহাখ্যা অশ্রুত ;
 যাহার শুভদেশ প্রাপ্ত হইয়া লৌহও ভস্ম হয় । ৭৮

সেই শিবদায়িনী কামাখ্যাদেবী, সকল লোকের মোহের নিমিত্ত এবং
 আমার প্রীতির নিমিত্ত প্রত্যাহ পঞ্চ মূর্তি ধারণ করেন । ৭৯

জামিও পঞ্চমুখে পঞ্চভাগে সেই কামেশ্বরীস্থানে অবস্থান করি, পূর্বভাগে
 ইশানরূপে এবং ঐরূপই প্রধান । ৮০

ইশান কোণে তৎপুরুষ, তাহার সমীপে অঘোর, বায়ুকোণে সন্দোজাত এবং
 বায়দেব । ৮১

দেব্যাশ্চাপি^১ নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চরূপাণি ভৈরব ।
 শূণ্ণ বেতাল গুহানি দেবৈরপি সদৈব হি ॥ ৮২
 কামাখ্যা ত্রিপুরা চৈব তথা কামেশ্বরী শিবা ।
 শারদাথ মহালোকা কামরূপগুণৈর্যুতা ॥ ৮৩
 ময়ি লিঙ্গরূপাণ্যে নিলায়াং যোনিমণ্ডলে ।
 সর্বৈ লিলাভয়মমৈচ্ছলরূপাশ্চ নির্জরাঃ ॥ ৮৪
 যথাহং নিজরূপেণ বেমে বৈ সহ কামরা ।
 শিলারূপপ্রতিচ্ছন্নাসুতথা সর্বাশ্চ দেবতাঃ ॥ ৮৫
 শিলারূপ প্রতিচ্ছন্নঃ শৈলে শৈলে ব্যবস্থিতাঃ ।
 রম্যস্তে চ স্বরূপেণ^২ নিতাং রহসি সঙ্গতাঃ ॥ ৮৬
 ব্রহ্মা বিষ্ণুর্ইরশ্চাত্ৰ দিকৃপালাঃ সর্ব এব তে ।
 অশ্লোহপাত্ৰ স্থিতা দেবাঃ সানুকূলাঃ সদা ময়ি ॥ ৮৭
 উপাসিতুং তদা দেবীং কামাখ্যাং কামরূপিণীম্ । ৮৮
 নীলশৈলদ্বিকোণশ্চ যদ্যানিয়ঃ সদাশিবঃ ।
 তদ্বাখ্যে যদ্বলং চাক্র ত্রিংশচ্ছক্তিসমব্রিতম্ ॥ ৮৯
 গুহা মনোভবা তত্র যনোভব-বিনির্মিতা ।
 যোনিমণ্ডলাং শিলায়াশ্চ শিলারূপা মনোহরা ।
 বিতস্তিষাডবিভীর্ণা একবিংশান্দুলীযুতা ॥ ৯০
 ক্রমসুশ্লবিনম্রা স্য তদ্বাশৈলানুগামিনী ।
 সিন্দূরকুঙ্কুমারক্তা সর্বকামপ্রদাবিনী ॥ ৯১

হে নরশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব । দেবীরও পঞ্চমূর্তির কীর্তন করিতেছি,
 শ্রবণ কর ; উহা দেবতাদিগেরও গুহ । ৮২

কামাখ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, শিবা, শারদা,—ইহারা সকলেই মহোৎসাহ,
 কাম, রূপ এবং গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত । ৮৩

শিলারূপ যোনিমণ্ডলে আমি লিঙ্গও প্রাপ্ত হইলে, সকল দেবগণ প্রস্তুত
 প্রাপ্ত হইয়া শৈলরূপ ধারণ করিলেন । ৮৪

যেমন আমি শিলারূপী হইয়াও নিজরূপে কামাখ্যাদেবীর সহিত রমণ করি
 সেইরূপ অপর দেবতাগণও শিলারূপে আচ্ছন্ন হইয়াও নিত্য নির্জনে সঙ্গত
 হইয়া নিজ নিজ রূপ ধারণপূর্বক রমণ করিয়া থাকেন । ৮৫-৮৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সমুদয় দিকৃপালগণ এবং অশ্বাশ্ব দেবগণ, সর্বদা আমার
 অনুকূল হইয়া কামরূপিণী কামাখ্যা দেবীর উপাসনার নিমিত্ত এই স্থানে অব-
 স্থান করেন । ৮৭-৮৮

সদাশিব যে নীল-শৈলরূপ ধারণ করিয়াছেন, উহা ত্রিকোণাকার এবং যথো-
 নিয় । উহার মধ্যে ছত্রিশশক্তি-সমবিত্ত মুচাক্ষু মণ্ডল । ৮৯

তাহাতে মনোভবনির্মিত কামগুহা । ঐ গুহাভ্যন্তরে শিলাতে অধিষ্ঠিত
 শিলারূপিণী মনোহর গুহা । ঐ যোনি দীর্ঘে এক-বিতস্তি পরিমিত এবং
 একুশ অঙ্গুলি আয়ত । ৯০

১। নো দেব্যাশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। পরীরেণ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

উচ্চাং যোমৌ পঞ্চরূপা নিভাং ক্রীড়তি কামিনী ।
 মহামায়া জগদ্ধাতা মূলভূতা সনাতনী ॥ ৯২
 উচ্চাংকৌ যোগিনীর্নিত্যা মূলভূতাঃ সনাতনীঃ ।
 পূর্বোক্তাঃ শৈলপুত্রাভ্যাঃ হিতা দেব্যাঃ সমন্ততঃ ॥ ৯৩
 তাসাম্ভ পীঠনামানি শূণ্ঠ চৈকত্র ভৈরব ॥ ৯৪
 শুক্কামা চ শ্রীকামা তথাত্মা বিজ্ঞাবাসিনী ।
 কোটিশ্বরী বনহা তু পাদহুগা তথাপরী ॥ ৯৫
 দীর্ঘেশ্বরী ক্রমাদেশ প্রকটা ভুবনেশ্বরী ।
 অধোগিতাঃ পীঠনারা খ্যাতা অকৌ চ দেবতাঃ ॥ ৯৬
 সর্বভৌর্বাণি চৈকত্র জলরূপাণি ভৈরব ।
 হিতানি নান্য সৌভাগ্যসরস্বত্যাপি পূজ্যমা ॥ ৯৭
 বিকুলভ তীরে তন্মাস্ত্র মাত্মা কমল ইত্যুত ।
 কামুকাখ্যস্ত বটুকঃ কামাখ্যাভ্যর্থসংস্থিতঃ ॥ ৯৮
 লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দেব্যা দেব্যাঃ সঙ্গৈ ব্যবস্থিতে ।
 ললিতাখ্যস্তবলক্ষ্মীর্মাতঙ্গী তু সরস্বতী ॥ ৯৯
 কপাখ্যকঃ পূর্বভাগে তথা শৈলস্ত সংস্থিতঃ ।
 সিদ্ধঃ স নান্য বিখ্যাতো হারে দেব্যাঃ প্রিয়ঃ মৃতঃ ॥ ১০০
 কল্পবৃক্ষঃ কল্পবল্লী তিস্তিভী চাপহ্যাজিতা ।
 ভুত্বা ভগ্নিন্ মহাশৈলে হিতো দেব্যা মৃতঃ প্রিবে ॥ ১০১

ক্রমশঃ সূক্ষ্মরূপে বিনির্মিত এবং ভগ্নশৈলানুগামিনী । উহা মিন্দ্র ও
 সূক্ষ্মের মত রক্তবর্ণা, সর্বকারপ্রদায়িনী । ৯১

এ যোনিতে নিত্য পঞ্চরূপা, মূলভূতা, সনাতনী, জগদ্ধাতা, মহামায়া,
 কামাখ্যা দেবী ক্রীড়া করেন । ৯২

এ স্থানে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া মূলভূতা সনাতনী পূর্বোক্ত শৈলপুত্রাদি
 আটটি যোগিনী অবস্থান করেন । ৯৩

হে ভৈরব ! উহাদের পীঠানুগত নাম একত্র প্রবণ কর । ৯৪

শুক্কামা, শ্রীকামা, বিজ্ঞাবাসিনী, কোটিশ্বরী, বনহা, পাদহুগা, দীর্ঘেশ্বরী
 এবং ভুবনেশ্বরী—কামাখ্যা দেবীর এই অষ্টযোগিনী পীঠদেবতা এবং নিজ নিজ
 পীঠের নামানুসারে বিখ্যাত । ৯৫-৯৬

হে ভৈরব ! এই স্থানে সমুদ্র তীরেই জলরূপে অবস্থান করিতেছে এবং
 সৌভাগ্যনামে পূজ্যদায়িনী একটি অল্প সরোবরও আছে । ৯৭

সেই সরস্বতীর তীরে কমলনামে প্রসিদ্ধ মর্গ-নির্মিত কামাখ্যা দেবীর
 রক্তরূপী বিষ্ণু বাস করেন । ৯৮

দেবীর অঙ্গে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী ইহারা অবস্থিত । লক্ষ্মী, ললিতা এবং
 মাতঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ । ৯৯

সেই শৈলে পূর্বভাগে দেবীর হারে প্রিয় পুত্র গণপতি সিদ্ধ নামে বিখ্যাত
 হইয়া অবস্থান করিতেছেন । ১০০

সেই মহাশৈলে কল্পবৃক্ষ এবং কল্পবল্লী, দেবীর কটিকর তিস্তিভী এবং অশ-
 ন্নাজিতারূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করিতেছেন । ১০১

বরাহঃ পাণ্ডনাথানাঃ হিত্তত্ত্ব হরিমতঃ ।
 অধনে নিরসী কৃষ্ণা অযান মধুকৈটভো । ১০২
 তত্ভাসরে ত্রক্ষকুণ্ডং ত্রক্ষণা নিম্বিতং পুরা । ১০৩
 ঈশানাথঃ শিবো যত্র তৎ সিদ্ধেশ্বরসংজ্ঞকম্ ।
 শিলাকুপং সিদ্ধকুণ্ডং মহানুং বিদ্বি ভৈরবঃ । ১০৪
 তত্ভাসরে গরাক্ষেত্রং ক্ষেত্রং বারাগসী তথা ।
 যোনিমত্তলসঙ্কলং কুণ্ডং কৃষ্ণা ব্যবহিতম্ । ১০৫
 তত্রৈবায়তকুণ্ডস্ত মুখাসম্বপ্রপূরিতম্ ।
 যত্র ত্রিয়ার্ধ্যমিল্মেণ স্থাপিতং সহ নির্জটৈঃ । ১০৬
 বামদেবাহুহঃ শীর্ষং ত্রীকামেশ্বরসংজ্ঞকম্ ।
 কামকুণ্ডং মহানুগ্যং তত্ভাসরে ব্যবহিতম্ । ১০৭
 কেশ্বরসংজ্ঞকং ক্ষেত্রং মহানুং সিদ্ধকাময়েঃ ।
 দীর্ঘং চতুর্দশবায় চ্ছায়াচ্ছত্রাহরকু তৎ । ১০৮
 তত্ভাসরে শৈলপুত্রী গুণ্ডকামাহুয়া তু সা ।
 গুণ্ডকুণ্ডম্ মহানু কামেশনগ্রাবনি সঙ্কতা । ১০৯
 কামেশ্বরশিলাসঙ্কতা কামাখ্যাসংজ্ঞিতা সয়া ।
 পূর্বভাগেণ সংসক্তা যোনেস্ত পরমার্গতঃ । ১১০
 কামকামাখ্যায়োর্মধ্যে কালবাত্রির্বাযহিতা ।
 পীঠে বীর্বেশ্বরী নামা সীমাভাগে প্রচতিকা । ১১১
 কামাখ্যাশ্রুতরপ্রান্তে কৃষ্ণাশ্রী নাম যোগিনী ।
 পীঠে কোটিশ্বরী নামা বোনিরূপেণ সংহিতা ॥ ১১২

যেখানে হরি অধনে মধু-কৈটভকে রাখিয়া শিরশ্ছেদ করেন, সেইখানে পাণ্ডনাথনামে বরাহ অবস্থিত রহিয়াছে । ১০২

উহার সমীপে ত্রক্ষকুণ্ড ; পূর্বকালে উহা ত্রক্ষাকর্ষক নিম্বিত হয় । ১০৩
 হে ভৈরব ! আমার ঈশাননাথে যে মস্তক, ইহাই সিদ্ধেশ্বর-সংজ্ঞক শিলা-
 ময় সিদ্ধকুণ্ডরূপে মধ্যে অবস্থিত ইহা জান । ১০৪

তাহার সমীপে গরাক্ষেত্র এবং বারাগসী, যোনিমত্তল-সদৃশ কুণ্ডরূপ ধারণ
 করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে । ১০৫

তাহার সমীপে মুখাসারপূর্ণ অমৃতকুণ্ড অবস্থিত । উহা আমার প্রীতির
 নিমিত্ত ইন্দ্র, সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া স্থাপিত করেন । ১০৬

আমার বামদেবনামে যে মস্তক আছে, উহাই ত্রীকামেশ্বরনামক মহাপবিত্র
 কামকুণ্ডরূপে—তাহার সমীপে অবস্থান করিতেছে । ১০৭

সিদ্ধ এবং কামকুণ্ডের মধ্যে কেশ্বর নামে ক্ষেত্র অবস্থিত । উহা চতুর্দশ
 ব্যাস দীর্ঘ এবং চ্ছায়াচ্ছত্র নামেও অভিহিত হয় । ১০৮

তাহার সমীপে গুণ্ডকামা নামে শৈলপুত্রী গুণ্ডকুণ্ডের মধ্যে কামেশনামক
 প্রস্তরে সংস্থিত । ১০৯

কামেশ্বর শিলায় পূর্বভাগে কামাখ্যার অববদীভূত শিলা সর্বদা সংযুক্ত
 এবং উহার অপরভাগে বোনিমত্তল সংসক্ত । ১১০

কাম এবং কামাখ্যার মধ্যস্থিত পীঠে কাল-বাত্রি বীর্বেশ্বরী নামে অবস্থিত
 এবং সীমা-ভাগে প্রচতিকা বাস করেন । ১১১

যচ্চানোরাহ্মণং শীর্ষং তৎকামায়াস্ত দক্ষিণে ।
 পিঠে ভৈরবনামা তু পাদিতে পরমাধিতিঃ ॥ ১১৩
 চামুণ্ডা ভৈরবী নামা ভৈরবাসন্নসংস্থিতা ।
 নারিকা কামনা ভক্তৈশ্চতুস্তরিনাশিনী ॥ ১১৪
 কামাটভৈরবয়োর্মধ্যে স্মরং দেবী সুরাপনা ।
 হিতায় সর্বজপতাং দেবাত্ত প্রীতয়ে নন্দা ॥ ১১৫
 সন্ধ্যোজাতাহ্মণং শীর্ষং পীঠে ভ্রাতৃতকেশবম্ ।
 ভৈরবাখ্যে গহ্বরে তু স্থিতং দেবর্ষিসেবিতম্ ॥ ১১৬
 বিদ্ধি তত্রৈব তুর্গাখ্যং নারিকার যোগরূপিনীম্ ।
 সিদ্ধকামেশ্বরী নামা খ্যাতা দেবেষু নিত্যশঃ ॥ ১১৭
 অজীর্ণপত্রঃ সূচ্যায়ো বৃক্ষস্তত্র সুসংস্থিতঃ ।
 আত্মাতকঃ কল্পবৃক্ষঃ কল্পবল্লীসমস্থিতঃ ॥ ১১৮
 পীঠে তু সিদ্ধগঙ্গাখ্যা স্মরং গঙ্গা সমুচ্ছিতা ।
 আত্মাতকস্য নিকটে ময় প্রীতিবিস্তৃত্যে ॥ ১১৯
 পুষ্করাখ্যস্ত তৎক্ষেত্রং পীঠে ভ্রাতৃতকাহ্মণম্ ।
 ঐশান্যং তৎপুষ্করাখ্যং ময় শীর্ষং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১২০
 ভুবনেশ্বরনামা তু পীঠে খ্যাতক ভৈরব ।
 গহ্বরং ভুবনেশস্য ভুবনানন্দসংজ্ঞকম্ ॥ ১২১

কামাখ্যা প্রস্তরের প্রান্তভাগে কুশাণ্ডী যোগিনী, পীঠানুগত কোটিশ্বরী নামে যোনিরূপে অবস্থিত । ১১২

আমার অধোর নামে যে মন্তক আছে, উহা কামাখ্যা দেবীর দক্ষিণপীঠে অবস্থিত ; পরমপদ-প্রার্থিগণ উহাকে ভৈরব নামে কীৰ্ত্তন করেন । ১১৩

ভৈরবের সমীপে ভৈরবীনামে চামুণ্ডাদেবী অবস্থান করেন । ইনি অষ্ট-নারিকার অশ্রুতমা চতুস্ত নামক অসুরদ্বয়ের সংহারকারিণী এবং ভক্তের মনো-বাহা-পূরণকারিণী । ১১৪

কাম এবং ভৈরবের মধ্যে স্মরং সুরনদী সকল জগতের হিত এবং কামাখ্যা দেবীর প্রীতির নিমিত্ত অবস্থিত । ১১৫

আমার সন্ধ্যোজাত-নামক মন্তক, পীঠে আত্মাতকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ । উহা শ্রীভব নামক গহ্বরে অবস্থিত এবং দেবর্ষিগণকর্তৃক সেবিত । ১১৬

ঐ স্থানেই যোনিরূপিনী তুর্গা নামে নারিকা আছে, ইহা জান । ঐ নারিকা দেবগণের মধ্যে নিত্য সিদ্ধকামেশ্বরী নামে বিখ্যাত । ১১৭

ঐ স্থলে কল্পবল্লীসমস্থিত আত্মাতক নামে একটি কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার পত্র কখন পুরাতন হয় না এবং ছায়া অতি বিস্তৃত । ১১৮

আত্মাতকের নিকটে আমার প্রীতিবৃদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গা নদী স্রবৎ উচ্ছিত হইয়াছে, উহার পীঠনাম সিদ্ধ-গঙ্গা । ১১৯

পুষ্করক্ষেত্র, পীঠে আত্মাতক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং ঐশানকোণে তৎ-পুষ্করাখ্য আমার মন্তক অবস্থিত রহিয়াছে । ১২০

হে ভৈরব । উহার পীঠে ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ এবং ভুবনেশ্বরের গহ্বর ভুবনানন্দ নামে অভিহিত হয় । ১২১

উন্মাদসময়ে তু সুরভিঃ শিলারূপেণ সংস্থিতা ।
 কায়ধেনুরিতি খ্যাতা পীঠে কামপ্রদারিনী ॥ ১২২
 যোহসৌ শরভমূর্তির্মে মধ্যখণ্ডপ্রচণ্ডকঃ ।
 মহাভৈরবনামাহুং কোটিলিঙ্গাহরন্ত সঃ ॥ ১২৩
 মূর্তিভিঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চভাগেষু সমবস্থিতঃ ।
 অহং পশ্চাদতিপ্রীত্যা ভৈরবাখ্যাঃ স্থিতো ধরে ॥ ১২৪
 মহাগৌরী তু যা দেবী যোগিনী সিন্ধুরূপিণী ।
 সা ব্রহ্মপৰ্বতে চান্তে শিলারূপেণ চোদ্ধতঃ ॥ ১২৫
 অতীবরূপসম্পন্ন্য নামা সা ভুবনেশ্বরী ।
 যত্র ব্রহ্মা তু সংসক্তো মহি পৰ্বতরূপিণি ॥ ১২৬
 কল্পবল্লী তু তত্রান্তে নামা সা উপরাজিতা ।
 কামধেনোরদূরস্থা পূৰ্বভাগে মহেশ্বরী ॥ ১২৭
 ত্রীকামাখ্যা যোনিরূপা চতিকা সা তু যোগিনী ।
 আশ্বেখ্যাং বিষ্ণি ভাং সংস্থাং সৰ্বকামপ্রদাং শুভাম্ ॥ ১২৮
 যোগিনী চন্দ্রঘণ্টাখ্যা পীঠে বুদ্ধিহ্যবাসিনী ।
 যোগিনী স্কন্দমাতা তংপীঠে হৃদয়বাসিনী ॥ ১২৯
 কাত্যায়নী পীঠনামা পাদদুর্গেতি গদ্যতে ।
 নৈৰ্বর্ত্যাং নীলশৈলন্ত প্রান্তে সা সংস্থিতা শিবা ॥ ১৩০
 যোহসৌ নন্দী মম তনুঃ স তু পাৰ্বাণরূপম্বক্ ।
 সংস্থিতঃ পশ্চিমঘাতি হনুমান্ পীঠনামতঃ ॥ ১৩১

ভাহার নিকটে সুরভি, শিলারূপে কামধেনু নামে এসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া
 অবস্থান করিতেছেন । তিনি পীঠে সকলের কামনা পূরণ করেন । ১২২
 আমার মধ্য ভাগে অতি প্রচণ্ড মহাভৈরব নামে যে শরভমূর্তি আছে, উহা
 ঐ স্থানে কোটিলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ । ১২৩
 উহা পঞ্চভাগে পঞ্চ প্রকার মূর্তিতে উদ্ভিত হইয়াছে । পশ্চাৎভাগে আমি
 অতি প্রীতি সহকারে ভৈরব নামে অবস্থান করি । ১২৪
 মহাগৌরী নামে সিন্ধুরূপিণী যে যোগিনী আছেন, তিনি ব্রহ্মপৰ্বতের
 উর্ধ্বে শিলারূপে অবস্থান করিতেছেন । ১২৫
 তিনি অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী এবং ভুবনেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ । যেখানে
 পৰ্বতরূপী-আমাদের ব্রহ্মা সংসক্ত হইয়াছেন, সেই স্থানেই তিনি অবস্থিত ।
 ১২৬
 সেই স্থানে উপরাজিতা নামে কল্পবল্লী আছেন । কামধেনুর অদূরে পূৰ্ব
 ভাগে মহেশ্বর-যোনিরূপা ত্রীকামাখ্যা অবস্থিত । ১২৭
 চতিকা নামে যে যোগিনী আছেন, সেই সৰ্বকাম-শুভপ্রদা শুভরূপিণীকে
 অগ্নিকোণে অবস্থিত জানিও । ১২৮
 চন্দ্রঘণ্টা নামে যোগিনী, পীঠে বিদ্যাবাসিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ।
 এবং স্কন্দমাতা নামে যোগিনী, পীঠে বনবাসিনী নামে সিদ্ধ হইয়াছেন । ১২৯
 পীঠানুসারে কাত্যায়নীর 'পাদদুর্গা' এই নাম হইয়াছে । সেই শিবদামিনী
 নীলশৈলের নৈৰ্বর্ত-প্রান্তে অবস্থিত । ১৩০

ঔৰ্ব উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শঙ্কোত্তমিত্তমজ্ঞানঃ ।

ভৈরবস্তত্ত্ব পপ্রচ্ছ বেতালোহপি সমুৎসুকঃ ॥ ১০২

বেতালভৈরবাবুচতুঃ—

শ্রুতঃ পীঠক্রমস্তাত দেব্যাঃ পূজাক্রমস্তথা ।

শ্রোতুমিচ্ছামি মূর্তীনাং পঞ্চানামপি শঙ্কর । ১০৩

রূপানি পঞ্চমূর্তীনাং যন্তানি চ সমস্ততঃ ।

তত্র যন্তানি তন্তানি বদ নৌ বৃষভধ্বজ ॥ ১০৪

ইন্দ্র উবাচ—

শুণু বক্ষ্যামি বেতাল যন্তং তন্তং পৃথক্ পৃথক্ ।

কামাখ্যানকমূর্তীনাং কল্পকঃ ভৈরব ॥ ১০৫

কামস্বং কামমধ্যস্থং কামদেবপুটীকৃতম্ ।

কামেন কামদেং কামী কামং কামে নিয়োজয়েৎ ॥ ১০৬

জ্যেষ্ঠক্ বাজনং ব্রহ্মণ পুরঃ শান্তং তদ্রূঢ়াত্তে ।

প্রথমং ক্রমতঃ কুর্য্যাত্তৎসংসক্তং সুধাময়ম্ ॥ ১০৭

চক্ষুর্ভিসুহিতং বীজং কামাখ্যায়াঃ প্রচক্ষতে ॥ ১০৮

ইদং ধর্মপ্রদং কামমোক্ষার্থানাম্ প্রদাতকম্

ইদং ব্রহ্মস্বং পরমমগ্জ তু সুহৃদ্বর্জিতম্ ।

শ্রোত্রেণোদ্যম্য শৃণুয়াদ্ গুরুবক্ত্রাঃ পরোত্তমঃ ।

স কামানবিলান্ প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১০৯

আমারই মূর্ত্যন্তর পাষণরূপ-ধারী নন্দী, পীঠানুসারে হনুমান্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পশ্চিমদ্বারে অবস্থান করিতেছে । ১০১

ঔৰ্ব বলিলেন,—অশ্রিত-ভেজাঃ শঙ্কর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বেতাল এবং ভৈরব সমুৎসুক-চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ১০২

বেতাল ও ভৈরব বলিলেন,—হে তাত ! পীঠক্রম এবং দেবীর পূজার ক্রম উলিখ । হে শঙ্কর ! এক্ষণে পঞ্চ মূর্তির বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ১০৩

হে বৃষভধ্বজ ! এক্ষণে পঞ্চমূর্তির রূপ, সমগ্র যন্ত্র, যন্ত এবং তন্ত্র আদ্যাঙ্গের নিকট কীৰ্ত্তন করুন । ১০৪

ইন্দ্র বলিলেন,—হে বেতাল ! হে ভৈরব ! কামাখ্যাদেবীর পঞ্চমূর্তির যন্ত তন্ত্র রূপ এবং কল্প পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর । ১০৫

কামস্ব কামমধ্যস্থ কামদেবতাদ্বারা পুটীকৃত, কামী কামদেবদ্বারা কমনীয় যন্তর কামনা করিবে এবং কমনীয় যন্তকে কামে নিয়োজিত করিবে । ১০৬

হে ব্রহ্মা, জ্যেষ্ঠ বাজন পরম শান্ত । প্রথমে ক্রমে ক্রমে উহা সুধামুক্ত করিবে । চক্ষুর্ভিসুহিত ইহা কামাখ্যার বীজ বলিয়া অভিহিত হইবে । ১০৭-১০৮

এই বীজ ধর্মপ্রদ এবং কাম মোক্ষ এবং অর্থপ্রদ । ইহা পরম ব্রহ্মস্ব এবং অমৃত মূল্যবান । যে নবজ্যেষ্ঠ গুরুবক্ত্র হইতে কর্ণকুহরে ইহা শ্রবণ করে, সে অধিল কামনার যন্ত প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে পূজা হয় । ১০৯

ক্রতীসকলিতসারং দেবকণ্ঠোথহাবুং
 সকলকলুষহারি জীৱন্তানন্তকারি ।
 সুনয়নভগমোক্তি জ্ঞানভেদে যদ্ যশোক্তি-
 স্তদ্বিহ শিবমবস্তং বিশ্বহৃত্তীজিতার্থম্ । ১৪০
 নবনকরঙকারি ধ্যানিনাকোপকারি
 প্রণবিসুনয়নংস্থং দেবমত্যাহ্নিকহম্ ।
 পরমপদবিশীর্ণং সৰ্বদোৰ্ভাগ্যজীর্ণং^১
 শূলু শিবপদরূপং কামদেব্যাঃ স্বরূপম্ । ১৪১
 প্রবণগগনযাত্রা চাৰ্দ্ধিতং যস্য নাম
 প্রভবতি বহুভূত্য নীতিমার্গেকশাম ।
 সুরগগননায়াং কৃতনী যস্য শক্তি-
 স্তদ্বিহ পরমরূপং চিন্তনীয়ং হতানৈঃ^২ । ১৪২
 ববিশলিমুক্তকর্ণা কুঙ্কমাণীভবর্ণা
 যনিকনকবিচিত্রা লোলকর্ণা ত্রিনেত্রা ।
 অভয়বরহস্তা শাকমুদপ্রশস্তা
 প্রণতসুবনরেশা সিদ্ধকামেশ্বরী সা ॥ ১৪৩
 অরুণকমলসংস্থা বক্তৃপদ্মাসনস্থা
 নবভূষণশরীরা যুক্তকেশী সুহারা ।
 শবদ্রুদি পুখুভূষণসুযুগ্মা মনোজ্ঞা
 শিত্তবিসমবদ্রা সৰ্বকামেশ্বরী সা ॥ ১৪৪

ইহা সঙ্কলিত ক্রতীর সার, দেবগণের কণ্ঠের অধিতীয় হার-স্বরূপ, নিখিল
 পাপ-হরণকারী এবং ধরার আনন্দদায়ী । ইহা মনুষ্যকে সুনয়ন, ভবন ও
 গোষ্ঠায়া যুক্ত করে এবং সমস্ত অশিব ও বিদ্রোহ ধ্বংস করে । ১৪০

যাহা ধ্যানকারীদের দণ্ডপাণি হইয়া যম-ভয় নিবারণ করে, প্রণয়কারী
 সুনয়ন-সংস্থিত দেবলোক, মর্ত্যলোক এবং আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত, পরমপদ
 বিতরণকারী, শুদ্ধ, হৃৎগোব জীর্ণকারী এবং শিবপদস্বরূপ কামাখ্যা দেবীর এই
 গুণ যন্ত্র প্রবণ কর । ১৪১

তাহার নাম কর্ণ-মধ্যস্থিত আকাশমার্গে সজত, নীতিমার্গের একমাত্র
 জাতর এবং বহু ভূতির নিমিত্ত সমর্থ ; আর যাহার শক্তি সুরগণদিগের গণনার
 কৃতনীস্বরূপ ; হতান ব্যক্তিগণকর্তৃক সেইরূপ চিন্তনীয় । ১৪২

যাহার কর্ণ সূর্য্য এবং চন্দ্র সংযুক্তি বর্ণ রক্ত ও ইষৎ পীত, মণি এবং সুবর্ণ
 দ্বিগুণিত বিচিত্র-ভূষণ কর্ণে দোলায়মান এবং মেত্র ত্রিনেত্রী ; হস্ত—যর এবং
 অভয়দানে নিবৃত্ত এবং যিনি অক্ষসূত্রধারিণী, প্রণত সুর এবং নরগণের ঈশ্বরী
 সেই সিদ্ধ কামেশ্বরী ; যিনি অরুণ কমলোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, যাহার শরীর
 নবযৌবনে শোভিত, যিনি যুক্তকেশী, শোভন-হারশালিনী, শব-দ্রুদে অধি-
 ষ্টাঙ্গী, শূল এবং উন্নতস্তনদ্বয়শোভিনী এবং যাহার আশু—বাল সূর্য্য-সদৃশ
 চন্দ্র, তিনিই সৰ্বকামেশ্বরী । ১৪৩-১৪৪

১। শুদ্ধম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। হৃত্তীশৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

বিপুলবিভবদাত্রী স্মেরবক্ত্রা সূকেশী
 ললিত-নখরনভা সামিচক্ষাবনভা ।
 যনাসজ্জদৃষদিত্বা যোনিমুদ্রালম্বতী
 পবনগমনশক্তা সংক্ৰান্তস্থানভাগা ॥ ১৪৫
 চিন্ত্যা চৈবং বিদ্যাদগ্নপ্রকাশা
 ধর্মার্থাদং সাধকৈর্ধা হিতার্থৈঃ ।
 কল্যান্ত ত্রীণ্যস্তদং সম্যগর্জং
 বেতাল ছং ভৈরব ত্রীপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ১৪৬
 তন্নিম্নর্জং* যন্তুলং যন্নি পশ্চাৎ
 কার্য্যং চৈতচ্চন্দনৈঃ পুষ্পযুক্তৈঃ ।
 পর্য্যায়ো যো লেখনে পূর্ব্বমুক্তো
 দেবীতন্ত্রে সোহত্র পূর্ব্বং বিধেয়ঃ ॥ ১৪৭

ইতি কালিকাপুরাণে কামাখ্যা পূজাতন্ত্রে ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ—

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্য যথা পূর্ব্বং যয়োদিতম্ ।
 যন্তুলং প্রতিপত্ত্যা তু পর্য্যায়ো যন্তুলস্ত যঃ ॥ ১
 স এবং প্রথমং কার্য্যং শিলায়াং পুষ্পচন্দনৈঃ ।
 পাত্ৰাদীনাং প্রতিষ্ঠানং তথৈবাত্মাপি যোজয়েৎ ॥ ২

সেই কামেশ্বরী দেবী বিপুল বিভব-প্রদায়িনী, স্মেরবক্ত্রা, সূকেশী, ললিত-নখর-দন্তশালিনী এবং অর্জচক্ষু অলঙ্কতা, কাম প্রস্তরে অবস্থিত যোনিমুদ্রা দ্বারা উল্লাসিনী, পবনের মত গমনসমর্থী এবং প্রসিদ্ধ-স্থান-ভাগিনী । ১৪৫

এই বিদ্যা এবং অগ্নিসদৃশ প্রকাশ-শালিনী দেবীকে—প্রার্থী সাধক, ধর্ম-প্রভৃতির নিমিত্ত চিন্তা করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে ত্রী-প্রতিষ্ঠাকারী কল ও তন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ কর । ১৪৬

প্রথমে একটি যন্তুল করিয়া তাহা পরে পুষ্পযুক্ত চন্দনদ্বারা অঙ্কিত করিবে পূর্ব্ব দেবীতন্ত্রে লেখনের যেকোন ক্রম উক্ত হইয়াছে, এহলে প্রথমে সেই ক্রমের অনুষ্ঠান করিবে । ১৪৭

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

পূজাপ্রকরণ — ত্রিপুরাতন্ত্র

ঈশ্বর বলিলেন ;—আমি পূর্ব্ব বৈষ্ণবী তন্ত্র-মন্ত্রের যন্তুল-প্রতিপত্তি এবং যন্তুলক্রম ধরুপ বলিয়াছি, প্রথমে পুষ্প ও চন্দনদ্বারা শিলায় সেইরূপ অঙ্ক করিবে এবং পাত্ৰাদির প্রতিষ্ঠান নিমিত্ত এহলেও সেইরূপ পূজা করিবে । ১৪৫

১। তন্নিম্নাপম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্য ধোক্তা যাঃ প্রতিপত্তয়ঃ ।
 তত্র তাঃ সকল্য ধোক্ত্যা আসনাদৈশ্চ পূজনম্ ॥ ৩
 তেভ্যোহিগো যো বিশেষোহিহ তদ্রক্যে শূন্য ভৈরব ॥ ৪
 প্রথমং ভাক্তর্যার্থ্যং প্রদ্যাজ্জ্যেতসর্ঘপৈঃ ।
 পুষ্পচন্দনসংবীতৈঃ সপথায় মহাশ্রমে ॥ ৫
 আসনার্চনশেষে তু পীঠোক্তাঃ সর্বদেবতাঃ ।
 পীঠনাম্না তু সংযোজ্য্য মণ্ডলস্ত তু মধ্যতঃ ॥ ৬
 ধ্যানরূপং ভিন্নং তদৈক্য্য্য সহ ভৈরব ।
 কামাখ্যাঃ^১ সর্বমন্ত্রত্বং মহামায়াস্তবোদিতম্ ॥ ৭
 যোগিনীস্ত চতুঃষষ্টিং পূজয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮
 গুহ্যং মনোভবাণ্যপি মহোৎসাহাং তথা সখীম্ ।
 অনন্তরং পূজয়েৎ দিক্‌পালাংশ্চ নবগ্রহান্ ।
 রূপভক্তান্ সমুদ্ভিষ্য পূজয়েদিষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ৯
 পূর্বদ্বারে গণপতিং প্রথমস্ত প্রপূজয়েৎ ।
 নন্দিনঞ্চ হনুমন্তং পশ্চিমদ্বারি পূজয়েৎ ॥ ১০
 ভূঙ্গী চোত্তরতঃ পূজ্য্য মহাকালস্ত দক্ষিণে ।
 এতে মম দ্বারপালা দেব্যা দ্বারে প্রপূজয়েৎ ॥ ১১
 পাত্যবৃত্তীকৃতিবিধৌ^২ কুর্য্যাৎ কামমুদ্রয়া ।
 ভূতাপসারণং কুর্য্যাৎ পূর্বং তালত্রয়েণ তু ॥ ১২

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রের যে সকল প্রতিপত্তি উক্ত হইয়াছে, এহলেও সেই সকলের গ্রহণ করিবে এবং আসনাদিরও পূজা করিবে । ৩

হে ভৈরব ! সেই সকল হইতে যাহা যাহা অতিরিক্ত, তাহাদিগের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর । ৪

প্রথমে পুষ্প ও চন্দন সংবীত সিদ্ধার্থ এবং সর্ঘপদ্বারা গণের সহিত মহায়া সূর্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে । ৫

আসনার্চনের অবসানে মণ্ডলের মধ্যে পীঠোক্ত সমুদয় দেবতাকে পীঠ-নামানুসারে পূজা করিবে । ৬

হে ভৈরব ! কামাখ্যার স্বরূপ বৈষ্ণবীর সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন । অন্যান্য সকল জ্ঞাতব্য বিষয় মহামায়াস্তবে কথিত হইয়াছে । ৭

কামাখ্যার পূজার সময় চতুঃষষ্টি যোগিনীর এক এক করিয়া পূজা করিবে । অনন্তর মনোভবা গুহ্য, মহোৎসাহা সখী, দিক্‌পাল এবং নবগ্রহের স্বরূপ ভাবনা করিয়া ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত পূজা করিবে । ৮-৯

প্রথম পূর্বদ্বারে গণপতিকে পূজা করিবে এবং পশ্চিম দ্বারে নন্দী-হনু-মানের পূজা করিবে । ১০

উত্তর দ্বারে ভূঙ্গীকে এবং দক্ষিণ দ্বারে মহাকালকে অর্চনা করিবে । ইহারা আয়ারই দ্বারপাল, দেবীর দ্বারেও ইহাদিগের পূজা করিবে । ১১

কামমুদ্রা দ্বারা পাত্রেয় সংকৃতি করিবে এবং পূর্বক তালত্রয় দ্বারা ভূতগণের অপসারণ করিবে । ১২

বামহস্তে দক্ষিণে পানিনা তালবাহরেৎ ।
 হুঁ হুঁ ফড়িতি যন্ত্রেণ বেতালাবীংশ্চ সারয়েৎ ॥ ১৩
 সূর্যমুত্তরতন্ত্রোক্তং তন্ত্রং কুর্যাত্তু সাধকঃ ।
 অত্রোক্তেন স্বরূপেণ প্রাণায়ামং তথা চরেৎ ॥ ১৪
 শ্রাপয়েৎ প্রথমং দেবীং মূলমন্ত্রেণ পূজকঃ ।
 যধুক্ষীরাজ্যদধিভি গোমুত্রৈর্গোমটৈরুত্থা ।
 যন্ত্রোদটকঃ শর্করাতি তু ভৈরবকুশোদটকঃ ॥ ১৫
 সিতসর্ষপমুদগাভ্যাং^১ তিলক্ষীরৈরুত্থা যটবঃ ।
 ব্রহ্মচন্দনপুষ্পৈশ্চ সূর্যবাতী রোচনায়ুটৈঃ ।
 মধুভির্বিভক্তৈঃ সর্ষাং শিলায়াং যোনিসন্নিধৌ ॥ ১৬
 জাম্বনং পাদমর্ষাঞ্চ তত আচমনীয়কম্ ।
 যধুপর্কং স্নানজলং বস্ত্রং চন্দনভূষণম্ ॥ ১৭
 পুষ্পং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ নেত্রাজ্ঞমহতঃ পরম্ ।
 নৈবেদ্যচমনীয়ে চ প্রদক্ষিণমমৃতা ।
 এতে ষোড়শ নির্দিষ্টা উপচারাস্ত পীঠতঃ ॥ ১৮
 আবাহনেন্নাহাদেবীং গায়ত্র্যা কাষযোগয়া ।
 তামেব বিদ্ধি বেতালং শুভ্রং ভৈরবদৈবতম্ ॥ ১৯
 কামাখ্যে ত্রিমিহাগচ্ছ যথাবদ্যম সন্নিধৌ ।
 পূজাকর্ষুনি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় কামিনি ॥ ২০
 কামাখ্যাটৈ চ বিদ্যাহে কামেশ্বর্যো তু ধীমহি ।
 ততঃ কুর্যাবাহাদেবী ততশ্চানু প্রচোদয়াৎ ।
 এষা তু কামদায়ত্রী পূজয়েদনয়া শুভাম্ ॥ ২১

হুঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বাম হস্তে তালি দিয়া বেতালগণের
 উৎসারণ করিবে । ১৩

সাধক, উত্তর তন্ত্রোক্ত সমুদয় বিধানেরই অনুষ্ঠান করিবে এবং তন্ত্রোক্ত
 নিয়মে প্রাণায়াম করিবে । ১৪

পূজক—যধু, ক্ষীর, মধি, গোমুত্র, গোমুচ, রক্তোদক, শর্করা, শুক্ল, ব্রহ্ম এবং
 কুশোদক দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রথমে দেবীকে স্নান করাইবে । ১৫

সিত-সর্ষপ, মুদগা, তিল, ক্ষীর, যব, ব্রহ্মচন্দন, পুষ্প, সূর্য্য এবং রোচনা—
 এই নয় প্রকার বস্তু দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া যোনি সমীপে শিলাতে প্রদান
 করিবে । ১৬

জাম্বন, পাদম অর্ঘ্য, আচমনীয়, যধুপর্ক, স্নানজল, বস্ত্র, ভূষণ, চন্দন, পুষ্প
 ধূপ, দীপ, নেত্রাজ্ঞন, নৈবেদ্য, আচমনীয়, প্রদক্ষিণ এবং সমস্তই পূর্বকাল
 হইতে এই ষোড়শ প্রকার উপচার নির্দিষ্ট হইয়াছে । ১৭-১৮

কামমুক্ত গায়ত্রী দ্বারা মহাদেবীকে আবাহন করিবে । হে বেতাল ও
 ভৈরব । ত্রৈ গায়ত্রীকেই শুভ্র দেবতা বলিয়া জানিও । ১৯

হে কামাখ্যে দেবি ! আপনি এই আমার সমীপে যথাবৎ আগমন করুন ।
 হে কামিনি ! আপনি আমার পূজাকার্য্যে সান্নিধ্য রক্ষা করুন । ২০

১। সূক্তাভ্যং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

পূজাবসানে চ বলীন্ দেব্যাঃ প্রীত্যা নিবেদয়েৎ ।
 কৃত্বাক্ষমালতাং জাপ্যমালায়ৈব সমাচরেৎ ॥ ২২
 নাকটৈরমূলমস্ত্রম্ ত্রিধাবৃত্তঃ প্রপূজয়েৎ ।
 কামাখ্যায়া যড়ঙ্গানি আস্থানানন্তরে তথা ॥ ২৩
 বৈষ্ণবীতন্ত্রমস্ত্রম্ কৃত্বাক্ষমালানন্তরেষ্ট য়ে ।
 শরাঃ প্রোক্তাষ্টৈঃ স্টৈরস্ত সাক্ষিচষ্টৈঃ সবিদ্যুতৈঃ ॥ ২৪
 মূলমস্ত্রাদ্যস্ত্রাভ্যাং যুগপদ্বা নিয়োজিতৈঃ ।
 কনিষ্ঠাদিক্রমেণৈব যজ্ঞশাসং সমাচরেৎ ॥ ২৫
 অঙ্গশাসকরশাসৌ কৃত্বা পশ্চাত্ত্ব সাধকঃ ।
 হৃচ্ছিরস্ত শিখাবর্ম্ম-নেত্রাশ্চোদরপৃষ্ঠতঃ ।
 বাহ্যোঃ পার্শ্বোর্জ্জ্বলয়োঃ পাদয়োশ্চাপি বিদ্যাসেৎ ॥ ২৬
 অন্তঃ বরদং হস্তমক্ষমালীঞ্চ সূত্রকম্ ।
 পূজয়েচ্ছশিনং সূর্য্যং শিরশ্চালকলাং তথা ॥ ২৭
 বৃত্তপদ্যং শবকৈশ্চ লোহিত্যং অঙ্গপূত্রকম্ ।
 মনোভবং শিলাং তত্র শক্তিহাং শবমধাতঃ ।
 দেব্যাঃ প্রপূজয়েত্তুতঃ করবালঞ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ২৮
 পীঠাদিদেবতাস্তত্র যজ্ঞেং কামেশ্বরীং শুভাম্ ।
 ত্রিপুরাং পূজয়েন্মধ্যে পীঠপ্রত্যাদিদেবতাম্ ॥ ২৯
 শারদাকং মহোৎসাহাং মধ্যা এব প্রপূজয়েৎ ॥ ৩০

আমি কামাখ্যা দেবীকে জানিতেছি, কামেশ্বরী দেবীকে জানিতেছি, অতএব কৃত্বাদেবী আমাদের অর্থসিদ্ধি করুন । ইহা কামাখ্যা দেবীর গায়ত্রী, ইহা দ্বারা তীহার পূজা করিবে । ২২

পূজার অবসানে দেবীর প্রীতি নিমিত্ত বনি প্রদান করিবে । কৃত্বাক্ষমালা-
 দ্বারা জপের অনুষ্ঠান করিবে । ২২

মূলমস্ত্রের ত্রিধাবৃত্ত তিনটি অক্ষর দ্বারা যকীর অঙ্গ নামের অনুসারে।
 কামাখ্যাদেবীর যড়ঙ্গ পূজা করিবে । ২৩

বৈষ্ণবীতন্ত্রমস্ত্রের কর এবং অঙ্গশাসনে যে সকল বর উক্ত হইয়াছে, মূলমস্ত্রের
 আদিহিত অক্ষরধর অর্কচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত সেই সকল বরদ্বারা কনিষ্ঠাদিক্রমে
 অঙ্গ শাস করিবে । ২৪-২৫

ভক্তসাধক—অঙ্গশাস এবং করশাস করিয়া, পরে হৃদয়, শির, শিখা, কর্ণ,
 নেত্র, আশ্র, উপর, পৃষ্ঠ, বাহু, হস্ততল, জঙ্ঘা এবং পদদ্বয়েও মন্ত্রবিষ্ঠান করিবে ।
 ২৬

অনন্তর, অন্তঃ, বরদ, হস্ত, অক্ষমালা, সিক্তসূত্র, শিব, সূর্য্য এবং মন্তকস্থিত-
 চন্দ্রকমারও পূজা করিবে । ২৭

ভক্ত সাধক, সেই শক্তি স্থানের মধ্যে বৃত্তপদ্য, শব, লোহিত্যব্রহ্মপুত্র,
 মনোভব শিলা এবং করবাল, দেবীর পার্শ্বে ইহাদিগ্নেরও পূজা করিবে । ২৮

সেই স্থানে পীঠাদিদেবতা—শুভ-রূপিণী কামেশ্বরী দেবীর পূজা করিবে
 এবং মধ্যভাগে পীঠের প্রত্যাদিদেবতা ত্রিপুরার পূজা করিবে । মধ্যভাগে
 মহোৎসাহী সারদারও পূজা করিবে । ২৯-৩০

চণ্ডেশ্বরী মহাদেবী দেব্যা নির্মালাধারিণী ।
 যোনিমুদ্রা সমাখ্যাতা কামাখ্যায়া বিসর্জনে ॥ ৩১
 ইদং স্রবাক্ত সিন্দুরচন্দনাঙ্ককুক্কুটৈঃ ।
 হৃতি ধো হি ময়া প্রোক্তো বিশেষঃ পরিপূজনে ॥ ৩২
 এতিবিশেষৈঃ সহিতং বৈষ্ণবী-তন্ত্রগোচরম্ ।
 সর্বং কল্পং সমাপাদ্য কামাখ্যাং পরিপূজয়েৎ ॥ ৩৩
 অনেনৈব বিধানেন কামাখ্যাং যন্ত পূজয়েৎ ।
 মনোভব-গুহামধ্যে স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৪
 অক্ষাণী চতিকা বৌদ্ধী গৌরীজ্ঞানী তৈব চ ।
 কৌমারী বৈষ্ণবী হুর্ণা নারসিংহী চ কালিকা ॥ ৩৫
 চামুণ্ডা লিবদুতী চ বারাহী কৌশিকী তথা ।
 মাহেশ্বরী শাকরী চ জয়ন্তী সর্বমঙ্গলা ॥ ৩৬
 কালী কপালিনী মেধা শিবা শাকন্তরী তথা ।
 ভীমা শাক্তা জাম্বরী চ কল্পাণী অম্বিকা তথা ॥ ৩৭
 কমা ধাতী কমা জাহা স্বপাণী মহোদরী ।
 ঘোরকণা মহাকালী উগ্রকালী ভয়ঙ্করী ॥ ৩৮
 ক্ষেমকরী চোদ্রচণ্ডা চণ্ডোদ্রা চণ্ডনারিকী ।
 চণ্ডা চণ্ডাবতী চণ্ডী মহামোহা^১ প্রিয়ঙ্করী ॥ ৩৯
 কলবিকিণী দেবী বলপ্রমথিনী তথা ।
 মদনোন্মথিনী দেবী সর্বভূতময়ী ॥ ৪০
 উমা ভার্য্য মহানিত্য বিজয়া চ জয়া তথা ।
 পূর্বোক্তাঃ শৈলপূজ্যাসা যোগিস্থলৈ^২ চ য়াঃ ক্রমাৎ ॥ ৪১
 তাভিরেতি চ সহিতা চতুঃষষ্ঠিক যোগিনীঃ ।
 পূজয়েৎ প্রণামস্তাভ্যঃ সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪২

মহাদেবী চণ্ডেশ্বরী, কামাখ্যা দেবীর নির্মালাধারিণী এবং কামাখ্যা দেবীর বিসর্জনের মূর্ত্তা যোনি-মুদ্রা । ৩১

সিন্দুর, চন্দন, অঙ্কুর এবং কুক্কুট এই সকল স্রব্য দেবীর অঙ্গরাগার্য প্রদান করিবে । কামাখ্যা দেবীর পূজার এইগুলিই বিশেষ । ৩২

এই বিশেষের সহিত বৈষ্ণবী-তন্ত্র-গোচর নিখিল কল্পের বেগ করিয়া কামাখ্যা দেবীর পূজা করিবে । ৩৩

যে যন্তু এইরূপ বিধানে মনোভব-গুহামধ্যে কামাখ্যা দেবীর পূজা করে, সে পরম গতিপ্রাপ্ত হয় । ৩৪

অক্ষাণী, চতিকা, বৌদ্ধী, বৌদ্ধী, ইজ্ঞাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, হুর্ণা, নারসিংহী, কালিকা, চামুণ্ডা, লিবদুতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শাকরী, জয়ন্তী, সর্বমঙ্গলা, কালী, কপালিনী, মেধা, শিবা, শাকন্তরী, ভীমা, শাক্তা, জাম্বরী, কল্পাণী, অম্বিকা, কমা, ধাতী, জাহা, স্বপা, অপর্ণা, মহোদরী, ক্ষেমকরী, চোদ্রচণ্ডা, চণ্ডোদ্রা, চণ্ডনারিকী, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডী মহামোহা, প্রিয়ঙ্করী, কলবিকিণী, বলপ্রমথিনী, মদনোন্মথিনী, সর্বভূতময়ী, উমা, ভার্য্য, মহানিত্য, বিজয়া, জয়া এবং পূর্বোক্ত শৈলপূজ্য প্রভৃতি অষ্টযোগিনী, ইহারা সকলে

নানাবিধস্ত নৈবেদ্যং পানং পায়সম্ভব-চন
 মোদকাপুপপিষ্টাদি বৈকৈ সম্যক্ প্রদাপয়েৎ ॥ ৪৩
 ঐযুক্ত পূজয়েদেবীং কামাখ্যাং বরদাযিনীম্ ।
 ভক্তিমুগ্ধো নরো যন্ত স সর্বান্ লভতে প্রিয়ান্ ॥ ৪৪
 মহোৎসাহা ভুজা দেবী মহামায়া তু সা মৃত্যু-
 বৈজয়ী তদ্ব্যগ্রেণ কা পূজ্যা যোনিমণ্ডলে ॥ ৪৫
 তদেব মণ্ডলধন্যস্ত কৃৎস্নাসং ভবেৎ চ ।
 সা এব পূজাপর্যায়ে তন্ত্যানং সৈব দেবতা ।
 ভক্তঃ তদেবযুক্তস্ত তস্মিন্নাশ্রয়ং তু কিঞ্চন ॥ ৪৬
 মণ্ডলাদিবিসৃষ্টার্থং মহামায়া মহোৎসবে ।
 যৎপ্রোক্তং তেন তাং দেবীং মহোৎসাহাত্ত মণ্ডলে ।
 স্নানপূর্ব্বং পূজয়েত্তু মধ্যাজ্যাদিভিরাঙ্গৈঃ ॥ ৪৭
 শূণ্ডাং ত্রিপুরামূর্ত্তেঃ কামাখ্যায়াঃ প্রপূজনম্ ।
 এতয়া মূলমন্ত্রস্ত পূর্ব্বমুত্তরতন্ত্রকে ।
 শুবরোরিষ্টয়োঃ সম্যক্ ক্রমাত্তৎপ্রতিপাদিতম্ ॥ ৪৮
 বাগ্ভবং কামবীজস্ত তামরক্ষেতি তন্ত্রম্ ।
 সর্ব্বধর্ম্মার্থকামাদিসাধকং কুণ্ডলীমুতম্ ॥ ৪৯
 ত্রীণাম্যং পুরতো দম্যাদ্গুণা ধ্যাতা মহেশ্বরী ।
 ত্রিপুরেতি ততঃ ধ্যাতা কামাখ্যা কামরূপিণী ॥ ৫০

মিলিত হইয়া চতুঃষষ্টি যোগিনী হন । মণ্ডলের মধ্যে সকল প্রকার কাম এবং
 অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত এই চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে । ৩৬-৪২

দেবীকে নানাবিধ নৈবেদ্য ও পানীয় দ্রব্য, পায়স, মোদক, অপুপ এবং
 পিষ্টকাদি সমর্পণ করিবে । ৪৩

যে ভক্তিমুগ্ধ মনুষ্য উপরি-উক্ত নিয়ম অনুসারে বরদাযিনী কামাখ্যা দেবীর
 আরাধনা করে, সে সকল প্রকার অভিলষিত লাভ করে । ৪৪

যে মহামায়া দেবী মহোৎসাহা নামে বিখ্যাত, যোনিমণ্ডলে বৈজয়ী তাঁহুর
 মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকেও পূজা করিবে । ৪৫

উহাই তাঁহার মণ্ডল, তাঁহার অঙ্গস্থান পূর্ব্বোক্তরূপ । পূজার ক্রম এবং
 ধ্যানও পূর্ব্বোক্তরূপ,—উভয় দেবতা একই । মুখ্য মন্ত্রও একরূপ ; অর্থাৎ কোন
 বিষয়ে কিছু প্রভেদ নাই । ৪৬

মহামায়ার মহোৎসবে মণ্ডল হইতে বিসর্জনের পর্য্যন্ত যে সকল বিধানের
 কথন হইয়াছে, স্নানপূর্ব্বক মণ্ডলমধ্যে মহোৎসাহা দেবীকেও সেইরূপ বিধানে
 মধু ও মদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে । ৪৭

এক্ষণে ত্রিপুরা-মূর্ত্তি কামাখ্যা পূজা প্রবণ কর । ইহার মূল মন্ত্র—পূর্ব্ব
 উত্তর তন্ত্রে প্রিয় শিষ্য তোমাদের উভয়ের নিকট প্রতিপাদিত হইয়াছে । ৪৮

বাগ্ভব, কামবীজ এবং ইন্দ্র, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাদির সাধক এই তিনজি
 কুণ্ডলীযুক্ত হইয়া ত্রিপুরা দেবীর মূলমন্ত্র হয় । ৪৯

যেহেতু মহেশ্বরী হুণাদেবী তিনের আগ্রে ধ্যাত হন, এইজন্য কামরূপিণী
 কামাখ্যা ত্রিপুরা নামে প্রসিদ্ধ । ৫০

তদন্তঃ স্রাপনং যাদুকামাখ্যাধাঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 তেনৈব স্রাপনং কুর্যাকুলমন্ত্রেণ পূৰ্বকঃ ॥ ৫১
 ত্রিকোণং যন্তুলকাম্যাদ্ধিপুরম্ ত্রিবেদকম্ ।
 যন্তুল অক্ষরং ক্ষেত্রং তথা রূপং জয়ং পুনঃ ॥ ৫২
 ত্রিবিধা কুণ্ডলী শক্তি-ত্ৰিদেবানাং সৃষ্টেব ।
 সৰ্ব্বং জয়ং জয়ং যন্তাদ্ধিপুরা তেন সা শ্রুতা ॥ ৫৩
 উদীচ্যামখ পূৰ্ব্বাতা রেখাঃ কাৰ্ঘ্যন্ত মণ্ডলে ।
 ত্রিষ্টিরেখান্ত কৰ্ত্তব্যান্তা এব পুষ্পচন্দনৈঃ ।
 ঐশাক্ষামখ নৈৰ্বর্ত্যায় যন্তং কৃত্বা তু সংলিখ্যেৎ ॥ ৫৪
 নৈৰ্বর্ত্যাক্ষৈব বায়ব্যাং ততো হৈশাক্ষগাং পুনঃ ।
 এবং ত্রিকোণং বিলিখেকুলকাম্যন্তরে পুনঃ ॥ ৫৫
 ঐশাক্ষাক্ষান্ত বা রেখা সা তু শক্তির্নিরূপ্যতে ॥ ৫৬
 নৈৰ্বর্ত্যায় বায়বীং যাতা ততো হৈশাক্ষগা তু য়া ।
 সা তু শত্ৰুঃ সমাখ্যাতা শক্ত্যা শত্ৰুং বিভেদয়েৎ ॥ ৫৭
 শক্ত্যা বিভিন্নং কৃতেশং বেদয়েৎ কমলেন তু ।
 অষ্টপদেণ তার ধ্যায়া ত্রিধর্গাং প্রাক্ প্রপূজয়েৎ ।
 ত্রিভিঃশিভিঃ রেখাভিঃ শক্তিং শত্ৰুক বেদয়েৎ ॥ ৫৮
 হানক্যাক্ষকণং সমাখ্যাক্ষনং লিখনমুখা ।
 অত্রযত্রপ্রমোদগানং কৃতানামপসারণম্ ॥ ৫৯

কামাখ্যা দেবীর ঘেরূপ স্রাপন উক্ত হইয়াছে—সাবক, মূলমন্ত্র বাবক তাঁহারও সেইরূপে স্রাপন করিবে । ৫১

ইহার যন্তুল ত্রিকোণ—রেখাভেদে নির্মিত তিনটি পূর, যন্ত, অক্ষর, রূপ তিন প্রকার এবং ত্রিদেবের সৃষ্টির নিমিত্ত কুণ্ডলী শক্তিও ত্রিবিধ । যেহেতু এই সমুদয় বস্তুই তিন তিন, এই নিমিত্ত ইহার নাম ত্রিপুরা । ৫২-৫৩

যন্তুলের উত্তরে পূৰ্ব্বাত তিনটি রেখা পুষ্প এবং চন্দনমাখা অঙ্কিত করিবে । ইশান কোণ হইতে নৈৰ্বর্ত কোণে ঐ রূপ তিনটি করিয়া রেখা লিখিবে । ৫৪

নৈৰ্বর্ত হইতে বায়ুকোণে এবং বায়ু হইতে ইশান কোণ পর্যন্ত পুনৰ্বার রেখা অঙ্কিত করিবে । যন্তুলের মধ্যে ঐরূপ একটী ত্রিকোণ ক্ষেত্র লিখিবে । ৫৫

ইশান কোণ হইতে যে রেখা প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা শক্তি নামে অভিহিত হয় । ৫৬

নৈৰ্বর্ত হইতে বায়ুকোণে এবং বায়ুকোণ হইতে ইশান কোণে যে রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা শত্ৰুনামে অভিহিত হয় ; শক্তি হইতে শত্ৰুর ভেদ করিবে ।

শক্তি হইতি বিভিন্ন শত্ৰুকে অষ্টপদ কমল দ্বারা বেঁটন করিবে । তাহার পর ঐ রেখাকে ত্রিধর্গারূপে ধ্যান করিয়া প্রথমে তাহার পূজা করিবে । তদনন্তর তিন তিনটি রেখা দ্বারা শক্তি ও শত্ৰুকে বেঁটন করিবে । ৫৮

অনন্তর, হানক্যাক্ষ, বার্কজন, লিখন, অত্রযত্র প্রমোদগান কৃতদিগেষ্ক অপসারণ করিবে । ৫৯

১। ত্রিপুরা ।

২। ঐশাক্ষাদিহু ইতি পাঠান্তরম্ ।

বৈষ্ণবীভক্তমজ্জোক্তং তথৈবোত্তরভক্তকে ।
 যৎ প্রোক্তং তত্ত্বং সামান্যং প্রকুর্য্যাৎ সাধকো নরঃ ॥ ৬০
 ত্রিপুরায়া বিশেষণ সহিতং পূজনক্রমম্ ॥ ৬১
 এতদ্বিকোণং দেবানাং ত্র্যম্বকং স্থানমিচ্ছতে ॥ ৬২
 ঈশান্যাক্ত তথেশানো নৈর্ধর্ত্যাক্তুরাননঃ ।
 ষাট্‌কোণস্তথা ব্রহ্মা ষট্‌কোণম্ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৬৩
 মলং কেশপূরং প্রোক্তং কেশরূপপূরং পুরম্ ।
 পুরং শেখং ত্রিকোণস্ত ত্রিপুরং মণ্ডলং সূত্রম্ ॥ ৬৪
 মলেষু কেশরে চারিণি ত্রিকোণে চ ত্রিধা ত্রিধা
 রেখাভ্য বিহিতাঃ সম্যক্ কুর্য্যান্তত্ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৫
 উত্তরং তত্ত্ববেদ্যারং তস্ত বৈ ধনুরাকৃতিঃ ।
 পূর্বদ্বারস্ত ষট্‌কোণকতুষ্কোণস্ত দক্ষিণে ॥ ৬৬
 পশ্চিমং তোরণাকারং যথা চান্তত্র মণ্ডলে ॥ ৬৭
 ঈশান্যাক্ত পদবাণ্যন্ত লিখেন্দ্রকৌ চ তদ্বনুঃ ।
 নৈর্ধর্ত্যাক্ত পুস্তককাপি বায়ব্যামক্ষমালিকাম্ ॥ ৬৮
 এবং কৃত্বা মণ্ডলস্ত ইক্ষা দ্বায়েন পানিনা ।
 বায়েশ্বরেন নম ইতি মণ্ডলং পূজয়েত্ততঃ ॥ ৬৯
 পূজয়িত্বা ততো ভূতান্ কালিকাত্রিতয়েন তু ।
 মূলমন্ত্রেণ পূর্বোক্তৈর্মন্ত্রৈরপি সমাচরেৎ ॥ ৭০

সকল কার্য্যে উত্তর ভক্তে বৈষ্ণবীভক্ত-মন্ত্র-প্রসঙ্গে যাহা সামান্যকার্য্যে উক্ত হইয়াছে, সাধক মনুষ্য তৎসমুদয় করিবে । ৬০

ত্রিপুরা দেবীর পূজাক্রমে যাহা বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাও করিবে । ৬১

পূর্বে যে ত্রিকোণ কোণের কথা বলা হইয়াছে, উহা ব্রহ্মাদি দেবতাজন্মের স্থান বলিয়া অভিহিত হয় । ৬২

ঈশান কোণে মহাদেব, নৈর্ধর্ত্যাক্ত কোণে ব্রহ্মা এবং বায়ুকোণে বিষ্ণু অবস্থান করেন, ষট্‌কোণেও ঐ সকল দেবতা কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । ৬৩

মল একটি পুর, কেশর একটি পুর এবং অবশিষ্ট ত্রিকোণ একটি পুর—এইরূপে উহা ত্রিপুরমণ্ডল নামে অভিহিত হইয়াছে । ৬৪

মলে, কেশরে এবং ত্রিকোণে যে দিন তিনটি করিয়া রেখা বিহিত হইয়াছে, তাহা পুনঃ পুনর্করা করিবে । ৬৫

উত্তরে দ্বার হইবে, ঐ দ্বারের আকার ধনুকের মত ; পূর্বদ্বার ষট্‌কোণ এবং দক্ষিণদ্বার চতুষ্কোণ । ৬৬

পশ্চিমদ্বার তোরণাকার হইবে, যেমন অগ্নি মণ্ডলে হইয়া থাকে । ৬৭

ঈশানকোণ পাঁচটি বাণের স্বরূপ লিখিবে, অগ্নিকোণে ধনুকের স্বরূপ লিখিবে । নৈর্ধর্ত্যাক্ত কোণে পুস্তক এবং বায়ুকোণে অক্ষমালী লিখিবে । ৬৮

এইরূপ মণ্ডল নির্মাণ করিয়া উহা বায়বন্ত দ্বারা ধারণ করিয়া 'বায়েশ্বরেন-নমঃ' এই বলিয়া মণ্ডলের পূজা করিবে । ৬৯

এইরূপে মণ্ডলের পূজা করিয়া মূলমন্ত্র এবং পূর্বোক্ত মন্ত্রসকল উচ্চারণ-পূর্বক তাসক্ত দ্বারা ভূতগণের পূজা করিবে । ৭০

ঐশানাদিক্রমাদে বে নারিকার পূজয়েন্নরঃ ।
 পদ্মমণ্ডলমধ্যমধ্যে অরৌ বে চ ত্রীপুজয়েৎ ॥ ১১৪
 ব্রহ্মাণীঃ ভৈরবীকৈব তথা নারসিংহীমপি ।
 কোমারীঃ বৈষ্ণবীকৈব নারসিংহীঃ তথৈব চ ॥ ১১৫
 বারাহীক তথৈব্রাণীঃ চামুণ্ডাঃ চত্বিকাঃ তথা ।
 আধারশক্তিপ্রকৃতীন্ মণ্ডলস্ত তু মধ্যতঃ ।
 বৈষ্ণবীভক্তকল্লোজ্ঞান্ সর্বান ভৈরব পূজয়েৎ ॥ ১১৬
 নিবস্ত পঞ্চ বাঃ প্রোক্তাঃ সন্ধ্যোজাতনিবঃ পুয়া ।
 মূর্তয়স্তাঃ পদ্মমধ্যে পঞ্চপ্রোক্তকমাংগতাঃ ॥ ১১৭
 তাঃ পঞ্চ পূজয়েন্নম্যে রক্তপদ্মং নবং তথা ।
 সিংহক পূজয়েন্নম্যে জঘনাবার-সংজিতম্ ॥ ১১৮
 জঘন্তীঃ মঙ্গলাঃ কালীঃ ভদ্রকালীঃ কপালিনীম্ ।
 দুর্গাঃ ক্ষমাঃ শিবাঃ ধাত্রীঃ স্বধাঃ স্বাহাঃ পূজয়েৎ ॥ ১১৯
 উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনারিকা ।
 চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাভিচণ্ডিকা ।
 এতাঃ সম্পূজয়েন্নম্যে মণ্ডলস্ত বিশেষতঃ ॥ ১২০
 আদিত্যাণীন্ গ্রহান্ সর্বান রূপতো হস্তসংস্থতান্ ।
 ত্রয়ো প্রত্যেকমুদ্ভিত্য পার্শ্বে পার্শ্বে প্রপূজয়েৎ ॥ ১২১
 দিক্‌পালানাং মন্ত্রেণ তথা সর্বাংস্ত দিক্‌পতীন্ ।
 অস্ত্রমস্ত্রেস্ত তান্ সর্বাংস্তেষাং মন্ত্রানি ভৈরব ॥ ১২২

অসিতাক্ষ, রক্ত, চণ্ড, ক্রৌঞ্চ, উগ্রচণ্ড, ভদ্রকর, কপালী, ভীষণ এবং সংহারী
 এই নয় জন নায়ক । ১১৪

সাধক যনুজ ঐশানকোণাদিক্রমে দু'টি দু'টি করিয়া নারিকার পূজা করিবে
 এবং পদ্ম ও মণ্ডলের মধ্যে অগ্নিকোণেও দুজনের পূজা করিবে । ১১৪

ঐ সকল নারিকার নাম ব্রহ্মাণী, কোমারী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, বারাহী,
 ইজাণী, চামুণ্ডা এবং চত্বিকা । ১১৫

হে ভৈরব ! মণ্ডলের মধ্যে বৈষ্ণবী ভক্তকল্লোক্ত সমুদয় আধার শক্তি প্রকৃতির
 পূজা করিবে । ১১৬

পূর্বের সন্ধ্যোজাত প্রকৃতি যে মহাদেবের পঞ্চ মূর্তি কথিত হইয়াছে, উহারা
 পদ্মমধ্যে প্রোক্ত প্রাপ্ত পাইয়াছে । ১১৭

পদ্মমধ্যে ঐ সকল মূর্তির এবং রক্ত-পদ্ম-রূপ শবেরও পূজা করিবে । এই
 সেই স্থানে জগতের আধার সিংহের পূজা করিবে । ১১৮

জঘন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী,
 স্বাহা এবং স্বধা ইহাদিগেরও পূজা করিবে । ১১৯

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনারিকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা এবং চত্বিকা
 ইহাদিগকে মণ্ডলমধ্যে বিশেষ করিয়া পূজা করিবে । ১২০

নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র সংযুক্ত আদিত্যাদি গ্রহগণের প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করিয়া
 স্বরূপতঃ বাম পার্শ্বে পূজা করিবে । ১২১

হে ভৈরব ! সমুদয় দিক্‌পালগণকে দিক্‌পালদিগের মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে,
 অস্ত্রমন্ত্রে ইহাদিগের মন্ত্র । ১২২

কর্ণরঞ্জে তথা ঐক্যধারং কেশতলং তথা ।
 নাসিকারঞ্জমুগলং জানুযুগাং পদদ্বয়ম্ ।
 ত্রিধা ত্রিধা চাসেদেতিঃ স্বত্ভির্মৈত্রেঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮২
 প্রাণায়ামং তন্তঃ কুষ্ঠ্যং পূরকৈঃ স্তম্বকৈস্তথা ।
 রেচকেনাপি ত্রিপুৰামূর্ত্তিং দেবীং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৮৩
 দহনপ্লবনং কৃত্বা আশ্র্যং মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ ।
 ত্রিধাদৃত্যথ হৃদয়ে তাং মূর্ত্তিং শূণ্ণ ভৈরব ॥ ৮৪
 সিন্দুরপুঞ্জসঙ্কশাং ত্রিনেত্রাস্ত চতুর্ভুজাম্ ।
 বামোষ্ঠে পুষ্পকোমলং ধূতাবঃ পুষ্টকং তথা ॥ ৮৫
 দক্ষিণোষ্ঠে পঞ্চবাণানক্ষমালাং সমাভ্যধঃ ।
 চতুর্গাং কুণপানাস্ত পৃষ্ঠেহস্তং কুণপান্তরম্ ॥ ৮৬
 নিধায় তস্ত পৃষ্ঠে তু সমপাদেন সংস্থিতাম্ ।
 জটাজুটার্দ্ধচন্দ্রেণ সমাবদ্ধশিরোধরাম্ ॥ ৮৭
 নগ্নাং ত্রিঘলিভেদেন চাক্রমধ্যাং মনোহরাম্ ।
 সর্বালঙ্কারসম্পূর্ণাং সর্বাক্ষমুন্দরীং শুভাম্ ॥ ৮৮
 শ্রবণদ্বিগুনোহাং সর্বলক্ষণসংযুতাম্ ।
 এনাস্ত প্রথমং ধ্যান্তা ত্রিধাযানন্ত্ৰ চিন্তয়েৎ ॥ ৮৯
 তদ্রূপক তন্তঃ পশ্চাৎ পুষ্পং তদাগ্ভবেন তু ।
 স্তম্বস্তকে পুনর্দণ্ডাদক্ষ্যাসং পুনস্তথা ॥ ৯০
 মল্লদ্বয়ং ত্রিধা কপ্ত্বা বাগ্ভবানস্ত সাধকঃ ।
 অর্থাপাত্রস্য তৌগ্রেব তৈস্তোদৈঃ সেচয়েচ্ছিবঃ ॥ ৯১

কর্ণরঞ্জ হয়ে, ঐক্যধারে, কেশতলে, নাসিকারঞ্জহয়ে, জানুযুগলে এবং পদদ্বয়ে পূর্বোক্ত হয়তী যত্ন এক একটি পৃথক্ উচ্চারণ করিয়া তিন তিন বার দ্ব্যস করিবে । ৮২

অনন্তর পূরক, কুষ্ঠক এবং রেচক দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া, ত্রিপুৰা দেবীর মূর্ত্তি চিন্তা করিবে । ৮৩

প্রাণায়াম দ্বারা তিনবার দহন এবং প্লবন করিয়া, হৃদয়ে দেবীমূর্ত্তির ধ্যান করিবে । হে ভৈরব ! এক্ষণে সেই দেবীমূর্ত্তি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৮৪

ঐ মূর্ত্তি সিন্দুর-পুঞ্জ-সঙ্কশা, ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, বামবিকের উর্দ্ধহস্তে পুষ্পধনুঃ এবং অধোহস্তে পুষ্টক । ৮৫

দক্ষিণের উর্দ্ধহস্তে পাঁচটি বাণ এবং অধোহস্তে অক্ষমালাধারিণী ; চারিটি কুণপের পৃষ্ঠে আর একটি কুণপ বন্ধ করিবে । ৮৬

তাহার পৃষ্ঠে সমপাদে দণ্ডায়মানা ; জটাজুট এবং অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা সমাবদ্ধ-কেশা । ৮৭

নগ্না, বলিএর শোভিস-মধ্যা, মনোহরা, সর্বালঙ্কারভূষিতা, সর্বাক্ষ-মুন্দরী, শুভরূপা, ধন-বিতরণকারিণী এবং সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন। এই মূর্ত্তির প্রথমে ধ্যান করিয়া আত্মাকে ত্রিধাক্রমে চিন্তা করিবে । ৮৮-৮৯

তদনন্তর আবার ঐ রূপের চিন্তা করিয়া, বাগ্ভবমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আপনার মস্তকে পুষ্প রাখিবে এবং পুনর্বার পূর্বের মত অক্ষমাস করিবে । ৯০

পূজোপকরণকাণি ত্রিভুজ্যাক্য তথৈব তু ।
 কামপীঠং ততো দ্যাধ্বা পূজয়েৎ ক্রমতস্ত্রিয়ান্ ॥ ১২
 গণেশকং গণাধ্যক্ষং গণনাথং তথৈব চ ।
 গণক্ৰীড়ং চ পূৰ্ব্বানিবারে যত্নেণ পূজয়েৎ ।
 হৈরস্ববীজমেতেষাং যত্নস্ত পরিবীক্ষিতঃ ॥ ১৩
 বিদ্যাশাস্তিনিবৃতিশ্চ প্রতিষ্ঠা দ্বারপালকাঃ ।
 কলাভাঃ পূজয়েৎ সম্যক্ পূৰ্ব্বানিক্রমতস্তথা ॥ ১৪
 সিদ্ধপুত্রং জ্ঞানপুত্রং তথা সহজপুত্রকম্ ।
 শেষং সময়পুত্রস্ত পূজয়েদ্বটুকানিয়ান্ ॥ ১৫
 প্রত্যেকস্ত ত্রিয়ং দেবীং বটুকানাং পরে বরে ।
 শ্রীহিত্যনেন যত্নেণ পূৰ্ব্বাদৌ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ১৬
 সিন্ধুস্ত সহজস্তাথ জ্ঞানস্ত সময়স্ত চ ।
 কুমারীং পূজয়েৎ কোণে ঐশানাদৌ তু যত্নে ॥ ১৭
 গোষ্ঠটং ভামরকৈব লৌহজজ্বং তথৈব চ ।
 ভূতনাথং কেন্দ্রপালমীশানাদৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৮
 যত্নে চ মধ্যে তু পঞ্চবাণান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯
 দ্রাবণং শোষণকৈব বহ্ননং মোহনং তথা ।
 আকর্ষণকং মহেন মহোদৈব প্রপূজয়েৎ ॥ ১০০
 ততস্ত্রিষথ কোণেহু পূজয়েৎ ত্রিযোগিনীঃ ।
 ভগন্ত ভগজিহ্বাক ভগাস্তামুস্তবাহিকম্ ॥ ১০১

অনন্তর সাদক, বাগ্ভূতবাদি যত্নবলেরে তিন বার জপ করিয়া অর্ঘ্যপাত্রান্তর্গত জল আশ্রয়ত উচ্চারণপূর্বক যত্নে সিকন করিবে । ১১

ঐ জলদ্বারা পূজার উপকরণ সকল বারত্রয় অভ্যশ্রিত করিবে । অনন্তর কামপীঠের দ্যান করিয়া বক্ষ্যমাণ দেবতাদিগের পূজা করিবে । ১২

মূল যজ্ঞোচ্চারণপূর্বক পূৰ্ব্বাদি দ্বারে ক্রমশঃ গণেশ, গণাধ্যক্ষ, গণনাথ এবং গণক্ৰীড়ের পূজা করিবে । হৈরস্ববীজই ইহাদিগের মূলমন্ত্র অবধারিত হইয়াছে । ১৩

বিদ্যা, শাস্তি, নিবৃতি এবং প্রতিষ্ঠা ইহারা দ্বারপালিকা; পূৰ্ব্বানিক্রমে ইহাদিগের সম্যক পূজা করিবে । ১৪

সিদ্ধপুত্র, জ্ঞানপুত্র, সহজপুত্র এবং সময়পুত্র এই চারিটি বটুকেরও পূজা করিবে । ১৫

প্রত্যেক বটুকের ওপর শ্রীদেবীর পূজা করিবে । যত্নের ঐশানাদি কোণে সিদ্ধ, সহজ, জ্ঞান এবং সময় ইহাদিগের পূজা করিবে । ১৬-১৭

ঐশানানিক্রমে গোষ্ঠট, ভামর, লৌহজজ্ব এবং ভূতনাথ এই কেন্দ্রপাল চতুষ্টয়েরও পূজা করিবে । ১৮

যত্নের মধ্যে পাঁচটি বাণের সম্যকরূপে পূজা করিবে । ১৯

দ্রাবণ, শোষণ, বহ্নন, মোহন এবং আকর্ষণ এই পাঁচটি বাণ ইন্দ্ৰমন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে । ১০০

অনন্তর তিনকোণে যথাক্রমে ভগা, ভগজিহ্বা এবং ভগাস্তা এই তিন যোগিনীর পূজা করিবে । ১০১

ক্রমাৎ পূজ্যান্তিমোহ্যায়ঃ অগ্না মধ্যে ত্রিকোণকে ।
 ত্রিগালিনীক প্রথমে দ্বিতীয়ে তু ভগোদরীম্ ॥ ১০২
 তৃতীয়ে ভগদোহা কামোদিনীং কামকুপিণীম্ ॥ ১০৩
 অনঙ্গকুসুমাং দেবীং তথৈবানঙ্গমেখলাম্ ।
 অনঙ্গমদনাকৈব অনঙ্গমদনাতুরাম্ ॥ ১০৪
 অনঙ্গবেশাকানঙ্গমালিনীং মদনাতুরাম্ ।
 দলকেশরমাধ্যো তু ছুষ্ঠীমীং মদনাকুশাম্ ॥ ১০৫
 শৈলপূজ্যাদম্ভাচ্যৌ ত্রিপুরাপূজনক্রমে ॥ ১০৬
 এতন্নামন্তিরবাচ্যো বহুবুঃ কামযোগিনীঃ ।
 বাগ্ভবেন তথা দুর্গাং নেত্রবীজান্তকেন তু ॥ ১০৭
 অঙ্গস্তাসং সমস্তৈস্ত বহুভিরষ্টাবিধান্ পুনঃ ।
 পূজয়েৎ কেন্দ্রপালাংস্ত মধ্যে কিঙ্করপত্রয়োঃ ॥ ১০৮
 হেতুকং ত্রিপুরম্ চ অগ্নিজিহ্বং তথৈব চ ॥ ১০৯
 অগ্নিবেতালসংজ্ঞক কালকাঞ্চ করালকম্ ।
 একপাদং ভীষনাদিমুত্তরাদিক্রমেণ তু ॥ ১১০
 এভিরেব্যষ্টিভির্দ্বৈঃ কামরাজেন সংযুতৈঃ ।
 মৈবভাসনিতাজাদীনু নায়কান্ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ১১১
 যন্তুলস্ত চতুর্দিকু বৌ বৌ পূর্বাদিন্মু ক্রমাৎ ।
 পদ্মমন্তলমোর্ধধ্যে শেষমেকস্ত পূজয়েৎ ॥ ১১২
 অসিতাক্ষো কুরুশতঃ জোহোবন্তৌ ভরদ্বজঃ ।
 কপালী ভীষনশ্চৈব সংহারশ্চেতি বৈ নব ॥ ১১৩

ভাহার পর মধ্যস্থিত ত্রিকোণে ক্রমশঃ অপর যোগিনীত্রয়ের পূজা করিবে ।
 প্রথমকোণে ভগমালিনী, দ্বিতীয়কোণে ভগোদরী এবং তৃতীয়কোণে কাম-
 কুপিণী ভগদোহা যোগিনীর পূজা করিবে । ১০২-১০৩

অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা অনঙ্গবেশা, অনঙ্গ-
 মালিনী, মদনাতুরা এবং মদনাকুশা, এই আটজন দেবীকে দল ও কেশরের
 মধ্যে পূজা করিবে । ত্রিপুরার পূজনক্রমে শৈলপুত্রী প্রভৃতি আটজন যোগিনীর
 পূজা করিবে । ১০৪-১০৬

এই সকল কামযোগিনীদিগকে, নাম উল্লেখ করিয়া অব্যগ্রভাবে অর্চনা
 করিয়া বাগ্ভববীজধারাই হউক অথবা দুর্গার নেত্রবীজের অন্তরায়াই হউক,
 পূজা করিবে । ১০৭

পুনর্বার অঙ্গস্তাস যন্ত্রদ্বারা কিঙ্করপত্রের মধ্যে বক্ষ্যমাণ ছয় জন ইষ্ট
 কেন্দ্রপালের পূজা করিবে । ১০৮

ভাহাদের নাম হেতুক, ত্রিপুরম্, অগ্নিজিহ্ব, অগ্নিবেতাল, কাল এবং করাল ।
 কামবীজযুক্ত ঐ আটটি যন্ত্রদ্বারা উত্তরাদিক্রমে একপাদ এবং ভীষনাদ প্রভৃতির
 পূজা করিবে । ১০৯-১১০

যন্তুলের চতুর্দিকে এক একটিকে ছাঁটি করিয়া পূর্বাদিক্রমে অসিতাক্ষাদি নব
 নায়কের আটজনের পূজা করিবে এবং পদ্মমন্তলের মধ্যে অবশিষ্ট একের পূজা
 করিবে । ১১১-১১২

নবভিন্দ্ৰোটিকাভিত্ত ত্রিধা কৃত্ব তু বেষ্ঠনম্ ।
 অঙ্ক্যক্ষণং ততঃ কুর্যাদুত্তানামপসারণম্ ॥ ৭১
 প্রতিপত্তিস্ত পাত্ৰস্ত অৰ্ঘ্যার্থং নবধা পুনঃ ।
 পূৰ্ব্ববৎ সাধকঃ কুর্যাদ্ধ্বনং প্রবনং তথা ॥ ৭২
 অমৃতীকরণং কুর্যাদ্ প্রথমং ধেনুসুভ্রয়া ।
 যোনিমুদ্রাং ততঃ কুর্যাদ্ পাত্ৰভোজস্ত ত্রিঃ স্পৃশেৎ ॥ ৭৩
 মার্ত্তণ্ডভৈরবভাৰ্ঘ্যং দুৰ্ব্বাভিঃ সিদ্ধস্বৰ্গৈপঃ ।
 রক্তপুষ্পশ্চন্দনৈস্ত সগণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৭৪
 পাণিকচ্ছপিকাং কৃত্বা চিত্তমং যোনিমুভ্রয়া । ৭৫
 জাঁহো মধ্যে চ কৰ্ত্তব্যং ক্রমায়েতামভৈরব ।
 অস্ত্রমস্ত্রেণ পাত্ৰস্ত স্থাপনার্থস্ত মণ্ডলম্ ॥ ৭৬
 ষট্‌কোণস্ত লিখেৎ পূৰ্ব্বং তদন্ত্ৰস্থাপনেহপি চ ।
 ঐ° আ° ক্লী°মিতি মস্ত্রেণ ত্রিধা পাত্রে জলং স্পৃশেৎ ॥ ৭৭
 ত্রিধা গন্ধক পুষ্পক ত্রিধা দুৰ্ব্বাকৃতং পুনঃ ॥ ৭৮
 হ্রী° হ্রী° হ্রী° হ্রী° হ্রী°মিতি চ অমৃতাদিক্রমাৎ ক্রমেৎ ॥ ৭৯
 ওঁ হ্রী° ইত্যস্ত্রমস্ত্রেণ পাণিপৃষ্ঠতলে তথা ।
 হ্রদয়াদিক্রমাৎ পশ্চাৎসগসং কুর্যাদ্ ত্রিধা ত্রিধা ॥ ৮০
 সংযোজ্য পান্যোঃ ক্রমতশ্চাকুষ্ঠাদি ঘরং দ্বয়ম্ ।
 ত্রিধা ত্রিধা পৃথক্ কুর্যাদ্ভৈরবানি চ বিগ্রহেৎ ॥ ৮১

আগ্নোক্ষে তিনবার বেষ্ঠন করিয়া নয়টি ভুড়ি মারিয়া ভূতদিগের অপসারণের নিমিত্ত অঙ্ক্যক্ষণ করিবে । ৭১

সাধক, অর্ধেক নিমিত্ত পাত্রে পূর্ববৎ নয় প্রকার প্রতিপত্তি করিবে । প্রথমে ধ্বন, প্রবন এবং ধেনুসুভ্র দ্বারা অমৃতীকরণ করিবে । ৭২

অমৃতের যোনিমুদ্রা করিয়া তিনবার পাত্রে জল স্পর্শ করিবে । দুৰ্ব্বা, সিদ্ধস্বর্গ, রক্তপুষ্প এবং চন্দন দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া সগণ মার্ত্তণ্ড ভৈরবকে নিবেদন করিবে । ৭৩-৭৪

অনন্তর হস্তবস্ত্র কচ্ছপাকায় করিয়া যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক ধ্যান করিবে । হে বেত্তাল ও ভৈরব । ব্যানের অংগিত্তেই হউক অথবা মধ্যেই হউক, অস্ত্রমস্ত্র উচ্চারণপূর্বক পাত্রে স্থাপনার্থ মণ্ডল করিবে । ৭৫-৭৬

প্রথমে একটি ষট্‌কোণ লিখিবে, তাহাতে পূর্বোক্ত অস্ত্রমস্ত্র পাঠ করিয়া পাত্রে স্থাপন করিবে । অনন্তর ঐ° আ° ক্লী° এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, পাত্রে তিনবার জলক্ষেপ করিবে । ৭৭

ঐ পাত্রে গন্ধ, পুষ্প, দুৰ্ব্বা এবং অকৃতও তিন তিন বার করিয়া নিক্ষেপ করিবে । ৭৮

অনন্তর ওঁ হ্রী° হ্রী° হ্রী° হ্রী° হ্রী° এই সকল মন্ত্রদ্বারা অমৃতাদি ক্রমে স্থান করিবে । ৭৯

ওঁ হ্রী° এই অস্ত্রমন্ত্রদ্বারা পাণি-পৃষ্ঠ এবং তলদ্বয়ে স্থান করিবে । পাত্রে এইরূপে হ্রদয়াদি ক্রমে তিন তিনবার স্থান করিবে । ৮০

ইতিমধ্যে দুই দুই অঙ্গুলী সংযুক্ত করিয়া অমৃতাদিক্রমে তিন তিনবার করিয়া স্থান করিবে এবং অবশিষ্ট অঙ্গদিগেরও স্থান করিবে । ৮১

নাথং কামেশ্বরং তত্র একবক্তৃৎ চতুর্ভুক্তম্ ।
 ভাস্মৈতং যথাক্রমি রক্তপুষ্পৈস্ত্র কুঙ্কমৈঃ ।
 ত্রিশূলক পিনাকক বামহস্তদ্বয়ে স্থিতম্ ॥ ১২৩
 উৎপলং বীজপুষ্প দক্ষিণবিত্তরে তথা ।
 শ্বেতপদ্মোপরিহৃত ব্যাভা মধ্যে প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৪
 কামাখ্যাং যুক্তিতে ব্যাভা কামাখ্যায়পি পূজয়েৎ ॥ ১২৫
 কামেশ্বরীং তত্র দেবীং পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
 বক্ষ্যমাণেন রূপেণ তত্র বেতালভৈরবো ॥ ১২৬
 করালং কেন্দ্রপালক কত্রিকর্ণধারিণম্ ।
 পূজয়েদীশমত্যর্থং মংক্কাভিহাধরং ভবম্ ॥ ১২৭
 তিত্তিড়ীং কক্কবৃক্ষক সূক্ষ্মায়ং রক্তভূষিতম্ ।
 ত্রিকূটং কক্কবর্ণক নীলশৈলং মহাত্ম্যতিম্ ॥ ১২৮
 মনোভবাং গুহাং তত্র পঞ্চবায়ামৃত্যুতং শুভাম্ ।
 ব্রহ্মমণ্ডলসংযুক্তাং রক্তবর্ণাং সুবর্তুণাম্ ॥ ১২৯
 অপরাজিতাক বক্রীক বামত্রয়বিস্তৃতাম্ ।
 আব্রহ্মবর্ণাং সততং কুমুমৈরুপশোভিতাম্ ॥ ১৩০
 বটুকং কক্কপাখ্যস্ত বর্ণগৌরং গজাসনম্ ।
 ত্রিভুজং দক্ষিণে দণ্ডপাণিঃ বামে কপালকম্ ॥
 বিজতং পুরতো দেব্যাঃ পূজ্যা বিঘ্নবিপত্তরে ॥ ১৩১
 লৈঙ্গবঃ পাণ্ডুনাথশ্চ রক্তধৌরশ্চতুর্ভুক্তঃ ।
 গদাং পদ্মক শক্তিঞ্চ চক্রঞ্চাপি করেণ চ ।
 বিজয়েদ্যেব্যাঃ পুরোভাগে পূজ্যাঃস্বং বিষ্ণুরূপম্ ॥ ১৩২

সেই স্থানে একবক্তৃ, চতুর্ভুক্ত, ভাস্মৈত, শ্রদধমধ্যে রক্তপুষ্প ও কুঙ্কমে উপশোভিত, বাম-হস্তদ্বয়ে ত্রিশূল ও পিনাকধারী দক্ষিণ-হস্তদ্বয়ে উৎপল এবং শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ট কামেশ্বরনাথের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে । ১২৩-১২৬

কামাখ্যা যুক্তিতে ধ্যান করিয়া কামাখ্যা দেবীরও পূজা করিবে । ১২৫

হে বেতাল ও ভৈরব ! সেই স্থানে পরমেশ্বরী কামেশ্বরী দেবীকে বক্ষ্যমাণ রূপে পূজা করিবে । ১২৬

মংক্কাধারা অত্যন্ত বিক্রাধর, কর্তরী ও কর্ণধারী, করালনামক কেন্দ্রপালেরও পূজা করিবে । ১২৭

তিত্তিড়ীনামক কক্কবৃক্ষ, সূক্ষ্মায় রক্তভূষিত ত্রিকূট, কক্কবর্ণ মহাত্ম্যতি নীলশৈল, পঞ্চ বায়ামৃত, ব্রহ্মমণ্ডল-সংযুক্ত রক্তবর্ণ, সুবর্তুণ তত মনোভবা নামী গুহা, বামত্রয় বিস্তৃত, চৈমলরক্তবর্ণ ও সর্বদা কুমুমসমূহে উপশোভিত, অপরাজিতা জ্ঞাতা এবং সুবর্ণের মত গৌরবর্ণ, ত্রিভুজ, দক্ষিণ-হস্তে দণ্ড এবং বামহস্তে কপালধারী গজাসন কক্ষপাখ্য বটকেরও বিঘ্ননাশের নিমিত্ত দেবীর সম্মুখে পূজা করিবে । ১২৮-৩১

আব্রহ্ম বৌরবর্ণ, চতুর্ভুক্ত, গদা, পদ্ম, শক্তি ও চক্রধারী, বিষ্ণুরূপম্ পাণ্ডুনাথ-নাথ ভৈরবকেও দেবীর পুরোভাগে পূজা করিবে । ১৩২

অশ্বানং হেতুকাখ্যং বজ্রবর্ধং ভবহরম্ ।
 অসিচর্মবর্ধং বৌদ্ধং কৃত্ত্বানং মনুজাবিধম্ ॥ ১০০
 তিস্তৃতির্গুণমালাভির্গলত্রস্তাভিরাঞ্জিতম্ ।
 অগ্নিনির্ঘটবিগলদন্তপ্রোতোপহিহিতম্ ।
 পুঙ্করেচ্ছিত্তনৈনৈব শস্ত্রবাহনভূষণম্ ॥ ১০১
 মহোৎসাহাং যোগিনীং মহাবাহারকপিণীম্ ।
 দ্যানভো কপতস্তাত্ত দেব্যা অগ্রে প্রপূজয়েৎ ॥ ১০২
 পুরীং চন্দ্রবতীং দেব্যা নীলপর্কতপূর্বকতঃ ।
 যোজনবর্ধনিত্তীর্ণাং বর্জযোজনমহারতাম্* ॥ ১০৩
 উচ্চৈরনেকপ্রাসাদ-সৌধসম্মিষ্টভূমিতাম্ ।
 মণিরত্নসুবর্ণৌষ-জাতপ্রাসাদভিত্তিতাম্ ॥ ১০৪
 ক্রীড়াসরোবরৈঃ সজ্জিতঃ সহস্রাং বিকটৈঃ কটৈঃ† ॥
 সঙ্কটায় পুঙ্করেচ্ছিত্ত দেব্যা অগ্রে সমস্তকম্ ॥ ১০৫
 লোহিতায় বজ্রগৌরায় নীলবস্ত্রবিভূষিতাম্ ।
 বস্ত্রমালাসমায়ুক্তং চতুর্ভাঙ্গসমহিতাম্ ॥ ১০৬
 পুত্ৰকং শ্রেষ্ঠশয়কং বিজ্ঞতং নক্ষিপে করে ।
 বামে শক্তিঞ্চকটৈব শিত্তমারহিতং ততম্ ॥ ১০৭
 পীঠৈরগ্নিসিমানি যথো যত্নৈরুৎকৃষ্টৈঃ প্রপূজয়েৎ ।
 নাথং কামেশ্বরং দেবং প্রাসাদেন প্রপূজয়েৎ ॥ ১০৮
 কামেশ্বর্যাস্ত বস্ত্রেণ যজ্ঞে কামেশ্বরীং ততাম্ ॥ ১০৯
 আবুপাত্তৌ বলেনৈব যবনান্তে চ তৎক্রমাৎ ।
 যোজনযোজবিভূতায় দ্বারাকারূপমস্তকম্* ॥ ১১০

বজ্রবর্ধ, ভবহর, অসিচর্মবর্ধ, বৌদ্ধ, মনুজমাংস ভোজনে নিরত, বজ্র-
 বারা-বর্ধি-দুঃখালা-অগ্রে অলঙ্কৃত, অগ্নিপঙ্ক ও গলদন্ত প্রোতোপরি-স্থিত শব-
 বাহন ও শব-ভূষণ অশ্বান-হেতুকাখ্যের দ্যান করিয়া পূজা করিবে । ১০০-১০৩

দেবীর অগ্রে মহাবাহা-রকপিণী মহোৎসাহা নাম্নী যোগিনীর বজ্রপ দ্যান
 করিয়া পূজা করিবে । ১০৪

নীল পর্কতের পূর্বদিকে যোজনবর্ধ বিত্তীর্ণ, অর্জযোজন আরত, উচ্চ
 প্রাসাদ ও সৌধসমূহে বিভূষিত মণি-রত্ন ও সুবর্ণনির্মিত প্রাসাদনিচয়ে সজ্জিত,
 বিকট-কমল শোভিত হইলি ক্রীড়া-সরোবর সংযুক্ত চন্দ্রবতী নাম্নী দেবীর
 পুরীর ও দেবীর অগ্রে সমস্তকপূজা করিবে । ১০৬-১০৮

বজ্রগৌরায়, নীলবস্ত্র-বিভূষিত, বস্ত্রমালা-সমায়ুক্ত, চতুর্ভাঙ্গ-সমহিত, নক্ষিপ
 বাহনয়ে পুত্ৰক ও শস্ত্র এবং বাম বাহনয়ে শক্তি ও ধ্বজা ধারণকারী শিত্তমার-
 হিত লোহিত্যের পূজা করিবে । ১০৯-১১০

যথো এই সকল পীঠাবিষ্ঠাৎ-দেবতার সমস্তক পূজা করিবে । প্রাসাদ-
 সহস্রায়া কামেশ্বরনাম দেবের পূজা করিবে । ১১১

কামেশ্বরীর বীজ দ্বারা ভক্তদারিণী কামেশ্বরীর পূজা করিবে । ১১২

১। সার্জযোজনবিভূতায় ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। বিকটপট্টকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। সমস্তকম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

চণ্ডিকানেত্রবীজস্য যচ্ছেষমক্ষরমুত্তমং ।
 'কল্পং তিস্তিড়িকাবক্ষমস্তমৈতৎ প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৪৪
 উগ্রায়ৈ বধ্যবীজন্ত নীলশৈলস্য মন্ত্রকম্ ॥ ১৪৫
 মনোভবস্য বীজন্ত মহাদেবেন সহিতম্ ।
 আদিহেনেন্দ্রনা বিন্দুযুক্তং বাস্তেন যোজিতম্ ।
 মনোভবগুহ্যায়ৈ মন্ত্রমৈতৎ প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৪৬
 বৈষ্ণবীভদ্রমন্ত্রস্য যচ্ছেষং বীজমন্ত্রম্ ।
 তদধো বাস্তসংল্লিখ্য চতুর্ধ্বরসংযুতম্ ।
 চন্দ্রবিন্দুসমায়ুক্তং তন্নম্রকাপরাজিতম্ ॥ ১৪৭
 হৃদগ্রীবম্বরূপন্ত বিকোর্মবীজমুত্তমম্ ।
 কবলস্য তু তন্নম্রং পূজনং পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৪৮
 কেবলঃ সপ্ররোহাদিবর্ষম্বরসমযুতঃ ।
 চন্দ্রবিন্দুসমায়ুক্তং হৃদগ্রীবস্য বীজকম্ ॥ ১৪৯
 ভৈরবং পাণ্ডুনাথক বনমালিম্বরূপিণম্ ।
 যাত্রাহেণ তু বীজেন পূজয়েতু বিধানতঃ ॥ ১৫০
 মপরৌ ছাবনুদ্বার-বিসর্গাভ্যাম্ তু সংযুতৌ ।
 মহাভৈরবমন্ত্রেণ ভৈরবাস্তেন পূজয়েৎ ॥ ১৫১
 মহোৎসাহাং মহামায়াং ত্রিতীয়াং কবেণ তু ।
 দেবীতন্ত্রোনিভেনৈব পূজয়েত্তু তিহুকায়ে ॥ ১৫২

মায়াকারণ মন্ত্রের দুইটি উপান্তে ক্রমশঃ বজ্র ও মদনের সহিত নাম ও বিন্দুর যোগ করিবে । ১৪৩

চণ্ডিকা-নেত্রবীজের যে শেষ অক্ষর, উহাই তিস্তিড়ী নামক কল্পবৃক্ষের বীজ । ১৪৪

উগ্রার বধ্যবীজই নীল শৈলের মূল মন্ত্র । মনোভবের বীজকে মহাদেবের সহিত মিলাইয়া আদি বা অন্তে চন্দ্রবিন্দুর যোগ করিলে মনোভব গুহ্যের মূল মন্ত্র হইবে । ১৪৫-৪৬

বৈষ্ণবী-ভদ্র-মন্ত্রের শেষ বীজাক্ষরের নীচে রাস্ত অর্থাৎ 'ল' যুক্ত করিয়া তাহাতে চতুর্ধ্বর এবং চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, উহাই অপরাজিতার বীজ মন্ত্র । ১৪৭

হৃদগ্রীব ম্বরূপ বিন্দুর যে বীজ, কবলাখ্য বটুকের পূজায়ও সেই বীজ কীর্তিত হইয়াছে । ১৪৮

কেবল 'হ' পরে থাকিলে এবং বর্ষম্বর ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত 'হ' আদিতে থাকিলে যে মন্ত্র হয়, তাহাই হৃদগ্রীবের বীজ । ১৪৯

বনমালি-ম্বরূপ পাণ্ডুনাথ ভৈরব বরাহবীজের দ্বারা পূজা করিবে । ১৫০

দুইটি হকারের প্রথমজিতে অন্ত্যার এবং পরটিতে বিসর্গ যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, উহা মহাভৈরবের মন্ত্র, উহার দ্বারা ভৈরবের পূজা করিবে । ১৫১

ঐশ্বর্য্য বুদ্ধির নিমিত্ত তন্ত্রোক্ত ত্রিতীয়াংকর বীজ দ্বারা মহামায়া মহোৎসাহা দেবীকে পূজা করিবে । ১৫২

আচ্যাকরন্ত সাবীন্দু-বিন্দুভ্যাম্ সরলহৃদম্ ।
 বনাম্শ্চৈবভ্যাব পূজামহং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৫৩
 সৰ্বলক্ষণসম্পূর্ণং সৰ্বলক্ষ্যাকারভূষিতম্ ।
 লৌহিত্যানবব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মপুত্রস্ত ত্ত্বিতমম্ ।
 ব্রহ্মবীজস্ত মনুত্রং বহিভাৰ্য্যাক্তমিচ্ছতে ॥ ১৫৪
 দ্বিতীয়ং ত্ৰিপুৰাক্ষণং তৈব তু তৃতীয়কম্ ।
 আবাহনার্থং দেবীম্ চিত্তয়েৎ যোনিমুদ্রিতা ॥ ১৫৫
 বন্ধুকপ্পসজ্জাণাং জটাজুটেভূষিতকাম্ ।
 সৰ্বলক্ষণসম্পূর্ণং সৰ্বলক্ষ্যাকারভূষিতাম্ ॥ ১৫৬
 উদ্র-বিপ্রভাং^১ পদ্মপৰ্য্যঙ্কেভু সুনংহিতাম্ ।
 মুক্তারত্নাবলীভূক্তাং পীনোন্নতপয়োদরাম্ ॥ ১৫৭
 বলীভিত্তচতুৰ্ভা-মাস্বামোদমোদিতাম্ ।
 নেত্রাঙ্কাদকরীং তত্ৰাং কোভিনীং অগত্যাং তথা ॥ ১৫৮
 ত্রিনেত্রাং যোনিমুদ্রায়ামীষজ্ঞাসসমাহুতাম্ ।
 নবযৌবনসম্পন্নং যুগলাভচতুৰ্ভুজাম্ ॥ ১৫৯
 বামার্ধে পুণ্ড্রং হস্তে অক্ষমালাস্ত দক্ষিণে ।
 বামেনাভবদাং দেবীং দক্ষিণার্ধে বরপ্রদাম্ ॥ ১৬০
 শ্রবদ্রজ্জৌহদূৰ্য্যাক্তাং নিরোহালাস্ত বিজ্রতীম্ ।
 আপাদলম্বিনীং^২ কল্পজমমাসাক্ত সংহিতাম্ ॥ ১৬১
 কদম্বোপবনান্তস্থং কামাঙ্কাদকরীং ততাম্ ।
 দ্বিতীয়াং ত্ৰিপুৰাং ধ্যায়েন্দেবংরূপাং মনোহরাম্ ॥ ১৬২
 তৃতীয়াং ত্ৰিপুৰাক্ষণং পুণ্ড্রং বেতালভৈরব ॥ ১৬৩

চৈবভ্যাব শ্ৰীম্ মামের আদ্য অক্ষর অর্ধচন্দ্র ও বিন্দু দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে
 উহার পূজার বীজ মন্ত্র হইবে । ১৫৩

ব্রহ্মপুত্র মদরাজ লৌহিত্যের দ্বারাও ব্রহ্মবীজই ত্ত্বিতপ্রদ বীজ মন্ত্র । ১৫৪

দেবীর আবাহনার্থে দেবীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপ যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক
 ধ্যান করিবে । ১৫৫

দ্বিতীয়া ত্ৰিপুৰা মূৰ্ত্তি বন্ধুক-পুষ্পসজ্জাণা, জটাজুট ও চন্দ্র দ্বারা যুজিতা,
 সৰ্বলক্ষণসম্পূর্ণা সৰ্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিতা উদ্র-সূৰ্গ-সদৃশ বসনপরিধানা পদ্ম-
 পৰ্ব-কনংহিতা মুক্তারত্নাবলীভূক্তা পীনোন্নতপয়োদরা বলীভিত্ত-মনোহরা
 আসবামোদমোদিতা, নেত্রাঙ্কাদকরী তত্ৰা, অগত্যা কোভিনী । ১৫৬-৫৮

ত্রিনেত্রা, যোনিমুদ্রায় প্রতি ইবংহাক্ত-সমাহুতা নবযৌবনসম্পন্ন, যুগল
 ভূজ চতুৰ্ভুজশালিনী, বামদিকে উদ্ধ হস্তে অক্ষমালা ধারণকারিণী বামদিকের
 অধোহস্তে এবং দক্ষিণহস্তের অধো হস্তে বরপ্রদায়িনী, শ্রবদ্রজা দূৰ্য্যাক্তা
 আপাদলম্বিনী নিরোহালা-ধারিণী, কল্পজমাবলধনে সংহিতা, কদম্বোপবনান্ত-
 হিতা, তত্ৰায়াণী এবং কামাঙ্কাদকরী এইরূপ মনোহরা দ্বিতীয়া ত্ৰিপুৰা
 মূৰ্ত্তির ধ্যান করিবে । হে বেতাল ও ভৈরব । এক্ষণে তৃতীয়া ত্ৰিপুৰা-রূপ
 বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । ১৫৯-১৬৩

১। প্রবাহিত্যং পদ্মপৰ্য্যঙ্কসংহিতাম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। লম্বিনী—ইতি পাঠান্তরম্ ।

জ্বাক্ষুসুমসঙ্কাশং যুক্তকেশীং শুভাননাম্ ।
 সদাশিবং হস্ততু প্রেতব্রহ্মিনিধাং বৈ ॥ ১৬৪
 হৃদয়ে তু যঃ দেবত্বং উৰ্দ্ধপদ্মাসনস্থিতাম্ ।
 রক্তোৎপলমিহিত্রিতান্ত যুক্তমালাং পদানুগাম্ ॥ ১৬৫
 গ্রীবায়াং ধারয়ন্তীক পীনোন্নতপদ্মোদরাম্ ।
 চতুর্ভুজাং তথা নগ্নাং দক্ষিণার্দ্ধেইক্ষমালিনীম্ ॥ ১৬৬
 বরদাং তদধো বামে অগস্ত্যায়ং তথাভয়ম্ ।
 অশ্বত্থ পুস্তকং ধত্তে ত্রিনেত্রাং হৃদিতাননাম্ ॥ ১৬৭
 অমরুদধিরভোগার্ভাং তথা সর্বদাক্ষসুন্দরীম্ ।
 এবংবিধং তৃতীয়ং রূপং ধ্যায়ন্তু পূজকঃ ॥ ১৬৮
 আদ্যন্ত বাগ্ভবং রূপং দ্বিতীয়ং কামরাজকম্ ।
 ভামরং যোহনক্কাপি তৃতীয়ং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৬৯
 একৈকং ত্রিরূপাণি প্রাণিচিৎকার্যসাধকঃ ॥ ১৭০
 যন্ত্রত্বেন প্রত্যেকং হৃদি যোক্তবৈকল্যম্ ।
 পূজয়েৎসচাচারৈস্ত বহির্ষস্তুতৈব চ ॥ ১৭১
 যন্ত্রত্বং তথৈকত্র কৃত্বাচমনমুত্তমঃ ।
 কর্তব্যং একতন্ত্রম্ মধ্যরূপে নিবেশয়েৎ ॥ ১৭২
 নাসাপুটেন নিঃসার্য দক্ষিণেনাথ তাং পুনঃ ।
 অবতার্য করাজ্যন্ত দেবীমায়াহয়েৎ ত্রিধা ॥ ১৭৩
 গায়ত্রীত্রয়মুচ্চার্য স্নানয়েৎ প্রথমন্ত তাম্ ।
 আবাহনে তু মন্ত্রোহয়ং পঠিতব্যম্চ সাধকৈঃ ॥ ১৭৪

ঐ মূর্তি জ্বাক্ষুসুম সঙ্গী, যুক্তকেশী শুভাননা, হাশ্যকারী সদাশিবকে প্রেত-
 বং স্থাপন করিয়া সেই দেবের হৃদয়ে উৰ্দ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট, গ্রীবাদেশ হইতে
 আপাদমুখিনী রক্তোৎপল-মিশ্রিত যুক্তমালাধারিণী, পীনোন্নতপদ্মোদরা,
 চতুর্ভুজা, দিগম্বরী দক্ষিণদিকের উৰ্দ্ধহস্তে অক্ষমালাধারিণী এবং অধোহস্তে
 বরদামুখিনী, বামদিকের উৰ্দ্ধহস্তে অমরুদমুখিনী এবং অধোহস্তে পুস্তকধারিণী,
 ত্রিনেত্রা, হাশ্যমুখী গজকুদধিরভোগার্ভা এবং সর্বদাক্ষসুন্দরী পূজক এই প্রকার
 মূর্তির ধ্যান করিবে । ১৬৪-১৬৮

আদ্যরূপ বাগ্ভব, দ্বিতীয় কামরাজক, তৃতীয় ভামর এবং যোহন বলিয়া
 পরিকীৰ্ত্তিত হয় । ১৬৯

সাধক পূর্বে এক একটি করিয়া তিনটি রূপের চিত্র করত বাহিরের মত
 হৃদয়াজ্যন্তরেও যন্ত্রত্ব উচ্চারণ করিয়া যোক্তব উপচারদ্বারা প্রত্যেকের পূজা
 করিবে । ১৭০-১৭১

দেবীর তিন মূর্তি একত্র করিয়া মধ্যরূপে যন্ত্রত্ব একত্র করিয়া, হৃদয়ে নিবেশ
 করিবে । ১৭২

পুনর্বার দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা তাহাকে নিঃসৃত করিয়া হৃদয়লম্বারা
 অবতরণ পূর্বক দেবীকে তিনপ্রকারে আবাহন করিবে । ১৭৩

প্রথম গায়ত্রীত্রয় উচ্চারণ করিয়া তাহাকে স্নান করাইবে । অনন্তর
 আবাহনের সময় সাধকগণ বাক্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে । ১৭৪

এহি দেবি শুভাবর্তে যজ্ঞেহ্মিন্ মম সন্নিধৌ ।
 অম্বাজ্জিমাং ততঃ শুভ্রাং বাচং কঠক্য দেহি মে ॥ ১৭৫
 এহেহি ভগবতাম্ ত্রিপুরে কাশ্যদায়িনি ।
 ইমং ভাগবলিং গৃহ্য সাধিষ্যামিহ কল্পয় ॥ ১৭৬
 নারায়ণ্যে চ বিদ্বাহে বাগ্ভবাত্মৈ চ ধীমহে ।
 একমুত্ৰা ততঃ পশ্চাত্তমো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ ১৭৭
 নারায়ণ্যে বিদ্বাহে ত্বাং চণ্ডিকায়ে চ ধীমহি ।
 শেষভাগে প্রযুক্তীত তয়ঃ কুজি প্রচোদয়াৎ ॥ ১৭৮
 মহামায়াট্যৈ বিদ্বাহে ত্বাং সম্মোহিতৈ চ ধীমহি ।
 পশ্চাদেবং প্রযুক্তীত তল্লক্ষিত্তি প্রচোদয়াৎ ॥ ১৭৯
 এতান্ত ত্রিপুরাদেব্যা শাস্ত্রাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 প্রত্যেকং স্থাপনং কুর্য্যাত্রিপুরাণাকৃতিভূতিঃ ॥ ১৮০
 বাগ্ভবাত্মেন তু মন্ত্ৰেণ প্রথমং পূজয়েচ্ছিবাম্
 কামরাজেন বৈ পশ্চাড্ভায়মরোণাপি পূজয়েৎ ॥ ১৮১
 পশ্চাদেনাং ত্রিভির্যজ্ঞৈরেকতৈব তু পূজয়েৎ ।
 ততস্তা^১ মন্ত্ৰেণ বৈ দক্ষাভিপচারান্তে মোড়ন ॥ ১৮২
 কামাখ্যাভক্তগদিত্তান্ সম্পূজ্যাক্ষরান্ পুনঃ ।
 অঙ্গষ্ঠানম্ যমদ্বৈর্দেব্যা অঙ্গানি পূজয়েৎ ॥ ১৮৩

হে শুভাবর্তে দেবি ! এই আমার সমীপে আগমন করুন । এবং আমার অচ্ছিন্ন শুভবাক্য প্রদান করুন । ১৭৫

হে ভগবতি কামদায়িনি মাতঃ ত্রিপুরে । আগমন করুন ; এই ভাগবলি গ্রহণ করিয়া এইস্থানে সন্নিহিত হউন । ১৭৬

আমরা নারায়ণীকে জানিতেছি, বাগ্ভবীর চিত্তা করিতেছি ; এই বাক্যটি বলবার পরে বলিবে ; দেবী আমাদিগকে বাক্য প্রদান করুন । ১৭৭

আমরা নারায়ণীকে জানিতেছি, চণ্ডিকা তোমাকে চিত্তা করিতেছি ; ইহার শেষে বলিবে,—অতএব আমাদিগকে শক্তি প্রদান করুন । ১৭৮

হে মহামায়ে । আমরা তোমাকে জানিতেছি, তোমার সম্মোহিনীরূপেও চিত্তা করিতেছি, ইহার পরে বলিবে,—চণ্ডি । আমাদের অভিলষিত পূরণ করুন । ১৭৯

এই তিনটী ত্রিপুরা দেবীর প্রত্যেক মূর্তির এই তিনপ্রকার শাস্ত্রী উচ্চারণ করিয়া স্থান করাইবে । প্রথম সেই শিবকে বাগ্ভববীজ উচ্চারণপূর্বক পূজা করিবে । ১৮০

অনন্তর কামবীজ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ ভায়বীজ উচ্চারণপূর্বক পূজা করিবে । ১৮১

তদনন্তর তিনটী যন্ত্র একত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে । তাহার পর সমস্তক মোড়ন উপচার প্রদান করিবে । ১৮২

কামাখ্যাভক্ত-কথিত সকলের পুনর্বীর পূজা করিবে এবং অঙ্গষ্ঠানমন্ত্র-দ্বারা দেবীর সমুদয় অঙ্গের পূজা করিবে । ১৮৩

শেষক মূলমন্ত্রেণ চাষ্টাঙ্গানাম্ প্রপূজনম্ ।
 একৈকং প্রক্ৰমং পূজ্য ত্রিপুরারৈ নমস্কৃতঃ ॥ ১৮৪
 নববা পূজ্যেদেবীর ত্রিপুরাং কামরূপিনীম্ ।
 উত্তরাদিচতুষ্পদে পদ্মচৈতান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৮৫
 ব্রাহ্মণং মাধবং শঙ্কুং ভাস্করক তৈধব চ ।
 ঐশানাদিস্ব তেষেবং ক্রমাদেব্যাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৮৬
 জয়ন্তীং প্রথমং পশ্চাদ্বায়ব্যামপরাজিতাম্ ।
 নৈৰ্দ্ধত্যং বিজয়াটেকং তথাগ্নেয়াং জয়াহরাম্ ॥ ১৮৭
 ত্রিকোণে কেশরশ্যন্তে কামঃ প্রীতিং রতিং তথা ।
 পূজয়েৎ পঞ্চবাধাংশ্চ পুষ্পং চাপক পুস্তিকাম্ ॥ ১৮৮
 অক্ষমালাং পঞ্চশরান্ রত্নপর্যাক্ষমেব চ ।
 প্রেতপদ্যশিবকৈব সম্যক্ তৈত্রৈব পূজয়েৎ ॥ ১৮৯
 সম্পূজ্য পূর্ববদ্রালাং ক্ষাটিকাদেব ভৈরব ।
 আদ্যাথোত্তরীয়েণ তামাচ্ছাদ্য প্রস্তুতঃ ॥ ১৯০
 পূর্বোদ্ধৃতং জপেং সম্যক্ সাধক ত্রিপুরামনুম্ ।
 জপ্ত্বা স্তুতিং পঠিত্বা চ প্রণমা চ মুহুর্মুহুঃ ।
 ত্রিপুরারৈ বলিং দদ্যৎ সন্তবাত্ত্রিজাতিকম্ ॥ ১৯১
 সফেনৈস্তোষসংযুক্তৈঃ শর্করামধুসৈন্ধবৈঃ ॥ ১৯২

প্রথমে এক এক করিয়া সকল অঙ্গের পূজা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অষ্ট অঙ্গের পূজা করিবে এবং “ত্রিপুরারৈ নমোহস্তু তে” এই বলিয়া নমস্কার করিবে । ১৮৪

কামরূপিনী ত্রিপুরাদেবীর নব প্রকারে পূজা করিবে, এবং পদ্মের উত্তরাদি চতুষ্পদে বক্ষ্যমাণ দেবতার ইচ্ছা পূরণ করিবে । ১৮৫

ব্রাহ্মা, মাধব, শঙ্কু, ভাস্কর—এই দেবচতুষ্টয়ের উক্ত চারি পায়ে পূজা করিবে এবং ঈশান-আদিত্তে ক্রমশঃ বক্ষ্যমাণ দেবতার পূজা করিবে । ১৮৬

ঈশানকোণে জয়ন্তীর, বায়ুকোণে অপরাজিতার, নৈৰ্দ্ধত্যকোণে বিজয়ার এবং অগ্নিকোণে জয়ার পূজা করিবে । ১৮৭

ত্রিকোণকেশরের মধ্যে কাম, প্রীতি, রতি, পঞ্চবাণ, পুষ্প, চাপ এবং পুস্তিকার পূজা করিবে । ১৮৮

ঐ স্থানেই অক্ষমালা, পাঁচশর, রত্ন-পর্যাক্ষ এবং প্রেতপদ্যরূপ শিবের পূজা করিবে । ১৮৯

হে ভৈরব ! পূর্ববৎ ক্ষাটিকমালায় পূজা করিয়া এবং উহা হস্তে লইয়া উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদন করত, সাধক পূর্বোদ্ধৃত ত্রিপুরামন্ত্রের সম্যক্ প্রকারে জপ করিবে । ১৯০

জপ, স্তুতি এবং বারংবার প্রণাম করিয়া ত্রিপুরা দেবীকে বলিদান প্রদান করিবে, যদি সম্ভব হয়, তবে তিন জাতীয় বলির সংগ্রহ করিবে । ১৯১

হে ভৈরব ! তোষসংযুক্ত সফেন শর্করা, মধু এবং সৈন্ধব দ্বারা কথিত অম্লান্বিত করিয়া কামবীজ উচ্চারণপূর্বক উহার উৎসর্গ করিবে । বাগ্গভব

অভ্যক্ষ্য কুশিরং দদ্যাৎ কামরাজেন ভৈরব ।
 হেদয়েণাগ্ভবেনৈব ভামটৈবিতরেচ্ছিরঃ ॥ ১১৩
 যত্র যত্র বলিং দদ্যাৎ সাধকো দেবভার্চনে ।
 বৈষ্ণবাতন্ত্রকল্লোক্তমাদদ্যাৎ পূজনে বলিम् ॥ ১১৪
 ততো দেবৈঃ বলীন্ দদ্যাৎ তদ্বর্ণক্রমাৎ পুনঃ ।
 গোক্ষীরং ভ্রাক্ষণো দদ্যাৎ দাব্যমাজ্যস্ত ব্রাক্ষণঃ ॥ ১১৫
 বৈষ্ণবস্ত মাক্ষিকং দদ্যাচ্ছূদ্রঃ পুষ্পামবাসিকম্ ।
 স্নাত্বা পুষ্পমথৈশাখাং নির্মাল্যাং নিষ্কিপেদ্ বুদ্ধঃ ॥ ১১৬
 নির্মাল্যাধারিণী চাত্বা দেবী ত্রিপুরচতিকা ।
 বিসৃজ্যাদৌ যোনিমুদ্রাং পদ্যমুদ্রাং উথৈব চ ॥ ১১৭
 অর্দ্ধমুদ্রাং ত্রিমুদ্রাঞ্চ প্রত্যেকমপি দর্শয়েৎ ।
 নির্মাল্যমথ গৃহীত্বাৎ কামরাজাহ্বয়েন তু ॥ ১১৮
 এবং যঃ পূজয়েদ্ধেবীং ত্রিপুরাং কামরূপিণীম্ ।
 স কামানখিলান্ প্রাপ্য দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৯

ইতি কালিকাপুরাণে ত্রিপুরাপূজনে ত্রিষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৩

অস্ত্র স্নাত্বা বলিচ্ছেদ করিবে এবং ভামরমস্ত্র দ্বারা বলির হির মস্তক প্রদান করিবে । ১১২-১১৩

দেবভার্চনকালে সাধক যখন যখন বলি প্রদান করিবে, তখন তখন বৈষ্ণবী-
 তন্ত্র-কল্লোক্ত বলি-পূজাই গ্রহণ করিবে । ১১৪

অনন্তর বর্ণক্রমে দেবীতে এইরূপে বলি-প্রদান করিবে । যথা :—ব্রাক্ষণ
 গোক্ষীর, কত্রিয় গব্য ভাজ্য, বৈষ্ণ মাক্ষিকা নির্মিত মধু এবং শূদ্র পুষ্প-মধু-
 আদি প্রদান করিবে । ১১৫-১১৬

অনন্তর পণ্ডিত, পুষ্প গ্রাণ করিয়া ঈশানকোণে নির্মাল্যা নিষ্কেপ করিবে ।
 ঐ দেবীর নির্মাল্যাধারিণী ত্রিপুরচতিকা দেবী । বিসর্জনের প্রথমে পৃথক্
 পৃথক্ করিয়া যোনিমুদ্রা, পদ্যমুদ্রা, অর্দ্ধমুদ্রা এবং ত্রিমুদ্রার দর্শন করাইবে ।
 অনন্তর কামবীজ উচ্চারণ করিয়া নির্মাল্যা গ্রহণ করিবে । ১১৭-১১৮

কামরূপিণী ত্রিপুরার এইরূপে যে পূজা করে, সে অখিল অভিলষিত প্রাপ্ত
 হইয়া অস্তে দেবীলোকে গমন করে । ১১৯

ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৩

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ—

দেব্যাঃ কামেশ্বরীং মূর্ত্তিং শূণ্ণং বক্ষ্যামি ভৈরব ।
 যচ্ছাশ্চিস্তনমাত্রেণ সাধকো লভতে প্রিয়ান্ ॥ ১
 তন্ত্ৰং তত্ৰাঃ প্রথমতন্ত্ৰতোহনুষ্ঠানগোচরম্ ।
 ততঃ পূজাক্রমং বক্ষ্যে ক্রমাদ্বেতালভৈরব ॥ ২
 প্রজাপতিস্ততো বহিরিচ্ছ্রবীজং ততঃ পরম্ ।
 চুড়াচন্দ্রাঙ্গিসহিতং চতুর্ধ্বরসংযুতম্ ।
 ইদং কামেশ্বরং বীজমন্ত্ৰং সর্বার্থসাধনম্ ॥ ৩
 স্থানাভ্যক্ষণযন্ত্রাদি পাঠ্যগাসাদিকং তথা ।
 ভূতাপসারগাদীংশ্চ বৈষ্ণবীতন্ত্রভাষিতান্ ।
 তথোক্তানুত্তরে তন্ত্ৰে গৃহীয়াৎ সাধকোত্তমঃ^১ ॥ ৪
 প্রাণায়ামমন্ত্ৰং কুর্য্যাক্ষরং প্লবনং তথা ।
 বিশেষমণ্ডলকাস্তাঃ শূণ্ণং বেতালভৈরব ॥ ৫
 মট্টকোণং মণ্ডলং কুর্য্যাক্ষরবর্ণনং চিত্তয়েৎ ॥ ৬
 বিভেদ্য শক্ত্যা শক্ত্বন্ত জিহুরাতন্ত্রবদবুধঃ ।
 ততঃ শক্তিং শক্তুনাপি ভেদয়েৎ ক্রমতঃ সুবীঃ ॥ ৭
 ঐশাঙ্গাদি নৈকান্তান্তাং রেখাং কৃৎস্নাথ দক্ষিণে ।
 পশ্চিমাং পূর্বগাং রেখাং পূর্বাদপি তথোত্তরাম্ ॥ ৮

কামেশ্বরীতন্ত্র

ঈশ্বর বলিলেন ;—হে ভৈরব ! এক্ষণে কামেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । যে মূর্ত্তির চিত্তামাত্রেই সাধক আগনার অভিলষিত লাভ করে ॥ ১

হে বেতাল ও ভৈরব ! প্রথমে তাঁহার মন্ত্ৰ, তাঁহার পর ধ্যান এবং তাঁহার পর পূজাক্রম বলিব ॥ ২

অত্রে প্রজাপতি (ক), তাঁহার পর বহি (র), তাঁহার চতুর্ধ্বর (ই) এবং চন্দ্রবিন্দু যুক্ত (৮) ইচ্ছাবীজ, ইহাই কামাখ্যার মন্ত্ৰ, সকল কাম এবং অর্থের সাধক ॥ ৩

স্থানাভ্যক্ষণ যন্ত্রাদি-নিষ্ঠাণ পাঠ স্থাপন-আদি এবং ভূতাপসরগাদি উত্তর-তন্ত্ৰে বৈষ্ণবীতন্ত্র-প্রসঙ্গে যেক্রমে কথিত হইয়াছে, সাধক স্বয়ং সেইরূপে তাহাদের গ্রহণ করিবে ॥ ৪

অনন্তর প্রাণায়াম, দহন এবং প্লবন পূর্ববৎই করিবে । হে বেতাল ও ভৈরব ! এক্ষণে কামাখ্যাদেবীর মণ্ডলের বিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫

মট্টকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উহাকে বক্তবর্ণরূপে চিত্তা করিবে ॥ ৬

বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সাধক, জিহুরাতন্ত্রের মত শক্তিদ্বারা শক্তুর ভেদ করিয়া ক্রমেতে শক্ত্ব দ্বারা শক্তির ভেদ করিবে ॥ ৭

১। সাধকঃ স্বয়ং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

উত্তরাং পশ্চিমাভ্যন্ত কৃৎয়া রেখান্ত যোজয়েৎ ।
 অনুত্তোরণসঙ্কাশং যংরে চোত্তরপশ্চিমে ।
 দক্ষিণন্ত ত্রিকোণং য়াং যট্টকোণং পূর্বমুচ্যতে । ৯
 জালকরং লিখেৎ পীঠমুত্তরে পশ্চিমে লিখেৎ । ১০
 ওষ্ঠপীঠং দক্ষিণে তু কামরূপন্ত পূর্বতঃ । ১১
 দেব্যা দ্বাদশগুহ্যানি যানি দ্বাদশভিঃ কঠৈঃ ।
 লিখেৎ গুলকোণেষু তানি দিগ্গু ত্রয়ং ত্রয়ম্ । ১২
 যত্ভিঃ যত্ভিস্ত রেখাভিঃ কর্তব্যো মণ্ডলক্রমঃ । ১৩
 অনন্তরন্তস্ত্রোক্তং বৈষ্ণবীভূতভাষিতম্ ।
 মণ্ডলন্ত ক্রমং সর্বং বিধি বেতালভৈরব । ১৪
 ওঁ ক্লীং মণ্ডলতত্ত্বাৎ^১ নম ইত্যত্র মণ্ডলম্ ।
 পূজয়েৎ প্রথমং দ্ব্যাহা মণ্ডলং যোগপীঠকম্ । ১৫
 পীঠে শিলায়াং বিলিখেৎ গুলং যোনিমণ্ডলে ।
 ত্রিকোণং বিলিখেৎ পশ্চাৎকঠৈরেৎ কবলেম তু । ১৬
 রূপন্ত চিত্তয়েৎ দেব্যাঃ কামেশ্বর্যা যনোহরম্ । ১৭
 প্রতিমাঙ্গনসঙ্কাশাং নীলগ্নিগ্ননিরোকহাম্ ।
 যত্ভ্যস্ত্রাং দ্বাদশভূজামষ্টাদশবিলোচনাম্ ।
 প্রত্যেকং যট্টম্ শীর্ষেষু চত্ভ্যর্ছকৃতশেখরাম্ । ১৮
 মণিমাণিক্যমুক্তাদিকৃতমালাধুরঃস্থলে ।
 কঠে চ বিভ্রতীং নিত্যং সর্বালঙ্কারমণ্ডিতাম্ । ১৯

দক্ষিণে ট্রান্সকোণ নৈর্ঋতকোণ, অর্থাৎ রেখা করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব-
 গামিনী এবং পূর্ব হইতে উত্তরগামিনী রেখা করিবে । ৮

অনন্তর উত্তর হইতে পশ্চিমগামিনী রেখা অঙ্কিত করিয়া ঐ সকল রেখাত-
 মোশ করিবে । উত্তর ও পশ্চিমে ঐ মণ্ডলের দ্বার হইবে, উহা দক্ষিণে ত্রিকোণ
 এবং পূর্বে যট্টকোণ হইবে । অনন্তর উত্তর-পশ্চিমে জালকর পীঠ অঙ্কিত
 করিবে, দক্ষিণে ওষ্ঠ পীঠ এবং পূর্বে কামরূপ অঙ্কিত করিবে । ৯-১১

দেবীর দ্বাদশ কর দ্বারা যে দ্বাদশ গুহ সম্পাদিত হইয়াছিল ; তাহাদিগকে
 মণ্ডলের কোণে এক একদিকে তিনটি করিয়া অঙ্কিত করিবে । ১২

হর মন্ত্রটি রেখা দ্বারা মণ্ডলের ক্রম কর্তব্য । এতদ্ভিন্ন হে বেতাল ও ভৈরব ।
 বৈষ্ণবীভূত্রে যেকুল মণ্ডলের উপক্রম উক্ত হইয়াছে, এস্থলে সেইরূপ জানিবে ।
 ১৩-১৪

প্রথমে মণ্ডলকে যোগপীঠরূপে দ্ব্যাহ করিয়া ‘ওঁ ক্লীং মণ্ডলতত্ত্বাৎ নমঃ’
 এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক উহা’র পূজা করিবে । ১৫

যোনিমণ্ডলে পীঠশিলায় একটি ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিবে, পশ্চাৎ উহা পদ্ম
 দ্বারা বেষ্টিত করিবে । ১৬

অনন্তর কামেশ্বরীর যনোহর রূপ দ্ব্যাহ করিয়া চিত্তা করিবে । ১৭

ঐরূপ—ললিত-অঙ্গন-সদৃশ, কেশকলাপ-কৃষ্ণবর্ণ এবং স্মিত, ছয়টি মুখ,
 দ্বাদশটি হস্ত, অষ্টাদশটি লোচন, হর মন্ত্রকের প্রতিমন্তকেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি

পুস্তকং সিদ্ধসূত্রকং পঞ্চবাণস্ব-ভং তথা ।
 অভয়ং শক্তিঞ্চ শূলকং বিজ্ঞাতীং দক্ষিণৈঃ করৈরহ ॥ ২০
 অক্ষমালাং মহাপদ্মং কোদণ্ডকান্তয়ং তথা ।
 চন্দ্রপঙ্কজাং শিলাককং বিজ্ঞাতীং বামপাদিক্টিঃ ॥ ২১
 শুক্রং বস্ত্রকং পীতকং হরিভং কৃষ্ণমেব চ ।
 বিচিত্রং ক্রমভঃ শীর্ষটেশানাং পূর্বমেব চ ॥ ২২
 দক্ষিণং পশ্চিমটৈশ্চ তথৈবোত্তরশীর্ষকম্ ।
 মধ্যকোটি মহাভাগ ক্রমাজ্জীর্ঘাণি বর্ণভঃ ॥ ২৩
 শুক্রং মাহেশ্বরীবস্ত্রং কামাখ্যাবস্ত্রমুচ্যতে ॥ ২৪
 ত্রিপুরা পীতসস্ত্রাণা শারদা হরিভা তথা ।
 কৃষ্ণং কামেশ্বরীবস্ত্রং চণ্ডায়াশ্চিত্রমিচ্ছতে ।
 যশ্চিন্দ্রসংযত কচং প্রতিশীর্ষং প্রকৌন্তিতম্ ॥ ২৫
 সিংহোপরিসিতপ্রোভং তস্মিন্ লোহিতপঙ্কজম্ ।
 কামেশ্বরী স্থিতা তত্র ঈষৎপ্রহসিতাননা ॥ ২৬
 বিচিত্রাংসুকসংবীভাং ব্যাঘ্রচর্মাদ্বরং তথা ।
 এবং কামেশ্বরীং ব্যাঘ্রচর্মকামার্থসিচ্ছতে ॥ ২৭
 পীঠেহুগ্ৰায়াথবা দেব্যা পূজায়াং কথ্যতে ক্রমঃ ।
 পীঠে বিশেষো বস্ত্রব্যঃ সামান্তে হুগ্ৰদিশ্বতে ।
 অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমাদেব সংযোজ্যাথ যুগং যুগম্ ॥ ২৮
 মূলমন্ত্রস্যাকরেণ দীর্ঘম্বরযুতেন চ ।
 মড়্জিরাটৈর্ন্যাসেং পূর্বমঙ্গুলীয়কমেব চ ॥ ২৯

শেখর, কর্ণ ও বক্ষঃস্থল মণি মাণিক্য ও মুক্তাদি দ্বারা বিরচিত মালায় অলঙ্কৃত, তাঁহার অন্তঃস্থ অবলম্বণ সকল প্রকার অলঙ্কারে ভূষিত । ২০-২৯

দক্ষিণদিকের ক্রয় হস্তে পুস্তক, সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাণ, অভয়, শক্তি এবং শূল বিধারিত । ২০

বামহস্তসমূহে অক্ষমালা, মহাপদ্ম, কোদণ্ড, অভয়, চন্দ্র এবং শিলাক শোভিত । ২১

হে মহাজাগগণ । ঈশানকোণ পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্যস্থিত যন্তক যথাক্রমে শুক্র, বস্ত্র, পীত, হরিভ, কৃষ্ণ এবং বিচিত্র এইরূপ নানাবর্ণ-বিশিষ্ট ২২-২৩

শুক্রবস্ত্র, মাহেশ্বরী, বস্ত্র কামাখ্যা, পীতবর্ণা ত্রিপুরা, হরিবর্ণা শারদা, কৃষ্ণ-বস্ত্র কামেশ্বরী, এবং চণ্ডা চিত্রবস্ত্র ; প্রতি যন্তকেই কেশশাশ সংযত । ২৪-২৫

সিংহোপরি শ্বেতবর্ণের একটি প্রোভ, তত্‌পরি লোহিত বর্ণের পদ্ম, তাঁহার উপর কামেশ্বরী দেবী—ঈষৎ হাতযুগে উপবিষ্টা । ২৬

তাঁহার শরীর বিচিত্র অংসুকে সংবীত ও পরিবাসে ব্যাঘ্রচর্ম ; ধর্ম কাম এবং অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত কামেশ্বরীর এই মূর্ত্তির ধ্যান করিবে । ২৭

পীঠ বা অগ্ৰত দেবপূজার ক্রম এই যে, পীঠে বিশেষক্রমে পূজা করিবে, অগ্ৰত সামান্তক্রমে অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে হু'জী হু'জী করিয়া অঙ্গুলী সংযুক্ত করিবে । ২৮

হৃচ্ছিক্তল্ল দীর্ঘবর্ষনেজাস্থানি পুনস্তথা ।
 তসেন্দক্ষিণহস্তেন ঘড়্ভির্মৈত্রৈস্তথা ক্রমাৎ ॥ ৩০
 আশ্বাং বাহুযুগং কৃক্ষি গুহ্যং জ্ঞানুযুগং তথা ।
 পাদযুগং ক্রম্যৈত্তল্ল ঘড়্ভির্মৈত্রৈর্ন্যসেন্তথা ॥ ৩১
 অষ্টোবা মূলমন্ত্রস্ত অষ্টাখাখ্যাহিতে জলে ।
 তেনোপকরণং দেয়ক্কাভ্যক্ষ্য ক্রমমারভেৎ ॥ ৩২
 দৈশিকঃ পূজয়েদেবীং পীঠেনাদৈশিকঃ কচিৎ ।
 তৈত্ত্বং হি কল্পস্পর্শাদেবী নোবিজতে শিবা ॥ ৩৩
 যদি দেশান্তরাদ্ধাতঃ পীঠং দেশান্তরং ঐতি ।
 তৈদ্ধশিকোপদেশেন তদা পূজাং সমারভেৎ ॥ ৩৪
 যদ্যন্ততঃ সমাধাতা কামরূপাদ্বিতে মরঃ ।
 তদ্বৈশিকোপদেশেন সম্পূজ্য কলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫
 যস্মিন্ দেশে তু যঃ পীঠ উদ্ভূতপাকালকাশিষু ।
 তদ্বৈশিকোপদেশেন পূজ্যঃ পীঠে মূরো নরৈঃ ॥ ৩৬
 ইতোহুত্থা পূজনে ন সম্যক্ ফলমবাগ্নুয়াৎ ।
 মহাবিভবসম্পূর্ণৈর্বিহিতেনৈব ভৈরব ॥ ৩৭
 অমুক্তো যঃ ক্রমশ্চাত্ত্ব বৈকবীতত্ত্বগোচরে ।
 তথৈবোত্তরতত্ত্বেনপি প্রোক্তো গ্রাহ্যস্ত সাধকৈঃ ॥ ৩৮
 পূর্বদ্বারি প্রথমতঃ কামতত্ত্বং প্রপূজয়েৎ ।
 দক্ষিণে প্রীতিতত্ত্বস্ত তত্ত্বিতত্ত্বঞ্চ পশ্চিমে ॥ ৩৯

মূলমন্ত্রের আদ্যাক্ষরে ক্রমে ছয়টি দীর্ঘবর্ষ হুক্ত করিয়া যে ছয়টি মন্ত্র হইবে, তাহা দ্বারা অঙ্গুলীক্রমে শাস করিবে । ২৯

ঐক্লপ দক্ষিণ হস্তদ্বারা হৃদয়, মস্তক, শিবা, কবচ এবং নেত্রের এই ছয়টি মন্ত্র দ্বারা শাস করিবে । ৩০

আশ্ব, বাহুযুগ, কৃক্ষি, অপানদেশ, জ্ঞানুযুগ ও পাদযুগের ক্রমে এই ছয় মন্ত্র দ্বারা শাস করিবে । ৩১

অনন্তর অর্ব্যপাভস্থিত জলে আটবার মূলমন্ত্রের অঙ্গ করিয়া ঐ জল দ্বারা স্বদেহ এবং উপকরণের অভ্যক্ষণ করিয়া পূজা আরম্ভ করিবে । ৩২

দেবীকে কখন দেশীয় কখন বা বিদেশীয় লোকে পূজা করে, কাহারই কব-স্পর্শে দেবী উরিষ হন না । ৩৩

কোন ভিন্ন দেশীয় লোক দেশান্তরস্থিত পীঠস্থানে যাইয়া সেই দেশীয়দিগের উপদেশ অনুসারে পূজা করিবে । ৩৪

যদি কামরূপ ভিন্ন অন্য দেশ হইতে যনু্য আগমন করে, তাহা হইলে তদ্বৈশীক উপদেশ অনুসারে পূজা করিয়া ফল প্রাপ্ত হয় । ৩৫

উদ্ভূ এবং পাকাল প্রভৃতি যে দেশে যে প্রকার পূজার বিধি উক্ত হইয়াছে সেই দেশের পীঠদেবতাকে তদনুসারে পূজা করিবে । ৩৬

হে ভৈরব । যদি মহাবিভব সম্পত্তি দ্বারা অক্লপ পূজা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সম্যক্ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না । ৩৭

এই বৈকবীতত্ত্ব যে ক্রমে অমুক্ত হইয়াছে, তাহা যদি উত্তর তত্ত্ব উক্ত হইয়া থাকে, তবে সাধক তাহাও গ্রহণ করিবে । ৩৮

উত্তরে মোহনং তত্ত্বং ক্রমাদেতানি পূজয়েৎ ।
 ঐশান্যং পূজয়েদ্ধেবীং গণেশং দ্বারপালকম্ ॥ ৪০
 অগ্নৌ তু চাগ্নিবেত্তালং নৈঋত্যাং কালমেব চ ।
 বায়ব্যাং নক্ষিনঞ্চাপি পূজয়েৎ ক্রমতত্ত্বিয়ান্ ॥ ৪১
 চতুষ্কং পঞ্চকং ষট্ কং চতুষ্কং পঞ্চকং চতুঃ ।
 ষট্-কারকৈব যো বেদ স যোগ্যঃ পীঠপূজনে ॥ ৪২
 ওড়াধাং প্রথমং পীঠং দ্বিতীয়ং জালশৈলকম্
 তৃতীয়ং পূর্ণপীঠকং কামরূপং চতুর্থকম্ ॥ ৪৩
 ওড়ুপীঠং পশ্চিমে তু তথৈবোড়েশ্বরীং শিবাম্ ।
 কাত্যায়নীং জগন্নাথমোড়েশ্বর্য প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৪
 উত্তরে পূজয়েৎ পীঠং প্রশস্তং জালশৈলকম্ ।
 জালেশ্বরং মহাদেবং চতুঃ জালেশ্বরীং তথা ।
 দীর্ঘিকাঞ্চোদ্রচণ্ডাকং তত্রৈব পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৫
 দক্ষিণে পূর্ণশৈলকং তথা পূর্ণেশ্বরীং শিবাম্ ।
 পূর্ণনাথং মহানাথং সরোজামথ চত্বিকাম্ ॥ ৪৬
 পূজয়েদ্ধমনীং দেবীং শাতামপি তথা শিবাম্ ।
 কামরূপং মহাপীঠং তথা কামেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৪৭
 নীলঞ্চ পর্বতশ্রেষ্ঠং নাথং কামেশ্বরং তথা ।
 পূজয়েচ্ছারি পূর্বে তু ক্রমাদেতাংস্ত ভৈরব ॥ ৪৮
 ওড়াপীঠাং পীঠান্যং কেন্দ্রপাণ্যান্ গুরুংস্তথা ।
 অচাংস্ত দ্বারপালাদীন্ যে হে স্থানে প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৯

প্রথমে পূর্বদ্বারে কামতত্ত্বের পূজা করিবে, দক্ষিণে প্রীতিতত্ত্ব ও পশ্চিমে
 রতিতত্ত্বের পূজা করিবে । ৩৯

উত্তরে মোহনতত্ত্বের পূজা করিবে ; ইহাদিগের পূজা যথাক্রমে করিবে ।
 ঐশানকোণে দ্বারপাল গণেশের পূজা করিবে । ৪০

অগ্নিকোণে অগ্নিবেত্তাল, নৈঋতকোণে কাল, এবং বায়ুকোণে বায়ুর পূজা
 করিবে ; ইহাদিগের পূজাও ক্রমশঃ করিবে । ৪১

চতুষ্ক, পঞ্চক, ষট্ ক, চতুষ্ক, পঞ্চক এবং চতুঃষট্ প্রকার যে জানিতে সমর্থ
 সেই ব্যক্তিই পীঠপূজা করিতে সমর্থ । ৪২

প্রথম পীঠের নাম ওড়ু, দ্বিতীয় জালশৈল, তৃতীয় পূর্ণ এবং চতুর্থ
 কামরূপ । ৪৩

ওড়ু-পীঠ পশ্চিমে অবস্থিত, সেই স্থানে ওড়েশ্বরী কাত্যায়নী এবং ওড়েশ্বর
 জগন্নাথের পূজা করিবে । ৪৪

উত্তরে জালশৈল নামক প্রশস্ত পীঠ, সেই স্থানে জালেশ্বর মহাদেব, জালে-
 শ্বরী চতী, দীর্ঘিকা এবং উদ্রচণ্ডার পূজা করিবে । ৪৫

দক্ষিণে পূর্ণ শৈল এবং তত্রস্থিত পূর্ণেশ্বরী শিবা, পূর্ণনাথ, মহানাথ,
 সরোজা এবং চত্বিকার পূজা করিবে । ৪৬

এ স্থলে দমনী দেবী, শাতা এবং অধিকারও পূজা করিবে । হে ভৈরব ও
 বেত্তাল । কামরূপ পীঠ ও তত্রস্থিত কামেশ্বরী শিবা, পর্বতশ্রেষ্ঠ নীল এবং
 কামেশ্বরনাথ ইহাদিগকে ক্রমশঃ—পূর্বাদিদ্বারে পূজা করিবে । ৪৭-৪৮

বিশেষাৎ কামরূপস্ত কামেশ্বরীং প্রপূজয়ন্ ।
 ভায়ব নীলশৈলস্থং শূক্ৰ বেতালভৈরব ॥ ৫০
 নাথঃ কামেশ্বরো দেবো দেবী কামেশ্বরী তথা ।
 করালঃ ক্ষেত্রপালশ্চ চিকাহুফন্তধিবচ ॥ ৫১
 ত্রিকূটে নীলশৈলস্ত গুহা চাপি মনোভবা ।
 বটুকঃ কঙ্কলো নাম বল্লী চৈবাপরাজিতা ॥ ৫২
 ভৈরবঃ পাণ্ডুরাখশ্চ শ্মশানং হেৰুকাহরম্ ।
 যোগিনী চ মহোৎসাহা তথা চক্ষুঃবতী পুরী ॥ ৫৩
 লৌহিত্যা নদরাজশ্চ প্রান্তা দিক্করবাসিনী ।
 অল্লীশাখ্যন্ত বায়ব্যাং কেশারিকাং হথ বাকসে ।
 এতান্ সম্ভুজমেশ্বরী তথা দেব্যান্ত মণ্ডলে ॥ ৫৪
 দ্বারপালো যোগিনী চ বটুকাক্ষা যথা তথা ।
 কামরূপে পীঠবরে ওড়াবিহথ তত্তথা ॥ ৫৫
 মধ্যে ভূমণ্ডলস্থানং দ্রাবণং শোষণং তথা ।
 বন্ধনং যোহনৈকৈক তটধবাকর্ষণাহরম্ ।
 মনোভবস্ত বাপাংস্ত পঠৈতান্ পরিপূজয়েৎ ॥ ৫৬
 ষট্ কোণাং প্রোক্তান্ তদাদৌ ভূগাদিতট্ কামেব চ ।
 ত্রিপুরাতন্ত্রমন্ত্রোক্তং পূজয়েৎ ক্রমতঃ সূরীঃ ॥ ৫৭
 গণাজীড়ানিকং তদন্তথা বিদ্যাকলাদিকান্ ।
 বটুকান্ সিদ্ধপূজাদীন্ সিদ্ধান্যশ্চ কুমারিকাঃ ॥ ৫৮
 চতুঃচতুঃস্কমিত্যেতচ্চতুঃস্কমিতি চোচ্চাতে ॥ ৫৯

ওড়াবি পীঠের অন্ত্যান্ত ক্ষেত্রপাল এবং অন্ত্যান্ত দ্বারপালদিগের স্ব স্ব স্থানে পূজা করিবে ॥ ৪৯

কামেশ্বরী পূজা প্রসঙ্গে কামরূপের কতকগুলি বিশেষ দেবতা আছেন ; হে বেতাল ও ভৈরব । নীলপর্বতস্থিত গুহাদিগের নাম অবগত কর । ৫০

কামেশ্বরনাথ মহাদেব, মহাদেবী কামেশ্বরী, করাল ক্ষেত্রপাল, ত্রিভিড়ীহুফ । ৫১

ত্রিকূট নীল শৈল, মনোভবা গুহা, কঙ্কলনামক বটুক, অপরাজিতা বল্লী, পাণ্ডুরাখ নামক ভৈরব, হেৰুক নামক শ্মশান, মহোৎসাহা যোগিনী, চক্ষুঃবতী পুরী, লৌহিত্যনামক নদরাজ, প্রান্তা দিক্করবাসিনী, বায়ুকোণস্থিত অল্লীশ এবং বহিঃস্থিত কেশারিকা । ইহাদিগকে দেবীর মণ্ডলে পূর্বদ্বারে পূজা করিবে । ৫২-৫৪

পীঠশ্রেষ্ঠ কামরূপে বেক্রপ দ্বারপাল, যোগিনী এবং বটুক আছে, ওড়াবি পীঠেও তাহাদিগকে সেইরূপ জানিবে । ৫৫

মণ্ডলের মধ্যে মনোভবের দ্রাবণ, শোষণ, বন্ধন, যোহন এবং কর্ণনামক এই পঞ্চ বাণের পূজা করিবে । ৫৬

মূলী সংলগ্ন উক্তস্থানি দিকে ষট্ কোণের অন্তর্ভাগে ত্রিপুরা তন্ত্রমন্ত্রোক্ত ভূগাদি ষট্ কোণ ক্রমশঃ পূজা করিবে । ৫৭

সেইরূপ গণজীড়ানি, বিদ্যাকলাদি এবং সিদ্ধাঙ্গি কুমারীদিগেরও পূজা

কামং রতিকা প্রীতিকা অনঙ্গমেখলাদিকম্ ॥ ৬০
 সপ্ত বৈ ত্রিপুরয়াদ্যা অসিতাজ্ঞাদয়ো নব ।
 যাহেশ্বরীাদিকা কেষ্যা নন্দতিঃ পঞ্চভির্গণৈঃ ॥ ৬১
 দ্বিতীয়ং পঞ্চকং প্রোক্তং পীঠে কামফলপ্রদম্ ।
 আধারশক্তিমুখ্যং য়ে নিত্যং তত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৬২
 ধর্মদামোচ ভৈরবাম্বো তথা সত্ৰাদিকা গুণা ।
 একত্র গ্রহদিকপালশক্ততুঙ্গমপরং স্মৃতম্ ॥ ৬৩
 দেব্যান্তথোগ্রচণ্ডাশ্চ নায়িকাঃ পরিপূজয়েৎ ।
 পূর্বোক্তদেশে মন্ত্ৰেণ ভক্ত্যা বেতালভৈরব ॥ ৬৪
 আবাহনং যোড়শোপচারগাং প্রতিপাদমম্ ।
 জপক কলিঙ্গামক সজ্জায়াং প্রপূজনম্ ॥ ৬৫
 মূর্ত্ত্যু পূর্বকং বিসৃজিচ্চ যটুকমেতৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 এতানি সপ্ত জানাতি প্রকারান্ পূজকঃ সুধীঃ ।
 ন এযোভ্রাদি পীঠানি সম্পূজয়িতুমর্হতি ॥ ৬৬
 বোহজাতা সম্যগেতানি কুরুতে পীঠপূজনম্ ।
 ন সম্যক্ কলঙ্গাপ্রোতি হীনায়ুরপি জায়তে ॥ ৬৭
 ত্রিপুরাতন্ত্রমন্ত্ৰোক্তস্থানেষোক্তে স্তু ভৈরব ।
 পূজয়িত্বা প্রথমতঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৬৮
 কামেশ্বরী ইহাগচ্ছ সসুখীভব চেশ্বরী ।
 চিন্তয়িত্বাথ মনসাভ্যর্চ্য কামেশ্বরীং হৃদি ॥ ৬৯

করিবে। ইহাদের চারি চারিটিতে এক একটি গণ হয় বলিয়া, ইহারা চতুষ্ক নামে বিখ্যাত । ৬৯

কাম, রতি, প্রীতি এবং অনঙ্গমেখলাদিরও পূজা করিবে । ৬০

ত্রিপুরা-আদি সপ্ত, অসিতাজ্ঞানি নব এবং যাহেশ্বরী-আদি পঞ্চাশৎ দেবী ।

৬১

কামফলপ্রদ কামরূপপীঠে ইহারা দ্বিতীয় পঞ্চক নামে বিখ্যাত । তন্মু নিত্য আধারশক্তি আদি প্রতিষ্ঠিত । ৬২

ধর্ম-আদি আট,—সত্ৰাদিগুণ এবং গ্রহ ও দিকপালগণ ইহারা দ্বিতীয় চতুষ্ক নামে বিখ্যাত । ৬৩

হে বেতাল ও ভৈরব ! পূর্বোক্ত দেশ-মন্ত্ৰদ্বারা দেবীর নায়িকা উগ্রচণ্ডা আদির ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে । ৬৪

আবাহন, যোড়শোপচার দান, জপ, বলিদান, অঙ্গ ও অস্ত্রাদির পূজন এবং মূর্ত্ত্যুপ্রদর্শনপূর্বক বিসর্জন, ইহারা যটুক বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । যে সুধী পূজক এই সপ্ত প্রকার জ্ঞাত হয়, সেই ব্যক্তিই ওভ্রাদি পীঠের পূজা করিতে সমর্থ হয় । ৬৫-৬৬

যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে না জানিয়া, এই পীঠপূজা করে, সে সম্যক্ প্রকার কল্যাণ করিতে সমর্থ হয় না এবং অন্মায়ুও হইয়া পড়ে । ৬৭

হে ভৈরব ! ত্রিপুরা তন্ত্রমন্ত্ৰোক্ত স্থানে ইহাদিগকে প্রথমে পূজা করিয়া অনন্তর পরমেশ্বরীর চিন্তা করিবে । ৬৮

চিন্তা করিয়া কামেশ্বরীকে হৃদয়ে মনে মনে মনঃকল্পিত কুন্দ পুষ্পাদি দ্বারা

মানসৈর্গন্ধপুষ্পাদৈস্ততো দক্ষিণনাসরা ।
 নিঃসার্য বায়ুং তৎপুষ্পমাবোণ্য যন্তলাভরে ।
 আবাহেচনহাদেবীং সর্বকামেশ্বরেশ্বরীম্ ॥ ৭০
 কাশেশ্বরী ইহংগচ্ছ সন্মুখীভব সন্নিধৌ ॥ ৭১
 কাশেশ্বরী বিদুহে হার কামাখ্যাটৌ চ দীপহি ।
 ততঃ কুজি মহামায়ে ততঃ পশ্চাৎ প্রচোদয়াৎ ॥ ৭২
 এহেহি হৃদয়ভাষ লোকানুগ্রহকারিণি ।
 কাশেশে কামরূপে ত্বং কামকান্তে প্রসীদ মে ॥ ৭৩
 ততস্তু প্রথমং স্নানং জনং দত্ত্ব তু পূজক্য ।
 মূলমন্ত্রেণ বিভবেদুপচারান্ত যোড়শ ॥ ৭৪
 পূজয়েদ্ব্যভাঙ্গে তু যড়ঙ্গানি ততোহর্চয়েৎ ।
 অঙ্গস্তাসে তু যে যদ্রাঃ ক্রমে পূর্বকৃত ভাষিতাঃ ॥ ৭৫
 তৈরৈব যদ্বৈবঙ্গানি দেব্যা অপি চ পূজয়েৎ ।
 পূর্বাদ্যষ্টনলোদেতা যোগিনীঃ পবিপূজয়েৎ ॥ ৭৬
 যথাক্রমেণ কামানাং সিদ্ধার্থং কামদাহিকাঃ । ৭৭
 শুগুকায়াং তু শ্রীকামাং তথৈব বিদ্বাখাসিনীম্ ।
 কোটেশ্বরীং বনস্থাক্ত যোগিনীং পাদচত্বিকাম্ ।
 দীর্ঘেশ্বরীক্ একট্যাং ভুবনেশ্বরীং ক্রমান্বয়েৎ ॥ ৭৮
 বৈষ্ণবীভদ্রমন্ত্রক্ যান্ত্রকৌবল্যকরাণি তু ।
 তানি বিন্দুপুস্তানি মন্ত্রগামাংশ্চ চক্ষতে ॥ ৭৯

পূজা করিয়া দক্ষিণ নাসাহারা বায়ু নিঃসারণপূর্বক সেই পুষ্পমণ্ডলমধ্যে স্থাপিত
 করিয়া সর্বকামেশ্বরেশ্বরী মহাদেবীর আবাহন করিবে । ৬৯-৭০

হে কাশেশ্বরী ! এই স্থানে আগমন করুন, আমার সমীপে সন্মুখীন হউন ।
 আমরা কাশেশ্বরী দেবীকে জ্ঞাত আছি, কামাখ্যা দেবীর ব্যান করিতেছি ।
 অতএব মহামারা কুজী আশ্রমের বিশক্তি বর্ধন করুন । ৭১-৭২

হে লোকানুগ্রহকারিণি মাতঃ হৃদয়ভাষি আগমন করুন । হে কাশেশে
 কামরূপে কামকান্তে ! আমার উপর প্রসন্ন হউন । ৭৩

অনন্তর পূজক প্রথমে স্নানজন দান করিয়া পরে মূলমন্ত্র দ্বারা যোড়শ উপ-
 চার প্রদান করিবে । ৭৪

হে ভৈরব ! তদনন্তর সিদ্ধেশ্বরাদি সমূদয় পীঠ দেবতার মণ্ডলের মধ্যে পূজা
 করিবে । তৎপশ্চাৎ যন্তনের মধ্যভাগে চতুঃষষ্টি যোগিনী দেবীর শু সকল
 প্রকার অস্ত্রের পূজা করিবে ; তদনন্তর যড়ঙ্গেরও পূজা করিবে । অঙ্গস্তাস
 প্রসঙ্গে যে সকল মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্র দ্বারাষ্ট দেবীর অঙ্গসমূহের
 পূজা করিবে । ৭৫-৭৬

কাশনামমূহের বিস্তার নিমিত্ত পূর্বাদি অষ্টে দলে যথাক্রমে বক্ষ্যমাণ কাম-
 দাহিনী যোগিনীগণের পূজা করিবে । ৭৭

শুগুকায়া, শ্রীকামা, বিদ্বাখাসিনী, কোটেশ্বরী, বনস্থা, পাদচত্বিকা, দীর্ঘেশ্বরী
 এবং একট ভুবনেশ্বরী এই অষ্ট যোগিনীর ক্রমশঃ পূজা করিবে । ৭৮

বৈষ্ণবীভদ্রমন্ত্রের যে আটটি অক্ষর আছে, জাহাদিগের এক একের উপর
 এক একটি বিন্দু যোগ করিলে ইহাদিগের মূলমন্ত্র হয় । ৭৯

যল্লেক্ষু যশাং কোণানাং বড়িয়াঃ পন্নিপূজয়েৎ ।
 ঐশানাং দিক্রমেণৈব কামাখ্যাং ত্রিপুরাং তথা ॥ ৮০
 শারদাঞ্চ মহোৎসাহাং প্রকটাং ভুবনেশ্বরীম্ ।
 সিদ্ধকায়েশ্বরীঞ্চাপি দেব্যা কপাণি ভৈরব ॥ ৮১
 অষ্টপুষ্পিকয়া দেবীং পুনঃ সম্পূজ্য চাৰ্ঘ্যতঃ ।
 জপ্ত্বা শুভা বলিং দত্ত্বা নত্বা মুদ্রাং প্রদর্শ্য চ ॥ ৮২
 দেব্যাস্ত্ৰ সিদ্ধচণ্ডী বৈ নির্মালাং প্রতিপাদ্য চ ।
 বিসৃজ্য মণ্ডলাদ্ধেবীং স্থাপয়েদ্যোনিমণ্ডলে ॥ ৮৩
 এতৎ কামেশ্বরীতন্ত্রং কথিতং হৃদয়োঃ সূত্রেণ ।
 শারদার মহামন্ত্রং সমস্তং শৃণু ভৈরব ॥ ৮৪ ৷

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিপুরাপূজনং নাম চতুঃষষ্টিতমোহিধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

পঞ্চষষ্টিতমোহিধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

শরৎকালে পুরা বস্ত্রান্নবম্যাং বোধিতা সূরৈঃ ।
 শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ মানবৈঃ ॥ ১
 তস্যাস্ত্ৰ নেত্রবীজাখ্যং মন্ত্রং প্রাকৃ প্রতিপাদিতম্ ।
 হৃগ্গীতন্ত্রঞ্চ তন্ত্রমন্ত্রমন্ত্রং পুরোদিতম্ ॥ ২

হে ভৈরব । ঐশানাং দিক্রমেণ বট্টকোণের মধ্যে মধ্যে বক্ষ্যমাণ ছয় দেবীর পূজা করিবে । ৮০

কামাখ্যা, ত্রিপুরা, শারদা, মহোৎসাহা, প্রকটা ভুবনেশ্বরী এবং সিদ্ধকায়ে-
 শ্বরী ; ইহারা দেবীরই মূর্তিভেদ মাত্র । ৮১

পুনর্ব্বার অষ্ট প্রকার পুষ্পধারা আট বার দেবীর পূজা করিয়া, জপ, শুভ,
 বলিপ্রদান ও মুদ্রা প্রদর্শন করিবে । ৮২

সিদ্ধচণ্ডীকে দেবীর নির্মালা সমর্পণ এবং মণ্ডল হইতে দেবীকে বিসর্জন
 করিয়া যোনিমণ্ডলে স্থাপন করিবে । ৮৩

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব । এই কামেশ্বরী তন্ত্র তোমাদিগের নিকট বলা
 হইল, এক্ষণে সমস্ত শারদার মহামন্ত্র শ্রবণ কর । ৮৪

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৫

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

শারদাতন্ত্র

ভগবান্ বলিলেন,—যেহেতু পূর্বে শরৎকালে দেবগণকর্তৃক মহাদেবী
 বোধিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত পীঠস্থানে এবং লোকमध्ये তিনি শারদা নামে
 বিখ্যাত হন । ১

তাভ্যামেব তু মন্ত্রাভ্যাম্ পূজয়েত্যাং জগন্ময়ীম্ ৩
 তৃতীয়ং পীঠমন্ত্রস্ত শারদায়াঃ অনুষ্ঠমম্ ৪
 শৃণুতঃ চৈকমমসা চতুর্দশৈর্গদনাংকম্ ৫
 চতুর্দশৈর্গদনাংকম্ পাতো বহিনা যুতঃ ৬
 কামরাভ্যং তথা মন্ত্রম্ পাত্তবরসংযুতম্ ৭
 হোলিঃ সযান্তিসহিত এতর্ঘীজং চতুর্দশম্ ৮
 চতুর্ভিরেতিঃ কথিতো যজ্ঞোক্তৈশ্চ যজ্ঞকটৈঃ ৯
 অথং তৃতীয়া মন্ত্রস্ত শারদায়াঃ প্রকীর্তিতঃ ১০
 অনেক পূজয়েৎ পীঠে সর্বসিদ্ধিমবাশ্রম্যৎ ১১
 রূপমযাঃ পূরা প্রোক্তং সিংহস্যং দশবাহুতিঃ ১২
 তত্র পূজাক্রমং সম্যক্ শৃণুতঃ পুরাকৌ মম ১৩
 চতুর্দশৈর্গদনাংকম্ কুর্ব্যাস্তত্র বিভূতয়ে ১৪
 মহামায়ায়গুণস্ত শারদায়াস্ত্র যগুগম্ ১৫
 বৈষ্ণবীভক্তকল্লোক্তৈর্গদনাংকম্ দিগ্ধার্জনম্ ১৬
 কৃতা তু নেত্রবীজেন মন্ত্রসং প্রস্তরে লিখ্যেৎ ১৭
 যোনিবহ্নিদলং কৃতা ত্রিকোণং মধ্যতো ক্রসেৎ ১৮
 অস্তং বিশেষঃ কথিতো বৈষ্ণবীমণ্ডলাৎ পুনঃ ১৯
 যগুগোল্লেকেনৈকৈব তথা জুতাপসারণম্ ২০
 পাতস্ত্র প্রতিপত্তিস্ত্র অমৃতীকরণং তথা ২১
 গন্ধপুষ্পান্তসাং ক্লেপ আশ্বাসনপ্রপূজনম্ ২২
 প্রাণারাম্যন্ত্র জিবিধো ভূতিভক্তিপ্রবেশনম্ ২৩
 দহনপ্রবনে চৈব পানিকচ্ছপিকা তথা ২৪

নেত্রবীজই তাঁহার মূলমন্ত্র, ইহাও পূর্বের প্রতিশাসিত হইয়াছে এবং দুর্গা-
 তন্ত্র, তাঁহার মন্ত্র ও অক্ষমন্ত্র বলা হইয়াছে। এই দুই মন্ত্রদ্বারা সেই জগন্ময়ী
 দেবীর পূজা করিবে ২৩

পূর্বোক্ত চতুর্দশ প্রদায়ক তৃতীয় পীঠ মন্ত্রদ্বারা শারদার পূজা করিলে সকল
 প্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ২৪

ইহার স্বরূপ পূর্বেই বলা হইয়াছে, সিংহোপরিস্থিত এবং দশবাহুযুক্ত।
 হে পূজক! এক্ষণে পূজার ক্রম প্রবণ কর। ২৫

বিভূতিলোভের নিমিত্ত প্রথমে চতুর্দশ মণ্ডল করিবে। মহামায়ার যেসকল
 মণ্ডল শারদারও সেইরূপ মণ্ডল। ২৬

বৈষ্ণবীকল্লোক্ত মন্ত্রদ্বারা স্থান মার্জন করিয়া নেত্র-বীজদ্বারা প্রস্তরে মণ্ডল
 অঙ্কিত করিবে। ২৭

যোনিতে অষ্টদল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে।
 বৈষ্ণবীমণ্ডল হইতে ইহাই বিশেষ কথিত হইল। ২৮

মণ্ডলে রেখাদি অঙ্কন, ভূতাপসারণ, অর্ঘ্যপাত্রে প্রতিপত্তি, অমৃতীকরণ
 গন্ধ, পুষ্প ও ফলক্ষেপ, আশ্বা ও আশ্বিনপূজা, জিবিধ প্রাণারাম, ভূতভক্তি,
 প্রবেশন, দহন, প্রাবন, পানিকচ্ছপিকা এবং মোক্ষপীঠের ধ্যান—এ সকল উত্তর

১। বহুকাহ্না—ঈতি শাঠ্যম্।

যোগপীঠস্থ চ ধ্যানং বৈষ্ণবীতন্ত্রভাবিতম্ ।
 তুথেবোত্তরভক্তোক্তং কুর্যাদ্বেদ্যাঃ প্রপূজনে ॥ ১৪
 অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ নলিলে যেনুযুজয়া ।
 রূপং ত্বেবং নশঙ্ক্যং পূর্বোক্তক্ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৫
 অঙ্গশাসকরক্ষাসৌ হৃগ্যতন্ত্রেণ ভৈরব ।
 নবাকরেণ বৈ কুর্য্যানমুষ্ঠাদিক্রমেণ তু ॥ ১৬
 হ্রদয়াদিক্রম্যং পশ্চাৎকৃত্রাদাবপি পূর্ববৎ ।
 এতদেবার্ধ্যপাত্রে চাটবা মন্ত্রং অপেৎ সুধীঃ ॥ ১৭
 ভট্টোঠৈঃ সেতয়েচ্ছীর্ষং পুষ্পগন্ধাদিকং তথা
 এবং পূজাক্রমং তত্র কুর্যাদ্বেদ্যান্ত মণ্ডলে ॥ ১৮
 আদিত্যং চত্বিকারূপং যাত্ৰা পূর্বং নিলাতলে ।
 তন্মৈ নিবেদয়েদর্য্যং সিদ্ধার্থাকৃতপুষ্পকৈঃ ॥ ১৯
 আধারশক্তিপ্রভৃতীন্ ক্লীং মন্ত্রেণ চ সাধকঃ ।
 পূজয়েৎ প্রথমং মধ্যে ধর্মাদীনপি পূর্ববৎ ॥ ২০
 মন্ত্রাদীন্ গুরুপাদান্তান্ পূর্বভক্তোদিতান্ বুধঃ ।
 পূজয়েদ্রথ্যপদে তু সুমেক্ষমপি মধ্যতঃ ॥ ২১
 পূর্বভাগে মণ্ডলস্থ দেব্যাঃ শক্তীঃ প্রপূজয়েৎ ।
 নাথকামেশ্বরাদীংস্ত লৌহিত্যাত্তান্ বিশেষতঃ ।
 সর্বান বৈ পীঠদেবাংস্ত মণ্ডলস্তোত্তরে যজ্ঞেৎ ॥ ২২

তন্ত্রে বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রসঙ্গে বেক্রপ বেক্রপ উক্ত হইয়াছে, শারদা দেবীর পূজাতেও সেই সেই রূপ করিবে । ১২-১৪

নলিলে যেনু যুজা দ্বারা অমৃতীকরণ করিবে এবং দেবীর যাদৃশ নশঙ্ক্যরূপ পূর্বের উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ধ্যান করিবে । ১৫

হে ভৈরব । অঙ্গশাস এবং কবচশাস হৃগ্যতন্ত্রোক্ত মন্ত্র অক্ষর দ্বারা অমুষ্ঠাদি ক্রমে করিবে । ১৬

পরে হ্রদয়াদি ক্রমে, বক্তাদির শাসও পূর্ববৎ করিবে । সুধী সাধক অর্ধ্যপাত্রে ঐ মন্ত্রেরই আটবার জপ করিবে । ১৭

অনন্তর অর্ধ্যপাত্রেস্থিত জল দ্বারা আপনার মস্তক ও পুষ্প, গন্ধ আদি পূজার উপকরণ অভিষিক্ত করিবে । দেবীর মণ্ডলে এইরূপ ক্রমে পূজা আরম্ভ করিবে ।

প্রথমে নিলাতলে সূর্য্যকে চত্বিকা রূপ চিত্রা করিয়া সিদ্ধার্থ অক্ষত এবং পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে অর্ধ্যপ্রদান করিবে । ১৯

সাধক মণ্ডল মধ্যে ক্লীং এই মন্ত্র দ্বারা প্রথমে আধারশক্তি প্রভৃতির পূজা করিয়া অনন্তর পূর্বমং ধর্মাদিয়ও পূজা করিবে । ২০

পতিত সাধক, পূর্ব ভক্তোক্ত মন্ত্র আদি গুরুপাদ পর্য্যন্ত যাবতীর পীঠ-দেবতার মধ্যে পূজা করিবে এবং মধ্যভাগে আপনাকেও পূজা করিবে । ২১

মণ্ডলের পূর্বভাগে দেবীর শক্তিদিগকে পূজা করিবে এবং কামেশ্বরাদি নাথের ও লৌহিত্য প্রভৃতিরও পূজা করিবে । মণ্ডলের উত্তরে সমুদয় পীঠ-দেবতার পূজা করিবে । ২২

মণিকর্ণং চিত্ররথং ভাস্করকূটং তথৈব চ ।
 শ্বেতং নীলকং চিত্রকং বান্ধবং গন্ধমাদনম্ ।
 মণিকূটং নন্দনকং পশ্চিমে পূজয়েদিহানি ॥ ২৩
 অল্লীশমথ্য কেদারং দেবীং দিকুরবাসিনীম্ ।
 বাজীং স্বধাং তথা স্বাহাং মানন্তোকাপরাঙ্জিতং ।
 দক্ষিণে পূজয়েদেতাশ্চতুষ্টিকং যোগিনীঃ ॥ ২৪
 গ্রহাংশ্চ দলদিকৃপালান্ পূৰ্ব্বাভ্যাক্তক্রমেণ তু ।
 পূৰ্ব্ববৎ পূজয়েদ্ধামান্ ভৈরবং ভৈরবীমপি ॥ ২৫
 ততঃ কচ্ছপিকাং বদ্ধা পুনরেষ তু পূজকঃ ।
 ধ্যাবেচ্চ পূৰ্ব্ববদেবীং হৃদিস্থাং মনসাপি চ ॥ ২৬
 নামসৈৰ্গন্ধপুষ্পাদৈঃ পূজয়িত্বা হৃদি স্থিতাব্ ॥ ২৭
 নামাপুটেন নিঃসার্য্য দক্ষিণেনাথ মণ্ডলে ।
 পুষ্পমারোগ্য্য^১ কামাখ্যাং সারদায়াহ্নকেমুহুঃ ॥ ২৮
 এত্রেহি পরমেশানি সান্নিধ্যামিহ কল্পয় ।
 পূজাভাগং গৃহাণেমং যথং বক্ষ্যে নমোহস্ত তে^২ ॥ ২৯
 হর্গে হর্গে ইহাগচ্ছ সর্কঃ পরিকটৈঃ সহ ।
 পূজাভাগং গৃহাণেমং যথং বক্ষ্যে নমোহস্ত তে ॥ ৩০
 নারায়ণৈঃ বিদ্রুহে হ্যং চণ্ডিকাটৈঃ তু বীৰহি ।
 শেষভাগে তু শারদ্যাস্তম্ভচণ্ডি প্রচোদয়াৎ ॥ ৩১

মণিকর্ণ, চিত্ররথ, ভাস্করকূট, শ্বেত, নীল, চিত্র, বান্ধব, গন্ধমাদন, মণিকূট
 এবং নন্দন ইহাদিগকে পশ্চিমে পূজা করিবে । ২৩

অল্লীশ, কেদার, দিকুরবাসিনী দেবী, বাজী, স্বধা, স্বাহা, মানন্তোকা এবং
 অপরাঙ্জিতা ইহাদিগকে এবং চতুষ্টিকি যোগিনীগণকে দক্ষিণে পূজা করিবে । ২৪

নবগ্রহ, দিকৃপাল ইহাদিগেরও যথোক্তক্রমে পূজা করিবে । বুদ্ধিমান
 পাঠক পূর্বোক্ত রীতিতে ভৈরব ও ভৈরবীরও পূজা করিবে । ২৫

অনন্তর মাধক পাদিকচ্ছপিকা বন্ধন করিয়া পুনর্বার হৃদয়স্থিত দেবীর মনে
 মনে ধ্যান করিবে । ২৬

অনন্তর মনঃকল্পিত গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা হৃদয়স্থিত দেবীর পূজা করিবে । ২৭

অনন্তর দক্ষিণ নামাপুটে দ্বারা কল্পিত হইতে দেবীকে নিঃসারিত করিয়া
 পুষ্পোপরি আটোপন করিবে এবং মুহূৰ্দ্ধঃ সেই শারদা কামাখ্যা দেবীর
 আস্থান করিবে । ২৮

হে পরমেশানি দেবী । আগমন করুন, আগমন করুন, এই স্থানে সান্নিধ্য
 স্থাপন করুন ; হে শারদে ! হে হর্গে ! আপনি সগণ এবং সপরিকর হইয়া এই
 স্থানে আগমন করিয়া এই বদ্ধস্ত পূজাভাগ গ্রহণ করুন ; আমার এই যজ্ঞ রক্ষা
 করুন, আপনাকে বম্ভ্যার করি । ২৯-৩০

আমরা নারায়ণকে জানিতেছি এবং চণ্ডিকাকপিণী আপনাকে ধ্যান
 করিতেছি । অতএব হে চণ্ডি । আমাদিগের মঙ্গল সাধন করুন । ৩১

১। পূজামারোগ্য্য.....নামদাম্.....ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। সবহস্তস্ত মঞ্জল—ইতি পাঠান্তরম্ ।

দত্তা স্নানযনেনৈব দুর্গাতস্ত্রেণ বৈ পুনঃ ।
 নেত্রবীজেন চ তথা পীঠমস্ত্রেণ চান্তরম্ ।
 চতুরক্ষরেণ শেষেণ ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩২
 চতুরক্ষরমস্ত্রেণ পাদাদীনথ যোড়শ ।
 বিতরেৎপচাংস্ত পূর্বোক্তাংস্তাংস্ত ভৈরব । ৩৩
 দুর্গাতস্ত্রেণ মস্ত্রেণ দেব্যানি প্রপূজয়েৎ ।
 হুর্গেত্যনেন হ্রদয়ং পুনর্হুর্গেত্যনেন কন্ম ॥ ৩৪
 শিখাকবচনেত্রাংস্ত পাদপাদাংস্ত পঞ্চভিঃ ।
 বাসিপক্ষাক্ষরৈঃ শেঠৈঃ পূজয়েৎ ক্রমতঃ সূরীঃ । ৩৫
 পূর্বোক্তৈদলোহতাঃ পূজয়েন্নাসিকক্রমাৎ । ৩৬
 জয়ন্তীং পূর্বপত্রে তু আগ্নেয়াদৌ তু মঙ্গলাম্ ।
 কালীক ভদ্রকালীক তথা চৈব কপালিনীম্ ।
 দুর্গাং শিবাং ক্ষমাদৈক্য ক্রমাদেব তু নামতঃ । ৩৭
 কেশবস্ত তু যথো তু অষ্টাবেতাস্ত নারিক্যঃ ।
 নেত্রবীজস্য মস্ত্রেণ বীজেন ষট্শুঃ নারিক্যঃ ॥ ৩৮
 অমীষাক ভৈরবাসৌ ষড়্ভিরেতান্তরাহিতৈঃ ।
 হ্রীং হ্রীং শ্রীমিত্তাপাতাস্ত প্রান্তামানস্বরেণ বৈ ॥ ৩৯
 উগ্রচণ্ডাং প্রচণ্ডাং চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনারিক্যাম্ ।
 চণ্ডাং চণ্ডবতীং চৈব চণ্ডরূপাং চতিকাম্ ॥ ৪০

এই মন্ত্রদ্বারা স্নানীয় দান করিয়া পুনর্বার দুর্গাতন্ত্র, নেত্রবীজ এবং পীঠমন্ত্র দ্বারা অবকাশ দান করিবে। অনন্তর চতুরক্ষর মন্ত্রদ্বারা দেবীর অঙ্গনিচয়ের পূজা করিবে। ৩২

হে ভৈরব । চতুরক্ষর মন্ত্রদ্বারা পূর্বোক্ত পাদ আদি যোড়শ উপচার এমন করিবে। ৩৩

দুর্গাতস্ত্রেণ মন্ত্রদ্বারা দেবীর অঙ্গনিচয়ের পূজা করিবে। সূরীর পূজক দুর্গা এই মন্ত্র দ্বারা হ্রদয়ের পূজা করিবে, দুর্গা এই বলিয়া মন্তকের পূজা করিবে। ৩৪

শিখা, কবচ, নেত্রত্রয়, বাহুদ্বয় এবং পাদদ্বয় এই পক্ষাঙ্গের বচাদি পাঁচটি অক্ষরের এক একটি দ্বারা যথাক্রমে পূজা করিবে। ৩৫

অনন্তর পূর্ব আদি অষ্টদলে বক্ষ্যমাণ নারিক্যগণের অর্চনা করিবে। ৩৬

পূর্ব পত্রে জয়ন্তীর, আগ্নেয়াদিতে মঙ্গলা কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা এবং শাক্তী ইহাদিগেরও যথাক্রমে পূজা করিবে। ৩৭

এই আটজন নারিকার কেশবের মধ্যে পূজা করিবে এবং নেত্রবীজের মধ্যবীজ দ্বারা নারিকার পূজা করিবে। ৩৮

ইহাদিগেরও মন্ত্র ঐ ছয় অক্ষর মধ্যে থাকিলে, হ্রীং হ্রীং শ্রীং এই তিন অক্ষর উপাত্ত, অস্ত ও প্রান্তে থাকিলে ভাহাতে আনন্দ সংযুক্ত হইলে শাহা হর, ভাহাই জানিবে। ৩৯

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনারিক্য, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা এবং চতিকা ইহাদিগেরও পূজা করিবে। ৪০

ত্রিকোণকেশরাঙ্কুর কামঃ প্রীতিঃ রুতিঃ শুভা ।
 পঞ্চবাণান্ পুষ্পধনুঃ পূজয়েৎ কামমন্ত্রকৈঃ ॥ ৪১
 অষ্টপুষ্পিকরা পশ্চাৎ সম্পূজ্য পরমেশ্বরীম্ ।
 দেব্যাক্ত করগ্রহাণি শাক্তাণ্যঙ্গানি বাহনম্ ॥ ৪২
 পঞ্চাননং কেশরক দেহাত্রে তু প্রপূজ্যস্ব ॥ ৪৩
 পীঠদেবীং শারদাং তু কামাখ্যামধিদেবতাম্ ।
 ত্রিপুরাখ্যাং মহাদেবীং পীঠমত্যধিদেবতাম্ ॥ ৪৪
 কাশ্মেশ্বরীং মহোৎসাহাং মধ্য এবং প্রপূজয়েৎ ।
 চতুর্ভুজমস্ত্রেণ দক্ষাং পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ॥ ৪৫
 জগদ্ভূজাং স্তব্ধাং বলিং দক্ষাং নমস্কৃত্যবগুষ্ঠা চ ।
 যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্যাত্ম নির্মাণ্যং দিশি স্থলিনঃ^১ ॥ ৪৬
 চণ্ডেশ্বর্যৈ নম ইতি নিষ্কিপ্য চ বিসর্জয়েৎ ॥ ৪৭
 ততস্তু ভাক্তব্যার্থ্যং দক্ষাচ্ছিন্নাবধারণম্ ।
 দেবীক ছদয়ে স্থাপ্য স্থাপয়েদ্ যোনিমণ্ডলে ॥ ৪৮
 এবং দেবীং তু কামাখ্যাং যোনিমুদ্রাং^২ জগন্মরীম্ ।
 শারদাখ্যাং মহাদেবীং যোগেন বিধিনা যজ্ঞেৎ ।
 সর্মকামানু সুসম্প্রাপ্য শিবলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৪৯
 যদি পীঠং বিনাগ্রজ পূজয়েৎ কামকলিণীম্ ।
 নীলকুটে তদাপ্যতৎ সর্বমেব সমাচরেৎ ॥ ৫০

ত্রিকোণ কেশরের মধ্যে কাম, প্রীতি, রুতি, পাঁচটি বাণ পুষ্পময় ধনু কাম-মন্ত্রধারা পূজা করিবে । ৪১

পরে অষ্টপুষ্পিকা দ্বারা পরমেশ্বরীর পূজা করিবে, দেবীর করগ্রহ শক্ত ও অস্ত্রাদির পূজা করিবে । অনন্তর দেবীর বাহন সিংহ এবং ভায়র নামক নৈত্যেরও অঙ্গে পূজা করিবে । ৪২-৪৩

পীঠদেবতা শারদা, অধিদেবতা কামাখ্যা এবং প্রত্যধিদেবতা মহাদেবী ত্রিপুরারও পূজা করিবে । মধ্যভাগে মহোৎসাহা কাশ্মেশ্বরীরও পূজা করিবে । এবং চতুর্ভুজ মন্ত্রধারা পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে । ৪৪-৪৫

অনন্তর জগৎ, স্তব্ধ, বলিদান, নমস্কার, অবগুষ্ঠন এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া দিশান কোণে নির্মাণ্য প্রক্ষেপ করিবে । ৪৬

নির্মাণ্য ক্ষেপণের মন্ত্র ‘চণ্ডেশ্বর্যৈ নমঃ’ । নির্মাণ্য ক্ষেপণান্তে বিসর্জন করিবে । ৪৭

অনন্তর অচ্ছিন্নাবধারণের নিমিত্ত সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে । এবং দেবীকে ছদয়ে স্থাপন করিয়া যোনিমণ্ডলে স্থাপিত করিবে । ৪৮

যে ব্যক্তি যোনিরূপা জগন্মরী কামাখ্যা দেবীর এবং মহাদেবী শারদার এই রূপ বিধি অনুসারে পূজা করে, সে সমুদয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া অস্তে শিবলোক প্রাপ্ত হয় । ৪৯

যদি পীঠ ব্যতীত এই নীলকুট পর্ব্বতের অন্তর কোন স্থানে কামকলিণীর পূজা করে, তাহা হইলে উক্ত সকল প্রকার বিধির অনুষ্ঠান করিবে । ৫০

১। নির্মাণ্যানি ত্রিশূলিনঃ ।

২। যোনিমুদ্রাং ।

যদ্যন্তর যজ্ঞদেবীং জলে বা স্থিতিলেহি বা ।
 শিলাসিদ্ধি^১ চ বহ্নৌ বা দেবী পীঠে যথেষ্টয়া ।
 যজ্ঞেয়া ন যজ্ঞেয়াপি পীঠেবশ্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৫১
 এবং যঃ পঞ্চমুষ্টিধর্যঃ পঞ্চমুষ্টিধর্যঃ শিবাম্ ।
 ঐক্যেনাথ বা তস্য বহ্নঃ স্যাদবশ্যং যজ্ঞেয়া^২ ॥ ৫২
 বিদ্যা ন তস্য জায়তে নাথকো ব্যাধয়ন্তয়া ।
 ন তস্য সদ্ভোগোহন্তঃ স্মারকন্যাস-সমুদ্ভিতিঃ ॥ ৫৩
 গবাং কোটিপ্রদানান্তু যৎফলং জায়তে বৃথাম্ ।
 তৎফলং সমবাপ্নোতি কামাখ্যাং পূজয়ন্নরঃ ॥ ৫৪
 দশ পূর্বান্ দশগরান্ বংশানুক্রত্য পাপতঃ ।
 স কুং সম্পূজনেনৈব যম লোকমবাপ্নুয়াৎ ।
 দ্বিঃ সম্পূজ্য মহাদেবীং কামাখ্যাং যোনিমণ্ডলে ।
 শতং বংশান্ সমুক্রত্য দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫
 যদ্বিবারান্ পূজয়েৎ বিধিনানেন যানবঃ ।
 নৈলপর্বতমাক্রুত্ব কামাখ্যাং যোনিমণ্ডলে ॥ ৫৬
 স সহস্রন্ত বংশানামুক্রত্য পাপকোষতঃ ।
 ইহলোকে সুধৈর্য্যচিরায়ুশ্চমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭
 দেহান্তে মদ্যুহং প্রাপ্য গগনামধিপো ভবেৎ ॥ ৫৮
 যত্নাং কস্তামখাউম্যাং নবম্যাং বাপি সাধকঃ ।
 পঞ্চরূপান্ত কামাখ্যাং পঞ্চমস্তোত্রৈঃ সততকৈঃ ।
 পূজয়েত্তদাং দেবীং সত্ত্বৈলশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৯

যদি অন্তর জলে স্থিতিলে অথবা শিলাপ্রভৃতিতে দেবীর পূজা করিবে তাহা হইলে ইচ্ছামত পীঠদেবতাদিগের পূজা করুক বা না করুক, পীঠে অবশ্য অবশ্য পীঠদেবতাদিগের পূজা করিবে ॥ ৫১

এইরূপে যে ব্যক্তি পঞ্চমুষ্টিধর্য শিবকে পঞ্চতন্ত্র সমুদয় অথবা এক একটি-তন্ত্র দ্বারা পূজা করে, অমিকা বহ্নঃ তাহাকে বরদান করেন ॥ ৫২

তাহার কোন প্রকার বিঘ্ন আধি বা ব্যাধি উৎপন্ন হয় না এবং ধন বাণ্য ও সমুদ্ভিতি আর কেহই তাহার তুল্য হয় না ॥ ৫৩

কোটি গো প্রদান করিলে মনুষ্যের যে ফল লাভ হয়, কামাখ্যা দেবীকে-পূজা করিয়াও মনুষ্য সে ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৪

যদ্যুৎ একবার যাত্র কামাখ্যা দেবীর পূজা করিয়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশ পুরুষকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া আবার লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫

যে মনুষ্য যোনিমণ্ডলে কামাখ্যা দেবীকে তিনবার পূজা করে, সে পাপ-কোর হইতে আত্মবংশীয় সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করিয়া ইহলোকে সুখ ঐশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া দেহাবসানে আশ্রয় গৃহে গমন করিয়া প্রাণিপত্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬-৫৮

যে সাধক যে কোন অষ্টমী ও নবমীতে বরপ্রদা পঞ্চরূপা কামাখ্যাদেবীকে-পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া সতত পঞ্চমস্ত্র দ্বারা পঞ্চরূপের ধ্যান এবং পঞ্চ

১। শিলাসিদ্ধি ভয়া দেবীং পীঠদেবীম্ ।

২। বরদায়িকা—ইতি পাঠান্তরম্

যাতা তু পঞ্চ রূপাণি কপ্তা, মন্ত্ৰাংশ্চ^১ পঞ্চ বৈ ।
 কল্পকোটীসহস্রাণি যত্র লোকে চ মানবঃ ।
 হিঁসা দেবীপ্রসাদেন পরে^২ নির্বাপয়াম্বুধাৎ ॥ ৬০
 ইহ লোকে বাহিতার্থং সুখং প্রাপ্য যশস্তথা ।
 রিপুং জিহ্বা ন বর্শাম্বা যাতঙ্গানিব কেসরী ।
 চিরায়ুঃ পূজাপৌত্রৈশ্চ বিভবৈশ্চ সমন্বিতঃ ॥ ৬১
 ক্রীড়ন্তি তা হুমতবদ্ যুবতীভিষ্চ সাধরাং ।
 যক্ষরক্ষঃপিষাচানাং নেতা ভবতি নিত্যশঃ ।
 সর্বান্ কামানবাটীপ্যব হিঞ্জরাজসমো ভবেৎ ॥ ৬২
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ঐর্ষ উবাচ—

এতত্তত্ত্বং সমস্তত্ত্বং জ্ঞাত্বা বেতালভৈরবৌ ।
 পপ্রচ্ছতুস্তান্বকক হর্ষোৎফুল্লবিলোচনৌ ॥ ১

বেতালভৈরবাবুচতুঃ—

কামাখ্যার্যঃ ক্রতুঃ তত্ত্বং মাজং যুগ্মংপ্রসাদতঃ ।
 নমস্কারং তথা যুগ্মাং বলিদানং তথৈব চ ॥ ২
 তথৈব মাতৃকাস্তাসং পূজামাকান্ততঃ ক্রমম্ ।
 এতৎ সর্বং সমাচক্ষ বিস্তরেণ জগৎপ্রভৌ ॥ ৩

যত্ন জপ করিয়া পূজা করে, সেই মনুষ্য সহস্রকোট কল্প আমার লোকে বাস করিয়া অনন্তর দেবীর প্রসাদে পরম নির্বাপন প্রাপ্ত হয় । ৫৯-৬০

যে মনুষ্য ইহলোকে নিখিল বাহিতার্থ সুখ ও যশঃ প্রাপ্ত হইয়া সিংহ যেমন অবলীলাক্রমে যাতঙ্গদিগকে বিনাশ করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে শত্রুসকল বিনষ্ট করিয়া দীর্ঘায়ুঃ পূজাপৌত্রসমন্বিত হইয়া পুরস্রীপনের সহিত সাদরে অমরের স্থায় ক্রীড়া করত এবং যক্ষ, রক্ষঃ ও পিষাচদি নান্বকরূপে নিত্য সকল প্রকার অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া চন্দ্ৰের সাদৃশ্য লাভ করে । ৬১-৬২

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৫

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

নমস্কার ও যুগ্মাকথন

ঐর্ষ বলিলেন,—বেতাল ও ভৈরব এই সমস্ত মন্ত্র জ্ঞাপন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-
 লোচনে তান্বককে জিজ্ঞাসা করিল । ১

তাহারা বলিল,—আগমার প্রসাদে কামাখ্যার মাজ তত্ত্ব জ্ঞাপন করিলাম ।
 একশ্রেণে নমস্কার, যুগ্মা, বলিদান, সোড়শ উপচারের নিয়ম, মাতৃকাস্তাস এবং

শ্রুতো ন হি নো তুষ্টির্জায়েতে যোনিভূমিবুধঃ ৥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ—

বক্ষ্যামি যদহং পৃষ্ঠো ভবন্ত্যং পুত্রকোত্তমো ।
 শৃণুতং নবশার্দূলাবেকাগ্রমমসীধুনা ॥ ৫
 ত্রিকোণমথ যটুকোণমর্দ্ধচত্ৰং প্রদক্ষিণম্ ।
 দণ্ডমষ্টোঙ্গমুগ্রক সন্তথা নতিলক্ষণম্ ॥ ৬
 ঐশানী যথ কোবেদী দিক্ কামাখ্যাপ্রপূজনে ।
 প্রগন্তা স্তুতিলাদৌ চ সর্বমুর্থেষু সর্বতঃ ॥ ৭
 ত্রিকোণানিবাযস্থা তু যদি পূর্বমুখো যজ্ঞকঃ ।
 পশ্চিমাচ্ছাভবীং গচ্ছা ব্যবস্থাং নির্দিশেত্তদা ॥ ৮
 যদৌত্তরামুখঃ কুর্যাৎ সাধকো দেবপূজনম্ ।
 স্তদা যাম্যাস্ত বায়বীং গচ্ছা কুর্যাস্ত্ৰ সংহিতাম্ ॥ ৯
 দক্ষিণাদ্ বায়বীং গচ্ছা দিশং তৎপাচ্চ শাস্তবীম্ ।
 ততোহপি দক্ষিণাং গচ্ছা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ ।
 ত্রিকোণাখ্যা নমস্কারস্তি পূরাপ্রীতিদায়কঃ ॥ ১০
 দক্ষিণায়ায়বীং গচ্ছা বায়ুবাচ্ছাভবীং ততঃ ।
 ততোহপি দক্ষিণাং গচ্ছা তাং ত্যক্ত্বাগ্রৌ প্রবিশ চ ॥ ১১
 অগ্নিতো ব্রাহ্মণীং গচ্ছা তৎপশ্চাত্তরাসং দিশম্ ।
 উত্তরাচ্চ তথাস্ত্রয়ো ভ্রমণং ত্রিকোণবৎ ।
 যটুকোণোহয়ং নমস্কারঃ প্রীতিদঃ শিবদুর্গয়োঃ ॥ ১২

অষ্টম পূজার ক্রম, হে ভগবৎ প্রভো । এই সকল বিষয় বিস্তারপূর্বক কীৰ্ত্তন করুন । এ সকল শুনিয়া আমানের তৃপ্তি হইতেছে না । ২-৪

ভগবান্ বলিলেন,—হে পুত্রশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব । তোমরা দুইজনে যাহা বিজ্ঞান করিলে, আমি সেই সকল বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম । হে নবশার্দূলবর । তোমরা একাগ্রমনে একে প্রবেশ কর । ৫

ত্রিকোণ, যটুকোণ, অর্দ্ধচত্ৰাকার, প্রদক্ষিণ, দণ্ড, অষ্টোঙ্গ এবং উগ্র—এই সাত প্রকার নতি । ৬

কামাখ্যার পূজার ঐশানকোণ অথবা উত্তরদিক প্রগন্ত ; স্তুতিগানি সকল স্থানে সকল মূর্তিরই পূজা করিতে পারে । ৭

একণে ত্রিকোণাদির ব্যবস্থা বলা যাইতেছে ;—যদি পূর্বমুখ হইয়া পূজা করে, পশ্চিম হইতে ঐশানকোণে যাইয়া অবস্থানের নির্দেশ করিবে । ৮

যৎকালে সাধক উত্তরমুখ হইয়া দেব পূজন করিবে, তখন দক্ষিণদিক হইতে বায়ুকোণে যাইয়া অবস্থান করিবে । ৯

দক্ষিণ হইতে বায়ুকোণে গমন করিবে, বায়ুকোণ হইতে ঐশানকোণে গমন করিবে, তাহার পর আবার দক্ষিণে গমন করিয়া উহা ত্যাগ করিয়া অগ্নিকোণে প্রবেশ করিবে । অগ্নিকোণ হইতে নৈঋতকোণে গমন করিবে, নৈঋত কোণ হইতে উত্তরদিকে গমন করিবে, উত্তর হইতে অগ্নিকোণে গমন করিবে ; এইরূপে ত্রিকোণাকারে হইবার ভ্রমণ করিলে ইহা শিব ও দুর্গার প্রীতিপ্রদ যটুকোণী নমস্কার । ১০-১২

দক্ষিণাধারকীং পূজা তস্মাদাবৃত্য দক্ষিণম্ ।
 পূজা যোহসৌ নমস্কারঃ সোহর্জুর্জঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৩
 সত্বং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বর্জুলাকৃতি সাধকঃ ।
 নমস্কারঃ কথ্যতেহসৌ প্রদক্ষিণ ইতি বিদেবঃ ॥ ১৪
 ত্যক্ত্বা অমাসনস্থানং পশ্চাদ্দুর্গানমকৃতিঃ ।
 প্রদক্ষিণং বিনা বাত্ নিপত্য ভূমি দণ্ডবৎ ।
 দত্ত ইত্যাচ্যতে দেবৈঃ সর্বদেবৌষধমোনদঃ ॥ ১৫
 পূর্ববদন্তবস্তমৌ নিপত্য হৃদয়েন ভূ ।
 চিবুকেন মুখেনাথ নাসয়া হনুকেন চ ।
 ব্রহ্মরক্তেন^১ কর্ণাভ্যাং যজুমিন্‌স্পর্শনং ক্রমাৎ ।
 স চাষ্টাঙ্গ ইতি প্রোক্তো নমস্কারো মনৌষিতিঃ ॥ ১৬
 প্রদক্ষিণজয়ং কৃত্বা সাধকো বর্জুলাকৃতিঃ ।
 ব্রহ্মরক্তেন সংস্পর্শঃ কিত্তৈর্যস্মারমকৃতৌ ।
 স উগ্র ইতি দেবৌষধকচ্যতে বিষ্ণুভুক্তিঃ ॥ ১৭
 নদানাং সাগরো যজ্ঞদ্বিপদাং ব্রাহ্মণো বন্য ।
 নদীনাং জাহ্নবী হাম্বুগ্ দেবানাংপি চক্রধক্ ।
 নমস্কারেণ সর্বৈব তথৈবোগ্রঃ প্রশস্ততে ॥ ১৮
 ত্রিকোণাষ্টৈর্নরস্কারৈঃ ক্রুতৈরেব ভূ ভক্তিতঃ ।
 চতুর্ধর্গং লভেত্তক্লে নচিরাদেব সাধকঃ ॥ ১৯
 নমস্কারো মহায়জঃ প্রীতিনঃ সর্বতঃ সদা ।
 সর্বদেবামেব দেবানামন্তেষামপি ভৈরব ॥ ২০

দক্ষিণ হইতে বাত্ কোণে গমন করিয়া সেই স্থান হইতে দক্ষিণদিকে কিতিদূর আসিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম অর্জুর্জঃ বলিয়া কীর্তিত হয় । ১৩

সাধক বর্জুলাকারে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া যে নমস্কার করে, তাহাকে ব্রাহ্মণমণ প্রদক্ষিণ বলিয়া থাকেন । ১৪

আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া উহাকে পশ্চাৎ প্রদক্ষিণ বিনা পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া যে নমস্কার করা হয়, এই সর্বদেবের আশোদগ্ধ নমস্কারকে হেমাণ বস্ত্র নামে অভিহিত করেন । ১৫

পূর্বোক্ত প্রকারে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া হৃদয়, চিবুক, মূর, নাসিকা হনু, ব্রহ্মরক্ত, কর্ণদ্বয়দ্বারা যথাক্রমে ভূমিন্‌স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, পতিতগণ উহাকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার বলিয়া অভিহিত করেন । ১৬

যে নমস্কারে বর্জুলাকারে তিনটি প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মরক্তদ্বারা ভূমিন্‌স্পর্শ করা হয়, এই বিষ্ণু ভুক্তিপ্রদ নমস্কারকে দেবগণ উগ্র বলিয়া অভিহিত করেন ।

যেমন সপদিগের মধ্যে সাগর, ত্রিগদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, নদীগণের মধ্যে জাহ্নবী, দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু ; সেইরূপ সকল প্রকার নমস্কারের মধ্যে উগ্রনামক নমস্কার প্রশস্ত । ১৮

শুদ্ধ সাধক ভক্তিপূর্বক ত্রিকোণাদি নমস্কার করিয়া অচির কালেই চতুর্ধর্গ লাভ করে । ১৯

১। অক্ষি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যোহসাবুক্রো নমস্কারঃ প্রীতিদঃ সত্ততং হরেঃ ।
 মহামায়াপ্রীতিকরঃ স নমস্কারগোত্তমঃ ॥ ২১
 উক্তান্ত্র নমস্কারাঃ শৃণুতং পরন্তো যুযাম্ ৬
 যুযাণাং পরিসংখ্যানং স্বরূপঞ্চ যথাক্রমম্ ॥ ২২
 ধেনুশ্চ সম্পূটশ্চৈব প্রাজ্ঞনিবিষ্ণুপদ্মকৌ ।
 নারাতো যুগদন্তৌ চ যোনিবর্দ্ধং তৈথব চ ॥ ২৩
 বন্দনী চ^১ মহামুদ্রা মহাযোনিভূতৈথব চ ।
 ভগশ্চ পুটকৈশ্চ নিমগ্নোহথার্দ্ধচন্দ্রকঃ ॥ ২৪
 অঙ্গশ্চ ত্রিমুখকৈব শঙ্খমুদ্রা চ মূর্তিকঃ ।
 বজ্রকৈব তথা রক্তং ষট্ঠৈবোনিবিমলং তথা ॥ ২৫
 ষট্ঠঃ শিখরিণীভুজঃ পুটপু^২ হৃৎ হার্কপুট্রকঃ ।
 সন্মিলনী চ কুণ্ডশ্চ চক্রং^৩ শূলং তৈথব চ ॥ ২৬
 সিংহবজ্রং গোমুখঞ্চ প্রোন্মায়োন্নয়নং তথা ।
 বিহং পাণ্ডপতং শুক্লং ত্যাগোহথোৎসারিণী তথা ॥ ২৭
 প্রসারিণী চোদ্রমুদ্রা কুণ্ডলীব্যূহ এব চ ।
 ত্রিমুখা চামিবল্লী চ যোগো ভেদোহথ মোহনম্ ।
 ষাণো ধনুশ্চ ভূগীরং মুদ্রা এতাস্চ সত্তমাঃ ॥ ২৮
 অষ্টোত্তরশতং মুদ্রা ব্রহ্মণা য়াঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 তাসাম্ভ পঞ্চপঞ্চাশদেতা গ্রাহ্যাস্ত পূজনে ॥ ২৯
 শেষান্ত যান্ত্রিপঞ্চাশমুদ্রাস্তাঃ সময়েষু চ ।
 দ্রব্যানয়নসংক্ৰান্ত-নটনাদিস্থ তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০
 দেবানাং চিত্তনে যোগে ধ্যানেন অপ্যো বিসর্জনে ।
 আদ্যাস্ত পঞ্চপঞ্চাশমুদ্রা ভৈরব কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩১

নমস্কার একটী মহাযন্ত্র, হে ভৈরব । উহা সর্বদা সর্বপ্রকারে সকল দেবতার এবং অপারেরও প্রীতিদ। ২০

উক্তনামে যে নমস্কার, উহা সর্বদা হরির প্রীতিদ, এই নমস্কার ষষ্ঠ, মহামায়াও প্রীতিকরক । ২১

নমস্কারসকল উক্ত হইল, এক্ষণে তোমরা হৃদয়ে যথাক্রমে যুযাব পরি-
সংখ্যা এবং স্বরূপ প্রদণ কর । ২২

ধেনু, সম্পূট, প্রাজ্ঞ, বিষ্ণু, পদ্মক, নারাত, যুগ, দণ্ড, অঙ্গ, যোনি, বন্দনী, মহাযোনি, ভগ, পুটক, নিঃসঙ্গ, অর্দ্ধচন্দ্র, অঙ্গ, ত্রিমুখ, শঙ্খ, মূর্তিক, বজ্র, রক্ত; ষট্ঠৈথোনি, বিমল, ষট, শিখরিণী, ভুজ, পুট্র, অর্দ্ধপুট্র, অর্দ্ধধেনু, সন্মিলনী, কুণ্ড, চক্র, শূল, সিংহবজ্র, গোমুখ, প্রোন্মায়, উন্নয়ন, বিহ, পাণ্ডপত, শুক্ল, ত্যাগ, সারিণী, প্রসারিণী, উদ্রমুদ্রা, কুণ্ডলী ব্যূহ, ত্রিমুখ, আদ্যবস্তা, যোগ, ভেদ, মোহন, বাণ, ধনুঃ, ভূগীর, এই সকল ষষ্ঠমুদ্রা, এই একষত আটটি মুদ্রা ব্রহ্মা কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে । ২৩-২৮

হে ভৈরব । মুদ্রাবহিত জপ, প্রাণায়াম, দেবতার্জন, যোগ, ধ্যান, আসন

১। বন্দনী চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। ষর্ষাধনী চ কুণ্ডং চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

মূদ্রাঃ ক্রিনা তু যজ্ঞপ্যং প্রাপ্যাব্যমঃ সুবীৰ্জনম্ ।
 যোগে ধ্যানাসনে চাপি নিফলানি চ ভৈরব ।
 প্রত্যেকং লক্ষণং তেষাং শূন্যং তনয়ৌ যুবাং । ৩২
 দক্ষিণামধ্যমাংশেণ সব্যহস্তস্য তজ্জর্নীয়ম্ ।
 যোজয়েৎ সব্যমধ্যান্তে তজ্জর্জ্বা দক্ষিণেন বৈ ।
 তথা দক্ষানামিকয়া বামহস্তকনিষ্ঠিকাম্ ।
 অনামিকান্ত বামস্য দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া ॥ ৩৩
 যোজয়েত্তক্তিমান্ সব্যং দক্ষিণাবর্তনেন তু ।
 ধেনুমুদ্রা সযাখ্যাতা সর্বদেবসু ভূক্তিদা ॥ ৩৪
 সংযোজ্য হৌ তলৌ সর্বাণ্যঙ্গুল্যাণ্যপি হস্তয়োঃ ।
 সংযোজ্য পার্শ্বতোহঙ্গুষ্ঠৌ সম্পূটঃ প্রোচ্যতে সূরৈঃ ॥ ৩৫
 সর্বেষামথ দেবানাম্ সম্পূটঃ প্রীতিদায়কঃ ।
 ধ্যানচিন্তনযোগাদৌ সম্পূটঃ শস্ততে সদা ॥ ৩৬
 তিকুঙ্কমূলং পাণ্যোক্তং সংযোজ্যার্জ্ব এব চ ।
 মধ্যশূন্যঃ পুটাকারঃ প্রাঞ্চলিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৩৭
 অঙ্গুষ্ঠমস্তরং কৃত্বা পাণ্যোর্মুষ্টিং বিধায় চ ।
 সংযোজ্য বিধবত্তে তু বিশ্বমুদ্রা প্রকীর্তিতা ॥ ৩৮
 মণিবন্ধাদিকরভং সংযোজ্য করয়োর্বয়োঃ ।
 অঙ্গুষ্ঠে চাপি সংযোজ্য তথৈব চ কনিষ্ঠিকে ॥ ৩৯

এ সকলই নিফল জানিবে । হে পুত্রময়! এক্ষণে তোমরা দুজনে এই সকল
 মূদ্রার প্রত্যেকের লক্ষণ শ্রবণ কর । ৩০-৩১

দক্ষিণাবর্তক্রমে দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বামহস্তের
 তজ্জর্নীর এবং বামহস্তের তজ্জর্নীর সহিত দক্ষিণহস্তের মধ্যমার যোগ করিবে;
 এইরূপ দক্ষিণহস্তের অনামিকা, সহিত বামহস্তের কনিষ্ঠা এবং বামহস্তের
 অনামিকার সহিত দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠার সংযোগ করিলে ধেনুমুদ্রা হয়; এই
 মূদ্রা সযুগল দেবগণের ভূক্তি প্রদায়িনী । ৩২-৩৩

হস্তদ্বয়ের দুইটি তল এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে এবং উভয়ের
 অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পাশাপাশি করিয়া রাখিলে যে মূদ্রা হয়, তাহাকে দেবগণ সংপূট
 নামে অভিহিত করিয়াছেন । ৩৪

এই সংপূট সকল দেবতারই সর্বদা প্রীতিপ্রদ, ধ্যান, চিন্তন এবং যোগাদিতে
 এই সংপূট আতি প্রশস্ত । ৩৫

হস্তদ্বয়ের তলভাগ দ্রোণীর আকারে লম্বৎ কৃত্বিত করিয়া মধ্যমূল শূন্য
 রাখিয়া পরস্পর সংযোগ করিলে যে মূদ্রা হয় তাহার নাম প্রাঞ্চলি । ৩৬

অঙ্গুষ্ঠকে অন্তর করিয়া পাণিঘরে মুষ্টি আকারে বিধফলের মত, পরস্পর
 সংযোগে যে মূদ্রা হয়, তাহার নাম বিশ্বমুদ্রা । ৩৮

উক্ত হস্তের মণিবন্ধ হইতে করভভাগ, দুই অঙ্গুষ্ঠ এবং দুইটি কনিষ্ঠ একত্রিত
 করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিদের অঙ্গ অঙ্গ করিয়া বিবৃত রাখিলে যে মূদ্রা হয়,
 তাহার নাম পদ্মমুদ্রা । ৩৯

তিব্বতিম্ভবতঃ পান্যোত্তমকৌশলমুদ্রা ।
 পদ্মমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৪০
 অষ্টভুজমুদ্রা তদ্বৎ পান্যোত্তমকৌশলমুদ্রা ।
 অষ্টভুজমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৪১
 অষ্টভুজমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৪২
 অষ্টভুজমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৪৩
 অষ্টভুজমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৪৪
 অষ্টভুজমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৪৫
 অষ্টভুজমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৪৬
 অষ্টভুজমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৪৭
 অষ্টভুজমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৪৮
 অষ্টভুজমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৪৯
 অষ্টভুজমুদ্রা যথাশাস্ত্রা চতুর্ভুজমুদ্রা ॥ ৫০

উহা মনুষ্যদ্বিগকে চতুর্দ্বিগ প্রদান করে। অকুষ্ঠের অপ্রভাব দ্বারা তদ্বর্ণীক
উচ্চবৈশা ক্রমে যোগ করিলে এবং অকাল অকলী সম্যকরূপে প্রসারিত হইলিলে
যে মুক্তি হয়, তাহার নাম চারিযুক্ত। ৪০-৪১

হে যেতান ও ভৈরব ! এই প্রিয়করী নাট্যরম্যুজা জামার এবং শিবার
প্রীতিপ্রদ এবং সর্বনাশী প্রীতির নিমিত্তই হইয়া থাকে । ৪২

বাসমন্তের অর্ঘ্য হাড়িয়া একটি মুক্তি করিয়া নক্ষত্র হস্তের মধ্যস্থিত বহুপূর্বক
মুক্ত করিয়া মধ্যস্থিত সহিত তজ্জ্বলী এবং অর্ঘ্যের অগ্র সংযুক্ত করিয়া সাধক
বাসমুখির উপর নক্ষত্রভাগে দেখাইবে । ৪৩-৪৪

এই মুদ্রা নিখিল দেবগণের সকল কার্যে ভূতি প্রদান করে । ৪৫-৪৬

দক্ষিণ হস্তের অন্তর্গত ৩ মধ্যমাণি অঙ্গুলি সমাকুরূপে মণ্ড করিয়া তল্লগ্নীকে প্রসারিত করিলে যে ইঙ্গা হয়, তাহার নাম দশমুদ্রা । ৪৭

উত্তর করের সকল অঙ্গুলীগুলি সংযোজিত করিয়া উত্তর হস্তের কনিষ্ঠা-
 ষরকে বন্ধুত্ব সা বন্ধ ও সংযুক্ত করিয়া বাম হস্তের অনাধিকামূলে তাহার অগ্র-
 ভাগের যোগ করিবে এবং দক্ষিণের মধ্যমা মূলে বাম অগ্র যোজিত করিবে +

৪৮-৪৯

৪৮-৪৯
এইরূপ যোজনাই কতিবার পর অঙ্গুলিওপি আবিষ্কৃত করিলে যথো যথো
ফোনির আকার হয়, তাহার নাম যোনিমূদ্রা। ৫০

কামাখ্যায়াঃ পৰমুৰ্ত্তেৰ্হুণায়। অপি ভৈরব । ৩
 প্রীতিয়া যোনিমুদ্রেয়ং মহা কামস্ চ শ্রিয়া ॥ ৫১
 সংসক্তা অঙ্গুলীঃ সৰ্ব্বাঃ প্রসার্যাকুষ্ঠপৰ্ব্বণা ।
 অগ্রেণ চ কনিষ্ঠায়া অগ্রেণাপি চ যোজয়েৎ ।
 করস্তু দক্ষিণবৈবৰ্দ্ধযোনিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 মহাযোনিষ্ঠ কথিতা বৈষ্ণবী তন্ত্ৰেণ বরে ॥ ৫২
 সম্পূটং প্রাক্কলিং বাপি যদি শীর্ষে প্রদৰ্শয়েৎ ।
 বন্দনীয়্য সমাখ্যাতা যুজ্যা বিষ্ণুপ্রমোদিনী ॥ ৫৩
 সৈব চোক্ষুবণাসক্তা* মহামুদ্রা প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 দক্ষিণাক্ষে তু স্য সক্তা বৈষ্ণবী পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ৫৪
 মহাযোনিষ্ঠ কথিতা বৈষ্ণবী তন্ত্ৰগোচরঃ ।
 দ্বয়োক্ত মূলেহুষ্ঠাঙ্গমঙ্গুলীক কনিষ্ঠয়োঃ ॥ ৫৫
 নিযোজ্য প্রসূতীকৃত্য হৌ শানী যোজয়েৎ পুনঃ ।
 ভগমুদ্রা সমাখ্যাতা লক্ষ্মীবাণীশিবপ্রিয়া ॥ ৫৬
 সৰ্ব্বাঙ্গুলীনামগ্রেণৈব দক্ষিণস্তু করস্তু চ ।
 সংযোজ্যেকত্র পুরতো নির্দেশঃ পুটকঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭
 কনিষ্ঠানামিকাকুষ্ঠাঙ্গুলীনাং যোজয়েৎ যুগঃ ॥
 অত্রাপ্যেকত্র মধ্যান্তে তর্জনীক প্রসার্য বৈ ॥ ৫৮
 কুস্তীকৃত্য করদ্বন্দ্বং পৃথগগ্রে নিদৰ্শয়েৎ ।
 নিঃসঙ্গনামমুদ্রেয়ং নবসিংহবরাহয়োঃ ॥ ৫৯

হে ভৈরব ! পৰমুৰ্ত্তি কামাখ্যা ভগবতী হুণায় এবং কামের এই যোনিমুদ্রা
 অত্যুচ্চ প্রীতিপ্রদ । ৫১

অঙ্গুলি সকল সংসক্তভাবে প্রসারিত করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপৰ্ব্ব
 'আরা কনিষ্ঠার অগ্রভাগের যোগ করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম অৰ্দ্ধ যোনি-
 মুদ্রা । ইহাকে বৈষ্ণবীতন্ত্রে মহাযোনি বলে । ৫২

সম্পূট অথবা প্রাক্কলিয় যদি মস্তকে মস্তকে যোগ করা হয়, তাহা হইলে
 উহার নাম বন্দনী মুদ্রা হয়, উহা বিষ্ণুর অতিশয় প্রমোদকারিণী । ৫৩

এই মুদ্রা কর্ণে সংসক্ত হইলে মহামুদ্রা নামে অভিহিত হয় এবং উহা দক্ষিণ
 অংশে সংসক্ত হইলে বৈষ্ণবী নামে কীৰ্ত্তিত হয় ৫৪

বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রসঙ্গে মহাযোনিমুদ্রার বিষয় কথিত হইয়াছে । উভয় হস্তের
 কনিষ্ঠার মূলভাগে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গ সংযোজিত করিয়া অপর অঙ্গুলিসকল বিস্তৃত
 করিয়া হস্ততল দুটি পরস্পর সংলগ্ন করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম ভগমুদ্রা ;
 উহা লক্ষ্মী, বাণী ও শিবের প্রিয় । ৫৫-৫৬

দক্ষিণহস্তের সকল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া একান্তে বিশ্রাম করিলে
 যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম একটমুদ্রা । ৫৭

কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ একত্র সংযুক্ত আর মধ্যমা ও
 তর্জনী প্রসারিত । ৫৮

* ইত্যথিং দৃশ্যতে ।

১। শিবরাসক্তা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

কনিষ্ঠানামিকামধ্যমাকুঞ্চন দক্ষিণেন তু ।
 করস্য তৰ্জ্জনশূষ্ঠে প্রসার্য ত্রিযতে তু বা ।
 সা মুদ্রা হর্কচন্দ্রাখ্যা গ্রহণাং প্রীতিদায়িনী । ৬০
 উল্লীকৃত্য তথাস্থষ্ঠং করস্য দক্ষিণস্য তু ।
 কৃত্য মধ্যাং তদস্থষ্ঠং বামমুষ্টিং তথোজ্জিতঃ ।
 উল্লীকৃত্য তথা কুৰ্য্যাদঙ্গমুদ্রা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৬১
 এতচ্চ। এব মুদ্রায়াঃ কনিষ্ঠাদিবিরোধতঃ ।
 অষ্টৌ মুদ্রাঃ সমাখ্যাতা নাম তাসাং পৃথক্ শৃণু ॥ ৬২
 দ্বিমুখকৈব মুষ্টিক বজ্রমাবকমেব চ ।
 বিমলশ্চ ঘটকৈব তুঙ্গঃ পুণ্ড্র স্তথৈব চ ॥ ৬৩
 নবানাং বিষ্ণুমূর্তীনাং সার্কমঙ্গলেন মুদ্রিকাঃ ।
 ক্রমান্বব সমাখ্যাতা নারিকানাং তথৈব চ ॥ ৬৪
 সংযোজ্য করয়োঃ পৃষ্ঠে তথাবর্ত্য তু বৈ সবম্ ।
 প্রসার্য তর্জ্জনীমুগ্মং সংযুক্তং সর্বতঃ পুনঃ ।
 অঙ্গুষ্ঠৌ চ তথাসঙ্কৌ শঙ্কমুদ্রা প্রকীৰ্ত্তিতা । ৬৫
 উত্তানমঞ্জলিঃ কৃত্য অঙ্গুষ্ঠে হে কনিষ্ঠয়োঃ ।
 মূলে নিকিপ্য তু করৌ সংযোজ্যথ প্রদর্শয়েৎ ।
 সা যোনিরিত্তি বিখ্যাতা মুদ্রা দেবৌষভুষ্টিয়া ॥ ৬৬
 মুষ্টিদক্ষিণহস্তস্য যনোজ্জীকৃত্তিকা ভবেৎ ।
 সা ম্যাচ্ছিন্নবিণীমুদ্রা ব্রহ্মমূর্ত্যপ্রিয়া চ সা ॥ ৬৭

হস্তবদ্য পৃথক্ পৃথক্ কুচিত্ত করিয়া দেবতার সম্মুখে নিদর্শন করার নাম নিঃসঙ্গমুদ্রা, ইহা নরসিংহ এবং বরাহের প্রিয় । ৬৯

দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং মধ্যমা আকুঞ্চিত ও তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিয়া যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম অর্কচন্দ্র মুদ্রা, উহা গ্রহণের প্রীতিদায়িনী । ৬০

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উল্লী করিয়া সেই অঙ্গুষ্ঠকে বধো রাখিয়া তাহার উপর বামমুষ্টি স্থাপিত করিবে এবং উহারও অঙ্গুষ্ঠ উল্লী রাখিবে, এইরূপে যে মুদ্রা হয় তাহার নাম অঙ্গমুদ্রা । ৬১

এই মুদ্রারই এক একটি করিয়া কনিষ্ঠাদির মোচন করিলে আট প্রকার মুদ্রা হয়, উহাদের নাম তিন্ন তিন্ন । ৬২

যথা দ্বিমুখ, মুষ্টি, বজ্র, আবহ, বিমল, ঘট তুঙ্গ এবং পুণ্ড্র । ৬৩

মহ প্রকার বিষ্ণুমূর্তির অঙ্গমুদ্রার সহিত এই আট মুদ্রা যথাক্রমে প্রিয় এবং উহারা নারিকাদিগেরও প্রিয় । ৬৪

করতলের পৃষ্ঠভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া তাহা যুগপৎ আবর্ত্তিত করিলে এবং তর্জ্জনীবদ্য প্রসারিত ও সর্বতঃ প্রকারে সংসক্ত এবং অঙ্গুষ্ঠবদ্য সম্মুখে সংসক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম শঙ্কমুদ্রা । ৬৫

উত্তান অঞ্জলি করিয়া দুইটি অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাবদ্যের মূলে নিক্ষেপ করিবে, পরে পরে হস্তদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত করিলে যেকোন মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোনিমুদ্রা ; উহা দেবসমূহের তুষ্টিপ্রদায়িনী । ৬৬

অনামিক কনিষ্ঠে চ সংযোজ্য বায়ুনা পুনঃ ।
 মধ্যমাতর্জুনীনাঞ্চ ধেনুযুগ্মেব বন্ধনম্ ।
 যার্কধেনুবিতি ভ্যাভা চত্রেপ্রীতিবিক্তিনী । ৬৮
 করযোরজুসীনাঞ্চ সর্বাগ্রোণোকতঃ স্থিতা ।
 নিষোজ্য স্তে তলে চৈব তদধোহপি নিষোজ্য চ । ৬৯
 অষ্টৈরষ্টৈর্যোজয়েত্ সূত্রা সম্মিলনী তু সা ।
 ভৌমভূমিভূনীশানামিযং প্রীতিবিক্তিনী । ৭০
 সর্বাঙ্কনীস্ত সংযোজ্য দক্ষিণম্ করম্ চ ।
 কিম্ভাগং তথানম্য তলং কুর্যাত্ কৃত্বৎ ।
 সমাখ্যাতা কৃত্বম্ভা বৃথবাণীশিবপ্রিয়া । ৭১
 সর্বাঙ্কনীনাং মধ্যম্ বামহস্তম্ চাক্ষুণীঃ ।
 প্রমার্য্যাক্ষুষ্ঠযুগলং সংযোজ্যাগ্রেণ চৈব ।
 তদাক্ষুষ্ঠম্ কাষ্যং সমুখং বিতরেত্ততঃ ।
 চক্রম্ভা সমাখ্যাতা গুরুবিষ্ণুশিবপ্রিয়া । ৭২
 অক্ষুষ্ঠং মধ্যমাতর্জুনী নামমিত্ কুরম্ তু ।
 দক্ষিণম্ পরাশ্চিহ্নো যোজয়েৎ কতঃ পুনঃ ।
 শূলম্ভা সমাখ্যাতা মম শুক্রগৃহপ্রিয়া । ৭৩
 নিকৃচ্ছকতা তু করৌ বামাঙ্কুলিঙ্গম্ তু ।
 অগ্রোণি যোজয়েৎ কথো তলম্ভাসব্যহস্ততঃ ।
 অধঃ কৃত্বা বামহস্তং সূত্রা সিংহমুনী শ্বভা ।
 ইযং প্রীত্য তু হর্গায়াঃ সূর্যাপুত্রস্ত চক্রিণঃ । ৭৪

দক্ষিণ হস্তের সূত্রাতে অক্ষুষ্ঠ উর্দ্ধ করিলে শিখরিনী সূত্রা হয়, উহার নাম
 ভাস্মী এবং উহা সূর্য্যপ্রিয়া । ৬৭

অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই দুই অঙ্গসীকে ঋজুভাবে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া
 মধ্যমাতর্জুনীর বে ধেনুযুগ্মের কায় বন্ধন, তাহার নাম যার্কধেনুযুগ্মা, উহা
 দেখাইলে চত্রে প্রীতি বর্ত্তিত হয় । ৬৮

করযোর অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ এক একটি পৃথক করিয়া রাখিয়া তাহা-
 দের তলময় সংযোজিত এবং অধোভাগে বিয়োজিত করিয়া অগ্র সকলের যোগ
 করিলে যে সূত্রা হয়, তাহার নাম সম্মিলনীসূত্রা । এই সূত্রা সম্মিলনই এবং
 পৃথিবীস্থিত লিঙ্গসমূহের প্রীতিবর্ত্তিনী বলিয়া বিখ্যাত । ৬৯-৭০

দক্ষিণ হস্তের সকল অঙ্গুলি পরস্পর সংসক্ত এবং তলের কিয়ৎ অংশ আনত
 করিলে যে কুণ্ডাকার হয় উহার নাম কৃত্বম্ভা ; উহা বৃথগ্রহ, বাণী এবং শিখা-
 প্রিয় । ৭১

সকল অঙ্গুলির মধ্য দিয়া বাম হস্তের সকল অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অক্ষুষ্ঠধর
 অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া ঐ অক্ষুষ্ঠধরকে সমুখে রাখিলে যে সূত্রা হয়, তাহার
 নাম চক্রম্ভা, ইহা বৃহস্পতি গ্রহ, বিষ্ণু এবং শিবের প্রিয় । ৭২

দক্ষিণ করের অক্ষুষ্ঠ এবং মধ্যমা কিঞ্চিৎ নত করিয়া অঙ্গুলিভূমিকে অগ্রভাগে
 সংযুক্ত করিলে যে সূত্রা হয়, তাহার নাম ধেনুযুগ্মা, ইহা জ্যাহ্ন, অজ্ঞাহ্নের
 এবং কাষ্ঠিকের প্রিয় । ৭৩

হস্ততলময় কৃষ্ণিত করিয়া বামতলস্থ অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ বামতলে

কর্ণমূলে গোমুখায়া প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 যম সিংহাস্তথা রাহোঃ সৰ্বদা প্রীতিদায়িনী ॥ ৭৫
 মুষ্টিবহুস্তোত্ৰানং কৃৎসংযোজ্য পার্শ্বতঃ ।
 দক্ষিণক্ৰু কনিষ্ঠাদীন্ এসার্য্য ক্রমতঃ পুনঃ ।
 তথা বায়ুকনিষ্ঠাত্যামৈকেকেন এসারয়েৎ ॥ ৭৬
 অষ্টৌ মূত্রাঃ সমাখ্যাতা নামতঃ ক্রমতঃ যুগ্ম ।
 প্রোক্তাসোমমনৈকৈব বিদ্বং পাতপতং তথা ।
 অদ্বং ত্যাগঃ সারণী চ তথা ঠৈব এসারণী ॥ ৭৭
 আকুঞ্চকরণাখ্যন্ত দক্ষিণা সা চু মুষ্টিকা ।
 উগ্রমূত্রা সমাখ্যাতা বহুস্তয়া বিপর্য্যয়াৎ ॥ ৭৮
 ইষ্টাদিষ্টোকপালানাং দশ মূত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 সৰ্ব্বেষামেব দেবানাং পরমপ্রীতিবৰ্দ্ধনাঃ^১ ॥ ৭৯
 অঙ্গুষ্ঠাঙ্কু তজ্জল্যা অগ্রে ভাগেন যোজয়েৎ ।
 আকুঞ্চকরণাখ্যন্ত^২ দক্ষহস্তয়া চাঙ্গুলীঃ ॥ ৮০
 দর্শয়েৎ কুণ্ডলাকারং কুণ্ডলীশক্তিভূতিদম্ ।
 সৰ্ব্বেষামপি দেবানাং যথা তুষ্টিকরং মহৎ ॥ ৮১
 অঙ্গুষ্ঠাঙ্কু কীমবা অগ্রভাগে নিযোজ্য চ ।
 মধ্যমাং কনিষ্ঠাঞ্চ আকুঞ্চ্য দক্ষিণে করে ।
 ত্রিমুখায়া সমাখ্যাতা বিশ্বদেবপ্রিয়া সদা ॥ ৮২

মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দক্ষিণ হইতে বাম হস্ত কিঞ্চিং নিম্ন করিলে যে মূত্রা হয়,
 তাহার নাম সিংহমুখী মূত্রা । এই মূত্রা ভূগীর, সূর্য্যের পূজ শনিগ্রহের এবং
 চক্রীর প্রীতিপ্রদ । ৭৫

কর্ণমূলে গোমুখাকার করিলে ভগমূত্রা হয়, উহা আমাব, বিষ্ণুর এবং রাহুর
 সৰ্ব্বদা প্রীতিদায়িনী । ৭৬

মুষ্টিবহু উত্তানভাবে পাশাপাশি সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাদি
 অঙ্গুলি ক্রমশঃ এসারিত করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠাদি এক একটী করিয়া
 এসারিত করিলে যে আটটি মূত্রা হয় তাহাদিগের ক্রমশঃ নাম অবশ্য কর । যথা
 —প্রোক্তাস, উন্নমন, বিদ্ব, পাতপত, তদ্ব, ত্যাগ, সারণী ও এসারণী । ৭৬-৭৭

অঙ্গুলীসকল আকুঞ্চিত করিলে দক্ষিণা নামে মূত্রা হয়, বহুস্তের বিপর্য্যয়
 করিলে উগ্রনামে মূত্রা হয় । ৭৮

এই দশটি ইষ্টাদি দশদিক্‌পালের প্রীতিপ্রদ এবং সমুদয় দেবতার অতিশয়
 প্রীতিবৰ্দ্ধন । ৭৯

অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ তর্জ্জ্বনীর অগ্রভাগের সহিত যুক্ত করিয়া এবং দক্ষিণ
 হস্তের মধ্যাদি অঙ্গুলী আকুঞ্চিত করিয়া কুণ্ডলাকার যে মূত্রা হয়, তাহার নাম
 কুণ্ডলী মূত্রা ; উহা শক্তির তুষ্টিদায়িনী এবং অপরাপর দেবতাদিগেরও অতিশয়
 তুষ্টিকারিণী । ৮০-৮১

দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জ্বনী এবং মধ্যমা ও কনিষ্ঠা আকুঞ্চিত করিয়া যে
 মূত্রা হইবে ; উহা বিশ্বদেবদিগের সৰ্ব্বদা প্রিয় । ৮২

১। তথা তুষ্টিকরং মহৎ—ইতি পাঠান্তরঃ ।

২। আকুঞ্চমধ্যমাংগু—ইতি পাঠান্তরঃ ।

কেতোঃ প্রিহেয়ং সত্ততং মাতৃ নামপি তুষ্টিদা । ৮৩
 তুর্জগৎকৃষ্টরোবগ্রভাগৌ সংযোজ্য চানুশীঃ ।
 অত্রা আকুক্ষয়েতিতঃ সাহসিবল্লী প্রকীৰ্ত্তিতা । ৮৪
 পিতৃ নামথ সাধ্যানাং কুত্রাপাং বিশ্বকৰ্মণঃ ।
 সৰ্বদা প্রীতিজননী সাহসিবল্লী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৮৫
 শাদৌ ভলভ্যাং সংযোজ্য ভদ্রকৃষ্টময়ং ততঃ ।
 উৰ্দ্ধং সংযোজয়েন্নাতৌ ততোপরি তথাঞ্জলিঃ ।
 যোগমুদ্রা সমাখ্যাতা যোগিনাং ভদ্রদায়িনী । ৮৬
 সৰ্ব্বেষামপি দেবানাং পূজনে চিন্তনে তথা ।
 যোগমুদ্রা সমাখ্যাতা তুষ্টিপ্রীতিকরী সদা । ৮৭
 প্রাক্কলির্নাম মুদ্রা তু উৰ্দ্ধাধো ভাবযোজিতা ।
 বিত্তিঞ্চ বর্ষবেকতো উৰ্দ্ধাধঃ প্রসূতীকৃতৌ । ৮৮
 ভেদমুদ্রা সমাখ্যাতা হম বিকোর্বিধেঃ প্রিয়া । ৮৯
 অঙ্গুষ্ঠে হে তু নিক্সিপা করমোক্তভয়োবসি ।
 অগ্রেণ যোজয়েৎ পশ্চাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলং ততঃ^১ । ৯০
 উভয়োইত্তয়োশ্চাত্যাত্যজ্ঞাত্যাপ্ত যোজয়েৎ ।
 অত্রাটোক্ত পৃথক্কৃত্য বর্ষয়েত্তু কনিষ্ঠিকাম্ । ৯১
 মুদ্রা সমোহনং নাম কামদূর্গারমাপ্রিয়া^২ ।
 সৰ্ব্বেষামিহ দেবানাং মোহনং প্রীতিধং স্বতম্ । ৯২
 আনয়াসব্যহতস্ত সধ্যমানামিকে তথা ।
 তয়োঃ পৃষ্ঠে হুসংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠাভ্যং ততঃ পরম্ । ৯৩

এই মুদ্রা সৰ্বদা কেতুগ্রহের প্রিয় এবং মাতৃগণেরও তুষ্টিপ্রদ । ৮৩

তুর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযোজিত এবং অপর অঙ্গুলির আকুক্ষিত
করিয়া যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম অসিবল্লী । ৮৪

এই অসিবল্লী মুদ্রা পিতৃগণের, সাধ্যগণের, কুত্রগণের এবং বিশ্বকর্মার
সৰ্বদা প্রীতিজননী । ৮৫

শাদবয়ের ভলভ্যাং পরস্পর সংযোজিত এবং তাহার অঙ্গুষ্ঠের উৰ্দ্ধে নাভি-
দেবে যোজিত করিয়া তাহার উপর অঞ্জলি ছাপন করিলে যে মুদ্রা হয়,
তাহার নাম যোগ মুদ্রা ইহা যোগিনীদিগের তত্ত্ব প্রদায়িনী । ৮৬

এই যোগ মুদ্রা সকল দেবতার পূজনে এবং চিন্তনে তুষ্টি ও প্রীতিকরী । ৮৭

পূর্বেকোক্ত মুদ্রা উৰ্দ্ধাধোভাগে যোজিত হইলে প্রাক্কলি নামে মুদ্রা হয় । ৮৮

কার্যের সময় আট প্রকার ভেদ করিয়া দেখাইলে ভেদ নামক মুদ্রা হয়,
উহা আহার, বিষ্ণুর এবং বিধাতার প্রিয় । ৮৯

উভয় করতলে অঙ্গুষ্ঠের নিক্সিপা করিয়া পরে অগ্রভাগদ্বারা উভয় হস্তের
কনিষ্ঠাঙ্গুলের যোগ করিবে । ৯০

অবশিষ্ট তুর্জনী আদি অঙ্গুলিরও অগ্রভাগে যোগ করিয়া কনিষ্ঠাকে পৃথক্
করিয়া দেখাইলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম সমোহন নামক মুদ্রা ; উহা কাম,
দূর্গা এবং লক্ষ্মীর প্রিয় এবং অপর সকল দেবতারও মোহন ও প্রীতিপ্রদ । ৯১-৯২

১। তুর্জগৎপ্ত যোজয়েৎ—ইতি পাঠান্তর ।

২। শিবদূর্গাবদানুগা—ইতি পাঠান্তর ।

কনিষ্ঠাং তজ্জনীকৈষ অগ্ৰেণাযোজয়েত্ততঃ ।
 বাণমুদ্রা সমাখ্যাতা সৰ্বদেবস্য তুষ্টিদা ॥ ৯৪
 সৰ্বাঙ্গুলীস্ত সঙ্কোচা অঙ্গুষ্ঠমথ তজ্জনীম্ ।
 প্রসার্যা করবোঃ পশ্চাদঙ্গুষ্ঠাগ্রস্ত যোজয়েৎ ॥ ৯৫
 অঙ্গুষ্ঠাগ্ৰেণ তজ্জক্যা অগ্ৰেণাপি চ তজ্জনীম্ ।
 যথালঙ্ঘি প্রসার্যাপি ধেনুমুদ্রা একীভিষ্মিনী ॥ ৯৬
 সৰ্বাঙ্গুলীনামগ্রাণি ক্রান্তে তীর্থে নিযোজয়েৎ ।
 অনামিকায়াঃ পৃষ্ঠে তু অঙ্গুষ্ঠাগ্ৰং নিযোজ্য চ । ৯৭
 শূণ্যং তুণীরবং কৃত্বা তেষামন্তস্ত তৈরব ।
 তুণীরমুদ্রা চাখ্যাতা সৰ্ব্বেষাং প্রীতিবর্দ্ধিনী ॥ ৯৮
 মুদ্রাসু সংস্থিতা পূজা সৰ্ব্বেষু পরিচিহ্ননম্ ।
 মুদ্রাসু সংস্থিতা যোগা মুদ্রা যৌদিকরাস্ততঃ ॥ ৯৯
 যদা যদা পূজনেযু চিত্তেন ধ্যানকর্ম্মণি ।
 যজ্ঞাদৌ স্তবনে বাপি হস্তকঙ্কুং ন বিদভে ॥ ১০০
 তদা মুদ্রাবিতং কুর্যাদিষ্টাপূর্ত্তে করদ্বয়ম্ ॥ ১০১
 যজ্ঞকতোযু চেচ্ছক্টো হস্তো মুদ্রাসু চ কনঃ ।
 তদা মুদ্রাং বিখ্যাদেব তত্তং কৃত্বাং সমাচরেন্ ॥ ১০২
 মুদ্রাষিমুক্তহস্তস্ত ক্রিয়ান্তে কর্ম্ম মৈবিকম্ ।
 কৃত্বায়ং নিষ্ফলং যস্মাস্তস্মামুদ্রাবিতো ভবেৎ ॥ ১০৩

সব্য অর্থাৎ বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকাকে ঈষৎ মদ্র করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠভাগে তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযোজিত করিয়া পরে কনিষ্ঠা এবং তজ্জনীকে অগ্রভাগদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম-
 বাণমুদ্রা, উহা সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ । ৯৩-৯৪

উভয় হস্তের সকল অঙ্গুলী সঙ্কুচিত ও তজ্জনীকে প্রসারিত করিয়া এক-
 অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা অপর অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ এবং এক তজ্জনীর অগ্রভাগ
 দ্বারা অপর তজ্জনীর অগ্রভাগ যথালঙ্ঘি প্রসারিত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার
 নাম ধেনু মুদ্রা । ৯৫-৯৬

হে ভৈরব! সকল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ জম্বতীর্থে নিয়োজিত করিলে
 অনামিকার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র নিয়োজিত করিলে এবং তাহাদের অভ্যন্তর-
 তুণীরের মত শূন্য করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম তুণীর মুদ্রা ; ইহা সকলের
 প্রীতিবর্দ্ধিনী । ৯৭-৯৮

মুদ্রাতেই পূজার স্থিতি, মুদ্রার উপরেই চিত্তার আবির্ভাব হয়, মুদ্রাতেই
 যোগ সংগম, এই নিমিত্ত মুদ্রা সকল অত্যন্ত আনন্দকর । ৯৯

যে যে পূজায়, চিত্তায়, ধ্যান কার্যে, যজ্ঞাদিতে অথবা স্তব কার্যে হস্তের-
 কোন ক্রিয়া না থাকে, সেই সেই সময় করদ্বয়কে প্রথমে মুদ্রায়ুক্ত করিবে ।
 ১০০-১০১

যদি করদ্বয় যজ্ঞাদি কার্যে আদ্রুত হইয়াও মুদ্রা দর্শনে সক্ষম হয়, তাহা
 হইলে প্রথমে মুদ্রা দেখাইয়াই সেই যজ্ঞের আদ্রুত করিবে । ১০২

যদি মুদ্রাশূন্য হস্তে দেবকার্য্য করে, তাহা হইলে ঐ দেবকার্য্য নিষ্ফল হয়,
 এই নিমিত্ত মুদ্রায়ুক্ত হওয়াই উচিত । ১০৩

বিসর্জনে তু দেবানাং যন্ত য়া পরিকীৰ্ত্তিতা ।
 মুদ্রাং ত্যাং পূজাননৌ তু তন্ত চৈব প্রযোজয়েৎ ॥ ১০৪
 বিসৃজ্যোক্তামৃতে মুদ্রাং মুদ্রাযুক্তঃ সমাচরেৎ ।
 পূজনাদি সমস্তং কৰ্ম্মব্রজৌ বিচক্ষণঃ ॥ ১০৫
 অর্চৌ মুদ্রা পরং নাম মুদ্রা পুণ্যপ্রদায়িনী ।
 দেবানাং যোদয়া মুদ্রা তস্মাত্ত্যাং যত্নতন্তরেৎ ॥ ১০৬
 অর্ধযোনির্মহাযোনি-যোনিব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী ।
 মুদ্রা বিসর্জনে প্রোক্তা শিবাশ্রিপূরয়োঃ সদা ।
 হুগীতাঃ সৰ্ব্বক্ৰমেষু মুদ্রা এতাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১০৭
 যোনিঞ্চ সম্পুটৈকৈব মহাযোনিং তথৈব চ ।
 বর্জয়িত্বা ব্যস্তভাবাহুস্তানশ্চৈব যোজয়েৎ ॥ ১০৮
 ভবেদু যাস্তু ত্রিপকাশদয়া মুদ্রাঃ সমস্ততঃ ।
 তা ব্যস্তভাবাহীমাঃ সূর্যমুদ্রা যোদকরাঃ পরাঃ ॥ ১০৯
 এবং বাং কথিতা মুদ্রাঃ পূৰ্ণেন পূজ্যতুষ্টিদা
 ক্রমন্ত বসিধানন্ত শূনু বেতালভৈরব ॥ ১১০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মুদ্রাকথনে ষট্-ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

যে দেবতার বিসর্জনের সময় যে মুদ্রা দেখাইবার কথা হইয়াছে, সেই দেবতার পূজার সময় সে মুদ্রা দেখাইবে না । ১০৪

বিচক্ষণ সাধক বিসর্জনোক্ত মুদ্রাভিন্ন অপর বেঁ কোন মুদ্রাযুক্ত হইয়া পূজনাদি সমস্ত কার্য্য করিবে, কারণ, তাহা ইহাটো কৰ্ম্ম সকলের আধিক্য হইবে । ১০৫

এই হেতু মুদ্রাই পরে ধর্ম্ম, মুদ্রা পুণ্যপ্রদায়িনী, মুদ্রা দেবতাদিগের আনোদ-
 য়ায়িনী, এই নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক মুদ্রাপ্রদর্শন করিবে । ১০৬

অর্ধযোনি, মহাযোনি, যোনিব্রাহ্মী এবং বৈষ্ণবী এই কয়টি শিবা ও ত্রিপুবার বিসর্জনে উক্ত হইয়াছে । হুগীর সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিতেই এই মুদ্রাগুলি উক্ত হইয়াছে । ১০৭

যোনি, সম্পুট, মহাযোনি এই কয়েকটি মুদ্রাভিন্ন অবশিষ্ট ত্রিপকাশং মুদ্রা ব্যস্তভাব হেতু যে কার্য্যের নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত স্থানেও প্রয়োগ করিতে পারে । ১০৮

কিন্তু যোনি প্রভৃতি মুদ্রা ব্যস্ত ভাবে বিপরীত ফল প্রদান করে । দেবতা-
 দিগের পরম আনোদকর বসিতা উহাদিগের নাম মুদ্রা হইয়াছে । ১০৯

হে বেতাল ও ভৈরব ! পূজাকালে পূর্ব্ব দেবতার তুষ্টিপ্রদ মুদ্রার স্বরূপ
 তোমাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে বলিধান সকলের ক্রম অবশ কর । ১১০

ষট্-ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ক্রমেন বলিদানস্য স্বরূপং কথিত্বাদিতঃ^১ ।
 তথা স্যাদ্ভীতয়ে সম্যক্ তদ্ব্যং বক্ষ্যামি পুত্রকো ॥ ১
 বৈষ্ণবীতন্ত্রকাক্ষাণ্ডঃ ক্রমঃ সর্বত্র সর্বদা ।
 সাধকৈর্বলিদানস্য গ্রাহ্যং সর্বদমুদয় চ ॥ ২
 পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহা মৎস্তা নববিধা যুগাঃ ।
 মহিষো গোমিকা পাবশ্ছাগো কুরুশ্চ^২ শূকরঃ ॥ ৩
 খড়্গশ্চ কৃষ্ণসারশ্চ গোমিকা শরভো হরিঃ ।
 শার্কীলশ্চ নরশ্চৈব যুগাকুরুধিরং তথা ॥ ৪
 চণ্ডিকাভৈরবাদীনাম্ বলয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৫
 বলিভিঃ সাধ্যতে যুক্তিৰ্বলিভিঃ সাধ্যতে নিবম্ ।
 বলিদানেন সন্ততং কয়েচ্ছত্রনৃপান্ নৃপাঃ ॥ ৬
 মৎস্তানাম্ কচ্ছপানাম্ কৃষিভৈঃ সন্ততং শিবা ।
 মাসৈকং তৃপ্তিমাপ্নোতি গ্রাহৈর্মাসান্ড জীনথ ॥ ৭
 যুগানাম্ শোণিতৈর্দেবী নরাণ্যমপি শোণিতৈঃ ।
 অষ্টৌ মাসানবাপ্নোতি তৃপ্তিং কল্যাণদা চ সা ॥ ৮
 গোমিকানাম্ গোকৃষিভৈর্বার্ষিকীং তৃপ্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯

বলিদান-বিধি

ভগবান্ বলিলেন,—হে পুত্রহর । বলিদানের ক্রম এবং স্বরূপ, অর্থাৎ যে প্রকার কৃষিরাদি দ্বারা দেবীর সম্পূর্ণ প্রীতি হয়, তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি । ১

সাধকগণ সকল প্রকার বলিদানেই বৈষ্ণবীতন্ত্রকাক্ষিত ক্রম সর্বদা গ্রহণ করিবে । ২

পক্ষী সকল, কচ্ছপ, গ্রাহ, মৎস্ত, নব প্রকার যুগ, মহিষ, অজ, আনিক, গো, ছাগ, কুরু, শূকর, খড়্গ, কৃষ্ণসার, গোমিকা, শরভ, সিংহ, শার্কীল, মনুষ্য এবং শ্রীয়া গাজের কৃষি, ইহারা চণ্ডিকা দেবী ও ভৈরবদিগের বলিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে । ৩-৪

বলি দ্বারা যুক্তি সাধিত হয়, বলি দ্বারা স্বর্গ সাধিত হয় এবং বলিদান দ্বারা নৃপতিগণ শত্রু নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া থাকেন । ৫

মৎস্ত ও কচ্ছপের কৃষি দ্বারা শিবা দেবী নিয়ত এক মাস তৃপ্তি লাভ করেন এবং গ্রাহদিগের কৃষিরাদি দ্বারা তিন মাস তৃপ্তি লাভ করেন । ৬

দেবী, যুগ এবং মনুষ্যলোপিত দ্বারা আট মাস তৃপ্তি লাভ করেন এবং সর্বদা কল্যাণ প্রদান করেন । ৭

গো এবং গোমিকার কৃষি দ্বারা দেবীর সাংবার্ষিক তৃপ্তি হয় । ৮

১। বক্রশকৃষিরাদিভিঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। কুরুশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

কৃষ্ণসারস্ব কৃষিঠৈঃ শুক্লস্ব চ শোণিঠৈঃ ।
 প্রাপ্নোতি সত্ততং দেবীং তুষ্টিং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥ ১০
 অজ্ঞাবিকানাং কৃষিঠৈঃ শকবিশতিবার্ষিকীম্ ।
 মহিষাণ্যক খড়্গানাং কৃষিঠৈঃ শতবার্ষিকীম্ ।
 তুষ্টিপ্রাপ্নোতি পরমাং শার্দূলকৃষিঠৈস্তথা ॥ ১১
 সিংহ শরভশ্যাম স্বপাক্ষ্য চ শোণিঠৈঃ ।
 দেবী তুষ্টিমবাপ্নোতি সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ১২
 মাংসৈরপি তথা প্রীতি কৃষিঠৈর্বৎস্য যাবতী ॥ ১৩
 কৃষ্ণসারস্বগং বজ্রং তথা মৎস্যক রোহিতম্ ।
 বার্কীণসযুগলপি কসং তেষাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪
 কৃষ্ণসারস্ব মাংসেন তথা খড়্গেন চণ্ডিকা ।
 বর্ষাণ্যক শতাত্তোব তুষ্টিমাপ্নোতি কেবলম্ ॥ ১৫
 রোহিতস্য তু মৎস্যস্য মাংসৈর্বাক্ষীণসস্ত চ ।
 তুষ্টিং প্রাপ্নোতি বর্ষাণ্যং শতানি ত্রীণি মৎপ্রিয়া ॥ ১৬
 তুষ্ণ-বহ্নিস্থিষ্কীণং স্বেতং বৃদ্ধমজ্ঞাপতিম্ ।
 বার্কীণসঃ প্রোচ্যতেহসৌ হনো কষ্যে চ সংকৃতঃ ॥ ১৭
 নীলগ্রীবো বক্তৃশীর্ষঃ কৃষ্ণপাদঃ সিতচ্ছদঃ ।
 বার্কীণসঃ স্যাদ্ পক্ষী চ মম বিষ্ণোরপি প্রিয়ঃ ॥ ১৮
 মরেশ বলিনা দেবী সহস্রং পরিবৎসরান্ ।
 বিনিদন্তেন চাপ্নোতি তুষ্টিং লক্ষং ত্রিভির্নঠৈঃ ॥ ১৯

কৃষ্ণসার এবং শুক্লের কৃষিঠে দেবী দ্বাদশ-বার্ষিকী তুষ্টি লাভ করেন । ১০
 অজ্ঞ ও অাবিক কৃষিঠে দেবীর পঞ্চবিশতি-বার্ষিকী এবং মহিষ শার্দূল ও
 খড়্গকৃষিঠে দেবীর শতবার্ষিকী তুষ্টি লাভ হয় । ১১
 সিংহ, শরভ এবং স্বীয গাভের কৃষিঠে দেবী সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তুষ্টি
 লাভ করেন । ১২
 মাংসের কৃষিঠে যাবৎকাল তুষ্টির কথা হইয়াছে, মাংস খারাপ ততকাল
 তুষ্টি লাভ হয় । ১৩
 কৃষ্ণসারস্ব, গজার, রোহিতমৎস্য, যুগল, যুগল বার্কীণস এই সকল বসি-
 দানের পৃথক্ পৃথক্ ফল অবশ্য কর । ১৪
 কৃষ্ণসার ও গজারের মাংসে চণ্ডিকা দেবী পঞ্চশত বর্ষ নিরত তুষ্টি লাভ
 করেন । ১৫
 আয়ার পক্ষী বর্গা, রোহিত মৎস্যের মাংসে এবং বার্কীণসের মাংসে তিন-
 শত বৎসর তুষ্টি লাভ করেন । ১৬
 কীপেন্দ্রিয় স্বেতবর্ণ বৃদ্ধ অজ্ঞাপতির (পাটার) নাম বার্কীণস, নৈব এবং
 লৈজ কার্য্যে ইহার আদর করা হইয়াছে । ১৭
 যাহার গ্রীবা নীলবর্ণ, মস্তক বক্তবর্ণ, চরণ কৃষ্ণবর্ণ এবং পক্ষ স্বেতবর্ণ একপ
 পক্ষীরাষ্ট্রকেও বার্কীণস বলা হয়, ইহা বিষ্ণু এবং আয়ার প্রিয় । ১৮
 যথাবিধি প্রদত্ত একটি নরবলিতে দেবী সহস্র বৎসর তুষ্টি লাভ করেন, আর
 তিনটি নরবলিতে লক্ষ বৎসর তুষ্টি লাভ করেন । ১৯

নাটরগেবাথ মাংসেন ত্রিসমুদ্রকং বৎসরান্ ।
 তুষ্টিমাপ্নোতি কামাখ্যা ভৈরবী মম রূপধৃক্ ॥ ২০
 মন্ত্রপুতং শোণিতক পৌষং জায়তে সদা ॥ ২১
 যন্তককাপি তম্ভাতি মাংসকাপি তথা শিবো ॥
 তম্ভাত্ত্ব পূজনে দদাদ্বলেঃ শীর্ষক লোহিতম্ ॥ ২২
 ভোজ্যো হোমে চ মাংসানি নিযুক্তীয়াবিচক্ষণঃ ।
 পূজাসু নাম মাংসানি দদ্যদৈ সাধকঃ কচিৎ ॥ ২৩
 ঋতে তু লোহিতং শীর্ষমমৃতং তত্ত্ব জায়তে ॥ ২৪
 কুম্ভাণ্ডমিঙ্গুদণ্ডক মন্যমাসবমেব চ ।
 এতে বলিসমাঃ প্রোক্তান্তুস্তৌ ছাগসমাঃ সদা ॥ ২৫
 চল্লাহাসেন কত্রী বা ছেদনং মুখ্যমিচ্ছতে ।
 দ্যত্বাসিধেনুক্তকচশঙ্খলাভিস্ত মধ্যমম্ ।
 ক্ষুরক্ষুরপ্রভলৈশ্চ বাধমং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৬
 এভ্যাহৈশ্চৈঃ শক্তিবাণাঈর্ভলিচ্ছেদঃ কদাপি ন ।
 নাতি দেবী বলিং তত্ত্ব দাতা যজ্ঞায়রাধুয়াৎ ॥ ২৭
 হস্তেন ছেদয়েদ্ যন্ত প্রোক্ষিতং সাধকঃ পণ্ডম্ ।
 পক্ষিণং বা ব্রহ্মবধ্যামবাপ্নোতি সুহঃসহাম্ ॥ ২৮
 নামন্ত্য খড়্গান্ত বলিং নিযুক্তীত বিচক্ষণঃ ॥ ২৯
 খড়্গস্ত্যামন্ত্রণে যন্তা যাবন্তঃ কথিতাঃ পুরা ।
 মহামায়াবলৌ তে বৈ যোজ্যান্তুলোদিতা ব্রুটৈঃ ॥ ৩০

মনুষ্ঠমাংস দ্বারা কামাখ্যা দেবী এবং আমার রূপধারী ভৈরব তিন হাজার বৎসর তৃষ্টি লাভ করেন ॥ ২০

যেহেতু বলির মস্তক এবং মাংস দেবতার অত্যন্ত অভীষ্ট, এই হেতু পূজার সময় বলির শির এবং শোণিত দেবীকে দান করিবে ॥ ২১-২২

বিচক্ষণ সাধক ভোজ্যদ্রব্যের সহিত লোমশূণ্য মাংস দান করিবে এবং কখন কখন পূজোপকরণের সহিতও মাংস দান করিবে ॥ ২৩

ব্রহ্মশূণ্য মস্তক অমৃত তুল্য পরিগণিত হয় ॥ ২৪

কুম্ভাণ্ড, ইঙ্গুদণ্ড, মদ্য ও আসব ইহারাও বলি এবং কুম্ভ ছাগতুল্য তৃষ্টি-কারক ॥ ২৫

চল্লাহাস বা কত্রী দ্বারা বলিচ্ছেদ করাই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে ; দাড়, অসি, ধেনু, করাতে বা শঙ্খল দ্বারা বলিচ্ছেদ মধ্যম এবং ক্ষুর ক্ষুরপ্র ও তল দ্বারা বলিচ্ছেদ অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৬

এতদ্বির শক্তি বা বাণ প্রভৃতির দ্বারা কখনই বলিচ্ছেদ কর্তব্য নয় । বলি-দানে যে সকল অস্ত্র উক্ত হইয়াছে, তদ্বির অস্ত্র দ্বারা বলিচ্ছেদ করিলে দেবী উহা ভোজন করেন না এবং বলিদানকর্তা শীঘ্র মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭

যে সাধক প্রোক্ষিত পণ্ড বা পক্ষীকে হস্তদ্বারা ছেদ করে, সে অতি হঃসহ ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৮

বিচক্ষণ সাধক খড়্গকে মন্ত্রদ্বারা আমন্ত্রিত না করিয়া, কখনও বলিযোগ করিবেন না ॥ ২৯

তৈঃ সার্কমেতে মগ্নাস্ত যোজ্যাঃ খড়্গাদিমন্ত্রণে ।
 পূজনে শারদাদীনাম্ কামাখ্যাস্তা বিশেষতঃ ॥ ৩১
 দ্বিঃ কালীতি ততো দেব্যা বজ্জেশ্বরিশদং ততঃ ॥ ৩২
 ততোহনু নৌহদত্তায়ে নমঃ শেষে তু যোজয়েৎ ॥ ৩৩
 সম্পূজ্যানেনম যন্ত্বেণ খড়্গমাদার পাণিনা ।
 কালরাজ্যাস্ত যন্ত্বেণ তং খড়্গমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩৪
 নেত্রবীজস্ত মধ্যস্ত দ্বিরাবর্ত্য প্রযোজয়েৎ ।
 ততোহনু কালিকালীতি করালোপ্তী ততঃ পরম্ ।
 হাতাদৌশ্চ তৃতীয়েন ঘরেণৈকাদশেন বৈ ।
 যোজিতা নাদবিন্দুভ্যাং যৌ তৎপশ্চাত্ত্রিযোজয়েৎ ॥ ৩৫
 ফেংকারিণিশদং তস্মাৎ খাদরুচ্ছদয়েত্যতঃ ।
 সৰ্কান্ দৃষ্টানিতি ততো দ্বির্মাংস লুলাটকম্ ।
 খড়্গান দ্বিদ্ধি দ্বিদ্ধীতি ততঃ কিলকিলেতি বৈ ॥ ৩৬
 ততঃ চিকিচিকীভোবং ততঃ পিষপিষেতি চ ।
 ততোহনু রুধিরকেতি ফেং ফেং কিরিকিরীতি চ ॥ ৩৭
 কালিকায়ে নম ইতি কালরাজ্যাস্ত মন্ত্রকম্ ॥ ৩৮
 ইত্যনেন তু যন্ত্বেণ করবালেন্ভিমন্ত্রিতে ।
 কালরাজী ঘরং তত্র প্রসীদত্যব্রিহানয়ে ॥ ৩৯

পূর্বে মহাখাচার বলিতে খড়্গের আনুগ্ৰহবিষয়ে যতগুলি মন্ত্র বর্ণিত হই-
 য়াছে, পবিত্রগণ সেই সকল মন্ত্রের সর্বত্রই যোজনা করিবেন । ৩৩

শারদাদেবীর বিশেষ করিয়া কামাখ্যাদেবীর পূজার সময় খড়্গাভিমন্ত্রণ
 বিষয়ে পূর্বোক্ত মন্ত্রের সহিত বক্ষ্যমাণ কতকগুলি মন্ত্রের যোগ করিবে । ৩১

প্রথমে ‘কালী’ এই পদটি হইবার উচ্চারণ করিবে, তদনন্তর ‘বজ্জেশ্বরী’ এই
 পদটি উচ্চারণ করিবে । ৩২

তাহার পর ‘নৌহদত্তায়ে নমঃ’ এই বলিয়া পূজা করিবে । ৩৩

এই মন্ত্রদ্বারা খড়্গের পূজা করিয়া, কালরাজির মন্ত্রদ্বারা সেই খড়্গকে অভি-
 মন্ত্রিত করিবে । ৩৪

প্রথমে নেত্রবীজের মধ্যের তিনবার আবৃত্তি করিয়া প্রয়োগ করিবে । তদ-
 নন্তর কালী কালী এই শব্দের উচ্চারণ করিবে ; তদনন্তর বিকটদংষ্ট্রী এই
 কথাটি বলিবে । হস্ত অর্থাৎ দস্তাসকার আদি তৃতীয় অথবা একাদশ ঘর ও
 চক্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করিয়া, তাহার পর আর দুইটি পদের যোগ করিবে । ৩৫

প্রথম ‘ফেংকারিনী’ পদ দ্বিতীয় ‘খাদরু ছেদক’ এই পদ । তাহার পর
 “সৰ্কদৃষ্টানু” এই শব্দটির উচ্চারণ করিয়া “খড়্গান দ্বিদ্ধি, দ্বিদ্ধি” এবং “কিল
 কিল” এই পদদ্বয়ের উচ্চারণ করিবে । ৩৬

তাহার পর “চিকি চিকি” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তদনন্তর ‘পিষ পিষ’
 এই কথা বলিবে তাহার পর “রুধিরং” এই কথা বলিয়া তাহার পর ‘ফেং ফেং’
 কিরি কিরি’ ইহাও বলিবে । ৩৭

এই মন্ত্র দ্বারা করবালকে অভিমন্ত্রিত করিলে, কালরাজি ঘরং তাহার
 উপর প্রসন্ন হইয়া, শত্রুর বধ সাধন করেন । ৩৮-৩৯

বলেঃ পূর্বেবাদিতা মন্ত্ৰা নিত্যং গৃহ্যন্তু* সাধকৈঃ ।
 অয়ং মন্ত্ৰস্ত বক্তব্যস্তস্য হত্যাবিহানয়ে* ॥ ৪০
 অজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব বয়ন্তুবা ।
 অতস্ত্বাং যাতিয়িক্যামি* তস্তাদ্ যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥ ৪১
 ততো নৈবতমুদ্ভিশ্চ কামমুদ্ভিশ্চ চাখ্যনঃ ।
 ছেদয়েতেন বড়োন* বলিং পূর্বাননন্ত তম্ ॥ ৪২
 অথষোত্তরবক্তৃৎ তং মন্ত্ৰং পূর্বমুখস্তথা ।
 পূর্বেবাস্তান্ সৈক্ৰবাদীংস্ত* বক্তে* বশ্যং নিষোজয়েৎ ॥ ৪৩
 সৌবর্ণং স্নানতত্ত্বায়াং তৈত্তার* পত্রপুটঞ্চ বা ।
 যাহেয়ং কাংসমথবা যজ্ঞকাষ্ঠমরঞ্চ বা ।
 পাত্ৰং রুধিরদানায় কর্তব্যং বিভবাববি ॥ ৪৪
 ন লৌহে বন্ধলে বাপি বৈজ্রে রাজ্ঞে*থ সৈসকে ।
 দদ্যাদ্রক্তং বলীনান্তু কৃমৌ স্ফটি স্ফবে তথা ॥ ৪৫
 ন ঘটে ভূতলে বাপি দেয়ং ক্ষুদ্রে ন ভাজনে ॥ ৪৬
 রুধিরাপি প্রদদ্যাত্তু ভূতিকাশো নরোত্তমঃ ।
 নরস্য তু সপা বক্তৃৎ যাহেয়ে তৈসজে*থ বা ।
 দদ্যাদন্নরপতিস্ততু ন পত্রাদৌ কদাচন ॥ ৪৭
 হরমেহযুতে দদ্যাদ্ন কদাচিদ্রয়ং বলিম্ ।
 তথা দিকৃপালমেধে তু গজং দদ্যাদ্নবাধিপঃ ॥ ৪৮

পূর্বকথিত বলিদানের মন্ত্ৰসকল সাধকগণ নিত্য ব্যবহার করিবেন এবং
 বলির হত্যাভোগ নিবারণের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্ৰ পাঠ করিবেন । ৪০

স্বয়ন্তু মন্ত্ৰং যজ্ঞের নিমিত্ত পশু সকলের সৃজন করিয়াছেন, এই নিমিত্ত অন্য
 তোমার বধ করি । কারণ যজ্ঞে বধ অবধের সমান । ৪১

অনন্তর দেবতার উদ্দেশ্য করিয়া অথবা নিজের কামনার উল্লেখ করিয়া
 সেই খড়্গ দ্বারা বলিকে পূর্বমুখ রাখিয়া ছেদন করিবে । ৪২

অথবা বলিকে উত্তরমুখ রাখিয়া স্বয়ং পূর্বমুখ হইয়া বলি ছেদ করিবে এবং
 পূর্বেবাস্ত সৈক্ৰব আদিও মুখে সন্নিবেশিত করিবে । ৪৩

আপনার বিভব অনুসারে রুধির দানের নিমিত্ত সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র,
 বেতপত্রের দোনা, মৃগ্ময় খপ্পর, কাংস্য অথবা যজ্ঞীয় কাষ্ঠ-নির্মিত একটি পাত্ৰ
 করিবে । ৪৪

লৌহপাত্রে, বন্ধলে, পিণ্ডলপাত্রে, রক্তের পাত্রে অথবা কাচ পাত্রে কিংবা
 স্ফু বা স্ফবে বলিদিগের রুধির দান করিবে না । ৪৫

ঐশ্বর্য্যভিসাহী মনুষ্য ঘটে, বাটীর উপর, ক্ষুদ্র পানপাত্রে রুধির দান করিবে
 না । ৪৬

নরপতি, মনুষ্যের রক্ত মৃগ্ময় অথবা তৈজসপাত্রে রাখিয়া সর্বদা উৎসর্গ
 করিয়া দিবে, পত্রনির্মিত দোনাদিতে কখনই দিবে না । ৪৭

অশ্বমেধ যজ্ঞ ব্যতীত কখন ঘোটক বলি প্রদান করিবে না । রাজা দিকৃ-
 পালমেধ যজ্ঞে হস্তী বলি প্রদান করিবে । ৪৮

১। সাধ্যাঃ ।

৪। মন্ত্ৰেণ ।

২। হু যোহবিহানয়ে ।

৫। ঐশ্বর্য্যভিসাহী ।

৩। যাতিয়াম্যন্ত ।

৬। ঐজং

ন কদাচিত্ত্বা দেবেয প্রদত্তাক্ষরহস্তিনৌ ।
 হস্তাকর্ষে চামরস্ত বলিং দত্তান্নরাধিপঃ ॥ ৪৯
 সিংহং ব্যাঘ্রং নরকপি স্বগাজরুধিরং তথা ।
 ন দত্তাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেবেয কদাচন ॥ ৫০
 সিংহং ব্যাঘ্রময়ং দত্তা ব্রাহ্মণো নরকং ভুঞ্জেৎ ।
 ইহাপি সাংস হীনায়ুঃ সুখমৌভোগ্যবর্জিতঃ ৫১
 স্বগাজরুধিরং ব্রাহ্মজাশ্রবণ্যামিবাশ্রুয়াৎ ।
 মদ্যং দত্তা ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥ ৫২
 ন কৃষ্ণসারং বিত্তবেদুলিঙ্গ কত্রিসাদিকঃ ।
 দদত্তঃ কৃষ্ণসারস্ত ব্রহ্মহত্যা ভবেদ্ যতঃ ॥ ৫৩
 যত্র সিংহস্ত ব্যাঘ্রস্ত নরস্ত বিহিতো বধঃ ।
 ব্রহ্মণোক্তা তু বল্যাঙ্গদৌ তদ্রায়ং বিহিতঃ ক্রমঃ ॥ ৫৪
 কৃত্বা হৃতময়ং ব্যাঘ্রং নরং সিংহক ভৈরব ।
 অথবা পূপবিকৃতং যবক্কোদময়ক বা ।
 ঘাতয়েচ্চত্বাহসেন তেন মন্ত্ৰেণ সংকৃতম্ ॥ ৫৫
 প্রভৃতবলিদানে তু দ্বৌ কা ত্রীন্ বাগ্নতঃ কৃতান্ ।
 পূজয়েৎ প্রমুখান্ কৃত্বা সর্বান্ মন্ত্ৰেণ সাধকঃ ॥ ৫৬
 সামান্যপূজা কথিতা বলীনাং পূর্বেভ্যো মহা ।
 বিশেষো যত্র যত্রান্ত তন্মাত্রঃ শূণ্ণ ভৈরব ॥ ৫৭

দেবীর নিকট কখনই অশ্ব বা হস্তী বলি প্রদান করিবে না। রাজা অশ্বের পরিবর্তে চামর বলি প্রদান করিবে। ৪৯

ব্রাহ্মণ, দেবীর নিকট সিংহ, ব্যাঘ্র, মনুষ্য, স্বকীয় গাজের রুধির অথবা মদ্য কখনই বলি প্রদান করিবে না। ৫০

ব্রাহ্মণ সিংহ, ব্যাঘ্র এবং নরবলি প্রদান করিয়া নরকে গমন করে এবং ইহলোকে হীন-আয়ুঃ এবং সুখ-মৌভোগ্যহীন হয়। ৫১

ব্রাহ্মণ স্বীয় গাজের রুধির দান করিয়া আত্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয়, আর যদ্য দান করিয়া ব্রাহ্মণ্য হইতে হৃত হয়। ৫২

কত্রিয় কদাপি কৃষ্ণসার বলি প্রদান করিবে না, কারণ, কৃষ্ণসার বলি প্রদান করিলে, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। ৫৩

যে স্থলে ব্রাহ্মণের বলিদানপ্রসঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্র অথবা মনুষ্যের বধ বিহিত, সেই স্থলে এইরূপ ক্রম হইবে। ৫৪

ও ভৈরব! সে স্থলে হৃতময় পিষ্ঠেক বা যবচূর্ণময় ব্যাঘ্র, মনুষ্য অথবা সিংহ-নির্মাণ করিয়া তাহাকে পূর্কোক্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিবে এবং চত্বাহাস অস্ত্র দ্বারা তাহার ছেদ করিবে। ৫৫

সাধক যদি প্রচুর প্রমাণে বলি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে দুইটি বা তিনটি বলিকে সম্মুখে রাখিয়া অবশিষ্ট বলিসকলকে একযোগেই অর্চিত করিবে। ৫৬

হে ভৈরব! বলির পূর্বে আমি সাধারণ পূজামাত্র বলিয়াছি, এক্ষণে যে যে স্থলে বিশেষ হইবে, তাহা আমার নিকট অবগত কর। ৫৭

মহিষঃ প্রদবেদৈব্যৈ ভৈরবায় ভৈরবায় বৈ ।
 অনেনৈব তু যন্ত্রেণ তদা তং পূজয়েদনিম্নং ॥ ৫৮
 যথা বাহং ভবান্ দ্বেষ্টি যথা বহসি চণ্ডিকাম্ ।
 তথা হম রিপূন্ হিংস তভং বহ লুণারক ॥ ৫৯
 যমস্ত বাহনভুক্ত বরকপধরাবায় ।
 আয়ুর্বিদ্যং যশো দেহি কাসরায় নমোহস্ত তে ॥ ৬০
 খড়্গাস্ত তু যদা দানং ক্রিয়তে তদ্রম্যকম্ ।
 জলেনাত্ম্যকা কুবীরত শুভাক্রান্তেতি ভাষয়ন্ ॥ ৬১
 দৈবে পৈত্রে চ শুভগঃ খড়্গস্তং খড়্গসম্মিতঃ ।
 দ্বিচ্ছি বিদ্বান্ মহাভাগ শুভাক্রান্ত নমোহস্ত তে ॥ ৬২
 প্রদানে কৃষ্ণসারস্ত যন্ত্রেহিষং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 কৃষ্ণসার ব্রহ্মমূর্তে ব্রহ্মতেজোবিসর্জন ॥ ৬৩
 চতুর্বেদময়ং প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞাং দেহি যশো মহৎ ॥ ৬৪
 তথা শরভপূজায়াং যন্ত্রেমেতৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৬৫
 অষ্টমূর্তাদো বিদ্রষ্ট-চন্দ্রভাগসমুদ্ভব ।
 অষ্টমূর্তে বহাবহো ভৈরবায় নমোহস্ত তে ॥ ৬৬
 যথা ভৈরবরূপেণ বরাহো নিহতকুমা ।
 তথা শরভরূপেণ রিপূন্ বিদ্বান্ নিবৃদয় ॥ ৬৭
 হরিভুং হররূপেণ যথা বহসি চণ্ডিকাম্ ।
 তথা শুভানি যে নিভাং বহুবিদ্যাংস্ত সূদয় ॥ ৬৮

যখন ভৈরবী দেবী অথবা ভৈরবকে মহিষ বলি প্রদান করিবে, তখন সেই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে । ৫৮

হে মহিষ ! তুমি যেমন অস্ত্রের সহিত বিরোধ কর এবং চণ্ডিকাকে বহন কর, সেইরূপ আমার শত্রুর বিনাশ কর এবং আমার শুভ বহন কর । ৫৯

হে মহিষ ! তুমি যমের বাহন এবং শ্রেষ্ঠরূপধারী এবং অব্যক্ত তুমি আমাকে আয়ুঃ, বিদ্যা এবং যশোদান কর । হে কাসর ! তোমাকে নমস্কার করি । ৬০

যে পূজার গুণের বলি প্রদত্ত হইবে, সেই হলে জলদ্বারা অত্যাঞ্জন করিয়া শুভা হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করত একটি মণ্ডল করিবে । ৬১

হে খড়্গ ! তুমি দৈব ও পৈত্র কার্য্যে সুভগ এবং খড়্গ তুল্য, তুমি আমার বিদ্রুনিচয়ের হেতু কর, হে শুভাক্রান্ত ! তোমাকে নমস্কার করি । ৬২

কৃষ্ণসারের বলিদান সময়ে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের পাঠ করিবে । হে কৃষ্ণসার ! তুমি ব্রহ্মমূর্তি এবং ব্রহ্মতেজের পরিবর্তনকারী । ৬৩

তুমি চতুর্বেদময় এবং প্রাজ্ঞ তুমি আমাকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং যশ দান কর । ৬৪

শরভের পূজার সময় বক্ষ্যমাণ মন্ত্র প্রকীৰ্ত্তিত হইয়াছে । তুমি অষ্টপাদ, বিদ্রষ্টচন্দ্রভাগ হইতে সমুৎপন্ন ; হে মহাবাহো ! তুমি অষ্টমূর্তি ভৈরবরূপে তোমাকে নমস্কার করি । ৬৫-৬৬

যেমন ভৈরবরূপে তুমি বরাহকে নিহত করিয়াছ, সেই শরভরূপে আমার শত্রু এবং বিদ্রুনিচয়ের বিনাশ কর । ৬৭

হে সিংহ ! তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, সিংহরূপে হেরূপ চণ্ডিকাকে বহন

ত্বং হরিঃ সিংহরূপেণ জগৎপ্রভাহরুপিণম্ ।
 জঘান যেন সত্যেন হিরণ্যকশিপুং হরন্ ॥ ৬৯
 ইত্যেবং সিংহপূজারায় ক্রম উক্তো যদানঘ ॥ ৭০
 নরে স্নাত্তরুধিরে পর্য্যায়ং শূণ্ঠ ভৈরব ॥ ৭১
 পীঠে চৈন্দ্রীয়তে মর্ত্যো বলিং দদ্যাৎ শ্রশানকে ।
 শ্রশানং হেরুকনাথকু তৎপূর্বং প্রতিপাদিতম্ ॥ ৭২
 কামাখ্যানিলয়ে শৈলে শুভ্রাদৌ^১ বিদ্ধি তৎ ক্রমম্ ॥ ৭৩
 হম রূপং শ্রশানং তৈত্তিরবাখ্যকু কথ্যতে ।
 তদ্রাজত্বং তপঃসিদ্ধৌ ত্রিভাগন্তু ভবিষ্যতি ॥ ৭৪
 পূর্বার্ধে ভৈরবাখ্যো তু মহৎসৃষ্টির্নরকু তু ।
 দক্ষিণার্ধে শিরো দদ্যাৎভৈরব্য্য মুণ্ডমালয়া ॥ ৭৫
 রুধিরং পশ্চিমাৰ্ধে তু হেরুকাখ্য নিষোজয়েৎ ॥ ৭৬
 দত্ত্বা সম্পূজ্য তু নরং বিসৃজ্যাপমনক্রমে ।
 পীঠশ্রশানেষু বলিং নেক্ষেত্তু বলিদীপকম্ ॥ ৭৭
 অশ্রুত্বাপি যতো বত্ৰ দীযতে যশ্শাহাবলিঃ ।
 তত্রাপ্যশ্রুত চোৎসৃজ্য ত্রিভাগন্তু শিরোহুতম্^২ ॥ ৭৮
 নিষোজয়েৎ সাধকস্ত বিসৃজ্য ন বিলোকয়েৎ ।
 সুদ্রাতং মনুষ্যং দৌণ্ডং পূর্ববাহুনিরতাননম্ ॥ ৭৯

করিতেছে, সেইরূপ আমার মঙ্গল বহন কর এবং আমার শত্রুদিগকে নষ্ট কর, তুমিই সিংহরূপ ধারণ করিয়া। জগতের পীড়াকাত্তী হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ । ৬৮-৬৯

সিংহর অর্চনার সময় আমি এইরূপ ক্রমের উল্লেখ করিয়াছি । ৭০

হে ভৈরব । এক্ষণে যনুশ্র-বলি ও স্বীরগাজের রুধির বলির অর্চনার ক্রম প্রবণ কর । ৭১

পীঠপ্রসঙ্গে বল্য হইয়াছে যে, নিত্য শ্রশানে বলি প্রদান করিবে । ঐ শ্রশান শব্দে হেরুকনামক শ্রশান, উহা কামাখ্যা দেবীর আবাস শৈলে অবস্থিত । ইহা পূর্বের তন্ত্রের আদিতে বিধিৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে । ৭২-৭৩

ঐ শ্রশান আমার স্বরূপ এবং উহা ভৈরবনামেও অভিহিত হয় । ঐ শ্রশান তপঃসিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিভাগে কল্পিত হইয়াছে । ৭৪

উহার পূর্বার্ধ ভৈরবনামে প্রসিদ্ধ, তাহাতে তপস্কা করিলে সন্ধ্যা সিদ্ধিলাভ হয় ; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । উহার দক্ষিণার্ধে ভৈরবীদেবীকে মুণ্ডমালার সহিত মস্তক প্রদান করিবে এবং হেরুক নামক পশ্চিমাৰ্ধে রুধির প্রদান করিবে । ৭৫-৭৬

যনুস্বজিক অর্চন, দান এবং আগমনক্রমে পীঠস্থানের শ্রশান-ভূমিতে বিসর্জন করিয়া বলিদীপক প্রজ্জালিত করিবে । ৭৭

এইরূপ যেখানে যে মহাবলি প্রদত্ত হইবে, সেইস্থলেই সাধক একস্থানে উৎসর্গ, একস্থানে ছেদন করিবে এবং অশ্রুতে মস্তক এবং অশ্রুতে রুধির প্রদান করিবে । ৭৮

মাংসমৈথুনভোগেন হীনং শ্ৰুচ্চন্দ্রনোক্ষিতম্ ॥ ৮০
 কৃৎসোত্তরামুখং তু তদন্তেবঙ্গদেবতাঃ ।
 পূজয়েৎ তং তু নাম্না তু দৈবাভেন চ মানুষম্ ॥ ৮১
 তদন্তেবঙ্গেনে অঙ্গাপং তন্নাম্বাক মেদিনীম্ ।
 কর্ণমোক্ত তথাকানং জিহ্বাহাং সর্কতোমুখম্ ॥ ৮২
 জ্যোতীংষি নেত্রমোর্বিশুং বদনে পরিপূজয়েৎ ।
 ললাটে পূজয়েচ্চক্রেং শক্রেং দক্ষিণশতঃ ॥ ৮৩
 বামশতং তথা বহিঃ শ্রীবায়াং সমবর্তিনম্ ।
 কেশাগ্রে নিখতিং মধ্যে জ্বাশচাপি প্রচেতসম্ ॥ ৮৪
 মানামূলে তু মসনং কৃৎসে চাপি ধনেশ্বরম্ ।
 হৃদয়ে সর্পরাজস্ত পূজয়িত্বা পাঠেদিদম্ ॥ ৮৫
 নরবর্গা মহাভাগ সর্কদেবময়োত্তর ।
 বক্ষ মাং শরণাপন্নং সম্পূত্রপুত্রবাক্ষবম্ ॥ ৮৬
 সরাজ্যং মাং সহায়াত্যং চতুরঙ্গসমম্বিতম্ ।
 বক্ষ পরিভ্যক্ত্য প্রাণান্মরণে নিবর্তে সতি ॥ ৮৭
 মহান্তপোভিজ্ঞা নৈশ্চ যজ্ঞৈর্হং সাধ্যতেহমুত্তম্ ২ ।
 তন্মে তেহি মহাভাগ তুকাপি প্রাপ্নুহি ত্রিয়ম্ ॥ ৮৮
 বাক্ষসান্চ পিশাচান্চ বেভালান্চ সন্নীমূপাঃ ।
 নৃপান্চ রিপবান্চান্যে ন মাং তে দ্বস্ত তৎকৃতে ॥ ৮৯

আর একবার বিসর্জন করিয়া পুনরায় আর তাহার দিকে অবলোকন করিবে না । ৭৯

সূর্য্যাত, নীল, পূর্ব্বদিনে হরিদ্রাশী, মাংস, মৈথুন এবং ভোগবর্জিত, মালা এবং চন্দন দ্বারা অলঙ্কৃত মনুষ্যকে উত্তরমুখ করিয়া তাহার অবয়ব-নিচহে দেহতা সকলের পূজা করিবে এবং তাহাকে দেবতার সহিত অতিরিক্ত জান করিয়া তাহার পূজা করিবে । ৮০-৮১

অঙ্গবন্ধে অঙ্গার পূজা করিবে, নাসিকায় পৃথিবীর পূজা করিবে, কর্ণদ্বয়ে শক্তি এবং আকাশের পূজা করিবে, জিহ্বাতে অগ্নির, নেত্রে জ্যোতির, বদনে বিষ্ণুর, ললাটে আম্রার, দক্ষিণশত্রে ইন্দের, বামশত্রে বহির, শ্রীবায়া সমবর্তীর, কেশাগ্রে নিখতির, জহরের মধ্যে বরুণের, নাসিকামূলে পবনের, হৃদয়ে ধনেশ্বরের এবং হৃদয়ে সর্পরাজের পূজা করিয়া বক্ষ্যবগ মন্ত্র পাঠ করিবে । ৮২-৮৫

হে মহাভাগ নরশ্রেষ্ঠ । তুমি সর্কদেবময় এবং উত্তম, তুমি পুত্র, পুত্র ও বাক্ষবের সহিত শরণাপন্ন আমাকে রক্ষা কর । ৮৬

যত্না যখন অপরিভ্যক্ত্য, তখন তুমি প্রাণভ্যাগ কর এবং পুত্র, অমাত্য ও চক্ৰবর্গের সহিত আমাকে রক্ষা কর । ৮৭

হে মহাভাগ । মনুষ্য অতিশয় কঠোর তপস্বী, জ্ঞান এবং বজ্র দ্বারা যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তুমি আমাকে তাহা দান কর এবং ব্রহ্ম শ্রীলাভ কর ।

৮৮

১। বদুবর্গসম্বিতম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। মূপা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ত্বৎকণ্ঠনালগনিষ্ঠৈঃ শোণিতৈব্রহ্মসংযুতৈঃ ।
 অগ্ন্যায়বাস্তবশ্চৈব ব্রহ্মণে নিষতে সতি । ১০
 এবং সম্পূজ্য বিধিবৎ পূৰ্ব্বতঃপূৰ্ব্বক পূজয়েৎ ।
 পূজিতো যং ব্রহ্মাপোহয়ং নিকৃপালঃ সিত্তিতো ভবেৎ । ১১
 অধিষ্ঠিতস্তথাষ্টৈশ্চ ব্রহ্মাষ্টৈঃ সকলৈঃ সুতৈঃ ।
 কৃতপাপোহপি মনুষ্যো নিম্পাপস্য স তু আয়তে । ১২
 তস্মৈ নিম্নকৃষ্যন্ত পৌষ্যঃ শোণিতং ভবেৎ ।
 প্রীত্যতি চ মহাদেবী জগন্মাতা জগন্ময়ী । ১৩
 সোহপি কায়ং পরিত্যজ্য মানুষ্যং ন চিরাৎমৃতঃ ।
 ভবেদগণানামধিপো যতাপি ব্রহ্মসংকৃতঃ । ১৪
 ইতোহনুষ্ঠা পাপযুক্তং মলমূত্রবসানুতম্ ।
 তং বলিং ন হি গৃহ্নতি কামাখ্যান্যাপি নায়তঃ । ১৫
 অথেষাং মহিমাদীর্ঘাং বলীনামথ পূজনং ।
 কাযো মেধ্যত্বমায়তি রক্তং গৃহ্নতি বৈ শিব্য । ১৬
 অথেষোহপি চ দেবেভ্যো যদা যন্তু প্রদীয়তে ।
 উদর্জিতং প্রদদাতু পূজিতাঃ সুরাঃ বৈ । ১৭
 কাশং পক্ষ্মকান্তিবৃক্ষং রোগিণঞ্চ গলদ্বন্দ্বম্ ।
 ক্লীবং হীনাম্রমথবা বৃদ্ধলিঙ্গং কুলক্ষণম্ । ১৮
 বিধিগণ্যতিভুতক মহাপাতকিনং তথা ।
 অদ্বাদশকবর্ষীয়ং শিশুদুতকসংযুতম্ । ১৯

ভোমার এসান্নে ব্রাহ্মস, পিলাচ, বেতালগণ, সরীসৃপগণ, নৃপগণ, রিপু-
 গণ এবং অন্যান্য হিংস্রগণ যেন আমাকে বিনাশ করিতে অক্ষয় হয় । ৮৯

মরণ বধন অপরিহার্য ভখন তুমি পক্ষ্ম প্রাপ্ত হইয়া বীষ কণ্ঠনাল হইতে
 গলিত এবং অক্ষয় শোণিতদ্বারা দ্বারা তৃপ্তিলাভ কর । ৯০

এইরূপে পূজা করিয়া পূৰ্ব্বতঃপূৰ্ব্বক বিধিপূৰ্ব্বক পূজা করিবে । নববলি
 পূজিত হইয়া আমার স্বরূপ নিকৃপালগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত হয় । ৯১

এবং ব্রহ্ম প্রভৃতি অন্যান্য সকল দেবগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া সেই বলিরূপ
 নর পূৰ্ব্ব পাপাচারী হইলেও নিম্পাপ হইয়া যায় । ৯২

সেই পাপশূন্য বলিরূপ নরের শোণিত অমৃততুল্য হয়, তাহা দ্বারা জগন্ময়ী
 জগন্মাতা মহাদেবী প্রীতিলাভ করেন । ৯৩

সেই বলিরূপী নর মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া মরিতে মরিতেই গণদিগের
 অধিপতি হইয়া আমার অধিক সংকারের পাত্র হয় । ৯৪

এতদ্ব্যতীত অন্তপ্রকার পাপযুক্ত মলমূত্র ও বসানুত বলি কামাখ্যা দেবী
 নামদ্বারা গ্রহণ করেন না । ৯৫

অর্চনা দ্বারা অপরাপর মহিষ প্রভৃতির বলির শরীর বিস্তৃতিলাভ করে, এই
 নিমিত্ত দেবী ভাহা হইতে রক্ত গ্রহণ করেন । ৯৬

অন্যান্য দেবগণকে যে সকল বস্তু প্রদত্ত হইবে, সেই সেই দেবতার পূজা
 করিয়া এবং দেববস্তুও অর্চিত করিয়া নান করিবে । ৯৭

কাশা, বিগড়াক্ষ, অতিবৃক্ষ, রোগী, গলদ্বন্দ্ব, ক্লীব, অঙ্গহীন, বৃদ্ধলিঙ্গ, কুলক্ষ-

উর্দ্ধং নংবৎসরাচাপি মহাশুক্রনিপাতিমম্ ।
 বলিকর্মণি চৈতাংস্ত বজ্জ'য়েৎ পুজিতানপি ॥ ১০০
 পশুনাং পক্ষিণাং বাপি নরাণাঞ্চ বিশেষতঃ ।
 দ্বিয়ং ন দদ্যাত্ বসীন্ দত্তা নরকমাশ্রয়াৎ ॥ ১০১
 সজ্জাতবলিধানেষু যোষিতং পতপক্ষিণঃ ।
 বলিং দদ্যাদানুষীক্ত ত'জ্জ' সজ্জাতপুজিতম্ ॥ ১০২
 ন ত্রিযাসৌরকান্যানং পশুং দদ্যাজ্জিবাবলিম্ ।
 ন চ ত্রৈপক্ষিকান্যনং প্রদদ্যাত্তৈ পতদ্বিধম্ ॥ ১০৩
 কাশব্যাধাদিহৃষ্টস্ত ন পশুং পক্ষিণং তথা ।
 মেবৈ্য দদ্যাত্তথা মর্ত্যং তথৈব চ পতপক্ষিণৌ ॥ ১০৪
 দ্বিহ্মাঙ্গুলকর্ণাদীনু ভগ্নদন্তাং তথৈব চ ।
 ভগ্নশৃঙ্গাদিকং বাপি ন দদ্যাত্ কদাচন ॥ ১০৫
 ন ব্রাহ্মণং বলিং দদ্যাত্তাণ্ডালমপি পার্থিব ।
 নোংসৃষ্টং দ্বিজদেবেভ্যো ভূপতেস্তনয়ং তথা ॥ ১০৬
 রণেন বিজিতং দদ্যাত্তনয়ং বিপুভুভূতঃ ॥ ১০৭
 স্বপুত্রং ভ্রাতৃং বাপি পিতরকাবিরোধিনম্ ।
 বিটপতিক ন দদ্যাত্ ভাগিনেয়ক মাতুলম্ ॥ ১০৮
 অনুজ্ঞাহাপি দদ্যাত্ তথাঅজাতান্ যুগদ্বিজান্ ॥ ১০৯

পশু, দ্বিজী, ব্রহ্মকায়, মহাপাতকী, ছাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশু, যুতাশৌচ-
 যুক্ত এবং মহাশুক্রনিপাতনিবন্ধন কালাশৌচযুক্ত এইরূপ মনুষ্যদিগকে অর্চনা
 করিয়াও বলিকর্মে নিয়োজিত করিবে না । ১০০

পশু-স্ত্রী, পক্ষিণী বিশেষতঃ মনুষ্য-স্ত্রীকে কখনই বলি প্রদান করিবে না ।
 স্ত্রীকে বলিদান করিলে কর্তা নরকপ্রাপ্ত হয় । ১০১

যেখানে বিশেষ গণনা না করিয়া একেবারে দলে দলে বলি প্রদান করা
 হয়, সেইস্থলে সমুদয় দল একেবারে অর্চিত করিয়া ভক্তিপূর্বক পশু পক্ষীর স্ত্রী
 এবং মানুষকে বলি দিতে পারে । ১০২

তিন মাসের ন্যূনবয়স্ক পশুকে শিবাখলি দিবে না এবং তিনপক্ষের ন্যূনকাল
 জাত পক্ষীকেও বলি প্রদান করিবে না । ১০৩

কাশ এবং ব্যাধাদিদোষহৃষ্ট পশু বা পক্ষীকে দেবীর নিকট বলি দিবে না ।
 যেক্রপ দোষে হৃষ্ট মনুষ্য বলিদানে নিষিদ্ধ, পশু ও পক্ষীদিগের বিষয়েও সেইরূপ
 জ্ঞানিবে । ১০৪

দ্বিহ্মাঙ্গুল কর্ণাদিযুক্ত, দাঁতভাঙ্গা এবং শিংভাঙ্গা প্রভৃতি পশুকে কখনই
 বলিদান করিবে না । ১০৫

রাজা, দেব এবং দ্বিজগণের উদ্দেশে অর্চিত ব্রাহ্মণ অথবা চাণ্ডালকে বলি
 প্রদান করিবে না এবং রাজপুত্রকেও বলিদান করিবে না । শত্রু ভূপতির পুত্র
 যদি যুদ্ধে বিজিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলি দিতে পারে । ১০৬-১০৭

নিজের পুত্র, ভ্রাতা, বিরোধকারী হইলেও পিতা, জামাতা, ভাগিনের এবং
 মাতুল ইহাদিগকে বলি প্রদান করিবে না । ১০৮

অনুজ বা অজাত পশু ও পক্ষীকে কখন বলি প্রদান করিবে না । যদি

উক্তানাভে প্রদক্ষ্যত্ব গর্দভকোষ্ট্রেষেব চ ।
 লাভেহন্তেবার ন বিভরেহ্যাশ্রম্যষ্টে বরং তথা ॥ ১১০
 সম্পূজ্য বিধিস্ত্যং পত্নং পক্ষিণেষেব বা ।
 মহিষকপিঃ মন্ত্ৰেণ মন্ত্ৰেণৈব নিবেদয়েৎ ॥ ১১১
 নারং বর্জ্যানিষ্টোত্তরং দেব্যাঃ সমাগ্ নিবেদয়েৎ ।
 হাগন্ত বামতো দক্ষ্যাম্বাহিষং বিভরেৎ পুরঃ ।
 পক্ষিণং বামতো দক্ষ্যাদ্যতো দেহশোদিতম্ ॥ ১১২
 জ্বাদ্যাদ্যমাং পশুনাক্ত পক্ষিণাক্ত পিরোহমৃগম্ ।
 বামে নিবেদয়েৎ পার্শ্বে জলজানাক সর্ষপঃ ॥ ১১৩
 কৃষ্ণসারস্ত কূর্মস্ত খড়্গস্ত শশকস্ত চ ।
 গ্রাহ্যামথ মংস্তানামগ্র এব নিবেদয়েৎ ॥ ১১৪
 সিংহস্ত দক্ষিণে দক্ষ্যৎ খড়্গানোহপি চ দক্ষিণে ।
 পৃষ্ঠদেশে ন দক্ষ্যত্ব পিরো বা কুহিরং বনেঃ ॥ ১১৫
 নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো ন তু পৃষ্ঠতঃ ॥ ১১৬
 দীপং দক্ষিণতো দক্ষ্যৎ পুরতো বা ন বামতঃ ।
 বামতস্ত তথা ধূপমগ্রে বা ন তু দক্ষিণে ॥ ১১৭
 নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গচ্ছৎ পুষ্পক ভূষণম্ ।
 মন্ত্ৰে চেন্নধ্যাতাগে বামদক্ষ্যাদিপূর্ববৎ ॥ ১১৮

বলিদানে পশু প্রভৃতির লাভ না হয়, তাহা হইলে গর্দভ ও উষ্ট্রকে বলিদান করিতে পারে, কিন্তু অন্য জীবের লাভ হইলে ব্যাঘ্র, ঊষ্ট বা গর্দভকে বলি প্রদান করিবে না । ১১০-১১৩

পশু বা পক্ষীকে যথাবিধি অর্চিত করিয়া মন্ত্ৰ উচ্চারণপূর্বক ছেদন করিবে এবং মন্ত্ৰ উচ্চারণপূর্বক আয়াকে নিবেদন করিবে । ১১১

মনুষ্যের মস্তকের কুহির দেবীর দক্ষিণদিকে নিবেদন করিবে, হাগের পিরোকুহির বামদিকে এবং মহিষের পিরোকুহির সম্মুখে নিবেদন করিবে । পক্ষিণের পিরোকুহির বামদিকে নিবেদন করিবে এবং শরীরের শোণিত সম্মুখে নিবেদন করিবে । ১১২

বাসজুক পত্ন ও পক্ষিণের এবং সর্বপ্রকার জলজ জীবগণের মস্তক ও কুহির বাম পার্শ্বে রাখিয়া নিবেদন করিবে । ১১৩

কৃষ্ণসার, কূর্ম, খড়্গ, শশক, কুষ্ঠীর এবং বৎস ইহাদিগের কুহির সম্মুখে রাখিয়াই নিবেদন করিবে । ১১৪

সিংহের কুহির এবং গজের কুহির দক্ষিণে রাখিয়া নিবেদন করিবে । দেবতার পৃষ্ঠদেশে কোন বলির পিরোকুহির দান করিবে না । নৈবেদ্য দক্ষিণে, বামে, অথবা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিতে পার, কিন্তু কখন পৃষ্ঠদেশে নৈবেদ্য রাখিবে না । ১১৫

দীপ দক্ষিণে বা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে, কখনও বামভাগে রাখিবে না । ১১৬

এইরূপ ধূপ বামদিকে বা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে, কখনও দক্ষিণে রাখিবে না । ১১৭

১। সর্ষপস্ত চাপি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যদিহাঃ পৃষ্ঠদেশে দানাদন্তং দানন্ত বামতঃ ॥ ১১৯
 অবশ্যং বিহিতং মত্ৰ মনঃ তত্র দ্বিজঃ পুনঃ ।
 নারিকেলজলং কাংশ্চে তাত্রে বা বিসৃজেদমু ॥ ১২০
 নাপটপি দ্বিজো মন্যঃ কদাচিদ্বিসৃজেদপি ।
 ঋতে পুষ্পাসবাহুস্তাদ্ গৃহ্ণনাস্বা বিশেষতঃ ॥ ১২১
 রাজপুত্রস্তথামাত্যঃ সচিবঃ সৌপ্তিকাদয়ঃ ।
 নহ্যনবলিং ভূপ সম্পত্ত্যা বিভবায় চ ॥ ১২২
 নৃপাননুষতে মর্ত্যং দত্তা পাপমবাপ্নুয়াৎ ।
 উপস্থবে যশে বাপি যথেষ্টং বিতরেন্নরঃ ॥ ১২৩
 যঃ কশ্চিদ্ভাজপুরুষো নাস্তত্ত্বনি কদাচন ।
 বলিদানদিনাং পূর্বং দিবসে ভু বলিং নরম্ ॥ ১২৪
 মানন্তোকৈতি মন্ত্ৰেণ দেবীসূক্তেন যেন চ ।
 গন্ধদ্বারতানেনাপি ঋজুশীর্ষে নিধায় চ ॥ ১২৫
 তস্মিন্ ঋজো সুগন্ধাদি দত্তা তেনাধিবাসয়েৎ ।
 গন্ধাদিকন্ত ঋজুস্থং গলে তস্য প্রদাপয়েৎ ॥ ১২৬
 অদ্বৈত্বিকৈতি মন্ত্ৰেণ রৌদ্রেণ ভৈরবস্ত চ ॥ ১২৭
 এবস্ত সংস্কৃতে মর্ত্যো দেবী ব্রহ্মতি ভুং বলিম্ ।
 ন তস্য ব্যাঘরক্ষাপি ক্লৃপ্তা ব্রজনৌ চ' ॥ ১২৮

গন্ধপুষ্প এবং ভূষণ সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে। যদি যথুলে পূজা করে তাহা হইলে তাহার মধ্যভাগে রাখিয়া গন্ধাদি নিবেদন করিবে এবং বাম-দক্ষিণের বিচার পূর্বের মত করিবে। ১১৮

যদিহা পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া দেবীকে নিবেদন করিবে এবং অশ্বাশ্ব পানীয়-বস্ত্র বামভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে। ১১৯

যেস্থলে মন্য অবশ্য দেয়রূপে বিহিত হইয়াছে, সেইস্থলে ত্রাক্ষণ কাংশ্চপাত্রে নারিকেলোদক অথবা ত্রাক্ষণাত্রে মধু রাখিয়া দান করিবে। ১২০

আপৎকালেও ত্রাক্ষণ কদাচ মন্যদান করিবে না, তবে পুষ্পাসব অথবা কোটরজাত মধু দান করিতে পারে ১২১

রাজপুত্র, অমাত্য, সচিব এবং সৌপ্তিকগণ রাজার সম্পত্তি ও বিভবের নিমিত্ত নরবলি প্রদান করিবে। ১২২

ইহারা রাজার অননুষঙ্গিতে নরবলি প্রদান করিলে পাপগ্রস্ত হইবে। কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে অথবা যুদ্ধকালে যে কোন রাজসম্পর্কীয় পুরুষ ইচ্ছানুসারে মন্য বলি প্রদান করিবে। ১২৩

অপরে কখনই করিবে না। বলিদান-দিনের পূর্ব দিবসে কর্ত্তা সেই বলি-ভূত মনুষ্যকে 'মানন্তোক' এই মন্ত্র, দেবী সূক্তজয় এবং 'গন্ধদ্বারা' এই মন্ত্রদ্বারা বলির মন্তকে ঋজু ব্রহ্মা করিয়া সেই ঋজু গন্ধাদি দানপূর্বক বলিকে অধিবাস করাইবে। ১২৪-১২৬

অনন্তর ঋজুস্থ গন্ধাদি বলির গলায় অদ্বৈত্বিক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রৌদ্র মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা ভৈরবের মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্পণ করিবে। ১২৭

ন সূতকং দৃশ্যেতচ্ছাত্ত্বাৎপত্তিস্থিতাদিকম্ ॥ ১২১
 হিমং নবম্য শীর্ষস্ত পতিতং যত্র যত্র চ ।
 যচ্ছাত্ত্বাৎপত্তং বাপি পদ্মাদীনাম্ভ্যং ভাষ্করম্ ॥ ১২০
 হিমং শিরস্তথৈশাশ্র্যং নান্নং দিশ্চক্ৰবাকসে ।
 পতিতং রাজ্যহানিকং বিনাশকং বিনির্দ্দেশং ॥ ১২১
 পূর্বোদ্রিগ্যাম্যাক্রম্য-বায়ব্যাঙ্গিগতং ক্রম্যং ।
 ত্রিগুণং পুষ্টিং ভয়ং লালং পুত্রলাভং ধনং তথা ॥ ১২২
 ক্রম্যবিনির্দ্দেশনারং হিমশীর্ষস্ত ভৈরব ।
 উত্তরাবিক্রম্যেনৈব মহিবল্যাপি মন্তকঃ ।
 পতিতো বায়ুকাষ্ঠান্তে সূচ্যেদ্যচ্ছাত্ত্বম্ভ্যং ॥ ১২৩
 ভাগ্যহানিস্তথৈশ্বর্য্যং বিত্তং বিপুঞ্জয়ং ভয়ম্ ।
 রাজ্যলাভং ত্রিগুণাপি ক্রম্যবিক্রি তু ভৈরব ॥ ১২৪
 পশুনাষ্টকং সর্ব্বেষাং হাগাদীনামশেষতঃ ।
 এবং ফলং ক্রম্যবিক্রিয়াত্তে জলভবাত্তর্জী ॥ ১২৫
 জলজানাম্ পক্ষিগাত্ত্বাং যাম্যনৈর্দ্দেশ্যোত্তমম্ ।
 অশ্বত্বে তু ত্রিগুণং দশাং পতিতঃ পতিতং শিরঃ ॥ ১২৬
 যঃ শ্যামকটকটাপক্ষেপে দস্তানাম্ হিমমন্তকে ।
 নরাণাম্ পশুপক্ষ্যাদিত্রাহারীনাম্ রোগদঃ ॥ ১২৭
 লোভকং চক্ষুষ্যোজ্জীভ্যং যদি প্রবতি মন্তকে ।
 হিমং নবম্য রাজ্যস্ত ভদ্রা হানিঃ বিনির্দ্দেশং ॥ ১২৮

মনুষ্য এইরূপে সংস্কৃত হইলে দেবী সেই বসিকে রক্ষা করেন, সেই রাজ্যিতে
 ঐ বজির কোনরূপ ব্যাধি বা ক্ষুধতা হয় না । ১২৮

কোনরূপ যুত্বেশোচ বা ক্ষাত্তির উৎপত্তি আদিতে উৎপন্ন অশোচ তাহাকে
 দূষিত করে না । ১২৯

হিম মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির মন্তক যে যে স্থানে পতিত হইয়া পড় বা অণ্ডত
 হয়, তাহা গ্রহণ কর । ১৩০

মনুষ্যের হিম শির ঈশানকোণে বা নৈর্দ্দেশ্যকোণে পতিত হইলে রাজ্যহানি
 এবং রাজ্যের বিনাশ সাধন করে । ১৩১

হে ভৈরব ! পূর্ব, আগ্র্য, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং বায়ুকোণে ঐ হিম মন্তক
 পতিত হইলে যথাক্রমে লক্ষ্মী, পুষ্টি, ভয়, লাল, পুত্রলাভ এবং ধন উৎপাদন
 করে । ১৩২

হে ভৈরব ! হিম মহিষের মন্তক উত্তর দিক হইতে এক এক করিয়া বায়ু-
 কোণ অবধি পতিত হইলে যথাক্রমে যে যে ফল লাভ হয়, তাহা গ্রহণ কর ।
 ভোগ্য, হানি, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, বিপুঞ্জয়, ভয়, রাজ্যলাভ, এবং শ্রী । ১৩৩-১৩৪

জলজ এবং অণ্ডজ ভিন্ন ছাগ আদি নিখিল পশুর মন্তক পতনে দিক
 অনুসারে ঐরূপ ফল লাভ হয় জানিবে । ১৩৫

জলজ এবং পক্ষীদিগের হিম মন্তক দক্ষিণ ও অগ্নিকোণে পতিত হইলে
 ভয় এবং অশ্বদিকে পতিত হইলে শ্রীলাভ হয় । ১৩৬

মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও কুন্তীরাদির মন্তক হিম হইলে যদি দাঁড়ের কট্টকট্ট শব্দ
 হয় তাহা হইলে রোগ উৎপন্ন হয় । ১৩৭

মাহিষে মস্তকে নেত্রাদ্ যদি ভবতি লোভকম্ ।
 ছিন্নে নিবেদিতং বৈরিভূগমুত্বাং তদাদিশেং ॥ ১৩৯
 অশ্বোমামথ পশ্বাদিবলীনাং শিরসোহর্দিতাং ।
 নির্গতঃ লোভকং যন্তে পরাং ভীতিং গদং তথা ॥ ১৪০
 হসতি ছিন্নশীর্ষক্ষেদ্রারং স্মাতুং বিপ্লবকম্ ।
 শ্রীবৃদ্ধিরায়ুষো বৃদ্ধিঃ সগা দাতুঃ সংশয়ঃ ॥ ১৪১
 যদ্বদ্যাক্যং নিগদতি তথা ভবতি চাচিয়াং ।
 হুঙ্কারাজ্যাহানিঃ স্মাৎ শ্লেষদ্রাবাচ্চ পঞ্চতা ॥ ১৪২
 দেবানাং যদি নামানি ভাষতে ছিন্নমস্তকঃ ।
 বিভূতিমতুলাং বিদ্যাং যথাসাভ্যন্তরে তদা ॥ ১৪৩
 ক্রুধিরাধানকালে তু শকুশ্চদ্রে যদি ভবেৎ ।
 কার্যং তদাশ্চোক্তং বা দাতুঃ স্মান্নরণং তদা ॥ ১৪৪
 আক্ষেপাশ্বামপাদশ্চ মহারোগঃ প্রজায়তে ।
 অশ্বদাক্ষেপচলনৈঃ কল্যাণমুপজায়তে ॥ ১৪৫
 মাহিষশ্চ তু রক্তশ্চ মানুষশ্চ তু সাধকঃ ।
 অশ্রুষ্ঠানামিকাভ্যাস্ত কিঞ্চিদ্বক্তব্যং ভূতলে ॥ ১৪৬
 মহাকৌশিকমস্ত্রেণ নিক্ষিপেদ্বলিমুত্তমম্ ।
 দেবেভ্যঃ পুতনাদিভ্যো নৈঋত্যং দিশি পূর্বতঃ ॥ ১৪৭

যদি মস্তকচ্ছেদ হইবার পর চক্ষু হইতে মল নির্গত হয়, তাহা হইলে যে রাজ্যে এই ঘটনা হয় ঐ রাজ্যের হানি হয় । ১৩৮

মহিষের মস্তক ছিন্ন এবং পতিত হইলে যদি নেত্র হইতে লোভক নির্গত হয়, তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দী রাজার মৃত্যু হয় । ১৩৯

অপর্যাপ্ত বলি পশু প্রভৃতির মস্তক হইতে নির্গত লোভক অতিশয় ভয় এবং পীড়ার সূচনা করে । ১৪০

যদি মরবলির ছিন্ন শির হান্য করে, তাহা হইলে শত্রুর বিনাশ হয় এবং বলিদাতার সর্বদা লক্ষ্মী ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ১৪১

মরবলির ছিন্ন-মস্তক যে যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা অচিরকালেই সফল হয় এবং হুঙ্কার করিলে রাজ্যের হানি হয় এবং শ্লেষদ্রাব করিলে কর্তার পঞ্চজ হয় । ১৪২

যদি ছিন্ন মস্তক দেবতাদিগের নাম কীর্তন করে, তাহা হইলে বলিদাতা হয় যাসের মধ্যেই অতুল বিভূতি লাভ করে । ১৪৩

ক্রুধির দানকালে যদি ছিন্ন শরীরের উর্দ্ধ বা অধোভাগ হইতে বিষ্ঠা বা মূত্র নির্গত হয়, তাহা হইলে বলিদাতার নিশ্চয় মৃত্যু হয় । ১৪৪

ছিন্নদেহ বামপাদেয় আক্ষেপ করিলে মহারোগ উৎপন্ন হয় এবং অপর চরণের আক্ষেপে কল্যাণ লাভ হয় । ১৪৫

সাধক মাহিষ এবং মানুষের রক্তের কিঞ্চিৎ অংশ মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া মহাকৌশিক মস্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক পূর্ব হইতে নৈঋতকোণে পুতনাদি দেবতার উদ্দেশে যুস্তিকার উপর বলি প্রদান করিবে । ১৪৬-৪৭

মহিষঃ পঞ্চবর্ষীয়ঃ পঞ্চবিংশতিবার্ষিকঃ ।
 বলির্দেয়ো নরো দেবৈষ্য তস্য রক্তং ভূতয়ে ॥ ১৪৮
 নেত্রবীজদ্বয়ং কামবীজং হস্তাঃ প্রজাপতিঃ ।
 বহুবীজং ঘটব্রহ্মাণং সম্প্রজ্ঞ তথা পরাঃ ॥ ১৪৯
 ন এবৈতাস্তথৈতাবদানি বর্ণান্তসংবৃতঃ ।
 যষ্ঠম্বরশিখাবিন্দুশ্চক্ৰযুক্তস্তথা পরাঃ ॥ ১৫০
 ত্রির্মাসিকা বীজকান্তঃ কোশিকীত্যভিমন্ত্রণম্ ।
 এব বলিঃ স্বাহোতি মন্ত্রোহয়ং কোশিকী যুক্তঃ ॥ ১৫১
 নৃপো বৈরিবলিং দৃষ্টাৎ বজ্রমামন্ত্র্য পূর্বতঃ ।
 মহিমক্কাথ হাগং বা বৈরিমাস্তাভিমন্ত্র্য চ ॥ ১৫২
 মূত্রেণ বদনে বন্ধঃ^১ ত্রিবা তস্য ভু মন্ত্রকৈঃ ।
 হিষ্টা ভূতাত্তম্যাস্ত দেবৈষ্য দৃষ্টাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১৫৩
 যদা যদা রিপোর্দৃষ্টি ইলিধানং তদা পরম্ ।
 দৃষ্টাত্তদা শিরশ্চিত্তা রিপোস্তস্য ক্ষয়্য চ ॥ ১৫৪
 প্রাণপ্রতিষ্ঠাক রিপোঃ কুর্কাত্মিন্ পলাবথ ।
 তন্মিন্ কীণে রিপোঃ প্রাণাঃ কীর্ত্তে বিপদা যুতাঃ ॥ ১৫৫
 আদৌ বিরুদ্ধরূপিণি চতিকে চ ততঃ পরম্ ।
 বৈরিণশ্চমুখকেতি বাহীত্যাশ্বেতিভ্যং^২ পুনঃ ॥ ১৫৬
 বহিভাৰ্য্যা ততঃ পশ্চাৎ বজ্রমন্ত্রং একীভিতম্ ।
 স্বয়ং স বৈরা যো ভেষ্টি তমিমং পত্নরূপিণম্ ।
 বিনাশর মহামারী ক্ষেৎ ক্ষেৎ খাদয় খাদয় ॥ ১৫৭
 ইত্যনেন ভু মন্ত্রেণ বলেঃ শিরসি পুষ্পকম্ ।
 দৃষ্টাত্ততস্তদ্বিরং স্বাক্ষবান্ধাৎ^৩ নিবেদয়েৎ ॥ ১৫৮

পঞ্চবর্ষীয় মহিষ এবং পঞ্চবিংশতিবার্ষিক মনুষ্যকে দেবীর উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং তাহার রক্তই ভূতির নিমিত্ত হইবে ॥ ১৪৮

.....রাজা প্রথমে বজ্রকে আয়ত্তিত করিয়া শত্রুকে বলি প্রদান করিবে অথবা মহিষ বা হাগকে শক্র-নামে আয়ত্তিত করিয়া বলি প্রদান করিবে ॥ ১৪৯-১৫২

মন্ত্র পাঠপূর্বক বলির মস্তক মূত্রদ্বারা তিন প্রকারে বদ্ধ করিয়া বলিচ্ছেদ করিয়া তাহার উত্তম্যাস্ত যত্নপূর্বক দেবীকে অর্পণ করিবে ॥ ১৫০

যখন যখন শত্রুর বৃদ্ধি দেখিবে তখন তখন তাহার ক্ষয় কামনা করিয়া অপরের শিরচ্ছেদ করিয়া বলি প্রদান করিবে ॥ ১৫৪

ঐ বলিরূপ পণ্ডিতে শত্রুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, ঐ বলির ক্ষয় হইলে শত্রুর বিপদ হইবে ॥ ১৫৫

‘বিরুদ্ধ-রূপিণি চতিকে । বৈরিণং তং খাদয় স্বাহা’ এই মন্ত্রের নাম বজ্র মন্ত্র । এই সেই আমার বৈরী, যে সর্বদা আমার উপর ঘেঁষ করে; হে মহামারি এক্ষণে শত্রুরূপধারী উহাকে বিনাশ কর ॥ ১৫৬-১৫৭

‘ক্ষেৎ ক্ষেৎ খাদয় খাদয়’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই বলির মস্তকে পুষ্পদান করিবে । তদনন্তর তাহার রক্তের স্বাক্ষর মন্ত্রদ্বারা উৎসর্গ করিয়া দিবে ॥ ১৫৮

১। বদনং বন্ধা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। বাহি স্বমিতি ভ্যং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। স্বাক্ষবান্ধাৎ ।

মহানবম্যাং শরদি যদেবং দীক্ষতে বলিঃ ।
 শুদা শুদকোদ্রভৈর্ম্যাংসেহৈমং সমাচরেৎ ॥ ১৫৯
 হৃগাত্ত্বেন মস্ত্রেন প্রণীতে দহনে শুচৌ ।
 এবং দ্বাদা বলিং মর্ন্ত্যো ত্রিপুঙ্কয়মবাগ্নদ্বারাৎ ॥ ১৬০
 নাভিরুদ্রস্থাক্রধিরং পৃষ্ঠভাগস্য চ ত্রিধৈ ।
 হৃগাত্ত্বক্রধিরং দদ্যাদ্ভ কদাচন সাধকঃ ॥ ১৬১
 মোষ্ঠস্য চিবুকস্তাপি নেত্রিয়াগাঞ্চ মানবঃ ॥ ১৬২
 কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোৰ্দ্ধ্বং বাহুয়োঃ পানিস্মৃতে তথা ।
 এদন্তাক্রধিরং যাতং নাভিকূর্য়াক্ষ সাধকঃ ॥ ১৬৩
 গণ্ডয়োশ্চ ললাটস্য ক্রবোর্মধ্যস্থ শোণিতম্ ।
 কর্ণাভ্য চ বাহুয়োশ্চ গলয়োরুদরস্য চ^১ ॥ ১৬৪
 কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোৰ্দ্ধ্বং হৃস্তাগস্য যতশ্চতঃ ।
 পার্শ্বয়োশ্চাপি ক্রধিরং হৃগায়ৈ বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৬৫
 ন শুল্কতোহসৃক্ এদন্তাদ্ভ ক্রবোর্মাণি বক্তু তঃ ।
 ন চ রোগবিলাদজ্জায়াগতাতাক্ষ ভৈরব ॥ ১৬৬
 তদর্থে চ কৃত্যযাতঃ সত্রকোহস্কুকমানসঃ ।
 ক্ষতে হৃদ্রং এদন্তাদ্ভ পদ্মপুষ্পস্য পত্রকে ॥ ১৬৭
 মৌবর্ণে^২ রাজতে কাংথে লৌহে ফালে চ বা নরঃ ।
 নিধায় দেবৈব্য দদ্যাদ্ভ তদ্রক্তং মন্ত্রপূর্বকম্ ॥ ১৬৮

শরৎকালের মহানবমীতে যদি এইরূপ বলিপ্রদান করা হয়, তাহা হইলে
 ঐ বলির অষ্টোদ্র হইতে মাংস লইয়া তাহা দ্বারা হোম করিবে । ১৫৯

হৃগাত্ত্বমন্ত্রদ্বারা শুচিনামক অগ্নি প্রণীত হইয়া তাহাতে উক্তনিয়মে বলিদান
 করিয়া সাধক শত্ৰুকরপ্রাপ্ত হয় । ১৬০

হে ত্রিধৈ ! সাধক যদি স্বকীয় গায় হইতে ক্রধির দান করে তাহা হইলে
 নাভির অধোভাগ হইতে অথবা পৃষ্ঠদেশ হইতে কখন ক্রধির দান করিবে না ।
 ১৬১

ওষ্ঠ চিবুক অথবা বাহুয়েন্দ্রিয় হইতে ক্রধির দান করিবে না । ১৬২

সাধক কণ্ঠের অগ্রভাগ এবং নাভির উর্দ্ধভাগ হইতে এবং তলদ্বয় ভাগ
 করিয়া বাহুদ্বয় হইতে ক্রধির দান করিবে, কিন্তু শরীরের আঘাত প্রকাশ
 করিবে না । ১৬৩

গণ্ড, ললাটে, ক্রব মধ্য, কর্ণাভ, বাহুদ্বয়, শুনদ্বয়, উদর, কণ্ঠের অধঃ ও
 নাভির উর্দ্ধস্থিত যাবতীয় হৃদয়ভাগ এবং পার্শ্ব—এই সকল অঙ্গের ক্রধির
 দেবীকে দান করিবে । ১৬৪-১৬৫

হে ভৈরব ! শুল্ক, জজ, বক্তু, রোগযুক্ত অঙ্গ অপসর্গকৃত আহত অঙ্গ
 হইতে ক্রধির দান করিবে না । ১৬৬

যদ্যুৎ অস্ত্রাযুক্ত হইয়া ঐ ক্রধির নির্গত করিবার নিমিত্তই অক্ষুব্ধচিত্তে আপ-
 নার অস্ত্রে স্বয়ং আঘাত করিয়া ক্রধির নির্গত করিয়া পদ্মপুষ্পের পাত্রে, কিংবা

১। শুশরোঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। রাজতে পাত্রে কাংথে ফালে চ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

খননং কুরিকাখড়গশঙ্কলাদি যদন্তকম্ ।
 যাতেন বৃহদন্তম্ মহাকলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬৯
 পদ্মপুষ্পম্ পত্রম্ যাবদ্ গৃহীত্বি শোণিতম্ ।
 তৎপ্রমাণে চতুর্ভাগাধিকং ব্রহ্মস্ব সাধকঃ ।
 ন কদাচিত্ প্রদদ্যাত্ বাহুচ্ছেদমথাচরেৎ ॥ ১৭০
 যঃ বহুদহসজাতমাংসং যাবপ্রমাণতঃ ।
 তিলমুগপ্রমাণায়া দেবৈঃ দদ্যাত্ ভক্তিভঃ ॥ ১৭১
 যগ্নাসাজ্ঞান্তরে তন্মাত্ কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭২
 বাহ্যোক্ত ব্রহ্মরোবাপি যো দদ্যাদীপবত্তিকাম্ ॥ ১৭৩
 হৃদয়ে বা স্নেহপাত্রং বিনা ভক্ত্যা তু সাধকঃ ।
 ক্ষণমাত্রেন তদীপপ্রদানম্ ফলং শূন্য ॥ ১৭৪
 ভুক্ত্য চ বিপুলান্ ভোগান্ দেবীগৃহে যদৃচ্ছয়া ।
 কলত্রয়স্ত সংস্থায় সার্কভোমো নৃপো ভবেৎ ॥ ১৭৫
 মহিষস্ত শিরশ্ছিন্নং সপ্রদীপং শিবাপুরঃ ।
 হস্তাভ্যাং যঃ সমাদায় অহোরাত্রম্ তিষ্ঠতি ॥ ১৭৬
 ন চিরাম্ভুঃ পুত্ৰমুত্তিরিহ ভুক্ত্য মনোরমান্ ।
 ভোগান্তে যদগৃহণো গণানামধিপো ভবেৎ ॥ ১৭৭
 নবম্ খীর্ষ্যদায় সাধকো দক্ষিণে করে ।
 বামেন রৌষিরং পাত্রং গৃহীত্বা নিশি জাগ্রতঃ ॥ ১৭৮

সৌবর্ণ-পাত্রে অথবা কাংস্তপাত্রে সেই কুধির রাখিয়া পূর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-
 পূর্বক উহা দেবীকে দান করিবে । ১৬৭-১৮

কুব, কুরিকা, খড়গ এবং শঙ্কল প্রভৃতি যতগুলি অস্ত্র আছে, ইহাদের মধ্যে
 যত বড় অস্ত্র দ্বারা শরীরে আঘাত করিবে ততই ফলপ্রাপ্ত হইবে । ১৬৯

একটি পদ্মফুলের পাপড়িতে যতটুকু ব্রহ্ম যাবিত্তে পারে, সাধক তাহার চারি
 ভাগের অধিক ব্রহ্ম কখনই দান করিবে না এবং একেবারে কোন অস্ত্রের ছেদ
 করিবে না । ১৭০

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে আপনার হৃদয়জাত মাংসপ্রমাণ অথবা তিল বা
 মুগপ্রমাণ মাংস দেবীকে অর্পণ করে, তাহার ছয় বাসের মধ্যে সমুদায় কামনা
 সিদ্ধ হয় । ১৭১-১৭২

যে সাধক স্নেহপাত্র না লইয়া বাহ্যদয় ব্রহ্মদয় এবং হৃদয়ে দীপবর্তী (মলিতা
 জালিয়া) দেবীকে দান করে, ক্ষণমাত্র তাদৃশ দীপদানের ফল প্রদণ কর ।
 ১৭৩-৭৪

সে দেবীগৃহে কলত্রয় যথেষ্টাক্রমে বিপুল ভোগ লাভ করিয়া, পরে সার্ক-
 ভোম রাজ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে । ১৭৫

মহিষের হিন্নমস্তকে দীপ জালাইয়া, যে ব্যক্তি উহা হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া
 দেবীর সম্মুখে একতী সমস্ত দিন ও রাত্রি অবস্থান করে । ১৭৬

সে ইহলোকে চিরাম্ভু ও পবিত্রমূর্ত্তি হইয়া অখিল মনোরম বস্তু উপভোগ
 করিবে। অস্তে আমার গৃহে যাইয়া গণাধিপত্ব প্রাপ্ত হয় । ১৭৭

যদি সাধক দক্ষিণহস্তে মনুষ্যের মস্তক এবং বামহস্তে কুধিরপাত্র গ্রহণ করিয়া
 রাজিকাপরম্ব করে । ১৭৮

যাবজ্জাতং হিতো মর্ত্যো রাজা ভবতি চেহ বৈ ।
 মৃতো মম গৃহং প্রাপ্য গণানামধিপো ভবেৎ ॥ ১৭৯
 ক্ষণমাত্রং বনৌনাং যঃ শিরোরুক্তং করদ্বয়ে
 গৃহীত্বা চিন্তয়েদ্বিবীং পুরষ্টিষ্ঠতি মানবঃ ॥ ১৮০
 স কামানিহ সন্ত্রাস্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ১৮১
 মহামায়ে জগন্নাথে সর্বকামপ্রদায়িনি ।
 দদামি দেহকুশিরং প্রসাদ বরদা ভব ॥ ১৮২
 ইত্যুক্ত্বা মূলমস্ত্রেণ নতিপূর্বং বিচক্ষণঃ ।
 হৃগাত্তরুধিরং দদ্যাদ্ মানবঃ সিন্ধুসন্নিভঃ ॥ ১৮৩
 যেনাশ্বমাংসং সন্তোন দদামীশ্বরী ভূতয়ে ।
 নির্ব্বাণং তেন সন্তোন দেহি হং হং নমো নমঃ ॥ ১৮৪
 ইত্যনেন তু মস্ত্রেণ শ্বমাংসং বিতরেদ্ বৃধঃ ॥ ১৮৫
 সৌভাগ্যং সুখসম্পন্নং প্রদীপং পরমং কুচিঃ ।
 দীপয়েন্মাংসমিহ তং দীপং হ্রৌং হ্রৌং নমো নমঃ ।
 ইত্যনেন তু মস্ত্রেণ দীপং দদ্যাবিচক্ষণঃ ॥ ১৮৬
 মহানবম্যং শরদি রাজৌ ক্ষন্দবিশাখয়োঃ ।
 যবচূর্ণমগ্নং কৃত্বা রিপুং যুগ্ময়য়েব বা ॥ ১৮৭
 শিরশ্চিহ্না বলিং দদ্যাদ্ কৃত্বা তস্য তু মস্ত্রতঃ ॥ ১৮৮
 অনেনৈব তু মস্ত্রেণ খড়্গমামস্ত্রা বভূভঃ ॥ ১৮৯

তাহা হইলে সে ইহকালে রাজা হয় এবং অন্তে আমার লোকে গমন করত
 গণনিগের অধিপতি হয় । ১৭৯

যে সাধক বলিগিগের শিরোরুক্ত করদ্বয়ে মাথাইয়া দেবীর সম্মুখে ধ্যানস্থ
 হইয়া অবস্থান করে । ১৮০

সে ব্যক্তি ইহলোকে সকল কামনার বস্তু লাভ করিয়া অন্তে দেবীলোকে
 সন্মানিত হয় । ১৮১

হে মহামায়ে ! আপনি জগতে বস্ত্রী এবং সর্বকামার্ঘদায়িনী, আপনাকে
 এই নিজদেহের রুধির দান করিতেছি, আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া বর
 প্রদান করুন । ১৮২

এই কথা বলিয়া সিন্ধুসন্নিভ বিচক্ষণ মানব প্রণামপূর্বক স্বীয় শ্বাত্রেয় রুধির
 প্রদান করিবে । ১৮৩

ইন্দ্র-ভূতিলাতের নিমিত্ত যে সত্য রক্ষা করিয়া আমি আশ্বমাংস দান
 করিতেছি, হে দেবি ! সেই সত্য রক্ষা করিয়া তুমি আমাকে নির্ব্বাণ দান
 কর । হুঁ হুঁ নমঃ নমঃ পণ্ডিত সাধক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, আপনার মাংস
 দান করিবে । ১৮৪-১৮৫

সৌভাগ্যদীপসম্পন্ন পরম পবিত্র প্রদীপ এই মাংসকে উজ্জ্বল করিতেছে, হৌ
 হৌ নমঃ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিচক্ষণ সাধক শরৎকালের মহানবমীর
 ত্র্যজিতে কুজ এবং বিশাখের উদ্দেশে দীপ দান করিবে । ১৮৬

যবচূর্ণমগ্ন অথবা যুগ্ম শত্রুর প্রতিকৃতি করিয়া যথোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক
 তাহার শিরচ্ছেদন করিয়া বলিপ্রদান করিবে । ১৮৭-১৮৮

অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা খড়্গের আশ্রয় করিবে । ১৮৯

বক্তং কিলিকিলী যোঃ যোরাধারবিহিংসকঃ ।
 শ্রদ্ধাশিষ্টাধিকানিষ্ঠ-মমুককারিসত্তমম্ ॥ ১১০
 মাভোঃ^১ বিসর্গসহিতঃ স চ বিন্দুযুতোহপরঃ ।
 শিরশ্ছিত্তা বলিং দদ্যৎ কৃত্বা তস্য তু মন্ত্রতঃ ॥ ১১১
 স্নানেনৈব তু মন্ত্রেণ বিন্দুনা চ সমন্বিতঃ ।
 বক্তাগ্নির্যোগচন্দ্রেণ বিন্দুনা চ সমন্বিতঃ ।
 কড়ন্তো বলিযু প্রোক্তং খড়্গস্কন্দবিশাখয়োঃ ॥ ১১২
 বক্তব্রতৈব্যঃ শোচয়িত্বা কৃত্রিমং তং বলিং ত্রিশুম্ ॥ ১১৩
 কুচন্দনেন তিলকং ললাটে বিনিবেশ্য চ ।
 বক্তমান্যাস্থরং কৃত্বা বক্তবক্তবরং তথা ॥ ১১৪
 কণ্ঠে বক্তা বক্তসূত্রৈর্নাভৌ শল্যক কৃত্রিমম্ ।
 দণ্ডোত্তরশিরস্ককং কৃত্বা অঙ্কেন ছেদয়েৎ ।
 শিরস্তস্ত ততো দদ্যৎ স্কন্ধমন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্ ॥ ১১৫
 চতুর্দশবরাগ্নিত্যাং সম্পূজ্যঃ স্তাৎ পুরঃসরম্ ।
 পরতঃ পরতঃ পূর্বং চন্দ্রবিন্দুসমন্বিতম্ ॥ ১১৬
 স্কন্দস্ত মূলমন্ত্রোহয়ং তেন ভট্টস্য বলিং সৃজেৎ ॥ ১১৭
 চতুর্দশবরাগ্নিত্যাং তৃতীয়স্ত চ পূর্ববৎ ॥ ১১৮
 প্রোক্তো বিশাখমন্ত্রোহয়ং তেন ভট্টস্য বলিং সৃজেৎ ॥ ১১৯
 কুটিলাক্ষো কৃষ্ণপিঙ্গবর্ণৌ বক্তবক্তধারিণৌ ।
 ত্রিশূলং করবালক প-বিভ্যাং দক্ষিণে তথা ॥ ২০০
 বিভ্রতো নৃকপালক কজিকাঞ্চাপি বামস্তঃ ।
 জিনেত্রৌ বরযুগানং মালামুরসি বিভ্রতো ॥ ২০১

মন্ত্ৰ বথা,—“বক্তং কিলিকিলী যোঃ যোরাধারবিহিংসকঃ । শ্রদ্ধাশিষ্টাধিকা-
 শিষ্টা অমুকং চারিসত্তমম্” ॥ ১১০

ছঃ ছং অথবা ঘঃ ঘং ক্রঃ ক্রং ফট্ এই মন্ত্ৰ স্কন্ধ এবং বিশাখের বলিদানে
 উক্ত হইয়াছে । ১১১-১১২

বলিরূপ সেই কৃত্রিম শরুকে বক্তব্রত দ্বারা অভিষিক্ত করিবে । ১১৩

তাহার ললাটে রক্তচন্দনের একটি তিলক দান করিবে । তদনন্তর তাহাকে
 রক্তবক্ত প্রদাইয়া তাহার গলায় বক্তমালা দান করিবে । ১১৪

রক্তসূত্র দ্বারা তাহার কণ্ঠে বক্তন, নাভিতে কৃত্রিম শল্য দান এবং তাহাকে
 উত্তরশিরা করিয়া খড়্গ দ্বারা তাহার স্কন্ধ ছেদন করিবে । অনন্তর তাহা স্কন্ধের
 মূল মন্ত্ৰ দ্বারা মন্ত্রিত করিয়া স্কন্ধকে দান করিবে । ১১৫

সকারের অগ্রবর্তী অক্ষর (হকার) চতুর্দশ বর (ঔকার) এবং অগ্নি
 (রকার) যুক্ত তদনন্তর চন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ ত্রৈী ইহাই স্কন্দের মূল মন্ত্ৰ, এই মন্ত্ৰ
 উচ্চারণ করিয়া স্কন্ধকে বলি প্রদান করিবে । ১১৬-১১৭

এইরূপ পষর্গের তৃতীয় (ঘ) এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত অর্থাৎ ত্রৈী ইহা বিশাখের
 মন্ত্ৰ । ইহা উচ্চারণ করিয়া বিশাখকে বলি প্রদান করিবে । ১১৮-১১৯

এই স্কন্ধ এবং বিশাখ—কুটিলাক্ষ, কৃষ্ণপিঙ্গবর্ণ, বক্তবক্তধারী, উভয়েরই
 দক্ষিণ দিকের এক হস্তে ত্রিশূল ও অপর হস্তে করবাল । ২০০

১। ভাঙো—ইতি পাঠান্তরম্ ।

বিকটৌ দশনৈর্ভীমৈর্গণেশৌ দ্বারপালকৌ ।
 আনেন চিত্তযেদেব্যাঃ পুরতঃ সংস্থিতৌ সদা ॥ ২০২
 চৈত্রে শাসি সিতে পক্ষে চতুর্দশ্যং বিশেষতঃ ।
 বলিভির্মহিষশ্ছাগৈঃ যাক্ষ ভৈরবরূপিণম্ ।
 ত্রোষয়েন্মধুভির্মাংসৈস্তেন তৃণামাহং সূতো ॥ ২০৩
 কটিকা বলিদানে তু বলিশীর্ষং জলেন চ ।
 অভিষিচ্য তু মন্ত্রেণ মূর্জে নৈব নিবেদয়েৎ ॥ ২০৪
 দ্বৈষংপ্রাণন্ত বহুধা চলিতং পূর্বমচ্চিতম্ ।
 বীক্ষেৎ কাষসমৃদ্ধিস্ত সিদ্ধভাবক্স সাধকঃ ॥ ২০৫
 সিতপ্রোতো রথস্তেঘাৎ যোগপীঠস্য সন্নিভঃ ।
 ধ্যায়াম্যগ্নিন্ মহামায়ে সিদ্ধিং বোধয়তে নমঃ ॥ ২০৬
 অনেকানল্লিতং শীর্ষং ন চিত্তাদ্ যদি বেপতে ।
 তৎকার্যম্ তদা সিদ্ধিরসিদ্ধিস্ত বিপর্যয়াৎ ॥ ২০৭
 এবং দমমল্লিঃ বীরো যথোক্তবিধিনামুনা ।
 বলিদানাদেব চতুর্কর্ণমাপ্নোত্যসংশয়ম্* ॥ ২০৮
 এবং বলিপ্রদানম্ ক্রমো ক্রমং ভৈষ চ ।
 কথিতো ক্রবিরাদ্যায় উপচারান্ শৃণুহ মে ॥ ২০৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরানে বলিদানবিবরণং নাম সপ্তমষ্টিতমোহ্যায়ঃ ॥ ৬৭

বামদিকের এক হস্তে নৃকপাল, অপর হস্তে কপর্দক ; উভয়েই ত্রিনেত্র, উভয়েই বক্ষঃস্থলে নরমুণ্ডমালা । ২০১

উভয়েই দশ অতি বিকট এবং ভীষণ, উভয়েই গণাহিপ এবং দ্বারপাল ; এইরূপ ধ্যান করিয়া সর্বদা দেবীর সম্মুখস্থিত হৃজনের চিন্তা করিবে । ২০২

হে পুত্রময় । চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বিশেষ চতুর্দশী তিথিতে ছাগ মহিষ প্রভৃতি বলি মধু ও মংস্ত দ্বারা ভৈরবরূপী আমাকে তুষ্ট করিবে ; আমি ইহা-তেই সন্তুষ্ট হইব । ২০৩

চণ্ডিকার বলিদান কালে বলির মস্তক জলদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া মৃদমন্ত্র দ্বারা উহার উৎসর্গ করিবে । ২০৪

পূর্ব অচ্চিত, অল্প প্রাণযুক্ত এবং বহুধা চলিত ঐ মস্তককে সাধক সিদ্ধি ভাবনা করিয়া কামমন্ত্র দ্বারা নিরীকণ করিবে । ২০৫

“সিতপ্রোতো রথস্তেঘাৎ যোগপীঠস্য সন্নিভঃ । ধ্যায়াম্যগ্নিন্ মহামায়ে সিদ্ধিং বোধয় তে নমঃ ॥” এই মন্ত্রদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া ঐ মস্তক যদি অচিরকাল মধ্যে কল্পিত হয়, তাহা হইলে কার্যের সিদ্ধি হয়, আর ইহার বিপরীত হইলে কার্যের অসিদ্ধি হয় । ২০৬-২০৭

যথোক্ত বিধানানুসারে এইরূপে বলিদান করিয়া বীরসাধক ঐ বলিদান হইতেই চতুর্কর্ণ এবং সুখ লাভ করে ; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ২০৮

বলিদান এবং ক্রবির দানে ক্রম ও মূরুপ কথিত হইল, এক্ষণে উপচারের বিষয় আমার নিকট হইতে অবগণ কর । ২০৯

সপ্তমষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৭

অষ্টমষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ঐতগবাকুবাচ—

উপচারান্ প্রযক্ষ্যানি শৃণু বোধশ ভৈরব ।
 যৈঃ সম্যক্ কৃষ্যতে দেবী দেবোহপ্যকো হি ভক্তিতঃ ॥ ১
 আসনং প্রথমং দম্বাং পৌক্ষ্যং দারুবম্বেব বা ।
 বাস্ত্রং বা চার্ঘ্যং কোশং মণ্ডলযোত্তরে সৃজেৎ ॥ ২
 যদৈব দাস্ততে পদ্মে মণ্ডলম্ তদ্বৎসৃজেৎ ॥ ৩
 বাক্পুষ্পতোট্টৈঃ কুম্ভম্ বিনা যচ্ছাদকং^১ ভবেৎ ।
 পদ্মম্ তদ্বহির্দেশে দ্বারাদৌ বিনিবেদয়েৎ ॥ ৪
 অৰ্ঘ্যং পাদপাচমনং স্নানীয়ং নেত্ররঞ্জনম্ ।
 মধুপৰ্কঞ্চ গন্ধঞ্চ পুষ্পং পদ্মে নিবেদয়েৎ ॥ ৫
 প্রতিমাসু চ যদ্যোগ্যং গাত্রে দাতুঞ্চ তত্তনৌ ।
 দম্বাদ্ যোগ্যস্ত পুরতো নৈবেদ্যং ভোজনাদিকম্ ॥ ৬
 পুষ্পাসবং বহিহিতং যম্ম তদ্ যদি গৰ্ভকম্ ।
 নিবেদয়েত্তদা পদ্মে বিপুলং দ্বারি চোৎসৃজেৎ ॥ ৭
 পুষ্পাং পুষ্পোদরচিত্তং কুম্ভসূত্রাদিসংযুতম্ ।
 অতিপ্রীতিকরং দেব্যা যমাপ্যন্যস্য ভৈরব ॥ ৮

মড়োশোপচার—আসনাদি-উপচার-ষট্‌ক বিধান—

ভগবান্ বলিলেন ;—হে ভৈরব । এক্ষণে বোধশ উপচারদিগের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর ; যাহা সম্যক্ ভক্তিসহকারে প্রদত্ত হইলে দেবী এবং অষ্ট দেবতা পরম সন্তোষ লাভ করেন । ১

প্রথমে পুষ্পময় অথবা দারুময়, কিংবা বস্ত্র, চৰ্ম্ম বা কুম্ভনির্মিত আসন দান করিবে, ঐ আসন মণ্ডলের উত্তরে নিক্ষেপ করিবে । ২

যদি পদ্মে আসন দান করে তাহা হইলে বাক্য পুষ্প ও জলের সহিত উহা মণ্ডলের উত্তরে নিবেদন করিবে । ৩

পুষ্প ভিন্ন আচ্ছাদক বস্তু দান করিলে উহা পদ্মের বহির্দেশে দ্বারাদিতে নিবেদন করিবে । ৪

অৰ্ঘ্য, পাদ্য, পাচমন, স্নানীয়, নেত্ররঞ্জন, মধুপৰ্ক, গন্ধ এবং পুষ্প এই সকল বস্তু পদ্মেই দান করিবে । ৫

হে উত্তম পুরুষদয় ! যে সকল বস্তু প্রতিমার পাত্রাদিতে দান করিবার যোগ্য তাহাদিগকে যথাস্থানে দান করিবে এবং যে সকল বস্তু গাত্রে দান করিবার অযোগ্য সেই সকল বস্তু আর নৈবেদ্য ও ভোজনাদির বস্তু সম্মুখে দান করিবে । ৬

পুষ্পাসন যে বিহিত হইয়াছে তাহা যদি পুষ্পের গৰ্ভমাত্র হয়, তাহা হইলে পদ্মেতেই উহা দান করিবে । আর যদি উহা বৃহদাকার হয় তবে দ্বারেই অর্পণ করিবে । ৭

১। চাক্কদকং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যজ্ঞকাষ্ঠসমুদ্ভূতমাসনং মন্থণং শুভম্ ।
 নোজ্জ্বায়ে নাত্তিবিষ্টির্গম্যাসনং বিনিয়োজয়েৎ ॥ ১৫
 অগ্ন্যকারুভবঞ্চাপি দদ্যাদাসনমুত্তমম্ ।
 সকণ্টকং কীরয়ুতং দাক্ষসারিবর্জিতম্ ॥ ১০
 চৈতানশানসমুদ্ভূতং বজ্জং ঘ্রিত্য বিভীতকম্ ॥ ১১
 বন্ধলং কোষজং শাণং বস্ত্রমেতজ্জরং যতম্ ।
 'রোমজং কস্থলকৈতদনেন' তু চতুষ্টয়ম্ ॥ ১২
 অনেন রচিতং দদ্যাদাসনকৈষ্টভূতয়ে ।
 সিংহব্যাঘ্রতরক্ষুণাং হাগস্ত মহিষস্ত বা ॥ ১৩
 গজানাং তুরগাণাঞ্চ কৃকসারস্ত চর্মণঃ ।
 সূমরস্তাথ চামস্ত যুগাণাং নবভেদিনাম্ ।
 চর্ম্যস্তিঃ সর্বদেবানামাসনং প্রীতিনং ক্রতম্ ॥ ১৪
 বস্ত্রেষু কস্থলং লস্তমাসনং দেবতুষ্টয়ে ॥ ১৫
 রাক্ষবঞ্চাশ্মণং ত্রৈষ্ঠং দাক্ষবং চন্দনোত্তমম্ ॥ ১৬
 যচ্চাসনং কুশময়ং তদাসনমুত্তমম্ ।
 সর্বেষামপি দেবানামুষীনাঞ্চ যত্নাঅনাম্ ॥ ১৭
 যোগপীঠস্ত মন্থণমাসনং স্থানমুচ্যতে ।
 আসনম্ প্রদানেন সৌভাগ্যং মুক্তিমাগ্নয়াৎ ॥ ১৮
 শযরো ব্রোহিতো রামো হকুরকুশলো কুরুঃ ।
 এশশ্চ হরিশ্চৈততি যুগা নববিধা যত্নাঃ ॥ ১৯

হে ভৈরব ! কুশ সূত্রাদিসংযুক্ত, পুষ্পোঘরচিত পোপ আসন দেবীর, আমার এবং অপর দেবতারও অতিশয়, প্রীতিকর জানিবে । ৮

অপরহিত যজ্ঞকাষ্ঠ-সমুদ্ভূত নাতি-উচ্চ নাতি-বিষ্টির্গম্য আসনই শুভকর । ৯

কণ্টক ও কীরয়ুত কাষ্ঠের সারবর্জিত অগ্ন্য কাষ্ঠ-নির্মিত উত্তম আসনও দান করিতে পারে । ১০

চৈতানশুক, শানসমুদ্ভূত বৃক্ষ এবং বিভীতক ইহাদের আসন পরিত্যাগ করিবে । ১১

বন্ধল, কোষজ, শাণ এই তিন প্রকার বস্ত্র রোমজ কস্থল লইয়া চারি প্রকার বস্ত্র । ১২

ইষ্টে সিদ্ধির নিমিত্ত এই চারি প্রকার বস্ত্র দ্বারা নির্মিত আসন দান করিবে । সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, হাগ, মহিষ, হস্তী, ঘোটক, সূমর প্রভৃতি এবং নব প্রকার যুগ ইহাদের চর্মদ্বারা নির্মিত আসন সকল দেবতারই প্রীতিপ্রদ । ১৩-১৪

বস্ত্রাসনের মধ্যে কস্থলাসনই প্রশস্ত এবং দেবতাদিগের তুষ্টিপ্রদ, চর্ম্যাসনের মধ্যে রাক্ষব এবং কাষ্ঠাসনের মধ্যে চন্দন কাষ্ঠ নির্মিত আসনই প্রশস্ত । ১৫-১৬

দেবতা এবং যত্না অধিদিগের পক্ষে কুশাসনের মত সর্বোত্তম আসন আর নাই । ১৭

আসন যোগপীঠসদৃশ স্থান বলিয়া কথিত হয় । আসন প্রদান করিলে সৌভাগ্য এবং মুক্তি লাভ হয় । ১৮

হরিণশ্চাপি বিজ্ঞেয়ো পঞ্চভেদোহত্র ভৈরব ॥ ২০
 ঋত্বাঃ বজ্রোঃ কুরুশ্চৈব পৃষতশ্চ যুগন্তথা ।
 এতে বলিপ্রদানেষু চৰ্মদানেষু কীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ২১
 সৰ্ব্বেষাং তৈজসানাকু আসনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ।
 আয়সং বজ্রং বিদ্যা তু কাংক্ষাসীসকনৈব বা ॥ ২২
 শিলাময়ং যনিময়ং তথা কল্পময়ং মতম্ ।
 আসনং দেবতান্যস্ত তু তৈজ্য যুজ্যে মদ্বৎসুজ্ঞেব ॥ ২৩
 অত্রৈব সাধকানাকু আসনং শ্রেষ্ঠং ভৈরব ।
 যত্রাসীনঃ পূজয়ন্ত সৰ্বসিদ্ধিমবাগ্নুয়াৎ ॥ ২৪
 ত্রৈলোক্যার্শ্বপং বাক্রং তৈজসক চতুষ্টেয়ম্ ।
 আসনং সাধকানাকু মত্ততং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৫
 তং সৰ্ব্বমাসনং শস্তং পূজাকৰ্ম্মণি সাধকে ॥ ২৬
 ন যথেষ্টাসনো ভূয়াৎ পূজাকৰ্ম্মণি সাধকঃ ।
 কাষ্ঠাদিকাসনং কুৰ্য্যাৎ সিতমেব সদা বৃষাৎ ॥ ২৭
 চতুর্বিংশত্যঙ্গুলেন দীৰ্ঘং কাষ্ঠাসনং মতম্ ।
 ষোড়শাঙ্গুলবিস্তীৰ্ণমুচ্ছ্রাযং চতুর্দ্বয়ঙ্গুলম্ ॥ ২৮
 যতঙ্গুৰং বা কুৰ্য্যাৎ নোচ্ছিতকান্ত আচর্য্যৎ ।
 পূৰ্ব্বোক্তং বজ্রং বজ্রং যজ্ঞ্যমাসনং পূজনেষপি ॥ ২৯

মদ্বয়, রোহিত, কঙ্ক, বঙ্ক, শশ, কুরু, ঋত্ব, হরিণ প্রভৃতি নয় প্রকার যুগ । ২০
 হে ভৈরব । হরিণেরও পাঁচ প্রকার ভেদ আছে জানিবে । যথা ঋত্ব,
 বজ্রা, কুরু, পৃষত এবং যুগ, বলি প্রদান বিষয়ে এবং চৰ্মদানে ইহাব্রাহ্ম প্রশস্ত
 বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ২০-২১

লৌহ, কাংক্ষ এবং সীসক ভিন্ন সমুদয় তৈজস আসন প্রশস্ত বলিয়া কীৰ্ত্তিত
 হইয়াছে । ২২

ভুক্তি এবং মুক্তির নিমিত্ত শিলাময়, যনিময়, এবং কল্পময় আসন পরিত্যাগ
 করিবে । ২৩

হে ভৈরব । এই প্রসঙ্গেই সাধকদিগের আসন গ্রহণ কর, যে আসনে
 আসীন হইয়া পূজা করিলে সাধকের ধৰ্ম্ম সিদ্ধি হয় । ২৪

সাধকদিগের পক্ষে কাষ্ঠনির্মিত, চৰ্ম্মনির্মিত, বজ্রনির্মিত এবং তৈজস এই
 এই চারিপ্রকার আসন কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ২৫

পূৰ্বে দেবতাদিগকে দান করিবার নিমিত্ত যে সকল আসন কথিত
 হইয়াছে, পূজা কর্ণে সাধকের উপবেশনার্থ সেই সকল প্রকার আসনই প্রশস্ত ।
 ২৬

সাধক পূজা কার্য্য আপনার ইচ্ছামত আসনে উপবেশন করিবে না ।
 পণ্ডিত সাধক এই নিমিত্ত কাষ্ঠাদির অঙ্গুতম আসন করিবে । কাষ্ঠাসন
 চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি দীৰ্ঘ, ষোড়শাঙ্গুল বিস্তীৰ্ণ এবং চতুর্দ্বয়ঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ
 হইবে । অথবা উচ্ছিত করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক উচ্চ করিবে না । ২৭-২৮

পূৰ্বে যে সকল আসন বজ্রনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকল আসন
 পরিত্যাগ করিবে । ২৯

বহুং বিহস্তায়ো দীর্ঘং সার্কহস্তান্ন বিহৃতম্ ।
 ন ত্যজ্জলাত্তথোচ্ছ্রায়ং^১ পূজাকৰ্মণি সংশ্রয়েৎ ॥ ৩০
 যথেকৈকাৰ্গণং কুৰ্য্যাৎ পূৰ্ব্বোক্তং সিদ্ধিদায়কম্ ।
 বহুজ্জলান্নিকং কুৰ্য্যাৎপ্রোচ্ছিতকং কদাচন ॥ ৩১
 কাঞ্চলক্ষাৰ্গণং শৈলং মহামায়াপ্রপূজনে ।
 প্রসস্তমাসনং প্রোক্তং কামাখ্যায়ান্তথৈব চ ॥ ৩২
 ত্রিপুরায়াম্চ সত্ততং বিকোশ্চাপি কুশাসনম্ ॥ ৩৩
 বহুদীর্ঘং বহুজ্জলায়ং তথৈব বহুবিহৃতম্ ।
 দারুভূমিসমং প্রোক্তমশ্যাপি সৰ্ব্বকৰ্মণি ॥ ৩৪
 পৃথক্ পৃথক্ কল্পয়েত্তু বহির্দ্বারি তথাসনম্^২ ।
 ন পত্রমাসনং কুৰ্য্যাৎ কণাচিদপি পূজনে ॥ ৩৫
 ন প্রাণ্যঙ্গসমুদ্ভূতমস্থিভং দ্বিৰদাদৃতে ।
 মাতঙ্গদন্তসঙ্গাতং কামিকেশাসনং চরেৎ ॥ ৩৬
 চার্ম্মং পূৰ্ব্বোদিতং গ্রাহ্যং তথা গন্ধমৃগম্ চ ॥ ৩৭
 সলিলে যদি কুবীভ দেবতানাং প্রপূজনম্ ।
 তত্ৰাপ্যাসন আসীনো নোখিতস্ত কদাচন ॥ ৩৮
 ভোয়ে শিলাময়ং কুৰ্য্যাৎ আসনং কৌশমেব বা ।
 দারুবং তৈজসং বাপি নাশুদাসনমাচরেৎ ॥ ৩৯
 আসনারোপসংস্থানং স্থানান্তাবে তু পূজকঃ ।
 আসনং কল্পয়িত্বা তু মনসী পূজয়েজ্জলে ॥ ৪০

পূজা কর্ষে বহুমান বিহস্তের অধিক দীর্ঘ, অর্কহস্তের অধিক বিহৃত করিবে না এবং তিন অঙ্গুলির অধিক উচ্চও করিবে না । ৩০

পূৰ্ব্বোক্ত সিদ্ধিদায়ক চর্যাসনে দৈর্ঘ্য ও গ্রহ আপনার ইচ্ছানুসারে করিতে পারিবে কিন্তু উহা কখন হয় অঙ্গুলের অধিক উচ্চ করিবে না । ৩১

মহামায়া এবং কামাখ্যা দেবীর পূজায় কাঞ্চল, চার্ম্ম এবং শৈল আসন প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ত্রিপুরা দেবী এবং বিষ্ণুর পূজায় কুশাসনই সর্বদা প্রশস্ত । ৩২-৩৩

বহু দীর্ঘ, বহু উচ্চ এবং বহু বিহৃত দারু এবং প্রস্তরখণ্ড সকল কর্ষে ভূমির সমান জানিবে । ৩৪

ঐক্লপ কাঠের এক এক অংশকে পৃথক্ পৃথক্ আসনরূপে কল্পনা করিবে । কোন পুষ্যর পত্রকে আসন করিয়া উপবেশন করিবে না । ৩৫

হস্তিভিন্ন অপর প্রাণীর অস্থি আদি নির্মিত আসন গ্রহণ করিবে না । ৩৬

কাষ্য পূজার মাতঙ্গদন্তনির্মিত আসন গ্রহণ করিবে এবং পূর্ব কথিত চৰ্ম্ম সকল ও গন্ধ-মৃগের চৰ্ম্মও আসন করিতে পারিবে । ৩৭

যদি জলে দেবতার পূজা করে তাহা হইলেও আসনে উপবিষ্ট হইয়াই পূজা করিবে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পূজা করিবে না । ৩৮

জলে পূজা করিবার সময় শিলাময়, কৌশ আসন গ্রহণ করিবে, কিন্তু কাঠময় অথবা তৈজস আসন গ্রহণ করিবে না । ৩৯

১। ত্যজ্জলাৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। বহির্দ্বারীচাসনম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

যশাসিত্বং ন সংস্থানং বিদ্যতে ভোক্তব্যম্ভাঃ ।
 অথবা বা তদা হিহা দেবপূজাং সমাচরেৎ । ৪১
 ইতোক্তং কথিতং পুত্র পূজ্যপূজকসঙ্গতম্ ।
 আসনং পাতিব্রযুনা শূণ্ণ বেতাল ভৈরব । ৪২
 পাদ্যার্থমুদকং পান্যং কেবলং ভোক্তব্যম্ভাঃ ।
 ভৈরবসেন পাতিব্রযুনা শূণ্ণাপি প্রদাপয়েৎ । ৪৩
 ধর্মার্থকামমোক্ষার্থং সংস্থানং পাদ্যমিহুতে ।
 ভদ্রাসনোত্তরং দম্যামূলমস্ত্রং সর্বতঃ । ৪৪
 কুমপুষ্পাকটৈস্তৈশ্চ সিদ্ধার্থৈশ্চন্দনৈস্তথা ।
 ভোয়েগৈর্কৈর্বথাকটৈর্বথ্যং দদ্যাক্ত্ৱ সিদ্ধয়ে । ৪৫
 অর্থোণ লভতে কামানর্থোণ লভতে ধনম্ ।
 পূজ্যমুঃসুখমোক্ষানি দানার্থ্যম্ভাঃ বৈ লভেৎ । ৪৬
 ন দদ্যাক্ত্যাক্ত্যার্থ্যং শঙ্খভোয়েগৈর্বিচক্ষণঃ ।
 তথা ন শুদ্ধিপাত্রেণ বিষ্ণুবেহ্যং নিবেদয়েৎ । ৪৭
 দদ্যাদাচমনীয়ম্ভু সুগন্ধিসলিলৈঃ শুভৈঃ ।
 কর্পূরবাসিতৈর্বাপি কৃষ্ণাণ্ডকবিহুপিভৈঃ । ৪৮
 বথা তথা সুগন্ধৈর্বথা প্রসন্নৈঃ ফেনবর্জিতৈঃ ।
 ভৈরবসেন পাতিব্রযুনা শূণ্ণাপি প্রদাপয়েৎ । ৪৯
 উদকং দীপ্তং যত্ত্ব প্রসন্নং ফেনবর্জিতম্ ।
 আচমন্য দেবেভ্যস্তদাচমনমুচ্যতে । ৫০

যদি সেই জলে আসনারোপে সংস্থান না থাকে, তাহা হইলে পূজক মনে
গানে আসনের বহন করিয়া পূজা করিবে । ৪০

যদি জলের মধ্যে অথবা অন্তর আসন পাতিবার সুযোগ না থাকে, তাহা
হইলে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেবপূজা করিবে । ৪১

হে পুত্রধর বেতাল ও ভৈরব । পূজা এবং পূজক সম্বন্ধে আসনের কথা বলা
হইল, এক্ষণে পানের কথা শ্রবণ কর । ৪২

পাদ্যপ্রক্ষালনার্থ উদকের নাম পাদ্য ; উহা কেবল জল । উহা কোন ভৈরব
পাত্রে অথবা শঙ্খে রাখিয়া দান করিবে । ৪৩

এই পাদ্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সংস্থান । আসনের পরই মূলমন্ত্র
উচ্চারণ করিয়া পাদ্য দান করিবে । ৪৪

কুম, পুষ্প, অকট, সিদ্ধার্থ, চন্দন এবং জল এই সমস্ত দ্রব্য অথবা ইহা-
দের যাহা যাহা লব্ধ হইবে, তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত অর্থ্য দান করিবে ।

অর্থ্য দ্বারা কামনার সিদ্ধি হয়, অর্থ্য দ্বারা ধনলাভ হয় এবং অর্থ্য দান
করিলে পুত্র, আয়ু, সুখ ও মোক্ষ লাভ হয় । ৪৫

বিচক্ষণ সঞ্চক শঙ্খজলের দ্বারা সূর্যাকে এবং শুদ্ধিপাত্রে বিষ্ণুকৈ অর্থ্য দান
করিবে না । ৪৬

সুগন্ধি, নির্মল, ফেনবর্জিত কৃষ্ণাণ্ডক ধূপ দ্বারা ধূপিত, কর্পূরবাসিত শুভ-
রূপ সলিল আচমনরূপে ভৈরব পাত্রে বা শঙ্খে রাখিয়া দান করিবে । ৪৭-৪৯

কেবলং তোয়মাত্রেন তথা দত্তান্ন মিষ্মিতম্ ।
 বাসিতস্ত সুগন্ধাটীয়াঃ কৰ্ত্তব্যং যদি লভ্যতে ॥ ৫১
 আশ্বৰ্জ্জলং যশোবৃক্ষিং প্রদায়াচমনীয়কম্ ।
 লভতে সাধকো নিত্যং কামাংষ্টৈব যথোপ্তিতান্* ॥ ৫২
 দধিসৰ্পিঞ্জলং ক্ষৌদ্রং সিতা ভাভিষ্ট পক্ভিঃ ।
 প্রোচ্যতে মধুপৰ্কস্ত সৰ্বদেবৌঘতুষ্টিয়ে ॥ ৫৩
 জলস্ত সৰ্বতঃ স্রজং সিতাসদ্বিঘৃতং সমম্ ।
 সৰ্ব্বৈভ্যশ্চাধিকং^১ ক্ষৌদ্রং মধুপৰ্কে প্রয়োজয়েৎ ॥ ৫৪
 তদন্যং কাংক্ষপাত্রেন রৌক্সদ্বৈতমথেন বা ।
 জ্যোতিষ্টোমাস্থমেধাদৌ পূৰ্বে চেষ্টে চ পূজনে । ৫৫
 মধুপৰ্কঃ প্রদিত্বৌহরং সৰ্বদেবৌঘতুষ্টিদঃ ।
 ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধকঃ পরিকৌণ্ঠিতঃ ॥ ৫৬
 মধুপৰ্কঃ সৌখ্যভোগ্য-তুষ্টিপুষ্টিপ্রদায়কঃ । ৫৭
 পিষ্টাতকোহথ কতুরী রোচনং কুঙ্কমং তথা ।
 শুভ্রং ক্ষৌদ্রং পক্গব্যং সৰ্ব্বৌষধিগণস্তথা ॥ ৫৮
 সিতা নির্বেজনৈস্তৈলং স্নিগ্ধস্নেহেন ভক্তিসাঃ^২ ।
 প্রাপ্তে তোয়মিতি প্রোক্তং স্তানীষং কল্পকোবিদৈঃ ॥ ৫৯

দেবতার উদ্দেশে ফেনবর্জিত কেবল যে নির্মল জলদান করা হয়, তাহাকে আচমনীয় বলে । ৫০

অমিষ্মিত কেবল শুদ্ধ জলই আচমনীয়রূপে দান করিবে এবং যদি সুগন্ধ হয়, তবে গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধি করিয়া আচমনীয় দান করিবে । ৫১

সাধক আচমনীয় দান করিয়া নিত্য আশ্বঃ, বল, যশঃ, বৃদ্ধি এবং অতি-লম্বিত লাভ করে । ৫২

দধি, ঘৃত, জল, মধু এবং চিনি এই পাঁচটি দ্রব্য মিষ্মিত হইয়া মধুপৰ্ক হয়, ইহা দেবতাগণের তুষ্টি প্রদান করে । ৫৩

মধুপৰ্কে জল অতি অল্প হইয়া দান করিবে, চিনি, দধি এবং ঘৃত সমান পরিমাণে দান করিবে এবং মধু অধিক পরিমাণে দান করিবে । ৫৪

ঐ মধুপৰ্ক জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, পূর্ত, ইষ্ট বা পূজার কাংক্ষ পাত্রে রৌক্স বা দ্বৈতময় পাত্রে দান করিবে । ৫৫

এই মধুপৰ্ক সমুদয় দেবতাগণের তুষ্টিপ্রদ এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক । ৫৬

মধুপৰ্ক, সৌখ্য, ভোগ্য, তুষ্টি ও পুষ্টি প্রদান করে । ৫৭

পিষ্টাতক, কতুরী, রোচনা, কুঙ্কম, শুভ্র, মধু, পক্গব্য, সৰ্ব্বৌষধিগণ, চিনি, নির্বেজন, তৈল, স্নিগ্ধ স্নেহ এবং স্বস্তিক এই সকল দ্রব্য দানের পর কল্পকোবিদ পণ্ডিতগণ কর্পূরাদি দ্বারা অধিবাসিত সুবর্ণ বা ব্রহ্মোদক স্তানীষদ্বারা দান করিতে বিধান করিয়াছেন । ৫৮-৫৯

১। যথোপ্তিতান্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। সৰ্ব্বৈভ্যাম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। স্নেহস্ত স্বস্তিমান্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

স্বৰ্গবজ্জ্বলকৈশব কৰ্পূৰাদ্যবিবাসিতম্ ।
 তৈজসৈঃ কাংস্যপাটৈশ্চৰ্বা শটৈশ্চৰ্বা তদ্বিনিবেদয়েৎ ।
 যন্তলে কেশবঃ দেয়মাদিত্যপ্রতিমাস্থ চ^১ ৬০
 শিবলিঙ্গে তথা ভোগে পীঠে দেবতানৌ তথা ।
 সত্যঃশ্লিঙ্গে হৃদয়ে বা সপিঃসিন্দূরজে তথা ॥ ৬১
 ক্রীচন্দনপ্রতিষ্ঠে বা লেপয়েৎ প্রতিমাতমৌ ।
 অস্তিকস্থাপিতেন^২ খড়্গে স্নানয়েদ্বপর্গেহথ বা । ৬২
 এবং দদ্যাদ্ভুন্নানীয়ং মহাদেবৈবা বিশেষতঃ ।
 ববিংবিষ্ণুশিবেভ্যো বা যত্র তত্র প্রপূজনে ॥ ৬৩
 পূজকঃ স্নানদানাত্তু চিরায়ুৰুপজায়তে ।
 সম্যক্ স্নানপ্রদানাত্তু কল্লাভং স্বৰ্গভাগ্ ভবেৎ ॥ ৬৪
 যদেব দীয়তে পান্যং গন্ধপুষ্পাদিকং তথা ।
 উপচারাংস্তথা সৰ্বানৰ্ঘ্যপাত্ৰাহিতৈর্জৈঃ ॥ ৬৫
 অমৃতীকরণানৈক্যং সংকটৈস্তত্ত্বভিষিচ্য তৈঃ ।
 প্রদদ্যাদিষ্টদেবেভ্যো গৃহ্ণাতি চ ততঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৬
 অৰ্ঘ্যপাত্ৰাণি তৈস্তোয়ৈর্বিনা^৩ যদ্বিনিবেদনম্ ।
 দীয়তে চৈষ্টদেবেভ্যঃ সৰ্বং তনিষ্কলং ভবেৎ ॥ ৬৭
 হাণ্যলোভাৎ প্রমাদাদ্বা হৃদ্যং পাত্ৰামৃতীকৃতম্ ।
 তোয়ং কৃত্বা যত্র পাত্ৰাত্তু পুনঃ কুর্য্যাদ্ভদায়তম্ ॥ ৬৮

তৈজস, কাংস্ত পাত্ৰ বা শঙ্খের দ্বারা এই স্নানীয় জল যন্তলে কেশবাগ্নে বা প্রতিমাতে দান করিবে । ৬০

শিবলিঙ্গে, যোগপীঠে, দেবতামূর্তীতে, সত্যশ্লিঙ্গে হৃদয়ে, হৃৎ ও সিন্দূর অঙ্কিত করাইবে । ৬১

ক্রীচন্দন প্রতিষ্ঠা বা লেপজ প্রতিমার দ্বায়ে, যস্তিকস্থাপিত প্রতিমায়, খড়্গে অথবা বপর্গে স্নান করাইবে । ৬২

মহাদেবীকে বিশেষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের পূজায় এইরূপে স্নানীয় দান করিবে । ৬৩

পূজক সম্যক্ বিধিপূর্বক স্নানীয় দান করিয়া চিরায়ুঃ হয় এবং কল্লাভ পর্য্যন্ত স্বৰ্গভাগী হয় । ৬৪

পান্য, গন্ধ ও পুষ্প প্রভৃতি সমুদয় উপচার অৰ্ঘ্যপাত্ৰনিহিত অমৃতীকৃত ও সংকট জল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া ইষ্ট দেবকে দান করিলে ইষ্টদেব উহা গ্রহণ করেন । ৬৫-৬৬

অৰ্ঘ্যপাত্ৰনিহিত জল দ্বারা অভিষেক ব্যতীত যদি ইষ্ট দেবকে কোন বস্তু দান করা যায় তাহা হইলে উহা নিষ্ফল হয় । ৬৭

যোহেই হটক, লোভেই হটক অথবা প্রমাদবশতই হটক, অৰ্ঘ্যপাত্ৰ হইতে অমৃতীকৃত জল যদি নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে পুনর্বার অমৃতীকরণ করিবে । ৬৮

১। যন্তলে কেশবে দেয়নগ্রেণ প্রতিমায়ম্ ।

২। যস্তিকস্থাপিত—ইতি পাঠান্তরম্ ।

৩। বিধি ।

৪। অৰ্ঘ্যপাত্ৰাহিতঃ ।

স্বপ্নাবশেষতোয়ে তু পাত্রেহে হৃয়তীকৃতে ।
 তন্মাস্ত্রসকং দত্তাত্তেনৈবামৃতং ভবেৎ ॥ ৬৯
 বহুনি যদি পুষ্পানি মালা বা প্রচুরা যদি* ।
 দীযন্তে চার্ঘ্যপাত্রৈর্হর্জলৈঃ* সংসিচ্য চোৎসৃজেৎ ॥ ৭০
 অস্ততোঽৈর্ঘ্যংসৃষ্টৈর্ঘ্যপাত্রস্থিতেতরৈঃ ।
 তন্ন গৃহাতীকৃদেবো দত্তং বিধিশতৈরপি ॥ ৭১
 সংস্কৃতে হৃর্ঘ্যপাত্রৈ তু নবতিঃ প্রতিপত্তিভিঃ ।
 তিষ্ঠন্তি সর্বতীর্থানি পৌষ্যাণি চ সর্বতঃ ॥ ৭২
 তন্মাস্ত্র স্থিতস্তোত্রৈবভ্যাস্যোপচারানুৎসৃজেৎ ।
 ন যোগ্যমর্ঘ্যপাত্রেষু নিধায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ৭৩
 তৈবং তে তৈরব প্রোক্তং যটুকৈরাসনাদিকম্ ।
 বস্ত্রাদি দশ বক্ষ্যামি শৃণু বিজ্ঞানবৃজেৎ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ । ৬৮

পাত্রে অমৃতীকৃত জলের অল্প মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তাহাতে অল্পপাত্র
 হইতে উদক ঢালিয়া দিবে এবং উহাও অমৃত হইবে । ৬৯
 যদি পুষ্প অনেক থাকে এবং মালা প্রচুর হয় তাহা হইলে অর্ঘ্যপাত্রস্থিত
 জল দ্বারা উহা সিক্ত করিয়া দান করিবে । ৭০
 যাহা অর্ঘ্যপাত্র ভিন্ন অল্প পাত্রস্থিত জল দ্বারা সিক্ত হয়, উহা শত বিধি-
 পূর্বক দান করিলেও দেবতা গ্রহণ করেন না । ৭১
 নব প্রকার প্রতিপত্তি দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র সংস্কৃত হইলে তাহাতে সকল তীর্থ
 এবং সর্বপ্রকার অমৃত আসিয়া অবস্থান করে । ৭২
 অতএব সকল প্রকার উপচার অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা অভ্যাসিত করিয়া
 দান করিবে এবং যাহা অর্ঘ্যপাত্রের রাখিবার যোগ্য তাহা অর্ঘ্যপাত্রের রাখিয়া
 নিবেদন করিবে । ৭৩
 হে তৈরব । এই তোমার নিকটে আসনাদি ছয় বস্তুর দানের কথা
 বলিলাম ; এক্ষণে জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত বস্ত্রাদি দশ বস্তু দানের কথা শুন । ৭৪

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৮

১। ভবেৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

কাপর্দাসং কম্বলং বাস্ত্রং কোশিভং বস্ত্রমিহ্যতে ।
 তৎপূর্বং পুঞ্জয়িত্বৈব মঠৈর্দেবার চোৎসৃজেৎ ॥ ১
 নির্দশং মলিনং জীর্ণং ছিন্নং গাত্রাবলিঙ্গিতম্ ।
 পরকীয়ং হাযুদম্ভং সূচীবিদ্ধং তথোমিতম্ ॥ ২
 উত্তরকেশং^১ বিধৌতঞ্চ স্নেহমুজাদিদুষিতম্ ।
 প্রদানেন দেক্ষতাভ্যন্তং বৈবে পিত্ত্যে চ কর্মণি ॥ ৩
 বর্জয়েৎ শোণযোগেন যজ্ঞাদানুপবোধনে ॥ ৪
 উত্তরীয়োস্তরাসসৈর্নিচোলো যোদচেলকঃ ।
 পরিধানঞ্চ পট্টৈস্তান্ম্যতানি^২ প্রযোজয়েৎ ॥ ৫
 শাপবস্ত্রং^৩ নিশারঞ্চ তথৈবাতপকারণম্ ।
 চত্ৰাতকং তথা দৃশ্যং পঞ্চ সূতান্যদৃশ্যম্ ॥ ৬
 পতাকাঞ্চকুণ্ডাদৌ সূতং বস্ত্রং প্রযোজয়েৎ ।
 অন্ত্রাবরণাদৌ চ তস্মিনাশস্ত তেন তৎ ॥ ৭
 রক্তং কৌশেয়বস্ত্রঞ্চ মহাদৈবৈব্য প্রশস্ততে ।
 পীতং তথৈব কৌশেয়ং বাসুদেবার^৪ চোৎসৃজেৎ ॥ ৮
 রক্তন্ত কম্বলং দম্ভাঙ্ঘ্রিবার পরমাখ্যানে ।
 বিচিত্রং সর্বদেবেভ্যো দেবীভ্যোহি^৫ নিবেদয়েৎ ॥ ৯

বস্ত্রাদি উপচারাক্টক

ভগবান্ বলিণেন,—কাপর্দাস, কম্বল, বাস্ত্র এবং কোষেয় এই চারি প্রকার বস্ত্র । এই সকল প্রথমে মন্ত্র দ্বারা অর্চনা করিয়াই দেবতাকে দান করিবে । ১

দশাশুভ, মলিন, জীর্ণ, ছিন্ন, পূর্বে গাত্রসংসক্ত, পরকীয়, আযুদম্ভ, সূচিবিদ্ধ, পরিহিত, উত্তকেশ, বিধৌত, স্নেহ ও মুজাদিদুষিত এইরূপ বস্ত্র দেবতার দানে দৈব ও পৈত্রকর্মে এবং যজ্ঞাদি কার্যে বর্জন করিবে । ২-৪

উত্তরীয, উত্তরীয়াশঙ্গ, নিচোল প্রভৃতি কয় প্রকার বস্ত্র অ-সেলাই করাই দান করিবে । ৫

শাপবস্ত্র, নিশার, হস্ত, চত্ৰাতপ এবং অদৃশ্য এই পাঁচপ্রকার বস্ত্র সেলাই করা দুঃপর্য নহে । ৬

পতাকা, ধ্বজ এবং পতাদিতে সেলাই করা বস্ত্রই দান করিবে । অন্ত্র আবরণাদিতে সেলাই করা বা অ-সেলাই করা হই প্রকার বস্ত্রই দান করিবে । ৭

উক্তবর্ণ কৌশেয়বস্ত্র মহাদেবীকে দান করিবার নিমিত্ত প্রশস্ত এবং পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র বিষ্ণুকে দান করিবার জন্ত প্রশস্ত । ৮

পরমাখ্যা শিবকে রক্ত কম্বল দান করিবে এবং সমুদয় দেব ও দেবীকে বিচিত্র বস্ত্র দান করিবে । ৯

১। উত্তকেশম্ ।

২। পঞ্চ চৈতান্ । ৩ চৈতান্ ।

৩। শপবস্ত্রং, বাপবস্ত্রং ।

৪। বাসুদেবার ।

কাপাঁসং সৰ্বভোভয়ং দদ্যাৎ সৰ্বভা এব চ ॥ ১০
 নৈকান্তরক্তং দদ্যাত্ বাসুদেবায় চৈলকম্ ।
 তথা নৈকান্তনীলন্ত শিবায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ১১
 নীলীরক্তন্ত যজ্ঞন্ত তৎ সৰ্বত্র বিবর্জিতম্ ।
 নৈবে নিত্যো ভোপযোগে বর্জয়েত্ত্ বিচক্ষণঃ ॥ ১২
 নীলীরক্তং প্রযাদাত্ যো দদ্যাৎসিদ্ধবে বুদ্ধঃ ।
 নিষ্ফলা তস্য তৎপূজা তদা ভবতি ভৈরব ॥ ১৩
 বিচিত্রে বাসসি পুনর্লগ্নং নীলীবিবর্জিতম্ ।
 যজ্ঞং দদ্যাৎপ্রহাদেবৈ বাশুশ্চৈ ভু কদাচন ॥ ১৪
 স্থিগদাং স্বাক্ষণো যজ্ঞদেবানাং বাসবো যথা ।
 তথা ভূষণবর্ণেষু বস্ত্রযুক্তমুচ্যতে ॥ ১৫
 বস্ত্রেণ জীর্ঘ্যতে লজ্জা বস্ত্রেণ হৌষতে ভয়ম্ ।
 বস্ত্রাং শ্যামং সৰ্বতঃ সিদ্ধিশ্চতুর্ভূগপ্রদক তৎ ॥ ১৬
 বস্ত্রং তে কথিতং পূজ্য সৰ্বপ্রীতিপ্রদায়কম্ ।
 ভোগ্যং ভূষোত্তমং নিত্যং ভূষণানি শৃণুয মে ॥ ১৭
 কিরীটক শিরোরক্তং কুণ্ডলক ললাটিকা ।
 তালপত্রক হারশ্চ গৈবেয়কমশ্বাস্ত্রিকা ॥ ১৮
 প্রালম্বিকারত্মসূত্রমুত্তমোত্তমকর্ম্মালিকা ।
 পার্শ্বচোতো নবচোতো হৃঙ্গুদীচ্ছদিকস্তথা ॥ ১৯

সৰ্বভোভয় (সকল প্রকারের বিপত্ত) কাপাঁসবস্ত্র সকল দেবতাকে দান করিতে পারে । ১০

কেবল রক্তবর্ণ চেলির কাপড় বিষ্ণুকে দান করিবে না এবং কোন নীলবর্ণ বস্ত্র শিবকে দান করিবে না । ১১

যে বস্ত্রের রঙ নীল ও লালে মিশ্রিত, তাহা সকল কার্য্যেই বর্জ্যনীয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐরূপ বস্ত্রকে দৈব পৈত্র্য অথবা নিজের ব্যবহার কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে । ১২

হে ভৈরব । যে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ ঐরূপ নীল-রক্ত বস্ত্র বিষ্ণুকে অর্পণ করে, তাহার সেই পূজা একেবারে নিষ্ফল হয় । ১৩

নীল ও রক্তরঙে রঞ্জিত বিচিত্র বসন কেবল মহাদেবীকে দান করিতে পারে, অন্য দেবতাকে কখনই দান করিতে পারে না । ১৪

মনুষ্যানিগের মধ্যে স্বাক্ষণ যেমন এবং দেবতানিগের মধ্যে ইন্দ্র যেমন, সেইরূপ ভূষণসমূহের মধ্যে বস্ত্র, সকলের শ্রেষ্ঠ । ১৫

বস্ত্রদ্বারা লজ্জা নিবারণ হয়, পাপও বস্ত্রদ্বারা ক্ষিত হয় এবং বস্ত্রদ্বারা সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, এই নিমিত্ত বস্ত্র চতুর্ভূগপ্রদ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ১৬

হে পূজ্য । সৰ্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ এবং ভোগ্যবস্তুর মধ্যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্রের বিষয় তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অলঙ্কারের কথা শুন । ১৭

কিরীট, শিরোরক্ত, কুণ্ডল, ললাটিকা, তালপত্র হার, গৈবেয়ক, উশ্মিকা, প্রালম্বিকা, রত্নসূত্র, উত্তর, অক্ষমালিকা, পার্শ্বচোত, নবচোত, অঙ্গুদীচ্ছাদক ।

জুটালকঃ^১ মানবকো যুক্তিতারানলন্তিকা ।
 অঙ্গদো বাহুবলয়ঃ শিখাভূষণ ইন্দ্রিকা ॥ ২০
 প্রাগদণ্ডবক্রমুস্তাননাভিশুরোহিথ মালিকা ।
 মণ্ডকী শৃঙ্খলকৈব নম্রপত্রক কর্ণকঃ ॥ ২১
 উরুসূত্রক নীলীক মুষ্টিবক্রঃ প্রকৌর্ণকম্ ।
 শাদাঙ্গদং হংসকণ্ঠ নৃপূরং ক্ষুদ্রঘটিকা ।
 মুখপটুমিতি প্রোক্তা অলঙ্কারাঃ সুশোভনাঃ ॥ ২২
 চত্বাবিংশদমৌ প্রোক্তা লোকে বেদে তু সৌখ্যদাঃ ॥ ২৩
 অলঙ্কারপ্রদানেন চতুর্ভগপ্রদানম্ ।
 এতেষাং পূজনং কৃৎবা প্রদাদ্যদিক্টিসিদ্ধয়ে ॥ ২৪
 তেষাং দৈবতমুচ্চাৰ্য্য পূজয়েত্তু বিচক্ষণঃ ।
 শিরোগ্রস্তানি বা দদ্যাৎ সৌবর্ণানি তু সৰ্ব্বদা ॥ ২৫
 চূড়াকুস্তানিকানীহ ভূষণানি তু ভৈরব ।
 গ্রৈবেয়কানিহংসান্তং সৌবর্ণং রাজতক বা ॥ ২৬
 নিবেদয়েত্তু দেবেভ্যো নাশ্টৈস্তমসস্তবম্ ।
 বীতিবৎসাদিসম্ভাতং^২ পাট্যোপকরণাদিকম্ ॥ ২৭
 দদ্যানাদ্যুসমর্জক ভূষণং ন কদাচন ।
 যন্তোচামরকুস্তাদি-পাট্যোপকরণাদিকম্ ॥ ২৮
 তন্তুযণাতরে দদ্যানান্নাত্তপ্তপভূষণম্ ।
 সৰ্ব্বং তান্নয়সং দদ্যাৎ যৎ কিঞ্চিদুযণাদিকম্ ॥ ২৯

কুটুম্বক, মানবক, যুক্তিতারা, বলন্তিকা, অঙ্গদ, বাহুবলয়, শিখাভূষণ, ইন্দ্রিকা, প্রাগদণ্ডবক্র, উস্তাস, নাভিপূর, মালিকা, মণ্ডকী, শৃঙ্খল, নম্রপত্র, কর্ণক, উরুসূত্র, নীলী, মুষ্টিবক্র, প্রকৌর্ণক, শাদাঙ্গদ, হংসক, নৃপূর, ক্ষুদ্রঘটিকা এবং মুখপটে, —এই সুশোভন অলঙ্কার সকল উক্ত হইল। এই চল্লিশপ্রকার অলঙ্কার উক্ত হইল, ইহারা লোক ও বেদে সুব্রহ্মণ্য ॥ ২০-২৩

অলঙ্কার সকল দাতার চতুর্ভগের সাধক, ইহাদিগকে প্রথমে অর্জিত করিয়া দেবতার উদ্দেশে দান করিবে ॥ ২৪

বিচক্ষণ সাধক অলঙ্কারের অর্জনের সময় দেবতারও উল্লেখ করিবে ॥ ২৫

হে ভৈরব! চূড়াকুস্তাদি বস্ত্রকের ভূষণ সকল সুবর্ণনির্মিত করিয়া অর্পণ করিবে। গ্রৈবেয়ক হইতে হংস পর্য্যন্ত যে সকল ভূষণ উক্ত হইয়াছে, উহা বর্ণ ও রত্ননির্মিত করিয়াই দেবতাদিগকে অর্পণ করিবে, অন্য ধাতুনির্মিত নয় ॥ ২৬-২৭

লৌহস্তম্ভ পিতল বা রত্নাদিকাত পাটের উপকরণ দেবতাকে দান করিতে পারে কিন্তু ভূষণ কখনই পারে না ॥ ২৮

যন্তোচামর এবং কুস্ত প্রভৃতি পাট্যোপকরণ—ইহারা যে যে অঙ্গে হুত হয়, সেই সেই অঙ্গের অলঙ্কারের সহিত ইহাদিগকে দান করিবে, কারণ ইহারা সেই অঙ্গের উপভূষণ ॥ ২৯

১। কুটুম্বকঃ মানবকো যুক্তিতারানলন্তিকা ।

২। বীতিবৎসাদি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

সর্বত্র স্বর্ণবস্ত্রাভ্যমৰ্য্যপাত্রে ভাতোহমিকম্ ।
 পূজার্ঘ্যপাত্রে নৈবেদ্যধারপাত্রঞ্চ পানকম্ ॥ ৩০
 উহুস্বরং সদা বিষ্ণোঃ প্রীতিদং ভোষদং তথা ॥ ৩১
 ভাত্রে দেবাঃ প্রমোদন্তে ভাত্রে দেবাঃ স্থিতাঃ সদা ।
 সর্বপ্রীতিকরং ভাত্রং ভক্ষাত্রাত্রং প্রযোজয়েৎ ॥ ৩২
 স্নেহযোগে নরঃ কুৰ্যাদ্ধেবানামপি ভৈরব ।
 গ্রীষৌর্দ্ধিদেশে রৌপ্যস্ত ন কদাচিচ্চ ভূষণম্ ॥ ৩৩
 প্রাবারঃ পানপাত্রঞ্চ গণ্ডকো গৃহমেব চ ।
 পর্য্যঙ্কাদি যদন্তচ্চ সর্বং ভূষণভূষণম্ ॥ ৩৪
 অযোমহমুতে কাংসমুতে যজুষণং ভবেৎ ।
 স্বর্ণরৌপ্যস্ত চাতাবে ত্বঃ কাষে নিয়োজয়েৎ ॥ ৩৫
 এতেষাং ভূষণাদীনাং যদ্বাত্ত্বং শক্যতে নৈরঃ ।
 ভক্তদদ্যাৎ সত্তবে তু সর্বমেব প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৬
 চতুর্কর্গপ্রদং দ্বিধং ভূষণং সর্বসৌখ্যদম্ ।
 তুষ্টিপুষ্টিপ্রীতিকরং যথাসক্তীক্টরে সৃজেৎ ॥ ৩৭
 ইদং বা ভূষণং প্রোক্তং সর্বদেবস্তু তুষ্টিদম্ ।
 বন্ধক সম্যক্ শূণ্ডতং পুন্ড্রো বেতালভৈরবো ॥ ৩৮
 চূর্ণীকৃতো বা ঘৃক্টো বা দাহাকর্ষিত এব বা ।
 রসঃ সস্বর্দজো বাপি প্রাণ্যক্টোস্তব এব বা ।
 গন্ধঃ পক্ষবিধঃ প্রোক্তো দেবানাং প্রীতিদায়কঃ ॥ ৩৯

সকল প্রকার ভূষণ ভাত্রময় করিয়াও দান করিতে পারা যায়। সকল স্থলেই ভাত্র সুবর্ণের মনুষ, কিন্তু অর্ঘ্যপাত্রে সুবর্ণ অপেক্ষাও ফলপ্রদ। ৩০

পূজার্ঘ্যপাত্র, নৈবেদ্যের আধারপাত্র, পানপাত্র যদি উহুস্বরনির্মিত হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুর অধিক প্রীতি এবং ভোষপ্রদ হয়। ৩১

ভাত্রলাভ করিয়া দেবতারা আমোদ করেন, তাহেই দেবগণ সর্বদা অস্বস্থিতি করেন। ভাত্র সকলের প্রীতিকর, এই ভাত্রের অধিক ব্যবহার করিবে। ৩২

যে ভৈরব। মনুষ্যেরা আপনার সাধ্যমত ভূষণ সকল নির্মাণ করিবে, কিন্তু গ্রীষ্ম উর্দ্ধদেশে কখন রৌপ্য ভূষণ ব্যবহার করিবে না। ৩৩

প্রাবার, পানপাত্র, গণ্ডুক, গৃহ, পর্য্যঙ্ক প্রভৃতির ব্যবহারের বস্তু সকল উপভূষণ বলিয়া বিখ্যাত। ৩৪

স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অভাবে লৌহময় এবং কাংসময় ব্যতীত অন্তপ্রকার ভূষণ অশংসরীয়ে ধারণ করিবে। ৩৫

এই সকল ভূষণের মধ্যে যাহার যেকোন শক্তি হইবে, সে তত পরিমাণে ভূষণ দান করিবে। সম্ভব হইলে সকলপ্রকার ভূষণই দান করিবে। ৩৬

ভূষণ সর্বদা চতুর্কর্গপ্রদ সৌখ্যদানকারী এবং নিত্য তুষ্টি ও পুষ্টিদায়ক, অতএব যথাসক্তি ভূষণ দান করিবে। ৩৭

সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ ভূষণের বিষয় তোমাদের নিকট বলা হইল। এক্ষণে হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব। চন্দনের বিষয় সম্যক্ অবগত কর। চূর্ণীকৃত,

গন্ধচূর্ণং গন্ধপত্রং চূর্ণং সুমনসস্তথা ।
 প্রমলগন্ধযুক্তানাং পত্রচূর্ণানি যানি তু ।
 তানি গন্ধবহানি সূাঃ সগন্ধঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০
 ঘৃষ্টো মলরসো গন্ধঃ সচূর্ণকৃতমেকুণা ।
 অগুরুপ্রভৃতিশ্চাপি যস্য পঙ্কঃ প্রদীক্যতে ।
 গন্ধো দৃষ্ট্যামঘৃষ্টোহয়ং^১ দ্বিতীয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪১
 দেবদার্বণ্ডকপাশাশাশাশচন্দনাঃ^২ ।
 প্রিন্দাদীনাং যো দন্ধা^৩ গৃহ্যতে দাহকো রসঃ ।
 স দাহাকর্ষিতো গন্ধস্তৃতীয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪২
 সুগন্ধকরবীৰিক্সগন্ধীনি তিলকং তথা ।
 প্রভৃতীনাং রসো যোহসৌ নিম্পীড়্য পরিগৃহ্যতে ।
 সমস্মার্দোক্তবো গন্ধঃ সমস্মর্দজ ইতীক্যতে ॥ ৪৩
 যুগনাভিসমুদ্ভূতস্তৎকোষোক্তব এব বা ।
 গন্ধঃ প্রাণ্যজ্জঃ প্রোক্তো যোদদঃ স্বর্গবাসিনাম্ ॥ ৪৪
 কপূরগন্ধসারাদ্যাঃ কোষে ঘৃষ্টে চ সংস্থিতাঃ ।
 চন্দ্রভাগাদয়শ্চাপি রসে পঙ্কে চ সঙ্গতাঃ ॥ ৪৫
 গন্ধসারং সর্বরসং স্বচ্ছাদো চ প্রযজ্যতে ।
 যুগনাভিভবেদ্বৃষ্টশ্চূর্ণোহপ্যন্যস্য যোগতঃ ॥ ৪৬
 এবং সর্বং তু সর্বত্র গন্ধো ভবতি গন্ধবা ।
 ঘৃষ্টাদিভাবাদন্যোহ্যং গন্ধঃ প্রোক্তিকরঃ পরঃ ॥ ৪৭

ঘৃষ্ট, দাহাকর্ষিত, সমস্মর্দজ রস অথবা প্রাণীর অঙ্গ সমুদ্ভব—এই পাঁচ প্রকার গন্ধ-
 দেবতাদিগের প্রীতিদায়ক : ৩৮-৪৯

গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ, গন্ধপত্র বা পুষ্পের চূর্ণ এবং প্রমল গন্ধযুক্ত বৃক্ষের পত্রচূর্ণ
 এই সকল প্রকার গন্ধ প্রথমজাতীয় গন্ধের অন্তর্গত । ৪০

চন্দন সরল ও চমেকর বর্ষণ জন্ম গন্ধ এবং অগুরু প্রভৃতি বর্ষণবাহী বাহার
 পঙ্ক নির্গত করিয়া দেবতাকে অর্পণ করা যায়, তাহা ঘৃষ্ট ও দ্বিতীয় প্রকারের
 গন্ধ । ৪১

দেবদারু, অগুরু, পত্র, গন্ধসার, চন্দনপ্রিয়া চৌয়াইয়া যে সুগন্ধি রস নির্গত
 করা হয়, উহার নাম দাহক গন্ধ ; উহা তৃতীয় প্রকার গন্ধের অন্তর্গত । ৪২

সুগন্ধ করবীর, বিষ্ণু, গন্ধিনী এবং তিলক প্রভৃতি নিম্পীড়ন করিয়া যে রস
 গৃহীত হয়, সেই সমস্মর্দজ গন্ধের নাম সমস্মর্দজ গন্ধ । ৪৩

যুগনাভি বা তাহার কোষ হইতে যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রাণ্যজ-
 গন্ধ, উহা স্বর্গবাসিদের অত্যন্ত মনোহর । ৪৪

কপূর এবং গন্ধসারাদি চূর্ণ এবং ঘৃষ্ট এই উভয়ের অন্তর্গত চন্দ্রভাগাদি রস
 এবং পঙ্কের অন্তর্গত । ৪৫

সকল প্রকার সমস্মর্দানিতে গন্ধসারের প্রয়োগ হয় ; অপরের যোগে যুগ-
 নাভি কখন ঘৃষ্ট কখন বা চূর্ণ হয় । ৪৬

১। ঘৃষ্টামঘৃষ্টগন্ধোহয়ম্ ।

২। দেবদার্বণ্ডকপাশাশাশাশচন্দনাঃ ।

৩। দন্ধাঃ ।

গন্ধস্থ বিস্তরো ভেদঃ প্রোক্তঃ কালীয়কাদয়ঃ ।
 সর্বঃ পঞ্চবিধেহেব প্রবিষ্টো ভবতি কথং ॥ ৪৮
 গন্ধো মলয়জো যন্ত দৈবে পৈত্র্যে চ সম্ভূতঃ ।
 তন্ম পঙ্কো রসো বাপি চূর্ণো বা বিষ্ণুভূষ্টিদঃ ।
 সর্কেষু গন্ধজাভেষু প্রশস্তো মলয়োত্তমঃ ।
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দধ্যান্নময়জং সদা ॥ ৪৯
 কৃষ্ণাঙ্কুরঃ সৰ্পপূরঃ সহিতো মলয়োত্তমৈঃ ।
 বৈষ্ণবী প্রীতিদো গন্ধঃ কামাখ্যাশ্চ ভৈরব ॥ ৫০
 কুঙ্কমাঙ্কুরকন্তুরীচস্ত্রভাগৈঃ সমীকৃতৈঃ ।
 ত্রিপুরাপ্রীতিদো গন্ধস্তথা চণ্ডাশ্চ শঙ্কতে ॥ ৫১
 দৈবতোক্ষেশপূর্বক গন্ধং সম্পূজ্য সাধকঃ ।
 দেবায়ৈষ্ঠায় বিতরেৎ সর্বসিদ্ধিপ্রদং সদা ॥ ৫২
 গন্ধেন লভতে কামান্ পট্টং ধর্মপ্রদং সদা ।
 অর্ধান্নাং সাধকো গন্ধো যন্ত মোক্ষঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৩
 অন্নং বাৎ কথিতো গন্ধঃ পুত্রো বেতালাভৈরবো ।
 পুষ্পানি দেব্যা বৈষ্ণবাঃ^১ প্রিয়ানি পুণ্ড্র সম্ভ্রতি ॥ ৫৪
 বকুলৈশ্চৈব মন্দারৈঃ কুলপুষ্পৈঃ কুরুটকৈঃ ।
 করবীরাকপুষ্পৈশ্চ শালশৈলশাপরাজিতৈঃ ॥ ৫৫

এইরূপ সকল প্রকারেই গন্ধ পাঁচ প্রকারের অধিক হয় না । পরম্পরের
 খুঁটাদি ভাব থাকাতে গন্ধ সকল অত্যন্ত প্রীতিকর । ৪৭

কালীয়কাদি নানাপ্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে । এই সকল প্রকার গন্ধই
 পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত । ৪৮

মলয়জ গন্ধ দৈব এবং পৈত্র্যকার্য্যে সম্ভূত, তাহার পঙ্কই হটুক, রসই হটুক
 অথবা চূর্ণই হটুক, বিষ্ণুর ভূষ্টিপ্রদ । সকল প্রকার গন্ধের মধ্যে মলয়োত্তম
 অত্যন্ত প্রশস্ত ; এই নিমিত্ত অতি যত্নপূর্বক মলয়জদান করিবে । ৪৯

হে ভৈরব ! কৃষ্ণ অঙ্কুর, সর্পপূর এবং মলয়োত্তম একত্র মিশ্রিত হইয়া
 যে গন্ধ উৎপাদন করে, তাহা বৈষ্ণবী দেবীর এবং কামাখ্যার প্রীতিপ্রদ
 হয় । ৫০

কুঙ্কম, অঙ্কুর এবং কন্তুরী ইহারা সমানাত্ম চন্দ্রভাগের সহিত মিলিত
 হইয়া যে গন্ধ উৎপাদন করে, তাহা ত্রিপুরা দেবীর এবং শঙ্কু ও চণ্ডিকাদেবীর
 প্রীতিপ্রদ হয় । সাধক দেবতোক্ষেশপূর্বক গন্ধ অর্চনা করিয়া ইষ্টদেবকে
 অর্পণ করিলে সকল প্রকার ফলপ্রাপ্ত হয় । ৫১-৫২

গন্ধ দ্বারা কাম লাভ হয়, গন্ধ সর্বদা ধর্মপ্রদ, গন্ধ অর্থের সাধক এবং গন্ধ
 মোক্ষেরও কারণ । ৫৩

হে পুত্র বেতালা ও ভৈরব ! তোমাদিগকে গন্ধের কথা বলিলাম, এক্ষণে
 বৈষ্ণবী দেবীর প্রিয় পুষ্পের কথা অবগত কর । ৫৪

বকুল, মন্দার, কুল, কুরুটক, করবীর, অর্কপুষ্প, শাল, অপরাজিতা,

১। সর্বসাধ্যমবাগ্নুগ্রাৎ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২। যানি পুষ্পানি চ দেব্যাঃ ।

দমনৈঃ সিদ্ধবারৈশ্চ সুরভীকুরুবৈকুণ্ঠা ।
 লতাভিত্তিকবৃক্ষস্ত দুর্বাঙ্কুরৈশ্চ কোমলৈঃ ॥ ৫৬
 মঞ্জরীভিঃ কুশানাম্বৈঃ বিদ্যগজৈঃ সুশোভনৈঃ ।
 পূজয়েদৈকবীং দেবীং কামাখ্যাং ত্রিপুরাং তথা ॥ ৫৭
 অশ্বাশ্ব য়াঃ শিবাশ্রীতৈশ্চ জায়ন্তে পুষ্পজাতবঃ ।
 তা ইমাঃ শৃণু কথ্যন্তে ময়া বেভালভৈরব ॥ ৫৮
 মালতী মল্লিকা জাতি যুথিকা মাধবী তথা ।
 পাটলা করবীরশ্চ জবা নর্কারিকা তথা ॥ ৫৯
 কুঞ্জকন্তগন্থশ্চৈব কর্ণিকারোহিত্য রোচনা ।
 চম্পকাস্তিকো বাণো বর্ষরা মল্লিকা তথা ॥ ৬০
 অশোকো গোদ্রুতিলাকো অটরুশশিরীষকো ।
 শমীপুষ্পক জ্রোণশ্চ পল্লোৎপলবকারুণাঃ ॥ ৬১
 ক্ষেতাক্ষপৈঙ্গিসকো চ পলাশঃ খদিরস্তথা ।
 বনমালাধ সেবন্তী* কুমুদোহিত্য কদম্বকঃ ॥ ৬২
 চক্রং কোকনদশ্চৈব ভক্তিলো* গিরিকর্ণিকা ।
 নাগকেশরপুমাণৌ কেতকাজ্জলিকা তথা ॥ ৬৩
 দোহদা বীজপুরশ্চ নয়েকঃ শাল এব চ ।
 ঐশ্বরী চণ্ডবিদ্যশ্চ কিল্টী* পক্ষবিদ্যাস্তথা ॥ ৬৪
 এবমাহ্যস্তকুমুদৈঃ পূজয়েদ্বদনাং শিবাম্ ॥ ৬৫
 অপামার্গশ্চ পত্রস্ত ভতো ভৃঙ্গারপত্রকম্ ।
 ভতোহপি গন্ধিনীপত্রং বলাহকপত্রং পরম্ ॥ ৬৬
 তন্ময়ং খদিরপত্রস্ত বজ্রলস্তবকস্তথা ।
 আশ্রিত্য বকুগচ্ছস্ত জম্বুপত্রং ততঃ পরম্ ॥ ৬৭
 বীজপুরশ্চ পত্রস্ত ভতোহপি কুশপত্রকম্ ।
 দুর্বাঙ্কুরং ততঃ প্রোক্ষ্য শমীপত্রমতঃ পরম্ ॥ ৬৮

দমন, সিদ্ধবার, সুরভী কুরুবক, লতা, বৃক্ষ, কোমল দুর্বাঙ্কুর, কুশের মঞ্জরী, শোভন এই সকল পুষ্পাদি দ্বারা বৈকবী দেবী কামাখ্যা এবং ত্রিপুরাকে পূজা করিবে । ৫৫-৫৭

এতত্ত্বিন্ন আরও পুষ্পজাতি অশ্বাশ্ব দেবীরও প্রীতির নিয়িত্ত হয় । হে বেভাল ভৈরব । আমি সেই সকল পুষ্পের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৫৮

মালতী, মল্লিকা, জাতি, যুথিকা, মাধবী, পাটলা, করবীর, জবা নর্কারিকা, কুঞ্জ, কুশ, কর্ণিকার, রোচন, আতান্ত্র, চম্পক, বাণ, বর্ষরা, মল্লিকা, অশোক, তিলক, গোদ্র, অটরু, শিরীষ, শমীপুষ্প, জ্রোণ, পল্ল, উৎপল, কল্পন, শোভা-
 জ্ঞন, পলাশ, খাদির, বনমালা মীমন্তী, কুমুদ, কদম্ব, চক্র, কোকনদ, ভক্তিল, গিরিকর্ণিকা, নাগেশ্বর, পুমাগ, কেতকী, অজ্জলিকা, দোহদা, বীজপুর, নয়েক, শাল, ঐশ্বরী, চণ্ডবিদ্য, পক্ষবিদ্য কিল্টী ইত্যাদি সকল প্রকার কুমুদ দ্বারা বর-
 কা রিনী শিবের পূজা করিবে । ৫৯-৬৫

অপামার্গপত্র, ভৃঙ্গারপত্র, গন্ধিনী-পত্র, বলাহকপত্র, খদিরপত্র, বজ্রলস্তবক,

পত্রাণামলকং উদ্ভাদানামিলাং পত্রবস্তুতঃ^১ ।
 সর্বতো বিম্বপত্রস্ত দেব্যাঃ প্রীতিকরং যতম্ ॥ ৬৯
 পুষ্পং কোকনদং পত্রং জবা বন্ধুক এব চ ।
 পত্রং বিম্বম্ সর্বৈজ্যো বৈম্ববীজুতিদং যতম্ ॥ ৭০
 সর্বৈষাং পুষ্পজাতীনাম্ বস্তুপদ্মমিহোত্তমম্ । ৭১
 বস্তুপদ্মসহস্রৈশ্চ যো যানাম্ সম্প্রযচ্ছতি ।
 ভক্তিযুক্তো মহাদেবৈব্য ভস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৭২
 কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ।
 হিহ্না মম পুরে জীমাংস্ততো রাজা কিতৌ ভবেৎ ॥ ৭৩
 পত্রেষু বিম্বপত্রস্ত দেবীপ্রীতিকরং যতম্ ।
 তৎসহস্রকুটা যানাম্ পূর্ববৎ ফলদা ভবেৎ ॥ ৭৪
 কিকোজ বহ্ননোজেন সামান্তেনৈব যুচ্যতে ।
 উক্তানুজ্ঞেস্তথা পুষ্পৈর্জলৈঃ স্তব্ধসম্ভবৈঃ ॥ ৭৫
 পদ্মৈঃ সর্বৈষথান্যভঃ সর্বৌষধিগণৈরপি ।
 বনজৈঃ সর্বপুষ্পৈশ্চ পদ্মৈরপি শিবাং যজেৎ ॥ ৭৬
 পূজয়েৎ পরমেশানীং পুষ্পাতাবেহপি পত্রকৈঃ ।
 পত্রাণামপ্যভাবে তু ত্বংকলৌষধাদিভিঃ ॥ ৭৭
 ঔষধীনামভাবে তু তৎফলৈরপি পূজয়েৎ ।
 অক্ষতৈর্বা জলৈর্বাপি ভদ্রভাবে তু সর্ষপৈঃ ॥ ৭৮

আত্ম-স্তবক, জম্বুপত্র বীজপূর পত্র, কুশপত্র, দুর্বাঙ্কুর, শমীপত্র, আমলকপত্র, আত্মপত্র, ইহারা যথাক্রমে দেবীর অধিক প্রীতিকর এবং সকলের অপেক্ষা বিম্বপত্র প্রীতিকর । ৬৬-৬৯

কোকনদ, পুষ্প, জবা, বন্ধুক এবং বিম্বপত্র ইহা সর্বাপেক্ষা দেবীর অধিক তুষ্টিপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ৭০

সকল প্রকার পুষ্পের মধ্যে বস্তুপদ্মই দেবীপূজায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য । ৭১

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া সহস্র বস্তুপদ্ম দ্বারা যানাম্ নির্মাণ করিয়া মহাদেবীকে অর্পণ করে তাহার ফলের বিষয় শ্রবণ কর । ৭২

সে আশার মগরে শতাধিক স্তব্ধ কল্প বাস করিয়া অস্তে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ৭৩

পত্রের মধ্যে বিম্বপত্র দেবীর অধিক প্রীতিকর, এই বিম্বপত্রসহস্রদ্বারা যানাম্ নির্মাণ করিয়া দেবীকে অর্পণ করিলে পূর্বোক্ত ফললাভ হয় । ৭৪

অধিক কথা বলিয়া আর ফল কি, সামান্ততঃ এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, উক্তই হউক আর অনুক্তই হউক, জলজাত হউক বা স্থলজাত হউক, সকল প্রকার পদ্ম, তথা সকল প্রকার ঔষধি, বনজ সকল প্রকার পুষ্প এবং পত্রদ্বারা হুগী দেবীর পূজা করিবে । ৭৫-৭৬

পুষ্পের অভাবে সেই পরমেশ্বরী দেবীর পত্রের দ্বারা পূজা করিবে, পত্রের অভাবে ত্বণ, তল এবং ঔষধী দ্বারা, ঔষধীর অভাবে তাহার ফল দ্বারা, তাহার

১। উদ্ভাদানামিলাং মন্তং উভয়ঃ ।

২। জীমান্তে মোক্ষবাপুয়াং ।

সিংহাসনস্থাপ্যলাভে তু মানসীং ভক্তিমাচরেৎ ॥ ৭৯
 বাজিদন্তকপটৈশ্চ পুষ্পপটৈঃ পূজয়েৎ ॥
 তুলসীকুমুদৈঃ পটৈরর্চয়েৎ শ্রীবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৮০
 পুরস্চরণকার্যেষু বিশ্বপুণ্যযুতেভিস্তৈঃ ।
 সাক্ষ্যৈতঃ সপ্তৈভবাণি শিবাযুদ্ধিশ্চ হৃত্ততঃ ।
 কুহয়াননলং বুদ্ধং সংকৃতং কামবৃদ্ধয়ে ॥ ৮১
 সঙ্কলিতঃ কামসিঁধ্যং সংখ্যয়া যঃ কৃতো জপঃ ।
 তদন্তে পূজনং যত্নং বিহিতং ক্রিয়তে ষিটৈঃ ।
 পুরস্চরণসংজ্ঞক কীৰ্ত্তিতং দ্বিজসমুদৈঃ ॥ ৮২
 তস্মিন্ পুরাণকে পূর্বকং পূর্বোক্তৈঃ বিভুরাদিতৈঃ ।
 বিধানৈঃ পূজয়েদ্দেবীং কামাখ্যাং বৈষ্ণবীমপি ॥ ৮৩
 যথাসম্ভবমেবাদ্ভ্য মদ্যং যোড়শ সাধকঃ ।
 উপচারাংস্তথৈবোক্তান্ বিধিকৃত্যান্ন লজ্জয়েৎ ॥ ৮৪
 সম্পূর্ণং পূজনং কৃত্বা কলোজ্জ্বলং শতধা জপেৎ ।
 জপান্তে কুহয়াদগ্নিং হোম্যন্তে তু বলিপ্রদয়ম্ ॥ ৮৫
 ত্রিজাতীয়স্ত বিভুরেভৌর্যাদিকমন্তঃ পরম্ ।
 পত্নী স্বরং বা ভাতা বা গুরুবাঃ বিনিয়োজয়েৎ ॥ ৮৬
 নৈবেদ্যানীনি সর্বাণি স্বপুত্রঃ শিশু এব বা ।
 যজ্ঞাবসানে মদ্যাতু গুরুবে দক্ষিণাং শুভাম্ ॥ ৮৭
 চামীকরং তিলাজ্যঞ্চ তদনন্তৌ তু চৈলকম্ ।
 অষ্টম্যাং গুরুপক্ষস্ব ব্রহ্মচারী জিতেজিয়ঃ ।
 নবম্যাং বা চতুর্দশ্যাং মহাদেব্যাঃ পুরস্চরেৎ ॥ ৮৮

অভাবে আত্মপ তুলস বা জল দ্বারা, তাহার অভাবে স্নেহ সর্ষপ দ্বারা, তাহারও
অভাব হইলে মানসিক ভক্তি করিবে । ৭৭-৭৯

বাজিদন্তক পত্র বা পুষ্প অথবা তুলসীর পত্র ও পুষ্প দ্বারা শ্রীর বৃদ্ধি
কামনার চতিকাদেবীর পূজা করিবে । ৮০

পুরস্চরণ কার্যে তিলবৃত্ত বিশ্বপত্র দ্বারা কামনার বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিলিত
এবং সংকৃত অগ্নিতে হোম করিবে । ৮১

কামনার বৃদ্ধির নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্বক গণনা করিয়া যে জপ করা হয়, সেই
জপের আস্তে ব্রাহ্মগণন যে পূজা করেন, ব্রাহ্মগণ তাহাকে পুরস্চরণ বলিয়া
অভিহিত করেন । ৮২

সেই পুরস্চরণ কার্যে পূর্বোক্ত বিধি দ্বারা কামাখ্যা এবং বৈষ্ণবী দেবীর
পূজা করিবে । সাধক এই পূজাতেও যথাসম্ভব যোড়শ প্রকার উপচার দান
করিবে, বিধি বিহিত কার্যের লভ্যন করিবে না । ৮৩-৮৪

কলোজ পূজা সম্পূর্ণ করিয়া দশবার তুলমন্ত্র জপ করিবে, জপের পর হোম
করিবে, তদনন্তর তিনটি বলিপ্রদান করিবে । ৮৫

তদনন্তর দিন প্রকার তৌর্যাদিকের প্রয়োজন করিবে এবং পত্নী স্বরং ভাতা
অথবা গুরু অথবা স্বপুত্র কিংবা শিশু নৈবেদ্য আদির যোজন্য করিবে । ৮৬

যজ্ঞের অবসানে গুরুকে শুভ দক্ষিণা দান করিবে । ৮৭

আদম্যাদ্ গুরুবক্তৃত্বং বিধিনা বিস্তরেণ তু ।
 কল্লোদিতেন সম্পূজ্য তিথিষেতানু ভৈরব ॥ ৮৯
 সম্পূর্ণপূজাং নো কৃত্বা ন দক্ষ্যাম্যহমোপ্সিতম্ ।
 ন পুরস্করণং বাপি কুর্য্যাৎ কৃত্বাহবসৌদতি ॥ ৯০
 নিত্যপূজা সা তু পুনঃ সম্পূর্ণা যদি শক্যতে ।
 কল্লোদিতং পূজয়িতুং তদা কুর্যাদত স্রিতঃ ॥ ৯১
 ন চেদ্বিস্তরণঃ কর্তুং দেবাঃ পূজাস্ত ভৈরব ।
 কল্লোদিতাং বাস্তদেবস্ত তজ্জাঃ বিধিকৃত্যজে ॥ ৯২
 মার্জ্জনাগৈস্ত সৎকৃত্য স্তম্ভিলে মণ্ডলং লিখেৎ ।
 পাত্রম্ প্রতিপত্তিস্ত কৃত্বা দাহং প্রবং তথা ॥ ৯৩
 ধ্যায়েন্দোদ্যানযথ চ সংস্কৃত্যঙ্গুরপতঃ ।
 অকুষ্ঠাশুভ্রপৰ্য্যন্তং দ্বাদশাঙ্গস্ত তদ্বয়ে ।
 অৰ্ঘ্যপাত্রেহমৃতা কণ্ডু উপচারান্ প্রসেচয়েৎ ।
 আধারশক্তিপ্রমুখং মূলবর্গান্ প্রযুজ্য চ ॥ ৯৪
 হৃদিস্থং দেবতাং ধ্যাত্বা বহিঃকৃত্যঞ্চ বায়ুনা ।
 আরোপ্য মণ্ডলে দক্ষ্যাহুপচারান্ যথাবিধি^১ ॥ ৯৫
 পূজয়িত্বা বজ্রদ্বানি তথাচৌ দলদেবতাঃ ।
 পুষ্পাঞ্জলিভয়ং দত্ত্বা কণ্ডু স্তব্ধা প্রণমা চ ॥ ৯৬

ঐ দক্ষিণার দ্রব্য সুবর্ণ ঙিল এবং গাভী । ইহাতে অশক্ত হইলে চলীর
 ঘোড় দক্ষিণা দিবে । গুরুপক্ষের অষ্টমী, নবমী অথবা চতুর্দশীতে জিতেন্দ্রিয়
 এবং অশ্বেচারী হইয়া মহাদেবীর পুরস্করণ করিবে । ৮৮

হে ভৈরব । এই সকল তিথিতে কল্লোদিত বিস্তৃত বিধি অনুসারে পূজা
 করিয়া গুরুবক্তৃ হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে । ৮৯

সম্পূর্ণ পূজা না করিয়া অভীক্ষিত মন্ত্র গ্রহণ করিবে না এবং পুরস্করণও
 করিবে না, যদি করে তাহা হইলে অবসাদ প্রাপ্ত হইবে । ৯০

নিত্য পূজাতেও যদি কল্লোদিত সম্পূর্ণ পূজা করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে
 আলস্য ত্যাগ করিয়া তাহা করিবে । ৯১

হে ভৈরব । যদি বেষীর বা অন্য দেবতার কল্লোদিত বিস্তর পূজা করিতে
 সক্ষম না হয়, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ বিধির অনুসরণ করিবে । ৯২

মার্জ্জনাগি দ্বারা সংস্কার করিয়া স্তম্ভিলে মণ্ডল অঙ্কিত করিবে এবং পাত্রে
 প্রতিপত্তি দাহ এবং প্রব করিবে । ৯৩

তদনন্তর আচার অনুকূপ সংস্কার করিয়া ধ্যান করিবে । অনন্তর শুদ্ধির
 নিমিত্ত অকুষ্ঠাদি হইতে অন্ন পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার দ্রব্য করিয়া অৰ্ঘ্যপাত্রে আট
 বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া উপচার সকল ঐ জল দ্বারা সিক্তন করিয়া আধারশক্তি
 আদি সুমেরু পর্য্যন্ত পীঠদেবতার পূজা করিবে । ৯৪

অনন্তর হৃদয়স্থিত দেবতার ধ্যান করিয়া এবং বায়ুর সহিত হৃদয় হইতে
 উত্থাপিত বাহির করিয়া মণ্ডলে আরোপ করিয়া যথালক্ষি উপচার প্রদান
 করিবে । ৯৫

যুগ্মায়ত্তে প্রদর্শ্যথ ততঃ পুষ্ঠান্নিসৰ্জয়েৎ ।
 সৰ্ব্বস্যামেব দেবান্যামেব এব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৭
 সম্যক্ কল্লোদিভ্য পূজা যদি কৰ্ত্ত্বং ন শক্যতে ।
 উপচারান্তথা দ্বাত্ত্বং পট্টোক্তাং বিভবেত্তদা ॥ ৯৮
 গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ ।
 অভাবে পুষ্পদেবাত্ম্যাত্ম্য উদভাবে তু ভক্তিভঃ ॥ ৯৯
 সংক্ষেপপূজা কথিতা তথা বস্ত্রাদিকং পুনঃ ।
 পূৰ্ণচরণকৃত্যে^১ চ প্রদীপং স্তম্ভৈরব ॥ ১০০
 দীপেন লোকান্ জয়তি দীপস্তেজোময়ঃ স্মৃতঃ ।
 চতুর্ভূগপ্রদো দীপস্তস্মাদ্দীপৈর্হাজেচ্ছিয়ম্ ॥ ১০১
 সত্ততং পুষ্পদীপাত্ম্যং পূজয়েদ্ বস্ত্র দেবতাম্ ।
 তাত্ম্যামেব চতুর্ভূগঃ কথিতো নাত্র সংশয়ঃ^২ ॥ ১০২
 পুষ্পৈর্দেবাসঃ প্রসীদন্তি পুষ্পে দেবাস্তে সংহিতাঃ ।
 চরাচরাস্তে সকলাঃ সদা পুষ্পরসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৩
 কিকাতিষস্থোক্তে^৩ পুষ্পস্তোতির্মতল্লিকা ।
 পূৰ্ণং জ্যোতিঃ পুষ্পগতং পুষ্পেনৈব প্রসীদতি ॥ ১০৪
 ত্রিবর্গসাধনং পুষ্পং তুষ্টিশ্চৈব পুষ্টিমৌক্ষদম্^৪ ॥ ১০৫

তাহার পর যড়ক পূজা, অষ্টদল দেবতার পূজা, জপ, স্তব এবং প্রণাম
করিয়া তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে । ৯৬

উদনস্তব দেবতার সম্মুখে যুগ্ম প্রদর্শন করিয়া বিসর্জন করিবে । সকল
প্রকার দেবতারই এইরূপ পূজাবিধি জানিবে । ৯৭

যদি কল্লোক্ত সম্যক্ পূজা করিতে অক্ষম হয় এবং সকল প্রকার উপচার
দান করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে বাক্যমাণ পাঁচ উপচার দান করিবে । ৯৮

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য এই পাঁচ প্রকার উপচারের অভাবে পুষ্প
এবং জল দিয়া পূজা করিবে এবং তাহারও অভাব হইলে কেবল ভক্তি দ্বারা
পূজা করিবে । ৯৯

হে ভৈরব । সংক্ষেপ পূজা, বস্ত্রাদি এবং পূৰ্ণচরণ কার্যের বিষয় বল্য
হইল । এক্ষণে দীপের কথা শুন । ১০০

দীপ দ্বারা লোক জয় হয়, এই দীপ তেজোময় এবং চতুর্ভূগপ্রদ, এই নিমিত্ত
দীপ দ্বারা পূজা করা বিধেয় । ১০১

যে সর্বদা পুষ্প দীপ দ্বারা দেবতার পূজা করে, তাহা দ্বারাই সে স্বর্গগামী
হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ১০২

পুষ্প দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন, পুষ্পেই দেবতাদিগের স্থিতি এবং চরাচর
সকল পুষ্পরস বলিয়া অভিহিত হয় । ১০৩

পুষ্পের অতি প্রশস্ততার বিষয় আর কত বলিব ? সেই শব্দ জ্যোতিঃ
অরূপ পরমাত্মা পুষ্পে বাস করেন এবং পুষ্প দ্বারাই প্রসন্ন হন । ১০৪

পুষ্প ত্রিবর্গের সাধন এবং তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রমোদদায়ক । ১০৫

১। পূৰ্ণচরণকৃত্যং চ ।

২। তাত্ম্যামেব স্বর্ভূগঃ কথিতো দ্বারান্ত্যয় সংশয়ঃ ।

৩। কিকাতিষ ।

পুষ্পমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা পুষ্পমধ্যে তু কেশবঃ ।
 পুষ্পাঙ্কে তু মহাদেবঃ সর্বো দেবাঃ স্থিতা দলে ॥ ১০৬
 তস্মাৎ পুষ্পৈর্যজ্ঞৈশ্চৈবান্ নিত্যং ভক্তিযুক্তো-নরঃ ।
 উচ্চারিতং নামমাত্রং জায়তে সর্বভূতয়ে ॥ ১০৭
 মৃতপ্রদীপঃ প্রথমস্তিলতৈলোদ্ভবস্ততঃ ।
 সার্ষপঃ ফলনির্যাসজাতো বা দ্ব্যজিকোদ্ভবঃ ।
 দ্বিজস্চাশ্বজৈশ্চৈব দীপাঃ সন্ত প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১০৮
 পদ্মসূত্রভবঃ পৰ্ণগৰ্ভসূত্রভবঃিথবা ।
 শগজা বাদরী বাপি ফলকোষোদ্ভবা তথা ।
 বস্তিকা দীপকৃত্যেহু সদা পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৯
 তৈজসং দারবং লৌহং যান্তিক্যং নারিকেলজম্ ।
 তৃণধ্বজোদ্ভবং বাপি দীপপাত্রং প্রলম্বতে ॥ ১১০
 দীপবৃক্ষাস্ত কৰ্ত্তব্য। তৈজসাতৈলভৈরবঃ ।
 বৃক্ষেহু দীপো নাতৰ্যো ন তু ভূমৌ কদাচন ॥ ১১১
 সৰ্ব্বংসহা বসুমতী সহতে ন কিমং ব্রহ্মণ্য ।
 অকার্য্যপাদঘাতস্তান্ দীপতাপং তৈব চ ॥ ১১২
 তস্মাদ্ যথা তু পৃথিবী তাপং নাপ্রোক্তি বৈ তথা ।
 দীপং দদ্যাদ্ভাহাদেবৈ অশ্বতোহপি চ ভৈরব ॥ ১১৩
 কুৰ্ব্বন্তং পৃথিবীতাপং যো দীপমুৎসৃজেন্নরঃ ।
 ন ভাক্ততাপং নরকং প্রাপ্নোত্যেব শতং সমাঃ ॥ ১১৪

পুষ্পের মূলে ব্রহ্মা বাস করেন, পুষ্পের মধ্যে কেশব এবং অগ্রভাগে মহা-
 দেব বাস করেন, পুষ্পের দলে সকল দেবতা অবস্থান করেন । ১০৬

এই হেতু মন্ত্র ভক্তিযুক্ত হইয়া পুষ্প দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে ।
 পুষ্পের নাম যাত্র উচ্চারণে সকল প্রকার বিভূতি লাভ হয় । ১০৭

প্রদীপ সাত প্রকার :—মৃত প্রদীপ, তিলতৈলযুক্ত প্রদীপ, সার্ষপ-তৈলযুক্ত
 প্রদীপ, নির্যাসজাত প্রদীপ, দ্ব্যজিকাজাত প্রদীপ, দ্বিজাজাত প্রদীপ এবং অশ্ব-
 জাত প্রদীপ । ১০৮

পদ্মসূত্র ভব, পৰ্ণ, গৰ্ভসূত্র ভব, শগজা, বাদরী ফলকোষোদ্ভবা এই পাঁচ
 প্রকার বাতি দীপকার্য্য ব্যবহৃত হয় । ১০৯

তৈজস, দারুময়, লৌহনির্মিত, বৃক্ষ এবং নারিকেলজাত এই কয় প্রকার
 দীপই প্রশস্ত । ১১০

হে ভৈরব ! প্রদীপের আবার ও তৈজসাদির নির্মাণ করিবে, অথবা বৃক্ষের
 উপরে দীপ দান করিবে, কদাচ ভূমিতে দীপ দান করিবে না । ১১১

বসুমতী সকলই সহ্য করেন বটে কিন্তু হুইটি সহ্য করিতে পারেন না ;
 অকার্য্যের নিমিত্ত পদাঘাত এবং প্রদীপের তাপ । ১১২

অতএব যাহাতে পৃথিবী তাপ না পান সেইরূপে, হে ভৈরব ! মহাদেবী
 এবং অগ্নি দেবতাদিগকে দীপ দান করিবে । ১১৩

পৃথিবীকে তাপ দান করে, সে ব্যক্তি ভাস্কৃত্যাপ নরক প্রাপ্ত হয়, সে শিরশে
 সন্মত হুই । ১১৪

সুদৃশবৰ্জিঃ সুদেহঃ পাণ্ডুভাগঃ সুদৰ্শনঃ^১ ।

সুস্ফাৰে বৃক্ষকোটৌ তু দীপং দদ্যৎ প্রযত্নতঃ । ১১৫

লভাতে যন্ত তাপস্ত দীপস্ত চত্বরঙ্গলাং ।

ন স দীপ ইতি খ্যাতে হোমবহ্নিত্ত্ব স শ্রুতঃ ।

নেত্রাহ্লাদকরঃ বর্জির্দ্রুতাপবিবর্জিতঃ ॥ ১১৬

সুশিবঃ শকবহ্নিতো নিধূমো নাতিত্বরকঃ ।

দক্ষিণাবৰ্জবর্জিত্ত্ব প্রদীপঃ স্রীবিমুক্তয়ে ॥ ১১৭

দীপবৃক্ষস্থিতো পাণ্ডে শুক্লস্নেহপ্রপূরিতো ।

দক্ষিণাবৰ্জবর্জিত্ত্ব তু চাক্রদীপঃ প্রদীপকঃ ॥ ১১৮

উত্তমঃ প্রোচ্যতে পূজ্যঃ সর্বভুক্তিপ্রদায়কঃ ।

বৃক্ষেণ বর্জিতো দীপো মধ্যমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১১৯

বিহীনঃ পাণ্ডৈতলভাগমধ্যমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১২০

শাণ্ড বা দারবং বস্ত্রং কীর্ত্তং মলিনয়েব বা ।

উপযুক্তক নাদন্যাবর্জিকার্ষত্ব সাধকঃ ॥ ১২১

উপাদন্যাম্নুস্নেহেব সততং স্রীবিমুক্তয়ে ।

কোমলং রোমজং বস্ত্রং বর্জিকার্ষং ন চাসদেৎ ॥ ১২২

ন মিশ্রীকৃত্য দদ্যাত্তু দীপে স্নেহবৃত্তাদিকান্ ।

কৃত্বা মিশ্রীকৃতং স্নেহং তামিশ্রং নরকং ভজেৎ ॥ ১২৩

বসাহজ্জাহ্নিনির্যাসৈঃ স্নেহৈঃ প্রাণাক্রমস্তবৈঃ ।

প্রদীপং নৈব কুৰ্য্যাত্তু কৃত্বা পদেহবনীদতি ॥ ১২৪

শোভন বৃত্তাকার বর্জিত্ব, সুঃস্নেহ, অরুণপাণ্ডে স্থিত, সুদৃশ্য সুস্ফাৰ এইরূপ বৃক্ষকোষে যত্নপূর্বক দীপ দান করিবে । ১১৫

যে দীপের তাপ চত্বরঙ্গুলি দূর হইতে পাওয়া যায়, তাহা দীপ নয়, তাহা পাপবহ্নি বলিয়া অভিহিত হয় । ১১৬

নেত্রাদির আহ্লাদকর, শোভন অর্জিত্ব, ভূমি তাপ বিবর্জিত সুশিব, শক-শূন্য, নিধূম অতিব্রুহ এবং দক্ষিণাবর্জ বর্জিত্ব প্রদীপই স্রীবিমুক্তিকারক । ১১৭

দীপ যদি বৃক্ষে স্থিত হয় এবং পাণ্ড স্নেহধারা পরিপূরিত থাকে, বর্তী (সলিতা) যদি দক্ষিণাবর্জে অবস্থিত হইয়া উজ্জলভাবে জ্বলে তাহা হইলে হে পূজ্য ! সেই দীপই সর্বোত্তম এবং সকলের ভুক্তিপ্রদ । ১১৮

যদি ঐরূপ দীপ বৃক্ষে না থাকে তাহা হইলে উহা মধ্যম বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় । ১১৯

যদি দীপপাত্ত তৈলদ্বারা হীন হয়, তাহা হইলে উহা অধম বলিয়া গণিত হয় । ১২০

সাধক শশসূত্র বা বৃক্ষের ত্বক্ নির্মিত কিম্বা কীর্ত্ত অথবা বস্ত্র অথচ মলিন বস্ত্র সলিতা নির্মাণের নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না । ১২১

স্রীবিমুক্তির নিমিত্ত সর্বদা নুতনের দ্বারাই সলিতা পাকাইবে, কোমল বা রোমজ বস্ত্রও সলিতার নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না । ১২২

যত তৈলাদি মিশাইয়া দীপের স্নেহ করিবে না, যে ব্যক্তি যত তৈলাদি মিশাইয়া প্রদীপে স্নেহ দান করে, সে তামিশ্র নরকে গমন করে । ১২৩

অহিপাত্রেহ বা পচোদ্ধৃগ্গাহিপবাসিনি ।
 নৈব দীপঃ প্রদাতব্যো বিমুখৈঃ শ্রীবিবৃদ্ধয়ে* ॥ ১২৫
 নৈব নির্বাপয়েদ্বীপং কদাচিদপি যত্নতঃ ।
 সততং লক্ষণোদপতং দেবার্থধূপকল্লিতম্ ॥ ১২৬
 ন হরেজ্জ্ঞানতো দীপং তথা লোভাদিনা নরঃ ।
 দীপহন্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্বাপকো ভবেৎ ॥ ১২৭
 উদীপ্তদীপপ্রতিমঃ কাষ্ঠকাণ্ডসমুদ্ভবঃ ।
 বিজ্ঞেহ্যোস্তবমেবাথ দীপাঙ্গাভে নিবেদয়ৎ ॥ ১২৮
 উল্লুকং নৈব দীপার্থে কদাচিদপি চোৎসৃজেৎ ।*
 প্রসন্নার্থস্ত তং দদ্যাদুপচারাদ্বিহিতম্ ।
 এবং বাং কথিতো দীপো ধূপক শূণ্ডং সুতো । ১২৯
 নাসাঙ্কিরক্সুখনঃ সুগন্ধোহতিমনোহরঃ ।
 দহমানশ্চ কাষ্ঠশ্চ প্রযতশ্চৈতরশ্চ চ ॥ ১৩০
 পরাপ্রাণাথবা ধূমো নিস্তাপো যশ্চ জায়তে ॥
 স ধূপ ইতি বিজ্ঞেহ্যো দেবানাং তুষ্টিদায়কঃ ॥ ১৩১
 রাশীকৃতৈর্ন চৈকত্র তৈজ্রৈব্যাঃ পরিপূজয়েৎ ।
 তুষাগ্নিবর্ত্তনাং কৃত্বা ন তং কলমবাসুদ্যাং ॥ ১৩২
 শ্রীচন্দনক সরলঃ শালঃ কৃষ্ণাণ্ডরস্তথা ।
 উদয়ঃ সুরথকন্দো রক্তবিক্রম এব চ ॥ ১৩৩
 পীতশালঃ পরিমলো বিমর্দী কাশলস্তথা ।
 নমেকুর্দেবদারুশ্চ বিষ্ণুসারোহথ খাদিরঃ ॥ ১৩৪

বসা, যজ্ঞা এবং অহি নির্ধাস প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গ-সমুদ্ভব স্নেহ দ্বারা প্রদীপ জালিবে না। এরূপ স্নেহ দ্বারা প্রদীপ জালিলে নরকে গমন করে।

১২৪

জ্ঞানবান্ সাধক শ্রীবিষ্ণুর অভিলাষী হইয়া অহি নির্মিত পাত্রে অথবা পচা শূর্ণকাদি যুক্ত পাত্রে প্রদীপ স্থাপন করিবে না। ১২৫

যত্নপূর্বক কখনও লক্ষণযুক্ত এবং দেবতার নিমিত্ত উপকল্লিত প্রদীপ নির্বাপ করিবে না। ১২৬

জ্ঞানপূর্বক অথবা লোভাদির বশীভূত হইয়া কখনও প্রদীপ হরণ করিবে না, কারণ দীপহরণকারী অন্ধ হয় এবং নির্বাপক কাণা হয়। ১২৭

দেবতার প্রসন্নার্থে অপর উপচার হইতে পৃথক্ দীপ দান করিবে। এই ত দীপের বিষয় বলা হইল, এক্ষণে ধূপের বিষয় ভাষণ কর। ১২৮-১২৯

নাসা এবং অঙ্কিরক্সের সুখদ সুগন্ধ অতি মনোহর দহনশীল কাষ্ঠের অথবা অপর কোনরূপ পবিত্র চূর্ণ দ্রব্যের যে তাপশূন্য ধূপ উৎপন্ন হয়, তাহার নামই ধূপ, উহা দেবতাদিগের তুষ্টিপ্রদ। ১৩০-৩১

তুষাগ্নির দ্বারা ঐ সকল দ্রব্য রাশীকৃত করিয়া প্রধূপিত করিবে না, কারণ এরূপ করিলে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। ১৩২

শ্রীচন্দন, সরল, শাল, কৃষ্ণাণ্ডর, উদয়, সুরথ, কন্দী, রক্তবিক্রম, পীতশাল,

১। সাধকানাং বিবৃদ্ধয়ে--ইতি পাঠান্তরম্।

* উদীপ্তেত্যাদি-পানমট্টকং পুস্তকান্তরসম্মতম্।

সন্তানঃ পারিজাতশ্চ হরিচন্দনবল্লভৌ ।
 বৃক্ষেষু ধূপাঃ সর্কোষাং শ্রীতিদাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৩৫
 অরালঃ সহ সূত্রেণ জীবাসঃ পট্টবাসকঃ
 কর্পূরঃ শ্রীকরশ্চৈব পরাগঃ শ্রীহরামলৌ ॥ ১৩৬
 সর্কোষধীর জাতীয বরাহচূর্ণ উৎকলঃ ।
 জাতীকোষযা চূর্ণক গন্ধঃ কস্তুরিকা তথা ।
 কোদে বস্ত্রে চ পদ্মিতা ধূপা এতে উদাহৃত্যঃ ॥ ১৩৭
 যক্ষধূপো যক্ষধূপঃ শ্রীপিঠোহম্বুজবর্মণঃ ।
 পত্রিবাহঃ পিণ্ডধূপঃ সুগোলঃ কণ্ঠ এব চ ॥ ১৩৮
 অশোণ্ডযোগা নির্যাসা ধূপা এতে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 ঐতির্বিধূপুল্লেক্ষকান্ ধুমিতিঃ কৃষ্ণবর্ণনা ।
 যেষাং ধূপোক্তবৈবর্ণ্যৈবৈবর্ণ্যৈঃ গচ্ছন্তি অস্তবঃ ॥ ১৩৯
 নির্যাসশ্চ পরাগশ্চ কাষ্ঠং গন্ধং তথৈব চ ।
 কুজিমশ্চেতি পট্টোক্তে ধূপাঃ শ্রীতিকরাঃ পরাঃ ॥ ১৪০
 ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাদিযাং কদাচন ।
 ন ব্রহ্মং বিক্রমং মহ্যং সুরথং কদ্রিলং তথা ॥ ১৪১
 যক্ষধূপঃ পুত্রিবাহঃ পিণ্ডধূপঃ সুগোলকঃ ।
 কৃষ্ণাঙ্কুরঃ স্কর্পূরো মহামায়াপ্রিয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪২
 যক্ষধূপেন বা দেবীং মহামায়াং প্রপূজয়েৎ ।
 যেনোমজ্জাসমায়ুক্তান্ ন ধূপান্ বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৪৩

পরিমল, বিমর্দী, কাশন, নয়েরু, দেবদারু, বিষণাখা, দাড়িম, সন্তান, পারি-
 জাত, হরিচন্দন, বল্লভ, এই সকল বৃক্ষের ধূপ সকলের শ্রীতিপ্রদ বলিয়া কীর্তিত
 হইয়াছে ১৩৫-৩৬

সূত্রে সহিত অরাল, জীবাস, অমল, সর্কোষধিরজঃ, জাতিবারাহ চূর্ণ,
 তাহার কণা জাতীকোষের চূর্ণ, গন্ধ এবং কস্তুরিকা ইহাদের চূর্ণ করিলেও
 ইহারা ধূপ বলিয়া কথিত হয় । ১৩৬-১৩৭

যক্ষধূপ, যক্ষধূপ, শ্রীপিঠ, নির্জর, পত্রিবাহ, পিণ্ডধূপ, সুগোলকণ্ঠ পরস্পর
 যুক্ত নির্যাস ধূপের এই কয়টি ভেদ কীর্তিত হইয়াছে । ১৩৮

ইহাদের অগ্নির ধূম দ্বারা দেবতা সকলকে ধূপিত করিবে, কারণ ইহাদিগের
 ধূমোক্তব গন্ধ আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণ তৃপ্তি লাভ করে । ১৩৯

নির্যাস (আটারূপ), পরাগ (শুভাঙ্গব্য) কাষ্ঠ, গন্ধ এবং এই পাঁচ প্রকার
 ধূপের আকার, ইহারা শুভদায়ক এবং শ্রীতিকর । ১৪০

যক্ষধূপ এবং কাশন ইহা মাদবকে দান করিবে না এবং ব্রহ্মবিক্রম সুরথ
 বা কদ্রিল আমাকে দিবে না । ১৪১

যক্ষধূপ, পত্রিবাহ, পিণ্ডধূপ, সুগোলক, কৃষ্ণাঙ্কুর এবং স্কর্পূর ইহারা মহা-
 মায়ায় প্রিয় । ১৪২

অথবা মহামায়া দেবীকে যক্ষধূপ দ্বারা পূজা করিবে । যে ৩ যজ্ঞায়ুক্ত
 পরকীয়, পূর্ব আশ্রিত, অপহরণ করিয়া আনীত অথবা যাচিত ধূপ কখনই
 দান করিবে না । ১৪৩

পরকীর্ত্তাংস্তথাভ্যাতাংস্তেহপি কৃত্যভিমর্শিতান্ ।
 পুষ্পং ধূপঞ্চ গন্ধঞ্চ উপাচার্যাস্থাপয়ান্ ।
 দ্ব্যাক্ষা নিবেদ্য দেবেভ্যো নরো নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৪
 ন ভূমৌ বিস্তরেদ্ ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা ।
 যথাজ্জথাধারগতায় কৃত্য তদ্বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৪৫
 ব্রহ্মবিক্রমশালো চ সূরথঃ সুরলক্ষ্মণাঃ ।
 সন্তানকো নমেক্রচ্চ কালান্তরুসমব্রিতঃ ।
 জ্যাতীকোষাকসংযুক্তো ধূপঃ কামেশ্বরীপ্রিয়ঃ ॥ ১৪৬
 ত্রিপুরায়াস্তথৈববারং মাতৃ নামপি নিত্যান্ ।
 সর্বেষাং পীঠদেবানাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ পূজকঃ ॥ ১৪৭
 এষ হ্যং কথিতো ধূপঃ শূণ্ড ভরদ্বাজরঞ্জনম্ ।
 যেন তুহতি কামাখ্যা ত্রিপুরাটৈবক্ষরী তথা ॥ ১৪৮
 সৌবীরং যামুনং তুথং ময়ূরযামুনং তথা ।
 দ্বর্ষিকা মেঘনীলশ্চ অঞ্জনানি ভবন্তি যদৃ ॥ ১৪৯
 শ্রবদ্বজ্রমঞ্চ সৌবীরং যামুনং প্রস্তরং তথা ।
 ময়ূরগ্রীবকং বহুং মেঘনীলশ্চ তৈজসম্ ॥ ১৫০
 ঘৃষ্টানি গ্রাম্য চৈতানি শিলায়াং তৈজসমেহথ বা ।
 প্রদদ্যাং সর্বদেবেভ্যো দেবীভ্যশ্চাপি পূজক ॥ ১৫১
 যুততৈজানিযোগেন ভাত্রাদৌ দীপবহিনী ।
 যদঞ্জনং জায়তে তু দ্বর্ষিকা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ১৫২

মনুষ্ট জায়া পুষ্প, ধূপ, গন্ধ এবং উপচার যদি আশ্রিত হয়, তাহা হইলে দেবতাকে দিবে না, ঐ আশ্রিত বস্তু দান করিলে নরকে গমন করে । ১৪৪

যুগ্মিকার আসনে অথবা ঘটে রাখিয়া ধূপ দান করিবে না, যেক্ষণ হউক, কোন প্রকার আসনে রাখিয়া উহা দান করিবে । ১৪৫

ব্রহ্মবিক্রম, শাল, সূরথ, সুরল, সন্তানক, নমেক্র, কালান্তরু এই কয় প্রকার বৃকসংস্কৃত জ্যাতীকোষ অথ ধূপ কামেশ্বরী দেবীর প্রিয় । ১৪৬

হে পূজক ! এই ধূপ ত্রিপুরা দেবীর মাতৃগণের এবং কামাদি পীঠদেবতা সকলের নিত্য প্রিয় । ১৪৭

হে পূজক ! এই ধূপের বিষয় তোমাদের নিকট বলিলাম, এক্ষণে যেক্ষণ মহাদেবী কামাখ্যা, ত্রিপুরা ও বৈষ্ণবীর অঞ্জনের সৃষ্টি হয়, সেই অঞ্জনের বিষয় জ্ঞাপন কর । ১৪৮

সৌবীর, যামুন, তুথ, ময়ূর গ্রীবক, দ্বর্ষিকা এবং মেঘনীল এই কয় প্রকার অঞ্জন প্রসিদ্ধ । ১৪৯

হে পূজ । সৌবীর শ্রবদ্বজ্রম, যামুন প্রস্তর, ময়ূরগ্রীবক বহু, মেঘনীল তৈজস ইহাদিগকে শিলাপাটে অথবা তৈজসলাত্রে বসিয়া বসিয়া রস বাহির করিয়া সকল দেব ও দেবীকে দান করিবে । ১৫০-১৫১

তাজানি নামে ঘৃত ও তৈজাদি লিপ্ত করিয়া অগ্নিতে ভাতাইলে যে অঞ্জন উৎপন্ন হয়, তাহার নাম দ্বর্ষিকা । ১৫২

সৰ্বাভাৱে তু তদুদ্যাদেবীভ্যো দাহজ্ঞানম্ ।
 মহামায়। অগন্ধাজী কামাখ্যা ত্ৰিপুৰা তথা
 আগ্ন্যবন্তি মহাতোষং স্বভূতিৰেতিঃ সদাঞ্জনৈঃ ॥ ১৫৩
 বিধবা নাঞ্জনং কুৰ্য্যান্মহামায়াৰ্থমুক্তমম্ ।
 নাদস্তে ঞ্জনং দেবী বৈষ্ণবী বিধবাকৃতম্ ॥ ১৫৪
 ন যুৎপাত্রে যোজয়েন্তু সাধকো নেত্ৰরঞ্জনম্ ।
 ন পূজাফলমাপ্নোতি যুৎপাত্ৰবিহিতাঞ্জনৈঃ ॥ ১৫৫
 চতুৰ্ভুগ্ৰনো ধূপঃ কামদং নেত্ৰরঞ্জনম্ ।
 তন্মাদ্ভুগমিদং দদ্যাদেবীভ্যো ভক্তিতো নরঃ ॥ ১৫৬
 ইতি বাৎ ষড়্ভিত্তো ধূপস্তথোক্তং নেত্ৰরঞ্জনম্ ।
 নৈবেদ্যস্ত মহাদেব্যাঃ সূত্রে কাশ্ময়নাঃ পুনঃ ॥ ১৫৭

ইতি শ্ৰীকালিকাপুৰাণে একোনসপ্ততিতমোহিধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

সপ্ততিতমোহিধ্যায়ঃ

শ্ৰীভগবানুবাচ—

নিবেদনীয়ং যক্ষুৰ্যং প্রশস্তং প্রযতং তথা ।
 তন্তুকাম্যং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি গদ্যতে ॥ ১
 ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং পেষদোষ্যঞ্চ পঞ্চমম্ ।
 সৰ্বত্র চৈতদৈবেদ্যমার্যদোষ্যেই নিবেদয়েৎ ॥ ২

অপর সকল প্রকার অঞ্জনের অভাবে দেবীগণকে দাহজ্ঞান দান করিবে ।
 অগন্ধাজী, মহামায়া, কামাখ্যা এবং ত্রিপুৰা ইহারা হয় প্রকার অঞ্জন খারাই
 সৰ্বদা তৃপ্তি লাভ করেন । ১৫৩

মহামায়াৰ নিমিত্ত বিধবা উত্তম অঞ্জন প্রাপ্ত কৰিবে না । বৈষ্ণবীদেবী
 বিধবাকৃত অঞ্জন গ্রহণ করেন না । ১৫৪

সাধক যুৎপাত্রে নেত্ৰাঞ্জনৰ যোগ কৰিবে না, কাৰণ যুৎপাত্ৰনিহিত অঞ্জন
 দান কৰিলে পূজাৰ ফল প্ৰাপ্ত হয় না । ১৫৫

ধূপ চতুৰ্ভুগ্ৰন এবং নেত্ৰেৰ অঞ্জন কামনাৰ ফলদান কৰে । এজন্য লোকে
 ভক্তিতে এই দুইটি দেবতাকে দান কৰিবে । এই তোমাদিগেৰ নিকট ধূপ এবং
 নেত্ৰেৰ অঞ্জনৰ বিষয় বলা হইল, এক্ষণে একাগ্ৰমনে নৈবেদ্যেৰ বিষয় শ্ৰবণ
 কর । ১৫৬-১৫৭

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৯

সপ্ততিতম অধ্যায়

নৈবেদ্য

ভগবান্ বসিলেন ;—প্রশস্ত এবং পবিত্র নিবেদনীয় বস্তুর নাম নৈবেদ্য ।
 উহা ভক্ষ্য প্রভৃতি পাঁচ প্রকার । ১

ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেষ ও চোষ্য ই পাঁচ প্রকার নৈবেদ্যেৰ মধ্যে যাহা

তেষু প্রিয়তমঃ^১ দেব্যাঃ কথয়ে শৃণুতং তু বাম্ ।
 ভক্ষাদিপঞ্চকৈর্দেবী দৈত্যৈরেবাভিতৃষ্ণতি ।
 নাসস্তে বিধিবৎ কিঞ্চিদ্রত্নকৈস্তত্র বিস্ততে^২ । ৩
 নাগরক্ষ^৩ কপিথক জাফাং ক্রমুকমেব চ ।
 করকং বরদং কোলং কুম্ভাণ্ডং পনসং তথা । ৪
 বকুলঞ্চ মধুকঞ্চ রসালাজাতিকেশরম্ ।
 আকোড়ং পিণ্ডখৰ্জুরং করুণং শ্রীফলং তথা । ৫
 ঔত্থরঞ্চ পুমানং মাধবং কর্কটীফলম্ ।
 জাম্ববং পিণ্ডখৰ্জুরং বীজপূরঞ্চ জাম্ববম্ ॥ ৬
 হরীতকীমামলকং মড়বিধং নাগরক্ষকম্ ।
 দেবকং মধুকং শীতং পটোলং ক্ষীরবৃক্ষজম্ ॥ ৭
 পাটলং শালঞ্চ বৃন্তমগ্নিঞ্চ কদলীফলম্ ।
 তিন্দুকং কুমুমং শীতং কারবিশ্নং কক্কষকম্ ॥ ৮
 গর্ভাবৰ্ত্তঞ্চ তৎপুষ্পং ক্ষীরজাব্যমনজজম্ ।
 কুমুদানাং পঙ্কজানাং ফলানি বিবিধানি চ ।
 বগানাং সকলৈর্দেবীং ফলৈঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৯
 স্নেহাতকং বিঘ্ণশৈলকং বৈষ্ণবং তথা ।
 সর্ষেপাং ফলজাতীনাং মধ্যে দেবীপ্রিয়ং ফলম্ ॥ ১০
 লাম্বলং মাতুলুঞ্চ করমর্দং রসালকম্ ॥ ১১
 এবং ফলানি দেয়ানি কামাখ্যাটৌ চ ভৈরব ।
 ত্রিপুরাটৌ তথা সম্যক্ শীঠদেবীভ্য এব চ ॥ ১২

দেবীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি তোমরা যতনে শ্রবণ কর । ২

ভক্ষাদি পঞ্চবিধ বস্তু প্রদত্ত হইলেই দেবী কুষ্ঠ হন । যথাবিধি দত্ত না হইলে উহা গ্রহণ করেন না । এই নিমিত্ত সকল বস্তুই নিবেদন করিবে । ৩

নাগর, কপিথ জাফা, ক্রমুক, করক, বরদ, কোল, কুম্ভাণ্ড, পনস, বকুল, মধুক, রসালাজাতক, কেশর, আকোড় (আকরোট), পিণ্ডখৰ্জুর, করুণ, শ্রীফল, ডছ (ডাফল), ঔত্থর, পুমান, মাধব, কর্কটী ফল (কাঁকড়), জাম্বব (জাম), বীজপূর, জবল, হরিতকী, আমলক, ছয়প্রকার নাগরক্ষ (নারেকী), দেবক, মধুর, শীত, পটোল, ক্ষীরবৃক্ষজ (শশাআদি) । ৪-৭

পাটল, শালজ, বৃন্ত, অগ্নিঞ্চ, কদলীফল, তিন্দুক, কুমুম, শীত, কারবেল, কক্কষজ, গর্ভাবৰ্ত্ত তাহার ফুল, ক্ষীরজাবা, অনঙ্গজ, কুমুদ ও পঙ্কজের নানাবিধ ফল এবং সকল প্রকার বনফল দান করিষ্যাদেবীর পূজা করিবে । ৮-৯

স্নেহাতক, বিঘ্ণ, শৈলক এবং বৈষ্ণব ফলজাতির মধ্যে এই কয়েকটি ফল ত্রিম আর সকল ফলই দেবীর প্রিয় । ১০

হে ভৈরব ! মাতুলুঞ্চ, নাগর, করমর্দ রসালক এইরূপ ফল কামাখ্যা দেবীকে দান করিবে । ত্রিপুরা এবং শীঠদেবীদিগকেও এই সকল ফল দান করিবে । ১১-১২

১। তেষাং প্রিয়তমঃ.....যুবাম্ ।

২। বৈ তৎ নিবেদয়েৎ ।

৩। লাম্বলং ।

শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ শালুকঞ্চ স্থণালকম্ ।
 শৃঙ্গবেরং কাঞ্চনঞ্চ তুলং কন্দং বকুলকম্ ।
 এবমাদীনি কন্দানি দেবৈব্য সৰ্ব্বানি চোৎসৃজেৎ ॥ ১০
 পরমান্নং পিষ্টকঞ্চ ঘাবকং কুশরং তথা ।
 মোদকং পৃথুকাদীনি কন্দুপকানি চোৎসৃজেৎ ॥ ১৪
 হবিঃশাল্যাদন্নং^১ দিব্যমাজ্যমুক্তং সশর্করম্ ।
 নিবেদয়েন্মহাদেবৈব্য সৰ্ব্বানি বাজ্ঞানি চ ॥ ১৫
 ক্ষীরাদিতথ পক্যানি মাহিষ্ঠানি^২ চ সৰ্ব্বশঃ ।
 অজ্ঞাবিকমৃগাণাঞ্চ ক্ষীরাদীনি নিবেদয়েৎ ॥ ১৬
 মধ্বাদীনি^৩ চ সৰ্ব্বানি শুভধানাঃ সিতাং তথা ।
 অন্নানি চৈব পানানি মাংসানি বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৭
 সৰ্ব্বং সুরভিগন্ধাচ্চ বাজ্ঞমং সূমনোহরম্ ।
 শাকমাংসাদিসমুত্তং মহাদেবৈব্য নিবেদয়েৎ ॥ ১৮
 আমিষং পরমান্নঞ্চ দধিসপিঃ সশর্করম্ ।
 মহাদেবৈব্য নিবেদ্যথ বাজ্ঞিসমধফলং লভেৎ ॥ ১৯
 সিতাসম্মিশ্রিতাং দধী সুরাং মধুসম্মিশ্রিতাম্ ।
 দেবীলোকে চিরং স্থিত্বা রাজা ক্ষিত্তিতলে ভবেৎ ॥ ২০
 লাক্ষণং ক্রমুকং মত্বা কচকং করমর্দকম্ ।
 মৌভাগ্যমতুলং প্রাপ্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ২১

শৃঙ্গাটক, কশেরু (কেশুর), শালুক, স্থণাল, শৃঙ্গবের, কাঞ্চন, তুলকন্দ, কুম্ভকন্দ এই সকল কন্দও দেবীকেও উৎসর্গ করিবে । ১০

পরমান্ন, পিষ্টক ঘাবক, কুশর, মোদক, পৃথুক (চিঁড়ে) এবং লাক্ষ এই সকলও দেবীকে দান করিবে । ১৪

ঘৃত ও শর্করামুক্ত শালিষাণ্ডের উত্তম অন্ন এবং সকল প্রকার অন্ন মহা-দেবীকে দান করিবে । ১৫

গো, মহিষ, অজা, আবিহ এবং যুগ ইহাদিগের ক্ষীরও দেবীকে দান করিবে । ১৬

সকল প্রকার মধু, শুভধানা (শুভেদ্ভুড়কি), শর্করা, সৰ্ব্ববিধ অন্ন, পান এবং মাংস ইহাও দেবীকে দান করিবে । ১৭

মধু আদি দ্রব্য সমৃদ্ধ শুভধানা এবং শর্করা প্রভৃতি অন্ন পান এবং দধী দেবীকে অর্পণ করিবে । ১৮

আমিষা, পরমান্ন, শর্করার সহিত দধি ও ঘৃত এই সকল বস্তু মহাদেবীকে অর্পণ করিলে অশ্রমেধের ফললাভ হয় । ১৯

মিশ্রিত শর্করা, মধুসম্মিশ্রিত সুরা, ইহা দান করিলে বহুকাল দেবীলোকে বাস করিয়া পরে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ২০

লাক্ষণ, ক্রমুক, কচক, করমর্দক এই সকলের দান করিলে অতুল মৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে পূজিত হয় । ২১

১। হবিষা চৌদ্রং দেব্যমাজ্যমুক্তং..... ।

২। মাহিষ্ঠানি ।

৩। দধাদীনি ।

মাষান্ মুদগান্ মসুরান্*৫ তিলান্ ভক্ষ্যন্তৈষব চ ।
 যবাদীকৃত্য সৰ্ব্বাণি যথাযোগ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ২২
 যথা যথা ভবেন্তক্ষ্যং যথা জ্বায্যং তথা তথা ।
 সংস্কৃত্য বেশবারাদৈর্মহাদেবায় নিবেদয়েৎ ॥ ২৩
 মহাবীঠো মূনির্বাণি ভ্রাজ্ঞানশ্চতরোহথ বা ।
 যদ্বসন্তক্ষ্যং স্বযর্থকং প্রকল্যং স্তাদ্ যথা যথা ।
 তথা তথা মহাদেবায় ভক্তিয়ুক্তো নিবেদয়েৎ ॥ ২৪
 সংস্কার্যাপ্যথ সংস্কৃত্য যথা সংস্কারকং ভবেৎ ।
 সংস্কার্যশ্চ যথা ভক্ষ্যন্তভক্ষ্যন্তথা তথা ॥ ২৫
 যৎপুতিগন্ধসংযুক্তং দক্ষং ভোজ্যবিস্ক্রিতম্* ।
 ভুক্তমপি নো দদ্যান্নহাদেবায় কদাচন ॥ ২৬
 তাম্বুলং গন্ধসংযুক্তং কর্পূরান্ধিবাণিসিতম্ ।
 সর্পুর্ধৈর্জলজানানকং সংস্কৃতং বিনিবেদয়েৎ ॥ ২৭
 বলিদানেষু বিহিতা য এব যুগপক্ষিণঃ ।
 তেষাং মাংসানি যৎযানান্ মাংসানি চ নিবেদয়েৎ ॥ ২৮
 খড়্গবাক্সীণসচ্ছাগ-মাংসৈর্মিশ্রীকৃতেঃ কৃতম্ ।
 ব্যঞ্জনং স্বাদুগন্ধাঢ্যং বাসিতং সূমনোহরম্ ॥ ২৯
 সর্পদক্ষা মহাদেবায় সার্বভৌমো নৃপো ভবেৎ ॥ ৩০
 মূলকৈবৈশমাংসেন লোহপাত্রে সুসংস্কৃতম্ ।
 ব্যঞ্জনং গন্ধিনং দত্ত্বা দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১

মাষ, মুদগ, মসুর, তিল এবং ভজা (ভাং) এবং যব প্রভৃতি সকল প্রকার শস্য এই সকল যোগ্যতা অনুসারে দান করিবে । ২২

যেবকম ভক্ষ্য বা জ্বায্য চউক না কেন, উহা বেশবারাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া মহাদেবীকে নিবেদন করিবে । ২৩

মহাদেব, মুনি, ভ্রাজ্ঞান বা ইহাঁদের সাধারণ লোক সকল, ইহাঁরা যে বস্তু ভোজন করেন তাহারা যেরূপে হয়, সেইরূপ করিবে এবং ভক্তিসহকারে মহাদেবীকেও সেই সেইরূপে নিবেদন করিবে । ২৪

সংস্কার্য বস্তুর যেমন সংস্কার করিতে হয়, সংস্কারক এবং সংস্কার যেরূপ হয়, সেই সকল বস্তু সেইরূপেই দান করিবে । ২৫

মাহা পুতিগন্ধসংযুক্ত, দক্ষ এবং ভোজনের অব্যোগ্য তাহা শান্ত্রে উক্ত হইলেও দেবীকে দান করিবে না । ২৬

গন্ধসংযুক্ত কর্পূরাদি দ্বারা অধিবাসিত তাম্বুল ছলজ চূর্ণদ্বারা সংস্কৃত করিয়া দেবতাকে দান করিবে । ২৭

যে সকল যুগ ও পক্ষী বলিদানে ছেদন করিবে তাহাঁদের মাংস, যৎযমাংস দেবতাকে দান করিবে । ২৮

পণ্ডার, বাঙ্গীণস, ছাগ এবং যৎয ইহাঁদের মাংস এক এক করিয়া পাক করিলে যে ব্যঞ্জন হয় উহা গন্ধাঢ্য, সুবাসিত এবং মনোহর হয় । ২৯

ঐরূপ মাংস একবার মহাদেবীকে দান করিলে সার্বভৌম রাজা হয় । ৩০

ଧର୍ଜୁରଂ ପିଠଧର୍ଜୁରଂ ସବର୍ଦ୍ଧଂ ମାଞ୍ଜ୍ୟକମ୍ ।
 ବୈଷ୍ଣବ୍ୟୋ ବିନିବେଦ୍ୟେ ରାଜସୁରଫଳଂ ଜଡ଼େ ॥ ୩୧
 କୃଷରାଗ୍ରପ୍ରଦାନେନ ମୌଢ଼ାଗ୍ୟାୟତ୍ତମଂ ଭବେତ୍ ।
 ବୈଷ୍ଣବ୍ୟୋ ନାରିକେଳାୟ ବହିର୍ଘୌରଫଳଂ ଜଡ଼େ ॥ ୩୨
 ଜାମ୍ବରଂ ଜବଳୀ ଶୀତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଫଳାନି ନିବେଦ୍ୟ ଚ ।
 ବହିର୍ଘୌରଫଳଂ ଉଚ୍ଚୁ । ଦେବୀଲୋକସ୍ବାପ୍ନୟାତ୍ ॥ ୩୩
 ଶ୍ରୀଫଳଂ ନିତାମସ୍ବାୟତ୍ତମଂ ନାଗରଞ୍ଜକସଂସୃତାୟ ।
 ବିନିବେଦ୍ୟ ମହାଦେବ୍ୟୋ ଜଞ୍ଜୀବାନ୍ କୃପବାନ୍ ଭବେତ୍ ॥ ୩୪
 ଶାନ୍ତଫଳଂ ପୃଥୁକଂ ଦେବ୍ୟୋ ଦକ୍ଷା ଶ୍ରୀୟସ୍ବାପ୍ନୟାତ୍ ॥ ୩୫
 ଇନ୍ଦ୍ରସଂତଂ ସୁଗନ୍ଧସଂତଂ ନବନୀତଂ ନିବେଦ୍ୟ ଚ ।
 ମୌଢ଼ାଗ୍ୟାୟତ୍ତମଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବୀଲୋକେ ସହୀୟତେ ॥ ୩୬
 ନବନୀତସମାୟୁକ୍ତଂ ତିଳଂ ଦେବ୍ୟୋ ନିବେଦ୍ୟ ଚ ।
 ଇହ କାମାନବାପ୍ୟେବ ସ୍ବତୋ ଯୋକ୍ଷସ୍ବାପ୍ନୟାତ୍ ॥ ୩୭
 ଅଭିଜ୍ଞାବର୍ଜ୍ଜଂ ମର୍ବରାଗ୍ରଂ ବାଞ୍ଛନେନ ସମନ୍ବିତମ୍ ।
 ଶୋଭାବତ୍ ପରିକଳ୍ପାଥ ମହାଦେବ୍ୟୋ ନିବେଦୟେତ୍ ॥ ୩୮
 ବ୍ରହ୍ମତୋୟସମାୟୁକ୍ତଂ ସଲିଳଂ ନାରିକେଳଞ୍ଜୟ ।
 କ୍ଷୀରାଞ୍ଜୟଧୃତିମିକ୍ତଂ ନିତାମସିମନ୍ବିତମ୍ ।
 ସାଂସ୍ତଜ୍ଞସେନ ପାତ୍ରେଣ ପେୟଂ ଦେବ୍ୟୋ ନିବେଦୟେତ୍ ।
 ଭକ୍ତିପ୍ରବଳଚିତ୍ତେନ ଜୟା ପୁଣ୍ୟଫଳଂ ଗୁଣ ॥ ୩୯
 କଳ୍ପକୋଟିମହାଶାଳି କଳ୍ପକୋଟିଶତାନି ଚ ।
 ହିତ୍ବା ଦେବୀପୁରେ ଶୀରଂ ମାର୍ଜତୋୟୋ ଭବେତ୍ କିର୍ତ୍ତୀ ॥ ୪୦

ଯୁଗଳ ଏବଂ ହରିଣ ଯାଂସ ଏକତ୍ର କରିବା ଲୋହପାତ୍ରେ ସଂସ୍କୃତ କରିବା ସେ ସୁଖକ୍ତି
 ବାଞ୍ଛନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ଦାନ କରିଲେ ଦେବୀ-ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ୩୧

ଧର୍ଜୁର, ପିଠଧର୍ଜୁର, ସସୂତ ସବର୍ଦ୍ଧ ଏହି ମକଳ ବସ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବୀକେ ନିବେଦନ କରିବା
 ରାଜସୁର ଫଳଜାଡ଼ ହୁଏ । ୩୨

କୃଷରାଗ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ଅତୁଳ ମୌଢ଼ାଗ୍ୟର ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ନାରିକେଳର
 ଫଳ ଦାନ କରିଲେ ଅଗ୍ନିଘୌର ଶଞ୍ଜେର ଫଳଜାଡ଼ ହୁଏ ।

ଜାମ୍ବର, ଜବଳୀ, ଶୀତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଫଳ ଦାନ କରିଲେ ଅଗ୍ନିଘୌର ଶଞ୍ଜେର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ
 ହୁଏ ଦେବୀଲୋକେ ଗମନ କରେ । ୩୩

ଶ୍ରୀଫଳ, ଧର୍ବରା ଏବଂ ନାଗରଞ୍ଜ ଇହା ମହାଦେବୀକେ ନିବେଦନ କରିଲେ ଜଞ୍ଜୀବାନ୍
 ଏବଂ କୃପବାନ୍ ହୁଏ । ୩୪

ଶାନ୍ତା ଏବଂ ପୃଥୁକ ଦେବୀକେ ଦାନ କରିଲେ ଜଞ୍ଜୀସୁକ୍ତ ହୁଏ । ୩୫

ଇନ୍ଦ୍ରସଂତ, ସୁଗନ୍ଧସଂତ ଏବଂ ନବନୀତ ନିବେଦନ କରିବା ଅତୁଳ ମୌଢ଼ାଗ୍ୟର ସହିତ
 ଦେବୀଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ୩୬

ନବନୀତସୁକ୍ତ ତିଳ ଦେବୀକେ ଦାନ କରିବା ଇହଲୋକେ ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରାପ୍ତ
 ହୁଏ ସରଗାନ୍ତର ଯୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ୩୭

ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମତୋୟ ସମାୟୁକ୍ତ ନାରିକେଳ ଫଳ, କ୍ଷୀର, ସୁତ ସମ୍ବିମିକ୍ତ ଏବଂ
 ଧର୍ବରା ଓ ଦହିଯୁକ୍ତ ପେୟ ବସ୍ତୁ ତୈଜସ ପାତ୍ରେ ରାଧିଷ୍ୟା ଦେବୀକେ ଦାନ କରେ, ଭକ୍ତି-
 ପ୍ରବଳ ଚିତ୍ତେ ତାହାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅବଗ କର । ୩୮-୪୦

উক্তঃ পরন্তু কৈবল্যমাপ্নোতি চ যথেষ্টম্ ।
 কলায়ক সঙ্গীতাদিঃ কথিতং দ্বিসংযুতম্ ।
 মহাদেবৈবা নিবেদ্যৈব কামমিষ্টমবাশ্রয়াৎ ॥ ৪২
 যরীচং পিঙ্গলীকোমলং জীবকং তক্ততং তথা ।
 সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেবৈবা নিবেদয়েৎ ॥ ৪৩
 তিষ্ঠিত্তীং যন্তুসংযুক্তাং ভক্তিসুতো নিবেদ্য চ ।
 জ্যোতিষ্ঠৌমফলং লব্ধ্বা দেবীলোকমবাশ্রয়াৎ ॥ ৪৪
 বাজমাষং মমূরক পালঙ্ককাত পোতিকাযু ।
 কালশাকং কলায়ক ত্রাক্ষীমূলকম্বেব চ ॥ ৪৫
 বাতুকং কলদ্বীক কঙ্ককং হিলমোচিকাম্ ।
 চক্রং বিক্রমপত্রক তথৈব চ পুনর্নবাম্ ॥ ৪৬
 শাকামেতান্ মহাদেবৈবা যোজ্যেভ্যস্তিসংযুতঃ ।
 সৌহৃদুলাং শ্রিয়মাপ্নোতি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৪৭
 ব্রহ্মপদীতিসংস্কার-ভক্তিস্রবাতিসম্ভবম্ ।
 বাগাধিক্যং ফলাধিক্যং হীনাত্মৈ হীনতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৮
 মন্ত্রকালবিক্রান্তানি নৈবেদ্যানি কদাচন ।
 দেবেভ্যো নোপযুক্তীত গুরুতাবিহিতানি চ ॥ ৪৯
 ব্রজতে বাহু সৌবর্ণে তাত্রে বা প্রস্তুরেহপি চ ।
 পদপদ্মেহথ বা দদ্যাদৈবেদ্যং যৎপ্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥ ৫০
 তৈজসেনু চ পাত্রেব সৌবর্ণং তাম্রমেব ব ।
 প্রাশনার্থমুপাদত্যপার্থ্যপাত্রার্থমেব বা ॥ ৫১

সেই মনুষ্য শতাধিক সহস্র কোটিকল্প দেবীর সম্মুখে দাস করিয়া পরে পৃথিবীতে সার্বভৌম রাজা হয় । ৪১

তাহার পর চারিপ্রকার কৈবল্যের মধ্যে যেইরূপ কৈবল্য ইচ্ছা করে তাহাই প্রাপ্ত হয় । নীবার ও কলায় দ্বির সহিত একত্র কুড়িত করিয়া যদি মহাদেবীকে দান করে, আপনার অভীক্ষিত প্রাপ্ত হয় । ৪২

যরীচ, পিঙ্গলী, কোম, জীবক, তক্তত ইহাদের সংস্কার করিয়া মহাদেবীক সমক্ষে নিবেদন করিবে । যন্তুযুক্ত তিষ্ঠিত্তী ভক্তিসহকারে নিবেদন করিলে জ্যোতিষ্ঠৌম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া দেবীলোক প্রাপ্ত হয় । ৪৩-৪৪

বাজমাষ, মমূর, পালঙ্ক, পোতিকা, কালশাক, কলায়, ত্রাক্ষীশাক, মূলক, বাতুক, কলদ্বী, চটুক, হিলমোচিকা, চক্র, বিক্রমপত্র এবং নপূর্ণবা, যে মনুষ্য এই সকল শাক ভক্তিসহকারে দেবীকে প্রদান করে, সে অতুল লক্ষী লাভ করিয়া আমার লোকে পূজ্য হয় । ৪৫-৪৭

ব্রহ্মা, পদীতি, সংস্কার, ভক্তি, স্রব, অভিমন্ত্রণ এবং অনুরাগ ইহাদিগের যেমন যেমন আধিক্য হইবে, সেইরূপ সেইরূপ ফলের আধিক্য হইবে এবং ইহাদের হীনতা হইলে ফলেরও হীনতা হইবে । ৪৮

মন্ত্র এবং কালবিক্রান্ত এবং গুরুতাবিসম্বিত নৈবেদ্য কখনই দেবতাকে অর্পণ করিবে না । ব্রজত, সৌবর্ণ এবং তাম্রপাত্রে অথবা প্রস্তুরের কিম্বা মদ্যপাত্রে আমার প্রিয় প্রিয় নৈবেদ্য দান করিবে । ৪৯-৫০

যজ্ঞদাক্ষয়ম্ বাপি পাত্রং মধ্যমস্থিতম্ ।
 সৰ্ব্বাঙ্গাভে তু মাহেয়ং বৃহত্তমটিতং যদি ॥ ৫২
 এতদ্ব্যং কথিতং পুজ্যো নৈবেদ্যং বৈষ্ণবাপ্রিয়ম্ ।
 কামাখ্যাযান্তথা দেব্যান্ধ্রিপুত্রাণা বিশেষতঃ ।
 প্রদক্ষিণনমস্কারৌ সাম্প্রতং শৃণুতং যুবাশ্চ ॥ ৫৩
 ইতি কালিকাপুরাণে সপ্তত্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০

একসপ্তত্ৰিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রদার্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পূনঃ ।
 দক্ষিণং দর্শয়ন্ পার্শ্বং মনসাপি^১ চ দক্ষিণঃ ॥ ১
 সকলং ত্বিৰ্য্য বেদেষু^২ যুর্দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজ্ঞায়াভে ।
 স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সৰ্বদেবৌষদুক্তিদঃ ॥ ২
 অষ্টোত্তরশতং যন্ত দেব্যাঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ।
 স সৰ্বকামমাসাদ্য^৩ পশ্চাত্ত্যোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩
 (মনসাপি চ হো দধ্যাদ্ধৈব্য ভক্ত্যা প্রদক্ষিণম্ ।
 প্রদক্ষিণাদ্ যমগৃহে নরকানি ন পশ্যতি ।)*

তৈজসপাত্রেয় মধ্যে সৌবর্ণ অথবা তাম্রপাত্রে ভোজন অৰ্থপাত্রেয় অস্ত
 'অর্পণ করিবে । ৫১

যজ্ঞ দাক্ষয়ম্ পাত্র মধ্যম বলিয়া প্রসিদ্ধ এ সকল পাত্রেয় অলাভ হইলে
 'আপনার হস্ত নির্মিত যুগ্ম পাত্রেয় ব্যবহার করিবে । ৫২

হে পুত্রবর ! বৈষ্ণবী কামাখ্যা ও ত্রিপুরার বিশেষ প্রিয় নৈবেদ্যের বিষয়
 ভোমাদিগকে বলিলাম । এক্ষণে ভোমরা হজনে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারের কথা
 শুন । ৫৩

সপ্তত্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৭০

একসপ্তত্ৰিংশ অধ্যায়

নমস্কার

ভগবান্ বলিলেন,— দক্ষিণ হস্ত প্রদারিত করিয়া স্বয়ং নম্রশিরা হইয়া
 দেবতাকে নিজের দক্ষিণ পার্শ্ব দেখাইয়া মনে মনে উদারভাবে অবলম্বন করিয়া
 একবার বা তিনবার যে দেবতার প্রীতিকর বেদেন করা হয়, তাহার নাম
 প্রদক্ষিণ । ইহা সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ । ১-২

হে বাক্তি দেবীর অষ্টোত্তর শত প্রদক্ষিণ করে, সে সকল প্রকার কামনা
 লাভ করিয়া অস্ত্র মোক্ষপ্রাপ্ত হব । ৩

১ । দক্ষিণা ।

২ । সৰ্বদেবৌষদুক্তিদঃ ।

* পুস্তকান্তর-ভাজোহরমথিকঃ পার্শ্বঃ ।

কাঙ্ক্ষিকো বাগ্ভবশ্চৈব মানসস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
 নমস্কারঃ কৃত্ত্বজ্জটৈল-কৃত্ত্বমাধমমধ্যমঃ ॥ ৪
 প্রসার্য পানৌ হস্তৌ চ পতিত্বা দত্তবৎকিতৌ ।
 জ্ঞানুভ্যামবনিং গত্বা শিরসাম্পৃশ্য মেদিনীম্ ।
 ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কাঙ্ক্ষিকস্ত সঃ ॥ ৫
 জ্ঞানুভ্যাং ন কিত্তিং স্পৃষ্টে^১ শিরসাম্পৃশ্য মেদিনীম্ ।
 ক্রিয়তে যো নমস্কারো মধ্যমঃ কাঙ্ক্ষিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
 পুটীকৃত্য করৌ শীর্ষে ধীযতে যদ্ যথা তথা ।
 অস্পৃষ্টে^১ জ্ঞানুশীর্ষাভ্যাং কিত্তিং সৌহৃদম উচ্যতে ॥ ৭
 বা হস্তং দ্ব্যপদ্যভ্যাং ঘটভাভ্যাং নমস্কৃতিঃ ।
 ক্রিয়তে ভক্তিযুক্তেন বাচিককৃত্ত্বমস্ত সঃ ॥ ৮
 পৌরাণিকবৈদিকৈব শব্দৈর্বা ক্রিয়তে নতিঃ ।
 স মধ্যমো নমস্কারো ভবেদ্বাচনিকঃ সপা ॥ ৯
 যস্তু মানুযবাক্যেন নমনং ক্রিয়তে সপা ।
 স বাচিকোহধমো স্তোত্রো নমস্কারেষু পুত্রকো ॥ ১০
 ইষ্টমধ্যানিষ্টপটে শ্রনোভিস্ত্রিবিধং পুনঃ ।
 নমনং মানসং প্রোক্তযুক্তমাধমমধ্যমম্ ॥ ১১
 ত্রিবিধে চ নমস্কারে কাঙ্ক্ষিকশ্চোত্তমঃ স্মৃতঃ ।
 কাঙ্ক্ষিকস্ত নমস্কারৈবৈবান্ত্যুত্তি নিত্যশঃ ॥ ১২

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির। কাঙ্ক্ষিক, বাচিক এবং মানসিক-নমস্কারের এই তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন । ৪

ইহার। প্রত্যেকে আবার উত্তম অধম এবং মধ্যম এই তিন প্রকার । জ্ঞানু-ধ্ব এবং মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয় ; তাহা উত্তম কাঙ্ক্ষিক নমস্কার । ৫

জ্ঞানু দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা মধ্যম কাঙ্ক্ষিক । ৬

জ্ঞানু বা মস্তক এই উভয়ঙ্গ দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল দুটি হাত একত্র করিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া যে নমস্কার করা হয় তাহার নাম অধম নমস্কার । নিজে গদ্য পদ্য রচনা করিয়া ভক্তিপূর্বক যে নমস্কার করা হয় তাহার নাম উত্তম বাচিক । ৭-৮

পৌরাণিক বা বৈদিক নমস্কার মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম মধ্যম বাচিক । ৯

ভাষাবাক্য দ্বারা যে নমস্কার করা হয়, হে পুত্রবৎ । উহা বাচিক নমস্কারের মধ্যে অধম আনিবে । ১০

ইষ্ট, মধ্য এবং অনিষ্টগত মন দ্বারা যে তিন প্রকার নমস্কার করা হয়, উহাদের নাম মানস নমস্কার এবং উহার।ও যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম এবং অধম করিয়া প্রসিদ্ধ । ১১

তিন প্রকার নমস্কারের মধ্যে কাঙ্ক্ষিক নমস্কারই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই কাঙ্ক্ষিক নমস্কার দ্বারাই দেবী সর্বদা সুষ্ট হন । ১২

১ অথমেব নমস্কারে দত্তাদি প্রতিপত্তিঃ ।
 প্রণাম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স পূর্বে প্রতিপাদিতঃ ॥ ১৩
 নৈবেদ্যেন ভবৎ সর্বং নৈবেদ্যেনামৃতং ভবৎ ।
 ধর্মার্থকামমোক্ষঞ্চ নৈবেদ্যে প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৪
 সর্বযজ্ঞময়ং নিত্যং নৈবেদ্যং সর্বভূতিনম্ ।
 জ্ঞানদং কামদং পুণ্যং সর্বভোগ্যময়ং তথা ॥ ১৫
 মনসাপি মহাদেবৈ নৈবেদ্যং দাতুমিচ্ছতি ।
 যো নরো ভক্তিযুক্তঃ সন্ স দীর্ঘায়ুঃ সুখী ভবৎ ॥ ১৬
 মহামায়াং সর্বাং দেবীমর্চয়িত্বাশি ভক্তিতঃ ॥ ১৭
 নানাবিধৈস্ত নৈবেদ্যৈরিতি চিন্তাকুলস্ত যঃ ।
 স সর্বকামান্ সম্প্রাপ্য ময় লোকে মহীমতে ॥ ১৮
 মনসাপি চ যো দত্তাদেবৈ ভক্ত্যা প্রদক্ষিণম্ ।
 স দক্ষিণে যমগৃহে নরকানি ন পশতি ॥ ১৯
 দেবমানুষগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।
 নমস্কারেণ ভূতন্তি মহাশ্বানঃ সনন্ততঃ ॥ ২০
 নমস্কারেণ লভতে চতুর্ভুগং মহামতিঃ ।
 সর্বত্র সর্বসিদ্ধার্থং নতিরেব প্রশসতে ॥ ২১
 নত্যা বিজয়তে লোকানন্ত্যাসুরপি বর্জতে ।
 নমস্কারেণ দীর্ঘায়ুরচ্ছিন্না লভতে প্রজাঃ ॥ ২২

এই নমস্কারই দত্তাদি প্রতিপত্তি দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রণাম নামে অভিহিত হয়, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । ১৩

নৈবেদ্য দ্বারা সকল সিদ্ধ হয়, নৈবেদ্য দ্বারা অমৃত লাভ হয় । ধর্ম, কাম, অর্থ এবং মোক্ষ, ইহারা সকলে নৈবেদ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে । ১৪

নৈবেদ্য সর্বযজ্ঞময় এবং সকলের ভূতিপ্রদ, ইহা জ্ঞান ও কামদায়ক, পুণ্য এবং সকল ভোগ্যরূপ । ১৫

যে মনুষ্য মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেদ্যও দান করিতে ইচ্ছা করে, সে দীর্ঘায়ুঃ এবং সুখী হয় । ১৬

যে ব্যক্তি দেবী মহামায়াকে শক্তি অনুসারে নানাবিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিব, এইরূপ চিন্তায় আবুল হয়, সে সকল প্রকার কাম প্রাপ্ত হইয়া আবার লোকে পূজিত হয় । ১৭

যে ব্যক্তি দেবীকে মনে মনেও ভক্তিপূর্বক প্রদক্ষিণ করে, তাহার দক্ষিণ দিকে যমের গৃহে নরক দেখিতে হয় না । ১৮

দেব, মানুষ, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ এবং সকল মহাআগণ্য নমস্কার দ্বারা ভূতি লাভ করেন । ১৯

মহামতি মনুষ্য নমস্কারদ্বারাই চতুর্ভুগ প্রাপ্ত হয় । সর্বত্র সর্ব সিদ্ধির নিমিত্ত নমস্কারই প্রশস্ত উপায় । ২০

নমস্কার দ্বারা লোক সকল বিজিত হয়, আয়ু বর্দ্ধিত হয়, প্রজাগণ নমস্কার দ্বারা অচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ুঃ লাভ করে । ২১

১। অথমেব.....প্রতিপত্তিঃ

২। মহামায়াং সর্বাং দেবীমর্চয়িত্বাশি ভক্তিতঃ ।

নমস্কর মহাদেবৈব্য প্রদক্ষিণমথো বুরু ।
 নৈবেদ্যং দেহি মিত্রবাসিত্তি যো ভাবতে মূহঃ ৷ ২৩
 সোহপি কামানবাণোহ মম লোকে প্রমোদতে ।
 বিদধাতি চ নৈবেদ্যং মহাদেবৈব্য সূভক্তিমান্ ৷ ২৪
 দাতুঃ প্রতি নরঃ সোহপি দেবীলোকমবাগ্নুস্মাৎ ।
 ইতি বাং কথিতাঃ সম্যগুপচারাস্ত্র যোড়শ ।
 কিমশ্চ চিত্তং বাং তৎ কথয়িতামি পুচ্ছতোঃ ৷ ২৫

ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে যোড়শোপচারনির্ণয়ে একসপ্ততিতমোহ্যায়ঃ । ৭১

দ্বিসপ্ততিতমোহ্যায়ঃ

ঊর্ভগবান্‌বাচ—

কামাখ্যায়াশ্চ মাহাখ্যাং শৃণুতক্ ১ বদামি বাম্ ।
 সাক্ষং তৎসরহস্তক শৃণু বেতাল ভৈরব ৷ ১
 একদা গরুড়েনাত্ত বিষ্ণুবিষ্ণুপরাশ্রয়োৎ ।
 গচ্ছন্ দেবীং তু কামাখ্যাং নীলস্থামাসসাদি হ ৷ ২
 আসাদ তং গিরিশ্ৰেষ্ঠমবজ্জায় স কেশবঃ ।
 গচ্ছ গচ্ছতি গরুড়কোদয়াস্মাস তং গতো ৷ ৩
 তৎ দেবী মহামায়া কামাখ্যা জগত্তাং প্রসূঃ ।
 গরুড়েন সমং কৃষ্ণং শুভয়ামাস রোদসী ৷ ৪

“মহাদেবীকে নমস্কার এবং প্রদক্ষিণ কর এবং বিপুল নৈবেদ্য দান কর”
 যে ব্যক্তি বারংবার এই বাক্য উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে সমুদয় কাম
 প্রাপ্ত হইয়া অস্তে আমার লোকে পূজ্য হয় । ২২-২৩

যে ভক্তিমান্ মনুষ্য মহাদেবীকে নৈবেদ্য দান করিবার নিমিত্ত বিধানভ
 করে, সে দেবীলোক প্রাপ্ত হয় । ২৪

এই তোমাদের নিকট যোড়শ উপচারের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে আর
 শুনিতে তোমাদের ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর ; আমি বলিব । ২৫

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭১

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

কামাখ্যা-কবচ

ঊর্ভগবান্‌ বলিলেন,—হে বেতাল ও ভৈরব ! এক্ষণে তোমাদের নিকট সাক্ষ
 এবং সরহস্ত কামাখ্যা দেবীর মাহাখ্যা এবং কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর । ১

কোন কালে বিষ্ণু গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া আকাশপথে যাইতে
 যাইতে নীলগিরিস্থিত কামাখ্যা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন । ২

সেই গিরিশ্ৰেষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াও বিষ্ণু অবজ্ঞাপূর্বক (সেখানে দর্শন না
 করিয়া) চল চল বলিয়া গরুড়কে যাইতে প্রেরণ করিলেন । ৩

স তু গচ্ছৎ মহামায়া-মায়য়া পরিমোহিতঃ^১ ।
 ন গচ্ছতঞ্চ বাগ্ধন্যশক্যম্ভবৎ স্থিতঃ । ৫
 অশক্তং গচ্ছতুং দৃষ্টো গম্যনে গচ্ছতুংভজঃ ।
 কৃচ্ছতুং পৰ্ব্বতশ্চৈষ্ঠমুৎসাহয়িতুংদৃশ্যতঃ । ৬
 ততঃ কৰাভ্যাং তং শৈলং ক্রোড়ীকৃত্য জগৎপতিঃ ।
 অতুং কমশ্চালয়িতুং মনাগনি ন কেশবঃ । ৭
 তং চিচালয়িতুং শৈলং কাষাখ্যা ক্রোড়তঃপর্য ।
 সিদ্ধসূত্রেণ বৈকুণ্ঠং ববজ্জ গচ্ছতুং হি । ৮
 তং বজ্জা সিদ্ধসূত্রেণ জাহাংস্তে লবণার্ণবে ।
 চিক্কেপ হেমহা দেবী সঙ্ক্ৰপাং প্রাপতত্তলম্ । ৯
 তং সাগরতলং প্রাপ্তং পুনরেষ মমায়য়া ।
 যত্নবিত্তা সমাক্রম্য জাহাংকিতলস্থিতম্^২ । ১০
 স প্রযত্নেন মহতা নোৎপ্লুতিং কর্তুমিষ্টবান্ ।
 মহাহতুং প্রকুৰ্ব্বাণঃ পুনরুশঙ্ক্যনঃ^৩ হরিঃ । ১১
 তস্মাসারং প্রসারক্য কাষাখ্যা প্রত্যবেষয়ৎ ।
 জ্ঞানোদগমনমপ্যশ্য সা দেবী প্রত্যবেষয়ৎ । ১২
 ততঃ প্রজ্ঞানবহিতঃ প্রসারাসারবর্জিতঃ ।
 গচ্ছতুং সমং ভোষতলে শীর্ণমভুচ্চিরম্ । ১৩

তখন জগৎপ্রসাবিনী মহামায়া কাষাখ্যা দেবী গচ্ছতুংর সহিত সেই বিষ্ণুকে আকাশপথেই স্তুতিভ করিলেন । ৪

গচ্ছতুং যাইতে যাইতে মহামায়ায় মায়ায় বিমোহিত হইয়া সহসা গমন ও প্রত্যাগমন কিছুই না করিতে সমর্থ হইয়া স্তুতিভভাবে দাঁড়াইয়া রহিল । ৫

তখন গচ্ছতুংসন নারায়ণ গচ্ছতুংকে গমনে অশক্ত দেখিয়া ক্রোধাবিত হইয়া সেই পতগঞ্জেষ্ঠ গচ্ছতুংকে নড়াইতে উদ্যত হইলেন । ৬

অনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু হই হস্তদ্বারা সেই পৰ্ব্বতকে জড়াইয়া ধরিয়া অল্পও নড়াইতে সক্ষম হইলেন না । ৭

এদিকে কাষাখ্যা দেবী ক্রোধে অধীর হইয়া সেই পৰ্ব্বত চালাইতে উদ্যত বিষ্ণুকে গচ্ছতুংর সহিত সিদ্ধসূত্র দ্বারা বজ্জ করিলেন । ৮

জাহাংর তার উগ্ররূপ সিদ্ধসূত্র দ্বারা তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া দেবী কাষাখ্যা অবলীলাক্রমে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহাতে তিনি সাগরমধ্যে ভুতলে পতিত হইলেন । ৯

সেই সাগরতল-স্থিত বিষ্ণুকে পুনর্বার নিজের মায়া দ্বারা আবদ্ধ করিয়া সাগরতলেই তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন । ১০

তিনি অতিশয় যত্ন করিয়া উখান করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং উষ্ণিবার নিমিত্তও বারংবার যত্ন করিতে লাগিলেন । ১১

তখন, কাষাখ্যাদেবী তাঁহার নড়ন-চড়ন ও জ্ঞানোদগমের নিরোধ করিলেন । ১২

তাহাতে সেই বিষ্ণু জ্ঞান ও চেষ্টাশূন্য হইয়া গচ্ছতুংর সহিত সেই সমুদ্রতলে অনেকক্ষণ শীর্ণের হস্ত অবস্থান করিলেন । ১৩

মার্গমাণস্তু তং ব্রহ্মা সাগরাশ্বরসংস্থিতম্ ।
 হরিমাসাদয়ামাস বিশীর্ণং প্রাকৃতং যথা ॥ ১৪
 তমাসাদ্য সত্যাক্ষ্যস্ত ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 হস্তাভ্যাং তং সমাদায বোৎপ্রাবয়িতুমিষ্টবান্ ॥ ১৫
 তমুৎপ্রাবয়িতুং শক্তো নাভুল্লোকপিতামহঃ ।
 যথাক দেবীমায়াত্তিৰ্যকঃ সন্ বিশ্বয়ন্ স্থিতঃ ॥ ১৬
 মার্গমাণান্তু তে সৰ্ব্বে দেবাঃ শক্রপূরোগমাঃ ।
 চিরং চাথ কালেন সমাসেহজ্জলাস্তরে ॥ ১৭
 ভাষামাক্ত ততঃ সৰ্ব্বে সুরাঃ শক্রপূরোগমাঃ ।
 সমুৎপ্রাবয়িতুং যত্নং চকুর্নানশক্রবংশে তে ॥ ১৮
 ততঃ সৰ্ব্বেহপি তে দেবা মোহিতা ঘাঘরা কুশম্ ।
 বিধিবিধু স্থিতৌ যদন্তর্যতে তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৯
 মার্গমাণোহথ তান্ সৰ্বান্ দেবান্ দেবগুরুস্তদা ।
 বৃহস্পতির্হাং হিমবতাসদংসান্ সংস্থিতম্ ॥ ২০
 সমাসাদ্য স দেবানাং বৃত্তান্তং দেবপূজিতং ।
 পুষ্টবান্ সাদরং সম্যক্ স্তুত্বা নত্বা যথাবিধি ॥ ২১

গুরুকথাচ—

মহাদেব জগদ্ধাম জগৎপ্রশমকারণ ।
 শক্রাদীনামার্গমাণোহহং দেবাংস্ত্বাং সমুপস্থিতঃ ॥ ২২
 ব্রহ্মা বিবুশ্চ ন ব্রহ্মসদনে নাপি নাকতঃ ।
 সংস্থিতৌ নাপি কুত্ৰাপি জায়েতে ক্ৰমদা যথা ॥ ২৩

এমন সময় ব্রহ্মা তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সাগরে মনুষ্যের মত বিশীর্ণ ভাবে অবস্থিত দেখিলেন । ১৪

লোকপিতামহ ব্রহ্মা গুরুত্বের সহিত তাঁহাকে সেই ভাবে অবস্থিত দেখিয়া হুই হাতে করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিলেন । ১৫

লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজ দেবীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে উঠাইতে সমর্থ হইলেন না, তাহাতে তিনি বিশ্বয়াদিষ্ট হইলেন । ১৬

অনন্তর শক্র আদিদেবতা ব্রহ্মা এবং বিবু এই দুইজনকে খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক কালের পর গভীর জলমধ্যে দেখিতে পাইলেন । ১৭

সেই শক্র আদি দেবগণ তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উঠাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু অসমর্থ হইলেন । ১৮

তাঁহার পর সেই দেবগণ মায়া দ্বারা অতিশয় মোহিত হইয়া বিধাতা এবং বিবু যেখানে সেই ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে সেই ভাবে অবস্থান করিলেন । ১৯

অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সকল দেবগণকে অন্বেষণ করিতে হিমালয়ের সানু-প্রদেশে অবস্থিত মহাদেবের নিকট অবস্থিত হইয়া সেই ত্রিপুরারি দেবকে যথাবিধি স্তুত্ব এবং প্রণাম করিয়া দেবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । ২০-২১

হে জগদ্ধাম জগৎকারণের কারণ মহাদেব ! আমি শক্রাদিদেবগণকে অন্বেষণ করিতে আপনার নিকটে উপস্থিত হইলাম । ২২

ভূমিসং সংশয়ং দেব স্থিতিং ত্বং দেবদেবতাঃ^১ ।
 কুত্র তিষ্ঠন্তি কস্মাক্ষা তথা কুত্র হবস্থিতাঃ । ২৪
 অনুযায়ামি তান্ সৰ্ব্বানুপদেশান্তব প্রভো ।
 তেবাং স্থিতিং ত্বং কথয় যদি তে বর্ততে দয়া ॥ ২৫
 তদ্য তবচনং শ্রুত্বা ভূদেবশমহং পুনঃ ।
 তৎসৰ্ব্বমুচ্চবান্ কর্ণ যথা বক্তাশ্চ মায়ায়া ॥ ২৬
 অবজ্ঞাতা মহাদেবী মহামায়া জগদ্বয়ী ।
 তেন ভাস্মায়রা যন্তো বিষ্ণুতিষ্ঠতি নানুরে ॥ ২৭
 ত্বং মার্গমাণান্দিদশা বক্তাক্ষা মায়ায়া পুনঃ ।
 নিবক্তা নিকটে তস্য স্থিতাশ্চাত্যর্থসংযতাঃ ॥ ২৮
 জ্ঞাত্বৈব মার্গবিভূং যাসি যদিহ ত্বং ময়া যিনা ।
 বহুস্তথৈব ত্বং চাপি নাষ্টাতুং ভবিতা অতুঃ ॥ ২৯
 তস্মাদ্যচ্ছামাহং তত্র মজাংস্তে গুরুভক্ষকঃ ।
 ব্রহ্মোদ্রাণ্যাস্থথা গুপ্তান্নোচয়িস্তে চ তান্ ক্রমাৎ ॥ ৩০
 ইতুঃকৃত্বা গুরুণা সাক্ষিং সত্ত্বয় ল বৃষভক্ষকঃ ।
 দেবৌযা যত্র তিষ্ঠন্তি গতন্তত্র মহেশ্বরঃ ॥ ৩১
 তত্র গতা মহাদেবো বিষ্ণুমাভাশ্চ বেদসম্ ।
 সৰ্ব্বাংস্তান্ শরিলপ্রচ্ছ কিমর্থং সংস্থিতাশ্চিহ ॥ ৩২

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইহারা ব্রহ্মসদনে বা স্বর্গে? যেমন অন্ত সমুদ্র তাঁহারা
 সেই সেই স্থানে লক্ষিত হইতেন । ২৩

অতএব হে দেব । সংশয়চ্ছেদন করুন, দেবতা সকলে এক্ষণে কোথায়
 অবস্থিত এবং কেনই বা তাঁহারা সেইরূপ অবস্থিত? ২৪

হে প্রভো । আমি আপনার উপদেশ অনুসারে সেই সকল দেবতার অনু-
 সরণ করিব । আপনার যদি দয়া থাকে, তাহা হইলে সেই দেবতারা কোথায়
 বলিয়া দিউন । ২৫

তাঁহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি দেবতাদিগের সেই সকল কার্যের
 উল্লেখ করিলাম, যে জন্ম তাঁহারা মহামায়া কর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন । ২৬

জগদ্বয়ী মহাদেবী মহামায়াকে বিষ্ণু অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার
 মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া সাগরে অবস্থান করিতেছেন । ২৭

সেই বিষ্ণুর অধেষণে তৎপর ব্রহ্মা আদি দেবগণ আবার মায়াবলে দৃঢ়রূপে
 আবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে বাস করিতেছেন । ২৮

অতএব যদি তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া তাঁহাদিগের অধেষণ করিতে
 সেই স্থানে গমন কর তাহা হইলে তুমিও মায়ায় দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকিবে ।
 ২৯

আর অসিতে সমর্থ হইবে না । অতএব যেখানে নারায়ণ এবং ব্রহ্মাদি-
 দেবগণ অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে আমিও গমন করিব এবং ক্রমশঃ
 তাঁহাদিগকে মোচনও করিব । ৩০

এই কথা বলিয়া ভৃগবান্ মহাদেব বৃহস্পতির সহিত একত্র যেখানে সমুদ্র
 দেবগণ অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন । ৩১

১। ভূদেবো নাস্তি দেবতা ।

গভাগভবিহীনাম্ অজবজ্ জ্ঞানবজ্জিতাঃ ।
 কিমর্থমভবন্ দেবাস্তস্মৈ ভাষন্ত সম্প্রতি ॥ ৩৩
 তস্মা ভবচনং শ্রুত্বা মহাদেবস্য কেশবঃ ।
 শনৈর্ভগমুবাচেদং ব্রহ্মানীনাং পুরস্তদা ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ—

নীলকণ্ঠস্য শিখরাদূর্ভভাগেন গচ্ছতা ।
 বিয়তা গরুড়স্থেন ময়া নীলো মহাগিরিঃ ।
 হৃতঃ করোণ চোদকর্তৃং গরুড়ং গতিবারণে^১ ॥ ৩৫
 তত্র মাং সা মহামায়া কামাখ্যা কামরূপিণী ।
 যোগনিদ্রা স্বয়ং ধৃত্বা চিক্কেপাত্মুখিপুঙ্করে^২ ॥ ৩৬
 ততোহহং ভলমাসাদু ভোয়রাশেঃ সবাহনঃ ।
 পতিতো নিবসাম্যজ চিত্রমক্ককসুদন ।
 নিবসামি চিত্রং চাহমত্র সাগরভোয়কে ॥ ৩৭
 নাদ্যপি সা মহামায়া নুদতে^৩ মাং মহেশ্বর ॥ ৩৮
 মদর্থমাগতা দেবা ব্রহ্মেজ্জাভাঃ সমস্ততঃ ।
 তেষাপি বক্সা মহাদেব্যা মায়াপাশেন বৈ হঠাৎ ॥ ৩৯
 তস্মায়ো হুগুগুহীষ মবেদানৌ শিবালয়ে^৪ ।
 তাক প্রসাদস্থিষ্ঠামঃ সম্যক্ বন্ধবিহিংসয়া ॥ ৪০

মহাদেব সেই স্থানেগমন করিয়া বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার সহিত শিষ্টোলাপ করিয়া সকল দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা এইস্থানে অবস্থান করিতেছ । ৩৩

তোমাদের মড়ন চড়নের শক্তি মাই, অজের মত জ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছ, এ সকল কেন হইয়াছে, এক্ষণ আমার নিকট বল । ৩৪

তখন কেশব মহাদেবের সেই বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মাদির সম্মুখে আস্তে আস্তে মহাদেবকে বলিলেন । ৩৫

আমি গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া নীলগিরির শৃঙ্গের উপর নিয়া আকাশমার্গে গমন করিতেছিলাম, এমন সময় গরুড়ের গতিরোধ হওয়াতে আমি হস্ত দ্বারা মহাগিরি নীলকে ধারণ করিলাম । ৩৬

সেই স্থলে আমার অংশরূপা কামরূপিণী যোগনিদ্রা মহামায়া কামাখ্যা দেবী আমাকে ধরিয়া সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন । ৩৭

হে অক্ককসুদন ! তাহার পর আমি বাহনের সহিত সমুদ্রের ভলে পতিত হইয়া অনেককাল এই স্থানে বাস করিতেছি । ৩৮

হে মহেশ্বর ! আমি কতদিন এই সাগরের জলে বাস করিতেছি, কিন্তু সেই মহামায়া সদ্যপি আমাকে দয়া করিতেছেন না । ৩৯

আমার নিমিত্ত আগত ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ সহসা মহাদেবীর পাশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন । ৪০

অতএব আপনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া, আমাদিগকে শিবালয়ে লইয়া যাউন । আমরা হিংসকৃত্ত হইয়া, সেই দেবীকে প্রসন্ন করাইব । ৪০

১। বাধনে ।

২। দ্রুতঃ ।

৩। -----গল্লবৎ ।

৪। শিবালয়ঃ ।

হরেন্তবচনং শ্রবণা হৃৎক কৰুণায়ুতঃ ।
 উবাচ পরমশ্রীতঃ। বিধিবিধু প্রতি বচম্ ॥ ৪১
 ঈশ্বর্যাঃ কামপূৰ্ব্বায়াঃ কবচং সুমনোহরম্ ।
 বন্ধা শরীরে চাপ্লাবা গচ্চাৎ গচ্ছন্ত তাং প্রতি ।
 অহং নিবদ্ধকবচেন্তনাহং মাধবা ব্রিহ ।
 ন বন্ধে। মম সংসর্গান্তথা চেহ বৃহস্পতিঃ ॥ ৪২
 তস্মাদ্ বৃহস্প কবচং শৃণুধ্বং* বচনান্মম ।
 যেন সৌখ্যং সমুৎপ্লভ্য ভক্ষ্যামঃ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৪৩
 ওঁ কামাখ্যাকবচস্য ঋষির্বৃহস্পতিঃ স্মৃতঃ ।
 দেবী কামেশ্বরী তস্য অনুষ্টুপ্ছন্দ ইত্যভে* ॥ ৪৪
 বিনিয়োগঃ সৰ্বসিদ্ধৌ তৎ শৃণু দেবতাঃ ॥ ৪৫
 শিবঃ কামেশ্বরী দেবী কামাখ্যা চক্ষুধী মম ।
 শারদা কর্ণমুগলং ত্রিপুরা বদমং তথা ।
 কণ্ঠে পাতু মহামায়া হৃদি কামেশ্বরী পুনঃ ॥ ৪৬
 কামাখ্যা জঠরে পাতু শারদা মাস্ত নাভিতঃ ।
 ত্রিপুরা পার্শ্বয়োঃ পাতু মহামায়া তু মেহনে ॥ ৪৭
 তদে কামেশ্বরী পাতু কামাখ্যাক্রুদয়ে তু মাম্ ।
 জ্ঞানুনোঃ শারদা পাতু ত্রিপুরা পাতু জজ্যয়োঃ ॥ ৪৮
 মহামায়া পাদমুগে নিভ্যং বক্ষতু কামদা ।
 কেশে কোটেশ্বরী পাতু নাসায়াং পাতু দীর্ঘিকা ॥ ৪৯
 ভৈরবী দন্তসঙ্ঘাতে মাতল্যবতু চাক্ষয়োঃ ।
 বাহ্যোর্ম্মাং ললিতা পাতু পাণ্যোস্ত বনবাদিনী ॥ ৫০

হরির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি কৰুণায়ুক্ত হইলাম এবং শ্রীতিপূৰ্ব্বক
 বন্ধা ও বিধুকে বলিলাম । ৪১

অতএব ভোমরা আমার মুখ হইতে কবচ শ্রবণ কর । এই কবচ পাঠ
 করিলে, পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হইবে । আমার সঙ্গে থাকার বৃহস্পতি
 ভোমাদের যত বন্ধ হন নাই । ৪২-৪৩

এই কামাখ্যা-কবচের ঋষি বৃহস্পতি, কামেশ্বরী দেবতা এবং ছন্দঃ
 অনুষ্টুপ্ । এই কামাখ্যা-কবচের সকল সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে ।
 হে দেবগণ । ভোমরা ইহা শ্রবণ কর । ৪৪-৪৫

কামেশ্বরীদেবী আমার মস্তক, কামাখ্যা চক্ষুধীর, শারদা কর্ণমুগ, ত্রিপুরা
 বদন, মহামায়া কণ্ঠে এবং কামেশ্বরী হৃদয়ে রক্ষা করুন । ৪৬

কামাখ্যা আমার জঠরে, শারদা নাভিদেলে, ত্রিপুরা পার্শ্বদেহে এবং
 মহামায়া লিঙ্গে রক্ষা করুন । ৪৭

অপানদেশে কামেশ্বরী, উরুদ্বয়ে কামাখ্যা, জ্ঞানুদ্বয়ে শারদা এবং জজ্যা-
 দ্বয়ে ত্রিপুরা রক্ষা করুন । ৪৮

কামদাঘিনী মহামায়া নিভাপাদমুগলে রক্ষা করুন এবং দীর্ঘিকা কোটি-
 শ্বরী নাভিদেলে রক্ষা করুন । ৪৯

বিজ্ঞাবাসিনীশূন্যী শ্রীকামা নথকোটিবু^১ ।
 রোমরূপেয় সর্কেয়ু শুশুকামা সদাবতু ॥ ৫১
 পাদাঙ্গুলিপার্ষিক্তাগে পাতু মাং ভুবনেশ্বরী ।
 জিহ্বারায় পাতু মাং সেতুঃ কঃ কঠাভ্যন্তরেহবতু ॥ ৫২
 লঃ পাতু চান্তরে বক্ষঃ ইঃ পাতু জঠরান্তরে ।
 সামীনুঃ পাতু মাং বস্তাবিন্দুবিন্দুভ্যন্তরেহবতু^২ ॥ ৫৩
 তকারভুচি মাং পাতু বকারোহস্থিষু সর্বদা ।
 লকারঃ সর্বনাড়ীষু ঈকারঃ সর্বসন্ধিষু ॥ ৫৪
 চল্লঃ স্বায়ুযু মাং পাতু বিন্দুর্মজ্জাসু সমুত্তম ।
 পূর্বস্থায় দিশি চাণ্ণেয়াং দক্ষিণে নৈঋতে তথা ॥ ৫৫
 বাক্ষণে চৈব বায়ব্যাং কোবেরে হ্রস্বমন্দিরে ।
 অকারাদ্যন্ত বৈষ্ণব্য জ্যেষ্ঠৌ বর্ণান্ত মন্ত্রণাঃ ॥ ৫৬
 পাতু তিষ্ঠতু সত্ততং সমুত্তববিবৃদ্ধয়ে ॥ ৫৭
 উর্দ্ধাধঃ পাতু সত্ততং মাং তু সেতুগম্য সদা ।
 নবাকরাণি মন্ত্রেণ শারদামন্ত্রগোচরে ॥ ৫৮
 নবদ্রব্য মাং নিত্যং নাসাদিষু সমুত্তমঃ ।
 বাতপিত্তকফেভ্যস্ত ত্রিপুরারান্ত্র্যাকরম্ ।
 নিত্যং বক্ষতু ভূতেভ্যঃ শিশাচেভ্যস্তথৈব চ ॥ ৫৯

ভৈরবী আমার দন্তসমূহে এবং মাতঙ্গী কুম্ভধয়ে রক্ষা করুন। বাহ্যদয়ে
জলিতা এবং করতলে বনবাসিনী রক্ষা করুন। ৫০

বিজ্ঞাবাসিনী অঙ্গুলী-নিচয়ে, শ্রীকামা নথকোটিতে রক্ষা করুন এবং
শুশুকামনা সমুদয় রোমরূপে রক্ষা করুন। ৫১

পাদাঙ্গুলী এবং পার্ষিক্তাগে আমাকে ভুবনেশ্বরী রক্ষা করুন। জিহ্বায়
সেতু এবং কঠাভ্যন্তরে ক রক্ষা করুক। ৫২

ল বকের অন্তরে এবং ট জঠরান্তরে রক্ষা করুক। অর্দ্ধচন্দ্র বস্ত্রদেশে এবং
বিন্দু উহার ভিত্তরে রক্ষা করুক। ৫৩

ক আমার কেশে এবং সর্বদা আমার অস্থিতে রক্ষা করুক। লকার
সমুদয় নাড়ীতে এবং ইকার সমুদয় সন্ধিপ্রদেশে রক্ষা করুক। ৫৪

অর্দ্ধচন্দ্র আমার স্বায়ুতে এবং বিন্দু মজ্জাতে রক্ষা করুক। ৫৫

পূর্বদিক, অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক, নৈঋতকোণ, পশ্চিমদিক বায়ুকোণ,
উত্তর-দিক এবং ঈশানকোণে বৈষ্ণবী মন্ত্রান্তর্গত অকারাদি অষ্ট অক্ষর সর্বদা
নিত্য বৃত্তির নিমিত্ত রক্ষা করুক এবং স্থিতি করুক। ৫৬

শারদা-মন্ত্রান্তর্গত ময়টী অক্ষর আমার উর্দ্ধ অধঃ এবং নেত্রদ্বয় সর্বদা রক্ষা
করুক। ৫৭

ময়টী স্বর সর্বদা আমার নাসিকাদিতে রক্ষা করুক এবং ত্রিপুরার অক্ষরত্রয়
আমাকে বাত, পিত্ত এবং কফ হইতে রক্ষা করুক। ৫৮

উহারা ভূত ও শিশাচগণ হইতে নিত্য আমাকে রক্ষা করুক। দিবাকর
শূল্যদেশে এবং বাক্ষসগণ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ৫৯

তৎসেতু^১ সত্ততং পাতিং ক্রব্যান্তো যান্নিবাকৌ ।
 কং কামেশ্বরীং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।
 যা কৃতা প্রকৃতিনিতাং তনোতি জগদাশ্রয়তাম্ ॥ ৬০
 কামাখ্যারক্ষমালাভরতকরাং সিদ্ধসুতৈকহস্তাং,
 শ্বেতপ্রোতোপরিহাং মণিকনকযুতাং কুঙ্কমাণীতবর্ণাম্ ।
 জ্ঞানধ্যানপ্রতিষ্ঠামতিশয়বিনয়াং^২ জ্ঞানলজ্জাহিবন্যা-
 যশো বিনুতমন্ত্রপ্রিয়তমবিম্বাং নৌমি সিট্টো যতিহাবু^৩ ॥ ৬১
 মধ্যে মধ্যস্থ ভাগে সত্ততবিনমিতা ভাবহাবাবলীরা^৪ ।
 লীলা লোকস্ত কোঠে সকলজগদুতা ব্যক্তকণৈকনন্দা ।
 বিদ্যাবিত্তেকলাভা শমনশমকরী কেশকরী যবাক্তা ।
 নিত্যং পাতিং পবিত্রপ্রলবনকরা^৫ কামপূর্বেশ্বরী নঃ ॥ ৬২
 ইতি হরকবাং^৬ তদুস্থিতা শম্যতি বৈশমসং শুধা যদি^৭ ।
 ইহ গৃহাণ যত্ত্বং বিমোক্ষণে সতিত এব বিবিঃ সহ চামরৈঃ ॥ ৬৩
 ইত্যাদং কবচং যন্ত কামাখ্যায়াঃ পরেতদুদং ।
 সতুত্তম মহাদেবী কুম্ভজতি নিত্যম্ ॥ ৬৪
 মাখিব্যাহিতয়ং তদ্ব ন ক্রব্যান্তো ভবং তথা ।
 নাগ্নিতো নানি^৮ তোয়েতো ন রিপুতো ন রাজতঃ ॥ ৬৫
 দীর্ঘায়ুর্কলহস্তোগী চ পুত্রপৌত্রসমবিতঃ ।
 আবর্তয়েতং দেবীং যন্নিরে মোদাতে পরে ॥ ৬৬

মহামায়া জগন্ময়ী কামেশ্বরী দেবীকে নমস্কার করি । এই কাম্যা দেবীই প্রকৃতিরূপে সমুদয় জগৎ বিস্তার করিতেছেন । ৬০

যাঁহার হস্তে অক্ষমালা, অভর, বর এবং সিদ্ধসুত্র, যিনি শ্বেতবর্ণ প্রোতের উপর অবস্থিতা মণি-সুবর্ণ-শোভিত, কুঙ্কমযুতা এবং পীতবর্ণ, জ্ঞান ও ধ্যানে প্রতিষ্ঠিতা, বিনববতী আদি সৃষ্টিকালে জন্মানামে প্রসিদ্ধ এবং অর্ধচন্দ্র বিম্ব-অন্ত যন্ত্র বাঁহার অতিশয় প্রিয়, সেই সৃষ্টিক্রীড়ার বর্তমান কামাখ্যা দেবীকে নমস্কার করি । ৬১

যাঁহার মধ্যদেশে সর্বদা হারাবলী বিগলিত হইয়াছে, যিনি লোকের লীলা-অঙ্গণ সকলজগদানিনী, ব্যক্তরূপা বিনন্দা, বিদ্যাক্রপা, বিদ্যাহেতু শান্ত-মুতি, যমের সমনকারিণী, মঙ্গলকরী এবং সুন্দরাননা, আর বাঁহার হস্তে পবিত্র প্রলব অবস্থিত, সেই কামেশ্বরী দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন । ৬২

হে হরে ! এই কবচ শরীরে থাকিয়া যমভয় এবং দুর্দৈবের শাস্তি করে, এই কবচ গ্রহণ করিয়া অমরগণের সহিত মুক্তি লাভের নিমিত্ত চেষ্টা করে । ৬৩

যে পণ্ডিত কামাখ্যার এই কবচ একবারমাত্র পাঠ করে, সে অনন্তকালের নিমিত্ত মহাদেবীর শরীরে প্রবেশ করে । ৬৪

তাঁহার আদি বা খ্যাতি অথবা রাক্ষসধন হইতে ভয় হয় না । অগ্নি, জল, রিপু এবং রাজা হইতে ভয় হয় না । ৬৫

১। ওঠে কু সত্ততং পাতি ।

২। সিদ্ধিরভ্যুত্থা ।

৩। -----এবমুদয়করা ।

৪। ভাব্যতি ।

৫। -----বিম্বাং ।

৬। সত্ততপরিমিতা ভাবহাবাবলীরা ।

৭। হরে: কবচং ।

৮। মাতি ।

যথা তথা উবেদ্বজঃ সংক্রামেচ্ছত্ৰ বা বুধঃ ।

তৎকর্ণাদেব মুক্তঃ স্যাদ্ অরণ্যে কবচস্য তু । ৬৭

ঈশ্বর উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তু কবচং হরিত্রায়া সুরাসুধা ।

শক্ৰোহপি কবচং শ্যামং দেহে চক্ৰঃ পৃথক্ পৃথক্ ৬৮

তে তু বিচ্যুতকবচা মহামায়াপ্রভাবতঃ ।

উৎপ্লুত্যাঙ্গাগরগাভ্যঃ^১ অসেন্দুঃ ক্রিতিমজ্জনা । ৬৯

আসাদ্য পৃথিবীং সর্বৈ ব্রহ্মবিক্ষাদয়ঃ সুরাঃ ।

নীলকূটং সমাসাদ্য কামাখ্যাং ভ্রুতুমাংসতাঃ । ৭০

দৃষ্ট্বা কামেশ্বরীং দেবীং কেশবস্তাং^২ জগন্ময়ীম্ ।

ইদমাহ স্বয়ং জাত্বা প্রভাবং তৎপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭১

ত্বমেব প্রকৃতির্দেবী ত্বমেব পৃথিবী জলম্ ।

ত্বমেব জগতাং মাতা ত্বমেব চ জগন্ময়ী ॥ ৭২

তুং কৰ্ত্তা সর্বজগতাং বিদ্যা তুং মুক্তিদায়িনী ।

পরাপরাধিকা দেবী সুলসুম্নাধিকা তথা ॥ ৭৩

এসাদ তুং মহাদেবি এসন্নায়ানং ভূতে ভুবি ।

দেবাঃ সর্বৈ এসীদতি চতুর্ভুগপ্রদেহনবে ॥ ৭৪

ইতি শ্রুত্বা বচস্তত কেশবস্ত মহাজনঃ ।

প্রত্যক্ষরূপা কামাখ্যা হরিমাতায়া চাতুরীং । ৭৫

সে দীর্ঘায়ুঃ, বহুভোগী এবং পুত্র-পৌত্রযুক্ত হইয়া শতবার জন্মগ্রহণ করিয়া অস্তে দেবীর মন্দিরে আনন্দ উপভোগ করে । ৬৬

সংক্রামে বা অগ্ৰত্ৰ যে কোনরূপেই বন্ধ হউক, এই কবচের স্মরণ করিলে তৎকর্ণাং মুক্তি লাভ হইবে । ৬৭

ঈশ্বর বলিলেন,— তখন হরি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অপর দেবগণ এই কবচ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দেহে পৃথক্ পৃথক্ কবচ ধারণ করিলেন । ৬৮

তাহারা কবচ ধারণ করিবামাত্র মহামায়ার প্রভাবে সাগরগর্ভ হইতে উদ্ভিত হইয়া পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন । ৬৯

অনন্তর সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ পৃথিবীতল প্রাপ্ত হইয়াই নীলকূট পর্বতে কামাখ্যা দেবীকে দেখিতে গমন করিলেন । ৭০

সেই স্থানে কেশবস্থিত জগন্ময়ী কামাখ্যা দেবীকে দেখিয়া এবং তাহার প্রভাব অবগত হইয়া এই কথা বলিলেন । ৭১

তুমি প্রকৃতি, তুমি পৃথিবী ও জল, তুমি অগতের মাতা এবং তুমি জগন্ময়ী ।
তুমি অগতের কৰ্ত্তা, তুমি বিদ্যা, তুমি মুক্তিদায়িনী, তুমি পরাপররূপা এবং
সুল, সুন্দর ও সঘুরূপিণী । ৭২-৭৩

হে মহাদেবি । এসন্ন হও, হে চতুর্ভুগপ্রদায়িনি পাপরহিতে । তুমি এসন্ন হইলে সকল দেবগণ এসন্ন হন । ৭৪

মহাখ্যা কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কামাখ্যাদেবী প্রত্যক্ষগোচর হইয়া হরিকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন । ৭৫

দেব্যাংগ—

কেশব ব্রহ্মণা সাক্ষিঃ সর্কৈর্কৈবৈবতথা গণৈঃ ।
 মদুযোনিমলিলেখন স্নানং পানং কুরু কৃতম্ ॥ ৭৬
 ভক্তভুং নিরহঙ্কারঃ পরবীৰ্য্যসমধিতঃ ।
 আকুহু গুরুভং যাহি ত্রিদিবং সহ বেধসা ॥ ৭৭
 এবমুক্তো মহাদেব্যা কেশবঃ সহ বেধসা ।
 যোনিমণ্ডলতোহেষু স্নানং পানং চকার হ ॥ ৭৮
 কৃতপ্লাবাস্ততো দেবাঃ কৃতস্নানশ্চ কেশবঃ ।
 গতা দেব্যাশ্চ সমুত্যা ত্রিদিবং প্রতি হর্ষিতাঃ ॥ ৭৯
 গচ্ছন্তেষু দেবগণাঃ সহিতাঃ কেশবেন চ ।
 ব্রহ্মণা চ তদা ব্রাহ্মুঃ কামাখ্যাং তাং বিমলকাতাম্ ॥ ৮০
 নীলকূটসহস্রাণি যোনিভিঃ সহ সমুতঃ ।
 উদ্ধার্য্যোজাংযোগেন মদুতঃ সংস্থিতানি চ ॥ ৮১
 তানি প্রত্যেকতো দেবা আকুহু আকুহু তৎক্ষণাৎ ।
 পশুঃ শব্দঃ পূর্ববন্তে প্রীতিমাপ্তবাতুলাম্ ॥ ৮২
 নিরাময়াস্তথা জগদ্বিস্ময়াগ্নিস্টেচেতনাঃ ।
 স্তবন্তঃ প্রস্তুবন্তশ্চ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্ ॥ ৮৩
 ততো দেবগুরুং নত্বা মাং স্তবতা চ তদাং পুনঃ ।
 দিসৃষ্টান্ত্রিবিদং যাতো হর্ষোৎফুল্লবিলোচনাঃ ॥ ৮৪

হে কেশব । ব্রহ্মা এবং অপর দেবগণের সহিত আমার যোনিস্থিত মলিলে
 স্নান ও সেই জল পান কর । ৭৬

তাহাতে তুমি অহঙ্কারশূন্য হইয়া এবং বিশেষ বার্য্যলাভ করিয়া গুরুভারোহণ-
 পূর্বক ব্রহ্মার সহিত স্বর্গে গমন করিবে । ৭৭

মহাদেবী এই কথা বলিলে কেশব ব্রহ্মার সহিত যোনিমণ্ডলাস্থিত জলে স্নান
 ও তাহা পান করিলেন । ৭৮

অনন্তর কেশব ও দেবগণ স্নান করিয়া দেবীর অনুমতিক্রমে প্রস্তুতঃকরণে
 স্বর্গে গমন করিলেন । ৭৯

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবগণ গমন করিতে করিতে আকাশস্থিতা কামাখ্যা
 দেবীকে দর্শন করিলেন । ৮০

নীলকূট সহস্র যোনিদ্বারা সমুত হইয়া উদ্ধ এবং অশোদেশ ব্যাপিয়া অব-
 স্থিত দেখিলেন । ৮১

তখন সেই দেবতাগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যেক পর্কতে উঠিয়া যোনিমণ্ডলের
 মলিলে স্নান ও তাহা পান করিয়া অতুল প্রীতিলাভ করিলেন । ৮২

তাহার পর নিরাপদে বিস্ময়াস্তঃকরণে কামাখ্যার যোনিমণ্ডলের স্তব
 করিতে করিতে গমন করিলেন । ৮৩

অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি আমাকে স্তব করিয়া এবং আমাকর্তৃক অনুজ্ঞাত
 হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে স্বর্গে গমন করিলেন । ৮৪

মাহাশ্মাদীদৃশং দেব্যাঃ কামাখ্যায়াস্তু ভৈরব ।
 কবচকেন্দ্রশং প্রোক্তং তদুপাসনং সুভক ।
 যথেষ্টং বিনিয়োগেন ত্রীমাসাদ্য সুখী ভব ॥ ৮৫
 কামাখ্যায়াস্তু মাহাশ্মাদে কিস্কিন্দে কথয়ামি তে ।
 যন্তা যোনিশিলাযোগোল্লাহাদ্যা যান্তি স্বর্ণভাম্ ॥ ৮৬
 ষড়্‌যোনিমণ্ডলে স্নাত্বা সৰ্বং পীত্বা চ মামবঃ ।
 নেহোৎপত্তিমবাগ্নোতি পরং নির্ঝাণমাশ্রয়তাম্ ॥ ৮৭
 ইতি ত্রীকালিকাপুরাণে কামাখ্যাকবচমাহাশ্মাদবর্ণনং
 নাম ত্রিসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৭২

ত্রিসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ

ভগবানুবাচ—

মাতৃকাষ্টাসমধুন্য শূণ্ণ বেতাল ভৈরব ।
 যেন দেবত্বমাপ্যতি নরোহপি বিহিতেন বৈ ১
 বাগ্‌ব্রহ্মাণীমুখা দেব্যা মাতৃকাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 তাসাম্ মন্ত্রাণি সৰ্ব্বাণি ব্যঞ্জমানি ধরাস্বধা ২
 চত্ৰবিন্দুপ্রসূক্তানি সৰ্ব্বকামপ্রদানি চ ৩
 কথিত্ব মাতৃমন্ত্রাণাং^১ ব্রহ্মৈব পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 প্রোক্তশ্চক্ষুঃ গায়ত্রী দেবতা চ সরস্বতী ৪
 শরীরশুদ্ধিযুগে^২ তু সৰ্ব্বকামার্থসাধনে ।
 বিনিয়োগঃ সমুদ্রিক্টো মন্ত্রাণাং ন্যূনপূরণে^৩ ৫

হে ভৈরব । সেই কামাখ্যা দেবীর মাহাশ্মাদীদৃশ, এই তাঁহার কবচও কথিত
 হইল, এক্ষণে এই কবচ আপনার ইচ্ছানুসারে ধারণ করিয়া সুখী হও ॥ ৮৫

কামাখ্যা দেবীর মাহাশ্মাদের বিষয় তোমাকে আর অধিক কি বলিব, যাহার
 যোনিশিলায় সম্পর্কে লৌহ স্বর্ণভূ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৬

একবার মাত্র এই কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে ঘন ও তাহার জল পান করিয়া
 মনুষ্য আর জন প্রাপ্ত হয় না, একবারে নির্ঝাণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৭

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

মাতৃকা-স্তম্ভ

ভগবান বলিলেন,—হে বেতাল ও ভৈরব । এক্ষণে মাতৃকাষ্টাসের কথা
 বলিতেছি, শ্রবণ কর—যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হয় ১

বাক্‌ব্রহ্মাণী আদি দেবী মাতৃকা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন । চত্ৰবিন্দু-
 মুক্ত সমুদ্রের স্বর ও ব্যঞ্জন তাঁহাদের মন্ত্র, ইহারা সৰ্ব্বকাম প্রদান করেন ২-৩

মাতৃকাদিগের অধি ব্রহ্মা, হনুঃ গায়ত্রী এবং দেবতা সরস্বতী ৪

শরীরশুদ্ধি আদি সকল প্রকার কাম এবং অর্থের সাধনকার্য্য এবং মন্ত্র-
 দিগের ন্যূনতাপূরণে ইহার প্রয়োগ ৫

১ । এতাদৃশবিশ্ব মন্ত্রাণাং ।

২ ।মূলমোহনে ।

অকারেণ সমঃ কাদির্বর্ণো যঃ প্রথমঃ শ্রুতঃ ।
 চৈচ্চবিন্দুসংযুক্তস্তত্রৈবাক্ষরৈবহিঃ ॥ ৬
 আকারঞ্চ তথোচ্চাৰ্য্য অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমস্তথা ।
 প্রথমঃ যাতৃকাম্বল-মক্ষুষ্ঠম্বলতো হ্রসেৎ ॥ ৭
 পরে বর্ণাঃ শ্রুতৈঃ সাক্ষিঃ যে নান্যে গ্রাসকৰ্ম্মণি ।
 তে সৰ্ব্বৈ চৈচ্চবিন্দুভ্যাং যুক্তাঃ কার্য্যাস্ত সৰ্ব্বতঃ ॥ ৮
 হ্রস্বেকারঞ্চ বর্ণেণ দীর্ঘোক্তারাস্তকেন তু ।
 তৰ্জ্জনৌ বিহ্রসেৎ সম্যক্ বাহ্যাস্তেন তু পূৰ্ব্ববৎ ।
 হ্রস্বোকারঞ্চ বর্ণেণ দীর্ঘোক্তারাস্তকেন তু ॥ ৯
 মধ্যমাদ্বয়গলে সম্যক্ বহুভাস্তেন বিহ্রসেৎ ॥ ১০
 একারানিটবর্ণস্ত একারাস্তেন চৈব হ্রস্ব ।
 ক্রসেন্দনামিকায়ুগো নিহ্রতং তত্র ভৈরব ॥ ১১
 ওকারাদিপবর্ণস্ত ওকারাস্তমশেষতঃ ।
 বৌধস্তং কনিষ্ঠায়াং বিহ্রসেৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ১২
 অংকারাদিসকারানি-বর্ণেণ স্তাস্তকেন তু ।
 অ ইত্যন্তেন^১ বলয়ে^২ বিহ্রসেৎ পাণিপৃষ্ঠযোঃ ॥ ১৩
 বমট্কারং শেষভাগে অঙ্গুষ্ঠাসে নিষোজয়েৎ ।
 হ্রদ্বাদিসড়ক্ষে^৩ পূৰ্ব্ববৎ ক্রমতো হ্রসেৎ ॥ ১৪
 অক্ষুষ্ঠাভ্যাস্তবর্ণৈস্ত ক্রমাৎ বড়ভিত্তথাবিধৈঃ^৪ ।
 পুনস্তথা পানজামুসকৃথিত্তে^৫ পান্থয়োঃ^৬ ।
 বস্তৌ চ বিহ্রসেন্নান্নান্ ক্রমাৎ পূৰ্ব্ববদক্ষরৈঃ ॥ ১৫

অকারের সহিত ককারাদি যে প্রথম বর্ণ, তাহার অন্তর্গত অক্ষর সকলকে চৈচ্চবিন্দুর সহিত যুক্ত করিবে । ৬

ভদনন্তর আকার উচ্চারণ করিয়া ‘অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ’ এই বলিয়া প্রথম অক্ষুষ্ঠম্বলে যাতৃকা গ্রাস করিবে । ৭

অনন্তর অপর অপর বর্ণ শ্রুতের সহিত সম্যক্ প্রকারে চৈচ্চবিন্দুযুক্ত করিয়া গ্রাস-কার্য্যে নিযুক্ত করিবে । ৮

তর্জনৌদয়ে প্রথম হ্রস্ব ইকার, তাহার পর চবর্ণ এবং অন্তে দীর্ঘ-ইকার চৈচ্চবিন্দুযুক্ত করিয়া ‘তর্জনৌভ্যাং বাহ্য’ বলিয়া পূর্বের মত গ্রাস করিবে । মধ্যমাদ্বয়ে হ্রস্ব উকার ও বর্ণ ও দীর্ঘ উকার যথাক্রমে চৈচ্চবিন্দুযোগে উচ্চারণ করিয়া ‘মধ্যমাদ্ব্যাং বমট্’ এই বলিয়া গ্রাস করিবে । ৯

অনামিকায়ুগলে এ, টবর্ণ এবং ঐকার যথাক্রমে চৈচ্চবিন্দুযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করত ‘অনামিকাভ্যাং হ্রং ফট্’ বলিয়া গ্রাস করিবে । ১১

কনিষ্ঠাঘরে ওকার, পবর্ণ এবং ওকার ঐরূপ বিন্দুযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করত ‘কনিষ্ঠাভ্যাং বৌধট্’ এই বলিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তে বিহ্রাস করিবে । ১২

করতল ও তাহার পৃষ্ঠদ্বয়ে অং, য হ্রীতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ, অনন্তর অঃ পূর্ববৎ উচ্চারণ করিয়া ‘অঙ্কায় ফট্’ বলিয়া গ্রাস করিবে । ১৩

অঙ্গুষ্ঠাসের শেষভাগে ‘বমট্’ এই শব্দের প্রয়োগ করিবে । হ্রদ্বাদি বড়ক্ষে পূর্ববৎ যথাক্রমে অক্ষুষ্ঠানিতে উক্ত হয় হয়টি অক্ষর দ্বারা গ্রাস করিবে । ১৪

বাহ্যোঃ পাণ্যোস্তথা কট্যাং নাভৌ চ জঠরে তথা ।
 শুনদোরপি বিষ্ঠাসং তথা মূৰ্দ্ধাভিঃ সমাচরেৎ ॥ ১৬
 বজ্রং চ চিবুকং গণ্ডং কর্ণয়োশ্চ ললাটিকৈঃ ।
 অংসে কক্ষে চ বড়বর্গৈঃ পূৰ্ব্ববম্যাসমাচরেৎ ॥ ১৭
 রোমকূপে ব্রহ্মরন্ধ্রে শুদে জজ্বাযুগে তথা ।
 নখেষু পাদপাশ্চোপাশ্চ তথা পূৰ্ব্ববদাচরেৎ ॥ ১৮
 এবম্ভ্যাতৃকান্ধাসং যঃ কুর্যাদ্ভ্রসত্তমঃ ।
 স সৰ্ব্বযজ্ঞপূজামু পুত্তো যোগান্তঃ জায়তে ॥ ১৯
 নাভিঃ পরতরং যত্রং বিদ্যাতে কচিদেব হি ।
 যৎসৰ্ব্বকামদং পুণ্যং চতুর্বর্গপ্রদং পরম্ ॥ ২০
 বাগ্দেরতাং হৃদি ধ্যাওয়া যুক্তিসৰ্ব্বাকরানি চ ।
 ত্রিধা চ মাতৃকাযট্টৈঃ সজ্জমৈশ্চ পিবেজ্জলম্ ॥ ২১
 স বাগ্মী পণ্ডিতো বীৰ্যমান জায়তে চ বরঃ কবিঃ ।
 চত্ৰবিন্দুসমায়ুক্তান্ ধরান্ পূৰ্ব্বং পঠেদ্ভুধঃ ॥ ২২
 ব্যঞ্জনানি তু সৰ্ব্বানি কেবলানি পঠেত্ততঃ ।
 অকারাদিষ্ককারান্তাশ্চৈবং শ্রুতৈশ্চ পূরটৈকঃ ॥ ২৩
 জলং করতলে ধৃষ্ট পঠিৎসাকরসমুৎকম্ ।
 অভিযন্ত্য তু তন্তোয়ং প্রথমং পূরটৈকঃ পিবেৎ ॥ ২৪
 কুন্তকেন^১ দ্বিতীয়ন্ত তৃতীয়ন্তুথ রেচটৈকঃ ॥ ২৫

এইরূপ পাদ, জাম্বু, সন্ধি, ওহ, পার্শ্ব এবং বস্তিতে পূর্বোক্তক্রমে শ্রাস করিবে । ১৫

তাহার পর বাহ্যদ্বয়, করতলদ্বয়, কোটিদ্বয়, নাভি, জঠর ও শুনদরে পূর্বোক্ত দ্বীতিতে শ্রাস করিবে । ১৬

বজ্র, চিবুক, গণ্ড, কর্ণদ্বয়, ললাট, অঙ্গ এবং কক্ষ এই সকল অঙ্গেও পূর্বের মত শ্রাস করিবে । ১৭

রোমকূপে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, অপানদেশে, জজ্বাযুগলে, নখে, পাদ এবং করতলেও পূর্বের মত শ্রাস করিবে । ১৮

যে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সকল প্রকার যজ্ঞকার্য্যে ও পূজায় এইরূপ মাতৃকাবর্গের শ্রাস করে, সে সুপুত্র এবং যোগ্য হয় । ১৯

ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আর কোন স্থানে মেলে না । ইহা সকল প্রকার কামদ, পবিত্র চতুর্বর্গপ্রদ ও শুভ । ২০

যে ব্যক্তি হৃদয়ে বাগ্দেরতার, ও যন্তকে সমুদয় অক্ষরের ধ্যান করিয়া ক্রমের সহিত মাতৃকা মন্ত্রসকল তিনবার উচ্চারণ করিয়া জল পান করে, সে বাগ্মী, পণ্ডিত, বীৰ্যমান এবং কবি হয় । পণ্ডিত মনুষ্য প্রথমে চত্ৰবিন্দুযুক্ত যব সকলের উচ্চারণ করিবে । ২১-২২

তাহার পর ব্যঞ্জনগুলির পাঠ করিবে । অকারাদি ষ্ককারান্ত বর্ণের শ্রাস করিয়া করতলে জল গ্রহণপূর্বক অক্ষরসমূহ পাঠ করিয়া ঐ জলে অভিযন্ত্রিত করত প্রথম পূরক মন্ত্র দ্বারা ঐ জল পান করিবে । ২৩-২৪

তাহার পর শুভক দ্বারা, তাহার পর রেচক দ্বারা পান করিবে । ২৫

এবং সকলং ত্রিবারং পিতৃ ভোজং বিচক্ষণঃ ।
 দুচাস্তঃ পতিতো ভূত্বাৎ পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধিতঃ ॥ ২৬
 ত্রিসংখ্যমথ পৌত্রেণ মাতৃকামন্ত্রমন্ত্রিতম্* ।
 ভোজং কবিত্বমাপ্নোতি সর্বান্ কামাংস্তথৈব চ ॥ ২৭
 সত্ততং কুরুতে যন্ত মাতৃকামন্ত্রমন্ত্রিতম্ ।
 ভোয়পানং মহাভাগ পুরুষস্তবরেচৈঃ ॥ ২৮
 স সর্বকামান্ গম্ভীর্ণ্য পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধিহান্ ।
 ভূত্বা মহাকবির্লোকে বলবান্ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২৯
 সর্বত্র বলভো ভূত্বা চান্তে যোক্ষমবাগ্নুরাৎ ।
 রাজানমথবা রাজপুত্রং ভাৰ্য্যামথাপি বা ॥ ৩০
 বশীকরোতি নচিরান্নাতৃকামন্ত্রপানতঃ* ।
 শ্বাসক্রমে ক্রমঃ প্রোক্তো বর্ণক্রম ইহৈব তু ॥ ৩১
 অক্ষরাণাং ক্রমেণাথ ভোয়পানং সমাচরেৎ ।
 যে যে মন্ত্রা দেবতানামুগীণামথ বক্ষসাম্ ॥ ৩২
 তে মন্ত্রা মাতৃকামন্ত্রে* নিত্যমেব প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 সর্বমন্ত্রমশ্চাশ্বং সর্বদেবমশ্বত্থা ॥ ৩৩
 চতুর্ধর্গপ্রদাশ্চাশ্বং মাতৃকামন্ত্র উচ্যতে ।
 ইতি তে কথিতং পুত্র মাতৃকাক্যাসমস্ততম্ ॥ ৩৪
 বিভাগমথ মূদ্রাণাং শূনু বেতাল ভৈরব ॥ ৩৫

ইতি শ্রীকাশিকাপুরাণে ত্রিসপ্ততিতমোঃখ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

এইরূপে একবার বা তিন বার পুরুষ, কুন্তক ও রেচক দ্বারা জল পান করিলে দুচাস্ত, পতিত এবং পুত্রপৌত্রহীন হয় । ২৬

মাতৃকামন্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত জল ত্রিসংখ্যা পান করিলে কবিত্ব এবং সকল প্রকার কাম প্রাপ্ত হয় । ২৭

হে মহাভাগ । যে পুরুষ, কুন্তক ও রেচক দ্বারা মাতৃকা মন্ত্রে অভিষিক্ত জল সর্বদা পান করে, সে সকল প্রকার কাম, পুত্র, পৌত্র এবং সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ইহলোকে মহাকবি, বলবান্ ও সত্যবিক্রম হয় । ২৮-৩০

এইরূপে সর্বত্র দুর্লভ হইয়া আস্তে যোক্ষপ্রাপ্ত হয় । মাতৃকা মন্ত্রের সাধনা করিলে রাজা, রাজপুত্র বা রাজভাৰ্য্যা বশীভূত হয় । ৩০

শ্বাসক্রমে যে বর্ণক্রম উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ অক্ষরক্রমে জলপান করিবে । ৩১
 দেবতা, ঋষি বা বাক্সসিগের যে সকল মন্ত্র, ঐ সকল মন্ত্রই মাতৃকামন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ৩২

ইহা সর্বমন্ত্রময়, সর্বদেবময় এবং এই মাতৃকামন্ত্র চতুর্ধর্গপ্রদায়ক । ৩৩

হে পুত্রদয় বেতাল ও ভৈরব । তোমাদের নিকট সেই অদ্ভুত মাতৃকা-স্ত্রীসের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে মূদ্রাদিগের বিভাগ শ্রবণ কর । ৩৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

যা যোনিমুদ্রা কথিতা মুদ্রাবিভজনে পুরা ।
 অষ্টধা যোনিমুদ্রা স্মৃতাঃ প্রথমী সা তু কীর্তিতা ॥ ১
 দ্বিতীয়া খেচরীমুদ্রা কামাখ্যায়াস্তু ভৈরব ।
 তাং বিদ্ধি চাস্তু তং গুহ্যং যেন তুচ্ছতি চণ্ডিকা ॥ ২
 অনামিকাং দক্ষিণস্তু তর্জনীয়াং বামতো স্তসেৎ ।
 বামানামাং দক্ষিণস্তু তর্জনীয়াং বিনিবেশয়েৎ ॥ ৩
 তে যে তথা তর্জনীভ্যাং বেষ্টিষেদগ্ৰতোহগ্ৰতঃ ।
 মধ্যো ঘৃক্ট বিপশ্ব চোদ্ধভাগে ত্বনাময়োঃ ॥ ৪
 তদগ্ৰাঞ্জেণ সংযোগান্তমৈব চ কনিষ্ঠকে ।
 অগ্ৰেণৈব চ সংযুক্তে তস্মিন্লেহস্তুষ্ঠকে স্তসেৎ ॥ ৫
 ঈয়ং তে খেচরী যোনির্ঘোনিমুদ্রা তু কামিনী ।
 ঐষেবাধঃ কনিষ্ঠে যে নিয়োজ্য যদি মুজ্যতে ॥ ৬
 গুহ্যযোনিষ্ঠ সা খাতা কামেশ্বর্যাস্তু তুষ্টিদা ।
 সংবেষ্ট্য পূর্ববৎ পাণ্যোর্বে কনিষ্ঠে ত্বনামিকে ॥ ৭
 অধোভাগে নিয়োজ্যাস্থ মধ্যমে চোদ্ধতস্তথা ॥ ৮
 তাসাং পরস্পরস্চাত্মৈরক্কাংগুং যোজয়েদ্ যদি ।
 মধ্যাং মধ্যো তথাঙ্গুষ্ঠে নিঃকিপ্যাগ্রে নিয়োজয়েৎ ॥ ৯
 যোনিপ্লিশাকরী প্রোক্তা ত্রিপূরাতুষ্টিদা সদা ।
 মধ্যো যে চ তথা বেষ্ট্যা পূর্ববচ্চাপ্যনামিকা ॥ ১০

অষ্টবিধ যোনিমুদ্রা ও মন্ত্রবহুত

ভগবান্ বলিলেন,—পূর্বের মন্ত্রবিভাজনাবসরে যে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যোনিমুদ্রা আট প্রকার উহার মধ্যে প্রথমী যোনিমুদ্রা কীর্তিতা হইয়াছে । ১

দ্বিতীয়া কামাখ্যার প্রিয় খেচরা মুদ্রা, ইহা অতি গুহ্য এবং অদ্ভুত, ইহা দেখাইলে চণ্ডিকা দেবী তুষ্ট হন । ২

দক্ষিণ হস্তের অনামিকা বান হস্তের তর্জনীর সহিত যুক্ত করিবে এবং বামহস্তের অনামিকাকে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর সহিত যুক্ত করিবে, এই দুই কনিষ্ঠার অগ্রভাগ তর্জনীঘরের অগ্রভাগদ্বারা বেষ্টিত করিবে । ৩-৪

মধ্যমাঙ্গুল অনামিকার অগ্রে বিন্যস্ত করিবে, তাহাদেরও পরস্পরে অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুল অগ্রভাগের সহিত যুক্ত করিবে । ৫

তাহাদের মূলে অঙ্গুষ্ঠঘরের বিশ্রাম করিবে, এইরূপে খেচরীযোনি নামক যোনিমুদ্রা হয়, উহা কাম এবং অর্থপ্রদ । ৬

ইহার অধোদেশে যদি দুইটি কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর যোগ করা হয় তাহা হইলে গুহ্যযোনি নামক মুদ্রা, উহা কামেশ্বরের অত্যন্ত তুষ্টিপ্রদ । ৭

পূর্ববৎ হস্তভঙ্গের কনিষ্ঠা এবং অনামিকাদ্বয় পরস্পর বেষ্টিত করিয়া অধো-ভাগে নিয়োজিত করিয়া উর্দ্ধদিকে দুইটি মধ্যমা স্থাপিত করিয়া পরস্পরের

কনিষ্ঠাভ্যাং পুরো যস্য অকূষ্ঠৌ মূলযোন্তরোঃ ।
 মূদ্রায়ং শাব্দী প্রোক্ষ্য শারদারাস্ত্র তুষ্টিদা ॥ ১১
 মূলযোনিষ্ট কথিতা বৈষ্ণবীতন্ত্রপোচরে ॥ ১২
 তর্জ্জন্যনামিকং যথ্যে কনিষ্ঠেহপি ক্রমানপি ।
 করয়োর্বোজয়িত্ত্বৈব কনিষ্ঠামূলদেশতঃ ।
 অকূষ্ঠাশ্রুত নিঃক্ষিপ্য মহাযোনিঃ প্রকীর্তিতা ॥ ১৩
 অকূষ্ঠৌ চাপ সংবেষ্টৌ সংযুক্ত্যথ কবাজুলীঃ ।
 অত্রভাগৈর্মধ্যমুখ্যং তত্র কুর্য্যাং করষয়ম্ ।
 ইতস্ত যোগিনীদেবানির্ঘোষিনীনাং প্রিয়করী ॥ ১৪
 এতা অষ্টৌ সমাখ্যাতা যোন্তঃ কামেশ্বরী প্রিয়াঃ ।
 মৃত্তিভেদেন চান্বেষ্যং দেবানামপি তুষ্টিদাঃ ॥ ১৫
 যাত্রাকালে মুক্তবিশেষে ব্যাঘ্রাদে কলহে তথা ।
 অষ্টৌ যোন্তঃ শ্বরেদ্ যন্ত জয়ন্তস্ত সনাতনঃ ॥ ১৬
 বিসর্জনে পূজনে চ শ্রবণে কর্ণভেদতঃ ।
 এতা যোন্তঃ সমাখ্যাতা চত্তিকাপূজনেহ চ ॥ ১৭
 এতাস্ত কথিতা যোন্তঃ ক্রমাং ক্রমবিসর্জনে ।
 রহস্যং বামদাক্ষিণ্যং মন্ত্রশুদ্ধিং শূন্য মে ॥ ১৮
 যন্ত্রেণ ক্রিয়তে যন্তু শারীরং যন্তমুত্তমম্ ।
 তদ্রহস্যমিতি গ্রাহ্যমন্ত্রেহু মন্ত্রকোষিদাঃ ॥ ১৯

অত্রভাগ সংযুক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম ত্রিশঙ্করী যোনি, উহা
 ত্রিপুরার তুষ্টিপ্রদ । ৮-১০

মধ্যমা অকুলীপয় পূর্ববৎ অনাগিকা এবং কনিষ্ঠাভ্যাং বেষ্টন করিয়া তাহা-
 নের মধ্যস্থে মূলপ্রদেশে অকূষ্ঠের নাম করিলে যে মুদ্রা হয়, উহা শাব্দী-মুদ্রা,
 এই মুদ্রা শারদার তুষ্টিপ্রদ । ১১

বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রসঙ্গে মূল যোনিমুদ্রা কথিত হইয়াছে । উত্তর হস্তের তর্জ্জনী
 অনাগিকা, মধ্যমাঙ্গের ও কনিষ্ঠা ইহাদিগকে ক্রমে যুক্ত করিয়া কনিষ্ঠার মূল-
 দেশে অকূষ্ঠের অগ্রভাগ নিক্ষেপ করিলে মহাযোনি মুদ্রা হয় । ১২-১৩

অকূষ্ঠাভ্যাং সংবেষ্টন করিয়া এবং অবশিষ্ট ইত্তাঙ্গুলি সকল অত্রভাগে সংযুক্ত
 করিয়া করডলহস্তের মধ্যে ধূম্য করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোগিনী, ইহা
 যোগিনীদেবীর প্রিয়করী । ১৪

এই কামেশ্বরী দেবীর প্রিয় আট প্রকার যোনিমুদ্রা কথিত হইল । ইহার
 দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে এবং অস্ত্র সকল দেবতারও তুষ্টিপ্রদ । ১৫

যাত্রাকালে, মুক্তবিশেষে ব্যাবকি বা তর্ককালে, ঋগ্ভার সময় যে ব্যক্তি
 এই আট প্রকার যোনিমুদ্রার শ্রবণ করে, তাহার মিত্য অন্ন লাভ হয় । ১৬

বিসর্জনে, পূজনে, চত্তিকার শ্রবণাদি ভিন্ন ভিন্ন কর্ণ এবং চত্তিকা দেবীর
 পূজায় ইহার যোনি নামে খ্যাত হইল । ১৭

বিসর্জন সময়ে এইরূপ ক্রমে মুদ্রা প্রদর্শন করিবে । একপে বাম, দাক্ষিণ্য,
 রহস্যনামক মন্ত্র শুদ্ধির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১৮

মন্ত্র দ্বারা যে উত্তম শরীর নির্মাণ করা হয়, মন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা উহাকে যন্ত্রে
 রহস্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । ১৯

কামাখ্যায়াস্ত যট্ কোণং মণ্ডলস্ত দলান্তরে ।
 ত্রিধা লিখেন্দ্রময়দ্ব্যঙ্কঃ ত্রিধাপি সন্ধিবু ॥ ২০
 অধস্তিসন্ধিবু পুনর্বিধিং শক্রং হরং তথা ।
 সহিতং যদনেনৈব লিখেন্দ্র্যঙ্কত্বে ত্রিধা ॥ ২১
 তত্চত্বাশাং সাহস্রং দক্ষিণেন কল্পেণ বৈ ।
 মালাযপি সযাদার সঙ্কপেহুত্তরায়ুধঃ ॥ ২২
 তদুচ্চে দক্ষিণে ধার্য্যং বাহ্যে বা সাধকোত্তমৈঃ ।
 জপান্তে লিখিতং যন্তং তেন সর্বজয়ী ভবেৎ ॥ ২৩
 দীর্ঘায়ুঃ সর্ববশকৃৎনবাশ্চসমুদ্ভিমান্ ॥ ২৪
 যতো দেবীগৃহে যাতি যন্ত-মুদ্রিত-বুদ্ধিমান্ ॥ ২৫
 যট্ কোণানন্তরুতং বেষ্টিতান্দলেদয ।
 লিখিত্বা ভূজ্জপান্তেষু বিলীনৈর্ধাবকোদকৈঃ ॥ ২৬
 উত্তরাদিক্রমেণৈব বৈষ্ণবীকৃত্তমহতান্ ।
 আকৌ বর্ণান্নাধাভাগে পূর্ববৎ কামরাজকম্ ॥ ২৭
 ত্রীণ বর্ণান্ নেত্রবীজস্ত ত্রিকোণশ্চাত্তো লিখেৎ ।
 এবং ত্রিধাকৃতং যন্তং কৃত্বা বামকরে স্থিতঃ ॥ ২৮
 জপেন্দ্রীনি সহস্রাণি মালাযাদার দক্ষিণে ।
 জপান্তে বৈষ্ণবীকৃপধানং কুর্য্যাদতল্লিতঃ ॥ ২৯
 প্রাণায়ামসহস্রস্ত ততস্তং লিখিতোত্তমম্ ।
 গ্রীবায়াং ধারয়েদ্যন্তং তেন সর্বজয়ী ভবেৎ ॥ ৩০
 রাজপুত্রো ভবেত্ত্যজা তদন্তঃ সচিবো ভবেৎ ।
 বিজরাজো ভবেদ্বিমান্ কবির্বাগ্মী চ বা ভবেৎ ॥ ৩১

কামাখ্যাদেবীর যট্ কোণ যন্ত্রের দলান্তরে উর্দ্ধে তিন সন্ধিবলে তিনবার মূলমন্ত্র লিখিবে । ২০

অধঃস্থিত ত্রিসঙ্ক্যাতে যদনের সহিত মিলিত অঙ্গা, ইন্দ্র ও মহাদেবকে ভূজ্জপান্তে তিনবার অঙ্কিত করিবে । ২১

তাহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া তাহার উপর সহস্র-বার জপ করিবে । ২২

সাধকোত্তমেরা জপান্তে লিখিত যন্ত্র দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়া সর্বত্র জয়ী, দীর্ঘায়ুঃ, সর্ববশকৃৎ ও ধনবাশ্চসমুদ্ভিমান্ হইয়া মরণান্তে দেবীগৃহে গমন করেন । ২৩-২৪

যট্ কোণান্তরুত অক্ষি দলে বেষ্টিত যন্ত্র, যাবৎ গলাইয়া তাহার রসদ্বারা ভূজ্জপান্তে লিখিয়া উত্তরাদিক্রমে বৈষ্ণবীমন্ত্রান্তর্গত অষ্টবর্ণ ও কামরাজক পূর্ব-বৎ অধ্যভাগে লিখিয়া ত্রিকোণের অগ্রে নেত্রবীজের ঠিনটি বর্ণ লিখিবে এবং বাম করস্থিত যন্ত্রকে এইরূপে তিন ভাগ করিয়া দক্ষিণহস্তে মালা লইয়া তিনহাজার বার জপ করিবে । ২৬-২৮

জপের অবসানে বৈষ্ণবীকৃপ ধ্যান করত অতল্লিতভাবে সহস্র প্রাণায়াম করিয়া সেই উত্তমরূপে লিখিত যন্ত্র গ্রীবাদেশে ধারণ করিবে তাহাতে সমুৎপন্ন বিজয়ী হইবে । ২৯-৩০

যদি রাজপুত্র ঐরূপ কবচ ধারণ করে, তাহা হইলে রাজ্য হর, অপারে ঐরূপ

বাকসেন্ডাঃ পিশাচেভ্যো ভূতভ্যাম্ভাপি চাকৃতঃ ।
 সাধু সংবিম্বতে ভয় ন কদাচিৎ পরাজয়ঃ ॥ ৩২
 দীর্ঘাশুর্ভলবান্ প্রাজ্ঞো যুতে মোক্ষমবাগ্নুদ্যায় ॥ ৩৩
 সম্পূর্ণং মণ্ডলং কৃৎস্না অষ্টপত্রমবধিতম্ ।
 ভূজ্জ্বলন্তি শ্রীফলস্যা নির্ঘাসৈস্তস্য মধ্যতঃ ॥ ৩৪
 ষট্ কোণং বিলিখেত্তত্ প্রাগ্গ্রেষথ ত্রিংশতি ।
 বিলিখেত্রিপুরাবর্ণানধো বীজং তু নেত্রকম্ ॥ ৩৫
 (মলেশ্বর্যোঃ তু পুনর্বৈজবীতন্তমন্ত্রতান্ ।
 অষ্টো বর্ণাস্ত বিলিখেত্তথা স্বয়ং চতুষ্পতি ॥ ৩৬
 ষট্ কোণেশ্চতুরাকোণক্রমেণৈকাগ্রমানসঃ ।
 ভঙ্কতা দক্ষিণকরে বৈজবীতন্তমন্ত্রকম্ ।)
 জপেত্রিভির্দিশৈরেবামৃতং সংযতমানসঃ ॥ ৩৭
 প্রাণায়ামমহত্যানি ত্রীণি কৃৎস্না তু হর্ষিতঃ ।
 সঙ্কাকালে নবম্যাক্ত শীর্ষেণ ধারয়েদ্দুধঃ ॥ ৩৮
 শতায়ুঃ সর্বদমনোঃ যতিমান্ পণ্ডিতোত্তমঃ ।
 বলদীর্ঘাশুর্ভলমুত্তমঃ পার্শ্বিষ এব য়া ॥ ৩৯
 প্রত্যক্ষতো মহামায়াম্ কামাখ্যাম্ ত্রিপুরামপি ।
 নিত্যং পশ্যতি মেধাবী মহোচ্ছাসাক শারদাম্ ॥ ৪০
 সিংহব্যাঘ্রৌ ভূজকো বা যেহস্তে বা তন্ত হিংসকঃ ।
 সর্বৈ তন্ত তনুং প্রাপ্য বিম্বীকতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪১
 জরহেতুর্ভট্টাছন্দ্রাঃ সংগ্রাহে শাস্ত্রবাদতঃ ।
 ন বিম্বতে ত্রিভুবনে তস্মাৎ কুর্ঘ্যাতু যত্নকম্ ॥ ৪২

কবচ ধারণ করিলে, রাজার মন্ত্রী হয়, আশ্রয় ঐক্লপ কবচ ধারণ করিলে বিদ্বান্, কবি এবং বাগ্মী হয় । ৩১

ঐক্লপ কবচধারীর বাকস, পিশাচ, ভূত বা অস্ত্র হইতে ভয় হয় না এবং কখনও পরাজয় হয় না । সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ ও অধিক বুদ্ধিশালী হয় এবং যুত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয় । ৩২-৩৩

ভূজ্জগত্রে শ্রীফলের আটটি দিগ্না অষ্ট-পত্র-যুক্ত একটি সম্পূর্ণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি ষট্ কোণ লিখিবে তাহার তিন কোণে ত্রিপুরা-মন্ত্রের বর্ণ এবং অধোভাগে নেত্রবীজ লিখিবে । তাহার পর সংযত-মানস হইয়া তিন দিনে অমৃতবার জপ করিবে । ৩৪-৩৭

তাহার পর ফল হইয়া তিন মহত্ প্রাণায়াম করিয়া পণ্ডিত সাধক মহর্ষীর দিন সঙ্কাকালে উহা মন্ত্রকে ধারণ করিবে । ৩৮

তাহা হইলে সে শতায়ুঃ, বুদ্ধিমান, উত্তম পণ্ডিত, বল, দীর্ঘা, বল ও ঐশ্বর্য-যুক্ত অথবা রাজা হয় এবং সেই মেধাবী মহামায়ী কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং মহোৎসাহা শারদাকেও প্রত্যক্ষ দর্শন করে । ৩৯-৪০

বিষগ্রাহ, ভূজক বা অন্তর যে কেহ তাহার হিংসক, তাহার তাহার শরীর প্রাপ্ত হইয়া বিষাদ প্রাপ্ত হয় ; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ৪১

১। সর্বদমনো ।

২। বিবং গ্রাহো ।

* মোক্ষমবধিকং যুক্তকান্তরসম্বতম্ ।

অন্তে দেবীগৃহং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাগ্নুচ্যত ।
 মহামায়া শারদায়া কামায়া ত্রিপুরা তথা ।
 মহোৎসাহা তথৈতেষাং যন্ত্রাণাং যো যশো ভবেৎ ॥ ৪০
 যন্তনকাক্ষদলকং তদ্ব্যংগি বিলিখৎ পুনঃ ।
 লিখিত্বা পূর্ববৎ পূর্বং প্রোক্তং যন্ত্রগণং সমম্ ॥ ৪১
 অস্তম্বং জারদেশে কোঠেষু করতো লিখৎ ।
 তুরুকৌশেযবস্ত্রেণ বটৈর্বহ্নিশিখয়তু ॥ ৪২
 উত্তরীয়ন্ত তদন্তং কৃত্বা জপ্যং সমাচরেৎ ।
 কৃতোপবাসঃ তদন্তং মাতৃকাশাসপূর্বকম্ ॥ ৪৩
 পক্ষানামপি বর্ণাণাং সহস্রানি তু পক্ষ বৈ ।
 দিবসৈঃ পঞ্চাভিকর্ষণং তদন্তে চ সমাচরেৎ ॥ ৪৪
 প্রাণায়ামসহস্রানি পক্ষ বৈ পঞ্চাভিরিনৈঃ ।
 জন্তে তু কবচশাসং কাভ্যায়ন্যঃ সমাচরেৎ ॥ ৪৫
 ততস্তু মাতৃকামন্ত্রৈঃ শ্বাসরোধনপূর্বকম্ ।
 ত্রিঃ পিবেৎ কপিজাকীরং জাগৃদাং ৫ তদা নিশি ॥ ৪৬
 এবং যঃ কুরুতে যন্ত্রং শরীরে তুরুবাসসী ।
 সোহিত্ব সিদ্ধিমবাগ্নোতি দেবীলোকতঃ গচ্ছতি ॥ ৪৭
 য উত্তরীয়ং বিতুষাং যন্ত্রং যন্ত্রেণ যন্তিতম্ ।
 নিত্যমেব মহাভাগ প্রভাবং তদ্য বৈ শূন্য ॥ ৪৮
 ন তস্য দেহে শস্ত্রাণি প্রবেক্ষান্তি কদাচন ।
 মাগ্নির্দহতি তৎকাঃ নাপি সংক্লেদয়তি চ ॥ ৪৯

সংক্রামে যা শাস্ত্রের তর্কে এই যন্ত্রের মত জয় জাভের উপায় ত্রিভুবনে
 আর নাই, এই নিমিত্ত সেই যন্ত্র ধারণ করিবে । ৪২

এই যন্ত্রধারী, মরণের পর দেবীগৃহে গমন করিয়া পরে মোক্ষপ্রাপ্ত হয় ।
 শারদায়া মহামায়া, কামায়া, ত্রিপুরা এবং মহোৎসাহা ইহাদের যন্ত্রের যোগে
 উহা অষ্টদল একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে যুগলং লিখিবে । ৪০-৪১

অপর দুইটি যন্ত্রের অক্ষর দ্বারা জারদেশে এবং কোঠে লিখিবে । তাহাও
 তুরু কৌশের বস্ত্র বহ্নি-শিখরে রস দ্বারা রঞ্জিত করিয়া সেই বস্ত্রকে উত্তরীয়
 করত জপ জারন্ত করিবে । উপবাসী এবং তুরু হইয়া মাতৃকাশাস করিবে ।

৪৫-৪৬

তদনন্তর পাঁচদিনে পাঁচটি পক্ষ সহস্রাব জপ করিবে । অপের অবসানে
 পাঁচদিনে পাঁচ হাজার প্রাণায়াম করিয়া তদন্তে কাভ্যায়নী কবচ শাস করিবে ।
 ৪৭-৪৮

তদনন্তর মাতৃকা-মন্ত্র দ্বারা শ্বাসরোধপূর্বক কপিজার জীর তিনবার পান
 করিয়া ত্রিঃ জাগরণ করিবে । ৪৯

এইরূপে তুরুবস্ত্র পরিধানপূর্বক যে ব্যক্তি শরীরে এই যন্ত্র ধারণ করে, সে
 অষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে গমন করে । ৫০

যে ব্যক্তি নিত্য ৫৪ যন্ত্রে যন্তিত বস্ত্রকে উত্তরীয় করে, হে মহাভাগবত !
 তাহার প্রভাবের বিষয় শ্রবণ কর । ৫১

ব্রাহ্মসংলিঙ্গাচাশ্চ ভূতানাং যে তু হিংসকাঃ ।
 তে তং চক্ষুঃ মহাভাগং ভুবং গচ্ছন্তি বৈ ভিষা ॥ ৫০
 গচ্ছন্ত্যবাসিতঃ সোহপি সৰ্বত্র সাধকোত্তমঃ ।
 বশীকরোতি দেবাংশ নৃপানক্যাংশ যোষিতঃ ॥ ৫১
 উৎসাহেৎ যদি মেধাবী বাগ্মী রাজা চ বৈ ভবেৎ ।
 চিরজীবী মহাভাগো ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৫২
 কবিঃ প্রজ্ঞানমযুক্তঃ সোহভ্যুদ্যো জায়তেহরিভিঃ ।
 যশ্চিন্ পূবে স নিবসেৎসুখশান্তো ন তত্র বৈ ॥ ৫৩
 যসৌ শরীরং শত্রুনি দৃঢ়হস্তে স্থিতানুপি ।
 এতং ন হৃন্তি সত্ততং জয়ঃ সৰ্বত্র ভৈরব ॥ ৫৪
 অপরাধান্তি সমতং তস্মৈ সৰ্বত্র ভৈরব ।
 নাশয়ো ব্যাধয়ন্ত্য জায়তে তু কলানৈ ।
 লেখীপুত্রঃ স যতিমান্ যুতো যোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫
 যতিভ্যো যামিন্য যন্তং যো দধাতি পতিব্রতা ।
 পুত্রৈশ্বর্যমবাপ্নোতি দীর্ঘায়ুঃ স্যাদযুর্জবেৎ ॥ ৫৬
 প্রত্যেকমেকং সংহত্যা বহুনা সহিতেন চ ।
 ক্রমাধিংশতিযুগানি কথিতানি যথেষ্ট বৈ ॥ ৫৭
 তানি প্রত্যেকতো হুঙ্কা যো ক্রমেৎ সৰ্বদা ক্রুদি ।
 লিখিতা সৰ্ব্বযুগানি নিভূতানুযোহথ বা গলে ॥ ৫৮
 দেবেস্তো জায়তো সোহত্র প্রভাবোহহ ভূতলে ।
 পূৰ্ব্বোক্তানি সমস্তানি কলাযাপ্নোতি ভবক্ষণাৎ ॥ ৫৯

তাহার ক্ষেত্রে কোন অস্ত্র প্রবেশ করে না । অগ্নি তাহার শরীর দগ্ধ করে
 না এবং জল তাহার শরীরকে স্নিগ্ধ করে না ॥ ৫০

ব্রাহ্মস, পিশাচ এবং যাবার্য প্রাণীর হিংসক, তাহার তাহাকে সম্মুখে
 দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে ॥ ৫১

সেই সংকশ্রেষ্ঠ সৰ্বত্র অবাসিত হইয়া গমন করে । এবং দেবতা, রাজা
 ও জীলিগণে বশীকৃত করে ॥ ৫২

সে উৎসাহবৃত্ত, মেধাবী, বাগ্মী, রাজদুলা, চিরজীবী, মহাভাগ, ধন-ধান্য-
 সমৃদ্ধিমান, কবি, প্রজ্ঞাশালী এবং শত্রুগণের অতিক্রম হয় । যে গৃহে সে বাস
 করে, সে গৃহে যজ্ঞপাত হয় না ॥ ৫৩-৫৪

হে ভৈরব ! সংগ্রামে দৃঢ়হস্তনিষ্কিপ্ত অস্ত্র সকলও তাহার শরীরের পীড়া
 করে না । কলসি তাহার অগ্নি ও ব্যাধি হয় না এবং সেই যুতিমান দেবীর
 পুত্রবৎ প্রিয় হইয়া মরণাস্তর যোক্ষপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫-৫৬

যে পতিব্রতা স্ত্রী যামিকর্তৃক যজ্ঞিত বস্ত্র ধারণ করে, সেই বধু পুত্র, ঐশ্বর্য,
 সুখ এবং দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৭

প্রত্যেকে এক একটি বৃত্তি করিয়া আমি ক্রমশঃ বিংশতি প্রকার যন্ত্র তোমার
 নিকট বলিলাম ॥ ৫৮

যে যুক্তি ও সকল যন্ত্রের এক একটি করিয়া চিন্তা করত সৰ্বদা হৃদয়ে রক্ষা
 করে অথবা সকল যন্ত্রের ইক্ষণ লিখিত গলায় ধারণ করে, সে ভূতলে দেবেস্ত্র-
 দুলা প্রভাবশালী হয় এবং ভবক্ষণাৎ পূৰ্ব্বোক্ত সমস্ত কল প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৯-৬০

পিহিতঃ সৰ্বলোকাংস্ত্রীমিত্যমেব প্রপশ্যতি ॥ ৬৩

এবং সাক্ষাৎ যন্ত্রবর্গঃ সমস্তে-রচ্যোতিৰ্যং পূৰ্ব্ববৃত্তং সহস্রম্ ।

শুল্ক বস্ত্রে সংলিখিত্বা বদেহে, ধৃত্য নিত্যং গ্রাম্যদ্বাধৈ সমস্তম্ ॥ ৬৪

যঃ ক্ষত্রজাতিহীনস্বৈ স কুর্যাৎ, সংগ্রামকালে কবচৈষ্ঠ্যস্বি ।

যস্তাক্ষরাণ্যাদিকৃতানি দেব্যা, অকৌ বহির্গাতাবিশেষতশ্চ ॥ ৬৫

শুলে হরিং বক্ষসি বৈ লিখেদ্বিধিং, স্তনদ্বয়ে পুত্রদ্বয়ং মহেশ্বরম্ ।

বাহুংকমস্কোশ্চ হরিক বৈকবীং, বাহুশ্চ লক্ষ্মীং সরস্বতীক ॥ ৬৬

এবং রণাষ্টাঙ্গমিদং বিধায়, গাজে সর্বপ্যনুচিহ্নহেচ্ছিবাম্^১ ।

লিখেন্নলাটে তিলকাস্তরে নরঃ, সমস্তমস্ত্রাক্ষরযন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৬৭

ততো অশ্বদষ্টধা তু শানিং নত্বাষ্টেবামসু চ ।

বৈকবীভদ্রমস্ত্রং ততো গচ্ছেন্নলাজিরম্ ॥ ৬৮

স তু যীরো ইম্ম সমঃ সংগ্রামেষু চ জায়তে ।

তুগানৌ পরাশ্রাণি জায়ন্তেহগ্নৌ তথাঅনি^২ ॥ ৬৯

যিনিঃসরস্বতি রিপবো যাচকা ধনিমো ধনম্^৩ ।

সিংহাঃশ্রাণরশার্দ্ধলো বীৰ্য্যবান্ বলবান্ ভবেৎ ॥ ৭০

ইদং হরস্বং কথিতং কাশ্যখ্যাত্ত্বা ভৈরব

বৈষ্ণব্যাস্ত্রমুখ্যম্ ত্রিপুরাশ্বাত্ততঃ শৃণু ॥ ৭১

তস্তান্ত্র সৰ্বমস্ত্রাণি ত্রয়োদশযুগানি টৈব ।

বিংশতিস্ত সহস্রাণাং তস্তান্যং বাগ্ভবং শ্রুতম্ ॥ ৭২

সে এই লোকত্রয়ের মধ্যে গুপ্ত বস্ত্র সকল দর্শন করিতে সমর্থ হয় । এই সমস্ত আটপ্রকার যন্ত্র বর্গের সহিত পূর্বোক্ত সহস্র প্রকার শুল্কবস্ত্রে লিখিয়া দেহে ধারণ করিলে সে সমুদয় লাভ করে । ৬৩-৬৪

বে ক্ষত্রিয়জাতীয় যুদ্ধ সময়ে ইষ্টেবাম কবচ স্তনদ্বয়ে ধারণ করে এবং দেবীর আদিকৃত আটটি মস্ত্রাক্ষর বাহ্যঙ্গবিশেষে ধারণ করে । ৬৫

গলায় বিস্ম, বক্ষঃস্থলে রাক্ষা, স্তনদ্বয়ে পুত্রদ্বয়যুক্ত মহেশ্বর, বাহু ও অঙ্গের সন্ধিতে মিহির ও বৈকবী এবং বাহুদ্বয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে লিখিয়া সর্বগাজে নিবা বর্ণস্বরূপ চিত্তা করে, ললাটে তিলকের মধ্যে এই উত্তম অষ্টাঙ্গকর লেখে, তাহার পর অষ্টবাসে হস্ত দিয়া বৈকবী ভদ্রমস্ত্র আটবার জপ করিয়া বক্ষঃস্থলে গমন করে । ৬৬-৬৭

সে সংগ্রামে আমার তুল্য বীর হয় শক্রনিঃক্ষিপ্ত অন্তসমূহ তদাহ তুণবৎ প্রতিভাত ইহ ; সে অগ্নিমধ্যেও প্রবেশে সমর্থ হইয়া থাকে । ৬৮-৬৯

... শ্রিংহের সম্মুখ হইতে যেমন হরিণেরা পলায়ন করে, তেমন তাহার সম্মুখ হইতে শত্রুদগ পলায়ন করে এবং সে নরশ্রেষ্ঠ বীৰ্য্যবান্ ও বলবান্ হয় । ৭০

হে ভৈরব ! বৈষ্ণবীর মুখ্য মন্ত্রের মধ্যে কাশ্যখ্যাত এই রহস্য কথিত হইল, এক্ষণে ত্রিপুরাভৈরবীর মস্ত্রাদির বিষয় জ্ঞাপন কর । ৭১

ত্রিপুরার সকল মন্ত্র একত্র করিলে ত্রয়োদশাধিক বিংশতি সহস্র হয় । তাহার বাগ্ভবাদি ত্রয়োদশ বীজই সর্বোৎকৃষ্ট । ৭২

১। গাজেষু ধর্মস্বানুচিহ্নয়নং বিধায় ।

২। তদগ্ন্যেদ্বিধ জায়তে ।

৩। তদগ্ন্যাদ্ হরিণা যথা ।

দ্বিতীয়ং কামরাজ্যং যোহনক তৃতীয়কম্ ।
 আশ্রিতং বাগ্ভবন্ত চতুর্থং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৭৩
 নেত্রবীজং দ্বিতীয়ন্ত ত্রিভুজং বাগ্ভবং তথা ।
 আদ্যং তৎপঞ্চমং প্রোক্তং চতুর্ভিরপি চাকরৈঃ ॥ ৭৪
 নেত্রবীজং দ্বিতীয়ন্ত প্রথমং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 দ্বিতীয়ং কামবীজন্ত তৃতীয়ং বাগ্ভবং তথা ॥ ৭৫
 এভিঃসিদ্ধিঃ যস্যস্তং তৎ যত্নং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 নেত্রবীজং দ্বিতীয়ন্ত বাগ্ভবং তেন সপ্তমম্ ।
 তদেবং বাগ্ভবান্তন্ত অষ্টমং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৭৬
 বাগ্ভবং কামবীজকোদন্তাভ্যাং^১ নবমং শ্রুতম্ ।
 কামবীজং তথৈবাখ্যং দ্বিতীয়কৈব যোহনম্ ।
 একাদশমিহং প্রোক্তং কামরাজ্যন্ত বাগ্ভবম্ ॥ ৭৭
 ষাদশং কীৰ্ত্তিতং যন্তঃ শেষতন্ত্ৰৈশ্চ পুরং যত্নঃ ।
 তদ্ব্যহস্তৈশ্চ পুরং যন্তঃ শৃণু মৈকমনাস্ত্রিদম্ ॥ ৭৮
 প্রোক্তানিস্তন্ত চা পাদির্বহির্বাগ্ভবসঙ্কিতঃ^২ ।
 আদ্যং ত্রিপুরতৈরব্যা বীজমাদ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৭৯
 উপাস্তন্ত তদানিষ্ট বাগ্ভবানাং বুধাননঃ ।
 চতুর্ধরবিম্বিন্দুভূতানৈশ্চ তৃতীয়কম্^৩ ॥ ৮০
 উপাস্তন্ত তদানিষ্ট বহিঃশেষমরুতথা ।
 সমাপ্তিবিম্বসহিতা সহিতস্ত তৃতীয়কঃ ॥ ৮১
 এতন্ত্ৰয়ং বিজানাতি যো মরো ভুবি ভূমণিঃ ।
 সিদ্ধবিদ্যাধরেভ্যস্ত সৌমিকো গংসমো ভবেৎ^৪ ॥ ৮২
 এতে ত্রয়োদশ প্রোক্তা যন্তা যেষু চোচ্ছলাঃ ।
 বিংশতেস্ত সহস্রৈভ্যঃ পরাশ্চৈতে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 বিংশতেস্ত সহস্রাণামাদ্যেভ্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৮৩
 ত্রিপুরায়াস্ত বালায়া যন্তং তচ্ছণু তৈরব ।
 বাগ্ভবং কামরাজ্যন্ত উপাস্তাদিঃ সবিন্দুকঃ ॥ ৮৪
 শেষব্রহ্মসমাপ্তিভ্যাং ব্রহ্মমেতৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 এষা তু ত্রিপুরা বালা যস্য প্রোক্তা পূরৈব হি ॥ ৮৫
 শেষা ভেজগ্নিনী প্রোক্তা যেয়ং ত্রিপুরতৈরবী ॥ ৮৬
 যথ্যারিঃ পূজমং প্রোক্তং বালায়াঃ শৃণু সান্ত্র্যন্তম্ ।
 তথা ত্রিপুরতৈরব্যাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৮৭

তৈরব ; ত্রিপুরা বালায় যন্ত অর্থন কর ; বৈহার বীজ বাগ্ভব । এই ত্রিপুরা
 বালা । যথা ত্রিপুরার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; যিনি ত্রিপুর তৈরবী,
 তিনি শেষা এবং ভেজগ্নিনী । ৭৩-৮৬

যথ্যার পূজাপদ্ধিগাণী বলা হইয়াছে ; একদে ত্রিপুরা বালাও ত্রিপুরা
 তৈরবীর সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক পূজাক্রম শ্রবণ কর । ৮৭

১। ...নেত্রাভ্যাং নবমং শ্রুতম্ ।

২। দ্বিতীয়কম্ ।

৩। সঙ্কিতঃ ।

৪। যস্যার্থো বহুঃ ।

বিভিন্দ শক্ত্যা শত্ৰু শক্তিব্যাপি বিভেদয়েৎ ।
 শত্ৰবে বর্ণমট্টকোণং কেশরং তত্র সংলিখেৎ ॥ ৮৮
 মধ্যায়াস্ত্রিপুৰায়াস্ত্র যাদৃশে দ্বারমণ্ডলে ।
 তাদৃশেহস্ত্রাপি কর্ণবাং কোণেষু লিখিতং তথা ॥ ৮৯
 পাপোৎসারণকৰ্ম্মাণি ভূম্যাদীনাং বিশোধনম্ ।
 পূৰ্ব্বমুত্তরতন্ত্রোক্তং ত্রিপুৰাপীঠভাষিতম্ ॥ ৯০
 কায়াখ্যাপূজনে প্রোক্তং সৰ্ব্বং কুর্যাতু সাধকঃ ॥ ৯১
 দহনপ্লবনাদীনি প্রতিপত্তিঞ্চ পাতকে^১ ।
 সৰ্ব্বম্ পূৰ্ব্ববং কার্য্যং কায়াখ্যাপূজনে যথা ॥ ৯২
 কৃত্বাত্ত দেহতাসক্ত মন্ত্রবর্নৈস্তথাকটৈঃ ।
 সর্কৈঃ বরৈস্তথা কাটৈস্ততো রূপং বিচিত্রয়েৎ ॥ ৯৩
 চতুর্ভুজাং রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাম্ ।
 দক্ষিণোক্তে ব্রজকায়ো বিজতীং পুস্তকোত্তমম্ ॥ ৯৪
 অভয়ং বামহস্তাভ্যাং বরুণ দধতীং তথা ।
 সহস্রসূর্য্যসঙ্কশাং ত্রিনেত্রাং গজগামিনীম্ ॥ ৯৫
 পীনতুল্যসুন্দরীং শিতপ্রোভাসমস্থিতাম্ ।
 শ্মিতপ্রসন্নবদনাং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতাম্ ॥ ৯৬
 তিস্তিভির্গুণ্যল্যভিঃ শিরোবক্ষঃকটীষু চ ।
 ত্রিগুণ্যং ত্রিগুণীভূতৈঃ প্রত্যেকং পরিভূষিতাম্ ॥ ৯৭
 মদिरাঘূর্ণনমূনাং রক্তদন্তচ্ছদদ্বয়াম্ ।
 চিত্তরেং বরুণাং দেবীম্বেবং ত্রিপুৰৈস্তৈরবীম্ ॥ ৯৮

কুলকুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মাকে ষট্চক্র ভেদ করাইয়া পরমাআর সহিত মিলাইবে । ৮৮

মধ্যায়াস্ত্রিপুৰার যাদৃশধার মণ্ডলে কোণে যেক্রপ লিখিতে হয়, ইহাঁরও তাদৃশ দ্বার মণ্ডল করিয়া কোণে সেইক্রপই লিখিবে । ৮৯

পূৰ্ব্ব কায়াখ্যাপূজনে প্রসক্ত ত্রিপুৰা-পীঠপূজা-প্রত্যাবে উত্তর তন্ত্রে কথিত পাপোৎসারণ, ভূমিশোধন, দহন, প্লাবন এবং পাত্রপ্রতিপত্তি প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই ইহাতে করিবে । ৯০-৯২

মন্ত্রবর্ণ ও যাতৃকাবর্ণ স্বর-বাঞ্জননমূহ দ্বারা নিজদেহে স্থাপন করিয়া তাঁহার রূপ চিত্রা করিবে । ৯৩

ত্রিপুৰ-ভৈরবী দেবী, রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা চতুর্ভুজা ; তাঁহার উক্ত দক্ষিণহস্তে মালা, অথবা দক্ষিণহস্তে উত্তম পুস্তক । ৯৪

বামহস্তযুগলে বরাভয়, দীপ্তি সহস্র সূর্য্যের স্থায় উজ্জ্বল ; তিনি ত্রিনয়না, গজেন্দ্রগমনা । ৯৫

উত্তরপীন-সুন্দরী-শোভিতা, শ্বেতপ্রোভাপরি আসীনা, সহাস্তবদনা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা । ৯৬

তাঁহার মস্তক, বক্ষঃস্থল এবং কটদেশ তিনহুড়া মুণ্ডমালা দ্বারা তিনকের বেষ্টিত । ৯৭

বালায়াস্ত্রিপুৰায়াস্তু রূপং পূৰ্বং প্রপূজনে ।
 উক্তঃ ক্রমঃ পীঠযোগে উক্তাদি শৃণু ভৈরব ॥ ১৯
 পুষ্পবাণাংস্ত্র্যশাশকং যন্তে পুষ্পং শরাসনম্ ।
 পাশকং কুণ্ডপাকড়া সা বালা ত্রিপুৰা স্মৃতা ॥ ১০০
 যন্ত্রস্ত্রে ত্রিপুৰে দেবীং বিদ্যাহে পদমাদিতঃ ।
 কাশেশ্বরীং ধীমহি ত্র্যং তন্নঃ ত্রিমে প্রচোদয়াৎ ॥ ১০১
 এষা ত্রিপুৰগাচত্রীজ্যা বাহনবিশেষতঃ ।
 স্নানাদিঃ পূজায়েৎ সম্যক্ বালামন্তাকং ভৈরবীম্ ॥ ১০২
 অগ্নাঃ ক্রমে বিশেষো যো কাসে চোক্তবকর্গণি ।
 তৎ সৰ্বং সহ যন্তোঠৈঃ শৃণু বেতালভৈরব ॥ ১০৩
 জাগ্রে যুহুর্ভে উখায় চিত্তয়েৎ পরমং গুরুম্ ।
 ততোহনু বগুরুং গুরুং শুভস্ত্রিপুৰভৈরবীম্ ॥ ১০৪
 চতুর্ভুজাং গুরুবর্ণাং বরদাভয়পুস্তকাম্ ।
 অক্ষমালাকং ক্রমতো যন্তে বামে চ সন্ধিং ॥ ১০৫
 সুবর্ণবস্ত্রখচিত্তে সংস্থিতাং প্রবরাসনে ।
 সৌবর্ণমুত্তরীয়ন্ত যন্তে সৌবর্ণকুণ্ডলে ।
 স্বগুরুং বর্ণতো স্নানান্তোষে পরিচিভয়েৎ ॥ ১০৬
 ভৈরবীং চিত্তযিত্বা তু শুভ উখায় চাচরেৎ ॥ ১০৭
 মৈত্র্যাচমনকৈব দস্তানাং শোধনং তথা ।
 প্রাতঃস্নানং ততঃ কুর্যাজৈপুৰং যোজয়ন্ ক্রমম্ ॥ ১০৮

নয়নদ্বয় মধুপানে ঘূর্ণিত, ওষ্ঠাধর বস্ত্রবর্ণ; বরদাভয়ী দেবী ত্রিপুৰ-ভৈরবীকে এইরূপ চিত্তা করিবে। ১৮

ভৈরব । ত্রিপুৰা-বালার রূপ পূর্বে পীঠ যোগক্রমে পূজা প্রাপ্তাবে কথিত হইয়াছে; তাহার কিঞ্চিৎ প্রবণ কর। ১৯

হিনি পুষ্পবাণ, পুষ্পবনু ও পাশ ধারণ করিয়া পঙ্কজোতোপরি আসীন, তিনিই ত্রিপুৰা—বালা। ১০০

ঐ ত্রিপুৰা দেবি । বিদ্যাহে ক্রী কাশেশ্বর্যো ধীমহি তন্নঃ ত্রিমে প্রচোদয়াৎ, ইহা ত্রিপুৰাগাচত্রী। ১০১

আবাহনপূর্বক স্নানীয় ও অগ্নির উপচার দ্বারা ত্রিপুৰা বালার পূজা করিবে। ১০২

বেতাল-ভৈরব ত্রিপুৰ-ভৈরবীর পূজাক্রমাদিতে যে বিশেষ আছে, মন্ত্রবল সহিত তৎসমস্ত প্রবণ কর। ১০৩

জাগ্রযুহুর্ভে গাজোখান করিয়া বিস্তৃতচিত্তে পরম গুরু, গুরু এবং ত্রিপুৰ-ভৈরবীকে স্মরণ করিবে। ১০৪

চতুর্ভুজ, গুরুবর্ণ, বরদাভয়-পুস্তক-অক্ষমালাধারী, সুবর্ণময় উত্তমাসনে আসীন, সুবর্ণময় উত্তরীয় ও সুবর্ণকুণ্ডলযুগলে শোভিত নিজ গুরুকে ধ্যান করিবে। ১০৫-১০৬

অনন্তর, ত্রিপুৰ-ভৈরবীর ধ্যান করিয়া গাজোখানপূর্বক ত্রিপুৰ-ভৈরবীর পূজাধিকারের দ্বয় শৌচ, আচমন, দস্তধাবন ও প্রাতঃস্নান করিবে। ১০৭-১০৮

সৰ্বত্র দেবীমন্ত্রেষু বৈদিকেষুপি ভৈরবীম্ ।
 ত্রিপুরাকিস্তয়েষিতাং দেবমন্ত্রেষু চ ক্রমাৎ ॥ ১০৯
 ত্রিভিস্ত ত্রিপুরাবীৰ্জৈস্ত্রিধা মজ্জনম্যচরেৎ ॥ ১১০
 দেবানামপি সৰ্বেষু ভৈরবেষু পদং সদা ।
 কুৰ্যাদ্বিশেষধং নিতাং নোচ্চাৰ্য্যং নিৰ্বিশেষণম্ ॥ ১১১
 আপঃ পুনস্ত পৃথিবীমুক্তা ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
 কুৰ্য্যানাচমনং বিশ্রো ক্রপদাক্ষাং তথাচরেৎ ॥ ১১২
 ইদং বিষ্ণুর্ভৈরবস্ত বিচক্রম ইতীরিতম্ ।
 যদালক্তনকৃত্যেযু নিত্যমেবাপ্যদীররেৎ ॥ ১১৩
 গায়ত্ৰীং ত্রিপুরাক্ষাং ভৈরবীমালয়েচ্ছিবাম্ ।
 মার্ত্তণ্ডভৈরবায়েতি সূৰ্য্যার্থাং নিবেদকেৎ ॥ ১১৪
 উহুত্যাং জাতবেদসং দেবং বহাস্ত কেতবঃ ।
 নৃশে বিশ্বায় সূৰ্য্যং শেষে ভৈরবমীরয়েৎ ॥ ১১৫
 তৰ্পণাদৌ প্রযুক্তীত তৃপাতাং ব্রহ্মভৈরবঃ ॥ ১১৬
 আবাহনে যয়ং পিতৃনু ভৈরবানিতি কীর্তয়েৎ ।
 তৃপাতাং ভৈরবীমাতঃ পিতর্ভৈরব তৃপ্যতাম্ ।
 আদৌ চ ত্রিপুরাপূৰ্ব্বং তৰ্পণেহপি প্রয়োজয়েৎ ॥ ১১৭
 জ্যোতিষ্কৌমাশ্চমেধাদৌ যত্র যং যং প্রযুজয়েৎ ।
 তত্র ভৈরবরূপেণ দেবীমপি চ ভৈরবীম্ ॥ ১১৮
 যদিরাপাত্রমালোক্য রক্তবস্ত্রাং স্ত্রিয়ং তথা ।
 শিরো নরযু দৃষ্ট্বা তু ভৈরবাং চিন্তয়েদ্বিজ ॥ ১১৯
 ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা হৃৎকজ সুবতীঃ সূমনোহরাঃ ॥ ১২০

সকল দেবী-মন্ত্রে এমন কি বৈদিক মন্ত্রেও ত্রিপুর-ভৈরবীর চিন্তা করিবে ।
 ত্রিপুরাবীৰ্জ উচ্চারণ করিয়া তিনবার ভুব দিবে । ১০৯-১১০

সমস্ত দেব মন্ত্রে দেবনামের পর ভৈরব নাম দিবে, ভৈরব নাম শূন্য দেবনাম
 উচ্চারণ করিবে না । ১১১

“আপঃ পুনস্ত পৃথিবীং” ইত্যাদি মন্ত্রান্তে ত্রিপুরা ভৈরবীর স্মরণ অস্তে
 “ক্রপদাদিব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে । ১১২

“ইদং বিষ্ণুর্ভৈরব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূৰ্ব্বক যদালক্তন কর্তব্য । গায়ত্ৰী ও
 ত্রিপুরভৈরবীর নামোচ্চারণপূৰ্ব্বক মার্ত্তজনা করিবে । ১১৩

মার্ত্তণ্ডভৈরবায়া সূৰ্য্যকে অৰ্ঘ্য দিবে । “উহুত্যাং জাতবেদসং” ইত্যাদি
 মন্ত্রোচ্চারণপূৰ্ব্বক শেষে ভৈরব পদ উচ্চারণ করিবে । ১১৪

তৰ্পণে “ব্রহ্ম-ভৈরবতৃপাতাং” ইত্যাদি, আবাহনান্নিতে “পিতৃনু ভৈরবানু”
 তৰ্পণে “পিতর্ভৈরব । মার্ত্তণ্ডভৈরবি ।” ইত্যাদি কীর্তন করিবে । ১১৫

তৰ্পণেও স্ত্রীলোকের পাশে প্রথমেই ত্রিপুরা পদ প্রয়োগ করিবে । জ্যোতি-
 ষ্কৌম অশ্বমেধাদি যজ্ঞে দেবতাকে ভৈরবরূপে ও দেবীকে ভৈরবীরূপে পূজা
 করিবে । ১১৬-১১৭

যদিরাপাত্র, রক্তবস্ত্রপরিধানী রমণী ও নরযুগ দর্শন করিলে ভৈরবীকে
 চিন্তা করিবে । ১১৮

তাল্যস্ত্রিপুরভৈরব্যাঃ শ্রীতয়ে বন্দনাদিকম্ ।
 দদ্যাদ্ভক্ত্য তু বন্দনা চিত্তশ্রদ্ধাং ভৈরবীম্ ॥ ১২০
 ভৈরবীং প্রতিগৃহ্ণানি ভৈরবোহহং প্রতিগ্রহী ।
 কন্যায়ং ভাবয়েদ্বীয়ার্হিপুরায়াঃ প্রপূজকঃ ॥ ১২১
 ভৈরবায় দদাম্যহং দেবীং ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
 ইতীরয়েৎ প্রদানে তু কন্যায়ান্ত্রিপুরাং ততঃ ॥ ১২২
 ভক্ত্যাঃ পূজোপকরণপাত্রাচ্চ যাপ্যপূজনে ।
 আসনাদ্যক সত্ততং নোপযোজ্যং কদাচন ॥ ১২৩
 স্কৃত্ত্বং দাপয়েদৈকৈর্নিরাং সাধকো যিজঃ ।
 শূদ্রাদয়স্ত সত্ততং দদ্বাসবমুত্তমম্ ॥ ১২৪
 এবম্ বামভাবেন যজ্ঞে ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
 বামাস্ত বামদাক্ষিণ্যমার্গাভ্যামপি পূজয়েৎ ॥ ১২৫
 শূদ্রানভৈরবীং দেবীমুগ্রভাবাং ভৈব চ ।
 উচ্ছিক্তভৈরবীং চতীং তথা* ত্রিপুরভৈরবীম্ ॥ ১২৬
 এতাস্ত বামভাবেন পূজ্য। দক্ষিণভাং বিনা ॥ ১২৭
 ধ্বানীং দেবান্ পিতৃংশ্চৈব যজ্ঞান্ সূতসকলান্ ।
 যোজয়েৎ পকর্ভির্ঘৈজ্ঞান্ পানি পরিশোধয়েৎ ॥ ১২৮
 বিধিবৎ গ্ৰানদানাভ্যাং কুর্ক্বন্ যদ্বিধিপূজনম্ ।
 ক্রিয়তে সরহস্যস্ত তদ্বাদক্ষিণ্যমিহোচ্যতে ॥ ১২৯
 সর্কৈ চ পিতৃদেবানৌ যস্মাস্তবতি দক্ষিণঃ ।
 দেবী চ দক্ষিণা যস্মাস্তস্মাদক্ষিণ উচ্যতে ॥ ১৩০

একত্র মনোহারিণী বহু সুবতা বন্দন করিলে ত্রিপুর-ভৈরবীর শ্রীতির জন্ত তাঁহাদিগের বন্দনাদি করিবে। ভৈরবীবোধে মনে মনে ভক্তিপূর্বক চিত্ত করিবে। ১১৯-১২০

ত্রিপুরা-পূজক সাধক, বিবাহ করিবার সময় ভাবিবে—যাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিতেছি ইনি দাম্যাত্ত নারী নহেন—ভৈরবী, প্রতিগ্রহীতা—আমিও ভৈরব। ত্রিপুরা-পূজক কন্যাদাতা বলিবে আমি ভৈরবের হস্তে ত্রিপুর-ভৈরবাকে সম্ভবান করিতেছি। ১২১-১২২

ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজোপকরণ পাত্রাদি ও আসনাদি কদাচ অগ্ন পূজায় লাগাইবে না। ১২৩

সাধকযিজ, অগ্ন দ্বারা একবার যাত্র দেবীকে মদিরা দেখাইবে। শূদ্রজাতি সর্বদা উত্তম মন্য শ্রদ্ধা দিতে পারিবে। ১২৪

ত্রিপুর-ভৈরবীকে এইরূপ বামভাৱেই পূজা করিবে। ত্রিপুরা বামাকে বামভাৱে ও দক্ষিণমার্গেও পূজা করিতে পারিবে। ১২৫

শূদ্রান-ভৈরবী, উগ্রভাবা, উচ্ছিক্ত-ভৈরবী, চতী, ত্রিপুর-ভৈরবী—ইহা-দিগকে বামভাবেই পূজা করিবে; দক্ষিণভাবে পূজা করিবে না। ১২৬-১২৭

সাধক—ঋষি, দেব, পিতৃ-লোক যনুষ্য এবং ভূতবর্গকে পঞ্চমস্ত দ্বারা পূজা, ঋষি প্রভৃতির ঋণ মোচন, যথাবিধি গ্ৰান, দান যজ্ঞ এবং সরহস্য দেবপূজাদি বাহা করে, তাহাই দাক্ষিণ্য বা দক্ষিণ মার্গ। ১২৮-১২৯

যা পুনঃ পূজ্যমানা তু দেবাদীনাঞ্চ পূর্বতঃ^১ ।
 যজ্ঞভাগং যয়ং ধত্তে^২ সাবলা তু প্রকীৰ্তিতা । ১৩১
 পূজকোহপি ভাবদ্যামস্ত্যৈব সততং সুত ।
 পঞ্চযজ্ঞান্ ন বা কুৰ্যাদ্ যদ্বা বামাগ্রপূজনে । ১৩২
 অন্যথ পূজাভাগং হি যতো গৃহাতি বালিকা ।
 যৎপূজয়েদ্যামভাটৈবর্ন তৎ স্ফাদূনশোধনম্ ।
 পিতৃদেবনরাধীনাং জায়তে চ কদাচন । ১৩৩
 মোহিত্যস্ ত্রিপুরাযোগং তেন যোগেন সংযুতঃ ।
 জীয়েতে যদি সুপ্রাজ্ঞস্তদা মোক্ষম্বাপ্নুয়াৎ । ১৩৪
 স চ মোক্ষশ্চিরৈশৈব জায়তেহত্র পুনঃ^৩ পুনঃ ।
 যশশোধননৈকঃ পাটৈপরাক্রান্তশ্চৈব তৈরব । ১৩৫
 ইহলোকে মুখৈশ্বর্যযুক্তঃ সর্বত্র বল্লভঃ ।
 যদমোক্ষমকান্তেন শরীরেণ বিরাজতা । ১৩৬
 সরাষ্ট্রকঞ্চ রাজানং বশীকৃত্য সমন্ততঃ ।
 মোহয়ন্ বনিতাঃ সর্বাঃ সর্বাশ্চ মদবিহ্বলাঃ । ১৩৭
 সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ ভরকূশ্চ ভূতপ্রেতপিশাচকান্ ।
 বশীকূৰ্বন্ বিচরতি বায়ুবেগোদ্ধতস্ততঃ । ১৩৮
 বালাং বা ত্রিপুরাং দেবীং যথাং বাপ্যথ ভৈরবীম্ ।
 যো যজ্ঞে পরয়া ভক্ত্যা যশ্চ বাণোপমাকৃতিঃ । ১৩৯
 কামেশ্বরীঞ্চ কামাখ্যাং পূজয়েত্তু যথোচ্ছয়া ।
 দাক্ষিণ্যাদ্যামভাবাদ্বা সর্বথা সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ । ১৪০

সাধক, পিতৃদেবাদি সর্বত্রই দাক্ষিণ (অনুকূল) এবং দেবীও দাক্ষিণ্য থাকেন, এইজন্য ইহাকে দাক্ষিণ বলা হয় । ১৩০

আর যে দেবী পূজিত হইয়া দেবাদির পূর্বেই সমস্ত যজ্ঞভাগাদি যয়ং গ্রহণ করেন, তিনিই বামা । ১৩১

হে পুত্র ! তদীয় পূজকও বাম । পঞ্চযজ্ঞ করুক আর নাই করুক, ইষ্ট-পূজনে বামাচার করিবে । ১৩২

বামাদেবী, অন্যের পূজাভাগ যয়ং গ্রহণ করেন । যে ব্যক্তি বামভাবে পূজা করে, তাহার কদাচ পিতৃদেব ও মনুষ্যাদির ঋণ হইতে মুক্তি হয় না । ১৩৩

তবে, সে ব্যক্তি যদি ত্রিপুরাযোগ অভ্যাস করিয়া তাহাতে সুবিজ্ঞ হয়, তবেই মুক্তি লাভ করিবে । ১৩৪

কিন্তু হে ভৈরব ! ত্রিপুরাভক্ত ঋণ শোধ না হওয়াতে পাশে বহুকালে মুক্তি পাইবে । ১৩৫

ইহকালে তাহার অভুল ঐশ্বর্য ও কামকমনীয় সুন্দর দেহ হয় ; সেই সাধক রাজ্য সমেত রাজাকে সম্পূর্ণরূপে বশবর্তী, মদবিহ্বলা মহিলাদিগকে মোহিত, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভরকু, ভূত, প্রেত, পিশাচাদিকে নিজের আয়ত্ত করিয়া বায়ুবেগে আবাসিতভাবে বিচরণ করে । ১৩৬-১৩৮

যে ব্যক্তি, ত্রিপুরাবালা, ত্রিপুরামধ্যা বা ত্রিপুর-ভৈরবীকে পরম ভক্তি=মহকারে পূজা করে সে পঞ্চশর সমূহ কৃতী হয় । ১৩৯

মহামায়াং শারদাক্ষ শৈলপুত্রীং তদৈব চ ।
 যথা তথা প্রকারেণ দাক্ষিণ্যম্বেব পূজয়েৎ ॥ ১৪১
 যো দাক্ষিণ্যং বিনা জাবৎ মহামায়াং সমর্চতি ।
 স পাপঃ স্বৰ্গলোকেভ্যশ্চ্যুতো ভবতি রোগধুর্ ॥ ১৪২
 অনাস্ত শিবদূত্যাচ্চ দেব্যো যাঃ পূর্বযোনিতাঃ ।
 তাস্ত বাঃ পাস্ত দাক্ষিণ্যং পূজিতবাস্ত সাধকৈঃ ॥ ১৪৩
 কিন্তু যঃ পূজকো^১ বামঃ মোহতাসাং পরিবজ্জিতঃ ।
 সর্বাসাং পূজকঃ স্যাদ্ভু দক্ষিণাস্তেন উত্তমঃ ॥ ১৪৪
 অথ ত্রিপুরভৈরব্য্য শ্যাসঞ্চ শূনু ভৈরব ।
 যেন বৈ শ্যাসমাত্রেণ দেববজ্জাবতে নরঃ ॥ ১৪৫
 ভৈরবীতন্ত্রমন্ত্রস্ত ঋষির্দক্ষিণ উচ্যতে ।
 ছন্দঃ পংক্তিঃ সমাখ্যাতা দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥ ১৪৬
 কামার্থরোঃ সাধনে চ বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 হকারং বিন্দ্বেসম্বাজৌ সকারং বন্তিতৌ যসেৎ ॥ ১৪৭
 বকারং শেফে বিম্বয় একারঞ্চ ভদ্রে তথা ॥ ১৪৮
 শুনরুর্কোস্তম্বেবানং জানুযুগে দ্বিতীয়কম্ ।
 তৃতীয়ে জঙ্ঘায়োনিয়া চতুর্থে পাদয়োনি্যসেৎ ॥ ১৪৯
 ত্রিবিধে^২ বিন্দ্বেসেন্দ্রেবং নাভ্যাংদেঃ পাদসম্ভ্রতম্ ॥ ১৫০

যে ব্যক্তি কামার্থ্য কামেশ্বরীকে বাম ও দক্ষিণ ভাবে যথেষ্ট পূজা করিবে সে সর্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করিবে । ১৪০

মহামায়া শারদা এবং শৈলপুত্রীকে যেকোনো হইক দক্ষিণ ভাবেই পূজা করিবে । ১৪১

যে ব্যক্তি, মহামায়াকে দক্ষিণভাব ব্যতীত অর্চনা করে, সেই পাপিষ্ঠ, রোগযুক্ত হইয়া থাকে, এবং সর্বলোক বহিষ্কৃত হয় । ১৪২

পূর্বে যে শিবদূতী প্রভৃতি অন্য দেবীগণের কথা বলিয়া গিয়াছে, সাধকগণ, তাঁহাদিগের পূজা বাম বা দক্ষিণ যে ভাবে ইচ্ছা তদ্বারাই করিতে পারিবে । ১৪৩

যে ব্যক্তি, বাম ভাবে পূজা করে, সে অন্য দেবতার আশ পূর্ণ করে না ; কিন্তু যে দক্ষিণ ভাবের পূজক, সে সকলের আশা পূর্ণ করে ; এই জন্য দক্ষিণই উত্তম । ১৪৪

ভৈরব । অনন্তর ত্রিপুরভৈরবীর শ্যাস শ্রবণ কর ; এই শ্যাস করিলে মনুষ্য দেবতার স্থান হয় । ১৪৫

এই ভৈরবী মন্ত্রের দক্ষিণামূর্তি ঋষি, পংক্তি ছন্দঃ, ত্রিপুর-ভৈরবী দেবতা ; কাম অর্থ সাধনই ইহার উদ্দেশ্য । ১৪৬

নাভিতে হকার, বন্তিদেহে সকার, লিঙ্গে বকার, অপানে ঐকার, আবার উরুযুগলে হকার, জানুযুগলে সকার, জঙ্ঘায়ায় বকার এবং পাদযুগলে ঐকার শ্যাস করিবে । ১৪৭-১৪৯

এইরূপ নাভি হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ পর্যন্ত তিনবার শ্যাস করিবে । ১৫০

দ্বিতীয়স্ত তু বীজস্য আদ্যং হস্তের বিম্বসেৎ ।
 বামে স্থানে দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ং দক্ষিণে স্থানে ॥ ১৫১
 চতুর্থমুদরে স্তম্ভ পঞ্চমং পার্শ্বয়োৰ্ন্যাসেৎ ।
 ষষ্ঠং নাভৌ পরিষ্কৃত্য স্রসেচ্চাপি ত্রিধা ত্রিধা ॥ ১৫২
 তৃতীয়স্ত তু বীজস্য মুষ্টিং চানুভুং বিম্বসেৎ ।
 দ্বিতীয়ং স্তম্ভ কেশান্তে তৃতীয়ং বদনে স্রসেৎ ।
 চতুর্থং হৃদরে স্তম্ভ যথা স্যাভুং ত্রিধা ত্রিধা ॥ ১৫৩
 আদ্যাদ্যং দক্ষিণাভূষ্ঠে দ্বিতীয়ং তর্জনীং পূমঃ ॥ ১৫৪
 তৃতীয়ঞ্চ মধ্যমাধাৰণামায়াং চতুর্থকম্ ।
 তৃতীয়াদ্যং কনিষ্ঠায়াং বামাভূষ্ঠে দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৫৫
 তৃতীয়ং বামতর্জন্যাকতুর্থং মধ্যমাভুনৌ ।
 অনামায়াং পঞ্চমস্ত ষষ্ঠং শেষে তু বিম্বসেৎ ॥ ১৫৬
 এবং ত্রিধা তু বিম্বস্য তৃতীয়মথ বীজকম্ ।
 উভয়োহঁতয়োঃ কৃত্বা অজুষ্ঠান্তং দুগং যুগম্ ॥ ১৫৭
 তৃতীয়ং বীজবর্ণাংস্তু বিম্বসেৎ ক্রমতো বৃধঃ ।
 পিণ্ডিতং সৰ্ব্ববীজস্ত বিম্বাসেস্তু কনিষ্ঠয়োঃ ॥ ১৫৮
 আদ্যভুৎ তলয়োৰ্ন্যাস্ত পৃষ্ঠয়োশ্চ দ্বিতীয়কম্ ।
 তালত্রয়স্তাতা দ্বয়া তৃতীয়েনাপ্তবেটেনম্ ২ ॥ ১৫৯
 বর্ণয়োশ্চিবুকে গণ্ডে হৃথে দৃষ্ট্নাংসয়োস্তথা ।
 স্রস্বেয়োশ্চ ককোণৌ ৩ চ জঠরে নিম্নমূৰ্দ্ধনি ॥ ১৬০

ত্রিপুরার দ্বিতীয় বীজের আদি অক্ষর হকার হৃদরে, দ্বিতীয় অক্ষর সকার বামে স্থানে, তৃতীয় অক্ষর ককার দক্ষিণ স্থানে, চতুর্থ অক্ষর লকার উদরে, পঞ্চম অক্ষর রকার পার্শ্বদ্বয়ে, ষষ্ঠ অক্ষর ঐকার নাভিতে স্থাপন করিবে। এইরূপ তিনবার ॥ ১৫১-১৫২

ত্রিপুরার তৃতীয় বীজের আদি অক্ষর হকার, স্রস্বে দ্বিতীয় অক্ষর সকার কেশান্তে, তৃতীয় অক্ষর রকার বদনে, চতুর্থ অক্ষর ঐকার হৃদরে স্থাপন করিবে; এইরূপ তিনবার ॥ ১৫৩

ত্রিপুরার প্রথম বীজের প্রথম অক্ষর হকার দক্ষিণ হস্তের অভূষ্ঠে, সকার দক্ষিণ হস্তের তর্জনীতে, রকার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাতে, ঐকার দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে, দ্বিতীয় বীজের আদি অক্ষর হকার দক্ষিণ কনিষ্ঠাতে, সকার বাম হস্তের অভূষ্ঠে, ককার বাম হস্তের তর্জনীতে, লকার বাম হস্তের মধ্যমাতে, রকার বাম হস্তের অনামিকাতে, ঐকার বামহস্তের কনিষ্ঠাতে স্থাপন করিবে। এইরূপ তিনবার ॥ ১৫৪-১৫৭

তৃতীয় বীজের চারি অক্ষর, তদাধো হই হস্তের অভূষ্ঠ হইতে অনামিকা পর্য্যন্ত একেবারে হুই হুই অক্ষর করিয়া স্থাপন করিবে, কনিষ্ঠাযুগলে সকল বীজ-বর্ণই স্থাপন করিবে ॥ ১৫৮

ত্রিপুরাদেবীর প্রথম বীজ করতলযুগলে, দ্বিতীয় বীজ করপৃষ্ঠদ্বয়ে স্থাপন করিবে। তৃতীয় বীজ ও ফট্ উচ্চারণ করিয়া তিনবার করতালি দিবে ॥ ১৫৯

১। স্রস্বেঃ

৩। ককোণ্যাস্ত।

২। তৃতীয়েন তু বেটেনম্।

পাদয়োঃ পার্শ্বযোষ্টৈশ্চ হৃদয়ে স্তনযুগ্মকে ।
 কণ্ঠদেশে চ স্তনব্যং মস্তকমক্রমাৎ পুনঃ ॥ ১৬১
 লিঙ্গে বৃত্ত্য নম ইতি বাগ্ভবাপোন বিম্বসেৎ ।
 ওঁ ক্রাৎ প্রৌঠ্য নম ইতি হৃদয়ে বিম্বসেস্ততঃ ॥ ১৬২
 মনোভবায়ৈতি ততো জ্বোর্মধো তৃতীয়কম্ ।
 বিম্বসেজ্জিপুৰাবীজং সন্ধ্যা দেবতাসিদ্ধয়ে ॥ ১৬৩
 ওঁ ইং ঈশানরূপায় ততো মনোভবায় বৈ ।
 নম ইত্যস্ততঃ প্রোক্তো মুকুটশানং ক্রমেৎ পুনঃ ॥ ১৬৪
 বক্ষে, তৎপুরুষকাপি বীজেন মকরধ্বজম্ ।
 হৃদয়ে ঘোরকন্দর্পসাক্ষীজেন বৈ ক্রমেৎ ॥ ১৬৫
 শিখে বা বামদেবস্ত মন্থথকাপি বিম্বসেৎ ।
 সন্ধ্যোজাতং দাদিঘরে কামদেবক বিম্বসেৎ ॥ ১৬৬
 ওঁকারকঃ হকারকঃ রেফমেকজ সঙ্কিতম্ ।
 প্রান্তররং বাগ্ভবাসং সুরৈক্টিয়স্ত পঞ্চভিঃ ॥ ১৬৭
 ঐতিস্ত পঞ্চভির্মৈত্রীশানাদীনি বিম্বসেৎ ।
 বজ্রাণি পূর্বমুক্তানি মৃধোচ্চে তু পূর্বতঃ ।
 দক্ষিণোত্তরয়োঃ পশ্চাৎ পশ্চিমে চাপি বিম্বসেৎ ॥ ১৬৮
 হৃদয়াদিবজ্রানি দীর্ঘৈরাশ্রয়ৈঃ পুনঃ ।
 ক্রমেস্ততঃ পঞ্চবাণান্ মুকুটাদিম্বয় বিম্বসেৎ ॥ ১৬৯

কর্ণভয় (২) চিবুক (৩) গণ্ড (৪) মূখ (৫) চক্ষুঃ (৬) নাসিকাপুট (৭) স্কন্ধযুগল (৮) কফোদীযুগল (৯) উদর (১০) লিঙ্গ (১১) মস্তক (১২) পাদ-
 যুগল (১৩) পার্শ্বযুগল (১৪) হৃদয় (১৫) স্তনযুগল (১৬) এবং কণ্ঠদেশে (১৭)
 জিপুৰা বীজত্রয়ের এক একটি করিয়া বর্ণ মধাক্রমে স্থাপন করিবে। তিনবীজে
 মোটে চতুর্দশটি বর্ণ; আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বীজের বর্ণ যোগ করিলে
 চতুর্বিংশতি বর্ণ হয়। ১৬০-৬১

সন্ধ্যা দেবতাসিদ্ধির জন্ত ‘ওঁ’ বৃত্ত্য নমঃ’ এই মন্ত্র লিঙ্গে, ‘ওঁ ক্রাৎ’ প্রৌঠ্য
 নমঃ’ এই মন্ত্র হৃদয়ে এবং ‘মনোভবায়ৈ নমঃ’ আদিত্তে জিপুৰা বালায় তৃতীয়
 বীজাক্ষর জম্বুগলে ন্যাস করিবে। ১৬২-৬৩

“ওঁ ইং” ঈশানরূপায় মনোভবায় নমঃ” বলিয়া মস্তকে জিপুৰার আদি
 বীজের সহিত তৎপুরুষ মকরধ্বজকে যুখে, জিপুৰার আদিবীজের সহিত
 অঘোর কন্দর্পকে হৃদয়ে, বাং বামদেব মন্থথকে লিঙ্গে, সন্ধ্যোজাত কামদেবকে
 পদযুগলে স্থাপন করিবে। ১৬৪-৬৬

পুত্র ! ‘সহরোং ওঁ ইং’ ঈশানরূপায় মনোভবায় নমঃ’ এই মন্ত্র উর্ধ্বে, ‘সহরোং
 ‘তৎপুরুষায় মকরধ্বজায় নমঃ’ এই মন্ত্র মূখের পূর্বভাগে, ‘সহরোং অঘোর-
 কন্দর্পায় নমঃ’ এই মন্ত্র দক্ষিণ ভাগে, ‘সহরোং বাং বামদেবায় মন্থথায় নমঃ’
 এই মন্ত্র পশ্চিমভাগে স্থাপন করিবে। * ১৬৭-৬৮

* মস্তক, মূখ, হৃদয়, লিঙ্গ এক পদযুগলেও এই সহরোং ইত্যাদি মন্ত্র স্থাপন করিবে।
 ইহা তন্ত্রসারকর্তা কৃষ্ণনন্দেব মত। মূলের ভাব হইতেও কষ্টকল্পনা দ্বারা এ অর্থ করা যায়।
 ১। লকারকঃ

ওঁ হ্রীং ক্লীং সৌং জ্যোতিষ্যে তস্মৈ নমঃ ।
 ওঁ হ্রীং ক্লীং সৌং জ্যোতিষ্যে তস্মৈ নমঃ ।
 ওঁ ক্লীং ক্লীং ক্লীং সপ্তাংসু মট্কারান্তর্জিতকৈঃ ॥ ১৭০
 যন্তে বশীকৃতং লিঙ্গে সন্মোহনমথো নাসেৎ ।
 আকর্ষণং তথা বাণং হ্রদি মৈশ্বঃ ক্রমায়ামেৎ ॥ ১৭১
 বাগ্ভবান্যন্তকারান্তো^১ বট্কারসমস্থিতঃ ।
 ত্রিশেষম্বর এবাত্র চত্বার্কো বিন্দুসংযুতঃ ॥ ১৭২
 এতিত্ত পঞ্চভিন্নৈবৈবরক্ষণভ্যোঃ ক্রমাদিমাং ।
 এতেষু চাষ্টস্থানেষু বিন্দুসংযুতঃ পুনঃ ॥ ১৭৩
 সুভগ্নাক ভগ্নাং দেবীং তৃতীয়াং ভগ্নশিখীম্ ।
 ভগ্নমালাং চতুর্থীম্ অনঙ্গকুম্ভমাং ভক্তঃ ॥ ১৭৪
 অনঙ্গযেবলাং পশ্চাদনঙ্গমদমাং তথা ।
 অষ্টমীঞ্চ তথা দেবীং মদবিজয়ম্বরাম্ ॥ ১৭৫
 রূপতো ধ্যানতশেষা যথা ত্রিপুরভৈরবী ।
 ললাটক্রমধ্যভাগ-মুখকর্ণান্তকঠকে ॥ ১৭৬
 শ্রুতাদিলিঙ্গেষেবাত্র চত্বার্য অষ্টশক্তয়ঃ ॥ ১৭৭
 শিরোললাটক্রমুগ্ধ-কর্ণনেত্রযুগ্মে চ ।
 গণ্ডমোরখ নাসায়াং দন্তবীথ্যাং^২ যুখে তথা ।
 চতুর্দশপদেষু স্তম্ভচতুর্দশম্বরান্ ॥ ১৭৮
 চিবুকে ত্বৎ গ্রীবায়াং কঠদেশে তু পার্শ্বয়োঃ ।
 স্তনয়োঃ কক্ষয়োশ্চাপি কক্ষোণ্যোহুতয়োস্তথা ॥ ১৭৯
 তৎপৃষ্ঠয়োস্তথা নাভৌ লিঙ্গে চোক্ষুযুগ্মে তথা ।
 অস্ত্রিবদোজ্জ্বলয়োস্ত ক্ষিপ্রোস্ত পদমূলয়োঃ ॥ ১৮০
 চরণান্ত্রয়োঃ কাদিমাত্ৰান্ বর্ণাংস্ত বিস্ত্রমেৎ ।
 মেখলায়াং কঠদেশে বাহুদ্বয়ভাগভ্যঃ ॥ ১৮১
 হারে অঙ্কি কুণ্ডলে চ কেশবক্রে তথৈব চ ।
 চূড়ামণৌ চ চত্বার্য নকারাদ্যাঃ ক্রমাৎ পুনঃ ॥ ১৮২

ত্রিপুরার বর-হীন প্রথম বীজমন্ত্রে অঁ। ঈ^২ ইত্যাদি উ^১ ঐ^৩ ও^৪ যোগ করিয়া মড়ক্‌স্থাপন করিবে। জ্যোতিষ প্রভৃতি পঞ্চবাণ, মন্তক, পদযুগ, যুগ, লিঙ্গ এবং হ্রসবে যথাক্রমে স্থাপন করিবে। ১৬৯

ঐ কারাদি বীজযোগে সুভগ্না ভগ্না প্রভৃতি অষ্ট শক্তি, ললাট, ক্রমধ্য, মুখ, কর্ণ, কঠ, হ্রদয়, নাভি এবং লিঙ্গ এই আট স্থানে বিস্থাপন করিবে।* ১৭০-৭৭

এই আট শক্তি রূপে ও ধ্যানে ত্রিপুর ভৈরব-সদৃশ । মন্তক (১) ললাট (২) জয়ুগল (৩) কর্ণযুগল (৪) নেত্রযুগল (৫) গণ্ডমুখ (৬) নাসাপুট (৭) হ্রদয় (৮) এবং যুগ (৯) এই চতুর্দশ স্থানে ত্রিপুর-ভৈরবীর বীজমন্ত্রের চতুর্দশ বর্ণ যথাক্রমে স্থাপন করিবে। ১৭৮

চিবুক, ত্বক্, গ্রীবা, কঠদেশ, পার্শ্বযুগল, স্তনদ্বয়, কক্ষদ্বয়, কক্ষোণীদ্বয় প্রভৃতি সপ্তবিংশতি স্থানে ককারাদি বকারান্ত সপ্তবিংশতিবর্ণ স্থাপন করিবে। ১৭৯-৮০

১। বাগ্ভবান্যন্তকারান্তো ।

২। অষ্টবীক্ষে ।

* মন্তকসিদ্ধ ব্যাখ্যা করা হয় নাই, উহা মূলে দেখুন ।

মন্ত্রাঙ্করাণি ঐশ্যেব সঙ্কিতানি পুনস্তথা ।
 প্রাতিলোমোন বিষ্ণুশ্চ মল্লৈশ্চুর্জি ত্রিধা ত্রিধা ॥ ১৮৩
 অমৃত্যং যোগিনীং বিশ্বযোগিনীকাকরক্রমাং ।
 ততো বীজত্ৰয়াকরাণি শূর্জি যাহৌ^১ তথা হ্রস্বি ॥ ১৮৪
 বিষ্ণুশ্চ পূর্ববৎ পূজ্যমারভেন্নস্তুবিদ্বদ্বৎ ।
 পূর্ববৎ পূজয়েদেবীং পীঠদেববিস্তৃজিতাম্ ॥ ১৮৫
 বিশেষতো হৃষ্টশক্তিঃ ক্রমাত্ত^২ সুভগাদিকাঃ ।
 যত্তলশ্চাষ্টদিগ্ভাগে পূর্বাদৌ পরিচিভয়েৎ ॥ ১৮৬
 ত্রিকোণাগ্রে যতাদ্যন্ত^৩ সম্পূজ্যন্তু ত্রিযোনয়ঃ ।
 ময়োহষ্টভূষণেন্বেব পূজয়েত্ত^৪ ততঃ পুনঃ ॥ ১৮৭
 ইশানাণীনি বস্ত্রাণি যম ভৈরব মধ্যতঃ ।
 পূজয়েত্ত^৫ তথা তত্র মনোভবমুখানপি ॥ ১৮৮
 অন্তঃ পূজনে তত্র ক্রমঃ পূর্বোদিতঃ^৬ যঃ ।
 স এব সততং গ্রাহ্যঃ ত্রিপুরাপরিপূজনে ॥ ১৮৯
 নির্মালাধারিণী দেবী চৈতন্ত্যাঃ শৃণু ভৈরবী ।
 বিসর্জনকোত্তরম্যং ত্যক্ত^৭ নির্মালামাচরেৎ ॥ ১৯০
 ত্রিশূর্জিঃ পূজয়েত্তাক্ত দেবীং ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
 ন অপেক্ষিতংগতা নুনং মাধকন্তু কদাচন ॥ ১৯১

মেখলা, কণ্ঠদেশ, বাহুভূষণ, হার, মালা, কুণ্ডল, কেশপাশ এবং চূড়ামণিতে
 লকারাদি অকারান্ত অষ্ট অক্ষর বিষ্ণাস করিবে । মিলিত তিনটী বীজাকর,
 প্রাতিলোম ক্রমে তিন তিনবার শাস করিবে । ১৮১-১৮৩

অমৃত্য যোগিনী এবং বিশ্ববোনি এই তিন দেবী ত্রিবীজাক্ত ত্রিপুরা-বাক্য
 মন্ত্রের এক একটী বীজযোগে মন্তক, বাহু এবং হৃদয়ে বিষ্ণাস করিবে । ১৮৪

মন্তক সাধক, পূর্ববৎ পূজা আবৃত্ত করিবে । পীঠদেবী ব্যতীত পূর্ববৎ
 দেবীপূজা করিবে । ১৮৫

সুভগাদি তদীর অষ্টশক্তিকে যত্তলের পূর্বাদি অষ্টদিগ্ভাগে চিত্তা
 করিবে । ১৮৬

ত্রিকোণের অগ্রে অমৃত্য প্রভৃতি ত্রিযোনির এবং মধ্যে অষ্টভূষণের পূজা
 করিবে । ১৮৭

হে ভৈরব ! আমার ইশানাদি পঞ্চবজ্রের পূজা করিবে । মনোভবা-
 বিক্রেত তথায় পূজা করা উচিত । ১৮৮

পুত্র ! এতদ্বিত্ব বে পূজাক্রম পূর্বে কথিত হইয়াছে, ত্রিপুরাপূজাতেও
 তাহার অনুসরণ করিবে । ১৮৯

চতু ভৈরবী ত্রিপুর-ভৈরবীর নির্মালাধারিণী দেবী, উক্তর দিকে নির্মালা
 ভাগ করিয়া ত্রিপুর-ভৈরবীর বিসর্জন করিবে । ১৯০

ত্রিপুর-ভৈরবীর তিন শূর্জির পূজা করিবে । ত্রিশ বারের কম তাঁহার জপ
 করিবে না । ১৯১

১। বাহ্যোক্তবা ।

৭। ত্রিঃ ।

৩। অমৃত্যাক্ত ।

অঙ্কুঠমধ্যমানামাঙ্কুগীভিস্তিসৃষ্টিঃ পুনঃ ।
 সদা পুষ্পাদিকং দদ্যাৎ মালাস্ত্র ত্রিগুণাং চত্বরেণ ॥ ১৯২
 চন্দ্রাসনযথিষ্ঠায় পশ্চাৎ কৃত্বা পদব্রহ্মণম্ ।
 পূজয়েন্নিক্ষিপ্তেন দেশে সাধকোহনশ্যবানসঃ ॥ ১৯৩
 আসাদয়েত্তু পুষ্পাদি নৈবেদ্যাদি চ যন্তবেৎ ।
 তদ্বামহস্তযুগ্মেন সততং সাধকো যুগঃ ॥ ১৯৪
 ত্রিচ্ছিত্রা ত্রিপুরা প্রোক্তা ন সম্যক পূজিতা যদি ।
 শরীরে নিম্নিতো ব্যাধির্জায়তেহবশমেব হি ॥ ১৯৫
 অবস্থাঃ পুত্রদারাদি ভৃত্যান্যাদি ভবন্তি হি ।
 অস্ত্রাঘাতো* ভবেৎ স্বস্ত্র প্রাণত্যাগো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৬
 ত্রিচ্ছিত্রদায়িনী চৈবব্রহ্মণ্য পূজিতা যদি ।
 ইতঃ প্রকারাৎ* সততং সম্যগ্ বেত্তাম ভৈরব ॥ ১৯৭
 এষা চ ত্রিপুরা দেবী যাস্তাভাঃ পূর্বভামিতাঃ ।
 সর্বদাশ্চ যাস্মা ভৈরব্যো যোগনিদ্রা জগৎপ্রভুঃ ॥ ১৯৮
 ভৃত্যাঃ প্রপক্করূপৈস্তু বহুভিঃ সৈব ক্রীড়তি ।
 মহামায়া মূলভূতা ভক্তস্ত শারদা পুরা ॥ ১৯৯
 উষা ভক্তঃ শৈলপুত্রী মংপ্রিয়ায়াস্ততস্ত্রিমাঃ ।
 উগ্রচণ্ডা এচণ্ডা ত্রিপুরান্যাস্তৈব চ ॥ ২০০
 তাসাংস্বাপি সদৈবাহং মহাভৈরবরূপধৃক্ ।
 নারকো সূতরাং ভাভিনিতাং নিতাং বসেদধুঃ ॥ ২০১

অঙ্কুঠ, মধ্যমা এবং অনামা—এই তিন অঙ্কুলিযোগে ত্রিপুর-ভৈরবীকে পুষ্পাদি উপচার প্রদান করিবে । মূল্যও ত্রিগুণ করিয়া দিবে । ১৯২

সাধক, চন্দ্রাসনে যমিয়ার পশ্চাৎ ভাগে পদব্রহ্ম রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠটিতে নিষ্কর্ণ স্থানে এই দেবীর পূজা করিবে । ১৯৩

বিজ্ঞ সাধক, পুষ্প নৈবেদ্যাদি বামহস্ত দ্বারা আসাদন করিবে । ১৯৪

ত্রিচ্ছিত্রা ত্রিপুরা যদি সম্পূর্ণরূপে পূজিত না হন, তাহা হইলে পূজকের শরীরে অবশ্যই নিম্নিত ব্যাধি উৎপন্ন হয় । ১৯৫

স্ত্রীপুত্র ভৃত্যাদি তাহার অংশীভূত হয় এবং শস্ত্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হয় । ১৯৬

ত্রিপুর-ভৈরবী ইহার অন্তরূপে পূজিতা হইলে এইরূপ ছিত্রত্রয় প্রদান করেন । ১৯৭

বেত্তাম ভৈরব । এই ত্রিপুরা দেবী এবং পূর্বকথিত সমস্ত ভৈরবী, যোগ-নিদ্রা জগজ্জননী মায়াই রূপ ভেদ । ১৯৮

সেই মায়াই বহুরূপে ক্রীড়া করেন । মহামায়াই মূলরূপা ; তাহা হইতে শারদা । ১৯৯

তৎপরে উষা, তাঁহা হইতে শৈলপুত্রী ইহারা সকলেই আমার প্রিয়া । উগ্রচণ্ডা এচণ্ডাও আমার প্রিয়া । ২০০

ত্রিপুর-ভৈরবী প্রভৃতি ভৈরবীগণেরও আমিই মহাভৈরবরূপী নাথক । ২০১

মম ভৈরবরূপস্য মন্ত্রঃ পূৰ্ব্বং ময়োদিতঃ ।
 রূপং চোক্তং পূজনেষু ত্রিপুরায়াঃ ক্রমঃ শ্রুতঃ ॥ ২০২
 মহাভৈরবং বিশদ্যে কালকৃত্যায় বীমহি ।
 তন্নঃ কামো ভৈরবস্তু কুদিনু^১ নিত্যং প্রচোদয়াৎ ॥ ২০৩
 এষা ভৈরবরূপস্য গায়ত্রী মে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২০৪
 যথেষ্টমাংসমদ্যাদি ভোজনার্থং মদা ধৃতঃ ।
 মহাভৈরবকায়েহহং তথা স্তীৰ্ত্তিসঙ্গমে ॥ ২০৫
 অমৃত বাম্যভাবেন পূজ্যো মদ্যাদিভিঃ সদা ।
 বামঃ কায়ো ব্রহ্মণোহপি মাংসমদ্যাদিভুক্তয়ে ॥ ২০৬
 কৃতো মহামোহনামা চার্ব্বাকাদিপ্রবর্তকঃ ॥ ২০৭
 বিষ্ণোর্বাম্যামিকা^২ মূৰ্ত্তি নারসিংহাস্বরূপা ভবেৎ ।
 স তু দাক্ষিণ্যবাম্যভ্যাং পূজনীয়ঃ সদা বৃধৈঃ ॥ ২০৮
 ভৈব বালগোপাল-মূৰ্ত্তির্জরাদুবেষ্টিতা^৩ ।
 অম্যমাংসালনো ভোগী লোলুপঃ স্ত্রীষু সর্বদা ।
 বহ্ম্যস্ত চণ্ডিকাদেব্যাঃ বামিকা মূৰ্ত্তয়ঃ শ্রুতঃ ॥ ২০৯
 লক্ষ্য্যস্ত বামিকা মূৰ্ত্তিরুত্তমা নহনভৈরবী ॥ ২১০
 ষাণ্মিদাহং পুরপ্রায়-মন্দিরেষু কলৌদিয়ম্ ।
 সুপূজিতা^৪ মহালক্ষ্মীর্দেহলাং তান্ত পূজয়েৎ ॥ ২১১
 বাগ্ভৈরবী সন্ন্যস্তা বামিকামূৰ্ত্তির্দ্বীরিতা ।
 তচ্চা মন্ত্রং পুরা প্রোক্তং শুক্লবর্ণা তু সা শ্রুতা ॥ ২১২

আমার ভৈরব মূর্ত্তির মন্ত্র ও রূপ পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, পূজনক্রম, ত্রিপুর ভৈরবীর দ্বারা ই জানিবে । ২০২

“মহাভৈরব বিশদ্যে, কেলিকৃত্যায় বীমহি, তন্নঃ কামো ভৈরবঃ” ক্লেদিনিভ্যং প্রচোদয়াৎ ভৈরবরূপী আমার এই গায়ত্রী । ২০৩-২০৪

এই আমার ভৈরব মূর্ত্তি ইচ্ছামত মদ্য মাংস মৈথুনাदि সেবনে উৎপন্ন । ২০৫

আমার এই মূর্ত্তি বামভাগে মদাদি দ্বারা পূজনীয় । ব্রহ্মারও মাংস মদ্যাদি ভোজননিবৃত্ত একটি বাম দেহ আছে, তাহার নাম মহামোহ ; মহামোহ হইতে চার্ব্বাকাদি মন্ত্রের উৎপত্তি । ২০৬-২০৭

বিষ্ণুর বাম মূর্ত্তি নরসিংহ ; পণ্ডিতগণ বাম দক্ষিণ দুই ভাবেই এই মূর্ত্তির পূজা করিতে পারে । ২০৮

জরাদু-বেষ্টিত বাল-গোপাল মূর্ত্তিও বিষ্ণুর বাম মূর্ত্তি । এই বালগোপাল, অম্যমাংসভোজী এবং সন্তত রমণীলোলুপ । চণ্ডিকা দেবীর অনেকগুলি বাম মূর্ত্তি আছে । ২০৯

সেই মহালক্ষ্মী পূজিতা না হইলে গ্রাম, নগর ও গৃহদাহ করাইয়া দেন, এইজন্য দেহলীতে তাঁহার পূজা করিবে । ২১০-২১১

সন্ন্যস্তীর বামামূর্ত্তি বাগ্ভৈরবী ; তাঁহার মন্ত্র পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তিনি শুক্লবর্ণা । ২১২

১। ক্লেদিনি ।

২। বা বামবেষ্টিত ।

৩। শিষ্যবাসিনী ।

৪। অপূজিতা ।

মধ্যাহ্নাতিপূরায়ান্তে রূপাং ধ্যানমিহোচ্যতে ।
 পূজাক্রমস্তথৈবোক্তঃ সৰ্বদৈব তু ভৈরব ॥ ২১৩
 মার্গেণৈভরবো নাম* মূৰ্ত্তিঃ সূর্য্যস্ত কৌৰ্ণ্ডিতা ।
 গণেশমগ্নিবেতালঃ কথিতো বামনামকঃ ॥ ২১৪
 এতে বাসোদ ভাবেন পূজনীয়্য বিশেষতঃ ।
 ত্রিবাণস্ত মধ্যাপূৰ্ব্বং নমস্ৰৈবৈবৈকুণ্ঠা ॥ ২১৫
 বাট্টৈর্বিবেকৈঃ সৰ্বত্র যথা কৃত্য তথা তথা ।
 অনুস্মারবিসর্গাভ্যাং প্রাকুশেষৌ পরিকীৰ্ত্তিতৌ ॥ ২১৬
 যথ্যে তু কেবলাঃ পূৰ্ব্বং সানুস্মারবিসৃষ্টিভিঃ ।
 পশ্চাদ্বিক্রমাদ্ যন্ত বটৈরেকেন চৈব হি ॥ ২১৭
 ব্যট্টৈঃ সমন্তৈরপি চ বকাবাদিহ সংযুতৈঃ* ।
 আদ্যাহ্নাতিপূরায়ান্তে মন্ত্রবদ্বোজিতৈস্তথা ॥ ২১৮
 তথা ত্রিপুরভৈরব্য্য মন্ত্রবচাক্ষরৈরপি ।
 ত্রিশত্বর্কপতিঃ কৃত্য ভাদীন্দ্রৌস্ত বিশ্যস্বয়েৎ ॥ ২১৯
 দ্বিতীয়াং ত্রিগুণং কৃত্য শেষেহত্রাদৌ চ যোজয়েৎ ।
 বিশেষিত্ত্ব সহস্রাণি শেষে চাপি ত্রয়োদশ ॥ ২২০
 আদ্যাদ্যাদ্যং ততঃ প্রোক্তং বাগ্ভবাদ্যং তৃতীয়কম্ ।
 এবঞ্চ পরমপোতন্যস্তাশ্চ চতুর্থকম্ ॥ ২২১
 এতচ্ছ্রীজ্ঞান নরঃ কামানখিলান্ প্রাপ্য সঙ্গতঃ ।
 হৃতে* দেবীপুংসং যাতি ক্রমাদেব তু ভৈরব ॥ ২২২
 যঃ সকুত্ৰু জপেনেতৎ সকলং মন্ত্রসঙ্কল্পম্ ।
 প্রথমং কাযতো* নাম সান্বকস্ত ত্রিভির্দ্বিতৈঃ ॥ ২২৩
 চিত্তসন্ধানসা দেবীং সম্যক্ ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
 স কামানখিলান্ প্রাপ্য স্বরূপে মদনোপমঃ ॥ ২২৪
 বার্ষিকো নৃপতিভূমাদ্ বাক্ষণ্যে দ্বিজরাজ্ভবেৎ ।
 আরাধিতশরীরস্ত* শিলাচাটোঃ সদৈব হি ॥ ২২৫

মধ্যাহ্নাতিপূরায় ধ্যান ত্রিপুর-ভৈরবীর রূপানুসারেই জানিবে । ভৈরব ।
 তাঁহার পূজাক্রমও পূর্ববৎ জানিবে । ২১৩

সূর্য্যের বায়মূৰ্ত্তি মার্গেণ-ভৈরব ; গণেশের বায়মূৰ্ত্তি অগ্নিবেতাল । ইহা-
 দিগের পূজা বামভাবেই কর্তব্য । ২১৪

আদ্যাহ্নাতিপূরায় ন্যায় মধ্যাহ্নাতিপূরায় মন্ত্রাদিও যথাযথ জানিবে । বাগ্ভবাদি
 এই সকল মন্ত্র জপ করিলে, মনুষ্য সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করে ।* ২১৫-২২২

যে ব্যক্তি এই সকল মন্ত্র একবারও জপ করে এবং ত্রিপুর-ভৈরবীকে সম্পূর্ণ-
 রূপে দিন দিন চিন্তা করে, সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং মদনোপম
 সুরূপ-সম্পন্ন হয় । ২২৩-২২৪

ক্ষত্রিয় একরূপ করিলে, বার্ষিক রাজা হয়, বাক্ষণ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়, শিলাচাকি
 তাঁহার শরীরের কোন বিষ করিতে পারে না । ২২৫

১। বায় ।

২। ইকামন্তব্রহ্মবট্টৈঃ ।

৩। ততো ।

৪। কাযতো ।

৫। অব্যধিত ।

* যত্রাদিহ ব্যাখ্যা কৃত্য হ্রস্বমিহ ।

নীরোগশ্চ চিরাবৃশ্চ বজবানপি জায়তে ।
 এবং ত্রিপুরভৈরব্যা যত্র প্রোক্তত্বসং ক্রমঃ ॥ ২২৬
 বৈষ্ণব্যাক্ত মহাদেব্যাঃ সহস্রাণি তু ঘোড়শ ।
 শূণ্ঠ ভৈরব যন্তাণি শিবৈকাগ্রমনাঃ পুনঃ ॥ ২২৭
 অষ্টোত্তরসহস্রস্ত চতুঃষষ্টিস্তথা ক্রমঃ ।
 যন্তাঃ প্রোক্তা মহাদেব্যা যুক্তিভেদেন তাঃ পুনঃ ॥ ২২৮
 অনুস্মারবিসর্গাভ্যাং বিত্তপাশ্তে পুনঃ সখাঃ ।
 কালিবাক্ষনসংযোগাদৃষ্টাধো ব্যস্ততাবতঃ ॥ ২২৯
 দ্বাভ্যাং ত্রিষ্টম্ভ সত্ততম্বকরেন্নস্তবিং পুনঃ ।
 অষ্টাব্যোতৌ ততঃ কৃত্বা সমস্তব্যস্তসংযুতৈঃ ॥ ২৩০
 বিশ্বতৈঃ সম্বৈষ্ণবাণি সানুস্মারবিসর্গিকৈঃ ।
 কেবলৈরপি তত্রৈব দ্বিব্যাস্তৈরুত্তরৈস্তথা ॥ ২৩১
 এবমষ্টোত্তরং যাবৎ সংযোগযোগভাবতঃ ।
 দেব্যাক্ত ষষ্ঠ্ সহস্রাণি সহস্রাণি তথা নন ॥ ২৩২
 যন্তাক্ত সখ্যয়া খ্যাতাঃ ক্রমাৎবেতালভৈরব ।
 সমস্তব্যস্তরূপেণ বৈষ্ণব্যে য় যন্তোদিতাঃ ॥ ২৩৩
 তাক্ জাড্য মানবো যাতি যমৈব সদনং প্রতি ॥ ২৩৪
 অষ্টম্যাক্ত সখম্যাক্ত সহস্রাণি তু ঘোড়শ ।
 যো জপেন্নস্তবীজানি সকৃদেব তু ভৈরব ।
 ব্যাঘংস্ত বৈষ্ণবীং যুক্তিং তদেকাগ্রমনাঃ শূণ্ঠ ॥ ২৩৫
 নকরাংকো তথেষ্টমৌ পণ্ডিতশ্চাতিহৃষিতঃ ।
 চিরাবৃঃ সুখভোগী স্তাহদ্রিকো বজবাহনৈঃ ॥ ২৩৬
 তান্যেব চাষ্টম্যাক্ত সার্কভৌমো নৃপো ভবেৎ ।
 গণাধক্ষো যুতঃ সঃ স্তান্ততো যুক্তিমবাপ্তরাৎ ॥ ২৩৭

সে ব্যক্তি রোগশূন্য দীর্ঘজীবী এবং বজবান্ হয় । ত্রিপুর ভৈরবীর এইরূপ পূজাদি ক্রম বর্ণিত হইল । ২২৬

মহাদেবী বৈষ্ণবীর ঘোড়শ সহস্র যন্তু বর্ণিত হইয়াছে । ভৈরব । একাগ্রচিত্তে তদীয় যন্তু ভবণ কর । মহাদেবীর যুক্তিভেদে অষ্টোত্তর সহস্র এবং চতুঃষষ্টি যন্তু বর্ণিত হইয়াছে । ২২৭-২২৮

অনুস্মার ও বিসর্গযোগে এই সকল যন্তু বিত্তপ হইবে । দুই তিনটি কাপি ব্যঞ্জন যোগে উক্ত অর্থঃ ইত্যাদি বৈষ্ণবীভ্যে সমস্ত-ব্যস্ত-সমন্বিত নানামন্ত হয় । ২২৯-২৩০

বিশ্বর সম্বর সানুস্মার সবিসর্গ—ব'স্ত সমস্ত ইত্যাদিরূপে যন্তোদিত করিবে । বৈষ্ণবীর য়ে সকল যন্তু বলিদাম, তাহা জানিলে মনুষ্য আমার সন্দেশে গমন করে । ২৩১-২৩৪

যে ব্যক্তি অষ্টমী বা নবমী তিথিতে বৈষ্ণবীকে চিত্তা কর্ত্ত ঘোড়শ সহস্র যন্তুবীজ জপ করিবে, সে নরপতি পণ্ডিত, দীর্ঘজীবী, সুখভোগী, কৃত্যবাহনবৃদ্ধ হইবে । ঘোড়শ সহস্রের আটগুণ জপ অস্তিলে, সার্কভৌম নরপতি হইবে । যন্তপাশ্তে গণাধক্ষতা লাভপূর্বক যুক্তিলাভ করিবে । ২৩৫-২৩৭

ইতি সকলগুণোৎকর্ষদোষস্ত নিত্যং
ভবতি কলুষহতা শ্রীবিবৃষ্টা সূমন্তঃ ।
সত্ততমখিলবেত্তা যো ভবেদেতদ্বোক্ত
স চ ভবতি জিতারী রোগশোকগ্রন্থকঃ ॥ ২৩৮

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুঃসমুত্তিতমোহ্যায়ঃ । ৭৪

শঙ্কসমুত্তিতমোহ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

নিম্পল্লবদ্বাদশভির্লক্ষৈর্মন্ত্রকপৈশুখা ।
পুরুষেরে সাধকস্ত কাম্যম্ভীষিহেতবে ॥ ২
জাতিপুষ্পক বকুলং মালতীপুষ্পমেব চ ।
নন্দ্যাবর্তং পাটলক সিঁতপদ্মমতঃ পরম্ ॥ ২
আজ্যময়ং পার্শ্বক দক্ষিণীরং তথা মধু ।
জাজ্ঞাশ্চাপি সকর্পূরা অমী এব চতুর্দশ ॥ ৩
পুরুষেরণসমুত্তা ত্রিপুরায়্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
দ্বাদশেষেব লক্ষ্যে জপেৎপি চ সাধকঃ ॥ ৪
এতান্ সর্বদ্রব্যানি জুহুয়াদনলোচ্ছলে ।
লক্ষ্যত্রয়স্ত যো জপ্ত্বা পুরুষেরণম্যচরেৎ ॥ ৫
স তু সাক্ষ্যং সকর্পূরং জুহুয়ান্তু চতুর্দশম্ ।
দশভির্নবলক্ষ্যে ব্রুব্যেদ্যস্ত্রী পুরুষেরেৎ ॥ ৬

এই মন্ত্র সকল গুণবিভূষিত সেই সাধকের সমস্ত কলুষরাশিনাশী এবং
সম্পত্তি-কর হর । যে ব্যক্তি, ত্রিপুর ভৈরবী ও বৈষ্ণবীর মন্ত্র অবগত আছেন,
তিনি লক্ষ্যজ্ঞেতা এবং রোগশোকগ্রন্থ হন । ২৩৮

চতুঃসমুত্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৪

ত্রিপুরার মন্ত্র রহস্য

ভগবান্ বলিধেম,—সাধক অভিলষিত কাম্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত বর্ণানুক্রমে
তিন লক্ষ, দ্বয়লক্ষ, নবলক্ষ এবং দ্বাদশলক্ষ মন্ত্র জপদ্বারা পুরুষেরণ করিবে । ১

জাতিপুষ্প, বকুল, মালতীপুষ্প, নন্দ্যাবর্ত, পাটল, সিঁতপদ্ম, আজ্য, অন্ন,
পার্লস, দধি, ক্ষীর, মধু, জাজ, শর্করা এই চতুর্দশ প্রকার দ্রব্য ত্রিপুরাদেবীর
পুরুষেরণ সত্তার বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ২-৪

দ্বাদশ লক্ষবার জপ করিয়া এই সকল দ্রব্যদ্বারা উজ্জল অগ্নিতে হোম
করিবে । ৫

যে ব্যক্তি লক্ষত্রয় মন্ত্র জপ করিয়া পুরুষেরণ করে, তাহার কর্পূরের সহিত
আজ্যদ্বারা চতুঃসমুত্তিতম হোম করা উচিত । নবলক্ষ জপ করিলে দশপ্রকার
দ্রব্যদ্বারা পুরুষেরণ করিবে । ৬

জপেতু চাক্ষুভিঃ ষট্ স্রু সর্করঃ সর্বত্র চাচরেৎ ।
 হস্তমাত্রস্ত কুণ্ডং স্থাৎ ষট্ কোণং ত্র্যঙ্গুলাধিকম্ ।
 ত্রিপুরায়ান্ত মধ্যমা বালায়াশ্চ সর্দৈব হি ॥ ৭
 তথা ত্রিপুরভৈরব্যাঃ কুণ্ডমানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 চতুর্কোণং ভবেৎ কুণ্ডং হস্তমাত্রায়ৈশ্চ চ ॥ ৮
 অষ্টাঙ্গুলাধিকং প্রোক্তং বৈষ্ণব্যাশ্চ পুরশ্চরেৎ ।
 ত্রিকোণং হস্তমাত্রিক কামাখ্যায়াশ্চ কুণ্ডকম্ ।
 এবং সর্বপ্রপঞ্চানায়াসামপি তথা তথা ।
 সংকুর্য্যাবনলং বৃদ্ধং বিধিবৈষ্ণবৌকৃতো ।
 কামাখ্যায়াশ্চ তথা কুর্য্যাজ্জ্যোতিষৌষাদি মৎসৃত ॥ ৯
 আনৌ ত্রিপুরভৈরব্যাশ্চতুর্ভির্দশভিস্তথা ।
 জুহুয়াবনলে বৃদ্ধে আহুতীশ্চ চতুর্দশ ॥ ১০
 পশ্চাত্ মূলমন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতব্রহ্ম ।
 হোমং যজ্ঞব বা তেন শতানি নব বাথবা^১ ॥ ১১
 জপান্তে তু বলিং দদ্যট্টৈষ্ণব্যা বলিদানতঃ ।
 ব্রহ্মকর্পূরকনকান্ যত্নৈব গুরুদক্ষিণাঃ ॥ ১২
 অজান্তে দক্ষিপুঞ্জাজ্যলাটৈর্জর্দেব্যাঃ পুরশ্চরেৎ ।
 লাভে চতুর্দশব্রহ্মৈষ্ণুহুয়াধিবিশিষ্টকম্ ॥ ১৩
 অস্তা যজ্ঞং বহুযোন শূণ্ণ বেতালভৈরব ।
 মৎকটৈবাবিলান্ কামায়াশ্চ ভক্তে নবসত্তম ॥ ১৪
 ষট্ কোণং মণ্ডলং কৃত্য তত্^২ কোণত্রয়ে লিখেৎ ।
 মন্ত্রং ত্রিপুরভৈরব্যাশ্চিবর্ণন্ত তততুধঃ ॥ ১৫

ষট্ স্রু জপ করিলে অষ্ট প্রকার দ্রব্য দ্বারা হবন করিবে, সর্বত্র সকলেই
 এইরূপ করিবে । বালা এবং মধ্যা ত্রিপুরার কুণ্ড তিন অঙ্গুলাধিক একহস্ত
 পরিমিত এবং ষট্ কোণবিশিষ্ট হইবে । ৭

ত্রিপুর-ভৈরবীর কুণ্ডের পরিমাণ হস্তমাত্র এবং চতুর্কোণ বৈষ্ণবীর কুণ্ড ইহা
 অপেক্ষা আট অঙ্গুল অধিক । ৮

হে পুত্র । কামাখ্যাদেবীর কুণ্ড জ্যোতিষৌষাদির মন্ত্র জানিবে । ৯

অনল প্রজ্জ্বলিত হইলে প্রথমে ত্রিপুর ভৈরবীর উদ্দেশে চতুর্দশ দ্রব্য দ্বারা
 চতুর্দশ আহুতি দান করিবে । ১০

তাহার পর মূলমন্ত্র দ্বারা তিনশত আট দ্বার হোম করিবে, এক একশত
 জপের অন্তে ছয়বার বা দ্বাদশবার জপ হোম করিবে । ১১

জপের অন্তে বলিদান করিবে, ঐ বলিদানের প্রকার বৈষ্ণবীর বলিদানের
 মত ; ব্রহ্ম, কর্পূর এবং সুবর্ণভিন্ন বস্তু গুরুদক্ষিণা দিবে । ১২

অস্ত্র বস্ত্র না মিলিলে দধি, পুষ্ণ এবং লাজদ্বারা দেবীর পুরশ্চরণ করিবে ।
 এবং লাভ হইলে চতুর্দশ দ্রব্যদ্বারা বিধিপূর্বক হবন করিবে । ১৩

হে বেতাল ও ভৈরব । একশ্রে ত্রিপুরার যজ্ঞ এবং বহুযোনের বিষয় অবগত কর ।
 কারণ যজ্ঞদ্বারা মনুষ্য অভিলষিত বস্তু লাভ করে । ১৪

আদ্যায়াত্রিপুয়ায়াস্ত্রিবিজানি লিখেননু ।
 মধ্যবীজত্রয়ং মধ্যে লিখিত্বা পীঠমন্ত্রকে । ১৬
 মর্দৈক্য মাড়কাযত্রৈস্ত্রিণা সংবেষ্টয়েদনু ।
 লাক্ষারসৈলিখিত্তা তু ত্রিলোহৈর্বেষ্টয়েত্ততঃ । ১৭
 তদ্ব্যার্য্যং মূর্ত্তি সত্ততং তেন সর্ব্বজগী ভবেৎ ।
 রূপবান্ বলবান্ বাগ্মী ধনবন্তুযুতঃ সঙ্গা । ১৮
 দীর্ঘাযুঃ কাষডোগী চ সুপ্রজঃ স চ জারতে ।
 মধ্যে বীজং লিখিত্তেকং মূর্ত্তি চাধস্তথাপরম্ ।
 আদ্যায়াত্রিপুয়ায়াস্ত্রিবিজান্যস্তদৈব হি । ১৯
 ইমানি যট্ কল্পয়ানি ক্রমায়েতান্ তৈরব ।
 পূর্ব্ববৎ সল্লিখিত্তেকং সংবেষ্ট্যাপ ত্রিলোহটেকঃ । ২০
 বামে বাহৌ দক্ষিণে চ হুবি কণ্ঠে করে তথা ।
 মূর্ত্তি ব্যাখ্যানি ক্রমতঃ ফলয়েত্তচ্চ তদ্ববম্ । ২১
 সম্পৎসৌভাগ্যসংস্কৃত-বশীকরণমোহনম্ ।
 কবিত্তমথ সর্ব্বত্র ভবেদেত্তন্ন সংশয়ঃ । ২২
 যন্ত্রমন্ত্রানি তন্ত্রানি ত্রৈপুয়ানি তু তৈরব ।
 স পঞ্চমট্ সহস্রানি যন্ত্রোষ্ট্রৈস্ত্রিগুনীকৃতৈঃ । ২৩
 তজ্জাজ্ঞাতা পূজকো হোমান্ পরত্রেহ ন সীদতি । ২৪
 (যন্ত্রোষ্ট্রৈস্ত্রয়মষ্ট্রৈরবিচলিতপদং ত্রৈপুয়ং যৎপ্রথমং,
 যদ্বিপ্রাষ্ট্রৈরন্যৈঃ বিগতস্ত্রয়পদং যৎকবিত্তপ্রদাত্ত্বং ।
 ত্রৈবগৌরং ত্রিরূপং ত্রিবিবমথ সুরা যত্র সত্তি ত্রয়োহপি,
 তজ্জাজ্ঞানোষ্ট্রৈঃ সুভূতং সকলভুতফলং যন্ত্রহষ্ট্রৈপুয়াখ্যম্ । ২৫)*

যট্ কোণ মণ্ডল করিয়া উক্তে তিনটি কোণ লিখিবে, তাহার অধোভাগে
 ত্রিপুয়া দেবীর মন্ত্রান্তর্গত বর্ণত্রয় লিখিবে । ১৬

মধ্যার বীজত্রয় পীঠমন্ত্রে লিখিয়া আদ্যা ত্রিপুয়ার ত্রিমূর্ত্তি বীজ লিখিবে । ১৬
 সকল প্রকার মাড়কাবর্ণ দ্বারা অধোভাগ ত্রিমবার বেষ্টন করিবে । অনন্তর
 এই কবচ লাক্ষারস দ্বারা লিখিয়া লৌহদ্বারা ত্রিমবার বেষ্টন করিবে । ১৭

এই কবচ মন্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বত্র বিজগী, রূপবান্, বলবান্, বাগ্মী,
 সর্ব্বদা ধন ও বন্তুযুত, দীর্ঘাযুঃ, কাষডোগী এবং সুপ্রজ হইবে । ১৮

মধ্যার বীজ লিখিয়া একটি মন্তকে, আর একটি তাহার নীচে ধারণ করিবে ।
 আদ্যা ত্রিপুয়া এবং তৈরবী ত্রিপুয়ারও এইরূপ জানিবে । ১৯

হে বেত্তাল ও তৈরব । এই মন্ত্র প্রকার মন্ত্র পূর্ব্বক মন্ত লিখিয়া এবং
 ত্রিলৌহ দ্বারা সংবেষ্টন করিবে । ২০

বাম বা দক্ষিণ বাহুতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, করতলে এবং মন্তকে ধারণ করিলে
 ক্রমতঃ সম্পৎ, সৌভাগ্য, সংস্কৃত, বশীকরণ, মোহন এবং কবিত্ত এই সকল ফল
 লাভ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ২১-২২

হে তৈরব । ত্রিপুয়ার যন্ত্রমন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র সমুহাদ্বারা ত্রিগুণ করিলে মন্ত্র দ্বাণীক
 র্ণীত হয় । ২৩

পূজক ইহা বিজ্ঞাত হইলে পরকালে বা ইহকালে অবসন্ন হয় না । ২৪

কবচং ত্রিপুরায়াস্তু শূন্য বেতালভৈরব ।
 যজ্ঞজ্ঞানং যজ্ঞবিৎ সম্যক্ ফলপ্রাপ্তোতি পূজনে ॥ ২৬
 উপচারাঃ পুরা প্রোক্তা যেন এবাত্ত পূজনে ।
 প্রতিপত্তিস্তু নৈবাত্ত কীর্তিতা নিত্যপূজনে ॥ ২৭
 কবচস্য চ মহাহাশ্ব্যমহং ব্রহ্মা ন কেশবঃ ।
 বজ্রং কুমলমস্তোম্ভি বজ্রজিহ্বঃ কপাচন ॥ ২৮
 ক্রব্যাস্তমং ন লভতে তথা ভোযপরিপ্লাবে ।
 কবচশ্রবণাক্ষেব সর্বং কল্যাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯
 ত্রিপুরাকবচশাস্ত্রাংস্বাধির্দক্ষিণ উচ্যতে ।
 হৃদশ্চিত্তাহ্বয়ং প্রোক্তং দেবী ত্রিপুরভৈরবী ।
 বর্গার্ঘ্যকামদেবীক্ষাণাং বিনিরোগস্ত সাধনে ॥ ৩০
 যথাহ্যত্রিপুরাখায়া বীজানি ক্রমতঃ সূত ।
 নারতো বাগ্ভবানীনি কীর্তিতানি যয়া পুরা ॥ ৩১
 তথা ত্রিপুরভৈরব্যা বীজানামপি নামতঃ ।
 বাগ্ভবঃ কামরাজস্ত তথা ত্রৈলোক্যমোহনঃ ॥ ৩২
 (অবতু সকলশীর্ষং বাগ্ভবে বাচমুগ্ধাং,
 নিখিলরচিতকামান্ কামরাজোহবতাস্মৈ ।
 সকলকরণবর্গং ভীমরঃ পাতু নিত্যং,
 তনুগতবহুতেজো বর্জয়নু বুদ্ধিহেতুঃ ॥৩৩
 কুট্টেষ্ট পঞ্চভিবিবং গদিতং হি যন্ত্রম্ ।
 যন্ত্রং ততোহনু সততং যয তেজ উগ্রম্ ॥ ৩৪

হে বেতাল ও ভৈরব ! ত্রিপুরার কবচ গ্রহণ কর, যাহা জ্ঞাত হইলে যজ্ঞবিৎ পূজার সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হয় । ২৬-২৮

পূর্বোক্ত পূজায় যে সকল উপচার উক্ত হইয়াছে এবং নিত্যপূজার যে সকল প্রতিপত্তির বিষয় বলা হইয়াছে, এ স্থলে সেই সকল সেইরূপ জানিবে । ২৭

কবচের মহাহাশ্ব্য আদি, ব্রহ্মা, কেশব এবং সহস্রজিহ্ব অবতও কখন বলিতে সক্ষম নহেন । ২৮

ব্রাহ্মসের ভব, অগ্নিভয় এবং জলবিপ্লব উপস্থিত হইলে এই কবচ শ্রবণ করিয়া সকল প্রকার কল্যাণ লাভ হয় । ২৯

এই ত্রিপুরা কবচের দক্ষিণ অধি, চিত্রা, হৃদয়, দেবতা, ত্রিপুরভৈরবী এবং বর্গ অর্থ কাম ও মোক্ষের সাধনে বিনিয়োগ । ৩০

আমি ত্রিপুরার বাগ্ভবানি বীজমণ্ডলের প্রত্যেকের নাম করিয়া আদি পূর্বের কীর্তন করিয়াছি । ৩১

ত্রিপুর-ভৈরবীরও বীজমণ্ডলের নাম কীর্তন করিয়াছি,—যথা—বাগ্ভব, কামরাজ, ত্রৈলোক্যমোহন । ৩২

পঞ্চকৃত্য দ্বারা গদিত যন্ত্রের সহিত এই যন্ত্র আমার উগ্র তেজু বর্জিত করুক । ৩৩

ভৈরবোময়ঃ মহতি নিত্যপরাধনহম্ ।
 তত্ত্বং হৃদি প্রবিত্ততঃ তনুতঃ সুবুদ্ধিম্ ॥ ৩৪
 আধারে বাগ্ভবঃ পাণ্ডু কামরাজস্তথা ছদি ।
 কুবোৰ্দ্ধে চ শীর্ষে চ পাণ্ডু ত্রৈলোক্যমোহনঃ ॥ ৩৫
 বিত্তকুলকলাজ্জা কামিনী ভৈরবী যা,
 ত্রিপুরপুরমহাখ্যা সৰ্বলোকস্থ মাতা ।
 বিত্তরত্ন মম নিত্যং নাভিপদ্মে সৰ্ব্বকো,
 গুণপতিবিনিতা মাং রোগহানিং সুখক ॥ ৩৬
 যোগৈর্জগন্তি পরিমোহয়তীব নিত্যং
 জাগন্তি যা ত্রিপুরভৈরবভামিনীতি ।
 সার্বক্য ভাবকলিতা হম পঞ্চভাগে
 নাসাক্ষিকর্করসানাত্তি পাণ্ডু নিত্যম্ ॥ ৩৭
 আদ্যা তু ত্রিপুরেশ্বরং যা মধ্যা যা কামদায়িনী ।
 ত্রিধা তু হুবতঃ নিত্যং দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৩৮
 উদয়দিশি সঙ্গা মাং পাণ্ডু বালা তু মাতা,
 যমদিশি মম মধ্যাভয়মুগ্রং বিদধ্যাং ।
 বরুণলবনকাষ্ঠামধ্যাতো ভৈরবী যা-
 যবতু সকলরক্ষাং কুর্কতী সুন্দরী মে ॥ ৩৯
 মহায়াত্রা মহাযোগিনিবিশ্বযোগিনিঃ সৈব তু ।
 স্য পাণ্ডু ত্রিপুরা নিত্যং সুন্দরী ভৈরবী চ যা ॥ ৪০
 জলাটে সুভদ্রা দেবী পূর্বদিক্যং দিশি কামদা ।
 নিত্যং তিষ্ঠতু রক্ষতী সঙ্গা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৪১

সেই ভৈরবোময় রূপে নিত্য নিবসন করতেন সমস্ত । আমার প্রদত্ত সুবুদ্ধির
 বিস্তার করুক । ৩৪

বাগ্ভব আধারে রক্ষা করুক, কামরাজ হৃদয়ে রক্ষা করুক, জর মধ্যে এবং
 মস্তকে ত্রৈলোক্যমোহন রক্ষা করুক । ৩৫

সকল কুলকলাজ্জা সকল লোকের মাতা ত্রিপুর-ভৈরবী নামে যে কামিনী
 আছেন, সেই গুণপতিবিনিতা আমার নাভিপদ্মে এবং মুক্তিতে রোগহানি ও
 সুখ বিতরণ করুক । ৩৬

যিনি যোগদ্বারা সমস্ত জগতকে যেন মোহিত করিয়া ত্রিপুরভৈরবভাবিনী-
 রূপে সর্বদা জাগ্রত, সেই পঞ্চভাগরূপিণী ত্রিপুরা আমার নাম, অক্ষি, কর্ণ-
 এবং রসনাযন্ত্রে রক্ষা করুন । ৩৭

আদ্যা ত্রিপুরা কামদায়িনী, মধ্যা ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরভৈরবী এই তিন
 মূর্ত্তি আমাকে নিত্য রক্ষা করুন । ৩৮

বালা ত্রিপুরা পূর্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন, মধ্যা ত্রিপুরা দক্ষিণ দিকে
 আমার মঙ্গল বিধান এবং সুন্দরী ত্রিপুরভৈরবী পশ্চিম দিক্ ও বায়ুকোণের
 মধ্যে আমাকে নিত্য রক্ষা করুন । ৩৯

মহায়াত্রা মহাযোগিনি এবং সর্বদা বিশ্বযোগিনি সেই ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরবী
 নিত্য আমাকে রক্ষা করুন । ৪০

অৰ্বোৰ্মধ্যে তথাগ্ৰেয়াং দিশি মাং ত্রিপুরা চ য়া ।
 বর্জয়ন্তী ভগগণান্ পাতু ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৪২
 বদনৈ নক্ষিণমুখ্যৈ দিশি মাং ভগমর্গিণী ।
 ত্রিপুরা যমদুতাদীন্ বারয়ন্তী সপাবতু ॥ ৪৩
 কর্ণয়োঃ পশ্চিমায়াঞ্চ দিশি মাং ভগমালিনী ।
 অযোনিজা জগদ্যোনি বীজা মাং ত্রিপুরাবতু ॥ ৪৪
 অনঙ্গকুসুমাকণ্ঠে এতীচ্যাং দিশি সুন্দরী ।
 ত্রিপুরা ভৈরবী মাতা নিত্যং পাতু মহেশ্বরী ॥ ৪৫
 যদি সাক্ষতকাষ্ঠায়াং দেবী চানঙ্গমেখলা ।
 নাতাবুদ্যচ্যাং দিশি মাং যাতঙ্গী ত্রিপুরাপরা ।
 অনঙ্গমদনা দেবী পাতু ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৪৬
 ঐশান্য্যে দিশি লিঙ্গে চ মদবিভ্রমমহুদা ।
 বাগ্‌বাদিনী রক্ষতু মাং সদা ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৪৭
 হৃদযেচ্যন্তরে পাতু রতিত্রিপুরভৈরবী ।
 হৃদযাজ্যন্তরে প্রীতিঃ পাতু ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৪৮
 জনাসয়োর্মধ্যদেশে নিত্যং পাতু মনোভবঃ ।
 দ্রাবণী মাং গ্রহঃ পাতু বাণী মাং দুর্গমূর্ধনি ॥ ৪৯
 কোড়ণো মাং সদা পাতু কথ্যাজ্যোনিঈভীত্বিতঃ ।
 বনৌকবর্ণবাণী মামগ্নিতঃ পাতু রাজতঃ ॥ ৫০

ললাটে স্তম্ভগা দেবী, পূর্বদিকে কামদায়িনী ত্রিপুরা সুন্দরী নিত্য রক্ষা
 করত অবস্থান করুন । ৪১

অরু মধ্যে এবং অগ্নিকোণে ত্রিপুরাভগমাতা ত্রিপুরা ভগগণের বর্জন করত
 আমাকে রক্ষা করুন । ৪২

মুখে এবং দক্ষিণদিকে ভগমর্গিণী ত্রিপুরা যমদুত প্রভৃতি বারন করিয়া
 আমাকে রক্ষা করুন । ৪৩

কর্ণ এবং পশ্চিমদিকে অযোনিজা জগদ্যোনি বীজা ত্রিপুরা আমাকে রক্ষা
 করুন । ৪৪

কণ্ঠে এবং পশ্চিমদিকে মহেশ্বরী, অনঙ্গকুসুমা, সুন্দরী, ত্রিপুরভৈরবী মাতা
 নিত্য রক্ষা করুন । ৪৫

হৃদয় এবং বায়ুকোণে অনঙ্গ মেখলাদেবী রক্ষা করুন এবং নাভি ও উত্তর-
 দিকে যাতঙ্গী-ত্রিপুরা আমাকে রক্ষা করুন । ৪৬

ঐশান্য্যে এবং লিঙ্গে মদবিভ্রমমহুদা বাগ্‌বাদিনী ত্রিপুরভৈরবী আমাকে
 রক্ষা করুন । ৪৭

অপানদেশ এবং যেষ্টের অন্তরে ত্রিপুর-ভৈরবী রতি রক্ষা করুন এবং
 হৃদয়ের অন্তরে প্রীতিনাম্নী ত্রিপুর-ভৈরবী রক্ষা করুন । ৪৮

জ্ঞ এবং নাসার মধ্যভাগে মনোভবা নিত্য রক্ষা করুন । দ্রাবণ নামে বাণ
 দুর্গের মস্তকে শত্রু হইতে আমাকে রক্ষা করুক এবং অভয়-প্রদ কোড়ণ নামে
 বাণ জ্বালামুগ হইতে আমাকে রক্ষা করুক । ৪৯-৫০

আকর্ষণায় বাণী মাং পাতু শত্রুঘাততঃ । ৫১
 মোহনঃ সর্বভূতেভ্যঃ পিণাচেভ্যো অলম্ভধা ।
 নিত্যং পাতু মহাবানতং বা নঃ কামমুস্তমম্ । ৫২
 হানী মাং শাস্ত্রবোধায় শাস্ত্রবাদে সদাহবতু ।
 পুস্তকং পাতু মমসি সহস্রং বর্জনম্ নম । ৫৩
 বরঃ পাতু সদা বাগ্নি বায়তেজো বিবর্জনম্ ।
 অভয়ং হৃদয়ং যত্নং সর্বেভ্যো ভূতিভাবনম্ । ৫৪
 উর্দ্ধাধোভাবভূতহিতৈশ্বর্যকরণৈ বস্ত্রকীর্ণা সূচক্কা,
 কালাগ্নিপ্রথ্যাবোচিঃ সকলস্বরূপৈরর্চিতা মৃতমালা ।
 জ্ঞানধ্যানৈকতানা-প্রবল-বলকরং শুভভূতপ্রতিষ্ঠং,
 পাতাদুর্জয়ং তথাঃ সকলভয়ভূতো ভোগভীমোত্ত বিদ্যা ।*
 হ্য পাতু হৃদি মাং নিত্যং সঃ শীর্ষে পাতু নিত্যশঃ ।
 রঃ পাতু শুভদেশে মাং সৌঃ পাতু কণ্ঠপার্শ্বয়োঃ । ৫৫
 বকারো মম নাভীস্থ নিরঃ সৌঃ পাতু সর্বদা ।
 শত্রুঃ পাতু সদাকাশে অক্ষা রক্ততু সর্বতঃ । ৫৬
 বিদ্যা বিদ্যাভাবিনী কামরূপা, ফুলা সূক্ষ্মা বায়বা যাবিষায়া ।
 জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরর্চিতা ভূতিদাত্রী, রক্তাং কুর্ধ্যাং সর্বভূতৈশ্বরী মাম্ । ৫৭
 আশী বহ্যা ভাবিনী নীতিযুক্তা, সমাগ্জ্ঞানজ্যেষ্ঠরূপা পবা যা ।
 আধাবন্তে মধ্যভাগে চ ভায়া, পার্শ্বদেশে বী ত্রৈশ্বরী তৈশ্বরী বা । ৫৮
 বসন্তভাগভূতপাং বস্ত্রাণামপি কেশবঃ ।
 অক্ষা ক্রমক জ্ঞানান্তি তদ্বৎ মাংস্তো নমোহস্ত তান্ ।†
 হং অক্ষাণি ভবানি বিশ্বভবিতুর্লক্ষ্মীরতির্যোগিনী,
 হং বাগ্নী সূচকা ভাবভূতভূতং মস্ত্রাকরং নিবলম্ ॥ ৫৯

বশীকরণনামক বাণী আমাকে অগ্নি হইতে এবং বায়বণ হইতে রক্ষা করুক
 এবং আকর্ষণনামক বাণী শত্রুঘাত হইতে আমাকে রক্ষা করুক । ৫১
 মোহননামক বাণী নিজা উত্তম অউলম্ব প্রদান করত আমাকে সকল
 প্রকার ভূত, পিণাচ ও যম হইতে রক্ষা করুক । ৫২
 হানী আমাকে জ্ঞান বিধানে এবং শাস্ত্রবাদে সর্বদা রক্ষা করুক এবং
 পুস্তক মমের সহস্র বৃদ্ধি করত আমাকে রক্ষা করুক । ৫৩
 বর সর্বদা বায় ও তেজ বর্জন করত আমার গৃহে রক্ষা করুক । এবং
 ভূতিভাবন অভয়ও আমাকে অভয় প্রদান করিয়া রক্ষা করুক । ৫৪
 হ নিত্য আমার হৃদয়ে, স শীর্ষদেশে, র শুভদেশে এবং সৌঃ কণ্ঠ ও পার্শ্ব-
 দেশে রক্ষা করুক । ৫৫
 বকার আমার সকল প্রকার নাড়ীতে, এবং সৌঃ আমার মস্তকে রক্ষা
 করুক । আকাশে ইন্দ্র রক্ষা করুন এবং অক্ষা সর্বত্র রক্ষা করুন । ৫৬
 বিদ্যা ও অবিন্যাস ভাবিনী, কামরূপা, আদিয়ায়া এবং বায়বণে ফুলা ও
 সূক্ষ্মাকারে অমুভূয়মানা জ্ঞান ও ইন্দ্রাণি বেদগনকর্তৃক অর্চিতা এবং ভূতিদাত্রী
 তৈশ্বরী সর্বত্র আমার রক্ষা করুন ৫৭-৫৮

* কচিৎসময়িকঃ শ্লোকঃ ।

† অধিকাংশেভী পুস্তকভয়ভূতো শ্লোকো ।

বর্ণাস্তে নিখিনাস্তনাবচলিত ত্বং কামিনীকামদা ।
 ত্বং দেবী ত্রিপুরে কবিত্বমমলং সৌভাগ্যযুগৈঃ কুরু ॥ ৬০
 ইদম্ কবচং দেবী। যো জানাতি স মম্ববিৎ ।
 নাশয়েৎ ব্যাধয়ন্তস্ত ন ভয়ঞ্চ সঙ্গা কচিৎ ॥ ৬১
 ইতি তে পরমং শুভমাখ্যাতং কবচং পরম্ ।
 তন্তুঞ্চয় মহাভাগ ততঃ সিদ্ধিমবাপ্সসি ॥ ৬২
 ইদং পবিত্রং পরমং পুণ্যং কীৰ্ত্তিবিরক্তনম্ ।
 ত্রিপুরায়াস্ত্রিমূৰ্ত্তে কবচং মনোহরিতম্ ॥ ৬৩
 যঃ পঠেৎ প্রাতঃকথায় স প্রাপ্নোতি মনোগতম্ ।
 লিখিতং কবচং হস্ত কঠে গৃহ্নাতি মম্ববিৎ ॥ ৬৪
 ন ভয় পাত্রং কুন্তন্তি রূপে নস্তানি ভৈরব ।
 সংগ্রামে শাস্ত্রবাদে চ বিজয়ন্তস্ত জায়তে ॥ ৬৫
 ইদং কবচমজ্ঞাতা যো জগেদ্রিপুরাং নরঃ ।
 স নস্তযাতযাপ্নোতি ভৈরবীং সুনরীমপি ॥ ৬৬
 (বীজমুচ্চারয়েৎ যত্নে। পতবাগ্ দোষনিশ্চিতঃ ।
 সংযোগবোধঃ প্রত্যেকভেদশ্রবণগোচরঃ ॥ ৬৭
 যথৈব জায়তে সম্যগ্-যজ্ঞাদিনোষবজ্জিতঃ ।
 যথোচ্চারণকৃত্য তু সংযোগো বোধবৃক্ষম্ ॥ ৬৮
 প্রত্যেকভিন্নভাবোধঃ স কুঞ্জী জায়তে নরঃ ।
 ক্যাসান্যং প্রচুরত্বে তু ফলানামপি ভূষিতা ॥ ৬৯
 উক্তশ্রাবণো ন হি ত্যাগ্যো হৃদিতস্ত সমাচরেৎ ।
 যয়োক্তশাসমজ্ঞাতা ন কৃত্বা বা প্রমাদতঃ ॥ ৭০
 যঃ কুর্য্যাৎ পূজনং দেবী। আগ্নুয়াৎ স মহাপনম্ ।
 মন্ত্রান্ধর্য বিপ্রাসঃ সর্বযত্নেব কীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭১
 বৈকবৈ চাধবা ব্রৌহ্মে মহাভাগে২থ বা পুনঃ ।
 যন্তে কলেবরমতে মহামায়াপ্রপূজনে ॥ ৭২

তুমি ব্রহ্মাণী, তুমি ভবানী, তুমি বিশ্বভাবামর লক্ষ্মী, স্রুতি, যোগিনী, তুমি
 বাগ্মী, সূতগা তোমার মন্ত্র সংকেপত ধরিলেও হুই অমৃত । ৬১

এই সকল যন্ত্রের বর্ণ তোমার শরীরে অবিচলিত হইয়া রহিয়াছে, তুমি
 কামিনী এবং কামদা । হে দেবি ত্রিপুরে ! তুমি আমার নির্মল কবিত্ব এবং
 উচ্চ সৌভাগ্য বর্দ্ধন কর । ৬০

দেবীর এই কবচ যে জ্ঞাত হয়, সেই মম্ববিৎ, তাহার কখনই আদি ব্যাধি
 বা ভয় হয় না । ৬১

এই অস্ত্রের শুভ কামাখ্যাকবচ তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম ; হে
 মহাভাগ । তুমি ইহার সেবা কর, তাহা হইলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । ৬২

ইহা পরম পবিত্র, পুণ্য এবং কীৰ্ত্তির বর্দ্ধন । ত্রিমূর্ত্তি ত্রিপুরার এই কবচ
 আমি তোমাকে বলিলাম । ৬৩

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই কবচ পাঠ করে, সে মনোগত কল প্রাপ্ত
 হয় । ৬৪

যে মন্ত্রস্ত ব্যক্তি লিখিত কবচ কঠে গ্রহণ করে, হে ভৈরব । যুদ্ধে শত্রু সকল

মহত্ত্বাসে ন বা কুৰ্ব্বাৎ কুৰ্ব্বাভ্যন্তর বাচয়েৎ ।
 অঙ্গরাগেষু সিন্দুরং শ্যামেন্দ্ৰ মদিরা শুধ্যা ॥ ৭০
 বস্ত্রং বস্ত্রং কৌশল্যং ত্রিপুরাশ্রীতিদং যতম্ ।
 ত্রয়ো দীপাঃ প্রসাদব্যাঃ পঞ্চ বা মল্ল ভৈরব ॥ ৭১
 ইতো ন্যানান্ ন প্রদত্যাং ত্রিপুরাশ্রী কদাচন ।
 মল্লিকায়ামতীকুলং যকো দ্রোণঃ সিংহাদ্রুম ॥ ৭২
 তরুপুল্পানি^১ ত্রিপুরাশ্রীতিদানি তু ভৈরব ।
 রক্তাদ্রুমং অবা রক্তা করবীরোহথ কোমলঃ ।
 রক্তং ত্রিপুরাশ্রীতব্যাঃ শ্রীতিদা শ্রেহকাঞ্চনৈঃ ॥ ৭৩
 ইদন্তে কথিতং পুত্র সংক্ষেপাদেব ভৈরব ।
 অবাণ্য লিঙ্গিং পদমাং যয়ং বিস্তারয়িষ্যসি ॥ ৭৪
 আরাধ্য ত্বং মহামায়ামবাণ্য চ গণেশতাম্ ॥ ৭৫
 কল্পমস্ত্রোষমস্ত্রাণাং ত্রিবিম্বসি বিজ্ঞানকঃ^২ ।
 অস্ত্রাঙ্গিপুরভৈরব্যাঃ তরুপুল্পানি যানি তু ॥ ৭৬
 তানি সারস্বতাত্মানি যজ্ঞাঃ সমাঙ্গদীপিতাঃ ॥ ৭৭
 সরস্বতী তু যা দেবী বীণাপুস্তকধারিণী ।
 অক্ষমণ্ডলুহতা চ দক্ষিণে তরুবর্ণিকা ॥ ৭৮
 মহাচলপৃষ্ঠহা সিংহপদোপরিস্থিতা ।
 তরুবর্ণা তরুবস্ত্রা তরুভরণভূষিতা ॥ ৭৯
 ত্র্যম্বক বাগ্ভবাত্ম্যং নেত্রবীজং দ্বিতীয়কম্ ।
 কৃষ্ণান্তে বিনিমোষ্টব্যম যজ্ঞং প্রাক্প্রতিপাদিতম্ ॥ ৮০
 বরদাভরণহস্তা চ মালা পুষ্পকধারিণী ।
 তরুপদ্যাসনগতা সা পত্রা বাক্ সরস্বতী ॥ ৮১

তাহার শরীর ছেল করে না। সংগ্রামে বা শাস্ত্রীয় তর্কে তাহার জয় হয়, কে
 বিষয়ে সংশয় নাই। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি ত্রিপুরার পূজা করে-
 সে মস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়। ৬৬-৭৬

হে পুত্র ভৈরব। এই তোমায় সংক্ষেপে সকল কথা বলিলাম, তুমি পঞ্চম
 সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজেই ইহার বিস্তার করিবে। ৭৭

সেই মহামায়ার আরাধনা দ্বারা গণেশ আধিপত্য লাভ করিয়া কল্পমস্ত্রসমূহ
 এবং তন্ত্রের স্বয়ং বিস্তারক হইবে। এই ত্রিপুর-ভৈরবী দেবীর যে সকল
 তরুরূপ, তাহা সারস্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ, যজ্ঞও ঐরূপ জানিবে। ৭৮-৮০

যে সরস্বতী দেবী বীণাপুস্তকধারিণী, তরু কমণ্ডলুহতা, দক্ষিণে তরুবর্ণধারিণী,
 মহাচলপৃষ্ঠহা, শ্রেতবর্ণপদোপরিস্থিতা, তরুবস্ত্রা, তরুবর্ণা, তরুভরণভূষিতা ।
 ৮১-৮২

তাহার দ্বিতীয় নেত্রবীজ-সংযোগে বাগ্ভবাদি দ্বারা যজ্ঞ পূর্বে প্রতিপাদিত
 হইয়াছে। ৮৩

বরদা, অভরণহতা মালাপুস্তকধারিণী, তরুপদ্যাসনগতা, বাক্ রূপা সরস্বতী ।
 ৮৪

১।পুষ্পকম্ ।

২। বিজ্ঞানকঃ ।

৩। { } বকনী মধ্যস্থিতো গ্রহঃ পুস্তকাত্মক-সম্বতঃ ।

মালাবীজান্যকরন্তু দ্বিকৃতকর্ণচন্দ্রকম্ ।
 মন্ত্রমন্তাঃ পুরা শ্রোতং তদ্বৎ সামান্যমীরিতম্ ॥ ৮৫
 এষা তু যা ব্রহ্মবর্ণা বৃণ্ডমালাবিভূষিতা ।
 তন্তাঃ শ্রোতঃ পুরা মন্ত্রঃ সা তু বৃদ্ধা সরস্বতী ॥ ৮৬
 বর্গমন্ত্রস্তথৈতন্মন্ত্রোদয়োদশনিক্রপণে ।
 এষা কবিক্ষণ্যদ্রোণতত্ত্ববাদবিনিষ্টয়ে ॥ ৮৭
 সুখসম্পদকরা শ্রোত্ৰাঃ নিত্যমেব তু ভৈরব ।
 অস্তা ব্যাস্তসমৈশ্চ তত্ত্বরক্তাদিভেদতঃ ॥ ৮৮
 চতুঃষষ্টিমূর্ত্তয়শ্চ ত্রৈপুণ্যাহুত বাণভবম্ ।
 মহামায়া যোগনিদ্রা মূলভূতা জগৎপ্রসূঃ ॥ ৮৯
 জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী বিদ্যাবিদ্যাপরম্বিকা ।
 তন্তা এব মহাভাগ ত্রিপুৰাদ্যা বিভূতয়ঃ ॥ ৯০
 প্রস্তুতাঃ কথিতা নিত্যং তাঃ বয়ংগত এব হি ।
 ইতি তে কথিতং পুত্র মহাদেব্যা মনোহরম্ ॥ ৯১
 ব্রহ্মণ্য বামদাক্ষিণ্যং মন্ত্রসিদ্ধিং বৃণু মে ॥ ৯২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিপুৰাকবচং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

দ্বিকৃত সর্পিচন্দ্র বালা-বীজাদিকর ইহার সামান্য মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৮৫

বৃদ্ধা সরস্বতী ব্রহ্মবর্ণা, বৃণ্ডমালাবিভূষিতা । তাঁহার মন্ত্র পূর্বক বলা হইয়াছে । ৮৬

হে ভৈরব ! ইহার মন্ত্রযন্ত্র প্রয়োদশে নিক্রপিত হইয়াছে । ইহারা সকলে কবিষ্ণু শাস্ত্রোব এবং তত্ত্ববাদের বিনিষ্টায়ক, আর সুখসম্পদকর বলিয়াও উক্ত হইয়াছে । তত্ত্বরক্তাদিভেদে এবং ব্যাস্ত সমস্তরূপে ইহাদের মূর্তি চৌষট্টিপ্রকার, সকলই ত্রিপুৰার অন্তর্গত । ৮৭-৮৮

মহামায়া যোগনিদ্রা, জগৎপ্রসবিনী, মূলপ্রকৃতি, জগতের মাতা, জগতের ধাত্রী এবং বিদ্যা-অবিদ্যাক্ষিকা । ত্রিপুৰাদি দেবী সমুদয় তাঁহারই অংশ, ইহা হইতে তাঁহারা সকলে উৎপন্ন হইয়াছেন । ৮৯-৯০

হে পুত্র ! এই তোমার নিকট মহাদেবীর বামদাক্ষিণ্য মনোহর ব্রহ্মণ্য কথ্য বলিয়ায়, একপে মন্ত্রসিদ্ধির কথা শ্রবণ কর । ৯১-৯২

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৫

২। অত্র মন্তক-পুরা শ্রোত্ৰাঃ ।

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

মস্ত্রত্বমিমেদৈক্যং গুহ্যোপাস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১
 তত্র সিকং সুসিকক সাধ্যং শাস্ত্রবদেব চ ।
 মস্ত্রং চতুর্বিধং প্রোক্তং তদ্বিকল্পকরভেদতঃ ॥ ২
 বর্ণক্রমঃ শাস্ত্রতত্ত্ব যো যয়া ভাবিতঃ পুরা ।
 তদ্রানো ভৈরব জ্যোতী পশ্চাচ্চক্রং শৃণু মে ॥ ৩
 বর্ণানান্ত মুখাদীনাং বৈক্যবোতস্ত্রসংজ্ঞকঃ ॥ ৪
 যঃ প্রোক্তোহস্ত্রমহামন্ত্রস্তস্তাসন্নক্ষরাপি তু ।
 মূলভূতানি ভাগেব ভতোহস্থানপি বর্জয়েৎ ॥ ৫
 অকারশ্চ ককারশ্চ চটকারৌ ভৈধেব চ ।
 তপকারৌ যকারশ্চ বর্ণাষ্টাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৬
 অ আ ই ই উ উ ঋ ঋ ২ ২ এতেহবীর্ঘদীর্ঘকাঃ ।
 এ ঐ ও ও বিসর্গশ্চ বিন্ধ্যনির্যাজিকস্তথা ॥ ৭
 স্বনেনরন্তরজ্যশ্চেতি কীৰ্ত্তিতান্ত্র বরা অমী ।
 ঋকারশ্চ গকারশ্চ ঘ ঙা বর্ণঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 ব্যঞ্জনকারানিছজ্যে টকারৌ পরমশ্রুতঃ ।
 উকারশ্চ ঙকারশ্চ ভৈরবলক্ষ্যাদিরেব চ ॥ ৮
 শকারান্তত্বভীষোহয়ং বর্ণোষ্ঠাদিঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 ঞকারশ্চ দকারশ্চ ধর্ম্যশঙ্খাদিরেব চ ॥ ৯

বেতাল-ভৈরবের সিদ্ধিলাভ

ভগবান্ বলিঙ্গেন,—মস্ত্র ত্বচ্চি দেখিরাই উত্তম মস্ত্র গ্রহণ করিবে । অক্ষর-ভেদে মস্ত্র চারি প্রকার—সিক, সুসিক, সাধ্য এবং শাস্ত্রব । ১-২

আমি পূর্বে যে বর্ণক্রম বলিয়াছি, হে ভৈরব । প্রথমে উহা বিদিত হইয়া পারে আমার চক্র গ্রহণ কর । ৩

পূর্বে মুখাদি বর্ণের বৈক্যবো তত্ত্বসংজ্ঞক । ৪

যে মহামন্ত্র বলিয়াছি উহাতে যে সকল অক্ষর মূলীভূত, সেই সকল অক্ষর এবং তদ্বিধ অস্ত্র অক্ষরও বর্জিত করিবে । ৫

অকার, ককার, চকার, টকার, তকার, পকার এবং যকার ইহারা বর্ণের জ্ঞান অক্ষর বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ৬

আ, ই, উ, ঋ, ২ এবং এ, ঐ, ও, ও, ২, ২ ইহারা দীর্ঘ বলিয়া খ্যাত হয় । ইহাদের ত্রয় দীর্ঘ ভেদ দুইরূপ । ৭

অনন্ত এবং বয় এই সকলেরই স্বরূপ আমি পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি । ঋ, ঋ, ঘ, এবং ঙ ইহারা ব্যঞ্জনাদির মধ্যে ককারাদি বর্ণ ; ছ, জ, ঞ, ঞ ইহারা পর অর্থাৎ চকারাদি বর্ণ, ঠ, ড, ঢকা শব্দের আদ্যক্ষর অর্থাৎ চ এবং ৭ ইহারা টকারাদি ভূতীয় বর্ণ । ৮

খ, দ, ধর্ম্য শব্দের আদি-ধ এবং নর শব্দের আদি-ন ইহারা চতুর্থ বর্ণ । ৯

নবলক্ষ্যং চৈবানিচ্ছতুর্থো বর্ণ উচ্যতে ।
 ফলশব্দস্ত বন্ধাদির্বহুশব্দানিৱেব চ ॥ ১০
 ঙ্কারো ঘ ন শব্দাদিঃ পঞ্চমো বর্ণ উচ্যতে ।
 যকারস্ত রকারস্ত লকারো বহুত্বেব চ ॥ ১১
 ঞ্জিচ্ছতুৰ্ব্বর্ণকোহয়ং বঠো ভৈরব উচ্যতে ।
 শযসা হঃ শ্চকারস্ত সংযোগঃ পরিবেদকঃ ॥ ১২
 শঙ্খভিঃ শেষবর্ণোহয়ং সপ্তমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 সংযোগাযোগসংলোমপ্রতি লোমৈৱিমে সূত ॥ ১৩
 বর্ণাঃ স্যাম্ভূতানাথাদৌ বাহ্যাজ্জৈপি চ ভৈরব
 চতুৰ্ব্বর্ণপ্রদা বর্ণাঃ সুখদুঃখকরাস্থথা ॥ ১৪
 রোগঞ্চ ভেজসম্পূজ্যপূজ্যকাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 অহং বিষ্ণুশ্চ ব্রহ্মা চ শায়ত্রী ব্রহ্মবাতৃকাঃ ॥ ১৫
 অপরং ব্রহ্মবর্ণার্থে পরব্রহ্মসূত্রপ্রদম্ ॥ ১৬
 অপরং ব্রহ্মকুশলঃ পরব্রহ্মবিগচ্ছতি ॥ ১৭
 সিন্ধুক্ষুরীঘরো বর্ণাঃ সপ্তমিতি শ্রেষ্ঠয়া পুনঃ ।
 সসজ্জং ধনং বজ্রে ত্ৰাং ব্রহ্মবজ্রে চ বৈ স্থখং ॥ ১৮
 অহং সকলান্ বর্ণান্ ক্রমা ভৈরব তত্ত্বকম্ ।
 অকারবহুলং পুত্র জ্ঞানমার্গং বিবৰ্দ্ধয়ন্ ॥ ১৯
 য ইমে গদিতা বর্ণা যথা বর্ণবিনিশ্চয়ে ।
 যন্তত্বত্রিবিবেকার্থং বর্ণচক্রে ততঃ শৃণু ॥ ২০
 শক্তিগন্তুয়কপিণ্যো রেখে ঘে প্রথমং স্তম্ভে ।
 স্তম্ভাভ্যন্তঃ পুনাবেবে বিষ্ণুসম্মীতলে তথা ।
 ততোস্ত রেখাচৌর্মধ্যে ঘে রেখে সমতো স্তম্ভে ॥ ২১

ফল শব্দের আদি ক, বর্ণ শব্দের আদি ব, ত এবং বহু শব্দের আদি—ম ইহারা পঞ্চম বর্ণ । ১০

যকার, রকার, লকার এবং বকার এই চারি অক্ষরেই ষষ্ঠবর্ণ । ১১

ন, ব, ল, হ এবং সংযোগ পরিবেদক শ্চকার এই পাঁচটি অক্ষরে শেষ অর্থাৎ সপ্তমবর্ণ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ১২-১৩

হে ভৈরব ! যজ্ঞাদিতে বর্ণ সকল সংযোগ, অযোগ, লোম, প্রতিলোম এবং বাহ্যমাত্র হইয়া থাকে । বর্ণ সকল চতুৰ্ব্বর্ণপ্রদ, সুখ ও দুঃখকর । ১৪

রোগ, ভেজঃ, সম্পূজ্য এবং পূজ্যক বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হয় । আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বেদমাতা শায়ত্রী এবং অপর ব্রহ্মবর্ণ ইহারা পরব্রহ্ম সূত্রদায়ক । ১৫-১৬

অপর ব্রহ্মতত্ত্বজ ব্যক্তির পরব্রহ্ম সুখলাভ করে । ১৭

ঈশ্বর জগৎস্বরের সিন্ধু হইয়া আগনার ইচ্ছানুসারে বর্ণ সকলের সৃজন করিয়া আমার এবং ব্রহ্মার বজ্রে উহাদিগকে স্থাপিত করেন । ১৮

হে পুত্র ভৈরব ! আমি জ্ঞানমার্গের বৰ্দ্ধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া এই সকল বর্ণের বিকাশ করিয়া অনেক শাস্ত্রের রচনা করিয়াছি । ১৯

আমি বর্ণের নিশ্চয়ের নিমিত্ত সেই সকল বর্ণের গণনা করিলাম । এক্ষণে যন্তত্বত্রির বিবেকের নিমিত্ত বর্ণচক্রে বিবর কীৰ্ত্তন করিতেছি এবং কর । ২০

তন্তু চক্রস্ত চারৈশ্ব রেখাস্ত পরিসংখ্যয়া ॥ ২২
 তন্তুস্ত প্রণাতব্যঃ স্বরমধ্যে তু ভৈরব ।
 ত্রিঘণানাক তথা বর্ণাঃ সন্ধয়োহ্যকৌ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ২৩
 নেমস্তন্ত চত্বোহস্ত সন্ধিমধ্যে কীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ২৪
 অষ্টোবসংযুতং চক্রং চতুর্নেমিসমবৃত্তম্ ।
 বহির্বেষ্টনসংযুক্তং বর্ণচক্রং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৫
 মেঘাদীনাঞ্চ রাশীনামুদয়াস্তপ্রতিজ্ঞয়া ।
 ইদমেব ভবেচ্চক্রং জ্ঞানলীলুপ্তিকারকম্ ॥ ২৬
 ইদং চক্রং লিখিত্ব তু সমভূমাবুদযুধঃ ।
 প্রাথুধো বা লিখেঘণাঙ্কচিরিয়ে নমন্ গুরুম্ ॥ ২৭
 প্রদক্ষিণং লিখেতন্মিন্ বর্ণাংস্তেষেব তু ক্রমাৎ ।
 পুরোমেঘাবকারকুৎ ককারঞ্চাপি বৈ লিখেৎ ॥ ২৮
 অকারং বর্জ্যেদদীর্ঘমীকারঞ্চ স্বরেষু বৈ ।
 অকারাদিন্ধকারান্তং স্ত ১২ ইনংপর্বজিতম্ ॥ ২৯
 প্রদক্ষিণক্রমাদেব লিখিত্ব বর্ণসংগমম্ ।
 স্থনামান্যকরং যুগ্ম কুর্য্যাস্ত গণনক্রমম্ ।
 মন্ত্রশাস্ত্রকরং যাবৎ সিদ্ধাস্তং তত্র যোজয়েৎ ॥ ৩০
 নৈবকপককে সিদ্ধঃ সাধ্যঃ যজ্ঞঃপুণ্যপুণ্ডিতিনু ।
 ত্রিসংস্কেপাদশেষেব সুসিদ্ধঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩১

প্রথমে শক্তি এবং শক্ত স্বরূপ রেখাষ্টকের বিস্তার করিবে। তাহার অষ্ট
 দিশা পূর্বে বিষ্ণু এবং লক্ষীভস্বরূপ দুইটি রেখা অঙ্কিত করিবে। এই দুই
 রেখার মধ্যে সমানভাবে আর দুইটি রেখার বিস্তার করিবে। ২২-২৩

হে ভৈরব। এই চক্রের অরদেশে সংখ্যানুসারে রেখার অঙ্কন করিবে এবং
 আর মধ্যে চারিটি রেখার বিস্তার করিবে। ২৪

এইরূপে ভেদ প্রাপ্ত অরদিগের আটটি সন্ধি কীৰ্ত্তিত হইয়াছে এবং সন্ধিমধ্যে
 চারিটি নেমি অবস্থিত। ২৫

উত্তর যুগ্ম হইয়া অষ্ট অরযুক্ত চক্রের বিস্তার করিবে এবং পূর্বযুগ্ম হইয়া
 চতুর্নেমিযুক্ত চক্রের অঙ্কন করিবে। বর্ণচক্র এইরূপে অঙ্কিত করিয়া বাহিরে
 একটি বেষ্টন দ্বারা ঘেরিবে। ২৬

এই চক্র দ্বারা যেখানি রাশির উদয় পরিজাত হওয়া যায় এবং ইহা লীলুপ্তির
 কারক। ২৭

উত্তরযুগ্ম বা পূর্বযুগ্মে উপবিষ্ট, বিশুদ্ধ সমভূমিতে এইরূপ চক্র অঙ্কিত
 করিয়া ইষ্টপুরুকে প্রণাম করত বর্ণের বিস্তার করিবে। ২৮

প্রদক্ষিণ করত উত্তর দিক হইতে ক্রমশঃ বর্ণের বিস্তার করিবে। প্রথমে
 অকার বা ককার লিখিবে না। ২৯

হে সুব্রহ্মরি। ককার এবং দীর্ঘ ইকারেরও বর্জ্যম। ব, ট, ঠ, ঞ, শ
 বর্জিত অকারাদি ককারান্তবর্ণসমূহ প্রদক্ষিণক্রমে লিখিয়া আপনার নামের
 আদ্যকর গ্রহণ করিবে। যে পর্য্যন্ত মন্ত্রের আদ্যকর প্রাপ্ত না হয়, ক্রমশঃ গণনা
 করিবে এবং উহাতে সিদ্ধাদিরও যোগ করিবে। ৩০-৩১

দ্বাদশাষ্টচতুর্থেষু* শত্রে বাঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 সিদ্ধেইনবাচিরাং সিদ্ধিঃ সাধ্যাঃ কালেন সিধ্যতি ॥ ৩২
 ত্রয়াশ্রয়ন্তে শত্রে সুসিদ্ধাঃ সিদ্ধিমোহচিরাং ।
 যো যো বর্ণক্রমঃ প্রোক্তো মন্ত্রে দক্ষিণগোচরে ॥ ৩৩
 বাম্যারামনমন্ত্রে ক্রমঃ পূর্বেই ভৈরব ।
 ঙ্গ লং বহুং ৬ঃপমাবর্জ্যাক্ষং বর্ণগোচরে ॥ ৩৪
 লিখেতামক্রমেণৈব শুভ্র বর্ণান্ত মন্ত্রবিৎ ।
 বৃসিৎহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রবস্তু চ ॥ ৩৫
 একাকরাক্ষরান্ধাণাং ন সিদ্ধাদিবিচিন্তনম্ ।
 বীজেষু চাপি সর্কেষু দীক্ষার্থেষু চ ভৈরব ॥ ৩৬
 সিদ্ধাদিচিন্তা নো কার্যা গ্রাহ্যন্ত দশ বশুকম্ ।
 সুসিদ্ধং কাশনং গ্রাহ্যং সাধাসিদ্ধবিচারানাং ॥ ৩৭
 ন গ্রাহ্যঃ শাক্তবো বীদৈর্গৃহীত্বাপ্রোক্তি চাপদম্ ।
 যো বৈতকাক্ষরো মন্ত্রভ্রাতা স নিশ্চয়তে ॥ ৩৮
 সহিত্তকজবিন্দুভ্যাং ত্রয়োমিতি বদ্যতে ।
 শুভা শক্ৰো নকারঃ ক্ষাং সার্কচক্ৰঃ সবিদ্যুতঃ ॥ ৩৯
 ন এব শক্ৰবীজং কান্তবাক্ষক্যপি যোজয়েৎ ।
 যত্রোচ্চারেতু সর্কজ পরতঃ পরতঃ পুরঃ ॥ ৪০

আপদ্যক সাধের আদ্যকর হইতে মন্ত্রের আদ্যকর নবম, প্রথম বা শকম
 হইলে সিদ্ধ হয়, মর্চ, যুগ্ম বা বশম হইলে সাধ্য এবং তৃতীয়, মন্ত্র বা একাদশ
 হইলে সুসিদ্ধ হয় । ৩১

দ্বাদশ, ত্রয়ো বা চতুর্থ হইলে শাক্তব বসিয়া গণ্য হয় । সিদ্ধ হইতে অচি-
 ক্তেই সিদ্ধি লাভ হয়, সাধ্যঃ বহুকালে সিদ্ধিলাভক । ৩২

শক্ৰ কারের বিনাশকারী এবং সুসিদ্ধও অচিরকালে সিদ্ধি প্রদান করে । ৩৩
 মন্ত্রের দাক্ষিণ্য বিধিতে এইরূপ বর্ণ ক্রম উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাম্যারামন
 মন্ত্রের ক্রম বলা যাইতেছে । ঙ্গ ব্রহ্ম-দীর্ঘ এই প্রকার ইকার, ঙ্গ, ঞ্, ণ, ম
 এবং য, র, ল বর্ণমন্ত্রবিৎ এই সকল বর্ণকে বর্ণচক্রে ক্রমণঃ লিখিবে । ৩৪-৩৫

বৃসিৎহু, অর্ক, বরাহ, প্রাসাদ এবং প্রণব এই সকলের যে একাকর বা দ্ব্যকর
 বীজ আছে, তাহাতে সিদ্ধাদির চিন্তা করিবে না । ৩৬

হে ভৈরব । দীক্ষার্থ মনুষ্য য কেই সিদ্ধাদির চিন্তা করিবে, এবং যে মন্ত্রকে
 আবশ্যক বিবেচনা করিবে তাহাকেই গ্রহণ করিবে । সাধ্য এবং সিদ্ধির
 যিনিচ্চেষ্টে দ্বাদশ সুসিদ্ধ এবং কামপ্রদ হইবে, তাহারই গ্রহণ করিবে । ৩৭

লিখিতেরা শাক্তব মন্ত্রের গ্রহণ করিবেন না, উহা গ্রহণ করিলে বিপৎ প্রাপ্ত
 হয় । যে বর্ণ যাচার একসেন, উহা ভ্রাম্যক মন্ত্র বলিয়া ভ্রাসিদ্ধ হয় । ৩৮

উহাও অর্কচক্রে ও বিন্দুযোগ করিলে বীজ বলিয়া বিখ্যাত হয় । যেমন
 শক্ৰের মন্ত্র শকার, উহা অর্কচক্রে এবং বিন্দুযুক্ত হইলে বীজ বলিয়া কথিত হয়,
 এইরূপ অগত্য জানিবে । ৩৯

সকল প্রকার মন্ত্রের উচ্চারণে পরে পরে অর্থাৎ অনুলোমক্রমে গণনা করিতে
 হইবে । ৪০

পূর্বতোহপি পরে কার্যমনুজঃ পূর্বপক্ষকঃ ।
 যদা ষোড়শসাহস্রং বৈষ্ণব্য মন্ত্রসকলম্ ॥ ৪১
 চক্রে নিরীক্যতে তত্র ষোড়শারং তু চক্রম্ ।
 বিংশতিস্ত সহস্রানি ত্রিপুরায়া যদীকতে ॥ ৪২
 ষাট্রিশারং তত্র চক্রে লেখনীকং সদা বুধৈঃ ।
 ইদম্বেব মহাচক্রে ষোড়শারাদিকং কৃতী ॥ ৪৩
 কুর্যাদধিকরেখাভির্মন্ত্রতন্ত্র্যন্তরে যুত
 ইত্যন্তে কথিতা পুত্র মন্ত্রসিদ্ধিরভীষ্টয়া ॥ ৪৪
 জানাতি সম্যক্ য ইমাং স জরী কাশমাশ্রুত্যাং ।
 রহস্যং পরমং পুত্র প্রয়োগাদিপ্রকারতঃ ।
 বক্ষ্যামি তৎসমাসেন শৃণু বেতালভৈরব ॥ ৪৫
 দন্তঃ পক্ষবিড়ালস্ত তদ্বৃচা পরিবেষ্টিতঃ ।
 নির্মালোন তু বৈষ্ণব্য তৎ সংবেষ্টা গুণত্রয়ম্ ॥ ৪৬
 তত্ত্বা বাসনুত্রস্ত তত্ত্বশ্রেণে যজ্ঞিতম্ ।
 গৃহীত্ব দক্ষিণে পাণৌ মন্ত্রাণাং শতমাদিতঃ ॥ ৪৭
 সঞ্চয়েদথ বৈষ্ণব্য অষ্টম্যাং নিম্নতেল্লিয়ঃ ।
 তত্ত্ব দক্ষিণে বাহৌ বাধ্যং যজ্ঞোত্তমং বুধৈঃ ॥ ৪৮
 ততো দ্বাদশসিদ্ধঃ স্যাদর্থা চেষ্টাভিত্তিসীম্ ।
 জয়ং সংগ্রামবাদেরু পরীক্ষাপ্যরোপিতা ॥ ৪৯
 বশকম্বাজপুজাণাং রাজ্ঞামপি চ সমুত্তম্ ।
 ভূতপ্রেতপিষাচাশ্চ নো যাতি নেত্রগোচরে ॥ ৫০

কোন কোন যজ্ঞে পূর্ব হইতে পরে অর্থাৎ বিশেষক্রমেই দণ্ডনা হইয়া থাকে, বিশেষ উক্তি না থাকিলে পূর্বপক্ষই আশ্রয়ণীয় । ৪১

যেহেতু বৈষ্ণবীর্ষ ষোড়শ সহস্র চক্র দুইট হই, এইজন্য চক্রে ষোড়শ অঙ্কযুক্ত করিবে । ৪২

ত্রিপুরার যজ্ঞ বিংশতি সহস্র, এইজন্য পণ্ডিতগণ ত্রিপুরার নিমিত্ত ষাট্রিশটি অঙ্কযুক্ত চক্র করিবে । ৪৩

ষোড়শ অর্থাৎ চক্রেই প্রধান চক্র, পণ্ডিত মন্ত্রতন্ত্রনিয়মে আরও অধিক রেখাঘারা চক্র নির্মাণ করিতে পারেন । ৪৪

হে পুত্র । তোমাকে এই অভীষ্টপ্রদ মন্ত্রতন্ত্রের বিবরণ বলিলাম । যে ইহা সম্যক্রূপে জানে, সে জরী হইয়া সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ করে । ৪৫

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব । ইহার প্রয়োগাদির প্রকার অতিরহস্য ; আমি তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর । ৪৬

পক্ষ বিড়ালের দন্ত উহার ত্বক্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া বৈষ্ণবীর্ষ নির্মাল্যের সহিত উহাতে দ্বাদশমূত্র রক্ষুনির্মিত গুণত্রয় বৈষ্ণবী মন্ত্রদ্বারা সমস্ত্রিত করিয়া পরিবেষ্টন করিবে । ৪৭

পরে উহা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া অষ্টমীতে নিতেল্লিয় হইয়া প্রথম হইতে বৈষ্ণবীর্ষ শত মন্ত্র জপ করিবে । ৪৮

অনন্তর সেই উত্তম যজ্ঞ পণ্ডিতগণ দক্ষিণহস্তে ধারণ করিবেন । ঐ যজ্ঞ ধারণ করিয়া কর্তা যদি ভিত্তিভী ভোজন না করে, তাহা হইলে দ্বাদশ সিদ্ধি লাভ হয়,

যোষিতাং সমদানান্ত বশকৃচ্ছিতনাং সত্বৎ ।
 কুৰিবাণাং স্নেহপাক হাতুনাং স্তম্ভনং তথা । ৫১
 তেজসাং স্তম্ভকৈব চক্ষুস্তেজঃপ্রদং তথা ।
 বৃদ্ধি পক্ষবিভালয় হস্তং দত্তা শতত্ৰয়ম্ ॥ ৫২
 বৈষ্ণবীতন্ত্রমস্ত্র জপ্তা তং স্থাপয়েৎ গৃহে ।
 তং বিভালন্ত বা পশ্চেন্নলিনীবনিতা সুত ॥ ৫৩
 নাপুত্রা সা ভবিজী তু কদাচিদপি ভৈরব ।
 ভাণ্ডপক্ষবিভালন্ত মস্ত্র তিষ্ঠতি মন্দিরে ॥ ৫৪
 যুতাপত্যাপি উৎসাহে জীবৎপুত্রা প্রজায়তে ।
 কোকিলো ভূসরাজো বা চকোরো বা শুকোহথ বা ॥ ৫৫
 বৈষ্ণবীতন্ত্রমস্ত্রং যন্ত্রতো যজ তিষ্ঠতি ।
 বিয়ং ন মন্দিরে স্তম্ভ ভবিতু মুপ্রজা ভবেৎ ॥ ৫৬
 ন সর্পাত্ম সচ্ছতি গতাঃ খাদন্তি নো নরান্ ।
 নারী ন বক্রকী তস্ত মন্দিরেহপি প্রজায়তে ॥ ৫৭
 পক্ষমূর্ত্তেষ্টিকায়া নির্মাণ্যানি চ পঞ্চমঃ ।
 তেষাং বলীনাং বাৎসেন স্থাণাঃ পঞ্চা দিনত্ৰয়ম্ ॥ ৫৮
 অষ্টম্যাং তৎপুনর্দৈব্যা দত্তা তন্ত্রমস্ত্রিতৈঃ ।
 তৌবৈরভুজ্য ভূজীবাশ্বনসা চিত্তয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৫৯
 তস্মিন্ ভুক্তে তু দীর্ঘায়ুর্জ্ঞানোপকবিবজ্জিতঃ ।
 তেজসী পঞ্চদমনঃ কবিবাগ্মী চ জায়তে ॥ ৬০

সংক্রাম এবং বিবাহে জয় লাভ হয়, শরীর আকোমী হয়, রাজা এবং রাজপুত্র-
 লগ বশীভূত হন ; স্তূত, প্রোত এবং পিলাচের সর্জন হয় না। ৫১-৫০

সমদ যোষিদ্বন্দ্ব বশীভূত হয়, হিষ্ট্র সকল নষ্ট হয়। কুৰি, স্নেহা বাতু
 এবং তেজের স্তম্ভন হয় এবং চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হয়। ৫১

পক্ষ বিভালের মন্ত্ৰকে হস্ত রাখিয়া বৈষ্ণবীতন্ত্রমস্ত্র তিনশত বার জপ
 করিয়া ঐ বিভালকে গৃহে স্থাপন করিবে। ৫২

হে ভৈরব। যে বুলাজনা ঐ বিভালকে দেখিবে, সে কদাপি পুত্রহীন হইবে
 না। ৫৩

সেইরূপ পক্ষ বিভাল যে দ্রবের গৃহে অবস্থিত হয়, সে যুতাপত্যা (যড়াকো)
 হইলেও তাহার গৃহে জীবৎপুত্র হয়। ৫৪

কোকিলই হউক, ভূসরাজই হউক, চকোরই হউক অথবা শুকই হউক,
 বৈষ্ণবীতন্ত্রোক্ত যন্ত্রদ্বারা অস্তিমস্ত্রিত হইয়া যে গৃহে অবস্থান করে, তাহার
 প্রভাবে সে মন্দিরে কখন বিষ হয় না। ৫৫-৫৬

সে গৃহে সর্প প্রবেশ করে না, আর যদি কোনরূপে প্রবেশ করে, তবুও
 মনুষ্যকে লালন করে না এবং সে গৃহে বক্রানীচীও জন্মগ্রহণ করে না। ৫৭

পক্ষমূর্ত্তি চিত্তিদেবীর পাঁচটি নির্মাণ্য উহাদিগের বলির বাৎসের সহিত
 একত্র একটি স্থানান্ত্রে তিনদিন পাক করিয়া অষ্টমীতে সেই দেবীদিগের মস্ত্রে
 অস্তিমস্ত্রিত জলদ্বারা উহার আভ্যক্ষণ করিয়া পুনর্বার দেবীকে উহা নিবেদন
 করিয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া যে বনুস্ত্র ভোজন করিবে, সে দীর্ঘায়ু,
 প্রোদহীন, তেজস্বী, পঞ্চদমনকারী, কবি এবং বাগ্মী হয়। ৫৮-৬০

ললাটে যুক্তি কণ্ঠে চ বাহোঃ পাণ্যোস্তথা হৃদি । ৬১
 বৈকবীতন্ত্রমন্ত্রস্য যানি চাষ্টাঙ্করাপি চ । ৬২
 লিখিত্বা তানি চৈতেষু স্থানেষু যজ্ঞবিদ্বুধঃ ।
 কৃষ্ণং শীতলম্ভাজপত্বঃ সুষাবটকঃ । ৬৩
 অষ্টম্যাং সংযতো ভূতানবম্যাং প্রথমং নরঃ ।
 প্রতিষ্ঠানে শ্রুত্ব করমষ্টাবর্ষে অপেদ্বুধঃ ।
 আবর্তনে মন্ত্রাণাং ততোহনু পূজয়েচ্ছিবাম্ । ৬৪
 ততস্তস্মিন্ দিনে দেবী বিজাতীরং বলিত্বয়ম্ ।
 দত্তা সহস্রং যজ্ঞস্ত সন্ধ্যায়া জপমারভেৎ । ৬৫
 জপান্তে তু ইবিভুজ্য সংযতো ব্রহ্মণীং নয়েৎ । ৬৬
 এবং সকলকৃতে পুত্র রণে তস্য পরাজয়ঃ ।
 কদাচিদপি নো ভুগ্ন্যত চ বাদেষু শাস্ত্রতঃ । ৬৭
 বিধিষেবং সফলং কৃৎস্না রণকালে যথাতথা ।
 সপা লিখেৎ ক্ষত্রিয়স্ত বিজয়ায় রণেষু চ । ৬৮
 অপরস্ত রণাষ্টাঙ্গং গুহ্যমেতৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 অনেনৈব তু গুহ্যেন বিজাতী ত্বং ভবিষ্যসি । ৬৯
 ইতি নো কথিতং সৰ্ব্বং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং শুভম্ ।
 মুখসম্পৎকরং মন্ত্রং যজ্ঞতন্ত্রসমস্থিতম্ । ৭০
 যজ্ঞোক্তং ত্রিংশাঃ সৰ্ব্বৈ নিত্যং বাহুস্তি চামৃতম্ ।
 তদিতস্তে সমাখ্যাতং পুত্র বেতালভৈরব । ৭১

বৈকবীতন্ত্রমন্ত্রের যে আটটি অক্ষর আছে, উহাদিগকে ললাটে, যন্ত্রকে, কণ্ঠে, বাহুতে, হস্ততলদ্বয়ে এবং হৃদয়ে কৃষ্ণমরস অথবা লাকার সহিত বন চন্দন-দ্বারা লিখিয়া মন্ত্রবিৎ পণ্ডিত যনুস্ত সংযত হইয়া অষ্টমীতে অথবা নবমীতে উক্ত প্রত্যেক স্থানে করম্ভাস করিয়া মন্ত্রের আবর্তনপূর্বক আট আটবার জপ করিবে । তদনন্তর শিবায় পূজন করিবে ৬১-৬৪

অনন্তর সেই দিনেই দেবীকে তিন জাতীয় তিনটি বলি প্রদান করিয়া সহস্র-বার যজ্ঞ জপ করিতে আরম্ভ করিবে । ৬৫

জপের অবসানে ঘৃত ভোজন করিয়া সংযত হইয়া রাত্রি শাপন করিবে । ৬৬
হে পুত্র । এইরূপ একবার করিলে যুদ্ধে অথবা শাস্ত্রবাদে কখন তাহার পরাজয় হয় না । ৬৭

ক্ষত্রিয় রণকালে একবার এই বিধির অনুষ্ঠান করিয়া সকল বুদ্ধেই সর্বদা বিজয় লাভের নিমিত্ত মন্ত্রাঙ্কর উক্ত স্থানে লিখিবে । ৬৮

ইহা যুদ্ধের অপর একটি অষ্টাঙ্গরূপ অতি গুহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে । এই গুহ্য অনুষ্ঠান দ্বারাই তুমি বিজয় লাভ করিবে । ৬৯

ভোমাদেব নিকট সকল প্রকারে গুহ্য হইতে গুহ্যতম মুখসম্পৎকর যজ্ঞ যজ্ঞ ও তন্ত্রের সহিত কীর্ত্তন করিলাম । ৭০

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব । যে অমৃত ত্বা যজ্ঞ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত দেব-গণও সর্বদা অভিশাপ করেন, আমি ভোমাদিগের নিকট তাহার কীর্ত্তন করিলাম । ৭১

এতৎ সৰ্বং নরো জ্ঞাত্বা তদ্বৃত্তঃ পুত্র ভৈরবঃ ।
 সকাশানখিলান্ প্রাপ্য নিত্যং কৈবল্যমাপ্নুয়াৎ । ৭২
 শ্রুণোতি যঃ সৰ্বদৈব কথামানো বিজ্ঞোত্তমৈঃ ।
 ন তত্ৰ বিয়া জায়ন্তে নাপুত্রঃ স চ জারতে ॥ ৭৩
 দীর্ঘায়ুর্লব্ধক্চ নিত্যং প্রমুদিতঃ কৃতী ।
 বাহিতার্ঘ্যবাপ্নোতি দেবী গৃহ্যবাপ্নুয়াৎ । ৭৪
 গচ্ছতঃ কামরূপান্তঃপীঠং নীলাচলাশ্রয়ম্ ।
 কামাখ্যানিলয়ং গুহ্যং কুজিকাণীঠসংলকম্ ॥ ৭৫
 আকাশগঙ্গা যত্রাতি তত্ৰৈলবতিমিত্য চ ।
 তত্র বাসতং পূজ্যো মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।
 সা প্রসন্না চিত্তাদ্ভেবী বরদা নো ভবিষ্যতি ॥ ৭৬

ওঁর্ক উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা বৃষভাক্রচন্দ্রদ্য বেতালভৈরবো ।
 স পুত্রো হু পরিভ্রাজ্য তত্রৈবাস্তবদীপ্যত ॥ ৭৭
 ততস্তো নাটকং নৈলং পরিভ্রাজ্য উপস্থিতো ।
 আসেনতুর্মহাশানং বসিষ্ঠং ব্রহ্মণঃ সুভম্ ॥ ৭৮
 স হু সন্ধ্যাচলগতস্তো দৃষ্ট্বা সমুপস্থিতো ।
 সম্ভাক্ষ্যামাস মূনিঃ শিষ্যবর্তো হরাঅজো ॥ ৭৯
 ততস্ত্যোগদেবেন বসিষ্ঠেন মহাশনঃ ।
 অগ্নুভূক্তো মহাশৈলং নীলং কামাখ্যাগতম্ ॥ ৮০

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব । যে মনুষ্য এই সকল ব্রহ্মপুত্র জ্ঞাত হইয়া, সে
 নিত্য সমুদয় অভিলষ প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করে । ৭২

যে মনুষ্য ভ্রাজ্জগৎ কর্তৃক কথামান ইহাকে একবার যাত্রা করিয়া, তাহার
 কোন রূপ বিয় হই না এবং সে অপুত্রও হয় না । ৭৩

সে মনুষ্য দীর্ঘায়ু, বলবৃদ্ধ, নিত্য প্রমুদিত এবং কৃতী হয় এবং ইন্দ্রলোকে
 সমুদয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া তন্ত্ৰে দেবীলোক প্রাপ্ত হয় । ৭৪

তুমি নীলাচলনাথক সেই পীঠস্থান কামরূপে গমন কর । ঐ স্থানে কুজিকা
 পীঠনাথক কামাখ্যা দেবীর গুহ্য মিলয় আছে । ৭৫

যে স্থানে আকাশগঙ্গা আগমন করিয়াছে ঐ স্থানকে অভিষিক্ত
 করিতেছেন, হে পুত্রবর : সেই স্থানে জগন্ময়ী মহামায়া দেবীর আরাধনা কর ।
 সেই দেবী অচিরে প্রসন্না হইয়া তোমাদিগকে বর প্রদান করিবেন । ৭৬

ওঁর্ক বলিলেন, বৃষভাক্রচন্দ্র মহাদেব নিজ পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে এই
 কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ৭৭

অনন্তর সেই উপস্থি বেতাল ও ভৈরব নাটকশৈল পরিভ্রাম্য করিয়া ব্রহ্মণ
 পুত্র মহাশ্য বসিষ্ঠের নিকটে গমন করিল । ৭৮

তখন সন্ধ্যাচল গুহ্য সেই ব্রহ্মমুনি বসিষ্ঠ মহাদেবের পুত্র বেতাল ও
 ভৈরবকে উপস্থিত দেখিয়া শিষ্যের মত তাহাদিগকে সম্বোধন করিলেন । ৭৯

অনন্তর সেই বেতাল ও ভৈরব মহাশ্য বসিষ্ঠমুনির উপদেশ কামাখ্যাদেবীর
 আশ্রয় নীলনাথক পর্বতে গমন করিল । ৮০

উক্ত ব্রহ্ম মহাকানো বৈষ্ণবীতন্ত্রগোচরম্ ।
 আদ্যম্ কতিং তং দেবীং মহামায়াং জগদ্রম্যীম্ ॥ ৮১
 তৈরবাধ্যস্ত নিম্নস্ত নিকটস্থৌ শিবাশ্রমঃ ।
 আকাশগঙ্গায়াস্তায়া হৃদিলে নতুলোত্তরম্ ॥ ৮২
 বিদ্যায় নরশার্দুলৌ জগদ্রম্যমুত্তমম্ ।
 তং জগদ্রম্যীং বিদ্যায়ত্রং সিদ্ধমষ্টাক্ষরায়কম্ ॥ ৮৩
 বেতালস্ত তথাসাধ্যমষ্টলকাপি সংখ্যকঃ ।
 ত্রিভির্বৈষ্ণব লকণাং চতুর্নাং ব্রহ্মভূতঃ ॥ ৮৪
 ত্রিণাপুরাণচরণক ভৌ ভক্ত্যা সমকুর্ষতাম্ ।
 হৃদযদোত্তরতন্ত্রোক্তং কল্লোক্তং পুঙ্কনে কৃতম্ ॥ ৮৫
 ভৎসর্কং চক্রতুস্তৌ তু তং ত্রিহৃদৈপসংবৃতৌ ।
 কামাখ্যা ত্রিপুরাধীনামক্যাসাধপি পূজনম্ ॥ ৮৬
 সফলং কৃত্য পীঠযাত্রাং চেদ্রতুবিধিবস্তদা ।
 এবং ভৌ বদ্ধকবচৌ কৃত্যাসৌ হরাম্রভৌ ॥ ৮৭
 সূত্রীত্য চানুজগ্রাহ মহামায়াং ভৌ তদা ।
 ধ্যানমুত্তোক্ত জগদৌর্ধ্বজতোক্ত জগদ্রম্যী ॥ ৮৮
 নিবলিকং বিনির্ভিত্ত তদা প্রত্যেকতাং গতা ।
 তস্তাং বিনির্গতাক্যস্ত নিবলিকং ত্রিণাতবৎ ॥ ৮৯
 তৈরবো তৈরবী চেতি হেতুকস্ত তথা জগৎ ।
 তং বর্ষ তদা দেবীং বেতালো তৈরবস্তদা ॥ ৯০
 তং দৃষ্ট্য চাক্ষুর্লোকীং পীনোন্নতপরোধরাম্ ।
 বরদাভয়হস্তাঞ্চ সিদ্ধসূত্রাসিধাবিনীম্ ॥ ৯১

হে বরশার্দুল । মহাদেবের পুত্র মহাক্স বেতাল ও তৈরব সেই স্থানে গমন
 করিয়া তৈরবনামক শিবলিঙ্গের নিকট অবস্থান করত আকাশগঙ্গার অববাহন-
 পূর্বক হৃদিকায় একটি উত্তম মণ্ডল নির্মাণ করিয়া ও জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
 জগদ্রম্যী মহামায়াকে বৈষ্ণবীতন্ত্র গোচর করিয়া মন্ত্র জপ করিয়াছিল ৮১-৮৩

বেতালের মাধ্যমেই অষ্টাক্ষরায়ক সিদ্ধমন্ত্রের তিনবারে অষ্টলক্ষ জপ
 করিয়া তাহারা ভক্তিপূর্বক চাবিলক্ষ মন্ত্র জপের পর তিনবার করিয়া পাঁচটি
 পুরাণ করিয়াছিল । তাহারা সেই তিন বৎসরের মধ্যে পূজাদিষয়ে উত্তর
 তন্ত্র এবং কল্লোক্ত হইয়াছে, তাহা সকলই করিয়াছিল । ৮৪-৮৬

কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং অগ্নিত দেবীর একবার করিয়া পূজা করত বিবি-
 পূর্বক পীঠযাত্রা করিয়াছিল । ৮৬

এইরূপে সেই মহাদেবের পুত্রগণ কবচ ধারণ ও ভাস করিয়া সূত্রীত হইলে
 মহামায়া তাহাদিগকে অমুগ্রহ করিয়াছিলেন । ৮৭

তাহারা ধ্যানমু হইয়া মন্ত্র জপ এবং মনে মনে জগদ্রম্যী দেবীর পূজা
 করিতেছে, এমন সময় মহামায়া শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া তাহাদের প্রত্যেক
 হইলেন । ৮৮

লিঙ্গ হইতে দেবী নির্গতা হইলে ঐ লিঙ্গ তৈরব, তৈরবী এবং হেতুক এই
 তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল । বেতাল ও তৈরব তখন সেই দেবীর মূর্তি
 বর্ধন করিয়াছিল । ৮৯-৯০

রক্তপদ্মপ্রতীকাশাং সিতপ্রোক্তাসংস্থিতাম্ ।
 নিমীল্য নয়নদ্বন্দ্বং তদা বেতালঔভয়বৌ ॥ ৯২
 জাহি জাহি মহামায়ে উচুতুস্তৌ দুহস্মৃৎসুঃ ॥ ৯৩
 ততস্তস্মৈ মহাদেব্যে তেজসাপ্যায়িতৌ তু তৌ ।
 পশ্পর্শ বরহস্তযু চাক্রভাগেন বৈষ্ণবী ॥ ৯৪
 আপ্যায়িতৌ ততুস্তৌ তু স্পৃষ্টোযপি তথা পুনঃ ।
 আসেসুতুশ্চ দেবদ্বং মনুষ্যদ্বং বিহার চ ॥ ৯৫
 দেবতুস্তৌ তদা তৌ তু মহামায়াং অগময়ীম্ ।
 স্ততিস্তিনু-স্তিত্তিক্ষেতি তদা তুষ্ণৈবতুঃ শিবাম্ ॥ ৯৬

বেতালঔভয়বাবৃচতুঃ—

জয় জয় দেবি সুরগণাচ্ছিতপাদপঙ্কজে
 বিশ্বস্ত ভূতিভাবিনি শশিমৌলি-কেশিখিভাবিনি শিরিজে ।
 নেত্রত্রয়নির্জিতবিবরদ্বিধু-বহ্নিকান্তিতুলিতকমলজে ।
 মধ্যনেত্রনতজ্জডজ্জডস্তরজ-মতিচরকায়কবিমলজে ॥ ৯৭
 আঞ্জাচক্রান্তগামিনবকোটি-করোটিতুল্যকান্ত শান্ত লম্বধরে ।
 বহুমায় কারভোগযোগবত্তরঙ্গ-সারগুণ্যপদ্যবৃচরে ॥ ৯৮
 ত্রিনাভীনীভমধ্যবস্ত্রবিচ্ছিন্ন-বস্ত্রস্তম্ভসুসুপ্তসমাবারপরে ।
 বিবুধবস্ত্রবিবোধি বিশ্বমুক্তি-মহোদয়ানবসি ষট্ চক্রধরে ॥ ৯৯
 আদিষোড়শচক্রচুষ্টিভচারুদেহপীনতুঙ্গ-
 কুচাচলানিঙ্গিতভূমিমধ্যমাঙ্গলাকগণ্ডে ।
 সিংহসূত্রবরাগ্ধর্যাসিনাস্তপাতক-
 গন্ধজাতকমূলমণিচতুর্বাহুযুগে ।
 জ্ঞানভালিকমস্ত্রতন্ত্রাবোণিযোগ-
 নিবন্ধসারসূতভঙ্গবিনোদকুণ্ডে ।
 আশ্রিতভূপারিকশারবস্ত্রহারক-
 মূর্ত্তিমূর্ত্তিবিবেকসিতপ্রোতরতে ॥ ১০০

বৃহসারসমস্তসজ্জভাঙ্গরাগ বিরোণি মস্ত্রশান্তপুরবিণেমকুণ্ডে ।
 বোধিনীপলনৃত্যভূত্যভাবন-নিবন্ধনজ্জহারকঙ্কণমুখাভূষণপটে ।

সেই দেবীমূর্ত্তি সর্বাক-সুন্দরী, পীনোন্নত-পর্বোধর্য, বরনভরহস্তা, সিংহ-
 পুত্রধারিণী, রক্তপদ্ম-সদৃশ আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, প্রোক্তাসংস্থিত এইরূপ দেবী-
 মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সেই বেতাল ও ভৈরব নেত্র নিমীলন করিয়া বারংবার
 “মহামায়ে জাহি জাহি” বলিতে লাগিল । ৯১-৯৬

অনন্তর তাহারা মহামায়ার তেজে আপ্যায়িত হইলে সেই বৈষ্ণবী দেবী
 হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদের হৃৎকনকে স্পর্শ করিলেন । ৯৮

সেইরূপ তেজে আপ্যায়িত বেতাল ও ভৈরব মনুষ্য পণ্ডিত্যাদ করিয়া
 দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল । ৯৫

তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্ততি ও প্রশংসা করিয়া জগন্ময়ী মহামায়ার
 শিবীর স্বয়ং করিয়াছিল । ৯৬

সাত্ত্বাহমবিনোদনোদিত্ত্বমুত্ত-কেশসূরেশনিবন্ধদেহপুটে ।

দেহি দেবি শোকশোচনবন্ধ-মোচন-পাপশাতনতত্ত্বমতে । ১০১

সর্ববিদ্যাশ্রিকাং গুহ্যাং মত্তবস্ত্রময়ীং শিবাম্ ।

প্রণমারি মহামায়াং লোকে বেদে চ কীর্তিতাম্ । ১০২

পর্যাপরাশ্রিকাং নিত্যং সাধ্যাধারকসংস্থিতাম্ ।

কায়াহ্লাদকরীং কান্তাং ভ্রাং নমামি অগময়ীম্ । ১০৩

প্রপঞ্চপরমব্যক্তং অগদেকাবিবক্তিনি ।

প্রভাবেনার্জিত্ত্বাশ্রি দেবি তুভ্যাং নমোহস্ত তে । ১০৪

কায়াখ্যা নিত্যরূপাখ্যা মহামায়া সরস্বতী ।

যা লক্ষ্মাবিকুবন্ধঃস্বা নমাবো হৃদ্যতাং শিবাম্ । ১০৫

মন্ত্রাশ্রি যন্তাস্ত্রাশ্রি সহস্রাশ্রি চ ধোড়শ ।

মত্তবস্ত্রাশ্রকে তুভ্যাং নমোহস্ত মম পার্কতি । ১০৬

ইতি স্তুতা তত্তস্তাত্ত্যাং মহামায়া অগ্নংপ্রসূঃ ।

উবাচ মুদিতা চেতি বরং বরমৃতং যুবাম্ । ১০৭

প্রত্যক্ষতো মহামায়াং পূর্ববজ্ঞানমোচরাম্ ।

তো দৃষ্টা ভর্গতনমো গ্রাহতৃষ্ণেদমুক্তমম্ । ১০৮

বেতালভৈরবাবৃচতুঃ—

দেব্যায়েন শরীরেণ ভবত্যাঃ শঙ্করস্ত চ ।

প্রার্থয়ে শাস্বতীং সেবাং নিত্যং যাবজ্জিবিঃ শশী । ১০৯

তাহারা বলিয়াছিল, হে সুরগণাচ্চিত-পাদপঙ্কজে ! বিশ্ব-বিস্তৃতিভাবিনি ।

* * দেবি ! আপনার জ্বর হউক, আপনার জ্বর হউক, হে শোকমোচন বন্ধ-মোচন পাপশাতন তত্ত্বমতে । দেবি ! আমাকে কৃপা বিতরণ করুন । ১০১-১০২

হে দেবি ! আপনি সর্ববিদ্যাশ্রিকা, গুহ্যরূপা, মত্তবস্ত্রময়ী, শিবা, মহামায়া-এবং লোকে ও বেদে কীর্তিত আপনারকে নমস্কার করি । ১০২

আপনি পর্যাপরাশ্রিকা, গুহ্যা, এক সাধ্যাধারে সংস্থিতা, কায়াহ্লাদকরী, কান্তা এবং অগময়ী আপনারকে নমস্কার করি । ১০৩

হে রক্তাশ্রি দেবি ! আপনি এই প্রপঞ্চ পর সুব্যক্ত অগতের এক মাত্র-নিবন্ধন হেতু তত্ত্বরূপা আপনারকে নমস্কার করি । ১০৪

হে দেবি ! আপনি কায়াখ্যা, নিত্যরূপা, মহামায়া সরস্বতী বিষ্ণুর বন্ধঃ-স্থলহিত লক্ষ্মী, উদ্যমশালিনী এবং শিবরূপা, আপনারকে নমস্কার । ১০৫

যে বোধশূন্য সহস্র মত্ত ও তাহার ভর আছে, আপনি সেই সকলের স্বরূপ ; হে পার্কতি ! আপনারকে আমার নমস্কার । ১০৬

অগ্নংপ্রসূবিনী মহামায়া তাহাদের দুইজন কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া পরম আনন্দিতচিত্তে বলিলেন, তোমরা দুজনে বর প্রার্থনা কর । ১০৭

অনন্তর সেই মহাদেবের পুত্রময় মহামায়া দেবীকে ব্যানে যেকৃপ দেখিয়া-ছিল, সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলিতে লাগিল । ১০৮

বেতাল এবং ভৈরব বলিল,—হে দেবি ! আমরা এই বর্তমান দেহেই যাবৎ চন্দ্র ও সূর্য বর্তমান থাকিবে, তাবৎ আপনার এবং শঙ্করের শাস্বত সেবা-প্রার্থনা করি । ১০৯

নাচং বরং সাধয়ামো জ্ঞাসে ততো জগন্ময়ী ।
 অমৃত্যু ভব ভৈরব স্থায়ামো পিরিকন্দরে ॥ ১১০
 এবমুক্তা ততস্তাত্ৰাং মহামায়ী জগন্ময়ী ।
 এবমস্থিতি চোবাচ ভরতোবং যুহুর্মুহুঃ ॥ ১১১
 এবং সিদ্ধির্জগদ্ধাতী প্রোক্তা সত্যং চুচুকে ।
 নিলীড়্য কারয়ামাস কীরয়ামাস্যং শিবা ॥ ১১২
 ততস্ত নিঃসৃতং কীরং পায়য়ামাস ভৈরবম্ ।
 বেতালঞ্চ মহারাজ পিবতন্তৌ চ ততদা ॥ ১১৩
 পীড়া তৌ চ তদা কীরং দেবত্বং প্রাপ্য শাস্বতম্ ।
 অজরৌ চাসরৌ কুতো মহাতেজস্বিনৌ ততো ॥ ১১৪
 তস্যাস্ত কীরমমৃতং তং পীড়া তৌ মহাবলৌ ।
 পীযুষপানং সজ্জাতৌ ততন্তৌ গ্রাহ বৈকরী ॥ ১১৫
 গণানাং দেবদেবস্য ভবতচ্চাৰিপো যুবাম্ ।
 ষাংস্থৌ চ নিত্যমাসন্নৌ নন্দিবস্তবতং সূতো ॥ ১১৬

ঔর্য উবাচ—

ইত্যুক্তা হরসম্বত্যা মহামায়ী জগন্ময়ী ।
 যোগিনীগণসংযুক্তা ভৈরবাস্তবধীয়ত ॥ ১১৭
 অন্তর্হিতায়াং তস্যাস্ত তদা বেতালভৈরবৌ ।
 মুদিতৌ পরমশ্রীভৌ কৃতকৃত্যৌ যতুবতুঃ ॥ ১১৮

হে মহামায়ে জগন্ময়ি ! আমরা আপনার নিকটে হইতে আর অন্য বরের প্রার্থনা করি না । যেন আপনার উক্ত হইয়াই এই পিরিয়ঙ্গিরে স্থিতি করিতে পারি । ১১০

জগন্ময়ী মহামায়া দেবী তাহাদের হইজন কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বারংবার এইরূপ হউক এইরূপ হউক, বলিতে লাগিলেন । ১১১

সেই শিবদ্বাদশী জগদ্ধাতী দেবী এই কথা বলিয়া নিজের স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ নিলীড়ন করিয়া হুইটি দুগ্ধধারা নিঃসারিত করিলেন । ১১২

হে মহারাজ ! সেই নিঃসৃত দুগ্ধ বেতাল এবং ভৈরবকে পান করিতে বলিলেন এবং তাহারাও উহা পান করিল । ১১৩

বেতাল ও ভৈরব সেই দুগ্ধ পান করিয়া শাস্বত দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাতেজস্বী, অজর এবং অমর হইরাছিল । ১১৪

ভগবতীর শুভদৃষ্টি অমৃত, তাহা পান করিয়া সেই মহাবল বেতাল ও ভৈরব অমৃতপানী হইয়াছিল । ১১৫

তখন বৈকরী দেবী তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—হে পুত্রদয় ! তোমরা দেব দেব মহাদেবের গণের অধীশ্বর হইয়া নন্দীর স্যায় নিত্য আসন্নধারস্থিত হও । ১১৬

ঔর্য বলিলেন,—মহাদেবের সন্মতিক্রমে জগন্ময়ী মহামায়া এই কথা বলিয়া যোগিনীগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন । ১১৭

ভগবতী অন্তর্হিতা হইলে সেই বেতাল ও ভৈরব আনন্দিত, অতিশয় প্রীত এবং কৃতকৃত্য হইয়াছিল । ১১৮

অথাগচ্ছকেবগণৈঃ সার্কিং সপ্রমথো হরঃ ।
 ভোক্সিতুমত্যর্থং পুত্রো বেতালভৈরবৌ ॥ ১১৯
 ভাবাসাণ্য মহাদেবভূতানীলাহরমং গিরিম্ ।
 সকলং দর্শয়ামাস পীঠন্ত স্থানভেদতঃ ॥ ১২০
 কামাখ্যায় গুহ্যং তত্র দর্শয়িত্বা মনোভবাম্ ।
 তুতঃ খীয়াং কামগুহ্যং ছায়াচ্ছত্রং সমালয়ম্ ॥ ১২১
 স্বকীয়ং পঞ্চমূর্তীনাং সংস্থানকোপাদর্শয়ৎ ।
 কামরূপম্ সকলং পীঠং দেবমহং তথা ॥ ১২২
 প্রত্যেকং দর্শয়ামাস ক্রমতস্ত্রিপুরাতকঃ ।
 প্রথমং করতোয়াখ্যং সত্যগজং সদাশিবাম্ ।
 পুণ্যভোয়মখীং তুত্বাং দক্ষিণাক্ষ্যকপায়িনীম্ ॥ ১২৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বেতাল-ভৈরবদ্বোঃ সিদ্ধিস্যভো
 নাম যট্‌সপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

অনন্তর পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে সভাজন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ হর,
 প্রমথ ও দেবগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন । ১১৯

মহাদেব নীলনামক পর্বতে বেতাল ও ভৈরবকে প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় পীঠ
 স্থান এক এক করিয়া দর্শন করাইয়াছিলেন । ১২০

প্রথমে মনোভবা কামাখ্যার গুহ্য দেখাইয়া, তাহার পর নিজের কাম গুহ্য,
 ছায়া, ছত্র, স্বকীয় আলয় দেখাইয়াছিলেন । ১২১

স্বকীয় পঞ্চমূর্তির সংস্থানও দেখাইয়াছিলেন । অনন্তর ত্রিপুরাতকারী মহা-
 দেব সেই বেতাল ও ভৈরবকে ক্রমশঃ কামরূপম্ সমুদয় পীঠ-দেবতা একে একে
 দেখাইয়াছিলেন । ১২২

প্রথমে দক্ষিণ সমুদ্রগামিনী, পুণ্যভোয়া তুত্বা সদা শিবদায়িনী করতোয়া
 নাম্নী সত্যগজা দেখাইয়াছিলেন । ১২৩

যট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৬

সপ্তসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ

ঔৰ্ব উবাচ—

ভূতন্ত কামরূপম্বা বায়ব্যাং ত্রিপুরাভকঃ ।
 আশ্বনো লিঙ্গমতুলং জলীশাখাং বায়বীকরঃ ॥ ১ ॥
 যত্র নন্দী সমারাধ্যা মহাদেবং জগৎপতিম্ ।
 অভিষেকেন শরীরেণ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥
 নন্দিকুণ্ডং মহাকুণ্ডং যত্র নন্দী পুরাকরোঃ ।
 অভিষেকং লঙ্কবরং পীতং ভোজ্যমনুজমম্ ॥ ৩ ॥
 তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃতকৃত্যো নরোত্তমঃ ।
 হরন্ত সদনং স্থাতি নন্দিনোহপি মহাশ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥
 তস্ত্যামল্ল মহাদেবীং নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্ ।
 সিদ্ধেশ্বরীং যোনিরূপাং মহামায়াং জগন্ময়াম্ ॥ ৫ ॥
 ত্রাশ্বকো বর্গমায়াস ভৈরবাব মহাশ্বনে ।
 যত্র নন্দী মহামায়ামাজ্জয়া শশিধারিণী ॥ ৬ ॥
 স্তুতিভির্নতিভিঃ পূজ্য গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ।
 সুবর্ণমানসকুণ্ডে নদমুখো মনোহরঃ ॥ ৭ ॥
 নন্দিনোহনুগ্রহাচ্ছাণ্ড মানসাখাং সব্রহ্ম ভব ।
 আগতকাজ্জয়া নঃস্ত্যং পূর্বমেব উপস্কৃতঃ ॥ ৮ ॥
 জটোস্তুবা তত্র নদী হিমবৎপ্রভবা স্তভা ।
 যন্ত্যাং স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাগ্নোতি জাহ্নবীসমম্ ॥ ৯ ॥

কামরূপ প্রদর্শন—জলীশলিঙ্গমাহাশ্বা

ঔৰ্ব বলিলেন,—তাহার পর কামরূপের বায়ুকোণে মহাদেব জলীশনাথক
 আপনার লিঙ্গ দেখাইয়াছিলেন । ১

যে স্থানে নন্দী জগৎপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া, এক শরীরেই গাণ-
 পত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ২

তাহার পর নন্দিকুণ্ড, যে স্থলে পূর্বে নন্দী উপলব্ধ্য করিয়াছিলেন, সেই
 পবিত্রে জলশালী সর্বোত্তম লঙ্কবরনাথক অভিষেকল্লাসন । ৩

যেখানে স্নান করিয়া ও তাহার জল পান করিয়া মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় এবং
 নন্দীর সমান শ্রিয় হইয়া মহাদেবের সননে গমন করে । ৪

তাহার অদূরে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী জগন্ময়ী যোনিরূপা মহাদেবীকে—
 মহাদেব, মহামায়া ভৈরবকে দেখাইলেন । ৫

যেখানে নন্দী মহাদেবের আজ্ঞায় স্তুতি এবং নুতি দ্বারা মহামায়ার
 আরাধনা করিয়া, গণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ৬

ঐ স্থানে সুবর্ণমানস নামে মনোহর একটি নদ আছে । ঐ নদ স্বয়ং মানস
 সরোবর, পূর্বকালে মহাদেবের আজ্ঞায় উপলব্ধকারণী নন্দীর উপর অনুগ্রহ
 করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে আসিয়াছিল । ৭

সেই স্থানে হিমালয় হইতে নিঃসৃত ভভরূপা জটোস্তুবা নামে নদী আছে,
 যে নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য গঙ্গাতুল্য পুণ্য লাভ করে । ৮

গৌরীবিবাহসময়ে সর্কৈর্মাতৃগণৈঃ কৃতঃ ।
 জলাতিবেকো ভগ্নস্ত জটাজুটেহু যঃ পুরা ॥ ১০
 তৈস্তোষ্ট্রৈরভবদ্ যশ্মাক্কটোদাখ্য নদী ততঃ ।
 চৈত্রে মাসি সিংহাস্তম্যায় শ্রাভ্য যস্যায় নরো বভেৎ ॥ ১১
 পূর্ণায়ুর্কৈ নরত্রৈষ্ঠ শিবস্ত সনমঃ প্রাপ্তি ।
 ষাপারম্ভ তু ষা গঙ্গা ত্রিঃস্রোতানাং সরিৎসরা ॥ ১২
 হিমবৎপ্রভবা শুকচন্দ্রবিহাশ্রিনির্গতা ।
 যস্যায় শ্রাভ্য মহাশাখায় মাতৃযোনৌ ন জায়তে ॥ ১৩
 চক্সসূর্য্যগ্রহে শ্রাভ্য কৈবল্য প্রাপ্তদ্বারমঃ ।
 সিংহপ্রভা নাম নদী মহাদেবাবতারিতা ॥ ১৪
 হিমবৎপ্রভবা সাপি সিংহা দক্ষসমুদ্রগা ॥ ১৫
 তস্যায় দশহরানাম দশম্যায় শুক্লপক্ষকে ।
 শ্রাভ্য বিষ্ণুগৃহে শ্রাতি নরো বৈ মুক্তপাতকঃ ।
 নবভোয়া নাম নদী ততঃ পূর্ব্বস্থিতা পুরা ॥ ১৬
 নবং নবং নবং নিত্যং কূর্ব্বন্তী সা পুন্যতি হি ।
 নবভোয়া ততঃ প্রোক্তা হিমবৎ প্রভবৈব সা ॥ ১৭
 তস্যায় শ্রাভ্য মহাশাখায় নরো গচ্ছতি দেবতাম্ ।
 সম্পূর্ণমাষমাসস্ত শ্রাভ্য বিষ্ণুগৃহং বভেৎ ॥ ১৮
 তস্যায় নদীনাম পতিয়গদো নাম বৈ নদঃ ।
 পীঠপূর্ব্বৈ স্থিতঃ পুণ্যো ব্রহ্মপাদসমুত্তমঃ ॥ ১৯

পূর্ব্ব গৌরীর বিবাহ সময়ে সপ্তসত্ত্ত মাতৃগণ মহাদেবের জটাজুটে জলা-
 তিবেক করিয়াছিলেন । ১০

সেই জল একত্র হইয়া নদীরূপে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া ঐ নদী জটোদা
 নামে বিখ্যাত । হে নরত্রৈষ্ঠ ! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ঐ
 নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য দীর্ঘায়ু হয় ও মহাদেবের সননে গমন করে । ষাপার-
 ম্ভে ত্রিঃস্রোতানামে বৈ সরিৎস্রৈষ্ঠা গঙ্গা ছিল । ১১-১২

সেই শুক্লা নদী হিমালয়-নির্গত এবং চন্দ্রবিহা হইতে উৎপন্ন । এই নদীতে
 মহাশাখীর দিগে স্নান করিলে মনুষ্যের পুনর্বার আর মাতৃগর্ভে জন্ম হয় না । ১৩

চক্স ও সূর্য্য গ্রহণের দিবস স্নান করিলে মনুষ্য কৈবল্য প্রাপ্ত হয় । সিংহপ্রভা
 নামে একটি নদী আছে, উহা মহাদেবকর্তৃক মর্ত্যালোকে অবতারিত হইয়াছে,
 উহার জল শ্রুতবর্ণ এবং গতি বাক্ষিণ সমুদ্র অবধি । ১৪-১৫

শুক্লপক্ষে দশহরা নামক দশমী তিথিতে ঐ নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য শাপ
 বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুগৃহে গমন করে । উহা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব নবভোয়া নামে
 নদী অবস্থিত । ১৬

উহা প্রতিফল মনুষ্যকে নুতন নুতন করিয়া পবিত্র করে । এই নিমিত্ত উহা
 নবভোয়া নামে অভিহিত হয় । ১৭

মহাশাখীতে মনুষ্য উহাতে স্নান করিয়া দেবত্ব লাভ করে এবং সম্পূর্ণ
 মাষমাস অবিলম্বে স্নান করিয়া বিষ্ণুগৃহে গমন করে । ১৮

ঐসকল নদীর পতি অগদ নামক একটি নদ আছে, উহা পূর্ব্বপীঠে অবস্থিত,
 পবিত্র এবং ব্রহ্মপাদ হইতে উৎপন্ন । ১৯

ହିମବନ୍ଧ୍ରଭବଃ ସେହିମି ଦେବପଦ୍ମଧର୍ମସେବିତଃ ।
 ତତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧା ଚ ପୂଜା ଚ ନରୋ ବ୍ରହ୍ମଗୃହେ ଭଞ୍ଜେ ॥ ୨୦
 କାର୍ତ୍ତିକେ ସକଳେ ମାସେ ଯୋଗଧାରୋ ବହାନନ୍ଦେ ।
 ଗ୍ରାହେ କରୋତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମଧ୍ୟମଃ ସୁଧମ୍ । ୨୧
 ଇହଲୋକେ ଭରୋଗଃ ସ ଶ୍ରୀମା ଚୈବୋକ୍ତମଃ ସୁଧମ୍ ।
 ଶେଷେ ବ୍ରହ୍ମଗୃହେ ଶ୍ରୀମା ଉତ୍ତୋ ଘୋଷମବାସ୍ତୁତାଃ ॥ ୨୨
 ନନ୍ଦିକୁଣ୍ଡେ ନରଃ ଗ୍ରାହା ନନ୍ତଃ କୃଷ୍ୟାସ୍ତନା ନିଶି ।
 ତତଃ ପରସ୍ମିନ୍ ଦିବସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଞ୍ଜଳି ଧ୍ୟାନିରମ୍ । ୨୩
 ତତ୍ର ଗ୍ରାହା ବହାନନ୍ତାଃ ଞ୍ଜଳୀଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧିପୂଜା ଚ ।
 ତତ୍ତ୍ଵାଂ ନିଶି ହରିହାଶୀ ସଂସତତ୍ତାଂ ନିଶାଂ ଧର୍ମେ ॥ ୨୪
 ତତ୍ତ୍ଵାହନୁଦିବସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ଶ୍ରେଷ୍ଠେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରୀଂ ଶିବାମ୍ ।
 ତାଂ ପୂଜୟେତ୍ତଥାଶ୍ଚୈବାହ୍ନୁପବାସଂ ତଥାଚ୍ଚରେ ॥ ୨୫
 ଚତୁର୍ଭୁଜା ତୁ ମା ଦେବୀ ମାନୋହରତପଃସଂଧରା ।
 ସିନ୍ଦୂରପୁଞ୍ଜସଂହାତା ଧତ୍ତେ କର୍ତ୍ତାଃ ଧର୍ମପରମ୍ । ୨୬
 ଦକ୍ଷିଣେ ବାୟବାହୁଦ୍ୟାୟତୀତିବରଦାୟିନୀ ।
 କଟାୟତୀତିଶୀର୍ଷା ଚ ରକ୍ତପଦ୍ମୋପରିସ୍ଥିତା ॥ ୨୭
 ଶଙ୍ଖାକରଜପାତାନ୍ତର୍ମୁଦ୍ରେହତାଃ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତାଃ ।
 କାୟାଧ୍ୟାତ୍ମସ୍ତ୍ରୟେବାକ୍ତାଃ ପୂଜନେ ତତ୍ରସୌବିତମ୍ । ୨୮
 ଏବଂ କୃତ୍ଵା ନରୋ ଧୀରଃ ପୁନର୍ଯ୍ୟୋନୌ ନ ଜାୟତେ ॥ ୨୯
 ଜାୟମନ୍ତାଭୟାଶ୍ଚୀତାଃ କର୍ତ୍ତାଃ ପୂର୍ବମେବ ଯେ ।
 ଶ୍ରେଷ୍ଠଞ୍ଜଳିପାଦାୟ ଞ୍ଜଳୀଂ ଧର୍ମପଂ ଗତାଃ ॥ ୩୦

ସେହି ଦେବ ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ-ସେବିତ ମନ ହିମାଳୟ ହ୍ରାଦେ ନିର୍ଗତ ହୁଅନ୍ତେ, ଉହାତେ
 ଜ୍ଞାନ କରିଲେ ଏବଂ ଉହାର ଉଦ୍ଧୃତ ପାନ କରିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଗୃହେ ଗମନ କରେ । ଯେ
 ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକମାସ ଉଦ୍ଧୃତେ ଅଗମନାୟକ ବହାନନ୍ଦେ ସ୍ନାନ କରେ, ତାହାର
 ସ୍ତ୍ରୀମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ଧୃତ କର । ୨୦-୨୧

ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଇହଲୋକେ ନିରୋଗ ହୁଅନ୍ତେ ସକଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁଧତୋଷ କରିବା ପରକାଳେ
 ଦେବଗୃହେ ଗମନ କରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧୃତେ ଯୋଗପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ୨୨

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନନ୍ଦିକୁଣ୍ଡେ ସ୍ନାନ କରିବା ଗ୍ରାହେ ନନ୍ତଃକୃତ କରିବେ । ତାହାର ପର ଦିନ
 ଞ୍ଜଳି ଦେବେର ମନ୍ଦିରେ ଗମନ କରିବେ । ୨୩

ସେହି ଗ୍ରାହେ ବହାନନ୍ତୀତେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତେ ଏବଂ ଞ୍ଜଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ହରିହାଶୀ
 ହୁଅନ୍ତେ ସେହି ରାତ୍ରି ସାଧନ କରିବେ । ୨୪

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧା ଦିବା ଆଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଶିବଦାୟିନୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରୀ ଦେବୀର ମନ୍ଦିରେ ଗମନ
 କରିବେ । ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାତେ ତାହାର ପୂଜା ଓ ଉପବାସ କରିବେ । ୨୫

ସେହି ଦେବୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା, ମାନୋହରତପଃସଂଧରା, ସିନ୍ଦୂରପୁଞ୍ଜସଂହାତା ଆଭାଷାୟିନୀ
 ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁଦ୍ୟେ କର୍ତ୍ତା ଓ ଧର୍ମପରାୟିନୀ । ୨୬

ବାୟ-ବାହୁଦ୍ୟେ ଅଭୀତି ଓ ବରଦାୟିନୀ, ଗତକେ କଟାୟିନୀ, ଶୀର୍ଷା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ
 ଶ୍ରେଷ୍ଠେର ଉପରି ଅବସ୍ଥିତା । ୨୭

ଇହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍ଖାକର ଓ କାୟାଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାତେ ଇହାର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତେ ଧାକେ ।
 ବିଧାନପୂର୍ବକ ଇହାର ପୂଜା କରିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୁନର୍ଯ୍ୟୋନୀ ଆସି ଯୋନିତେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୁଏ
 କରେ ନା । ୨୮-୨୯

এতেন্নেচ্ছবাচঃ সততমার্য্যবাচশ্চ সৰ্বদা ।
 জল্লীশং সেবমানান্তে গোপায়ন্তি চ তং হরম্ ॥ ৩১
 ত এব তু গুণান্তস্ত মহারাজমনোহরাঃ ।
 তোষন্তি তথা সৰ্বান্ জল্লীশং পূজয়েন্নরঃ ॥ ৩২
 বরদাভয়হস্তোহয়ং বিভূষঃ কুন্দসন্নিভঃ ।
 তংপূজয়ন্ত তু মন্ত্রেণ পূজয়েদেবমুত্তমম্ ॥ ৩৩
 এবং পূজ্যকরঃ পীঠো জল্লীশস্ত মহাশ্বনঃ ।
 এবং জাহ্না নরো বাতি শকরস্ত পুরং প্রতি ॥ ৩৪
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রদ্ধা তু সংবাদমুত্তমং শকরস্ত চ ॥
 ভৈরবস্ত তু বেতালসহিতস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ১
 ভূয়শ্চ সগরো রাজা মুনিসৌৰ্বং মহামতিম্ ।
 পপ্রচ্ছ মোদসংহৃষ্টঃ স্নাত্ব চেনমুত্তমম্ ॥ ২

সগর উবাচ—

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবদ্বনিস্তম ।
 কামরূপস্ত পীঠস্ত সংস্থানং নির্ণয়ং তথা ॥ ৩

পূর্বে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত কতকগুলি ক্ষত্রিয় য়েচ্ছভাষায় কথাবার্তা করিয়া
 লবণাগত হইরাছিল । ৩০

তাহারা জল্লীশ দেবের সেবা করত সৰ্বদা য়েচ্ছভাষায় কথাবার্তা করিয়া
 এবং আর্য্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া জল্লীশ দেবকে গোপন করিয়া রাখে । ৩১

হে মহারাজ । তাহার জল্লীশ দেবের গণরূপ হইয়াছে, অতএব তাহা-
 দিগের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া জল্লীশ দেবের পূজা করিবে । ৩২

এই জল্লীশ বরদাভয়হস্ত কুন্দতুলা শ্বেতবর্ণ । ইহাকে তংপুরুষের মন্ত্রে
 পূজা করিবে । ৩৩

জল্লীশ দেবের পীঠ অতি পুণ্যকর । যে মনুষ্য ইহার বিষয় সম্যক্ বিদিত
 হয়, সে মহাদেবের গৃহে গমন করে । ৩৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৭

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

নৈঋতাদিভাগের নির্ণয়

মহারাজ সগর মহাশা বেতাল ভৈরব ও শকরের পরস্পর এই কথোপকথন
 শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে পুনর্বার মহাত্ম্যতি ঐক্য মুনিকে অতিশয় প্রিয়
 বচনে প্রিজ্ঞাসা করিলেন । ১-২

ত্বংক শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ মহামতে ।
বায়ব্যাভাগস্য বায়স্য পূর্বভাগস্য নির্ণয়ম্ ॥ ৩
যথা যশ্মিন্ নিষ্ঠিতেহিতি মহাদেবোহহিকা তথা ।
তৎসর্বং মুনিশার্দ্দুল কথয় শ্রোতুংসহে ॥ ৪

ঔৰ্ব উবাচ—

উক্তা বায়ব্যাভাগস্য নির্ণয়ো নৃপসত্তম ।
নৈক ভ্যোত্তরমধ্যাক্ষেঃ শৃঙ্গদানীং বিনির্নয়ম্ ॥ ৬
বহুরোকা নাম নদী করতোয়া প্রদক্ষিণে ।
উত্তরস্রাবণী চান্তে তৎপূর্বং কামরূপকম্ ॥ ৭
সুরসো নাম জীমূতঃ কামরূপং ততঃ হিতঃ ।
নিঃসৃতা বহুরোকেন্দি নদী তস্মাৎ বৃষপ্রদা ॥ ৮
আসরে সুরসাধ্যায়া শিবলিঙ্গা মহাবৃষঃ ।
মাহেশ্বরী তত্র দেবী যোনিমণ্ডলরূপিণী ॥ ৯
স্নাত্বা তু বহুরোকায়াংস্নানং সুরসাতলম্ ।
মহাবৃষং পূজয়িত্বা মহাদেবীং মহেশ্বরীম্ ॥ ১০
ধৃতপাপো জিতবন্দ্যঃ পুনর্যোনৌ ন জায়তে ।
চতুর্ভুজো বৃষাক্রটো বরদাভয়শূলধৃক্ ।
শুদ্ধফটিকসঙ্কাশো জটাবান্ স মহাবৃষঃ ॥ ১১
অঘোরস্য তু মল্লেন পূজাস্ত পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ১২

হে ভগবন্ মুনিসত্তম । আপনি কামরূপপীঠের সংস্থান ও নির্ণয় বিষয়ে
অতি বিচিত্র কথা বলিলেন । ৩

হে মহামতে । আমি পুনর্বার বায়ব্য মধ্য এবং পূর্বভাগের নির্ণয় শ্রবণ
করিতে ইচ্ছা করি । ৪

হে মুনিশার্দ্দুল । সেখানে মহাদেব এবং অহিকা কি ভাবে অবস্থিত, তাহা
আমাকে বিস্তারপূর্বক কীর্ত্তন করুন, আমার শুনিতে বড় উৎসাহ হইতেছে । ৫

ঔৰ্ব বলিলেন,—হে নৃপসত্তম । বায়ব্য ভাগেরও নির্ণয় উক্ত হইয়াছে,
একশে নৈকৃত, উত্তর এবং মধ্যাদির নির্ণয় শ্রবণ কর । ৬

বহুরোকা করতোয়া নামে উত্তরস্রাবণী যেখানে প্রদক্ষিণ ভাবে আছে,
সেই সকল ক্ষেত্র কামরূপের অন্তর্গত । ৭

কামরূপের মধ্যে সুরস নামে পর্যন্ত আছে, তাহা হইতে এই ধর্মপ্রদা বহু-
রোকা নামে নদী নিঃসৃত হইয়াছে । ৮

সুরসের সমীপে মহাবৃষ নামে একটি শিবলিঙ্গ আছে, সেই স্থানে যোনি-
মণ্ডলরূপিণী মাহেশ্বরী দেবীও অবস্থান করেন । ৯

বহুরোকা নদীতে স্নান ও সুরথ পর্বতে আরোহণ করিয়া মহাবৃষ এবং
মাহেশ্বরী দেবীকে পূজা করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় । ১০

বর্গ প্রাপ্তি হয়, পুনর্বার আর যোনিমণ্ডলে জন্ম হয় না এবং সেই মহাবৃষ
দেব চতুর্ভুজ, বৃষাক্রট, বর, অভয় এবং শূলধারী । তাহার শরীরকাণ্ডি শুদ্ধ
ফটিকের মত, পরিধানে চর্ম্ম এবং মস্তক জটাবারে মণ্ডিত । ১১

অঘোর বর্জ্যবাহু হইয়া পূজা পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ১২

কামেশ্বর্যাঃ স্বরূপস্ত মাহেশ্বর্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 পূজাপি মহাদেবাত্মা-স্তবৎফলপ্রদায়িকা ॥ ১৩
 তত্র বসিষ্ঠকুণ্ডে বসিষ্ঠমুনিমৈবিতম্ ।
 যত্র স্থিতো বসিষ্ঠস্ত নরকেন নিবারিতঃ ॥ ১৪
 অশ্রাপা নক্তং জীমূতং নীলাখ্যং বাশপস্ত তম্ । ১৫
 'স্বানার্যং কুণ্ডং তত্র কুণ্ডং দেবগণার্চিতম্ ।
 তত্র স্নাত্বা নরো যাতি নাকপৃষ্ঠং যথেষ্টম্ ॥ ১৬
 সুরসমুচ্চ পূৰ্ব্বম্ কৃতিবাসাহবরো পিরিঃ ।
 কৃতিবাসাঃ স্বয়ং তত্র সত্তা সহাবসং পুরা ॥ ১৭
 চল্লিকাখ্যা নদী যত্র তক্ষাং স্নাত্বা দিবং ব্রজেৎ ॥ ১৮
 চল্লিকায়াং নরঃ স্নাত্বা সম্পূজ্য কৃতিবাসসম্ ।
 ভাস্করচতুৰ্থ্যাম্ নিষ্কলঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥ ১৯
 (পূৰ্ণভাস্করপদং যাসং চল্লিকায়াং নরোত্তমঃ ।
 স্নাত্বা গচ্ছতি ভূতেশং তৃষ্ণৈব কৃতিবাসসম্ ।) *
 উত্তরত্ৰাবিণীং নিত্যং চল্লিকাখ্যা সরিৎসরা ॥ ২০
 নাতিদূরে চল্লিকায়াঃ পূৰ্ব্বম্ দিশি ফেনিলা ।
 সংজয়া সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা শতানন্দাবতাবিতা ॥ ২১
 ব্রহ্মপো হুহিতা সা তু গঙ্গা পৰ্বতমন্তবা ॥ ২২
 ফেনিলায়াং নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মাখানদিনে পুনঃ ।
 ফাস্তনে যাসি নরকং কিম্বা স্বৰ্গমবাগ্নুয়াং ॥ ২৩

মাহেশ্বরী ও কামেশ্বরীর স্বরূপ একই প্রকার । তাঁহাদের উভয়ের পূজাও একরূপ এবং উভয়েই সমান ফল প্রদান করেন । ১৩

সেই স্থানে বসিষ্ঠমুনি নির্মিত একটি বসিষ্ঠ কুণ্ড আছে, যে স্থানে বসিষ্ঠমুনি নরককর্তৃক কামরূপ গমনে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন । ১৪

বসিষ্ঠ নীল পৰ্বতে বাইতে না পারিয়া সেই নরককে শাপ দিয়াছিলেন । ১৫

তিনি আপনার স্নানের নিমিত্ত সেই স্থানেই দেবগণের পূজা একটী কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন । এই কুণ্ডে যথেষ্টক্রমে স্নান করিলেও মনুষ্য স্বর্গে গমন করে । ১৬

সুরসের পূৰ্ব্বদিকে কৃতিবাসা নামে একটি পুণ্ড আছে । সেখানে পূৰ্ব্ব কৃতিবাস সতীর সহিত বাস করিয়াছিলেন । ১৭

সেই স্থানে চল্লিকা নামে একটি নদী আছে । ১৮

মনুষ্য ভাস্কর্য্যাসের চতুৰ্থী তিথিতে চল্লিকা নদীতে স্নান করিয়া কৃতিবাস মহাদেবকে পূজা করিলে কলঙ্কশূন্য হয় । ১৯

সেই সরিচ্ছ্রেষ্ঠা চল্লিকা সৰ্ব্বদা উত্তর ত্ৰাবিণী । ২০

চল্লিকার অনতিদূরে পূৰ্ব্বদিকে শতানন্দা নামে একটি নদী আছে । ২১

ঐ নদী ব্রহ্মার হুহিতা এবং গঙ্গা পৰ্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ২২

মনুষ্য ফেনিলায় ফাস্তনমাসে পূর্ণিমার দিন স্নান করিলে নরক জন্ম করিয়া স্বৰ্গ প্রাপ্ত হয় । ২৩

ততঃ সিংহাসনা পূৰ্ণং সরিৎপত্নগামিনী ।
 তস্তাং স্নাত্বা মহাচৈত্র্যাং গঙ্গানানফলং লাভেৎ ॥ ২৪
 ততঃ পূৰ্ণং সুমদনা যোজনমিত্তয়াত্তরে ॥ ২৫
 নদী জনকরাঞ্জন সমারাধা বৃষভক্ষম্ ।
 হিতায় শৈববাখ্যাস্ত নৃতীকাদবতারিতা ॥ ২৬
 নৃতীকং পিরিমাক্ষং স্নাত্বা সুমদনাজলে ।
 যামতরুচতুৰ্থ্যাক পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ।
 সম্প্রাপ্য সকলান্ কামান্ শিবলোকাং গচ্ছতি ॥ ২৭
 এতা মন্যঃ কামরূপৈর্নৈৰ্ঘ ত্যামুত্তরদ্বাঃ ।
 পীঠক পূৰ্ণতত্ত্বা ত্রিপুরা যত্র পূজ্যতে ॥ ২৮
 এবং তে কথিতং রাজন্ মহাপুণ্যমুত্তমম্ ।
 কামরূপে নৈৰ্ঘত্যং যত্র শত্ৰুঃ সপারিকা ॥ ২৯
 পুনরেব মহারাজ যা নদৌ দক্ষিণদ্বাঃ ।
 হিমবৎপ্রভবা যাতাঃ ক্রমশঃ শৃণু ভূপতে ॥ ৩০
 অঙ্গদস্য নদস্তোৰ্দ্ধং ভজাখ্যা তু মহানদী ।
 ভাঙ্গে তুচ্চতুৰ্দশাং যন্তাং স্নাত্বা শিবং ভজ্যেৎ ॥ ৩১
 ততঃ পূৰ্ণমুত্তরাখ্যা নদী পুণ্যতমা সদা ।
 বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং যন্তাং স্নাত্বা শিবং ভজ্যেৎ ॥ ৩২
 ততস্ত মানসা নাম নদী পুণ্যতমা যত ।
 সরসৌ মানসাখ্যাতু তুপবিন্দবতারিতা ॥ ৩৩

তাহার পূৰ্ব্বদিকে উত্তরগামিনী সিংহা নামে নদী আছে, যেখানে মনুষ্য
 চৈত্রমাসে পুণিয়ার স্নান করিয়া গঙ্গানানের ফল লাভ করে । ২৪

তাহার পূৰ্বে যোজনমযের মধ্যে সুমদনা নামে নদী আছে, মহারাজ জনক
 বৃষভক্ষের আরাধনা করিতা ভৈরবের হিতের নিমিত্ত নৃতীক পৰ্ব্বত হইতে এই
 নদীকে অবতারণিত করিয়াছেন । ২৫-২৬

বাষ মাসে তরু চতুৰ্থীদিগে নৃতীক পৰ্ব্বতে আকোহন এবং সুমদনার অঙ্গে
 স্নান করিয়া মনুষ্য সকল কাম প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে । ২৭

কামরূপের নৈৰ্ঘত কোণে এই সকল উত্তরবাহিনী নদী আছে, ত্রিপুরা
 দেবীর পূজার পীঠ তাহার পূৰ্ব্বদিকে । ২৮

হে রাজন্ ! যেখানে শত্ৰু এবং অধিকা সৰ্কদা অবস্থিত, কামরূপের সেই
 কুণ্ডপ্রদ নৈৰ্ঘত প্রদেশের বিষয় বলিলাম । ২৯

হে ভূপতে ! হে মহারাজ ! হিমালয় হইতে প্রসূত যে সকল দক্ষিণবাহিনী
 নদী কামরূপে বর্তমান আছে, ক্রমশঃ তাহাদের বিষয় শ্রবণ কর । ৩০

অঙ্গদনামক মদের উর্দ্ধে ভজা নামে একটি মহানদী আছে, যে নদীতে ভাঙ্গ-
 মাসের তুচ্চতুৰ্দশীতে স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গে গমন করে । ৩১

তাহার পূৰ্ব্বদিকে সৰ্কদা পুণ্যতমা নৃতীক নামে নদী আছে, বাহাতে
 বৈশাখমাসের তৃতীয়ায় তিথিতে স্নান করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় । ৩২

তাহার পর মানসা নামে আর একটি পুণ্যতমা নদী আছে । এই নদীকে
 তুপবিন্দু খনি মানস সরোবর হইতে অবতারণিত করেন । ৩৩

বৈশাখং সকলং মাসং তথাঃ জ্ঞানোত্তমঃ ।
 বিষ্ণুলোকমবাপ্য ততো যোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪
 হিমবন্তিকটে শৈলো বিভাটিঃ^১ স মহাত্মতিঃ ।
 যস্মিন্ বসতি ভূতেশঃ সদা ভৈরবরূপধৃক্ ॥ ৩৫
 তস্মাত্ ভৈরবী নাম নদী পূণ্যাদিকা শুভা ।
 প্রাণানিসাধা প্রবতি গন্ধেব ফলদাম্বিনী ॥ ৩৬
 যত্নাৎ বসন্তসময়ে যাদ্ধা গচ্ছতি কৈশিবম্ ।
 যত্নাৎ সম্পূজ্য কামাখ্যামিষ্টং জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭
 সম্পূজ্যাহ মহামায়াং ত্রিগুণং প্রাপ্নুয়াৎ ফলম্ ।
 উক্তং ততো^২ দেবগঙ্গা বর্ণাসাখ্যা সরিষরা ॥ ৩৮
 হিমবৎপ্রভবা নিত্যং ফলদা মানসোপমা ।
 সুভদ্রাশাস্ত্রা য়াঃ প্রোক্ষা বর্ণাসাঙ্কাঃ সরিষরাঃ ॥ ৩৯
 হিমবৎপ্রভবাস্ত্রাস্ত্র সর্ব্ব এতদুত্তরপ্রবাঃ ॥ ৪০
 পূর্বে তু মদনারাস্ত্র ব্রহ্মক্ষেত্রস্য পশ্চিমে ।
 রুচিক্ষেত্রং যত্র দেব আদিত্যঃ সততং স্থিতঃ ॥ ৪১
 (ভৈরবস্য হিতার্থায় যত্র সর্ব্বেশ্বরাঃ স্থিতাঃ ।
 কামরূপে মহাপৈঠে ব্রহ্মৈজ্বরকণাদয়ঃ ।
 তদা নভাছায়ে শৈলে সৌর্য্যোহপি ব্যবস্থিতঃ) *
 ত্রিস্রোতা নাম যস্যাস্তি নদী পূর্ব্বদিশি স্থিতা ।
 কাপোতকরণং পশ্চাদস্য কুণ্ডময়ং স্থিতম্ ॥ ৪২

সমস্ত বৈশাখ মাস ঐ নদীতে স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গে গমন করে । তাহার পর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া যোক্ষ প্রাপ্ত হয় । ৩৪

হিমালয় পর্ব্বতের নিকট বিভাটি নামে একটি বড় পর্ব্বত আছে, যে স্থানে ভূতনাথ মহাদেব সর্ব্বদা ভৈরবরূপে বাস করেন । ৩৫

সেই পর্ব্বত হইতে শুভরূপ ভৈরবী নামে নদী মানসার পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা গঙ্গার মত ফলপ্রদা । ৩৬

ঐ নদীতে বসন্ত সময়ে স্নান করিলে স্বর্গ লাভ হয় । বেধানে কামাখ্যা-দেবীর পূজা করিয়া আপনার অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে মহা-মায়া পূজা করিয়া ত্রিগুণ ফল লাভ করে । ৩৭

সেই দেবগঙ্গার উক্ত হিমালয় প্রসূত বর্ণ নামে একটি নদী আছে, তাহা নিত্য মানসাবীর তুল্য ফল প্রদান করে । ৩৮

সুভদ্রাদি বর্ণাস্ত্র যে সকল নদী কথিত হইল, ইহার সকলে হিমালয় হইতে প্রসূত এবং উত্তরবাহিনী সুমদনার পূর্বে এবং ব্রহ্মক্ষেত্রের পশ্চিমে মহাক্ষেত্র নামে একটি ক্ষেত্র আছে, সেই স্থানে আদিত্য দেব সর্ব্বদা বাস করেন । ৩৯-৪১

তাহার পূর্ব্বদিকে ত্রিস্রোতা নামে নদী আছে, পশ্চাত্তাপে কাপোত এবং করণ নামে দুইটি কুণ্ড আছে । ৪২

১। বিভাটোখ্যা মহাগিতিঃ ।

২।সংস্কারা নামা স্থাভা ।

* অধিকঃ পাঠঃ ।

କାଳୋତକୃତେ ଦ୍ଵିବିଧଃ ଶ୍ରାଦ୍ଧା କାରଣକୃତଃ ।
 ତଦ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦଃ ସଂକୀର୍ତ୍ତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ ଦିବାକରଂ ।
 ସଂକ୍ରମେତ୍ ସର୍ବୋ ସାଞ୍ଜି ତାନ୍ତରନ୍ତ ଗୃହ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଃ । ୫୩
 ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନିସମୁଦ୍ଭୁତଂ କାଳୋତକରଣାୟତମ୍ ।
 ପୂଜାତୋଷସମାଧ୍ୟାତ୍ତଃ ପାପଂ କାଳୋତ ସେ ହଃ । ୫୪
 ଶିତାଦେବଂ ତୁ ସତ୍ତ୍ଵେନ ଶ୍ରାଦ୍ଧା କାଳୋତପୁତ୍ରଃ ।
 କରଣଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ଉତ୍ତୁଳ୍ଲେ ରବିଂ ଯଜ୍ଞେ । ୫୫
 ତ୍ରିବିଧଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାଚକଂ ସହସ୍ରମୟସ୍ତତଃ ।
 ବ୍ୟାଘ୍ରୋଽଗ୍ନି ଚତୁର୍ଥଂ ଦେବୀଜାୟା ତୁ ଚେତତଃ ।
 ଅଗ୍ରବୀଜାୟାଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ସାମିତାନ୍ତାନ୍ତାଦିକାମୟମ୍ । ୫୬
 ପଦ୍ମାମ୍ବନଃ ପଦ୍ମକରଃ ପଦ୍ମଗର୍ଭସୟସ୍ତତଃ ।
 ସନ୍ତାନଃ ସନ୍ତରଞ୍ଜୁଚ ଶିତୁଞ୍ଜଃ ତାନ୍ତରଃ ମଦା ॥ ୫୭
 ବର୍ତ୍ତୁଳଂ ଯଶୁଳଂ ଚାକ୍ଷ ଅକ୍ଷପତ୍ରସମସ୍ଥିତମ୍ ।
 ଅନୁଷ୍ଠାନ୍ତାନ୍ତୁନୀକ ଶ୍ରଦ୍ଧାମେନାଂ ତଥା ଚ ଯଟ୍ । ୫୮
 ଅଗ୍ରମନ୍ତ୍ରେଣ ନିହିତ ଉପାନ୍ତେ ବହିଃସଂସ୍ଥିତଃ ।
 ମର୍ଦ୍ଦକାଳେ ସମୁଦ୍ଭିଷ୍ଠୋ ଯଦ୍ଵଃ ମର୍ଦ୍ଦକଲଗ୍ରସଃ । ୫୯
 ହାତ୍ତ୍ଵିରନ୍ତ୍ର ଲିଖାବର୍ମନେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତୋଦୟପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ।
 ସାହୋଃ ପାଦୋର୍ଘ୍ୟଭ୍ୟୋଷ୍ଠ ପାଦୋଽକ୍ଷାପି ବିକ୍ରମେ ॥ ୬୦
 ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ ଚ ସମସ୍ତାନ୍ତି କ୍ରମାନ୍ତ୍ରାକ୍ରମାନ୍ତି ଚ ।
 କ୍ରମାନ୍ତୋତ୍ତରତଃ ପ୍ରୋକ୍ତଃ ପୁତ୍ରଃ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତଃ । ୬୧

କାଳୋତ ଏବଂ କରଣ କୃତେ ଗ୍ରାନ୍ତ ଓ ସେହି ବର୍ଷରେ ଆରୋହଣପୂର୍ବକ ଦିବାକର
 ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକବାରଯାତ୍ରା ପୂଜା କରିଲେ ଯଦ୍ଵାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକେ ଗମନ କରେ । ୫୩

ସେ କାଳୋତ ଓ କରଣ ! ତୋହରା ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ହୈତେ ସମୁଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଅୟତ୍ତ ।
 ତୋହାଦେବର ବଳ ଅତି ପବିତ୍ର । 'ଆୟାସ୍ତ୍ର ପାପ ନାଶ କର ।' ୫୪

ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଧାର୍ତ୍ତି କରିବା କାଳୋତପୁତ୍ରରେ ଗ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ କରଣର ଉପରେ ଆଚମନ
 କରିବା ପର୍ବତୋପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଦେବର ପୂଜା କରିବେ । ୫୫

ଶ୍ରାବ୍ୟେ ତ୍ରିବିଧଃ ଶ୍ରାଦ୍ଧବୀଜ, ତାହାର ପର ଚତୁର୍ଥଂ 'ସହସ୍ର ବଞ୍ଚି' ଏହି ପଦ, ତାହାର
 ପର 'ଦେବୀ ଜାୟା' ଇତ୍ୟା ଆଦିତ୍ଵାର ଅଗ୍ରବୀଜ ଏବଂ କାମଗ୍ରନ୍ଥ । ୫୬

ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଦା ପଦ୍ମାମ୍ବନେ ଓଂ ବିଷ୍ଣୁ, ହସ୍ତେ ପଦ୍ମହାରୀ, ପାଦୋର ଗର୍ଭେ ଯତ୍ର ଦୀପ୍ତିୟାନ୍ତୁ,
 ସନ୍ତାନ ସନ୍ତରଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଶିତୁଞ୍ଜ । ୫୭

ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯଶୁଳ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଏବଂ ଅକ୍ଷ ପତ୍ରସ୍ଥିତ । ଅନୁଷ୍ଠାଦି ଅନୁଷ୍ଠୀତ ହାତୀମାନ
 ଯଟ୍, ଅକ୍ଷର ଅଗ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ । ୫୮

ଉପାନ୍ତେ ବହିଃସଂସ୍ଥିତ ଅଗ୍ରମନ୍ତ୍ରେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଋଷ ଯଦ୍ଵାରା ଅଗ୍ର ଯନ୍ତ୍ର) ମକଳ ଶ୍ରାଦ୍ଧର
 ତାଳେ ନିହିତ ହୁଏତାହେ, ଇତ୍ୟା ମକଳ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଫଳ ଜ୍ଞାନ କରେ । ୫୯

ଯଦ୍ଵଃ, ଯଶୁଳ, ବିନଂ, କରଟ, ନେତ୍ର ଆଦି, ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ସାହିଦ୍ଵର, କରତଳସ୍ଥ,
 ଶ୍ରାଦ୍ଧାୟତ୍ର, ପାଦୋତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର—ଏହି ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗେ ସଂଧ୍ୟାକ୍ରମେ ଯନ୍ତ୍ରର ଅକ୍ଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ
 କରିବେ । ଉତ୍ତର-ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର ସେ କ୍ରମ ଉକ୍ତ ହୁଏତାହେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାତେ ଓ ସେହିକ୍ରମ
 କ୍ରମ ଜାଣିବେ । ୬୦-୬୧

বিসৰ্জনঃ তদৈশাখ্যঃ বিদ্যায়া দলশঙ্কঃ ।
 নির্মালাধক্ উত্তচণ্ডা মাঠরাশাস্ত পার্শ্বযোঃ । ৫২
 বীজমুত্তরভক্ত পূৰ্বতঃ প্রতিপাদিতম্ ।
 অনেন বিহিনা তত্তে পুজয়িত্বা নরোত্তমঃ । ৫৩
 স কামানখিলান্ প্রাপা ইহলোকে প্রমোদতে ।
 সুখী শেষে তথা গচ্ছেক্তাক্ষরশালকঃ প্রতি । ৫৪
 নতিদূরে ভাক্ষরশ দক্ষিণায়াঃ ততাহবঃ ।
 তত্কাঙ্কমানৌ বসতি লিঙ্গাঙ্করমুত্তমম্ । ৫৫
 পরিবার্য্য নদা যান্তি মহাকাশান্ত বানরাঃ ।
 পরিবার্য্যাবতিষ্ঠন্তে সেবমানাশ্চ শঙ্করম্ । ৫৬
 ত্রিস্রোভারান্ নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্চোত্তম গুভাচলে ।
 মহাখানং মহাদেবং কামমিষ্টে জড়মরঃ^১ । ৫৭
 ততঃ পূৰ্বং সুহনরী নাম্না কুমুমমালিনী ।
 ক্ষীরোদাখ্যাপরা তন্মাত্তে যতে দক্ষিণতরব । ৫৮
 এতে অপি মহাবাক পুণ্যতোয়েহমুত্তমবে ।
 তত্কাঃ স্নাত্বা নরো যান্তি শঙ্করশালকঃ প্রতি । ৫৯
 তাতাপি পূৰ্বতো দেবী নীলাখ্যা চাপরা মদী ।
 যন্তঃ^২ স্নাত্বা মহাবাক্যঃ শিবলোকায় যচ্ছতি । ৬০
 ততঃ পূৰ্বং শিবা চতী চণ্ডিকায়া মহানদী ।
 নির্গতি ধবলাখ্যান্ত পূৰ্বতাং সুমনোহরাং । ৬১

ইশানকোণে সূর্য্যের বিসৰ্জন করিবে এবং বিদ্যা আদি আটটি সূর্য্যের শক্তি, ইহঁর নির্মালাধারিণী উত্তচণ্ডা এবং মাঠর আদি পার্শ্বিক । ৫২

উত্তর ভক্তে ইহঁর বীজ পূৰ্ব্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে । হে পুত্র ! যে নরোত্তম, এইরূপ বিধানে সূর্য্যের পূজা করে, সেই জ্যেষ্ঠ মনুষ্য ইহলোকে সমুদয় অতিশয়িত প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয় এবং মরণান্তে ভাক্ষরের উদয়স্থানে গমন করে । ৫৩-৫৪

ভাক্ষরের অনতিদূরে গুভাচল অবস্থান করে, তাহার উক্ত মানুষ্ঠে একটি উত্তম শিবলিঙ্গ আছে । ৫৫

অত্যন্ত বীৰ্য্যশালী মহাখা যানর সকল সেই শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করত পূজা করে । ৫৬

ত্রিস্রোভা নদীতে স্নান করিয়া যে মনুষ্য সেই গুভাচলস্থিত মহাখা শঙ্করকে অবলোকন করে, সে আপনার ইচ্ছিকাম প্রাপ্ত হয় । ৫৭

তাহার পূৰ্ব্ব কুমুমমালিনী নামে দেবনদী, তাহার পর ক্ষীরোদাখ্যা মদী ; এই উভয় নদীই দক্ষিণবাহিনী । ৫৮

এই নদীদ্বয়ে স্নান করিয়া মনুষ্য শঙ্করের আলয়ে গমন করে । তাহারও পূৰ্ব্বদিকে নীলা নামে আর একটি নদী আছে । মনুষ্য মহামাখীতে ঐ স্থানে স্নান করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয় । ৫৯-৬০

তাহার পূৰ্ব্ব শিবাচতী বা চণ্ডিকা নামে একটি মহানদী আছে । মনোহর ধবলনামক পর্ব্বত হইতে উহা নির্গত হইয়াছে । ৬১

শিবলিঙ্গদ্বয়ং তত্র নীতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ।
 গোলোককোষ শৃঙ্গক ক্রোশমাজান্তরে স্থিতম্ ॥ ৬২
 চণ্ডিকায়াং নবঃ স্নাত্তা আকুহ ধবলেশ্বরম্ ।
 দক্ষিণং সাগরং বীক্ষ্য পৃষ্ঠা গোলোকসংলোকম্ ॥ ৬৩
 স্ততোহবতীৰ্ঘ্য চ পুনঃ শৃঙ্গিনং ভূমিপীঠকম্ ।
 শিবপূজাবিধানেন পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৬৪
 অম্রমেঘস্তা যজ্ঞস্তা ফলং সম্প্রাপ্য মানবঃ ।
 সৰ্বানু কামানবাপোহ বেহান্তে শিবতাং ব্রহ্মণ ॥ ৬৫
 এতা যঃ কথিতাঃ নদাঃ সৰ্বা বৈ দক্ষিণবাহবাঃ ।
 তন্মাদীশানকাষ্ঠায়াং পৰ্বতাত্ত পদ্মমাদনঃ ॥ ৬৬
 যত্র ভৃঙ্গাঙ্কয়ঃ^১ লিঙ্গং শিবস্তান্তে মহত্তরম্ ॥ ৬৭
 স এবং পৰ্বতশ্রেষ্ঠঃ প্রাপ্তঃ ক্ষেত্রস্ত পশ্চিমে ।
 বৃদ্ধা ব্রহ্মলিলাং দেবীং সাবিজ্ঞং প্রতিগামিনী ॥ ৬৮
 গন্ধমাদনকথ্যান্তে ভৃঙ্গশয়া পদদ্বয়ম্ ।
 অম্রদৃশমাজলং চান্তে কুণ্ডং তদ্রাস্তুরালকম্ ।
 অন্তরালককুণ্ডে ভু স্নাত্তা পীত্বা চ তচ্ছলম্ ॥ ৬৯
 ভৃঙ্গেশয়া ততো দৃষ্টা শিলাসংস্থং পদদ্বয়ম্ ।
 শূজয়িত্বা মহাভূজং গণপত্যমবাগ্নুয়াং ॥ ৭০
 শঙ্কুপাদসমুদ্ভূতমন্তরালদৃশাকরম্ ।
 বৃক্ষধ্বজপতানীং তং সংযোজয় মহাব্জ ॥ ৭১

তাহার অনতিদূরে দুইটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত । তাহার মধ্যে একটির নাম গোলোক, অপরটির নাম শৃঙ্গী, ইহাদের উত্তরের মধ্যে এক ক্রোশ ব্যবধান-যাত্রা । ৬২

মমুস্ত, চণ্ডিকা নদীতে স্নান ও ধবলেশ্বর পৰ্বতের উপর আরোহণ করিয়া দক্ষিণ সাগর, গোলোক নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিবে ৬৩

তাহার পর সেই স্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতলস্থ শৃঙ্গী নামক মহেশ্বরে শিবপূজা বিধানানুসারে পূজা করিবে । ৬৪

এইরূপ করিলে মমুস্ত অস্ত্রমেঘ যজ্ঞের ফল এবং সকল প্রকার অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে শিবস্থ প্রাপ্ত হয় । ৬৫

এই যে সকল নদী কথিত হইল, ইহারা সকলে দক্ষিণবাহিনী । ইশান-কোণে পদ্মমাদন নামে যে পৰ্বত আছে, সেই স্থানে ভৃঙ্গেশ নামে শিবের একটি মহৎ লিঙ্গ আছে । ৬৬-৬৭

ক্ষেত্রের পশ্চিমে যে প্রাপ্ত নামে পৰ্বত আছে, সেই স্থানে দেবী কুল-গামিনী হইয়া ব্রহ্মলিলা ধারণ করিয়াছিলেন । ৬৮

পদ্মমাদনের অন্তে ভৃঙ্গেশের দুইটি পদ আছে, উহা হইতে পদ্মাজল নিঃসৃত হইতেছে, সেই স্থানে অন্তরালক নামে একটি কুণ্ড আছে । ৬৯

অন্তরালক কুণ্ডে স্নান ও তাহার জলপান পূর্বক ভৃঙ্গেশের পদযুগল দর্শন করিয়া মহাভূজকে পূজা করিলে গণাধিপত্য লাভ হয় । ৭০

ইতানেন তু মাত্রেণ জ্ঞানং কৃচ্ছান্তরাজলে ।
 ভৃঙ্গদেবং ততঃ পশুৎ কুজপীঠান্তবাসিনম্ ॥ ৭২
 মণিকুটস্থান্ গিরৈর্গন্ধমাদনকস্তা চ ।
 মধো প্রবত্তি লৌহিত্যো ব্রহ্মণ্যগ্নিসমুদ্রিতঃ ॥ ৭৩
 বর্ণাশাখাঃ দক্ষিণত্যাং লৌহিত্যো নাম সাগরঃ ।
 মণিকুটঃ স্থিতঃ পূর্বে হরগ্রীবো হরির্হিতঃ ॥ ৭৪
 স হরগ্রীবরূপেণ বিষ্ণুর্হিতা জরাসুরম্ ।
 নিহত্য স হরগ্রীবঃ ক্রীড়ায়ৈ যত্র-স স্থিতঃ ॥ ৭৫
 হতা জরং তথা বিষ্ণুস্তত্র বাসমখ্যাকরোৎ ।
 নরদেবানুরাদীনাম্ যথা ভবতি বৈ হিতম্ ॥ ৭৬
 জ্বরেণাশীড়িতঃ তনুজ্বরং হতা মহাসুরম্ ।
 সর্বলোকহিতার্থায় মোহনমজ্ঞানমাহরৎ ॥ ৭৭
 অগদজ্ঞানসমুত্তং সজ্জাতক মহাসুরম্* ।
 তন্ত স্বয়ং হরগ্রীবো নাম চক্রে পুনর্ভবম্ ॥ ৭৮
 ন পুনর্ভবতে যন্তাভ্যুত স্রাজা নরোত্তমঃ ।
 অপুনর্ভবসংজ্ঞং তং সত্ত্বং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৭৯
 মণিকুটাচলে বিষ্ণুর্হরগ্রীবরূপধৃক্ ।
 শতবায়ম প্রমাণেন বিস্তরেণৈব শোভিতম্* ॥ ৮০

‘হে অন্তরাল ! তুমি শঙ্কুপাদ হইতে উদ্ধৃত এবং ধর্ম্মের আকর । হে মহা-
 রূপ । তুমি বৃষধ্বজ পদদ্বয়কে সংযোজিত কর ।’ ৭১

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অন্তরালজলে স্নান করিয়া কুজ-পীঠবাসী ভৃঙ্গদেবের
 দর্শন করিবে । ৭২

মণিকুট এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যানর বহন করিতেছে ।

৭৩

বর্ণাশা নদীর দক্ষিণদিকে লৌহিত্য নামে সাগর আছে । তাহার পূর্ব্ব
 মণিকুট পর্ব্বত, এইখানে হরগ্রীব বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি আছে । ৭৪

বিষ্ণু হরগ্রীবরূপে জরাসুরকে এবং হরগ্রীবকেও হত করিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত
 সেই স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন । ৭৫

জরাসুরকে বিদাশ করিয়া সুরাসুর সমুজদিগের হিতের নিমিত্ত বিষ্ণু সেই
 স্থানে অবস্থান করিতেছেন । ৭৬

বিষ্ণু জর কর্তৃক শীড়িত হইয়া এবং জরাসুরকে বধ করিয়া সর্বলোকের
 হিতের নিমিত্ত সেই স্থানে অগদজ্ঞান করিয়াছিলেন । ৭৭

সেই অগদজ্ঞান হইতে একটি বৃহৎ শব্দ উথিত হইয়াছিল । এই শব্দ হরগ্রীব
 বিষ্ণু সেই তীর্থের নাম অপুনর্ভব রাখিলেন । ৭৮

যেহেতু সেই স্থানে স্নান করিলে মনুষ্যের আর পুনর্ভব জন্ম হয় না, এই
 নিমিত্ত উহা অপুনর্ভব নামে কীর্ত্তিত হয় । ৭৯

মণিকুট পর্ব্বতে বিষ্ণু, হরগ্রীবরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐ তীর্থের বিস্তার
 শত বায়ম । ৮০

৩। বর্ণাশাখাঃ ।

৪। মহাসাগরঃ ।

২। শীড়িতভক্ত ।

৩। সাহিত্যে ।

তদ্বাহ পূর্বে ভদ্রকামঃ পর্বতস্ত্রিত্রিকোণকঃ ।
 যত্র কালহরো নাম শিবলিঙ্গো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮১
 তদ্বাহম্বে দক্ষিণস্থায় পুনর্ভবকুণ্ডকম্ ।
 অপুনর্ভবস্তীরে পর্বতে ভদ্রকামদে ॥ ৮২
 হরবোধীতি বিখ্যাতা শিলা ব্রহ্মবহুপিণী ।
 তত্র যোগী মহাদেবো যোগজ্ঞা ধ্যানভঙ্গরঃ ॥ ৮৩
 যং দৃষ্ট্বা যোগবান্ধৱো যুতো যোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৪
 তস্মৈমেব শিলায়াস্ত গোকর্ণো নাম শঙ্করঃ ।
 গোকর্ণো নিহতো যেন অক্ষকস্ত নখা পুরা ॥ ৮৫
 গোকর্ণস্ত তথৈশাশ্বাৎ কেদারঃ শঙ্করস্ততঃ ।
 ততোহক্ষকসমঃ প্রোক্তঃ কমলাকরভোগধৃক্ ॥ ৮৬
 যজ্ঞাশ্চি শঙ্কুঃ কেদারঃ স শিখির্মদনাহবয়ঃ ।
 তদৈব কমলঃ প্রোক্তঃ স মহাশালগ্রামঃ ॥ ৮৭
 স্নাত্বা পুনর্ভবজলে দৃষ্ট্বা গোকর্ণযোগিনৌ ।
 কেদারকমলৌ দৃষ্ট্বা মূর্ত্তির্মাধবদর্শনে ॥ ৮৮
 দৃষ্ট্বা তু মাধবং দেবং ততঃ কাশং বিলোকয়েৎ ।
 কাশং বিলোকা তত্রস্থো নিরীক্ষেদপুনর্ভবম্ ॥ ৮৯
 এবং কৃত্বা পীঠযাত্রামনেন ক্রমযোগতঃ ।
 সপ্তপূর্বান্ সপ্ত পরানাক্ষানং দশ পদা চ ॥ ৯০
 পিতৃমুহুতা ত্রিদিবং নথৈং স পুরুষোত্তমঃ ।
 বিষ্ণুস্থানসমুদ্ভূতা পুনর্ভবহর স্বর ॥ ৯১

তাহার পূর্বে ভদ্রকাম, উহা সকল প্রকারে ত্রিকোণ ; এই স্থানে কালহর
 নামে শিবলিঙ্গ অবস্থিত । ৮১

তাহার দক্ষিণে অপুনর্ভব নামে একটি কুণ্ডও দৃষ্ট হয় । সেই অপুনর্ভব
 কুণ্ডের তীরে ভদ্রকাম নামক পর্বতে হরগ্রীবা নামে ব্রহ্মবহুপিণী একখানি
 শিলা আছে । সেই স্থানে যোগজ্ঞ যোগী মহাদেব ধ্যানাসক্ত হইয়া অবস্থান
 করেন । ৮২-৮৩

ইহাকে দেখিয়া মনুষ্য মরণান্তে যোক্ষপ্রাপ্ত হয় । ৮৪

সেই শিলাতেই গোকর্ণনামক একটি শিবমূর্ত্তি আছে ; কারণ ঐ স্থানে
 মহাদেব অক্ষকের বকু গোকর্ণনামক অসুরকে নিহত করেন । ৮৫

গোকর্ণের ইশানকোণে কেদার নামে মহাদেব আছেন । তিনি কমলাকার
 স্বরূপধারী । ৮৬

যে পর্বতে কেদার বাস করেন, তাহার নাম মদন । সেই স্থানেই লরগেদ
 মহাশয় কমলও অবস্থিত । ৮৭

অপুনর্ভবের জলে স্নান করিয়া এবং গোকর্ণ পর্বতস্থিত কেদার ও কমলকে
 দেখিয়া গরে মাধবকে দেখিয়া মুক্ত হইবে । ৮৮

তাহার পর কামদেবকে দর্শন করিবে । কাশ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার অপুন-
 র্ভবকে দর্শন করিবে । ৮৯

এইরূপ নিয়মে পূর্ব্বোক্তক্রমে পীঠযাত্রা করিয়া উদ্ধৃত্তন সপ্ত, অধৃত্তন সপ্ত,
 এবং আপনাকে উদ্ধার করিয়া ধর্মে লইয়া যাব । ৯০

পাপং হর স্বর্গহেতো জিজ্ঞাসতমহোদধে ।
 অনেনৈব তু যন্ত্ৰেণ স্নানায়াদীৰোহপুনর্ভবেৎ ॥ ১২
 হয়গ্রীবস্ত তন্ত্ৰং পূর্বৈব প্রতিপাদিতম্ ।
 রূপং যুগ্মং মহারাজ চিত্তযন্ত্ৰস্য যাদৃশম্ ॥ ১৩
 কর্পূরকুম্ভধবলঃ সিতপদ্মোপরিস্থিতঃ ।
 চতুর্ভুজঃ কুণ্ডলাদিনান্যলঙ্কারভূষিতঃ ॥ ১৪
 বরদাভয়হস্তস্ত বামহস্তদ্বয়েন তু ।
 পুস্তকং সিতপদ্মকং যন্তে হস্তদ্বয়েহপরে ॥ ১৫
 শ্রীবৎসকৌস্তভোরক্ষঃ কচিচ্চ গরুড়াসনঃ ।
 সর্ব উত্তরভ্রাত্তোক্তঃ ক্রমো গ্রাহঃ প্রপূজনে ॥ ১৬
 বিশ্বকসেনো হস্তাভ্যেস্ত নির্মালাধ্বিনিসর্জনে ।
 শিলারূপপ্রতিচ্ছন্নঃ সদাশ্চে গরুড়ধ্বজঃ ।
 ক্রীড়মানোহথ গন্ধর্ব্বৈঃ স্থিতো লোকহিতায় চ ॥ ১৭
 হয়গ্রীবস্ত যন্ত্ৰস্য সিদ্ধির্লক্ষ্যদ্বয়েন তু ।
 যাবকৈঃ পায়সৈসরাট্যৈ হোমং কুর্ব্বন্ পুরস্চরেৎ ॥ ১৮
 একেনৈব তু রাজেন্দ্র পুরস্চরণকর্ম্মণা ।
 ইতিসিদ্ধিম্বাপোহ বিষ্ণুলোকমবাস্তুয়াৎ ॥ ১৯
 যন্ত্ৰেস্ত পঞ্চবজ্রাদাং পঞ্চমূর্ত্তিং সদাৰ্চয়েৎ ।
 পূর্ব্বৈ উৎপুরুষাদীনাং কামাদীন্ পূজকো বিজঃ ॥ ১০০

‘হে মহোদধি ! তুমি বিষ্ণুর স্নান হইতে উদ্ধৃত অপুনর্ভব হরি এবং ঈশ্বর-
 স্বরূপ । ১২

তুমি স্বর্গের হেতু, আমাকে স্বর্গ দান কর ।’ এই যন্ত্র পাঠ করিয়া পণ্ডিত
 অপুনর্ভবে স্নান করিবে । ১২

হয়গ্রীবের তন্ত্র পূর্ব্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে । এক্ষণে যে স্বরূপে তাহার
 ধ্যান করা হয়, সেই স্বরূপ গ্রহণ কর । ১৩

তাহার বর্ণ, কর্পূর এবং কুম্ভের তায় ধবল, তিনি শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্ট,
 চতুর্ভুজ, কুণ্ডলাদি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত । ১৪

বামদিকের হস্তদ্বয়ে বর এবং অভয়দানকারী দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পুস্তক এবং
 শ্বেত-পদ্ম-ধারী । ১৫

বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস এবং কৌস্তভদ্বারা সমুজ্জ্বল, শোভাশালী এবং কখন
 কখনও বা গরুড়াসনে উপবিষ্ট । উত্তরভ্রাত্তে যেক্রপ পূজার ক্রম উক্ত হইয়াছে,
 এই স্থানে তাহাই গ্রহণ করিবে । ১৬

তাহার নির্মালাধারী হস্তাভি জ্ঞানিবে এবং বিসর্জনও ঐ নিয়মে করিবে ।
 গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে লোকের হিতের নিমিত্ত
 সর্বদা শিলারূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন । ১৭

হয়গ্রীবের যন্ত্র বিশেষবার অঙ্গ করিলেই সিদ্ধি হয় । আত্মা এবং যাবক-
 পায়স দ্বারা হোম করিয়া ইহার পুরস্চরণ করিতে হয় । ১৮

হে রাজেন্দ্র ! একবার মাত্র পুরস্চরণ করিলেই ইহলোকে যাবৎ অভি-
 লম্বিত বস্তুর লাভ এবং অন্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় । ১৯

কামস্তংপুরুষো জ্যেষ্ঠো যোগীশানঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ১০১
 অঘোরো জঘন্য গোবর্ধনঃ কেশারো বামদেবকঃ ।
 সন্দোজাতস্ত কামলাযদ্বৈতৈকৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১০২
 শর্করতৈশ্চৈব কেশারঃ* শিবদক্ষা ভু কালিকা ।
 হরগ্রীবসঃ পূর্ব্বস্তাং কেশারস্ত ভু পশ্চিমে ॥ ১০৩
 ছায়াভোগাস্থস্থানং পুরী ভোগবতী তথা ।
 যো গচ্ছেরশিকুটাখ্যং কৌতুকাস্ত পুনর্ভবম্ ॥ ১০৪
 স সর্ব্বভীৰ্হবাগ্রাণাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১০৫
 জ্যেষ্ঠে বাসি সিতৈ পক্ষে পঞ্চদশম্ভীষু চ ।
 শ্রাদ্ধাপুনর্ভবজলে যঃ স্নোত্বিধিবন্ধবিশ্ৰম্ ।
 স সর্ব্বং কুলমুকুতা বিম্বসাবুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৬
 জ্যেষ্ঠস্ত সকলং মাসং নিত্যং পশ্চ্যন্তু যো হরিশ্চ ।
 হরৌ বিলীনতাং মতি স সর্ব্বৈঃ সহিতঃ কুটৈঃ ॥ ১০৭
 এতস্তে কথিতং পুণ্যং শশিকুটাস্থস্থং পরম্ ।
 বারানসীভো হৃদিকং সিদ্ধবিদ্যাবস্তুর্জিতম্ ॥ ১০৮
 যঃ পঠেচ্ছ্রুত্বাখিতো শশিকুটস্ত নির্ভয়ম্ ।
 স সর্ব্ববেদস্ত ফলং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১০৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টমস্তুতিতমোহধ্যায়ঃ । ৭৮

পূজক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ভংপুরুষানি পঞ্চবক্তের কামাদিপঞ্চ সৃষ্টির পূজা করিবে। কাম ও ভংপুরুষ এক, যোগী ও ঈশান এক। ১০০-১০১

অঘোর গোবর্ধনপী, বামদেব কেশারবরূপ এবং সন্দোজাতই কামলরূপে অবতীর্ণ। ইহাদ্বিনিকে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রচতুষ্টয়দ্বারা পূজা করিবে। ১০২

উহাই কৈলাসশর্কর এবং কালিকাই শিব-দক্ষা। হরগ্রীবের পূর্ব্ব এবং কেশারের পশ্চিমে ছায়াভোগ নামক স্থান আছে। ১০৩

সেই স্থানে ভোগবতী নামে একটি পুরী আছে। যে ব্যক্তি কৌতুকবনস্তঃ অপুনর্ভব শশিকুটে গমন করে, সে সকল ভীৰ্হবাত্মক ফল লাভ করে। ১০৪-১০৫

জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা বা অষ্টমীতেই অপুনর্ভব জলে স্নান করিয়া যে বিধিপূর্ব্বক নাত্রাচরণকে দর্শন করে, সে সমুদ্র কুল লাভ করিয়া বিম্বলোকে বিম্বসাবুজ্য প্রাপ্ত হয়। ১০৬

যে, সমস্ত জ্যেষ্ঠ মাস নাত্রাচরণকে দর্শন করে, সে নিজের নিধিলকুল-জনের সহিত বিম্বস্তে লীন হয়। ১০৭

এই শশিকুটনামক স্থান অতি পবিত্র, ইহা বারানসী হইতেও অধিক পবিত্র, সিদ্ধ এবং বিদ্যাধরগণ কর্তৃক অর্জিত। ১০৮

যে ব্রাহ্মণ শশিকুটে নির্ভয়ের কথা শ্রবণ করে, সে সমুদ্র বেদ অবশের ফল প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১০৯

অষ্টমস্তুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৮

একোনাশীতিতমোঃধ্যায়ঃ

ঔৰ্ব উবাচ—

ততঃ পূৰ্বং মহারাজ দৰ্পণো নাম পৰ্বতঃ ।
কুবেরো যত্র বসতি ধনপাটলঃ সমঃ সধা । ১
যস্মিন্মাস্তে মধ্যভাগে রোহিতো রোহিতাকৃতিঃ । ২
যস্মিন্লেহাদিকং স্পৃষ্টং স্বৰ্ণভাং বাতি তৎক্ষণাৎ ।
যত্রাতিদূরে স্রবতি দৰ্পণো নাম বৈ নদঃ । ৩
হিমালিপ্রভবো নিত্যং লৌহিত্যসদৃশঃ ফলৈঃ ।
সমুৎপন্নঃ হি লৌহিত্যং সৰ্বৈর্দেবগণৈর্হরিঃ । ৪
সৰ্বভীৰ্ণোদকৈঃ সমাক্ স্নাপয়ামাস তং সূত্রম্ ।
তস্য স্নানসমুদ্ভূতঃ গাপদৰ্পণ পাটনঃ ।
তেনাস্তং দৰ্পণো নাম পুরা দেবগণৈঃ কৃতঃ । ৫
তস্মিন্ স্নাত্বা নদবহ্নে যোহর্চয়েদপর্ণাচলে । ৬
কুবেরং প্রতিপত্তিষ্ঠাং কাৰ্ত্তিকে গুরুপক্ষকে ।
স যাতি ব্রহ্মসদনমিহ ভূতিশৈত্ব্যুতঃ । ৭
দৰ্পণাক্ষিণি পূৰ্ব্বস্থায়স্মিমাংসরো মিরিঃ ।
সৰ্পাকারঃ সপ্তশতবায়মদীৰ্ঘোদ্ধবিস্তৃতঃ । ৮
তত্র তিষ্ঠতি বৈ বহ্নিকৰ্দ্ধভাগেহগ্নিমণ্ডলে ।
সিন্দুরপুঙ্গসঙ্কাশে চাক্রদাক্ষিণীতলে । ৯

ভীৰ্ঘ-প্রসঙ্গ

ঔৰ্ব বলিলেন,—হে মহারাজ ! তাহার পূর্বের দৰ্পণ নামে পৰ্বত, এই পৰ্বতে যক্ষগণের সহিত কুবের সর্বদা বাস করেন । ১

ইহার মধ্যভাগে রোহিত যংস্তুর নাম আকৃতিবিশিষ্ট রোহিত নামে একটি পৰ্বত আছে । ২

যাহার স্পর্শে লৌহাদি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় । তাহার অনতিদূরে দৰ্পণ নামে একটি নদ আছে, উহা হিমালয় হইতে প্রসূত এবং ফলদানে লৌহিত্যের তুল্য । লৌহিত্য উপর হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবগণের সহিত সকল ভীৰ্ণোদক দ্বারা স্নান করিয়াছিলেন । ৩-৪

তাহার স্নান হইতে পাপ ও দৰ্পের পাটল রক্ত উদ্গত হইয়াছিল । এই নিমিত্ত পূর্বকালে দেবগণ ইহাকে দৰ্পণ নামে অভিহিত করিয়াছেন । ৫

যে মনুষ্য কাৰ্ত্তিক মাসের গুরুপ্রতিপদ তিথিতে ঐ শ্রেষ্ঠ নদে স্নান করিয়া দৰ্পণাচলে কুবেরকে পূজা করে, সে শত ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে গমন করে । ৬-৭

দৰ্পণের পূর্বদিকে অগ্নিমাংস নামে পৰ্বত আছে, উহার আকার সর্পের মত এবং দীর্ঘতা, উচ্চতা এবং বিস্তৃতিও ঐরূপ । ৮

সেই পৰ্বতের অগ্নি-অলিত উর্দ্ধভাগে সিন্দুর-পুঙ্গ-সঙ্কাশ মনোহর দাক্ষিণীতলে অগ্নিদেব অবস্থান করেন । ৯

তদ্বিগ্নিগ্নিহনো বহ্নিনিত্যমদ্যপি কাশতে ।
 তৈরবশ্য হিতার্থায় কামাখ্যাপদিসেবনে ।
 পূর্বমেব হিতস্তত্র সাক্ষাৎবহ্নির্গণৈঃ সহ ॥ ১০
 লৌহিত্যশাখাসি স্নাত্বা অগ্নিমাল্যহবঃ গিরিমে ॥
 আকুত্ব বহ্নিং সম্পূজ্য মোদতে বিষ্ণুমগ্নিবে ॥ ১১
 পুরস্তাদগ্নিমানিক্য কুণ্ডকং বারুণাহবয়ম্ ॥ ১২
 তস্য তীরে গিরিভ্রেষ্টো নারায় কংসকরঃ স্মৃতঃ ।
 বরুণস্তত্র বসতি নিত্যমেব জলাধিপঃ ॥ ১৩
 তদ্বিন্ কংসকরে সম্যক্ পূজয়িত্বা প্রোচতসম্ ।
 স্নাত্বা চ বারুণে কুণ্ডে বারুণং লোকবাণ্ধুস্মাৎ ॥ ১৪
 আদ্যং ব্যঞ্জনমেবাভ্য পঞ্চমস্বরসংযুতম্ ।
 শঙ্কুভূতানিবাযুক্তং কোবেয়ং বীজমুচ্যতে ॥ ১৫
 সপ্তমো যঃ পকারস্য বিন্দুচচ্ছার্কসংযুতঃ ।
 বহ্নিবীজমিতি খ্যাতং তেন বহ্নিং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬
 মকারপঞ্চমঃ সোমবিন্দুনা বারুণঃ স্মৃতঃ ।
 এতির্মত্রেয়মান্ দেবান্ নিত্যমেব প্রপূজয়েৎ ॥ ১৭
 বায়ুকুটো নাম গিরিঃ পূর্বক্খ্যঃ বরুণাচলঃ ।
 দ্বিধাত্তো বায়ুবীজেন মণ্ডলেন সমন্বিতঃ ॥ ১৮
 বায়ুলোকহিতশ্চচ্ছো বস্মারিঃসূতা মাকুতঃ ।
 উর্দ্ধাধোভাগমাসাদ্য নিত্যং বহতি ভূপতে ॥ ১৯

সেই পর্বতে অদ্যপি জলন দ্রব্য-শৃঙ্গ বহ্নি এখনও দেখা যায়। তৈরবের হিত এবং কামাখ্যার সেবনের নিমিত্ত প্রথম হইতেই বহ্নি আপনার দলবলের সহিত সাক্ষাৎরূপে সেইস্থানে বাস করিতেন। ১০

লৌহিত্যের জলে স্নান এবং বহ্নিয়ান্ পর্বতে আরোহণ করিয়া যে মনুষ্য বহ্নিদেবের পূজা করে, সে বিষ্ণু-মগ্নিবে আয়োদ উপভোগ করে। ১১

অগ্নিয়ান্ পর্বতের সম্মুখে বরুণনামক একটি কুণ্ড আছে, তাহার তীরে কংসকর নামে একটি শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে। সেই স্থানে জলাধিপ বরুণ নিত্য বাস করেন। ১২-১৩

সেই কংসকর পর্বতে বরুণদেবের পূজা এবং সেই বারুণকুণ্ডে স্নান করিয়া মনুষ্য বরুণলোক প্রাপ্ত হয়। ১৪

আদ্য ব্যঞ্জন ককার পঞ্চমস্বর উ এবং অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত হইলে তাহা কোবেয় বীজ নামে খ্যাত। ১৫

প হইতে সপ্তম অক্ষর অর্থাৎ ‘ব’কার চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে তাহা বহ্নির বীজ হয়, এই বীজ দ্বারা বহ্নিদেবের পূজা করিবে। ১৬

ম হইতে পঞ্চম (ব) উহা অনুরারিযুক্ত হইলে বরুণ বীজ হয়, এই সকল মন্ত্র দ্বারা ঐ পূর্বোক্ত দেবগণের পূজা করিবে। ১৭

বরুণাচলের পূর্বদিকে বায়ুকুটনামক পর্বত আছে। উহা দ্বিধাত্ত বায়ু-বীজাকার মণ্ডল দ্বারা যুক্ত। ১৮

হে ভূপতি! বায়ুলোকে চন্দ্র অবস্থান করেন, সেই চন্দ্র হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া নিত্য উর্দ্ধ ও অধোভাগে বহিতেছে। ১৯

তত্র বায়ুঃ সমভার্জ্য বায়ুলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ ২০
 পূৰ্ব্ব বায়ুগিরেঃ শৈলশ্চলকুট ইতি স্মৃতঃ^১ ।
 ত্রিকোণশ্চলসঙ্কশস্তদুর্ধ্বৈ চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ২১
 দ্বিতীয়বর্গমাদ্যন্ত বিন্দুনা সমলঙ্কৃতম্ ।
 চন্দ্রবীজমিতি প্রোক্তং তেন চন্দ্রং প্রপূজয়েৎ ॥ ২২
 অন্যাপি প্রতিদর্শে তু পৰ্বতঃ^২ তং নিশাপতিঃ ।
 প্রদক্ষিণীকরোত্যেব দশভিষ্ঠাপি খেচরৈঃ ॥ ২৩
 তদৈত্ব পূৰ্ব্বভাগে তু সোমকুণ্ডাহুয়ং সরঃ ।
 তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ নরঃ কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ২৪
 স্বর্গাদবতরচ্চন্দ্রঃ কামাখ্যাসেবনে যদা ।
 তদা তত্রগ্নিসজ্জাতান্নিঃসৃতান্তোবরাশিষঃ ॥ ২৫
 তৈস্তোমৈর্বাসবঃ কুণ্ডমকরোদিল্লচন্দ্রয়োঃ ।
 যথো পুণ্যতমে স্থানে স্রবং ব্রহ্মশিলাপরি ॥ ২৬
 চন্দ্ররশ্মিসমুদ্ভূতচন্দ্রকুণ্ডমহোদধৌ ।
 যং যং ভাবং সমাসাদ্য তং চন্দ্রকলুৰং হরম্ ॥ ২৭
 সুখাস্রবণমাহ্লাদং ত্বং চন্দ্রকলুৰং হর ।
 ইত্যনেন তু মন্ত্ৰেণ যঃ স্নাত্বা চন্দ্রপাথসি ॥ ২৮
 চন্দ্রকুটং সমাক্রুত্ব পূজয়েদ্যন্ত তং নরঃ ।
 অবিচ্ছিন্না সন্ততিস্ত সুকান্তা তস্য জায়তে ॥ ২৯

সেই স্থানে বায়ুকে পূজা করিলে বায়ুলোক প্রাপ্তি হয় । ২০
 বায়ুগিরির পূর্বে চন্দ্রকুট নামে আর একটি পর্বত আছে, উহা ত্রিকোণ
 এবং তারের মত রক্তবর্ণ, উহার উর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডল । ২১
 দ্বিতীয় বর্গের আদ্যক্ষর (চ) অর্ধচন্দ্র ও অনুস্বার দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে চন্দ্র-
 বীজ হয় । ২২
 উহা দ্বারা চন্দ্রের পূজা করিবে । চন্দ্র অন্যাপি দশ অশ্বযুক্ত হইয়া সর্বদা
 ইহাকে প্রদক্ষিণ করেন । ২৩
 তাহার পূর্বভাগে সোমকুণ্ড নামে সরোবর আছে, তাহাতে স্নান ও তাহার
 জল পান করিয়া মনুষ্য কৈবল্য প্রাপ্ত হয় । ২৪
 কামাখ্যার সেবনের নিমিত্ত চন্দ্র, যখন স্বর্গ হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া-
 ছিলেন, তখন তাঁহার কিরণরাশি হইতে জলরাশি নিঃসৃত হয় । ২৫
 সেই জলরাশি দ্বারা ইন্দ্র, পবিত্র যথাস্থানে ব্রহ্মশিলার উপর স্নানার্থে এবং
 চন্দ্রের নামে একটি কুণ্ড করেন । ২৬
 'হে চন্দ্ররশ্মিসমুদ্ভূত মহোদধি-স্বরূপ চন্দ্রকুণ্ড ! তুমি ক্রতিদ্বারা লোকের
 আনন্দ উৎপাদন কর, তুমি আমার পাপ হরণ কর ।' ২৭
 এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চন্দ্র-সরোবরের জলে স্নান এবং চন্দ্রকুট পর্বতে
 আরোহণপূর্বক যে চন্দ্রমার পূজা করে, তাহার পত্নীর কখন সন্ততি বিচ্ছেদ
 হয় না । ২৮-২৯

১। ঋতঃ ।

২। অন্যাপি প্রতিপক্ষে তু মততং তং নিশাপতিঃ ।

পরত্র চক্রভবনং তিষ্ঠা যাতি পরং পদম্
 তীরে তু চক্রকূটস্থ নন্দনো নাম বৈ গিরিঃ ॥ ৩০
 তন্নিম্নং বসতি শক্রস্ত কামাখ্যাসেবনে ব্রতঃ ৷
 পঞ্চভাবং সমাসান্য সর্বদেবেশ্বরো হরিঃ ৷
 সেবিতুং ত্রিদশেশানীঃ সত্ততং বর্ততে নরঃ ॥ ৩১
 চক্রকূটস্থ তু শিবের্নন্দনস্ত তথা গিরেঃ ৷
 প্রতিদর্শং তথাচক্রঃ প্রদক্ষিণমতি শিবা ॥ ৩২
 চক্রকূটজলে স্নাত্বা সমাক্রম্যাস্থ নন্দনম্ ৷
 আরাধ্য শক্রং লোকেশং মহাফলমবাপ্নুহাৎ ॥ ৩৩
 নন্দনো পূর্বভাগে তু ভঙ্গকূটো মহাগিরিঃ ৷
 যঃ স্নয়ং ভগ্নরূপঃ স সদা চেষ্টাস্তমুত্তমম্ ॥ ৩৪
 দক্ষিণে ভঙ্গকূটস্থ দেবী পীযুষধারিণী ৷
 উর্বশী নাম বিখ্যাতা শক্রপ্রীতিকরী সদা ৥ ৩৫
 দেবর্ষং স্থাপিতং পূর্বমমুত্তং ভোজনাস্ত বৈ ৷
 কামাখ্যা স্নাত্বাদায় স্নয়ং তিষ্ঠতি চোর্বশী ॥ ৩৬
 শিলারূপো হরস্তাস্ত সমাবৃত্তাব তিষ্ঠতি ৷
 সা চৈবামৃতরাশিস্ত কৃতা কিঞ্চন কিঞ্চন ৷
 উপস্থাপন্যাত নিত্যং কামাখ্যাং যোনিমত্তলে ॥ ৩৭
 সুধাশিলাস্তরুহা তু উর্বশীকুণ্ডবাসিনী ৷
 উর্বশীভঙ্গকূটস্থ মধো কুণ্ডং সদাবৃতম্ ॥ ৩৮

মরণান্তে সেই মনুষ্য চক্রপদ ভেদ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। চক্রকূটের
 তীরে নন্দন নামে একটি পর্বত আছে, সেই স্থানে কামাখ্যার সেবনে আসক্ত
 সুরপতি ইক্ষু বাস করেন এবং সর্বদেবেশ্বর হরিও সেই স্থানে ত্রিদশগণসেবিত
 আকৃতা ব্রজা করিয়া সর্বদা বাস করেন। ৩০-৩১

প্রতি অবস্থায়, চক্র তিনবার চক্রকূট এক নন্দন পর্বত প্রদক্ষিণ
 করেন। ৩২

চক্রকূটজলে স্নান এবং চক্রপর্বতে আরোহণ ও লোকপাল শক্রের পূজা
 করিলে মনুষ্য মহাফল প্রাপ্ত হয়। ৩৩

নন্দনের পূর্বভাগে ভঙ্গকূট নামে একটি পর্বত আছে। সেই স্থানে রমণ
 করিলে মোটক উত্তম শাস্তিলাভ করে। ৩৪

ভঙ্গকূটের দক্ষিণে উর্বশী নামে স্নাত ইন্ড্রের প্রীতিকরী অমৃতধারিণী দেবী
 আছেন। ৩৫

পূর্বে দেবগণ ভোজনের নিমিত্ত যে অমৃত ব্রজা করিয়াছিলেন, উর্বশী
 কামাখ্যার নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিয়া এই স্থানে আগমন করেন। ৩৬

শিলারূপী মহাদেব তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন। সেই উর্বশী
 পূর্বে অমৃতরাশিকে কিছু কিছু অংশ করিয়া প্রত্যহ কামাখ্যার যোনি-
 মত্তলে অর্পণ করেন। ৩৭

১। নয়া।

২। ভগ্নরূপস্ত স যাতি শাস্তিমুত্তমম্

ত্রিংশদ্বনুর্ভাকোর্ণং পঞ্চাশদ্বনুর্ভাকতম্ ।

তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ নরো মোক্ষমবাশ্রুয়াৎ ॥ ৩৯

কামাখ্যা-যোনি-বৈশাখীং দিশং য়াতি সসৈব হি ॥ ৪০

ভদ্রকূটে প্রবিষতি উর্বশীমপি যোগিনী ॥ ৪১

আপ্যায়িত্বা চামৃতেন নিত্যং দেবী প্রমোদতে ॥ ৪২

মোদযুক্তা মহাদেবী কামেন মোদতে সদা ॥ ৪৩

ভদ্রকূটস্থ চৈশাখ্যং মণিকূটো মহাগিরিঃ ।

মণিকর্ণো নাম হরস্তত্র তিষ্ঠতি লিঙ্গকম্ ॥ ৪৪

স সন্ধ্যোজাতরূপস্ত মণিকর্ণ ইতীব্রিতঃ ।

সন্ধ্যোজাতস্য যন্ত্রেণ পূজিতব্যঃ সদাশিবঃ ॥ ৪৫

চন্দ্রতীর্থে জলে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চন্দ্রং সর্বাসমম্ ।

মণিকর্ণেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুক্তির্ভগ্নাচলং গতে ।

শ্বেতঃ শ্বেতাশ্বরধরো দশাশ্বো হেমভূষিতঃ ॥ ৪৬

গদাপাশিদ্ধিবাহুশ্চ কৰ্ণব্যো বরদঃ শশী ॥ ৪৭

সহস্রনেত্রো গৌরাক্ষো দ্বিজুজ্ঞো বামহস্তগম্ ।

বজ্রং সদাং কুশং ধন্তে দক্ষিণেনাপি পশিনা ॥ ৪৮

ঐরাবতগজহস্ত বাণভূগীরবন্ধনঃ ।

ধনুশ্চ কক্ষে গৃহ্মাতি সেবমানো মহেশ্বরীম্ ॥ ৪৯

বকারানন্তরো বর্ণশ্চন্দ্রবিন্দুসমস্থিতঃ ।

শত্রুঘ্নীভূমিতি প্রোক্তং শত্রুং তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ৫০

উর্বশী মুখা-নিলার অন্তরে উর্বশী-কূতে বাস করেন। ঐ উর্বশীকূত ভদ্রকূট পর্বতের মধ্যে অবস্থিত। ৩৮

ঐ কূত বক্রিশ ধনু বিস্তীর্ণ এবং পঞ্চাশ ধনু দীর্ঘ। এই স্থানে স্নান এবং ইহার জল পান করিয়া মনুষ্য মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৩৯

কামাখ্যা-যোনি-যোগিনী সর্বদা ঈশানকোণের দিকে গমন করেন এবং উর্বশীকূতেও প্রবেশ করেন। ৪০-৪১

সেই স্থানে প্রত্যহ অমৃতদ্বারা আর্পণায়িত হইয়া অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হন এবং আনন্দযুক্ত হইয়া কামসহ রমণ করেন। ৪২-৪৩

ভদ্রকূটের ঈশানকোণে মণিকূট নামে একটি পর্বত,—সেই স্থানে মণিকর্ণ নামে একটি শিবলিঙ্গ আছে। ৪৪

সেই শিবলিঙ্গ সন্ধ্যোজাতেরই প্রতিমূর্তি, সন্ধ্যোজাতের যন্ত্রের দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ৪৫

চন্দ্রতীর্থে জলে স্নান, বাসবের সহিত চন্দ্রের স্পর্শ, মণিকর্ণেশ্বরের দর্শন এবং ভদ্রাচলে গমন করিলে মুক্তি লাভ হয়। ৪৬

চন্দ্র—শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবস্ত্র পরিধানকারী, দশঅশ্বযুক্ত, সুবর্ণালঙ্কৃত, গদাপাশি, দ্বিহস্ত এবং বরপ্রদ। ৪৭

ইন্দ্র, সহস্রনেত্র, গৌরাক্ষ, দ্বিজুজ্ঞ, বামহস্তে বজ্র এবং দক্ষিণ হস্তে অঙ্কুশ-ধারী। ৪৮

ঐরাবতনামক হস্তীর মূর্তি স্থিত, বাণ ও ভূগীরযুক্ত, কক্ষে ধনু এবং মহেশ্বরীর সেবায় নিরত। ৪৯

নদী সুমঙ্গলা নাম হিমপর্বতনির্গতা ।
 পূর্বস্থানং মণিকূটস্থ সদা ভবতি শোভনা ॥ ৫১
 মণিকূটঃ সমারুহ্য যন্তাং পশুতি বৈ নদীম্ ।
 স গঙ্গান্নানজং পুণ্যমবাণ্য ত্রিবিবং ভজেৎ ॥ ৫২-
 মণিকূটোচসাৎ পূর্বং মৎস্যধ্বজকুলাচলঃ ।
 নির্দেহা যত্র মদনো হরনেত্রাগ্নিনা পুনঃ ।
 শরীরং প্রাপ তপসা নবানুধা বৃষধ্বজম্ ॥ ৫৩
 তত্র মৎস্যধ্বজপশু কামদেবেন সংস্থিতঃ^১ ।
 অমিত্যকায়ং পৃথিবীং বৌক্ষ্যমাণঃ সমস্ততঃ ॥ ৫৪
 নদী তু শাস্ত্রভী নাম তত্রান্তে দক্ষিণত্বয়া ।
 সরঃ কামসরো নাম তত্র নৈলে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৫
 শাস্ত্রভ্যাং বিবিবং স্নাত্বা পীত্বা কামসরোহস্তসি^২ ।
 বিমুক্তপাপঃ শুদ্ধাত্মা শিবলোকে মরীচতে ॥ ৫৬
 গন্ধমাদনপূর্বস্থানং সুক্রান্তো নামপর্বতঃ ।
 তৎপ্রান্তে বাসবং কুণ্ডং বাসবামৃতভোজনম্ ॥ ৫৭
 যত্র হিত্বা দক্ষিণস্থানং পুরা শক্রঃ শচীপতিঃ ।
 অমৃতং প্রাপ্তদেহস্ত^৩ কামরূপান্তরে শরণো ॥ ৫৮
 যাত্বা তু বাসবে কুণ্ডে সমারুহ্য মুকান্তকম্ ।
 বাসবস্ত প্রিয়ো ভূত্বা শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৯

বকার যাহার অনন্তর বর্ণ, তাহা অর্থাৎ লকার অর্কচন্দ্র এবং অনুসার যুক্ত হইলে ইন্দ্রের বীজ হর, উহা দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করিবে । ৫০

হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত সুমঙ্গলা নামক শোভনা নদী, মণিকূটের পূর্বদিকে সর্বদা প্রবাহিত হইতেছে । ৫১

যে মনুষ্য, মণিকূটে আরোহণ করিয়া সেই নদীকে দর্শন করে, সে গঙ্গান্নান-জন্ত ফলপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে । ৫২

মণিকূট-অচলের পূর্বে মৎস্যধ্বজনামক একটি কুল পর্বত আছে ; যে স্থানে কাম মহাদেবের নেত্রবহির্দ্বারা দগ্ধ হইয়া তপস্যা দ্বারা বৃষধ্বজকে আরাধনা করিয়া পুনর্বীর শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ৫৩

মৎস্যরূপধারী বিষ্ণু সেই স্থানে অমিত্যক ভূমিতে পৃথিবী অবলোকন করতঃ অবস্থান করিতেছেন । ৫৪

সেই স্থানে দক্ষিণবাহিনী শাস্ত্রভী নামে নদী এবং কামসরো নামক সরোবর^১ বিদ্যমান আছে । ৫৫

শাস্ত্রভীর জলে স্নান এবং কামসরোবরের জল পান করিলে সকল কাম হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোকে সম্মান প্রাপ্ত হয় । ৫৬

গন্ধমাদনের পূর্বে সুক্রান্তনামে একটি পর্বত আছে, তাহার প্রান্তে ইন্দ্রের কুণ্ড, উহার নাম বাসবামৃত-ভোজন । ৫৭

পূর্বে শচীপতি ইন্দ্র, কামরূপে তাহার দক্ষিণে অবস্থিত হইয়া শরীরের প্রতিবশত অমৃতপান করিয়াছিলেন । ৫৮

১। কামদেবঃ হমঃ হিতঃ ।

২। কামদেবঃ হিতঃ ।

৩। প্রাপ্তদেহস্ত ।

পূৰ্ব্ৱাং সূৰ্য্যাস্তে বক্ষঃকূটস্যন্যো গিরিঃ ।
 যত্রাস্তে সততং দেবো নিৰ্ৱাণী ৰাক্ষসেশ্বৰঃ ॥ ৬০
 ঋগ্ৱেদস্যো মহাকাব্যো বামে চৰ্গধরস্তথা ।
 অটোজুটস্যামৃতঃ প্রাণতঃ কৃষ্ণাচলোপমঃ ।
 দ্বিভুজঃ কৃষ্ণবাসাস্ত গৰ্জ্জভোপরিসংস্থিতঃ ॥ ৬১
 প্রাণোপাত্তৌ বিন্দুচন্দ্রসহিতাবাদিবে চ ।
 নৈৰ্ৱাণ্যং কথিতং বীৰ্য্যং তেন তং পরিপূজয়েৎ ॥ ৬২
 বক্ষঃকূটং সমাক্রুত্ব নিৰ্ৱাণীং ৰাক্ষসেশ্বরম্ ।
 যঃ পূজয়েদ্বিধানেন চণ্ডিকাং ৰাক্ষসেশ্বরীম্ ।
 ন ততঃ ৰাক্ষসেভ্যোহস্তি ভয়ং নৃপ কদাচন ॥ ৬৩
 ৰাক্ষসাস্ত পিশাচাস্ত বেতাল গণনাথকাঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা পুরুষং ৰাক্ষসং সৰ্ব্বদৈব প্রবিভাতি ॥ ৬৪
 বক্ষঃকূটং পূৰ্ব্ৱদিকি ভৈরবো নাম মাধবঃ ।
 পাণ্ডুনাথ ইতি বাতো প্রাবক্ৰপেণ সংস্থিতঃ ॥ ৬৫
 তং পাণ্ডুনাথং সততমষ্টাঙ্করভবোত্তমম্ ।
 তেনৈব পূজয়েদেবং পাণ্ডুনাথেশ্বরং হরিম্ ॥ ৬৬
 বর্গেন বক্তগৌরাক্ষং গমাপদধরং কবে ।
 দক্ষিণে চক্ৰশক্তি চ বাহুভ্যাংপি বিজ্ঞতম্ ॥ ৬৭
 চতুর্ভুজং বক্তপদ্যসংস্থিতং যুকুটোজ্জলম্ ।
 কুণ্ডলে বিজ্ঞতং শুক্রে শ্রীংসোরক্তমুত্তমম্ ॥ ৬৮

বাসবকুণ্ডে স্থান এবং সূৰ্য্যাস্তক পৰ্বতে আরোহণ করিলে বাসবের প্রিয়
 হইয়া শক্রলোকে গমন করে । ৬০

সূৰ্য্যাস্তের পূৰ্ব্ৱদিকে বক্ষঃকূট নামে পৰ্বত, এইখানে সৰ্ব্বদা ৰাক্ষসেশ্বর
 নিৰ্ৱাণী বাস করেন । ৬০

তিনি ঋগ্ৱেদ, তাঁহার শরীর অতি বৃহৎ, বামহস্তে চান্দ, মস্তকে অটোজুট
 উন্নত, দেখিতে একটি কৃষ্ণবর্ণ পৰ্বতেব তুল্য, দ্বিভুজ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত এবং
 গৰ্জ্জভোপরি আকৃষ্ট । ৬১

আদি, প্রাণ্ড এবং উপাঙ্গ বর্ণ, অমৃত্যব ও বিনর্গের সহিত হইয়া যে বীজ
 হয় ; উহার দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে । ৬২

যে মনুষ্য বক্ষঃকূট পৰ্বতে আরোহণ, ৰাক্ষসেশ্বর নিৰ্ৱাণী এবং ৰাক্ষসেশ্বরী
 চণ্ডিকাকে পূজা করে, তাহার আর ৰাক্ষস হইতে কখন ভয় হয় না । ৬৩

হে ৰাক্ষস ! ৰাক্ষস, পিশাচ, বেতাল এবং গণনাথকগণ তাহাকে দেখিয়া
 সৰ্ব্বদা ভয় পায় । ৬৪

বক্ষঃকূট হইতে পূৰ্ব্ৱদিকে ভৈরবরূপী মাধব অবস্থান করেন, তাঁহার নাম
 পাণ্ডুনাথ এবং তাঁহার রূপ অতি ভয়ঙ্কর । ৬৫

সেই পাণ্ডুনাথ দেবতাকে এবং পাণ্ডুনাথ পৰ্বতকেও সৰ্ব্বদা অষ্টাঙ্কর মস্ত
 দ্বারা পূজা করিবে । ৬৬

হে ৰাক্ষস ! তাঁহার বর্ণ বক্ত ও গৌর, বাম হস্তে গদা এবং পদ্য, দক্ষিণ
 হস্তে চক্ৰ এবং শক্তি, হস্ত চারিখানি, আসন বক্তপদ্য, মস্তকে যুকুট, কর্ণে

ନମୋ ନାରାୟଣାୟେତି ସ୍ଥୁଳବୀଜେନ ବା ହରେଃ ।
 ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତସ୍ତୁତ୍ୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଃ ॥ ୬୯
 ପାତୁନାଥେଷ୍ଟାତ୍ତରଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟାଂ ସର୍ବଃ ।
 ଶ୍ରୀମାତା ନିର୍ମିତଂ ପୂର୍ବଂ ଗ୍ରାମାର୍ଥଂ ବର୍ଗବାସିନାଂ । ୭୦
 ଜାହାୟେମ ଶତସାୟଂ ବିଷ୍ଣୁର୍ବିଂ ଦେବନର୍ଜକଂ ।
 ସର୍ବପାପହରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଦେବଲୋକାଂ ସମାଗତଂ ॥ ୭୧
 କମଠୁସମୁଦ୍ରଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟାଂ ସର୍ବଂ ।
 ହର ଯେ ସର୍ବପାପାନି ପୁଣ୍ୟଂ ବର୍ଗଂ ସାଧୟ ॥ ୭୨
 ଶ୍ରୀମାତେନ ହୁ ବଦ୍ଧେନ ଶ୍ରୀମାତା ଦାମିନ୍ ସରୋଜିନେ ।
 ପାତୁନାଥେଷ୍ଟାତ୍ତରଂ ବିଷ୍ଣୁସାୟାୟାଂ ପୁଣ୍ୟଂ ॥ ୭୩
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟାଂ ଶ୍ରୀମାତା ପୂଜାୟାଂ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ।
 ବାସୁକୃଷ୍ଣେ ସମାବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୁଣ୍ୟଂ ॥ ୭୪
 ପାତୁନାଥେଷ୍ଟାତ୍ତରଂ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତା ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ।
 ସର୍ବତଃ ସର୍ବଂ ବଦ୍ଧେନ ବିଷ୍ଣୁର୍ବିଶ୍ୱାୟାଂ ପୁଣ୍ୟଂ ॥ ୭୫
 ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୁଣ୍ୟଂ ।
 ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୁଣ୍ୟଂ ॥ ୭୬
 ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୁଣ୍ୟଂ ।
 ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୁଣ୍ୟଂ ॥ ୭୭
 ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୁଣ୍ୟଂ ॥ ୭୮

ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ, — ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ “ନମୋ ନାରାୟଣାୟ” ଏହି ବିଷ୍ଣୁର
 ସ୍ଥୁଳସ୍ଥ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ କରିବା ପୂଜା କରିବେ, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ । ୬୯-୭୯

ପାତୁନାଥେଷ୍ଟାତ୍ତରଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟାଂ ନାମେ ସରୋବର, ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ
 ଦିଗେର ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ନିର୍ମିତ ନିର୍ମାଣ କରିବାହିତେନ । ୭୦

ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଦୀର୍ଘତା ଏକମତ ବାସ-ପରିମିତ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁର ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଅର୍ଜ୍ଜ । ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ
 ସର୍ବପାପହର, ପବିତ୍ର ଏବଂ ଦେବଲୋକ ହିତେ ଆଗତ । ୭୧

‘ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ! ତୁମି କମଠୁ ହିତେ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ହିତାୟ, ତୁମି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ
 ସରୋବର । ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ସର୍ବପାପ ହର ଏବଂ ବର୍ଗ ଓ ପୁଣ୍ୟର ସାଧନ କର’ । ୭୨

ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଏହି ସର୍ବ ବାସିନୀ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଏବଂ ପାତୁନାଥେଷ୍ଟାତ୍ତରଂ ପୂଜା କରିବା
 ବିଷ୍ଣୁର ସାୟାୟାଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ୭୩

ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ, ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂଜା ଏବଂ ବାସୁକୃଷ୍ଣେ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ
 କରିବା ସ୍ତୁତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ୭୪

ପାତୁନାଥେଷ୍ଟାତ୍ତରଂ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି, ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବପା
 ସର୍ବପାପହର ବାସିନୀ କରତ ବାସ କରେନ । ୭୫

ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଦେବୀର ଆବାସ, — ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି
 ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଆବାସ ହାନ । ୭୬

ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ପୂର୍ବମିତି ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ, ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଏବଂ
 ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ଶ୍ରୀମାତାୟାଂ ନାମିତମ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥିତ । ୭୭

তত্কাষ্ট্র বীজং পূর্বস্মিন্দুত্তরে প্রতিপাদিতম্ ।
 কপং যুগ্ম নরশ্রেষ্ঠ যেন ধ্যেয়া সদা শিবা ॥ ৭৯
 কৃষ্ণা লম্বোদরী দীর্ঘা বিরমা বৃন্তমস্তিকা ।
 চতুর্ভুজা কৃশাঙ্গী তু দক্ষিণে কর্জিবর্পর্যায়ী ॥ ৮০
 খড়্গক্ষেপকীবরং বামে শীর্ষে চৈকাজটায় পুনঃ ।
 বায়ব্যাং শবস্তোর্বোনিধায়াজ্জিহ্বাং দক্ষিণাম্ ॥ ৮১
 শবস্ত্রুদরে দ্যুত সাত্ত্বশাসং প্রকূর্বতী ।
 নামহারশিরোমালাভূষিতা কামদা পরা ॥ ৮২
 ত্রিকোণং যন্তুলং চাক্ষা হৃদয়ং মধ্যবীজকাম্ ।
 দ্বারেশানাং যোগিনীনাং নাসাক্ষাঃ তদ্রূপে ॥ ৮৩
 জেয়ানি নরশার্দূলং যৎপ্রোক্ষ্যং বায়োগোচরে ।
 উর্ধ্বস্থং বিধিবৎ শ্রাতা নৃপৃষ্ঠা পাতুলিলাং তথা ।
 নীলকূটং সমাক্রুত পুনর্যোনৌ ন জায়তে ॥ ৮৪
 পুরন্দরপুরাযাতে বায়ব্যাং ফলাধিকে ।
 সুধাসঙ্কীর্ণতোমৌষেঃ পাপং হর মমোর্বশি ॥ ৮৫
 অমৃতস্রাবিনী দেবী সুধৌষপরিপূরনী ।
 অমৃতেনামৃতং মেহস্ত দেহি দেবি মমোর্বশি ॥ ৮৬
 পুরন্দরপ্রিয়ে দেবি বায়ব্যাং সদাধিকে* ।
 লোভিত হৃদসঙ্কীর্ণে পাপং হর মমোর্বশি ॥ ৮৭

সেইস্থানে পরমেশ্বরী উগ্রভারাক্রমে ব্রহ্মণ এবং বাস করবেন । সেইখানে সেই তত্কারিণী দেবীকে সেইরূপেই পূজা করিবে । ৭৮

উঁহার বীজমন্ত্র পূর্ব উত্তরভক্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । হে নরশ্রেষ্ঠ । সেই শিবের ধ্যানযোগে ক্লম জবণ কর । ৭৯

তিনি কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী এবং দীর্ঘা, উঁহার মস্তগুলি ছাড়া ছাড়া এবং হাঙা হাঙা, উঁহার অঙ্গ কৃশ, হস্ত চারিখানি, দক্ষিণ দিকের হই হাতে কাতারি এবং বর্পর, বাম দিকের হই হাতে খড়্গ এবং ইন্দীবর, মস্তকে কেবল একটা জটা । তিনি বাম পাখানি শবের উরুদরে এবং দক্ষিণ পাখানি একটু উঠাইয়া শবের বক্ষঃস্থলে রাখিয়া অট্টহাস করিতেছেন । উঁহার গলায় সর্পের হার এবং বৃন্তমালা, তিনি কামপ্রদায়িনী । ৮০-৮২

এই দেবীর যন্তুল ত্রিকোণ, বীজ হুঁকার-মধ্য, দ্বারে নানাধি যোগিনী ; হে নরশার্দূল । উঁহাদের নাম ইঁহার পূজা-ভক্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহা সেই স্থান হইতে আনিবে । উর্ধ্বনীতে বথাবিধি স্নান, পাতুলিলাম্পর্গন এবং নীলকূটে আরোহণ করিলে মনুষ্য আর যোনিতে জনগ্রহণ করে না । ৮৩-৮৪

‘হে উর্ধ্বশি । তুমি ইন্দ্রপুত্রী হইতে আগত, বায়বসী অপেক্ষাও অধিক ফলদায়িনী, তোমার শরীর অমৃত দ্বারা ব্যাপ্ত ; তুমি আমার পাপ হরণ কর । ৮৫

হে দেবি উর্ধ্বশি । তুমি অমৃতস্রাবিনী, অমৃত রাশি দ্বারা পরিপূর্ণ তোমার ঐ অমৃত দ্বারাই আমাকে মোক্ষ প্রদান কর । ৮৬

২। চৈকজটায় ।

৩। সদাধিকে ।

৪। -----নিধারোখায়----- ।

ইত্যোতিঃ স্ততিভির্বৈঃ শ্রীহা পুণ্যোর্বশীভলে ।
 সর্বপাপবিনিমূৰ্ত্ত্যো বিমূলোকৈ বিচেষ্ঠেতে' ॥ ৮৮
 উৰ্বশী শিভুজা শ্রোক্তা স্বৰ্ণকঙ্কণধারিণী ।
 সৌবর্ণশাশ্বতমমৃত্যাবনাম্ব বিভক্তি ৮ ॥ ৮৯
 শুক্লবস্ত্রা গৌরবর্ণা পীনোন্নতপদোদরা ।
 সৰ্বাঙ্গসুন্দরী শুক্ল সৰ্বভরণভূষিতা ॥ ৯০
 এতস্মাশ্রয়করন্ত মন্ত্রমন্তাঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 উমাতস্তে তু গদিতং মন্ত্রমন্তাঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৯১
 গণেশঃ পূৰ্ব্বেদ্বারস্থঃ কামাখ্যাপৰ্বতস্থ তু ।
 তত্রৈব চাপ্তিবৈভালঃ স্থিতো দ্বারি মনোহরঃ ॥ ৯২
 তয়ো রূপক মন্ত্রক যথোক্তং শঙ্কনা পুরা ।
 তদহং প্রতিবক্ষ্যামি মহারাজ শৃণুয মে ॥ ৯৩
 ও নম উক্তামুখায়ৈত মূলবীজাদিসম্ভতম্ ।
 মন্ত্রং সিদ্ধগণেশস্ত দ্বারস্থ্য প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৯৪
 রূপং তস্য প্রবক্ষ্যামি গজবক্ষুঃ ত্রিলোচনম্ ।
 লম্বোদরং চতুর্ভূজং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ৯৫
 শূৰ্পকর্ণং বৃহৎগণ্ডমেকদন্তং পৃথুদরম্ ॥ ৯৬
 দক্ষিণে তু করে দত্তমুৎপলক তথাপরে ।
 লজ্জদুকং পরশুশৈব বামতঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৯৭

'হে দেবি উৰ্বশি । তুমি ইচ্ছের প্রিয়া, বারানসী অপেক্ষাও অধিক ফল-
 দায়িনী এবং লৌহিত্য-হ্রদের সহিত সম্বন্ধা, তুমি আমার পাপ নাশ কর ।' ৮৭

এইরূপ স্ততিবাচক মন্ত্র পাঠ করিয়া উৰ্বশীর জলে স্নান করিয়া মনুষ্য সকল
 প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিমূলোকে বিরাজ করে । ৮৮

উৰ্বশী—শিভুজা সুবর্ণকঙ্কণধারিণী, অমৃত স্রাবণের নিমিত্ত তাঁহার হাতে
 একটি সুবর্ণের শাক আছে ৮৯

তিনি শুক্লবস্ত্রা, গৌরবর্ণা, পীনোন্নত-পদোদরা, সৰ্বাঙ্গসুন্দরী, শুক্ল এবং
 সৰ্বভরণভূষিতা । ৯০

ইহার নামের আদ্যাক্ষর (উকার) ই ইহার বীজ অর্থাৎ উমায় যাহা মন্ত্র,
 ইহারও সেই মন্ত্র । কামাখ্যা পর্বতের পূর্বদ্বারে গণেশ এবং মনোহর
 অগ্নিবৈভাল অবস্থান করিতেছেন । ৯১-৯২

ইহাদের স্বরূপ এবং মন্ত্র মহাদেব পূর্বে যেক্রপ বলিয়াছেন, তাহা আমি
 বলিতেছি, হে মহারাজ । শ্রবণ কর । ৯৩

'ও' নমো উক্তামুখায়' মূল বীজাদি-সম্ভত এই মন্ত্রই দ্বারের স্থিত সিদ্ধ-
 গণেশের মূলমন্ত্র বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ৯৪

এক্ষণে তাঁহার রূপ বর্ণন করিতেছি,—তিনি গজমুখ, ত্রিলোচন, লম্বোদর,
 চতুর্ভূজ, সর্পের যজ্ঞোপবীতধারী, শূৰ্পকর্ণ অর্থাৎ ৩৩ হুটি কুলার মত, বৃহৎ গণ্ড,
 একদন্ত, সুলোদর । ৯৫-৯৬

তাঁহার দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে দত্ত এবং উৎপল ও বামদিকের হস্তদ্বয়ে
 লজ্জদুক এবং পরশু শোভা পাইতেছে । ৯৭

বৃহত্তাক্ষিপ্তগগনং পীনক্ককাক্ষিপ্তপাণিনম্ ।
 যুক্তং বুদ্ধিবুদ্ধিভ্যামধস্তান্ধকান্নিতম্ ॥ ৯৮
 তদ্বস্ত্ব^১ বাদৃশঃ প্রোক্তঃ পঞ্চবস্ত্বস্য পূজনে ।
 স এব তন্ত্রো গ্রাহ্যস্ত তাদৃশিধিনিষেধনম্^২ ॥ ৯৯
 দ্বিভুজঃ পীনবদনো বস্ত্রনেত্রো ভয়ঙ্করঃ ।
 ছুরিকাং দক্ষিণে পাণৌ বায়ে কধিরপাত্রকম্ ॥ ১০০
 দংষ্ট্রীকরাংলবমনং ক্রশো ধ্যানিসমুত্তমঃ ।
 জটোং দীর্ঘাং মুষ্টিং বিভ্রদৃগোরকাবযুতস্তথা ॥ ১০১
 পত্ভূর্ধোহগ্নিবীজেন যষ্ঠবরবিভূষিতঃ ।
 অগ্নিবেতালবীজোহয়ং সর্বত্র ভয়নাশকঃ ॥ ১০২
 পূজয়েদগ্নিবেতালং সর্বত্র ভয়বারণম্ ।
 যঃ পূজয়েত্তস্য পুনর্ভূতাদিত্যো ভয়ং নহি ॥ ১০৩
 অষ্টোনাশক মন্ত্রাণাং যোগিনীনাং ক্রমাম্পদ ।
 শৈলপুত্রীপ্রমুখাণাং মন্ত্রাণামষ্টাকরাণি তু ।
 বৈষ্ণবীতন্ত্রসংস্থানি পূর্বপ্রোক্তানি জানি তু ॥ ১০৪
 শৈলপুত্রাস্তথা চাক্ষুশতন্ত্রং প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ ।
 রূপস্ত নরশার্দূল যোগিনীনাং বিশেষতঃ ॥ ১০৫
 প্রত্যক্ষরেণ বীজেন হৃগাঁতন্ত্রেণ বা ত্রিমাং ।
 নেত্রবীজেনৈব পূজ্যো^৩ যোগিনীনাং নৃপসমুত্তম ॥ ১০৬

তাহার শরীরের অভিশয় বৃহত্ত্ব ছেতু গগন ভিন্ন হইয়াছে, তাহার কক্ষ, চরণ এবং করতলগর স্থান । তিনি সুবুদ্ধি এবং কুবুদ্ধি দ্বারা যুক্ত এবং মুখিকের উপর অবস্থিত । ৯৮

পঞ্চবস্ত্রের পূজার যে মন্ত্র ও বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার পূজাতেও সেই মন্ত্র ও সেই বিধির অনুসরণ করিবে । ৯৯

অগ্নিবেতাল দ্বিভুজ, তুলায়, বস্ত্রনেত্র এবং দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর, ইহার ডান হাতে একখানি ছুরি এবং বাঁ হাতে কধিরের পাত্র, ইহার দাঁতের জন্ত মুখ আরও বিকট হইয়াছে, শরীর ক্ষীণ সর্বত্র শির উঠিয়াছে, মাথায় একটা লম্বা জটা এবং মুখ হইতে অতি বিকট শব্দ উচ্চারিত হইতেছে । ১০০-১০১

প হইতে চতুর্ধ বর্ণ অগ্নিবীজ এবং যষ্ঠ বর যুক্ত হইলে অগ্নিবেতালের মন্ত্র, ইহা সর্বত্র ভয়ের নাশকারী । ১০২

এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নিবেতালের যে পূজা করে, তাহার ভূতাদির ভয় থাকে না । ১০৩

হে নৃপ । শৈলপুত্রী প্রভৃতি অষ্ট যোগিনীর অষ্টাকর মন্ত্র পূর্বে বৈষ্ণবোত্তম ক্রমশঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে । হে নৃপ-শার্দূল ! পূর্বে শৈলপুত্রীর অপর যোগিনীগণের অষ্টমন্ত্র ও স্বরূপ বিশেষ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে । ১০৪-১০৫

হে নৃপসমুত্তম । এই সমুদয় যোগিনীগণকে প্রত্যক্ষর বীজ, হৃগাঁবীজ অথবা নেত্রবীজদ্বারা পূজা করিবে । ১০৬

১। মন্ত্রম্ ।

২। নিষেধকম্ ।

৩। ...সংযুক্তা যোগিনী নৃপসমুত্তম ।

কাড্যাক্ষনীং পাদদুর্গাং দুর্গাতন্ত্রেণ পূজয়েৎ ।
 তদেব পূজমং রূপং তৎপূর্ব্বং প্রতিপাদিতম্ ॥ ১০৭
 কালরাত্র্যাস্ত্র যন্ত্রেণ কালরাত্রিঃ প্রপূজয়েৎ ।
 কালরাত্র্যঃ। রূপমন্ত্রৌ পুটৈব প্রতিপাদিতৌ ॥ ১০৮
 মহামায়াতন্ত্রমন্ত্রেঃ পূজয়েদ্ভুবনেশ্বরীম্ ।
 এতাঃ সর্ব্বান্ত্র যোগিনীঃ কামাখ্যাবৎ ফলপ্রদা ॥ ১০৯
 বিশেষো যত্র নৈবোক্তো রূপে তন্ত্রে চ পূজনে ।
 দুর্গাতন্ত্রেণ যন্ত্রেণ তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১১০
 প্রত্যেকং যোগিনীং যন্ত্র পূজয়েন্নরমন্ত্রমঃ ।
 স সর্ব্বফলং কলং প্রাপ্নোতি নরমন্ত্রম্ ॥ ১১১
 নীলশৈলক পূর্ব্বাশ্বিন্ স্বরূপং প্রতিপাদিতম্
 নাভিমণ্ডলপূর্ব্বস্থানং ভাস্কটম্ বক্ষিণে ॥ ১১২
 পূর্ব্বস্থানং কপটো নাম পর্ব্বতো যত্ররূপম্ ॥ ১১৩
 তত্র যাম্যশিলা কৃষ্ণা নীলাঙ্গনসমপ্রভা ।
 অধিত্যকায়ানং রাজেন্দ্র বামপদমুবিভুক্তাঃ ॥ ১১৪
 পূজয়েদ্ভক্ত শমনং পার্শ্বো দত্তং সৈদব যঃ ।
 ধাত্ত তু পানিনা নিত্যং প্রতিদত্তম্ সাধনম্ ॥ ১১৫
 কৃষ্ণবর্ণক দ্বিভুজং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ।
 দধতক্ষাসিপুত্রঞ্চ বামপার্শ্বো সৈদব হি ॥ ১১৬
 কৃষ্ণবস্ত্রং শূলপাদং বহির্নিঃসৃতদন্তকম্ ।
 ভয়াভয়প্রদং নিত্যং নৃপাং মহিষবাহনম্ ॥ ১১৭

কাড্যাক্ষনী এবং পাদদুর্গার দুর্গাতন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে এবং ঐ পূজার নিফল পূর্ব্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । ১০৭

কালরাত্রির যন্ত্রদ্বারা কালরাত্রির পূজা করিবে । কালরাত্রির রূপ এবং যন্ত্র পূর্ব্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে । ১০৮

মহামায়ার তন্ত্র ও যন্ত্র দ্বারা ভুবনেশ্বরীর পূজা করিবে । এই সকল যোগিনীগণ কামাখ্যার স্থায় ফলদায়িনী । ১০৯

যে পূজার কোন প্রকার মন্ত্র বা দেবতার স্বরূপ বলা হয় নাই, সেই পূজা দুর্গাতন্ত্রোক্ত যন্ত্রদ্বারাই সম্পন্ন করিবে । ১১০

যে মন্ত্রশ্রেষ্ঠ এক এক করিয়া সকল যোগিনীর পূজা করে, সে সমুদয় যজ্ঞা-নুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয় । ১১১

নাভিমণ্ডলের পূর্ব্ব এবং ভাস্কটের বক্ষিণে নীল শৈলের স্বরূপ পূর্ব্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে । ১১২

পূর্ব্ব যমের প্রতিমূর্ত্তিধারী কপট নামে পর্ব্বত আছে । সেই স্থানে নীলাঙ্গনভূজ্য কৃষ্ণবর্ণ যামা শিলা অবস্থিত । হে রাজেন্দ্র ! ঐ শিলা পর্ব্বতের অধিত্যকায় অবস্থিত পক্ষ বাম বিভুক্ত । ১১৩-১৪

নিত্য প্রানদত্তের সাধকদত্ত ইহার হস্তে, ঐ শিলার সেই যমের পূজা করিবে । ১১৫

যম—কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিভুজ ; তাঁহার মস্তক উজ্জ্বল কিরীট এবং মুকুট বিরাজমান,

পূজায়েৎ পরমা ভক্ত্যা যামাবৌজেন সাধকঃ ।
 উপাস্তবর্গস্বাদির্যো বর্ণো বিন্দিনুসংযুতঃ ।
 যমবীজমিতি খ্যাতং যমস্য প্রীতিনামকম্ ॥ ১১৮
 অনেনৈব তু মন্ত্ৰেণ শমনং পূজয়েত্তু যঃ ।
 কর্পটায়োচ্চলবরে নাপমৃত্যুমবাগ্নয়াৎ ॥ ১১৯
 পূর্বক্ৰমঃ কর্পটায়োক্তু শৈলাচ্চিত্র ইতি স্মৃতঃ ।
 যঃ পূর্বভাগপ্রান্তে ভূক্ৰিষ্টাশ্চৈবামবস্থিতঃ ॥ ১২০
 পীঠস্থ অঙ্গপ্রাণস্ত স' প্রাক্ পর্বতে উচ্যতে ।
 তস্মিন্ বসন্তি সত্যং গ্রহা ইব যথেষ্টতা ॥ ১২১
 তত্র ভানু পূজয়েদ্বস্ত স নাপ্রোক্তাপদং ক'চৎ ।
 রূপং যন্তুঃ সূর্যস্য চন্দ্রস্য প্রতিপাদিতম্ ॥ ১২২
 সপ্তানামিভবৈবাস্ত যন্তুঃ রূপং শৃণুয মে ।
 রক্তাশ্বরথঃ শূলী শক্তিমাংস্ত গদাধরঃ ॥ ১২৩
 চতুর্ভুজো মেঘবাহো বরদো মঙ্গলো মতঃ ॥ ১২৪
 পীতাশ্বরথঃ শূলী পীতবর্ণাশ্চানুলেপনঃ ।
 খড়্গচর্মগদাপাণিঃ সিংহস্থো বরদো বুধঃ ॥ ১২৫
 স্বর্ণগৌরঃ পীতবাসাঃ স্বর্ণপর্দাসংস্থিতঃ ।
 মালাং কমণ্ডলুং নগুং বায়েন বরদামকম্ ॥ ১২৬

বামহস্তে সর্বদা একখানি ছুরিকা আছে, বস্ত্র কক্ষবর্ণ, পা দুখানি শূল, দাঁত-
 গুলি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি মনুষ্যগণকে নিত্য ভয় এবং অভয়
 প্রদান করেন, তাঁহার বাহন মহিষ। ১১৬-১৭

সাধক যামা বীজ দ্বারা পরম ভক্তিসহকারে যমের পূজা করিবে। উপাস্ত-
 বর্গের আদি বর্ণ (য) অর্কচন্দ্র এবং অনুষ্ঠার মুক্ত হইলে, যমবীজ হয়। ইহা
 যমের প্রীতিকারক। ১১৮

কর্পটনামক পর্বতে এই মন্ত্র দ্বারা যে যমের পূজা করে, তাহার আর মৃত্যু
 হয় না। ১১৯

কর্পট পর্বতের পূর্বে চিত্রনামক একটি পর্বত আছে। উহা ভৃঙ্গেশীর
 অগ্নিকোণে অবস্থিত। ১২০

অঙ্গপীঠের নীচে অর্কাকু নামে পর্বত আছে, উহাতে নবগ্রহগণ যথেষ্টা-
 ক্রমে বাস করেন। ১২১

সেই পর্বতের উপর যে ব্যক্তি ঐ গ্রহদিগের পূজা করে, সে কখনও আপদ-
 প্রাপ্ত হয় না। ১২২

চন্দ্র ও সূর্যের রূপ ও মন্ত্র পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট
 দাঁত জন গ্রহের মন্ত্র ও রূপের বিষয় আমার নিকটে শ্রবণ কর। ১২৩

মন্ত্র—রক্তবস্ত্রধারী, শূলী, শক্তি ও গদাধর, চতুর্ভুজ, মেঘবাহন এবং
 বরদ। ১২৪

বুধ—পীতবস্ত্রধারী, শূলী; পীতবর্ণের মালায় ভূষিত এবং পীতবর্ণের অনু-
 লেপনে অমূলেপিত। তাঁহার হস্তে খড়্গ, চর্ম এবং গদা, বাহন সিংহ এবং
 তিনি বরদ। ১২৫

চতুর্ভুজঃ সর্বভুজঃ চিত্তবোধেবতীৰ্থকম্ ।
 সর্বৈর্দেবগণৈর্নিতাঃ তপ্যমানঃ^১ মনোহরম্ ॥ ১২৭
 তরুবজ্রং তরুবর্ণং শঙ্খনাগো পরিহ্রিতম্ ।
 চতুর্ভুজঃ পাশমালাং^২ পুষ্পকং বরাভরে ॥ ১২৮
 ক্রমাদ্ভিক্ষণব্যামায়াং বভে দৈত্যগুরুঃ সদা ।
 ইল্লনীলনিভঃ শূলী বরদো গৃধ্রবাহনঃ ॥ ১২৯
 পাশবাণাসনধরো^৩ ধাতুব্যোহর্কমুতঃ সদা ।
 কামদেবস্তা বীজস্ত মন্ত্রং ভৌমস্য কীর্তিতম্ ॥ ১৩০
 হুর্গায়। নেত্রবীজস্ত যন্তু^৪ মধ্যাক্ষরং শুভম্ ।
 তন্ত্রং শশিপূজস্য সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৩১
 তকারপঞ্চমানিত্ত চতুঃষট্ বরসংযুতম্ ।
 গণেশবীজান্তমিদং গুরোর্মন্ত্রং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৩২
 বিন্দুচক্রসংযুক্তকপি পূর্ববর্ণম্ভুজং পুনঃ ।
 সপ্তম্বরসংযুক্তো মকারস্তাদিব্রতম্ ॥ ১৩৩
 প্রান্তবর্ণাদক্ষরন্ত বিন্দুচক্রাং সমন্বিতম্ ।
 ভবেচ্ছ্রুতস্য বীজস্ত সর্বকামসমৃদ্ধিদম্ ॥ ১৩৪
 প্রান্তবর্ণাদক্ষরন্ত চক্রবিন্দুসমন্বিতম্ ।
 আদ্যমন্ত্রমুরোপেতং তদেবেত্যাদিসংযুতম্ ।
 শনৈশ্চরন্ত মন্ত্রোহয়ং সর্বদোষবিনাশনঃ ॥ ১৩৫
 বিন্দুচক্রসমায়ুক্তং নামাদক্ষরমেব বা ।
 তেষাং সর্বগ্রহাণাং বৈ মন্ত্রমজং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৩৬
 শান্তিকে পৌষ্টিকে কৃত্যে এভির্মন্ত্রে গ্রহানিমান্ ।
 পূজয়ং সর্বদা ধীরো ভূতিকায়ে মহামতিঃ ॥ ১৩৭

দেবগুরু বৃহস্পতি,—সুবর্ণের মত গৌরবর্ণ, পীতবস্ত্রধারী, সুবর্ণ পঞ্চাঙ্গের উপর উপবিষ্ট, তিনি চতুর্ভুজ, চারি হস্তে মালা, কমণ্ডলু এবং পদ্ম ধারণ ও বর দান করিতেছেন । ১২৬-২৭

দৈত্যগুরু গুরু,—সকল দেবগণের মাতা, মনোহর তরুবর্ণ, তরুবজ্রধারী, শঙ্খনাগের উপর উপবিষ্ট, চতুর্ভুজ ; দক্ষিণ হস্তে অক্ষ মালা এবং পুষ্পক ধারণ, বাম হস্তে বজ্র ও অস্ত্র প্রদান করিতেছেন । ১২৮

শনৈশ্চর,—ইল্লনীলের কায় নীলবর্ণ, শূলী, বরদাতা, গৃধ্রবাহন, পাশ এবং ধনুকধারী । ১২৯

কামদেবের বীজ মঙ্গলের মন্ত্র বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । হুর্গার নেত্রবীজের মধ্যস্থিত অক্ষরই সুরের বীজ, উহা সর্বকামফলপ্রদ ১৩০-১৩১

তকার পঞ্চম চতুঃষট্ বর সংযুক্ত হইলে গণেশবীজ অস্তে—ইহা বৃহস্পতির মন্ত্র । ১৩২

সকল গ্রহদিগের মন্ত্রের বর্ণ কীর্তিত হইল । মহামতি ধীর যশস্বী ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়া শান্তি ও পৌষ্টিক-কার্য্যে পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা ঐ সকল গ্রহদিগের পূজা করিবে । ১৩৩-১৩৭

১। নরায়ানঃ ।

২। চাক্ষুমালাঃ ।

৩। পাশবাণাসনধরোঃ..... ।

বরদাভয়হস্তঃ খড়্গচৰ্ম্মধরস্তথা ।

সিংহাসনগতঃ কুক্ষো রাহুদ্বীরঃ প্রচক্ষ্যতে ॥ ১৩৮

ধুমবর্ণো বিশালাক্ষঃ পুঙ্খরূপী চতুর্ভুজঃ ।

খড়্গচৰ্ম্মধরাবাণপাণিঃ কেতুঃ শবাসনঃ ॥ ১৩৯

উপাস্তানির্বাণশেন যবৈশ সহিতঃ পুনঃ ।

উপাস্তঃ পঞ্চযেনেন্দুবিন্দুভ্যাং সহিতাবুডৌ ॥ ১৪০

মদ্রোহরমনুলোমেন রাহোঃ কেতোবিলোমতঃ ।

আদ্যক্ষরং পূর্ব্বং যদা মদ্রবৃক্ষমপৈতরোঃ ॥ ১৪১

এবং চিত্রে শৈলবরে পূজয়িত্বা নবগ্রহান্ ।

অভীষ্টান্নভতে কামান্নরঃ শান্তিং তথোত্তমাম্ ॥ ১৪২

চিত্রকুটাত্ত পূর্ব্বস্যং কঙ্কলাচল উত্তমঃ ।

সর্ব্ববিদ্যাধরাশাস্ত্র সন্তানিন্ দেবযোনিয়ঃ ॥ ১৪৩

তং সর্ব্বতং সমাক্রুত্ব প্রণম্য সকলান্ সুরান্ ।

স্বর্গং যান্তি নরশ্রেষ্ঠ ইহ চাপ্যতুমাং শিরম্ ॥ ১৪৪

কঙ্কলাচলশৈলাত্ত পূর্ব্বস্মিত্ত পর্ব্বতঃ ।

শচ্যা সাক্ষিঃ পুরা যেষে যত্র শত্রুঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ১৪৫

তৎপূর্ব্বস্যং মহাদেবী নদী কপিলগঙ্গিকা ।

তস্যং স্বাহা নরো গঙ্গান্নানিভ্যং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৬

কামাখ্যানিলয়াং পূর্ব্বং দক্ষিণয়াং তথা দিশি ।

বিদ্যাতে মহদাবর্ত্তং তুবি ত্রক্ষাবলং মহৎ ॥ ১৪৭

পঞ্চবিংশতিমানেন যোজনানাং নরেশ্বর ।

ভগ্নাদায়াতি সুনদী সিভান্তোহপমতোন্নভাক্ ॥ ১৪৮

বাহু,—একদিকেব হস্তে বর এবং অভয়দান করিতেছেন। অপরদিকের হস্তে খড়্গ এবং চৰ্ম্ম ধারণ করিতেছেন। সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট এবং কুম্ববর্ণ বলিয়া পণ্ডিতগণকর্ত্তক অভিহিত হন। ১৩৮

কেতু—ধুমবর্ণ, বিশালাক্ষ, পুঙ্খরূপী চতুর্ভুজ, খড়্গ, চৰ্ম্ম, খদা এবং বাণধারী ও শবের উপরে স্থিত। ১৩৯

মনুষ্য চিত্রশৈলে এইরূপে নবগ্রহগণের পূজা করিয়া অভীষিত এবং উত্তম শান্তি লাভ করে। ১৪০-৪২

চিত্রকুটের পূর্ব্বদিকে কঙ্কলা নামক একটি উত্তম পর্ব্বত আছে। সেই স্থানে বিদ্যাধর-আদি সকলপ্রকার দেবযোনি বাস করেন। ১৪৩

সেই পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক সকল দেবগণকে নমস্কার করিলে মনুষ্য ইহলোকে অতুল লক্ষী লাভ করিয়া অশেষ স্বর্গে গমন করে। ১৪৪

কঙ্কলাচলের পূর্ব্বদিকে উত্তমায়ে একটি পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতে পূর্ব্ব কালে সুরেশ্বর ইন্দ্র, শচীর সহিত বসন করিয়াছিলেন। ১৪৫

তাহার পূর্ব্ব কপিলগঙ্গা নামে নদী আছে, সেই স্থানে স্নান করিয়া মনুষ্য গঙ্গান্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৪৬

হে নরেশ্বর! কামাখ্যা-নিলয়ের পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকে ত্রক্ষবিল নামক একটি মহৎ আশ্রিত আছে। ১৪৭

কো অস্মা কীৰ্ত্তিতো দেবৈৰ্যস্মাৎ উক্ত পিলাৎ^১ সূতা ।
 গজৈব কলদা যস্মাৎস্মাৎ^২ কপিলগঙ্গিকা ॥ ১৪৯
 সূতা কপিলগঙ্গায়াং সৰ্বব্রহ্মরেষু চ ।
 নরঃ স্বৰ্গমবাপাদৌ ব্রহ্মলোকং ততো ভ্রজেৎ ॥ ১৫০
 অতীত্য জাং নদীং পূৰ্ব্বে ভাগে দমনিকাংস্বয়া ।
 নদী মহাকৃষ্ণতোয়া গাপস্য দমনী তথা ॥ ১৫১
 ততো বৃদ্ধাংস্বয়া চ্যাম্বুদনরা সবিশুদ্ধয়া ।
 তস্যা নদ্যাঃ পূৰ্ব্বে ভাগে গঙ্গাবৎ ফলদায়িনী ॥ ১৫২
 মাঘক্ৰে সকলং মাসং^৩ সূতা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ।
 তথা দমনিকায়াঞ্চ পরং নিকৰ্ণমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫৩
 ততঃ পূৰ্ব্বে পরা দেবী নামা সা সবিশুদ্ধয়া ।
 মহতী দিব্যায়ুনা যমুনাং ফলপ্রদা ॥ ১৫৪
 দক্ষিণাদ্ধিসমুদ্ভূতা দক্ষিণোদগিগায়িনী ।
 তস্মাৎ কাক্তিকং নামং সূতা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫৫
 ইহ চৈবোত্তমান্ ভোগান্ ভাগধেয়ান্ প্রতিষ্ঠিতান্ ॥ ১৫৬
 তন্মধ্যে ভৈরবো দেবো ভৰ্গসম্ভোগসম্ভবঃ ।
 দুৰ্জয়াম্যো^৪ বরগিরাবস্তপত্যকভূমিগঃ ।
 যোহস্মৌ শরভরূপস্য মধ্যমতোহতিভৈরবঃ ॥ ১৫৭

উহার পরিমাণ পঞ্চবিংশতি বোজন । ঐ পূর্বোক্ত আবর্ত হইতেই যেত-
 বর্ষ মেঘরাশির সূত্র দৃশ্যমান নদী নিঃসৃত হইয়াছে । ১৪৮

দেবগণ 'ক' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, যেহেতু সেই
 ব্রহ্মার বিল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে এবং গঙ্গার মত ফল দান করে এই নিমিত্ত
 উহার নাম কপিলগঙ্গা । ১৪৯

মবস্তুরার দিন এই কপিলগঙ্গায় স্নান করিলে মনুষ্য প্রথমে স্বৰ্গ এবং তাহার
 পর ব্রহ্মলোকে গমন করে । ১৫০

ঐ নদী অতিক্রম করিয়া দমনিকা নামে আর একটি নদী আছে, উহার জল
 অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ এবং ঐ নদী পাপের দমনকারিণী । ১৫১

তাহার পর ঐ নদীর পূর্ব্বে ভাগে বৃদ্ধা নামে আর একটি উত্তর নদী আছে,
 উহা গঙ্গার মত ফলদায়িনী । ১৫২

মঘদয় মাঘমাস ঐ নদীতে এবং দমনিকা নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য
 নিকৰ্ণপদ প্রাপ্ত হয় । ১৫৩

দমনিকা নদীর পূর্ব্বে ভাগে কোণে যমুনাশূন্য ফলদায়িনী দিব্যায়ুনা নাম্নী
 এক মহতী নদী আছে । ১৫৪

দক্ষিণ-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই দিব্যায়ুনা দক্ষিণ-সমুদ্রাভিমুখে
 প্রবাহিত । যে কোন মাসে এক মাস কাল তথায় স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়
 এবং উত্তম ভোগ-মৌভাগ্য প্রাপ্তি হয় । ১৫৫-১৫৬

তন্মধ্যে, দুৰ্জয়নামক গিরিবরে শিব-সম্ভোগ-সমুদ্ভূত ভৈরবদেব এবং শরভ-
 রূপী মহাদেবের মহাভৈরব নামে অসিদ্ধ মধ্যমও বর্তমান । ১৫৭

১। উক্তা বিলাৎ।

২। -----অবাপ্নুয়াৎ।

৩। উক্ত ৭ দ্বাদ্ধা বয়োভবঃ

৪। দুৰ্জয়াম্যো বরগিরৌ বরসম্ভোগঃ নামৌ।

স এব ভৈরবাধোহয়ং পঞ্চবক্তৃস্য যন্ত্রটেকঃ ।
 সম্পূজ্য তত্র যতিমান্ স যাতি শংলোকতাম্ ॥ ১৫৮
 কামেশ্বরস্য বা পূজা কথিতা নীলনির্ঘরে ।
 সম্পূজ্যচ্চাচলশ্রেষ্ঠে হৃজ্জয়ে চাচলোত্তমে ॥ ১৫৯
 তত্র ভৈরবগঙ্গাস্থি সরো বৈ ভৈরবাহ্বয়ম্* ।
 তয়োঃ স্নাত্বা নরো যাতি শিবলোকং সনাতনম্ ॥ ১৬০
 হৃজ্জ্বলখ্যস্য পূর্বস্যাপুং পুরং নাম বরাসনম্ ।
 তক্ষশিণে মহাশৈলঃ ক্ষোভকো নাম নারদঃ ॥ ১৬১
 তন্মিন্ শিরো শিলাপৃষ্ঠে রক্তদেবী ব্যবস্থিতা ।
 পঞ্চপুষ্করিণী নামা পঞ্চযোনিরূপিণী ॥ ১৬২
 পঞ্চভির্দুর্গাযোনিভিঃ পূজয়েৎ পঞ্চবক্তৃ কম্ ।
 স্থিতা ক্রমহিতুং তত্র নিতামেব হিমাদ্রিক্সা । ১৬৩
 তৈজোলপূর্বভাগে তু কাশ্য নাম মহানদী ।
 দক্ষিণং সাগরং যাতি প্রথমকোত্তরস্রবা ॥ ১৬৪
 দিব্যং কুণ্ডং মহাকুণ্ডং তৈজোলোপত্যাকাক্ষিতো* ।
 সংস্থিতং তত্র স্নাত্বা তু তত্র দেবীং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৬৫
 দিব্যকুণ্ডে সরঃ স্নাত্বা পঞ্চপুষ্করিণীং শিবাম্ ।
 যঃ পূজয়েন্নহাভাগঃ স যো নো ন হি আদতে ॥ ১৬৬
 পঞ্চযোক্তঃ পুষ্করিণীঃ পৃথিব পরিমংস্থিতাঃ ।
 যতন্ততঃ পঞ্চরূপা পঞ্চপুষ্করিণী মতা ॥ ১৬৭

যে জানী পঞ্চবক্তৃ মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পূজা করে, সে শিবলোকে গমন করে । ১৫৮

নীলতলে কামেশ্বরের যে পূজা কথিত হইয়াছে, হৃজ্জ্বর পর্বতে তদনুসারেই তাহার পূজা করিবে । ১৫৯

সেখানে, ভৈরব-গঙ্গা এবং ভৈরবসরোবর আছে, মনুষ্য, তথায় স্নান করিলে অমর হইয়া শিব-লোকে বাস করে । ১৬০

হৃজ্জ্বর পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বরাহ নামে এক নগর আছে, ঐ নগরের দক্ষিণে ক্ষোভক নামে এক নগর এবং তাহার দক্ষিণে ক্ষোভক নামে মহাশৈল আছে । সেই পর্বতে রক্তশিলা-পৃষ্ঠে দেবী অবস্থিতা আছেন । তিনি পঞ্চযোনি-রূপা এবং তাঁহার নাম পঞ্চ-পুষ্করিণী । ১৬১-৬২

হিমালয়-নন্দিনী দুর্গা, নিত্য একত্রই পঞ্চবক্তৃকে পঞ্চযোনি দ্বারা সুখান্বিত করিতে তথায় বর্তমান আছেন । ১৬৩

সেই পর্বতের পূর্বভাগে কাশ্য নামে মহানদী ; এই মহানদী উত্তর হইতে আসিয়া দক্ষিণ সাগরে গমন করিতেছে । ১৬৪

সেই পর্বতের উপত্যকা ভূমিতে দিবাকুণ্ড নামে মহাকুণ্ড বর্তমান । তথায় স্নান করিয়া সেই দেবীকে পূজা করিবে । ১৬৫

যে সৌভাগ্যশালী মনুষ্য, দিবাকুণ্ডে স্নান করিয়া পঞ্চপুষ্করিণী দেবীকে পূজা করে, তাহার আর কল হই না । ১৬৬

১। তৈজবাক্ষগঙ্গাস্থি সরো বৈ হাবরাহ্বয়ম্ ।

২। অমর্ত্যতাম্ ।

৩. তৈজোলোপত্যাকাক্ষিতো ।

তথাবৎ ফলপুষ্পাণি তুষ্ণৈত্যাঃ পঞ্চযোনয়ঃ ।
 পঞ্চপুষ্পরশ্মীদেব্যাঃ প্রচণ্ডাঃ সৰ্বকামকাঃ ॥ ১৬৮
 ত্রিপুরাস্ত্র তন্ত্ৰেণ তাঃ পূজ্যাঃ সাধকোত্তমৈঃ ।
 কামেশ্বরী তন্ত্ৰম্ভৈরথবা পূজয়েচ্ছিবাম্ ॥ ১৬৯
 বালাবাস্ত্রিপুরাস্ত্র মন্ত্রমস্তাঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 কামেশ্বর্যাস্ত্র বা মন্ত্রং পূজনেহস্তাঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৭০
 উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনাথিকা ।
 চণ্ডা চেতি চ যোগিন্যঃ পঞ্চাশ্চাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৭১
 শিবলিঙ্গক ত্র্যাস্তি শিলায়াং হেৰুকাস্বরম্ ।
 দেবীদক্ষিণপূৰ্ব্বেণ নারুকং তন্ত পূজয়েৎ ॥ ১৭২
 ভৈরবস্ত তু মন্ত্ৰেণ পূজয়িত্বা দিবং ব্রজেৎ ॥ ১৭৩
 নির্মালাধারিণী দেবী চণ্ডগৌরীতি কীৰ্ত্তিতা ।
 এতয়াং নরশার্ঙ্গীল পুরা তর্গেণ ভাষিতা । ১৭৪
 কাণ্ডায়াং সলিলে স্রাক্ষা বসন্তে যানবোত্তমঃ ।
 রূপবান্ প্রবান্ ভূতঃ শিবলোকায় গচ্ছতি ॥ ১৭৫
 ক্রোড়কাখ্যাদ্ মহাশৈলাদৈশাণ্ডাং পৰ্ব্বতোত্তমঃ ।
 তুঙ্গসঙ্ক্যাচলো নাম বসিষ্ঠো যত্র শপ্তবান্ ॥ ১৭৬
 নিমিনাশস্ত রাজর্ষেঃ শাপাদ্ ব্রহ্মসুতঃ পুরা ।
 বসিষ্ঠো হৃশরারোহভূতচ্ছাপাচ্চ নিমিস্তথা ॥ ১৭৭

তথায় পঞ্চযোনি পুষ্পরিণীরূপে বর্তমান, এইজন্যই ঐ দেবীর নাম পঞ্চ-পুষ্পরিণী । ১৬৭

কুশ-পুষ্প যেরূপ ভাবে থাকে, পঞ্চ-পুষ্পরিণীর দেবীর সৰ্বকামপ্রদ প্রচণ্ড পঞ্চযোনিও সেইরূপ ভাবেই আছেন । ১৬৮

সাধক-শ্রেষ্ঠগণ ত্রিপুর মন্ত্র বা কামেশ্বরী-মন্ত্র ও তদীয় পূজাবিধি অনুসারে তাঁহাকে পূজা করিবে । ১৬৯

ত্রিপুরা-বালা এবং কামেশ্বরীর যে মন্ত্র, ইহারও সেই মন্ত্র । ১৭০

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনাথিকা এবং চণ্ডা—পঞ্চ-পুষ্পরিণী দেবীকে এই পাঁচজন যোগিনী । ১৭১

সেই শিলাপৃষ্ঠে দেবীর দক্ষিণ-পূর্বকোণে পঞ্চ পুষ্পরিণী আছে, তথায় নারুক হেৰুকনামে শিব-লিঙ্গ আছেন, সাধক, তাঁহাকেও পূজা করিবে । ১৭২

ভৈরব মন্ত্রে তাঁহাকে পূজা করিলে স্বর্গ লাভ হয় । ১৭৩

হে নরশ্রেষ্ঠ ! শিব বলিয়াছেন দেবী চণ্ডগৌরী এই পঞ্চপুষ্পরিণী দেবীর নির্মালাধারিণী । ১৭৪

হে নরশ্রেষ্ঠ ! বসন্তকালে কাণ্ডা-সলিলে স্নান করিলে ইহলোকে রূপ-উৎস-সম্পন্ন হয় এবং অস্তে শিবলোক লাভ করে । ১৭৫

সেই ক্রোড়ক পৰ্ব্বতের উপানকোণে উত্তুঙ্গ সঙ্ক্যাচল, বসিষ্ঠ এইখানে থাকিয়াই উগ্রভারাদেবী প্রভৃতিকে শাপ দেন । ১৭৬

পূর্বকালে ব্রহ্ম-নন্দন বসিষ্ঠ, নিমিরাজার শাপে দেহ-হীন হন ; রাজর্ষি নিমিও বসিষ্ঠ-শাপে দেহহীন হন । ১৭৭

ততো ব্রহ্মোপদেশেন নির্জনে কামরূপকে ।
 সক্ষ্যাচলে তপস্তপে তস্য বিষ্ণুভূতনা ॥ ১৭৮
 প্রত্যাক্ষস্তদেবস্য বরদানাম্ভাহুনিঃ ।
 অমৃতান্যবত্যাগত কুণ্ডং কৃত্বা গিরেশ্বরে ॥ ১৭৯
 তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ শরীরং প্রাপ পূরিতম্ ॥ ১৮০
 তন্মানসতকুণ্ডাচ্চ সন্ত্যা নাম নদীবরা ।
 নিঃসৃত্বা তত্র চাপ্ত্বাত্মা চিরামুরগদো ভবেৎ ॥ ১৮১
 তন্ম্যং পূৰ্ব্বকু ললিতা ললিতাখ্য সন্নিধরা ।
 সাগরাদক্ষিণং পূৰ্ব্বং মহাদেবাবতারিতা ॥ ১৮২
 বৈশাখগুরুপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং নরস্ত যঃ ।
 কুর্যাটৈব ললিতান্নানং স শঙ্কুসদনং ব্রজেৎ ॥ ১৮৩
 ললিতায়াঃ পূৰ্ব্বতীরে ভগবান্নাম পূৰ্ব্বতঃ ।
 স্বয়ং বিষ্ণুর্লিঙ্গরূপী তত্রাস্তে ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৮৪
 ললিতায়াং নরঃ স্নাত্বা স্নানস্থানে গুরুপক্ষকে ।
 ভগবন্তং সমাক্রুত্ব যো ব্রজেৎ পরমেশ্বরম্ ।
 স যাতি বিষ্ণুসদনং শরীরেণ বিরাজতা ॥ ১৮৫
 এতাঃ পূৰ্ব্বোক্তা ললিতা নদ্যঃ সৰ্ব্বাষ্টৈশ্চৈকোত্তরভবাঃ ।
 ক্রমাচ্চ দক্ষিণং স্থাপ্তি সাগরং জাহ্নবীমহাঃ ॥ ১৮৬

তখন বসিষ্ঠ ব্রহ্মার উপদেশে নির্জনে কামরূপপীঠে সক্ষ্যাচলে তপস্তা করেন, তাহাতে বিষ্ণু তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন । ১৭৮

বিষ্ণু বরদান করিলে, মহর্ষি, সেই বরপ্রভাবে সক্ষ্যা-গিরি-প্রস্থে অমৃতানন-পূৰ্ব্বক মহাকুণ্ড নির্মাণ করিয়া তথায় স্নান ও তদীয় জল পান করিবারাজ পূৰ্ব্ববৎ সম্পূর্ণ শরীর প্রাপ্ত হন । ১৭৯-১৮০

সেই অমৃতকুণ্ড হইতে সক্ষ্যানদী নিঃসৃত হইয়াছেন, তথায় স্নান করিলে মনুষ্য চিরজীবী এবং নীরোগ হয় । ১৮১

সেই নদীর পূৰ্ব্ব ললিতানারী মনোহারিণী দক্ষিণ-সাগর-গামিনী এক মহতী নদী আছে ; মহাদেব ঐ নদীকে অবতারিত করেন । ১৮২

যে মনুষ্য, বৈশাখমাসের গুরুতৃতীয়াতে ললিতা-স্নান করে, সে শিবলোক-প্রাপ্ত হয় । ১৮৩

ললিতা নদীর পূৰ্ব্বতীরে ভগবান্ নামে এক পূৰ্ব্বত আছে ; ভগবান্ বিষ্ণু, লিঙ্গরূপে তথায় বর্তমান আছেন । ১৮৪

যে মনুষ্য, গুরুপক্ষের দ্বাদশীতে ললিতা-স্নান করিয়া ভগবৎ-পূৰ্ব্বত আরাধনাপূৰ্ব্বক পরমেশ্বর বিষ্ণুর পূজা করে, সে শরীরে বিষ্ণুজ্যোকে গমন করে । ১৮৫

পূৰ্ব্বোক্ত এবং এই সমস্ত নদী—সকলেই উত্তরবাহিত এবং দক্ষিণ-সাগর-গামিনী ; এইসকল নদীই গঙ্গাসদৃশ । ১৮৬

কামাখ্যাং প্রথমং দৃষ্ট্বা স্নাত্বা চৈবোক্ষস্বীকৃতম্ ।

য এতাসু চরৎ স্তানং স তু মুক্তিমবাশুয়াং ॥ ১৮৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ

উর্ব উবাচ—

শাস্ত্রভী কথিতা বা তু নদী মৎস্তধ্বজাসিতা ।

তুয়াঃ পূর্ব্ব সমাখ্যাতা নদী দীপবতী মতা ॥ ১

এষা চ হিমবজ্জাতা হিমন্তী দীপবত্তমঃ ।

তেন দেবমনুষ্টেব নদী দীপবতী স্মৃতা ॥ ২

দীপবত্যাঃ পূর্ব্বতন্ত শৃঙ্গাটো নাম পর্ব্বতঃ ।

তত্র দেবস্য ভর্গস্য লিঙ্গমেকং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩

সরিত্বা সিদ্ধা ত্রিঃস্রোতা দক্ষিণোদবিগামিনী ॥ ৪

শৃঙ্গাটকন্ত সততং ভ্রবন্তী সা তু পাদতঃ ।

দক্ষিণং সাগরং যাতি ভর্গস্য ত্রিঃকারিণী ॥ ৫

সলিলে যো নরঃ স্নাত্বা ত্রিঃস্রোতাত্মা নরোত্তমঃ ।

শৃঙ্গাটকং সমাক্রুত্ব পূজয়েজ্জিহ্মশঙ্করম্ ॥ ৬

স দীপকাঃ শুদ্ধাত্মা প্রাপ্য কামানিহাত্মনাম্ ।

অন্তে ভর্গগৃহং যাতি ততো মোক্ষমবাশুয়াং ॥ ৭

যে ব্যক্তি প্রথমতঃ কামাখ্যা-দর্শন, পরে উর্ব্বস্বীকৃতে স্নান করিয়া এই সকল নদীতে স্নান করে, তাহার মুক্তিলাভ হয় । ১৮৭

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৯

অশীতিতম অধ্যায়

নদী বিবরণের উপসংহার

উর্ব্ব বলিলেন,—মৎস্ত-ধ্বজাধিষ্ঠিত শাস্ত্রভী নামে যে নদীর কথা পূর্ব্ব বলিয়াছি, তাহার পূর্ব্ব দীপবতী নামে এক নদী আছে । ১

দীপবতী নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন এবং দীপের তায় অঙ্ককার নষ্ট করে, এইজন্য দেব-মনুষ্য-সমাজে দীপবতী নামে তাহার প্রসিদ্ধি । ২

দীপবতী-নদীর পূর্ব্বদিকে শৃঙ্গাট নামে পর্ব্বত, তথায় দেবদেব বহাদেবের একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । ৩

সিদ্ধ-ত্রিঃস্রোতা-নামে দক্ষিণসাগরগামিনী এক নদী শৃঙ্গাটক পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইয়া তদীয় পাদমূলেই প্রবাহিত । ৪

সেই সিদ্ধ-ত্রিঃ-কারিণী নদী, সেখান দিয়াই দক্ষিণ সাগরে গিয়াছেন । ৫

যে নরশ্রেষ্ঠ, সেই নদীর জলে স্নান করিয়া শৃঙ্গাটক-পর্ব্বতে আরোহণ-

হ্রস্বত্ব দ্বিভুক্তান্ত্রিন্ সদা বৃষতবাহনঃ ।
 উময়া ব্রহ্মতে সার্কং বামদেবস্তা যন্তটকঃ ॥ ৮
 তত্রৈশ্চ পুণ্ড্রবেদবদুদামক্লেণ চত্বিকাম্ ।
 তৎপূর্বভো নিয়মা তু নাস্তা তু বৃদ্ধবেদিকা ॥ ৯
 তস্তাং স্নাত্বা ফলং মৰ্ত্ত্যো বেদিকান্নানজং লভেৎ ॥ ১০
 ততো ভট্টারিকা নাম হিমশৈলসমুদ্ভবা ।
 মহানদী দেবগণৈর্ঘা সদোপাশ্রিতে সুখম্ ॥ ১১
 তস্তাং যঃ কুরুতে স্নানং যুগাদিস্থ চতুৰ্হপি ।
 স যাতি পরমং স্থানং তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ॥ ১২
 অস্তি নাটকশৈলে তু সরো মানসসন্নিভম্ ।
 যত্র সার্কং শৈলপুত্রা জলক্রীড়াং সদা হরঃ ।
 কুরুতে নরশার্কিল স্বর্ণপঙ্কজশোভিতে ॥ ১৩
 তত্র পশ্চান্নদ্যাপূর্বভাগেভ্যস্ত সন্নিব্রবম্ ।
 অবতীর্ণং প্রযাত্যেব বক্ষিণং সাগরং প্রেতি ॥ ১৪
 তস্য পশ্চিমভাগে তু নদী দিক্করিকাংহবা ।
 দিগ্গজকৃতমজ্জাতা তেন দিক্করিকাংহবা ॥ ১৫
 মধ্যভাগাং সূতা বা তু^১ শঙ্করেণাবতারিতা ।
 বৃদ্ধগঙ্গাহব্রা না তু পশ্চৈব ফলদায়িনী ॥ ১৬

পূর্বক লিঙ্গরূপী শঙ্করের পূজা করে। সে, শুদ্ধচিত্ত ও উজ্জল-সুন্দর শরীর-
 সম্পন্ন হইয়া ইহলোকে অতুলনীর অভিলষিত বস্তুলাভ এবং অন্তে শিবলোক
 গমন করে, তাহার পর মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ৬-৭

তদ্বাস হর,—দ্বিভুক্ত—বৃষত-বাহনরূপে উমার সহিত ক্রীড়া করত অবস্থিত ;
 বামদেবের মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতি অনুসারে তাঁহার এবং উমা-মন্ত্রানুসারে দেবীর
 পূজা করিবে। তাহার পূর্বদিকে বৃদ্ধ-বেদিকা নামে নদী। ৮-৯

মানুষ, সেখানে স্নান করিলে দেবিকা স্নানফল প্রাপ্ত হয়। ১০

তৎপরে হিমালয়গিরি সমুদ্ভূতা ভট্টারিকা নামে মহানদী, দেবগণ মুখে এই
 নদীর জল সেবা করিয়া থাকেন। ১১

যে ব্যক্তি, চারিটি যুগাদ্যা তিথিতে সেই নদীতে স্নান করে, তাহার পরম-
 শন বিম্বলোকপ্রাপ্তি হয়। ১২

নাটকপর্বতে মানস-সরোবরসদৃশ একটা সরোবর আছে ; হে নর-শার্কিল !
 স্বর্ণ-কমল শোভিত এই সরোবরে মহাদেব পার্কতীর সহিত সন্তত জলক্রীড়া
 করেন। ১৩

সেই পর্বতের পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বভাগ হইতে তিনটি নদী উৎপন্ন হইয়া
 বক্ষিণ সাগরাভিমুখে চলিয়াছে। ১৪

তাহার পশ্চিমভাগোৎপন্ন নদীর নাম দিক্করিকা ; দিগ্গজকৃতমজ্জার
 আঘাতে উহার উৎপত্তি বলিয়া ঐ নদীর নাম হইয়াছে দিক্করিকা। ১৫

যে নদী, মধ্যভাগ হইতে নিঃসূতা, শঙ্করের অবতারিতা সেই নদীর নাম
 বৃদ্ধগঙ্গা ; বৃদ্ধগঙ্গা গঙ্গার দ্বায় ফলদায়িনী। ১৬

যা নিঃসূতা পূর্বভাগান্ত্রাদিগিরিবরাঙ্গনী ।
 সুবর্ণপ্রাচীণী খাতা^১ সা গঙ্গাসমুদ্রীকলে ॥ ১৭
 কুর্কভ্যাঃ সর্বসি স্থানং পার্বত্যাম্ শরীরতঃ ।
 নিঃসূতাঃ স্বর্ণকনিকাস্তা বহুস্তি অনৈরিমাঃ ॥ ১৮
 ক্রীড়ার্থং নভুনা গাত্রে কনিকাভিঃ^২ সমাচিতাঃ ।
 স্বস্থানান্ত্র সৎলগ্নাস্ততশ্চন্দনবিন্দবঃ ॥ ১৯
 তা উমাতাঃ শরীরাত্ত সৎপ্রবন্তি ক্রটৈঃ সহ ।
 ততঃ স্বর্ণবহা নাম স্বর্ণপ্রীঃ সর্বভোহধিকা ॥ ২০
 দতানু চৈত্ৰমাসস্ত স্নাত্বা মৰ্ত্ত্যো নরধমঃ ।
 কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং ত্রিকালং যত্র যানবঃ ॥ ২১
 ত্রিংশং দেবীগৃহে স্থিতা শেষে ব্রহ্মগৃহং ব্রজেৎ ।
 ভূমাববপতঃ পশ্চাৎ সার্কভোমো কুপো ভবেৎ ॥ ২২
 বৃক্ষগঙ্গাজলস্নাত্তস্তীরে ব্রহ্মমুতস্ত বৈ ।
 বিশ্বনাথাস্থায়ো দেবঃ শিবলিঙ্গসমস্থিতঃ ॥ ২৩
 শিবদেবী মহাদেবী যোনিমণ্ডলরূপিণী ।
 হৃদগ্রীবকং শূন্যে তত্র দেবো জগৎপতিঃ ॥ ২৪
 হৃদগ্রীবকং যত্র হৃদা মণিকূটং পুরাণতম্ ।
 তত্র যঃ পূজয়েদ্ধৃগাং শারদাং তন্ত্রমন্ত্রকৈঃ ॥ ২৫
 হৃদগ্রীবকং যন্ত্রেণ তন্ত্রেণ গুরুভক্ষকম্ ।
 কামেশ্বরস্ত তন্ত্রেণ যন্ত্রেণাপি চ শঙ্করম্ ॥ ২৬
 যো বজেৎ পরয়া ভক্ত্যা ঘাদন্যাং সমুপোষিতঃ ।
 অষ্টম্যাক চতুর্দশ্যাং তন্ত পুণ্যফলং নৃণাং ॥ ২৭

যে নদী, সেই গিরিবরের পূর্বভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহার নাম
 সুবর্ণপ্রী ; এই নদীও গঙ্গার স্রোত ফলপ্রদা । ১৭

পার্বতীর স্থান করিবার সময়ে শরীরবিচ্যুত স্বর্ণকনিকা—এই নদী ধীরে
 ধীরে বহন করে । ১৮

শঙ্কর, ক্রীড়া সময়ে পার্বতীর গাত্রে সুবর্ণ-কণার সহিত যে চন্দনবিন্দু অর্পণ
 করেন, যান সময়ে সেই স্বর্ণকনিকা শু চন্দনবিন্দু স্বর্ণপ্রীর জলে ধৌত হইয়া
 যায়, এই জন্য সেই সর্বভোষ্ঠা নদী সুবর্ণ-প্রীর নামান্তর স্বর্ণবহা । ১৯-২০

নরঞ্জেষ্ঠ, চৈত্রমাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে সংযতচিত্তে এই সকল মন্দিরে
 ত্রৈকালিক স্থান করিলে বহুকাল দেবী-গৃহে থাকিয়া শেষে ব্রহ্মলোকে গমন
 করে । তথা হইতে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সার্কভোম নরপতি হব । ২১-২২

বৃক্ষগঙ্গার জলমধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে, বিশ্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এবং
 যোনিমণ্ডলরূপা মহাদেবী বিশ্বদেবী অবস্থিত । ২৩

পূর্বকালে জগৎপতি মহাদেব, তথাঃ হৃদগ্রীবক সহিত যুক্ত করেন এবং
 হৃদগ্রীবকে বধ করিয়া মণিকূটে প্রদান করেন । ২৪

তথায় যে ব্যক্তি ঘাদনী, অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে উপবাসী থাকিয়া,
 শারদামাস ও পূজ্যজমানুসারে ভগবতী হৃদাকে, হৃদগ্রীব-মন্ত্র-ভদ্রানুসারে

কল্পকোটিত্রয়ং ত্রিভা শিবগেহে গৃহে হরেঃ^১ ।
 তাবন্তং সংস্থিতঃ কালস্তাবন্তক শিবাগৃহে ।
 শেষে ভুবং-সমাসাশু বেদবিদ্বাদ্ভাঙ্গণো ভবেৎ ॥ ২৮
 নদ্যাঃ স্বর্ণধিরঃ পূর্বং নদী কামাহ্বয়া শুভা ।
 কামায়াঃ পূর্বভাগে তু নদী সোমশনাহ্বয়া ॥ ২৯
 সোমশনায়াঃ পূর্বভাগে নদী নাম্না হৃষোদকা ।
 ততঃ পূর্বে কামরূপং পীঠং তে কপতাং প্রমুঃ ॥ ৩০
 অগস্ত্যা মহামায়া দেবী দিকরবাসিনী ॥ ৩১
 এতা য়াঃ কথিতা নমঃ সকল্য মুক্তিপ্রদাঃ ।
 তামু ভ্রাতা চ পীতা চ স্বর্গলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৩২
 প্রান্তে দিকরবাসিন্যাঃ সদা বহতি স্বর্ণদী ।
 সিতগঙ্গাহ্বয়া লোকে সাকাদ্ গঙ্গাকলপ্রদা ॥ ৩৩
 সা ভূমিপীঠসংস্থা চ দেবী দিকরবাসিনী ।
 অস্তর্জলে^২ প্রাবহন্তী যতি প্রত্যক্ষতাং সূরৈঃ^৩ ॥ ৩৪
 সিতগঙ্গাজলে ভ্রাতা মুকু^৪ শত্ৰুং হরিং বিধি^৫ ।
 ইষ্ট^৬ ললিতকাস্তাখ্যাং পুনর্যোনৌ ন জায়তে ॥ ৩৫
 লিঙ্গরূপী ভগবান্ শত্ৰুস্তজ যয়ং স্থিতঃ ।
 বিষ্ণুঃ শিলাস্বরূপে^৭ অক্ষলিঙ্গরূপমধুক^৮ ॥ ৩৬

গঙ্গাভ্রমরকে এবং কামেশ্বরের মস্ত তদ্ব্যবসারে শতরকে পদম ভক্তিসহকারে
 পূজা করে, তাহার পুণাকল প্রবণ কর । ২৪-২৭

সে ব্যক্তি, তিন কল্পকাল শিবধামে, তিন কল্প বিষ্ণুধামে এবং তিনকল্প ভূগী-
 ধামে অবস্থিত হইয়া পারশেষে পৃথিবীতে বেদজ্ঞ ভ্রামণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।
 ২৮

স্বর্ণধরী নদীর পূর্বভাগে নির্মলসলিলা কামা-নদী, কামা নদীর পূর্বভাগে
 সোমশনা নদী । ২৯

সোমশনা নদীর পূর্বদিকে হৃষোদকা-নদী নদী । ৩০

তাহার পূর্বে কামরূপ পাঠের প্রান্তভাগে মহামায়া অগস্ত্যনদী দেবী
 দিকরবাসিনীরূপে অবস্থিত ; পূর্বে ইহার কথা বলিয়াছি । ৩১

এই যে সকল নদী বলিলাম, ইহারা সকলেই দক্ষিণ-বাহিনী ; ইহাতে স্নান
 এবং ইত্যাদিগের জল পান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় । ৩২

দিকরবাসিনীর প্রান্তভাগে শ্বেতগঙ্গা নামে স্বর্ণদী-সদা প্রবাহিত ; এই
 নদী সাক্ষাৎ-গঙ্গা-সদৃশ ফলদায়িনী । ৩৩

ভূমি-পীঠস্থিতা দিকরবাসিনী-দেবী, অস্তঃসলিলে প্রাবিত করত বিষ্ণুর
 প্রত্যক্ষগোচর হন । ৩৪

শ্বেতগঙ্গাজলে স্নান করিবার পর, হরি-হর-বিদ্বিধিকে দর্শনপূর্বক ললিত-
 কাস্তা দেবীর পূজা করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না । ৩৫

দিকর-বাসিনী দেবার পাঠে যয়ং ভগবান্ শত্ৰু লিঙ্গরূপে, বিষ্ণু শিলারূপে
 এবং অক্ষা লিঙ্গরূপে অবস্থিত । ৩৬

১। শিবলোকে গৃহে তু যঃ ।

২। অস্তঃসলিলেঃ ।

৩। প্রত্যক্ষবাস্তবৈঃ ।

পীঠে দিবরবাসিনীয়া বিদগ্ধা রমতে শিবা ।
 তীক্ষ্ণকান্তাহারা ত্বেকা যোগতারা একীভূতী ॥ ৩৭
 পরা মলিতকান্তাখ্যা যা^১ শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৩৮
 উচ্চাশ্রু সত্ততং রূপং তীক্ষ্ণকান্তাহরং নৃপ ॥ ৩৯
 কৃষ্ণা লবোদগ্ধী যা তু না স্যাদেকম্বটো শিবা ।
 তেন রূপেণ তাত্ দেবীং সত্ততং পরিপূজয়েৎ ॥ ৪০
 অঙ্গমন্ত্রক রূপক উচ্যঃ প্রাক্‌প্রতিপাদিতম্ ।
 ত্রিকোণং যন্তুলকাশ্চাঃ কর্তব্যং যন্তুপূর্বকম্ ॥ ৪১
 আসৌ রেখে ততঃ পশ্চাৎ সুরেখেতি পদং ততঃ ।
 তথা পদকাংগিগম্য তিষ্ঠতি পদং ততঃ ।
 যন্তুলকাশ্চ যন্তোহিহং তীক্ষ্ণায়াঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪২
 নরত্রিপুরদেবাদিময়বেতালদ্বন্দ্বিতাঃ ।
 গণশ্রমেতাস্তকান্তা হারপালাঃ একীভূতীঃ ॥ ৪৩
 এতাংস্ত পূজয়েৎ সম্যক্ত্‌ যন্তুলকাষ্টদিস্কু বৈ ।
 আসৌ সম্বোধনং কৃত্বা যজ্ঞপুষ্পং ততঃ পরম্ ।
 যজ্জিহ্বাহং^২ ততঃ পশ্চাৎপ্রমেবাং একীভূতম্ ॥ ৪৪
 পাত্ৰোপকরণাদীনাম্^৩ হামস্তাস্ত সৰ্ব্বতঃ ।
 সৰ্ব্বমুত্তরতঃ্প্রোক্তং গ্রাহ্যং রূপভবেৎপি চ ॥ ৪৫
 চামুতা চ করালী চ সুভগা ভীষণা ভগা ।
 বিকটেতি চ যোগিতঃ প্রোক্তা যন্তাস্তবৈব যট্^৪ ॥ ৪৬

আর সেখানে দেবী দুর্গা, তীক্ষ্ণকান্তা ও উগ্রতারা—এই দুইরূপে বিহার করেন । ৩৭

রাজন্ । মলিতকান্তা নাম্নী পরাংপরা মঙ্গলচণ্ডিকারই নাম তীক্ষ্ণকান্তা । তীক্ষ্ণকান্তা দেবী কৃষ্ণবর্ণা, লবোদগ্ধী, একম্বটীরূপা । সেই দেবীকে সাধক, সত্তত সেই রূপানুসারেই পূজা করিবে । ৩৮-৪০

ইহীর অঙ্গমন্ত্র, অঙ্গিমন্ত্র ও রূপ পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি । যন্তুপাঠ-পূর্বক ইহীর ত্রিকোণমন্তুল কর্তব্য । ৪১

“রেখে সুরেখে তথা তিষ্ঠতু” ইহাই তীক্ষ্ণকান্তার যন্তুলকাস যন্ত্র কীর্ত্তিত হইল । ৪২

নরাস্তক, ত্রিপুরাস্তক, দেবাস্তক, যমাস্তক, বেতালাস্তক, দ্বন্দ্বিতাস্তক, গণাস্তক এবং জমাস্তক—এই কয়জন, তীক্ষ্ণকান্তার হারপাল । ৪৩

যন্তুনের আটদিকে সম্পূর্ণরূপে ইহীদিগের পূজা করিবে । সম্বোধনান্ত এক একটি এই নাম তৎপরে “যজ্ঞপুষ্পং” তৎপরে “বাহা” একত্র করিলে বাহা হয়, তাহাই এই হারপালদিগের যন্ত্র । ৪৪

তীক্ষ্ণকান্তা ও উগ্রতারা এই দুই মূর্ত্তিতেই পাত্ৰ, উপকরণ, স্থান-কাস ইত্যাদির—বিবরণ সমুদায় উত্তর-তত্ত্ব-মতে গ্রাহ্য । ৪৫

রাজন্ । চামুতা, করালী, সুভগা, ভীষণা, ভগা এবং বিকটী—দেবীর এই ছয়জন যোগিনী । ৪৬

হে ভগবত্যেকজটে বিদ্যহে পদমন্ততঃ ।
 বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি ভরুস্তারে প্রচোদয়াৎ ॥ ৪৭
 এষা* তু ভীকৃৎপাক্ষী পীঠদেব্যাঃ প্রকীর্তিতা ।
 নির্মালাধারিণী চাক্ষা দেবী বিকটচণ্ডিকা ॥ ৪৮
 যাদা তু যুগ্ময়ী প্রোক্তা কুদ্রাক্ষসত্ত্বাবাসি বা ।
 বিশেষ এব দেব্যান্ত পূজনে পরিকীর্তিতঃ ॥ ৪৯
 উপচারানিকং কৃত্বাং বলিদানং জপাদিতম্ ।
 সৰ্ব্বং পূৰ্ব্ববদ্ গ্রাহুং কাষাখ্যাপূজনে যথা ॥ ৫০
 পানেন্দ্র মদ্যিরা শস্তা নরো বলিদ পানিব ।
 মোদকো নারিকেলঞ্চ মাংসবাজ্ঞনৈক্ষবম্ ।
 নৈবেদ্যে প্রিয়করাতীক্ষায়াঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৫১
 যৈষা ললিতকান্তায়া দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ।
 বরদাভয়হস্তা সা দ্বিভুজা গৌরদেহিকা ॥ ৫২
 বস্ত্রপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা ।
 বস্ত্রকৌশেয়বসনা স্নিতবস্ত্রা শুভাননা ॥ ৫৩
 নবযৌবনসম্পন্ন চার্বকী ললিতপ্রভা ।
 উদায়ী ভাবিতং মদ্রং যৎ পূৰ্ব্বং ত্বেকযক্ষরম্ ॥ ৫৪
 যল্লমস্তান্ত্র তজ্জ্যেযং তেন দেবীঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৫
 নারায়ণ্যে বিদ্যহে হ্রাং চণ্ডিকায়ে তু ধীমহি ।
 ভন্নো ললিতকান্তেতি ভভঃ শস্তাং প্রচোদয়াৎ ॥ ৫৬
 এষা ললিতদ্বারজী দেব্যা ইষ্টৈকা প্রকীর্তিতা* ।
 লোহিতাজস্র দিবসঃ প্রিয়োহস্তাঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৫৭

‘হে ভগবত্যেকজটে বিদ্যহে বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি ভরুস্তারে প্রচোদয়াৎ’ ইহাই
 পীঠদেবী ভীকৃৎপাক্ষার পায়ত্রী । বিকট-চণ্ডিকা দেবী ইহঁর নির্মালাধারিণী ।
 ৪৭-৪৮

ইহঁর অপমাল্য যুগ্ময়ী বা কুদ্রাক্ষ-সত্ত্বতা হইবে । ভীকৃৎপাক্ষা দেবীর
 পূজাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহাই বলিলাম । ৪৯

এতদ্বিত্ত উপচার বলিদান জপ প্রভৃতি সমুদায় কার্যাই পূৰ্ব্বোক্ত কাষাখ্য
 পূজার প্রায় করিতে হইবে । ৫০

নবনাথ । ভীকৃৎপাক্ষাদেবীর পানীষের মধ্যে মদ্যিরা, বলির মধ্যে নরবলি
 এবং নৈবেদ্যের মধ্যে মোদক, নারিকেল, মাংস, বাজ্ঞন ও ইক্ষুই প্রশস্ত এবং
 তাঁহার প্রীতিপ্রদ । ৫১

বরদাভয়দায়িনী দ্বিভুজা গৌরবর্ণা বস্ত্রপদ্মাসনে অবস্থিতা মুকুট-কুণ্ডল-
 মণ্ডিতা বস্ত্র-কৌশেয়-বসন-পরিধানা স্নিতমুখী প্রসন্নবদনা । ৫২-৫৩

নব-যৌবন-সম্পন্ন চার্বকী ললিত-প্রভা ললিত-কান্তা নারী মঙ্গলচণ্ডিকা-
 দেবীর মত পূৰ্ব্বোক্ত একাকর উদ-মদ্রই জানিবে । তদ্বারাই তাঁহার পূজা
 করিবে । ৫৪-৫৫

“নারায়ণ্যে বিদ্যহে হ্রাং চণ্ডিকায়ে ধীমহি ভন্নো ললিতকান্তা প্রচোদয়াৎ”

কালো বসন্তকালঃ শ্রবণচাঁপি কু পঞ্চমঃ ॥ ৫৮
 অষ্টম্যাক নবম্যাক পূজা কার্য্যে বিভূতয়ে ॥ ৫৯
 নির্মালাধারিণী চান্দ্রা দেবী ললিতচত্বিকা ।
 দুর্ভাঙ্করৈঃ সমাযুক্তমকতং প্রীতিনং পরম্ ॥ ৬০
 অবনতা বিশেষস্ত পূজনে পরিকোত্তিতঃ ।
 বৈষ্ণবীভক্তমন্ত্রস্ত তন্ত্রং গ্রাহ্যস্ত পূজনে* ॥ ৬১
 উপচারো বলিকায়া বিহিতো যঃ ক্রমঃ পুরা ।
 মহামায়ামহাদেবাস্তদগ্রাহ্যং পরিপূজনে ॥ ৬২
 স্বপ্নাক্ষরিরং দক্ষাধায়নস্ত হিতাঙ্ক বৈ ।
 পটেবু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচত্বিকায় ॥ ৬৩
 যঃ পূজয়েন্তৌমদিনে শুভৈর্দুর্ভাঙ্করৈঃ^১ শিবায় ।
 সততং সাধকঃ সোহপি কামমিষ্টমবাশ্রুয়াৎ ॥ ৬৪
 এবং দিকরবাসিতাঃ কথিতঃ পূজনক্রমঃ ।
 যজ্ঞকা নাভুভং তিক্খিপাপ্রোতি অবশে রতঃ । ৬৫
 দিকরভূষণঃ^২ প্রোক্তস্তথা শত্ৰুশ্চ দিকরঃ ।
 তন্মিহব্যমিতা দেবী তন্মাদিক্খরবাসিনী ॥ ৬৬
 জগত্বেহপি যস্তান্ত সদৃশী কাশী সুন্দরী ।
 নাগ্যান্তি ললিতা তেন দেবী ললিতকান্তিকা ॥ ৬৭
 শঙ্করস্ত পুরা প্রোক্তো গ্রাহ্যো বৈ পূজনক্রমঃ ।
 শৃণু তাক্ষরবহিতো অক্ষণঃ পূজনক্রমম্ ॥ ৬৮

ইহাই ইষ্ট লিঙ্কি-দায়িনী ললিত-কান্তার গায়ত্রী । মঙ্গলবারই ললিতকান্তা দেবীর প্রিয় বার । ৫৮-৫৭

বসন্তকাল এবং পঞ্চমস্বরও ইহার প্রিয় । উন্নতি উদ্দেশে অষ্টমী এবং নবমীতে ইহাকে পূজা করিবে । ৫৮-৫৯

ললিত চত্বিকাদেবী ইহার নির্মালাধারিণী । দুর্ভাঙ্কর এবং আতপ-স্তম্ভে ইনি অতিশয় প্রীতিযুক্ত । ৬০

ললিত-কান্তা-পূজনে ইহাই বিশেষ বিধি ; এততির পূজার আর সমস্ত বিষয় বৈষ্ণবী পূজাপ্রণালী অনুসারে করিবে । ৬১

মহাদেবী মহামায়ার পূজাতে বৈষ্ণব উপচার ও বলির ব্যবহা আছে, ইহার পূজাতে তাহাই গ্রাহ্য । ৬২

যে ব্যক্তি মঙ্গলবারে, ঘটে, পটে বা প্রতিমাতে মঙ্গলচতী-দেবীকে পূজা করিবে, সেই সাধকশ্রেষ্ঠ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে । ৬৩

দিকরবাসিনীর পূজনক্রম এই কথিত হইল, ইহা অবশ্য করিলে শ্রোতার কোনরূপ অন্তঃ হইবে না । ৬৪

দিকর শব্দে সূর্য্য ও শিব ; তিনি দিকরের উপর অবস্থিতা বলিয়া দিকর-বাসিনী নামে অভিহিতা হন । ৬৫

ত্রিঙ্গণতে তাঁহার সদৃশ ললিত-সুন্দরী আর কেহ নাই, এইজন্য দেবীর “ললিত-কান্তা” নাম হইয়াছে । ৬৬

১. বৈষ্ণবীভক্তমন্ত্র ৮ বক্তং গ্রাহ্যং তু পূজনে ।

২.দুর্ভাঙ্করৈঃ ।

৩. দিকরভূষণঃ ।

ব্রহ্মবীজং পুরা প্রোক্তং তদ্বদ্রং সর্বতশ্চরেৎ ।
 তেনৈব তত্ত্ব সম্পূজ্য পরং নির্বাণমাশ্রুয়াৎ ॥ ৬৯
 এতচ্চ চাক্ষুশমস্তত্ত্বং যথা ভগ্নেণ ভাবিতম্ ।
 বেতালৈভরবাভ্যাং ক্রপকং শূন্য ভূমিপ ॥ ৭০
 যন্তুতীষশ্চ বহিষ্চ শেষঃ স্বরসমম্বিতঃ ।
 চন্দ্রবিন্দুসমাযুক্তো ব্রহ্মমন্ত্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৭১
 অনেনৈব তু যন্ত্ৰেণ ব্রহ্মাণং যঃ প্রমুখয়েৎ ।
 স কামমিচ্ছৈঃ সন্ত্রাপ্য ব্রহ্মলোকেশু যোগতে ॥ ৭২
 ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্ভুজঃ কতুর্ভুজঃ ।
 কদাচিদ্রক্তকমলে হংসাকৃৎ কদাচন ॥ ৭৩
 বর্ধেন রক্তগৌরবঃ প্রাণ্ডন্তজ্জাহ উন্নতঃ ।
 কমণ্ডলুং বামকরে ক্ৰুৎ^১ হস্তে চ দক্ষিণে ।
 দক্ষিণাধস্তথাযাজাং বামাধশ্চ তথা ক্ষুবম্^২ ॥ ৭৪
 আজ্যহালী বামপার্শ্বে দেবাঃ^৩ সর্বে^২ গ্রভঃ^৩ হিতাঃ ।
 সারিত্রী বামপার্শ্বে দক্ষিণস্থা সরস্বতী ॥ ৭৫
 সর্বে চ ঋষাঃ^৩ হস্তে কুর্যাদেবং বিচিস্তনম্ ।
 চতুষ্কোণং চতুর্বারমষ্টপত্রসমম্বিতম্ ॥ ৭৬
 চতুষ্কোণেবহিস্তত্ত্বং অকমণ্ডলুপ্রকৃষ্টবৈঃ ।
 সম্মার্জ্জনাদিকং সর্বং যাম্চাক্ষাঃ প্রতিপত্তয়ঃ ॥ ৭৭

শক্তির পূর্বোক্ত পূজাক্রমই এই শক্তির পূজাতেও গ্রাহ্য । হে রাজন্ ।
 একাধ্বনে ব্রহ্মার পূজনক্রম অবগণ কর । ৬৮

ব্রহ্মার বীজ পূর্বোক্ত কথিত হইরাছে, সেই মন্ত্রই সর্বত্র গ্রাহ্য ; মানব,
 তদ্বারাই ব্রহ্মাকে পূজা করিলে, পরম নির্বাণ লাভ করে ৬৯

হে রাজন্ । মহাদেব, বেতালৈভরবের নিকট ইহাঁর যে অঙ্গ-মন্ত্র ও রূপ
 বলিয়াছেন, তাহা অবগণ কর । ৭০

পবর্গের তৃতীয় বর্ণ, তন্নিম্নে রকার যোগ করিলে "ব্র" তাহাতে ঔকার এবং
 চন্দ্র-বিন্দু যোগ করিলে ব্রহ্মমন্ত্র কীৰ্ত্তিত হয় । ৭১

যে ব্যক্তি এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মার পূজা করিবে, সে অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত
 হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করে । ৭২

ব্রহ্মা,—উন্নতকাষ, উন্নতজাহ, কমণ্ডলুধারী চতুর্ভুজ এবং চতুর্ভুজ ; তিনি
 রক্তকমলে, কখন বা হংসে আরোহণ করিয়া থাকেন । ৭৩

তাঁহার বর্ণ রক্ত-গৌর, তাঁহার উর্ধ্ব, বাম-করে কমণ্ডলু, উর্ধ্ব দক্ষিণ করে
 ক্ষুব্ধ, অধো-বাম করে ক্ষুব্ধ, অধোদক্ষিণ করে বালা, সারিত্রী ও আজ্যহালী
 তাঁহার বামপার্শ্বে ; সরস্বতী দক্ষিণ পার্শ্বে । ৭৪-৭৫

সমস্ত বেদ ও ঋষিমণ্ডলী অগ্রভাগে অবস্থিত ; এইরূপ ভাবে ব্রহ্মার চিত্রা
 করিবে । তাঁহার মণ্ডল, চতুষ্কোণ, চতুর্বার, অষ্ট পত্র-সমম্বিত । ৭৬

মণ্ডলের চারিকোণে ব্রহ্ম, কমণ্ডলু, ক্ষুব্ধ এবং ক্ষুব্ধ আঁকিবে । সম্মার্জ্জনাদি
 অন্য গম্ভীর প্রতিপত্তি এবং যোগপীঠের অঙ্গাদি সমস্তই উত্তরভাগে গ্রাহ্য ।

হৃষ্টোশোভনভাস্ত্রোক্তা যোগশীঠৈহিতিকাদিকাঃ ।
 আহারশক্তিগ্রন্থাংস্তথা সৰ্বাণ্ড পূজয়েৎ ॥ ৭৮
 অষ্টপদৈশ্চ^১ পদ্মস্য দিকৃপালান্শ্চ প্রপূজয়েৎ ।
 পদ্মাসনার বিদ্বহে হংসাকুড়ায় বীমহি ॥ ৭৯
 ভ্রমো ব্রহ্মলিতি পদং ভূতঃ পশ্চাৎ প্রচোদয়াৎ ।
 এষা তু ব্রহ্মদায়িনী পূজয়েদনয়া বিবিধ ॥ ৮০
 নির্মাল্যধারী চৈতস্য সনৎকুমার উচ্যতে ।
 উপচারঃ পূৰ্ব্ববস্তু^২ নেত্রাঙ্কনবিবৰ্জিতাঃ ॥ ৮১
 বস্ত্রকৌশেয়বস্ত্রস্ত ব্রহ্মপ্রীতিকরং পদম্ ।
 অন্নং সপায়সং সপিত্তিলবৃক্ষক ভাজনম্ ॥ ৮২
 সিতবস্ত্রসমায়ুক্তং চন্দনং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 পার্শ্বয়োঃ লক্ষরং বিষ্ণুং পূজনে পূজয়েৎ পুতঃ^৩ ॥ ৮৩
 কুবাদীন্ করসংস্থান্শ্চ মণ্ডলে পরিপূজয়েৎ ।
 সরস্বতীঞ্চ সাবিদ্রীং হংসং পদ্মং তটৈব চ ॥ ৮৪
 অয়ং বিশেষঃ কথিতো প্রদ্যামক্তায়া দত্তবৎ ।
 পদ্মবীজভবা মালা জপকৰ্ম্মণি কীর্ত্তিতা ॥ ৮৫
 পূৰ্ণানন্দী তিথী গ্রাহ্যে পূজাকৰ্ম্মণি সৰ্ব্বদা ।
 ক্ষীরেণার্দ্ধং প্রদ্যাত্তু সৰ্ব্বদা ব্রহ্মণে নৃপ ॥ ৮৬
 অয়ন্তে কথিতো ভূপ যথা ভৰ্গেণ ভাবিতঃ ।
 দর্শয়ত্বা যপূজ্যস্তাং কামরূপাহুহং উভয় ॥ ৮৭
 যত্র তত্র বিধিষ্টৈব সাধকঃ পরিপূজয়েৎ ।
 শীঠে সমাক্ত পূজয়িত্ব পুতং নির্ঝাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৮

আহারশক্তি প্রদত্ত সকলকে এবং পদ্মের অষ্টপদে দিকৃপালদিগকে পূজা করিবে । ৭৭-৭৮

“পদ্মাসনার বিদ্বহে হংসাকুড়ায় বীমহি, ভ্রমো ব্রহ্মন্ প্রচোদয়াৎ” ইহা ব্রহ্মার দায়িনী ; ইহা দ্বারা পূজা করিবে । সনৎকুমার ইহার নির্মাল্যধারী । ৭৮-৮০

নেত্রাঙ্কন ব্যতীত পূৰ্ব্বোক্ত সমস্ত উপচারই ব্রহ্মাকে দেওয়া যাইবে । বস্ত্র-বর্ণ কৌশেয় বস্ত্র, ব্রহ্মার পরম প্রীতিকর । ৮১

আম্র, পায়স এবং তিলবৃক্ষ যুতই ব্রহ্মার প্রধান ভোজ্য । যেত চন্দন ও বৃক্ষ চন্দন মিশ্রিত চন্দন—ব্রহ্মার প্রিয় । ৮২

ব্রহ্মার পার্শ্বে বিষ্ণু ও শিবকে পূজা করিবে । ব্রহ্মার করস্থিত কুবাদি, সরস্বতী, সাবিদ্রী, হংস ও পদ্ম ইহাদিগের পূজা মণ্ডলমাধে করিবে । ৮৩

ইহাকে দত্তবৎ প্রণাম করিতে হয়, ব্রহ্ম-পূজনে ইহাই বিশেষ । পদ্মবীজ-সম্বৃত মালা দ্বারা ইহার জপ করিবে । ৮৫

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা—ইহার পূজায় উপযুক্ত তিথি । রাজন্ । ব্রহ্মাকে বৃদ্ধ দ্বারা অর্ঘ্য দিবে । ৮৬

রাজন্ । শিব, নিজ পুত্রদ্বয়কে কামরূপ শীঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক বাহা বলিয়া-হিসেব, তাহা তোমাকে বলিলাম । ৮৭

১। পদ্মস্টম্বদিকৃপালানপি ।

২। নেত্রব্রহ্মসংস্পর্শঃ ।

৩। পূজয়েৎ পূজয়েৎ পুতঃ ।

কথিতো ব্রহ্মাণঃ পূজা পূজনং শূন্যং বৈফল্যম্ ।
 বীজন্ত বাসুদেবস্য পুরৈব প্রতিপাদিতম্ ॥ ৮৯
 তদন্তমন্তঃ রাজেশ্বর্যাদিশাকরমুচ্যতে ।
 নমো ভগবতে পূর্বং বাসুদেব্যয় বৈ পরম্ ॥ ৯০
 অঙ্গমন্তঃসিদ্ধৈকবৎ বাসুদেবস্য কীর্তিতম্ ।
 অস্য প্রত্যঙ্গরূপন্ত দধিধামনসংজ্ঞকম্ ॥ ৯১
 তস্য মন্তঃ নরশ্রেষ্ঠ শত্ৰুনা ভাবিতং শূন্যম্ ।
 ৐ নমো বিষ্ণবে পূর্বং পদং তস্য প্রকীর্তিতম্ ॥ ৯২
 পদক সুরপতরে চতুর্থাঙ্গং মহাবলম্ ।
 স্বাহাঙ্গং হৃদয়াসন্নং প্রত্যঙ্গবৈফল্যং মন্তম্ ॥ ৯৩
 মন্তজরম্ যো বেদ বীজং প্রত্যঙ্গসংজ্ঞকম্ ।
 স পুমান্ দেবকাযন্ত ন স তুয়োঃ ভিজ্যতে ॥ ৯৪
 সর্ব উত্তরতন্ত্রোক্তং ক্রমো গ্রাহঃ প্রপূজনে ।
 ত্রিষু মন্তেষু চ সদা বিশেষঃ শূন্য ভূপতে ॥ ৯৫
 রূপন্ত বীজমন্তস্য প্রথমং শূন্য ভূপতে ।
 পূর্ণচন্দ্রোপমঃ চক্ৰঃ পক্ষিরাঙ্কোপরিস্থিতঃ ॥ ৯৬
 চতুর্ভূজঃ পীতবস্ত্রেন্নিভিঃ সংবীতদেহভূঃ ।
 দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং হস্তে উদধৌ বিকচাশ্রুজম্ ।
 বামোর্দ্ধে চক্রমভ্যুগ্রং হস্তেঃ শঙ্খমেব চ ॥ ৯৭

সামক, ব্রহ্মাকে যেখানে সেখানে পূজা করিতে পারে, তবে এই গীঠে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পূজা করিলে নির্যাপন-যুক্তি লাভ করে । ৮৮

ব্রহ্মার পূজা বলিলাস, এখন বিষ্ণুপূজা শ্রবণ কর, বাসুদেববীজ পূর্বকই বলিয়াছি । ৮৯

রাজেশ্বর ! বাসুদেবের অঙ্গ মন্ত আদিশাকর । ৐ নমো ভগবতে বাসুদেব্যয় ইহাই বাসুদেবের অঙ্গমন্ত । ৯০

দধিধামন, প্রত্যঙ্গ রূপ : নরবর । শিব তাহার যে মন্ত বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর । ৯১

৐ নমো বিষ্ণবে সুরপতরে মহাবলায় স্বাহা ইহা হৃদয়াসন্ন বিষ্ণুর প্রত্যঙ্গ মন্ত । ৯২

যে ব্যক্তি অঙ্গী, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ এই তিন মন্ত বিশেষতঃ প্রত্যঙ্গ মন্ত জানে, সে ব্যক্তি দেবদরীয়ে থাকে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না । ৯৩-৯৪

উত্তর তন্ত্রোক্ত সমুদায় পরিপাট্যই ইহার পূজাকার্য্যে গ্রাহ্য । ভূপতি ! এই মন্তজয়ে স্বাহা বিশেষ কথা আছে, তাহা শ্রবণ কর । ৯৫

ব্রাহ্মণ ! প্রথমতঃ বীজ মন্তের রূপ শ্রবণ কর । হরি,—পূর্ণচন্দ্রের স্থান : চক্ৰবর্ণ, পক্ষিরাঙ্কোপরি আসীন, চতুর্ভূজ, পীতবস্ত্রদ্বারা আবৃত-দেহ, তাহার উর্দ্ধ-দক্ষিণ করে গদা, অধোদক্ষিণ করে একুন্ড পদ, উক্ত-বাম-করে অভ্যাঙ্গ মূর্ধন চক্ৰ, অধোবাম হস্তে শঙ্খ । ৯৬-৯৭

শ্রীবৎসবক্ষাঃ সন্ততং কৌস্তভং হৃদি চাংস্তমঃ ॥ ১৮
 হস্তে কক্ষে হৃদোবাহুযুগ্মে বাণপূরিতম্ ।
 দক্ষিণে কোষগং খড়্গং নন্দকং সশরাসনম্ ॥ ১৯
 শীর্ষে কিরীটং মূঢ়োত্তং কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্ ।
 আঙ্কানুলম্বিনীং চিত্রাং বনমালাং গলে হিতাম্ ॥ ১০০
 দধানং দক্ষিণে দেবীং স্নিগ্ধাং পার্শ্বে তু বিজতম্ ।
 সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিত্তয়েশ্বরদং^১ হরিম্ ॥ ১০১
 ইক্ষমস্তস্য রূপক কথিতং তব পার্থিব ।
 দাদশাকরমস্তস্য রূপমেতচ্ছৃণু মে ॥ ১০২
 নীলোংগলকলশ্রাম্যমুখৈব চ চতুর্ভুজম্ ।
 দক্ষিণোর্দ্ধাহিতং পদ্মং গদাধাং প্রবোজহেৎ ॥ ১০৩
 বামেহং চক্রমতুলং মুক্তিং^২ স্নিগ্ধাং বিজতম্ ।
 চিত্তয়েশ্বরদং দেবং সর্বমশ্রুত পূর্ববৎ ॥ ১০৪
 অষ্টাদশাকরমাস্য প্রত্যঙ্গস্য চ চিত্তনম্^৩ ।
 শূণ্ণ রাজস্রবহিতো দারিদ্ৰ্যভয়নাশনম্^৪ ॥ ১০৫
 পূর্ণেদুসদৃশং কাশ্য^৫ গুরুবর্ণং বিচিত্রবৎ ॥ ১০৬
 করে বিচিত্রবৎস্রামে পীযুষাপূরিতং যটম্ ।
 দ্বাশ্রযশুসংযুক্তং দক্ষিণে স্বর্ণভাজনম্ ॥ ১০৭
 পদ্মাসনগতং দেবং চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগম্ ।
 তল্লবস্তবহং দেবং প্রমাণায়ামনং সমা ॥ ১০৮
 ঈষকাসসমায়ুক্তং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্ ।
 চিত্তয়েশ্বরদং দেবং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১০৯

তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস এবং প্রদীপ্ত কৌস্তভমণি, বামকক্ষে বাণপূর্ণ
 তুণীর, দক্ষিণ কক্ষে শরাসন এবং কোষস্থিত নন্দক খড়্গ, তাঁহার মস্তকে
 উজ্জ্বল কিরীট, কর্ণদ্বয়গলে কুণ্ডলদ্বয়, গলদেশে আঙ্কানুলম্বিত বিচিত্র বর্ণমালা,
 দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী দেবী, বামপার্শ্বে সরস্বতী,—এইরূপে সেই বরপ্রদ হরিকে
 চিত্তা করিবে । ১৮-১০১

রাজন্ । বীজমন্ত্রের রূপ তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে দাদশাকর মন্ত্রের
 রূপ শ্রবণ কর । ১০২

ইনি নীলকমল-মল-শ্রামল, চতুর্ভুজ, ইহার উর্দ্ধ-দক্ষিণহস্তে পদ্ম, অধো-
 দক্ষিণহস্তে গদা, অধোবাহু হস্তে অতুলনীয় চক্র, উর্দ্ধ বামহস্তে শঙ্খ, অপর
 সমস্ত পূর্কোরই শূণ্য—এইরূপে এই বরদ দেবকে চিত্তা করিবে । ১০৩-১০৪

রাজন্ । প্রত্যঙ্গ অষ্টাদশাকর মন্ত্রের দারিদ্ৰ্য ভয়নাশক রূপ বিবরণ একাথে
 চিত্তে শ্রবণ কর । ১০৫

ইনি পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কমনীয় গুরুবর্ণ, ত্রিভুজ : ইহার বামহস্তে সুধাপূর্ণ যট,
 দক্ষিণ হস্তে দণ্ডি-অস্থ-খণ্ডযুক্ত স্বর্ণপাত । ১০৬-১০৭

ইনি চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যে স্বর্ণাসনে অবস্থিত, গুরুবস্ত্রপরিধান, বামমাকুতি দ্বিত্ত-
 শোভিত । ১০৮

দহনপ্রবনাদৌ চ পূর্বতস্ত্রোদিতা যথা ।
 তথা যন্তাঃ পরিগ্রাহ্যন্তথা চোত্তরতন্ত্রাঃ ॥ ১১০
 যন্তুলস্য ক্রমাৎ তস্য শূণ্ড স্তর্ণেণ ভাষিতম্ ।
 রেখয়া নিত্যপূজাসু রজোভিঃ পকতিস্তথা ॥ ১১১
 নৈমিত্তিকে যথা কার্য্যং ভেদাভেদেন সাম্প্রতিকম্ ।
 হস্তযাত্রাং* চতুর্বারং* বর্ত্তনানুজসমিভম্ ॥ ১১২
 চতুষ্কোণে চতুভিঃ শঙ্খৈরুত্তং মনোহরম্ ।
 বহুদ্বারং* দিক্পতীনায়ায়ুধৈঃ করণৈস্তথা ॥ ১১৩
 অষ্টাদ্ দিশু নিহিতং সবহির্বৈষ্টপদ্যকম্ ।
 এবং যথা রজোভিঃ কার্য্যং তচ্ছূণ্ড পার্শ্বিণ ॥ ১১৪
 সিঁতৈঃ পীঠৈস্তথা বটৈঃ শ্যামৈশ্চ হরিভৈঃ ক্রমাৎ ।
 রজোভির্মন্ত্রাং কুর্যাদশ্রুতং ন সমাচরেৎ ॥ ১১৫
 চতুর্হস্তং ত্রিহস্তকং বিহস্তং হস্তযাত্রকম্ ।
 সর্ব্বত্র যন্তুলং কুর্যাদ্ যথোক্তং বাধিকং পুনঃ ॥ ১১৬
 রাজসূয়াশ্রমেখাদৌ চতুর্হস্তাধিকং যতম্ ।
 কল্পানতিক্রম্যন্তুপ যথোক্তং যজ যজ চ ॥ ১১৭
 দিক্পালানুধপদ্যানাং পূর্ব্ববল্লিখনক্রমঃ ।
 সিঁতৈ রজোভিঃ কর্ত্তব্যং মধ্যে পদ্যং সুবর্ত্তনম্ ॥ ১১৮

ত্রি-বিক্রম ত্রিলোক-পতি সর্ব্বকামফলপ্রদ বরদ দেবকে এইরূপে চিত্রা
 করিবে । ১০৯

পূর্ব্বোক্তর তন্ত্রে দহন প্রাবনাদি বিষয় যেরূপ কথিত হইয়াছে, তদনুসারে
 যন্ত্র-পরিগ্রহ কর্ত্তব্য । ১১০

শিব, যেরূপ তাঁহার যন্তুল করিতে বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর ;—নিত্য
 পূজাতে পঞ্চবর্ষের ওঁড়ির দ্বারা রেখা করিবে । ১১১

নৈমিত্তিক পূজাতে যেদভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রচলিত আছে ; যন্তুলটির
 পরিমাণ হইবে এক হস্ত, দ্বার থাকিবে চারিটি, একটি বর্ত্তন পদ্য অঁাকিবে ।
 ১১২

চারিকোণে চারিটি শঙ্খ অঁাকিবে, অষ্টদিকে অঙ্কিত দিক্পালনধনৈর
 অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা দ্বার সকল রুদ্ধ থাকিবে, পদ্যের বহির্বৈষ্টন থাকিবে ।
 রাজন্ । যেরূপ ওঁড়ি দ্বারা তাহা নির্মাণ করিতে হইবে, তাহা শুন । ১১৩-১৪

শ্বেত, পীত, রক্ত, শ্যাম এবং কৃষ্ণবর্ণ ওঁড়ি দ্বারা যথাক্রমে তাহা অঙ্কিত
 করিবে, অন্য রূপে করিবে না । ১১৫

যন্তুলের পরিমাণ, চারি হাত, তিন হাত, দুই হাত এবং এক হাত হইতে
 হইতে পারে—ইহার ন্যূনাদিক হইবে না । ১১৬

রাজসূয় অশ্রমেখাদি যজ্ঞে চারিহাত যন্তুল হইবে । রাজন্ । সকল যজ্ঞা-
 দিতেই তত্ত্বৎকর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রানুসারেই যন্তুল করিবে । ১১৭

দিক্পাল, তদীয় অস্ত্রাদি এবং পদ্যালিখন পূর্ব্ববৎই জানিবে । মধ্যস্থলে
 শুক্লবর্ণ ওঁড়ির দ্বারা সুবর্ত্তন পদ্য নির্মাণ করিবে । ১১৮

কর্ণিকা পীতবর্ণস্ত কেশরাগ্নং তথাক্রমম্ ।
 বৈষ্ণবঃ পৌত্তঃ পূরয়েতুঃ বহিঃ পন্নম সৰ্বতঃ ॥ ১১৯
 বহুঃ শক্তিঃ লৌহদণ্ডঃ খড়্গঃ পাশাঙ্কশঃ* মদাম্ ।
 মূলমষ্টদিশীশানানামানুমানি ক্রমাৎ পুনঃ ॥ ১২০
 শত্ৰুগৌরী তথা ব্রহ্মা রামঃ কৃষ্ণস্তথৈব চ ।
 এতান্তু সততং পূজ্যঃ সংস্থিতাঃ* পঞ্চ দেবতাঃ ॥ ১২১
 ন কদাচিদবঃ কুর্যাজ্জুগোর্থ্যোবিযোজনম্* ।
 বিযোজে তু কৃত্য পূজা নিফল্য তস্ম জায়তে ॥ ১২২
 বিচ্ছিন্নং মূৰ্দ্ধি, ভূতন্ত পূজিতং শক্তমেব চ ।
 শ্রাসে তু মণ্ডলস্থায় রজোদোষং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১২৩
 সৰ্বত্র মণ্ডলং কার্য্যং বাসুদেবস্ত পূজনে
 এবমেব নৃপশ্রেষ্ঠ নিফলকাত্তথেষতরৎ* ॥ ১২৪
 বলভদ্রস্ত কাশস্ত হনিরুজস্তদন্তবঃ ।
 নারায়ণস্তথা ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ ষষ্ঠঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১২৫
 নরসিংহো বরাহস্ত যোগিন্যোহকৌ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 পূৰ্ব্বান্যষ্টমলে স্বেতাং রূপতো মন্ত্ৰতা পৃথক্ ॥ ১২৬
 পূজয়েৎ কর্ণিকামথো বাসুদেবস্ত নামকম্ ।
 বিমলা নারিক্য তস্ম বাসুদেবস্ত কীৰ্ত্তিতা ॥ ১২৭
 বলভদ্রমুখানান্ত যোগিনীঃ শূনু পার্শ্বিণ ।
 আদ্যাবুৎকর্ণিনী জেস্তা জ্ঞানা পশ্চাৎ ক্রিষ্টাপরা ॥ ১২৮

কমল কর্ণিকা এবং কেশরাগ্ন পীতবর্ণ ওঁড়িয়ার) কর্তব্য । পদ্মের সমস্ত বহিঃভাগ রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ ওঁড়ির দ্বারা পূরণ করিবে । ১১৯

বহু, শক্তি, লৌহদণ্ড, খড়্গ, পাশ, ধ্বজ, গদা এবং মূল অষ্টদিকপালের মধ্যক্রমে এই আটটি আয়ুধ । ১২০

শিব, গৌরী, ব্রহ্মা, রাম এবং কৃষ্ণ রজঃসংস্থিত এই পঞ্চদেবতাকে সতত পূজা করিবে । ১২১

পণ্ডিত-সাধক, শিব-গৌরীকে কদাচ বিযোজিত করিবে না ; বিযোজন করিলে তাহার পূজা নিফল হয় । ১২২

ওঁড়িসকল বিচ্ছিন্ন, উর্দ্ধাভূত, রাশীভূত এবং শক্ত হইলে মণ্ডলের স্বে দোষ হয়, তাহা শ্রাসকালে পরিহার করিবে । ১২৩

বাসুদেব-পূজায় সৰ্বত্রই এইরূপে মণ্ডল কর্তব্য ; নৃপবর ! অন্তথা তাহার পূজা নিফল হইবে । ১২৪

বলভদ্র, প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ-পুত্র অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নরসিংহ এবং বরাহ—এই আটজন ইহার যোগী । ১২৫-২৬

কর্ণিকা মথো মায়ক বাসুদেবকে পূজা করিবে ; বাসুদেবের নামিকা বিমলা । ১২৭

রাঘব । বলভদ্র প্রভৃতির যোগিনীদিগের নাম শ্রবণ কর । যথা—উৎকর্ণিনী,

১। পাশঃ ধ্বজঃ ।

২। বিকপালঃ ।

৩। ন কদাচিদবঃ কুর্যাদ্ শত্ৰুগৌর্য্য বিযোজনম্ ।

৪। চাত্তচেতনম্ ।

যোগা প্রহরী তৈশানী অনুগ্রাহী তথাক্ষমী ।
 সৰ্বশাস্ত্রতুর্ভূজাঃ প্রোক্তাঃ শঙ্খচক্রগদাপদাধরাঃ ॥ ১২১
 যোগিন্ডো বলভদ্রঃ কামঃ বিধিযুতে তথা ।
 বিমিষডগন্ধঃ পূৰ্ব্বোক্তঃ হলক মুখলঃ বলঃ ।
 খড়্গঃ চক্রকঃ ধন্তে যো গদাঃ পার্শ্বঃ স্থিতাঃ সমা ॥ ১৩০
 কামস্ত পুষ্পকোদন্তঃ ধন্তে কামেন পানিনা ।
 গদাঃ চক্রকঃ পুষ্পকঃ ধন্তেহনৈঃ পানিভিঃ পুনঃ ॥ ১৩১
 পার্শ্বঃ পদাঃ তথা ধন্তে সৰ্বমন্ত্রচ পূৰ্ব্ববৎ ॥ ১৩২
 চক্রং শঙ্খো বরাহস্য দক্ষিণে পরিকীৰ্ত্তিতো ।
 হৃসিংহস্য পুনঃচক্রশঙ্খো দক্ষিণবাময়োঃ ॥ ১৩৩
 শঙ্খঃ পদাঃ তথা বিষ্ণোঃ পার্শ্বোদক্ষিণয়োঃ স্থিতম্ ।
 শঙ্খো গদা বামভক্ত্য নারায়ণকরস্থিতো ॥ ১৩৪
 দক্ষিণাধো গদাঃ ধন্তে হনিক্রকো নরোত্তমঃ ।
 সিতরক্তস্তথা পীতো ভিন্নাঙ্গননিভস্তথা ॥ ১৩৫
 নীলোৎপলদলশ্যামস্তথা রক্তখনপ্রভঃ ।
 ভ্রমরশ্যামলঃ পিঙ্গঃ স্বর্ণগৌরঃ ক্রমাদিমে ॥ ১৩৬
 বর্ণভো যোগিনঃ প্রোক্তা বাসুদেবস্ত পার্শ্বিণ ।
 যাদৃশ্বর্ণশ্চ ধ্যানকঃ যস্য যস্য চ যোগিনঃ ॥ ১৩৭
 তাদৃশীর্ব্যোম্বিনীস্তস্য চিত্তয়েত্তৎসমীপগাঃ ॥ ১৩৮
 আধারশক্তিপ্রমুখাঃ সৰ্বা আসনদেবতাঃ ।
 গ্রহাশ্চ সৰ্ব্বৈ দিক্‌পাল্য ধ্যানভো যজ্ঞভক্তস্তথা ॥ ১৩৯

জ্ঞেয়া, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহরী, ঐশানী এবং অনুগ্রাহী । সকল যোগিগণই চতুর্ভূজ এবং বলভদ্র, কাম এবং ক্রমা ব্যতীত সকলই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদাধারী । ১২৮-২৯

ব্রহ্মার রূপ পূর্বেই বল্য হইয়াছে । বলভদ্রের হস্তে হল, মুখল, চক্র এবং খড়্গ ; আর গদা, সত্তত পার্শ্ব-সম্বিহিত । ১৩০

কামের এক বামহস্তে পুষ্পশরাসন, অপর তিনহস্তে গদা, খড়্গ এবং চক্র, পদা, সত্তত পার্শ্বসম্বিহিত । ১৩১-৩২

চক্র আর শঙ্খ, বরাহের দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ; এক দক্ষিণ এবং এক বামহস্তে হৃসিংহের শঙ্খ-পদা বিষ্ণুর দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে, শঙ্খ-গদা, নারায়ণের বামহস্তদ্বয়ে । ১৩৩-৩৪

হে নরবর ! অনিরুদ্ধের অধো-দক্ষিণ হস্তে গদা, আর সমস্তই পূর্ববৎ জানিবে । অকাদি যোগিগণ বথাক্রমে শ্বেতবস্ত্র ; পীত, দলিতাঙ্গনসম্বিত, নীলোৎপল-দলশ্যামল, রক্ত-খনপ্রভ, ভ্রমর-শ্যামল পীত এবং স্বর্ণগৌর জানিবে । ১৩৫-৩৬

হে রাজন্ ! বাসুদেবের যোগিগণের বর্ণ কীৰ্ত্তিত হইল । যে যোগীর বেকুল বর্ণ ও ধ্যান ভদীর যোগিনীগণকে তদনুরূপ এবং তাহাদিগের সমীপ-বর্ত্তিনী চিত্তা করিবে । ১৩৭-৩৮

১। ...শঙ্খচক্রগদাপদাধরাঃ । বলভদ্রঃ ।

৩। চক্রঃ শঙ্খঃ ।

২। বিধে রূপঃ ।

৪। পার্শ্বঃ চক্রকঃ ।

পূজনীয়া যথোক্তেন মণ্ডলস্য ক্রমায় প ॥ ১৪০
 দেবস্য চিহ্নিতং যদ্যচ্ছরীরে কমলানিকম্ ।
 ধূতান্তং বজ্রশঙ্খাদিগজদাঁদীংশ্চ পূজয়েৎ ॥ ১৪১
 বর্ণমালাং লঙ্ঘয়তামাসাদ্য ক্রমযোগতঃ ।
 আনুপ্রতিয়ক্রমতো গদাদীশাস্ত্র মন্ত্রকম্ ॥ ১৪২
 পঞ্চরাত্নোদিত্তে ভাগে নারদেন যথোদিতাঃ ।
 মঞ্জাশ্চক্রগদাদীনাং গ্রাহাঃ সর্বত্র পূজনে ॥ ১৪৩
 গরুড়ান্ সূর্যাসঙ্কাশো গদা কৃষ্ণায়সী পুনঃ ।
 সরস্বতী শুক্রবর্ণা লক্ষ্মীর্হেমপ্রভা মদা ॥ ১৪৪
 মধ্যাহ্নসূর্য্যপ্রতিমং চক্রম্ পরিকীর্তিতম্ ।
 সম্পূর্ণচক্রপ্রতিমং শঙ্খম্ পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৪৫
 কোমুভো হরুণঃ প্রোক্তঃ শ্রীবৎসো অরুণদ্যুতিঃ ।
 আরক্তঃ কোমুভো জেষ্ঠো হালা চিত্রা প্রকীর্তিতা ॥ ১৪৬
 বিহ্বাৎপ্রভা সর্ববাণাঃ শঙ্খচাপপ্রভং ধনুঃ ।
 স্বর্ণচূর্ণপ্রকাশম্ বজ্রমস্ত প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৪৭
 বালসূর্য্যপ্রতীকাশে কুণ্ডলে হে অবোহতে ।
 সূর্য্যস্ত মদনং শীর্ষে কিরীটং পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৪৮
 শূণ্ণ কামং ততো ভূপ যৈর্য্যাসৈবিশুভ্রপদম্ ।
 সাধকো হি ভবেন্নিত্যং বর্ণমোক্ষপ্রদায়কম্ ॥ ১৪৯
 শ্রাসন্ত প্রথমং কুর্য্যান্মহাবিশ্বানশাকটৈবঃ ।
 বাসুদেবস্ত বীজেন যীজ্যৈকবাখ যোগিনাম্ ॥ ১৫০

রাজন্ । আধারশক্তি প্রভৃতি আসন দেবীমণ ; সমস্ত গ্রহ এবং নিকপাল-
 দ্বিতক যথায়োগ্য স্থান মন্ত্রানুসারে মণ্ডলের উপযুক্ত স্থানে যথাক্রমে পূজা
 করিবে । ১৪৯-৪০

চিহ্নিত বাসুদেবের শরীরস্থিত এবং সংশ্লিষ্ট বস্তু পদ্মাদি শব্দ প্রভৃতি এবং
 পঞ্চদ্ব ইহাদিগকে পূজা করিবে । ১৪১

চক্র গদাদিবি আদি অকরে প্রথম বর্ণই হটক আর দ্বিতীয়াদি বর্ণই হটক
 তাহার অনুসারে দিলে ঐ ইজাদিবি মন্ত্র হইবে । ১৪২

যথা গদাযন্ত্র “গং” চক্রমন্ত “চং” ইত্যাদি । নারদপঞ্চরাত্নে এই মন্ত্রের
 কথা আছে । গদাদি পূজনে ইহাই গ্রাহ্য । ১৪৩

পঞ্চভের বর্ণ সূর্য্যাসদৃশ, গদা কৃষ্ণলোহবর্ণ ; সরস্বতীর শুক্রবর্ণ ; লক্ষ্মী সুবর্ণ-
 বর্ণা । ১৪৪

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যাহ্ন সূর্য্যাসদৃশ, শঙ্খ পূর্ণচক্র-সদৃশ ; শ্রীবৎস এবং কোমুভের
 অরুণবর্ণ, বনমালা বিচিত্রবর্ণ ; বাপসমূহ বিহ্বাৎসদৃশ ; শরাসন ইজধনুর কাশ ;
 বসন স্বর্ণচূর্ণ সদৃশ গৌর ; কর্ণস্থিত কুণ্ডলদ্বয় নবোদিত দিনমণি-সম্বিভ ; মস্তকের
 কিরীট সূর্য্যাসমপ্রভ । রাজন্ । অনন্তর বর্ণমোক্ষপ্রদ শ্রাসবিধিও শ্রবণ কর,
 এই কয়টি শ্রাস করিলে সাধক মনুষ্য বিশুদ্ধসাক্ষ্য প্রাপ্ত হয় । ১৪৬-৪৯

মন্ত্রো ব্যক্তি, প্রথমতঃ বাসুদেবের শ্রাসশাকট মন্ত্র দ্বারা, তদীয় যোগিগণের

ততোঃ শাস্ত্রানুসারেণ ততশ্চাষ্টাদশাক্ষরৈঃ
 ততস্ত্ব হ্রদয়াদীনাং যজ্ঞভির্মৈত্রিবিধা পুনঃ । ১৫১
 এবং চতুর্ভির্ন্যাটমস্ত পূজায়েকাং সমাচরেৎ ।
 প্রথমং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে শাস্ত্রানুসারেণ ব্রুয়ঃ । ১৫২
 দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্য শেষবীজানি তু ক্রমাৎ ।
 তর্জ্ঞাদাদৌ দক্ষিণস্য বামাঙ্গুষ্ঠান্তমেষ চ ।
 শেষাক্ষরমন্ত্রং পশ্চাৎ শাস্ত্রেণ পাণিতলদ্বয়ে । ১৫৩
 হৃদি শীর্ষে শিখায়াক্ষরম্বয়োদৃকপিচক্ৰয়োঃ ।
 পৃষ্ঠে তু তুঙ্গয়োঃ পান্যোজ্জ্বলয়োঃ পাদয়োঃ ক্রমাৎ ।
 দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্য বীজানি চ ততোঃ শাস্ত্রেণ । ১৫৪
 অঙ্গুষ্ঠকোন্ত প্রথমং বাসুদেবস্ত তদ্বাকম্ ।
 তর্জ্ঞাদাদৌ যোনিমাস্ত বীজাক্ষরৌ ঘনোন্ন্যাসেৎ । ১৫৫
 শিরোদৃশাক্ষরকণ্ঠোরোন্যাসিত্ত্বং জানুনোঃ ।
 পাদয়োর্বাসুদেবস্ত যোগিবীজানি বিশ্রাসেৎ । ১৫৬
 মন্ত্রাশি হ্রদয়াদীনাং যানুস্তানি পুরা হুপ ।
 তানি শাস্ত্রানুসারেণ হুত্বা বীজান্তে দ্বয়ে দ্বয়ে । ১৫৭
 বামদক্ষিণপান্যোস্ত শেষস্ত তলঘনোন্ন্যাসেৎ ।
 হ্রদয়ানুস্তপর্ষ্যস্ত পুনস্তানি ক্রমান্যাসেৎ । ১৫৮
 অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রাদিনববর্ণান্ নসেদব্রুয়ঃ ।
 শিরোনৈত্রাদি পূর্বেক্লে নববীজস্ত গোচরে ॥ ১৫৯

বীজ দ্বারা, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা এবং হ্রদয়াদি যজ্ঞমন্ত্র দ্বারা বিবিধরূপে এই চারিপ্রকার শাস্ত্র করিবে । ১৫০-৫১

এই চারিপ্রকার শাস্ত্র করিয়া এক পূজা করিবে । জ্ঞানী ব্যক্তি, প্রথমে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে বাসুদেব বীজের আদিবর্ণ শাস্ত্র করিবে । ১৫২

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের শেষ বীজাক্ষর সকল যথাক্রমে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি হইতে বামহস্তের কনিষ্ঠা পর্যন্ত শাস্ত্র করিয়া শেষাক্ষরমন্ত্র করন্তলদ্বয়ে শাস্ত্র করিবে । ১৫৩

হ্রদয়, মস্তক, শিখা, বাহুযূল, চক্ষু, উদর, পৃষ্ঠ, বাহু, হস্ত, জঙ্ঘা, কখন এবং পদদেশে যথাক্রমে দ্বাদশ অক্ষর বিশ্রাস্ত্র করিবে । ১৫৪

প্রথমতঃ হুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে বাসুদেববীজ শাস্ত্র করিবে ; পরে তর্জ্জনী প্রভৃতিতে বাসুদেব-যোগী বলভদ্রাদির বীজ শাস্ত্র করিবে । ১৫৫

মস্তক, চক্ষু, মুখ, কণ্ঠ, বক্ষঃস্থল, নাভি, গুহ, জানু এবং পদদ্বয় এই নয় স্থানে বাসুদেববীজ ও তদীয় যোগিগণের বীজশাস্ত্র করিবে । ১৫৬

বাকম্ । পূর্বে হ্রদয়াদি যজ্ঞ মন্ত্রকে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা— দক্ষিণ-বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রভৃতি পাঁচযোড়া অঙ্গুলিতে এক এক যোড়ায় এক একটি বীজ এই হিসাবে শাস্ত্র করিবে । ১৫৭

শেষ বীজটি শেষে করন্তলে শাস্ত্র করিবে । সেই সকল বীজ আবার হ্রদয় হইতে করন্তল পর্যন্ত শাস্ত্র করিবে । ১৫৮

শেফালি বর্ণানসকৌৰ্ণপাৰ্শ্ববন্তিষু শেফালি ।
 কটোঃ কৰ্ণেযাৰ্জ্জ্বতোশ্চ ক্রমেণ পাদাঙ্গুলীষু চ ॥ ১৫০
 যন্ত যন্তস্য বা পূজা তদৈব যন্ত চো বিনতা ।
 তন্ত তন্তস্য বা পূজা তদৈব ক্রাসং যন্তা সমাচরেৎ ॥ ১৫১
 অথ চৈকত্র সৰ্বেষাং ক্রাসং কুর্যাদ্ভিচ্ছগঃ ॥ ১৫২
 চতুর্বিধৈঃ কঠৈর্ন্যাসৈঃ পূজাত্মা ধৃতকল্লবঃ ।
 সাক্ষাৎকিঞ্চিৎকোণেযুক্তা সম্যক পূজাফলং লভেৎ ॥ ১৫৩
 বিনাপি পূজনং যন্ত ক্রাসং কুর্যাদ্ভিচ্ছগম্ ।
 স ধীরো বিম্বসামুজ্জামাত্মোতি পরমং পদম্ ॥ ১৫৪
 যোগপীঠং ততো বাহ্যে গরুড়ং চক্ৰশঙ্খম্ ।
 গদাং লক্ষ্মীং তথা শঙ্খং ক্রমাগেতেষু বিস্থমেৎ ॥ ১৫৫
 পূর্বদক্ষিণকোণেবরণশ্চাংকোণেষু বৈ ক্রমাৎ ।
 দক্ষিণে চোত্তরে বাপি বিস্ত্রমেত্তদুত্তরদক্ষিণে ॥ ১৫৬
 বনমাল্যং পদ্মমণ্ডো জীবৎসং কোন্তভং মণিম্ ।
 বিস্ত্রম্ দক্ষিণে তস্য ভস্মেচ্ছাংকং শরাসনম্ ॥ ১৫৭
 তুণীরমূলং বামে খড়্গং দক্ষিণতো ক্রমেণ ।
 বামে চর্ম নিধায়ান্ত তত্র কুর্যাদ্ভ্যং সরস্বতীম্ ॥ ১৫৮
 পূজস্তিষ্ঠা চ সৰ্ব্বাণি ততো মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ।
 মুদ্রাঃ পূটান্য যঃ প্রোক্তা বিষ্ণোৰ্যাস্তাপি যোগিনীম্ ।
 গ্রহাণাং দিক্গতানাঞ্চ মুদ্রান্তা দর্শয়েৎ পৃথক্ ॥ ১৫৯

মন্ত্রক, চতু, যুগ প্রভৃতি নয়টি বীজ-বিন্যাস-স্থান, মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, নয়টি অঙ্গ
 জ্যোতির্শাকর মন্ত্রের আদি নয়টি বীজাকর ক্রাস করিবে । ১৫৯

অবশিষ্ট নয়টি বর্ণ স্কন্ধ, কর্ণ, পার্শ্ব, বন্তি, লিঙ্গ, কটিদ্বয়, উত্তরদ্বয়, অঙ্গবাছন
 এবং পদাঙ্গুলি এই নয়টি স্থানে বিস্থাপন করিবে । ১৬০

শান্ত্রে যে মন্ত্রের পূজা যেখানে করিতে বলা হইয়াছে, মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, সেই
 মন্ত্রের ক্রাস সেইখানেই করিবে । ১৬১

অথবা, বিচ্ছগ ব্যক্তি সকল ক্রাসই এক স্থানে করিবে । ১৬২

সাধক, চতুর্বিধ ক্রাস করিলে নিম্পাপ, বিত্তদ্বাত্মা অধিক কি সাক্ষাৎ বিম্ব-
 তুল্য হয় এবং পূজাফল সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয় । ১৬৩

যে ধীর ব্যক্তি, পূজা বাতীতও শুদ্ধ এই চারিপ্রকার ক্রাস করে, সে পরমপদ
 বিম্বসামুজ্জা প্রাপ্ত হয় । ১৬৪

অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ সাধক, যোগপীঠ স্থাপন করিয়া তাহাতে গরুড়, শঙ্খ, চক্র,
 গদা, লক্ষ্মী এবং পদ্ম এই কয় বস্তু তাঁহার পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, বামুকোণ কিংবা
 দক্ষিণ এবং উত্তরদিকে যথাক্রমে বিন্যাস করিবে । ১৬৫-৬৬

পদ্মমণ্ডো, বনমাল্য, জীবৎস এবং কোন্তভমণি বিন্যাস করিয়া সাক্ষাৎ পরামন
 জ্যোতির্শ দক্ষিণে তুণীরদ্বয়, বামে খড়্গ, দক্ষিণে চর্ম এবং সরস্বতীকে বামে বিস্থাপন
 করিবে । ১৬৭-৬৮

অনন্তর, তাঁহানিগের সকলকে পূজা করিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিবে । বিম্বর

শেষমন্ত্রাঃ পুরা প্রোক্তা অচ্ছিন্নাবধারণে ।
 তন্নম্রান্ সম্পতিতৈব সূর্য্যার্থ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১৭০
 নির্মালাধারী বিক্ষোক্ত বিম্বকসেনচতুর্ভুজঃ ।
 শঙ্খচক্রগদাপানির্দীর্ঘশস্ত্রজটায়ুধঃ ।
 বস্ত্রপিঙ্গলবর্ণস্ত সিতপদ্মোপরিস্থিতঃ ॥ ১৭১
 বস্ত্রতীক্ষ্ণহরাস্তেন সংযুক্তো বিন্দুনেন্দুনা ।
 কীর্ত্তিতস্ত সন্তোহয়ং তেন তং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৭২
 বিসর্জনং তথা বিক্ষোটৈরণ্যস্তাং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
 অস্তেযাং মনসা কুর্যাদবলাদীনাং বিসর্জনম্ ॥ ১৭৩
 এবং যঃ কুরুতে পূজাং বিক্ষোঃ শস্তোস্থিধেঃ কচিৎ ।
 পীঠে বিষ্ণুরবাসিন্ধ্যাঃ স যাতি পরমং পদম্ ॥ ১৭৪
 যত্র যত্র ভবেদ্বিক্ষোঃ পূজনং নৃপসন্তম ।
 তত্র তত্রৈব তন্তোহয়ং গ্রাহ্যো বৈ বৈষ্ণবৈবুধৈঃ ॥ ১৭৫
 সংক্ষেপেনৈব তত্রৈব পূজয়েদধিবাসনম্ ।
 জ্ঞদহাদ্যপূজা তু ন কৰ্ত্তব্যাস্তা পূজনে ॥ ১৭৬
 সংক্ষেপেবিস্তরৈর্বাপি বাসুদেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৭৭
 বস্ত্রং কৌশেয়বস্ত্রক পীতং শুক্লং তদৈব চ ।
 প্রীতিনং বাসুদেবস্ত বস্ত্রমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৭৮
 ঘৃতপ্রদীপো দীপেষু গন্ধেষু মলয়োক্তবঃ ।
 পানার্থভোজ্যপানৈর্হ তাস্ত্রং প্রীতিকরং যতম্ ॥ ১৭৯

শ্রুতপ্রভৃতি যে সকল যজ্ঞ কথিত হইয়াছে, আর তদীয় বোণী বলভদ্রাদি ও নক্সাহ এবং দিক্‌পালগণের যে সকল যজ্ঞ কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই পৃথক পৃথক প্রদর্শন করিবে । ১৬৯

পূর্ব্বে যে সকল শেষ যজ্ঞ কথিত হইয়াছে, অচ্ছিন্নাবধারণ সময়ে তৎসমস্ত পাঠ করিয়া সূর্য্যকে জর্ঘা প্রদান করিবে । ১৭০

চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পান্যধারী দীর্ঘশস্ত্র বিলম্বিত-জটাজুট, বস্ত্র-পিঙ্গল-বর্ণ, শ্বেত-পদ্মাসনে আসীন বিম্বকসেনই বিষ্ণুর নির্মালাধারী । ১৭১

যকালে ওকার ও চক্সবিন্দু যোগ করিলে যাহা হয়, তাহাই বিম্বকসেন-যজ্ঞ ; শুদ্ধারা তাঁহাকে পূজা করিবে । ১৭২

বিষ্ণুর বিসর্জন ইশানকোণেই করিতে হইবে ; বলভদ্রপ্রভৃতি অপর দেবতা-গণের বিসর্জন মনে মনে করিবে । ১৭৩

যে ব্যক্তি, বিষ্ণুরবাসিনী দেবীর পীঠে এইরূপে একবারও জন্ম বিষ্ণু মহেশ্বরের পূজা করে, তাহার পরম পদ লাভ হয় । ১৭৪

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! যেখানেই কেন বিষ্ণুপূজা হউক না—বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ, সেইখানেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে । ১৭৫

তথায় বহির্বাখনকেও সংক্ষেপে পূজা করিবে । বহির্বাখনপূজাতে জ্ঞদহাদি অঙ্গপূজা করিতে হইবে না । ১৭৬

তথায় বাসুদেবকে সংক্ষেপে বা বাহুল্যে পূজা করিবে । ১৭৭

বস্ত্র, পীত, বা শুক্লবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র বাসুদেবের প্রীতিপ্রদ । ১৭৮

দীপের মধ্যে ঘৃতপ্রদীপ, চন্দনের মধ্যে মলয়জ শ্বেত চন্দন, আর পানপাত্র,

কিরীটং কুণ্ডলং হারো কুম্বং বিষ্ণুতুতিদম্ ।
 শঙ্খঃ স্রানীয়পাত্রেয় ধূপেয়গুরুনৈব চ ।
 প্রীতিদো বাসুদেবশ্চ সত্ততং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১৮০
 কদম্বং কুজকং জাতী মল্লিকাযানভী তথা ।
 পল্লভক্ষেতি পুষ্পাণি তদ্বিধোঃ প্রীতিদানুভ ॥ ১৮১
 নির্জলং স্থণ্ডিলং স্থানং তীর্থং তৌষমথাপি বা ।
 তদ্বিধোহরিত্তি মন্ত্রস্ত তুতিঃ পুরুষসুতকম্ ।
 পুত্রজীবোদ্ভবা মালা প্রশস্তা বিষ্ণুপূজনে ॥ ১৮২
 তিথিষ্ঠ দ্বাদশী প্রোক্তা বসন্তঃ কাল উত্তমঃ ।
 শালোদ্দিনং হবিষ্ঠারং যাবকং পায়সং দ্বৃতম্ ।
 কুশরাম্রং তথার্নেয় পানেয় কীরমিষ্টভে ॥ ১৮৩
 দলেয় তুলসীপত্রং বৈষ্ণবামলমেব চ ।
 হরেঃ প্রীতিকরাণি স্যুরেতানি নৃপসত্তম ।
 সৰ্ব্বাণি পরকীর্যাণি যানি তানি চ বর্জয়েৎ ॥ ১৮৪
 এবং যঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং সত্ততং নরসত্তমঃ ।
 কুলকোটং সমুদ্ভূত্যা ন যন্নং যাজ্ঞনার্দিনঃ ॥ ১৮৫
 ইদং তে কথিতং ভূপ বাসুদেবশ্চ মন্ত্রকম্ ।
 পীঠস্থ কামরূপশ্চ সঙ্ক্ষেপান্নির্ব্বহং তথা ॥ ১৮৬
 ইতি সৰ্ব্বং কামরূপপীঠং শঙ্করদর্শনং ।
 শৃঙ্গাভ্যাং স পুনস্তাভ্যাং কৈলাসং প্রযযৌ গিরিষু ॥ ১৮৭

অর্ঘ্যপাত্র এবং ভোজ্যপাত্রের মধ্যে তাম্রপাত্রই তাহার অতিশয় প্রীতিপ্রদ ।
 ১৭৯

কিরীট, কুণ্ডল এবং হার এই কয় অলকার বিষ্ণুর সন্তোষকর । স্থানীয়
 পাত্রের মধ্যে শঙ্খ আর ধূপের মধ্যে অগুরুই বাসুদেবের সত্তত প্রীতিপ্রদ । ১৮০
 কদম্ব, কুজক, জাতী, মল্লিকা, মালভী এবং পদ্ম—এই যদিও পুষ্প বিষ্ণুর
 প্রীতিপ্রদ । ১৮১

নির্জল স্থণ্ডিল, তীর্থের জল, তদ্বিধোঃ ইত্যাদি মন্ত্র, পুরুষসুত এবং পুত্র-
 জীবসমুদ্ভূত মালা বিষ্ণুপূজাতে প্রশস্ত । ১৮২

দ্বাদশীতিথি, বসন্তকাল, হবিষ্ঠার—শালোদ্দিন, যাবক, পায়স, দ্বৃত এবং
 কুশরাম্র আর পানীয়ের মধ্যে কুজ—বিষ্ণু পূজনে প্রশস্ত । ১৮৩

নৃপবর । পত্রের মধ্যে তুলসীপত্র, বিষ্ণুপত্র এবং আমলকীপত্র ইহারাই
 বিষ্ণুর প্রীতিকর । পরকীর সকল বস্তুই পূজাকার্য্যে পরিভাগ করিবে । ১৮৪

নরাজেষ্ঠ । যে ব্যক্তি সত্তত এইরূপে বিষ্ণুপূজা করে, সে কোটিকুল উদ্ধার
 করিয়া আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুত প্রাপ্ত হয় । ১৮৫

রাজন । আমি এই তোহার নিকট বাসুদেবপূজার বিধিব্যবস্থা এবং
 কামরূপপীঠের নির্ণয় সংক্ষেপে বলিলাম । ১৮৬

দিব, এইরূপে মনস্ত কামরূপপীঠ পুত্রঘরকে দেখাইয়া, তাহাদিগের সহিত
 কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন । ১৮৭

তত্র গতা যথাযোগ্যং নিধায় তনয়ৌ স্বকৌ ।
 বিমুক্তশাপান্তে জাভাঃ লক্ষ্মির্নিসুতা তথা ॥ ১৮৮
 বেভালো ভৈরবশ্চেতি নৃপসন্তাননির্জরাঃ ॥ ১৮৯
 ইদং যো মহদাখ্যানং শ্রুণোত্যেকাগ্রমানসঃ ।
 শাপভীতিন্ তদ্যান্তি বাধুস্তস্য মাধবঃ ॥ ১৯০
 শ্রুতপৌত্রধনৈশ্বর্যযুক্তঃ সর্বত্র বজ্রভঃ ।
 সর্বকল্যাণসংযুক্তো দীর্ঘকালং স জীবতি ॥ ১৯১
 কামরূপং মহাপীঠং যো জানাতি নরোত্তমঃ ।
 স দিব্যজ্ঞানসম্পন্নঃ পরং নির্ঝাপয়াৎ প্রয়াৎ ॥ ১৯২
 যঃ কামরূপে সকলে পীঠযাত্রাং সমাচরেৎ ।
 আসাদ্য সকলান্ পীঠান্ পূজয়েৎ সর্বদেবতাঃ ॥ ১৯৩
 স পূর্বান্ দশ পরানাত্মানৈককবিশ্ৰুতিম্ ।
 দিব্যে জ্ঞানে বিদ্যাত্ত সর্বং মুক্তিযিত্বাৎ সহ ॥ ১৯৪
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেহশীতিতমোহ্যায়ঃ ॥ ৮০

শিব, তথায় গিয়া নিজ তনয়দ্বয়কে যথাযোগ্য পদে স্থাপন করিলেন ।
 তখন বেভাল-ভৈরব দুইজন, শিব এবং পার্বতী সকলেই শাপমুক্ত হন । ১৮৮
 নৃপবর । তখন বেভাল-ভৈরবও দেবমধ্যে পরিগণিত হইলেন । ১৮৯
 যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই পবিত্র মহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার শাপ-
 মুক্ত, বাধি বা মনঃপীড়া কিছুই থাকে না । ১৯০-
 সে ব্যক্তি শ্রুতপৌত্র-সম্পন্ন, ঐশ্বর্যশালী, ধনবান্, সর্বপ্রিয়, নিষিদ্ধ মঙ্গল-
 ভাজন ও দীর্ঘজীবী হয় । ১৯১
 যে নরশ্রেষ্ঠ, মহাপীঠ কামরূপের বিবরণ জানে, সে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া
 পরম-নির্ঝাপ-পদ প্রাপ্ত হয় । ১৯২
 যে ব্যক্তি, কামরূপ পীঠে পীঠযাত্রাপূর্বক সকল স্থানে গিয়া সকল
 দেবতাকে পূজা করে, সে পূর্বতন দশ পুরুষ, অবতন দশপুরুষ এবং আপনি—
 এই একুশ জনকে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া সকলের সহিত মুক্তি লাভ করে ।
 ১৯৩-১৪

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮০

১। চৈকবিশেকম্ ।

একাদশীতিতমোঃধ্যায়ঃ

ঔর্য উবাচ—

কামরূপে মহাপীঠে স্নাত্তা পীত্বা চ দেবতাঃ ।
 পূজয়িত্বা চ^১ বিপুলং লোকাঃ স্বৰ্গং পুরা যযুঃ ॥ ১
 কেচিস্তেজস্ক নিৰ্ব্বাপং কেচিদ্ যাতি স্ম শত্ৰুতাম্ ॥ ২
 ন যমন্তান্ বারিষিতুং নেতুক নিজমন্নিরসু ॥ ৩
 ক্ষযোহকৃম্নরশাদ্ভিল শিবায়া জাতসাক্ষসঃ ।
 যমদুতং তত্র যাভুং বাধন্তে শঙ্করা গণাঃ ।
 ন তদ্ভিষা তত্র যাতি যমদুতাঃ প্রচোদিতা ॥ ৪
 তথা কৃষ্টাথ শমনঃ স্ক্রিয়াপরিবর্জিতঃ ।
 বিধাতারং সমাসান্ত বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫
 বিধাতুঃ কামরূপেহস্মিন্ যাত্তা পীত্বা চ মানবঃ ।
 কামাখ্যাগগতাং যাতি তথা শত্ৰুগণেশতাম্ ॥ ৬
 তত্র মে নাধিকারোহস্মি ন তান্ বারিষিতুং ক্ষমঃ ।
 বিধেয়াভ্যোচিতং নীতিং যুজ্যতে যদি হোচরে ॥ ৭
 তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 জগাম বিষ্ণুভবনং মঠেহ ব সমবর্তিনা ॥ ৮
 তমাসান্ত তথা গ্রাহ বিষ্ণুর্বে যমভামিতম্ ।
 যথাবৎ সৰ্ব্বলোকেশঃ স চ তদ্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯

বসিষ্ঠ শাপ

ঔর্য বলিলেন;—পূর্বকালে সকল লোকেই মহাপীঠ কামরূপে তত্ত্বতা নদীতে স্নান, তদীন্ত জল পান, এবং তথাকার দেবতা পূজা করিয়া স্বর্গে যাইতে লাগিল । ১

কাহার কাহারও বা নিৰ্ব্বাপ-মুক্তি লাভ কিম্বা শিবত্ব প্রাপ্তিও হইতে লাগিল । ২

যম, পার্শ্বভীর ভয়ে তাহাদিগকে বারণ করিতে বা নিজভবনে লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেন না । ৩

যমদুত তথায় যাইতে গেলে শঙ্করগণেরা বাধা দেয়—যাইতে দেয় না; এই জন্ত যমদুতেরা প্রেরিত হইলেও তাহাদিগের ভয়ে তথায় যায় না । ৪

যম, পত্নিক দেখিয়া ক্রোধ-কর্ম্ম বন্ধ করিলেন; একদা তিনি বিধাতার নিকট গিয়া বলিলেন,—বিধাতাঃ! যানুষগুলি কামরূপে স্নান, পান ও পূজাদি করিয়া মরণান্তে কামাখ্যাদেবীর বা শিবের পার্শ্বচর হইতেছে । ৫-৬

আম্বার সেখানে অধিকার নাই; তাহাদিগকে বারণ করিতে আমি অসমর্থ । যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে উপযুক্ত উপায় বিধান করুন । ৭

লোকপিতামহ ব্রহ্মা যমের এই কথা শুনিয়া তাহাকে সঙ্কে করিয়াই বিষ্ণু-ভবনে গমন করিলেন । ৮

১। সকলাঃ লোকাঃ স্বৰ্গং পুরা যযুঃ ।

সহ ব্রহ্মযমাভ্যাজু বিষ্ণুঃ শঙ্করঃ যমৌ ততঃ ।
সংকৃতস্ততেন পৃষ্ঠৈক প্রাহেদং যমভাবিতম্ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ—

সর্বদেবৈঃ সর্বভৌতৈঃ সর্বক্ষত্রৈস্তথৈব চ ।
এতদ্ব্যাপ্তং কামরূপং নাতোহমুদ্বিগতং পরম্ ॥ ১১
ইদং পীঠং সমাসাদ্য দেবভূং যান্তি মানবাঃ ।
অমৃতভূং গণভূক ভজ শস্তো যমো নহি ॥ ১২
তথা কুরু মহাদেব যথা তত্র ক্ষমো যমঃ ।
যমো নিরস্তো বজ্রান্তি সর্ঘাদা ন তদৃশতে ॥ ১৩

ঐর্য উবাচ—

এতদ্বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা বিধিনা সহিতসা ভূঃ ।
অঙ্গীচকার হৃদয়ে তদ্রচঃ সাধ্যসাধনে ॥ ১৪
বিসৃজ্য তান্ ব্রহ্মবিষ্ণুধমান্ বৃষভবাহনঃ ।
আদায় সগগান্ সর্বান্ কামরূপান্তরং যযৌ ॥ ১৫
উগ্রভার্য ততো দেবীং গণক প্রাহ শঙ্করঃ ।
উৎসারয়ন্ত সৰলানিগাল্লৌকান্ গগা ক্রতম্ ॥ ১৬
উগ্রভারে মহাদেবি তং চাপ্যুৎসারয়ন্ত ভ্রতম্ ।
ততো গগাঃ কামরূপাদ্ দেবী চাপ্যপরাধিতা ॥ ১৭

সর্ব-লোকেশ ব্রহ্মা, যমের কথিত সকল কথাই বিষ্ণুর নিকটে গিয়া অবিকল বলিলেন, বিষ্ণুও তাহা মনোযোগের সহিত শুনিলেন । ১

তখন বিষ্ণু, যম-বিরিকি-সমভিব্যাহারে শিবের নিকটে যাইলেন । শিব, আদর অভ্যর্থনা করিয়া আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু এই মিতবাক্যে বলিলেন । ১০

এই কামরূপ সকল দেবতা, সকল ভৌত এবং সকল ক্ষেত্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ; ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই । ১১

মানুষ, এই পীঠে আসিয়া তাহার পর মরিলে, অনেকেই স্বর্গ পাইতেছে ; মৃত্তি এবং ভোমাদিগের পার্শ্বচরভূও কেহ কেহ পাইতেছে ; তাহাদিগের উপর যমের আর ক্ষমতা থাকিতেছে না । ১২

অতএব হে মহাদেব । এমন কোন উপায় কর, যাহাতে মনুষ্যাদির উপর যমের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে । যমের ভয় না থাকিলে এই পীঠেও ঠিক নিয়ম প্রতিপালিত হইবে না । ১৩

ঐর্য বলিলেন,—শিব, বিরিকি-সহিত বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ভোমাদিগের বাক্য পালন করিতে মনে মনে স্থির করিলেন । ১৪

বৃষবাহন শঙ্কু, ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং যমকে বিদায় দিয়া নিজে স্বগণ সমভিব্যাহারে কামরূপ মধ্যে গমন করিলেন । ১৫

শঙ্কর, দেবী উগ্রভার্যকে এবং সমুদয় নিজগনদিগকে বলিলেন,—সহে গণসকল । সত্তর এই কামরূপ পীঠ হইতে লোক সকল দূর কর ; মহাদেবি ! উগ্রভারে । ভূমিও লোক-অপসারণে যত্নবতী হও । ১৬

লোকানুৎসারিষ্যামুঃ পীঠং কৰ্ত্ত্বং ব্রহ্মসাক্ষম্ ।
 উৎসার্ষ্যমাণে মোকে তু চতুর্কর্ণচিহ্নাতিমু ।
 সঙ্ঘাচলগতো বিপ্রো বসিষ্ঠঃ কুপিতো মুনিঃ ॥ ১৮
 সোহিস্থাত্তাত্তয়া দেব্যা উৎসারিষ্যিতুমীশ্বর্য্য ।
 গঠৈঃ সহ ধৃতঃ গ্রাহ শাপং কুৰ্ব্বন্ সুদাক্ষণম্ ॥ ১৯
 মন্দাদহং ধৃতো বামে ক্রোধোৎসারিষ্যিতুং মুনিঃ ।
 তস্যাত্মং বাম্যভাবেন পূজ্য্য ভব সমপ্রিকা ॥ ২০
 জমন্তিঃ শ্লেচ্ছবৎ সন্মাতং নপান্যং মন্দবুদ্ধবঃ ।
 ভবন্ত শ্লেচ্ছান্ত্রাত্মাভে ভবন্তঃ কামরূপকে ॥ ২১
 মহাদেবোহপি বশ্মান্নাং নিঃসারিষ্যিতুমুত্ততঃ ।
 তপোধনং মুনিং দান্তং শ্লেচ্ছবৎসেদপারগম্ ॥ ২২
 তস্যাত্মং শ্লেচ্ছপ্রিয়ো কুয়াচ্ছবন্তা হি ভবন্ত ॥ ২৩
 এতন্তু কামরূপাখ্যং শ্লেচ্ছভৃগুং মনতরম্ ।
 যন্নং বিকূৰ্ণ ভাষ্যতি যাবৎ হানমিদং পুনঃ ॥ ২৪
 বিরলোচ্চাশ্রম্যঃ সন্ত য এতৎ প্রতিপাদকাঃ ।
 বিরলং যন্তু জানাতি কামরূপাশ্রমং দুবঃ ॥ ২৫
 ন এব প্রাপ্তে কালেহপি সম্পূৰ্ণং ফলমীপ্স্যতি ।
 একমুক্তা বসিষ্ঠন্তু তত্রৈবান্তবধীয়ত ॥ ২৬

তখন, গণসমস্ত এবং অপরাজিতা দেবী উগ্রতারা, সেই কামরূপ পীঠকে
 গোপনীয় করিবার জন্য তথা হইতে লোক সকল দূর করিয়া দিতে লাগিলেন ।
 ১৭

সমস্ত লোক, চতুর্কর্ণ, এমন কি চিহ্নাতি পর্য্যন্ত উৎসারিত হইতে থাকিলে,
 সঙ্ঘাচল-স্থিত মুনিবর বসিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন । ১৮

উগ্রতারাদেবী গণসমস্তিবাঁহারে আসিয়া তাঁহাকেও যখন ভাড়াইবার জন্য
 ধরিলেন, তখন তিনি নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করত বলিলেন । ১৯

হে বামে । আমি মুনি ; তথাপি তুমি যে আমাকে ভাড়াইয়া দিবার জন্য
 ধরিলে, এই কারণে তুমি মাতৃগণসহ বামভাবে (ক্রান্তি-বিকৃত পথানুসারে)
 পূজনীয়া হইবে । ২০

তোমার প্রমথগণ, মদ-মত্ত চিত্তে শ্লেচ্ছর শাব্র ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া
 ইহারা এই কামরূপ ক্ষেত্রে শ্লেচ্ছ হইয়া থাকিবে । ২১

আমি লম-দম-সম্পন্ন বৈদ্যপারগ তপোধন মুনি ; মহাদেবও যে শ্লেচ্ছবৎ
 বিবেচনামূলক হইয়া আমাকে নিঃসারিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এইজন্য
 তিনিও শ্লেচ্ছপ্রিয় ভগ্ন ও অস্বীকারী হইয়া এখানে অবস্থিতি করুন । ২২-২৩

এই কামরূপ-ক্ষেত্র শ্লেচ্ছমূলক হউক । অন্নং বিকূ, বতদিন এখানে না
 আসেন ততদিন ইহা এইরূপ ভাবে থাক । ২৪

কামরূপের মাতৃগণ-প্রতিপাদক তন্ত্র সকল বিরল-প্রচার হউক । তবে যে
 পণ্ডিত, বিরল প্রচার কামরূপ-তন্ত্র অবগত হইবে, সেই ব্যক্তিই যথাকালে
 সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে । বসিষ্ঠ, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন । ২৫-২৬

ত্রে গণা য়েচ্ছতাং যাতাঃ কামরূপে সুবালয়ে ।
 বামাহুত্বজ্ঞতারাণি শত্বৈচ্ছরতোহভবৎ ॥ ২৭
 আগম্য বিরলাশ্চাসন্ যে চ মৎপ্রতিপাদকাঃ ।
 বেদমত্ৰবিহীনস্ত চতুর্বর্ণবিরজিতম্ ॥ ২৮
 কামরূপং কণাজ্জাতং যদ্ যযেনানুসারিতম্ ।
 আগতেহপি হরৌ যুক্তে শালাং পীঠে ফলপ্রদে । ২৯
 যথা ন সম্যক্ স্থাশ্চিতি তৎপীঠে দেবমানুষাঃ ।
 শুণ্ডয়ে সর্বকুণ্ডানাং ত্রয়োপায়াং তথাহকরোং । ৩০
 অপুনর্ভবকুণ্ডস্য সোমকুণ্ডস্য চোভয়োঃ ।
 ত্রয়োবর্ষীকুণ্ডয়োস্ত মদীনামপি তুরিযাঃ । ৩১
 নদীনাং পূর্বমুস্তানামনুস্তানাক শুণ্ডয়ে ।
 সর্বৈশ্চকফলজ্ঞানে ত্রয়োপায়াং তথাহকরোং । ৩২
 অমোঘায়াং শাস্তনোস্ত ভার্য্যায়াং তনয়ং ব্রহ্ম ।
 জলরূপং সমুৎপাদ্য জামদগ্ন্যেন ধীমতা ॥ ৩৩
 অবতারয়দব্যগ্রং প্রাবয়ন্ কামরূপকম্ । ৩৪
 স তু ব্রহ্মসুতো বীরঃ প্রাবয়ন্ কুণ্ডসঞ্চয়ান্ ।
 আচ্ছাদ্য সর্বতীর্থানি তুরি শুণ্ডানি চাকরোং । ৩৫
 লৌহিত্যমাত্রং যে কেচিজ্ঞানন্তি তত্র বৈ নরাঃ ।
 তে লৌহিত্যস্থানফলং প্রাপ্নুবন্তি সুনিশ্চিতম্ । ৩৬
 ন জানন্তি চ যুগ্মানি নাপি^১ তীর্থানি চাকরোং ।
 বসিষ্ঠশাপাদেতদ্ প্রবৃত্তং তীর্থগোপনম্ ॥ ৩৭

সুবালয় কামরূপ পীঠে প্রমথগণ য়েচ্ছ হইল ; উগ্রভায়া বামা হইলেন ;
 মহাদেবও য়েচ্ছ-রত হইলেন । ২৭

কামরূপ-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক তত্ত্ব সকল বিরল-প্রচার হইল । বসিষ্ঠ-শাপে
 সেই কামরূপ, কণজ্জাত বেদ-মত্ৰহীন এবং চতুর্বর্ণমুক্ত হইল । ২৮

বিষ্ণু আগমন করিলে, কামরূপ পীঠ শাপযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইলেও
 দেবতা ও মনুষ্য পূর্ববৎ আর তথাকার মাহাত্ম্য অবগত হইবেন না । তখন,
 ত্রয়োপায়া কুণ্ড গোপনের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন । ২৯-৩০

অপুনর্ভব কুণ্ড, সোমকুণ্ড, ত্র্যম্বকুণ্ড, উর্বরীকুণ্ড, পূর্বের কথিত ও অকথিত
 মানাবিধ নদী গোপনের জন্য অর্থাৎ লোকে যাহাতে সমস্ত কুণ্ড ও নদীকে এক
 বলিয়া মনে করে, তুরিযয়ে একটি উপায় করিলেন । ৩১-৩২

ত্রয়োপায়া, শাস্তনু ঘূনির ভার্য্যা অমোঘার গর্ভে জলময় নিজতনয় উপাধন
 করিয়া সুবুদ্ধি জামদগ্ন্য পরশুরাম দ্বারা অব্যগ্রভাবে উহাকে অবতারিত করেন ;
 কামরূপ সমস্তই তাহাতে প্রাবিত হইয়া যায় । ৩৩-৩৪

সেই জনময় ত্র্যম্বক বীর, কামরূপের সমস্ত কুণ্ড প্রাবিত ও সকল তীর্থ
 আবৃত করিয়া অতঃ শুণ্ডভাবে রাখিলেন । ৩৫

যে সকল ব্যক্তি তথার অশুভীর্থ বা কুণ্ডের অস্তিত্ব জানেন না কেবল,
 লৌহিত্য (ত্র্যম্বক) নদের অস্তিত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা তাহাতে স্নান

যঃ কশ্চিত্তত্র জানাতি তীর্থানাঞ্চ বিশেষতাম্ ।
 সমবাপ্রোতি তৎস্মানফলং সম্যক নরোত্তম ॥ ৩৮
 সৰ্ব্বা নদীঃ সৰ্বাপ্লাব্য সৰ্বতীর্থানি সৰ্বতঃ ।
 লৌহিত্যে ব্রহ্মণঃ পূজো যাতি দক্ষিণসাগরম্ ॥ ৩৯
 এবং তে কথিতং রাজন্ কামরূপস্য কীর্তনম্ ।
 যদন্যত্রোচ্যতে তুভ্যং তৎ পৃচ্ছ নিগদামি তে ॥ ৪০
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ঐক্স্ম বচনং ব্রহ্মা সগরস্তং হুনিং পুনঃ ।
 পপ্রচ্ছেনং বিজশ্ৰেষ্ঠা হর্ষসংপ্লুতমানসঃ ॥ ১

সগর উবাচ—

অযোযাক্ষ্যং কথং যজ্ঞে লৌহিত্যে ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।
 কথং শান্তনুজায়ায়াং রতঃ স কমলাসনঃ ॥ ২
 পারশ্রৈনেনরপূজো বা কথং যজ্ঞে পিতামহাং ।
 তৎ সৰ্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব বিজ্ঞোত্তম ॥ ৩

করিলেন কেবল ব্রহ্মপুত্রস্নানফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই তীর্থ-দোশন-
 সমিষ্টশাপেই হইয়াছে। ৩৮-৩৯

‘যে নরশ্রেষ্ঠ, তথায় তীর্থকুণ্ডামির বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন, তাঁহারা
 ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলেই তথাকার সৰ্বতীর্থস্নানের ফল সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন।
 ৩৮

ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য, সকল নদী ও সৰ্বতীর্থ প্লাবিত করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে
 মিলিত হইয়াছেন। ৩৯

রাজন্! আমি কামরূপের বিবরণ এই তোমার নিকটে কীর্তন করিলাম।
 এখন যাহা অভিলাষ হয় জিজ্ঞাসা কর, বলিতেছি। ৪০

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিবিবরণ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—‘হে বিজবরগণ! রাজা সগর, ঐক্স্ম ঋষির কথা
 শুনিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য, অযোধ্যাগর্ভে উৎপন্ন হইলেন কিরূপে? কমলাসন,
 শান্তনুপত্নীতে উপগত হইলেন কিরূপে? ২

পিতামহ ব্রহ্মার ঔরসে, পরশ্রীগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া? হে
 বিজ্ঞোত্তম! আমি এতৎসমস্ত অবশ্য করিতে ইচ্ছা করি;—বলিতে আজ্ঞা হয়। ৩

ঔর্ব উবাচ—

শুভ্রং রাজশাক্ষীং কথয়ামি মহত্তরম্ ।
 আখ্যানং ব্রহ্মপুত্রস্ত লৌহিত্যস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৪
 হরিবর্ষে মহাবর্ষে শান্তনুর্নাম নামতঃ ।
 মুনিরাসীদ্রাজাভাগো জ্ঞানবান্ স তপোরতঃ ॥ ৫
 তস্য ভার্য্যা মহাভাগা অমোঘাখ্যা মহাসতী ।
 হিরণ্যগর্ভস্ত যুনেতুগবিন্দ্বাশ্রমোক্তবা । ৬
 তয়া সাক্ষিঃ স কৈলাসং মর্যাদাপর্বতে বসন্ ।
 লৌহিত্যাস্ত সুরসস্তীরে বৈ গন্ধমাদনে ॥ ৭
 একদা স তপোনিষ্ঠো নিজপুষ্পাদিগোচরম্^১ ।
 জগাম বনমধ্যস্থ চিঘ্নং বহুকলানি চ ॥ ৮
 তস্মিন্নবসরে ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ।
 তত্রাজগাম যত্রাস্তি অমোঘা শান্তনোঃ প্রিয়া ॥ ৯
 তান্ দৃষ্ট্বা দেবগর্ভাভাং যুবতীমতিসুন্দরীম্ ।
 মোহিতো মদনেনাঙ তদাঃকুক্ষ্মিভেজ্রিয়ঃ ॥ ১০
 উদীরিতেল্লিয়ো ভূক্তা ক্ষিপ্রকুস্তাং মহাসতীম্ ।
 অথাধাবক্তো ব্রহ্মা সন্মুখো মদনাক্ষিতঃ ॥ ১১
 ধাবমানং বিধাতারং দৃষ্ট্বা মোহান্নহাসতী^২ ।
 নৈবং নৈবমিতি প্রোক্ত্বা গর্গশালাং ব্যদীকৃত ॥ ১২

ঔর্ব বলিলেন,—হে মহামতি রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি এই ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যের
 বিস্তৃত উপাখ্যান কীর্তন করিতেছি, শবন কর । ৪

প্রধান বর্ষ হরিবর্ষে শান্তনু নামে একজন মহাভাগ জ্ঞানবান্ তপোনিষ্ঠ^১
 মুনি ছিলেন । ৫

হিরণ্যগর্ভ-মুনির কন্যা তপবিন্দুর আশ্রমে প্রসূতা অমোঘা নামী মহাসতী
 শান্তনুর ভার্য্যা ছিলেন । ৬

শান্তনু, অমোঘার সহিত, কখন সীমা-পর্বত কৈলাসে, কখন চন্দ্রভাগার
 উপাধক যুহং লৌহিত্যসরোবর তীরে, কখন বা গন্ধমাদন পর্বতে বাস করি-
 তেন । ৭

একদিন, সেই তপস্বী, নিজ পুষ্পাদ্যানের বনমধ্যে বহুতর শক বন চন্দন
 করিতে গমন করেন । ৮

ইত্যবসরে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, যথায় শান্তনু-ভার্য্যা অমোঘা বর্তমানা
 ছিলেন, তথায় গমন করিলেন । ৯

শুভ্র-সুন্দরী সদৃশী অতিসুক্ষ্মা যুবতী অমোঘাকে দেখিয়া ব্রহ্মা মদন-মোহিত
 ও ইন্দ্রিয় বিকারপ্রাপ্ত হইলেন । ১০

কায়-পৌড়িত ব্রহ্মা উদগতেজ্রিয় হইয়া সেই মহাসতীকে ধরিবার জন্য
 সন্মুখে ধাবমান হইলেন । ১১

মহাসতী অমোঘা, বিধাতাকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া “না—না, করুণ
 করিবেন না” ইত্যাদি বলিতে বলিতে গর্গ-শালায় অভ্যস্তরে যাইলেন । ১২

ইদংকোবাচ ধাতারনমোবা কুপিতা তদা ।
 পৰ্ণশালাস্তরং গচ্ছা ধারমাবৃত্য তৎক্ষণাৎ ॥ ১৩
 অকার্যং ন ময়া কার্যং যুনিপত্ন্যা বিগর্হিতম্ ।
 বলাৎ প্রমথ্যা চাহংকেষুয়া স্বাক্ষ শপাম্যহম্ ॥ ১৪
 অমোঘস্তা চৈবযুক্তো বিধাতুশ্চ তদা বৃষ ।
 রেতশ্চক্ৰন্ম তত্রৈব আশ্রমে শাস্ত্রনোপস্থনেঃ ॥ ১৫
 হ্যুতে রেতসি ধাতাপি হংসযানং সমুস্থিতঃ^১ ।
 লজ্জয়াতিপরীতায়া ক্রন্তং বৈ স্বাশ্রমং যযৌ ।
 গতে বেধসি শাস্ত্রনুশ্চ নিজমাশ্রমমাগতঃ ॥ ১৬
 আগত্য দৃষ্ট্বা হংসযানং পদকোভং তদা ভূবি ।
 তেজশ্চ পতিতং ভূমৌ বিধাতুর্জ্বলনোপমম্ ॥ ১৭
 অমোঘাং পরিপত্রচ্চ পৰ্ণশালাস্তরস্থিতাম্ ।
 কিমেতদজ্ঞ ভূভগ্নে প্রযুক্তং দৃশ্যতে ভু যৎ ॥ ১৮
 পক্ষিণাক্ষ পদকোভং তেজশ্চেন্দ্রক কৌদৃশম্ ।
 স্য তস্মৈ বচনং ক্রুড়া শাস্ত্রনুং যুনিপত্নমম্ ।
 অযথৈতৈব কৃৎসদাকুলা বিকলাননা^২ ॥ ১৯
 হংসযুক্তস্যঙ্গনেন কোইপাগত্য চতুর্দ্ব^৩ ॥
 কমণ্ডলুকরোইতৌব রতিং য়াং সমযাচতে ॥ ২০
 ভাতো ময়া ভজিতঃ^৪ স উটজাস্তবলীনয়া ।
 প্রচ্যাব্য তেজঃ সংযাভৌ যম শাপভয়ান্বিতঃ ॥ ২১

তৎক্ষণাৎ ঘোর ক্রুদ্ধ করিয়া ভিতর হইতে সক্রোধে অক্ষাকে বলিতে লাগিলেন । ১৩

আমি যুনিপত্নী, রেজাক্রমে কদাচ গর্হিত কার্য্য করিব না; আর যদি খলাৎকার কর, তাহা হইলে শাপ দিব । ১৪

রাজন্! অমোঘা এই কথা বলিলে, শাস্ত্রনু যুনির আশ্রমে বিধাতার রেতশ্চলন হইল । ১৫

রেতশ্চলন হইলে, অক্ষা হংসযানে আরোহণ করিয়া লজ্জাপূর্ণ চিত্তে সত্বর নিজ আশ্রমাস্তিমুখে গমন করিলেন । ১৬

বিধাতা চনিয়া যাইলেন শাস্ত্রনু, নিজ আশ্রমে আসিলেন; আসিয়া হংস-কুলের পদাচরু দেখিলেন । ১৭

ভূতল-পতিত অনল-নগ্নিভ অদ্রাবীৰ্য্য নিরীক্ষণপূর্বক পৰ্ণশালায় অভ্যস্তরে অবস্থিতা অমোঘাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুভগে! এখানে কি হইয়াছিল? ১৮

এই যে পক্ষীদিগের পদচিহ্ন এবং অলৌকিক বীৰ্য্য পতিত রহিয়াছে—এ কি?” অমোঘা শাস্ত্রনুর কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রোধবিবর্ণ-বদনে সেই যুনিবন্ধকে বলিতে লাগিলেন । ১৯

একজন কমণ্ডলুধারী চতুর্দ্ব^৩ হংস-বিমানে এখানে আসিয়া আমাকে সঙ্যোগ করিতে প্রার্থনা করে । ২০

১। সমাহিতঃ ।

৩। চতুর্দ্বাঃ ।

২। বিকলাননা ।

৪। ভাতো ময়া ভজিতঃ ।

কুরু তত্র প্রতীকারং যদি শক্তোহসি শাস্তনো ।
 ন হীনাং বর্ষণং মোক্ষং কচ্ছচ্ছকোতি জীবত্বং ॥ ২২
 স তস্তা বচনং শ্রুত্বা স্বয়ং ব্রহ্মা সমাগতঃ ।
 ইতি নিশ্চিত্য মনসা তদা ধ্যানপনোহতবৎ ॥ ২৩
 দিব্যজ্ঞানেন স জ্ঞাত্বা দেবকার্যমুপস্থিতম্ ॥ ২৪
 তীর্থাবতরণকালি হিতায় জগতাং মুনিঃ ।
 জ্ঞাত্বোদকং চিস্তয়িত্বা স্বভার্যামিদমববীৎ ॥ ২৫
 ইদং তেজো ব্রহ্মণস্ত্বং পিবামোষে সমাজ্ঞাতা ।
 হিতায় সর্বজগতাং দেবকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২৬
 ভবত্যা নিকটং ব্রহ্মা স্বয়মেব সমাগতঃ ।
 হ্রাসপ্রাণ্য মহৎ কৃত্যমাবয়োঃ স সমর্প্য চ ।
 পতে নিজাম্পদং তত্বং কর্তুমর্হসি ততঃ ॥ ২৭
 তচ্ছ্রুত্বা শাস্তনোর্বাক্যমমোঘাতীং লজ্জিতা ।
 সান্তুষ্টস্তীব তং গ্রাহ পতিং নত্বা মহাসতী ॥ ২৮
 নাশ্বস্ত তেজো ধাস্যামি ন চ তে বিমনস্কতা ॥ ২৯
 অবশ্যং যদি কর্তব্যং পীত্বা ত্বং ময়ি হোংসৃজ ॥ ৩০
 ততস্তস্তা বচঃ শ্রুত্বা মুক্তং তথাক শাস্তনুঃ ।
 স্বয়ং পীত্বা তু তেজঃ স্বভার্যায়ানু কষেচয়ৎ ॥ ৩১

তাঁহার পর আমি এই গর্পশালার মধ্য হইতে তাঁহাকে ভৎসনা করিলে,
 সে শ্মশিত-বীৰ্য্য হইয়া আমার শাপভরে এখান হইতে পলায়ন করে । ২২

শাস্তনু । যদি সমর্থ হন, তদ্বিময়ে প্রতিকার করুন । তবে ইহা হিন্ন জানি-
 বেন, কোন প্রাণীই আমাকে বলাংকার করিতে সমর্থ নহে । ২২

শাস্তনু, অমোঘার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, স্বয়ং ব্রহ্মাই এখানে আসিয়া-
 ছিলেন ; ইহা হিন্ন করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন । ২৩

জগতের হিতার্থে তীর্থোৎপাদন দেবগণের উপস্থিত কার্য্য ; মুনি দিব্য
 জ্ঞানবলে তাহা অবগত হইয়া এবং তাঁহার পরিণাম চিন্তা করিয়া নিজ পত্নীকে
 বলিলেন । ২৪-২৫

অমোঘে ! ত্রিভুবনের হিতার্থে এবং দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্য আমার
 অনুমতিক্রমে এই ব্রহ্ম-বীৰ্য্য পান কর । ২৬

স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন ; তোমাকে না পাইয়া মহৎ
 কার্য্য সাধনোদ্দেশে এই বীৰ্য্য আমাদিগের উভয়কে সমর্পণ করিয়া নিজালয়ে
 গিয়াছেন ; এখন তুমি আমার কথা রাখ । ২৭

অমোঘা, শাস্তনুর সেই কথা শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া মহামুনি স্বামীকে
 প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্তই বলিতে লাগিলেন । ২৮

তুমি আমার প্রতি ক্রোধ করিও না, আমি অপরের বীৰ্য্য ধারণ করিতে
 পারিব না ; সে বিষয় মনে স্থান দিও না । ২৯

যদি নিতান্তই এ কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে তুমি এই তেজ — পান
 করিয়া আমাতে নিষেক কর । ৩০

সংক্রামিতৈঃ^১ শাস্ত্রানুমা ভোজোভিব্রজণঃ সতী ।
 গৰ্ভং যথারামোযায্যা হিতায় জগতাং ভতঃ ॥ ৩২
 তস্তাঃ কালে তু সস্ত্রাস্তে নাসাংতো^২ জলসঞ্চয়ঃ ।
 তদ্বাখ্যে তদনন্তাপি নীলবাসাঃ কিরীটধৃক্ ।
 রক্তমালাসমায়ুক্তো রক্তগৌরবঃ ব্রহ্মবৎ ॥ ৩৩
 চতুর্ভুজঃ পদ্মবিদ্যাধরজশক্তিধরতথ্য ।
 শিশুমারশিবহস্ত তুল্যকারো জলোৎকটৈঃ ॥ ৩৪
 তজ্জাতক তথাভূতং শাস্ত্রনূর্লোকশাস্ত্রনুঃ ।
 চতুর্গাং পর্বতানাক যথাদেশে নবীষিৎ^৩ ॥ ৩৫
 কৈলাসশ্চোত্তরে পার্শ্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ।
 জাক্রুধিঃ পশ্চিমে শৈলঃ পূর্বে সংবর্তকাদয়ঃ ॥ ৩৬
 তেবার্হ যথো বয়ং কুণ্ডং পর্বতানাং বিধেঃ সূতঃ ।
 কৃত্বাহতিবৃদ্ধে মিভাং শরদাব নিশাকরঃ ॥ ৩৭
 তং ভৌরমধাগং পুত্রমাসাদ্য ক্রুহিণঃ সূতম্ ।
 ক্রমতস্তস্মৈ সংস্কারানকরোদ্ধেহভুজ্যে ॥ ৩৮
 অথ কালে বহুভিধে ব্যতীতে ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।
 ভৌরশিখকপেণ বহুধে পঞ্চযোজনান্ ॥ ৩৯
 তস্মিন্ দেবাঃ পশুঃ সপ্তর্ষিতীর ইব সাগরে ।
 সিতামলজলে দ্রাক্ষে দিষ্টব্যশ্চাপ্রসঙ্গং যশৈঃ ॥ ৪০

অনন্তর, শাস্ত্রম্—অমোঘার এই যুক্তিবৃত্ত সত্যবাক্য জবন ঘড়িয়া বয়ং সেই ব্রহ্ম-বীৰ্য্য-পানপূর্বক অমোঘার গর্ভে নিষেক করিলেন । ৩১

শাস্ত্রম্ এইরূপে ব্রহ্মতেজ সংক্রামিত করিলে, অমোঘা সতী,—ত্রিভুবনের হিতার্থে গর্ভবতী হইলেন । ৩২

যথাকালে সেই অমোঘার গর্ভ হইতে জলরাশি ভূমিষ্ঠ হইল : দেখেন,—সেই জলরাশির মধ্যে রক্তমালা-বিভূষিত, নীলারবপরিধান, কিরীটধারী, ব্রহ্মার শায় আরক্ত গৌরবর্ণ, চতুর্ভুজ, পদ্ম-বিদ্যা-ধরজ-শক্তিধারী শিশুমার-মস্তকে আকৃষ্ট একটি পুত্র : ঐ জলরাশি এবং বর্ণিতদেহ উভয়ই তাহার শরীর । ৩৩-৩৪

লোকমজলকর শাস্ত্রম্, তদ্রূপে উৎপন্ন সেই ব্রহ্মপুত্রকে—চারিটি পর্বতের যথাস্থলে স্থাপন করিলেন । ৩৫

উত্তর পার্শ্বে কৈলাস, দক্ষিণ-পার্শ্বে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জাক্রুধিপর্বত; আর পূর্বে সংবর্তকাদি পর্বতশ্রেণী । ৩৬

ব্রহ্মপুত্র, সেই পর্বতরাজির মধ্যে, কুণ্ডরূপে শারদ শুক্ল-শশবরের শায় ক্রমে বাড়িতে লাগিলেন । ৩৭

ব্রহ্মা, সেই জলরাশি-মধ্যগত নিজ পুত্রের নিকট আসিয়া তদীর শরীর-গুহির জন্ত যথাক্রমে সমুদয় সংস্কার সম্পাদন করিলেন । ৩৮

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র, জলরাশিরূপে পাঁচ যোজন বৃদ্ধি পাইলেন । ৩৯

দেব-দেবী, অশ্বরোগণ, দ্বিতীয় সাগরসদৃশ মনোহর সেই শীত-নির্মল-মলিন ব্রহ্মপুত্র কুণ্ডে স্নান ও তদীর জল পান করিতে লাগিলেন । ৪০

তন্নিবসরে রামো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।
চক্রে মাতৃবধং ঘোরমযুক্তং পিতৃবান্ধবা ॥ ৪১
তস্য পাপস্য যো কায়ঃ স্পিত্ত্বশোপদেশতঃ ।
স জগাম মহাকুণ্ডং ব্রহ্মাখ্যং* স্রাতুমিচ্ছমা ॥ ৪২
তত্র স্রাত্বা চ পীড়্য চ মাতৃহত্যামপানবান্ ।
বীথীং পরন্তপা কৃত্বা তং† মহামবতারয়ৎ ॥ ৪৩

সগর উবাচ—

জমদগ্নেঃ সূতো রামঃ কিমর্থং নিজমাতরম্ ।
জঘান তস্য স্রাত্বা চ কিন্নাম্নী কস্য চাশ্রজা ॥ ৪৪
মুনেঃ পুত্রঃ কথঞ্জাতস্তথা কুরো মহাবলঃ ।
যো যুদ্ধকুশলো বীরো রাজ্ঞান্ সমপোথয়ৎ ॥ ৪৫
তদহং স্রোতুমিচ্ছামি তদ্বতো যুনি সত্তম ।
কথয়স্ব মহাভাগ যদি শুক্লং তথ্যপি মে ॥ ৪৬

ঔর্য উবাচ—

শুণু রাজস্ববহিতো জমদগ্নেঃ সূতস্য বৈ ।
চরিতং স যথা জগ্নে প্রসূং ক্রুরতরম্চ সঃ ॥ ৪৭
ব্রহ্মপুত্রো‡ ডুগ্ন্যম্ ঋচীকন্তংসূতোহভবৎ ।
স ভাষ্যার্থী চরন্ ভূমৌ কান্ধকুজং গতঃ পুরা ॥ ৪৮
দদর্শ চারণাপত্তং কহেহাৰ্ঘ্যংসমমুত্তমম্ ।
কুশিকস্ত সূতং গাধিং তপঃস্থং§ নৃপসত্তম ॥ ৪৯

তখন প্রতাপবান্ জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতার অনুমতিক্রমে মাতৃবধরূপ ঘোরতর অকার্য্য করেন । ৪১

তৎপরে মাতৃহত্যা-পাপ ঘোচনের জন্ত পিতৃ-উপদেশে সেই ব্রহ্মপুত্র নামক মহাকুণ্ডে স্নান করিতে যান ।

তথায় স্নান ও তদীর জল পান করিয়া তিনি মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন । তখন জামদগ্ন্য লোকহিতাভিলাষে পরশু-মাহায্যে উপযুক্ত পথ করিয়া অগ্ননধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে পৃথিবীতে অবতারণিত করেন । ৪৩

সগর বলিলেন,—জমদগ্নিপুত্র রাম নিজমাতাকে বধ করিলেন কেন ? তাঁহার মাতার নাম কি ? রাম জননী কাহার কন্যা ? আর যুনিভনয় পরশু-রাম, তাদৃশ মহাবল ক্রুরতর হইলেন কিরূপে ? ৪৪

সেই বীরবর এতাদৃশ যুদ্ধকুশল যে, তিনি কলিযুগকে নির্মূল করিয়া-হিলেন । ৪৫

হে যুনিবর ! আমি এতৎসমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ; যদি গোপনীয় হয়, তথ্যপি তাহা আমার নিকটে যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন । ৪৬

ঔর্য বলিলেন,—রাজন্ । জমদগ্নি-পুত্রের চরিত্র শ্রবণ কর, তিনি যে কারণে ক্রুরতর হইরাছিলেন ও মাতৃবধ করিয়াছিলেন তাহাও শুন । ৪৭

রাজন্ । ডুগ্ন্য অঙ্গার পুত্র, ঋচীক ডুগ্নর পুত্র ; পূর্বকালে ঋচীক বিবাহ করিবার মানসে বিচরণ করত কান্ধকুজে গমন করেন । ৪৮

অরণ্যস্থিত তস্যাপি পুত্রকামস্য ভূতঃ ।
 সত্যায়াম্মুতা জজ্ঞে দেবকন্যাসয়া গুণৈঃ ॥ ৫০
 ঋচীকো ভৃগুপুত্রস্তাং সত্যার্থং সমযাচত ।
 দাতুং যোগ্যামুতা মেহং তদ্বিধাং মহাব্ধনে ॥ ৫১
 কিং হেতুঃ কুলধর্মো মে বিদ্যতে শুভ্রসংগ্রাহে ॥ ৫২
 একত্র কুলধর্মানাশস্থানার^১ চক্রবর্জসাম্ ।
 সহস্রমেকং যো লগ্নাস্তস্মৈ পূজী প্রদীষতে ॥ ৫৩

ঋচীক উবাচ—

দাস্তাম্যশ্বসহস্রং বৈ তব রাজসুতাবিধম্ ।
 কিঞ্চিৎ কালং প্রতীক্ষ্য বাবতদহমানয়ে ॥ ৫৪
 এবমস্তিতি ত্বং বাধিক্রবাচ ভৃগুসূনবে ।
 গঙ্গাতীরং কান্তকূজং সৌম্যচ্ছত্রসংহনে ॥ ৫৫
 তদ্রাধ্যা ফণোঃ পুত্রো বরুণং বাদসার পতিম্ ।
 তেন দত্তং তদা জেতে সহস্রং বাজিনাং যুনিঃ ॥ ৫৬
 তেন যত্র তদা লক্ষা অশ্বা নৃপতিসত্তম ।
 তদশ্বতীরং বিখ্যাতং মহাকলজনকং পরম্ ॥ ৫৭
 সঙ্গাজলোদ্ধিতস্ত দত্তং সম্যক্ প্রচেতসাম্ ।
 আদাম্যশ্বসহস্রক যুনির্গাবিমখ্যাত্যহাং ॥ ৫৮

তিনি অরণ্যস্থিতো জহ্নুযুনির বংশোৎপন্ন নৃপশ্রেষ্ঠ কুশিকপুত্র দ্বাধি উপস্থাপিত করিতেছেন দেখিতে পাইলেন । ৪৯

পুত্রাভিলাষে সত্যামহ তপঃপরায়ণ অরণ্যস্থিত দ্বাধিরাজের দেবকন্যাসদৃশী গুণবতী এক কন্যা হইরাছিল, ভৃগুপুত্র ঋচীক সেই কন্যাকে বিবাহ করিবাকি নিষিদ্ধ নৃপশ্রেষ্ঠ দ্বাধির নিকট প্রার্থনা করেন । ৫০

অনন্তর রাজা ঋচীককে বলেন,—নুমহাশ্বা আশ্রণকে কন্যাদান করা আমার উচিত বটে, কিন্তু শুভ্র গ্রহণ করা আমাদিগের কুলধর্ম । ৫১

তাহা আবার যে সে শুভ্র নহে—যে ব্যক্তি এক কর্ণ-কুল-বর্ধ চক্রবৎ বিশদ-প্রভ এক সহস্র অশ্ব শুভ্র প্রদান করে, তাহাকেই আমরা কন্যাদান করিয়া থাকি । ৫২

ঋচীক বলিলেন ;—হে রাজন্ । আমি তোমাকে তাদৃশ এক সহস্র অশ্ব দিব ; কিন্তু কিছুকাল প্রতীক্ষা কর, আমি সেই অশ্ব লইয়া আসি । ৫৩

দ্বাধি, ভৃগুপুত্রের নিকট “তাহাই হউক” বলিয়া স্বীকার করিলেন । ঋচীকও অশ্ব আনিবার জন্য কান্তকূজের গঙ্গাতীরে গমন করিলেন । ৫৪

ভৃগুপুত্র, তদা বাদসার পতি বরুণকে আরাধনা করিয়া বরুণদত্ত সহস্র অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন । ৫৫

হে নৃপবর ! তিনি যে স্থানে সেই অশ্ব প্রাপ্ত হন, তাহা “অশ্বতীর” নামে বিখ্যাত মহাকলজনক তীর্থস্থান । ৫৬

বরুণদত্ত গঙ্গাজলোদ্ধিত সহস্র অশ্ব গ্রহণ করিয়া ঋচীকযুনি দ্বাধির নিকট গমন করিলেন । ৫৭

তানখান্ গাধিরাদায় পুত্রীং সত্যবতীং সুতাম্ ।
 ঋচীকায় দদৌ লক্ষ্মীং কেশবায়ৈব সাগরঃ ॥ ৫৯
 ঋচীকো গাধিতনয়াং লক্ষ্মী ভাৰ্য্যামনিন্দিতাম্ ।
 সুদিতঃ স তস্মা বেসে যথাকামং প্রকাত্রয়ে ॥ ৬০
 কৃতদারং সুতং কক্ষা স্রষ্টুং পুত্রং স্নুযাং ভুঙঃ ।
 অধীক্ষণায় মতিমান্ স্নুযাং দৃষ্ট্ৱা ননন্দ চ ॥ ৬১
 দম্পতী তং সমাসীনং ভুঙং দেবগণার্চিতম্ ।
 পূজয়িত্বা যথাশ্রায়ং* তস্থতুস্তৌ কৃতাজ্জলী ॥ ৬২
 ভতো ভুঙঃ স্নুযাং ধীয়াং সুপ্রীত ইনমব্রবীৎ ।
 বরং বৃণীষ দাস্ত্যামি বাঞ্ছিতং বরবর্ণিনি ।
 অদেষং হৃষ্টরং বাপি যত্র তে বিদতে স্পৃহা ॥ ৬৩
 ততঃ সত্যবতী পুত্রং তপ-আশ্রায়-পারগম্ ।
 নাতুশ্চ বীরমতুলং পুত্রং বরমযাচত ॥ ৬৪
 স চৈবমবিত্ত্বাত্তৈব ভূত্বা ধ্যানপরন্তপা ।
 বিশ্বমাহৃত্য মনসা যজ্ঞাচ্ছাসং সমর্জ্জ সঃ ॥ ৬৫
 তস্ম নিঃশ্বাসবাতাত্ত্ৱ নিঃসৃতং বৈ চক্ৰময়ম্ ।
 তস্মৈতদ্বিতয়ং দত্ত্বা ভুঙস্তামিদমব্রবীৎ ॥ ৬৬
 চক্ৰময়ং গৃহাণেদং স্নুযে সত্যবতি বরম্ ।
 জ্ঞাত্বা ঋতৌ ঋতৌ যাতা স্নুযে ত্বঞ্চ কবিশৃংখলঃ ॥ ৬৭

কীর সমুদ্র, যেমন নারায়ণকে লক্ষ্মীসম্প্রদান করিয়াছিলেন গাধি, সহস্র
 অঙ্গ গ্রহণ করিয়া সেইরূপ নিজ ইহিতা কল্যাণী সত্যবতীকে ঋচীক-হস্তে
 সম্প্রদান করিলেন । ৫৯

ঋচীক, অনিন্দিতা গাধি-নন্দিনীকে ভাৰ্য্যাক্রমে লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ
 আশ্রয়ে ইচ্ছানুরূপ ভোহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । ৬০

জ্ঞানী ভুঙ,—পুত্র দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন শুনিয়া পুত্রবধু বর্ষনার্থ
 ঋচীকাত্মরে আগমন করিলেন ; পুত্রবধু দেখিয়া আনন্দিতও হইলেন । ৬১

দেবগণ-বন্দিত মহর্ষি ভুঙ আসীন হইলে, সেই বধু-বর যথাযোগ্য-তদীক
 পূজা করিয়া কৃতাজ্জলিপূটে তদীয় সম্মুখে বসায়মান রহিলেন । ৬২

অনন্তর ভুঙ, অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজ পুত্রবধুকে বলিলেন ;—“বরবর্ণিনি ।
 বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর ; অদেষ বা অত্যন্ত কঠিন হইলেও আমি তোমাকে
 তাহা প্রদান করিব” । ৬৩

অনন্তর সত্যবতী, আপনার অশ্রু বেদপারগ তপোনিষ্ঠ পুত্র এবং মাতার
 অশ্রু অমিতবিক্রমশালী বীরপুত্র প্রার্থনা করিলেন । ৬৪

ভুঙ, “ইহাই হইবে” বলিতে বলিতেই ধ্যানমগ্ন হইয়া মনে মনে সমস্ত
 দেখিয়া যত্নসহকারে শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন । ৬৫

ভোহার নিঃশ্বাস-বায়ু হইতে দুইটি চক্ৰ নিঃসৃত হইল । ভুঙ পুত্রবধুকে সেই
 চক্ৰ দুইটি দিয়া বলিলেন । ৬৬

পুত্রবধু সত্যবতি । এই দুইটি চক্ৰ গ্রহণ কর; তুমি এবং তোমার মা—
 তোমরা ঋতু-স্নান করিয়া তদ্বিনে ইহা ভোজন করিও । ৬৭

১। সমাসীনং তং হৃষতঃ..... ।

আলিঙ্গ্যাম্বুধকং তে মাতা পুংসবনায় বৈ ।

চকরাঃ চক্রেণৈঃ^১ সা ভোক্তাতি সূতন্ততঃ । ৬৮

। ত্রয়োদশবৃক্ষস্ত সমালিঙ্গ্যাসিতং চকুম্ ।

ভোক্তাসে তব পুত্রস্ত^২ ভবিষ্যতি সনাতনঃ । ৬৯

এবমুক্তা^৩ ভৃগুর্যাতো যথেষ্টং সাপি সন্দুদম্ ।

অবাপ যাতা সহিতা ভ্রাতৃ^৪ পিতৃ চ জামিনীম ৭০

অথ স্নানদিনে^৫ যথালিঙ্গ্যাবৃক্ষকং চকুম্ ।

আদ্যং সত্যবতী তথা মাতা যজ্ঞসিতং চকুম্ । ৭১

পরিবর্ত্তস্ত তক্ষণাতা দিব্যজানো ভৃগুর্মুনিঃ ।

অথাগতা স্ব^৬ বাং তাস্তু বচনকেন্দ্রযত্রবীং । ৭২

বিশর্ঘ্যমুত্থা ভদ্রে বৃক্ষালিঙ্গনকর্ম্মণি

তথা চকুপ্রাশনং তু ভদ্রেদং তে ভবিষ্যতি^৭ । ৭৩

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়চারুস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি ।

ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণচারো মাতুস্তে ভবিতা সূতঃ । ৭৪

ইত্যুক্তা^৮ ভৃগুনা সাধ্বী তদা সত্যবতী ভৃগুম্ ।

পুনঃ প্রসাদয়ামাস পৌত্রো মেহুত্বিতি তাদৃশঃ । ৭৫

এবমুত্বিতি স প্রোচ্য ভজৈবাস্তদর্শে ভৃগুঃ । ৭৬

অথ কালে সূতং দীপ্তং জমদগ্নিক গাধিকা ।

সুপুবে জননী তথা বিদ্বামিত্রং তপোনিধিগ্ । ৭৭

তোমার মা, পুত্র প্রসবের জন্য অম্বুধক আলিঙ্গন করিয়া এই আরক্ত চকুটী ভোজন করিবেন । ৬৮

তুমি, ঐত্ৰবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই শুক্লবর্ণ চকুটী ভোজন করিবে ; তাহাতে তোমার অক্লান্ত কীর্ত্তিমান তপোবন পুত্র হইবে । ৬৯

ভৃগু এই বলিয়া ইচ্ছামত স্থানে গমন করিলেন, বরদগিনী সত্যবতীও সত্বর ভ্রাতৃর সহিত পিতৃমাতৃ-সন্নিধ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৭০

অনন্তর, ঋতু-স্নানদিবসে সত্যবতী, ভ্রমক্রমে অম্বুধক আলিঙ্গন করিয়া আরক্তবর্ণ-চকু ভোজন করিলেন, আর তাঁহার মাতা ক্ষবীর্ষ্য-পুত্র শুক্লবর্ণ চকু ভোজন করিলেন । ৭১

দ্রিব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষি ভৃগু, সেই বৈশ্বরীত্য অবগত হইয়া তথার আগমন পূর্ব্বক পুত্রবধূকে বলিলেন । ৭২

ভদ্রে ! তুমি চকুভোজন ও বৃক্ষালিঙ্গনে বৈশ্বরীভূতা করিয়া ফেলিয়াছ । ৭৩

এই জন্য তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়চারী ব্রাহ্মণ হইবে ; আর তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণচারী ক্ষত্রিয় হইবে । ৭৪

ভৃগু, এই কথা বলিলে, সাধ্বী সত্যবতী, শুক্ল ভৃগুকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—আমার পৌত্র এতাদৃশ হউক । পুত্র যেন ব্রাহ্মণচার ব্রাহ্মণই হয় । ভৃগু, “তথাস্তু” বলিয়া তথায় অকর্হিত হইলেন । ৭৫-৭৬

অনন্তর, গাধি-নন্দিনী সত্যবতী হথাকালে ভেজয়ী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন, আর তদীয় জননী তপোনিধি বিদ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন । ৭৭

১। চকুরাকৃকং ।

২। ভোক্তাসে তেন পুত্রস্তে ।

৩। তথা চ এনে ভদ্রে তথা পুত্রো ভবিষ্যতি ।

জমদগ্নিস্ততো বেদাংশ্চতুরঃ প্রাপ দ্য চিরম্ ॥ ৭৮
 প্রাহরাসীকমূর্বেদঃ স্বয়ং তস্মিন্ মহাঅনি ।
 বিশ্বামিত্রোহপি সকলান্ বেদানপি তথাচিরাদ্ ॥ ৭৯
 যনূর্বেদং তথা কুৎসং বিপ্রশ্চাত্তপোবলাৎ ॥ ৮০
 জাক্ণন্যমানশ্চেজগ্নী জমদগ্নির্মহাতপাঃ ।
 বৈদৈন্তপোভিঃ স মুনীনভ্যক্রামচ্চ সূর্য্যবৎ ॥ ৮১
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

দ্বাশীতিতমোহধ্যায়

ঔর্য উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু জমদগ্নির্মহাতপাঃ ।
 বিদর্ভরাজস্য সূতাং প্রবতন্তম জিতাং স্বয়ম্ ॥ ১
 ভাৰ্য্যার্থং প্রতিজগ্মাহ রেণুকাং লক্ষণাবিত্রাম্ ।
 সা তস্মাদ্ সুযুবে পুত্রাংশ্চতুরো বেদসম্প্রদিতান্ ॥ ২
 রুঘুশ্চত্বং সুযেণক বসুং বিশ্বাবসুং তথাগ্নি-
 পশ্চাত্তম্যং স্বয়ং জজ্ঞে ভগবান্ যদুসূদনঃ ॥ ৩
 কার্ভবীর্য্যবধায়াশ্চ শক্রাণ্যৈঃ সকলৈঃ সূতৈঃ ।
 যাচিতঃ পঞ্চমঃ সোহভূতেষাং রামাহবল্লভ সঃ ॥ ৪
 ভাৰ্য্যাবতরণার্থায় ক্রাতুঃ পরশুন্য সহ ।
 সহজং পরশুং তস্য ন জহাতি কদাচন* ॥ ৫

জমদগ্নি, অবিলম্বে চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিলেন ; আর যনূর্বেদবিদ্যা সেই
 মহাআর্য্য স্বতঃসিদ্ধ হইল । ৭৮

বিশ্বামিত্রও অচিরকাল মধ্যে চতুর্বেদ এবং সমস্ত যনূর্বেদে পারদর্শী
 হইলেন । ৭৯

অবশেষে তপশ্য-বলে আক্ষণও হইয়াছিলেন । ৮০

জাক্ণন্যমান তেজগ্নী মহাতপা জমদগ্নি মুনি, বেদ-বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবে
 সূর্য্যবৎ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । ৮১

দ্বাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮২

দ্বাশীতিতম অধ্যায়

পরশুরামের উপাখ্যান

ঔর্য বলিলেন,—কিছুকাল অতীত হইলে, মহাতপা জমদগ্নি স্বয়ং যজ্ঞসহ-
 কারে, মূলক্ষণা বিদর্ভরাজ-তনয়া রেণুকাকে বিবাহ করিলেন । ১

রেণুকা, জমদগ্নিসংসর্গে রুঘুশ্চত্বং, সুযেণ, বসু ও বিশ্বাবসু নামে চারিটি লোক-
 প্রিয় পুত্র প্রসব করিলেন । ২-৩

কার্ভবীর্য্য-বধের অস্ত্র ইজ্রাদি দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ যদুসূদন,
 সর্ব্বদৈবে তদীয় গর্ভে উৎপন্ন হইলেন, এই পঞ্চম তনয়ের নাম হইল রাম । ৪

অস্মৎ নিষ্কপিতামহাশকভুক্তিবিপর্যয়াৎ ।
 ব্রাহ্মণঃ ক্যাতিয়াচাৰো ব্রাহ্মোহভুৎ ক্রুরকর্ণকং । ৬
 স বেদানখিলান্ আত্মা ধনুর্বেদমঞ্চ সৰ্বশঃ ।
 স্তভতং কৃতকৃত্যোহভুদ্বেদবিদ্যাবিশারদঃ । ৭
 একস্মা তস্মা জননী স্নানার্থং রেণুকা গতা ।
 গঙ্গাতোয়ে হুখাপত্তয়াস্মা চিত্তরথং নৃপম্ । ৮
 ভাৰ্য্যাভিঃ সদৃশীভিষ্চ জনকীভারতং ততম্ ।
 সুমালিনং সুবস্ত্রং তং তরুণং চন্দ্রমালিনম্^১ । ৯
 তথাবিধং নৃপং দৃষ্ট্বা সঞ্জাতমমমা ভূষম্ ।
 রেণুকা স্পৃহয়ামাস তস্মৈ স্বাজে সুবৰ্জসে^২ ॥ ১০
 স্পৃহাহুতান্নাস্ত্যাস্ত্য সংক্লেদঃ সমজায়ত ।
 বিচেতনাস্ত্যাক্ৰিয়া অস্তা সা স্বাত্মনং যযৌ ॥ ১১
 অবোধি জমদগ্নিত্যং রেণুকাং বিকৃত্যং তথা ।
 যিক্ৰিক্ৰাবরতেত্যবং নিমিন্ধ চ সমস্ততঃ ॥ ১২
 ততঃ স জনরান্ গ্রাহ চতুরঃ প্রথমং মুনিঃ ।
 কৃষ্ণং প্রমুখান্ সৰ্ভানেনৈককং ক্রমতো ক্রতম্ । ১৩
 ছিন্তীয়াং পাপানিবৃত্তাং রেণুকাং ব্যভিচারিণীম্ ।
 তে হৃদ্যো নৈব চক্রমুৰ্কাশাসন্ অজা ইব । ১৪

তিনি পৃথিবীর ভারহরণার্থ পরশুসহ উৎপন্ন হন ; সেই তাঁহার সহজ পরশু
 কদাচ তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই । ৫

এই রাম, নিজ পিতামহীর চক্রভোজন-বৈপরীত্যের ফলে ব্রাহ্মণ হইয়াও
 ক্যাতিয়াচার ও ক্রুরকর্ণা হন । ৬

পরশুরাম, পিতার নিকট নিখিল বেদ এবং ধনুর্বেদ সৰ্বতোভাবে শিক্ষা
 করিয়া বেদবিদ্যা-বিশারদতা-নিবন্ধন কৃতার্থম্বর হইলেন । ৭

একদিন রাম-জননী রেণুকা-স্নানার্থ গঙ্গাতে গিয়া দেখেন, উত্তম-মাল্যধারী
 পরম সুন্দর চন্দ্রসন্নিভ তরুণ রাজা চিত্তরথ, অনুজ্ঞাপা রমণীগণের সহিত জন-
 কীড়া করিতেছেন । ৮-৯

রেণুকা, তাদৃশ নরপত্তিকে অধলোকন করিতা অত্যন্ত কামার্তা হইয়া সেই
 সুন্দর রাজার প্রতি অভিলাষ করিলেন । ১০

অভিলাষ হইবামাত্র ক্লেদ নিঃসৃত হইল ; কিন্তু তাহা তিনি জানিতে
 পারিলেন না । যাহা হউক, হঠাৎ মানসিক গতির দিকে লক্ষ্য হইল, জমনি
 স্তভয়ে সেই ক্লেদযুক্ত হইয়াই নিজ আশ্রমে গমন করিলেন । ১১

জমদগ্নি, দেখিবামাত্র রেণুকার মনোবিকার বুদ্ধিতে পারিয়া “মিকু তোকে
 পাপীষসি ।—মিকু” ইত্যাদিরূপে বারংবার নিন্দা করিতে লাগিলেন । ১২

জনস্তর, মুনি প্রথমে সেই কৃষ্ণং প্রমুখ চারিগুণকে একে একে বলেন,—“এই
 পাপীষসী ব্যভিচারিণী রেণুকাকে ছেদন কর ;” কিন্তু তাহারা মুঢ় ও জড়ের
 ন্যায় বহিষ্কৃত । তাহারা পিতৃ-আজ্ঞা পালন করে নাই । ১৩

১।কৃষ্ণাঙ্গং.....চন্দ্রমলিতম্ ।

২। যুমানসে ।

কুপিতো জমদগ্নিস্তাং শাপেতি বিচেষ্টসঃ^১ ।
 গাধিং নৃপতিশাৰ্দ্ধীনং স চোবাচ নৃপো মুনিম্ ।
 ভবধ্বং^২ যুয়মচিরাচ্ছড়া গোবুদ্ধিগচ্ছিতাঃ ॥ ১৫
 অথাক্ষগাম চরমো জামদগ্ন্যোহতিবীৰ্য্যবান্ ।
 তঞ্চ রামং পিতা গ্রাহ পাণিষ্ঠাং ছিম্বি মাতরম্ ॥ ১৬
 স জাতুং^৩ তথাভূতান্ দৃষ্ট্য জানবিবজ্জিতান্ ।
 পিতা নৃপান্ মহাতেজাঃ প্রমুং পরশুনাচ্ছিনৎ ॥ ১৭
 কামেণ রেণুকাং ছিন্নাং দৃষ্ট্য বিক্রোধনোহভবৎ ।
 জমদগ্নিঃ প্রসন্নঃ সন্নিতি বাচমুবাচ হ ॥ ১৮
 প্রীতোহস্মি পুত্র ভদ্রস্তে যশস্রা মদ্রচঃ কৃতম্ ।
 তস্মাদিযান্ বরান্ কামাংস্ত্বং বৈ বরয় সাম্প্রতম্ ॥ ১৯
 স তু রামো বরান্ বস্ত্রে মাতৃকুখানমাদিতঃ ।
 বধস্যাম্বরপং ভস্য জাতুণাং শাপমোচনম্ ॥ ২০
 মাতৃহত্যাব্যাপনয়ং যুদ্ধে সৰ্বত্র বৈ জয়ম্ ।
 আয়ুঃ কল্লাস্তপৰ্য্যস্তং ক্রমার্হে নৃপসত্তম ॥ ২১
 সৰ্বান্ বরান্ স প্রদদৌ জমদগ্নির্মহাতপাঃ ।
 সুপ্তিস্থিতেষু জননী রেণুকা চ তদাভবৎ ॥ ২২

তখন, জমদগ্নি কুপিত হইয়া কিংকর্তব্য-বিমূঢ় পুত্রদিগকে এই অভিসম্পাত দিলেন, “তোরা জড়বৎ বসিয়া বহিলি, আমার কথা শুনিজি না । ১৫

এই দোষে তোরা অবিলম্বে জড়ভাবাপন্ন এবং গোকুর স্থায় জীবন ধারণ কর” । ১৬

অনন্তর অতিবীৰ্য্যশালী জামদগ্ন্য পরশুরাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । জমদগ্নি তাঁহাকে বলিলেন, তোমার এই পাপীয়সী জননীকে ছেদন করিয়া ফেলো । ১৭

সেই মহাতেজা জাতুগণকে পিতৃশাপে জ্ঞানবজ্জিত অবলোকন করিয়া জননীকে কুঠারাঘাতে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । ১৮

পরশুরাম রেণুকাকে ছেদন করিলেন দেখিয়া জমদগ্নি ক্রোধমূর্ত্ত হইলেন এবং সুপ্রসন্নভাবে এই কথা বলিতে লাগিলেন । ১৯

পুত্র । তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যে আমার এই আজ্ঞা পাশন করিলে, ইহাতে আমি প্রীত হইয়াছি; অতএব তুমি এখন আমার নিকট কতিপয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । ২০

পরশুরাম সাতটি বর প্রার্থনা করিলেন, জননীর পুনর্জীবন প্রথমেই প্রার্থনা করিলেন; অনন্তর হে নৃপশ্রেষ্ঠ । মাতাকে যে তিনি বধ করিয়াছেন, ও কথা মাতার বিন্মুত হওয়া, জাতুগণের শাপমোচন, মাতৃহত্যা পাপনাশ, সকল সময়ে জয় লাভ এবং কল্লাস্ত পর্য্যস্ত আয়ু—পরশুরাম, যথাক্রমে এই কয়টি বর প্রার্থনা করিলেন । ২১

মহাতপা জমদগ্নি সকল বরই পরশুরামকে দিলেন, তখন রামজননী রেণুকা সুপ্রোখিতার শায় উঠিয়া বসিলেন । ২২

বধং ন চাপি সন্মাতৃ সহজা প্রকৃতিস্থিতা ।
 যুদ্ধে জয়ং চিত্রায়ুয্যং লেভে বামস্তদৈব হি ॥ ২৩
 মাতৃহত্যাব্যপোহায় পিতা তং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৪
 ন পুত্র বরদানেন মাতৃহত্যা পগচ্ছতি ।
 ভ্রাতৃত্বং ব্রহ্মকুণ্ডায় গচ্ছ স্নাতুঞ্চ তজ্জলে ॥ ২৫
 তত্র স্নাত্বা মুক্তপাশো নচিরাং পুনরেচ্ছসি ।
 জগদ্ধিতায় পুত্র বৎ ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রজ কৃতম্ ॥ ২৬
 স তস্মৈ বচনং শ্রুত্বা রামঃ পরন্তপ্যকু তদা ।
 উপদেশাৎ পিতৃর্মাতো ব্রহ্মকুণ্ডং ব্যবোদকম্ ॥ ২৭
 তত্র স্নানঞ্চ বিধিবৎ কৃত্বা ধৌতপরশ্রবঃ ।
 শরীরান্নিঃসৃত্যং মাতৃহত্যাং সমাখ্যলোকয়ৎ ॥ ২৮
 জাতসম্প্রভাবঃ সৌম্য তীর্থমাসান্য তথবম্ ।
 বীথীং পরন্তপা কৃত্বা ব্রহ্মপুত্রমবাহয়ৎ ॥ ২৯
 ব্রহ্মকুণ্ডাং সূতঃ সৌম্য কাসারে লোহিতাহ্বয়ে ।
 কৈলাসোপত্যকাস্ত্যাস্ত নৃপতদ্ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৩০
 তস্তাপি সরসস্তীরে সমুখায় মহাবলঃ ।
 কূঠারোণ দিশং পূর্বীমসমব্দ ব্রহ্মণঃ সুতম্ ॥ ৩১
 ততঃ পরস্তাপি গিরিং ক্ষেমশৃঙ্গং বিভিন্ধ্য চ ।
 কামরূপাস্তবং পীঠমাবহন্যদমুং হরিঃ ॥ ৩২
 তস্য নাম স্বয়ংক্রে বিধিনোহিতগজকম্ ।
 লোহিতাং সরসো জাতো লোহিতাখ্যস্ততোহভবৎ ॥ ৩৩

পরন্তরাম যে, তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন একথা রেণুকায় আরও হইল না ।
 পরন্তরাম তখনই যুদ্ধ-জয়-শক্তি এবং চিরজীবিতা লাভ করিলেন । ২২

পিতা জয়দগ্নি, মাতৃহত্যা অসনয়নের জন্য তাঁহাকে বলিলেন ;—যৎসে রামা
 বরদানমাত্রে মাতৃহত্যা-পাপ যায় না, অতএব ব্রহ্মপুত্র-সলিলে স্নান করিবান্ন
 অন্য তুমি তথায় গমন কর । ২৩-২৪

তথায় স্নান করিবামাত্র পাপমুক্ত হইয়া অবিলম্বে তুমি প্রত্যাগমন
 করিবে । ২৫

পুত্র । তুমি জগতের হিতার্থে সত্বর ব্রহ্মপুত্রকূণ্ডে গমন কর । তখন
 পরন্তরাম পিতৃ উপদেশে পুণ্যসলিল ব্রহ্মপুত্রকূণ্ডে গমন করিয়া তথায় পরন্ত
 প্রকালনপূর্বক যথাবিধি স্নান করিবামাত্র দেখিলেন, মাতৃহত্যা-পাপ তাঁহার
 শরীর হইতে নিঃসৃত হইল । ২৬-২৮

পরন্তরাম, সেই পরমতীর্থের প্রতি বিশ্বাসাশ্রিত হওয়াতে পরন্তরামা পথ
 প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদকে প্রবাহিত করিয়া দিলেন । ২৯

পবিত্র ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়া কৈলাস পর্বতের উপত্যকা
 লোহিত সরোবারে পতিত হয় । ৩০

তখন, মহাবল পরন্তরাম লোহিত সরোবারের তীরে উঠিয়া কূঠারামাতে
 পথ প্রস্তুত করত ব্রহ্মপুত্রনদকে পূর্বদিকে প্রবাহিত করিলেন । ৩১

অবশেষে, জামদগ্ন্য কিশকিন্দুর পরে হেম-শৃঙ্গ গিরি ভেদ করিয়া, কাশ্মীর
 পীঠের মধ্য দিয়া এই নদকে প্রবাহিত করিলেন । ৩২

স'কামরূপমখিলং পীঠমাপ্রাপ্য বারিণা ।
 গোপয়ন্ সৰ্বভীৰ্হানি দক্ষিণং য়াতি সাগরম্ ॥ ৩৩
 প্রাপ্তেব দিব্যযমুনাং স ভ্যক্তা ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।
 পুনঃ পততি লৌহিত্যে গজা বাদশযোজনম্ ॥ ৩৪
 চৈত্রে মাসি সিংহাষ্টম্যায় বো নরো নিহতেজ্জিহ্বঃ ।
 চৈত্রে স কলং যাসং শুচিঃ প্রবতমানসঃ ॥ ৩৫
 শ্রুতি লৌহিত্যতোয়ে তু স য়াতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ।
 লৌহিত্যতোয়ে যঃ শ্রুতি স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬
 ইতি তে কথিতং রাজন্ বদার্থং মাতং পুরা ।
 অহন্ বীরো জামদগ্ন্যো যস্মাৎ জুরকর্ষকৃৎ ॥ ৩৭
 ইদন্ত মহদাখ্যানং যঃ শৃণোতি দিনে দিনে ।
 স দীর্ঘায়ুঃ প্রমুনিতো বলবানভিজায়তে ॥ ৩৮
 ইতি তে কথিতং রাজহরীরাক্ষং যথাদ্রিষ্টা ।
 শঙ্কোজ্জ'হার বেতালভৈরবো চ যথাহুভৌ ॥ ৩৯
 যস্য বা তনরৌ জাতৌ যথা জাতৌ গণেশতাম্ ।
 কিমকং কথয়ে তুভ্যং তদ্বদন্ব নৃপোত্তম ॥ ৪০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যৌৰ্কস্য চ সংবাসঃ সগরেণ মহাশ্রনা ।
 যোহসৌ কাহার্জুনং শঙ্কোগিরিজহা কৃতঃ ॥ ৪১

হুং জাহা, তাঁহার নাম কাখিলেন লোহিত । লোহিত সরোবর হইতে
 নিঃসৃত বলিয়া উহার আর একটি নাম লোহিত্য । ৩৩

ব্রহ্মপুত্র নদ, অলরাণি দ্বারা সমস্ত কামরূপ পীঠ প্রাপ্ত ও সৰ্বভীৰ্ গোপন
 করিয়া দক্ষিণ সাগরের অভিমুখে চলিয়াছে । ৩৪

দিব্য যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের সহিত এক সঙ্গেই চলিয়াছিল ; মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে
 ত্যাগপূর্বক বাদশযোজন গিয়া পুনরায় ঐ লৌহিত্য নদে মিলিত হইয়াছে । ৩৫

যে ব্যক্তি জিতেজ্জিহ্ব হইয়া চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে লৌহিত্যজলে স্নান
 করে, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় । ৩৬

যে ব্যক্তি শুচি ও পবিত্র-চিত্ত হইয়া সমস্ত চৈত্র মাস ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে,
 সে কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয় । ৩৭

হে রাজন্ ! পূর্বকালে বীর জামদগ্ন্য যে জন্ত মাতাকে বধ করেন ও যে
 জন্ত জুরকর্ষকারী হন, তাহা তোমার নিকট এই বলিলাম । ৩৮

যে ব্যক্তি, প্রত্যহ এই মহৎ আখ্যান শ্রবণ করে, সে চিরজীবী, নিত্যহর্ষ-যুক্ত
 এবং বলবান্ হইয়া থাকে । ৩৯

হে রাজন্ ! পার্বতী যেরূপে শিবের শরীরাক্ষি গ্রহণ করিয়াছেন, বেতাল-
 ভৈরব বাহাদিরের নাম । ৪০

বেতাল-ভৈরব ইহার পুত্র, যেরূপে তাঁহারা গণাধাকতা প্রাপ্ত হন, তৎ-
 সমস্তই তোমাকে এই বলিলাম । হে নৃপবর ! এখন আর কি বলিব বল ? ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! পার্বতীর শঙ্কুশরীরাক্ষি গ্রহণবিষয়ে
 মহাশ্রী সগরের সহিত ঔৰ্ব্বাখির কথোপকথন হয় । ৪২

সৰ্বোৎকৃষ্ট কথিতো বিপ্রাঃ পৃষ্ঠৈঃ যচ্চাস্তদুত্তমম্ ।
 সিক্সাঃ দৈৱবাক্যস্য পীঠানাম্ বিনিৰ্ণয়ম্ ॥ ৪৩
 ভূমিগচ্চ যথোৎপত্তির্মহাকালস্ত চৈব হি ।
 উচ্চৈঃ হি যঃ কিমকুত্ৱ পৃচ্ছন্ত দ্বিজসন্তমঃ ॥ ৪৪
 ইতি সকলসূত্ৱং তত্ত্বমস্তাবদাত্তং
 বহুতরফলকারি প্রাজ্ঞবিদ্যামকল্পম্ ।
 উপনিষদমবেত্য জ্ঞানমার্গৈকতানং
 স্রবন্তি স ইহ নিত্যং যঃ পঠেৎ তদ্ব্যমেতৎ ॥ ৪৫
 ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

চতুৰশীতিতমোহধ্যায়ঃ

স্বয়ং উচুঃ—

কথিতো ভবতা সৰ্গঃ সংশয়শ্চাপি নাতিতাঃ ।
 তৎপ্রসাদান্নহাভাগ কৃতকৃত্য বয়ং গুরো ॥ ১
 ভূমি শ্রোতুমিচ্ছামো বয়মেতদ্বিজ্ঞোত্তম ॥ ২
 কোহন্তো ভূমী মহাকালো জাতৌ^১ বেতালভৈরবৌ ॥ ৩
 বেতালঞ্চ মহাকালং ভৈরবং ভূমিগং তথা ।
 শুন্যমো দ্বিজশাস্ত্রল কথমেবাং চতুৰ্ভয়ম্ ॥ ৪

ভৎসমুদয় এবং তোমাদিগের জিজ্ঞাসিত উত্তম বিবরণ ভৈরবোপাখ্যান, পীঠনির্ণয় বলিলাম । ৪৩

ভূমি-মহাকালের উৎপত্তি, এ সমস্তও বলিলাম; এখন হে দ্বিজবরগণ! যাহা ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর, আর কি বলিতে হইবে? ৪৪

মহাবোধনয় বহুতর ফলজনক, প্রাজ্ঞনিশ্চায়ক সকল তত্ত্বশ্রেষ্ঠ এই তত্ত্ব যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঠ করে, সে ব্যক্তি, তত্ত্বমাত্র লক্ষ্য—উপনিষদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জগতের রক্ষাকর্তা হয় । ৪৫

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৩

চতুৰশীতিতম অধ্যায়

রাজনীতি

স্বয়ং বলিলেন,—মহাভাগ! আপনি সকল কথাই বলিলেন, আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জনও করিলেন; ওরূপেব । আপনার প্রসাদে আমরা কৃতার্থ হইলাম । ১

দ্বিজবর । ভূমী ও মহাকালই ত বেতাল ভৈরবরূপে উৎপন্ন হইল; কিন্তু ওরূপেব । বেতাল, মহাকাল, ভূমী ও ভৈরব—এই চারিজনের কথা শুনিতে পাই কিরূপে? ২-৩

১। জাক্যং কৃতো গুরো ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভুবং পশ্যে মহাকালে মানুজস্বে চ ভূজিগ্নি ।
বেতালভৈরবাত্মে চ ভয়োভূতে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫
বরলাভে চ বেতালে ভৈরবে তেন সঙ্গতে ।
অন্ধকং তপসা যুক্ত ভূজিপক্ষাকরোত্তরঃ ॥ ৬
অন্ধকস্ত হরং পূর্বং বিক্রম্যাদমম্যগতঃ ।
পশ্চাকরং সমাধায়া পুত্রোহিভূতস্য মোহসূরঃ ॥ ৭
ভূজিস্নেহাদ্ভূজিপং ভং সংজয়া চাকরোত্তরঃ ।
সেহেন ভু মহাকালে বাণং বলিসূতং হরঃ ॥ ৮
বিমুনা হিন্রবাজন্ত মহাকালমথাকরোৎ ।
এবং মুনিবরন্তেষাং সংযতক চতুষ্টয়ম্ ।
বেতালভৈরবৌ ভূজিমহাকালৌ হনুক্রমাৎ ॥ ৯

বরম উচুঃ—

যং পৃষ্ঠেং সগরেনৈব মুনিমৌর্কং মহাবিপম্ ।
নীত্যা যোজ্য যদা ভাষ্য্য সূত আশ্বাহবো গুরো ॥ ১০
রাজনীতো মতাঃ নীতো মদাচারে যে স্থিতাঃ ।
বিশেষান্তেন যে প্রোক্তা ওর্কেন সুমহাশ্রনা ॥ ১১
নিশেষেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রোক্তুং সমাক্ তপোধন ।
ইচ্ছামস্তান্ মহাভাগ কথয়স্ব অশ্বদুগুরো ॥ ১২

দ্বিজবর ! বেতাল ভৈরব-বাতীত আর দুইজন ভৃঙ্গী মহাকাল কে ? ইহা পুনরায় শুনিতে ইচ্ছা করি । ৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দ্বিজবরগণ ! মহাকাল ও ভৃঙ্গী—যনুজ প্রাপ্তির পর বেতাল ভৈরব নামে প্রসিদ্ধ হইল । ৫

ইহার পর বরলাভ করিলে, মহেশ্বর তপোনিষ্ঠ অন্ধকাসুরকে ভূজিহানীর করিলেন । ৬

পূর্বের অন্ধকাসুর, শিবের সহিত বিরোধ করিয়া বিপন্ন হইয়া, পশ্চাৎ শিবকে আরাধনা করিয়া শুদীর পুত্রত্বলাভ করিল । ৭

ভৃঙ্গীর প্রতি স্নেহবশত মহাদেব, সেই অন্ধকের নাম রাখিলেন ভৃঙ্গী । কৃষ্ণ, বলিপুত্র বাণ-রাজার বাহ্যচ্ছেদ করিলে মহাদেব, তাঁহাকে মহাকালহানীর করিয়া মহাকালের প্রতি স্নেহবশত বাণেরই মহাকাল নাম রাখিলেন । ৮

মুনিবরগণ ! এইরূপেই বেতাল, ভৈরব, ভৃঙ্গী, মহাকাল—পৃথক্ পৃথক্ এই চারিজন হইয়াছেন । ৯

ঋষিগণ বলিলেন—ভাষ্য্য, পুত্র, আশ্বা ও গুরুর প্রতি যেরূপ নীতি প্রয়োগ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে এবং রাজনীতি, সাধুনীতি এবং মদাচারে যে সকল বিশেষ নিয়ম আছে, ভবিষ্যে সগর রাজা, মহামতি মহাশ্বা ওর্ক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যে উত্তর প্রদান করেন । ১০-১১

হে দ্বিজবর ! তপোধন ! তৎসমস্ত বিশেষরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, মহাভাগ গুরুদেব ! আশ্বাসিগের নিকট তাহা কীর্তন করুন । ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যে যে বিশেষাঃ কথিতা ঔর্ধ্বৈঃ সূমহাশ্বনাঃ ।
 ততঃ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুত্ব মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৩
 ঐন্দ্রবরুণঃ সগরো রাজা যন্ত্রকল্পাদিকং পুনঃ ।
 বিশেষং পরিপশুত্ব নীত্যাঙ্গীনাং মহামুনিম্ ॥ ১৪

সগর উবাচ—

যত্র নীত্যা প্রযোক্তব্যঃ সূত আত্মা পিতৃ তথা ।
 তেষাং বিশেষৈঃ সহিতং সদাচারং বদস্ব মে ॥ ১৫

ঔর্ধ্ব উবাচ—

ক্রমেণ শৃণু রাজেন্দ্র যত্র নীত্যা নিয়োজিতাঃ ।
 আত্মা সূতো বা ভাৰ্য্যা বা তদ্বিশেষং শৃণুয বে ॥ ১৬
 জ্ঞানবিদ্যাতপোব্রহ্মান্ বয়োব্রহ্মান্ সুদক্ষিণান্ ।
 সেবেত প্রথমং বিপ্রানসুখাপরিবজ্জিতান্ ॥ ১৭
 তেভ্যশ্চ শৃণুয়ামিত্যং বেদশাস্ত্রবিনিশ্চয়ম্ ।
 যদুদ্বৈশ্চ চ তৎ কার্য্যং প্রাক্তত্বেন নৃপশচরেৎ ॥ ১৮
 পক্ষোল্লিখ্যানি পক্ষাশ্বাঃ শরীরং রথ উচ্যতে ।
 আত্মা রথী কশা জ্ঞানং সারথির্শ্বন উচ্যতে ॥ ১৯
 অশ্বান্ সুনাতান্ কুর্ষত সারথিকাশ্বনা বশম্ ।
 কশা দৃঢ়া সদা কার্য্যা শরীরদ্বিরতা তথা ॥ ২০
 অশাস্তাংস্তু সমারুহ সৈন্ধবান্ স্পন্দনৌ যথা ।
 অশ্বানামিচ্ছয়া গচ্ছন্তুঃপথং প্রতিপদ্যতে ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাশ্বা ঔর্ধ্ব নীতিসম্বন্ধে যে যে বিশেষ কীর্তন করিয়াছেন, তৎসমস্ত বলিতেছি । ১৩

হে ব্রহ্মবরগণ ! শ্রবণ কর : রাজা সগর, যন্ত্রকল্পাদি শ্রবণ করিয়া মহামুনি ঔর্ধ্বকে নীতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ১৪

ঋষিবর ! পুত্র, আত্মা এবং ভাৰ্য্যার প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করা উচিত, তৎসমুদায় এবং সদাচার—আশ্বার নিকটে বনুন । ১৫

ঔর্ধ্ব বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! আত্মা, পুত্র, ভাৰ্য্যার প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করা উচিত, তাহা সবিশেষরূপে আমি কীর্তন করিতেছি, ক্রমে শ্রবণ কর । ১৬

প্রথমে জ্ঞান-ব্রহ্ম, তপোব্রহ্ম, বয়োব্রহ্ম, অদ্বৈতা বজ্জিত উদারচিত্ত বিপ্র-মণ্ডলীর সেবা কর্তব্য । ১৭

তাঁহাদিগের নিকটে প্রতিদিন জ্ঞতি-স্মৃতিবিহিত বিধিব্যবস্থা শ্রবণ করিবে ; তাঁহারা যাহা বলিবেন, বিজ্ঞ রাজা তাহাই করিবেন । ১৮

শরীর একখানি রথ ; পক্ষ ইন্দ্রিয় তাহার পাঁচটি অশ্ব ; আত্মা তাহার আরোহী রথী, জ্ঞান অশ্বের লাগাম, বশ তাহার সারথি । ১৯

অশ্ব সকল বিনীত করিবে, সারথিকে রথীর বশ করিবে, লাগাম দৃঢ় করিবে এবং শরীরের (রথের) সৈধ্য সম্পাদন করা কর্তব্য । ২০

রথী, হৃদ্বিনীত-অশ্বচালিত রথে আরোহণ করিবা অবদিশের ইচ্ছামুদারে

সত্রাংশঃ সারথিস্ত য়েচ্ছয়া প্রেরয়ন্ হযান্ ।
 নয়েৎ পরশশং সম্যগ্ গ্রথিতং বীরমগ্ধাত ॥ ২২
 তথেন্দ্রিয়ানি নৃপতির্বিষয়ানাং পরিগ্রহে ।
 স্ববশ্যানি প্রকুবীত মনো জ্ঞানং দৃঢ়ং তথা ॥ ২৩
 জ্ঞানে দৃঢ়ে কশাযাক দৃঢ়ায়াং নৃপসত্তম ।
 সারথিঃ স্ববশো দাত্তানীশঃ প্রেরয়িতুং হযান্ ॥ ২৪
 অতো নৃপঃ সেন্দ্রিয়ানি বশো কৃভা মনস্তথা ।
 জ্ঞানমার্গমধিষ্ঠায় প্রকুবীতামনো হিতম্ ॥ ২৫
 ভোক্তব্যং য়েচ্ছয়া ভূয়ো^১ ন কুর্যাদল্লোভমাসবে ।
 দ্রষ্টব্যমিতি দ্রষ্টব্যং ন দ্রষ্টব্যক য়েচ্ছয়া ॥ ২৬
 শ্রোতব্যমিতি শ্রোতব্যং নাধিকং ভ্রবণে চরেৎ ।
 শাস্ত্রতত্ত্বমুতে ধীরঃ ক্রতিবশো ভবেন্ন হি ॥ ২৭
 এবং জ্ঞানং তচক্ষাপি বশীকৃত্যেচ্ছয়া নৃপঃ ।
 য়েচ্ছয়া নোপভুক্তীত মোক্ষামং বিষয়ং ভ্রজেৎ ॥ ২৮
 এবং যদি ভবেদ্রাজা তদা ন স্তাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 জিতেন্দ্রিয়কে হেতুশ্চ শাস্ত্রবুদ্ধোপসেবনম্ ॥ ২৯
 অহুদ্রসেব্যশাস্ত্রজ্ঞো^২ নৃপঃ শত্রুবশো ভবেৎ ।
 তস্মাচ্ছাস্ত্রমধিষ্ঠায় ভবেদ্রাজা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩০

গমন করিতে করিতে বিপথে উপনীত হয়, আবার সারথি, রথীর অবশ হইয়া
 ইচ্ছামত অশ চালনা করিলে, রথী বীর হইলেও তাহাকে রিপুর অধীন করিয়া
 ফেলে ॥ ২১-২২

অতএব রাজা, বিষয় ভোগ করিবার সময় ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত
 করিবে, জ্ঞান যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহা করিবে ॥ ২৩

রাজশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা কশা (লাগাম) দৃঢ় হইলে, সারথি বশকতা থাকিলে,
 বিনীত অশ ঠিক পথেই চালিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

অতএব রাজা, নিজ ইন্দ্রিয় ও মন বশে রাখিয়া জ্ঞানপথে অধিষ্ঠান করত
 আশ্ব-হিতানুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫

রাজা য়েচ্ছাক্রমে ভোগ করিবে, কিন্তু বিপথে মন দিবে না । দেখা উচিত
 বলিয়া দেখিবে, ঔৎসুক্য সহকারে কিছুই দেখিবে না ॥ ২৬

শ্রোতব্য হইলে ভ্রবণ করিবে, অতিরিক্ত বিষয় ভ্রবণ করিবে না । ধীর
 রাজা শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যতীত, আর কিছুতেই হঠাৎ বিশ্বাসযুক্ত হইবে না ॥ ২৭

রাজা, নাসিকা ও জিহ্বাদ্বয়কেও এইরূপ নিজ ইচ্ছার বশবর্তী করিয়া
 য়েচ্ছাক্রমেই বিষয়োপভোগ করিবে এবং য়েচ্ছাক্রমেই বিষয়লাভ করিবে ॥ ২৮

রাজা এইরূপ হইলেই জিতেন্দ্রিয় হয় । শাস্ত্রানুশীলন ও বুদ্ধসেবাই ইন্দ্রিয়-
 জয়ের হেতু ॥ ২৯

অহুদ্রসেবী, শাস্ত্রানভিজ্ঞ রাজা, শত্রুবশ হইয়া পড়েন । এই জ্ঞ রাজা,
 শাস্ত্র অবলম্বনপূর্বক জিতেন্দ্রিয় হইবেন ॥ ৩০

ধৃতিঃ প্রাগল্ভ্যমুৎসাহঃ বাক্পটুত্বং বিবেচনম্ ।
 কৃষ্ণত্বং ধারসিদ্ধত্বং দানমৈমজীকৃতজ্ঞতা ।
 দৃঢ়শাসনভাসত্যশৌচং মতিবিনিশ্চয়ম্ । ৩১
 পরাভিপ্রায়বেদিত্বং চারিত্র্যং ধৈর্য্যমাপদি ।
 ক্লেমধারণশক্তিশ্চ তুরুদেববিজার্জনম্ । ৩২
 অনসূয়া ক্রকোপিত্বং গুণানৈভান্ শোহজাসেহ ।
 কার্য্যাকার্য্যবিভাগশ্চ ধর্ম্মার্থে কাম এব চ । ৩৩
 সততং প্রতিবুদ্ধোক্ত কুর্য্যাদবশ্যং হপি হৃৎ ।
 সামদানক ভেদশ্চ দণ্ডশ্চেতি চতুর্ভয়ম্ । ৩৪
 জাতোপায়াংস্তু হংকালে তদুপায়ান্ প্রয়োজয়েৎ ।
 সামস্ত বিষয়ে ভেদো মধ্যমঃ পরিকীর্তিতঃ । ৩৫
 দানস্য বিষয়ে সাম যোগ্যমেবোপলক্ষ্যতে ।
 দানস্য বিষয়ে দণ্ডো হৃদনঃ পরিকীর্তিতঃ । ৩৬
 দণ্ডস্য বিষয়ে দানং তদুপায়মমুচ্যতে ।
 সামস্ত গোচরে দণ্ডো হৃদমানমমঃ স্মৃতঃ । ৩৭
 সৌজন্যং সততং জেয়ং ভূভূতো ভেদদণ্ডয়োঃ ।
 সাহো দানস্য চ তথা সৌজন্যং যান্তি গোচরে । ৩৮
 কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ হর্ষো যানো মদস্তথা ।
 এতানতিশয়ান্ রাজা নজনিষ বিশতয়েৎ । ৩৯
 সেবাঃ কালে সুবুদ্ধো তে লোভগর্ভো বিবর্জয়েৎ । ৪০

প্রসন্নতা, প্রাগল্ভ্য, উৎসাহ, বাক্পটুতা, বিবেচনা, কৃষ্ণলভ্য, সহিষ্ণুতা, জ্ঞান, মৈত্রী, কৃতজ্ঞতা, শাসন-দাঢ্য, সত্য, শৌচ, কার্য্যস্বিরতা, পরের অভিপ্রায়-জ্ঞান, সঙ্কল্পিত্বতা, বিপদে ধৈর্য্য, ক্লেম-সহিষ্ণুতা, তুরু-দেব-বিজ্ঞপূজা, অনসূয়া-হীনতা, অক্লেমতা—রাজা এই সমস্ত গুণ অভ্যস্ত করিবে । ৩১-৩২

রাজা, কার্য্যাকার্য্য-বিভাগ, ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখি-
 যেন ; অবশর সত তাহা শালনও করিবেন । ৩৩

সাম (সম্ভাবহারে মিট-মাট্), দান (কিছু দিয়া মিট-মাট্), ভেদ (শত্রু-
 পক্ষের লোক ভাঙ্গান), দণ্ড (যুদ্ধ) এই চতুর্বিধ উপায় ; রাজা ইহা জানিয়া
 যথাস্থানে প্রয়োগ করিবেন । ৩৪

সামপ্রয়োগ স্থলে, ভেদ-উপায় প্রয়োগ মধ্যম বলিয়া কীর্ত্তিত । দানপ্রয়োগ
 স্থলে দণ্ডপ্রয়োগ বা দণ্ড প্রয়োগস্থলে দানপ্রয়োগ—অধম বলিয়া নির্দিষ্ট ।
 ৩৫-৩৬

সামপ্রয়োগ-স্থলে দণ্ডপ্রয়োগ অধমাদেশকা অধম । সাম, দান—এই দুইটি
 উপায় পরস্পরেই পরস্পরের সাহায্যকারী । ৩৭

রাজা, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—সকল উপায় প্রয়োগস্থলেই যৌবিক সৌজন্য
 প্রকাশ করিবেন । ৩৮

রাজার পক্ষে, কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, অভিমান ও মদ—ইহাদিগের
 আতিশয়া নজরৎ নিবাকরুণীয় । ৩৯

ক্ষোভ এবং গর্ভ বাতীত, কাম প্রভৃতি অপর কয়েকটি—যথাকালে কিছু
 কিছু ব্যবহার করা যাইতে পারে । ৪০

তেজ এব নৃপাশক্ত তীব্রং সূর্য্যস্য বৈ যথা ।
 তত্র গর্ভং রোগযুক্তং কাশবাৎস্রজ সংজ্যজ্ঞেৎ ॥ ৪১
 আশেটকাঙ্ক্ষো হ্রীসেবা পানদোষার্থদূষণম্ ।
 বায়ুদত্তরোশ্চ শারুবাং সপ্তৈতানি বিবর্জ্যয়েৎ ॥ ৪২
 পরস্ত্রীম্ বিরক্তাসু সেবামেকান্ততন্ত্যজ্ঞেৎ ।
 সতীম্ নিম্নমারীম্ যুক্তং কুৰ্য্যাগ্নিবেশনম্ ॥ ৪৩
 রতিপুত্রফলা দারাস্তাংস্ত নৈকান্ততন্ত্যজ্ঞেৎ ।
 তয়োঃ সিদ্ধো প্রিয়ঃ দেব্যা বর্জ্যস্তিত্ত্বাতিসক্ততাম্ ॥ ৪৪
 যুগয়াস্ত প্রহাদানাং স্থানং নিত্যং বিবর্জ্যয়েৎ ।
 অকাংসুখা ন কুক্ষীত সংকার্য্যাসক্তিনাশনম্ ॥ ৪৫
 অষ্টৈঃ কৃতং কদাচিত্ত্বে সেবেত নাখনাচরেৎ ॥ ৪৬
 অকার্য্যকরণে বীজং কৃত্যানাত্ত বিবর্জ্যনে ।
 অকালমস্ত্রভেদে চ কলহে সংকৃতিকয়ে ॥ ৪৭
 বর্জ্যয়েৎ সততং পানং শৌচমাশ্রয়ামাশ্রয়ম্ ।
 অর্থক্ষয়করং নিত্যং ত্যজেচ্চৈবাক্ষদূষণম্ ॥ ৪৮
 অভিশস্তেযু চোরেষু ধাতকেহাততায়িম্ ।
 সততং পৃথিবীপালো দত্তপাক্ষয়মাচরেৎ ॥ ৪৯
 নাক্ষত্র দত্তপাক্ষয়ং কুৰ্য্যাগ্নিপতিসত্তমঃ ।
 বাক্ষপাক্ষয়ক সর্কত্র নৈব কুৰ্য্যাৎ কদাচন ॥ ৫০

রাজাদিগের তেজই সূর্য্যের কাশ তীব্র ; গর্ভ তাহার রোগ, অতএব রোগ-
 যুক্ত মেহের কাশ গর্ভযিহিত তেজকে পরিত্যাগ করিবে । ৪১

যুগয়াসক্তি, দ্যুতক্রীড়া, অতাস্ত্র হ্রী-সন্তোষ, পানদোষ, অর্থদূষণ, বাক্ষ-
 পাক্ষয় এবং দত্তপাক্ষয়—রাজা এই সাতট দোষ পরিত্যাগ করিবে । পরস্ত্রীতে
 কিংবা অননুরক্তা নিম্ন-স্ত্রীতেও কখনই আসক্ত হইবে না । ৪২-৪৩

তবে আপনার অনুরাগিনী সাক্ষী পত্নীতে অনুকূল সময়ে উপগত হইবে ।
 রতিক্রীড়া ও পুত্রোৎপত্তি ভার্য্যা করিবার ফল, অতএব সতী নিজ ভার্য্যাকে
 একেবারে পরিত্যাগ করিবে না ; প্রত্যুত ঐ দুই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সময়ে
 আসক্ত হইবে, কিন্তু অতিশয় আসক্ত হইবে না । ৪৪

যুগয়াতে অত্যাহিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, অতএব যুগয়া রাজার সতত
 পরিহার্য্য ; আর সংকার্য্য-শক্তি-নাশক দ্যুতক্রীড়াও সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ।
 ৪৫

তবে অগরে দ্যুতক্রীড়া করিতেছে, রাজা কদাচিত্ত তাহা দেখিতে পারেন ;
 কিন্তু যতঃ কদাচ খেলিবেন না । ৪৬

দ্যুতক্রীড়ার দ্বারা কুকার্য্যের মূল এবং কর্ত্তনাশক আশ্র কিছুই নাই । গৃহ-
 মন্ত্রণা পান দোষে অযথা কালে প্রকাশ হইয়া পড়ে, অসময়ে অকারণে কলহ
 উপস্থিত হয় । ৪৭

সংকার্য্য, শৌচ এবং যজ্ঞ বিনষ্ট হয়, অতএব পানদোষ সর্বতোভাবে
 পরিহার করিবে । -প্রাণক্ষয়কর অর্থ-দূষণ সতত পরিত্যাজ্য । ৪৮

অভিশস্ত, চোর, হত্যাকারী এবং আততায়ীদিগের উপরে, নরপতি সতত
 দত্তপাক্ষয় করিবেন । কিন্তু হে নৃপবর ! অশ্রদ্ধ দত্তপাক্ষয় করিয়া রাজার

ব্রহ্মবীৰ্যং সত্যং সত্যম্বেকং পরাক্রমম্ ।
 ক্ষমাং তেজস্বিতাটেকব প্রস্তাবান্ৰূপ আচরেৎ ॥ ৫১
 যানাসনাশ্রয়দৈবদসঙ্কয়ে বিগ্রহস্তথা ।
 অভাসেৎ বজ্জুগাণেন্তাংস্তেবাং স্থানক শাসিতম্ ॥ ৫২
 যঃ প্রমাণং ন জানাতি স্থানে বৃক্কো তথা ক্ষয়ে ।
 কোষে জনপদে দণ্ডে ন স রাজোহবতিষ্ঠতে ॥ ৫৩
 কোষে জনপদে দণ্ডে চৈকৈকত্র এতৎ এতম্ ।
 প্রস্তাবাদ্বিনিযুক্তীত রক্ষৈককাংস্ততক্ষিমান্ ॥ ৫৪
 মিত্রে শত্রাবুদাসীনে প্রভাবং ত্রিহপীষয়েৎ ।
 উৎসাহো বিজিগীষায়াং ধর্মকৃত্যেহুচৈবর্গকে ॥ ৫৫
 শরীরখাজানির্কাহে ক্রিয়েত সততং নৃপৈঃ ॥ ৫৬
 যজ্ঞনিশ্চয়সমুত্তার বুদ্ধিং সর্বত্র যোজয়েৎ ।
 অমাভ্যে শত্রবে রাজ্যে পুত্রেষুপুত্রেষু চ ॥ ৫৭
 কৃষিং হুর্গক বাণিজ্যং খজ্ঞানীং করসাধনম্ ।
 আদানং সৈন্যকরহোর্বন্ধনং গজবাজিনোঃ ॥ ৫৮
 শূশ্রে সমুখানাক যোজনং^১ সততং জনৈঃ ॥ ৫৯
 প্রজ্ঞায়াং সাহসেন্তুবাং বন্ধনকেতি চাষ্টমম্ ।
 এতদষ্টেনু বর্গেষু চারান্ সম্যক্ প্রযোজয়েৎ ॥ ৬০
 কার্যাকার্যবিভাগায় চাষ্টবর্গাবিকারিণাম্ ।
 অষ্টৌ চারান্নিবৃঞ্জীহাসষ্টবর্গেনু পার্থিবঃ ॥ ৬১

অনুচিত । রাজা বাক্যপারুক্ষ্য (কটুবাক্য-প্রয়োগ) কখনই কাহারও প্রতি করিবেন না । ৫৯-৬০

সতত সত্য পালন করিবেন ; সত্যই একমাত্র অবলম্বনীয় । রাজা কার্য্য বুদ্ধিগা ক্ষমা এবং তেজস্বিতা অবলম্বন করিবেন । ৫১

যান, স্থিতি, আশ্রয়-গ্রহণ, দৈব, সন্ধি এবং বিগ্রহ এই ছয়টি শুণ সতত অভ্যাস করিবেন ; যে স্থানে যে শুণ অবলম্বনীয়, তাহারে স্থির করিবেন । ৫২

যে ব্যক্তি স্থান, বুদ্ধি, ক্ষম, কোষ, জনপদ এবং দণ্ডের পরিমাপাদি না বুঝে, সে রাজ্য রাজ্য শাসনে অনুপযুক্ত । ৫৩

কোষ জনপদ এবং দণ্ড এতৎসম্বন্ধীয় এক একটি কার্য্য তিন তিন জনকে নিযুক্ত করিবে । আর একজনকে এই সকল কার্য্য চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে না । ৫৪

মিত্র হউক, শত্রুই হউক, আর উদাসীনই হউক,—প্রভাব ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই দেখাইবে । রাজার। জিগীষা, ধর্মকার্য্য, অষ্টবর্গ এবং শরীর-খাজা-নির্কাহেও উৎসাহ-সম্পন্ন হইবেন । ৫৫-৫৬

যজ্ঞ, শত্রু, রাজ্য, পুত্র এবং অন্তঃপুর এই সকল বিষয়ে যজ্ঞপূর্ব্বক বুদ্ধি চালনা করিবে । ৫৭

কৃষি, হুর্গ, বাণিজ্য, সেতু-বন্ধন, গজ-বাজি বন্ধন ; খনি-আকরাবিকার, করগ্রহণ এবং শূণ্যনিবেশন চর-শূণ্যাদি স্থানে চরানিহাশন—ইহা অষ্টবর্গ । এই অষ্টবর্গে চর নিয়োগ করিবে । ৬০-৬০

দশ শৃংগেযু যুক্তৈ ত ক্রমতঃ শৃংগ তানি বৈ ।
 ধামী সচিব-রাষ্ট্রোপাধি মিত্রং কোশা বজ্রং তথা ॥ ৬২
 দুর্গস্ত সপ্তমং জ্যেষ্ঠং রাজ্যাক্ষং গুরুভাষিতম্ ।
 দুর্গযুক্তং চার্ষ্যবর্গে চার্ষ্যান্নানি যোজয়েৎ ॥ ৬৩
 ভাস্মাদিমানি শেখানি শক চারুপদানি চ ।
 ভজ্যন্তেষু চ পুত্রেষু^১ সমুখাদৌ মহানসে ॥ ৬৪
 শক্রদাসীনয়োশ্চাপি বলাবলবিনিশ্চয়ে ।
 অষ্টাদশশু চৈতেষু চারান্ রাজা প্রযোজয়েৎ ॥ ৬৫
 ন যৎপ্রকাশং জ্ঞানীহ্যন্তস্তচ্চার্যৈর্নিক্রপয়েৎ ।
 নিক্রপ্য তৎপ্রতীকারমদন্তং হিঙ্গুতশ্চরেৎ ॥ ৬৬
 যথানিয়োগম্নেতেশাং যো যো যজ্ঞানুষ্ঠাচরেৎ ।
 জ্ঞাত্য তত্র নৃপশ্চাংষ্টৈর্ দিগ্ভয়েষা বিযোজয়েৎ ॥ ৬৭
 চার্য্যংস্ত মন্ত্রণা সার্কং বহস্যে সংস্থিতো নৃপঃ ।
 প্রদোষসময়ে পুচ্ছেত্তদানৌমেব সাধয়েৎ ॥ ৬৮
 যপুজে চাথ ভজ্যন্তে যে তু চার্যা মহানসে ।
 নিযুক্তান্তান্নাধ্যরাত্রে পুচ্ছেৎ স্বেহপি চ মন্ত্রিণি ॥ ৬৯
 ঐত্যাংশ্চারান্ স্বয়ং পশ্যেদ্পতির্মন্ত্রিণা বিনা ।
 অস্ত্রাংশ্চ মন্ত্রিণা সার্কং নিক্রপ্য ঐদিশেৎ ফলম্ ॥ ৭০
 নৈকবেশবদ্রশ্চারো নৈকো নোংসাহবর্জিতঃ ।
 সংস্রতো ন হি সর্বত্র মাতিদীর্ঘো ন বামনঃ ॥ ৭১

এই অষ্টবর্গে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞানের জন্য আটজন চর নিযুক্ত করিবে । ৬১

অন্য যে দশ বিষয়ে চর নিরোগ করিবে, যথাক্রমে তাহা লেখন কর ; রাজা, অমাত্য, রাজচক্র, মিত্র, কোশ, সৈন্যসামন্ত এবং দুর্গ—রাজ্যের এই গুরুকথিত সপ্তাক্ষ । ৬২

অষ্টবর্গের মধ্যে দুর্গের কথা একবার বলা হইয়াছে, এবং আপনার প্রতিও চর প্রয়োগ করিতে হইবে না ;—সুতরাং সপ্তাক্ষের মধ্যে পঞ্চাক্ষে চর প্রয়োগ করিবে । ৬৩

অস্ত্রপুত্র, নিজপুত্র, মাধ্য-পুত্রাদি, পাকশালা এবং শক্র ও উদাসীনের বলা-বল পরীক্ষা এই পাঁচবিষয়ে—সর্বশুদ্ধ এই অষ্টাদশ বিষয়ে চর প্রয়োগ করিবে । ৬৪-৬৫

যাহা গোপনে জানিতে ইচ্ছা হইবে, তাহিষয়েই চর প্রয়োগ কর্তব্য । চর-স্বৰূপে অবগত হইয়া প্রতিকার্য্য বিষয়ের অবস্থা প্রতিকার করিবে । ৬৬

নিযুক্ত চর, নিরোগের অনুষ্ঠানচরণ করিতেছে জানিতে পারিলে, রাজা তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া অধিকারচ্যুত করিবেন । ৬৭

যন্ত্রিসমেত রাজা, প্রদোষকালে নির্জনস্থানে বসিয়া চরদিগকে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া তৎক্ষণাৎ তদনুসারে কার্য্য করিবেন । ৬৮

নিজপুত্র, অস্ত্রপুত্র, মহানস (পাকশালা) এবং মন্ত্রীর প্রতি যে সকল চর নিযুক্ত থাকিবে, রাজা নিশীথকালে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন । ৬৯

ମତତଃ ନ ନିବାଚାରୀ ନ ଦୋଶୀ ନାପାବୁଦ୍ଧିମାନ ।
 ନ ବିତ୍ତବିତ୍ତବିହୀନୋ ନ ଭାର୍ଯ୍ୟାପୁତ୍ରବଞ୍ଚିତଃ ॥ ୧୧
 କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତାରୋ ବୃଥାତିନା ତତ୍ତତ୍ତଦ୍ଭବିନିର୍ବହେ ।
 ଅନେକବେଶଗ୍ରହମନ୍ୟଃ ଭାର୍ଯ୍ୟାମୁଡ଼େୟୁତମ୍ ॥ ୧୨
 ବହୁଦେଶବଚୋଽଭିଜ୍ଞଃ ପରାଭିପ୍ରାୟବେଦକମ୍ ।
 ହୃତଭକ୍ତଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂସୁ ଚାରଂ ମତ୍ତମସାଧୁସମ୍ ॥ ୧୩
 ଅଭିତିତୈଃ ସ୍ବୟଂ ରାଜା କୃଷିକାଞ୍ଚନଟୈସ୍ତଥା ।
 ବନ୍ଧିକପଥେ ହୁ ହର୍ଷାଦୌ ତେଷୁ ମତ୍ତଗାମିଷୋଽୟେଂ ॥ ୧୪
 ଅନ୍ତଃପୁରେ ପିତୃହୃଦ୍ୟାନ୍ ଶୈରାନ୍ ବୃଦ୍ଧାମିଷୋଽୟେଂ ।
 ବଞ୍ଚାନ୍ ମତ୍ତାଂଶୁବା ବୃଦ୍ଧାଂସ୍ତ୍ରିୟୋ ବା ବୁଦ୍ଧିତଂପରାଃ ॥ ୧୫
 ତଦ୍ଭାବେ ଶାନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀୟାଂ ସ୍ତ୍ରିୟୋ ବୃଦ୍ଧା ସନୀଧିବୀଃ ।
 ନୈକଃ ସ୍ବପେଂ କଦାଚିତ୍ ନୈକୋ ହୃଦ୍ବୀତ ପାଞ୍ଚିବଃ ॥ ୧୬
 ନୈକାକିନୀଶ୍ଚ ସହିଷୀଃ ଶ୍ରେୟୋଽନୁଦ୍ରାସ୍ତ ନୈକକଃଂ ।
 ଅମାତ୍ୟାନ୍ ଧନଂ ଶତାନ୍ ଭାର୍ଯ୍ୟାଃ ପୁତ୍ରାଂଶୁତୈଷ୍ବ ଚ ॥ ୧୭
 ଶ୍ରଦ୍ଧାଂସୁ ମତତଃ ହୁମଃ ମତ୍ତମାଦଂ ମତାଚରନ୍ ।
 ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଥକାୟୋଽଟ୍ଟକଂ ଶ୍ରୋତ୍ରୋକଂ ପରିଶୋଧନଃ । ୧୮
 ଉପେତା ସୌସ୍ତେ ସନ୍ନାହମଧା ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜିତା ।
 ଅର୍ଥକାୟୋପଧାଭାସ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟାପୁତ୍ରାଂଶୁ ଶୋଧୟେଂ ।
 ସର୍ବୋପଧାଭିରିପ୍ରାଂଶୁ ସର୍ବାଭିଃ ମତିବାନ୍ ପୁନଃ ॥ ୧୯

ଏହି ସକଳ ଚରକେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀବାତୀତ ଏକାକୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେନ । ରାଜା, ଅନ୍ୟ ଚରଦିଗରେ ଯନ୍ତ୍ରୀର ସହିତ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା କଳାକଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେନ । ୧୦

ଏକବେଶଧାରୀ, ଉତ୍ତମାହ-ବଞ୍ଚିତ, ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ, ଅତିଦୀର୍ଘାୟୁ, ଶର୍ବକାର, ମତତ ନିବାଚାରୀ, ବେଶ-ସମ୍ପନ୍ନ, ନିର୍ଭୟ, ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି-ହୀନ, ପୁତ୍ରଦାର-ବଞ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗରେ ଲୋପନୀୟ ସଂବାଦ ଆନିବାର ଅନ୍ୟ ରାଜା ଚର ନିୟୁକ୍ତ କରିବେନ ନା । ଚର ଏକଜନ ରାଧିବେନ ନା । ୧୧-୧୭

ବହୁଦେଶତତ୍ତ୍ବବିଂ, ବହୁଭାଷାଭିଜ୍ଞ, ପରାଭିପ୍ରାୟବେଦୀ, ହୃତଭକ୍ତ, ସର୍ବ ଓ ନିର୍ଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଚର ନିୟୁକ୍ତ କରା ଉଚିତ । ୧୮

ରାଜା—କୃଷିକର୍ମ, ବାନିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶୂର୍ଗାନିତେ — ତତ୍ତଦ୍ଭିଷତ୍ରେ ମୁଦନ୍ତ ଆଦିମତ୍ତ ଚର-ଦିଗରେ ନିୟୁକ୍ତ କରିବେନ । ୧୯

ଅନ୍ତଃପୁରେ, ହୃଦ୍ବୀର ପିତୃହୃଦ୍ୟା ପୁରୁଷଦିଗରେ, ବିଚକ୍ଷଣ ବନ୍ଧ-ମତ୍ତ (ଯୋଦ୍ଧା) ଦିଗରେ ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁପତ୍ତିତା ହୁଦ୍ଧା ସର୍ବଶୃଙ୍ଖଳୀକେଠ ଚର ନିୟୁକ୍ତ କରିବେ । ୧୬

ରାଜା, କଦାଚ ଏକାକୀ ଶୟନ ବା ଭୋଜନ କରିବେନ ନା ; ଏକାକୀ ସଜାତ୍ୟାମ୍ କରିତେ ଯାହିବେନ ନା ବା ଏକାକିନୀ ସହିଷୀ ନିକଟ ଏକାକୀ ଯାହିବେନ ନା । ରାଜା, ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରର ମତ୍ତୋଽହ ହଠାତ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରଦିଗରେ ମତତ ଉପଧା-ଶୁଦ୍ଧ କରିବେନ । ୧୭-୧୮

ଶ୍ରୋତ୍ରୋକ ପରିଷଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥ, କାମ, ଯୋଦ୍ଧା—ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ନାମହି ଉପଧା । ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରଦିଗରେ ଅର୍ଥ କାମ ଉପଧାଦ୍ବାରା, ବ୍ୟାକ୍ଷପଦିଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ-ଉପଧାଦ୍ବାରା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଦିଗରେ ସକଳ ଉପଧାଦ୍ବାରା ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ । ୧୯-୨୦

এতির্যৈষ্যন্তথা নটেনরিটৈব নৃপতির্ভবেৎ ।
 তস্মাৎস্বাংস্ত রাজ্যার্থী ধর্ম্মং যবৎ সমাচরেৎ ॥ ৮১
 অনেকৈনবাভিচারেণ ধর্ম্মার্থী পার্শ্বিষ্যে হুয়ম্ ।
 প্রাণাংস্ত্যজতি রাজা যৎ ভবিত্তসি ন সংশয়ঃ ॥ ৮২
 ইতি ধর্ম্মো নৃপতৈশ্চৈব অশ্বমেধাদিকন্ঠ যঃ ।
 স্বয়ং ন কুরুতে ভূপতশ্চাভ্যং কুরু সত্তম ॥ ৮৩
 এবং মঠৈর্ম্মত্রিষ্ণু মূলাঃ কার্য্যান্তিকান্দিজাৎ ।
 ঐত্তরজাতান্ স্বয়ং জ্ঞাত্বা গৃহীয়াত্তত্ তৈর্ম্মনঃ ॥ ৮৪
 যদি রাজ্যান্তিলাবেণ সচিবোহধর্ম্মমচরেৎ ।
 নৃপাতৌ বাহিকং কুর্য্যাদ্বর্ষং তং হীনতাম নরেৎ ॥ ৮৫
 আভিচারিকমত্যাং কুর্য্যগন্ত বিঘাতয়েৎ ।
 প্রবাসবেদ্ ভ্রাম্যন্ত পার্শ্বিষ্যন্তাভিচারিকম্ ॥ ৮৬
 এষা ধর্ম্মোপধা জ্ঞেয়া তৈর্ম্মমাত্যান্ সূতান্ অয়েৎ ।
 এতাদৃশীং তৈর্ম্মবান্দ্ভূপদান্ ধর্ম্মতচ্চরেৎ ॥ ৮৭
 কোষাধ্যক্ষান্ সমায়ন্ত্য রাজ্যামাত্যান্ প্রভারয়েৎ ।
 পুত্রানগ্রান্ এতি তথা মন্ত্রসংবরণাকমান্ ॥ ৮৮
 অয়ং হি প্রচুরঃ কোষো মনায়তো মনোভুজ ।
 আনয়ে তব সশ্রুত্যা তদ্যদ্বি তং প্রভীক্সসি ॥ ৮৯
 তবার্থজগাদশ্রাকং জীবনং চ ভবিত্ততি ।
 ত্বং চাপি প্রচুরৈঃ কোষৈঃ কিং কিং বা ন কবিত্তসি ॥ ৯০
 এবম্ভৈঃ কোষপটৈক্ৰপাট্যৈনৃপসত্তমঃ ।
 পুত্রামাত্যাংদিকান্ সর্কান্ সততং পরিপোষয়েৎ ॥ ৯১

এই সকল কার্য্য, যজ্ঞ এবং দানাদিবারা রাজ্য পূণ্যভাগী হইবে ; অতএব রাজ্যার্থী ভূমিও এইরূপ ধর্ম্মাচরণ কর । ৮১

এই রাজধর্ম্ম, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, মন্ত্রণা, চরপ্রেরণাদি কার্য্য—যে রাজার নাই, অবিলম্বে তাহার রাজ্যচ্যুতি এবং প্রাণত্যাগ ঘটে সন্দেহ নাই । অতএব হে সাধুবর ! তুমি এ সকল কার্য্য করিতে থাক । ৮২-৮৩

রাজা এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দৈবজ্ঞ ভ্রাম্যন্তদিগকে গোপনে আনিয়া এবং প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া লোকের মন বুঝিতে চেষ্টা করিবেন । ৮৪

মন্ত্রী যদি রাজ্যান্তিলাষী হইয়া রাজ্য হইতে অধিক ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহা হইলে, রাজা তাহার ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত করিবেন । ৮৫

রাজার বিরুদ্ধে অভিচার কার্য্য করিলে, রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন ; ভ্রাম্যন্ত একরূপ করিলে রাজা তাহাকে নির্বাসিত করিবেন । ৮৬

ইহার নাম ধর্ম্মোপধা ; পুত্র ও মন্ত্রাদিগকে ইহার দ্বারা ভর করিবে । এতাদৃশ অন্য উপধাও রাজা, ধর্ম্মে আশ্রয় করিবেন । ৮৭

মন্ত্রী বা মন্ত্রণা-গোপন-কর্ম্ম রাজপুত্র বসিয়া আছেন, এমন সময় রাজার নিয়মমত কোষাধ্যক্ষ আনিয়া বলিবে । ৮৮

এই প্রচুর ধন আপনার আশ্রয় করিয়াছে, অনুমতি করেন ত লইয়া আসি, আপনার অধীনে আমাদিগেরও জীবন নির্বাহ হইবে । এ প্রচুর ধন দ্বারা

কোষদোষকরান্ হস্তাং কর্তুমিচ্ছন্ বিদ্যাসয়েৎ ।
 বৈধচিত্তান্ বিমমোক্ত কুর্য্যটৈ কোষরক্ষণম্ । ৯২
 দাসীশ্চ শিল্পিনীবৃদ্ধা মেধাবৃতিমতীঃ ক্রিচঃ ।
 অম্বর্ষহিষ্ট বা স্বাতি বিদিতাঃ সচিবাদিভিঃ । ৯৩
 ভা রাজা মহসি হিহা ভাৰ্যাদিভিরলক্ষিতঃ ।
 অভিমত্যাং সমত্যা প্রেষয়েৎ সচিবান্ প্রতি । ৯৪
 ভা গচ্ছা হৃৎকং বুদ্ধা ত্রিহো বিজ্ঞানতৎপরঃ ।
 মহিষীপ্রমুখা রাজত্বাং বৈ কাময়তে শুভাঃ । ৯৫
 ভা হং যোজতিচ্ছাষি যদি তে বিদ্যতে নৃপহা ।
 সচিবস্তাং কামরতে কন্দমোক্ষো বরবণিনি । ৯৬
 ভং সঙ্গমস্বিতুং শক্তা যদি শ্রদ্ধা ভবাস্ত্যহম্ ।
 ইত্যনেন একাধেণ নানোপায়ৈস্তথোক্তৈঃ । ৯৭
 ভাৰ্য্যাঃ পুত্রহৃদ্বীশ্চ স্নুবাশ্চ প্রসন্নমাতৃকামা ।
 লোভয়েৎ সচিবান্ পুত্রান্ পৌত্রাদীন্ সেবকাংস্তথা ৯৮
 কামোপধাবিতুং যাতয়েৎ বিচারম্ ।
 ত্রিষস্ত যোজ্যে দত্তেন ব্রাহ্মণাংস্ত^১ এবাসয়েৎ । ৯৯
 যোক্তমার্গাবসক্ত হিংসাতৈপ্তস্তবজ্জিতম্ ।
 ক্ষমৈকসারং নৃপতিঃ সচিবং পরিবৰ্জয়েৎ । ১০০

আপনিও যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন রাজা কোষদোষীয় এই উপায় দ্বারা পুত্র এবং মন্ত্রীদিগকে পরিশোধিত করিবেন । ৯১-৯২

কোষ-হানি-কর ব্যক্তিদিগের প্রাণদত্ত করিবেন, কিংবা নির্ধাসিত করিবেন । কোষ-হানি করি কি—না করি এইরূপ বিতর্কিতচিত্ত ব্যক্তিকে অধিকারচ্যুত করিবেন এবং কোষরক্ষণে যত্ন করিবেন । ৯২

যে সকল বৃদ্ধা বিচক্ষণা দাসী ও শিল্পিনীগণ, মন্ত্রী প্রভৃতির জাতমারে অন্তঃপুরে ও বাহিরে গতিবিধি করে । ৯৩

রাজা নির্ভয়ে ভাৰ্য্যাদির অনকো, ভাৰ্যাদিগকে বলিয়া-কহিয়া মন্ত্রীদিগের নিকটে পাঠাইবেন । ৯৪

তাহারা গিয়া ইহাদিগের মন বুঝিবে ; বলিবে, রাজমহিষী প্রভৃতি স্নুবা-গণ, তোমার প্রতি অনুগ্রহাইয়াছে । ৯৫

তোমার যদি ইচ্ছা থাকে ত বল, আমি ঘটনা করিয়া দিতে পারি । আবার রাজমহিষী-প্রভৃতিকে বলিবে, বরবণিনি । মন্ত্রী তোমার প্রতি অনুব্রত । ৯৬

যদি ইচ্ছা হয় ত বল, আমি তাঁহার সহিত তোমার মিলন করাইয়া দিতে পারি । ৯৭

রাজা, এইরূপ উপায় এবং অন্য উপায় দ্বারা ভাৰ্য্যা, কন্যা, পৌত্রী, স্নুবা ও পৌত্রযুগলকে এবং মন্ত্রী, পুত্র, পৌত্র ও সেবকদিগকে বিত্ত কি না জানিবে । ৯৮

ইহার মধ্যে যে সকল স্ত্রী-পুরুষ কামোপধাতে অশক্ত, অবিবাহে তাহা-দিগকে প্রাণদত্ত করিবে । ব্রাহ্মণ হইলে নির্ধাসিত করিবে । ৯৯

মোক্ষমার্গবিবক্ষাসক্ত মত্যানপি ন নৃত্যেৎ ।
 সমবুদ্ধিস্ত সৰ্বত্র তস্মাস্তং পরিবৰ্জয়েৎ । ১০১
 ইতি সূত্রকোপধানামুপধা বহুধা পুনঃ ।
 বিবেচিতা চোশনসা তচ্ছাস্ত্রে তত্র বোধয়েৎ । ১০২
 বিগ্রহং সত্ততং রাজা পটৈন্ন সমাগচ্ছয়েৎ ।
 ভূমিত্তমিত্তলাভেষু নিশ্চিতেষেব বিগ্রহাঃ । ১০৩
 সপ্তাঙ্গেষু প্রসাদশ্চ সদা কার্যো নৃপোক্তমৈঃ ।
 কোষস্ত সক্রমং রক্ষাং সত্ততং সমাগচ্ছয়েৎ । ১০৪
 যস্তিগন্ত নৃপঃ কুর্য্যান্ বিপ্রান্ বিদ্যাবিশারদান্ ।
 বিনবাচ্ছান্ কুলীনান্শ্চ ধৰ্ম্মার্থকুশলানুজ্ঞান্ । ১০৫
 মন্ত্ররেষ্ঠৈঃ সমং জ্ঞানং নাত্যর্থং বহুভিষ্করেৎ ।
 একৈক্যকটেনব কর্তব্যং মন্ত্রস্য চ নিশ্চিতম্ । ১০৬
 ব্যাটৈঃ সমষ্টৈশ্চান্যস্ত ব্যাপদৈশ্চ সমস্ততঃ ।
 সুসংযুক্তং মন্ত্রগৃহং স্থলং বাকুহ মন্ত্রয়েৎ । ১০৭
 অরণ্যে নিঃশলাকে বা ন যামিত্যাং কদাচন ।
 শিশুহাখামুগান্ পত্নীহুকান্ বৈ সারিকাসুখা । ১০৮
 বর্জয়েন্মন্ত্রগেহে তু মনুষ্ঠান্ বিকৃতাংসুখা ।
 দৃশ্যং মন্ত্রভেদেষু নৃপাণাং যত্ন জায়তে । ১০৯

মোক্ষমার্গাসক্ত হিংসানৈপুণ্যবর্জিত কমা-সর্বত্র মন্ত্রীকে রাজা পরিত্যাগ করিবেন । ১০০

মোক্ষ-মার্গাসক্ত ব্যক্তি, মন্ত্রের উপযুক্ত হইলেও তাহাকে রাজা দত্তিত করিবেন না ; কারণ মোক্ষমার্গাসক্ত ব্যক্তি সর্বত্র সম-বুদ্ধি । ১০১

উপধার এই সূত্র । উপমা অনেক প্রকার উপধার বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন ; তৎসমস্ত উপনয় যাত্রেই জ্ঞাতব্য । ১০২

ভূমিসম্পত্তি এবং মিত্রলাভ বহুতর হইবে,—নিশ্চয় থাকিলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে । ১০৩

নচেৎ অন্য উপায় অবলম্বনই প্রেরকর । সপ্তাঙ্গের পরম্পর সম্ভাব, কোষ-সক্রম ও কোষ-রক্ষা, নৃপশ্রেষ্ঠত্বের সর্বতোভাবে কর্তব্য । ১০৪

রাজা, যজ্ঞবিদ্যা-বিশারদ, বিনীত, সৎ-কুলোদ্ভব, ধৰ্ম্মার্থ-কুশল, সরল-চিত্ত ব্রাহ্মণদিগকেই মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত করিবেন । ১০৫

যথাকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত মন্ত্রণা করিবেন । অনেকের সহিত মন্ত্রণা এবং সর্বদা মন্ত্রণা করা নিষিদ্ধ । ১০৬

বিশেষ আবশ্যক হইলে, একবার একজনের সহিত আর একবার আর একজনের সহিত—এইরূপে সকল মন্ত্রীর সহিতই মন্ত্রণা করিয়া লইবেন । অনেকের জল করিয়া একেবারে সকলের সহিত মন্ত্রণাও করিতে পারেন । ১০৭

অত্যন্ত গোপনীয় এবং সুরক্ষিত গৃহে কিংবা উপদ্রব-শূন্য নির্জন অরণ্যে গিয়া মন্ত্রণা করা উচিত ; রাজ্যে মন্ত্রণা করা নিষিদ্ধ । মন্ত্রণাহলে, বালক, বানর, নপুংসক, শুক-সারিকা, এবং বিকৃত মনুষ্ঠাদিগকেও আসিতে দেওয়া নিষেধ । ১০৮

ন তচ্ছক্যং সমাধাতুং দৈকদূর্গপশুভৈরপি ।
 দণ্ড্যাংস্ত দণ্ডয়েদ্যৈশ্চরদণ্ডান্ দণ্ডয়েদ্বহি ॥ ১১০
 অদণ্ডয়ন্ নৃপো দণ্ডায়দণ্ড্যাংস্তাপি দণ্ডয়ন্ ।
 নৃপতির্বাচ্যতাং প্রাপ্য চৌরকিঞ্চিৎকামদুর্গাং ॥ ১১১
 দুর্গে তু সমতাং^১ কুর্যাৎ প্রাকরাটোলভোরদৈঃ ।
 ভূমিতাম্রগরাজ্যাকা নুরে দুর্গাশ্রয়ং চরেৎ ॥ ১১২
 দুর্গং বলং নৃপাশাস্ত্র নিত্যং দুর্গং প্রশস্ততে^২ ।
 শতযেকো যোধয়তি দুর্গং যো ধনুর্ধরঃ ॥ ১১৩
 শতং দশসহস্রাণি ভাস্মাদুর্গং প্রশস্ততে ॥ ১১৪
 জলদুর্গং ভূমিদুর্গং বৃক্ষদুর্গং তথৈব চ ।
 অরণ্যমরুদুর্গঞ্চ শৈলজং পরিষোক্তবম্^৩ ॥ ১১৫
 দুর্গং কার্য্যং নৃপতিনা যথা দুর্গং স্বদেশতঃ^৪ ।
 দুর্গং কুর্বন্ পুরং কুর্যাৎত্রিকোণং ধনুর্বাহুতি ।
 বর্তুলঞ্চ চতুষ্কোণং নাস্তথা নগরং চরেৎ ॥ ১১৬
 যুদ্ধসাকৃতিদুর্গং সততং কুলনাশনম্ ।
 যথা বাকসরাজ্যস্ত লক্ষা দুর্গাধিতা পুরা ॥ ১১৭
 যশেঃ পুরং শোণিত্যাখ্যং তেজো দুর্গেঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 তদ্ব্যস্মাদ্ভাজনাকারং যনোজ্জ্যেষ্ঠেঃ শিবাযনিঃ ॥ ১১৮

রাজাদিগের গুহ যত্ননা প্রকাশ পাইলে বে দোষ হয়, তাহার প্রতিকার করা সুদক্ষ শত শত রাজারও সাধ্য নহে । ১১০

রাজা দণ্ডনীর ব্যক্তিদিক্ষকে দণ্ডিত করিবেন, অদণ্ডনীয় ব্যক্তিদিক্ষকে দণ্ডিত করিবেন না । রাজা, দণ্ডাইব্যক্তির দণ্ড না করিলে বা অদণ্ডনীর ব্যক্তির দণ্ড করিলে অকৌত্তি প্রাপ্ত হন এবং চোর-পাণে পাণী হইয়া থাকেন । ১১০-১১১

রাজা—প্রাকার, অটালিকা ও তোরণ দ্বারা ভূষিত দুর্গ-নগরের অদূরে প্রস্তুত করাইবেন । ১১২

নগর যদি কোনরূপ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা রাজার কর্তব্য । দুর্গ, রাজাদিগের প্রধান সহায় ; দুর্গের প্রশংসা সর্বত্রই আছে । দুর্গস্থিত একজন ধনুর্ধারী অস্ত্র স্থানস্থিত একশত লোকের সহিত এবং দুর্গস্থিত একশত লোক অস্ত্র স্থানের দশসহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, এইজন্য দুর্গের এত প্রশংসা । ১১৩-১৪

জলদুর্গ, ভূমিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, বনদুর্গ, মরুদুর্গ এবং পর্বত-দুর্গ এই ষড়্‌বিধ দুর্গ । সকল দুর্গেরই শেষে পরিখা করিতে হয় । ১১৫

এই ষড়্‌বিধ দুর্গের মধ্যে দেশানুসারে যে কোন দুর্গ করিতে পারে । পার্বত্যদেশে সুবিধা হইলে পর্বত-দুর্গ, আরব দেশে মরুদুর্গ ইত্যাদি । দুর্গ করিতে হইলে, নগর ধনুর্ কায় ত্রিকোণ, গোল বা চতুষ্কোণ করিবে, অন্যরূপ দুর্গ করিবে না । ১১৬

যুদ্ধসাকার দুর্গ, কুল-নাশক ; বাকসরাজ্যের লক্ষ্যদুর্গ যুদ্ধসাকৃতি ছিল । ১১৭

১। দুর্গ তু দণ্ডয় ।

২। বিনিবৃত্তে ।

৩। পরিষোক্তবম্ ।

৪। দুর্গদেশতঃ ।

সৌভাগ্যং শাস্ত্ররাজ্যস্য^১ নগরং পঞ্চকোণকম্ ।
 দিবি যদ্বর্ততে রাজ্যং তচ্চ জয়ৈঃ স্তবিযুক্তি ॥ ১১৯
 যচ্চাযোধ্যাহময়ং ভূপ পুরমিচ্ছাকুভুভুতাম্ ।
 যদ্বাকুতি তচ্চাপি ততোহুভুজিযপ্রদম্ ॥ ১২০
 দুর্গভূমৌ জয়েদুর্গাং দিক্‌পালাংশৈশ্চ ব ভারতঃ ।
 পূজয়িত্বা বিধানেন জয়ং ভূপঃ সমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২১
 অতো দুর্গং বৃপঃ কুর্ঘ্যাৎ সততং জয়বৃদ্ধয়ে ।
 ন ভ্রাক্ষণান্ সদা রাজা কেনাপ্যবমানীকৃতান্ ॥ ১২২
 অবমান্ত নৃপো বিপ্রান প্রোত্যেহ হঃখভাগ্ ভবেৎ ।
 ন বিরোধন্ত তৈঃ কার্য্যঃ স্থানি তেষাং ন চাদদেৎ ॥ ১২৩
 কৃত্যকালেষু সততং তানেব পরিপূজয়েৎ ।
 নৈষাং নিন্দাং প্রকুর্ষ্বীত নাভ্যসূয়াং তথাচরেৎ ॥ ১২৪
 এবং নৃপো মহাবুদ্ধিস্তদ্বনশ্চ সসংযুতঃ ।
 অপ্রমাদী চারচক্ষুঃশ্রবান্ সুপ্রিয়বদঃ ।
 প্রোত্যেহ মহতীং সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সুখভোগবান্ ॥ ১২৫
 যৈশ্চৈবৈর্যোজিতশায়া তৈঃ পুত্রানপি যোজয়েৎ ।
 বৃপস্ত চ যতন্ত্বং সততং যং বিনাশয়েৎ ॥ ১২৬
 স্বতন্ত্রো ভূপতনয়ো বিকারং বাতি নিশ্চিতম্ ।
 নির্বিকারায় সততং বুদ্ধাংশ্চ পরিষোজয়েৎ ॥ ১২৭

বলিরাজের নগর শোণিতপুর—তোয়োময় দুর্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু
 ব্যজনাকৃতি ছিল, এই জন্ত বলি শ্রীযুক্ত হন । ১১৮

রাজন্ । শাস্ত্ররাজের যে পঞ্চকোণ সৌভজনগর আকাশে রহিয়াছে, তাহাও
 জয় হইবে । ১১৯

রাজন্ । ইচ্ছাকুবংশীয় রাজাদিগের এই অযোধ্যানগর যদুৰ শাস্ত্র ত্রিকোণ,
 এই জন্ত ইহা ভূরি-জয়প্রদ । ১২০

রাজা, দুর্গ-ভূমিতে দুর্গাদেবীকে দুর্গপারে দিক্‌পালগণকে,—যথাবিধি পূজা
 করিলে জয় লাভ করেন । ১২১

এই জন্ত রাজা, জয়-বৃদ্ধি কামনায় দুর্গ সন্নিবেশিত করেন । রাজা, কদাচ
 ভ্রাক্ষণের অবমাননা করিবেন না । ১২২

ভ্রাক্ষণের অবমাননা করিলে রাজা পরলোকে হঃখভাগী হইবেন । ভ্রাক্ষণের
 সহিত বিরোধ বা ভ্রাক্ষণের ধন হরণ করা রাজার অকর্তব্য । ১২৩

রাজা তাহাদের কার্য্যশেষে সমুচিত সম্মানে সম্বোধিত করিবেন এবং ইহা-
 দের নিন্দা অথবা হেধ আচরণ করিবেন না । ১২৪

এই প্রকার স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে স্বপরাদি-যশস পরিহৃত হইয়া, সাবধান-
 গৃহপুত দ্বারা সর্ববর্ত্তাবিৎ শৃণবান্ মিষ্টভাষা ভাগ্যশালী নৃপতি,—প্রত্যহ
 ভোমার শায় অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হন । ১২৫

এবং নিজের সঙ্গুণসমূহ পুত্রে উপদেশ করেন । সেই পুত্র পৃথিবীপতি
 হইলেও তাহাকে স্বাধীন হইয়া কোন কার্য্য করিতে নিবারণ করা উচিত । ১২৬

ভোজনে^১ শয়নে যানে পুরুষাণাং বীক্ষণে ।
 বিষোদ্ধয়ে^২ সপা দারান্ ভূপঃ কামবিচেষ্টনে ॥ ১২৮
 অশ্বত্থাঃ স্থিয়ঃ কার্যাঃ সত্ততং পার্শ্বিবেন তু .
 তাঃ স্বত্থাঃ স্থিয়ো নিত্যং হানন্তে সত্তবন্তি হি ॥ ১২৯
 তন্মাং কুমাং মহিবীষ্মপথাভির্মনোহটৈঃ ।
 শোণয়িত্বা নিধুকীত যৌবরাজ্যাবরোধয়োঃ ॥ ১৩০
 অস্তঃপুরপ্রবেশে তু স্বত্থদ্বং নিষেধয়েৎ ।
 ভূপপুত্রস্ত ভাৰ্য্যাস্তা বহিঃসারে তথৈব চ ॥ ১৩১
 অস্তং বিশেষঃ সংক্ষেপাঙ্গপদার্থো যথোদিতঃ ।
 পুত্রাণাং গুণবিস্তারসে ভাৰ্য্যাণামপি ভূপতে ॥ ১৩২
 উল্লঙ্গা রাজনীতীনাং তস্তানি তু বৃহস্পতিঃ ।
 চকারান্তান্ বিশেষাংস্তু তন্মোক্ষস্ত্রেস্তু বোধয়েৎ^৩ ॥ ১৩৩
 এবং রাজা মহাভাগো রাজনীতো বিশেষতাম্ ।
 কুৰ্ব্বন্ন নীতিমদা ভূমসৌং শ্রিয়মশ্নুতে ॥ ১৩৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

বেহেতু রাজপুত্র স্বতন্ত্র হইলেই কামাদি দ্বারা অবহাণ্ডর লাভ করে। সঙ্গ-
 দোষে চিত্তের বিকার অশেষ বলিয়া নীতিবিহীন বুদ্ধমণ্ডলীর মধ্যে সর্বদা সুব-
 রাজকে অবহাণিত করিবেন। ১২৭

পৃথিবীপতি অতিভোজন, রক্ষণ, সুরাপান, বহুজনতা এবং ইচ্ছানুরূপ
 কার্য—সদাচার বিধোজ্ঞিত করিবেন। পৃথিবীপতি স্ত্রীগণকে সর্বদা অশ্বত্থ
 করিবেন। ১২৮

স্ত্রীগণ যদি স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে মহৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা
 হয়। অতএব রাজা, মুল্লর বর্ণ এবং অর্থকাম প্রভৃতি দ্বারা পুত্র এবং পত্নীকে
 সংশোধিত করিয়া যৌবরাজ্য এবং অস্তঃপুরে নিয়োগ করিবেন। ১২৯-৩০

ভূপতি, পুত্র এবং পত্নীকে বহিঃপ্রদেশে এবং অস্তঃপুরে স্বতন্ত্র হইতা কোন
 কার্য্য করিতে দিবেন না। ১৩১

আমি সংক্ষেপে রাজধর্ম্ম বিশেষ বর্ণন করিলাম এবং রাজপুত্রের গুণবর্ণন-
 প্রসঙ্গে মহিবীষ্মপথের আচার বলিলাম। ১৩২

সূত্র এবং বৃহস্পতি রাজনীতি-স্ত্রের স্রষ্টা, ইহারা যে সকল রাজনীতি-
 শাস্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে অস্ত্র বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।
 ১৩৩

এই প্রকারে পৃথিবীপতি রাজনীতিতে বিশেষ বিজ্ঞ হইলে কোন ক্লেশ
 অনুভব করেন না এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হন। ১৩৪

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৪

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

ওর্ক উবাচ—

সদাচারেষু রাজেন্দ্র বিশেষান্ শৃণু সম্প্রতি ।
 যানবস্ত্রং নৃপঃ কুর্যাদান্নম্নতঃ সকলান্ শৃণু ॥ ১
 সাধবঃ কীণদোষাশ্চ সচ্ছবঃ সাধুবাচকঃ ।
 তেষামাচরণং যত্নং সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ২
 আগমেষু পুরাণেষু, সংহিতাসু যথোদিতান্ ।
 সমুদ্ভিক্তসদাচারান্ গৃহীয়াত্মান্ গৃহস্থবৎ ॥ ৩
 ঋষীন্ বজ্রেশ্বদপাঠৈর্দেবান্ হোমৈঃ প্রপূজয়েৎ ।
 আত্মৈঃ পিতৃংস্তপ্যৈস্তৃ ভূতানি বলিভিস্থথা ॥ ৪
 যৈত্বং প্রসাধনং ঘ্রানং দন্তধাবনমঞ্জরম্ ।
 সর্কং গৃহস্থবৎ কুর্যাদ্নিষেকান্নং বিধিং তথা ॥ ৫
 যট্-কর্মসু নিযুক্তী ত রাজা বিপ্রান্ সমস্ততঃ ।
 তথৈব ক্ষত্রিয়াদীংশ্চ স্নেহে^১ কর্মপি যোজয়েৎ ॥ ৬
 যঃ স্বধর্মং পরিত্যজ্য পরধর্মং সমাচরেৎ ।
 তং শতেন নৃপা দণ্ডং পুনস্তস্মিন্ নিয়োজয়েৎ ॥ ৭
 সাংবৎসরেষু কৃত্যেষু বিশিষ্টৈস্তান্ সমাচরেৎ ।
 অবশ্যং পার্থিবো রাজন্^২ তান্ বিশেষান্ শৃণু মে ॥ ৮

বিশেষ বিশেষ সদাচার কথন

ওর্ক বলিলেন, —হে নৃপতে ! নৃপতিগণের অবশ্যকর্তব্য বিশেষ বিশেষ সদাচার সম্প্রতি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । ১

নির্দোষ সাধুসকল সং শব্দে বোধ হয় । তাহাদের আচার-তত্ত্বই সদাচার শব্দের প্রতিপাদ্য । ২

আগম, পুরাণ এবং হিন্দু প্রভৃতি সংহিতা-সমূহে যে সকল সদাচার নির্ণীত হইয়াছে ; রাজা, গৃহস্থের তায় সেই সদাচার সমূহ পালন করিবেন । ৩

ঋষিগণকে বেদপাঠ দ্বারা যজ্ঞন করিবেন । হোম দ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন । আত্ম এবং দান দ্বারা পিতৃগণকে এবং বলিদানে ভূতগণকে সন্তোষিত করিবেন । ৪

রাজা—মলজাগ, ভূষণ, ঘ্রান, দন্তধাবন, অঞ্জন প্রভৃতি সকল কর্মই গৃহস্থবৎ আচরণ করিবেন । ৫

বিশেষ এবং নিত্যকৃত্য কর্ম সকলও করিবেন, রাজা ব্রাহ্মণাদি সকলকে উত্তমরূপে যট্-কর্মে নিযুক্ত করিবেন । এবং ক্ষত্রিয়গণকেও স্ব স্ব ধর্মে নিযুক্ত করিবেন । ৬

যে ব্যক্তি স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম আশ্রয় করে, রাজা তাহার যথোচিত দণ্ড করিয়া পুনর্বার তাহাকে স্বধর্মে সংস্থাপিত করিবেন । ৭

মহীপতি সাংবৎসর-কর্তব্য-বিশেষ কর্মসমূহ অবশ্যই আচরণ করিবেন । অবশ্যকর্তব্য বিশেষ কর্মসকল শ্রবণ কর । ৮

শরৎকালে মহাউষ্যায় হুর্গায়্যাঃ পরিপূজনম্ ।
 নীরাঙ্গনং বলযান্ত কুর্ধ্যাৎ বলবৃদ্ধয়ে ॥ ৯
 গৌষে যাদি তৃতীয়ায়াং কুর্ধ্যাৎ পুষ্পাভিষেকনম্ ।
 পূজারিতা শ্রিয়ং দেবীং শ্রীপদ্মায়্যাম্ নৃপং চরেৎ ॥ ১০
 ঐশ্বর্যং বলবাত্ম্য বৃদ্ধয়ে নৃপসন্তম ॥ ১০
 জ্যৈষ্ঠে দশহরায়্যাক্ত বিষ্ণোরিচ্ছিতং তথাচরেৎ ।
 ববৌ হরিষেহ শ্রাদ্ধায়াং লক্ষ্মীপূজাং তথাচরেৎ ॥ ১১
 বিশিষ্টৈষাভ্যন্ত নৃপতিঃ কুর্ধ্যাদ্ যজ্ঞান্ বহুবায়ৈঃ ॥ ১২
 এতি কটৈর্ভলং রাজ্যং কোযশ্চাপি বিবর্জ্যতে ।
 অকৃত্যেহেষু যজ্ঞেষু হুতিকং শরৎ তথা ॥ ১৩
 কায়ন্তে চেত্তবঃ সর্বা বিশিষ্টৈষাভ্যন্ততন্ত্রয়েৎ ।
 শরৎকালে মহাউষ্যায় হুর্গায়্যাঃ পূজনে বিধিঃ ॥ ১৪
 পুরা প্রোক্তস্ত বিধিনা তেন কার্যাক্ত পূজনম্ ।
 বিধিং নীরাঙ্গনাক্ত তং শৃণু পার্থিবসন্তম ॥ ১৫
 কৃতেন যেন চান্ধায়াং পজ্ঞানামপি বর্জনম্ ।
 আশ্বিনে তরুপক্ষে* তু তৃতীয়া শ্রাতিহোতিনী ।
 ঐশাখ্যায় হপুৰৈস্তব গৃহীয়াৎ স্থানমুত্তমম্ ॥ ১৬
 নীরাঙ্গনং ততঃ কুর্ধ্যাৎ সম্প্রাপ্তে দিবসেহুত্তমৈঃ ।
 নীরাঙ্গনস্য কালস্ত পূর্বমুক্তো যদা তব ॥ ১৭

শরৎকালীন মহাউষ্যী তিথিতে হুর্গার পূজা করিবেন এবং বলবৃদ্ধির নিমিত্ত দশমী তিথিতে নীরাঙ্গনাদি করিবেন ॥ ৯

গৌষমাসের তৃতীয়া তিথিতে পুষ্পাদি দ্বারা লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করিবেন । হে ভূপতে ! রাজা শ্রীপদ্মমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজানকর জল এবং লক্ষবৃদ্ধির নিমিত্ত ঐশ্বজ আচরণ করিবেন ১০

জ্যৈষ্ঠমাসের দশহরায় বিষ্ণুর যজ্ঞ করিবেন । সূর্য্যদেব সিংহরাজিতে অবস্থান করিলে ষাদনী তিথিতে ইন্দ্রবেবের পূজা আচরণ করিবেন ১১

নৃপতি, এই যজ্ঞ সকলকে বহু বার নিম্পন্ন করিবেন ১২

এই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বল, রাজ্য এবং ধন্যতার পরিপূর্ণ হয় এবং ইহাদের অনুষ্ঠান না করিলে হুতিক, শরৎ প্রভৃতি বহু উপদ্রব উপন্ন হয় ১৩

অভিযুক্তি প্রভৃতি লক্ষ-বিষকর দ্বয় প্রকার ইতিভ (উপদ্রব) উপদ্রব হয় । অতএব বিশেষক্রমে উক্ত যজ্ঞসমূহ আচরণ করিবেন । শরৎকালীন মহাউষ্যীকে হুর্গাপূজার বিধি ১৪

যাহা পূর্বে বর্ণন করিয়াছি, সেই বিধিতেই পূজা করিবেন । হে পৃথিবীপতে ! নীরাঙ্গনেঃ বিধি অবশ্য কর ১৫

ইহার দ্বারা অশ্ব, বজ্র প্রভৃতি নৈশ বর্জিত হয় । আশ্বিন-মাসের শ্রাতিযুক্তা তরা তৃতীয়াতে নিজপুরের ঐশানভাগে উত্তম স্থান সংস্থাপন করিবেন ১৬

তদনন্তর অষ্টম দিবস উপস্থিত হইলে নীরাঙ্গন করিবেন । নীরাঙ্গনের উপযুক্ত কাল তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি, সম্প্রতি নীরাঙ্গনার বিধি বর্ণন করিতেছি ১৭

বিধানমাত্রং শূন্য মে কৃতকৃতো। তথিকসি ।
 একং চক্ৰং মহাসক্ৰং সূর্যনোহরমেব চ ॥ ১৮
 পূজয়েৎ সপ্তদিবসান্ গন্ধপুষ্পাংস্তকানিভিঃ ।
 তৃতীয়াং পূজয়িত্বা নয়েত^১ যজ্ঞমন্তলম্ ॥ ১৯
 চেষ্ঠাং নিরুপয়ন্তুঃ সান্নীয়াস্তু শুভাশুভম্ ।
 পররাষ্ট্রাণ্যমর্দঃ সাদৃশ্যে যদি পলায়তে ॥ ২০
 ত্রিষতে রাজপুত্রস্ত যদি চাক্ষুশি সূক্ষ্মতি ।
 নীষমানো ন গচ্ছন্তু মহিষীমরণং ততঃ ॥ ২১
 তথৈব মুখনাসাক্ষি-শকং কুর্যাদ্বারো যদি ।
 বঃ কাষ্ঠাভিমুখঃ কুর্যাদ্ভংকাষ্ঠায়াং অয়েত্রিপূন ॥ ২২
 উৎকিণ্য দক্ষিণাশ্রিত পদমগ্নো ভবেৎ পুরঃ ।
 তদা যদি সমস্তাংশ্চ ভূপতিবিক্রয়েত্রিপূন ॥ ২৩
 প্রাতঃনীরাজনং কুর্যাদ্দশম্যাং নৃপসত্তম ।
 তদপ্রাতো চ ষাণ্ডশ্রাং তদ্ব্যমেষ সমাচরেৎ ॥ ২৪
 কাষ্ঠিকে শকনস্তাং বা তদ্রাভায়ে তু পার্থিব ।
 ঐশাশ্রাং অপূরসোষ্টৈর্হস্তমানেন যোড়শ ॥ ২৫
 দশহস্তস্ত বিপুলং কুর্যাদ্ভৈ তত্র ভোরণম্ ॥ ২৬
 ষাট্ৰিংশচতুমাশ্রিত হস্তযোড়শবিস্তৃতম্ ।
 যজ্ঞার্থং যন্তলং কুর্যাদ্ভয়ে বেদিং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ২৭

অর্থকর : ইহা অর্থে তুমি কৃতকার্য হইবে। মহাবল মনোহর এক
 অশ্বকে সপ্তদিন পর্যন্ত গন্ধপুষ্প এবং বস্ত্রাদি দ্বারা আরাধনা করিবেম।
 তৃতীয়াং পূজা করিয়া উক্ত অশ্বকে যজ্ঞস্থানে উপস্থাপিত করিবেম। ১৮-১৯

আহার চেষ্ঠানুসারে শুভাশুভ পরিজ্ঞান হইবে। অশ্ব ঐ স্থানে উপস্থিত
 হইয়া যদি পলায়ন করে, তাহা হইলে রাজ্যের ক্ষয় হয়। ২০

অশ্ব যদি নখনজল ঘোচন করে, তাহা হইলে রাজপুত্রের মৃত্যু হয় এবং অশ্ব
 যদি ভূমিগমনে প্রতিকূলতাচরণ করে, তাহা হইলে রাজমহিষীর মৃত্যু হয়। ২১

অশ্ব যদি মুখ, নাসা, চক্ষু প্রভৃতিতে শক করে, তাহা হইলে যেদিকে সম্মুখীন
 হইয়া ঐ শক করে, সেই দিকের শত্রুসকল বিনষ্ট হয়। ২২

উক্ত অশ্ব যদি দক্ষিণপাদে অশ্রুতীর উত্তোলন করিয়া রাজ্যের অগ্রে অব-
 স্থান করে, তাহা হইলে ভূপতি সকল শত্রুকেই পরাজয় করেন। ২৩

হে নৃপমণে! দশমী তিথিতে প্রাতঃকালে নীরাজন করিবেম। দৈববশতঃ
 উক্ত তিথিতে অলম্ব হইলে, উক্ত দশমীর পর ষাণ্ডশ্রিতে নীরাজন করিবেম। ২৪

অথবা কাষ্ঠিক মাসের পূর্ণিমাতে উক্ত নীরাজন-সম্পাদন করিবেম। ইহা-
 তেও যদি কোন বিষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিজপুত্রের ঈশানকোণে যোড়শ-
 হস্ত-পরিমিত ভোরণ নির্মাণ করিবে। ২৫

দশহস্ত-পরিমিত বিপুল ভোরণ নির্মাণ করিবে। ২৬

ষাট্ৰিংশৎ হস্ত দীর্ঘ এবং যোড়শ হস্ত পরিমাণে বিকৃত যজ্ঞমন্তল নির্মাণ
 করিবেম। সেই মন্তলের মধ্যে বেদী নির্মাণ করিবেম। ২৭

বেদ্যাশোভনবস্ত্রচান্দ্রবেদিং কুর্যাদনুত্তমাম্ ।
 যত্র সংস্থাপ্য চান্দ্রশ্চ পূজিতবাঃ পুরোহিতৈঃ ॥ ২৮
 সর্জ্যেদ্বৈদ্যরশাখানামর্জ্জুনশাখায়া নৃপ ।
 মৎস্যশল্যাক্ষিতৈশ্চৈকৈশ্চাটৈশ্চান্যভিভূষয়েৎ ॥ ২৯
 তোরণং কনকবটৈস্তথা নানাবিধৈঃ ফলৈঃ ॥ ৩০
 ভল্লাতকং শালিকূঠং সিদ্ধার্থং মৈত্ৰবন্য তু ।
 কণ্ঠদেশে নিবল্লীয়াৎ পুষ্টিশাস্ত্যর্থমেব চ ॥ ৩১
 বৈষ্ণবং মণ্ডলং কৃৎবা দিক্পাল্যাংশ্চ নবগ্রহান্ ।
 বিশ্বেদেহাংশ্চ যন্ত্রেণ বিষ্ণুমুখান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩২
 আট্টিকান্তিলৈশ্চ পুট্টৈশ্চ শিল্পীকৃত্য পুরোহিতৈঃ ।
 রবেশ্চ বক্রপট্টৈব প্রজ্ঞেশস্য তথৈব চ ॥ ৩৩
 পুরুষুতস্য বিষোশ্চ হোমং সপ্তাহমাচরেৎ ।
 ঐকৈকস্য সহস্রং বা অর্ঘ্যোত্তরশতকং বা ।
 কুর্যাদ্ভুং প্রভাহং হোমং চতুর্বর্গস্য সিদ্ধয়ে ॥ ৩৪
 সমিধশ্চাপি হোতব্যঃ পালশাঃ খাদিরাশ্চথা ।
 উদ্বৃষ্যাশ্চ কাশ্মর্যাঃ কাম্বুজাশ্চ পুরোধয়া ॥ ৩৫
 মোবর্ণান্ রক্ততাং বাপি মাজ্জিকান্ বা যথেষ্টমা ।
 কুর্যাদ্ভুং কলশানকৌ কলাত্মাশ্চরয়োজিতান্ ॥ ৩৬
 ক্ষিপেত্তেজু ঘটেষেব মংগলহরিতারকম্ ॥ ৩৭
 চন্দনঞ্চ তথা কূঠং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ মনঃশিলাম্ ।
 অঞ্জনঞ্চ চরিত্রাঞ্চ শ্বেতাং সন্তীং তথৈব চ ॥ ৩৮

বেদীর উত্তর ভাগে অত্যাভয় বেদী নির্মাণ করিবেন, এই স্থানে পুরোহিত-
গণ ভাগ-সংস্থাপন করিয়া পূজা করিবেন । ২৮

হে নৃপ । শাল উদ্ভূত অথবা অর্জ্জুনবৃক্ষের শাখাকে মৎস্যাসম্বৃত্তিচক্র
এবং ধ্বজদ্বারা বিভূষিত করিবেন । ২৯

নানাপ্রকার বহুল্য কনক এবং রত্নদ্বারা তোরণকে উপশোভিত করিবেন ।
যজ্ঞশাস্তিয়ারা স্বকর্ষা-সাধনের নিমিত্ত ঘোটকের কণ্ঠদেশে শালিকূঠ এবং
ভল্লাতককে বন্ধন করিবে । ৩০-৩১

রাক্ষ, বৈষ্ণবমণ্ডল নির্মাণ করিয়া দিক্পাল, নবগ্রহ, বিষ্ণু প্রভৃতি বিশ্বদেব
সকলের পূজা করিবেন । ৩২

পুরোহিত সপ্তাহকাল যুত, তিল এবং পুষ্প একত্রিত করিয়া সূর্য্য, বক্রণ,
কৃষ্ণা, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে হোম করিবেন । ৩৩

স্বর্ঘ্যার্থ-কাষাদি চতুর্বর্গসিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যেক দেবের উদ্দেশে সহস্র বার
অথবা অর্ঘ্যোত্তর এক শতবার প্রতিদিন হোম করিবেন । ৩৪

পালশ, খদির, উদ্ভূত, অশ্বথ প্রভৃতি কাষ্ঠদ্বারা পুরোহিত হোমকার্য
সম্পন্ন করিবেন । ৩৫

সুবর্ণ স্বকৃত অথবা যথেষ্টপ্রাচ্যে মুক্তিকাদি নির্মিত—নানাপ্রকার পল্লব-
শোভিত আট্টী ঘট সংস্থাপন করিবেন । ৩৬

১। অঞ্জনং চ তথা কূঠং প্রিয়ং চ মূষনঃ শিলাম্ । ইত্যধিকঃ পাঠঃ দৃশ্যতে পুস্তকান্তরে ।

ভদ্রাতকং পূর্ণকোষং সহদেবীং শতাবরীম্ ।
 বচাং সনাগকুম্ভাং সোমবাজীং সুগুপ্তিকাম্ ॥ ৩৯
 তুখক কবরীক^১ তুলসীদলমেব চ ।
 এতানি নিক্ষিপেদ্রথো কলশীনাং পুরোহিতঃ ॥ ৪০
 কনকৈরম্বুজৈর্ষজ্জদাকৃতিঃ স্কন্ধকরৌ তথা ।
 কর্ভবো শান্তিকামেন নীরাজনবিধৌ নৃপ ॥ ৪১
 এবং সপ্তাহপর্যন্তং পূজাতির্হবনৈস্তথা ।
 পূর্বোক্তান্ পূজয়িত্ব তু নৃপঃ সপ্তাহমাতরে ॥ ৪২
 যানম্নীরাজনং কুর্যাত্তাবজ্জা^২ বসেদ্ গৃহে ।
 স্নাত্বো ন যজ্ঞভূমৌ তু নিবসেচ্ছান্তিবিচ্ছুকঃ ॥ ৪৩
 নারোহয়েত্তুরঙ্গং তং গজং বা তত্র পার্শ্বিণঃ ।
 যাবৎ সপ্তাহপর্যন্তং তস্যো নাস্তেন বৈ ভজ্ঞে ॥ ৪৪
 ভট্টকার্ণানাবিট্টৈশ্চ মধুপায়সম্ভারকৈঃ ।
 মোদকৈর্ক^৩ বলিং কুর্যাদম্বাজনমস্তবৈঃ ॥ ৪৫
 পূর্বোক্তানাঙ্ক দেবানাং সপ্তাহং যাবদুত্তমম্ ।
 সপ্তমেহি তু রেভস্তং^৪ পূজয়েত্তোরণান্তরে ॥ ৪৬
 সূর্য্যপুত্রং মহাবাহুং বিভূজং কবচোজ্জলম্
 জলন্তং শুক্লবস্ত্রেন কেশানুদ্গ্রথা বাসসা ॥ ৪৭
 কশাং বায়করে বিভ্রদক্ষিপং তু করং পুনঃ
 ন শঙগং নাস্য বাঁহায়াং স্তিতৈ সঙ্কবসংস্থিতম্ ॥ ৪৮
 এবং বিবস্ত রেমন্তং প্রতিমাহুং যট্টেহপি বা ।
 সূর্য্যপূজাবিধানেন পূজয়েত্তোরণান্তরে ॥ ৪৯

পুরোহিত উক্ত ঘটসমূহে মঞ্জিষ্ঠা হরিভাল, চন্দন, কুষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, মনঃশিলা, অঞ্জন, হরিদ্রা, শ্বেতদন্তি এ ভূতি এবং ভদ্রাতক, পূর্ণকোষ, সহদেবী, শতাবরী, বচা, নাগকেশর, সোমলতা, সুগুপ্তিকা, মক্ষা, কবরী, তুলসীদল প্রভৃতি দ্রব্য নিষ্ক্ষেপ করিবে । ৩৯-৪০

হে নৃপ । কলস, অম্বুজ এবং যজ্ঞকাট-সমূহ দ্বারা নীরাজনাবিধিতে শান্তি-কামনায় স্কন্ধকর নির্মাণ করিবেন । ৪১

এইরূপে সপ্তাহ পর্য্যন্ত পূজা এবং হোম দ্বারা পূর্বোক্ত দেবসকল আরাধা-মান হইলে, যে পর্য্যন্ত নীরাজনা না হয়, রাজা সেইকাল পর্য্যন্ত রাজিকালে গৃহে অবস্থান করিবেন । শান্তিবাছ্য যজ্ঞভূমিতে থাকিবেন না । ৪২-৪৩

সেইকালে অম্ব, গজ প্রভৃতি কোন যানেই আরোহণ করিবেন না । ৪৪

পূর্বোক্ত দেবগণকে মধু, পায়স, যাবক, মোদক, নূতন বাজ্ঞন প্রভৃতি নানা-প্রকার উত্তম ভোজ্য দ্রব্যো সপ্তাহকাল বলিদান করিবেন । ৪৫-৪৬

সপ্তম দিনে মহাবাহু, বিভূজ, কবচশালী, জাঞ্জল্যমান বায়করে শুক্লবস্ত্রে সংযত কেশসমূহ ধারণকারী এবং দক্ষিণকরে ঋজোর সহিত মুখ-বস্ত্র ধারণ করিয়া উভয়স্থে উপবিষ্ট—সূর্য্যপুত্র রেমন্তকে তোরণপ্রাপ্তে প্রতিমার অধব^৫ যট্টে সূর্য্যপূজাবিধানে পূজা করিবে । ৪৭-৪৯

পূজবিদ্যা তু রেভস্তং^১ হিরদং তুরগং ভবা ।
 (অহতাশ্বরসংবীজং লক্ষ্মণমমমম্মিতম্ ।
 সুবর্ণবিহ্বলিষ্টিং^২ নিচিহ্নং কবচাদিভিঃ ।) *
 যুক্তস্ত হোমকুণ্ডস্য ঐশান্যামববেদিকাম্ ।
 পূৰ্ব্বং কৃত্বাং নয়েদম্নগজপাশৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫০
 নীলমাণে গন্ধে বাগ্ধে পূৰ্ব্বোক্তস্ত নিমিত্তকম্ ।
 যজ্ঞাঙ্গৈকৈস্ত নৃপতিঃ ফলকৈবাবধারয়েৎ ॥ ৫১
 হোমকুণ্ডস্যোত্তরস্যং বৈদ্যাশ্চে চৰ্ম্মপি স্থিতঃ ।
 বেনবিদা চাপ্তবিশা সহিতো বীক্য সৈন্ধবম্ ॥ ৫২
 নীতাস্ তুরগারাক্ত ভক্তপিণ্ডীং সুপঙ্কিনীম্ ।
 দন্তাং পুরোহিতস্তত্র সমুদ্র্য শান্তিমস্তকৈঃ ॥ ৫৩
 ভক্ষণাদ্ যদি জিত্রেস্তমগ্নীয়াতা ইতঃ স চ ।
 তদা স্যাৎ সৰ্বকল্যাণং বিপরীতমতো^৩হস্তথা ॥ ৫৪
 শাখামৌহুরীমাগ্নীং সকুশাক বটোদকে ।
 আশ্লাব্যাশ্লাবা তুরগান্ রাজা ভূপক সৈনিকান্ ॥ ৫৫
 রথান্চ সংস্পৃশ্যম্ভৈঃ শান্তিকৈঃ পৌষ্টিকৈস্তথা ।
 সেচয়েৎ সহিতৈর্বিপ্রৈশ্চতুর্ভুজং পুরোহিতঃ ॥ ৫৬
 দিকৃশালান্যং গ্রহশাক বটৈশ্চ বৈক্যবৈস্তথা ।
 মহাবা চাভিষিচ্যথ ততঃ সৌবর্ণদর্পণম্ ॥ ৫৭
 বীক্ষয়িত্বা নৃপকার্ত্তিক্ স্তম্ভে মল্লিখয়েৎ চ ।
 রাজপুত্রং ভবামাত্যানন্তানপি চ সৈনিকান্ ।
 কল্মষন্ বিজলার্দ্দনঃ সৰ্বানৈব তু দর্শয়েৎ ॥ ৫৮

দেমন্তের পূজা শেষ হইলে অশ্বপাল এবং গজপাল পৃথক্ পৃথক্ভাবে ইশান কোণে পূৰ্ব্বনিষ্টিত বেদিকায় অশ্ব এবং গজকে উপস্থাপিত করিবে । ৫০

গজ এবং অশ্ব উক্ত স্থানে উপস্থাপিত হইলে, রাজা যতপূৰ্ব্বক পূৰ্ব্বোক্ত নিমিত্ত দর্শনানুসারে ফল নিশ্চয় করিবে । ৫১

রাজা হোমকুণ্ডের উত্তরভাগে বেনবিৎ এবং অম্ববিৎ পণ্ডিতের সহিত ব্যাঘ্র-চর্ম্ম উপবিষ্ট হইয়া অশ্বকে দর্শন করিবে । ৫২

পুরোহিত উক্ত সময়ে শীঘ্রই সুপঙ্কি অন্নপিত্ত শান্তিমস্ত উচ্চারণপূৰ্ব্বক সমুদ্রে সংস্থাপিত করিবে । ৫৩

যদি ঐ অশ্বের ভোজন অথবা স্থাপ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সৰ্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয় । অতথা বিপরীত ফল উপপন্ন হয় । ৫৪

পুরোহিত উদুহর, আশ্র অথবা বকুলের শাখা ঘটজলে আশ্লাবিত করিয়া অশ্ব, গজ, রাজা, সৈনিক, রেখা প্রভৃতিতে পুষ্টিকর শান্তিমস্তে স্পর্শ করিবে এবং বিপ্রমণ্ডের সহিত পূৰ্ব্বোক্ত অশ্ব প্রভৃতিতেও সেচন করিবে । ৫৫-৫৬

দিকৃশাল এবং গ্রহশাক বৈক্য ব মস্ত্রে অনেকবার সেচন করিয়া রাজা, মহী, রাজপুত্র, অমাত্য এবং অন্যান্য সৈনিক সকলকে সুতর্পের ন্যায় দর্শন করাইয়া কল্মনাভে অন্য লোক সকলকে দর্শন করাইবেন । ৫৭-৫৮

চতুরঙ্গস্য সমাপি কৃৎস্বং শান্তিপৌষ্টিকে ।
 যুগ্মং শাস্ত্রং কৃত্বা চাভিচারিকমন্ত্রকৈঃ ।
 যদি শূলেন বিধা তং শিবঃ খড়্গেন হেদয়ে ॥ ৫৯
 আচার্য্যঃ কবিকাং পশাদিশি মন্ত্র্য হস্তাভ্যে ।
 ঐশ্বৈঃ প্রাত্যকরৈর্মন্ত্রৈর্দ্যাক্ষতে যুগ্মং পুনঃ ॥ ৬০
 তমেনে তু মন্ত্রেণ সমাক্রুত্ব নৃপসুতা ।
 গচ্ছেদ্বস্তরপূর্যাস্ত দিশং সর্কৈর্বলৈঃ পুনঃ ॥ ৬১
 ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যঃ সর্ক এব নৃপঃ তদা ।
 অনুগচ্ছেদ্বুরগানি নিমিত্তানি বিলোকিতুন্ ॥ ৬২
 বাদিষ্যোষৈস্তয়ুগ্মৈরাতপতৈর্বৃত্তস্তথা ।
 গচ্ছেমীরাজনে রাজা দারহস্তিব মেদিনীন্ ॥ ৬৩
 মণিবিজ্রম-যুক্তাদি-স্বর্ণরত্নৈরুজ্জ্বলতঃ ।
 ক্রোশমায়াং ততো গত্বা পূর্বদ্বারেণ পার্থিকঃ ।
 যপুত্রং প্রবিশেদ্বিপ্রৈর্যজ্ঞং যায়ানং পুরোহিতঃ ॥ ৬৪
 তত্র গত্বা দক্ষিণাস্ত হিরণ্যং গোং তথা তিলম্ ।
 গত্বা পশাদ্বিষ্মৈভ্যস্ত মদ্যাদানানি শক্তিতঃ ॥ ৬৫
 এবং নীরাজনং কৃত্বা বলানাক মহীক্ষিতঃ ।
 প্রেভ্যেহ সুস্থিরাং লক্ষ্যঃ নৃপতিং প্রাপ্নোত্বা ॥ ৬৬
 তমশ্বাযুতসজ্জাত সাগরোত্তব সৈন্ধব
 যেন সন্তোম বহসে শক্রস্তেনেহ মাং বহ ॥ ৬৭

শান্তিকালে চতুরঙ্গ বল এবং যুগ্মরশক্র নির্মাণ করিয়া অভিচারকের বক্ষে শূলবেদমপূর্বক খড়্গ দ্বারা মন্ত্রকচ্ছদন করিবে । ৫৯

আচার্য্য, ভয়ানক ইন্দ্র-প্রতিপাদ এবং সূর্য্য-প্রতিপাদ অভিচারক মন্ত্রে অশ্বযুগ্মরজ্জুকে বন্ধ করিবেন । ৬০

রাজা এই মন্ত্রে অশ্ব আয়োজন করত উত্তর-পূর্বদিকে সকল জাতির সহিত গমন করিবে । ৬১

ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য প্রভৃতি সকলে—সাবধানে নিমিত্ত সকলের সজ্জাত হইয়া করিতে করিতে তাঁহার সহিত গমন করিবেন । ৬২

নানাপ্রকার বাদ্যসমূহের তুণ্ড শব্দে দিক্ আবৃত হইবে এবং ছত্রমণ্ডল তাঁহার আতপব্যায় করিবে । এইরূপে নীরাজনার্থ গমন বেগে পৃথিবী কম্পমান হইবেন । ৬৩

মণি-বিজ্রম-যুক্তাদি-স্বর্ণাদিতে বিভূষিত হইয়া এক ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাগত হইবেন । পূর্ব দ্বারে নিজপুরে প্রবিষ্ট হইবেন । ৬৪

রাজা, পুরোহিত, বিপ্রগণের সহিত যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া যথাশক্তি হিরণ্য, গো, তিল, দক্ষিণা বিজগপকে দান করিবে । ৬৫

এই প্রকারে রাজা সৈন্যগণের নীরাজন করিয়া প্রতিদিন অচলা লক্ষী লাভ করেন । ৬৬

হে অযুতসজ্জাত সাগরোত্তব অশ্ব । তুমি যে সন্তো শক্রকে বহন করিতেছ, সেই সন্তো আমাকেও বহন কর । ৬৭

যেন সত্যেন রেত্তন্তং যেন সত্যেন ভাস্করম্ ।
 বহসে তেন সত্যেন বিজয়ায় বহম্ মাং ॥ ৬৮
 আভ্যাস্ত ভূপনস্ত্যাস্ত্যামস্বারোহণমাত্মনঃ ।
 আকৃষ্টাশ্চ মহিষ্ঠাস্ত শুক্লাস্তে লবয়েত্ততঃ ॥ ৬৯
 মহিষী চ ততো ভূপং পর্যাক্ৰোপরি সংস্থিতম্ ।
 পূৰ্ণাংকটৈঃ সলিঙ্গার্থৈঃ স্ত্রীভিঃ সহ তমর্চয়েৎ ॥ ৭০
 কৃত্তে তু ভূমিক্ৰমণে তৃতীয়ায়াং নিরাজনে ।
 সূতকং যদি জায়েত তত্র হুয়তি কেবলম্ ॥ ৭১
 সূতকী সূতকী বাপি পার্থিবস্ত যথা তথা ।
 বলনীরাজনং কুর্যাস্তস্মাত্ৰক বিশেষতঃ ॥ ৭২
 সন্ধ্যাশৌচং ভবেদ্রাজ্যো ব্যবহারবিলোকনে ।
 তথাধিবাসনে যজ্ঞে পরব্রাহ্মবিমর্দনে ॥ ৭৩
 অন্নং তে কথিতো রাজম্নীরাজনক্রমো যথা ।
 পুণ্ড্রানবিধানস্ত পার্থিব শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ । ৮৫

যে সত্যে দিবাকর এবং ভূপুত্র রেমন্তকে বহন করিতেছে, বিজয়াভিলাষী
আমাকেও সেই সত্যে বহন কর । ৬৮

ভূপ এবং রম্মী অশ্বে আরোহণ করিবেন, আকৃষ্ট হইয়া মহিষীর অন্তঃপুরে
গমন করিবেন । ৬৯

মহিষী রাজাকে উত্তর পর্যাক্ৰে উপবেশন করাইয়া অশ্বাস্ত্র স্ত্রীগণের সহিত
দূর্গা অকৃত প্রভৃতি উপহারে অর্চনা করিবেন । ৭০

তৃতীয়া তিথিতে নীরাজন করিলে যদি ভূপতির জাতাশৌচ হয়, তাহা
হইলে কার্য্যহানির আশঙ্কা থাকে না । ৭১

জাতাশৌচ এবং সূতাশৌচ উভয় যদি হয়, রাজা যথাযথরূপে বিশেষ
প্রকারে মৈত্ৰাদি নীরাজন করিবেন । ৭২

ব্যবহারানুসারে সন্ধ্যা জশৌচ হইতে মুক্ত হইবেন । পরব্রাহ্মের অনিষ্ট
উৎপাদনার্থ যজ্ঞ অধিষ্ঠিত করিবে । ৭৩

হে রাজন্ । নীরাজন-বিধি তোমার নিকটে বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম,
পূর্ব্বোক্ত পুণ্ড্রান-বিধি শ্রবণ কর । ৭৪

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৫

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ

ঔর্য উবাচ—

শুণ রাজন্ প্রেক্ষ্যামি পুস্তগানবিধিক্রমম্ ।
 যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ বিদ্যা নশ্ততি সত্ততম্ ॥ ১
 পৌষে পুস্তকক্ৰমে চক্রে পুস্তগানং নৃপশ্চরৎ ।
 সৌভাগ্যকল্যাণকরং চিত্তিকমরণানহম্ ॥ ২
 বিদ্যাদিহৃষ্টকরণে ব্যতীপাতে চ বৈধৃতৌ ।
 বাহু শূলে হর্ষণাদৌ যোগে তু বহি লভাতে ॥ ৩
 তৃতীয়াযুক্তপুস্তকং রবিশৌরিকৃৎসহনি
 তদা সমস্তদোষণাং তৎ গ্রামঃ হানিকারকম্ ॥ ৪
 গ্রহদোষাশ্চ জ্যমুখে যদি রাজ্যেভ্যু চেতয়ঃ ।
 তদা পুস্তক নক্ষত্রে তু কুর্য্যামাসান্তরেহপি চ ॥ ৫
 ইরুত্ব বক্ষণা শান্তিকৃদ্বিষ্ঠা গুরবে পুরা ।
 শক্রাধিনর্ষদেবানাং শান্ত্যর্থক জগৎপতিঃ ॥ ৬
 ভূমকেশাধিবল্লোক-কীটদেশানিবজ্জিতে ।
 শর্করাকৃষিকুমাণ্ড-বহুকৃষ্টিবিবজ্জিতে ॥ ৭
 কাকোজুকৃষ্ট কষ্টকৃষ্ট কাকোটেলগুর্গ্রন্থোনটকঃ ।
 বজ্জিতে কণ্টকিবনে বিভীড়কবিবজ্জিতে ॥ ৮
 শিগ্রুন্মেষাতক্যাত্ত অলৌক্যৈবিবজ্জিতে ।
 ব্রহ্মানে চম্পকাশোকবকুলাদিবিবজ্জিতে ॥ ৯
 হংসকারতাবাকীর্ণে সরসীরেহথবা শুচৌ ।
 পুস্তগানায় নৃপতিগুহীয়াং স্থানযুক্তমম্ ॥ ১০

পুস্তগানাদি ।

ঔর্য বলিলেন,—রাজন্ ! পুস্তগানবিধির ক্রম বর্ণন করিতেছি, ইহার বিজ্ঞানমাত্র বিদ্যসমূহ বিনষ্ট হয় । ১

পৌষমাসে চক্রে পুস্তানক্রে অবস্থিত হইলে রাজা সৌভাগ্য এবং কল্যাণ-কর, চিত্তিক-মরণাদি-কেশনাশক পুস্ত-গানে জাগরণ করিবেন । ২

বিদ্যাদি হৃষ্টকরণ এবং ব্যতীপাত, বৈধূতি, বাহু, শূল, হর্ষণ প্রভৃতি যোগে যদি পুস্তানক্রে তৃতীয়া তিথি এবং রবি, শনি অথবা মঙ্গলবার যুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দিনে পুস্তগান সর্ব দোষ নাশ করে । ৩-৪

যদ্যপি রাজ্যে গ্রহদোষবশত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি হয় প্রকার ইতি জন্মে, তাহা হইলে, রাজা পৌষমাস ভিন্ন-মাসেও পুস্তানকত্রমাত্র উক্ত স্থান করিবে । ৫

জগৎপতি জম্বা, ইজ এবং দেবগণের শান্তির নিমিত্ত দেবগুরু বৃহস্পতিকে এই শান্তি উপদেশ করিয়াছেন । ৬

ভূম, কেশ, অস্থি, বল্লোক, কীট, শর্করা, কৃষি, ভয়, শিগ্রু, মেঘাতক প্রভৃতি অগণিত বস্তু, এবং কাক, পেচক, কুকুর, কক, কাকোল, গুহ্র, বক ও অলৌকা

১। বন্যাকশোক-বন্যাদিবিভূষিতে ।

ততঃ পুরোহিতো রাজা মানাবাদিজনৈঃবনৈঃ ।
 প্রদোষসময়ে গন্ধেত্যং হানং পূৰ্ব্ববাসরে ॥ ১১
 ততঃ হানস্ত কৌৰ্বেয়াং দ্বিাশ দ্বিত্বা পুরোহিতঃ ।
 সুগন্ধচন্দনৈঃ লানৈঃ কর্পূরাধিবাশিতৈঃ ॥ ১২
 গোবোচনাভিঃ সিদ্ধার্থৈর্ব্রহ্মকৈঃ সকলাদ্বিত্তিঃ ।
 গন্ধদ্বাদেভ্যামিত্তিস্ত্র্য মৈত্রৈঃ সর্ক্যামিসিদ্ধকৈঃ ॥ ১৩
 অধিবাস্ত তু তংহানং পূজয়েত্তত্র দেবতাঃ ।
 গণেশং কেশবং শঙ্করং ব্রহ্মাণকালি শঙ্করম্ ॥ ১৪
 উময়্যাহিতং দেবং সর্ক্যাস্ত্রং গণদেবতাঃ ।
 মাতৃক পূজয়েত্তত্র নৃপতিঃ সমুদ্রোহিতঃ ॥ ১৫
 মঙ্গলান্ কলশান্ কৃত্বা মানাতৈবেন্দ্রসকলান্ ।
 প্রদক্ষ্য^{১১} পাণ্ডসং হাঙ্ক ফলং যোষকবাবকৌ ॥ ১৬
 অধিবাস্ত চ তংহানং দুৰ্জ্যাসিদ্ধার্থকাকৈঃ ।
 তংহানাকালি ভূতানি দ্বারকেশমুদয়ম্ ॥ ১৭
 অশসপর্শ তে কৃত্য যে কৃত্য ভূমিপালকাঃ ।
 কৃত্যনামবিবোধেন তানকর্ষ কন্তোমাহম্ ॥ ১৮
 ততঃ করৌ পুণীকৃত্য মন্ত্রোপায়েন পাখিষঃ ।
 আবাহয়েদিমান্ দেবান্ পূজ্যান্ পুত্ৰাভিষেকতাঃ ॥ ১৯
 আগচ্ছত নৃবাঃ সর্ক্যে বেদে পূজাভিসাধিনঃ ।
 বিশো হি পালকাঃ সর্ক্যে যে চাপেহপাংনভামিনঃ ॥ ২০

প্রভৃতি হুঁই অঙ্ক-মুখ মুহানে অথবা হংস কারণ্ডব প্রভৃতি শান্ত অলচরযুক্ত শুভ
 সরোবরতীরে পুস্ত্রানের নিমিত্ত রাজা উত্তম হান সংস্কার করিবেন । ৭-১০

তদনন্তর রাজা পুরোহিতের সহিত নানাপ্রকার বাঘের রবে পূর্বদিনঃ
 প্রান্তকোলে, সংকৃত উত্তম হানে গমন করিবে । ১১

সেই হানের উত্তর দিকে পুরোহিত অবস্থিত হইয়া সুগন্ধ চন্দন কর্পূরাদি-
 সুবাসিত জল, গোবোচনা সিদ্ধার্থক ফল দিয়া “গন্ধদ্বারা” প্রভৃতি মহাদ্বারা সেই
 হানকে অধিবাসিত করিয়া দেবতা-সমূহের পূজা আরম্ভ করিবে । রাজা
 পুরোহিতের সহিত গণেশ, কেশব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, পার্শ্বতীর সহিত পতপতি এবং
 অন্যান্য গণদেবতা ও মাতৃকামণ্ডলের প্রত্যেকের পূজা করিবে । ১২-১৫

মঙ্গলাচরণ সকল করিষ্টা পাণ্ডস, সুবাহু ফল, সিদ্ধোন্ন এবং বাবকপ্রভৃতি
 নানাপ্রকার নৈবেদ্য দেবোচ্চেনে অর্পণ করিবে । ১৬

দুর্জা এবং সিদ্ধার্থ, অক্ষত প্রভৃতি দ্বারা সেই হানকে অধিবাসিত কর্তব্য
 মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ভূতগণকে তথা হইতে দূরীকৃত করিবে । ১৭

যাহারা পৃথিবী পালন করিতেছেন, সেই ভূতগণ দূরীভূত হউন, আমি
 গ্ৰাহাদের অধিবোধে হানকর্ষ করিতেছি । ১৮

তদনন্তর রাজা ব্রহ্মাণলি হইয়া উক্ত মন্ত্রে দেবগণকে আবাহন করত পুত্ৰ-
 তানপূর্বক পূজা করিবেন । ১৯

যাহারা আমার পূজাপ্রহণে ইচ্ছুক, সেই বিষ্ণুপাল ও দেবদত্ত আগমক
 কর্তব্য বিজ নিম্ন ভাগ গ্রহণ করুন । ২০

১১ সর্ক্যোযধ্যাধিবাসিতৈঃ ।

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং বক্ত্বা পুনর্মন্ত্রং পাঠেদিসম্ ।
 অথ তিষ্ঠন্ত বিবুধাঃ স্থানযাসানি যামকম্ ॥ ২১
 স্বপূজার প্রাপ্য পাভারো বক্ত্বা শান্তিং মহীভুজে ॥ ২২
 ততস্তাং নৃপতী রাজ্ঞিঃ সযেভু-সমুদ্যোহিতঃ ।
 যথৈ ততাঃ ততঃ বিদ্যাম্-পুস্ত সপুদ্যোহিতঃ ॥ ২৩
 কৃত্বা পূজাস্ত দেবানাং রাজ্ঞৌ স্থানে নৃপঃ যথৈৎ ।
 ততাপ্তভক্ষণং যথৈ ক্ষেপং দোষজসম্মতে ॥ ২৪
 হুঃস্বপ্নদর্শনক্লেঃ স্তান্ত্বহ। পুষ্পাভিষেচনে ।
 হোমং চতুর্ভুগং কুর্য়াদ্ভক্তা চাপি গবীর শতম্ ॥ ২৫
 গোবাজিকুঞ্জরাণ্যস্ত প্রাসাদস্ত গিরেশ্বরোঃ ।
 আরোহণং ততঃ কৃত্বা রাজ্যশ্রীবৃদ্ধিকারকম্ ॥ ২৬
 দ্বিঃদেবসুবর্ণানাং^১ ব্রাহ্মণস্য প্রদর্শনম্ ।
 বীণাদুর্ভাক্তফলং পুষ্পচ্ছেদবিলেপনম্ ॥ ২৭
 নীতাংত^২ চক্রেপদ্যগাং পদস্য সুহৃদস্তথা ।
 লাভাঃ কল্পকরাঃ শত্রৌ বহুকায়স্য ভূভুতঃ ॥ ২৮
 দর্শনকোপরাগস্য নিগঞ্জন চ বন্ধনম্ ।
 মাংসস্য ভোজনকৈব পর্বতস্য বিবর্তনম্ ॥ ২৯
 নাভিমধ্যে^৩ তক্রুৎপত্তি^৪ তং প্রত্যনুরোদনম্ ।
 অগম্যাগমনং কুপং শত্রুগর্ভাবতীর্ণতা ॥ ৩০
 পর্বতস্য তথা নদ্যাঃ^৫ স্রোতসাম্ লজ্জানং তথা ।
 স্বপুত্রমরণকৈব পানং কধিরমদ্যবোঃ ॥ ৩১

তদনন্তর পুরোহিত, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে “অন্য দেবগণ মন্দীর স্থানে অবস্থান করুন, আগামী দিনে মৃত্যুতিকে বর প্রদান করিবেন” এই স্তব পাঠ করিয়া রাজাকে সেই স্থানে বন্ধা করিবে । ২১-২২

রাজা এবং পুরোহিত স্বপ্নবারা ততাত্ত বোধ করিবেন । রাজা এইরূপে দেবগণের আর্চনা করিয়া রাজ্যিতে সেই স্থানে নিদ্রিত হইবেন । স্বপ্নানুসারে ততাত্ত অনুমান করিবেন । ২৩-২৪

যদ্যপি হুঃস্বপ্ন দর্শন করেন, তাহা হইলে পুনর্বার পুণ্যস্থান করিয়া পূর্বদাপেক্ষা চতুর্ভুগ হোম করিবেন এবং একশত গো দান করিবেন । ২৫

যথৈ যদি গো, অশ্ব, হস্তী এবং প্রাসাদে আরোহণ করেন, তাহা হইলে রাজ্যসম্পদবৃদ্ধি ও মঙ্গল লাভ হয় । ২৬

যদি দেব, সুবর্ণ-বর্ণ সর্প, বীণা, দুর্ভা, অক্ষত, ফল, পুষ্প, ছত্র, বিলেপন, চন্দ্রমণ্ডল, শঙ্খ, এবং যিহের দর্শন হয়, তাহা হইলে নিজের লাভ এবং শত্রুর ক্ষয় হয় । ২৭-২৮

হে নৃপ ! গ্রহণ দর্শন, নিগঞ্জন দ্বারা পাদবন্ধন, মাংস ভোজন, পর্বতভ্রমণ, নাভিস্থে বৃক্ষোৎপত্তি, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে রোদন, অগম্যাগমন, কুপপক্ষে অবতরণ, পর্বত-নদীর উত্তরণ, শক্রচ্ছেদন, স্বপুত্র-মারণ, কধির এবং মন্দের

১। দুর্ভাক্ত চ দর্শনম্ ।

২। নাভিমূলে ।

৩। হুত্রাশ্রয়তাং ।

৪। প্রোক্তাঃ শত্রুঘর্ভনং ।

ভোজনং পানমস্ত্যাপি মনুজারোহণং তথা ।
 কল্যাণমুখসৌভাগ্য-রাজ্যশতক্লমং তথা ॥ ৩২
 এতে স্থপাঃ প্রকুর্বাতি নৃপস্য নৃপসত্তম ।
 যথৌষ্মহিষাণাক আয়োহো রাজ্যনাশনঃ ॥ ৩৩
 নৃত্যং গীতং তথা হাচ্যং পাঠশ্যাপ্যভিপ্রদঃ ।
 বস্ত্রবস্ত্রপরিধানং বস্ত্রমাল্যানুলেপনম্ ॥ ৩৪
 বস্ত্রাং কৃকাং ত্রিষষ্টৈব কামিনীম্ স্তুত্বাঙ্গদ্বয় ।
 কৃপাক্ষরে প্রবেশঃ শ্যাদক্ষিণাগতিস্তথা
 গচ্চে নিমজ্জনং স্নানং ভাৰ্য্যাপুত্রবিনাশনম্ ॥ ৩৫
 লাভক্লমং তবেৎ স্বপ্নেপ্যক্লমংপত্তির্নৃপস্য চ ॥ ৩৬
 আদায় গৰ্ভনাড়ীম্ সকলো যতিঃ শত্ৰুনম্ ।
 স তু রাজ্যান্তরং গ্রাপ্য মহাকল্যাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭
 দীর্ঘং বিংশতিহস্তম্ হস্তযোড়শবিন্দুতম্ ।
 কুৰ্য্যাত্ লক্ষণোপেতং বজ্রমণ্ডলমুত্তমম্ ॥ ৩৮
 ততোহপরেহহি পূৰ্ব্বাহ্নে যাতৃণাং পূজনং চরেৎ ।
 কুড্যালগ্নাং বসোজ্জীবাং বৃদ্ধিপ্রাঙ্গং তথৈব চ ॥ ৩৯
 চন্দনাঙ্ককম্বুরীধুমকপূরচূর্ণকৈঃ ।
 সম্পূজ্য মণ্ডলস্থানং তস্মিন্ হৌঃ শত্ৰবে নমঃ ।
 অস্ত্রায় হং ফড়িতোবং লিখেন্দ্রবরং যুধঃ ॥ ৪০
 মজ্জবিন্মণ্ডলজ্ঞশ্চ সূত্রেঃ কম্বলমস্তবৈঃ ।
 কোশেঐবৈ প্রতিকাখ্যং প্রথমং মণ্ডলং লিখেৎ ॥ ৪১

পান, পানস ভোজন, মনুজারোহণ প্রভৃতি স্থপ দর্শন রাজ্যের কল্যাণ, মুখ এবং
বিপক্ষ কবকর হয় । ২১-৩২

গর্ভভ, উষ্ট্র, মহিষ প্রভৃতিতে আয়োহণ যদি দর্শন করে, তাহা হইলে রাজ্য
নাশ হয় । ৩৩

নৃত্যগীত, হাচ্য অশুভ বিষয়ের পাঠ, বস্ত্রবস্ত্র পরিধান, বস্ত্রমাল্য বিভূষণ,
বস্ত্র এবং কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীতে কামনা এই সকল যন্ত্র দর্শন স্তুত্বকর হয় এবং কৃপামথো
প্রবেশ, দক্ষিণদিকে গমন, গচ্চে নিমজ্জিত এবং স্নান, ভাৰ্য্যা পুত্র উভয়ের
বিনাশকর হয় । ৩৪-৩৫

রাজা যদি স্বপ্নে নাভিদেশে যুতব্যক্তির উকুর উপস্থিতি দর্শন করে এবং
লক্ষ্যে গৰ্ভনাড়ী গ্রহণ করত আকাশপথে লক্ষ্য উভয়মান হইয়া অস্ত্র রাজ্যের
নিকটে উপনীত হয়,—একপ প্রদর্শন করিলেও মহা কল্যাণ লাভ করে । ৩৬-৩৭

বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, যোড়শ হস্ত বিন্দুত, উত্তম লক্ষণাবিত, উত্তম এক বজ্র-
মণ্ডল নির্মাণ করিবে । ৩৮

তদনন্তর পূর্ব এবং পরাহ্নে যাতৃকা মণ্ডলের পূজা করিবে এবং ভিত্তিতে
যমুধারা, নান্দীমুখাদি আত্মদায়িক জাহ্নব করিবে । ৩৯

চন্দন, অস্ত্র, কম্বুরী, ধূপ ও কপূর প্রভৃতি দ্বারা সম্মার্জিত বস্ত্র স্থানে
‘হৌঃ শত্ৰবে নমঃ’ এবং ‘অস্ত্রায় হং ফটু’ এই মন্ত্রদ্বয় লিখন করিবে । ৪০

চতুর্হস্তপ্রমাণস্ত মণ্ডলং বিলিখেন্ততঃ ।
 হস্তপ্রমাণং পদ্মস্ত মণ্ডলস্ত একৌত্তিতম্ ॥ ৪২
 দ্বারাণি সার্কহস্তানি কণিকাকেশরোজ্জলম্ ।
 সিতং রক্তঞ্চ পীতঞ্চ কৃষ্ণং হরিতমেব চ ॥ ৪৩
 শালিচূর্ণৈশ্চ কৌমুত্তৈর্হারিদ্ভৈর্হরিহস্তভৈঃ ।
 কুর্য্যাস্তথাগ্ননৈশ্চূর্ণৈঃ রাজা মণ্ডলবৃত্তয়ে ॥ ৪৪
 পদ্মাস্ততঃ সমারভ্য তালং পশ্চিমগামিনম্ ।
 পশ্চিমস্তারমধ্যে চ শতহস্তং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ৪৫
 প্রত্যেকং দ্বারমধ্যে তু পদ্মং চৈবাক্ষিপত্রকম্ ।
 কুর্য্যান্মণ্ডলভাগজ্ঞশ্চূর্ণৈরেব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৬
 চূর্ণৈস্ত মণ্ডলং কৃৎস্না সূত্রাগ্ন্যংসারয়েন্ততঃ ।
 উৎসার্য সূত্রং প্রথমং মণ্ডলং পূজয়েন্ততঃ ॥ ৪৭
 ভবনায়? নম ইতি ভক্তো হস্তং বিযোজয়েৎ ।
 সব্যাবলহস্তস্ত রক্তঃপাত্রং সমাচরেৎ ॥ ৪৮
 মধ্যমানানিকাস্তুঠৈরুপরিষ্ঠাদ্ যথেষ্টয়া ।
 অধোমুখাঙ্গুলীঃ^১ কৃৎস্না পাত্রেচ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ৪৯
 সমা রেবা তু কর্তব্য্য বিচ্ছিন্না পুষ্পরঞ্জিতা ।
 অঙ্গুষ্ঠপর্কনৈশ্চপূণ্য্যং সমা কার্য্য্য বিজানতা ॥ ৫০
 সংসক্তবিষমং স্কুলং বিচ্ছিন্নং কুমরাকৃতম্ ।
 পর্য্যন্তমণ্ডিতং হৃদয়ালিখেন্ন কদাচন ॥ ৫১

মন্ত্রবিৎ এবং মণ্ডলজ্ঞ পণ্ডিত, কম্বলমূত্র অথবা কৌষেয়মূত্রে চারিহস্ত পরিমাণে প্রথমে যন্ত্রিকাথা মণ্ডল লিখন করিবে মণ্ডলের মধ্যে এক হস্ত পরিমাণে পদ্ম নির্মাণ করিবে । ৪২-৪৩

রাজা মণ্ডলবৃত্তির অন্ত কণিকা-কেশরে উজ্জল, শুভ্র, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, হরিতবর্ণ চূর্ণ, তণ্ডুল চূর্ণ, কৌমুত্ত-মণ্ডল এবং হরিতবর্ণ চূর্ণ দ্বারা অর্ধ হস্ত পরিমাণ দ্বারা নির্মাণ করিবে । ৪৩-৪৪

সেই পদ্ম হইতে পশ্চিম দ্বারে পশ্চিমগামিনী নামে শতহস্ত বিশিষ্ট একজনকে নির্দিষ্ট করিবে । ৪৫

মণ্ডল-ভাগ-বিভক্ত প্রত্যেক দ্বারের মধ্যে চূর্ণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ক্রমে অষ্টদল পদ্ম নির্মাণ করিবে । ৪৬

চূর্ণদ্বারা সেই মণ্ডল নিম্নিত হইলে সূত্র সকলকে উৎসারিত করিয়া প্রথমে মণ্ডলের পূজা আরম্ভ করিবে । ৪৭

তদনন্তর “ভবনায় নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণানন্তর হস্ত বিযোজিত করিবে । ৪৮

বাম হস্তের মধ্যমা এবং অনামিকা অঙ্গুলি অবলম্বনপূর্বক যথেষ্টক্রমে উপবেশন করত চূর্ণপাতন করিবে । সাবধান হইয়া অঙ্গুলিকে নন্দীভূত করত চূর্ণনিঃক্ষেপ আচরণ করিবে । ৪৯

অঙ্গুলি সকল সমানভাবে পরস্পর অসংলগ্নরূপে বিচ্ছিন্ন রাখিবে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি কোণে অঙ্গুলিপর্ককে উন্নতি-আনতি-রহিত এবং সমান করিবে । ৫০

সংসক্তে কলহঃ বিদ্যাপূৰ্ণঃ রেখৈ তু বিগ্রহম্ ।
 অতিস্থলে ভবেদ্যাঃকিনিত্যং পীড়া বিমিশ্রতে ।
 বিন্দুভিত্তিকথাগোতি নতুল্যকাম সংলগ্নঃ ॥ ৫২
 কৃশায়াঃকর্ণহানিঃ স্রাজ্জিহ্বাস্রাঃ শব্দশঃ ক্রবম্ ।
 বিদ্যোগো বা ভবেতস্তু ইকৈঃশব্দসুভক্ত বা ॥ ৫৩
 অবিনিত্যং লিখেম্ যন্ত মণ্ডলক যথেষ্টয়া ।
 সৰ্বদোমানবাগোতি যে দোষাঃ পূৰ্ব্বমীৰিতাঃ* ॥ ৫৪
 সিতসর্ষপদূৰ্ব্বাঙ্কা রেখাঃ কার্যা বিজ্ঞানতা* ॥ ৫৫
 বিমলং বিজয়ং ভদ্রং বিমানং শুভদং শিবম্ ।
 বর্জমানঞ্চ দেবঞ্চ শতাকং কামদায়কম্ ॥ ৫৬
 কুচিকং যুক্তিকটেকঞ্চ দ্বাদশৈতে তু মণ্ডলাঃ ।
 যথাস্থানং যথামন্ত্রং যোজনীয়া বিচক্ৰৈঃ ॥ ৫৭
 সাগরে মধ্যমানে তু পীযুষার্থং সুরোৎকটৈঃ ।
 পীযুষধারদার্থায় নিম্নিতা বিশ্বকর্মাণা ॥ ৫৮
 কলাং কলাঞ্চ দেবানামসিদ্ধা তে পৃথক্ পৃথক্ ।
 যতঃ কৃতান্ত কলসংস্তুতন্তে পরিকীৰ্তিতাঃ ॥ ৫৯
 নৈবৈব কলসাঃ প্রোক্তা নাশ্তস্ত্যগ্নিবোধত ।
 গোহোপগোহো মরুতো যযুশ্চ তথাপরঃ ॥ ৬০
 মনোহাচার্য্যভদ্রশ্চ বিজয়ন্তনুদ্বন্দ্বকঃ* ।
 ইন্দ্রিয়হোঃশ্চ বিজয়ো নবমঃ পরিকীৰ্তিতঃ ॥ ৬১

নিম্নে ব্যক্তি, নিজ নৈপুণ্যে অসংলগ্ন, সমান, সুস্থ, অবিচ্ছিন্ন ও অকল
 সীমা হইতে অবহির্ভূত অনাবৃত এবং অক্লবরূপে লিখন করিবে । ৫১

মণ্ডল সংলগ্ন রূপে লিখিত হইলে কলহ, উর্দ্ধাশ্রয় হইলে বিরোধ, অতিস্থলে
 ব্যাধি, মিশ্রিত হইলে প্রতাহ পীড়া, বিন্দু বিন্দু হইলে বিপক্ষপক্ষ হইতে ভয়
 হয় । ৫২

কৃশ হইলে অর্থহানি, হিন্ন হইলে শব্দ অথবা ইকৈঃ শব্দ এবং পূত্র দিয়োগ
 হয় । ৫৩

যে ব্যক্তি অজ্ঞাতানুসারে যথেষ্টরূপে মণ্ডললিখনে প্রবৃত্ত হয়, পূর্বের যে
 যে দোষ বর্ণন করিয়াছি, সেট ব্যক্তি সেই সকল দোষের ভাজন হয় । ৫৪

শ্বেতসর্ষপ ও দূর্ব্বালি দ্বারা প্রমাণানুসারে রেখা অঙ্কিত করিবে । ৫৫

বিমল, বিজয়, ভদ্র, বিমান, শুভদ, শিব, বর্জমান, দেব, ভাক্ষ, কামদায়ক,
 কুচক ও যুক্তিকাখা, এই দ্বাদশ প্রকার প্রসিদ্ধ মণ্ডলকে পতিতদণ হানভেদে
 মজ্জভেদে ব্যবহার করিবেন । ৫৬-৫৭

দেবগণ হেকালে সুধার নিম্নিত সমুদ্র বহন করেন, বিশ্বকর্মা দেবগণ কর্তৃক
 মধ্যস্থান সমুদ্র হইতে উৎপন্ন সুধার সংস্থাপনার্থ বাহাদিগকে নির্মাণ করিয়া
 ছিলেন, তাহারা দেবগণের কলার কলা অংশ করিয়া নিম্নিত হইয়াছিল বলিয়া
 কলস নামে বিখ্যাত হয় । ৫৮-৫৯

সেই কলস নয়টি লিখিত হইয়া যে যে নামে প্রসিদ্ধ হয়, নামানুসারে

১। পূর্বভাবিতাঃ ।

২। প্রমাণতঃ ।

৩।দোষকঃ

তেষামেব ক্রমানুপ নব নামানি যানি তু ।
 শূণ্য ভাস্তপরাণ্যেব শাস্তিদানি সটৈব হি ॥ ৬২
 ক্ষিতীল্লঃ প্রথমঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়ো জলসম্ভবঃ ।
 পবনাগ্নী ততো হে তু যজমানস্ততঃপরঃ ॥ ৬৩
 কোষসম্ভবনাভ্যাং তু ষষ্ঠঃ স পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 সোমস্ত সপ্তমঃ প্রোক্ত আদিত্যস্ত তথাষ্টমঃ ॥ ৬৪
 বিজয়ো নাম কলসো ঘোহসৌ নবম উচ্যতে ।
 স তু পঞ্চমুখঃ প্রোক্তো মহাদেবরূপধৃক্ ॥ ৬৫
 ষট্শ পঞ্চবক্ত্রুর্ন পঞ্চবক্ত্রুঃ স্বয়ং তথা ।
 যথা কাষ্ঠাং স্থিতঃ সম্যগ্ধামদেবা দিনামতঃ ॥ ৬৬
 যন্তলস্য তু পশ্চাত্তঃ পঞ্চবক্ত্রুঃ ঘটং স্তসেৎ ॥ ৬৭
 ক্ষিতীল্লং পূর্বভাগে স্তস্য পশ্চিমে জলসম্ভবম্ ।
 বায়বো বায়বং স্তস্য আগ্নেয়ে হুগ্নিসম্ভবম্ ॥ ৬৮
 নৈঋত্যা যজমানস্ত ঐশাণ্যং কোষসম্ভবম্ ।
 সোমযুস্তরতো যোজ্যং সৌরং দক্ষিণতো স্তসেৎ ॥ ৬৯
 স্তসৌরং কলসাংশৈচ তেষু চৈতান্ বিচিন্তয়েৎ ।
 কলসানাং মুখে ব্রহ্মা গ্রীবায়াং শঙ্করঃ স্থিতঃ ॥ ৭০
 মূলে তু সংস্থিতো বিষ্ণুর্মধ্যে মাতৃগণাঃ স্থিতাঃ ।
 দিকৃপালা দেবতাঃ সর্বা বেষ্টিয়ন্তি বিশো দশ ॥ ৭১

তাহাদিগকে জ্ঞাপন কর। গোত্র, উপগোত্র, মরুৎ, মধুখ, মনোহা, ঋষিভূমি, তনুদূষক, ইন্দ্রিয়দ্র, বিজয়—এই নয় কলস, নয়টি নামে খ্যাত হইল। ৬০-৬১

হে ভূপতে। উক্ত কলস নয়টির সকল কালে শাস্তিপ্রদ অন্য নয়টি নাম আছে, উক্ত নাম ক্রমে জ্ঞাপন কর। ৬২

প্রথম কলসের নাম ক্ষিতীল্ল, দ্বিতীয় জলসম্ভব, তৃতীয় পবন, চতুর্থ অগ্নি, পঞ্চম যজমান, ষষ্ঠ কোষসম্ভব, সপ্তম সোম, অষ্টম আদিত্য এবং নবম কলসের নামান্তর বিজয়। ৬৩-৬৪

পঞ্চমুখবিশিষ্ট উক্ত ঘট পঞ্চবক্ত্রু মহাদেবরূপ; যে প্রকার মহাদেব বায়ুদেবাদি নামে সম্যকরূপে বিদ্যুৎকালে বিরাজমান হন। ৬৫

সেইরূপ পঞ্চবক্ত্রু ঘট পঞ্চমুখ পঞ্চানন স্বয়ং অচঞ্চলরূপে অবস্থান করেন।

৬৬

যন্তল-যথাস্থিত পশ্চাত্ত উপরি পঞ্চবক্ত্রু ঘট সংস্থাপিত করিবে। ৬৭

ঐ ঘটের পূর্বভাগে ক্ষিতীল্ল, ঘটের পশ্চিমে জলসম্ভব, অগ্নিকোণে অগ্নি-সম্ভব, বায়ুকোণে বায়ব্য, নৈঋতকোণে যজমান, ঐশানকোণে কোষসম্ভব, উত্তরদিকে সোম এবং দক্ষিণে আদিত্য ঘটকে সংস্থাপিত করিয়া ঐ ঘটসমূহকে ক্ষিতীল্লাদি ঘটরূপে চিন্তা করিবে। ৬৮-৬৯

কলসসমূহের মুখে ব্রহ্মা অবস্থিত, গ্রীবাদেশে মহাদেব বিরাজমান, মূলে বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন। মধ্যে মাতৃগণ সংস্থিত আছেন। দিকৃপাল-দেবগণও কলসসমূহের দশদিকে অবস্থান করিতেছেন। ৭০-৭১

କୁକ୍କୌ ତୁ ମାନସାଃ ସତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱବୀଳାଂଶ୍ଚ ସଂହିତାଃ ।
 ନକ୍ଷତ୍ରାଦି ଶ୍ରହାଃ ସର୍ବେ ତଥୈବ କୁଳମର୍ଦ୍ଦତାଃ ॥ ୧୧
 ଗଙ୍ଗାନ୍ତାଃ ସରିତଃ ସର୍ବା ବେଦାଂଶ୍ଚହାରୀ ଏବ ଚ ।
 କଳାସେ ସଂହିତାଃ ସର୍ବେ ସେଷ୍ଠ ତାନି ବିଚିତ୍ରତେନ ॥ ୧୨
 ଋତ୍ନାନି ମର୍ଦ୍ଦବୀଜାନି^୧ ପୁଷ୍ପାନି ଚ ଫଳାନି ଚ ।
 ବଜ୍ରଯୋଡ୍ଡିକବୈଦୂର୍ଯ୍ୟହାମନ୍ତେନ୍ଦ୍ରଞ୍ଚାଢିକଃ ॥ ୧୩
 ମର୍ଦ୍ଦଧାୟକବଂ ବିଷ୍ଣୁ ମାମତୋହୁବଂ ତଥା ।
 ଶିଖପୁରକକର୍ଦ୍ଦୀରକାନ୍ତୋରାତ୍ରାତଦାଢିକମ୍ ॥ ୧୪
 ଯବଂ ଶାଳିକ ନୌବାରଂ ଗୋଧୂୟଂ ସିତମର୍ଦ୍ଦମ୍ ।
 କୁକୁଷାନ୍ତକର୍ପୁର-ସମନ୍ତଃ ଗୋଚରଂ ତଥା ।
 ଚନ୍ଦନକ ତଥା ଯାଂସୌହେଳାଂ କୂର୍ତ୍ତଂ ତଥୈବ ଚ ॥ ୧୫
 କର୍ତ୍ତୃରୌପତ୍ରପୂର୍ବକ^୨ ଜଳନିର୍ଯ୍ୟାସକାନ୍ତମ୍
 ନୈଲେରଂ ବଦରଂ ଜାତୀମତ୍ରମୁଲ୍ଲେ ତଥୈବ ଚ ॥ ୧୬
 କାମଳାକଂ ତଥା ମୂର୍ଦ୍ଧା^୩ ଦେବୀମର୍ଦ୍ଦକେଶବ ଚ ।
 ଘଟାଂ ଘାତ୍ରୀଂ ସମାହିତୀଂ ତୁରୁକଂ ଯଜ୍ଞଲକ୍ଷ୍ମୀକମ୍ । ୧୭
 ମୂର୍ଦ୍ଧାର ଘୋହନିକାଂ ତଦ୍ରାଂ ଶତସୂକ୍ତୀଂ ଶତାବରୀମ୍ ।
 ବର୍ଜାମାଂ^୪ ମହୁଳାଂ କୁତ୍ରାଂ ମହୁଦେବାଂ ମଜାଶ୍ୱରୀମ୍ ॥ ୧୮
 ପୂର୍ବକୋଷାଂ ସିତଂ ମୀଥୀଂ ଶୁକ୍ରାଂ ଶିରସିକାମନୋ^୫ ॥ ୧୯
 ବ୍ୟାବକଂ ମହାବତ୍ସକ ଶତପୁଷ୍ପଂ ପୁନର୍ନବାମ୍ ।
 ଜାଞ୍ଜିଂ ଦେବୀଂ ମିସାଂ ଉତ୍ରାଂ ମର୍ଦ୍ଦମହାନିକାଂ ତଥା ॥
 ସମାହତ୍ୟ ଉତ୍ତାନେତାନୁ କଳାସେଷୁ ନିଧାନୟେ ॥ ୨୦
 କଳାସନ୍ତା ଯଥାଦେବଂ ବିଧିଂ ଶତ୍ରୁଂ କ୍ଳାନ୍ତବତ୍ ।
 ଯଥାକ୍ରମଂ ପୂଜୟିତ୍ୱା ଶତ୍ରୁଂ ଧୂମ୍ରାଂଶ୍ଚା ବଞ୍ଚେ ॥ ୨୧

କୁକ୍କିଦେଶେ ସତ୍ତ୍ୱ ମାନସ, ସତ୍ତ୍ୱବୀଳ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ବକ୍ର, ଶ୍ରେଣ୍ଠମୂଳ, କୁଳମର୍ଦ୍ଦତ, ଗଙ୍ଗାଦି ଋଣୀ ମୂଳ, ବେଦ-ଚତୁର୍ଥେ କଳାସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଅଛନ୍ତି ।
 ଏହିରୂପେ ତାହାଦେବର ଉକ୍ତ ଉକ୍ତ ହାତେ ଅବସ୍ଥାନ ଡିଆଁ କରିବେ । ୧୧-୧୨

ଋତ୍ନ, ମର୍ଦ୍ଦବୀଜ କଳ, ପୁଷ୍ପ, ଶିଖର, ଯୋଡ୍ଡିକ, ବୈଦୂର୍ଯ୍ୟ, ମହାମନ୍ତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟିକ ଶ୍ରଦ୍ଧତି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ କଳାସେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ୧୩

ବିଷ, ବାଧକେଶବ, ଚିତ୍ରବର, ଶିଖପୁରକ, ଆତ୍ରାତକ, କର୍ଦ୍ଦୀର, ଆତ୍ର, ଦାଢିକ, ଯବ, ଶାଳି, ନୌବାର, ଗୋଧୂୟ, ଶ୍ୱେତ-ମର୍ଦ୍ଦମ, କୁକୁର, ଅନ୍ତର, କର୍ପୁର, ଯଦାଗୋଚର, ଚନ୍ଦନ, ଯମନ, ଲୋଚନ, ଯାଂସୌ, ଏଲାଈଚ, କୂର୍ତ୍ତ, ମତ୍ରପୂର୍ବ, ନିର୍ଯ୍ୟାସହୃତ ଜଳ, ନୈଲେର, ବଦର, ଜାଞ୍ଜି, ମତ୍ରପୁଷ୍ପ, ମର୍ଦ୍ଦ, ଘଟା, ଆୟତକୀ, ଯାହିତୀ, ତୁରୁକ ଅନ୍ତର୍ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଘୋହନିକା, ତଦ୍ରା, ଶତସୂକ୍ତୀ, ପୂର୍ବକୋଷା, ସିତମୀତଶୁକ୍ରା ଶିରୀଷକାନନ, ବ୍ୟାସିକ, ମହାବତ୍ସ, ଶତପୁଷ୍ପ ପୁନର୍ନବା, ଜାଞ୍ଜି, ଯିମହା ଏହି ସକଳ ଉକ୍ତମ ଯବା, ସମା-
 ହତବସ୍ତୁତ କଳାସେ ନିହିତ କରିବେ । ୧୬-୨୦

କଳାସେର ଯଥାହାତେ ଯଥା ବିଧି ଏବଂ ଯଥେନ୍ଦ୍ରରେର ମାଧ୍ୟାନ୍ତର ଯଥାକ୍ରମେ ପୂଜା କରିବା ବିଶେଷରୂପେ ସହାଦେବେର ପୂଜା କରିବେ । ୨୧

୧ । ତଥା ଋତ୍ନାଦି ମର୍ଦ୍ଦାମି ।

୨ । କର୍ପୁରମତ୍ରପୂର୍ବକ ।

୩ । ମୂର୍ଦ୍ଧା ।

୪ । ମର୍ଦ୍ଦାମାଂ ।

୫ । ... -ଶିରସିକାମନୋ ।

প্রাসাদেন হু মন্ত্রেণ শত্ৰুং তদ্বৈশ শত্ৰুয়ম্ ।
 প্রথমং পূজয়েন্নরো নানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥ ৮৩
 দিক্‌শালানি যটেষু দিক্‌শালানি পূজয়েৎ ॥ ৮৪
 পূর্বে বহিঃস্থাপিতেষু গ্রহাণাং কলসেষু চ ।
 নবগ্রহান্ পূজয়েন্তু মাত মাতৃঘটে চ ॥ ৮৫
 সর্বে দেবা যটে পূজ্যা যটাস্তেবাং পৃথক্ পৃথক্ ।
 মৈবম্ তত্র পূর্বোক্তাঃ স্তুতা যুয্যতন্য হুপ ॥ ৮৬
 ভৈরবোভৈরব শৈবশ্চ পুষ্কর্ণানাবিধৈঃ কলৈঃ ।
 যাবকৈঃ পায়সৈশ্চৈব যথাসম্ভবযোগিজৈতঃ ॥ ৮৭
 পুষ্পানাম্‌ভ নৃপতিঃ পূজয়েৎ সকলান্ সুরান্ ॥ ৮৮
 দক্ষিণে মণ্ডলস্থায় কৃত্তং নির্মায পায়সৈঃ ।
 সমিতিঃ শালিসিদ্ধার্থেষু তৈশ্চ পূজ্যৈস্তৈস্তথা ॥ ৮৯
 কেবলৈশ্চ ভৈরবৈশ্চ পূজিতান্ সকলান্ সুরান্ ।
 হোমেন হোময়েদু বৃদ্ধো নৃপঃ সখিকপুরোহিতঃ ।
 হোমাস্তে মণ্ডলোদীচাং বেদিকায়াং সপটকম্ ।
 রোচনাখ্যমলঙ্কারাংস্তথা সর্বান্ নিয়োজয়েৎ ॥ ৯০
 বৃদ্ধাবস্থলমস্থল্য ষড়্‌বিংশত্‌শ্লোকাবধি ।
 কৃত্তং বা চতুঃস্রং বা পদ্যং ত্রিকোণসংজ্ঞকম্ ॥ ৯১
 রত্নেশাং পদ্যমধ্যে তু গোমুক্তিকবিনায়কৈঃ ।
 ঐঐবৃক্ষবরারোহামুদাদেবীং স্তভাষিতাম্ ॥ ৯২
 বটৈঃ সর্করলঙ্কারৈঃ পটং কার্যং গ্রিহস্কম্ ।
 হস্তবিস্তারমুচ্ছায়াং নবহস্তং দশাঙ্গুলম্ ॥ ৯৩

শত্ৰুত্ব-নির্দিষ্ট প্রসঙ্গমন্ত্রে প্রথমে নানানৈবেদ্য বন্ধন দ্বারা শত্ৰুর আরাধনা করিবে ॥ ৮৩

দশদিক্‌শালকে যটে যোজিত করত তাঁহাদের পূজা করিবে ॥ ৮৪

পূর্বে বহিঃপ্রদেশে স্থাপিত এবং কলসের মধ্যেও সংস্থাপিত দেবগণকে আরাধনা করিবে । মাতৃগণকে মাতৃঘটে আরাধনা করিবে ॥ ৮৫

সর্বদেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ যটে পূজা করিবে । হে নৃপ ! পূর্বোক্ত নবটি যট যুয্যতম ॥ ৮৬

ঐ যটে ভক্তা, ভোজ্য, পেষ্য নানাপ্রকার পুষ্প, ফল, যাবক, পায়স এবং যথাসম্ভব নিয়োজিত অশ্রাভ দ্রব্য দ্বারা পুষ্পস্থানের নিমিত্ত সকল দেবগণের পূজা করিবে ॥ ৮৭-৮৮

বেদবিৎ রাজপুরোহিত মণ্ডলের দক্ষিণদিকে পায়সপূর্ণ কৃত্ত নির্মাণ করত কাষ্ঠ দ্বারা সিদ্ধ শালি-অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধা, অক্ষত এবং কেবল আত্মা দ্বারা পূজিত দেবগণকে বৃক্ষের নিমিত্ত হোমে সকল দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবেম । হোমাস্তে মণ্ডলের উত্তরভাগে রোচনা কৃত্ত-পট এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার বেদিকার সংস্থাপিত করিবে ॥ ৮৯-৯০

বৃদ্ধ অঙ্গুলি আরম্ভ করিয়া ষড়্‌বিংশ অঙ্গুলি পরিমাণে গোলাকার চতুঃকোণ কিংবা ত্রিকোণ পদ্যের মধ্যে গো, হুতি, বিনায়ক, ঐ, ঐবৃক্ষ, বরারোহা স্তভা-

স্তানার্ধং সার্দ্ধহস্তক পট্টং বৃত্তং শুধারিতম্ ।
 শয্যা চতুর্ভুজা দীর্ঘা ধনুর্মানন্ত পীঠকম্ ।
 গজসিংহকুতাটোপঃ হেমরত্নবিকৃষিতম্ ॥ ১৪
 সিংহাখ্যঃ সার্দ্ধবিস্তারাদ্ভাসনমধ্যাপি বা ।
 ব্যাঘ্রচিত্রকপট্টৈর্বা উপধানানি কারয়েৎ ॥ ১৫
 অষ্টৈর্দ্বা নিশ্চিত চর্কস্বতুলকপূরিতা ।
 শয্যা দীর্ঘাৰ্দ্ধবিস্তাৰ্ণা চতুর্ভুজা মূলক্ষণা ॥ ১৬
 বিতস্তাধিকমিচ্ছন্তি মৃগয়া শুকুবিদগ্ধা ।
 অর্ধচন্দ্রসমং কুর্যাদাসনং চতুর্ভুজকম্ ॥ ১৭
 উপধানানি শয্যায়াঃ কর্ণাদিমূলভেদভেদঃ ১ ।
 যোড়শকাজ্য কার্য্যানি বর্ণচিত্রযুতানি চ ॥ ১৮
 যানং সিংহাসনং পট্টং শয্যোপকরণাদিকম্ ।
 রাজ্ঞা নুতনযোগ্যং তথেন্দা উত্তরভো গম্যেৎ ॥ ১৯
 তেহাস্ত পশ্চিমে বর্ণবস্ত্রোয বচিতে যত্নে ।
 পর্য্যঙ্কে যজ্ঞপার্বেদ্য-নির্মিতে মহদাস্তরে ॥ ২০০
 অর্দ্ধাচ্ছাদনসংযুক্তে চর্যাবৃত্তচতুর্ভুজে ।
 বৃষভস্ত তদোপায়াঃ সিংহশাৰ্দ্ধলম্বোরপি ॥ ২০১
 পাদপীঠে বৃত্তযুক্তে পাদাবারোণ্য পাণ্ডিবেৎ ।
 শুভশ্চিন্ পৰ্য্যঙ্কপীঠেষু চর্কস্বতুলচতুর্ভুজে ॥ ২০২

দ্বিতা বেদগণের সকল অলঙ্কার দ্বারা হস্তদ্বয় পরিমাণে পট করিতে হইবে ।
 এক হস্ত পরিমাণে উন্নত সার্দ্ধ নয়হস্ত দশ অঙ্গুল আসনাবৃত্ত বর্তুলপ্রানপট্ট
 করিবে । ১১-১৩

স্তানপট্ট হইতে চতুর্ভুজ দীর্ঘ, এক-বলু পরিমাণে গজ এবং সিংহ পরম্পরের
 আফালনবৃত্ত হেমরত্নবিকৃষিত পীঠকযুক্ত শয্যাপট্ট করিবে । চিত্রিত ব্যাঘ্রযুক্ত
 অর্দ্ধহস্ত পরিমাণে সিংহাখ্যকুতভাসনমধ্যমিত উপধান করাইবে । ১৪-১৫

অথবা কাপাসপূর্ণ চর্যাবারে উপধান করিবে । শয্যার দৈর্ঘ্য আটহাত
 এবং বিস্তার তাহার অর্ধেক হওয়া চাই এবং উহা মনোহর হইবে । ১৬

সিংহাসন বা অন্য শয্যা হইতে এক বিতস্তি অপেক্ষা অধিক উন্নত অর্ধচন্দ্রের
 সমূহ উপধান করাইবেন । ১৭

নানাপ্রকার বর্ণ এবং অনেক প্রকার চিত্রবিশিষ্ট কর্ণমুণাধি ভেদে যোড়শ
 প্রকার উপধান করাইবেন । ১৮

বৈরির উত্তর ভাগে যান, সিংহাসন, পট্ট-শয্যা এবং তদুপকরণ প্রভৃতি
 রাজার যোগ্য নুতন দ্রব্য সকল সংস্থাপন করিবে । ১৯

এই সকল বস্তুর পশ্চিম দিকে দ্বর্ণ এবং বস্ত্রানি নির্দিষ্ট উত্তর বস্ত্রখচিত
 কাঠসমূহ রচিত বৃহৎ চন্দ্রাতপযুক্ত—পর্য্যঙ্ক বৃষভ, উর্গা, সিংহ, শাৰ্দ্ধুল—এই
 চারি জন্তুর চর্কে আবৃত্ত করিবে । ২০০-২০১

পৃথিবীপতি, সেই পর্য্যঙ্কের পৃষ্ঠদেশস্থিত বস্ত্রশোভিত এবং উক্ত চর্ক শু
 খড়্গযুক্ত পাদপীঠে পাদস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিবেন । ২০২

১। সার্দ্ধহস্তঃ বা ।

২।সেপতঃ ।

৩। নিটৈব মারায়দৈর্ঘ্যৈর্ভৈষ এ'বানক্রপদ্ব্যক-.....ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে ।

নানালঙ্কারভূষণাং নৃপতিং ব্রহ্মশালিনম্ ।
 শ্রীগণেশ্চ ব্রাহ্মণৈঃ সাক্ষিঃ রাজানং সুবসন্তম্ ॥ ১০৩
 সংবীতকমলং কুমারং বহুবৈষ্ণবং শোভিতম্ ।
 কলসৈর্বলিপুষ্পাঙ্গৈঃ শালিচূর্ণৈশ্চ শ্রীগণেশ্চ ॥ ১০৪
 অষ্টো ষোড়শ বিংশতিশতমষ্টাদিকঞ্চ বা ।
 কলসানাং সমাখ্যাতা অধিকয়োক্তরোক্তরম্ ॥ ১০৫
 জলকল্যাণদৈর্মমৈবমগ্রলোথৈশ্চ শান্তিভৈঃ ।
 বৈষ্ণবৈবরথ দিকৃপালৈগ্রহমষ্টৈশ্চ মাতৃকৈঃ ॥ ১০৬
 আজ্যং ভোজ্যং সমুদ্ভিষ্টমাজ্যং পাপহরং পরম্ ।
 আজ্যং সুরাণামাহার আজ্যে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১০৭
 ভোমাস্তরিকং দিব্যং বা যত্তে কল্যষণাগতম্ ।
 সর্বং তদাজ্যসংস্পর্শাং প্রণামমুপযচ্ছত ॥ ১০৮
 ততোহপি নীযগাজ্জাত্ব কহলং বস্ত্রধেব চ ।
 কলসৈঃ শ্রীগণেশ্চূর্ণং পুষ্পশ্রানীকপূরিভৈঃ ॥ ১০৯
 এভির্মমৈবমগ্রলোথৈঃ সন্ততত্বাৰ্ধসংকৈঃ ॥ ১১০
 সুরাভ্যামভিষিক্ত য়ে চ সিদ্ধাঃ পুরাতনৈঃ ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রাশ্চ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্রগণাঃ ॥ ১১১
 আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ যৌ ভিষগুবরৌ ।
 অদিত্যৈর্দেবমাতা চ স্বাহা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥ ১১২
 কীর্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ জীশ্চ সিনীবাণী কুহুস্তথা ।
 দিত্যশ্চ সুরসা চৈব বিনতা কঙ্করেব চ ॥ ১১৩
 দেবপত্ন্যাশ্চ য়াঃ প্রোক্তা দেবমাতর এব চ ।
 সর্বগুণাভিষিক্ত সিদ্ধাশ্চাপরসার গণাঃ ॥ ১১৪

কমলাচ্ছাদিত বহুবর্ণবস্ত্র অলঙ্কারশোভিত সুবসন্তরাজাকে ব্রাহ্মণগণের
 সহিত কলসস্থিত জল, বলি, পুষ্প এবং শালিচূর্ণ দ্বারা স্নান করাইবে । ১০৩-
 ১০৪

অন্যান্য অষ্টাদশিত ষোড়শ, বিংশতি অথবা একশত আট দশ কলে স্নান
 প্রসিদ্ধ । যত অধিক হইবে, তদনুসারে ফল হয় । ১০৫

জল-কল্যাণকর, মঙ্গলকর, শিবমন্ত্র অথবা বিষ্ণুমন্ত্র এবং দিকৃপাল গ্রহ
 মাতৃকাদি মন্ত্রে স্নান করাইবে । ১০৬

উক্ত দেবগণ হইতে আজ্য উৎপন্ন হইয়াছে, আজ্যই কেবল পাপনাশক,
 আজ্যই দেবগণের আহার, আজ্যদ্বারা লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ১০৭

পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গাদি যে কোন স্থানের পাপ ভোমার আশ্রিত হইয়াছে,
 সেই সকল পাপই আজ্যসংস্পর্শে প্রলয় হউক । ১০৮

তদনন্তর গাড়ে হইতে আহৃত কমল বস্ত্র প্রভৃতি অপমোক্ত করিয়া, পুষ্পশ্রান-
 জলপূর্ণ কলশের জলে রাজাকে স্নান করাইবে । ১০৯

হে নরবর ! এই সর্বসিদ্ধি-সাধক সকল মন্ত্রে দেবগণ, কপিলাদি পুরাতন
 সিদ্ধসমূহ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাধ্য, মরুদগণ, অদিত্যপুত্রগণ, অষ্টবসু, একাদশ-
 রুদ্র, বৈশ্রবর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবমাতা অদিত্য, স্বাহা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কীর্তি,

নক্ষত্রানি যুজুর্ভাষ্য পক্ষাহারোজ্জ্বলকয়ঃ ।
 সংবৎসরা নিমেষাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠাঃ কণা লবাঃ ।
 সর্কের্ভাস্তিষিক্ত কালম্যাবস্বতুথা । ১১৫
 বৈমানিকাঃ সুরগণা যনবঃ সাগরৈঃ সহ ।
 সরিতশ্চ মহানাথা নাপাঃ কিম্পুরুষান্তথা । ১১৬
 বৈমানসা মহাত্মনা দ্বিচ্ছা বৈহাযসাম্চ যে ।
 সপ্তর্ষয়ঃ সদাশাশ্চ ধ্রুবহানানি যানি তু । ১১৭
 মরীচিবজ্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরজিরাঃ ।
 তুঙঃ সনৎকুমারশ্চ সনকশ্চ সনন্দনঃ । ১১৮
 সনাতনশ্চ বকশ্চ জৈগীষবোহুতিনন্দনঃ ।
 এককশ্চ দ্বিতীশ্চ ত্রিতো জাবালিকাশ্চপো । ১১৯
 দুর্কাসা দুর্কিনীতশ্চ কথঃ কাত্যায়নস্তথা ।
 মার্কণ্ডেবো দীর্ঘতম্যঃ তনঃশেফো বিদূদথঃ । ১২০
 উর্ক্যঃ সৎবর্তকশ্চৈব চ্যাবনোহজ্রিঃ পরাশরঃ ।
 বৈশাখনে। যবক্রীতো দেবরাতঃ সহায়কঃ । ১২১
 এতে চান্তে চ বহবো বেদব্রতপরায়ণাঃ ।
 সমিচ্ছান্তেহুভিষিক্ত সর্বাশ্চ তপোধন্যঃ । ১২২
 পুরুষাশ্চরবো নদ্যঃ পুণ্যাবতনানি চ ।
 প্রজাপতিঃ ক্রিতিশ্চৈব দাবো বিশ্বশ্চ মাতরঃ । ১২৩
 বাহনানি চ দিব্যানি সর্কের্লোকান্চরাচরাঃ ।
 অগ্নয়ঃ পিতৃবস্তারা জ্যৈষ্ঠাঃ ৪৫ দিনো জলম্ । ১২৪
 এতে চান্তে চ বহবঃ পুণ্যসঙ্কীর্ণনাঃ শুভাঃ ।
 তেঠৈয়ত্নামভিষিক্ত সর্কেবাংপাতনিবর্হণৈঃ । ১২৫
 ইত্যেবং শুভদৈবৈতৈর্নির্ধার্যৈবৈবস্তথাপটৈঃ ।
 সৌদৈর্ন্যারাবটৈ রৌদ্রে স্রাক্ষশক্রসমুদ্ভবৈঃ । ১২৬

লক্ষ্মী, ধৃতি, সিনীবালী, কুহু, দিতি, সুরসা, বিনতা, কক্ষ, —যে সকল দেবপত্নী-
 গণের নাম কীর্তন করিয়াছি : সেই দেবমাতৃগণ তোমাকে সেচন করুন ।
 ১১০-১৪

কলাপকর অঙ্গরোপণ, নক্ষত্র, যুজুর্ভাষ্য, পক্ষ, অহোরাত্র, উভয়ের সহি,
 সংবৎসর, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, কণা, বৈমানিক দেবগণ, যনুগণ, সাগর, সরিৎ,
 সপর্, কিল্লর, বৈমানস, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, সদাচার সপ্তর্ষিগণ, নিত্যস্থানসমূহ,
 মরীচি, অজ্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অজিরা, তুঙ, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন,
 সনাতন, বক, জৈগীষবা-নন্দন, কুঙ, জাবালি, কথন, দুর্কাসা, দুর্কিনীত, কথ,
 কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেব, দীর্ঘতম্য, তনঃশেফ, বিদূদথ, উর্ক্য, সৎবর্তক, চ্যাবন পরাশর,
 বৈশাখন, যবক্রীত, দেবরাত, তদ্ব্রাতা—ইহারা এবং অগ্নি বেদব্রতবিজ্ঞ সদাচার
 পিতৃগণ সহিত তপোধনগণ তোমাকে সেচন করুন । ১২৫-১২৬

পুরুষ, তরু, নদী, পুণ্যাবতন, প্রজাপতি, ক্রিতি, অগজ্জননী, গো, দেবগণের
 বাহনসমূহ, স্বাধর অকমায়কত্রিভঙ্গ, অগ্নি পিতৃগণ, তারা, মেঘ, আকাশ
 দশদিক ইহারা এবং পুণ্যলোক অত্যাশ্র সকলে সর্কবিষবিনাশন এই ব্যাপ্তিতে
 তোমাকে সেচন করুন । ১২০-১২৬

আপোহিষ্ঠা হিরণ্যোতি সন্তবেতি সুরেতি চ ।
 মান্যতাকোতি মন্ত্ৰেণ গন্ধৰ্বায়েভ্যনেন চ ।
 সৰ্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে স্তীৰ্ণ তে গ্রহযোগিতিঃ ।
 ইত্যেবং জ্ঞানমাসাচ্চ পাত্ৰমাহুতা কৰ্মলৈঃ ।
 সৰ্ব্বমঙ্গলমন্ত্ৰেণ বস্ত্ৰং কাৰ্পাসকং দ্বিবিং ॥ ১২৭
 আচম্য চ ততো দেবান্ শুক্লং বিশ্রাংস্ত পূজয়েৎ ।
 কাকজ্ঞং চামরকং বটীকাখানু গজাংস্তথা ।
 যম্বাং কক্কাং বার্ষেভুং ততো গজ্জক্কাংশিনম্ ।
 তত্র পতা বহিষষো বহুঃ স্ত্রীযীক্ষ্য পাবিবঃ ।
 সুনিৰ্জিতানিৰ্মিতানি লক্ষ্যেভ্যস্ত বিমূৰ্তিঃ ॥ ১২৮
 বৈবল্লককুক্যামাত্য-বল্লিপৌরজনৈরুভ্যঃ ।
 বাদিত্ৰয়োবৈভুযুগৈস্তথা ভৌৰ্য্যত্রিকৈঃ তটৈঃ ।
 কুঙ্কা শেঃষ পুনঃ শান্তিমানীৰ্বাচ্য চ বৈ দ্বিজান্ ।
 পূৰ্ব্বাং বিধায় বিম্বিবক্ষণাং কনকাবিভাম্ ॥ ১২৯
 ধ্যানানি চাপ্য বাসানি যত্না কুৰ্য্যাৎসিদ্ধিনম্ ॥ ১৩০
 ততঃ শেখরলৈঃ সৰ্কানমাত্যাণীন্ পুরোহিতঃ ।
 সেচয়েচ্চতুৰ্ভুজকং বঙ্গকাপি সরাষ্ট্রকম্ ॥ ১৩১
 এবং কৃৎবা নৃপঃ পশ্চাদ্বিরাট্রং সংযতো ভবেৎ ।
 মাংসমৈশ্বনহীনচ্চ কুৰ্য্যান্মাংসলাসেননম্ ॥ ১৩২
 পুস্তনকত্রয়ুজা তু তৃতীয়া যদি লভ্যতে ।
 তস্তাং পূজ্যা সদা দেবী চতিকা শঙ্করেণ হ ॥ ১৩৩
 শাকালিকাবিহারতৈঃ শিখুৰাং কোড়ুকৈস্তথা ।
 বৈবাহিকেন বিধিনা যোহয়েচ্চ তিকাং শিবাম্ ॥ ১৩৪

এই প্রকার মঙ্গলকর দিবা, সৌর, নাবায়ণ, রৌদ্র, ত্রায়, ইন্দ্রসম্ভবমন্ত্ৰে এবং “আপো হিষ্ঠা” ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্ৰে স্নাত হইয়া কলসদ্বারা পাত্ৰ আবৃত করত কাৰ্পাসবস্ত্ৰ পরিধান করিবে । ১২৬-১২৭

তদনন্তর বাক্য আচমন করত দেবগুরু নিপ্রণক্লমণের পূজা করিবেন এবং যন্ত্র অঙ্গপূৰ্ব্বক জজ্ঞ, হুত, চামর, বটী, অশ্ব এবং গজ প্রভৃতি প্রদান করিবেন । পৃথিবীপতি, হুতাননের সমীপে গমন করত বহিঃশোভা দর্শন করিবে । বিম্বদর্শনে সুনির্মিত এবং কুনির্মিত নিশ্চয় করিবে ১২৮

দৈবজ্ঞ, কক্কি, অমাত্য, বন্দী এবং পৌরজনৈ পরিভূত হইয়া বাটশব্দে ততকর তুমুল ভৌৰ্য্যত্রিক শব্দে দিম্বগুল আবৃত করিয়া পুনর্বার শান্তি করিবেন এবং আঙ্গুলগণের আশীৰ্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন । যথাবিধি কৰ্ম্ম শেষ করিয়া সূৰ্য্য বক্ষিণা দান করিবেন এবং বান্ধ বস্ত্র দান করিয়া দিসর্জন দিবেন । ১২৯-১৩০

তদনন্তর পুরোহিত, অবশিষ্ট ভলে সকল অমাত্য চতুৰ্ভুজ, রাজ্য্যস্ব প্রভৃতি সেচন করিবেন । ১৩১

এই প্রকারে মহীপতি সংযম অবলম্বনপূৰ্ব্বক ত্রিনবার স্নান করিবে এবং মাংস, মৈশ্বন প্রভৃতি ত্যাগ করিবেন । ১৩২

পূজ্যবস্ত্র তৃতীয়া যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই দিনে মহাদেব ও চতুর্থ আরাধনা করিবেন । ১৩৩

চতুঃপাশ্বেষু সর্বেষু দেবদেবীগৃহেষু চ ।
 পতাকাভিবলংকুর্যাদেবং কুর্ষয় সৌদতি ॥ ১৩৫
 এবং কৃত্বা শান্তিয়াগং তথা পুষ্পাভিষেচনম্ ।
 চতুরঙ্গৈঃ সমং রাজ্ঞা পার্শ্বাভিস্ত নরৈঃ সহ ।
 রাজ্যমশ্বলসংযুক্তঃ পরজেহ ন সৌদতি ॥ ১৩৬
 নাতঃ পরতরো যজ্ঞো নাতঃ পরতরোৎসবঃ ।
 নাতঃ পরতরা শান্তির্নাতঃ পরতরং শিবম্ ॥ ১৩৭
 অনেনৈব বিধানেন নৃপতেহভিষেচনম্ ।
 যুবরাজ্যাভিষেকঞ্চ কুর্য্যাজ্ঞাপুরোহিতঃ ॥ ১৩৮
 নৃপাভিষেককরণমাদৌ যদি সমাচরেৎ ।
 অনেনৈব বিধানেন স্থিরঃ ক্ত্যাম্ নতিতদা ॥ ১৩৯
 অয়ং যজ্ঞঃ সপ্তদ্বিষ্টঃ শত্রুর্থাৎ ব্রহ্মণা পুরা ।
 এবং যজ্ঞং নৃপঃ কৃত্বা পরজেহ ন সৌদতি ॥ ১৪০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষড়শীতিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

বালকবশের কোড়ক, পুষ্পলিকা-বিবাহ এবং বিবাহবিধি দ্বারা চতুঃপাশ্বেষু
 দেবদেবীগণের গৃহে চতুকা দেবীর আরাধনা করিবেন এবং দেবদেবীগণের
 গৃহ পতাকা-পঙ্কজিতে পরিশোভিত করিবেন । ১৩৫-১৩৬

রাজা এইরূপে বহাশান্তিক পুষ্পা-শান-যজ্ঞ করিয়া চতুর্কর্গ জায়া পুষ্প এবং
 রাজ্যমশ্বলসংযুক্ত পরসৌক উভয় লোকেই কষ্ট পান না । ১৩৬

ইহা হইতে পূণ্যকর অস্ত্র যজ্ঞ নাই । ইহা অপেক্ষা অস্ত্র মহোৎসব নাই ।
 এতস্তিষ শান্তি নাই, এতস্তিষ অস্ত্র মঙ্গল নাই । ১৩৭

রাজপুরোহিত এই বিধান দ্বারা রাজ্যাভিষেক এবং যৌবরাজ্যাভিষেক
 করাইবে । এই বিধিতে যদি নুতন রাজ্যাভিষেক করান, তবে সেই রাজ্য
 চিরকাল নিঃশব্দে রাজ্যসূচ্য ভোগ করেন । ১৩৮-১৩৯

অয়ং যজ্ঞা এই যজ্ঞ ইত্যেক নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন । এই যজ্ঞ করিয়া
 রাজা উচ্চরলোকে সুখী হন । ১৪০

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৬

সপ্তাশীতিতমোঃধ্যায়ঃ

ঐক্য উবাচ—

অখাতঃ শূন্য^১ রাজেশ্বর শক্রোথানং ধ্বজোৎসবম্ ।
 বৎকৃত্বা নৃপতির্যাতি ন কদাচিৎ পরাজিতম্ ॥ ১
 রবৌ হরিশ্চ দ্বাদশ্যাং জ্বলেন বিড়োজসম্ ।
 আরাধয়েন্নৃপঃ সয্যকৃ সর্ববিমোপশান্তয়ে ॥ ২
 রাজোপরিচরো নাম বসুনায়াপরম্ব সঃ ।
 নৃপাস্তনায়মতুলো যজ্ঞঃ প্রাবর্তিতঃ পূবা ॥ ৩
 প্রাবৃট্ কালে চ নভসি দ্বাদশ্যামসিতেভরে ।
 পুরোহিতো বহুবিধৈর্বার্যৈশ্চৈতুর্ধৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৪
 প্রথমং শক্রকৈতুর্ধং বৃক্ষয়ামস্ত্য বর্জয়েৎ ।
 সংবৎসরো বার্কিকিচ্চ কৃতমঙ্গলকৌতুকঃ ॥ ৫
 উচ্চানে দেবতাগারে শ্মশানে মার্গমধ্যতঃ ।
 যে জাতাত্তরবস্তাংস্ত বর্জয়েদ্বাসবধ্বজে ॥ ৬
 বহুবল্লীযুৎ ওক্ষং বহুকণ্টকসংযুক্তম্ ।
 কুজং বৃক্ষাদিনীযুক্তং লতাচ্ছন্নতরুং তাক্ষৎ ॥ ৭
 পক্ষিবাসসমাকীর্ণং কোটৈর্বহুভিষ্মৃতম্ ।
 পবনানলবিধ্বস্তং তরুং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥ ৮

শক্রোথান

ঐক্য বলিলেন ;—হে রাজন্ । সম্প্রতি শক্রোথান-দিনকর্তব্য শক্রধ্বজোৎসব বর্ণন করিতেছি । ইহার অনুষ্ঠানে ভূপতি শত্রুকর্তৃক পরাজিত হন না । ১

সূর্য্যদেব, সিংহরান্নিগত হইলে (ভাদ্রমাসে) দ্বাদশী তিথিতে রাজ্য সর্ব-
 বিধ বিনাশের নিমিত্ত শক্রধ্বজ উৎসব আচরণ করিবেন । ২

বসুনাযক মহারাজ উপরিচর-নৃপতির নিকট অনুপম এই যজ্ঞ বৃত্তান্ত বর্ণন
 করিরাহিলেন । ৩

রাজপুরোহিত বর্ধাশতু ভাদ্রমাসের শুরু দ্বাদশী তিথিতে নানা-প্রকার বাঢ়
 মৃত্যু মীত সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত নির্দিষ্ট বৃক্ষকে আনয়ন করত বর্জিত
 করিবেন । ৪

সংবৎসরে সেই বৃক্ষ বর্জিত হইলে সকৌতুকে নগর কার্য্য-কলাপের অনু-
 ঠান করিবেন । ৫

উচ্চান, দেবগৃহ, শ্মশান এবং পথমধ্যে যে সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সে বৃক্ষ-
 সমূহ ইন্দ্রধ্বজে অনুশযুক্ত । ৬

অনেক লতামণ্ডল-বেষ্টিত গুহ, বহু কণ্টকযুক্ত, বক্র বৃক্ষাত্তরযুক্ত এবং
 লতাকীর্ণ বৃক্ষকে গ্রহণ করিবেন না । ৭

পক্ষিকুলের কুলায়-সঙ্কুল, বহুকোটরযুক্ত বায়ু-বেগে বিধ্বস্ত, অনলদগ্ধ
 বৃক্ষকোঙ বহু ভ্যাগ করিবেন । ৮

নারীসংজ্ঞাশ্চ যে বৃক্ষা অতিভ্রূহা অতিকৃশাঃ ।
 তান্ ননা বর্জয়েচ্ছীদঃ সর্বদা শক্রপূজনে ॥ ৯
 অর্জুনোহপাশ্বকর্ণশ্চ প্রিয়কোষক এব চ ।
 উদ্ভবরশ্চ পঠৈক্যে কেতুর্থে হ্যুতমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০
 অত্র চ দেবদার্বাদ্যাঃ শালান্যাস্তবস্তথা ।
 প্রশস্তান্ত পরিগ্রাহ্য নাপ্রশস্তাঃ কদাচন ॥ ১১
 ধূম্রা বৃক্ষং ততো বায়ো দৃষ্টো মল্লমিমং পঠেৎ ।
 যানি বৃক্ষেষু ভূতানি তেভ্যঃ স্তুতি নমোহস্তু বঃ ॥ ১২
 উপহারং গৃহীত্বৈব ক্রিয়তাং বাসবধরজম্ ।
 পার্থিবস্তাং বরয়তে স্তুতি তেহস্তু নগোত্তম ॥ ১৩
 ধ্বজার্থং দেবরাজমা পূজয়েৎ প্রতিগৃহতাম্ ।
 ততোহপরেহহি তং হিহা মূলমষ্টাঙ্গুলং পুনঃ ॥ ১৪
 জলে ক্ষিপেত্তথাগ্রস্য চিহ্নৈব চতুরঙ্গুলম্ ।
 ততো নীত্বা পুরহারাং কেতুর্নির্মায়ে তত্র বৈ ॥ ১৫
 শুক্রাষ্টম্যাং জাহ্নপদে কেতুং বেদীং প্রবেশয়েৎ ।
 দ্ব্যত্রিশং হস্তমানন্ত অধমঃ কেতুরুচ্যতে ॥ ১৬
 দ্ব্যত্রিশং হস্তং ততো জ্যায়ান্ দ্ব্যত্রিশং নৈব চ ।
 ততোহধিকঃ সমাখ্যাতো দ্ব্যপঞ্চাশতখোত্তমঃ ॥ ১৭

নারী নামে যে সকল বৃক্ষ বিখ্যাত এবং অতি ভ্রূহ, অতি কৃশ, ধীর ব্যক্তি
 সেই বৃক্ষ সকল শক্রধ্বজে গ্রহণ করিবেন না । ৯

অর্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিয়ক, উদ্ভবর এবং বট এই পাঁচ বৃক্ষ ইন্দ্রধ্বজ মন্ডলে
 প্রসিদ্ধ । ১০

অন্য প্রকার দেবদারু এবং শাল প্রভৃতি বৃক্ষও প্রসিদ্ধ । তাহাদিগকেও
 গ্রহণ করিবে । অপ্রশস্ত বৃক্ষ কদাচ গ্রহণ করিবে না । ১১

তৎপূর্বে ব্রাহ্মিতে সেই বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া “এই বৃক্ষে যে সকল ভূত অধি-
 ষ্ঠান করিতেছে, তাহাদের মঙ্গল হউক এবং আমি তাহাদিগকে নমস্কার করি ।
 ১২

মঙ্গলিত এই উপহার গ্রহণ করত ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত অতিপ্রায় নিক
 হউক, হে বৃক্ষবর ! মহারাজ দেবরাজ ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা
 করিতেছেন, তোমার মঙ্গল হউক । ১৩

এই পূজা গ্রহণ কর” এই মন্ত্র পাঠ করিবেন । তদনন্তর পরদিনে সেই
 বৃক্ষকে ছেদন করত অষ্টাঙ্গুল পরিমাণে মূল এবং চতুরঙ্গুল পরিমাণে অগ্রছেদন
 করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে । ১৪

তদনন্তর সেই বৃক্ষকে পুরহারে আনয়ন করত সেই স্থানে ধ্বজনির্মাণ
 করিবে । ১৫

জাহ্ন্যাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে উক্ত ধ্বজকে বেদীতে সংস্থাপন করিবে ।
 ১৬

দ্ব্যত্রিশং হস্ত পরিমিত কেতু অধম, তাহা অপেক্ষা উন্নত দ্ব্যপঞ্চাশৎ হস্ত
 পরিমিত কেতু উত্তম । ১৭

কুমারীঃ পঞ্চ কৰ্ত্তব্যঃ শক্রস্য বৃপসত্তম ।
 শালময়স্তু তাঃ সৰ্ব্বা অপরাঃ শক্রমাতৃকাঃ ॥ ১৮
 কেতোঃ পাদপ্রমাণেন কাৰ্য্যাঃ শক্রকুমারিকাঃ ।
 মাতৃকার্দ্ধপ্রমাণ্যস্ত যন্ত্ৰিত্তময়ং তথা ॥ ১৯
 এবং কৃদ্ধা কুমারীশ্চ মাতৃকাঃ কেতুমেব চ ।
 একাদশ্যাং সিত্তে পক্ষে যন্ত্ৰিত্তামধিবাসয়েৎ ॥ ২০
 অধিবাস্য ততো যন্ত্ৰিং শঙ্করাবাদিমন্তকৈঃ ।
 দ্বাদশ্যাং যন্ত্ৰলং কৃদ্ধা বাসবং বিস্তৃত্যকম্ ॥ ২১
 অষ্টাত্তং পূজয়িত্বা তু শক্রং পশ্চাৎ প্রপূজয়েৎ ।
 শক্রস্য প্রতিমাং কুমারীং কাঞ্চনীং দানবীক বা ॥ ২২
 অষ্টতৈলসমভূতাং সৰ্ব্বাভাবে তু মৃদুময়ীম্ ।
 তাং যন্ত্ৰলস্ত যথো তু পূজয়িত্বা বিশেষতঃ ॥ ২৩
 ততঃ ততো মূৰ্ত্তে তু কেতুমুখাপন্নৈরূপঃ ।
 বজ্রহস্ত মুরারিস্ত বহুনেত্র পুরন্দর ॥ ২৪
 ক্ষেমার্থং সৰ্ব্বলোকানাং পূজয়েৎ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৫
 এহেহি সৰ্ব্বামরসিদ্ধসংলব্ধ-বভিষ্টৌতো বজ্রধরামরেশ ।
 সমুখিতস্তব্ধং অবশ্যাপ্যপাশে বৃহাৎ পূজাং ভগবন্তমন্তে ॥ ২৬
 এবমুত্তরভদ্রোত্তৈর্দর্শনপ্রবণা বিত্তিঃ ।
 ইতি যন্ত্ৰেণ তন্ত্ৰেণ নানানৈবেদ্যনৈবনৈঃ ॥ ২৭
 অপূটৈঃ পায়সৈঃ পানৈঃ চৈত্ৰধান্যভিষ্টৈঃ চ ।
 তৈক্ষ্যার্ভোজৈশ্চ বিবিধৈঃ পূজয়েচ্ছ্রীবিমুদ্রে ॥ ২৮

হে নরবর । ইজের শালকাঠ নিশ্চিত পাঁচজন কুমারী করিবে এবং ইজ-
 মাতাও নির্মাণ করিবে । ১৮

ধ্বজের পাদ পরিমাণে ইজের পঞ্চকতা নির্মাণ করিবে । এবং মাতৃকার
 অর্দ্ধ পরিমাণে কিংবা হস্তদ্বয় পরিমাণে যন্ত্ৰ নির্মাণ করিবে । ১৯

এই প্রকারে কুমারী মাতৃকা এবং কেতু নির্মাণ করিয়া গুরুপক্ষীয় একাদশীতে
 উক্ত কেতুকে অধিবাসিত করিবে । ২০

“যন্ত্ৰদ্বারা” যন্ত্ৰে যন্ত্ৰিকে অধিবাসিত করিয়া অতি বিস্তৃত বাসবযন্ত্ৰল
 নির্মাণ করিবে । ২১

প্রথমতঃ আদিদেব হরির পূজা করিবে । তদনন্তর সুবর্ণনিশ্চিতা কিংবা
 সারুনিশ্চিতা অথবা পিত্তলাদি ধাতু নিশ্চিতা সৰ্ব্বাভাবে মৃদুময়ী ইজের প্রতিমূর্ত্তি
 নির্মাণ করত পূজা করিবে । ২২

যন্ত্ৰলের যথো ইজ মূর্ত্তিকে বিশেষরূপে পূজা করিবে । তদনন্তর রাজা
 সুন্দরকালে কেতু উত্থাপিত করিয়া “বজ্রহস্ত । দৈত্যদমন । মহাদমন । পুরন্দর ।
 সৰ্ব্বজগতের হিতসাধনার্থে এই পূজা গ্রহণ কর । ২৩-২৫

হে সকলামর-সিদ্ধ-সংস্কৃত । হে বজ্রধর । সকল দেবগণের সহিত আগমন
 কর । তুমি অবশ্য নক্ষত্রের আদ্যাদে উখিত হইয়াছ, তোমাকে প্রণাম
 করি । ২৬

এই পূজা অঙ্গীকার কর” এই উত্তর ভদ্রোক্ত যন্ত্ৰে এবং ধন প্রবণভূতি
 ইজযন্ত্রে নানাপ্রকার নৈবেদ্য নিবেদন করিবে । ২৭

ঘটে দশদিকপালান্ গ্রহাংশে পরিপূজয়েৎ । ২৯
 সাধ্যাদীন সকলান্ দেবান্ মাত : সৰ্বা অমৃতমাং । ৩০
 ততঃ শুভে মূৰ্ত্ত্যে তু জ্ঞানী বর্জকিসংযুতঃ ।
 কেতুস্থাপনভূমিত্ত যজ্ঞবেদীস্থ পশ্চিমে ।
 বিপ্রৈঃ পুরোহিতৈঃ সার্কং গচ্ছেদ্রাজা সূর্য্যলৈঃ । ৩১
 বজ্রভিঃ পঞ্চভির্বহং যজ্ঞগ্নিষ্টং সমাত্মকম্ ।
 কুমারীভিঃ সংযুক্তং দিকপালানাঞ্চ পট্টকৈঃ । ৩২
 বৃহত্তিরিকটৈশ্চ নানাস্তৈব্যঃ সুপুৰিতৈঃ । ৩৩
 বসাবর্ণৈর্যথাবেশে যোজিতৈর্বজ্রবেদিতৈঃ । ৩৪
 যুক্তং তং কিঙ্করীজালৈর্হন্যন্তৌঘচামটৈঃ ।
 ভূষিতং যুক্টৈরকটৈর্মাল্যৈর্বহুবিশেষতঃ । ৩৫
 বহুপুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চ ভূষিতং রত্নমালয়া ।
 চিত্রমালায়তৈশ্চৈব চতুর্ভিরপি তোরণৈঃ । ৩৬
 উদ্যাপয়েদ্যহাকেতুং রাজকীয়ৈঃ শনৈঃ শনৈঃ । ৩৭
 তদুদ্যায় মহাকেতুং পূজিতং মণ্ডলাগরে ।
 প্রতিমাং তাং নমোহুতং কেতোঃ শত্রুং বিচিন্তয়ন্ । ৩৮
 যজ্ঞেভ্যং পূর্ববজ্র শচীং মাতুলিমেব চ ।
 অমৃতং তনয়ং তস্ত বজ্রমৈবাদিতং তথা ।
 গ্রহাংশাপ্যথ দিকপালান্ সৰ্ব্বাংশে গণদেবতাস্তে । ৩৯
 অপুণ্ড্রৈঃ পূজয়েত্ত্ব বালিতিঃ পারসাদিভিঃ ।
 পূজিতান্যত্র দেবানাং শম্বকোথং সমাচরেৎ । ৪০

অপুণ্ড্র, পারস, শুভ, ধাতু এবং নানাপ্রকার ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন বৃদ্ধির নিমিত্ত পূজা করিবে । ২৮

ঘটে দশদিকপাল এবং গ্রহগণের পূজা করিবে । সাধ্যাদি দেবগণ এবং মাতৃগণেরও যথাক্রমে পূজা করিবে । ২৯-৩০

তদনন্তর রাজা সূর্য্যকালে বৃদ্ধ জ্ঞানিগণের সহিত এবং বিপ্র পুরোহিতগণের সহিত যজ্ঞ বেদীর পশ্চিমভাগে বহুলকর কেতুসংস্থাপনভূমিতে গমন করিবে । ৩১

বজ্রপঞ্চকদ্বারা যজ্ঞের সহিত সূক্ষ্মকৈরুপে বহু মাতৃগণ এবং কুমারী পঞ্চক-যুক্ত দিকপালগণের এবং বৃহস্পতি ও অনন্তের বহু-দ্রব্য-পূর্ণ বর্ণানুসারে যথা-স্থানে স্থাপিত অস্ত্রবেদিত পেটক-সমহিত, কিঙ্করীজাল এবং বৃহৎ বন্টাসমূহ চামরসংযুক্ত উচ্চ মকর এবং নানাপ্রকার মালাদ্বারা বিভূষিত সুগন্ধ অনেক পুষ্প ও রত্নমালাশোভিত, নানাপ্রকার মালা বস্ত্র এবং চারিটী তোরণযুক্ত স্বর্জকে অগ্রে অগ্রে উদ্যাপিত করিবে । ৩২-৩৭

এবং সেই স্বর্জের নিম্নদেশে, মণ্ডল যথেষ্ট পূজিত ইজ্ঞ প্রতিমাকে উদ্যাপিত করিয়া অবস্থাপিত করিবে এবং ইজ্ঞদেবকে শ্রবণ করিবে । ৩৮

পূর্ববৎ সেই স্বর্জে শচী, মাতুলি, কুমারজম্বন্ত, বজ্র, ঐরাবত, গ্রহগণ, দিকপাল, দেবসমূহ এবং সকল গণদেবতার পূজা করিবে । ৩৯

অপুণ্ড্র পায়স প্রভৃতি পূজোপহারে অর্চনা করিবে । এবং পূজিত দেবগণকে নিরন্তর হোমদ্বারা পরিভূক্ত করিবে । ৪০

হোম্যন্তে তু বলিং দদ্যাদাসবায় মহাশ্বনে ॥ ৪১
 ত্রিঙ্গং ঘৃতকাকতক পুষ্পং দুর্ক্যং তুথৈব চ ।
 ঐতস্ত জুহুয়াক্ষেবান্ বৈঃ বৈর্মজ্জৈর্নরোত্তম ॥ ৪২
 ততো হোমাবসানে তু ভোজয়েদ্ ভোজনানপি ।
 এবং সম্পূজয়েন্নিত্যং সপ্তরাজং দিনে দিনে ।
 ব্রাহ্মণৈঃ সহিতৈঃ রাজা বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥ ৪৩
 সর্বত্র শক্রপূজাসু যজ্ঞেযু পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 জাতায়মিতি যত্রোহং বাসবস্ত্রিঃ পরঃ ॥ ৪৪
 এবং কৃতা দিবাতাগে শক্রোখাপনমাদিতঃ ।
 অবগচ্ছুতায়ান্ত্রাদন্যং পার্থিবঃ স্বয়ং ।
 অস্তগাদে ভরণ্যন্ত্র নিশি শক্রং বিসর্জয়েৎ ॥ ৪৫
 সুপ্তেযু সর্বলোকেষু যথা রাজা ন লভতি ।
 যদ্বাসাগ্ভায়াগ্নোতি রাজা দুষ্টো বিসর্জনম্ ॥ ৪৬
 শক্রস্ত নৃপশার্দ্দন তন্মাস্নেহেভ তদুপঃ ।
 বিসর্জনস্ত যত্রোহং পুরাবিত্তিকদীরিতঃ ॥ ৪৭
 সাক্তিং সুবাসুরগণৈঃ পুৰন্দরশতক্রতো ॥ ৪৮
 উপহারং গৃহীত্বৈবং মহেন্দ্রকজ সম্যতাম্ ॥ ৪৯
 যুতকে তু সমুৎপন্নৈ বাবে ভৌমস্ত বা শনেঃ ।
 ভূমিকম্পাদিকোৎপাতে বাসবং ন বিসর্জয়েৎ ॥ ৫০
 উৎপাতে সপ্তরাজস্ত তথোপপ্রবদর্শনে ।
 ব্যাতাত্য শনিভৌরৌ চ হুতকেহপি বিসর্জয়েৎ ॥ ৫১

হোম্যন্তে ইন্দ্রব বলি প্রদান করিবে । ৪১

নরোত্তম । ত্রিঙ্গ, ঘৃত, কাকত, পুষ্প এবং দুর্ক্যাদি দ্রব্যাদি নিজ নিজ মন্ত্রে হোম করিয়া দেবগণকে সম্বর্ধন করিবে । ৪২

তদনন্তর হোম্যন্তে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে । এই প্রকারে সপ্তরাজে প্রতিদিন পূজা করিবে । ৪৩

বেদবিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণগণের সহিত সকল রাজা শক্র পূজা এবং যজ্ঞ-যশোলাভ করেন “জাতায়ম্” ইত্যাদি মন্ত্র বাসবের অতিশয় প্রিয় । ৪৪

এইরূপে প্রথমত দিবাতাগে শক্রোখাপন করিয়া রাজা স্বয়ং অবগা নক্ষত্র-যুক্ত দ্বাদশীতে ভরণীর অন্তর্ভাগে ব্রাহ্মিযোগে বিসর্জন করিবে । ৪৫

রাজা যদ্যপি স্বপ্নে বিসর্জনের দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয়বাসে যজ্ঞাযুখে নিপতিত হইতে হয় । ৪৬

হে নৃপশার্দ্দন ! অতএব রাজা শক্রের বিসর্জনের দর্শন করিবেন না । “হে শতক্রতো ! ধনজরূপিন্ পুৰন্দর ! এই উপহার গ্রহণ করিয়া স্বহাসে গমন কর । পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ বিসর্জনের এই মন্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন । ৪৭-৪৯

জাতাশৌচ সমুৎপন্ন হইলে কিংবা যজ্ঞল এবং শনিবারে অথবা ভূমিকম্পাদি-উৎপাত উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রধ্বজ বিসর্জনের করিবে না । ৫০

উৎপাত উপস্থিত হইলে কিংবা উপদ্রব দুর্ঘট হইলে শনি যজ্ঞল ত্রিঃ বারো সপ্তাহের পর বিসর্জনের করিবে । ৫১

সূতকে তথ সস্ত্রাণ্ডে ব্যতীতে সূতকে পুনঃ ।
 যশ্মিন্ তস্মিন্ দিনে চৈব সূতকাস্তে বিসৰ্জয়েৎ ॥ ৫২
 তথা কেতুং নৃণো ব্রহ্মেণ শতস্তি শাকুনা যথা ।
 ন কেতো নৃপশার্দ্ধল যাবন্নহি বিসৰ্জয়ন্ত ॥ ৫৩
 শনৈঃ শনৈঃ পাতাস্তত্ সখোখ্যাপনমাদিতঃ ॥ ৫৪
 কৃতং তথা যথা ভগ্নে কেতো যত্নাম্বাপনুয়াৎ ॥ ৫৫
 বিগৃহ্যৈ শক্রকেতুস্ত সালঙ্কারং তথা নিশি ।
 ক্রিপেদমেনং যন্ত্রেণ বৃগাধে সলিলে নৃপ ।
 তিষ্ঠ কেতো মহাভাগ যাবৎ সংবৎসরং জলে ।
 ভবায় সৰ্বলোকানামন্তরায়াবিনাশক ॥ ৫৬
 উখাপয়েত্তুর্ধ্যানবৈঃ সৰ্বলোকেশ্ব বৈ পূবঃ ।
 ব্রহ্মো বিসৰ্জয়েৎ কেতুং বিশেষো যঃ প্রপূজনে ॥ ৫৭
 এবং যঃ কুরুতে পূজাং বাসবস্ত মহাত্মনঃ ।
 স চিরং পৃথিবীং ভুজ্যে বাসবঃ লোকমাপনুয়াৎ ॥ ৫৮
 ন তস্ত রাজ্যো হৃতিকং নাথয়ো ব্যাদয়ঃ কচিৎ ।
 স্থানুস্তি যত্নানকালে জনানাং তত্র আয়তে ॥ ৫৯
 তন্তুলাঃ কোহপি নাথোহস্তি শ্রিয়ঃ শক্রস্ত প্যর্ষিব ।
 তস্য পূজা সৰ্বপূজা কেশবাক্ষাশ্চ তদ্রূপাঃ ॥ ৬০
 সকলকল্লমহারি ব্যাধিহৃতিকনাশং
 সকলভবনিবেশং সৰ্বমৌত্তম্যকারি ।
 সূর্যপতিগৃহগাতির্বার্হনং শক্রকেতোঃ
 প্রতিশব্দমনৈকৈঃ পূজয়েচ্ছ্রীবিহৃদ্য ॥ ৬১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

সূতকাশোচ উপস্থিত হইলে যেদিনে সূতকাশোচ শেষ হয়, সেই সূতকাস্ত দিনে বিসৰ্জন করিবে । ৫২

হে নৃপমণে! যেকাল পর্যন্ত বিসৰ্জন না হয়, সেকাল পর্যন্ত কেতুতে পক্ষি প্রকৃতি থাকিতে উপবেশন না করে, তাহা করিবে । ৫৩

যে প্রকারে অগ্নে অগ্নে উখাপন করা হয়, সেই প্রকারে অগ্নে অগ্নে নিপাতিউ করিবে । অনবধানতায় উক্তকেতু ভগ্ন হইলে মরৎ হয় । ৫৪-৫৫

রাজারা রাত্রিকালে শক্রকেতুকে অলঙ্কারাবিব সহিত অগ্নি জলে “হে বিশ্ববিনাশিন্ মহাভাগকেতো! সর্ব জনান্তর উৎপত্তির নিমিত্ত সংবৎসরকাল জলে অবস্থান কর” এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে । ৫৬

পুনর্ব্বার সৰ্বলোকের সম্মুখে তুর্ধ্যানিতে উখাপন করিবে, ইহাই এই পূজার বিশেষ । ৫৭

এই প্রকারে যে ব্যক্তি মহাত্মা ইন্দ্রের পূজা করে, সে চিরকাল পৃথিবীর আধিপত্য করিয়া অস্তে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করে । ৫৮

তাহার রাজ্য হৃতিক হয় না। শয়বিরকর হস্তপ্রকার ইতি থাকে না। প্রজাগণ অবাশ্বিক হয় না এবং অকাল-মৃত্যু তাহার রাজ্যে অবস্থান করে না, প্রজাগণও অকালে কালপ্রাপ্তে পতিত হয় না । ৫৯

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

- ঔৰ্ব্ব উবাচ—

জ্যোষ্ঠে দশহরায়ান্তে বিকোনিষ্ঠিঃ স্থপ শৃণু ।
 যেন বা বিধিনা কুর্যাদিষ্ঠিঃ বিকোনিষ্ঠিঃ সদা । ১
 প্রত্যক্ষং পাৰ্থিবঃ কুর্য্যাৎ প্রতিমাং কাকমণীং হরৈঃ ।
 অশ্বভেজোময়ীং বাপি দারবীং বা শিলাময়ীম্ ॥ ২
 তাং প্রতিষ্ঠাপ্য বিধিনা মানোন্মাদৈনস্ত শিল্পিভিঃ ।
 প্রতিষ্ঠাং বিধিবস্তথাঃ কুর্যাদিষ্টৈঃ পুরোহিতৈঃ ॥ ৩
 তাং সংস্থাপ্য সুরাগারে যন্নং বা যজ্ঞতঃ কৃতে ।
 বাসুদেবস্ত বীজেন পূৰ্ব্বোক্তবিধিনা তথা ॥ ৪
 সৰ্ব্বোপচারৈর্ভক্ত্যা তু বাসুদেবং প্রপূজয়েৎ ।
 পূজান্তে সংস্কৃত্য বহুৈ কুণ্ডলযোঃ হিতো বিজঃ ॥ ৫
 স্নাত্বৈভ্যঃ সহস্রং জুহুয়াদাহুতীনাং হরৈঃ ত্রিঘ্নম্ ।
 সম্পূজ্য বাসুদেবস্ত হোমং কৃৎবা ততো বিজঃ ॥ ৬
 স্থপস্থানুসারে তাং প্রতিমাং যজ্ঞলং নয়েৎ ।
 প্রতিমায়াঃ কপোলৌ দ্বৌ স্পৃষ্টৌ দক্ষিণপানিনা ॥ ৭

হে রাজন্ ! ইজের তাহার ঋতু গ্রিহ অশ্ব ভেজও হর না, তাহার পূজা সকলের পূজাধরূপ, অধিক কি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবও তাহাতে অনুকূল হন । ৩৩
 সকল কলুবহর ব্যাধিহর চর্ভিক-নাশক সকল সোভাগ্য-বর্জক, অমরাবতী-
 গামি-শক্রকেতুর অর্চন ক্রীড়ার নিমিত্ত প্রতিবর্ষে নিয়মিত দিনে করিবে । ৩১

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৭

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

বিষ্ণুযজ্ঞ

ঔৰ্ব্ব বলিলেন,—হে রাজন্ ! ঐশ্বর্য়্যমাসের দশহরায় ক্রীকৃষ্ণের যজ্ঞ প্রবণ কর । স্থপগণের অবশ্য কর্তব্য বিষ্ণু যজ্ঞের বিধি বর্ণন করিতেছি । ১

পৃথিবীপতি, প্রতিবর্ষে হরির কনকময়ী অশ্বভাষ্ময়ী, দারুময়ী কিংবা শিলাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিবে । ২

শিল্পীগণের দ্বারা যথা পরিমাণে নির্মাণান্তে বিপ্র এবং পুরোহিতগণ দ্বারা সেই প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করাইবেন ৩

প্রতিমাকে দেবগৃহে অবস্থাপিত করিয়া যজ্ঞপূর্বক বাসুদেবের বীজমন্ত্রে এবং পূর্বোক্ত বিধিতে ভক্তিসহকারে মূর্ত্তিমান বাসুদেবের পূজা করিবেন । ৪

পূজান্তে কুণ্ডল যদ্যদ্বিত সংস্কৃত বহ্নিতে স্নান, যত দূরী সহস্রবার আহুতি পূর্বক হোম করিবে । স্নান বাসুদেবের পূজান্তে হোম করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে সেই প্রতিমাকে যজ্ঞে সংস্থাপন করিবেন । ৫-৬

প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্কীত তস্যাং দেবত্বং বৈ হরেঃ ।
 কৃত্যাম্যন্ত প্রতিষ্ঠায়াং প্রাণানাম্ নৃপসন্তম ॥ ৮
 বিষ্ণুপ্রাণান্তাং প্রতিমানাম্যন্ত নিম্নতং শ্রবণম্ ।
 প্রাণেশ্বৰ্য্যগতেষস্যাম্ দেবত্বং নিম্নতং ভবেৎ ॥ ৯
 অকৃত্যাম্যন্ত প্রতিষ্ঠায়াং প্রাণানাম্ প্রতিমাসু চ ।
 যথা পূৰ্ব্বং তথাভাবঃ স্বৰ্ণদীনাম্ ন বিষ্ণুতা ॥ ১০
 অন্তেষামপি দেবানাম্ প্রতিমাস্বপি পাথিব ।
 প্রাণপ্রতিষ্ঠা কৰ্ত্তব্য্য তস্যা দেবত্বমিচ্ছয়ে ॥ ১১
 সুবর্ণন্ত সুবর্ণং স্যাদ্ভিন্না বারু তথা শিলা ।
 অশ্লিষ্ট স্বরূপং স্যাদ্ প্রাণস্থানমুত্তে সমা ॥ ১২
 বাসুদেবস্য বীজেন তদ্বিক্ৰোদিত্যনেন চ ।
 তদৈখবাক্সান্নিমিত্তাত্ম্যাম্ প্রতিষ্ঠামাচরেদ্বরেঃ ॥ ১৩
 তদৈখব হৃদয়েহুচ্চুৰ্দ্ধং দক্ষ্য শঙ্কজ মন্ত্রবিৎ ।
 এতির্মন্ত্রেঃ প্রতিষ্ঠাপ্য হৃদয়েহপি সমাচরেৎ ॥ ১৪
 অষ্টৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত অষ্টৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্ত যৎ ।
 অসৌ দেবত্বসংখ্যাতৈঃ স্যাহেতি যজুৰ্জ্ঞরনু ॥ ১৫
 অজমষ্টৈবাক্সমষ্টৈবৈদিটৈকরিত্যনেন চ ।
 প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সৰ্বত্র প্রতিমাসু সমাচরেৎ ॥ ১৬
 প্রতিমাপূজনে কুর্যাদাক্ষতপি চ মন্ত্রবিৎ ।
 প্রাণপ্রতিষ্ঠাং প্রথমং পূজ্যভাগবিত্তকয়ে ॥ ১৭

প্রতিমার কপোলময় দক্ষিণ গান্ধারী স্পর্শ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ৭

হে নৃপবর ! যথাবিধি প্রতিষ্ঠা আচরিত হইলে বিষ্ণুর প্রাণ সকল তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিমায় আবির্ভূত হন এবং দেহে প্রাণসমূহ অবস্থিত হইলে, সেই দেবাদিদেব ভগবানের দেহ হয়। ৮-৯

প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হইলে সেই প্রতিমা যে উপাদানে গঠিত হয়, সেই উপাদানই থাকে, তাহাকে আর বিষ্ণু বলা যায় না। ১০

হে পৃথিবীপতে ! এইরূপ অক প্রতিমারও দেবত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ১১

প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে সুবর্ণরত্ন প্রতিমা সাধারণ সুবর্ণরূপেই পরিগণিত হয়। শিলা, দারু এবং অন্যপ্রকার প্রতিমাও ততরূপেই অবধারিত হয়। ১২

বাসুদেবের বীজমন্ত্রে এবং “তদ্বিক্রোঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অজ এবং অগ্নিমন্ত্রে বিষ্ণুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা আচরণ করিবে। ১৩

মন্ত্ৰজ্ঞ, দেবযুতির বক্ষে অঙ্কনি নিধানপূর্বক উক্ত মন্ত্রে বন্ধদেশেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সমাপন করিবে। ১৪

“এই প্রতিমাতে প্রাণসমূহ অবস্থিত হউন। ইহাতেই প্রাণসমূহ অবস্থিত হউন।” ১৫

প্রতিমূর্তির দেবত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত উক্ত মন্ত্র, অগ্নিমন্ত্র, এবং বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ১৬

অগ্নিঞ্চ প্রাণপ্রতিষ্ঠাঞ্চ প্রতিমাপূজনাদুভে ।
 ন কচ্ছিত্ব দুধঃ কুর্ঘ্যঃ কৃত্বা যজ্ঞায়বান্ধৱাৎ ॥ ১৮
 বিষ্ণোহিষ্টিমিমাং কৃত্বা দশম্যাং পার্থিবোত্তমঃ ।
 তস্মাদেব তু পূর্ণায়ান্ প্রতিমাস্থাপয়েত্ততঃ ॥ ১৯
 এবং দশহর্যাক্ষ কৃত্বাষ্টিং পার্থিবো হরেঃ ।
 সৰ্বান্ কামানবাগ্নোতি নিক্ষণোহপি স জায়তে ॥ ২০
 শ্রীপঞ্চম্যাং স্নিগ্ধং দেবীং কুন্দৈঃ সম্পূজয়েৎ সদা ।
 বাসবং গজরাজমুপহাটৈরুত্তমোত্তমৈঃ ॥ ২১
 লক্ষ্ম্যাস্ত্রং মহামন্ত্রং বাসবস্ত পুরোদিতম্ ।
 সত্যপি পূজনে গ্রাহ্যঃ যজ্ঞানি যথাক্রমম্ ॥ ২২
 এবং কৃতে পূজনে তু শ্রীপঞ্চম্যাং বিশেষতঃ ।
 শ্রীযুতো নৃপতির্হুত্বা শ্রীহানিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩
 সদাচারবিশেষোহয়ং কথিত্ত্বং পার্থিব ।
 নিবেদে তু বিশেষাংশ্চ নৃণু যেন শ্রিয়েচ্ছতে ॥ ২৪
 অসম্পূজ্য তথা বিষ্ণুং শিবমগ্নিং পুরন্দরম্ ।
 অদক্ষা চ তথা দানং ন জুহোত নৃপঃ ক'চৎ ॥ ২৫
 হাবয়েদগ্নিহোতস্ত নিত্যমেব পুরোহিতেঃ ।
 অকৃত্বা চাগ্নিহোতস্ত ভুঞ্জয়তকমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬

যজ্ঞবিং বা'ন্ত পূজাভাগের বিতৃষ্টির নিমিত্ত পূজাকালে অগ্নে আত্ম-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে । ১৮

পতিতগণ আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিয়া পূজা আচরণ করিবে না । বেদ-বিরুদ্ধ উক্ত কর্তব্য করিলে প্রাণহানির সম্ভব ১৯

হে পৃথিবীপতে । এই বিষ্ণুর গ্নিষ যজ্ঞ দশমীতে আচরণ করিবে । এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ণ হইলে প্রতিমাকে স্থাপন করিবে । ১৯

এই প্রকারে পৃথিবীপতি হরিগ্নিষ যজ্ঞ দশহর্যাক্ষ আচরণ করিয়া নিবিষ্টে সকল কামনার সম্পূর্ণ ফল লাভ করে । ২০

শ্রীপঞ্চমীতে কুন্দপুষ্পদ্বারা প্রতিমার লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করিবে । এবং গজরাজ ঐরাবত-উপরিস্থিত ইন্দ্রদেবকে নানা উপহারে অর্চনা করিবে । ২১

লক্ষ্মীদেবী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের হস্ত এবং যজ্ঞপূর্ব নির্দেশ করিয়াছি । এই পূজাতেও পূর্ববৎ যজ্ঞানাদি ক্রম সংগ্রহ করিবে । ২২

এই প্রকারে শ্রীপঞ্চমীতথিতে বিশেষরূপে শ্রীলক্ষ্মীর পূজা করিয়া সর্ব-সম্পদসম্পন্ন হয় এবং কোনকালেও কমলাদেবী তাহার প্রতি অকরণ হন না । ২৩

হে পৃথিবীশ্বর । বিশেষ বিশেষ সন্যাসার ভোমার নিকটে বর্ণন করিলাম । নৃপতিগণের বিশেষরূপে নিষিদ্ধ বিষয় বর্ণন করিতেছি । ইহা শ্রবণে রাজা শ্রীমান্ হন । ২৪

রাজা—বিষ্ণু, শিব, অগ্নি এবং ইন্দ্র প্রভৃতির পূজা না করিয়া এবং যাচক-গণের অভিসম্বিত্ত ইত্যাদি দান না করিয়া কোন দিনও ভোজন করিবেন না ।

নারিকিতে গৃহে রাজা ব্রহ্মদীপবিবর্জিতে ।
 যুগেতথা প্তিষ্ঠা সর্জং ন কদাচন সংবিশেৎ ॥ ২৭
 ভুজ্যায়ং জীকলং নাস্যাস্তথা বাজীকলং নৃপঃ ।
 বুদ্ধিক্ষয়করা হেতুঃ স্যাদাসমবুদ্ধিকাঃ ।
 নিম্নাটিকমদ্যাত্মচ বুদ্ধিবৃত্তিকরা মতাঃ ॥ ২৮
 বুদ্ধিক্ষয়করাঃ সিত্যং ভ্যজেন্নাজা চ ভোজনে ।
 ভক্ষয়েদমহং বুদ্ধিবৃদ্ধিহেতুং যুগোত্তমঃ ॥ ২৯
 ন পর্যায়বিহীনস্ত্বে আরোহেদাসনং নৃপঃ ॥ ৩০
 ন যানং ন গজং নাস্থমারোহেদীনযাসমৈঃ ।
 নৈকস্ত্বে বিচরেদ্রাজা কদাচিদপি নিজ্জর্জনে ॥ ৩১
 যদাহেতুং ন ভুঞ্জীয়াৎ কদাচিদপি ভোজনে ।
 কদাচিদপি সেবেত স্তম্ভমাং মাংসমৈষুনে ॥ ৩২
 দর্শন্যাক্তং গদ্যাক্তং ত্রিলোক্যতর্পণমেব চ ।
 ন কীরংপিতৃকো ভূপ কুর্যাৎ কুজাধমাপ্রয়াৎ ॥ ৩৩
 ন ক্ষেত্রজাদীংস্তনয়ান্ রাজ্যে রাজ্যভিষেচয়েৎ ।
 পিতৃণাং তদ্বয়ে নিত্যমোরসে তনয়ে সতি ॥ ৩৪
 ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ ।
 গুঢ়োৎপন্নোহপবিদ্বন্ম ভাগাহীস্তনয়া ইমে ॥ ৩৫
 কানীনম্ মহোৎসব জীতঃ পৌনর্ভবস্তথা ।
 বয়ংদত্তম্ কামম্ বহেতে পুত্রপারমুলাঃ ॥ ৩৬

পুরোহিত দ্বারা প্রতিদিন অগ্নিহোত্র হোম করাইবেন । অগ্নিহোত্র হোম
 না করিয়া ভোজন করিলে যোরত্তর মরকে নিবাস করিতে হয় । ২৬

রাজা—রক্ষক এবং ব্রহ্মদীপযুক্ত গৃহে কোন কালেও নিম্না যাইবেন না,
 জীগণের সহিতও লগ্নন করিবেন না । ২৭

অন্নভোজনাতে বিষ এবং আমলকী ফল ভোজন করিবে না, মাষ, মসুর
 এবং বৃত্তিকা এই সকল বস্তু ভোজনে বুদ্ধিহানি হয় । বিষ, অন্নপ্রকৃতি
 ভোজনে বুদ্ধি বৃদ্ধি হয় । ২৮

যে সকল বস্তু ভোজনে বুদ্ধিক্ষয় হয়, রাজা সেই বস্তু সকল ভোজন করিবেন
 না এবং বুদ্ধিবৃত্তিকর বস্তুসমূহকে প্রতিদিন ভোজন করিবে । ২৯

রাজা আচ্ছাদন-হীন আসনে উপবেশন করিবেন না । ৩০

অনুংসাহপূর্বক অন্ন গজ কদা'দয়ানে আরোহণ করিবেন না । রাজা
 নিজ্জর্জনে কদাচ একাকী ভ্রমণ করিবেন না । ৩১

যে সকল বস্তু ভোজনে মত্ততা হয়, এতাদৃশ দ্রব্য কখনও ভোজন করিবেন
 না । স্তম্ভমী ত্রিধিতে কদাচ মাংস এবং মৈষুর উপভোগ করিবেন না । ৩২

পৃথিবীপতি, পিতা, বর্ধমানের গদ্যাক্ত, দর্শন্যাক্ত, তিনদ্বারা তর্পণ করিবেন
 না । করিলে পাপভার হইবে । ৩৩

ঔরসপুত্র বর্ধমান থাকিতে ক্ষেত্রজাত পুত্রকে পিতৃরূপে খোচনের নিমিত্ত
 রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে না । ৩৪

ঔরস, ক্ষেত্রজাত, দত্তক, কৃত্রিম, গুঢ়োৎপন্ন এবং অপবিত্র পুত্র নৈতৃকধনের
 ভাগাদিকারী । ৩৫

অভাবে পূর্বপূর্বেষাং পরান্ সমভিষেচয়েৎ ।
 পৌনর্ভবং স্বয়ংদত্তং দাসং রাজ্যে ন যোজয়েৎ । ৩৭
 দত্তাশ্চাশ্চাপ তনয়া নিজগোত্রেণ সংস্কৃতাঃ ।
 আশ্চাশ্চ পুত্রতাং সমাগমবীজসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৮
 পিতৃর্গোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতেঃ ।
 অদুভাবঃ ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতি চানুতঃ ॥ ৩৯
 চুড়ান্তা যদি সংস্কারা নিজগোত্রেণ সংস্থিতাঃ ।
 দত্তাশ্চাশ্চনয়ান্তে সূত্রগুণ্য দাস উচ্যতে ॥ ৪০
 উক্তান্ত পঞ্চমাবধীদন্তান্তাংশ্চ সুভারূপ ।
 গৃহীতা পঞ্চবর্ষীঃ পুত্রেষু প্রথমং চরেৎ ॥ ৪১
 পৌনর্ভবস্ত তনয়ং জাতমাত্রং সমানয়েৎ ।
 কৃত্য পৌনর্ভবষ্টোমং জাতমাত্রস্ত তস্য বৈ ॥ ৪২
 সর্বাংশ্চ কুর্যাৎ সংস্কারান্ জাতকর্মাদিকান্নরঃ ।
 কৃত্য পৌনর্ভবষ্টোমে সুতঃ পৌনর্ভবঃ স্বতঃ ॥ ৪৩
 একোদ্বিষ্টং পিতুঃ কুর্যান্ন ভ্রাতুং পার্বণাদিকম্ ।
 ক্রীড়ায়া বনিতা মূল্যোঃ সা দাসীতি নিগদতে ।
 তস্যাং যো জায়তে পুত্রো দাসঃ পুত্রস্ত স স্বতঃ ॥ ৪৪
 ন রাজো রাজ্যভাক্ স সাদ্বিপ্ৰাণাং নাপি ভ্রাতৃকৃৎ ।
 অধমঃ সর্বপুত্রোভ্যন্তং তস্যাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪৫

কানুন, সহোদ্র, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, পোষ্য এই ছয় পুত্র নির্দিষ্ট ৩৬
 ঐহস্যাদি পূর্বনিরূপিত পুত্রের অভাবে কানুনাদি পঞ্চাত্ত পুত্রকে অতি-
 বিস্ত করিবে । পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত এবং দাসপুত্রকে রাজ্যে অতিবিস্ত করিবে
 না । ৩৭

অশ্বের ঔরসে উৎপন্ন দত্তক প্রভৃতি পুত্র সংস্কার দ্বারা নিজ গোত্রের অন্তর্গত
 করিলে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয় । ৩৮

হে পৃথিবীপতে ! চুড়াকরণাদি সংস্কার যদি নিজ গোত্রে করা যায়, তাহা
 হইলে দত্তকাদি পুত্ররূপে পরিগণিত হয়, অথবা দাসরূপে উল্লিখিত হয় । ৩৯-
 ৪০

হে রাজন্ ! দত্তপুত্রও যদি পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমে গৃহীত হয়, তাহা হইলে
 পুত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে এবং পঞ্চমবৎসর সময়ে ঐ পুত্রকে গ্রহণ করত
 প্রথমে পুত্রেষু যজ্ঞ করিবে । ৪১

পৌনর্ভবপুত্র জাতমাত্রে আনয়ন করিয়া পৌনর্ভবষ্টোম যজ্ঞ প্রথমে
 করিবে । ৪২

তদনন্তর জাতকর্মাদি সংস্কারসমূহ আচরণ করিবে । পৌনর্ভবষ্টোম যজ্ঞ
 আচরিত হইলে পৌনর্ভব পুত্র হয় । ৪৩

কিন্তু পার্বণাদি ভ্রাতৃ পরিবার অধিকার তাহার হয় না । মূল্য দ্বারা যে
 পত্নীরূপে পরিগণিত হয়, তাহাকে দাসী বলা যায় । ৪৪

তাহার দর্ভে যে পুত্র জন্মে সেই দাসীপুত্র সে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে না
 এবং ভ্রাতাদি বেদবিহিত কার্যো তাহার ক্ষমতা থাকিবে না । সকল পুত্রের
 মধ্যে সেই অধম, তাহাকে কোন কার্যো গ্রহণ করিবে না । ৪৫

পুরাণং ধর্মশাস্ত্রাণি সংহিতাশ্চ মুনিরিতাঃ ।
 শাখাপ্রায়স্ক্রমঃ শূদ্রেবিহিতানি যদৃচ্ছত ॥ ৪৬
 যস্য রাজস্য সদা শূদ্রাঃ পুরাণং সংহিতাং তথা ।
 পঠন্তি স্থাং ন হীনাশুঃ রাজা রাজ্যেণ সাধয়ঃ ॥ ৪৭
 ধোহাংকা কামতঃ শূদ্রঃ পুরাণং সংহিতাং শ্রুতিম্ ।
 পঠন্তরকমাত্যোতি পিতৃভিঃ সহ পাপকং ॥ ৪৮
 শূদ্রেভ্যো বিহিতং বস্তু যন্ত যন্ত উদাহৃতঃ ।
 ভবিষ্যৎচমাদ্রোহং যয়ং শূদ্রেঃ সটৈব হি ॥ ৪৯
 ন যোজয়েন্নৃপঃ শূদ্রং ব্যবহারস্ত দর্শনে ॥ ৫০
 নির্যোজ্য তত্র তং ভূপন্ত্যধিষ্টে তেন পচ্যতে ।
 হীনাশুশ্চ তবোল্লোকো রাজা বাপি মহাভয়ঃ ॥ ৫১
 কাশং ব্যজয়শুভ্রং বা নাভিজয়জিতেল্লিয়ম্ ।
 ন হুয়ং বাধিতং বাপি নৃপঃ কুর্যাৎ পুরোহিতম্ ॥ ৫২
 কৃশপশু বনং রাজা ন গৃহীয়াৎ কদাচন ॥ ৫৩
 ন বিজান্যাং তথা দন্তাদিনানি বিপুলান্যপি ॥ ৫৪
 নারোহেৎ কামুকোহস্তমহং রাজা কদাচন ।
 আকুত্ কামুকস্তস্ত পরজেহ বিমৌসতি ॥ ৫৫
 অনাশুচ্যং ন কুর্যাত্তু কর্ণ ভূপঃ কদাচন ।
 সন্ততকাদুঘো বৃন্তো যতেত সকাঁজধীনৈঃ ॥ ৫৬

রাজা বিহিণ্য উল্লঙ্ঘনপূর্বক শূদ্রকে পুরাণ ধর্মশাস্ত্র এবং মুনিগণনির্দিষ্ট
 ষট্ সংহিতা অধ্যয়ন করিতে বারণ করিবেন । ৪৬

যে রাজার মাত্রেয় শূদ্রজাতি নিরন্তর পুরাণসংহিতাদি পাঠ করে, উক্ত
 পাপে রাজা, বংশ এবং রাজ্যসমূহের সহিত হত্যাশু হয় । ৪৭

শূদ্রজাতি অজ্ঞানবশত অথবা ইচ্ছাপূর্বক যদি পুরাণসংহিতা কিংবা শ্রুতি
 অধ্যয়ন করে, তাহা হইলে পরলোকগামী পিতৃগণের সহিত কুন্তীপাক নরকে
 অবস্থিতি করে । ৪৮

শূদ্রগণের উচ্চারণের যে সকল যন্ত্র বিহিত হইয়াছে, সে যন্ত্র শূদ্র যয়ং উচ্চা-
 রণ না করিয়া বাক্যমুখে প্রয়োগনস্তর উচ্চারণ করিবে । ৪৯

রাজা শূদ্রকে ব্যবহার-দর্শনে (ধর্মাদর্শ বিচারে) নিযুক্ত করিলে উক্ত পাপে
 ভাবিত নরকে নিঃশিত হয় এবং প্রজাগণ উক্ত পাপে হত্যাশু হয় । রাজার
 বংশীয় সকলেও অজ্ঞাত হইবে । ৫০-৫১

রাজা,—অক্ষ, বিস্মাঙ্গ, পুত্রহীন, অনভিজ্ঞ, অজিতেল্লিয়, হৃষাকৃতি এবং
 ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরোহিত করিবেন না । ৫২

রাজা কৃশ বা ক্রিয় বন গ্রহণ করিবেন না । কামুক হরণ এবং সোণপদ-
 তন্ত্রতার নিষ্পত্তি অপেক্ষা অধিক কর গ্রহণ করিবেন না । ৫৩

কামুক এবং সন্ত রাজাকে রাজা আরোহণ করিবেন না । আরোহণ করিলে
 উত্তরলোকেই অভিশপ্ত বর্ষ অনুভব করেন । ৫৪-৫৫

যে কর্ণ আচরণ করিলে আশুঃক্ষয় হয়, তাদৃশ কর্ণ কদাচ করিবেন না ।
 সকল বনের দ্বারা আশুঃক্ষয় কার্য্য করিবেন । ৫৬

ন কুব্বাতি নাক্ষত্রাণাং ন যজ্ঞাণাং চ নৃপতমঃ ।
 অন্নভোজনে কুর্য্যাত্মানুজ্ঞাপি ভোজনম্ ॥ ৫৭
 অতিদুষ্করং তথা পূর্ণং গ্রহণং চক্ষুর্দৃশ্যমোঃ ।
 নালোকয়েৎ স্বয়ং রাজা রক্তং সূর্য্যং তথৈব চ ॥ ৫৮
 উৎপাতং জায়তে যজ্ঞে দিব্যং ভৌয়ঞ্চ নাভসম্ ।
 নৈশ্বেত যজ্ঞান্ পতিদৃষ্টৌ নাদ্যাত্মাহং পুনঃ ॥ ৫৯
 সর্বদা যজ্ঞজং যজ্ঞং ধারয়েৎ সহ দুর্কর্য্য ।
 অবজ্ঞাচ্ছাদিতং পাত্রং ন বিশ্রেভ্যঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬০
 ন ভৌয়েয়ু মুখং শ্রেয়স্কাম্যাসানি পর্বসু ।
 নাত্যোহহয়েৎ খরকোষ্ট্রম বামীমপি গুর্জিবীম্ ॥ ৬১
 এবং ন্যযুক্তো রাজা চতুরঙ্গং বিবর্জয়ন ।
 আত্মানং সততং রক্ষনু সবা বীর্য্যং বিবর্জয়েৎ ॥ ৬২
 বীজক্ষয়করুদ্ভিত্যং ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পানকম্ ।
 বর্জয়েৎ কারুশাকান্যানু বহুশ্চ বহুভিক্ষকম্ ॥ ৬৩
 কাংস-রাজত-পাত্রহস্তাশ্চ মদ্যশ্চ বর্জয়নম্ ।
 মৃতবৃদ্ধিকরং বীর্য্যক্ষয়কারি বিবর্জয়েৎ ॥ ৬৪
 তাত্মাষঃশ্বর্গশীমানাং পাত্রহং ফলচন্দ্রণোঃ ।
 তুরুবৃদ্ধিকরস্তোষং তদুপাসীত তদ্রতঃ ॥ ৬৫
 সর্বমূলেযু ফলভোজ্যে সবাচংবেযু তিষ্ঠতঃ ।
 ভূক্তেহ বিবিধানু ভোগানৈচ্ছং স্থানং ক্ষেত্রং পরম্ ॥ ৬৬

হে নৃপবর ! যজ্ঞগানি কুব্বাৎ অষ্টবী এবং যজ্ঞী তিথিতে অন্ন গ্রহণ এবং ভোজ্য ভোজন করিবেন না ॥ ৫৭

রাজা, চন্দ্র এবং সূর্য্যের অঙ্গপরিমানে কিংবা সম্পূর্ণভাবেই হউক স্বয়ং গ্রহণ করিবেন না ॥ ৫৮

নৃপতি, স্বর্গ, পৃথিবী এবং আকাশ প্রভৃতিতে যে কোন উৎপাত হউক, স্বয়ং দর্শন করিবেন না । কারুশবলভ দর্শন করিলে মিনতির উপবাস করিবেন ॥ ৫৯

নিবৃত্ত দুর্কর্য্য সহিত যজ্ঞলব্ধ রক্তধারণ করিবেন এবং যজ্ঞাদি দ্বারা অনাবৃত্ত অন্ন ভোজনপক্ষে দর্শন করাইবেন না ॥ ৬০

জলে প্রতিবিম্বিত নিজ মুখ দর্শন করিবেন না এবং পূর্ণিমা সমাধিকায় মাংস ভোজন করিবেন না । খর এবং উল্লুয়ান এবং গর্ভবতী অশ্ব আবেষ্টন করিবেন না ॥ ৬১

এই প্রকারে রাজা সর্বদা নীতিপথের অনুসরণে চতুর্কর্ণ ফল ভোগ করেন । ৬২

বীর্য্যক্ষয়কর ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় এবং কারু, শাকাদি, বহু অন্ন ও তিষ্ঠকর তথা ঠাণ্ডা পরিভোজন করিবেন ॥ ৬৩

আয়ুক্ষয়কর কাংস রক্ত বহুনির্ম্মিত পাত্রহিত মৃতবৃদ্ধক, তুরুশাক ভোজন করিবেন না ॥ ৬৪

তাত্ম লৌহ অথবা শীসপাত্রহিত ফল এবং মাংসবৃদ্ধিকর তুরুবর্জক ক্ষয়-পান করিবেন ॥ ৬৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমৌৰ্বক্ষ সগরঃ শশাস মুনিপুঙ্গবঃ ।
 শাস্ত্রাণি চৈব সৰ্ব্বাণি সদাচারান্চ গৃহকান্ ॥ ১৭
 বহুশঃ কথয়ামাস সগরায় মহাত্মনে ।
 তস্মাস্তি যৎপুৰৌৰ্বেণ কথিতং সগরায় ন ॥ ১৮
 রাজনীতিঃ সত্যং নীতিৰ্হচাশ্চাস্ত্রসম্ভবম্ ।
 সংহিতাসু পুরাণেষু যচ্চাপ্যমচম্বে স্থিতম্ ॥ ১৯
 সৰ্বং শুশ্রাব সগরো মুখানৌৰ্বক্ষ ধীমতঃ ।
 তেষাম্ কথিতং কিঞ্চিদুচ্ছ্রিত্য বিজমন্তমাঃ ।
 বিমুখশ্চোত্তরে পূৰ্বং যয়া ব্রহ্মি ভাষিতম্ ॥ ২০
 রাজনীতিং সদাচারং বেদবেদাঙ্গসম্ভতম্ ।
 ব্রহ্ম্যং সত্যং বিষ্ণোৰ্বীক্ষকং বিজমন্তমাঃ ॥ ২১
 যচ্চানুদিতমকৃত্ব শ্রুতিতং বা সমংগমম্ ।
 সংশয়চ্ছেদনন্তেষু মুমুভ্যং কথিতং বিজ্ঞাঃ ॥ ২২
 অনুক্তসংশয়চ্ছেদি পুরাণং কালিকাল্পমম্ ।
 যোহিত্যসং সত্যতং বিপ্রঃ স বেদানি কলং লভেৎ ॥ ২৩

ইতি কালিকাপুরাণে অষ্টাশীতিতমোঃখ্যায়ঃ ॥ ৮৮

সর্বকাল্য সদাচারে আশ্রয়কণপূর্বক ইহলোকে অতুল ঐশ্বর্যের ইবং হইয়া পরলোকে ইন্দ্রপুরে অবস্থান করেন । ৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন :—এইরূপে ঔৰ্বমুনি সগররাজাকে নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞাত করাইলেন এবং শাস্ত্রসমূহ সুগোপ্য সদাচার সকল বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন । ৬৭

পূর্ব ঔৰ্বমুনি সগরের সমীপে যাহা কীর্তন করেন নাই, এক্ষণ রাজনীতি ছিল না । ৬৮

সগরও সংহিতা পুরাণ এবং আংগমসমূহ-নির্দিষ্ট-সারবিশয় এবং অস্ত্রাঙ্গ শাস্ত্রাঙ্গরসমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন । ৬৯

হে বিজগণ । আমি পূর্ব বিমুখশ্চোত্তরনামক অতি-সুগোপ্য গ্রন্থে উক্ত শাস্ত্রসমূহের বিষয় অল্পপরিমাণে বর্ণন করিয়াছি ; এবং গ্রন্থান্তরে , বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে । ৭০

রাজনীতি বেদ-বেদাঙ্গ-সম্ভূত সদাচারসমূহ এবং সুগোপ্য বিষ্ণু দর্শন প্রভৃতিও উক্ত পুস্তকে বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছি । ৭১

হে বিজগণ । সেই সকল বিষয়ের সংশয়চ্ছেদক এবং তোমাদের মনকে বর্ণন করিলাম । ৭২

ইহা কালিকাপুরাণ অনুষ্ঠি-হেতু উপন্যাস সংগ্রহ নাশ করে এবং এই পুরাণ যে আঙ্গণ অভ্যাস করে, সে বেদাঙ্গান্বনের ফলভোগী হয় । ৭৩

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮

একোনবতিতমোঃধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

সংক্ষেপতঃ সদাচারো বিশেষো রাজনীতিষু ।
 ক্ষতদ্রবচনাদৌর্ধ্বঃ সগরায় যথোক্তমান্ ॥ ১
 বিষ্ণু-ধর্মোত্তরোত্তরে তন্ত্রে বাহুলাং সর্বতঃ পুনঃ ।
 ব্রহ্মবাস্তু সদাচারো ব্রহ্মবাস্তু প্রসামিতঃ ॥ ২
 কৃতো মঃ সংশয়ো যোহসি তদমৃতং ত্বয়া পুরা ।
 হিঙ্কি বিশেষ্য পূজ্যামঃ পরং কৌতুহলং হি নঃ ॥ ৩
 অপুত্রস্য গতির্নাস্তি ক্রয়তে বেদলোকচোঃ ।
 বেতালভৈরবো যাতৌ পুরা বৈ তপসে গিরিষু ॥ ৪
 পূর্বদ্রবচনাদৌ ভৌ তয়োঃ পুত্রা ন চ ক্ষতীঃ ।
 ন জাতাপ্যথবা জাতা যদি নানাং বিজ্ঞেয়ম্ ।
 তেষাম্ সম্যগিচ্ছামি জ্ঞাতুং সংস্থানমুত্তমম্ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি নিশ্চিতং ক্লেতি সত্যমাঃ ।
 স্বপুত্রৈর্ভূতপুত্রৈর্বা পুত্রবাস্তা হি স্বর্গতাঃ ॥ ৬
 জাতাপত্যৌ চ তৌ বিশ্রা ধীরৌ বেতাল-ভৈরবৌ ।
 তয়োর্বংশান্ প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্ব চ মহর্ষভঃ ॥ ৭
 সম্যক্ সিদ্ধিমবাটেশ্বর যদা বেতালভৈরবৌ ।
 হরন্ত যন্নিরং প্রাপ্তৌ কৈলাসং প্রতিহর্ষিতৌ ॥ ৮

বেতাল-ভৈরব বংশকৌর্টন

মুনিগণ বলিলেন ;—ঐর্বমুনি সগর রাজার সমীপে যে সদাচার এবং রাজনীতি বর্ণন করিয়াছেন । তাহা আপনার মুখে শ্রবণ করিলাম । ১

বিষ্ণু-ধর্মোত্তর-নামক শাস্ত্রে এই সকল বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে এবং সদাচারসমূহও আপনার অনুগ্রহে জানিতে পারিব । ২

কিন্তু আমাদের অন্য একটি সংশয় আছে, আপনি পূর্বে তাহা অপনোদন করেন নাই । অতএব সস্ত্রুতি আমরা প্রশ্ন করিতেছি, সংশয় ছেদনপূর্বক আমাদের কৌতুক বর্জন করুন । ৩

বেদবাক্য এবং লোকতঃ ক্ষত হইয়া থাকে, পুত্রহীন ব্যক্তির গতি নাই । বেতাল এবং ভৈরব পূর্বে তপস্যার্থে পর্বত আশ্রয় করিয়াছিল । ৪

তৎপূর্বে তাহারা দাঁড়পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদের পুত্র ছিল না । তাহাদের পুত্র উৎপন্ন হয় নাই, কি হইয়াছিল—তাহাদের অবস্থার বিষয় বর্ণন করুন । ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে সাধুগণ ! অপুত্রক ব্যক্তির গতি নাই, ইহা নিশ্চয় । নিজপুত্র অথবা ভ্রাতৃপুত্র দ্বারাও সম্পূর্ণ বর্জিত পরিগণিত হয় । ৬

হে মহর্ষিগণ ! বেতাল এবং ভৈরব মহাবলশালী ছিলেন এবং তাহাদের পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । বিশেষরূপে তাহাদের বংশ বর্ণন করিতেছি । ৭

তদা হরস্ত বচনানন্দো তৌ ব্রহ্মসি বিজ্ঞাঃ ।
প্রাহেদং বচনং তথাং সাত্ত্বয়ম্ভিব বোধকৃৎ ॥ ৯

নন্দাবাচ—

অপুত্রো পুত্রজননে ভবন্তৌ শত্ৰুবাধুজ্যে ।
যতত্যাং কাতপুত্রস্ত সর্বত্র সুলভা গতিঃ ॥ ১০
পুত্রাশ্রয়নরকং পুত্রবিহীনঃ পরিশলাতি
ন ভ্রূপোভির্ন ধর্ম্যেণ ভ্রূয়োচয়তুমীশ্বরঃ ॥ ১১
কেবলাং পুত্রজননান্ত্রাহ্ম্যোকঃ প্রজায়তে ।
ভ্রূংপাদয়ত্যাং পুত্রং ভবন্তৌ দেবযোনিবৃ ॥ ১২
অগর্ত্যতা তু যুবযোঃ কীরপানাদজ্ঞাস্তত ।
কাত্যায়শাস্ততঃ পুত্রানমর্ত্যাঃ বসমা যতঃ ॥ ১৩
ভ্রূাদৃশ্বা তথা পুত্রানুৎপাদ সুরযোনিবৃ ।
প্রিয়ৌ ভবন্তৌ শিবযোভবনং ন চিহাদিত্তি ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভ্রূমোতি বচনং প্রহ্লাদ মন্দিমঃ প্রীতমানসৌ ।
এবম্ভেব করিষ্যারো নন্নিবহন্তাত্যায়তামৃ ॥ ১৫
ভুভন্তৌ মভতং কৃত্বা নন্দিনো বচনং হ্রদি ।
অচেষ্টতাং স্বপুত্রার্থে ব্রহ্মন্তৌ ভাবিতস্ততঃ ॥ ১৬
অষ্টধকদা তৈরবোহসৌ উর্বশীমন্মহোবরামৃ ।
হিমবৎপর্বতপ্রস্থে মদর্শ সুবনোহরামৃ ॥ ১৭

বেতাল এবং ভৈরব যে কালে অভিযুক্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া আনন্দিতচিত্তে শিবমন্দির কৈলাসনিধরে গমন করে, হে বিজ্ঞপন । সেইকালে মহাদেবের আজ্ঞায় পার্শ্বদপ্রবর নন্দী নির্জনে তাঁহাদিগকে শান্ত-বাক্যে প্রবোধিত করিয়া বলিতে লাগিলেন । ৮-৯

মহাদেবের আত্মজ আপনারা পুত্রহীন । পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত চেষ্টা করুন । পুত্র বা ব্যক্তি সর্বত্র সঙ্গতি লাভ করে । ১০

পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রাশ্রয় নরকে বিধাস করে । ভগমাতা, যজ্ঞ এবং ধর্মাদি-প্রাণীও সেই নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই । ১১

কেবল পুত্রপ্রাপ্তিই পুত্রাশ্রয় নরক হইতে মুক্তিলাভ হয় ; অতএব আপনারা দেবযোনিতে নিজপুত্র উৎপাদনের প্রয়াস করুন । ১২

পর্বত-অশ্বিনীর স্তম্ভপানে আপনাদিগের অনুজ্ঞা দূর হইয়াছে । কাত্যায়নীর পুত্র অমুখ হইতে পারে না । ১৩

অতএব আপনারা সুরবহণীতে পুত্র উৎপাদন করিয়া নীল মহাদেবের প্রিয়-পাত্র হউন । ১৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বেতাল এবং ভৈরব মন্দির বচনে আনন্দিত হইয়া-
বলিলেন, তোমার কথানুক্রম কার্য্য করিবে । ১৫

ভ্রূমন্তর মিরন্তর মন্দির বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহারা ইতস্ততঃ সঞ্চর্য্য করিতে-
আরম্ভ করিলেন । ১৬

অথ তান্ কামুকো ভূত্বা যথাচে সুরভোঃসবম্ ।
 বেশ্যাভাবাচ্চ সূত্রীতা সা যথেষ্টমুবাচ তম্ ॥ ১৮
 ততস্তস্যাং ভৈরবস্ত চকার সুরভোঃসবম্ ।
 প্রীতান্ধাৰ্ক্ষশীদেবাং সূত্রীতোহুচ্চ কেলিভিঃ ॥ ১৯
 সূত্রীতান্ধাৰ্ক্ষশীদেবাং তেজোভির্ভৈরবস। তু ।
 সন্মোক্ষাতে গুণং পুত্রো বালসূর্যাসমপ্রভঃ ॥ ২০
 তস্ত পুত্রং পরিভ্যজ্য যযৌ স্বস্থানমুৰ্বশী ।
 আদায় তনয়ং পশ্চাৎভৈরবঃ স্বপদং যযৌ ॥ ২১
 সংকৃত্য তনয়ং তস্ত ভৈরবো মোদসংযুতঃ ।
 সুবেশমিতি তন্মাম চকার সগণাবিপঃ ॥ ২২
 অথ তং জাতবয়সং শক্রসূর্যাসমপ্রভম্ ।
 বিদ্যাধরাধিপত্যে তু সুরেশমভ্যবেষ্টম ॥ ২৩
 স তু বিদ্যাধরাধ্যাক্তস্তনয়ামতিসুন্দরীম্ ।
 যেষমে গন্ধৰ্বরাজস্য ধৃতরাষ্ট্রাহবয়স্য চ ॥ ২৪
 তস্তাং তস্য সূতো জজ্ঞে কুরুক্ষায় মনোহরঃ ।
 করোন্ত তনয়ো বাহুর্ধৈনাক্যামভ্যজায়ত ॥ ২৫
 বাহোন্ত পুত্রাশ্চত্বারস্তপনোহুদয়ঃ দৈবরঃ ।
 কুয়দোহুৎ কনীয়ান্ত চার্কভ্যাক্ত মনোহরঃ ॥ ২৬
 কুয়দন্ত সূতো জজ্ঞে দেবসেনো মহাবলঃ ।
 স দেবসেনঃ পৃথিবীমবভীৰ্য মনোহরঃ ॥ ২৭

অনন্তর একদিন ভৈরব অপর-প্রাণী মনোহারিণী উৰ্বশীকে হিমালয়-পর্বতের শিখরে দর্শন করিলেন । ১৭

কামাক্ষী হইয়া উৰ্বশীর নিকটে সুরভোঃসব প্রার্থনা করিলেন । সেও বেশ্যাভাবে সন্তুষ্ট হইয়া ইচ্ছানুরূপ আদেশ করিল । ১৮

তদনন্তর ভৈরবও তাহার অভিপ্রায় মতে তাহার সহিত সুরভকীড়া আরম্ভ করিলেন ; এবং সন্তুষ্টা উৰ্বশীর সহিত বিহারে সন্তুষ্ট হইলেন । ১৯

তাঁহার রমণে সন্তুষ্টা উৰ্বশীর গর্ভে সূর্যাসদৃশ বীর্যবান্ পুত্র সন্নি উৎপন্ন হইল । ২০

উৰ্বশী সেই পুত্রকে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, ভৈরবও সেই পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া নিজ স্থানে আগমন করিলেন । ২১

প্রমথগণশ্রেষ্ঠ ভৈরব আনন্দিতচিত্তে সেই পুত্রটির জাতসংস্কারাদি করত সুবেশ নামে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । ২২

অনন্তর চল-সূর্যোর দ্বায় কাশিশালী সুবেশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাধরগণের আবিগতো অভিবিস্ত হইলেন । ২৩

বিদ্যাধররাজ সুবেশ, গন্ধৰ্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পদম-সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিলেন । ২৪

সেই কন্যার গর্ভে সুবেশের ঔরসে কুরু নামক পুত্র উৎপন্ন হইল । কুরু ঔরসে মেনকার গর্ভে বাহু নামে পুত্র উৎপন্ন হইল । ২৫

বাহু—তপন, অঙ্গদ, দৈবর এবং কুয়দ নামে চারিজন পুত্র জন্মে । তাহারা মনো পরম সুন্দর কুয়দ কনিষ্ঠ । ২৬

মাঙ্কাতুর্যৌবনান্ধ তনয়াং কেশিনীং মুহুঃ ।
 বররাশাস ভাৰ্য্যার্থে যুগ্মদ্বীপকঃসমাম্ ॥ ২৮
 যৌবনাম্বোহপি মাঙ্কাতা শক্রস্য বচনাম্বোহপি ।
 কেশিনীং তনয়াং স্বীকৃত্যং দেবসেনায় বাহুয়া ॥ ২৯
 কেশিনীমুগময়্যাণ দেবসেনস্তয়া মুহ ।
 বারাম্বোহপি শক্রপুৰ্য্যাং হরয়ারাম্বোহপি ॥ ৩০
 আরাধিতো হরঃ প্রীতস্ত্যেক্ষ্যেৎ প্রদানৌ বরম্ ।
 সোহপ্যাদদে হরাস্ত্যাদিকৈমেব বরজয়ম্ ॥ ৩১
 যাবচ্ সূৰ্য্যো ভবিত্য ভাবং ত্যাস্তি সন্ততিঃ ।
 অস্ত্যাবেব নপৰ্য্যাং বে মদ্বংশস্ত্যপি বাকতা ॥ ৩২
 প্রদানো যম বংশে তুলিত্যমেব ভবিত্যপি ।
 ইত্যানায় বরং সোহপি দেবসেনো মহাকৃতৈ ॥ ৩৩
 শক্রস্য প্রদানেন হিরং তাং বুভুক্ষে পুরীম্ ।
 দেবসেনোহথ কেশিনীং জনরাশাস পুত্রকান্ ॥ ৩৪
 বুরং পুণ্ড্র মণ্ডিতান্নামতঃ কীৰ্ত্তিত্যংস্তথা ।
 সুমনা বসুদানশ্চ ঋতুধনু যবনঃ কৃতী ॥ ৩৫
 নীলো বিবেকী ছোভে বৈ সৰ্ব্বল্যাব্ধিশারদাঃ ।
 দর্শকঃ বংশকরাঃ পুত্রা দেবসেনস্ত সন্তমাঃ ॥ ৩৬
 অথ কালে তু সস্ত্যাপ্তে দেবসেনোহপি ভাৰ্য্যয়া ।
 পুত্রেষু রাজ্যং নিঃকিন্য বাতো বিদ্যাবরজয়ম্ ॥ ৩৭

কুপ্তের ঔরসে মহাবলশালী দেবসেন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুন্দর সেই দেবসেন পৃথিবীমণ্ডলে আশ্রয়ন করত যৌবনায় মাঙ্কাতার কন্যা কোমলারী অঙ্গরাস্ত্রশী কেশিনীর সহিত নিরন্তর রমণ করিতে লাগিলেন । ২৭-২৮

যৌবনায় মাঙ্কাতা স্বীকৃত কন্যা কেশিনীকে বৈশ্বের কথা অনুসারে দেবসেনের হস্তে প্রদান করিলেন । ২৯

দেবসেন, যথাবিধি কেশিনীর পানিগ্রহণ করিয়া হরনগরী কান্দীধায়ে তাঁহার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৩০

পশুপতি তাঁহার উপস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া অভিমত বরদানের নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । ৩১

দেবসেন তাঁহার নিকট অভিলষিত বরজয় প্রার্থনা করিলেন । মতকাল পর্য্যন্ত প্রভাকর নিজ প্রভা বিস্তার করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আবার বংশীর রাজগণ কান্দীপুরের অধিপতি হইবে এবং আপনিত্ত আবার বংশে প্রসন্ন থাকিবেন । ৩২

মহামতি দেবসেন মহাদেবের নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহে বহুকাল পর্য্যন্ত কান্দীর আধিপত্য করিলেন । ৩৩

অনন্তর, দেবসেন কেশিনীর গর্ভে সাতটি পুত্র উৎপন্ন করেন, তাহাদের নাম এবং কীর্ত্তি শ্রবণ কর । ৩৪

সুমনা, বসুদান, ঋতুধনু, যবন, কৃতী, নীল এবং বিবেকী এই সকল দেবসেনতনয় সৰ্ব্বল্যাব্ধিশারদ বংশবর্দ্ধক এবং সংনীল । ৩৫-৩৬

ভক্তঃ শুভ জনাঃ কৃতা সুমনসঃ নৃপম্ ।
 বসুধানামঃ সর্বৈ বুভুক্ষোক্তমাং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৮
 জ্ঞাতাঃ সুমনসঃ পুত্রোজ্ঞয়ঃ শুরা মহাবলাঃ ।
 সুমতিশ্চ বিক্রপশ্চ সত্যঃ শাস্ত্রার্থপারদ্বাঃ ॥ ৩৯
 সুমতেহভবৎ কন্যা সুতঃ সত্যশ্চ ত্রিভিষঃ ।
 বিক্রপশ্চাভবদগামি গীর্ধেশ্বিত্রোহভবৎ সুতঃ ॥ ৪০
 তেষাং কন্যোহভবদ্রাজা কল্লাভু বিজয়োহভবৎ ।
 যো বিজিত্য ক্রিতিং সর্বাং পাণ্ডিবান্ ভূমিতেজসঃ ॥ ৪১
 শক্রশ্চানুমতে চক্রে খাণ্ডবঃ শতযোজনম্ । ৪২
 যৎ সব্যসাচী হৃদহং পাণ্ডুপুত্রঃ প্রজাপতান্ ।
 আবহৎ পরমাং প্রীতিং জলনশ্চ মহাশ্বনঃ ॥ ৪৩

অথ উচুঃ—

কথং স খাণ্ডবঃ চক্রে বিজয়ঃ শতযোজনম্ ।
 তদ্বৎ শ্রোতুমিচ্ছামঃ কথয়স্ব তপোধন ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সোমবংশেহভবদ্রাজা মহাবলপরাক্রমঃ ।
 দীরঃ সুদর্শনো নাম চাক্ষুরূপঃ প্রজাপতান্ ॥ ৪৫
 স বৈ বিমবতো নাভিদূরে ভক্ত্যুদ্ভূতঃ মহাবলম্ ।
 সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ সমুৎসার্য কচিচ্চাপি তপোধনান্ ॥ ৪৬

অনন্তর দেবসেন, যথাসময়ে পুত্রসকলের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া
 ভার্যার সহিত বিদ্যাবনলোকে গমন করিলেন। অনন্তর দেবসেনের পুত্রগণ
 জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুমনাকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, তাঁহার অনুগত হইয়া
 রাজলক্ষী ভোগ করিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

সুমনার শাস্ত্রার্থ-বিশারদ মহা-বলশালী বীর সুমতি, বিক্রপ এবং সত্য
 নামে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইল। ৩৯

সুমতির কল্প নামে এবং সত্যের ত্রিভিষ নামে পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে
 জ্যেষ্ঠ কল্প, সিংহাসনে উপবেশন করে। ৪০

কল্পের বিজয় নামে এক পুত্র হয়। বিজয় সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল এবং মহাবল
 নৃপমণ্ডলকে জয় করেন। কল্পপুত্র বিজয় ইন্দের আদেশে খাণ্ডব নামে শত-
 যোজন বিস্তৃত বন নির্মাণ করেন। ৪১-৪২

এই বনকে পাণ্ডুপুত্র মহাবল অর্জুন হত্যাশনের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত
 ভস্ম করেন। ৪৩

অধিগণ বলিলেন,—হে তপোধন! বিজয় কি নিমিত্ত শত যোজন পরিমাণে
 খাণ্ডব বন নির্মাণ করিয়াছিলেন? সেই বিষয় অবগণ করিতে ইচ্ছা করি।
 আমাদিগের নিকটে বর্ণন করুন। ৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—চন্দ্রবংশে মহাশা মহাবল দীর সুন্দর এবং প্রজাপতান্
 সুদর্শন নামে নৃপতি হইয়াছিলেন। ৪৫

মুনিগণ! মহাবল শিবভক্ত সুদর্শন রাজা হিমালয় পর্বতের সমীপে হিম
 সিংহবাহিনীসমূহকে দৃষ্টীভূত করিয়াছিলেন। ৪৬

খাণ্ডবীং নাম নগরীমকরোত্তর শোভনাম্ ।
 ত্রিংশদ্বোজনবিস্তীর্ণামাশ্রিতাং শতবোজনাম্ ॥ ৪৮
 উচ্চপ্রাকারসংযুক্তাঃ সাত্তালান্বদতোঃসাম্ ।
 নিম্নাভিরুতিদীর্ঘাভিঃ পরিখাভিঃ সমামৃতাম্ ॥ ৪৯
 অধুসামপদৈববীটৈর্নানাকনসামামৃতাম্ ।
 দধিকাভিশ্চোপবটৈর্মহত্তিস্থান্যাকরোপদৈঃ ॥
 আকীর্ণাক্তথাষাটৈয়ক্কৃতৈমণ্যপমানবৈঃ ॥ ৫০
 সৌঃসবাঃ সততং যজ্ঞ জনা দেবান্ দিবি স্থিতান্ ।
 স্পর্জন্তে স্য যুগা যুক্তা আশ্রা ভোদসমবিত্তাঃ ॥ ৫১
 স বৈ সুদর্শনো রাজা খাণ্ডা ভূমিং বিশাখা চ ।
 গজাঃ কনখলাং দেবীং দ্বাত্বাশ্রাস খাণ্ডবীম্ ॥ ৫২
 সংপ্রোবা খাণ্ডবীমধ্যং ত্তেন খাটৈশ্চ বর্ষাভিঃ ।
 বজ্রানুবক্রণা ভূতা বাতি সীতাং নদীং প্রতি ॥ ৫৩
 স দিযা লকলান্ ভূলান্ বিতাশ্রাহৃত্য ভূবিশঃ ।
 ত্রাশীচকার খাণ্ডবাং মধ্যো রতৈরনেকশঃ ॥ ৫৪
 অন্তোবাং লগ্নেভাস্ত জনানানীষ ভূপতিঃ ।
 খাণ্ডবাং বাসক্যামাস হঠাদপি সুদর্শনঃ ॥ ৫৫
 দেবদানবগজর্কান্ জিহ্বা জিহ্বা যুগা কৃতী ।
 দেববৃক্ষং দেবরুক্ষং দেবীং চালি তদ্বোধমীম্ ।
 খাণ্ডবাং রোপয়ামাস স ভূপালঃ সুদর্শনঃ ॥ ৫৬

ত্রিংশৎ বোজন পরিমাণে বিস্তৃত ও শত বোজন দীর্ঘ খাণ্ডবী নামে নগরী-
 নির্মাণ করিয়াছিলেন । ৪৮

উন্নত প্রাকারমণ্ডল-পরিবৃত সেই নগর উন্নত অট্টালিকা গঙ্গুলিধারা-
 বিরাজিত হইয়াছিল । নিম্ন এবং উন্নত পরিখা সেই নগরের চতুর্দিকে পরিবৃত
 থাকিত । ৪৯

সেইজন্য বিপক্ষীয় নৈরাত্তর প্রবেশ করিবার মাধ্য ছিল না এবং তথাস্থ মানা
 প্রকার মনুষ্য সর্বদা অধিষ্ঠান করিত দীর্ঘিকা, বহুতর উপবন, সরোবর এবং
 উন্নত মনুষ্যগণ সর্বদা মহানন্দে অধিষ্ঠান করিত । ৫০

তাহার স্বর্গস্থিত দেবগণের সহিত অতুল ঐশ্বর্য্য এবং অনন্ত আনন্দে স্পর্জা
 করিত । ৫১

সুদর্শন রাজা ভূমি বিদারণ করিয়া কনখলা নামে প্রসিদ্ধা গজাদেবীকে
 খাণ্ডবীপুরে প্রবাহিত করিয়াছিলেন । ৫২

উক্ত নদী খাণ্ডবীর মধ্য দিয়া খাণ্ডপথে উত্তাল তরঙ্গলেখাক্ত উক্ত নগরীকে
 সিক্ত করিয়া সীতানারী নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়াছেন । ৫৩

রাজা সুদর্শন অনেক অনেক পৃথিবীপতিগণকে জয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে
 অর্থ সঞ্চয় করিলেন । অনেক অনেক রত্নরাশিতে খাণ্ডবী নগরী যতিত
 করিলেন । ৫৪

পৃথিবীপতি সুদর্শন, অশ্বাস্ত নরপতিগণের রাজ্য হইতে প্রজাগণকে আনন্দন-
 করত নিজ নগরে স্থাপিত করিলেন । ৫৫

অসহিষ্ণুস্তাতো জিহ্মূৰ্ণপতিং তং সুদৰ্শনম্ ।
 কৃতাপচারং বহুধা দিব্যানাক্ষ তথা নৃণাম্ ॥ ৫৬
 বারাপসাপতিং বীরং বিজয়ং জয়শালিনম্ ।
 সক্রায় কৃতসাক্ষ্যং তদৈবৈব সমদ্যোজয়ৎ ॥ ৫৭
 বিজয়ো বিবরং প্রাপ্য মহাবলপরাক্রমঃ ।
 সুদৰ্শনস্ত নৃপতেরবস্ত্রসমথাকরোৎ ॥ ৫৮
 নাসচৎ সঙ্ঘবহুভং বিজয়স্ত সুদৰ্শনঃ ।
 চতুরঙ্গবলেনাভ্য যুদ্ধাভ্যাসিমবোহভবৎ ॥ ৫৯
 বিজয়ো রথসাক্ষ্য নিয়োজ্য চতুরঙ্গিনীম্ ।
 সেনাং সুদৰ্শনং যোদ্ধুং সম্মুখোহিভবদঙ্গনা ॥ ৬০
 তদা মহাযুদ্ধমাসৌহিজ্যেন মহাঙ্গনা ।
 সুদৰ্শনস্ত নৃপতেরুত্রবাসবরোহ্যথা ॥ ৬১
 সুদৰ্শনস্ত সেনানী ক্রমগ্ৰান্নাম বীর্যায়ন ।
 কাক্ষনং রথসাক্ষ্য বিজয়ং সম্মুখোহিভবৎ ॥ ৬২
 অক্ষৌহিণ্যস্ত সস্তায়া পরিবার্যা সমস্ততঃ ।
 ব্যধমস্তাং শত্রুসেনাং যাবতীমুদ্যতামুথঃ ॥ ৬৩
 বিজয়স্য চ সেনানীঃ সজয়ঃ স ত্রিপুরজয়ঃ ।
 নাগানীকেন অগ্রাহ ক্রমগ্ৰভং সৈনিকম্ ॥ ৬৪
 তয়োর্ধ্বহৃদভুদুহুতং সেনাসৌবীর্যবোহুতং ।
 ববর্ষ শরবর্ষণ ক্রমগ্ৰান্থ সজয়ম্ ॥ ৬৫

রাজা সুদৰ্শন যুদ্ধে দেব, দানব ও গন্ধর্বদিগকে অন্ন করিয়া দেবরক্ষ, দেবরক্ষ
 ও দৈবী ঐশ্বরী বৃক্ষ আনিয়া খাণ্ডবগনে রোপণ করাইয়াছিলেন । ৫৫

দেব এবং মনুষ্যগণের অপকারকারী সুদৰ্শনের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া বিজয়
 নরপতি তাহার অনিষ্ট চেষ্টা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । ৫৬

বারাপসীর ইন্দ্র বিজয় রাজা সুদৰ্শনের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞ-
 পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । ৫৭

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়, দ্বিত্যাগেষণ-পন্ন হইয়া কোনহলে সুদৰ্শনকে
 আক্রমণ করিলেন । ৫৮

সুদৰ্শন, বিজয়ের গতিরোধার্থ চতুরঙ্গ-বলের সহিত সমব্যতিমুখ হইলেন ।
 বিজয় নরপতি চতুরঙ্গসৈন্তের সহিত রথে আরোহণ করত সুদৰ্শনের সহিত
 যুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন । ৫৯-৬০

পূর্বে ইন্দ্র এবং বৃকাসুরে যে প্রকার অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার
 মহাশয় বিজয় এবং সুদৰ্শনের ভূমূল সংগ্রাম উপস্থিত হইল । ৬১

সুদৰ্শন নৃপতির সেনাধ্যক্ষ ক্রমগ্ৰান্ সুবর্ণরথে আরোহণ করত মহাবেগে
 বিজয় রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল । ৬২

বিজয় রাজার অগ্রদারিণী সাত অক্ষৌহিণী সেনা চতুর্দিক পরিবৃত করিয়া
 ক্রোধাক্ত শত্রুসেনাকে আক্রমণ করিল । ৬৩

বিজয় রাজার সেনাপতি ত্রিপুর সজয়, সেনার সহিত সেনাপতি ক্রম-
 গ্রান্কে গ্রহণ করিল । সেনাপতিদ্বয়ের পরস্পর মহাবলে বিপুল যুদ্ধ হইল ।
 ক্রমগ্ৰান্ সজয়ের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল । ৬৪-৬৫

কুর্কংচাপি মহানাদং যজ্ঞং যুট্টেব কেশরী ।
 ক্রমশানধ বিংশত্যা বাটৈবিক্কাথ সঞ্জয়ম্ ।
 ক্ষুরপ্রোথ ধনুস্তস্তা চিচ্ছেদ কৃত্তহস্তবৎ ॥ ৬৬
 মোহপি কার্ম্মকযাদায় তদাশুং সঞ্জয়'স্ততিঃ ।
 বাটৈবিক্কাথ ভল্লেন ধনু'চিচ্ছেদ তৎক্ষণাৎ ॥ ৬৭
 শতান্ব্যেষ্টৌ চ নাপানাত্ সঙ্ক্ৰান্তি চ শকযুট্টে ।
 গন্তীনাং বাজিনাং জীণি সহস্রাণি সমন্ততঃ ।
 সঞ্জয়ো নির্জ্বাণাত্ত বাণবর্ষৈঃ সূদাকটৈঃ ॥ ৬৮
 অথানুধনুবাদায় ক্রমশান্ কুপিতো ভূমম্ ।
 ভল্লেন সারথেরস্য শিরঃ কাশ্যানপাহরৎ ॥ ৬৯
 ইয়াংচাস্য চতুর্ভিস্ত বাটৈর্নিহন্ত যমক্ষয়ম্ ।
 চতুরঃ পঞ্চাভির্বাটৈরবিহ্যচাপি সঞ্জয়ম্ ॥ ৭০
 সঞ্জয়োহপ্যতিবেগেন গদামাদায় তৎক্ষণাৎ ।
 অবতীর্য় বধোপস্থাত্ত্রমশস্তমধাবত ॥ ৭১
 স ধাবন্তং সঞ্জয়ং তং ক্রমশান্ কৃত্তহস্তবৎ ।
 শরবর্ষণে সঙ্ক্ৰান্ত বারিমাশাস সঞ্জয়ম্ ॥ ৭২
 গদায়্য ভ্রামণেনাসৌ নিবার্য শরবর্ষণম্ ।
 আসাদ ক্রমশস্তং কেশরীং মহাগজম্ ॥ ৭৩
 আসাদ তাত্ গদাং শুক্লীমা'বিহ্যাতীব সঞ্জয়ঃ ।
 একেটৈব প্রহারেণ সরথং তং ব্যপোষকং ॥ ৭৪

সিংহ যে প্রকার অজরাজকে ধর্মান করত ভুঙ্গল শব্দ করে, ক্রমশান্ সেই
 প্রকার ঘোর শব্দ করিয়া বিংশতি বাণে সঞ্জয়কে বিদ্ধ করিল এবং যুকুলল
 ক্রমশান্ অর্জুচক্র বাণে সঞ্জয়ের ধনুক ছেদন করিল । ৬৬

সঞ্জয়ও অশ্ব ধনুক গ্রহণ করত তিন বাণে ক্রমশান্কে বিদ্ধ করিল এবং ভল্ল
 অস্ত্রে ধনুক ছেদন করিল । ৬৭

সঞ্জয় ক্রমশানেয় আট শত হস্তী, পাঁচ ছয় হাজার গদাতিক এবং তিন
 হাজার অশ্ব তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণে ছেদন করিল । ৬৮

ক্রমশান্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্ব ধনুকে ভল্লাস্ত্র সংযোজিত করিয়া সঞ্জয়-
 সারথির মস্তক দেহ হইতে পালিত করিলেন । ৬৯

বাণচতুষ্টয়ে ঘোটক-চতুষ্টয়কে সমভবনে প্রেরণ করিয়া, পাঁচ বাণে সঞ্জয়কে
 বিদ্ধ করিল । ৭০

সঞ্জয়ও তৎক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করত এক গদা গ্রহণপূর্বক ক্রমশানেয়
 পশ্চাতে ধাবন করিতে লাগিল । ৭১

সমর-প্রবীণ ক্রমশান্ পশ্চাদ্ধাবী সঞ্জয়কে শীঘ্রই বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত
 করিয়া নিবারিত করিলেন । ৭২

সিংহ যে প্রকার মদমস্ত্র ঝাডায়েয় সঙ্গে সংগ্রাম করে, সেইরূপ বিপুঞ্জয়
 সঞ্জয়ও প্রচণ্ড গদার ভ্রামণে বাণবর্ষণ নিবারিত করিয়া ক্রমশানেয় সমীপে
 উপস্থিত হইলেন । ৭৩

সঞ্জয় হুর্জ্ব গদা ভ্রামণ করত একবার প্রহারে বধের সহিত ক্রমশান্কে
 ভূমিসাগ করিল । ৭৪

স পপাত মহাবীরঃ পৃথিব্যাং গদঘাহিতঃ ।
 বজ্রাহতো যথা শাকঃ প্রফুল্লো বনমধ্যগঃ ॥ ৭৫
 ক্রমশস্তং নিপতিতং মৃচ্ছা রাজা সুদর্শনঃ ।
 শোককোপসমাবিষ্টঃ সমুদ্র ইব পাবকঃ ॥ ৭৬
 অক্ষানাকুলদেহোহপি ক্রোধেনাতীতঃ সংযুতঃ ।
 আরুহ্য অবনৈরনৈমুর্চ্ছিতং বৈশ্যত্রকৃন্তিনা ॥ ৭৭
 তথং কাঞ্চনচিহ্নাচ্ছং সিংহধ্বজবিভূষিতম্ ।
 আমুক্তো ধনুরাসায় বিক্ষার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৮
 সসৈন্যঃ সজয়ং রাজ্য সমাস্রবন্ত বেগবান্ ।
 অথাস্ত নিশিতৈঃ শতৈঃ সেনাযগ্রগতাং ভূশম্ ॥ ৭৯
 স্তহনং সঙ্কলাং রাজ্য যুগানিব যুগাধিপঃ ।
 একামাক্ষৌহিনীং যগ্রগামিনীং বিপুলৌফসাম্ ॥ ৮০
 ক্রৌশদ্বয়েন স্তহনস্তমাসৌব দিবাকরঃ ।
 হৃদ্য চাক্ষৌহিনীমেকামাসাদ্য সজয়ং নৃপঃ ॥ ৮১
 বাণৈঃ মৃচ্ছা তু বিব্যাধ স্বপ্নমেকেন চিচ্ছিদে ।
 সজয়োহপাথ বিংশত্যা হৃদি বিদ্ধা সুদর্শনম্ ॥ ৮২
 ললাটে ভ্রুকবাণেন প্রাবিধ্যৎ কৃতহস্তবধ্ ।
 ক্ষুরপ্রেক্ষ্যাত কোদণ্ডং দ্বিত্বা রাজ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৮৩
 সারথিং দশভির্বাণৈঃ পুনর্বিব্যাধ সজয়ঃ ॥ ৮৪
 কোদণ্ডমগ্রমানায় তদা রাজা সুদর্শনঃ ।
 শরবর্ষণ ভীরুণ যবর্ষাতীতঃ সজয়ম্ ॥ ৮৫

ক্রমশান্ গদাঘাতে বন-মধ্যস্থিত উন্নত শালবৃক্ষ যে প্রকার বজ্রাঘাতে
 নিপতিত হয়, তদ্রূপ পৃথিবী মধ্যে পতিত হইল । ৭৫

সুদর্শন রাজা ক্রমশান্কে পতিত দর্শন করিয়া ধূমমুক্ত বহির জার শোক
 এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন । ৭৬

এবং শোকাকুল হইয়াও ক্রোধবশে বেগবান্ অশ্বযুক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত্ত,
 সুবর্ণ ঘাটা চিত্রিত এরং সিংহধ্বজযুক্ত রথে আরোহণকরত বার বার কাশ্মুক
 বিক্ষারিত করিয়া বেগে সসৈন্য সজয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন । ৭৭-৭৯

যুগরাজ সিংহ যে প্রকার ক্ষুদ্র যুগসমূহকে অবলীলাক্রমে বিনাশিত করে,
 সেই প্রকার সুদর্শনও নিশিত শস্ত্রসমূহ দ্বারা শত্রুসৈন্য দ্বিগ্ন-ভিগ্ন করিলেন । ৮০

ভিমিরহারী সূর্য্য যে প্রকার অস্ত্রকার নাশ করেন, রাজাও সেইরূপ দুই
 ক্রৌশ অগ্রগামিনী মহাবল এক অক্ষৌহিনী সেনা বিনষ্ট করিলেন । ৮১

এই প্রকারে এক অক্ষৌহিনী সেনা নাশ করিয়া একাকী সজয়ের সমীপে
 উপস্থিত হইয়া ছত্র বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন । ৮২

এবং এক বাণে রথধ্বজ ভিগ্ন করিলেন । সমরকুশল সজয়ও বিংশতি বাণে
 সুদর্শনকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ললাটে ভেদ করিলেন । ৮৩

অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সুদর্শনের বনুক ছেদন করিয়া দশবান দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ
 করিলেন । ৮৪

তদনন্তর সুদর্শন রাজা অশ্ব বশুৎ গ্রহণ করত ভয়ানক শরবর্ষণ দ্বারা সজয়কে
 ন্যাকুল করিলেন । ৮৫

তস্যোর্মহদভূদ্বুক্তং মুনিবিশ্বকরকম্ ।
 শাস্ত্রবৈষ্ণবভূতং তৌকুর্ভবনামবসোত্তরম্ । ৮৬
 ততঃ সুদর্শনো রাজা ভক্তেনাস্ত ধৃতঃ ধনুঃ ।
 চিত্তেণ সারথিগায় তদান নিশিতৈঃ শরৈঃ । ৮৭
 স্বয়ং সংযম্য বাহান্ স সঞ্জয়ঃ পরবীরহা ।
 ধনুকণ্ডং সমাশ্রয় পরিবার্য সুদর্শনম্ । ৮৮
 বিবোধ সশক্তির্বাটৈর্কনুরপ্যচ্ছিনদ্ধম্
 শরাসমাস্তবৎ রাজা সঙ্কল্য সূদর্শনঃ । ৮৯
 সঞ্জয়স্য চতুর্বাহাশ্চরৈর্নিগো যমকমম্ ।
 যুযৌ ধনুশ্চ চিত্তেণ তদ বিবোধ সশক্তিঃ । ৯০
 বিরথশ্চিন্নবাকশ্চ সঞ্জয়ঃ খড়্গচর্মণী ।
 জাদাশ্চ সমুখং রাহেত্যভ্যাস্রবৎ কুপিতো কৃশম্ । ৯১
 তত্চ চাপং ততঃ খড়্গং ক্ষুরপ্রোণ সুদর্শনঃ ।
 দ্বিধা চিত্তেণ ক্ষুরেন চর্ম চাপ্যচ্ছিনস্তদা । ৯২
 অথ ক্রতং তদোপেক্ত্য সঞ্জয়ঃ যম্পলোত্তমম্ ।
 সুদর্শনস্য সূতস্ত করাত্যাং পাতয়ৎ ক্ষিতৌ । ৯৩
 রথাত্যাংসে গতশ্যাস্ত সঞ্জয়স্য সুদর্শনঃ ।
 শিরশ্চিত্তেণ খড়্গেন ততোহসৌ স্তপতকুবি । ৯৪
 স পপাত তদা তস্য রথাত্যাংসে মহাবলঃ ।
 কৃতঃ পরশুনারণ্যে পুষ্পিতঃ শালবৃক্ষবৎ । ৯৫
 সঞ্জয়ং পতিতং দৃষ্ট্বা বিজয়ঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 মহতা শঙ্খাদেন নাদয়ন্ত নভঃস্থলম্ । ৯৬

পূর্বে যে প্রকার ইন্দ্র ও দৈত্যোজ্জ্বলির পরস্পর তুল্য সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই প্রকার সর্ববিশ্বয় সুদর্শন এবং সঞ্জয়ের সংগ্রাম হইতে লাগিল । ৮৬

তদনন্তর, সুদর্শন রাজা, যুট্টু অস্ত্রে সঞ্জয়ের ধনু ছেদন করিলেন । শাশিত শস্ত্রদ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । ৮৭

এবং বাণদ্বারা ঘোটকচতুষ্টয়কে সমভবনে প্রেরণ করিলেন । ধনুক ছিন্ন করিয়া তাঁহাকেও বিদ্ধ করিলেন । তদনন্তর সঞ্জয় ধনু এবং রথ বিনষ্ট হইলে অবনীতে অবতরণ করিয়া খড়্গ এবং চর্ম গ্রহণপূর্বক সুদর্শন রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । সুদর্শন রাজা, সঞ্জয়কে ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া অর্জুচক্র বাণে খড়্গ এবং ভল্ল দ্বারা চর্মচ্ছেদন করিলেন । ৮৮-৯২

সুদর্শন সারথি বেগে আগমন করত উৎকৃষ্ট সঞ্জয়-রথ হস্ত দ্বারা ভূতলসাৎ করিল । ৯৩

সুদর্শন খড়্গদ্বারা রথ-সমীপগত সঞ্জয়ের মস্তকচ্ছেদন করিলেন । সঞ্জয়ও ছিন্ন মস্তক হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল । ৯৪

কানন-মধ্যে কুঠার দ্বারা ছিন্ন কুমুদিত শালবৃক্ষ পতিত হইলে যে প্রকার হয়, সঞ্জয়ও সুদর্শন রাজার খড়্গে ছিন্ন হইয়া সেইরূপ হইয়াছিল । ৯৫

বিজয়রাজা সঞ্জয়কে শত্রুশরে পতিত দেখিয়া ক্রোধভরে শঙ্খাদি দ্বারা গগন মণ্ডল শব্দিত করত স্বর্ণ-চিত্রিত ব্যাঘ্র-চর্ম-শোভিত অর্জুযোজন বিদ্যুত বেগে

বরেন স্বর্ণচিহ্নেণ ব্যাঘ্রচৰ্মবিবাজতা ।
 কেতুনা বৃষভেণাথ যোজনার্কোচ্ছিতন চ ॥ ৯৭
 নাদয়ন্ ককুভঃ সৰ্ব্বা বরোধপরিবেষ্টিতঃ ।
 বিবৃক্ণববৰ্ণানি সমাপ চ সুদৰ্শনম্ ॥ ৯৮
 আসাদ্য তং নৃপং ভূপো বিজয়ঃ পরবীরহা ।
 হ্রদি বিক্কা ত্রিভির্কণৈশ্চিঠতিঠেতি চাতবীর ॥ ৯৯
 সুদৰ্শনোহপি বিজয়ঃ নদন্তং কুঙ্করোপমম্ ।
 দশভির্নিশিতৈর্বাণৈর্বিদ্ধা চিচ্ছেদ ভক্তনুঃ ॥ ১০০
 অথেনহিষযমানং অক্রদেশে ত্রিভিঃ শরৈঃ ।
 নির্ভিচ্যথ মহানাদং ননাদ স সুদৰ্শনঃ ॥ ১০১
 সোহিগুপ্তনুঃ সমাদায় কঙ্কপটৈঃ ত্রিভিঃ শরৈঃ ।
 বিক্যাদ হৃদয়ে বীরো বিজয়োহপি সুদৰ্শনম্ ॥ ১০২
 ততস্তদুপমুদ্ভিক্ত বহাশক্তিং সুদীপিতাম্ ।
 নানকস্তাং কোপযুক্তাং লেলিহানিমিবাভুলাম্ ॥ ১০৩
 ঘর্গাদগ্নাং সুত'ক্কাগ্নাং তৈলযোতাং সুনির্মলাম্ ।
 সমুদ্রমাথ চিচ্ছেদ বিজয়ঃ শাতবং প্রতি ॥ ১০৪
 সুদৰ্শনম্ হৃদয়ে সা শক্তিঃ প্রবিলেব হ ।
 স বিহ্বলো বরোধপদে হৃদোবস্তু উপাধিশং ॥ ১০৫
 তন্মিন্ মোহসমাপাদে নৃপতৌ চ সুদৰ্শনে ।
 তস্তাগ্নস্তম্বা পার্শ্বে যে স্থিতাস্তত্র মৈনিকাঃ ।
 তান্ সৰ্বানহনদ্রাক্ষা কণযাত্রাদ্বিজান্তুঘাঃ ॥ ১০৬
 বরান্ দশসুগ্ৰাণি ভাবন্তোহ চ দস্তিনাম্ ।
 শকুবিংশসঃ শ্রানি বাঞ্ছিনাক্ত তরঙ্গিনাম্ ।
 লক্ষবরস্ত পস্তোনাং কণযাত্রাদপোধয়ং ॥ ১০৭

বিশিষ্ট বরেন হবে দশদিক্ নিম্নাদিত্ত করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে সুদৰ্শনের
 সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৯৬-৯৮

শত্রু-জয়কারী বিজয় রাজা সুদৰ্শনের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিন বাণে
 তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করত “হির হও ভক্ত সিও না” এই কথা বলিলেন ॥ ৯৯

সুদৰ্শনও হস্তার শাশ শক্ করিতে লাগিলে বিজয় রাজা দশবাণে বিদ্ধ
 করিয়া তাঁহার হনুশ্ছেদন করিলেন ॥ ১০০

সুদৰ্শন রাজা তিনবাণে বিজয় নৃপতির ধনু ছেদন ও তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া
 নিঃসঙ্গ ভয়ানক নিনাদ করিলেন ॥ ১০১

বিজয় অপর ধনুক গ্রহণ করত কঙ্কপত্রশোভিত তিন শর দ্বারা সুদৰ্শনের
 হৃদয় বিদ্ধ করিলেন এবং তদনন্তর বিজয় রাজা সুদৰ্শনের উদ্দেশে অজস্রায়ান
 কোপবলে সকল বস্তুকে যেন শ্রাস করিতে উদ্যত অনুপম সুবর্ণ বস্ত্র শোভিত
 সুতীক্ষ্ণ তৈলযোত এবং সুনির্মল নানকস্তা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১০২-১০৪

হে বিজয়! সুদৰ্শন, তাঁহার আঘাতে ব্যাকুল হইয়া বরষসমীপে উপবেশন
 করিলেন ॥ ১০৫

এবং বিজয় সুদৰ্শন মুচ্ছিত হইলে তাঁহার সম্মুখ এবং পার্শ্ববর্তী মৈত্রসমূহকে
 ষড়্ভিঃ কালের মধ্যেই যথালক্ষ্য প্রেরণ করিলেন ॥ ১০৬

স তু লক্ষ্য ততঃ সংজ্ঞাং ধনুরাদাশ্চ বৈ দৃষ্টম্ ।
 শরবর্ষণে বিজয়ঃ বর্ষে স সুদর্শনঃ ॥ ১০৮
 নিবার্য শরবর্ষণে বিজয়স্য সুদর্শনঃ ।
 ভল্লেন কাশ্মুরকং সজ্যং তদ্য চিচ্ছেদ ভংক্ষণাৎ ॥ ১০৯
 সারথেষু শিরঃ কাশ্যাস্তল্লেনাপাঃরতুতঃ ।
 হস্তাংক চতুরশ্চাস্ত প্রেষয়ামাস সূতাবে ॥ ১১০
 অধৈবঃ বিরথং ভূপং দশভিঃ কক্ষপত্রিভিঃ ।
 বিবাহ্য হৃদয়ে ভূমৌ ননাদ চ সুদর্শনঃ ॥ ১১১
 স জিহ্মধরা বিরথো গদায়াপাত্ত বেগবান্ ।
 বিজয়ো বিজয়াকাঙ্ক্ষী সুদর্শনমধাবত ॥ ১১২
 আপত্যন্তঃ মহাবীরঃ বাণবর্ষেঃ সুদর্শনঃ ।
 বর্ষে বর্ষাসু যথা বারিহঃ পৃথ্বীবীথয়ম্ ॥ ১১৩
 বিজয়ঃ শরযুক্তিঃ তান প্রাচ্ছাদ্য বশবৈ ।
 গদয়া স্তং রথাক্রম্যাসমান তু ভংক্ষণাৎ ॥ ১১৪
 আসান তং মহাবীরাং বিজয়োহথ সুদর্শনম্ ।
 ধীরে প্রহৃত্য গদয়া পাত্তয়ামাস ভূতলে ॥ ১১৫
 শিরেঃ শূকং যথা ভূকং বজ্রাণিনিবিশ্রিতম্ ।
 তথা সুদর্শনো রাজা দারিড্রে গদয়াপতৎ ॥ ১১৬
 ভগ্নিহ্রিপতিভে বীরে সেনাভিস্তম্ সৈনিকঃ ।
 ভয়াং সস্ত্রাস্তবস্ত্রাস্তদ্বিশস্ত প্রমিশস্তথা ॥ ১১৭

দশ সহস্র হস্তী, পঞ্চবিংশতি সহস্র বেগবান্ অশ্ব, দুই লক্ষ পদাতি ভংক্ষণে নিহত করিলেন । ১০৭

তদনন্তর সুদর্শন সংজ্ঞা লাভ করিয়া দৃঢ়তর ধনুর্গ্রহণপূর্বক বিজয়ের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ১০৮

সুদর্শন, বিজয়ের প্রতি শর বর্ষণ করত ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুঃছেদন করিলেন । ১০৯

ভল্ল দ্বারা সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং তদ্ব্যচতুষ্টয়ও নষ্ট করিলেন । অনন্তর সুদর্শন রাজা, রথস্থ বিজয় নরপতিতে কক্ষপত্রবিশিষ্ট দশ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া উল্লেঃধরে মাদ করিলেন । ১ ০-১১১

বিজয়, বিজয় আকাঙ্ক্ষায় রথ এবং ধনুঃ শূন্য হইয়া মহাবেগে গদা গ্রহণপূর্বক সুদর্শনের প্রতি ধাবমান হইলেন । ১১২

বর্ষাকালীন বারিধর যে প্রকার ভূধরের উপর বারিচর্ষণ করেন, সেইপ্রকার সুদর্শনও বেগে আশ্রিত বিজয় রাজার প্রত্য তপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ১১৩

বিজয় রাজা গদা আশ্রয়ত। সুদর্শনের শরযুক্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া রথাক্রম সুদর্শনের সমীপে উপস্থিত হইলেন । ১১৪

অনন্তর বিজয় মহাবল সুদর্শনের সমীপে উপস্থিত হইয়া গদা দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন । ১১৫

বজ্রপাণির বজ্রাঘাতে যে প্রকার শিথিলিধর চূর্ণ হয়, সেই প্রকার সুদর্শন পদাঘাতে আশ্রিত হইয়া নিপতিত হইলেন । ১১৬

নচৈত্ব তস্ত সৈন্তেষু বিজয়ঃ খাণ্ডবীং পুরীম্ ।
 প্রবিশ্ত বদৃশে তত্র রাণীভূতান্ পিরীমিব ॥ ১১৮
 সুবর্ণানাক্ষ রত্নান্যং সঞ্চয়ান্ বহুশঃ পুনঃ ।
 দৃষ্ট্য সরাংসি তত্রৈষ প্রফুল্লকমলানি চ ॥ ১১৯
 হংসকারগুবানাদৈর্নাদিতানি সমন্ততঃ ।
 ঘাণীন্ সুবর্ণরত্নানাং পৰ্বতানিব বিস্তৃতান্ ॥ ১২০
 পুষ্পিতান্ দেববৃক্ষাংশ্চ ভগদ্ব্রজমরভূষিতান্ ।
 প্রাসাদান্ বিপুলাকুজান্ কৈলাসমদৃশান্ গজান্ ॥ ১২১
 প্রস্তুটাংশ্চ সুগন্ধাটান্ প্রতিগেহে ব্যবস্থিতান্ ॥ ১২২
 উৎফুল্লনয়নো রাজা বিজয়ং পরবীরহা ।
 যেনৈমরাবতীং তাস্ত পুরীং ক্ষিতিগতামিব ॥ ১২৩
 তং বীক্ষ্যন্ত নরপতিং নগরীং তং মুরেশ্বরঃ ।
 সমেতা বিজয়ং গ্রাহ সান্তুষ্টম্ লক্ষ্মণা গির্য ॥ ১২৪

ইত্য উবাচ—

রাজস্বহাবনমির্মমাসীদেবগণাহুতম্ ।
 ন চ পঙ্কজমক্ষাণাং মুনীনাঞ্চ মনোহরম্ ॥ ১২৫
 সৰ্বানুৎসার্যা দেবাদীন্ বহু চাপাশ্রিয়ে রতঃ ।
 ভঙ্ক্ত্বা বনমিদং গুহমুৎসান্ত চ তপোবনম্ ।
 খাণ্ডবীং নগরীকক্ষে হঠাৎ রাজা সুবর্ণনঃ ॥ ১২৬

সুবর্ণন, সমরে প্রাপ্তভাগ করিলে সেনাপতিগণ সেনার সহিত চতুর্দিকে ঘাবমান হইল। ১১৭

বিজয় রাজা, সেনার সহিত সুবর্ণন নিহত হইলে খাণ্ডবী পুরে প্রবিশ্ত হইয়া পৰ্বতের স্থায় রাশি রাশি পরিমাণে অনেক সুবর্ণ এবং বহুসমূহ দর্শন করিলেন। সেই নগরে প্রফুল্ল কমলানি কুমুমসমূহে বিরাজিত। ১১৮-১১৯

হংস কারগুব প্রভৃতি নানা প্রকার জলচর জন্তুসমূহে সকল দিকে পরিপূর্ণ সরোবরসমূহও দর্শন করিলেন। ১২০

বিজয় রাজা পৰ্বতের স্থায় রাশি রাশি বর্ণ এবং বহুসমূহ, প্রফুল্ল পুষ্পসমূহে বিস্তৃতিত ভগবৎগণের গুণ গুণ শব্দে গুহ্রিত। মন্দরাদি দেব বৃক্ষ, সুধা-বদল কৈলাস-মদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গৃহ, উচ্চ হস্তী এবং প্রতি গৃহস্থিত সুগন্ধ পুষ্পলোভিত উচ্চান প্রভৃতি দ্বারা অমরাবতী-মদৃশ শক্রনগরী দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল-নয়ন হইয়াছিলেন। ১২১-২২

তিনি আশ্চর্য্য নগরলোভা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, অমরাবতী এই পুরীরূপে বর্ণ হইতে আগমন করত পৃথিবীতে নিবাস করিতেছেন। ১২৩

দেবরাজ ইন্দ্র আগমন করত নগরলোভা দর্শনে বিস্মিত বিজয়রাজকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১২৪

হে রাজন্ । সুবর্ণন নৃপতি, দেব নর পঙ্কজ যক্ষ এবং মূনিগণের মনোহর নিবাসস্থান উৎসারিত করিয়া নিরন্তর আমার অগ্রম্ব আচরণ করিত এবং অতি সুগোপ্য তপোবনকে ভগ্ন করিয়া খাণ্ডবী নামে নগর নির্মাণ করিয়াছে।

তন্নিং পুনরৈব ত্বং বনং কুরু নরোত্তম ।
 তত্কাঙ্কং বিহরিষ্যামি তত্ককেশ সমর বহঃ ॥ ১২৭
 মুনীনাং তপঃস্থানমতুলং তে প্রসাদতঃ ।
 ভবিষ্যতি হ যক্ষাণাং কিম্বরাণাং পার্থিব ॥ ১২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছূড়া বচন্তুম্ শক্ত্য বিজয়ন্তবা ।
 বনমেবাকরোস্ত্যস্ত যাগুবীং শক্তঃশৌরবাং ॥ ১২৯
 গচ্ছন্ত ভো যথাস্থানং প্রজাঃ সৰ্ব্বা যথেষ্টবা ।
 যেষাং বাহ্যাস্তি লোকানাং যজ্ঞাজ্যগমনে পুনঃ ॥ ১৩০
 বরাণসীং তে গচ্ছন্ত মনৈব প্রতিপালিতাম্ ॥ ১৩১
 উত্তমস্ত বচঃ ক্ষত্ৰা জনাঃ কেচিৎকিঞ্চিদমমম্ ।
 ক্ষণদুর্বারাণসীং কেচিৎকিঞ্চয়েনাতিপালিতাম্ ॥ ১৩২
 ততো ধনানাং তান্ রানীন্ রজানান্ পৃথক্ পৃথক্ ।
 যবীনাং কামকানাং কুপ্যানাং বিজয়ন্তথা ॥ ১৩৩
 বিবিধৈর্ষবীরযানাম পুৰীং বারানসীং প্রতি ।
 গব্বর্কসাপাং দেবানাং যদানীজং হঠাৎ পুরা ॥ ১৩৪
 বজ্রদার্কাদিকং যত্নং বিজয়ং তং প্রসাদ্য চ ।
 তৈত্তৈন্নীতক যাতুবাঃ স্বস্তানং প্রতিহৃষিভেঃ ॥ ১৩৫
 ত্রিংশদ্বোক্তনবিত্তৌর্ণাং শতংগজেনসাম্রতাম্ ।
 তাং পুৰীং বিজয়ন্ত্যত্র নচিরাংদেব বৈ বনম্ ॥ ১৩৬

হে মরাধিন ! অতএব তুমি পুনর্বার পূর্ববৎ বন নির্গাৎ কর । এই বনে
 নির্জনে তত্ককেশ মহিষ্ঠ বিহার করিব । ১২৭

হে পৃথিবীপতে ! তোমার অনুগ্রহে মুনিসম্প্রদায় ব্রহ্মলীল তপস্যা স্থান হইতে
 এবং কিম্বদন্তি গচ্ছন্তি ত্রীড়াহান হইবে । ১২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বিজয়রাজ এই প্রকার ইচ্ছের বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তাঁহার পৌরবর্কনের নিমিত্ত যাগুবী মগরীকে বনরূপে পরিণত করিলেন ।
 ১২৯

নগরবাসী প্রজাগণকে বলিলেন,—প্রজাগণ ! তোমরা ইচ্ছানুরূপ ইচ্ছামত
 স্থানে প্রস্থান কর । তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার ডুকবলে
 পরিপালিত বারানসী নগরে গমন কর । ১৩০-১৩১

উদনন্তর প্রজাগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত তাঁহার বাহুবলে পরিপালিত
 বারানসী নগর গমন করিল । ১৩২

বিজয় নৃপতিও সেই সকল বনরত্নরানি সুতর্প রূপ্য এবং অমূল্যমূল্য পৃথক্
 পৃথক্ রূপে নৌকাঘাটা নিজ নগরী বারানসীতে উপস্থাপিত করিলেন । ১৩৩

সুদর্শন, কাহবলে দেব এবং গব্বর্কাদিক যে সকল বস্ত্রাদি দ্রব্যসমূহ আহরণ
 করিয়াছিল, বিজয় তাহাদিগকে সেই সকল দ্রব্যের প্রত্যর্পণে প্রসন্ন করিলেন ।
 ১৩৪

তাঁহারও আনন্দিভ-চিত্তে নিজ নিজ শ্রবা গ্রহণপূর্বক যাগুবী হইতে
 স্বস্থানে গমন করিলেন । ১৩৫

তস্মিন্ধ্রকৃষ্ণ সস্রজা তক্ষকঃ সহিতো গগৈঃ ।
 উবাস সূচিরং তত্র ততোহভূরির্জ্জ্বলং বনম্ ॥ ১৩৭
 তত্র দেবাঃ সপক্ষর্ষাঃ ক্রৌঞ্চন্তেহপ্লবসারং গগাঃ ।
 আশংসন্তঃ বিজয়ং রশ্মেযু বিজয়াবহম্ ॥ ১৩৮
 প্রাপ্তেহষ্টাবিংশতিতয়ে যুগে দ্বাপরশেষতঃ ।
 বহ্নির্দ্বিঙ্গণরূপেণ ভিক্ষাং জিক্ষুঃপ্রযাচত ॥ ১৩৯
 দাতুমঙ্গীকৃতে ভিক্ষাং তদা পাতুমুতেন বৈ ।
 বহ্নিঃ স্বরূপমাহ্বায় জিক্ষুং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪০
 অহমগ্নিঃ পাতুপুত্র যজ্ঞভাগাভিভোজনাদ্ ।
 ব্যাধিতোহহং ততো ব্যাধিং যম তং নাশয়াধুনা ॥ ১৪১
 ঋগুবাং নাম বিপিনং সপক্ষিগুগন্নাশকম্ ।
 যদি ত্বং মাং ভোজয়িতুং শক্যোহি শ্বেতবাহন ।
 তদা মম কসৌ ব্যাধিরপযাস্ততি নোচিরাৎ ॥ ১৪২
 পুরা তু বিজয়ো রাজা ঋগুবীং নাম ভাং পুরীন্ ।
 ভঙ্কুঃস্বা বনং যতশ্চক্রে তেন তং ঋগুবং বনম্ ॥ ১৪৩
 মদর্থং দেববিহিতং বনচ্চ শ্বেতবাহন ।
 বিরোধাত্ত্বং শক্যম ন যমং ভোক্তুংসহে ॥ ১৪৪
 তস্মাৎ আহি মহাভাগ বনে তস্মিন্মিয়োজয় ।
 যথাহং সকলং ভোক্তুং শক্যোহি তৎপ্রসাদতঃ ॥ ১৪৫

শক্ত যোজন পরিমাণ দীর্ঘ এবং ত্রিশং যোজন পরিমাণে বিস্তৃত সেই নগর পূর্ববৎ বনরূপে পরিণত হইল । ১৩৬

ইজের অনুমতি অনুসারে তক্ষক নিজরূপের সহিত সেই বনে বহুকাল নিবাস করিল এবং বন জমশূন্য হইল । ১৩৭

সেই বনে দেবগণ গন্ধর্বগণ এবং অশ্বরৌদ্ৰগণ বিজয় রাজার জন্ত প্রার্থনা করিয়া মুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । ১৩৮

অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে বহ্নিদেব ভিক্ষুরূপে অর্জুনের বিকট প্রার্থনা করিলেন । ১৩৯

অর্জুন অঙ্গীকৃত পরিপাসনের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন । অনন্তর অগ্নিদেব নিজরূপ ধারণ করত অর্জুনকে সাহায্যপূর্বক বলিলেন । ১৪০

পার্শ্ব । আমি যম অগ্নি, যজ্ঞে অতিশয় ভোজন করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার ব্যাধি নিবারণ কর । ১৪১

হে অর্জুন । পক্ষী, কাকস এবং যম প্রভৃতি নানাপ্রকার জন্তপূর্ব ঋগুব-নামে নগর আছে, সেই বন যদি আমাকে ভোজন করাইতে পার, তাহা হইলে অমুই আমি অনন্ত বাধি যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করি । ১৪২

পূর্বের বিজয় রাজা ঋগুবী নামক নগর ভগ্ন করিয়া বন নির্মাণ করার উক্ত বন ঋগুবনামে পসিত । ১৪৩

কিন্তু কেবল সেই বনের রক্ষক । অতএব আমি যম অন্ত সাহায্য ব্যতি-রেকে তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ হইব না । ১৪৪

হে মহাত্মন । অতএব তুমি অনুগ্রহপূর্বক আমার সাহায্য করিলে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই বন ভোজন করিয়া ব্যাধি-মুক্ত হই । ১৪৫

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সৰ্বান্যাসী মহাশলঃ ।
 দাহয়ামাস বিপিনং তৎসৰ্বং প্রাপিসংবৃত্তম্ ॥ ১৪৬
 দেবকীভনয়েনামৌ বাসুদেবেন পালিতঃ ।
 খাণ্ডবং দাহয়ামাস জ্বলনশ্চ হিতে রতঃ ॥ ১৪৭
 সুপ্রীতঃ প্রদদৌ তস্মাদৰ্জুনায় মহাভানে ।
 বহির্জগুচ্চ গাণ্ডীবং ব্যাধুপং দেবনিষ্কৃতম্ ॥ ১৪৮
 অক্ষয়ো চৈবুধী দিব্যো রূপাভ্যাংচতুরে ইয়ান্ ।
 হনুমতাধিষ্ঠিতস্ত মহান্তং বামনধ্বজম্ ।
 খড়্গক ত্রিশিখং তীক্ষ্ণং দহনঃ সৰ্বাসাচিনে ॥ ১৪৯
 নীরোগশ্চাতবহ্নিস্তথা জিহ্মপ্রসাদতঃ ।
 তৈর্বানৈন্তেন ধনুযা তেন খড়্গেন কেতুন- ।
 তদন্তকলেনাপি বিজিগ্যে কাস্তুনো রিপূন ॥ ১৫০
 এবং ভৈরববংশেহু নজাতো বিজয়ে নৃপঃ ।
 খাণ্ডবং নাম বিপিনং চকার মুমহাকৃতী ॥ ১৫১
 বিজয়ন্ত সূতা জাতাস্ত্রয়োদশ মহাবলাঃ ।
 চাতিমান্ সৌম্যদর্শী চ তুরিঃ প্রচ্যায় এব চ ॥ ১৫২
 ক্রতুস্ততো বিক্রপাক্ষো বিক্রান্তোহন ধনঞ্জয়ঃ ।
 প্রহর্যঃ প্রবলঃ কেতুস্তথোপরিচরোহপরঃ ॥ ১৫৩
 এষাং রাজাতবদ্বীরঃ শযোপরিচরস্ত মঃ ।
 বারানশ্যাং নগর্যাং যো যজ্ঞলক্ষং পুরাকরোহ ॥ ১৫৪
 লক্ষযজ্ঞকরঃ কোহপি নাসৌত্রাপি ভবিষ্যতি
 রাজা ক্ষিতৌ মহাভাগো যথোপরিচরস্তথা ॥ ১৫৫

বহ্নিদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত মহাবল অর্জুন সকল প্রকার প্রাণিয়ুক্ত-
 সেই বনকে দহন করিলেন । ১৪৬

অর্জুন অগ্নিদেবের হিতকামনায় দেবকীভনয় বাসুদেবের সাহায্যে খাণ্ডব-
 বন দাহনে প্রবৃত্ত হইলেন । ১৪৭

বহ্নিদেব অর্জুনের বলে খাণ্ডব ভোজন করিয়া আনন্ডিত চিত্তে বরষরূপ
 বরুণদেব নিষ্কৃত বাণ্ডীবধনুঃ প্রদান করিলেন : ১৪৮

অগ্নিদেব, অক্ষয়তপার রোগগত অশ্বচতুর্দশযুক্ত, হনুমতধিষ্ঠিত রথ এবং
 সূতীকৃত খড়্গ অর্জুনকে প্রদান করিলেন ৪৯

তিনি তাঁহার অনুগ্রহে রোদশযুক্ত হইলেন । অর্জুন অক্ষয়বাণপূর্ণ তুণ্ড,
 গাণ্ডীবধনু, খড়্গ এবং বামনধ্বজ ঘোটক-চতুর্দশযুক্ত রথ জাহ্নবী অমরতর্জুনের
 অজ্ঞেয় রিপুকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন । ১৫০

এই প্রকারে ভৈরবীর বংশ মহাকূটী বিজয় অনুগ্রহণ করত খাণ্ডববন
 নির্মাণ করেন । ১৫১

বাজন । বিজয়ের ত্রয়োদশ জন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র রথ ; চাতিদাগের
 নাম—চাতিমান, সৌম্যদর্শী, তুরি, প্রচ্যায়, ক্রতু, তুণ্ড, বিক্রপাক্ষ, বিক্রান্ত,
 ধনঞ্জয়, প্রহর্য, প্রবল, কেতু এবং উপরিচর । ১৫২-১৫৫

কনিষ্ঠ উপরিচরই চাঁদ্রসিংহর মতে রাজা হন । ইনি বারানসী নগরীতে
 একলক্ষ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । ১৫৪

এয়াং সৃতিপ্রসূতিশ্চ বাপ্তঃ সর্বমিদং জগৎ ।
 চিত্তেণ জ্ঞানং কঃ সংখ্যাতুং শক্যোতি ভুবি মানুষঃ ॥ ১৫৬
 ক্রমশৈশ্বর্যববংশেন ব্যাপ্তং লোকত্রয়ং ত্রিসমু ॥ ১৫৭
 এতন্মঃ কথিতং বিপ্রাঃ সন্তানং ভৈরবস্য তু ।
 যেয়াং ক্রত্বা কথামাত্রং নাপুত্রো জায়তে নরঃ ॥ ১৫৮
 ইদং যঃ কীর্তয়েৎ পুণ্যং চরিতং বিজয়ন্ত তু ।
 সত্ত্বং বিজয়ন্তস্য জায়তে ন পরাভবঃ ॥ ১৫৯
 একাগ্রমনসা যন্ত শূণ্যাদিদমুত্তমমু ॥
 তন্ত বংশস্ত বিচ্ছেদো ন কদাচিত্ত্ববিস্তৃতি ॥ ১৬০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

নবতিতমোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডের উবাচ—

বেতালস্ত চ সন্তানং শ্রুত্ব মুনিসত্তমাঃ ।
 যচ্ছ্রুত্বা সর্বলোপেক্ষান্তংকথামেব হীয়তে ॥ ১
 দক্ষস্য তনয়া চাতুঃ সুরভিনায়নামতঃ ।
 দ্বয়াং মাতা মহাভাগা সর্বলোকোপকারিণী ॥ ২
 তস্তান্ত তনয়া কল্মষ কশ্যপান্তু প্রজাপতে
 নায়ামা বোহিষী শুভ্রা সর্বকামদয়া নৃণামু ॥ ৩

পৃথিবীতে এই মহাভাগ উপরিচর রাজ্য। তিন আর কেহই একলক্ষ যজ্ঞ করেন নাই, করিবেনও না। ১৫৫

ইহাদিগের পুত্র-পৌত্র সমস্ত জগৎ বাপ্ত হইয়াছে। যদিও কোন ব্যক্তিই বহুকালেও তাহাদিগের সংখ্যা করিতে পারে না। ১৫৬-১৫৭

হে ব্রাহ্মণগণ! এই আয়ি ভৈরবের বংশবিবরণ কীর্তন করিলাম, এই বংশচরিত্ত শ্রবণ করিলে মনুষ্য অপুত্র হয় না। ১৫৮

যে ব্যক্তি এই পবিত্র বিজয়চরিত্ত শ্রবণ করে, তাহার সর্বলোপ হয় হয়, পরাভব হয় না। ১৫৯

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই উত্তম বিবরণ শ্রবণ করিবে, কদাচ তাহার বংশ-বিচ্ছেদ হইবে না। ১৬০

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯

নবতিতম অধ্যায়

সমাপ্তি

মার্কণ্ডের বলিলেন—হে মুনিব্রহ্মণ! বেতালের বংশবিবরণ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে তৎকথার সমস্ত শাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ১

সর্বলোকোপকারিণী গো-সমূহ-জননী মহাভাগ সুরভি নামে যে দক্ষ-কন্যা

তস্তাং ত্রয়ো জনঃশেফাল্যেনবভিত্তিপাধনাৎ ।
 কামধেনুরিতি খ্যাতা সৰ্বলক্ষণসংযুতা । ৪
 সা সিতাশ্চ প্রভীকাশা চতুর্বেদচতুঙ্গদা ।
 স্তনৈশ্চতুর্ভির্দ্ব্যর্থকামপ্রসবকারিণী । ৫
 সা সুবর্ণশরীরা তু কালেন মহতা মতী ।
 নির্জলং ঘোবনং প্রাপ কামধেনুর্মনোহরম্ । ৬
 তাং চরতাং মেরুপৃষ্ঠে চারুৰূপাং সুলক্ষণাম্ ।
 মদৰ্শ স তু বেতালঃ কামুকশাভ্যাপন্নতঃ । ৭
 তং কামুকক বেতালং বিদিত্বা কামধেনুকা ।
 পশুধৰ্ম্মাৎ স্বয়ং ভেজে তং পুত্রং লক্ষদত্ততঃ । ৮
 সৌহবাং তস্তাং পরমমামোহনং শঙ্করাশ্বকঃ ।
 সা চাপি পরমাঃ তস্মিন্ মুদমাপাতিহৰ্ষিকা । ৯
 তয়োঃ প্রবৃন্তে মূৰ্ত্তে তস্তাং গৰ্ভে হৈতবত্ৰদা ।
 কালে প্রাপ্তে তু সুমুদং কামধেনুর্মতাব্রজম্ । ১০
 সৌচিৰেঠৈব কালেন সুমহান্ বৃষভোহভবৎ ।
 মহাকৰুণসংযুক্তশ্চাক্ষুৰ্জসবদ্বিতঃ । ১১
 উৎক্ষিপা বিচলৎকৰ্ণযুগলো দীৰ্ঘবালভিঃ ।
 ককুদেন চ শৃঙ্গাভ্যাং কৰ্ণাভ্যাং সমিষ্ঠাশ্রবৎ । ১২
 বিচলন্ শৃঙ্গে দেবৈঃ শৃঙ্গৈরিব সিতাচলঃ ।
 বেতালস্তরোত্তম নাস্থ শৃঙ্গ ইতি বিজ্ঞাঃ । ১৩

আদ্যেন, প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে তাঁহার গর্ভে এক কন্যা উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম রোহিণী, তিনি শুক্রবর্ণা এবং অনুষ্ঠাদিগের নিখিল কাম-প্রসবিনী । ২-৩

অতি উপহী মুনিবর জনঃশেফর ঔরসে রোহিণীর গর্ভে সৰ্বলক্ষণ-সম্পন্ন কামধেনু নাম্নী পাতী উৎপন্ন হন । ৪

কামধেনুর বর্ণ শুক্রবর্ণ-যেহ-সদৃশ, পদচতুষ্টয় চতুর্বেদ-সম্বিত, চারিটি স্তন বর্ষাৰ্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদানে তৎপর । ৫

সহজ-সুন্দরী কামধেনুর কিছুকাল পরে নির্জল-মনোহর ঘোবন-সজ্জার হইল । ৬

একদা বেতাল, সেই চারুৰূপা সুলক্ষণা কামধেনুকে সুমেরু পর্বতের উপরে বিচরণ করিতে দেখিয়া কামাতুর হইলেন । ৭

কামধেনু, সেই চন্দ্রশেখরপুত্র বেতালকে কামুক আনিয়া পশুধৰ্ম্মক্রমে আপনিই তাঁহাকে ভক্ষণ করিলেন । ৮

শিবপুত্র বেতাল, কামধেনুকে পাইয়া পরম আনন্দবৃত্ত—কামধেনুও তাঁহাকে পাঠিয়া অত্যন্ত শ্রীত হইলেন । ৯

তাঁহাদিগের উভয়ের মূৰ্ত্ত জৌড়া হইলে কামধেনুর গর্ভ হইল । পরে যখন কালে কামধেনু এক মহাবৃষ প্রসব করিলেন । ১০

সেই বৃষ, অচিরকাল মধ্যেই প্রকাণ্ডকার হইয়া উঠিল । তাঁহার বৃহৎ ককুদ, মনোহর শৃঙ্গদ্বয়, উন্নত চপল কর্ণযুগল এবং সুদীর্ঘ পুচ্ছ হইল । ১১-১২

ভদীয়, ককুদ, কর্ণদ্বয় এবং শৃঙ্গদ্বয় শুক্রবর্ণ ; দেবগণ, তাহাকে মূল শোভিত

স তু শৃঙ্গো জ্ঞানশালী সমাহারয়দীশ্বরম্ ।
 সোহাপ তুর্কো বরং তস্মৈ দদাবিষ্টং হরঃ' প্রভুঃ ॥ ১৪
 তমেব বাহনরুক্ষে কৃতা দেবতনুং বৃষম্ ।
 সৃষ্টিরাহুশ্চ বলবান্ পৃথিবীধারণে ক্ষমঃ ।
 শৃঙ্গো নাম মহাতেজাঃ কেতুঃ সোহপাতবৎ প্রভোঃ ॥ ১৫
 শৃঙ্গো ভূতা মতে। যস্মাচ্ছঙ্করশ্চ মহাঅনঃ ।
 অতঃ শৃঙ্গ ইতি খ্যাতিমথ গ্রাহ মহেশ্বরঃ ॥ ১৬
 স তু শৃঙ্গো মহাদেবে ধ্যানাসক্তে কচিং কচিং ।
 বক্রণশ্চ গৃহং গহ্বা মুরভেষ্টনয়ান্ত য়াঃ ॥ ১৭
 রূপযৌবনসম্পন্ন ভোজ্যহলং মুরভেন তাঃ ।
 বক্রণশ্চ গৃহে পাবঃ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ ॥ ১৮
 তিষ্ঠন্তি সততং বিশ্রান্তাসু তাসু সূতাঃ পুনঃ ।
 বহ্যস্ত চ সমুৎপন্নান্তেষাং সৃতিপ্রসূতভিঃ ॥ ১৯
 সর্বং জগদিদং ব্যাপ্তং তেভ্যো যজ্ঞং প্রবর্ততে ।
 আভ্যেন দেবান্তুষ্টি যজ্ঞা আভ্যো প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ২০
 যজ্ঞাধীনমিদং সর্বং জগৎ স্বাবরজজন্মম্ ॥ ২১
 তদাজ্যস্ত গবাধীনং ততঃ সর্বং গবি স্থিতম্ ।
 তদিদং সকলং বিশ্বং গবাধীনং বিজ্ঞোত্তমাঃ ॥ ২২
 বেতালস্ত চ তা পাবো বংশ্যঃ সর্বপ্রিয়াঃ সদা ।
 য ইদং শৃঙ্গান্নিতাং বেতালস্য মহাঅনঃ ॥ ২৩

অক্ষয় কৈলাস পর্বত বলিয়া বোধ করিতেন । হে বিজ্ঞগণ ! বেতাল—তাহার
 নাম রাখিলেন “শৃঙ্গ” ॥ ১৩

সেই জ্ঞানী শৃঙ্গ, মহাদেবের আরাধনা করে ; তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া
 তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন ॥ ১৪

মহেশ্বর, সেই বৃষকে দেব-শরীর করিয়া তাহাকেই নিজ বাহন করেন ।
 সেই পৃথিবী-ধারণ-সমর্থ বলবান্ দীর্ঘজীবী বৃষ মহাদেবের রথ-কেতুও হইল ॥ ১৫

মহাবৃষ শৃঙ্গ, শকরের বাহন, এইজন্ত তাহার শৃঙ্গী বলিয়া আর একটি নাম
 প্রসিদ্ধ হইল ॥ ১৬

মহাদেব ধ্যানমগ্ন হইলে, কখন কখন সেই শৃঙ্গ-বৃষ বক্রণালয়ে অবস্থিত রূপ-
 যৌবন-সম্পন্ন মুরভি-জনরা গাভীগণের সহিত মুরত ক্রীড়া করিতে যায় ।
 ১৭-১৮

হে বিজ্ঞগণ ! বক্রণের গৃহে সর্বলক্ষণসম্পন্ন অনেক গাভী আছে ; তাহা-
 দিগের গর্ভে শৃঙ্গ-বৃষের অনেক পুত্র উৎপন্ন হইল ॥ ১৯

তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণ । সেই গো হইতেই যজ্ঞ-
 প্রযুক্তি । দেবগণ ঘৃতদ্বারা সন্তুষ্ট, ঘৃতের উপরই যজ্ঞের নির্ভর ; আর সমস্ত
 স্বাবর জন্মবান্ধক জগৎই যজ্ঞের অধীন ॥ ২০-২১

যজ্ঞ বাহার অধীন, সেই ঘৃত—গাভীগণের অধীন ; মৃতরাং গাভীই
 সকলের মূলধার । হে-বিজ্ঞোত্তমগণ ! অতএব সমস্ত জগৎ গোত্রের অধীন ॥ ২২

বংশানাম্ জন্ম বিপ্রেক্ষাঃ স সুখী বলবান্ ভবেৎ ।
 ন গায়েবা নাপি বিভবান্ত্য নশ্যন্তি বৈ কচিৎ ॥ ২৪
 ন চ ভূতপিশাচান্যন্তং পশ্যন্তি কদাচন ।
 বেতালঃ সততং তস্য রক্ষামাচরন্তি ব্রহ্ম ॥ ২৫
 ইতি বঃ কথিতং বিপ্রা যথা বেতালভৈরবো ।
 জনস্রাসাতুঃ পুত্রাদ্ বিচ্ছিন্নাঃ সংশয়াচ্চ বঃ ॥ ২৬
 যথা চ কালিকা দেবী মোহয়ামাস শঙ্করম্ ।
 যথোৎপন্ন শরীরার্জং কৃতং শস্তোৰ্যথা তথা ॥ ২৭
 কালিকায়ৈ নমস্তভ্যমিতি যো ভাবতে ব্রহ্ম ।
 তস্য হন্তে হিতা মুক্তিস্ত্রিবর্গস্ত বশানুগঃ ॥ ২৮
 ইতি বঃ কথিতং পুণ্যং পুরাণং কালিকাস্বরম্ ।
 মন্ত্রযজ্ঞময়ং^১ শুদ্ধং জ্ঞানদং কামদং পরম্ ॥ ২৯
 ইতি শুভ্রভূমং লোকে বেনেশু চ তথা দ্বিজাঃ ।
 দেবগন্ধর্বসিদ্ধাষ্টৈঃ স্পৃহণীয়মিদং সদা ॥ ৩০
 অধীতক কৃতং যতো বশিষ্ঠেন মহাশ্রম ।
 ইদং পুরাণমমৃতং কালিকাস্বরমুত্তমম্ ॥ ৩১
 তেন শুশ্রুমিদং সর্বং কামরূপে মুরালয়ে ।
 তদিতানীং সমাখ্যাতং ব্যক্তৌক্য মর্হয়ঃ ॥ ৩২

সর্বপ্রিয় গো-গণ বেতালের বংশ । যে ব্যক্তি, নিত্য এই মহাশ্রম বেতালের সন্তান-সন্ততির জন্ম বিবরণ অবগত করে, সে সুখী ও বলবান্ হয় । গোধন বা অন্য কোন সম্পত্তি কদাচ তাহার নষ্ট হয় না । ২৩-২৪

ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি তাহাকে দেখে না, বেতাল ব্রহ্ম সতত তাহার রক্ষাকর্তা হইয়া থাকেন । ২৫

বিপ্রগণ । বেতাল ভৈরব স্বরূপে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, কালিকা দেবী স্বরূপে শিবকে মোহিত করেন, স্বরূপে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং স্বরূপে শিবের শরীরার্জ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই তোমাদের নিকট বলিলাম, তোমাদিগের সংশয়ও দূর হইল । ২৬-২৭

যে ব্যক্তি, প্রতিদিন “কালিকায়ৈ নমস্তভ্যং” বলে, অথবা তাহার মুক্তি কল্পওলহিত,—ইহলোকেও সে সুখভাগী হয় । ২৮

মন্ত্র-যজ্ঞময় পরম বিত্ত জ্ঞানপ্রদ বাহ্যাপুরক এই কালিকাপুরাণে কথিত হইল । ২৯

দ্বিজগণ । এই পুরাণ—দেবতা গন্ধর্ব ও পিতৃগণের সদা গ্রহণীয় এবং লোকে ও বেদে অত্যন্ত গোপিত । ৩০

মহাশ্রম বসিষ্ঠ, এই অমৃতময় উৎকৃষ্ট পুরাণ আমার নিকট অব্যয়ন ও অবগত করেন । ৩১

তিনি কিন্তু মুরালয় কামরূপ পীঠে ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন । হে মর্হিগণ । আজ আমি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম । ৩২

যুগ্মাভিরূপ নো দেয়ং গোপ্যং লোকেষু সর্বদা ।
 শঠাঃ চ চিত্তায় নাস্তিকায়াজিতাশ্চনৈ ॥ ৩৩
 ভক্তশ্রদ্ধাবিহীনাস্থ ন দাভবাং কদাচন ।
 ইদং সৰ্বং পাঠেদ্যন্ত পুরাণং কালিকাস্বয়ং ॥ ৩৪
 স কামানখিলান্ প্রাপ্য শেষেহমৃতমবাগ্নুযায় ॥
 মন্দিরে লিখিতং যস্য পুরাণমিদমুত্তমম্ ॥ ৩৫
 সদা তিষ্ঠতি নো ভক্ত বিয়ঃ সজ্জায়তে বিজ্ঞাঃ ।
 যোহধীশেহেশ্বহন্তেতদ্ গুহ্যং তত্ত্বমিদং পরম্ ॥ ৩৬
 অধীশাঃ সকলা বেদান্তেনেহ বিজ্ঞসত্তমাঃ ।
 তস্মাইবৈবাহিকোহগ্নোহস্তিকৃতকৃত্যো বিচক্ষণঃ ।
 স সুখী বলবান্ লোকে দীর্ঘায়ুৰপি জায়তে ॥ ৩৭
 যো লোকমীশং সততং বিভক্তি যঃ পালয়ত্যন্তকরন্তুধাত্তে^১ ।
 ইদং সমস্তং ব্রহ্মসত্রমং বা যদীয়রূপঞ্চ নমোহন্ত তস্মৈ ॥ ৩৮
 প্রধানপুরুষে যস্য প্রপঞ্চো যোগিনাং হৃদি ।
 যঃ পুরাণ ধিপো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু স যঃ শিবঃ^২ ॥ ৩৯
 যো হেতুকথ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ সনাতনঃ শাস্ত্রত ইশ্বরঃ পরঃ ।
 পুরাণকৃষেদপুরাণরেক্যঃ প্রস্তৌমি তস্মৌমি পুরাণশেষে ॥ ৪০

তোমরাও লোকে এই পুরাণকে গোপনে রাখিবে । শঠ, চক্রম-চিত্ত, নাস্তিক, অজিতেন্দ্রিয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিহীন ব্যক্তির নিকটে কদাচ প্রকাশ করিবে না । ৩৩

যে ব্যক্তি কালিকাপুরাণ একবারও পাঠ করে, সেই সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অন্তে মুক্তি লাভ করে । ৩৪

বিজ্ঞগণ । এই উত্তম কালিকাপুরাণ লিখিত হইয়া যাহার গৃহে থাকে, তাহার কদাচ বিয় হইবে না । ৩৫

ব্রহ্মবরগণ । যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য পুরাণ প্রত্যহ পাঠ করে, তাহার নিখিল বেদ পাঠের ফল হয় । ৩৬

তাহা অপেক্ষা অধিক কৃতার্থ ও বিচক্ষণ আর কেহ থাকে না । সে ব্যক্তি সুখী, বলবান্ এবং দীর্ঘজীবী হয় । ৩৭

যিনি এই ত্রিলোককে সতত ধারণ ও পালন করিতেছেন, যিনি কল্পশেষে এই সমস্ত জগৎ সংহার করেন, অমায়ক বা প্রমায়ক এই ত্রিকাও যাহার রূপ-প্রণকমাত্র—সেই ইশ্বরকে প্রণাম করি । ৩৮

প্রকৃতি পুরুষ যাহার প্রপঞ্চ, যিনি যোগিজন্মদ্বয়ে পুরাণাধিপতি বিষ্ণুরূপে বিরাজিত, সেই শিব তোমাদিগের ঐতি প্রসন্ন হউন । ৩৯

যে সনাতন পুরাণ-পুরুষ জগতের শাস্ত্র প্রধাম কারণ, সেই পুরাণকর্তা পুরাণবেদ পরমেশ্বরকে পুরাণশেষে তব ও প্রণাম করিতেছি । ৪০

১। যো লোক ইশঃ সততং বিভক্তি ।

যঃ পালয়ত্যন্তকরন্তুধাত্তে ।দীর্ঘায়ুঃ..... ।

২। শিবঃ ।

ইতি সকলজগদ্বিস্তৃতি বাসঃ
 মধুরিপুমোহকরী° রম্যরূপা ।
 রমরতি চ হরঃ শিবায়রূপা
 বিস্তরত্ব বো বিস্তবং ততানি যাবা ॥ ৪৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০

যে দ্বিলোক-পালিনী দেবী লক্ষ্মীরূপে নারায়ণকে মোহিত করিয়া আছেন
 এবং শিবরূপে শিবের সন্তোষ সাধন করিতেছেন, সেই মাতা তোমাদিগকে
 বিস্তর বিস্তরণ করুন । ৪৯

নিজতত্ত্বজ্ঞানেষনুগ্রহঃ কৃত্ব বাহুচ্ছিক-বিগ্রহ-গ্রহো ।
 ভববন্ধন ছানয়েতবৌ ভব-মাতা-পিতরৌ তজ্জৈ ভবৌ ॥

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০

১। শিবায়রূপা ।

সম্পূর্ণমেতৎ কালিকাপুরাণম্